সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাবলী সংখ্যা—৩৬
ভারত-শাস্ত্র-পিটক
সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ
সংখ্যা—৩

প্রবর্ত্তক—
রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর
কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ

ব্রহ্মসূত্র

বা

বেদান্ত-দর্শন

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্-রামানুজাচার্য্য প্রণীত

বিশিষ্টাদ্বৈতপর

সমেত

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ কর্ত্তৃক

অনূদিত ও সম্পাদিত

বিদ্যোৎসাহী বদান্যবর

রাজা শ্রীযুক্ত রাও যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের

সাহায্যে

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে

শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

সন ১৩১৮—অগ্রহায়ণ

আভাস

অবৈদিক বৌদ্ধাদি ধর্ম্মের আবির্ভাবে ভারতে যখন এক বিষম ধর্ম্ম-বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, আপাত-মধুর বৌদ্ধমতের প্রবল আক্রমণে সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম যখন বিপর্য্যস্ত এবং কৃষ্ণপক্ষীয় শশিকলার ন্যায় দিন দিন ক্ষয়োন্মুখ হইতেছিল, তখন বেদাচার্য্য ভট্ট কুমারিল ও জ্ঞানগুরু স্বামী শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া বেদোক্ত কর্ম্ম ও জ্ঞান-পথ প্রকটিত করিয়া সেই বিপ্লব বিদূরিত করেন। কিন্তু তখনও ভক্তের হৃদয়-ধন, ভাবুকের কণ্ঠমণি, বিমল ভক্তিমার্গ অজ্ঞানের অন্ধকূপে নিহিত ছিল; তখনও সম্প্রদায়-শুদ্ধ বিমল বৈষ্ণবধর্ম্মের উজ্জ্বল আলোক দিগ্ দিগন্ত উদ্ভাসিত করে নাই; তখনও সন্তপ্ত মানব হৃদয়ে ভক্তিময় শান্তি-সলিলের শীতল ধারা প্রবাহিত হয় নাই। জীবের একান্ত প্রয়োজনীয় সেই ভক্তিরস বিতরণ উদ্দেশে ভক্তশ্রেষ্ঠ ভাবুক-চূড়ামণি, দার্শনিক শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য অবতীর্ণ হইলেন। তিনি বুঝিলেন যে, জীবগণ ভগবদংশ হইলেও ভগবানের চির সেবক, ভগবান্ই তাহাদের একমাত্র সেব্য এবং ভক্তিই তাহার প্রধান সাধন। জীবগণ যতই সমুন্নত হউক না কেন, ভক্তি ব্যতীত কেহই কখনও মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না।

তিনি তাঁহার চিরবাঞ্ছিত, সেই সিদ্ধান্তটী ব্রহ্মসূত্র—বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যা শ্রীভাষ্যে অতি নিপুণতার সহিত যুক্তি, তর্ক, শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদির সাহায্যে প্রতিপাদন বা সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী ভক্তসম্প্রদায় মূলতঃ তাহারই সেই সকল যুক্তি তর্কের উপর নির্ভর করিয়া নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সমর্থন ও পুষ্টি সাধন করিয়াছেন।

যাহারা ভক্তিমার্গের প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে চাহেন, তাহাদের পক্ষে ত 'শ্রীভাষ্য' অবশ্য-পাঠ্যই বটে; ইহার সাহায্যে তাহারা স্বীয় সাধনতত্ত্বের অনেক গূঢ় মর্ম্ম সহজেই বুঝিতে পারিবেন। আর যাহারা জ্ঞান-গুরু শঙ্করের শিষ্য, তাহাদের পক্ষেও একবার 'শ্রীভাষ্য' পাঠ করা আবশ্যক; কারণ, বিস্তৃত সমালোচনার সহিত বিবিধ যুক্তি, তর্ক ও প্রমাণের সাহায্যে অতি গম্ভীরভাবে শঙ্কর-মত খণ্ডনের চেষ্টা এই 'শ্রীভাষ্যে' যেরূপ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ আর কোথাও দৃষ্ট হয় না; সুতরাং ইহার সাহায্যে তাহারা স্বমতের বলাবল পরীক্ষা করিবার এবং উভয়মতের সামঞ্জস্য ও দোষ গুণ তুলনা করিবার পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা বা সাহায্য পাইবেন।

ভগবৎকৃপায় অদ্য সেই মহানুভব শ্রীশ্রীরামানুজাচার্য্য-প্রণীত সানুবাদ শ্রীভাষ্যের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। এই খণ্ডে ব্রহ্মসূত্রের 'চতুঃসূত্রী' মাত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বলা আবশ্যক যে, এই চতুঃসূত্রীই রামানুজ-মতের সার-সর্ব্বস্ব; তাঁহার অভিপ্রেত 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে'র অনুকূলে ও প্রতিকূলে যতপ্রকার যুক্তি তর্ক সম্ভাবিত হইতে পারে; তিনি এই চতুঃসূত্রীতেই সে সমুদয়ের বিস্তৃত সমালোচনা ও মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। অধিক কি, কেবল এই 'চতুঃসূত্রী' মাত্র পাঠ করিলেই রামানুজাচার্য্যের অভিমত 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' পদার্থটী যে কি এবং তদ্বিষয়ে তাঁহার যুক্তিতর্ক ও সার সিদ্ধান্তই বা কিরূপ, তাহা সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারা যায়।

অনুবাদ সরল, সুখবোধ্য ও ভাষ্যানুযায়ী করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছি, এবং অনুবাদের সাহায্যে যাহাতে ভাষ্যের ভাব সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারা যায়, তাহার জন্যও যতদূর সম্ভব চেষ্টার ক্রটী করি নাই। এই কারণে; অনুবাদের ভাষাগত সৌন্দর্য্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে পারি নাই।

বিশেষতঃ 'ব্রহ্মসূত্র'—বেদান্তদর্শন অতিদুরূহ গ্রন্থ; তদুপরি শ্রীভাষ্যের ভাষা, বাক্যবিন্যাস ও তর্ক-পদ্ধতি বড়ই গভীর, সহজে ইহার ভাব হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হইয়া পড়ে। তাহার উপর আবার বঙ্গভাষায় শব্দসম্পৎ ও তর্কোপকরণের এতই অভাব যে, তাহা দ্বারা ঐরূপ দুরূহ ভাষ্যের অবিকল অনুবাদ করা সম্ভবপর হয় না। এই কারণে সর্ব্বত্র অনুবাদের অবিকলতা ঠিক রক্ষা পাইয়াছে কি না, বলিতে পারি না।

গ্রন্থখানি পাঠকগণের সুখবোধ্য করিবার জন্য প্রথমতঃ সূত্রের নীচে 'পদচ্ছেদে' সূত্রের পদগুলির বিশ্লেষণ ও সরল অর্থ দেওয়া হইয়াছে। তাহার নীচে স্বরচিত একটী সরল, সংক্ষিপ্ত টীকায় ও তাহার অনুবাদে ভাষ্যানুযায়ী সূত্রার্থ বিবৃত করা হইয়াছে। ভাষ্যের জটিল অংশগুলি অনায়াস-বোধ্য করিবার জন্য স্থানে স্থানে 'শ্রুতপ্রকাশিকা' নামক প্রাচীন টীকার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হইয়াছে এবং প্রায় সর্ব্বত্রই স্বতন্ত্রভাবে তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যা দ্বারা ভাষ্যার্থ পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ভাষ্যে যে সকল বচনপ্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে; সেই সকল প্রমাণ যে সকল গ্রন্থের যে যে অংশে এবং যত সংখ্যায় আছে, তাহারও উল্লেখ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহা দ্বারা পাঠকগণ অনায়াসেই সেই মূলগ্রন্থ দেখিয়া উদ্ধৃত প্রমাণ সমূহের বলাবল বুঝিতে সমর্থ হইবেন। সর্ব্বত্রই বোধোপযোগী, কমা, সেমিকোলেন প্রভৃতি চিহ্ন প্রদত্ত হইয়াছে, এবং দুর্ব্বোধতা-বর্দ্ধক সন্ধিগুলিরও আবশ্যকমত বিশ্লেষণ (বিসন্ধি নির্দ্দেশ) করা হইয়াছে। ভাষ্যে বা অনুবাদের মধ্যে আবশ্যকবোধে যে সকল অতিরিক্ত কথা সংযোজিত করা হইয়াছে; পার্থক্য রক্ষার নিমিত্ত সেই সকল অংশ [ ] এইরূপ চিহ্ন দ্বারা বেষ্টিত করা হইয়াছে। কাশী, দ্রাবিড়, প্রয়াগ প্রভৃতি ভারতীয় নানা স্থানের পাঁচখানি মূল গ্রন্থ মিলাইয়া সুসঙ্গত পাঠগুলি মূলে গ্রহণ করিয়া অপর পাঠগুলি নীচে দেওয়া হইয়াছে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, এই দুরূহ গ্রন্থের অনুবাদ ও সম্পাদনকার্য্যে পদে পদে আমার ভ্রম প্রমাদ পরিলক্ষিত হইতে পারে। সহৃদয় পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে জানাইলে তাহা গ্রন্থশেষে সংশোধন করিয়া দিব। ইহাই শ্রীভাষ্যের প্রথম অনুবাদ, অতএব বলিতে হয়—

যদন্যৈর্বর্ত্ম ন ক্ষুণ্ণং তত্র সঞ্চরতো মম।
পদে পদে প্রস্খলতঃ সন্তঃ সন্ত্বলম্বনম্ ॥

ভাগবত-চতুষ্পাঠী
ভবানীপুর,
কলিকাতা।

শ্রীদুর্গাচরণ শর্ম্মা।

আভাস।

পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে একদা এমনই এক শুভ সময় সমুপস্থিত হইয়াছিল, যে সময় ভারতের আপামর নরনারীগণ পরলোকে দৃঢ় প্রত্যয়, ঈশ্বরে প্রগাঢ় ভক্তি, আত্মার অবিনশ্বরত্বে অটুট বিশ্বাস, বেদবাক্যে অভ্রান্ততাজ্ঞান ও গুরুবচনে সমধিক শ্রদ্ধা প্রভৃতি গুণরত্নে অলঙ্কৃত ছিলেন; সে সময় তাহারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের অক্ষয়ভাণ্ডার বেদরূপ কল্পতরুর শীতল ছায়াতলে বসিয়া ঐহিক ও পারলৌকিক কল্যাণ চিন্তায় নিরত থাকিয়া সুখে দিনযামিনী যাপন করিতেন, এবং সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে আপন আপন অভীষ্ট লাভে কৃতার্থ হইতেন; মনে হয়, নাস্তিকতা বলিয়া একটা কথা যেন তখন এদেশে ছিল না; কিন্তু দুর্নিবার কাল-চক্রের অমোঘ আবর্ত্তনে সে শুভদিন অন্তর্হিত হইয়াগেল, সে সৌভাগ্য-সূর্য্য সহসা অস্তমিত হইয়া পড়িল; সঙ্গে সঙ্গে মোহময় অজ্ঞান-তিমিরের আবির্ভাব হইতে লাগিল; বিমল মানসাকাশে সংশয়ের সূক্ষ্ম রেখা দেখা দিল; ক্রমে তাহাই বিপুল জলদজালে পরিণত হইয়া ভারতে ঘোরতর দুর্দ্দিনের সঞ্চার করিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে নাস্তিকতাময় বিষম অশনিসম্পাতে সাধুহৃদয় প্রকম্পিত করিয়া তুলিল। সেই বিষম নাস্তিকতার ফলে ধর্ম্ম-বিশ্বাস শিথিল হইল, ভগবদ্ভক্তি চলিয়া গেল, বেদপ্রমাণ্যে সংশয় উপস্থিত হইল; দিন দিন অধর্ম্মের আধিপত্য বাড়িতে লাগিল; বোধহয়, তখন হইতেই মনীষিগণের হৃদয়ে দার্শনিক চিন্তার উন্মেষ হইতে লাগিল, এবং সমাজে দর্শনশাস্ত্র প্রচারের আবশ্যকতা উপলব্ধি হইল; ক্রমে ন্যায় বৈশেষিকাদি দর্শনশাস্ত্রের সৃষ্টি হইল; কিন্তু তাহাতেও বেদ-বিদ্যার বিকৃতিভাব নিবারিত হইল না, যুগে যুগে তাহার মাত্রা বাড়িতে লাগিল—

'কিঞ্চিৎ তদন্যথাভূতং ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽখিলম্।'

ত্রেতা-যুগেই বেদবিদ্যার বিকৃতির সূত্রপাত হয়, তখন যাহা সামান্য মাত্র ছিল, দ্বাপরে তাহারই ষোল কলায় পরিপূর্ণ হইল, তখন—

"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ"।

যিনি সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহার হৃদয়ে বেদবিদ্যা প্রকাশ করিয়া থাকেন; এবং—

"হর্ত্তুং তমঃ সদসতী চ বিবেক্তুমীশো মানং প্রদীপমিব কারুণিকো দদাতি"।

যিনি করুণাপরবশ হইয়া জীবগণের হৃদয়গত অজ্ঞানান্ধকার অপনয়নের নিমিত্ত এবং সৎ ও অসৎ বস্তুর প্রভেদ জ্ঞানের জন্য প্রদীপবৎ সর্ব্বার্থ-প্রকাশক বেদপ্রমাণ প্রচার করিয়া থাকেন; সেই ভগবান্ পুরুষোত্তম নারায়ণ—

"তৈর্বিজ্ঞাপিত-কার্য্যস্তু ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
অবতীর্ণো মহাযোগী সত্যবত্যাং পরাশরাৎ।
উৎসন্নান্ নিখিলান্ বেদানুজ্জহার হরিঃ স্বয়ম্॥"

উৎসন্নপ্রায় বেদরাশির পুনরুদ্ধারের জন্য দেবগণের অনুরোধে প্রসন্ন হইয়া সত্যবতীর গর্ভে

পরাশরের ঔরসে মহাযোগী কৃষ্ণদ্বৈপায়নরূপে অবতীর্ণ হইলেন, এবং নষ্টপ্রায় বেদরাশির পুনরুদ্ধার সাধন করিলেন। তিনি কেবল বেদোদ্ধার করিয়াই নিশ্চিন্ত হইলেন না; মন্দমতি মানবগণ যাহাতে অনায়াসে অভিমত বেদাংশ গ্রহণ করিতে পারে, তাহার জন্য—

"ঋগথর্ব্ব-যজুঃসাম্নাং রাশীনুদ্ধৃত্য বর্গশঃ।
চতস্রঃ সংহিতাশ্চক্রে সূত্রে মণিগণা ইব॥"

বিভক্ত বেদরাশি হইতে এক এক শ্রেণীর মন্ত্র সমূহ পৃথক্ পৃথক্ রূপে সংগ্রহ করিয়া ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব নামক চারিটী সংহিতা সংকলন করিলেন। এই সংকলনের ফলেই মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন 'বেদব্যাস' নামে খ্যাতি লাভ করিলেন।

মহর্ষি বেদব্যাস কেবল বেদোদ্ধার ও বেদবিভাগ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিলেন না, তিনি তাহার বহুল প্রচারের জন্য শিষ্য সংগ্রহ করিয়া এক এক জনকে এক একটী বেদভাগ শিক্ষা দিতে লাগিলেন—পৈল নামক শিষ্যকে ঋগ্বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্ব্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ এবং সুমন্তকে অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করাইলেন। এইরূপে বেদ-বিদ্যার প্রচারবাহুল্য ঘটিল সত্য, কিন্তু তাহাতেও প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধির অন্তরায় অন্তর্হিত হইল না; বিতর্ক-বাত্যার বিষম তাড়নায় বেদরূপ ধর্ম্মকল্পতরু তখনও চঞ্চল হইতে লাগিল। তখন তিনি স্বশিষ্য জৈমিনি মুনিকে বেদের পূর্ব্বভাগ কর্ম্মকাণ্ড অবলম্বনে মীমাংসা শাস্ত্র রচনায় নিয়োজিত করিয়া আপনি স্বয়ং উত্তর ভাগ জ্ঞানকাণ্ড—বেদান্তের মীমাংসা প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলেন—

"চকার ব্রহ্মসূত্রাণি যেষাং সূত্রত্বমঞ্জসা"।

তিনি বেদসার বেদান্ত অবলম্বনে ব্রহ্ম-নিরূপণাত্মক যে সমস্ত সূত্র প্রণয়ন করিলেন, সেই সূত্র সমষ্টির নাম হইল ব্রহ্মসূত্র। শাস্ত্রে সূত্র-রচনার যেরূপ লক্ষণ নির্ণীত আছে, এই ব্রহ্মসূত্রে তাহা পূর্ণমাত্রায় অনুসৃত হইয়াছে (১); সেই ব্রহ্মসূত্রই বেদান্তদর্শন নামে পরিচিত।

ব্রহ্মসূত্র রচনার কালবিশেষ নিরূপণ করা অসম্ভব হইলেও, ইহা যে, মহাভারত ও পদ্মপুরাণ প্রভৃতি অনেকগুলি পুরাণ সৃষ্টির পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই; মহাভারতের অন্তর্গত ভগবদ্গীতায় ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—

"ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ।"

এখানে "ব্রহ্মসূত্র-পদৈঃ" কথায় এই বেদান্তদর্শনের সূত্রাক্ষরকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে; তদ্ভিন্ন অন্য কোন অর্থ এখানে কথিত হয় নাই। তাহার পর—

"বেদান্তকৃৎ বেদবিদেব চাহম্"

এখানে বেদ ও বেদান্তের পৃথক্ উল্লেখ থাকায় এবং নিত্যসিদ্ধ বেদান্ত—উপনিষদের কর্তৃত্ব নির্দ্দেশও সমীচীন না হওয়ায় 'বেদান্ত'-শব্দে বেদান্তদর্শনই বুঝিতে হইবে। মহাভারতের অন্যত্রও সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে বেদান্তদর্শনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; পদ্মপুরাণে ষড়্দর্শনের গুণ-দোষ নির্দ্দেশস্থলে বেদব্যাসকৃত বেদান্তদর্শনেরও নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—

---

(১) সূত্র লক্ষণ যথা—"অল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্ বিশ্বতোমুখম্। অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ।" "(পদ্মপুরাণ)।

"জৈমিনীয়ে চ বৈয়াসে বিরুদ্ধোংংশো ন কশ্চন।
শ্রুত্যা বেদার্থবিজ্ঞানে শ্রুতিপারং গতৌ হি তৌ ॥"

এই শ্লোকে জৈমিনিকৃত পূর্ব্বমীমাংসা ও বেদব্যাসকৃত উত্তরমীমাংসার উল্লেখ রহিয়াছে। ইহা ছাড়া বিষ্ণুপুরাণেও যে, ব্রহ্মসূত্রের স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে, তাহা আমরা প্রথমেই প্রদর্শন করিয়াছি। যথোক্ত প্রমাণ সমূহ হইতে বেশ বুঝা যায় যে, মহাভারত রচনার পূর্ব্বে কলি দ্বাপরের সন্ধিক্ষণে যে কোন সময়ে ইহা বিরচিত হইয়াছিল, এতদতিরিক্ত আর কিছু বলিতে পারা যায় না।

সম্পূর্ণ বেদান্তদর্শনটী চারি অধ্যায়ে বিভক্ত—(১) সমন্বয়, (২) অবিরোধ, (৩) সাধন ও (৪) ফলাধ্যায়। প্রত্যেক অধ্যায়ে চারিটী করিয়া পাদ বা পরিচ্ছেদ আছে ; প্রত্যেক পাদে আবার বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে অনেকগুলি অধিকরণ রচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে অস্পষ্ট জীবলিঙ্গক শ্রুতির সমন্বয়, তৃতীয় পাদে স্পষ্টলিঙ্গক ব্রহ্ম বিচার, চতুর্থ পাদে কেবল সন্দিগ্ধ পদের বিচার। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে সাংখ্যাদি স্মৃতিশাস্ত্র ও ন্যায় প্রভৃতি তর্কশাস্ত্রের উদ্ভাবিত আপত্তি খণ্ডন, দ্বিতীয় পাদে সাংখ্যাদি দর্শনোক্ত সিদ্ধান্তের দোষ প্রদর্শন ; তৃতীয় পাদে আকাশাদির উৎপত্তি নিরূপণ ; চতুর্থ পাদে ইন্দ্রিয় প্রভৃতির উৎপত্তি-নিরূপণ। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে জাগ্রদাদি অবস্থাবিশিষ্ট জীবের দোষগুণাদি বিচার ; দ্বিতীয় পাদে—ভগবানের নিত্য-নির্দ্দোষত্ব ও নিখিল কল্যাণময়গুণাকরত্ব নিরূপণ ; তৃতীয় পাদে শ্রুত্যুক্ত উপাসনাঙ্গ গুণ-সমূহের উপসংহার বা সংগ্রহ প্রণালী নিরূপণ, চতুর্থ পাদে উপাসনার অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ সাধন নিরূপণ। চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদে উপাসকের উপাসনা প্রভাবে পূর্ব্বতন পাপপুণ্যের বিনাশ ও পরভবিক পুণ্যপাপে অসংস্পর্শ বিচার ; দ্বিতীয় পাদে মুমূর্ষু জীবের উৎক্রমণ-প্রণালী নিরূপণ ; তৃতীয় পাদে উপাসকের মৃত্যুর পর উত্তরায়ণাদি পথে গতিপ্রকার নিরূপণ ; আর চতুর্থ পাদে মুক্ত পুরুষের ব্রহ্মপ্রাপ্তি সম্বন্ধে বিচার সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রত্যেক পাদে আবার অনেকগুলি 'অধিকরণ' আছে ; প্রত্যেক অধিকরণে স্বতন্ত্র এক একটী বিষয় বিচারিত ও মীমাংসিত হইয়াছে ; সেই বিচার কোথাও একসূত্রে কোথাও বা একাধিক সূত্রে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ের প্রথমপাদে অধিকরণসংখ্যা—১১, দ্বিতীয় পাদে—৮, তৃতীয় পাদে—১০, চতুর্থ পাদে—৮ ; দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে ১০, দ্বিতীয় পাদে ৮, তৃতীয় পাদে ৭, চতুর্থ পাদে ৮; তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে ৬, দ্বিতীয় পাদে ৮, তৃতীয় পাদে ২৬, চতুর্থ পাদে ১৫ ; চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদে ১৯, দ্বিতীয় পাদে ১১, তৃতীয় পাদে ৫, চতুর্থ পাদে ৬, মোট অধিকরণসংখ্যা ১৬৬। অধিকরণের সংখ্যা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, সম্পূর্ণ বেদান্তদর্শনে কতগুলি বিষয় বিচারিত ও মীমাংসিত হইয়াছে।

আলোচ্য বেদান্তদর্শন সর্ব্বজনবিদিত ; সুতরাং তাহার গুণব্যাখ্যানে অধিক কথা বলা অনাবশ্যক ; তবে এইমাত্র বলিলেই বোধ হয়, যথেষ্ট হইবে যে, মহামহিম মহর্ষি বেদব্যাসের অমৃতময় লেখনী-নিঃসৃত ব্রহ্মসূত্র—বেদান্তদর্শনের গৌরবসম্পদ্ জগতে অতুলনীয়, এবং দর্শন-রাজ্যে সর্ব্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত। শতশত প্রখ্যাতনামা মহাপুরুষ ইহার সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া

জীবনাতিপাত করিয়াছেন; এবং অসীম শক্তিসম্পন্ন বহুতর আচার্য্য ইহার উপর ভাষ্যব্যাখ্যা-প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়া নিজ নিজ বিদ্যাবুদ্ধির সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। অধিক কি, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি পরস্পর বিরোধশীল সাম্প্রদায়িকগণও বেদান্তদর্শনের সেবায় একমত হইয়াছেন; সকলেই আপনাদের অভিমত সিদ্ধান্তগুলিকে বেদান্তের অনুমোদিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে যথাশক্তি প্রয়াস পাইয়াছেন; এরূপ সার্ব্বভৌমিক সৌভাগ্য লাভ করা বেদান্তদর্শন ভিন্ন অপর কোনও দর্শনের ভাগ্যেই ঘটে নাই বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না।

প্রচলৎ ব্যাখ্যাগ্রন্থের সাহায্যে জানা যায় যে, অতি পুরাকালে ভগবান্ বোধান, দ্রমিড়, ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চ ও ভাস্কর প্রভৃতি প্রাচীন আচার্য্যগণকর্ত্তৃক এই বেদান্তদর্শনের উপর অনেকগুলি ভাষ্য ব্যাখ্যা বিরচিত হইয়াছিল; বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্য বশতই হউক, অথবা সম্প্রদায়বিচ্ছেদ বশতই হউক, দীর্ঘকাল হইতেই সেগুলি সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে; জানি না, সেগুলি প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুনরায় সুধীসমাজের আনন্দবর্দ্ধন করিবে কি না। বর্ত্তমান সময়ে আচার্য্য শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব, বল্লভ, বিজ্ঞানভিক্ষু ও বলদেব প্রভৃতির বিরচিত কয়েকখানি ভাষ্যগ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়; ইহারা এখনও অক্ষতদেহে দণ্ডায়মান থাকিয়া আপনাদের অধিকার রক্ষা করিতেছে। বলা আবশ্যক যে, ইহাদের মধ্যে প্রায় সমুদয়গুলিই সাম্প্রদায়িক ভাবে পরিপূর্ণ; আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্যকেও সাম্প্রদায়িক বলা সঙ্গত হয় কি না, বিবেচনার বিষয়। বিজ্ঞানভিক্ষু নিজে সাংখ্যমতাবলম্বী ছিলেন; তিনি সাংখ্যের সুরে বেদান্তের ব্যাখ্যা করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন; এবং দর্শনগুলির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বা সমন্বয় সংস্থাপনের জন্যও সমধিক যত্ন করিয়াছেন; তাঁহার সে যত্ন নিশ্চই প্রশংসার যোগ্য। এতদ্ব্যতীত রামানুজের গুরু যাদবপ্রকাশও বেদান্তদর্শনের একখানি ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন; শ্রীভাষ্যের টীকাকার সুদর্শনাচার্য্য স্থানে স্থানে তাহার নামোল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু মূলগ্রন্থ এখনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

যে সময় এদেশে প্রবল বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবে নূতন এক ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, বেদবিরোধী বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্রভাব দেশের সর্ব্বত্র একাধিপত্য করিতেছিল, এবং বৌদ্ধধর্ম্মরূপ প্রবল বন্যা-স্রোতে বৈদিক ধর্ম্ম-সেতুর নিয়ম-বন্ধনগুলি একে একে খসিয়া যাইতেছিল, সেই ভীষণ দুঃসময়ে জ্ঞানগুরু শিবাবতার আচার্য্য শঙ্কর ধরাধামে অবতীর্ণ হন; তিনি অবতীর্ণ হইয়া বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ প্রচারে দুর্জ্জয় বৌদ্ধবাদ বিধ্বস্ত করিয়া সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রুতি ও যুক্তির অপূর্ব্ব সমন্বয়ে বেদান্তদর্শনের উপর প্রসন্ন-গম্ভীর এক বিস্তৃত ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তর্ধানের বহুকাল পরে. খুব সম্ভব ৯৪০—৯৯৬ শকাব্দের মধ্যে আচার্য্য রামানুজের আবির্ভাব হয়।

রামানুজের জন্ম—

রামানুজ চৈত্রমাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত ভূতপুরী নামক নগরে জন্ম গ্রহণ করেন; তাঁহার পিতার নাম কেশব-সোমযাজী, মাতার নাম ভূদেবী। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদসম্মত বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁহার বৃত্তান্ত বিভিন্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে, কোথাও তাঁহাকে ভগবানের শঙ্করাবতার বলা হইয়াছে, কোথাও তাঁহাকে সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অবতার বলা হইয়াছে, কোথাও

আবার অন্তরূপেও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তাঁহার এইরূপ অলৌকিক মহিমাপ্রকাশক অনেক কথা অনেক গ্রন্থেই উল্লিখিত আছে; এখানে সে সমুদয়ের বিশেষ আলোচনা অনাবশ্যক মনে করি।

শৈশবে সাধু-সঙ্গ লাভ—

রামানুজের শিশুজীবনের ঘটনাবলী বড়ই মনোহর এবং কৌতূহলোদ্দীপক; কিন্তু এখানে সে সমস্ত ঘটনার অবতারণা করা অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইল। ফল কথা, শৈশবেই তাঁহার বিমল প্রতিভালোকে ভবিষ্যৎজীবনের কর্ত্তব্য-পথ উদ্ভাসিত হইয়াছিল। রামানুজ সমবয়স্ক শিশুগণের সঙ্গে খেলা করিতে প্রায়ই বাড়ীর বাহিরে যাইতেন; এক দিন পথিপার্শ্বে খেলা করিতেছেন, এমন সময়ে তিনি কাঞ্চীপূর্ণনামক এক পরম ভাগবতের দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন; দর্শনমাত্রেই যেন উভয়ের মধ্যে কেমন একটা প্রীতির সঞ্চার হইল; লৌহ যেমন চুম্বকে আকৃষ্ট হয়, তেমনি তাহারাও পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। তদবধি ভক্তপ্রবর কাঞ্চীপূর্ণ প্রায়ই রামানুজকে দেখিতে আসিতেন, এবং সুযোগমত ভক্তিতত্ত্বের উপদেশ প্রদান করিতেন; রামানুজও একাগ্রচিত্তে তাহা শ্রবণ করিতেন এবং সযত্নে হৃদয়ে ধারণ করিতেন। বলা আবশ্যক যে, কাঞ্চীপূর্ণ তাঁহার শিশুহৃদয়ে, যে ভক্তি-বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, কালে তাহাই মহামহীরূহে পরিণত হইয়া শোকতাপ-প্রপীড়িত শত শত নরনারীর দগ্ধ হৃদয়ে শান্তি-ছায়াদানে সমর্থ হইয়াছিল।

যাদবপ্রকাশের নিকট বিদ্যাশিক্ষা—

অতঃপর রামানুজের অধ্যয়নের কাল উপস্থিত হইল; তৎকালে কাঞ্চীপুর নগরে যাদব-প্রকাশ নামে একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক বাস করিতেন; সে সময় সে দেশে তাঁহার সমকক্ষ দ্বিতীয় কোন অধ্যাপক ছিলেন না। রামানুজ প্রথমেই তাঁহার নিকট বিদ্যাশিক্ষার অভিলাষে গমন করিলেন, এবং যথারীতি শিষ্যত্বগ্রহণপূর্ব্বক নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ঐকান্তিক শাস্ত্রানুশীলন, অসাধারণ প্রতিভা, বিনয়মধুর ব্যবহার ও অকৃত্রিম গুরুভক্তি প্রভাবে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি অধ্যাপকের স্নেহদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন; ক্রমে তাঁহার অলৌকিক প্রতিভার ছটা চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল; এবং বিখ্যাত বিদ্বৎসমাজ তাঁহার গভীর জ্ঞান, প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ও অলৌকিক প্রতিভাদর্শনে বিস্ময়বিমুগ্ধ হইতে লাগিল।

রামানুজ প্রধানতঃ যাদবপ্রকাশেরই শিষ্য ছিলেন; কিন্তু তদ্ভিন্ন আরও পাঁচ জনকে তিনি শিক্ষাদাতা গুরু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন—(১) মহাপূর্ণ, (২) শ্রীশৈলপূর্ণ, (৩) গোষ্ঠীপূর্ণ, (৪) শ্রীরঙ্গনাথগুরু, ও (৫) মালাধর (ক)। ইঁহারাও তাঁহার গুরু সত্য; কিন্তু প্রকৃত

(ক) মহাপূর্ণ স্বীয়-সম্প্রদায়গত পঞ্চবিধ সংস্কারের উপদেশক; শ্রীশৈলপূর্ণ রামায়ণের উপদেষ্টা; গোষ্ঠীপূর্ণ রহস্যশিক্ষাদাতা; শ্রীরঙ্গনাথ দ্রবিড়োপনিষদের উপদেষ্টা; মালাধর গুরু—দ্রবিড়োপনিষদের অর্থোপদেষ্টা; আর মহাত্মা কাঞ্চীপূর্ণ নিজসম্প্রদায়গত বার্ত্তাষট্কের সংবাদদাতা; এই জন্য রামানুজ তাঁহাকেও অন্যান্য গুরুর অনুরূপ ভক্তি করিতেন।

কথা বলিতে হইলে, কাঞ্চীপূর্ণকেই তাঁহার সাধনক্ষেত্রের পরম সহায় গুরু বলিতে হয়; কারণ, মহাত্মা কাঞ্চীপূর্ণ তাঁহার শিশু-হৃদয়ে প্রথমে যে বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, কালক্রমে তাহাই বিভিন্ন গুরুর উপদেশ-বারিসেকে মহান্ মহীরূহে পরিণত হইয়া বিচিত্র পত্র পুষ্প ফলে সুশোভিত হইয়া পরম রমণীয় হইয়াছিল মাত্র।

রামানুজের প্রতিভাস্ফুরণ—

রামানুজ যে সময় যাদবপ্রকাশের নিকট অধ্যয়ন করিতেছিলেন, তখন একদা বেদান্তদর্শন পড়িবার কালে, আচার্য্য শঙ্করকৃত "কপ্যাসং" শ্রুতির (১) ব্যাখ্যা শুনিয়া বড়ই বিষণ্ণ ও ব্যথিত হইলেন, এবং সবিনয়ে গুরু সমীপে নিবেদন করিলেন—গুরুদেব, 'কপ্যাসং' কথার অতি উত্তম অর্থ থাকিতে এরূপ জঘন্য অর্থ গ্রহণ করিবার প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ যিনি পরমারাধ্য পরম পবিত্র পরমেশ্বর, তাঁহাকে একটা জঘন্য কপিপুচ্ছের অধোভাগের সহিত তুলিত করা কি মহা অপরাধের কার্য্য হয় না? এ কথা শুনিবামাত্র যাদবপ্রকাশ কিঞ্চিৎ বিরক্তি সহকারে বলিলেন—কি আশ্চর্য্য, আচার্য্যবাক্যেও অশ্রদ্ধা! এ শ্রুতির এতদপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট অর্থ কি হইতে পারে? রামানুজ বলিলেন—হাঁ, হইতে পারে; আজ্ঞা করুন; বলিতেছি—শ্রবণ করুন; এই বলিয়া রামানুজ ঐ কথার একটী সরল, সুন্দর ও সুসঙ্গত ব্যাখ্যা করিলেন। যাদবপ্রকাশ তাহার তাদৃশ ব্যাখ্যা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ইহাই রামানুজ-প্রতিভার সর্ব্বপ্রথম বহিঃপ্রকটন। এই ঘটনার পর হইতেই রামানুজের যশঃসৌরভ দিগ্‌দিগন্তে প্রসারিত হইতে লাগিল, ক্রমে সে কথা যতিবর যামুনাচার্য্যেরও শ্রুতিগোচর হইল। তদবধি যামুনাচার্য্য রামানুজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে উৎকণ্ঠিত হইলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তাঁহার জীবদ্দশায় সে বাসনা পূর্ণ করিবার সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই।

রামানুজের যামুনাচার্য্যসমীপে গমন—

যতিবর যামুনাচার্য্য যেমন রামানুজের সাক্ষাৎকারের অভিলাষী ছিলেন, আচার্য্য রামানুজও তেমনি তাঁহার দর্শনে বিশেষ সমুৎসুক ছিলেন; কিন্তু এযাবৎ পরস্পরের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ ঘটিয়া উঠে নাই। অবশেষে যামুনাচার্য্য যখন বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার দেহত্যাগের আর বিলম্ব নাই; অন্তিম সময় সন্নিহিতপ্রায়; তখন তিনি রামানুজকে সত্বর আনয়নের জন্য কাঞ্চীতে শিষ্য প্রেরণ করিলেন। শিষ্যগণ রামানুজের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রভুর আজ্ঞা জ্ঞাপন করিলেন; তিনিও চিরসঞ্চিত বাসনা পূর্ণ হইবার সুযোগ ঘটিল মনে করিয়া

---

(১) ছান্দোগ্যোপনিষদে একটী শ্রুতি আছে—"যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকম্, এবমক্ষিণী।" আচার্য্য শঙ্কর ইহার অর্থ করিয়াছেন—কপিঃ বানরঃ, আস্যতে উপবিশ্যতে অনেন—ইতি আসং; কপেঃ আসং পুচ্ছাধোভাগঃ—কপ্যাসম্। বানরের পুচ্ছাধোভাগ প্রায়ই রক্তবর্ণ হইয়া থাকে, সুতরাং তাহার সহিত পুণ্ডরীকের—পদ্মের তুলনা হইতে পারে সত্য; কিন্তু আচার্য্য রামানুজ ইহার অর্থ করিলেন—কং জলং পিবতীতি—কপিঃ—সূর্য্যঃ, তেন আস্যতে বিকশিতং ক্রিয়তে ইতি কপ্যাসং—সূর্য্যকিরণ-প্রস্ফুটিতমিত্যর্থঃ। অথবা কপিঃ নালং, তত্র আস্যতে স্থীয়তে যেন, তৎ কপ্যাসং—জলহং পুণ্ডরীকমিত্যর্থঃ।

সমাগত শিষ্যগণের সঙ্গে প্রফুল্লমনে শ্রীরঙ্গমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাহারা শ্রীরঙ্গমে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই শুনিতে পাইলেন, যামুনাচার্য্য কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন; রামানুজ সে কথা শুনিয়া নিরুৎসাহ হইয়াও যামুনের মৃতদেহ দর্শনের লোভ পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না; ক্রমে সেখানে উপস্থিত হইলেন।

রামানুজ সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—যতিবরের দেহ নিস্পন্দ অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু তখনও দেহের তেজঃপ্রভা বিলুপ্ত হয় নাই; রামানুজ নির্নিমেষ নয়নে তাহাই নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; হঠাৎ দেখিতে পাইলেন—আচার্য্যের দক্ষিণ হস্তের তিনটী অঙ্গুলী আকুঞ্চিতভাবে রহিয়াছে; তদ্দর্শনে তিনি কৌতূহলপরবশ হইয়া—সমীপস্থ শিষ্যমণ্ডলীকে তাদৃশ অঙ্গুলীসংকোচনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহই তাহার প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হইল না। রামানুজ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা, আচার্য্যের অভিলষিত কোন বিষয় অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে কি? শিষ্যগণ বলিলেন হাঁ, তাঁহার তিনটী কার্য্য অপূর্ণ রহিয়াছে—(১) বেদান্তদর্শনের উপর মহর্ষি বোধায়নকৃত সুবিস্তৃত বৃত্তির অনুযায়ী নাতিহ্রস্ব, নাতি দীর্ঘ একটী ব্যাখ্যাপ্রণয়ন করা; (২) ব্যাস ও পরাশর প্রবর্ত্তিত সিদ্ধান্ত পদ্ধতি প্রচার করা, এবং (৩) শঠমথন মুনিকৃত দ্রমিড়োপনিষদের একটী উত্তম ব্যাখ্যা রচনা করা। তিনি এই তিনটী বিষয় সম্পাদন করিবার কথা বারংবার বলিতেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তিনি তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া যাইতে পারেন নাই। রামানুজ বলিলেন—আচ্ছা, আচার্য্যের অভিপ্রেত এই তিন কার্য্যই আমি সম্পাদন করিব। তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই যামুনাচার্য্যের সঙ্কুচিত অঙ্গুলী তিনটী স্বাভাবিক ভাব ধারণ করিল; তদ্দর্শনে সকলেই যুগপৎ চমৎকৃত হইল; রামানুজও আপনার অঙ্গীকৃত সম্পাদনে মনোযোগী হইলেন।

রামানুজের গ্রন্থপ্রণয়ন ও দিগ্বিজয়ে যাত্রা—

সংন্যাসগ্রহণই স্বকার্য্যসাধনের প্রশস্ত পথ মনে করিয়া, রামানুজ সংন্যাস অবলম্বন করিলেন এবং ক্রমে পূর্ব্ব-স্বীকৃত গ্রন্থত্রয় প্রণয়ন করিলেন। বেদান্তদর্শনের ভাষ্য-ব্যাখ্যা (শ্রীভাষ্য) রচনা শেষ করিয়া অভীষ্ট বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচারের জন্য তিনি দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, তিনি দিগ্বিজয় ব্যপদেশে ৺বারাণসী-ধামে উপস্থিত হইয়া যখন সরস্বতীসদনে গমন করেন, তখন স্বয়ং সরস্বতী দেবী তাহার "কপ্যাসং" শ্রুতির ব্যাখ্যা শ্রবণে পরিতুষ্ট হইয়া তৎকৃত বেদান্তভাষ্যের যথেষ্ট প্রশংসা ও উৎকর্ষ কীর্ত্তনপূর্ব্বক তদীয় বেদান্তভাষ্যের 'শ্রীভাষ্য' আখ্যা প্রদান করেন; তদবধি রামানুজের বেদান্তভাষ্য 'শ্রীভাষ্য' নামে (১) পরিচিত এবং সুধীসমাজে সমধিক সমাদৃত হইতে লাগিল। রামানুজ কেবল

---

(১) ভাষ্যের লক্ষণ এইরূপ—সূত্রার্থো বর্ণ্যতে যত্র পদৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ।
স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ॥

টীকা আর ভাষ্যে প্রভেদ এই যে, টীকাব্যাখ্যায় টীকাকারের স্বাধীনতা থাকে না, কেবল মূলের ব্যাখ্যা করাই তাহার প্রধান কার্য্য; কিন্তু ভাষ্যে ভাষ্যকর্ত্তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে; ভাষ্যকার প্রসঙ্গক্রমে মূলের অতিরিক্ত কথারও অবতারণা করিতে পারেন, এবং নিজের কথারও ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

যামুনাচার্য্যের অভিপ্রায় পরিপূরণ করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন না; স্বীয় মতের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য আরো অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ও টীকা রচনা করিয়াছিলেন। তৎকৃত প্রধান কয়েকটীর নাম একটী শ্লোকে গ্রথিত আছে; শ্লোকটী এই—

"বেদান্তসারো বেদান্তদীপো বেদার্থসংগ্রহঃ।
গদ্য-গীতাভাষ্য-সূত্রভাষ্য-নিত্যক্রমা ইতি" ॥

এতদ্ব্যতীত আরো অনেক গ্রন্থ তাঁহার রচিত বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছে; এখানে সে সমুদয়ের আলোচনা অনাবশ্যক। রামানুজের অভিমত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও তদনুকূল যুক্তিতর্কসমন্বিত গ্রন্থনিচয় প্রচারিত হইবার পর সুধীসমাজে তাঁহার যে, কি পরিমাণে গৌরব বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহা নিম্নোদ্ধৃত একটীমাত্র শ্লোক হইতেই সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারা যায়। শ্লোকটী এই—

গাথা তাথাগতানাং গলতি গমনিকা কাপিলী কাপি লীনা,
ক্ষীণা কাণাদবাণী দ্রুহিণহরগিরঃ সৌরভং নারভন্তে।
ক্ষামা কৌমারিলোক্তির্জগতি গুরুমতং গৌরবাদ্ দূরবান্তম্,
কা শঙ্কা শঙ্করাদের্ভজতি যতিপতৌ ভদ্রবেদীং ত্রিবেদীম্ ॥

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—

রামানুজের অভিমত সিদ্ধান্তের নাম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ কথার যৌগিকার্থ এইরূপ—দ্বিধা ইতং—দ্বীতম্, তস্য ভাবঃ - দ্বৈতম্, "দ্বিধেতং দ্বীতমিত্যাহুস্তদ্ভাবো দ্বৈতমুচ্যতে"। ন দ্বৈতং অদ্বৈতং—ভেদাভাবঃ। বিশিষ্টস্য—চেতনাচেতনসমন্বিতস্য অদ্বৈতং=বিশিষ্টাদ্বৈতম্। অথবা দ্বয়োর্ভাবঃ—দ্বিতা, দ্বিতৈব দ্বৈতং—(স্বার্থে ষ্ণঃ) ভেদঃ, ন দ্বৈতম্ অদ্বৈতম্—ভেদাভাবঃ ঐক্যমিত্যর্থঃ। বিশিষ্টং চ বিশিষ্টং চ বিশিষ্টে—স্থূলচিদচিদ্বিশিষ্টং সূক্ষ্মচিদচিদ্বিশিষ্টং চ ব্রহ্মণী, তয়োঃ বিশিষ্টয়োঃ ব্রহ্মণোঃ অদ্বৈতং—বস্তুতোঽভেদঃ=বিশিষ্টাদ্বৈতম্, তন্নির্ণায়কো বাদঃ সিদ্ধান্তঃ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ইত্যর্থঃ।

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, বিশিষ্ট অর্থ—চেতন ও অচেতনবিশিষ্ট ব্রহ্ম; আর দ্বৈত অর্থ—ভেদ, অদ্বৈত অর্থ—তাহার বিপরীত—অভেদ বা একত্ব; বাদ অর্থ—সিদ্ধান্ত; ইহার সম্মিলিত অর্থ হইতেছে—চেতনাচেতনবিভাগবিশিষ্ট ব্রহ্মের অভেদ বা একত্ব নিরূপক সিদ্ধান্ত। কেহ কেহ ইহার অর্থ করেন যে,—ব্রহ্ম দ্বিবিধ—এক স্থূলচেতনাচেতনবিশিষ্ট, অপর সূক্ষ্ম চেতনাচেতনবিশিষ্ট, এই উভয়বিধ ব্রহ্মের অদ্বৈত বা একত্ব প্রতিপাদক সিদ্ধান্তের নাম—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। প্রলয়কালীন ব্রহ্ম সূক্ষ্ম চেতনাচেতনবিশিষ্ট; কারণ, সে সময় চেতনাচেতন সমস্তই সূক্ষ্মাবস্থায় ব্রহ্মে বিলীন হইয়া থাকে, আর সৃষ্টিকালীন ব্রহ্ম স্থূলচেতনাচেতনবিশিষ্ট; কারণ, সে সময় সূক্ষ্ম চেতনাচেতন পদার্থগুলি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে বহির্গত হইয়া স্থূলভাবে আবার তাঁহাতেই অবস্থান করে। চেতনাচেতন পদার্থনিচয় হইতেছে শরীর, আর ব্রহ্ম হইতেছেন সেই শরীরের অধিষ্ঠাতা আত্মা; শরীর কখনই শরীরী আত্মা হইতে অতিরিক্ত হইতে পারে না, এবং শরীর ও শরীরীর একত্ব ব্যবহারই লোকপ্রসিদ্ধ; সুতরাং চেতনাচেতনবিশিষ্ট

ব্রহ্মের একত্ব নিরূপণ কথনই অশোভন হইতে পারে না। বৃক্ষ যেমন স্বরূপতঃ এক হইলেও তাহার শাখা-পল্লবাদি অংশগুলি অনেক ; অথচ ঐ সমস্ত অংশভেদ লইয়াই বৃক্ষের একত্ব ব্যবহার হয়, তেমনি জীব, জগৎ ও ঈশ্বরভাবে অনেকত্ব হইলেও এতৎসমষ্টিবিশিষ্ট পরমপুরুষ নারায়ণের একত্বই সিদ্ধ হইয়া থাকে। এবংবিধ তত্ত্ব প্রতিপাদন করে বলিয়াই রামানুজের সিদ্ধান্ত 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' নামে পরিচিত হইয়াছে।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে পদার্থসংকলন—

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে মৌলিক পদার্থ তিনপ্রকার—(১) চিৎ (জীব), (২) অচিৎ (জড়বর্গ), ও (৩) ঈশ্বর, "ঈশ্বরশ্চিদচিচ্চেতি পদার্থ-ত্রিতয়ং হরিঃ।" এই তিনটী পদার্থ—'তত্ত্বত্রয়' নামে প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে চিৎ—অনন্ত জীবাত্মা ; অচিৎ—জড়স্বভাব নিখিল জগৎ ; আর নিখিল কল্যাণগুণাকর সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি স্বতঃপ্রকাশ জগৎপ্রভু নারায়ণ হইতেছেন ঈশ্বর। এই তিনই পুরুষোত্তম—শ্রীহরির রূপ ; তিনি এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দময় ; ঐ অনন্তজীব ও জগৎ তাঁহার শরীর, এবং তিনি সেই শরীরের একমাত্র স্বামী—আত্মা ; বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন— "জগৎ সর্ব্বং শরীরং তে"—হে প্রভো, এই বিশাল জগৎ তোমার শরীর। এই ত্রিবিধ তত্ত্ব সমর্থনের জন্য আচার্য্য রামানুজ নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকেও ভাষ্যমধ্যে স্বসিদ্ধান্তের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। যথা—

(১) স্থূল সূক্ষ্ম চেতনাচেতনবিশিষ্ট ব্রহ্মের একত্ব। (২) দ্বৈত ও অদ্বৈতশ্রুতির অবিরোধ। (৩) ব্রহ্মের সগুণত্ব ও বিভুত্ব প্রভৃতি সবিশেষভাব। (৪) ব্রহ্মের নির্গুণত্ব ও নির্ব্বিশেষত্ববাদ খণ্ডন। (৫) জীবের অণুত্ব, ব্রহ্মস্বভাবত্ব ও সেবকত্ব। (৬) জীবের বন্ধ ও তাহার কারণ—অবিদ্যা। (৭) জীবের মোক্ষ ও তদুপায়—বিদ্যা। (৮) উপাসনাত্মক ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ও মোক্ষসাধনত্ব। (৯) মোক্ষদশায় জীবের ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিনিরসন। (১০) শঙ্করাভিমত অবিদ্যা বা মায়াবাদ খণ্ডন। (১১) অনির্ব্বচনীয়তাবাদ খণ্ডন। (১২) জগতের তুচ্ছত্ব খণ্ডন ও সত্যতা স্থাপন। (১৩) জীব ও জগতের ব্রহ্মশরীরত্ব নিরূপণ প্রভৃতি।

রামানুজ স্বরচিত ভাষ্যমধ্যে শ্রুতি, স্মৃতি যুক্তি ও অনুভবাদির সাহায্যে উল্লিখিত বিষয়গুলির অতি উত্তমরূপে আলোচনা ও মীমাংসা করিয়া অভিমত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের বিশিষ্টতা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

আলোচনা—

অনেকে মনে করেন, আচার্য্য রামানুজই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সর্ব্বপ্রথম প্রচারক ; তিনিই স্বীয় উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে এইরূপ একটী অভিনব মতবাদ জনসমাজে প্রথম প্রকাশ করিয়াছেন, এবং ভাষ্য ও গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়া আপনার সেই মতেরই দৃঢ়তা সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ কথা সত্য নহে ; কারণ, আচার্য্য রামানুজ যে সময় জন্ম পরিগ্রহ করেন নাই, সুদূর ভবিষ্যতের গর্ভে লুক্কায়িত ছিলেন ; সেই স্মরণাতীত সময় হইতেই এই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের পরিচয় পাওয়া যায়।—

প্রথমতঃ বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারত প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থে ইহার সূক্ষ্ম সূত্র দেখিতে পাওয়া যায়, এবং যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণেও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার পর, ভগবান্ বোধায়নও এই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অবলম্বনেই বেদান্তদর্শনের উপর এক প্রকাণ্ড বৃত্তি বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; তাহা এখন কাল-কবলে পতিত হইলেও রামানুজের কথা হইতেই তাহার তদানীন্তন অস্তিত্ব জানিতে পারা যায়। রামানুজ ভাষ্যারম্ভের প্রথমেই স্বীকার করিয়াছেন যে, ভগবান্ বোধায়ন এই ব্রহ্মসূত্রের উপর যে, বিস্তীর্ণ বৃত্তিগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী দ্রমিড় প্রভৃতি আচার্য্যগণ সেই বৃত্তিরই সংক্ষেপ করিয়াছিলেন; আমি সেই বোধায়নবৃত্তির মতানুসরণপূর্ব্বক ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিব' ("ভগবদ্‌বোধায়নকৃতাং বিস্তীর্ণাং ব্রহ্মসূত্রবৃত্তিং পূর্ব্বাচার্য্যাঃ সংচিক্ষিপুঃ, তন্মতানুসারেণ সূত্রাক্ষরাণি ব্যাখ্যাস্যন্তে") ইত্যাদি। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, বৃত্তিকার ভগবান্ বোধায়ন নিশ্চয়ই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ছিলেন; নচেৎ তাঁহার মতানুসারী রামানুজ কখনই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী হইতে পারিতেন না। অবশ্য একথা বলা অসঙ্গত হয় না যে, এই বৃত্তিকার বোধায়ন কে বা কোন সময়ের লোক, এবং শ্রৌতসূত্রকার বোধায়ন ও এই বোধায়ন এক কি ভিন্ন, অথবা বোধায়ন নামে বৃত্তিকার কেহ আদৌ ছিলেন না; আচার্য্য কেবল নিজব্যাখ্যার মৌলিকতা প্রখ্যাপনের জন্যই ঐরূপ কথা বলিয়াছেন;—এ সব কথার নিঃসংশয়রূপে জবাব দেওয়া একেবারে অসম্ভব; ইহার তত্ত্বনিরূপণের প্রকৃত পথ ঘোর তমসাচ্ছন্ন এবং দুরপনেয় কণ্টকাবৃত; সুতরাং আমরা সে বিষয়ের আলোচনায় বিরত রহিলাম।

এতদ্ব্যতীত বাক্যভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা টঙ্ক, দ্রমিড়, গুহদেব, শঠকদমন ও নাথমুনি প্রভৃতি প্রাচীন মনীষিগণও আলোচ্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদেরই সমর্থন ও পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, ইহারা সকলেই রামানুজের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক; স্বয়ং রামানুজও স্বকৃত ভাষ্যমধ্যে তাহাদের বাক্য ও যুক্তি উদ্ধৃত করিয়া স্বমতের মৌলিকতা ও দৃঢ়তা সংস্থাপন করিয়াছেন। অধিক কি, রামানুজ যাঁহার ইঙ্গিতে এই দুষ্কর কার্য্যসাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন, স্বয়ং সেই যামুনাচার্য্যও এই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদপ্রচারেই তৎপর ছিলেন। তৎকৃত সিদ্ধিত্রয় নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থই এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। অতএব এ কথা ধ্রুব সত্য যে, আলোচ্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অতি প্রাচীন; ইহা রামানুজের কল্পনাপ্রসূত নূতন নহে; আচার্য্য রামানুজ কেবল সেই চিরপরিচিত সজ্জনসেবিত মতটীকেই বিবিধ প্রমাণ ও যুক্তির সাহায্যে দৃঢ়ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া সুবহুল প্রচারের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন মাত্র।

শঙ্কর ও রামানুজের বিশেষত্ব—

আচার্য্য শঙ্কর যে সময় ভারতে বেদান্ত-অদ্বৈতবাদ প্রচার করেন, তখন দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ণ প্রভাব বিদ্যমান ছিল; রাজা প্রজা, মূর্খ পণ্ডিত সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মের গুণগৌরবে বিমোহিত ছিল; সুতরাং বিশাল বৌদ্ধধর্ম্মই তাঁহার অভিমত অদ্বৈতবাদ প্রচারের প্রবল প্রতিপক্ষ ছিল; কাজেই তাঁহাকে বৌদ্ধবিজয়ে বদ্ধপরিকর হইতে হইয়াছিল; কিন্তু আচার্য্য রামানুজকে সেরূপ কোনও বহিঃশত্রুর সম্মুখীন হইতে হয় নাই; তিনি প্রধানতঃ আচার্য্য শঙ্করকেই প্রবল

প্রতিপক্ষরূপে সম্মুখে রাখিয়া, তাঁহার মতখণ্ডনেই আপনার অসীম শক্তি ও সাহসের পরিচয় দিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর স্বমতসমর্থনের জন্য সুপ্রসিদ্ধ উপনিষৎপ্রমাণের উপরই অধিক পরিমাণে নির্ভর করিয়াছেন, এবং অল্পপরিমাণে স্মৃতি ইতিহাসাদিরও সাহায্য লইয়াছেন; কিন্তু আচার্য্য রামানুজ বোধ হয় সেরূপ সুযোগ পান নাই; তাই তাঁহাকে বাধ্য হইয়া অনতি-প্রসিদ্ধ অনেকগুলি উপনিষদের উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করিতে হইয়াছে, এবং বিশেষ-ভাবে স্মৃতি ইতিহাসাদিরও সাহায্য লইতে হইয়াছে; কাজেই তিনি ইহা দ্বারা শঙ্করমতখণ্ডনে যে, কতটা কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা বলিতে পারা যায় না। তবে এ কথা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে যে, শঙ্করের বিপক্ষে যত লোক দণ্ডায়মান হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একমাত্র রামানুজের আসনই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে; এবং স্থানে স্থানে শঙ্করের প্রতিভাও যেন তাঁহার নিকট কিঞ্চিৎ মলিনতা ধারণ করিয়াছে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, শাঙ্করভাষ্য অপেক্ষাও রামানুজের ভাষ্যব্যাখ্যা অধিকতর সূত্রানুসারী ও সমীচীন; কারণ, শঙ্কর অনেক সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন; কিন্তু রামানুজকে সেরূপ করিতে হয় নাই। আমরা কিন্তু একেবারেই এ কথার অনুমোদন করিতে পারিতেছি না; কারণ আমরা সামান্য অভিজ্ঞতার ফলে যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি যে, সে দোষ অল্পাধিক পরিমাণে উভয় ভাষ্যেই যথেষ্ট আছে, এবং তাহা থাকাই সম্ভব; কারণ, যাহারা কোন মতবিশেষের অনুবর্ত্তী হইয়া শাস্ত্র-ব্যাখ্যা করিতে বসেন, তিনি শঙ্করই হউন, আর রামানুজই হউন, অথবা যে কেহই হউন, আবশ্যকমতে তাহাকে কষ্টকল্পনা স্বীকার করিতেই হইবে; তাহাদের সেরূপ ত্রুটী অপরিহার্য্য ও সর্ব্বথা মার্জ্জনীয়; তবে সত্যের অনুরোধে বলিতে হয় যে, শঙ্করের ভাষা এতই সরল, এতই মধুর ও গম্ভীর যে, তাহাতে কেহই মুগ্ধ ও আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না; কিন্তু রামানুজের ভাষা সে সৌভাগ্য-সম্পদ্ লাভ করিতে পারে নাই।

উভয় মতের পার্থক্য—

প্রধানতঃ যে কয়টী বিষয় লইয়া শঙ্করের সহিত রামানুজের মতভেদ ঘটিয়াছে, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে—

(১) শঙ্কর বলিয়াছেন—"একমেবাদ্বিতীয়ম্" প্রভৃতি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্ম এক অখণ্ড ও অদ্বিতীয়—সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদশূন্য; তদ্ভিন্ন অন্য কোনও বস্তুর অস্তিত্ব নাই।

রামানুজ বলিয়াছেন—ব্রহ্ম যে, এক ও অদ্বিতীয়, এ কথা সত্য; কিন্তু তিনি নিরংশ নহে; এবং তাঁহার সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ না থাকিলেও স্বগত ভেদ নিশ্চয়ই আছে; জীব ও জগৎই তাহার স্বগত ভেদ।

(২) শঙ্কর বলিয়াছেন—"সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম", "সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে প্রমাণিত হয় যে, ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ, এবং তিনি সাক্ষিবৎ উদাসীন, নির্গুণ ও নির্ব্বিশেষ শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ।

রামানুজ বলিয়াছেন—ব্রহ্ম নির্গুণ নহে—সগুণ; তিনি জ্ঞান, আনন্দ ও দয়াপ্রভৃতি নিখিল সদ্গুণের আকর; এবং তিনি নির্ব্বিশেষও নহে—সবিশেষ; জ্ঞান ও আনন্দপ্রভৃতিই তাহার বিশেষ ধর্ম্ম, এবং চেতনাচেতনসমন্বিত জগৎও তাঁহার বিশেষণভূত—শরীর; আর নির্গুণত্বাদিবোধক শ্রুতিগুলিও তাঁহার হেয় প্রাকৃতিক-গুণসম্বন্ধই প্রত্যাখ্যান করিতেছে; সুতরাং সে সমুদয় শ্রুতি দ্বারাও ব্রহ্মের নির্গুণত্ব প্রমাণিত হইতেছে না।

(৩) শঙ্কর বলিয়াছেন—দৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চ মিথ্যা মায়াময়; সেই মায়া ঈশ্বরের শক্তি হইলেও অনির্ব্বচনীয় তুচ্ছ পদার্থ।

রামানুজ বলিয়াছেন—এই জগৎ মায়াময় হইলেও মিথ্যা—রজ্জু-সর্পবৎ অসত্য নহে; ইহা ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এবং ব্রহ্মেরই শরীরস্থানীয়; সুতরাং কখনই মিথ্যা হইতে পারে না। আর ব্রহ্মশক্তি মায়া যখন ব্রহ্মেতেই আশ্রিত, তখন তাহাও কখনই মিথ্যা অনির্ব্বচনীয় হইতে পারে না।

(৪) শঙ্কর বলিয়াছেন—জীব ব্রহ্মেরই আভাস বা প্রতিবিম্ব এবং ব্রহ্মের তুল্যস্বভাব, স্বপ্রকাশ মহান্ ও নিত্যমুক্ত।

রামানুজ বলিয়াছেন—না—জীব কখনই ব্রহ্মের আভাস বা প্রতিবিম্ব নহে, এবং স্বপ্রকাশ মহান্ ও নিত্যমুক্ত নহে; পরন্তু জীব অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে নির্গত, ব্রহ্মেরই অংশ বটে; কিন্তু সমস্বভাব নহে—জীব অণু বা ক্ষুদ্র, আর ব্রহ্ম বিভু বা অতি মহান্; জীব অল্পজ্ঞ অল্পশক্তি, আর ব্রহ্ম হইতেছেন—সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি জগতের কর্ত্তা। তাহার পর 'জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ" ইত্যাদি শ্রুতি এবং "ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ।" "অংশো নানাব্যপদেশাৎ" ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্র হইতেও জীব-ব্রহ্মের প্রভেদ প্রমাণিত হইতেছে।

(৫) শঙ্কর বলিয়াছেন—ঘট ভাঙ্গিলে ঘটাকাশ যেরূপ মহাকাশে মিলিত হইয়া যায়, তাহার আর পৃথক্ সত্তা থাকে না, তেমনি বুদ্ধিরূপ উপাধির অপগমে জীবও পরব্রহ্মে মিলিয়া এক হইয়া যায়, তখন তাহার আর পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না, এবং ভোগ্যও কিছু থাকে না।

রামানুজ বলিয়াছেন—জীব অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় যখন ব্রহ্মেরই অংশ, এবং ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্রশক্তি সম্পন্ন, তখন তাহার পক্ষে ব্রহ্মের সঙ্গে একীভাবপ্রাপ্তি কখনই সম্ভব হইতে পারে না; জীব এখনও যেমন পৃথক্ আছে, চিরকালই তেমনি পৃথক্ থাকিবে; মুক্তিদশায় কেবল ব্রহ্মানন্দ অনুভব করাই তাহার বিশেষ লাভ।

(৬) শঙ্কর বলিয়াছেন--"তৎ ত্বমসি" প্রভৃতি বেদান্তবাক্য শ্রবণে, যে বিশুদ্ধ জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তাহাই জীবের অনাদি অজ্ঞান ও অজ্ঞানজ সংস্কাররাশি বিনষ্ট করিয়া দেয়; জীব তখন আপনার ব্রহ্মভাব অনুভব করে—'অহং ব্রহ্মাস্মি', তাহাই তাহার মুক্তি-অবস্থা।

রামানুজ বলিয়াছেন—ধ্রুবানুস্মৃতিরূপা ভক্তিই জীবের একমাত্র মুক্তিসাধন; ভক্তি-সেবিত ভগবৎ-প্রসাদে জীব মুক্তি লাভ করিয়া থাকে; কিন্তু ক্ষুদ্র জীব কখনই আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া ভাবিতে পারে না,—জীব ক্ষুদ্র, ব্রহ্ম মহান্; জীব অধীন দাস—আর ব্রহ্ম তাহার সেব্য প্রভু; দাস হইয়া আপনাকে প্রভু মনে করা মহা অপরাধের কারণ হয়। যে জীব ভ্রান্তিবশে আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া মনে করে, রাজদ্রোহী প্রজার ন্যায় তাহাকেও সুদীর্ঘ শাস্তি ভোগ

করিতে হয়, মুক্তি ত দূরের কথা! 'তৎ ত্বম্ অসি' বাক্যের অর্থ—'তুমি তাঁহার' [দাস বা সেবক], আর 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বাক্যটি কেবল সাধকের উৎসাহবর্দ্ধক স্তুতিবাদ মাত্র, বাস্তবিক ঐক্যোপদেশক নহে।

(৭) শঙ্কর বলিয়াছেন—মায়া অবিদ্যা ও অজ্ঞান—একই পদার্থ, কেবল নামে মাত্র ভিন্ন; সেই মায়াই ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া তাহাতে বিবিধ বিবর্ত্ত কার্য্য সমুৎপাদন করিয়া থাকে।

রামানুজ বলিয়াছেন—মায়া ও অজ্ঞান এক পদার্থ নহে; মায়া হইতেছে ভগবৎ-শক্তি, ভগবানে আশ্রিত; আর অজ্ঞান হইতেছে জ্ঞানের অভাব; উহা জীবাশ্রিত, জীবকেই বিমোহিত করিয়া রাখে; কিন্তু অনন্ত জ্ঞানাধার ব্রহ্মকে স্পর্শও করিতে পারে না। এই অজ্ঞানই জীবকে সংসারে আবদ্ধ রাখে, আবার ভক্তিলব্ধ ভগবৎপ্রসাদ উপস্থিত হইলে আপনা হইতেই অন্তর্হিত হইয়া যায়।

(৮) শঙ্কর বলিয়াছেন—'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্যজনিত জ্ঞানই মুক্তিলাভের একমাত্র সাধন, তদ্ভিন্ন মুক্তিলাভের আর উপায় নাই।

রামানুজ বলিয়াছেন—জ্ঞানও মুক্তিলাভের সহায় বটে, কিন্তু ভক্তিই মুক্তিলাভের প্রধান উপায়; ভক্তিসেবিত ভগবৎপ্রসাদেই জীবগণ ব্রহ্মসাযুজ্যাদিরূপ মুক্তিলাভে কৃতার্থ হয়।

(৯) শঙ্কর বলিয়াছেন—জীব এই দেহেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত হয়, এবং দেহপাতের পর লৌকিক সুখদুঃখের অতীত হইয়া সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যায়।

রামানুজ বলিয়াছেন—জীবের জীবন্মুক্তিবাদ একটা কথামাত্র; বস্তুতঃ দেহসত্ত্বে কখনই কাহারো মুক্তিলাভ সম্ভব হয় না, এবং দেহপাতের পরও মুক্ত জীব জীবই থাকে, কখনই ব্রহ্ম হইয়া যায় না; তখন কেবল নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মানন্দ ভোগে কৃতার্থ হইয়া সর্ব্ববিধ ভয় বিনির্ম্মুক্ত হয়; "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন" ইত্যাদি শ্রুতিও এই তত্ত্বই প্রতিপাদন করিতেছে।

(১০) শঙ্কর বলিয়াছেন—বেদান্তদর্শনের প্রথম সূত্রস্থ 'অথ' শব্দের অর্থ—আনন্তর্য্য, অর্থাৎ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয়ভোগে বৈরাগ্য, শমদমাদি সাধনলাভ, মুমুক্ষুত্ব বা মোক্ষের ইচ্ছা, এই চতুর্ব্বিধ সাধনের আনন্তর্য্য; অভিপ্রায় এই যে, অগ্রে নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক প্রভৃতি হয়, পরে ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় অধিকার হয়।

রামানুজ বলিয়াছেন—হাঁ, 'অথ' শব্দের অর্থ আনন্তর্য্যই বটে; কিন্তু তা' বলিয়া নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক প্রভৃতির আনন্তর্য্য অর্থ নহে; পরন্তু—কর্ম্মজ্ঞানের আনন্তর্য্য বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ অগ্রে কর্ম্ম ও কর্ম্মফলে অনিত্যতাপ্রভৃতির জ্ঞান হইবে, পরে ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্তি জন্মিবে।

(১১) শঙ্কর বলিয়াছেন—জৈমিনিকৃত দ্বাদশাধ্যায়যুক্ত পূর্ব্বমীমাংসা আর বেদব্যাসকৃত চারি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তদর্শন, পরস্পর নিরপেক্ষ দুইটী পৃথক্ শাস্ত্র; সুতরাং ইহাদের মধ্যে কেহ কাহারো অপেক্ষা করে না।

রামানুজ বলিয়াছেন—না—এ দুইটী কখনও পৃথক্ শাস্ত্র নহে; পরন্তু উভয়ই সম্মিলিতভাবে একটী শাস্ত্র; একইমীমাংসাশাস্ত্র জৈমিনিকৃত পূর্ব্বমীমাংসার দ্বাদশ অধ্যায় এবং

ব্যাসকৃত উত্তর মীমাংসার চারি অধ্যায় লইয়া—ষোড়শাধ্যায়ে সম্পূর্ণ হইয়াছে; কেবল বিষয়গত বিভাগানুসারে নামভেদ হইয়াছে মাত্র—একটীর নাম—পূর্ব্বমীমাংসা, অপরটীর নাম—উত্তর-মীমাংসা, ইত্যাদি। আরও অনেক বিষয়ে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, স্থানে স্থানে সূত্রব্যাখ্যায়ও উভয়ে একমত হইতে পারেন নাই; এমন অনেক সূত্র আছে, যেখানে শঙ্করের ব্যাখ্যার সহিত রামানুজের ব্যাখ্যার কিছুমাত্র সমতা নাই (১); কেবল ব্যাখ্যায় কেন, সূত্রের উপরও ইহাদের মতভেদ ফুটিয়া উঠিয়াছে; শঙ্কর যাহাকে একটী সূত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, রামানুজ আবশ্যক মতে তাহাকে দুইটী স্বতন্ত্র সূত্রে পরিণত করিয়াছেন (২); আবার শঙ্করের মতে যেটী পূর্ব্বপক্ষ সূত্র, স্থলবিশেষে রামানুজের মতে তাহা সিদ্ধান্ত সূত্র রূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। ইহার উপর আবার অধিকরণরচনা লইয়াও উভয় মতে অনেক অনৈক্য দেখিতে পাওয়া যায়।—শঙ্কর যতগুলি সূত্র লইয়া একটী অধিকরণ রচনা করিয়াছেন; রামানুজ তাহার মধ্যেও অনেকস্থলে ন্যূনাধিক্য ঘটাইয়াছেন; এইজন্য বেদান্তদর্শনের সূত্র ও অধিকরণের সমষ্টিসংখ্যা উভয়মতে সমান হয় না।

এ সমস্ত বিষয় আলোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, রামানুজ প্রধানতঃ আচার্য্য শঙ্করকেই যেন প্রবল প্রতিপক্ষরূপে সম্মুখে রাখিয়া বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; তাই তিনি সর্ব্বতোভাবে শঙ্করমত খণ্ডনেই সমধিক প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ইহার ফলে এই উপকার হইয়াছে যে, রামানুজভাষ্য (শ্রীভাষ্য) ভালরূপে বুঝিতে পারিলে শাঙ্করভাষ্য বুঝিবার পথও অনেকটা নিষ্কণ্টক হয়, এবং উভয় মতের তুলনা করিবারও যথেষ্ট সুযোগ ঘটে। এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না যে, আচার্য্য শঙ্করের প্রতিপক্ষরূপে যত লোক দণ্ডায়মান হইয়াছে, তন্মধ্যে রামানুজকে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করা যাইতে পারে।

বেদান্তের শ্রীভাষ্য আচার্য্য রামানুজের অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ; যত কাল উপাসকসম্প্রদায় ধরণীতল অলঙ্কৃত করিবেন, ততকাল শ্রীভাষ্যের গৌরবও সমাদর অক্ষুণ্ণ থাকিবে। রামানুজ চতুঃসূত্রীর ব্যাখ্যায় যেরূপ অদ্ভুত পাণ্ডিত্য, অসীম বিচারনৈপুণ্য, এবং অগাধ বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে সাহস করিয়া বলা যায় যে, তিনি যদি আর কিছু না করিয়া কেবল ঐ চতুঃসূত্রীর ভাষ্য মাত্র রচনা করিয়া যাইতেন, তাহা হইলেও তিনি চিরদিনের জন্য সুধীসমাজে স্মরণীয় থাকিতেন। তিনি ভাষ্যমধ্যে বিজ্ঞানসম্মত কথাও অনেক বলিয়াছেন; উদাহরণস্থলে, দর্পণাদিতে প্রতিবিম্বপাতের প্রসঙ্গটী উল্লেখ করা যাইতে পারে।

রামানুজ বিচারমল্লতা ও ভাবপ্রবণতায় যেরূপ পটুতা দেখাইয়াছেন, ভাষাবিন্যাসে সেরূপ চতুরতা দেখাইতে পারেন নাই; স্থানে স্থানে তাঁহার ভাষা এতই জটিল হইয়াছে যে, সহজে

(১) "উপাসাত্রৈবিধ্যাৎ।" "সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ।" "ভূমা সম্প্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ।" "দহর উত্তরেভ্যঃ" ইত্যাদি সূত্রের ব্যাখ্যায় মতভেদ ঘটিয়াছে।

(২) যেমন—দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের প্রথম সূত্রটী রামানুজমতে "রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানং প্রবৃত্তেশ্চ" পর্য্যন্ত; কিন্তু শঙ্করের মতে 'প্রবৃত্তেশ্চ' অংশটী স্বতন্ত্র দ্বিতীয় সূত্ররূপে গৃহীত হইয়াছে।

তাহার সারসংগ্রহকরা একান্ত অসম্ভব হইয়া পড়ে; এই কারণে ইহার আক্ষরিক অনুবাদেও বিশেষ বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। তথাপি যতদূর সম্ভব, আমরা অনুবাদটীকে মূলানুযায়ী করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছি; এবং সেইজন্যই অনুবাদের ভাষাগত সৌন্দর্য্য রক্ষা বিষয়ে বিরত থাকিতে বাধ্য হইয়াছি। অধিকন্তু বঙ্গভাষায় দার্শনিক তর্ক ও তদুপযোগী প্রচুর উপকরণ না থাকায় অগত্যা সে সব স্থলে মর্ম্মানুবাদের ও আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। ভাষ্যটী সুখবোধ্য করিবার জন্য ভাষ্যমধ্যে আবশ্যকমতে 'কমা' 'সেমিকোলন' প্রভৃতি আধুনিক চিহ্নের বিন্যাস করিয়াছি; এবং ভাষ্যের যে সমস্ত অংশ অত্যন্ত দুরূহ, সে সমস্ত অংশকে সুখবোধ্য করিবার জন্য পাদটীকায় সুবিস্তৃত বহুতর টিপ্পনী সংযোজিত করিয়াছি। এই পুস্তক মুদ্রণসময়ে চারি পাঁচখানা আদর্শ পুস্তকের সাহায্য পাইয়াছি; কিন্তু পুস্তকগুলির অধিকাংশ স্থলই পাঠভেদে পরিপূর্ণ; তন্মধ্যে যে পাঠটী সঙ্গত ও বিচারসহ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, সেই পাঠটী মূলে সন্নিবেশিত করিয়া পাঠান্তরগুলি পাদটীকায় দিয়াছি। বিপুলকায় বিচারবহুল এই ভাষ্য হইতে সারসংকলন করা সাধারণের পক্ষে কষ্টকর মনে করিয়া, প্রত্যেক সূত্রের নীচে একএকটী সরলার্থ বা সহজ ব্যাখ্যা দিয়াছি, তাহা দ্বারা সকলেই অনায়াসে ভাষ্যের সম্পূর্ণ মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

ভক্তপ্রবর ভাবুকচূড়ামণি আচার্য্য রামানুজকৃত 'শ্রীভাষ্যের' প্রচার বঙ্গদেশে আদৌ ছিল না; পঠন পাঠন ত দূরের কথা; এরূপ অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ তীক্ষ্ণধী বঙ্গবাসীর চক্ষুর অন্তরালে থাকা অনুচিত মনে করিয়া মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত লালগোলাধিপতি বিদ্যোৎসাহী বদান্যবর রাজা শ্রীলশ্রীযুক্ত রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়বাহাদুর মহোদয় বঙ্গভাষায় ইহার প্রচারে মনোযোগী হন; এবং বঙ্গের বিখ্যাত বিদ্বজ্জনসেবিত 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের' অধ্যক্ষগণের উপর ইহার মুদ্রণ ভার অর্পণ করেন। তাহাদের প্রযত্নে এবং প্রথিতযশা বিদ্বদ্বর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের সর্ব্বপ্রকার আনুকূল্যে এবং লালগোলাধিপতির প্রভূত অর্থ ব্যয়ে আচার্য্য রামানুজের শ্রীভাষ্য আজ সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইয়া বঙ্গীয় সুধী-সমাজে প্রচারিত হইল; এখন এতদ্দ্বারা তাহারা কথঞ্চিৎ তৃপ্তি ও উপকার বোধ করিলেই আমাদের যত্ন ও পরিশ্রম সফল মনে করিব।

উপসংহারে বলা আবশ্যক যে, এ গ্রন্থের পঠনপাঠন পদ্ধতি এ দেশে একেবারেই ছিল না, কাজেই কাহারও নিকট কোনপ্রকার সাহায্য পাইবার সুযোগ ঘটে নাই; সুতরাং ইহাতে ভ্রমপ্রমাদ থাকা নিতান্ত অসম্ভব নয়; সহৃদয় পাঠকগণ নিজগুণে সে দোষ মার্জনা করিবেন,—

যদদৈর্বর্ত্ম ন ক্ষুণ্ণং তত্র সঞ্চরতো মম।
পদে পদে প্রস্খলতঃ সন্তঃ সন্ত্ববলম্বনম্॥

অলমতিবিস্তরেণ।

কলিকাতা—ভবানীপুর।
ভাগবত-চতুষ্পাঠী;
১৩২২, চৈত্র।

শ্রীদুর্গাচরণ শর্ম্মা।

বেদান্তদর্শনস্থ সূত্রাণাম্ অকারাদিক্রমেণ সূচী।

অধ্যায়, পাদ ও সূত্রসংখ্যা যথাক্রমে প্রদত্ত হইল।

ইতি সূচীপত্রং সমাপ্তম্ ॥

বিষয়-সূচী

চতুঃসূত্রীর সূচীপত্র সমাপ্ত ॥

এই পুস্তকে ব্যবহৃত কতিপয় সাঙ্কেতিক শব্দ ঃ—

	নামাংশ।	পূর্ণনাম।
১।	ছান্দো০	ছান্দোগ্যোপনিষৎ
২।	বৃহদা০	বৃহদারণ্যকোপনিষৎ
৩।	ঐত০	ঐতরেয়োপনিষৎ
৪।	তৈত্তি০	তৈত্তিরীয়োপনিষৎ (শিক্ষা০—শিক্ষাবল্লী। আনন্দ০—ব্রহ্মানন্দবল্লী। ভৃগু০—ভৃগুবল্লী)।
৫।	শ্বেতাশ্ব০	শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ
৬।	মহানারা০	মহানারায়ণোপনিষৎ
৭।	নৃ, পূ০	নৃসিংহপূর্ব্বতাপনী
৮।	নৃ-উত্ত০	নৃসিংহোত্তরতাপনী
৯।	আথর্ব্বণ০	আথর্ব্বণশিখোপনিষৎ
১০।	আথর্ব্বণ শি০	আথর্ব্বণ শিরা উপনিষ
১১।	কৌষী০	কৌষীতক্যুপনিষৎ
১২।	সুবালো০	সুবালোপনিষৎ
১৩।	ব্রহ্মসূ০	ব্রহ্মসূত্র (বেদান্তদর্শন)
১৪।	বিষ্ণু পু০	বিষ্ণু পুরাণ
১৫।	বিষ্ণুধ০	বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর
১৬।	গীতা০	ভগবদ্গীতা
১৭।	মহাভা০	মহাভারত
১৮।	ভাগব০	শ্রীমদ্ভাগবত

নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ব্রহ্মসূত্রম্।

শ্রীভাষ্য-সমেতম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভাষ্যম্। (*)

অখিল-ভুবন-জন্ম-স্থেম-ভঙ্গাদিলীলে,
বিনত-বিবিধ-ভূতব্রাত-রক্ষৈকদীক্ষে।
শ্রুতিশিরসি বিদীপ্তে ব্রহ্মণি শ্রীনিবাসে,
ভবতু মম পরস্মিন্ শেমুষী ভক্তিরূপা ॥ ক ॥

(ক) ॥ ভাষ্য-সরলার্থঃ;—অখিল-ভুবনানাং সকললোকানাং জন্ম—উৎপত্তিঃ, স্থেমা—তিঃ, ভঙ্গঃ—লয়ঃ, (আদি-পদেন অন্তঃপ্রবেশ-সংযমনাদিপরিগ্রহঃ); তে এব লীলা অযত্নসাধ্যং কর্ম্ম) যস্য তস্মিন্। তথা, বিনতাঃ শরণাগতাঃ ভূতাঃ প্রাণিনঃ, তেষাং তস্য সমূহস্য রক্ষা পালনমেব একা মুখ্যা দীক্ষা—ব্রতং যস্য, তস্মিন্। তথা, শ্রুতিশিরসি পনিষদি বিদীপ্তে বিশেষতঃ প্রতিপাদিতে পরস্মিন্ ব্রহ্মণি শ্রীনিবাসে (পরব্রহ্মস্বরূপে সুদেবে) মম ভক্তিরূপা শেমুষী মতিঃ ভবতু ॥

অনুবাদ।

(ক) ॥ সমস্ত জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় [অন্তঃপ্রবেশ-পূর্ব্বক সর্ব্ব বস্তুকে নিয়মিতরূপে পরিচালিত করা প্রভৃতি] যাঁহার লীলা; শরণাগত সর্ব্ববিধ প্রাণিগণের রক্ষা করা যাঁহার একমাত্র ব্রত, এবং যিনি উপনিষৎ শাস্ত্রে বিশেষরূপে তিপাদিত; সেই পরব্রহ্ম-স্বরূপ শ্রীনিবাস—বাসুদেবে আমার ভক্তিময়ী মতি (উৎপন্ন) ক ॥

মঙ্গলাচরণ।

(*) "সূত্রস্থং পদমাদায় পদৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ। স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ।" অর্থাৎ যাহাতে সূত্রানুরূপ পদের দ্বারা সূত্রস্থ পদগুলির ব্যাখ্যা করা হয়, এবং ব্যাখ্যাচ্ছলে নিজের কথারও ্যা করা হয়, ভাষ্যবিৎ পণ্ডিতেরা তাহাকে 'ভাষ্য' বলিয়া জানেন।

পারাশর্য্য-বচঃসুধামুপনিষদ্-দুগ্ধাব্ধিমধ্যোদ্ধৃতাম্,
সংসারাগ্নি-বিদীপন-ব্যপগতপ্রাণাত্ম-সঞ্জীবনীম্।
পূর্ব্বাচার্য্য-সুরক্ষিতাং বহুমতি-ব্যাঘাত-দূরস্থিতাম্,
আনীতাং তু নিজাক্ষরৈঃ সুমনসো ভৌমাঃ পিবন্ত্বন্বহম্॥ খ॥

ভগবদ্‌বোধায়নকৃতাং (*) বিস্তীর্ণাং ব্রহ্মসূত্র-বৃত্তিং পূর্ব্বাচার্য্যাঃ সংচিক্ষিপুঃ। তন্মতানুসারেণ সূত্রাক্ষরাণি ব্যাখ্যাস্যন্তে ॥১॥

(খ) ॥ ভাষ্য-সরলার্থঃ;—ভৌমাঃ ভূমিগতাঃ সুমনসঃ সুধিয়ঃ (সদসদ্‌বিচার-কুশলাঃ), প[...] দেবাঃ, উপনিষদ্-দুগ্ধাব্ধিমধ্যাৎ দুগ্ধসমুদ্রসদৃশোপনিষৎ-শাস্ত্রমধ্যাৎ উদ্ধৃতাং (তৎসারভূতাং [...] [অত্র 'দুগ্ধ'শব্দেন সকলেষ্টফলপ্রদ-কর্ম্মভাগাপেক্ষয়া প্রশস্ততরত্বমস্য সূচিতম্]। সংসারা[...] বিদীপনেন সর্ব্বতঃ প্রজ্বলনেন (আধ্যাত্মিকাদি-তাপত্রয়-পরীত-সাংসারিক-দুঃখ-জ্বাল[...] বি—বিশেষেণ অপগতঃ (অবিজ্ঞাতঃ) প্রাণাত্মা পরমাত্মা যেষাং, তেষাং (পরমাত্ম-বোধ-বি[...] হিতানাং) সংজীবনীং (সংসারমোচনকরীং); তথা পূর্ব্বাচার্য্যৈঃ বোধায়নাদিভিঃ সুরক্ষিত[...] (উপদেশেন বৃত্তিপ্রভৃতি রচনয়া চ) প্রকাশিতরহস্যাং; [তথাপি] বহূনাং (বাদিনাং[...] মতিভিঃ ব্যাঘাতেন (বিরুদ্ধানেকপ্রকারবুদ্ধিভিঃ সমীচীনার্থ-গ্রহণস্য বাধেন) দূরস্থিত[...] ব্যবহিতাং (ঋজুমতিভিঃ দুরধিগমাং, বিপরীতগ্রহাং চ); [আচার্য্যেণ] তু—পু[...] নিজাক্ষরৈঃ ভাষ্যরূপৈঃ, আনীতাং জিজ্ঞাসূনাং শ্রোত্রপথং প্রাপিতাং পারাশর্য্য-বচঃসুধ[...] শ্রীমদ্‌বেদব্যাসস্য বচনামৃতং অন্বহং প্রতিদিনং পিবন্তু স্বাদয়ন্তু। সুধাপক্ষেঽপি বিশেষণা[...] যথাযোগং যোজনীয়ানি ॥

(খ) ॥ উপনিষৎ শাস্ত্ররূপ দুগ্ধ-সমুদ্র হইতে সমুদ্ধৃত (সংগৃহীত), সংসারবহ্নির তী[...] তাপে প্রাণাত্মহীন অর্থাৎ পরমাত্ম-জ্ঞান-বিরহিত জীবগণের সংজীবনী (নিস্তারোপায়[...] এবং পূর্ব্বতন আচার্য্যগণ কর্তৃক (ব্যাখ্যা প্রভৃতি দ্বারা) সুরক্ষিত, [তথাপি] বহুত[...] মতভেদের দ্বারা [প্রকৃতার্থ গ্রহণে] ব্যাঘাত ঘটায় দূরস্থিত, অর্থাৎ সাধারণের দুর্ব্বোধ[...] তাপন্ন; পুনশ্চ [আচার্য্য কর্তৃক] ভাষ্য-ব্যাখ্যা-দ্বারা [শ্রোতৃবৃন্দের সমীপে] সমুপনী[...] পরাশরসুত বেদব্যাসের (ব্রহ্মসূত্ররূপ) বচন-সুধা ভূলোকবাসী সুধীগণ প্রতিদি[...] আস্বাদন করুন ॥

(১) ॥ ভগবান্ বোধায়ন ব্রহ্মসূত্রের (†) যে একটি বিস্তীর্ণ বৃত্তি বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচ[...]

(*) বোধায়ন ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

(†) ব্রহ্ম সূত্র্যতে যথাযথং নিরূপ্যতে যেন, তৎ ব্রহ্ম-সূত্রং। ব্রহ্মসূত্র সম্বন্ধে স্কন্দ পুরাণে এইরূপ উক্ত আছে,—
"নারায়ণাদ্বিনিষ্পন্নং জ্ঞানং কৃতযুগে স্থিতম্। কিঞ্চিৎ তদন্যথা জাতং ত্রেতায়াং দ্বাপরে খিলম্।
সংকীর্ণবুদ্ধয়ো দেবা ব্রহ্মরুদ্রপুরঃসরাঃ। শরণ্যং শরণং জগ্মু র্নারায়ণমনাময়ম্।

অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা ॥ ১ ॥

[পদচ্ছেদ :—অথ (অনন্তর), অতঃ (এই হেতু), ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা (ব্রহ্মকে জানিতে ।) [করা কর্ত্তব্য]।

ইতি, অত্রাথশব্দ আনন্তর্য্যে ভবতি, অতঃ-শব্দো বৃত্তস্য হেতুভাবে, সূত্রার্থ

[সূত্রস্য সরলার্থঃ—"অথ" অনন্তরং, আদৌ বেদাধ্যয়নেন কেবল-কর্ম্মণঃ ফলং নিত্যং, অল্পং, তারতম্যযুক্তং চ জ্ঞাত্বা ইত্যাশয়ঃ। [যতঃ কেবল-কর্ম্মণঃ ফলং এবংবিধং, হ্মজ্ঞান-ফলং তু তদ্বিপরীতং—নিত্যং, অনন্তং, নিরতিশয়ং—তারতম্যরহিতং চ, "অতঃ" স্মাদ্ হেতোঃ ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা [কর্ত্তব্যা], বিচারেণ ব্রহ্ম জ্ঞাতব্যমিত্যভিপ্রায়ঃ।

অর্থাৎ যেহেতু জ্ঞানরহিত কর্ম্মের ফল ধ্বংসশীল, সাতিশয় (ন্যূনাধিক-ভাবাপন্ন) পরিচ্ছিন্ন, এবং ব্রহ্ম-জ্ঞানের ফল অক্ষয়, অনন্ত ও নিরতিশয়। অতএব, বিচার দ্বারা ।কে জানা আবশ্যক ॥ ১॥]

রিয়া যান, [দ্রমিড় প্রভৃতি] আচার্য্যগণ তাহারই সংক্ষেপ করেন; আমি তন্মতানুসারে হ্ম-সূত্রের অক্ষর (*) সমূহ (শব্দ) ব্যাখ্যা (†) করিতেছি ॥

(২) ॥ এই সূত্রে 'অথ' শব্দের (‡) অর্থ—আনন্তর্য্য, এবং 'অতঃ' শব্দের অর্থ—পূর্ব্বা-

---

তৈর্ব্বিজ্ঞাপিতকার্য্যস্তু ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ। অবতীর্ণো মহাযোগী সত্যবত্যাং পরাশরাৎ।
চতুর্ধা ব্যভজৎ তাংশ্চ চতুর্বিংশতিধা পুনঃ। শতধা চৈকধা চৈব তথৈব চ সহস্রধা॥
কৃষ্ণো দ্বাদশধা চৈব পুনস্তস্যার্থ-বিত্তয়ে। চকার ব্রহ্মসূত্রাণি যেষাং সূত্রত্বমঞ্জসা॥
নির্ব্বিশেষিত-সূত্রত্বং ব্রহ্মসূত্রস্য চাপ্যতঃ। সবিশেষাণি সূত্রাণি হ্যপরাণি বিদো বিদুঃ॥
অল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্ বিশ্বতোমুখম্। অস্তোভমনবদ্যং চ 'সূত্রং' সূত্রবিদো বিদুঃ॥"

(*) এখানে "সূত্রাক্ষর" বলিবার অভিপ্রায় এই যে,—প্রকৃতি-প্রত্যয়-বিভাগ অনুসারে যে সূত্রের যরূপ অর্থ হওয়া সঙ্গত, এই ভাষ্যে সেই সূত্রের সেইরূপই অর্থ করা হইয়াছে,—স্বকপোল-কল্পিত কোন অর্থ মতবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া কষ্টকল্পনায় সূত্রগুলির কদর্থ বা বিকৃতার্থ করা হয় নাই।

(†) "ব্যাখ্যা" শব্দটী পারিভাষিকার্থে ব্যবহৃত হয়, তাহার লক্ষণ এইরূপ,
দচ্ছেদঃ পদার্থোক্তিঃ বিগ্রহো বাক্য-যোজনা। আক্ষেপস্য সমাধানং ব্যাখ্যানং পঞ্চলক্ষণম্॥"
র্থাৎ (১) পদচ্ছেদ,—ব্যাখ্যাতব্য বাক্যের মধ্যে যে সকল শব্দ মিলিতভাবে আছে, সে গুলির পৃথক্ করিয়া দেশ করা। [২] পদার্থোক্তি,—যে পদের যেরূপ অর্থ, তাহা প্রকাশ করা। [৩] বিগ্রহ,—সেই বাক্যে ান সমাস থাকিলে, তাহার বাক্য রচনা করা। [৪] বাক্যযোজনা,—অর্থাৎ অন্বয়-মুখে একটী বাক্য রচনা রা (৫) আক্ষেপ-সমাধান,—কোন আপত্তি বা দোষের সম্ভাবনা থাকিলে, তাহার পরিহার বা মাংসা করা।

(‡) "অথ স্যাৎ মঙ্গলে প্রশ্নে কার্য্যারম্ভেঽথনন্তরে। অধিকারে প্রতিজ্ঞায়ামন্বাদেশাদিষু ক্বচিৎ।"
অর্থাৎ—'অথ' শব্দের অর্থ—মঙ্গল, প্রশ্ন, কার্য্যের আরম্ভ, আনন্তর্য্য, অধিকার, প্রতিজ্ঞা ও অন্বাদেশ বা নানুকথন। তন্মধ্যে, আনন্তর্য্য অর্থটী এই সূত্রে পরিগৃহীত হইয়াছে।

অধীতসাঙ্গ-সশিরস্ক-বেদস্য অধিগতাল্পাস্থিরফল-কেবল-কর্ম্মজ্ঞানতয়া সংজাত-মোক্ষাভিলাষস্যানন্ত-স্থিরফল-ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হ্যনন্তরভাবিনী ॥২॥

ব্রহ্মণো জিজ্ঞাসা—ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা। ব্রহ্মণ ইতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী, কর্তৃ কর্ম্মণোঃ কৃতীতি বিশেষবিধানাৎ। যদ্যপি সম্বন্ধসামান্য-পরিগ্রহেঽপি জিজ্ঞাসায়াঃ কর্ম্মাপেক্ষত্বেন কর্ম্মার্থত্বসিদ্ধিঃ, তথাপি আক্ষেপত প্রাপ্তাদাভিধানিকস্যৈবগ্রাহ্যত্বাৎ কর্ম্মণি ষষ্ঠী গৃহ্যতে। ন চ "প্রতিপদ বিধানা ষষ্ঠী ন সমস্যতে" ইতি কর্ম্মণি ষষ্ঠ্যাঃ সমাসনিষেধঃ শঙ্কনীয়ঃ "কৃদ্‌যোগা ষষ্ঠী সমস্যতে" ইতি প্রতিপ্রসবসদ্‌ভাবাৎ ॥৩॥

বগত বিষয়ের হেতুত্ব। অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্মকাণ্ডে অবগত কর্ম্মফল অনিত্য, অস্থির ইত্যা

'অথ'-শব্দার্থ-বিচার।

জ্ঞানই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উপস্থিতির হেতু। কারণ, যে ব্যক্তি বেদ, বেদাঙ্গ (* ও উপনিষৎ শাস্ত্র পাঠে অবগত হইয়াছে যে, কেবল (জ্ঞানরহিত) কর্ম্মে ফল অল্প, অস্থির বা ধ্বংসশীল, পক্ষান্তরে ব্রহ্মজ্ঞানের ফল অনন্ত ও অক্ষয়। নিশ্চয়ই তাহা হৃদয়ে মোক্ষলাভের অভিলাষ উপস্থিত হয়, এবং তদনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসাও তাহার পক্ষে অবশ্যম্ভাবিনী ॥

(৩) ॥ 'ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা' অর্থ—ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা। 'কর্তৃকর্ম্মণোঃ কৃতি' এই বিশে

'ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা' কথার অর্থ।

বিধান অনুসারে 'ব্রহ্মণঃ' এই স্থলে কর্ম্মে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে। (†) 'জিজ্ঞাসা' মাত্রই জিজ্ঞাস্য বা জিজ্ঞাসার কর্ম্ম-সাপেক্ষ, অতএব, যদ্যপি সামান্য সম্বন্ধরূপ অর্থ স্বীকার করিলেও, ফলে-ফলে [ব্রহ্মের] 'কর্ম্ম লব্ধ হইতে পারে সত্য; তথাপি আক্ষেপ-লব্ধ, অর্থাৎ প্রকারান্তরে প্রাপ্ত অর্থ অপেক্ষা আভিধানিক অর্থাৎ শব্দ-লব্ধ অর্থ গ্রহণ করাই সমুচিত, তজ্জন্য, এখানে কর্ম্মেই ষষ্ঠী বিভক্তি স্বীকার করিতে হইবে,—সামান্য সম্বন্ধার্থে নহে।

শঙ্কা হইতে পারে যে, প্রতিপদ্ অর্থাৎ কর্ম্ম-বিহিত ষষ্ঠী বিভক্তির সহিত সমাস হইতে যখন নিষেধ আছে, তখন এস্থলেও কর্ম্মে ষষ্ঠী হইলে তাহার সহিত আর সমাস হইতে পারে না? [সুতরাং 'ব্রহ্মণঃ জিজ্ঞাসা' এই বাক্যে 'ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা' পদটী নিষ্পন্ন হইতে

(*) বেদাঙ্গ ছয় প্রকার,—"শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দসাং চিতিঃ। জ্যোতিষাময়নঞ্চৈব বেদাঙ্গানি বদন্তি ষট্ ॥" অর্থাৎ শিক্ষা, কল্পসূত্র, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ্। বেদোপদিষ্ট জ্ঞান-লাভে সাহায্য করে বলিয়া এই সকলকে 'বেদাঙ্গ' বলে।

(†) তাৎপর্য্য এই যে,—কর্ম্মকারকে এবং সামান্য সম্বন্ধমাত্রেও ষষ্ঠী বিভক্তি হইবার বিধান আছে। এখন প্রশ্ন এই যে, 'ব্রহ্মণঃ জিজ্ঞাসা' (ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা), এই স্থলে 'ব্রহ্ম' শব্দের পর যে, ষষ্ঠী বিভক্তি আছে, উহা কর্ম্মে? কি সাধারণ সম্বন্ধার্থে? প্রশ্নকর্ত্তার অভিপ্রায় এই যে, যখন; একটা জিজ্ঞাস্য বা জিজ্ঞাসার

ব্রহ্মশব্দেন স্বভাবতো নিরস্তনিখিলদোষোঽনবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়-কল্যাণগুণগণঃ পুরুষোত্তমোঽভিধীয়তে। সর্ব্বত্র বৃহত্ত্ব-গুণযোগেন হি ব্রহ্ম-শব্দঃ। বৃহত্ত্বঞ্চ স্বরূপেণ গুণৈশ্চ যত্রানবধিকাতিশয়ং, সোঽস্য মুখ্যোঽর্থঃ, স চ সর্ব্বেশ্বর এব, অতো ব্রহ্মশব্দস্তত্রৈব মুখ্যবৃত্তঃ। তস্মাদন্যত্র তদ্‌গুণলেশযোগাদৌপচারিকঃ, অনেকার্থ-কল্পনাযোগাৎ, ভগবচ্ছব্দবৎ। তাপত্রয়াতুরৈরমৃতত্বায় স এব জিজ্ঞাস্যঃ। অতঃ সর্ব্বেশ্বরো জিজ্ঞাসা-কর্ম্মভূতং ব্রহ্ম। জ্ঞাতুমিচ্ছা—জিজ্ঞাসা, ইচ্ছায়া ইষ্যমাণ-প্রধানত্বাদ্ ইষ্যমাণং জ্ঞানমিহ বিধীয়তে॥৪॥

পারে না।]। না,—এরূপ শঙ্কা হইতে পারে না। কারণ, "কৃদ্যোগা ষষ্ঠী সমস্যতে" বলিয়া কৃৎপ্রত্যয়-যোগে বিহিত ষষ্ঠীর সহিত সমাস হইবার পক্ষে পুনর্ব্বার বিশেষ বিধান বিহিত হইয়াছে।

(৪)॥ 'ব্রহ্ম-'শব্দ স্বভাবতই সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত, অবধি ও তারতম্য-রহিত, অনন্ত কল্যাণময়-গুণগণ-সমন্বিত পুরুষোত্তমকে (বিষ্ণুকে) (*) বুঝায়। ব্রহ্ম-শব্দ সর্ব্বত্রই 'বৃহত্ত্ব'-গুণের যোগ বা সম্বন্ধ অনুসারে [প্রযুক্ত হয়]। যাহাতে স্বরূপতঃ ও গুণতঃ অসীম ও নিরতিশয় 'বৃহত্ত্ব' বর্ত্তমান আছে, তাহাই ব্রহ্মশব্দের মুখ্য অর্থ। সর্ব্বেশ্বরই (ভগবান্‌ই)

কর্ম্ম না থাকিলে জিজ্ঞাসাই হইতে পারে না, বিশেষতঃ, সম্বন্ধ সামান্যও যখন কর্ত্তৃত্ব-কর্ম্মত্বাদিরূপ বিশেষার্থেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে, তখন সম্বন্ধে ষষ্ঠী হইলেও ব্রহ্মের কর্ম্মত্ব ব্যাহত হইবে না। অতএব; 'ব্রহ্মণঃ' এইস্থলে সম্বন্ধেই ষষ্ঠী,—কর্ম্মে নহে। ভাষ্যকারের অভিপ্রায় এই যে, এরূপ পরোক্ষভাবে কর্ম্মত্ব স্বীকার অপেক্ষা সহজতঃ কর্ম্মেই ষষ্ঠী করা সঙ্গত। অতএব, 'ব্রহ্মণঃ' এস্থলে কর্ম্মেই ষষ্ঠী বিভক্তি বলিতে হইবে—সম্বন্ধে নহে॥

(*) এ কথার তাৎপর্য্য এইযে,—ব্রহ্ম শব্দটী 'বৃহ' ধাতু হইতে 'মন্' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'বৃহ' ধাতুর অর্থ—বৃদ্ধি বা মহত্ত্ব। পর্ব্বতাদির ও আপেক্ষিক মহত্ত্ব আছে বটে, কিন্তু নিরতিশয় মহত্ত্ব পরমেশ্বর ভিন্ন অপর কাহারও নাই—আর কেহই তাঁহা অপেক্ষা মহৎ নাই, এই কারণে 'ব্রহ্ম' বলিলে ভগবান্ বাসুদেবকেই বুঝিতে হয়। বিশেষতঃ, যাহাতে নিরবচ্ছিন্ন বা স্বভাবসিদ্ধ মহত্ত্ব থাকে, তাহাতে কোন দোষ-সংস্পর্শ থাকিতে পারে না। পক্ষান্তরে, কোনরূপ দোষ থাকিলেও তাহাতে নিরবধি মহত্ত্ব থাকা সম্ভবপর হয় না। এই উভয় কারণেই 'ব্রহ্ম'-শব্দ-বাচ্য বাসুদেবে নির্দ্দোষত্বাদি ধর্ম্ম সিদ্ধ হইতেছে।

"পুরুষেষু উত্তমঃ—(পুরুষোত্তমঃ)" এইরূপ যৌগিকার্থ-বলে 'পুরুষোত্তম' শব্দটী পরমেশ্বরে নিরূঢ়। ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে যে, "যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।" অর্থাৎ যে হেতু আমি ক্ষর—ভূত বর্গ এবং অক্ষর—কুটস্থ ঈশ্বরেরও অতীত; এই কারণে, আমি লোকে ও বেদে 'পুরুষোত্তম' নামে প্রসিদ্ধ। তাহার পর, "উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ। যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ।" এখানে স্পষ্টাক্ষরেই "পুরুষোত্তমকে" পরমাত্মা ও ঈশ্বর শব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

মীমাংসা-পূর্ব্বভাগ-জ্ঞাতস্য কর্ম্মণোঽল্পাস্থিরফলত্বাদুপরিতনভাগাবসেয়স্য ব্রহ্মজ্ঞানস্যানন্তাক্ষয়ফলত্বাচ্চ পূর্ব্ববৃত্তাৎ কর্ম্মজ্ঞানাদনন্তরং তত এব হেতোর্ব্রহ্ম জ্ঞাতব্যমিত্যুক্তং ভবতি। তদাহ বৃত্তিকারঃ,—"বৃত্তাৎ কর্ম্মাধিগমাদনন্তরং ব্রহ্ম-বিবিদিষা"ইতি। বক্ষ্যতি চ কর্ম্ম-ব্রহ্ম-মীমাংসয়োরৈকশাস্ত্র্যং,—"সংহিতমেতৎ (*) শারীরকং জৈমিনীয়েন ষোড়শলক্ষণেনেতি শাস্ত্রৈকত্বসিদ্ধিঃ" ইতি। অতঃ (†) প্রতিপিপাদয়িষিতার্থভেদেন ষট্কভেদবদধ্যায়ভেদবচ্চ পূর্ব্বোত্তর-মীমাংসয়োর্ভেদঃ ॥৫॥

এবংবিধ-গুণসম্পন্ন; অতএব তিনিই 'ব্রহ্ম'-শব্দের মুখ্য অর্থ। উক্ত গুণগণের আংশিক সম্বন্ধ বশতঃ অন্যত্রও যে 'ব্রহ্ম'-শব্দ প্রযুক্ত হয়, তাহা ভগবৎশব্দের ন্যায় ঔপচারিক; অর্থাৎ গৌণার্থপ্রকাশক। (‡) নচেৎ, [এক শব্দের] অনেকার্থ কল্পনা করিতে হয়। ত্রিতাপে তাপিত জনগণের পক্ষে অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভের নিমিত্ত তিনিই একমাত্র জিজ্ঞাস্য। অতএব, সর্ব্বেশ্বরই জিজ্ঞাসার কর্ম্মস্বরূপ—ব্রহ্ম [অন্য নহে]। জিজ্ঞাসা অর্থ—জানিবার ইচ্ছা, ইচ্ছাতে ইষ্যমাণ অর্থাৎ অভীপ্সিত বিষয়টীই প্রধান, এই কারণে এখানে (ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসাস্থলে) অভীপ্সিত জ্ঞানই বিহিত হইয়াছে, [বুঝিতে হইবে]॥

(৫)॥ [একথার অভিপ্রায় এই যে,—] মীমাংসার পূর্ব্বভাগে (পূর্ব্ব-মীমাংসায়) (§) কর্ম্মফলের অল্পত্ব ও অনিত্যত্ব অবগত হওয়া যায়, এবং উত্তরভাগে (এই ব্রহ্ম-মীমাংসায়) ব্রহ্ম-জ্ঞান-ফলের অনন্তত্ব ও অক্ষয়ত্ব জানা যায়। এই জ্ঞানের ফলেই প্রাথমিক কর্ম্মতত্ত্বাবগতির পর ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার আবশ্যকতা উপলব্ধি হয়। বৃত্তিকারও 'পূর্ব্বসম্পন্ন কর্ম্ম-জ্ঞানের অনন্তর ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা হয়,' এই কথা বলিয়াছেন, এবং পরেও বলিবেন যে, 'এই শারীরক (‖) সূত্র (ব্রহ্ম-মীমাংসা) জৈমিনি-

আনন্তর্য্য-বিচার।

(*) সংহিতমিতি নিয়তপৌর্ব্বাপর্য্যৈকব্যাখ্যেয়-ব্যাখ্যানরূপতয়া সংগতমিতি ভাবঃ।

(†) 'অতঃ'—বৃত্তিকারোক্তাদেকব্যাখ্যেয়-ব্যাখ্যান-রূপত্বসম্বন্ধাদিত্যর্থঃ। ষট্কভেদঃ পূর্ব্ব-মীমাংসায়ামেব, অধ্যায়ভেদস্তু তত্র, উত্তর-মীমাংসায়াং চ; নিদর্শনার্থমুভয়মুক্তম্। অর্থভেদাভাবে হ্যেকং ষট্কমেকোঽধ্যায়ো বা স্যাদিতি।

(‡) ষড়ৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ-পরমেশ্বরকে ভগবৎ-শব্দে অভিহিত করা হয়, এবং সেই ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদি ভগবদ্গুণ-গণের যৎকিঞ্চিৎ অংশভাগী ইন্দ্রাদি দেবতাকেও ভগবান্ বলা যায়। তন্মধ্যে, 'ভগবৎ'-শব্দ পরমেশ্বরেই মুখ্য, অন্য—ইন্দ্রাদি দেবতায় গৌণ বা অপ্রধান। একই শব্দের বহু অর্থ স্বীকার করিলে গৌরব দোষ ঘটে।

(§) মীমাংসাশাস্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত,—জৈমিনিকৃত এবং বেদব্যাসকৃত। তন্মধ্যে, জৈমিনি-কৃত মীমাংসাকে পূর্ব্বমীমাংসা বা কর্ম্মমীমাংসা বলে, আর বেদব্যাস-কৃত মীমাংসাকে উত্তরমীমাংসা বা ব্রহ্মসূত্র বলে।

(‖) জগচ্ছরীরঃ পরমাত্মা—শারীরঃ, যদ্বা, শরীরে ভবঃ শারীরঃ স্বার্থে কঃ, তদ্বিষয়কং শাস্ত্রং শারীরকমিত্যুচ্যতে। অর্থাৎ জগৎ যাহার শরীর, সেই পরমাত্মাকে 'শারীর,' এবং তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্র—ব্রহ্মমীমাংসাকে 'শারীরক' বলে।

মীমাংসাশাস্ত্রং—"অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" ইত্যারভ্য "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" ইত্যেবমন্তং সঙ্গতিবিশেষেণ (*) বিশিষ্টক্রমম্। তথাহি, প্রথমং তাবৎ "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্য" ইত্যধ্যয়নেনৈব স্বাধ্যায়-শব্দবাচ্য-বেদাখ্যাক্ষররাশের্গ্রহণং বিধীয়তে ॥৬॥

কৃত কর্ম্ম-মীমাংসার সহিত সংহিত (†) বা সম্মিলিত হইয়া 'ষোড়শাধ্যায়ে পূর্ণ।' অতএব, উভয়ই (কর্ম্ম-মীমাংসা ও ব্রহ্ম-মীমাংসা) এক শাস্ত্র। যেরূপ, প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রভেদ অনুসারে ষট্‌ক ও অধ্যায়ের ভেদ হইয়া থাকে; এই পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসার প্রভেদও সেই রূপ॥

(৬)॥ পূর্ব্বমীমাংসার প্রথম সূত্র "অথাতো ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা" হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর মীমাংসার শেষ সূত্র "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" পর্য্যন্ত সূত্র-সমষ্টি একই মীমাংসা শাস্ত্র, সঙ্গতি বা সম্বন্ধ-বিশেষ অনুসারে পৌর্ব্বাপর্য্যাদিরূপ বিশেষ- ক্রমযুক্ত মাত্র। (‡) তাহা এইরূপ,—প্রথমতঃ "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ।" অর্থাৎ 'বেদ অধ্যয়ন করিবে' এই অধ্যয়ন বিধি দ্বারা 'স্বাধ্যায়'-শব্দোক্ত অক্ষর-সমূহাত্মক বেদের গ্রহণ বা অধ্যয়ন বিহিত হইয়াছে।

কর্ম্ম ও ব্রহ্ম-মীমাংসার একশাস্ত্রত্ব ব্যবস্থাপন।

(*) অত্রামী সঙ্গতিবিশেষা অভিপ্রেতাঃ,—পাঠক্রমঃ, চেতনানাং ত্রিবর্গে প্রথমপ্রাবল্য-সংভবদ্রূপোঽর্থস্বভাবঃ; উপনিষদেষ্বঙ্গাঙ্গিভাব-প্রতিপাদক-বাক্যেষু যজ্ঞাদিকর্ম্মণঃ পদার্থত্বেন সম্বন্ধঃ, কাস্বচিদ্বিদ্যাসু যজ্ঞ-তদুপকরণাদীনাং দৃষ্টিবিশেষণত্বোক্ত্যা কর্ম্ম-ব্রহ্মবিদ্যয়োর্দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিকভাবেন বিদ্যাকর্ম্মণোরুৎপাদ্যোৎপাদকভাবাৎ তচ্ছেষভূত-বিচারয়োঃ [পূর্ব্বোত্তর-মীমাংসয়োঃ] তু তৎক্রমভাবত্বোপপত্তিঃ, ব্যাখ্যানভূত-মীমাংসায়াঞ্চ উত্তরভাগস্য পূর্ব্ব-ভাগোক্ত-ন্যায়সাপেক্ষত্বং চেতি। এবং পৌর্ব্বাপর্য্য-নিয়ামক-সঙ্গতিবিশেষেণ বিশিষ্টক্রমং ক্রমবিশেষবদিত্যর্থঃ।

(†) সাধারণতঃ বেদের দুইটী ভাগ, পূর্ব্বভাগ—কর্ম্মকাণ্ড, উত্তরভাগ—জ্ঞানকাণ্ড, তন্মধ্যে, জৈমিনি মুনি পূর্ব্বভাগ কর্ম্মকাণ্ড অবলম্বনে যে সমস্ত সিদ্ধান্তসূত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, সে সমস্ত পূর্ব্বমীমাংসা, আর, মহর্ষি বেদব্যাস উপনিষৎ প্রভৃতি জ্ঞানকাণ্ড অবলম্বনপূর্ব্বক যে সমস্ত সিদ্ধান্তসূত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, সে সমস্ত উত্তর-মীমাংসা বা ব্রহ্মসূত্র নামে প্রসিদ্ধ। উভয় মীমাংসা যখন একই বেদের তাৎপর্য্য-প্রকাশক, তখন বুঝিতে হইবে, বৈদিক মীমাংসা শাস্ত্র ফলতঃ এক, পূর্ব্ব ও উত্তরমীমাংসা তাহারই দুইটী ভাগ বা অংশমাত্র—পৃথক্ শাস্ত্র নহে। জৈমিনিকৃত মীমাংসাটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ভেদে দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত; আর বেদব্যাসকৃত মীমাংসাও চারিটী অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে; সুতরাং মিলিতভাবে মীমাংসা শাস্ত্র ষোড়শ অধ্যায়ে সংপূর্ণ। এই হেতুই বৃত্তিগ্রন্থে "ষোড়শ লক্ষণেন" শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে, পূর্ব্বমীমাংসার প্রকৃতি বিচারপূর্ণ ছয় অধ্যায় লইয়া প্রথম 'ষট্‌ক' ও বিকৃতি-বিচারপূর্ণ শেষ ছয় অধ্যায় লইয়া দ্বিতীয় 'ষট্‌ক' বিরচিত হইয়াছে। উত্তর-মীমাংসায় ওরূপ ষট্‌ক ভেদ নাই; কেবল অধ্যায় ভেদ আছে। প্রথম অধ্যায়ে শ্রুতিসমন্বয়, দ্বিতীয় অধ্যায়ে শাস্ত্রান্তরের সহিত বিরোধ পরিহার, তৃতীয় অধ্যায়ে মুক্তির সাধননিরূপণ, এবং চতুর্থ অধ্যায়ে ফল নিরূপণ; এইরূপে চারিটী অধ্যায় বিভক্ত হইয়াছে। অধিকন্তু; উত্তরমীমাংসার তৃতীয় অধ্যায়ে কর্ম্মবিচারও স্থান পাইয়াছে। এই কারণেও মনে হয় যে, উভয় মীমাংসাই একশাস্ত্র, কেবল কর্ম্ম ও ব্রহ্ম, এই বিষয়ভেদে দুইটী পৃথক্ নামে অভিহিত হইয়াছে মাত্র।

(‡) তাৎপর্য্য এই যে,—মীমাংসা শাস্ত্র বস্তুতঃ এক হইলেও উভয় ভাগের (কর্ম্মমীমাংসা ও ব্রহ্ম-মীমাংসার) মধ্যে যে, পৌর্ব্বাপর্য্যাদি ক্রম রহিয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত যুক্তি দ্বারা বুঝা যাইতে পারে,—

তচ্চাধ্যয়নং কিংরূপং ? কথং চ কর্ত্তব্যং ? ইত্যপেক্ষায়াং "অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনয়ীত, তমধ্যাপয়েদিত্যনেন—

"শ্রাবণ্যাং প্রৌষ্ঠপদ্যাং বা উপাকৃত্য যথাবিধি।
যুক্তশ্ছন্দাংস্যধীয়ীত মাসান্ বিপ্রোঽর্দ্ধপঞ্চমান্ ॥" [মনু ।৪।৯৫]

ইত্যাদি (*) ব্রত-নিয়মবিশেষোপদেশৈশ্চাপেক্ষিতানি বিধীয়ন্তে ॥ ৭ ॥

---

(৭)। সেই অধ্যয়ন কি? এবং কি প্রকারে কর্ত্তব্য? এই আকাঙ্ক্ষায় 'অষ্টবর্ষবয়স্ক ব্রাহ্মণকে উপনীত করিবে এবং তাহাকে অধ্যয়ন করাইবে।' 'ব্রাহ্মণ শ্রাবণ বা ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে যথাবিধি উপাকর্ম্ম, (†) করিয়া সার্দ্ধ পঞ্চ মাস কাল স্থিরচিত্তে (নিযুক্তভাবে) বেদ অধ্যয়ন করিবে'; ইত্যাদিরূপে ব্রত ও নিয়ম বিশেষের (‡) উপদেশ দ্বারা বেদপাঠে

(ক) উভয় মীমাংসারই অবলম্বন এক বেদ; বেদের মধ্যে প্রথমে কর্ম্মকাণ্ড, পরে জ্ঞানকাণ্ড সন্নিবিষ্ট আছে। তদনুসারে বেদার্থপ্রকাশক মীমাংসাশাস্ত্রেও পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম ব্যবস্থিত হইয়াছে।

(খ) সাধারণতঃ প্রথমেই লোকের ধর্ম্মে ও ধর্ম্মসাধন কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, পরে মোক্ষ ও তদুপায় বিষয়ে চেষ্টা জন্মে। তদনুসারে ধর্ম্মজিজ্ঞাসাত্মক কর্ম্মমীমাংসা প্রথম ও মুক্তিসাধন ব্রহ্মমীমাংসা তাহার দ্বিতীয় অংশ হইতেছে।

(গ) উপনিষদের মধ্যেও অনেক স্থলে যজ্ঞাদি কর্ম্মের অঙ্গাঙ্গীভাবে সমুল্লেখ মাত্র দৃষ্ট হয়, কিন্তু, সে সকল কর্ম্মের কিছুমাত্র বিবরণ বা কর্ত্তব্য-প্রণালী উল্লিখিত হয় নাই। ইহা হইতেও মনে হয় যে, জিজ্ঞাসু ব্যক্তি প্রথমেই কর্ম্মকাণ্ড অধ্যয়ন করিয়া যজ্ঞাদি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিবে, শেষে উপনিষদুক্ত যজ্ঞাদির তত্ত্ব বুঝিতে পারিবে। এই কারণেই উপনিষদে আর যজ্ঞাদির বিবরণ প্রদত্ত হয় নাই। ইহাদ্বারাও কর্ম্মমীমাংসার পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব ও ঔপনিষদ ব্রহ্মমীমাংসার পরবর্ত্তিত্ব সমর্থন করা যাইতে পারে।

(ঘ) জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে কার্য্যকারণভাব নিহিত আছে,—নিষ্কামভাবে পুনঃপুনঃ কর্ম্মানুশীলন দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি হয়, পরে জ্ঞানোদয় হয়, সুতরাং জ্ঞান কার্য্য বা উৎপাদ্য, এবং কর্ম্ম তাহার কারণ বা উৎপাদক। অতএব, কর্ম্ম-প্রতিপাদক কর্ম্মমীমাংসা পূর্ব্ববর্ত্তী ও জ্ঞান-প্রতিপাদক ব্রহ্মমীমাংসা যে, পরবর্ত্তী, এ কথা বলা যাইতে পারে।

(ঙ) দেখিতে পাওয়া যায় যে, কর্ম্মমীমাংসায় যে সকল ন্যায় বা যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, ব্রহ্মমীমাংসায় সে সমুদায়ের বিশেষভাবে অপেক্ষা রহিয়াছে। ব্রহ্মমীমাংসা বুঝিতে হইলে কর্ম্মমীমাংসা প্রদর্শিত সেই সকল ন্যায় বা যুক্তি জানা নিতান্ত আবশ্যক, অতএব কর্ম্মমীমাংসার পরে যে, ব্রহ্মমীমাংসা বিরচিত ও পঠনীয়, ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

উক্ত প্রকার কারণ-কলাপে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, পরস্পরাপেক্ষিত একই মীমাংসাশাস্ত্র কেবল পৌর্ব্বাপর্য্যাদি ক্রমানুসারে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া 'পূর্ব্বমীমাংসা' ও 'উত্তরমীমাংসা' নামে অভিহিত হইয়াছে মাত্র।

(*) অত্র 'আদি' শব্দেন,—"অত ঊর্দ্ধং তু ছন্দাংসি শুক্লেষু নিয়তঃ পঠেৎ। বেদাঙ্গানি চ সর্ব্বাণি কৃষ্ণপক্ষেষু সংপঠেৎ।" [মনু ।৪।৯৮) ইত্যাদি বচনোক্তো বেদাঙ্গাধ্যয়নকালো দর্শিতঃ।

(†) উপাকর্ম্ম,—বেদাধ্যায়ীর অবশ্যকর্ত্তব্য একপ্রকার কর্ম্ম। শ্রাবণ বা ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা দিনে তাহার অনুষ্ঠান করিতে হয়।

(‡) 'ব্রত'—উপাকর্ম্মকাণ্ডোক্ত ক্রিয়াপদ্ধতি। 'নিয়ম'—নিয়মিতরূপে বেদ অধ্যয়ন ও অনধি-

এবং সৎসন্তানপ্রসূত-সদাচার-নিষ্ঠাত্মগুণোপেত-বেদবিদাচার্য্যোপ-নীতস্য ব্রত-নিয়ম-বিশেষযুক্তস্যাচার্য্যোচ্চারণানূচ্চারণমক্ষররাশি-গ্রহণ-ফলমধ্যয়নমিত্যবগম্যতে। অধ্যয়নং চ স্বাধ্যায়-সংস্কারঃ, "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্য" ইতি স্বাধ্যায়স্য কর্ম্মত্বাবগমাৎ। সংস্কারো হি নাম কার্য্যান্তর-যোগ্যতাকরণম্। সংস্কার্য্যত্বং চ স্বাধ্যায়স্য যুক্তং, ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপ-পুরুষার্থ-চতুষ্টয়-তৎসাধনাববোধিত্বাৎ, জপাদিনা (১) স্বরূপেণাপি (*) তৎসাধনত্বাচ্চ। (২) এবমধ্যয়নবিধির্মন্ত্রবৎ নিয়মবদক্ষর-রাশি-গ্রহণমাত্রে পর্য্যবস্যতি। অধ্যয়ন-গৃহীতস্য স্বাধ্যায়স্য স্বভাবত এব প্রয়োজনবদর্থাব-বোধিত্বদর্শনাৎ। (†)

পেক্ষিত বিষয় সকল বিহিত হইয়াছে ॥

৮)॥ এই প্রকারে জানা যায় যে, সদ্বংশসম্ভূত, সদাচারপূত, [অক্রোধাদি-] আত্ম-গুণ-সম্পন্ন, বেদজ্ঞ আচার্য্য ‡ কর্ত্তৃক উপনীত এবং [পূর্ব্বোক্ত-প্রকার] বিশেষ-বিশেষ ব্রত ও নিয়মসম্পন্ন [ব্রহ্মচারী] শিক্ষার উদ্দেশে আচার্য্যের উচ্চারণের অনন্তর যে, অক্ষর-সমূহের শব্দের) উচ্চারণ করে, তাহাই প্রকৃত অধ্যয়ন। 'বেদ অধ্যয়ন করিবে' এই বাক্যে জানা যায় যে, বেদই অধ্যয়ন-ক্রিয়ার কর্ম্ম; সুতরাং অধ্যয়ন কার্য্যটীকে বেদের এক প্রকার সংস্কার' [বলিতে হয়]। 'সংস্কার' অর্থ কার্য্য-বিশেষে যোগ্যতা-সম্পাদন করা। যেহেতু, বেদ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ ও তদুপায়-প্রতিপাদক, এবং জপাদি (অধ্যাপনাদি) দ্বারা নিজেও চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থসাধক, অতএব, উহার 'সংস্কার্য্যত্ব' বা সংস্কার

চারী বা শ্রদ্ধাহীনের নিকট উচ্চারণ না করা, এবং পবিত্র দেশ, কাল ও দ্রব্যের গ্রহণ, আর নিষিদ্ধ কর্ম্ম ও অমেধ্য দ্রব্যের ত্যাগ প্রভৃতি।

(*) "অববোধিত্বাৎ"—অনুষ্ঠানোপযোগি-বোধজনকত্বাদিত্যর্থঃ। হুঁ-ফড়িত্যাদ্যনর্থকপদেষু অর্থবোধকত্ব-ব্যভিচারাদাহ—"জপাদিনেতি।" "স্বরূপেণাপি"—অর্থজ্ঞানানুষ্ঠানাভ্যাং বিনা জপ্যমানেনাক্ষরমাত্রেণাপীত্যা-শয়ঃ। অর্থজ্ঞানং হি অনুষ্ঠানানুকূলং, জপাদি চ অধ্যয়ন-সংস্কৃতেন স্বাধ্যায়েনৈব সম্পদ্যতে ইত্যভিপ্রায়ঃ। আদি-পদাৎ অধ্যাপন-সংগ্রহঃ।

(†) অর্থাঃ—যজ্ঞোপাসনাদয়ঃ, তে চ স্বর্গ-মোক্ষাদি-প্রয়োজনবন্তঃ, তদ্বোধকত্বাদিত্যর্থঃ। এতেন কাক-দন্ত-পরীক্ষাবৎ নিষ্ফলত্ব-শঙ্কা-নিরাসঃ।

(‡) "আচিনোতি চ শাস্ত্রার্থং আচারে স্থাপয়ত্যপি। স্বয়মাচরতে যস্মাৎ আচার্য্যস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥" অর্থাৎ যে হেতু, আচার্য্য, শাস্ত্রের অর্থ বা তাৎপর্য্য সংগ্রহ করেন, অপরকে সদাচারে স্থাপিত করেন এবং নিজেও শাস্ত্রোক্ত আচার প্রতিপালন করেন, সেই হেতু, তাঁহাকে 'আচার্য্য' বলে।

---

(১) 'জপ-তপ আদিনা ইতি (খ) পাঠঃ। (২) "তৎসাধনাচ্চ ইতি (গ) পাঠঃ।

গৃহীতাৎ স্বাধ্যায়াদবগম্যমানান্ (১) স্বপ্রয়োজনবতোঽর্থান্ আপ ততো দৃষ্ট্বা তৎস্বরূপ-প্রকার-বিশেষ-(*) নির্ণয়ফল-বেদবাক্য-বিচা রূপ-মীমাংসা-শ্রবণেঽধীতবেদঃ পুরুষঃ স্বয়মেব প্রবর্ত্ততে।

তত্র কর্ম্মবিধিস্বরূপে নিরূপিতে কর্ম্মণামল্পাস্থিরফলত্বং (২) দৃষ্ট্ব ধ্যয়ন-গৃহীত-স্বাধ্যায়ৈকদেশোপনিষদ্বাক্যেষু চামৃতত্বরূপানন্ত-স্থিরফল পাত-প্রতীতেস্তন্নির্ণয়ফল- (৩) বেদান্তবাক্য-বিচাররূপ-শারীরকমীমা সায়ামধিকরোতি ॥ ৮ ॥

হওয়াই উচিত। (†) উক্ত যুক্তি অনুসারে বেদাধ্যয়নের বিধিটীও মন্ত্রের ন্যায় কেবল অক্ষ সমূহ গ্রহণ করা অর্থেই পর্য্যবসিত হইতেছে। কারণ, অধ্যয়ন-গৃহীত বেদেরই প্রয়োজনী (যজ্ঞ ও উপাসনাদি) অর্থ প্রকাশ করা স্বভাব পরিদৃষ্ট হয়।

বেদবিৎ পুরুষ, অধীত বেদ হইতে প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহ আপাততঃ (বিচার করিয়া) অবগত হইয়া তৎসমুদয়ের স্বরূপ ও প্রকারগত বিশেষ বিশেষ ভাব সকল নির্দ্ধা রণের উদ্দেশে বেদবাক্য-বিচারাত্মক মীমাংসা-শাস্ত্র শ্রবণ করিতে আপনা হইতেই প্রবৃ হয়। সেই কর্ম্মমীমাংসায় কর্ম্মবিধি অবগত হইয়া [যখন] জানিতে পারে ে কর্ম্মের ফল অল্প ও অনিত্য, [তখন] সে অধীত বেদৈকদেশ—উপনিষদে অনন্ত ও অক্ষ মোক্ষ-ফলের কথা সাধারণভাবে জানা থাকায় তৎ-নির্ণায়ক বেদান্ত-বিচারাত্মক শারীরক মীমাংসা শাস্ত্রে অধিকারী বা প্রবৃত্ত হয়॥

(*) স্বরূপ বিশেষাঃ—অঙ্গিনঃ। প্রকার-বিশেষাঃ—অঙ্গানি। অর্থাৎ স্বরূপ-বিশেষ অর্থে অঙ্গী বা প্রধ এবং প্রকার-বিশেষ অর্থে অঙ্গ বা অপ্রধান কার্য্য সকল বুঝিতে হইবে। কোন্ কার্য্যটী প্রধান, আর কে কার্য্যটী অপ্রধান, ইহা নিরূপণ করিবার জন্য—।

(†) ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—সাধারণতঃ কর্ম্মকারক চতুর্ব্বিধ, (১) উৎপাদ্য, (২) বিকার্য্য, (প্রাপ্য (৪) সংস্কার্য্য। 'কুম্ভকারো ঘটং করোতি', এস্থলে ঘট উৎপাদ্য কর্ম্ম। কারণ, কুম্ভকার স্বীয় চেষ্টা দ্বা ঘটের উৎপাদন করে, তৎপূর্ব্বে 'ঘট' অনুৎপন্ন ছিল। 'সুবর্ণং কুণ্ডলং করোতি,' এ স্থলে পূর্ব্বসিদ্ধ সুবর্ণ কুণ্ডলাকারে বিকার হইয়াছে; সুতরাং কুণ্ডলটী 'বিকার্য্য' কর্ম্ম। 'পর্ব্বতং গচ্ছতি', এ স্থলে অপ্রাপ্ত পর্ব্বতে গমন দ্বারা প্রাপ্ত হইতে হয়, এ জন্য পর্ব্বত 'প্রাপ্য' কর্ম্ম।

যেরূপ 'ব্রীহীন্ প্রোক্ষতি' স্থলে জল-প্রক্ষেপ দ্বারা ব্রীহির (ধান্যের) সংস্কার—যজ্ঞের উপযুক্ততা সম্পাদ করিতে হয়, এই কারণে ব্রীহিকে 'সংস্কার্য্য' কর্ম্ম বলা যায়। এই প্রকার, আচার্য্যের উচ্চারণের পর উচ্চা রূপ অধ্যয়ন দ্বারা অক্ষর-সমূহাত্মক বেদেরও এক প্রকার সংস্কার বা কার্য্যোপযোগিনী শক্তি সম্পাদন করি লওয়া হয়; এই কারণেই বেদকে অধ্যয়নের 'সংস্কার্য্য' কর্ম্ম বলা হইয়াছে।

অভিপ্রায় এই যে, অভিজ্ঞ ব্যক্তি যত্ন করিলে গুরুর সাহায্য ব্যতীতও বেদ বা বৈদিক মন্ত্র সমূহের যথায উচ্চারণ-প্রণালী স্থির করিয়া লইতে পারেন সত্য, কিন্তু, তাদৃশ উচ্চারণ, শাস্ত্রোক্ত 'অধ্যয়ন' বলিয়া পরিগণি হইবে না। কারণ, যথোক্ত গুণসম্পন্ন গুরুর উচ্চারণের অনন্তর যে, উচ্চারণ, তাহাই প্রকৃত অধ্যয়ন, এব ঐরূপ অধ্যয়ন দ্বারাই বেদ বা বৈদিক মন্ত্র সমূহে এমন একটী অপূর্ব্ব শক্তি জন্মে, যাহার প্রভাবে তাহা অনুষ্ঠাতৃ-গণের অভীষ্ট ফল প্রদানে সমর্থ হয়। স্বেচ্ছাধীন উচ্চারণে বেদ সেই শক্তি লাভে বঞ্চিত থাকে, সুতরা তদবস্থায় প্রযুক্ত বেদ বা বৈদিক মন্ত্র যথাশ্রুত ফল প্রদানে সমর্থ হয় না।

---

(১) প্রয়োজনবতঃ ইতি (ক) পাঠঃ। (২) অল্পস্থিরফলত্বমিতি (গ) পাঠঃ। (৩) তন্নির্ণায়ক ইতি (ক) পাঠঃ

তথাচ বেদান্ত-বাক্যানি কেবল-কর্ম্মফলস্য ক্ষয়িত্বং, ব্রহ্ম-জ্ঞানস্য ক্ষয়ফলত্বং দর্শয়ন্তি,—

"তদ্ যথেহ কর্ম্ম-জিতো (১) লোকঃ ক্ষীয়তে, এবমেবামুত্র পুণ্য-তো লোকঃ ক্ষীয়তে"। (*) [ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৮।১।৬]। "অন্তর-বাস্য তদ্ভবতি।" [বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৩।৮।১০]। "ন হ্যধ্রুবৈঃ াপ্যতে ধ্রুবং কর্ম্মভিঃ।" [কঠোপনিষৎ, ২।১০]। "প্লবা হ্যেতে ঢ়া যজ্ঞরূপাঃ।" [মুণ্ডকোপনিষৎ, ১।২।৭]। "পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্ম-তান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়াৎ; নাস্ত্যকৃতঃ (২) কৃতেন, তদ্বিজ্ঞানার্থং গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।" (†) "তস্মৈ

(৯)॥ দেখ, বেদান্ত-বাক্য সকলও জ্ঞানরহিত কর্ম্মফলের ক্ষয়িত্ব এবং ব্রহ্মজ্ঞান-ফলক্ষের নিত্যত্ব প্রদর্শন করিতেছে;—

'ইহ লোকে কৃষি প্রভৃতি কর্ম্ম দ্বারা অর্জ্জিত লোক (শস্যাদি ভোগ্য বস্তু) যেমন, [ভোগ া] ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ঠিক্ সেইরূপ পরলোকেও পুণ্য-কর্ম্মলব্ধ লোক (স্বর্গাদি) ক্ষয় প্রাপ্ত ।' (‡) 'ইহার (জ্ঞান-রহিত কর্ম্মীর) তাহা (কর্ম্ম-ফল) ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।' 'কর্ম্মীরা ব বা অনিত্য কর্ম্মরাশি দ্বারা 'ধ্রুব' (মোক্ষ ফল) প্রাপ্ত হয় না।' 'এই সকল [সংসার-সাগর পারের পক্ষে] দৃঢ়তর ভেলা নহে।' 'ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি, কৃত অর্থাৎ দ্বারা অকৃত (নিত্য) মোক্ষ লব্ধ হয় না, এইরূপে কর্ম্ম-লব্ধ [স্বর্গাদি] ফল সকল ক্ষা করিয়া নির্ব্বেদ (বৈরাগ্য) প্রাপ্ত হন।' 'সে (জিজ্ঞাসু ব্যক্তি) ব্রহ্ম-বিজ্ঞান ভর নিমিত্ত সমিৎ-পাণি হইয়া শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্ম-নিষ্ঠ (§) গুরুর সমীপে উপস্থিত

(*) লোক্যতে—অনুভূয়তে যঃ, স লোকঃ—কর্ম্মফলম্। ইহ জগতি কর্ম্মণা—কৃষ্যাদিনা জিতঃ—অর্জিতঃ চ ইত্যর্থঃ, লোকঃ শস্যাদিঃ যথা (ভোগেন) ক্ষীয়তে, এবমেব অমুত্র—পরলোকে পুণ্যেন—যজ্ঞাদিনা চা লোকঃ—স্বর্গাদিঃ ক্ষীয়তে নশ্যতীত্যর্থঃ। যৎ কৃতকং, তদনিত্যমিতি ভাবঃ।

(†) "সমিৎপাণি"রিতি গুরূপসদন-প্রকারো দর্শিতঃ, "রিক্তহস্তো ন পশ্যেৎ তু রাজানং ভিষজং গুরু"মি-ঃ। "শ্রোত্রিয়ং"—শ্রুতবেদান্তং। যদ্বা—"একাং শাখাং সকল্পাং বা ষড়্ভিরঙ্গৈরধীত্য বা ষট্কর্ম্ম-নিরতে শ্রোত্রিয়ো নাম ধর্ম্মবিদ্" ইতি মনূক্তলক্ষণম্। ব্রহ্মনিষ্ঠং—ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবন্তং। শ্রুতবেদান্তোঽপি যদি ভেদাদ্ অব্রহ্মনিষ্ঠঃ স্যাৎ, তদা স নোপগন্তব্য ইতি ভাবঃ।

(‡) কর্ম্ম-লব্ধ স্বর্গাদি ফল যে, বিনাশশীল, তাহা ভগবদ্গীতায়ও উক্ত আছে,—"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং লং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" (৮।৯।) ইত্যাদি। অর্থাৎ স্বর্গগত ব্যক্তিরা সেই বিশাল স্বর্গলোক করিয়া পুণ্য ক্ষয় হইলে পুনর্ব্বার মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করে।

(§) শ্রোত্রিয় অর্থ—বেদান্তবিৎ। 'ব্রহ্মনিষ্ঠ' অর্থ—যিনি ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিয়াছেন। এই উভয় ণ প্রয়োগের অভিপ্রায় এই যে, কোন ব্যক্তি বেদান্ত শ্রবণ করিয়াও কুচিদোষে ব্রহ্ম-নিষ্ঠ না হইতে ; তাদৃশ শুষ্ক পণ্ডিত গুরুর নিকট ব্রহ্মজ্ঞানের আশায় উপস্থিত হইবে না।

(১) কর্ম্মচিতঃ, পুণ্যচিত ইতি চ বহুত্র প্রামাদিকঃ পাঠঃ। (২) 'নাস্ত্যকৃতম্' ইতি (খ) পাঠঃ।

স বিদ্বান্ উপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্ত-চিত্তায় শমান্বিতায়, (*) যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং, প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্।" [মুণ্ডকোপনিষৎ, ১।২।১২—১৩]। "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং, ন পুনর্ম্ৃত্যবে।" (†) [তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ২।১।১]। তদেকং পশ্যতি, ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি, [ছান্দো০ ৭।২৬।২]। "স স্বরাড় (‡) ভবতি, তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি"। [নৃসিংহপূর্ব্বতাপনী, ১।৬]। "তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হয়নায়।" [শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৩।৮]। "পৃথগাত্মানং (§) প্রেরিতারং চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি" [শ্বেতা০ ১।৬] ইত্যাদীনি॥৯॥

নন্থ চ, সাঙ্গ-বেদাধ্যয়নাদেব কর্ম্মণাং স্বর্গাদিফলত্বং; স্বর্গাদীনাং চ ক্ষয়িত্বং, ব্রহ্মোপাসনস্যামৃতত্বফলত্বং চ জ্ঞায়তএব। অনন্তরং মুমুক্ষুর্ব্ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়ামেব প্রবর্ত্ততাং, কিমর্থা (১) ধর্ম্মবিচারাপেক্ষা ?

হইবে; তিনি (সেই ব্রহ্মজ্ঞ গুরু) দয়া-পূর্ব্বক, সম্পূর্ণরূপে প্রশান্তচিত্ত ও সংযতেন্দ্রিয় সেই উপস্থিত (শিষ্যকে) সেই ব্রহ্ম-বিদ্যা যথাযথরূপে উপদেশ দিবেন, যাহা দ্বারা অক্ষর (স্বরূপতঃ একরূপ) ও সত্য (গুণতঃ নির্ব্বিকার) পুরুষকে অবগত হওয়া যায়।' 'ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন, পুনর্ব্বার মৃত্যুকে প্রাপ্ত হন না।' 'সেই এক বস্তু (ব্রহ্মকে) দর্শন করেন, ব্রহ্মদর্শী মৃত্যু দর্শন করেন না।' 'তিনি স্বরাজ হন (কর্ম্মাধীন হন না)। তাঁহাকে এইরূপে জানিলে ইহ লোকে অমৃতত্ব লাভ করে।' 'তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করে; [মোক্ষ প্রাপ্তির] আর পথ নাই।' 'প্রেরক (সর্ব্বনিয়ন্তা) আত্মাকে পৃথক্ ভাবে মনন করিয়া তাঁহার কৃপাভাজন হয় এবং তাহা দ্বারাই মোক্ষ প্রাপ্ত হয়', ইত্যাদি।

(১০)॥ [শঙ্করের] প্রশ্ন হইতেছে যে,—বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন হইতেই [যখন] নিশ্চয় জানা যায় যে, কর্ম্ম সমূহের ফল—স্বর্গাদি; স্বর্গাদি ফল ক্ষয়শীল। [তখন] মুমুক্ষু ব্যক্তি ইহার পর, সেই এক ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায়ই প্রবৃত্ত হউক ?—তাহার ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসায়

(*) 'প্রশান্তচিত্তায়' ইত্যনেন অন্তঃকরণ-সংযমস্যোক্ততয়া শমোঽত্র বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহো বেদিতব্যঃ। 'যেন' ইতি নপুংসকত্বং বিজ্ঞানাভিপ্রায়েণ লিঙ্গব্যত্যয়েন বা ব্রহ্মবিদ্যয়া সংবধ্যতে, তাং ব্রহ্মবিদ্যাং, প্রোবাচ—প্রক্রয়াদিত্যর্থঃ। 'ছন্দসি লুঙ্ লঙ্ লিট্' ইতি লিট্।

(†) অত্র 'মৃত্যু'-শব্দেন প্রমাদো মোহো বা বেদিতব্যঃ। "মোহো মৃত্যুঃ সম্মতো যঃ কবীনাং, প্রমাদং বা মৃত্যুমহং ব্রবীমি" ইত্যুপদেশাৎ।

(‡) স্বরাট্—কর্ম্ম-বশ্যো ন ভবতীত্যর্থঃ। স্বরাট্ স্বতন্ত্রো বিজ্ঞেয় ইতি নৈঘণ্টুঃ।

(§) পুরুষোত্তমোপাসনং চ মোক্ষোপায়ঃ, তচ্চ নাত্মৈকত্ব-জ্ঞানাত্মকং—অপিতু পৃথকত্ব-বিষয়কমিত্যাহ পৃথগাত্মানমিতি। 'ততঃ'—পৃথকত্ব-জ্ঞানাদিত্যর্থঃ। (১) "ধর্ম্মাধর্ম্ম" ইতি (ঘ) পাঠঃ।

এবং তর্হি শারীরক-মীমাংসায়ামপি ন প্রবর্ত্ততাং ? সাঙ্গবেদাধ্যয়নাদেব কৃৎস্নস্য জ্ঞাতত্বাৎ। সত্যং ; আপাততঃ প্রতীতির্বিদ্যত এব ; তথাপি ন্যায়ানুগৃহীতস্য বাক্যস্যার্থনিশ্চায়কত্বাদ্ আপাততঃ প্রতীতোঽপ্যর্থঃ সংশয়-বিপর্য্যয়ৌ নাতিবর্ত্ততে। অতস্তন্নির্ণয়ায় বেদান্তবাক্য-বিচারঃ কর্ত্তব্য ইতিচেৎ ? তথৈব ধর্ম্মবিচারোঽপিকর্ত্তব্য ইতি পশ্যতু ভবান্ ॥১০॥

ননু চ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা যদেব নিয়মেনাপেক্ষতে, তদেব (*) পূর্ব্ববৃত্তং কিঞ্চিদ্ বক্তব্যম্, (১) ন ধর্ম্মবিচারাপেক্ষা ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়াঃ, অধীত-বেদান্তস্যানধিগতকর্ম্মণোঽপি বেদান্তবাক্যার্থ-বিচারোপপত্তেঃ। কর্ম্মা-ঙ্গাশ্রয়াণ্যুদ্গীথাদ্যুপাসনান্যত্রৈব চিন্ত্যন্তে; তদনধিগতকর্ম্মণো ন শক্যং কর্ত্তুমিতি চেৎ ? অনভিজ্ঞো হি ভবান্ শারীরক-মীমাংসাশাস্ত্র-বিজ্ঞানস্য।

আর প্রয়োজন কি ? [রামানুজের উত্তর—] এরূপ হইলে, [মুমুক্ষু ব্যক্তি যখন] বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়নেই সমস্ত (তত্ত্ব) অবগত হইয়াছে, [তখন,] এই শারীরক মীমাংসায়ও তাহার প্রবৃত্তি না হউক ? [শঙ্করের উক্তি—] হাঁ, নিশ্চয়ই তাহার সাধারণ জ্ঞান আছে সত্য, কিন্তু, ন্যায়ানুমোদিত (যুক্তিযুক্ত) বাক্যই যখন অর্থ নিশ্চয়ের প্রতি কারণ; তখন কোন অর্থ (বিষয়) আপাততঃ বা অবিচারিতভাবে পরিজ্ঞাত হইলেও তাহা সংশয় ও বিপর্য্যয়কে (ভ্রম) অতিক্রম করিতে পারে না। অতএব, তাহার নির্ণয়ের নিমিত্ত (বেদান্ত) বিচার অবশ্য কর্ত্তব্য। [রামানুজের উত্তর,—তাহা হইলে ধর্ম্মতত্ত্ব-নির্ণয়ের নিমিত্তও যে,] ঠিক সেইরূপ ধর্ম্ম-বিচার করা আবশ্যক, আপনিই (বাদী) ইহা বিচার করিয়া দেখুন ॥ (†)

(১১) ॥ [শঙ্করের] পুনশ্চ প্রশ্ন হইতেছে যে, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা যাহাকে একান্ত অপেক্ষা করে, অর্থাৎ যাহার অভাবে, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা হইতেই পারে না, সেইরূপই কোন একটী পূর্ব্ববৃত্ত বলিতে হইবে, কিন্তু, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায়ত ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসার কোনই অপেক্ষা নাই? কারণ, বেদান্তবিৎ ব্যক্তি কর্ম্ম-তত্ত্বে অনভিজ্ঞ হইলেও অনায়াসে বেদান্ত-বাক্যার্থ বিচার করিতে পারেন।

যদি বল যে, উহাতে কর্ম্মাঙ্গ-সাপেক্ষ উদ্গীথাদি (‡) উপাসনাও উল্লিখিত হইয়াছে,

---

(*) নিয়মেনাপেক্ষিতস্য বিবক্ষিতেতরগামিত্ব-নিরাসায় প্রথম 'এব' শব্দঃ, দ্বিতীয়স্তু নিয়মেনানপেক্ষিতস্য পূর্ব্ববৃত্তত্ব-নিরাসার্থঃ। (১) কিঞ্চিদিতি (খ) পুস্তকে নাস্তি।

(†) তাৎপর্য্য এই যে,—অবিচারিত জ্ঞানে যদি ভ্রম ও সংশয় থাকা সম্ভবপরই হয়; তবে অবিচারিত বা আপাতজ্ঞাত বেদান্ত-বাক্যার্থ নিশ্চয়ের নিমিত্ত যেমন ব্রহ্মমীমাংসা-পাঠের প্রয়োজন, তেমনি, আপাতজ্ঞাত ধর্ম্মতত্ত্ব-নির্ণয়ের নিমিত্তও ধর্ম্মমীমাংসা (পূর্ব্বমীমাংসা) জানা একান্ত আবশ্যক।

(‡) কর্ম্ম—যজ্ঞাদি, যজ্ঞীয়দ্রব্য ও দেবতা প্রভৃতি তাহার অঙ্গ। "উদ্গীথ" একজাতীয় উপাসনা প্রণালী, পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞাঙ্গে বিভিন্ন প্রকারে এই সকল উপাসনা বিহিত হইয়াছে। ছান্দোগ্যোপনিষৎ ১।২ প্রপাঠক এবং বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ১।৩।১ ব্রাহ্মণ দ্রষ্টব্য।

অস্মিন্ শাস্ত্রেঽনাদ্যবিদ্যাকৃত-বিবিধভেদদর্শন-তন্নিমিত্ত-জন্ম-জরা-মরণাদি-সাংসারিক-দুঃখ-সাগর-নিমগ্নস্য নিখিলদুঃখ-মূলভূত-মিথ্যাজ্ঞান-(*) নিবর্হণায়াত্মৈকত্ব-বিজ্ঞানং প্রতিপিপাদয়িষিতম্; অস্য হি ভেদাবলম্বি-কর্ম্মবিজ্ঞানং ক্বোপযুজ্যতে ? প্রত্যুত বিরুদ্ধমেব। উদ্গীথাদিবিচারস্তু কর্ম্ম-শেষভূত এব জ্ঞানস্বরূপত্বাবিশেষাদিহৈব ক্রিয়তে, স তু ন সাক্ষাৎ সঙ্গতঃ। (†) অতো যৎপ্রধানং শাস্ত্রং, তদপেক্ষিতমেব পূর্ব্ববৃত্তং কিমপি বক্তব্যম্ ॥১১॥

বাঢ়ং, (‡) তদপেক্ষিতং চ কর্ম্মজ্ঞানমেব, কর্ম্মসমুচ্চিতাজ্ জ্ঞানাদপবর্গ-

---

কর্ম্মকাণ্ডে অনভিজ্ঞ লোকের ত উহা অনুষ্ঠান করিবার শক্তি নাই ? আপনি (রামানুজ) শারীরক-মীমাংসা শাস্ত্রের (এই বেদান্তের) অর্থ বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ। [কারণ] এই শাস্ত্রে অনাদি অবিদ্যা হইতে যে নানাবিধ ভেদ-জ্ঞান উপস্থিত হয়, সেই ভেদ-জ্ঞান-জনিত জন্ম জরা ও মরণাদিময় সাংসারিক দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন ব্যক্তির দুঃখরাশির মূল-কারণ সেই মিথ্যা জ্ঞানের (ভ্রান্তির) নিবারণ উদ্দেশে আত্মৈকত্ব-জ্ঞানপ্রতিপাদিত হইয়াছে; ভেদ-সাপেক্ষ কর্ম্ম-জ্ঞান ইহার কোথায় উপযোগী হইবে ?—বরং বিরোধীই হইতে পারে। (§)

উদ্গীথাদি উপাসনা কর্ম্মাঙ্গ হইলেও জ্ঞানস্বরূপ; এই কারণে এখানে (উত্তর মীমাংসায়) উহার বিচার করা হইয়াছে বটে, কিন্তু, উহা এখানে সাক্ষাৎসম্বন্ধে সঙ্গত বা আবশ্যক নহে, অর্থাৎ প্রধান বিষয়—আত্মৈকত্ব-জ্ঞানের সাক্ষাৎ উপযোগী নহে। [সুতরাং, তদপেক্ষিত কর্ম্ম-বিচার এখানে পূর্ব্ববৃত্ত বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না।] অতএব, শাস্ত্রের যাহা প্রধান প্রতিপাদ্য, তদপেক্ষিত কোন একটী বিষয়কেই এখানে পূর্ব্ববৃত্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে ॥

(*) 'মিথ্যাজ্ঞানং'—ভ্রান্তিজ্ঞানমিত্যর্থঃ। "দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানাম্ উত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ" ইতি ন্যায়সূত্রোক্তেঃ। যদ্বা, মিথ্যাভূতম্ অজ্ঞানং—মিথ্যাজ্ঞানং। জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব-জ্ঞাপনায় 'মিথ্যা'-শব্দ প্রয়োগঃ।

(†) নমু উপনিষৎসু পঠিতত্বাদ্ অস্যাং ব্রহ্মমীমাংসায়ামপি বিচারিতত্বাদ্ উদ্গীথাদ্যুপাসনং ব্রহ্মবিদ্যাপেক্ষিতমেবেতি তদ্বিচারোঽত্র সাক্ষাৎ সঙ্গত এব ? এতৎ-শঙ্কাদ্বয়-নিরাসার্থং 'তু'-শব্দদ্বয়ং,-বিচারঃ 'তু' ইতি, স 'তু' ইতি চ। প্রধানার্থোপযোগিত্বেন সঙ্গতিঃ—সাক্ষাৎসঙ্গতিঃ, যেন কেনাপি রূপেণ সাম্যাৎ বুদ্ধিস্থত্বং 'প্রসঙ্গাৎ সঙ্গতিঃ'। তস্মাৎ প্রাসঙ্গিকোদ্গীথাদ্যুপাসনা-বিচারাপেক্ষিতস্য প্রধানার্থ-বিরুদ্ধস্য কর্ম্মবিচারস্য পূর্ব্ববৃত্ততা ন যুক্তা; অতঃ প্রধান প্রতিপাদ্যাত্মৈকত্ব-বিজ্ঞানস্য অপেক্ষিতমেব কিমপি পূর্ব্ববৃত্তং বক্তুমুচিতমিতিভাবঃ।

(‡) ভাস্করীয়মতমেতৎ। বাঢ়মিত্যর্দ্ধাঙ্গীকারে। যৎ প্রধানং শাস্ত্রং, তদপেক্ষিতমেব পূর্ব্ববৃত্তমিত্যংশে অঙ্গীকারঃ; নতু যদনপেক্ষিতত্বমুক্তং, তদংশেঽপি; তত্তু অপেক্ষিতমেবেত্যভিপ্রায়ঃ।

(§) অভিপ্রায় এই যে,—ভেদ-বুদ্ধির নিবৃত্তি না হইলে আত্মৈকত্ব-জ্ঞান হয় না, অবার, 'আমি কর্ত্তা' 'ইহা কর্ম্ম' 'এ সকল কর্ম্ম-সাধন,' এবং 'আমি ইহার ফল-ভোক্তা' ইত্যাদি ভেদ জ্ঞান না থাকিলেও কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। সুতরাং, ভেদ সাপেক্ষ কর্ম্মজ্ঞান আত্মৈকত্ব বিজ্ঞানের উপযোগী না হইয়া বরং বিরোধীই হইতে পারে।

শ্রুতেঃ। বক্ষ্যতি চ "সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববদ্"ইতি। [ব্রহ্ম-সূত্রম্, ৩।৪।২৬]। অপেক্ষিতে চ কর্ম্মণ্যজ্ঞাতে কেন সমুচ্চয়ঃ, কেন ন, ইতি বিভাগো ন শক্যতে জ্ঞাতুম্; অতস্তদেব পূর্ব্ববৃত্তম্ ॥১২॥

নৈতদ্‌যুক্তম্, সকলবিশেষপ্রত্যনীক-চিন্মাত্রব্রহ্ম-বিজ্ঞানাদেবাবিদ্যানিবৃত্তেঃ। অবিদ্যানিবৃত্তিরেব হি মোক্ষঃ। বর্ণাশ্রমবিশেষ-সাধ্য-সাধনেতি-কর্ত্তব্যতাদ্যনন্তবিকল্পাস্পদং কর্ম্ম সকলভেদদর্শন-নিবৃত্তিরূপাজ্ঞাননিবৃত্তেঃ কথমিব সাধনং ভবেৎ? (*)

---

(১২)। [রামানুজের উক্তি—] বেশ কথা, কর্ম্ম-বিজ্ঞানইত ব্রহ্মজ্ঞানের অপেক্ষিত; কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন, কর্ম্ম-সহকৃত জ্ঞান হইতে মুক্তি হয়; এবং [সূত্রকারও] বলিবেন যে, 'বিদ্যা-লাভে সমস্ত কর্ম্মেরই অপেক্ষা আছে, শ্রুতিতেও যজ্ঞাদি কর্ম্মের অপেক্ষণীয়ত্ব উক্ত আছে। তথাপি যোগ্যতা দেখিয়া বিচার করিতে হয়,—যেমন অশ্ব বহনযোগ্য হইলেও তাহা দ্বারা হল-চালন প্রভৃতি কার্য্য করান হয় না, কিন্তু শকট বহন মাত্র করান হয়। ইহাও সেইরূপ, অর্থাৎ জ্ঞান-লাভের জন্য অনুকূল কর্ম্ম সমূহই গ্রহণ করিতে হয়; আর তৎপ্রতিকূল কর্ম্ম সমূহ বর্জ্জন করিতে হয়।' জ্ঞানাপেক্ষিত সেই কর্ম্মকাণ্ডে বিশেষ জ্ঞান না থাকিলে, কাহার সহিত সমুচ্চয় আছে বা কাহার সহিত নাই, এই বিভাগ জানা শক্তি-সাধ্য নহে। অতএব, সেই কর্ম্ম-বিজ্ঞানই পূর্ব্ববৃত্ত॥

(১৩)। [শঙ্কর মত—] একথা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ, সর্ব্ববিধ [সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত] ভেদ-রহিত (†) শুদ্ধ চিন্ময় ব্রহ্ম-জ্ঞান হইতেই অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়, সেই অবিদ্যা-নিবৃত্তিই (যথার্থ) মোক্ষ। [অতএব] বর্ণ ও আশ্রমগত ভেদ বা পার্থক্য এবং সাধ্য (যাহা করা হয়), সাধন (ক্রিয়ার উপায়) ও ইতিকর্ত্তব্যতা (কর্ম্মের প্রণালী) প্রভৃতি অনন্ত ভেদ-সাপেক্ষ কর্ম্ম সমূহ কিরূপে সর্ব্বপ্রকারভেদ-বুদ্ধিনিবৃত্তিরূপ অজ্ঞান-নিবৃত্তির সাধন বা কারণ হইতে পারে?

(*) অবিদ্যা-নিবৃত্তিরেব মোক্ষোঽস্তু, ততঃ কিং কর্ম্মনৈরপেক্ষ্যস্যেত্যতআহ "বর্ণাশ্রমেতি"। অনেন পদেন পূর্ব্বোক্তং কর্ম্মণো ভেদাবলম্বিত্বং বিবৃতং ভবতি। 'আদি' শব্দেন নিষিদ্ধ-প্রায়শ্চিত্তানি, কর্ম্মাণি চ বিবক্ষ্যন্তে। অনন্ত'-শব্দেন চ বর্ণাদীনাং বাহুল্যং সূচিতম্। বিকল্পো ভেদঃ। "সকলভেদদর্শন-নিবৃত্তিরূপাজ্ঞান-নিবৃত্তে"-রিতি, মূলাজ্ঞান-নিবৃত্তেঃ ফলং হি ভেদদর্শন-নিবৃত্তিঃ, অতো ভেদদর্শননিবৃত্তিরজ্ঞান-নিবৃত্ত্যন্তর্গতেত্যর্থঃ। কথমিব সাধনং?—ন কথমপীতি ভাবঃ।

(†) তাৎপর্য্য;—সাধারণতঃ ভেদ তিন প্রকার পরিদৃষ্ট হয়;—(১) স্বগত, (২) সজাতীয়, (৩) বিজাতীয়। বিদ্যারণ্য-স্বামী অতিবিশদভাবে একথাটী ব্যক্ত করিয়াছেন,—"বৃক্ষস্য স্বগতো ভেদঃ পত্র-পুষ্প-ফলাদিভিঃ। বৃক্ষান্তরাৎ সজাতীয়ো বিজাতীয়ঃ শিলাদিতঃ।" (পঞ্চদশী,—২।১৫)। অর্থাৎ একটী বৃক্ষে পত্র, পুষ্প, ফল, পল্লব প্রভৃতি বহুতর অংশ থাকে; সেগুলি পরস্পর ভিন্ন; এই ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি লইয়াই

শ্রুতয়শ্চ কর্ম্মণামনিত্যফলত্বেন মোক্ষবিরোধিত্বং, জ্ঞানস্যৈব মোক্ষ-সাধনত্বং চ দর্শয়ন্তি,—"অন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি," [বৃহৎ০, ৩৮।১০]। "তদ্‌যথেহ কর্ম্ম-জিতো লোকঃ ক্ষীয়তে, এবমেবামুত্র পুণ্য-জিতো লোকঃ ক্ষীয়তে।" [ছান্দো০ ৮।১।৬]। "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্", [তৈত্তি০ ২।১।১]। "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি", [মুণ্ডক০ ৩।২।৬]। "তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি," [শ্বেতাশ্ব০ ৩।৮] ইত্যাদ্যাঃ॥ ১৩॥

যদপি চেদমুক্তম্, যজ্ঞাদি-কর্ম্মাপেক্ষা বিদ্যেতি; তদ্ বস্তু-বিরোধাৎ-শ্রুত্যক্ষর-পর্য্যালোচনয়া চান্তঃকরণ-নৈর্ম্মল্যদ্বারেণ বিবিদিষোৎপত্তাবুপ-যুজ্যতে, ন ফলোৎপত্তৌ বিবিদিষন্তীতিশ্রবণাৎ। বিবিদিষায়াং জাতায়াং

'ইহার (অব্রহ্মজ্ঞের) সেই কর্ম্ম (কর্ম্মফল) নিশ্চয়ই সান্ত বা ক্ষয়শীল হয়। ইহ লোকে [কৃষ্যাদি] কর্ম্ম-লব্ধ [ধান্যাদি] লোক যেরূপ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, পুণ্য লব্ধ স্বর্গাদি লোকও ঠিক সেইরূপই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি পরম পদ প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি ব্রহ্মই হন। তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করে।' ইত্যাদি শ্রুতি সকলও অনিত্য ফল উৎপাদন করে বলিয়া কর্ম্ম সমূহের মোক্ষ-বিরোধিত্ব এবং এক-মাত্র জ্ঞানেরই মোক্ষ-সাধনত্ব জ্ঞাপন করিতেছেন॥

(১৪) [আরও এক কথা] বিদ্যা বা আত্মজ্ঞান যজ্ঞাদি-কর্ম্ম-সাপেক্ষ', একথার অনুকূল যে শ্রুতি উদাহৃত হইয়াছে, তাহাও বস্তু-বিরোধী, (*) তন্নিবন্ধন এবং শ্রুতির "বিবিদিষা"

বৃক্ষের অস্তিত্ব, তদ্ভিন্ন আর তাহার পৃথক্ সত্তা নাই। বৃক্ষের যে, এই পত্র পুষ্পাদি দ্বারা ভেদ, তাহাই তাহার (১) স্বগত ভেদ। অন্য বৃক্ষ হইতে যে ভেদ, তাহা (২) সজাতীয় ভেদ, এবং পাষাণাদি হইতে যে ভেদ, তাহা (৩) বিজাতীয় ভেদ। ব্রহ্মে এবংবিধ কোন ভেদই বিদ্যমান নাই,—তিনি এক—অখণ্ড—চিন্ময়। এই অদ্বৈত ব্রহ্ম-বিজ্ঞান দৃঢ়তর হইলে জীবের "আমি, আমার," ইত্যাদি প্রকার ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হইয়া যায়, এই অবিদ্যা-তিরোধানেরই নাম—মুক্তি।

কর্ম্ম-বিজ্ঞানের দ্বারা উক্ত অবিদ্যার নিবৃত্তি হইতে পারে না। কারণ, সকল জাতির ও সকল আশ্রমীর ত সকল কর্ম্মেই অধিকার নাই, সুতরাং কর্ম্মারম্ভের সময়, কর্ত্তার ব্রাহ্মণত্বাদি জাতি, গার্হস্থ্যাদি আশ্রম, কর্ত্তব্য কর্ম্মের স্বরূপ, তাহার উপায় বা সাধন এবং ইতিকর্ত্তব্যতা অর্থাৎ ক্রিয়ার প্রণালী প্রভৃতি ভেদ চিন্তা অনিবার্য্য; ভেদ জ্ঞান মাত্রই অবিদ্যা-প্রসূত, এবং কর্ম্মমাত্রই ভেদজ্ঞান-সাপেক্ষ। অতএব, অবিদ্যা সম্ভূত ভেদ-জ্ঞান যাহার মূল, সেই কর্ম্ম দ্বারা-ভেদজ্ঞান-নিবৃত্তি বা অবিদ্যা-নাশ কস্মিন্ কালেও হইতে পারে না।

(*) 'বস্তুবিরোধ' অর্থ—বস্তুর স্বাভাবিক বিরোধ। অভিপ্রায় এই যে,—যজ্ঞাদি সমস্ত কর্ম্মই ভেদজ্ঞান-সাপেক্ষ—অবিদ্যামূলক, আর, বিদ্যা বা আত্মজ্ঞান সর্ব্বতোভাবে ভেদবুদ্ধি-বিরহিত, সুতরাং যজ্ঞাদি কর্ম্মের সহিত বিদ্যার যে বিরোধ, তাহা বাস্তবিক—স্বভাবসিদ্ধ। অতএব, যজ্ঞাদি কর্ম্ম কখনই আত্মজ্ঞানের অপেক্ষণীয় বা সাধন হইতে পারে না।

আর 'শ্রুত্যক্ষর' কথাটীর ভাব এই যে, বিদ্যালাভে কর্ম্মানুষ্ঠানের অপেক্ষা জ্ঞাপনার্থ যে সকল শ্রুতি উক্ত হইয়াছে, তাহাতে "বিবিদিষন্তি" কথাটী আছে; 'বিবিদিষন্তি' কথার অর্থ—জানিতে ইচ্ছা করিবে, ইহাতে এই

জ্ঞানোৎপত্তৌ শমাদীনামেবান্তরঙ্গোপায়তাং শ্রুতিরেবাহ, "শান্তো দান্তউপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ" [বৃহদা० ৪।৪। ২৩] ইতি ॥ ১৪॥

তদেবং জন্মান্তর-শতানুষ্ঠিতানভিসংহিত-ফলবিশেষ-কর্ম্ম-মৃদিত-কষায়স্য বিবিদিষোৎপত্তৌ সত্যাং "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্," [ছান্দো० ৬।২।১]। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম," [তৈত্তি० ২।১।১]। "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্", [শ্বেতা० ৬।১৯]। "অয়মাত্মা ব্রহ্ম," [বৃহদা० ২।৫।১৯]। "তৎত্বমসি," [ছান্দো० ৬।৯।৪] ইত্যাদি-বাক্যজন্য-জ্ঞানাদেবাবিদ্যা নিবর্ত্ততে। বাক্যার্থজ্ঞানোপযোগীনি চ শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনানি। শ্রবণং নাম বেদান্তবাক্যান্যাত্মৈক্য-বিদ্যা-প্রতিপাদকানীতি তত্ত্বদর্শিন আচার্য্যাদ্ ন্যায়যুক্তার্থগ্রহণম্।

পদের অর্থ পর্য্যালোচনা দ্বারাও [বুঝা যায় যে,] অন্তঃকরণের নির্ম্মলতা-সম্পাদন দ্বারা 'বিবিদিষা'—জানিবার ইচ্ছা-উৎপাদনেই তাহার উপযোগিতা,—ফলীভূত জ্ঞানোৎপাদনে নহে। কারণ, [সেই স্থলে] "বিবিদিষন্তি" এই কথা মাত্র শ্রুত হইয়াছে। [বিশেষতঃ] শান্ত (অন্তরিন্দ্রিয়-সংযমী), দান্ত (বহিরিন্দ্রিয়-সংযমী), উপরত (বৈরাগ্য বা সংন্যাস-সম্পন্ন), তিতিক্ষু (শীত-গ্রীষ্মাদি সহিষ্ণু) ও সমাহিত (একাগ্রতাযুক্ত) হইয়া আত্মাতেই আত্মাকে দর্শন করিবে', এই শ্রুতি বিবিদিষা-সমুৎপত্তির পর শমাদি সাধনকেই জ্ঞানোৎপত্তির অন্তরঙ্গ (সাক্ষাৎ—নিকটবর্ত্তী) উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন ॥

(১৫) অতএব, এইরূপে শতশত জন্মে নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা যাহার বাসনা সকল বিধ্বস্ত হইয়া যায়, তাহারই বিবিদিষা বা জ্ঞানেচ্ছা প্রাদুর্ভূত হয়। অনন্তর, 'হে সোম্য! এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় সৎ—ব্রহ্মস্বরূপই ছিল।' 'ব্রহ্ম অনন্ত, সত্য ও জ্ঞানস্বরূপ।' 'ব্রহ্ম, নিষ্কল অর্থাৎ অংশ শূন্য, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নির্দ্দোষ, এবং মালিন্য-রহিত।' 'এই আত্মাই ব্রহ্ম।' 'তুমি সেই ব্রহ্ম স্বরূপ' ইত্যাদি বাক্য জনিত জ্ঞান প্রভাবে অবিদ্যা নিবৃত্ত হয়।

[উক্ত শ্রুতিগুলির তাৎপর্য্য জানিতে হইলে] 'শ্রবণ', 'মনন' ও 'নিদিধ্যাসনে'র উপযোগ বা আবশ্যকতা আছে। তত্ত্বদর্শী আচার্য্যের নিকট হইতে,—'বেদান্ত-বাক্য সকল আত্মৈকত্ব-জ্ঞান-প্রতিপাদক,' এইরূপ যুক্তিযুক্ত বাক্যার্থ-গ্রহণের নাম 'শ্রবণ'।

অর্থই বুঝা যায় যে,—কর্ম্ম দ্বারা চিত্ত পরিমার্জ্জিত হয় মাত্র, আত্মজ্ঞান হয় না; আত্মজ্ঞানের সাক্ষাৎ সাধন—শম-দমাদি গুণ। সেই কারণেই—স্বয়ং শ্রুতি শমাদি গুণের উল্লেখ করিয়া "আপনাতে আপনাকে দর্শন করিবে" বলিয়া শমাদি গুণকেই সাক্ষাৎ সাধন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এবমাচার্য্যোপদিষ্টস্যার্থস্য স্বাত্মন্যেবমেব যুক্তমিতি হেতুতঃ প্রতিষ্ঠাপনং—মননম্। এতদ্বিরোধ্যনাদি-ভেদ-বাসনা-নিরসনায়াস্যার্থস্যানুবরত-ভাবনা—নিদিধ্যাসনম্।

এবং শ্রবণ-মননাদিভির্নিরস্ত-সমস্তভেদ-বাসনস্য বাক্যার্থজ্ঞানমবিদ্যাং নিবর্ত্তয়তীত্যেবংরূপস্য শ্রবণস্যাবশ্যাপেক্ষিতমেব পূর্ব্ববৃত্তং বক্তব্যম্। তচ্চ নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেকঃ, শমদমাদি-সাধনসম্পদ্, ইহামুত্র চ ফল-ভোগ-বিরাগঃ,* মুমুক্ষুত্বং চেত্যেতৎ সাধন-চতুষ্টয়ম্। অনেন বিনা জিজ্ঞাসানুপপত্তেঃ। অর্থ-স্বভাবাদেবেদমেব পূর্ব্ববৃত্তমিতি জ্ঞায়তে ॥১৫॥

এতদুক্তং ভবতি,—ব্রহ্মস্বরূপাচ্ছাদিকাবিদ্যা-মূলমপারমার্থিকং ভেদ-দর্শনমেব বন্ধমূলম্। বন্ধশ্চাপারমার্থিকঃ, স চ সমূলোঽপারমার্থিকত্বাদেব

আচার্য্যোপদিষ্ট বিষয়টী 'এরূপই' (এবমেব), অর্থাৎ তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাই যুক্তিযুক্ত, বিচার দ্বারা আত্মাতে এইরূপ বিশ্বাস স্থাপনের নাম 'মনন'। এই একত্ব জ্ঞানের প্রতিপক্ষ অনাদি ভেদ-বুদ্ধি ও তৎসংস্কার দূর করিবার নিমিত্ত অনবরত একই বিষয়ের ভাবনার নাম 'নিদিধ্যাসন'। এইরূপ শ্রবণ, মননাদি দ্বারা যাহার সমস্ত ভেদ-বাসনা অপনীত হইয়াছে; [তৎত্বমসি' ইত্যাদি] বাক্য-জনিত জ্ঞান তাহারই অবিদ্যার নিবৃত্তি করে। অতএব, উক্ত প্রকার 'শ্রবণে' যাহা অবশ্যাপেক্ষিত, এরূপ বিষয়কেই পূর্ব্ব-বৃত্ত বলিতে হইবে। তাহা কি ? না,—নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বিবেক অর্থাৎ পার্থক্যবোধ; (†) শম, দমাদি সাধন, ঐহিক ও পারলৌকিক ফলে বৈরাগ্য (অস্পৃহা), ও মুমুক্ষুত্ব অর্থাৎ মোক্ষলাভের ইচ্ছা, এই চতুর্ব্বিধ সাধন। কারণ ? এই সাধন চতুষ্টয় ব্যতীত জিজ্ঞাসাই হইতে পারে না। অতএব, বস্তুর স্বভাব অর্থাৎ কার্য্যকারণভাব পর্য্যালোচনা দ্বারা বুঝা যায় যে, এই সাধন চতুষ্টয়ই শ্রবণাপেক্ষিত পূর্ব্ববৃত্ত ॥

(১৬) যে অবিদ্যা দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ আচ্ছাদিত অর্থাৎ লোকবুদ্ধির অগম্য হইয়া আছে: সেই অবিদ্যা-প্রসূত, অসত্য ('আমি অমুক' ইত্যাদি) ভেদ দর্শনই [জীবগণের] বন্ধের কারণ। বন্ধও পারমার্থিক বা সত্য নহে; সত্য নয় বলিয়াই উহা সমূলে নিবৃত্ত হইয়া যায়, এবং "তৎত্বমসি" প্রভৃতি বাক্য-জনিত জ্ঞানই উহার নিবারক। সেই

(*) ফলোপভোগবিরাগ ইতি (খ) পাঠঃ।

(†) নিত্যানিত্যবস্তু-বিবেক,—ব্রহ্মই নিত্য বস্তু, তদ্ভিন্ন সমস্তই অনিত্য,—মিথ্যা, এইরূপে নিত্য ও অনিত্য বস্তুর পার্থক্য করা। শম—অন্তরিন্দ্রিয় সংযম, দম—বহিরিন্দ্রিয় সংযম, উপরতি,—বিহিত কর্ম্মের যথাবিধি ত্যাগ অর্থাৎ সংন্যাস গ্রহণ। তিতিক্ষা—শীত গ্রীষ্মাদি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা। সমাধি—চিত্তের একাগ্রতা। শ্রদ্ধা—শাস্ত্র ও আচার্য্য-বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস। এই ছয়টীকে 'শমাদি ষট্ সম্পত্তি' বলে।

জ্ঞানেনৈব নিবর্ত্ততে। নিবর্ত্তকং চ জ্ঞানং তত্ত্বমস্যাদিবাক্যজন্যম্। তস্যৈতস্য বাক্যজন্য-জ্ঞানস্য স্বরূপে, তদুৎপত্তৌ, কার্য্যে বা কর্ম্মণো নোপযোগঃ, বিবিদিষায়ামেব তূপযোগঃ। সা চ পাপমূল-রজস্তমোনিবর্হণদ্বারেণ* সত্ত্ববিবৃদ্ধ্যা ভবতীতীমমুপযোগমভিপ্রেত্য "ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তী" ত্যুক্তমিতি। অতঃ কর্ম্মজ্ঞানস্যানুপযোগাদুক্তমেব সাধন-চতুষ্টয়ং পূর্ব্ববৃত্তমিতি বক্তব্যম্ ॥১৬॥

অত্রোচ্যতে, যদুক্তমবিদ্যা-নিবৃত্তিরেব হি মোক্ষঃ, সা চ ব্রহ্মবিজ্ঞানাদেব ভবতীতি, তদভ্যুপগম্যতে। অবিদ্যা-নিবৃত্তয়ে বেদান্তবাক্যৈর্বিধিৎসিতং জ্ঞানং কিংরূপমিতি বিবেচনীয়ম্। কিং বাক্যাদ্বাক্যার্থ-জ্ঞানমাত্রম্? উত তন্মূলমুপাসনাত্মকং জ্ঞানমিতি? ন তাবদ্বাক্যজন্যং, তস্য বিধানমন্তরেণাপি বাক্যাদেব সিদ্ধেঃ, তাবন্মাত্রেণাবিদ্যা-নিবৃত্ত্যনুপলব্ধেশ্চ।

নচ বাচ্যং, ভেদ-বাসনায়ামনিরস্তায়াং বাক্যমবিদ্যা-নিবর্ত্তকং জ্ঞানং ন

এই বাক্য-জনিত জ্ঞানে, কিংবা তাহার উৎপত্তি বা কার্য্যে কোন কর্ম্মেরই উপযোগিতা বা আবশ্যকতা নাই, পরন্তু কেবল বিবিদিষা বা জ্ঞানেচ্ছাতেই তাহার উপযোগিতা। পাপের হেতুভূত রজঃ ও তমোগুণের নিবারণ ও সত্ত্বগুণের সমধিক বৃদ্ধি হইলে সেই বিবিদিষা উৎপন্ন হয়। "ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি" এই শ্রুতিও কেবল উক্ত উপযোগিতা অভিপ্রায়েই উক্ত হইয়াছে। [অতএব] পূর্ব্বোক্ত সাধন-চতুষ্টয়কেই পূর্ব্ববৃত্ত অর্থাৎ ব্রহ্ম-জ্ঞানের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ বলিতে হইবে। [এই পর্য্যন্ত শঙ্করের মত]॥

(১৭) [রামনুজ মতে শঙ্করমতের প্রতিবাদ—] এ বিষয়ে বলা যাইতেছে যে, অবিদ্যানিবৃত্তিই মোক্ষ, এবং সেই নিবৃত্তিও ব্রহ্ম-জ্ঞান হইতেই হয়, [শঙ্কর মতে] এই যে কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা অঙ্গীকার করিতেছি, [কিন্তু] বেদান্ত বাক্য সকল অবিদ্যা-নিবৃত্তির জন্য যে জ্ঞানের বিধান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, সেই জ্ঞান কিরূপ? ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। [সেই জ্ঞান] কি বাক্য-জন্য বাক্যার্থ-জ্ঞান মাত্র?—(†) অথবা, সেই বাক্যার্থ-জ্ঞান-মূলক উপাসনা? [এখানে] বাক্য-জন্য (জ্ঞান) অর্থ হইতে পারে না; কারণ, [জ্ঞানের] বিধান ব্যতীত কেবল বাক্য হইতেই উহা সিদ্ধ হইতে পারে, এবং কেবল বাক্যার্থ-জ্ঞানেও অবিদ্যার নিবৃত্তি হইতে দেখা যায় না।

এ কথাও বলিতে পার না যে, ভেদ-সংস্কার নিবৃত্ত না হইলে [তৎত্বমসি প্রভৃতি] বাক্য-

---

* নির্হরণেতি (গ) পাঠঃ।

(†) গুরুর নিকট বা শাস্ত্রে 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি বাক্য শ্রবণ করিলে যে, পরোক্ষভাবে জীব-ব্রহ্মের একত্ব বোধ হয়, তাহাই এই বাক্যার্থ জ্ঞান। ঐরূপ পরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়া 'তত্ত্ব' সাক্ষাৎ করিবার জন্য যে তদ্বিষয়ে ভাবনাময় জ্ঞান, তাহাই এখানে উপাসনাত্মক জ্ঞান।

জনয়তি, (*) জাতেঽপি সর্ব্বস্য সহসৈব ভেদজ্ঞানানিবৃত্তির্ন দোষায়, চন্দ্রৈকত্বে জ্ঞাতেঽপি দ্বিচন্দ্রজ্ঞানানিবৃত্তিবৎ, অনিবৃত্তমপি ছিন্নমূলত্বেন ন বন্ধায় ভবতীতি। সত্যাং সামগ্র্যাং জ্ঞানানুৎপত্ত্যনুপপত্তেঃ, সত্যামপি বিপরীত-বাসনায়ামাপ্তোপদেশ-লিঙ্গাদিভির্বাধক-জ্ঞানোৎপত্তিদর্শনাৎ। সত্যপি বাক্যার্থজ্ঞানেঽনাদিবাসনয়া মাত্রয়া ভেদজ্ঞানমনুবর্ত্ততইতি ভবতা ন শক্যতে বক্তুম্, ভেদজ্ঞান-সামগ্র্যা অপি বাসনায়া মিথ্যারূপত্বেন জ্ঞানোৎপত্ত্যৈব নিবৃত্তত্বাৎ। জ্ঞানোৎপত্তাবপি মিথ্যারূপায়াস্তস্যা অনিবৃত্তৌ নিবর্ত্তকান্তরাভাবাৎ কদাচিদপি নাস্যা বাসনায়া নিবৃত্তিঃ ॥১৭॥

নিচয় অবিদ্যা-নিবারক জ্ঞান উৎপাদন করে না। যেমন, চন্দ্র এক, এইরূপ জ্ঞান সত্ত্বেও দ্বিচন্দ্র জ্ঞান অর্থাৎ 'চন্দ্র দুইটী' এইরূপ ভ্রম জ্ঞান নিবৃত্ত হয় না, (†) তেমন একত্ব জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও যে, ভেদ জ্ঞান তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হয় না, তাহাও দোষাবহ নহে, মূল অবিদ্যা ছিন্ন অর্থাৎ বাধিত হওয়ায় ভেদ-জ্ঞান বিদ্যমান থাকিলেও আর বন্ধন জন্মাইতে পারে না। [একথা বলিতে পার না]। কারণ, সমস্ত কারণ বিদ্যমান সত্ত্বেও যে, জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, এবিষয়ে কোন যুক্তি নাই। যেহেতু, বিরুদ্ধ সংস্কার বিদ্যমান থাকিলেও আপ্তোপদেশ ও অন্যান্য কারণ বশতঃ [বিরুদ্ধ ধারণার] বাধক জ্ঞান উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

আর, বাক্যার্থ-জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও যে, অনাদি-বাসনাবশতঃ কিয়ৎপরিমাণে ভেদ-জ্ঞানের অনুবৃত্তি হয়; ইহাও তুমি বলিতে পার না। কারণ, ভেদ-জ্ঞান যখন মিথ্যা, [তখন] জ্ঞানের উৎপত্তিমাত্রেই তৎকারণ ভেদ-বাসনারও নিবৃত্তি হইয়া গিয়াছে। [বিশেষতঃ] তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপন্ন হইলেও [যদি] মিথ্যাময়ী সেই ভেদ-বাসনা নিবৃত্ত না হয়, [তবে] জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোনও নিবারক-উপায় না থাকায় কখনও সেই বাসনার নিবৃত্তি হইতে পারে না॥

(*) জ্ঞানেজাতেঽপি ইতি (খ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—সত্য জ্ঞানের ন্যায় ভ্রম জ্ঞানও দুই প্রকার—পরোক্ষ ও অপরোক্ষ। তন্মধ্যে, পরোক্ষ সত্য জ্ঞানের দ্বারা পরোক্ষ ভ্রম বিনষ্ট হয়, এবং অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারা অপরোক্ষ ভ্রম বিনষ্ট হয়। 'আমি, অমুক, আমার' ইত্যাদি প্রকার ভেদ জ্ঞান বিভ্রান্ত বা মিথ্যা হইলেও প্রত্যক্ষ জ্ঞান; এইকারণে, যতদিন আত্মৈকত্ব-বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান না হবে, ততদিন ঐ ভেদ-জ্ঞান বিদূরিত হইবে না। 'তত্ত্বমসি' বাক্য দ্বারা আত্মবিষয়ক যে জ্ঞান হয়, তাহা যতদিন পরোক্ষভাবে থাকে—প্রত্যক্ষ না হয়, ততদিন ঐ বাক্যজনিত জ্ঞান কিছুতেই ভেদ-জ্ঞানকে অপনীত করিতে পারে না। এইজন্যই কখনও দিগ্‌ভ্রম উপস্থিত হইলে যত ক্ষণ সেই দিক্‌টী নিজের প্রত্যক্ষ না হয়, ততক্ষণ সহস্র উপদেশেও সেই দিগ্‌ভ্রম বিদূরিত হয় না। কপিল বলিয়াছেন,—"যুক্তিতোঽপি ন বাধ্যতে দিঙ্মূঢ়বদপরোক্ষাদৃতে॥" (সাংখ্য দর্শন ১।৫১ সূত্র।) দিঙ্মোহের ন্যায় অপরোক্ষ জ্ঞান ব্যতীত যুক্তি দ্বারা ও আত্ম-বিষয়ক মিথ্যা জ্ঞান বাধিত হয় না।

বাসনা-কার্য্যং ভেদজ্ঞানং ছিন্নমূলং অথচানুবর্ত্ততইতি বালিশ-ভাষিতম্। * দ্বিচন্দ্রজ্ঞানাদৌ তু বাধক-সন্নিধাবপি মিথ্যাজ্ঞান-হেতোঃ পরমার্থ-তিমিরাদিদোষস্য জ্ঞানবাধ্যত্বাভাবেনাবিনষ্টত্বান্মিথ্যাজ্ঞানানিবৃত্তি-রবিরুদ্ধা, প্রবল-প্রমাণ-বাধিতত্বেন ভয়াদি কার্য্যং তু নিবর্ত্ততে। †

অপিচ, ভেদবাসনা-নিরসনদ্বারেণ জ্ঞানোৎপত্তিমভ্যুপগচ্ছতাং কদাচিদপি জ্ঞানোৎপত্তির্ন সেৎস্যতি, ভেদবাসনায়া অনাদিকালোপচিত-ত্বেনাপরিমিতত্বাৎ, তদ্বিরুদ্ধ-ভাবনায়াশ্চাল্পত্বাদনয়া তন্নিরাসানুপপত্তেঃ। অতো বাক্যার্থজ্ঞানাদন্যদেব ধ্যানোপাসনাদি-শব্দবাচ্যং জ্ঞানং বেদান্ত-বাক্যৈর্বিধিৎসিতম্ ॥১৮॥

---

(১৮) ভেদজ্ঞানের মূল কারণ বাসনা, সেই বাসনা বিনষ্ট হইল, অথচ তৎকার্য্য ভেদ-জ্ঞান চলিতে থাকিল, ইহা মূঢ়ের কথা। দ্বিচন্দ্রাদি দর্শন স্থলে কিন্তু ভ্রমের বাধক (জ্ঞান) সন্নিহিত থাকিলেও ঐ ভ্রমের যথার্থ কারণ তিমিরাদি (রোগ বিশেষ) দোষ বিনষ্ট হয় না, কারণ, উহা সত্য, সুতরাং সে ভ্রম, তাদৃশ জ্ঞানের নিবার্য্য নহে; সুতরাংই [সে স্থানে] মিথ্যা জ্ঞানের অনিবৃত্তি বিরুদ্ধ বা দোষাবহ নহে, পরন্ত, [সে স্থলেও আপ্তোপদেশাদি] প্রবল (নিঃসংশয়) প্রমাণ দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হওয়ায়, অর্থাৎ 'ইহা সত্য নহে—মিথ্যা' এইরূপ নিশ্চয় বশতঃ ভ্রমসম্ভূত ভয়াদি কার্য্য নিবৃত্ত হইয়া যায়।

আরও এককথা,—যাহারা ভেদ-বাসনা অপনয়নের দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তি ইচ্ছা করেন; [তাহাদের মতে] কখনও জ্ঞানোৎপত্তি সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, ভেদ-বাসনা অনন্ত-কাল-সঞ্চিত, সুতরাং অপরিমিত; আর, তাহার বিপক্ষ জ্ঞান-বাসনা [অল্প কালের বলিয়াই] অল্প, সুতরাং তাহা দ্বারা সেই (প্রবল) ভেদ-বাসনার নিরাস হইতে পারে না। অতএব, নিশ্চয়ই ধ্যান ও উপাসনাদি-শব্দ-গম্য জ্ঞানই সমস্ত বেদান্ত-বাক্যের বিধিৎসিত, অর্থাৎ বিধান করিতে অভীপ্সিত অর্থ—বাক্যার্থ-জ্ঞান নহে॥

(*) ছিন্নমূলমিতি, বাসনাখ্যং মূলমস্য ছিন্নমিত্যর্থঃ। বালিশেতি, এতাবতা অকারণ-কার্য্যোৎপত্তি-প্রসঙ্গঃ স্যাদিত্যাশয়ঃ।

(†) ননু সত্যপি বাধকজ্ঞানে কথং চন্দ্র দ্বিত্বানিবৃত্তিরিত্যত আহ দ্বিচন্দ্রেতি। 'তু'শব্দঃ প্রকৃতার্থ-বৈষম্য-দ্যোতকঃ; বাধক-সত্ত্বেঽপি নয়নাদিগত-তিমিরাদি-দোষস্য পারমার্থিকত্বাৎ ন জ্ঞানমাত্রেণ বাধঃ। অস্য পারমার্থিকত্বং চ ব্যাবহারিকতয়া জ্ঞেয়ং। অতএব, আপ্তোপদেশাৎ রজ্জু-সর্প ব্যবহারো নিবর্ত্ততে, নতু দোষো মিথ্যেতি বচনমাত্রেণ চন্দ্র-দ্বিত্বাদিব্যবহারো নিবর্ত্ততে। এতেন, বাধক-সন্নিধৌ বাধ্য-সত্তাবোঽকারণককার্য্যোৎপত্তিশ্চেতি দূষণদ্বয়ং দৃষ্টান্তে পরিহৃতং ভবতি। পরমতে তু তৎ দূষণদ্বয়মস্ত্যেবেতি ভাবঃ।
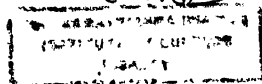
তথাচ শ্রুতয়ঃ—"বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত। [বৃহদা০ ৪।৪।২১]। অনুবিদ্য বিজানাতি। [ছান্দো০ ৮।৭।১]। ওঁমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানম্। [মুণ্ড০ ২।২।৬]। নিচায্য তন্ মৃত্যুমুখাৎপ্রমুচ্যতে। [কঠ০ ৩।১৫]। আত্মানমেব লোকমুপাসীত। [বৃহদা০ ১।৪।১৫]। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ। [বৃহদা০ ২।৪।৫ এবং ৪।৫।৬]। সোঽন্বেষ্টব্যঃ, স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" [ছান্দো০ ৮।৭।১] ইত্যেবমাদ্যাঃ।

অত্র 'নিদিধ্যাসিতব্য' ইত্যাদিনৈকার্থ্যাৎ 'অনুবিদ্য বিজানাতি,' 'বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীতে'ত্যেবমাদিভির্বাক্যার্থজ্ঞানস্য ধ্যানোপকারকত্বাৎ ত'দনুবিদ্য' 'বিজ্ঞায়ে'ত্যনূদ্য 'প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত বিজানাতী'তি ধ্যানং বিধীয়তে। 'শ্রোতব্য'-ইতি চানুবাদঃ, স্বাধ্যায়স্যার্থপরত্বেনাধীতবেদঃ পুরুষঃ প্রয়োজনবদর্থাববোধিত্বদর্শনাৎ তন্নির্ণয়ায় স্বয়মেব শ্রবণে প্রবর্ত্ততে, ইতি শ্রবণস্য প্রাপ্তত্বাৎ। শ্রবণ-প্রতিষ্ঠার্থত্বান্মননস্য 'মন্তব্য' ইতি চানুবাদঃ, তস্মাদ্ ধ্যানমেব বিধীয়তে ॥১৯॥

---

(১৯) এতদর্থে শ্রুতিসমূহ [উদাহৃত হইতেছে] '[ধীর ব্যক্তি সেই আত্মাকে] উত্তমরূপে অবগত হইয়া প্রজ্ঞা (ধ্যান) করিবে।' 'অনুবেদন অর্থাৎ বেদান্তবাক্যের ভূয়োভূয়ঃ আলোচনা করিয়া জানিবে, অর্থাৎ চিন্তা করিবে'। '[তুমি] আত্মাকে ওঁকার-রূপেই ধ্যান কর।' 'জীব তাঁহাকে দর্শন করিয়া মৃত্যু-মুখ (সংসার) হইতে মুক্তিলাভ করে।' 'আত্মাকেই উপাসনা করিবে।' 'অরে (মৈত্রেয়ি!) আত্মাকেই দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিবে।' তাঁহাকেই অন্বেষণ করিবে, তাঁহাকেই বিশেষরূপে জানিবে', ইত্যাদি।

এসকল স্থলে, নিদিধ্যাসনের সহিত ধ্যানের অর্থগত ঐক্য রহিয়াছে, [এবং] বাক্যার্থজ্ঞানও ধ্যানেরই উপকারক; এই কারণে [বুঝিতে হইবে যে,] "অনুবিদ্য বিজানাতি" "বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা 'অনুবেদন' (প্রত্যক্ষ জ্ঞান) ও 'বিজ্ঞানের অনুবাদ করিয়া * "প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" ও "বিজানাতি" কথায় ধ্যানই বিহিত হইয়াছে। আর, "শ্রোতব্য" কথাটীও পূর্ব্ববৎ অনুবাদ। কারণ, 'স্বাধ্যায়'-শব্দের অর্থ—শব্দার্থবোধ; সুতরাং, যে পুরুষ বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনি [বেদে] প্রয়োজনীয় অর্থ অবগত হইয়া তাহার নির্ণয়ের নিমিত্ত স্বয়ংই শ্রবণ করিতে প্রবৃত্ত হন, অতএব, শ্রবণ ত প্রাপ্তই আছে। শ্রুতার্থকে স্থিরতর করাই মননের প্রয়োজন, সুতরাং মননও শ্রবণেরই অধীন বা অপেক্ষিত। অতএব, 'মন্তব্যঃ' (মনন করিবে), এ কথাটীও অনুবাদ, ফলে-ফলে [এখানে একমাত্র] ধ্যানই বিহিত বা প্রধানরূপে প্রতিপাদিত হইতেছে, [বুঝিতে হইবে]॥

(*) আচার্য্যেরা অনুবাদ কথার অর্থ বলিয়াছেন যে, "অনুবাদোঽবধারিতে"। অর্থাৎ যে বিষয়টী কোন প্রমাণের দ্বারা পূর্ব্বেই নির্দ্ধারিত হইয়াছে; তাহারই পুনরুল্লেখ করার নাম 'অনুবাদ'। অনুবাদের প্রাধান্য নাই।

বক্ষ্যতি চ,"আবৃত্তিরসকৃদুপদেশা'দিতি। [ব্রহ্মসূত্রং ৪।১।১]। তদিদমপবর্গোপায়তয়া বিধিৎসিতং বেদনমুপাসনমিত্যবগম্যতে, বিদ্যুপাস্ত্যোর্ব্যতিকরেণোপক্রমোপসংহারদর্শনাৎ,—'মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত' [ছান্দো০ ৩।১৮।১] ইত্যত্র, "ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন, য এবং বেদ"। [ছান্দো০ ৩।১৮।৩] "ন স বেদ, অকৃৎস্নোহ্যেষঃ, আত্মেত্যেবোপাসীত"। [বৃহদা০ ১।৪।৭] যস্তদ্বেদ যৎ স বেদ, স ময়ৈতদুক্ত" [ছান্দো০ ৪।১। ৪—৬] ইত্যত্র "অনু ম এতাং ভগবো দেবতাং শাধি, যাং দেবতামুপাস্স ইতি [ছান্দো০, ৪।২।২]।

---

(২০) [সূত্রকারও] "আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ"-সূত্রে ধ্যানেরই পুনঃপুনঃ কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিবেন। মুক্তির উপায়রূপে বিধিৎসিত এই 'বেদন' ও উপাসনা যে, একই অর্থ, তাহাও বেশ বুঝা যায়। কারণ, [উপনিষদে] বিদ্যা ও উপাসনা শব্দের ব্যতিকর, অর্থাৎ অদল-বদলভাবে উপক্রম ও উপসংহার দৃষ্ট হয়। [উপক্রম—] 'মনকে ব্রহ্মভাবে উপাসনা করিবে'; এই স্থলে [উপসংহার—] 'যে এরূপ জানে (বেদ), সে কীর্ত্তি—পরাক্রম-জনিত প্রতিষ্ঠা, যশঃ—দান-জন্য প্রতিষ্ঠা ও ব্রহ্মণ্য তেজে প্রতিভাত হয়, এবং সকলকে অভিভূত করে'। [উপক্রম—] ['যে লোক প্রাণাদি সমষ্টির মধ্যে প্রাণ বা চক্ষুঃ প্রভৃতি এক একটী অংশ মাত্রকে সম্পূর্ণ 'আত্মা' বলিয়া উপাসনা করে,] সে লোক [পূর্ণ আত্মাকে] জানে (বেদ) না; যেহেতু, এই প্রাণ বা চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় কৃৎস্ন অর্থাৎ পূর্ণ আত্মা নহে,—আত্মার একদেশ মাত্র। [উপসংহার—] '[তাহাকে] 'আত্মা' অর্থাৎ ঐ সকল অংশের ব্যাপক বলিয়াই উপাসনা করিবে।' [উপক্রম—] 'যে (রৈক) তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) জানে (বেদ), এবং সে (রৈক) যাঁহাকে (ব্রহ্মকে) জানে (বেদ), (*) সেই (বেদিতা রৈক) ও এই (বেদ্য

(*) ছান্দোগ্যোপনিষদে রৈকসম্বন্ধে এইরূপ একটী আখ্যায়িকা লিখিত আছে,—জানশ্রুতিনামক এক রাজা রাত্রি-কালে প্রাসাদের উপরিভাগে শয়ান আছে, এমন সময় কতিপয় ঋষি হংসরূপ ধারণপূর্ব্বক আকাশ পথে যাইতেছিলেন। যখন অগ্রগামী হংস জানশ্রুতিকে অতিক্রম করিতে উদ্যত হইলেন, তখন পশ্চাৎবর্ত্তী কোন হংস তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, অহে ভল্লাক্ষ! অর্থাৎ তোমার চক্ষুতে কি কোন পীড়া হইয়াছে? তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না যে, জানশ্রুতির তেজঃপুঞ্জ গগণ মণ্ডল ব্যাপিয়া রহিয়াছে! ইহার উপরে গেলেই তুমি ভস্মসাৎ হইবে। তখন অগ্রগামী হংস প্রথমোক্ত হংসকে বলিলেন যে, তুমি অবোধ! একি রৈকের তেজ? যে, ইহার উপরে গেলেই ভস্ম হইব? অর্থাৎ রৈকের তেজই অলঙ্ঘনীয়, ইহার তেজ নহে। তখন, পশ্চাদ্বর্ত্তী হংস, রৈক কে? এবং তাহার বিশেষ বিজ্ঞানই বা কিরূপ? তাহা জানিতে ইচ্ছা করিলেন। তদুত্তরে অগ্রগামী হংস, রৈকের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় বর্ণনা প্রসঙ্গে জানশ্রুতি ও রৈকের কথার সূচনা করিলেন 'অনুম' ইত্যাদি।

ধ্যানং চ তৈলধারাবদবিচ্ছিন্ন-স্মৃতিসন্তানরূপা ধ্রুবা স্মৃতিঃ। "স্মৃত্যুপলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষ" ইতি ধ্রুবায়াঃ স্মৃতেরপবর্গোপায়ত্ব-শ্রবণাৎ। সা চ স্মৃতির্দর্শনসমানাকারা; "ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে", [মুণ্ড০,

ব্রহ্ম), উভয়ই আমি বলিলাম।' এস্থলে [উপসংহার—] 'হে ভগবন্! আপনি যে দেবতার উপাসনা করেন, আমাকে তাহার উপদেশ দিন।' (*)

[ধ্যান কি?] তৈল-ধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবর্ত্তমান স্মৃতি-প্রবাহময় 'ধ্রুবা স্মৃতি'র নাম 'ধ্যান'। (†) কারণ, 'স্মৃতি-লাভ হইলে সমস্ত গ্রন্থি অর্থাৎ হৃদয়-গত কাম-রাগাদি-দোষ নিচয় বিশেষভাবে বিনষ্ট হয়।' এস্থলে 'ধ্রুবা স্মৃতি'ই অপবর্গের উপায়রূপে শ্রুত হইয়াছে। যেহেতু; 'সেই পরাবর অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম পুরুষোত্তমকে দর্শন করিলে [সাধকের] হৃদয়-গ্রন্থি বিনষ্ট হয়, সংশয়-রাশি ছিন্ন হয়, এবং সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।' (‡) এই

(*) মন্তব্য,—উপাসনার বিধেয়ত্ব প্রমাণিত করিবার অভিপ্রায়ে মূলে তিনটী শ্রুতির অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে, প্রথমাংশের উপক্রমে আছে, 'উপাসীত' শব্দ; উপসংহারে আছে, "বেদ" শব্দ। দ্বিতীয়ের উপক্রমে আছে 'বেদ' শব্দ, এবং উপসংহারে আছে, 'উপাসীত' শব্দ। তৃতীয়ের উপক্রমে আছে, দুইবার 'বেদ' শব্দ, এবং উপসংহারে আছে, উপাসনার্থক 'উপাস্সে' শব্দ। এবিষয়ে একটী সাধারণ নিয়ম এই যে, উপক্রমে যে বিষয়ের নির্দ্দেশ থাকে, উপসংহারে তাহারই প্রতিনির্দ্দেশ করিতে হয়। ইহার অন্যথা করা অত্যন্ত দোষাবহ। উক্ত নিয়মানুসারে স্পষ্টই জানা যায় যে, উপাসনার্থক 'উপাসীত' ও 'উপাস্সে' শব্দ, এবং জ্ঞানার্থক 'বেদ'-শব্দের অর্থ এখানে এক—উপাসনা। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে, উপনিষদের অন্যান্য স্থলেও যে, জ্ঞানার্থক 'বিদ,জ্ঞা' প্রভৃতি ধাতুর প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, সে সকলেরও প্রকৃত অর্থ উপাসনা—জ্ঞান নহে॥

(†) ধ্যানের লক্ষণ পাতঞ্জল-যোগসূত্রে এইরূপ লিখিত আছে, "তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্।" (৩।২।) অর্থাৎ, কোন একটী মাত্র বিষয় অবলম্বনে যে, প্রত্যয়ের একতানতা বা একাগ্রতা, অর্থাৎ অন্য কোন প্রকার জ্ঞান থাকিবে না; এরূপভাবে যে, কোন একটী বিষয়ে অনবরত চিন্তা, তাহার নাম 'ধ্যান'। অন্য-জ্ঞানের দ্বারা ব্যবধান না হয়, এই অভিপ্রায় সূচনার নিমিত্ত ভাষ্যে, 'তৈলধারা' দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। ধ্যান ও তাহার উপায়-নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে পদ্মপুরাণে উক্ত আছে যে, "তদ্রূপ-প্রত্যয়ৈকাগ্র্যসন্ততিশ্চান্যনিস্পৃহা। তদ্ ধ্যানং প্রথমৈরঙ্গৈঃ ষড়্ভির্নিষ্পাদ্যতে নৃপ" ইতি। এখানেও অন্যস্পৃহারহিত অর্থাৎ অন্য জ্ঞান সম্পর্কশূন্য একাকার জ্ঞানপ্রবাহকেই ধ্যান বলিয়াছেন, এবং যোগোক্ত যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম' প্রত্যাহার, ধারণা, এই ছয়টী সাধনকে ধ্যান-লাভের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(‡) উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে উক্ত (১) পরাবর, (২) হৃদয়-গ্রন্থি, (৩) সর্ব্বসংশয়, (৪) সমস্ত কর্ম্ম (কর্ম্মাণি) এই শব্দগুলির অর্থ ও তাৎপর্য্য এইরূপ,- (১) 'পরাবর'—পরে ব্রহ্মাদয়ঃ অবরে—নিকৃষ্টা যস্মাৎ; অর্থাৎ আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা প্রভৃতিও যাঁহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট বা হীন, সেই পুরুষোত্তম 'পরাবর' শব্দের অর্থ। (২) 'হৃদয় গ্রন্থি'—হৃদয়গত কাম রাগাদি ভাবগুলি জীবের সংসার-বন্ধের কারণ; এইজন্য ঐগুলিকে 'হৃদয়-গ্রন্থি' বলা হয়। (৩) সংশয়;—আত্মা কি দেহেন্দ্রিয়াত্মক? অথবা, তদতিরিক্ত? পরন্তু সেই আত্মা নিত্য, কি অনিত্য? ঈশ্বর আছেন? কি নাই? এবং থাকিলে তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি সম্পন্ন কিনা? ইত্যাদি প্রকার সন্দেহ নিচয়। শ্রুতিতে প্রযুক্ত "কর্ম্মাণি" (সমুদয় কর্ম্ম), এই বহু বচনের তাৎপর্য্য এইরূপ, জীবের কর্ম্ম

২।২।৮] ইত্যনেনৈকার্থ্যাৎ। এবং চ সতি "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যনেন নিদিধ্যাসনস্য দর্শনরূপতা বিধীয়তে। ভবতি চ স্মৃতের্ভাবনা-প্রকর্ষাদ্ দর্শনরূপতা ॥ ২০ ॥

বাক্যকারেণৈতৎ সর্ব্বং প্রপঞ্চিতম্,—"বেদনমুপাসনং স্যাৎ তদ্বিষয়ে শ্রবণাদিতি সর্ব্বাসূপনিষৎসু মোক্ষ-সাধনতয়া বিহিতং বেদনমুপাসনম্ ইত্যুক্তম্। "সকৃৎপ্রত্যয়ং কুর্য্যাৎ, শব্দার্থস্য কৃতত্বাৎ প্রযাজাদি-বদ্ইতি" পূর্ব্বপক্ষং কৃত্বা "সিদ্ধংতূপাসনশব্দাদিতি (*) বেদনমসকৃদাবৃত্তং মোক্ষসাধনম্ ইতি নির্ণীতম্। "উপাসনং স্যাদ্ ধ্রুবানুস্মৃতিঃ দর্শনাৎ (১)

বাক্যের সহিত পূর্ব্বোক্ত [হৃদয়গ্রন্থিনাশ-বোধক] বাক্যের অর্থ বা প্রয়োজনও একইরূপ দৃষ্ট হয়। অতএব, পূর্ব্বোক্ত 'ধ্রুবা স্মৃতি' দর্শন বা প্রত্যক্ষ জ্ঞানেরই সমান বা অনুরূপ [বুঝিতে হইবে]। এতদনুসারে, 'আত্মাকে দর্শন করিবে', এই শ্রুতিতে 'নিদিধ্যাসন'-শব্দেও দর্শন বা সাক্ষাৎকার অর্থই বিহিত হইয়াছে, [বলিতে হইবে]। ভাবনা বা চিন্তার প্রকর্ষ হইলে স্মরণাত্মক জ্ঞানও প্রত্যক্ষজ্ঞানরূপে পরিণত হয়।

(২১)। বাক্যকার [একজন গ্রন্থকার] এ বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন,—'বেদন'-শব্দে উপাসনা [বুঝিতে] হইবে, কারণ, উপাসনা বিষয়ে 'বেদন' শব্দ শ্রুত হইয়াছে। মোক্ষের সাধন বা উপায়রূপে বিহিত 'বেদন' শব্দের অর্থ যে উপাসনা, ইহা সমস্ত উপনিষদেও উক্ত আছে,—'প্রযাজাদি যাগের ন্যায় জ্ঞানানুশীলনও একবার করিবে, [তাহা দ্বারাইত] শব্দ অর্থাৎ উক্ত বিধিবাক্যের অর্থ বা আদেশ প্রতিপালিত হয়? (+) এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ

ত্রিবিধ, (১) প্রারব্ধ, (২) সঞ্চিত, (৩) আগামী বা ক্রিয়মাণ। তন্মধ্যে, যাহার ফলে বর্তমান দেহ আরব্ধ হইয়াছে, এই দেহে যাহার ফল উপভুক্ত হইতেছে, এবং যাহার ফল সম্পূর্ণরূপে ভুক্ত না হইলে এই দেহের পতন হবে না, তাহার নাম (১) 'প্রারব্ধ কর্ম্ম'? পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মে যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে, এখনও ফল দিতে আরম্ভ করে নাই, উপযুক্ত অবসরের অপেক্ষায় আছে। সেই সকল কর্ম্ম (২) 'সঞ্চিত'। আর এই দেহে নূতন নূতন যে সকল কর্ম্ম করা হয়, সে সকল কর্ম্ম 'ক্রিয়মাণ' বা 'আগামী'! তন্মধ্যে, ব্রহ্মদর্শন লাভের পর 'সঞ্চিত' কর্ম্মরাশি বিনষ্ট হইয়া যায় এবং আগামী বা ক্রিয়মাণ কর্ম্ম সকল জ্ঞানীকে স্পর্শ করিতে পারে না; এবং প্রারব্ধ কর্ম্ম গুলি ভোগ শেষে ক্ষয় হয়।

(*) সিদ্ধং ত্বিতি। সিদ্ধংতু—সিদ্ধান্তস্তু ইত্যর্থঃ। যদ্বা, বেদনমুপাসনং সিদ্ধমিত্যর্থঃ। 'উপাসনশব্দাৎ' ইত্যস্যার্থমাহ—'বেদনমসকৃদাবৃত্ত'মিতি। 'দর্শনাৎ'—লোকে দর্শনাৎ। নির্ব্বচনাৎ—শ্রুত্যাদিবাক্যাদিত্যর্থঃ। ইতি শ্রুতপ্রকাশিকা টীকা। (১) ধ্রুবানুস্মৃতিদর্শনাদিতি (ক) পাঠঃ।

(+) অভিপ্রায় এই যে,—প্রযাজাদি নামক কতগুলি যাগ আছে, সে গুলি মুখ্য যাগের অঙ্গরূপে বিহিত হইয়াছে। সেই প্রধান যাগটী করিবার সময় প্রযাজাদি যাগের একবার মাত্র অনুষ্ঠান করিতে হয়। "সকৃৎকৃতে কৃতঃ শাস্ত্রার্থঃ", অর্থাৎ বিধিবিহিত কর্ম্ম একবার অনুষ্ঠিত হইলেই বিধিশাস্ত্রের অভিপ্রায় রক্ষিত হয়, বারংবার করা আবশ্যক হয় না। এই নিয়মানুসারে বিহিত কর্ম্ম একবার ভিন্ন দুইবার করিতে নাই।

নির্ব্বচনাচ্চে’তি তস্যৈব বেদনস্যোপাসনরূপস্যাসকৃদাবৃত্তস্য ধ্রুবানুস্মৃতিত্বমুপবর্ণিতম্ ॥ ২১ ॥

সেয়ং স্মৃতির্দর্শনরূপা প্রতিপাদিতা, দর্শনরূপতা চ প্রত্যক্ষতাপত্তিঃ। এবং প্রত্যক্ষতাপন্নামপবর্গসাধনভূতাং স্মৃতিং বিশিনষ্টি,—“নায়মাত্মা

(দূষণীয় পক্ষ উত্থাপন) করিয়া [সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ‘বেদন’ যে মোক্ষসাধন, ইহা] উপাসনা শব্দ হইতেই সিদ্ধ হইয়াছে, এই কথা বলিয়া পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠিত বেদনকেই মোক্ষসাধন বলিয়া নির্ণয় বা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; [অতএব বেদন ও উপাসনা পৃথক্ নহে—এক]। ‘লোকপ্রসিদ্ধি এবং শ্রুতিবাক্য হইতেও [জানা যায় যে,] উপাসনা ও ধ্রুবানুস্মৃতি এক। এইরূপে বারংবার অনুষ্ঠিত সেই উপাসনাত্মক ‘বেদনকে’ই ‘ধ্রুবানুস্মৃতি’ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। (‡)।

(২২)। সেই এই (ধ্রুবা) স্মৃতিটীকে দর্শনরূপ বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে; দর্শনরূপতা অর্থ প্রত্যক্ষত্ব-প্রাপ্তি, অর্থাৎ সাক্ষাৎকার। এই প্রকারে, অপবর্গের সাধনভূতা এবং

“আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ,” এ স্থলেও সেই কথা,—শাস্ত্র বলিলেন যে ‘আত্মাকে জানিবে’ কিন্তু কত বার, তাহা বলেন নাই, সুতরাং আত্ম-বিষয়ে একবার মাত্র বিচার করিলেই যখন শাস্ত্রের আদেশ পরিপালিত হয়, তখন পুনঃপুনঃ আর তাহার অনুশীলন করিবার প্রয়োজন নাই।

(‡) ভাষ্যকার প্রথমতঃ, “আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ”, এই সূত্রের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন উপনিষদে যে, ‘বেদন বা জ্ঞান’ প্রভৃতি শব্দ আছে, তাহার অর্থ উপাসনা। উপাসনা অর্থ ধ্রুবানুস্মৃতি, অর্থাৎ একই বিষয়ে অবিচ্ছিন্নভাবে (মধ্যে অন্য কোন জ্ঞান না হয়, এরূপভাবে) ও স্থিররূপে উৎপন্ন চিত্তের বৃত্তিধারা—স্মরণাত্মক জ্ঞানপ্রবাহ। এই ধ্রুবানুস্মৃতিই অপবর্গের মুখ্য উপায়—জ্ঞান নহে। ভাষ্যকার এই নিজসিদ্ধান্তের অনুকূলে বাক্যকারের কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রথমতঃ, বাক্যকার বলিয়াছেন যে, ‘বেদন’ অর্থ—উপাসনা, উপনিষদেও মোক্ষের উপায় বলিয়া যে ‘বেদন’ কথার উল্লেখ আছে, তাহারও অর্থ উপাসনা ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। আর যদি শঙ্করের মতানুসারে জ্ঞানই মোক্ষের কারণ হয়, তবে, আত্ম-বিষয়ে একবার জ্ঞান লাভ করিলেই ত ‘দ্রষ্টব্যঃ’ এই বিধির আজ্ঞা পালন করা হয়, পুনঃ-পুনঃ জ্ঞানানুশীলনের প্রযোজন কি? এইরূপে পূর্ব্ব-পক্ষ বা আপত্তি উত্থাপন করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, না,—জ্ঞান কারণ নহে—উপাসনাই মোক্ষের প্রসিদ্ধ কারণ, এস্থলে বেদনও উপাসনারই নামান্তর মাত্র; ইহা যেমন লোকপ্রসিদ্ধি হইতে জানা যায়, তেমনি শ্রৌত নির্ব্বচন (যোগার্থ) হইতেও বুঝা যায়। প্রকৃতি-প্রত্যয় বিভাগ করিলে দেখা যায় যে, উপপূর্ব্বক ‘আস্’ ধাতু ও ‘যোগ’ শব্দ একই অর্থের অভিব্যঞ্জক। যোগ যে মোক্ষের সাধন, ইহাতে সংশয় নাই, সুতরাং উপাসনাকেও মোক্ষসাধন বলিতে বাধা নাই। অতএব, উপনিষদের মধ্যেও যে যে স্থানে মোক্ষসাধন বলিয়া ‘বেদন’ প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ আছে, সেই সেই স্থানে সেই সকল শব্দের ‘উপাসনা’ অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। বলা বাহুল্য যে, শাঙ্কর মতে, মোক্ষের উপায়-নিরূপণস্থলে সমস্ত উপনিষদেই যেরূপ জ্ঞানের কারণতা স্থাপিত হইয়াছে; রামানুজমতে তদ্রূপ উপাসনারই কারণতা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু এমতেও সমস্ত উপাসনাই মোক্ষের সাধন নহে, কেবল ধ্রুবানুস্মৃতিরূপ উপাসনাই মোক্ষ-সাধন বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে॥

প্রবচনেন লভ্যঃ, ন মেধয়া, ন বহুনা শ্রুতেন ; যমেবৈষ বৃণুতে স তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্" ইতি, [কঠ০ ২।২৩।মুণ্ড০ ৩।২।৩] অনেন কেবল-শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনানামাত্মপ্রাপ্ত্যনুপায়তামুক্ত্বা "যমেবৈষ আত্মা বৃণুতে, তেনৈব লভ্য" ইত্যুক্তম্ ॥ ২২ ॥

প্রিয়তম এব হি বরণীয়ো ভবতি, যস্যায়ং নিরতিশয়প্রিয়ঃ, স এবাস্য প্রিয়তমো ভবতি। যথায়ং প্রিয়তম আত্মানং প্রাপ্নোতি, তথা স্বয়মেব ভগবান্ প্রযতত ইতি ভগবতৈবোক্তম্,—

"তেষাং সতত-যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ইতি,
[গীতা, ১০।১০]।
"প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ।" ইতি চ।
[গীতা, ৭।১৭]।

অতঃ সাক্ষাৎকাররূপা স্মৃতিঃ স্মর্য্যমাণাত্যর্থ-প্রিয়ত্বেন স্বয়মপ্যত্যর্থ-প্রিয়া যস্য, স এব পরমাত্মনা বরণীয়ো ভবতীতি তেনৈব লভ্যতে পরমাত্মেত্যুক্তং ভবতি ॥ ২৩ ॥

প্রত্যক্ষভাবাপন্না স্মৃতিকে [শ্রুতি] বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন,—'এই আত্মাকে [কেবল] প্রবচন (মনন) দ্বারা লাভ করা যায় না, [কেবল] মেধা (নিদিধ্যাসন) দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, [এবং] বহুবিধ শাস্ত্রশ্রবণ দ্বারাও লাভ করা যায় না ; [পরন্তু] ইনি (আত্মা) যাহাকে বরণ করেন, সে-ই তাহার (আত্মার) লভ্য হয়, এই আত্মা তাহার নিকট স্বীয় তনু (স্বরূপ) বরণ করেন, অর্থাৎ প্রকাশ করেন।

এস্থলে, কেবল (উপাসনারহিত) শ্রবণ, মনন, ও নিদিধ্যাসনকে আত্ম-লাভের অনুপায় (উপায় নহে) নির্দ্দেশ করিয়া 'এই আত্মাই যাহাকে বরণ করেন, তিনি স্বয়ংই তাহার ভক্তের নিকট নিজরূপ প্রকাশ করেন' ইহা উক্ত হইয়াছে ॥

(২৩)। [দেখা যায়] প্রিয়তম ব্যক্তিই বরণীয় হয় ; [সুতরাং] ইনি (পরমাত্মা) যাহার সর্ব্বাধিক প্রিয়, তিনিই ইঁহার প্রিয়তম হ'ন। এই প্রিয়তম (ব্যক্তি) যেরূপে আত্মাকে প্রাপ্ত হইতে পারেন্, ভগবান্ স্বয়ংই তদনুরূপ যত্ন করেন ; ইহা ভগবান্ই বলিয়াছেন,—"[যাহারা আমাতে] নিরন্তর ভাবে যুক্ত অর্থাৎ সমাহিত-চিত্ত [থাকিয়া] প্রীতিপূর্ব্বক ভজনা করেন ; আমি সেই সকল (সেবকগণকে) সেইরূপ বুদ্ধি প্রদান করি, যাহা দ্বারা তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারে।' এবং 'আমি নিশ্চয়ই জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয়, এবং সেও আমার প্রিয়।' অতএব, অত্যন্ত প্রিয় (ভগবান্) এই

এবংরূপা ধ্রুবানুস্মৃতিরেব ভক্তিশব্দেনাভিধীয়তে, উপাসনপর্য্যায়ত্বাদ্ভক্তিশব্দস্য। অতএব শ্রুতি-স্মৃতিভিরেবমভিধীয়তে, "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি।" [শ্বেতা০ ৩।৮]। "তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি," [নৃসিংহ-পূ০ ১।৬।]। "নান্যঃ পন্থা অয়নায় বিদ্যতে।" [শ্বেতা০ ৬।১৫।]।

"নাহং বেদৈর্নতপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা।
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন!
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ!
পুরুষঃ স পরঃ পার্থ! ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।" ইতি।

[গীতা ১১।৫৩।৫৪]

এবংরূপায়া ধ্রুবানুস্মৃতেঃ সাধনানি যজ্ঞাদীনি কর্ম্মাণি, "যজ্ঞাদি-শ্রুতেরশ্ববদ্" [ব্রহ্ম-সূ০, ৩।৪।২৬] ইত্যভিধাস্যতে ॥ ২৪ ॥

যদ্যপি বিবিদিষন্তীতি যজ্ঞাদয়ো বিবিদিষোৎপত্তৌ বিনিযুজ্যন্তে, তথাপি তস্যৈব বেদনস্য ধ্যানরূপস্যাহরহরনুষ্ঠীয়মানস্যাভ্যাসাধেয়াতি-

---

স্মৃতিপথে উদিত হন বলিয়া সাক্ষাৎকার বা প্রত্যক্ষের অনুরূপ স্মৃতি নিজেও যাহার প্রিয় [হয়]; সে-ই পরমাত্মার বরণীয় হয়,—সে-ই পরমাত্মাকে লাভ করে, ইহাই উক্ত হইল ॥

(২৪)। ভক্তিশব্দেও এবংবিধ ধ্রুবানুস্মৃতিই অভিহিত হইয়া থাকে; কারণ, ভক্তি শব্দটী উপাসনারই পর্য্যায় বা একার্থবোধক। এই কারণেই শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রে এই প্রকারই অভিহিত হইয়া থাকে যে,—'তাঁহাকে (পরমাত্মাকে) জানিলেই মৃত্যু অতিক্রম করে।' 'তাঁহাকে এই প্রকারে [যে] জানে, [সে] ইহ লোকে অমৃত (মৃত্যুভয়রহিত) হয়।' 'গমনের (তাঁহাকে পাইবার) অন্য পথ বিদ্যমান নাই।' [এই পর্য্যন্ত শ্রুতি গেল, এখন স্মৃতির কথা আরব্ধ হইল,] '[হে অর্জ্জুন!] তুমি আমাকে যেরূপে দর্শন করিলে, সমস্ত বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দান কিংবা যজ্ঞ দ্বারা আমাকে এবংবিধ রূপে দর্শন করিতে পারে না।' 'হে পরন্তপ! অর্জ্জুন! এবংবিধ আমাকে একমাত্র অনন্যবিষয়া ভক্তি দ্বারা যথার্থরূপে জানিতে, দেখিতে এবং (আমায়) প্রবেশ করিতে শক্ত হয়। 'হে পার্থ! কেবলমাত্র ভক্তি দ্বারা সেই পরম পুরুষকে লাভ করা যায়।'

উক্ত প্রকার ধ্রুবানুস্মৃতির যজ্ঞাদি-সাধন সমূহ 'যজ্ঞাদি শ্রুতেরশ্ববৎ' এই সূত্রে কথিত হইবে॥

(২৫)। যদিও "বিবিদিষন্তি"-শ্রুতিতে যজ্ঞাদি (কর্ম্মসমূহ) বিবিদিষা বা জিজ্ঞাসা-

শয়স্যাপ্রয়াণাদনুবর্ত্তমানস্য ব্রহ্মপ্রাপ্তিসাধনত্বাৎ তদুৎপত্তয়ে সর্ব্বাণ্যাশ্রম-কর্ম্মাণি যাবজ্জীবমনুষ্ঠেয়ানি। বক্ষ্যতি চ, 'আপ্রয়াণাৎতত্রাপি হি দৃষ্টম্। [ব্রহ্মসূ০ ৪।১।১২] "অগ্নিহোত্রাদি তু তৎকার্য্যায়ৈব তদ্দর্শনাৎ"। [ব্রহ্মসূ০ ৪।১।১৬] "সহকারিত্বেন চ" [৩।৪।৩৩] ইত্যাদিষু ॥ ২৫ ॥

বাক্যকারশ্চ ধ্রুবানুস্মৃতের্বিবেকাদিভ্য এব নিষ্পত্তিমাহ, "তল্লব্ধি-বিবেক-বিমোকাভ্যাস-ক্রিয়া-কল্যাণানবসাদানুদ্ধর্ষেভ্যঃ, সম্ভবাৎ নির্ব্বচনাচ্চ।" বিবেকাদীনাং স্বরূপঞ্চাহ, "জাত্যাশ্রয়-নিমিত্ত-দুষ্টাদন্নাৎ কায়শুদ্ধির্বিবেকঃ"ইতি। অত্র নির্ব্বচনং,—"আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ" ইতি। বিমোকঃ—কামানভিষ্বঙ্গ ইতি। "শান্ত উপাসাত" ইতি নির্ব্বচনম্। আরম্ভণ-সংশীলনং—পুনঃ পুনরভ্যাস ইতি। নির্ব্বচনঞ্চ স্মার্ত্তমুদাহৃতং ভাষ্যকারেণ, "সদা তদ্ভাবভাবিতঃ" ইতি ॥ ২৬ ॥

উৎপাদন বিষয়ে বিনিযুক্ত (প্রযুক্ত) হউক, তথাপি, প্রতিদিন (নিরন্তর) অনুষ্ঠীয়মান, অভ্যাস দ্বারা লব্ধোৎকর্ষ (সমুন্নত) এবং মরণকাল পর্য্যন্ত অনুগত সেই ধ্যানরূপ বেদনই ব্রহ্মলাভের সাধন, এই কারণে তাহার (বেদনের) উৎপত্তির জন্য আশ্রম-বিহিত সমস্ত কর্ম্মই যাবজ্জীবন অনুষ্ঠান করা আবশ্যক। পরে, 'মরণকাল পর্য্যন্ত [উপাসনা করিবে,] যেহেতু সে বিষয়েও [শ্রুতি] দৃষ্ট হয়।' 'অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম সেই (বিদ্যোৎ-পত্তি-) কার্য্যের নিমিত্তই [অনুষ্ঠেয়], যেহেতু [শ্রুতিতে] ঐরূপ দৃষ্ট হয়।' 'বিদ্যার সহকারিরূপে [কর্ম্ম অনুষ্ঠেয়]।' ইত্যাদিস্থলে [সূত্রকারও] এই বিষয় বলিবেন॥

(২৬)। বাক্যকারও, বিবেকাদি নিমিত্ত হইতেই ধ্রুবানুস্মৃতির সমুৎপত্তির কথা বলিয়াছেন,—'বিবেক, বিমোক, অভ্যাস, ক্রিয়া, কল্যাণ, অনবসাদ ও অনুদ্ধর্ষ (ন+উৎ+হর্ষ), এই সমস্ত কারণ হইতেই সেই ধ্রুবানুস্মৃতির লাভ হওয়া সম্ভবপর ও শাস্ত্রসিদ্ধ।'

তিনি উক্ত বিবেকাদির স্বরূপও নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—জাতি, আশ্রয়, ও নিমিত্ত দ্বারা দূষিত (*) আহারীয় দ্রব্য হইতে শরীরকে রক্ষা করা, অর্থাৎ ঐ প্রকার অন্ন ভোজন না করার নাম 'বিবেক।' 'আহার শুদ্ধিতে চিত্তশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধিতে ধ্রুবানুস্মৃতি,' এই শাস্ত্রই এ বিষয়ে প্রমাণ। কোনরূপ কামনা বা কাম্য বিষয়ে আসক্তি না থাকার নাম 'বিমোক।' 'শান্তচিত্ত হইয়া উপাসনা করিবে,' এই শ্রুতি এ বিষয়ে প্রমাণ। কোন

(*) 'জাতিদুষ্ট'—কলঞ্জাদি। বিষাক্ত বাণদ্বারা নিহত পশুপক্ষীর মাংস ও শুষ্ক মাংসকে 'কলঞ্জ' বলে। প্রমাণ,—"বিষাক্তেনৈব বাণেন হতৌ যৌ মৃগ-পক্ষিণৌ। তয়োর্মাংসং কলঞ্জং স্যাৎ, শুষ্কমাংসমথাপি বা॥" 'আশ্রয়দুষ্ট'—আশ্রয়ের দোষে দূষিত অন্নকে 'আশ্রয়দুষ্ট' বলে; যেমন পাপীর অন্ন। 'নিমিত্তদুষ্ট'—কোন আগন্তুক কারণে দূষিত অন্নকে 'নিমিত্তদুষ্ট' কহে; যেমন, কেশনখাদিমিশ্রিত অন্ন।

পঞ্চমহাযজ্ঞানুষ্ঠানং শক্তিতঃ ক্রিয়েতি। নির্ব্বচনং—ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ। [বৃহদা০ ৪।৪।২৩]। "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি, যজ্ঞেন দানেন, তপসানাশকেন" (*) ইতি চ। [বৃহদা০, ৪।৪।২২]। সত্যার্জ্জব-দয়া-দানাহিংসানভিধ্যাঃ কল্যাণানীতি। নির্ব্বচনং—"সত্যেন লভ্যস্তেষামেবৈষ বিরজো ব্রহ্মলোকঃ" ইত্যাদি। দেশ-কালবৈগুণ্যাৎ শোক-বস্ত্বাদ্যনুস্মৃতেশ্চ তজ্জন্যং দৈন্যমভাস্বরত্বং মনসোঽবসাদঃ, তদ্বিপর্য্যয়োঽনবসাদ ইতি। নির্ব্বচনং—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" ইতি। তদ্বিপর্য্যয়জা তুষ্টিরুদ্ধর্ষঃ, তদ্বিপর্য্যয়োঽনুদ্ধর্ষ ইতি। অতিসন্তোষশ্চ বিরোধীত্যর্থঃ। নির্ব্বচনমপি—"শান্তো দান্ত" ইতি ॥২৭॥ 164162

এবং নিয়মযুক্তস্যাশ্রমবিহিত-কর্ম্মানুষ্ঠানেনৈব বিদ্যা-নিষ্পত্তিরিত্যুক্তং

শুভ বিষয় অবলম্বনে পুনঃ পুনঃ চিত্তসমাবেশ শিক্ষার নাম 'অভ্যাস'। এ বিষয়ে ভাষ্যকার নিজেই 'সদা তাঁহার ভাবে নিমগ্ন,' এই স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত নির্ব্বচন প্রদর্শন করিয়াছেন ॥

(২৭)। ক্রিয়া কি?—যথাশক্তি পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান। নির্ব্বচন—'এই ক্রিয়াবান্ [ব্যক্তি] ব্রহ্মবিদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।' 'ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞদান ও তপস্যা—অনাশক (ভোগতৃষ্ণারাহিত্য) দ্বারা সেই এই [আত্মাকে] জানিতে ইচ্ছা করেন।' "কল্যাণ"—সত্য, সরলতা, দয়া, দান, অহিংসা ও অনভিধ্যা (সফল চিন্তা)। নির্ব্বচন—'এই বিরজঃ (নির্দ্দোষ বা দুঃখরহিত) ব্রহ্মলোক (তাহারাই) সত্যনিষ্ঠা দ্বারা লাভ করেন', ইত্যাদি। 'অনবসাদ'—দেশকালাদির বৈপরীত্য নিবন্ধন, শোক-বস্তু অর্থাৎ শোকের কারণীভূত পুত্র-মরণাদি বিষয়ের স্মরণ বশতঃ যে মনের দৈন্য—দৌর্ব্বল্য এবং তজ্জন্য যে অপ্রসন্নতা, তাহা অবসাদ, তাহার বিপরীতভাব—'অনবসাদ'। নির্ব্বচন—'[মানস-] বলহীন ব্যক্তি এই আত্মাকে লাভ করিতে পারে না।' উক্ত বিপর্য্যয়-জনিত যে সন্তোষ তাহা—উদ্ধর্ষ, তদ্বিপরীতভাব 'অনুদ্ধর্ষ'। অতিসন্তোষও উপাসনার অনুকূল নহে—বিরোধী (†)। নির্ব্বচনও আছে—'শান্ত দান্ত' ইত্যাদি ॥

(২৮)। উক্ত প্রকার নিয়মসম্পন্ন ব্যক্তির আশ্রম-বিহিতকর্ম্মের দ্বারাই বিদ্যা-নিষ্পত্তি

(*) কামানশনমনাশকং, নতু ভোজননিবৃত্তিঃ, ভোজননিবৃত্তৌ ম্রিয়তে এব ইতি শাঙ্করভাষ্যম্।

(†) দেশ, কাল প্রভৃতি সহায় সকল অনুকূল, এবং প্রিয়জনের অভাব-জনিত কোন দুঃখও নাই, এই সমস্ত সন্দর্শন করিয়া উপাসক যদি অত্যন্ত আহ্লাদিত হন, বিষয়ে গাঢ় প্রেমের ন্যায় তাহার সে অতি আহ্লাদও চিত্তকে বিকৃত করিয়া উপাসনা হইতে বিচ্যুত করে।

ভবতি। তথাচ শ্রুত্যন্তরং—"বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং, স হ অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে" [ঈশোপ০ ।১১]। ইতি। অত্র, অবিদ্যা-শব্দাভিহিতং বর্ণাশ্রম-বিহিতং কর্ম্ম। অবিদ্যয়া কর্ম্মণা মৃত্যুং জ্ঞানোৎপত্তিবিরোধি প্রাচীনং কর্ম্ম তীর্ত্বা—অপোহ্য, বিদ্যয়া জ্ঞানেনামৃতং ব্রহ্ম অশ্নুতে—প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। মৃত্যুতরণোপায়তয়া প্রতীতাঽবিদ্যা—বিদ্যেতরদ্ বিহিতং কর্ম্মৈব। যথোক্তং—

"ইয়াজ সোঽপি সুবহূন্ যজ্ঞান্ জ্ঞানব্যপাশ্রয়ঃ।
ব্রহ্ম-বিদ্যামধিষ্ঠায় তর্ত্তুং মৃত্যুমবিদ্যয়া॥"

[বিষ্ণু-পু০, ৬।৬।১২] ইতি॥ ২৮॥

জ্ঞানবিরোধি চ কর্ম্ম—পুণ্য-পাপরূপম্। ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তি-বিরোধিত্বেনানিষ্টফলতয়া উভয়োরপি পাপ শব্দাভিধেয়ত্বম্। অস্য চ জ্ঞানোৎপত্তি-বিরোধিত্বং জ্ঞানোৎপত্তি-হেতুভূতশুদ্ধসত্ত্ব-বিরোধি-রজস্তমোবিবৃদ্ধিদ্বারেণ। পাপস্য চ জ্ঞানোদয়বিরোধিত্বং—"এষ উ এবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং, যমধো নিনীষতি" [কৌষীতকী০, ৩।৮] ইতি শ্রুত্যাবগম্যতে। রজস্তমসোর্যথার্থজ্ঞানাবরণত্বং, সত্ত্বস্য চ যথার্থ-জ্ঞানহেতুত্বং ভগবতৈব প্রতিপাদিতং "সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানম্," [গীতা ১৪।১৭] ইত্যাদিনা। অতশ্চ জ্ঞানোৎপত্তয়ে পাপং কর্ম্ম নিরসনীয়ম্। তন্নিরসনং চ অনভিসংহিত-ফলেনানুষ্ঠিতেন ধর্ম্মেণ।

হয়, উক্ত বাক্যে ইহাই প্রতিপন্ন হইল। এরূপ অন্য শ্রুতিও আছে—'যিনি প্রসিদ্ধ বিদ্যা ও অবিদ্যা, উভয়কে জানেন, তিনি অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া বিদ্যা দ্বারা অমৃত ভোগ করেন।' এখানে, বর্ণ ও আশ্রম-বিহিত কর্ম্মই 'অবিদ্যা'-শব্দে অভিহিত হইয়াছে। 'অবিদ্যা'—কর্ম্ম দ্বারা 'মৃত্যু'—জ্ঞানলাভের বিরোধী পূর্ব্বতন কর্ম্ম, অপসারণ বা অতিক্রম করিয়া, 'বিদ্যা'—জ্ঞান দ্বারা 'অমৃত'— ব্রহ্ম ভোগ করে অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়'। ইহা ঐ শ্রুতির অর্থ। মৃত্যু-ত্রাণের উপায়রূপে পরিজ্ঞাত 'অবিদ্যা' অর্থ—বিদ্যা-ভিন্ন,—বিহিত কর্ম্মমাত্র। অন্যত্রও ইহা উক্ত আছে, যথা—'জ্ঞানসম্পন্ন তিনিও ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মবুদ্ধি অবলম্বনপূর্ব্বক অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যু—জ্ঞান-বিরোধী প্রাক্তন কর্ম্ম—পরিহারের নিমিত্ত বহুতর যজ্ঞ করিয়াছিলেন।'

(২৯)। পাপ, পুণ্য [উভয়ই] জ্ঞান-বিরোধী কর্ম্ম। ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তির বিরোধী—সুতরাং অনিষ্ট-(যাহা প্রার্থনীয় নহে, এরূপ) ফলের উৎপাদক, এই কারণে উভয়ই

তথা চ শ্রুতিঃ,—"ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি" ইতি। তদেবং ব্রহ্মপ্রাপ্তি-সাধনভূতং জ্ঞানং সর্ব্বাশ্রমধর্ম্মাপেক্ষম্ (১)। অতোঽপেক্ষিত-কর্ম্মস্বরূপ-জ্ঞানং, কেবলকর্ম্মণামল্পাস্থির- (২) ফলত্বজ্ঞানং চ কর্ম্মমীমাংসাবসেয়ং, ইতি সৈবাপেক্ষিতা ব্রহ্ম-মীমাংসায়াঃ পূর্ব্ববৃত্তা বক্তব্যা ॥ ২৯ ॥

অপিচ, নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেকাদয়শ্চ মীমাংসা-শ্রবণমন্তরেণ ন সম্পৎস্যন্তে। স্থিরতর (৩) ফল সাধনেতিকর্ত্তব্যতাধিকারি-বিশেষনিশ্চয়াদৃ ঋতে কর্ম্মস্বরূপ-তৎফল-স্থিরত্বাস্থিরত্বাত্ম-নিত্যত্বাদীনাং দুরববোধত্বাৎ।

(পাপ ও পুণ্য) 'পাপ'-শব্দের প্রতিপাদ্য (*)। জ্ঞানোৎপত্তির কারণ—চিত্তশুদ্ধি; পাপ তাহার প্রতিকূল—রজ ও তমোগুণের বৃদ্ধিকরে, এই কারণে জ্ঞানবিরোধী। 'ইনিই (ভগবান্‌ই) তাহাকে অসাধু (পাপ-) কর্ম্ম করান, যাহাকে অধোগামী করিতে ইচ্ছা করেন।' এই শ্রুতি দ্বারা পাপের জ্ঞানোদয়-বিরোধিতা অবগত হইতেছে। রজঃ ও তমোগুণের তত্ত্বজ্ঞান-বাধকত্ব এবং সত্ত্বগুণের যথার্থ জ্ঞানোৎপাদকত্ব ভগবান্‌ই, 'সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান জন্মে' ইত্যাদিবাক্য দ্বারা প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। এই কারণেই জ্ঞানলাভের জন্য পাপকর্ম্ম পরিত্যাজ্য। তাহার নিরাসও (পরিত্যাগ) ফলকামনা-রহিত ভাবে অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম-দ্বারা [হয়]। এতদনুরূপ শ্রুতি যথা, 'ধর্ম্মদ্বারা পাপ অপনোদিত হয়।'

অতএব, এইরূপে [প্রমাণিত হইতেছে যে,] ব্রহ্মলাভের সাধন (উপায়) জ্ঞানটী সমস্ত আশ্রম-ধর্ম্ম-সাপেক্ষ।

অতএব, অপেক্ষিত কর্ম্মের স্বরূপজ্ঞান, এবং কেবল অর্থাৎ উপাসনা-রহিত কর্ম্মফলের অল্পত্ব ও অস্থিরত্ব (অনিত্যত্ব) জ্ঞান কর্ম্মমীমাংসা হইতে জ্ঞাতব্য, এজন্য, অপেক্ষিত সেই (কর্ম্মমীমাংসাকেই) ব্রহ্মমীমাংসার 'পূর্ব্ববৃত্ত' বলিতে হইবে॥

(৩০)। আরও [কারণ,] মীমাংসাশাস্ত্র শ্রবণ ব্যতীত নিত্যানিত্য বস্তুর বিবেক প্রভৃতি [কারণগুলি] সমুৎপন্ন হয় না; কারণ, স্থিরতর বা নিত্যফলের সাধনবিষয়ে কর্ত্তব্যতা (†) অবধারণ করিতে হইলে [তদ্বিষয়ে] বিশেষ নিশ্চয় আবশ্যক; তাহা না হইলে কর্ম্মের স্বরূপ (অবস্থা) ও তাহার ফলের স্থিরত্ব ও অস্থিরত্বরূপ নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব (স্থিরত্বে নিত্যত্ব ও অস্থিরত্বে অনিত্যত্ব) প্রভৃতি দুর্ব্বিজ্ঞেয় হইয়া পড়ে।

(*) অভিপ্রায় এই যে,—পাপ কর্ম্মে যে চিত্তশুদ্ধির বাধা জন্মায়, ইহাতে কাহারো আপত্তি নাই; পুণ্য কর্ম্মও ঠিক্ সেইরূপ শুভ ফল-ভোগে চিত্ত-বিক্ষেপ দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভের বাধা জন্মায়।

(†) কোন ফল স্থিরতর, সেই স্থিরতা আপেক্ষিক কি না, এবং তাহার নিশ্চিত সাধন কি? কিরূপ লোক তাহার অধিকারী ইত্যাদি॥ (১) কর্ম্মাপেক্ষমিতি কচিৎ। (২) ফলকর ভিণে (খ) পাঠঃ।

এষাং সাধনত্বং চ বিনিয়োগাবসেয়ম্, বিনিয়োগশ্চ শ্রুতি-লিঙ্গাদিভ্যঃ, স চ তার্ত্তীয়ঃ।(*) উদ্গীথাদ্যুপাসনানি কর্ম্ম-সমৃদ্ধ্যর্থান্যপি ব্রহ্মদৃষ্টিরূপাণীতি ব্রহ্মজ্ঞানাপেক্ষাণীতি ইহৈব চিন্তনীয়ানি। তান্যপি কর্ম্মাণি অনভিসংহিত-ফলানি ব্রহ্মবিদ্যোৎপাদকানীতি, তৎসাদ্গুণ্যাপাদনান্যেতানি, সুতরামিহৈব সঙ্গতানি। তেষাং চ কর্ম্মস্বরূপাধিগমাপেক্ষা সর্ব্ব-সম্মতা ॥ ৩০ ॥

যদপ্যাহুঃ,—অশেষ-বিশেষ-প্রত্যনীক-চিন্মাত্রং ব্রহ্মৈব পরমার্থঃ, তদ্ব্যতিরেকি-নানাবিধ-জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-তৎকৃতজ্ঞানভেদাদি সর্ব্বং তস্মিন্নেব পরিকল্পিতং—মিথ্যাভূতম্।

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ, একমেবাদ্বিতীয়ম্", [ছান্দো০, ৬।২।১]। "অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে," [মুণ্ড০ ১।১।৫]। "যৎ তদদ্রেশ্য-

---

শমাদি গুণ যে, ব্রহ্ম-জ্ঞানের সাধন, তাহা বিনিয়োগ অর্থাৎ 'এ সকল কিসের অঙ্গ'? এই জ্ঞান হইতে নির্ণয় করিতে হয়। বিনিয়োগ আবার 'শ্রুতি-লিঙ্গ' প্রভৃতি হইতে স্থির করিতে হয়; তাহাও, আবার [কর্ম্ম মীমাংসার] তৃতীয়াধ্যায়ে নিরূপিত [হইয়াছে]। উদ্গীথাদি উপাসনা সকল কর্ম্মের পরিপুষ্টি-সাধক, [অতএব কর্ম্মাঙ্গ] হইলেও ফলতঃ ব্রহ্মদৃষ্টিরই স্বরূপ—ব্রহ্মজ্ঞানে অপেক্ষিত, অতএব, এখানেই সে সকলের চিন্তা বা বিচার করা আবশ্যক। সেই কর্ম্মসমুদয়ও ফলানুসন্ধান-রহিত ভাবে অনুষ্ঠিত হইলেই ব্রহ্মবিদ্যার উৎপাদক হয়, এবং এই উদ্গীথাদি উপাসনাও সেই সকল কর্ম্মের উৎকর্ষ সম্পাদন করে; এই কারণে এখানেই (ব্রহ্মমীমাংসায়) সঙ্গত বা সুসংবদ্ধ। সেই উদ্গীথাদি উপাসনার যে, কর্ম্ম-সাপেক্ষতা আছে, তাহা সর্ব্বসম্মত ॥

(৩১)। [শঙ্কর-মতে] আরও যে বলা হইয়াছে, সর্ব্বপ্রকার বিশেষ ধর্ম্ম-বিরহিত, চিন্ময় ব্রহ্মই যথার্থ সত্য, তদতিরিক্ত—জ্ঞাতৃ (যে জানে), জ্ঞেয় (যাহা জানা হয়) ও জ্ঞান প্রভৃতি যত প্রকার ভেদ আছে, সে সমুদয়ই সেই ব্রহ্মেতে কল্পিত—মিথ্যা। (†) যেহেতু,

শঙ্কর মতের সমালোচনা।

(*) এতত্তু দৃষ্টান্ত-প্রদর্শনার্থং, কর্ম্মমীমাংসোক্ত সকলন্যায়-সাপেক্ষত্বাৎ ব্রহ্মবিচারস্য। কর্ম্মমীমাংসায়াং প্রথমে অধ্যায়ে প্রমাণলক্ষণং, দ্বিতীয়ে কর্ম্মভেদঃ কর্ম্মভেদকারণং শব্দান্তরাভ্যাস-সংখ্যা-গুণ-প্রক্রিয়া-নামানি চ, তৃতীয়ে অঙ্গবিচারঃ, চতুর্থে ক্রত্বর্থ-পুরুষার্থ-ভেদ-প্রদর্শনেন পুরুষার্থৈঃ ক্রত্বর্থানাং প্রয়োগনিরূপণং, পঞ্চমে ক্রমঃ, ক্রমপ্রমাণানি—ক্রত্বর্থ-পাঠ-প্রবৃত্তিমুখ্যকাণ্ডানি, ষষ্ঠে অধিকারি-নির্ণয়ঃ, সপ্তমে সামান্যাতিদেশ-বিচারঃ, অষ্টমে বিশেষাতিদেশ-বিচারঃ, নবমে উহ-নিরূপণং, দশমে বাধ-নির্দ্দেশঃ, একাদশে দ্বাদশে চ তন্ত্রতা-প্রসঙ্গৌ নিরূপিতৌ। উক্তঞ্চ,—'ধর্ম্মধীর্ম্মানভেদাঙ্গ-প্রযুক্তি-ক্রম-কর্তৃভিঃ। সাতিদেশ-বিশেষোহ-বাধ-তন্ত্রপ্রসক্তিভিঃ' ইতি।

(†) পশ্চাৎ উদ্ধৃত প্রমাণসমূহ দ্বারা এ কথার সমর্থন করা হইতেছে।

মগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণ-চক্ষুঃ-শ্রোত্রং, তদপাণিপাদম্। নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং, তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ।" [মুণ্ড০ ১।১।৬]। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম," [তৈত্তি০ ২।১।১]। "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্ ।" [শ্বেতাশ্ব০, ৬।১৬]। "যস্যামতং তস্য মতং, মতং যস্য ন বেদ সঃ। অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্"। [কেন০, ২।৩]। "ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যেঃ, ন মতের্মন্তারং মন্বীথাঃ।" [বৃহদা০, ৩।৪।২]। "আনন্দো ব্রহ্ম", [তৈত্তি০ ৩।৬।১]। "ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা", [বৃহদা০ ৪।৫।৭]। "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।" "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।" [বৃহদা০ ৪।৪।১-৯]। "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি,

---

'হে সোম্য! এ জগৎ অগ্রে (সৃষ্টির পূর্ব্বে) নিশ্চয়ই এক, অদ্বিতীয় সৎরূপে ছিল।' (*) 'অনন্তর, পরা [বিদ্যা] বর্ণিত হইতেছে], যাহা দ্বারা সেই অক্ষর (ব্রহ্ম) পরিজ্ঞাত হন।' 'যিনি সেই 'অদ্রেশ্য'—বুদ্ধীন্দ্রিয়ের অগম্য, 'অগ্রাহ্য'—কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অবিষয়, 'অগোত্র'—বংশ অর্থাৎ মূল কারণ রহিত, 'অবর্ণ'—স্থূলত্বাদি ধর্ম্ম বা শুক্লাদিগুণ বর্জ্জিত, চক্ষু ও কর্ণ হীন, হস্ত-পদ-বিরহিত, নিত্য, বিভু (বিবিধাকারধারী), সর্ব্বব্যাপী, অতিসূক্ষ্ম, অব্যয় (বিকার-শূন্য), ও ভূতবর্গের মূলকারণ; ধীরগণ, তাঁহাকে (অক্ষর—ব্রহ্মকে) সর্ব্বতোভাবে দর্শন করেন।' 'ব্রহ্ম, সত্য, জ্ঞানও অনন্তস্বরূপ।' '[ব্রহ্ম] নিষ্কল (কলা—অংশশূন্য), নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নিরবদ্য (নির্দ্দোষ) ও নিরঞ্জন (নির্লেপ)।' 'যিনি মনে করেন ব্রহ্মকে জানি না, [বস্তুতঃ] তিনিই (কিছু) জানেন। আর, যিনি মনে করেন ব্রহ্মকে জানি, [বস্তুতঃ] তিনি ব্রহ্মকে জানেন না। [কারণ], তিনি বিশেষজ্ঞদিগের নিকট অবিজ্ঞাত ও অজ্ঞদিগের নিকটই বিজ্ঞাত [বলিয়া প্রতীত হন]।' (†) 'দৃষ্টির দ্রষ্টাকে (জ্ঞানের প্রকাশককে) দর্শন করিতে যত্ন করিও না, মতির মনন-কারীকে মনন করিও না।' 'ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ।' 'এই যে সমস্ত, (বস্তু) সকলই আত্মস্বরূপ।' 'ইহাতে (ব্রহ্মে) কিছুমাত্র নানা (ভেদ) নাই,'

(*) উদ্দালক মুনি, পুত্র—শ্বেতকেতুকে সম্বোধন করিয়া বুঝাইতেছেন যে, হে শান্তশীল, এই যে বিশাল জগৎ দেখিতেছ, ইহা এ সময়ের ন্যায় সৃষ্টির পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিল। প্রভেদ এই যে, তখন এক, অদ্বিতীয় সৎ—ব্রহ্মরূপে ছিল, কোন বিভাগ বা নাম-রূপ ছিল না, এখন ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপ গ্রহণ করিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে মাত্র।

(†) অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্ম, অনন্ত—অসীম ও সর্ব্বগুণ-বিবর্জ্জিত, মনীষিগণ মনন বা চিন্তা দ্বারা তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারেন না, এজন্য, তাহারা মনে করেন,—ব্রহ্মকে সম্পূর্ণ রূপে যখন জানা যায় না, তখন তিনি আমাদের অমত, অর্থাৎ চিন্তার সম্পূর্ণরূপে বিষয়ীভূত নহেন। আর, যে লোক ব্রহ্মবিষয়ে মনন করে নাই; সে তাঁহার অনন্তাদি ভাবগুলিও বুঝিতে পারে নাই; কাজেই, সে লোক ব্রহ্মের যে-কোন একটা বিভূতিকে ব্রহ্ম মনে করিয়া 'ব্রহ্ম জানিয়াছি' বলিয়া সিদ্ধান্ত করে।

তদিতর ইতরং পশ্যতি।" "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ, কেন কং বিজানীয়াৎ।" [বৃহদা° ৪।৫।১—৫]। "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্।" [ছান্দো°, ৬।১।৪]। "যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে, অথ তস্য ভয়ং ভবতি।" [তৈত্তি°, ২।৭।১]। "ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি।" [ব্রহ্মসূ°, ৩।২।১১]। "মায়ামাত্রং তু কার্ৎস্ন্যেনানভিব্যক্ত-স্বরূপত্বাৎ।" [ব্রহ্মসূ°, ৩।২।৩] ॥৩১॥

প্রত্যস্তমিতভেদং যৎ, সত্তামাত্রমগোচরম্।
বচসামাত্ম-সংবেদ্যং তজ্জ্ঞানং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্ ॥ [বিষ্ণু পু°, ৬।৭।৫৩]।
জ্ঞানস্বরূপমত্যন্ত-নির্ম্মলং পরমার্থতঃ।
তমেবার্থস্বরূপেণ ভ্রান্তিদর্শনতঃ স্থিতম্ ॥ [বিষ্ণু পু°, ১।২।৬]।
পরমার্থস্ত্বমেবৈকো নান্যোঽস্তি জগতঃপতে !
যদেতদ্ দৃশ্যতে মূর্ত্তমেতজ্ জ্ঞানাত্মনস্তব।
ভ্রান্তিজ্ঞানেন পশ্যন্তি জগদ্-রূপমযোগিনঃ ॥

'যে লোক ইহাতে নানা বা ভেদের ন্যায় দর্শন করে, সে মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।' 'যখন দ্বৈতের ন্যায় হয়, তখনই অপরে অপরকে দর্শন করে ; কিন্তু, যে অবস্থায় সমস্তই আত্মময় হইয়া যায়, তখন কাহার দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে ? এবং কাহার দ্বারা কাহাকে জানিবে ?'। 'বিকার অর্থাৎ ঘটাদি কার্য্য, কেবল বাক্যারব্ধ নামমাত্র, মৃত্তিকাই সত্য।' 'জীব, যখন ইহাতে (ব্রহ্মে) অল্প মাত্রও ভেদ দর্শন করে, অনন্তর, তাহার ভয় হয়।' 'স্থান অর্থাৎ কোন উপাধিযোগেও পর-ব্রহ্মের উভয় ধর্ম্ম (সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষভাব) হয় না, যেহেতু সর্ব্বত্র—[নির্ব্বিশেষেরই প্রধানতঃ বর্ণনা দৃষ্ট হয়]।' '[স্বপ্ন-দৃষ্ট বস্তু] কিন্তু, কেবলই মায়াময় ; কারণ, সে সকলের যথার্থরূপ সম্পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত হয় না ॥'

(৩২)। [নিম্নোদ্ধৃত পুরাণ-বাক্য সকলও এ বিষয়ে প্রমাণ, যথা—] 'যাহা ভেদরহিত, কেবল সত্তাস্বরূপ, বাক্যের অগোচর এবং আত্ম-প্রতীতিগোচর, সেই জ্ঞানই 'ব্রহ্ম' নামে অভিহিত ॥' 'বস্তুতঃ' নিতান্ত নির্ম্মল, 'জ্ঞানস্বরূপ সেই ব্রহ্মই [জীবের] ভ্রম বশতঃ অর্থ—বিষয়াকারে অবস্থিত হন ॥' 'হে জগৎপতে, তুমিই একমাত্র পরমার্থ—সত্য, অন্য কিছুই নাই। তুমি জ্ঞানময়, এই দৃশ্যমান জগৎ তোমারই মূর্ত্তি, অযোগিগণ ভ্রান্তিবশতঃ এই জগৎ [পৃথক্] দর্শন করিতেছে ॥' 'অবোধ লোকেরা, জ্ঞানময় সমস্ত জগৎকে অর্থাত্মক (ইহা ব্রহ্ম নহে—ভোগ্য বস্তু এরূপ) মনে করায় মোহান্ধকারে ভ্রমণ করে ॥'

জ্ঞানস্বরূপমখিলং জগদেতদবুদ্ধয়ঃ।
অর্থস্বরূপং পশ্যন্তো ভ্রাম্যন্তে মোহ-সংপ্লবে ॥
যে তু জ্ঞানবিদঃ শুদ্ধচেতসস্তেঽখিলং জগৎ।
জ্ঞানাত্মকং প্রপশ্যন্তি ত্বদ্রূপং পরমেশ্বর ॥ [বিষ্ণু পু০, ১।৫।৩৮-৪১]
তস্যাত্ম-পর-দেহেষু সতোঽপ্যেকময়ং হি যৎ।
বিজ্ঞানং পরমার্থো হি দ্বৈতিনোঽতথ্যদর্শিনঃ ॥
বেণুরন্ধ্র-বিভেদেন ভেদঃ ষড়্জাদি-সংজ্ঞিতঃ।
অভেদ-ব্যাপিনো বায়োস্তথাসৌ পরমাত্মনঃ ॥ [বিষ্ণু পু০,২।১৫।৩১-৩২]
যদ্যন্যোঽস্তি,পরঃ কোঽপি মত্তঃ পার্থিব-সত্তম !
তদৈষোঽহময়ঞ্চান্যো বক্তুমেবমপীষ্যতে ॥ [বিষ্ণু০, ২।১৩।৮৫]
সোঽহং স চ ত্বং স চ সর্ব্বমেতদ্-
আত্ম-স্বরূপং ত্যজ ভেদ-মোহম্ ॥ (*)
ইতীরিতস্তেন,স রাজবর্য্যঃ,
তত্যাজ ভেদং পরমার্থদৃষ্টিঃ।(+) [বিষ্ণু পু০, ২।১৬।২৩-২৪]
বিভেদ-জনকে জ্ঞানে নাশমাত্যন্তিকং গতে।
আত্মনো ব্রহ্মণো ভেদমসন্তং কঃ করিষ্যতি ॥ [বিষ্ণু পু০, ৬।৭।৯৪]
অহমাত্মা গুড়াকেশ ! সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ। [গীতা, ১০।২০]
ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত। গীতা, ১৩।২]
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্। [গীতা, ১০।২৯]

ইত্যাদিভির্বস্তুস্বরূপোপদেশপরৈঃ শাস্ত্রৈর্নির্ব্বিশেষ-চিন্মাত্রং ব্রহ্মৈব সত্যং, অন্যৎ সর্ব্বং মিথ্যেত্যভিধানাৎ ॥ ৩২ ॥

'হে পরমেশ্বর, কিন্তু, যাহারা শুদ্ধচিত্ত ও জ্ঞানাভিজ্ঞ, তাঁহারা সমস্ত জগৎকে জ্ঞানাত্মক, তোমার রূপ বলিয়া দর্শন করেন॥' 'যাহা তাহার নিজের ও পরের দেহে বিদ্যমান থাকিয়াও নিশ্চয় একরূপ; সেই বিজ্ঞানই পরমার্থ (সত্য বস্তু)। অতএব, দ্বৈতবাদিগণ তত্ত্বজ্ঞ নহে॥' 'যেমন, এক ও ব্যাপক বায়ু, বিভিন্ন বংশ-রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া 'ষড়্জ' প্রভৃতি স্বর-ভেদ প্রাপ্ত হয়; পরমাত্মায় এই (ভেদও) সেইরূপ॥'

(*) "একঃ সমস্তং যদিহাস্তি কিঞ্চিৎ, তদচ্যুতো নাস্তি পরং ততোঽন্যৎ" ইতি পূর্ব্বার্দ্ধম্।

(+) "স চাপি জাতিস্মরণাপ্ত-বোধঃ, তত্রৈব জন্মন্যপবর্গমাপ" ইত্যুত্তরার্দ্ধম্।

মিথ্যাত্বং নাম (*) প্রতীয়মানত্বপূর্ব্বক-যথাবস্থিত-বস্তু-জ্ঞান-নিবর্ত্ত্যত্বম্। যথা রজ্জ্বাদ্যধিষ্ঠানক-সর্পাদেঃ। দোষবশাদ্ হি তত্র তৎকল্পনম্। এবং চিন্মাত্রবপুষি পরে ব্রহ্মণি দোষ-পরিকল্পিতমিদং দেব-তির্য্যগ্-মনুষ্য-স্থাবরাদিভেদং সর্ব্বং জগদ্ যথাবস্থিত-ব্রহ্মস্বরূপাববোধ-বাধ্যং মিথ্যারূপম্। দোষশ্চ স্বরূপ-তিরোধান-বিবিধ-বিচিত্র-বিক্ষেপকরী (†) সদসদনির্ব্বচনীয়ানাদ্যবিদ্যা।

'হে পার্থিবোত্তম, যদি আমি ভিন্ন অপরও কেহ থাকে; তাহা হইলে, 'এই আমি' এবং 'অমুক অন্য' এইরূপ বলিতেও পার।' 'সেই আমি' 'সেই তুমি' এবং 'সে', এ সমস্তই আত্ম-স্বরূপ। [অতএব) ভেদ-ভ্রম ত্যাগ কর॥' 'তৎকর্ত্তৃক এইরূপে প্রবোধিত সেই নৃপতিশ্রেষ্ঠ, তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিয়া ভেদ (ভেদ-জ্ঞান) ত্যাগ করিয়াছিলেন॥' 'ভেদের কারণীভূত জ্ঞান (ভ্রমজ্ঞান) অত্যন্ত বিনষ্ট হইলে, কে আর, জীব ও ব্রহ্মের অসৎ বা অবিদ্যমান ভেদ সমুৎপাদন করিবে? ॥'

'হে গুড়াকেশ, (জিতনিদ্র—অর্জ্জুন,) আমি সর্ব্বভূতের হৃদয়স্থ আত্মা (ইহা ভগবানের উক্তি) ॥' 'হে ভারত, (অর্জ্জুন,) আমাকে সর্ব্বদেহে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে॥' 'আমি বিনা থাকিতে পারে, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক এরূপ কোন ভূত নাই॥'

বস্তুতত্ত্ব-নিরূপণে তৎপর উল্লিখিত শাস্ত্র সমূহ দ্বারা নির্ব্বিশেষ চিন্ময় ব্রহ্মই সত্য, অন্য সমুদয় মিথ্যা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে॥ (‡)

(৩৩) মিথ্যা কি? না, যাহা প্রথমে প্রতীতি-গম্য হয়, এবং পরে যথার্থ-বস্তুর জ্ঞানোদয় হইলে নিবারিত হইয়া যায়। (§) যেমন,—রজ্জু-প্রভৃতি—অধিকরণে দৃশ্যমান সর্পাদি, কারণ, দোষবশতঃই রজ্জু প্রভৃতিতে সর্পাদির কল্পনা হয়। এইরূপ, দেব-তির্য্যক্-মনুষ্য ও স্থাবরাদিভেদে ভেদ-সম্পন্ন এই সমস্ত জগৎ চিন্মাত্ররূপী পরব্রহ্ম দোষ-বশে কল্পিত, এবং

(*) মিথ্যাত্বং নামেতি। অত্র দণ্ডাদি-নিবর্ত্ত্য-ঘটাদৌ অতিব্যাপ্তিবারণায় 'জ্ঞান'-পদং। তথাপি, ঈশ্বরাদীনাং সঙ্কল্পময়-জ্ঞাননিবর্ত্ত্যে অতিব্যাপ্তিঃ স্যাৎ, তদ্বারণায় 'মাত্রার্থো বিবক্ষণীয়ঃ,। তথাচ, যথাবস্থিত-বস্তু-জ্ঞানমাত্র-নিবর্ত্ত্যত্বমিত্যর্থঃ। প্রবলতর-ভ্রান্তিজ্ঞান-নিবর্ত্ত্যে সত্যরজতাদৌ অতিব্যাপ্তি-বারণায় 'যথাবস্থিত'-পদং। যথাবস্থিত জ্ঞান-পদয়োঃ বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাব-শঙ্কাপরিহারায় চ 'বস্তু' পদং, অন্যথা ভ্রান্তিজ্ঞান-নিবর্ত্ত্যে অতিব্যাপ্তিঃ (ব্যভিচারঃ) স্যাৎ, যতস্তত্র, বিষয়স্যৈবাযথাবস্থিতত্বং, জ্ঞানস্য তু যথাবস্থিতত্বমেব। জ্ঞানপ্রাগভাবে ব্যভিচার-বারণায় "প্রতীয়মানত্ব-পূর্ব্বক'-পদং। অত্র 'জ্ঞাননিবৃত্তত্ব' মিত্যনুক্ত্বা-জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বং ইত্যুক্তে যোগ্যত্বং বিবক্ষিতং। ততশ্চ, কদাচিৎ যথাবস্থিত-বস্তু-জ্ঞানেন রজ্জু-সর্পাদেঃ অনিবৃত্তাবপি নিবারণ-যোগ্যতা-সদ্ভাবাৎ নাব্যাপ্তিশঙ্কা। (†) বিবিধেতি (খ) পুস্তকে নাস্তি।

(‡) এই জগৎ ব্রহ্মে কল্পিত, অতএব মিথ্যা, ইহারই হেতুরূপে উক্ত বাক্য-নিচয় প্রযুক্ত হইয়াছে।

(§) রজ্জু সত্য বস্তু, তাহাতে কল্পিত সর্পটী মিথ্যা; কারণ, ঐ সর্প প্রথমে দৃষ্ট হইলেও পরক্ষণেই 'এটা সর্প নহে, রজ্জু' এই যথার্থ রজ্জু জ্ঞান হইবামাত্র বাধিত হইয়া যায়, এই কারণে ঐ সর্প মিথ্যা।

"অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ, তেষাং সত্যানাং সতামনৃতমপিধানম্।"
[ছান্দো০, ৮।৩।১-২]।

"নাসদাসীৎ নো সদাসীৎ, তদানীং তম আসীৎ, তমসা গূঢ়মগ্রে প্রকেতম্।"। "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরম্"। [শ্বেতাশ্বং ৪।১০]। "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে।" [গৌড়পাদঃ, ৩।২৫]। "মম মায়া দুরত্যয়া"। [গীতা ৭।১৪]। "অনাদি-মায়য়া সুপ্তো যদা

(দোষ-কল্পিত বলিয়াই) যথার্থ-বস্তু-ব্রহ্ম-জ্ঞানে বাধা পাইবার যোগ্য; অতএব, মিথ্যা। (ব্রহ্মের) স্বরূপাবরক, নানাবিধ বিচিত্র বিক্ষেপোৎপাদক, সৎও অসৎ-রূপে নির্ব্বাচনের অযোগ্য, অনাদি অবিদ্যা (এখানে) 'দোষ'-পদ বাচ্য। (*)

'অনৃত—মিথ্যা দ্বারা (ব্রহ্ম-বস্তু) আবৃত (আছে), অর্থাৎ সেই বস্তু সত্য হইলেও মিথ্যা তাহার আবরণ।' (†) 'সে সময় (সৃষ্টির পূর্ব্বে) অসৎ ছিল না, সৎও ছিল না, তমঃ

(*) তাৎপর্য্য এই যে,—দোষ না থাকিলে কোনরূপ ভ্রম হয় না, বা হইতে পারে না; চিন্মাত্র ব্রহ্মে যে, এই 'জগৎ'-ভ্রম হইতেছে, ইহারও মূলে কোন দোষ, থাকা আবশ্যক। সেই দোষ কি? না—অবিদ্যা। অবিদ্যার স্বরূপ কিরূপ? এইরূপ,—অবিদ্যার এই স্বভাব যে, সে যাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, অগ্রেই তাহার স্বরূপটী আবৃত করে, পশ্চাৎ তাহাতেই বিবিধ ভাবান্তর উৎপাদন করে। তন্মধ্যে, বস্তুর স্বরূপ আবৃত করা, বা দেখিতে না দেওয়ার শক্তিকে 'আবরণ শক্তি' এবং সেই আবৃত বস্তুতে অন্য বস্তু প্রদর্শনের শক্তিকে 'বিক্ষেপশক্তি' বলে। "বিক্ষেপশক্তির্লিঙ্গাদি ব্রহ্মাণ্ডান্তং জগৎ সৃজেৎ।" এই বাক্যেও, অবিদ্যা যে, 'বিক্ষেপশক্তি'-প্রভাবে সমস্ত জগৎ নির্ম্মাণ করে, তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। 'সদসদনির্ব্বচনীয়'কথার ভাব এই যে;—অবিদ্যা যদি সৎ—যথার্থ বস্তু হইত, তাহা হইলে তৎপ্রসূত সমস্ত জগৎও সৎ—অবিনশ্বর হইত,—ব্রহ্মজ্ঞানোদয়েও উহার নিবৃত্তি বা অন্যথাভাব হইতে পারিত না; কারণ, কেবল জ্ঞান দ্বারা কোথাও কোন সত্য বস্তুর বিনাশ বা নিবৃত্তি হইতে দেখা যায় না। অতএব, অবিদ্যাকে 'সৎ' বলা যায় না; পরন্তু 'অসৎ'ও বলা যায় না। কারণ, অসৎ অর্থ—যাহা কিছুই নহে। অশ্ব-ডিম্ব ও আকাশ-কুসুম প্রভৃতি কোন অসৎ পদার্থেরই কার্য্য-কারিতা শক্তি দৃষ্ট হয় না,—অশ্বডিম্ব কখনও অশ্বশাবক উৎপাদন করে না; এবং আকাশকুসুম কখনও গন্ধ বিতরণ করে না। অতএব, অবিদ্যা অসৎ হইলে সেও কখন কার্য্য-কারিণী হইত না,—এই বিশাল জগৎ সমুৎপাদনে সমর্থ হইত না; অথচ, কারণান্তর না থাকায় বাধ্য হইয়া যখন অবিদ্যাকেই সমস্ত জগতের কারণ রূপে গ্রহণ করিতে হইতেছে, তখন উহাকে আর অসৎ বলা যাইতে পারে না। সুতরাং, অবিদ্যা সৎও নহে, অসৎও নহে,—অনির্ব্বাচ্য। সেই অবিদ্যা আবার 'অনাদি', অনাদি অর্থ—যাহার আদি (কারণ বা উৎপত্তি) নাই বা নিরূপণ করা যায় না। অবিদ্যা সাদি হইলে, সে কখনই সমস্ত জগতের উপাদান হইতে পারে না। কারণ, এ মতে উৎপত্তিশালিনী অবিদ্যাও সৃজ্যমান জগতেরই তুল্য, সুতরাং, তাহার পক্ষে "অবিদ্যা সর্ব্বকারণম্" একথা চলিতেই পারে না। পক্ষান্তরে, জগতের কারণ অবিদ্যা, অবিদ্যার কারণ অপর কিছু তাহারও কারণ অপর কেহ, তাহারও কারণ অপর, ইত্যাদি রূপে 'অনবস্থা' দোষ উপস্থিত হয়।

(†) ইহার অনুরূপ ভাব 'ঈশোপনিষদে' উক্ত আছে,—"হিরণ্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখং। তৎ ত্বং পূষন্ অপাবৃণু সত্য-ধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে।" অর্থাৎ হিরণ্ময় বস্তু যেরূপ স্বীয় উজ্জ্বলতাদি গুণে লোকের চিত্ত আকর্ষণ

জীবঃ প্রবুধ্যতে।” [গৌড়০, ১।১৬], ইত্যাদিভির্নির্ব্বিশেষ-চিন্মাত্র-ব্রহ্মৈব অনাদ্যবিদ্যয়া সদসদনির্ব্বাচ্যয়া তিরোহিতস্বরূপং স্বগত-নানাত্বং পশ্যতীত্যবগম্যতে। যথোক্তম্,—

“জ্ঞানস্বরূপো ভগবান্ যতোঽসৌ অশেষমূর্ত্তির্ন তু বস্তুভূতঃ।
ততো হি শৈলাব্ধি-ধরাদিভেদান্ জানীহি বিজ্ঞান-বিজৃম্ভিতানি ॥ (*)
যদা তু শুদ্ধং নিজরূপি সর্ব্ব-কর্ম্মক্ষয়ে জ্ঞানমপাস্তদোষম্।
তদা হি সংকল্প-তরোঃ ফলানি ভবন্তি নো বস্তুষু বস্তুভেদাঃ ॥ (+)

[বিষ্ণু পুং, ২।১২।৩৮-৩৯]।

(প্রকৃতি) ছিল। অগ্রে প্রকেত (জগদ্বীজ) তমঃ দ্বারা গূঢ় ছিল।’ (‡) ‘মায়াকে প্রকৃতি (উপাদান করাণ) এবং মায়াবান্‌কে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে।’ ‘ইন্দ্র অর্থাৎ ঈশ্বর মায়া দ্বারা বহুরূপে প্রকাশ পান।’ ‘আমার মায়া দুরতিক্রমণীয়া’। ইত্যাদি বাক্য দ্বারা জানা যায় যে, নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্ররূপী ব্রহ্মই, সদসৎরূপে অনির্ব্বচনীয়া, অনাদি অবিদ্যা বা মায়ায় আবৃত হইয়া আপনাতে আপনি বিবিধ ভেদ দর্শন করেন।

[পুরাণেও] এইরূপ উক্ত আছে,—‘যেহেতু, এই অনন্তরূপী ভগবান্ জ্ঞানস্বরূপ—কিন্তু (জড়-) বস্তু নহেন। সেই কারণেই, শৈল-সাগর-পৃথিব্যাদি প্রপঞ্চকে বিজ্ঞানের স্ফুরণমাত্র জানিও॥’ ‘কিন্তু, যখন সর্ব্ববিধ কর্ম্মও তৎ সংস্কার-ক্ষয়ের পর শুদ্ধ (অবিদ্যারহিত), নির্দোষ (রাগাদি শূন্য), নিজরূপী অর্থাৎ ভেদ-দর্শন-বিবর্জ্জিত জ্ঞান উদিত হয়, তখন, নিশ্চয়ই সংকল্প-তরুর (সংকল্পের কারণীভূত অবিদ্যার) বস্তু-ভেদময় ফল সকল আর কোথাও প্রকাশ পায় না॥’

করে, সেইরূপ জাগতিক বস্তুনিচয় অসৎ হইলেও লোকের চিত্ত আকর্ষণ করে, এই কারণে অসৎ বাহ্য বস্তুকে এখানে ‘হিরণ্ময় পাত্র’ বলা হইয়াছে। এবং ‘সত্য’ শব্দে নিত্য চিন্ময় ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অথচ, কোন পাত্র দ্বারা কোন বস্তু আবৃত থাকিলে যেরূপ লোক-লোচন-গোচর হয় না, সেইরূপ [illegible] জগতের চাক্‌চক্যে তিরোহিতপ্রায় ব্রহ্মও লোকের জ্ঞান পথে পতিত হন না।

(*) বিবিধং জ্ঞায়তে অনেনেতি করণবুৎপত্ত্যা ‘বিজ্ঞান’-শব্দেন ‘অবিদ্যা’ অভিধীয়তে। ইতি শ্রুত প্রকাশিকা।

(+) সং-সমন্তাৎ কল্প্যতে হনেনেতি সংকল্পঃ,—অবিদ্যা।

(‡) অভিপ্রায় এই যে, যাহা অভিব্যক্ত—লোকপ্রত্যক্ষগোচর, তাহা সৎ, আর তদ্বিপরীত সমস্তই অসৎ। এই প্রাকৃত নিয়মানুসারে অভিব্যক্ত স্থূল কার্য্য সকল সাধারণের প্রত্যক্ষ যোগ্য, সুতরাং সৎ; আর অনভিব্যক্ত সূক্ষ্ম কারণগুলি এখানে সাধারণের প্রত্যক্ষগম্য হয় না, বলিয়া ‘অসৎ’। ফল কথা, ‘সৎ’ অর্থ কার্য্য, আর ‘অসৎ’ অর্থ কারণ। সৃষ্টির পূর্ব্বে কোন কার্য্য ছিল না, সুতরাং কারণও ছিল না; কারণ, কার্য্য-কারণ সম্বন্ধটা পরস্পর সাপেক্ষ, কোন কার্য্য না থাকিলে ‘কারণ’ বলা যায় না, আবার কোন কারণ না থাকিলেও কাহাকে ‘কার্য্য’ বলা চলে না। এজন্য, সৃষ্টির পূর্ব্বে সৎ, অসৎ, উভয়ই প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। এখানে ‘তমঃ’ অর্থ অজ্ঞান। কারণ, অন্ধকারের ন্যায় অজ্ঞানও বস্তু-প্রতীতির ব্যাঘাত করে।

তস্মান্ন বিজ্ঞানমৃতেঽস্তি কিঞ্চিৎ ক্বচিৎ কদাচিদ্ দ্বিজ! বস্তুজাতম্।
বিজ্ঞানমেকং নিজকর্ম্ম-ভেদ-বিভিন্নচিত্তে বহুধাঽভ্যুপেতম্ ॥
জ্ঞানং বিশুদ্ধং বিমলং বিশোকমশেষ-লোভাদি-নিরস্তসঙ্গম্।
একং সদৈকং পরমঃ পরেশঃ স বাসুদেবো ন যতোঽন্যদস্তি ॥
সদ্ভাব এবং ভবতো ময়োক্তো জ্ঞানং যথা সত্যমসত্যমন্যৎ।
এতৎতু যৎ সংব্যবহারভূতং তত্রাপি চোক্তং ভুবনাশ্রিতং তে ॥"
[বিষ্ণু পুং, ২।১২।৪২—৪৪।] ইতি ॥৩৩॥

অস্যাশ্চাবিদ্যায়া নির্ব্বিশেষ-চিন্মাত্র-ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিজ্ঞানেন নিবৃত্তিং বদন্তি,—

"ন পুনর্ম্ম্ত্যবে, তদেকং পশ্যতি, ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি। [ছান্দো°, ৭।২৬।২]। "যদা বৈ হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যে ঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে, অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি।" [তৈত্তি°, ২।৭।১]। "ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য

'হে দ্বিজ, অতএব, বিজ্ঞানাতিরিক্ত কোন বস্তু কখনও কোথাও কিছুই নাই, নিজ নিজ কর্ম্ম-ভেদে বিভিন্নচিত্ত লোকেরা এক বিজ্ঞানকেই বহুরূপে স্বীকার করিয়া থাকে॥' '(অতএব) বিশুদ্ধ, বিমল, শোক ও সর্ব্ববিধ লোভাদিসম্বন্ধ-রহিত, 'সদাএক' (জন্ম-জরা ও (*) বৃদ্ধ্যাদি বর্জ্জিত), এক জ্ঞানস্বরূপ, সেই বাসুদেবই সর্ব্বোত্তম ঈশ্বর; যেহেতু, তাঁহা হইতে পৃথক্ আর কিছু নাই॥' 'জ্ঞানই সত্য, অন্য সমস্তই অসত্য, এই প্রকারে সৎ-তত্ত্ব আমি তোমাকে উপদেশ দিলাম। আর এইযে, জগদ্ব্যাপী সর্ব্ববিধ ব্যবহার, তদ্বিষেও তোমার (সেই নিয়মই) উক্ত হইল॥'

(৩৪)। (নিম্নোদ্ধৃত) শ্রুতি সকল বলেন যে, নির্ব্বিশেষ, শুদ্ধ চিন্ময় ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব বা অভেদ জ্ঞান দ্বারা এই অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়। (শ্রুতি বাক্য যথা—,)

'পুনর্ব্বার 'মৃত্যু' বা অবিদ্যা-লাভের জন্য সেই একত্ব দর্শন করে না; (জীবও ব্রহ্মের) একত্বদর্শী মৃত্যু দর্শন করে না।' 'এই জীব, যখনই অদৃশ্য, অনাত্ম্য (অশরীর), অনিরুক্ত (নাম-রহিত) ও নিরাধার এই ব্রহ্মে অভয় প্রতিষ্ঠা (স্থিতি) লাভ করে, তখনই সে অভয় (ব্রহ্ম) প্রাপ্ত হয়।' 'সেই সর্ব্বোত্তম (ব্রহ্ম) দৃষ্ট হইলে পর, হৃদয়-গ্রন্থি সকল ভাঙ্গিয়া যায়,

---

(*) বিশুদ্ধ—অর্থ অবিদ্যারহিত, বিমল অর্থ—অবিদ্যাকৃতভেদ-বাসনার অভাব, শোক-লোভাদি পদে ভেদজনক-শোক-লোভাদি বুঝিতে হইবে।

কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।” [মুণ্ড০, ২।২।৮]। “ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি। [মুণ্ড০, ৩।২।৯]। “তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থাঃ,” [শ্বেতাশ্ব০ ৩।৮] ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ। অত্র ‘মৃত্যু’-শব্দেনাবিদ্যাভিধীয়তে। যথা সনৎসুজাত-বচনম্ ;—

“প্রমাদং বৈ মৃত্যুমহং ব্রবীমি, সদাপ্রমাদমমৃতত্বং ব্রবীমি” ইতি। (*) সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, [তৈত্তি০,২।১।১]। “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম”, [বৃহদা০, ৩।৯।২৮] ইত্যাদি- শোধক- বাক্যাবসেয়- নির্ব্বিশেষস্বরূপ- ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিজ্ঞানং চ, “অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তেঽন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি, ন স বেদ, [বৃহদা০, ১।৪।১০]। “আত্মেত্যেবোপাসীত”, [বৃহদা০, ১।৪।৭]। “তৎ ত্বমসি”, [ছান্দো০, ৬।২]। “ত্বং বা অহমস্মি ভগবো দেবতে, অহং চ ত্বমসি ভগবো দেবতে!” “তদ্যোঽহং সোঽসৌ, যোঽসৌ সোঽহম্” ইত্যাদি-বাক্য-সিদ্ধম্।

সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়, এবং সঞ্চিত কর্ম্ম সমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।’ (†) ‘ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্মই হন।’ ‘তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারা যায়, অন্য পথ নাই—।’ ইত্যাদি।

এস্থলে যে ‘মৃত্যুমেতি’ কথা আছে, তাহার ‘মৃত্যু’-শব্দে ‘অবিদ্যা’ অর্থ কথিত হইয়াছে। দেখ, ‘সনৎসুজাতগ্রন্থে এইরূপ উক্ত আছে,—

‘সর্ব্বদা প্রমাদ অর্থাৎ কর্ত্তব্যে অমনোযোগিতাকে আমি ‘মৃত্যু’ বলি ; [আর] সর্ব্বদা প্রমাদাভাবকে [আমি] ‘অমৃতত্ব’ বলি।’ ‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত।’ ‘ব্রহ্ম বিজ্ঞান (অনুভূতি) ও আনন্দস্বরূপ।’ [ব্রহ্মে] বিশেষভাব-প্রতিষেধক উক্ত-প্রকার বাক্য সমূহ হইতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত আত্মার একত্ব-বিজ্ঞান অবগত হওয়া যায়, [এই একত্ব-বিজ্ঞানই অবিদ্যা-নিবর্ত্তক]। [এখন, ব্রহ্ম ও আত্মা যে এক, তদ্বিষয়ে শ্রুতি প্রদর্শিত হইতেছে,] ‘অমুক (উপাস্য) অন্য,’ এবং ‘আমি অন্য,’ এ ভাবে যে ব্যক্তি অন্য দেবতার উপাসনা বা অর্চ্চনা করে, সে জানে না।’ ‘[উপাস্যকে] ‘আত্মা’ বলিয়াই উপাসনা করিবে।’ ‘তুমি ও তিনি (ব্রহ্ম) অভিন্ন (‘অসি’)।’ ‘হে ভগবতি দেবতে!

(*) ‘প্রমাদং বৈ’ ইত্যতঃ প্রাক্ “মোহো মৃত্যুঃ সম্মতো যঃ কবীনাং”, ইত্যত্র বিপরীত-জ্ঞানলক্ষণস্য মোহস্য মৃত্যুত্বং পর-মতত্বেনোপন্যস্য ইহ তু স্বমতে প্রমাদস্যৈব মৃত্যুত্বমভিহিতম্। প্রমাদঃ—যথাবদপ্রতিপত্তি-র্ন্যথাপ্রতিপত্তিশ্চ। ততশ্চ আত্ম-বিষয়েঽনবধানরূপঃ প্রমাদ এব মোহস্যাপি হেতুরিত্যতন্মূলভূতাবিদ্যৈব ‘প্রমাদ’-শব্দেন বিবক্ষিতা, সৈব মৃত্যুরিত্যাশয়ঃ।

(†) ২৪ পৃষ্ঠার টিপ্পনীতে এই শ্রুতির বিশদ ব্যাখ্যা আছে।

বক্ষ্যতি চৈতদেব, "আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি, গ্রাহয়ন্তি চ, [ব্রহ্ম সূ°, ৪।১।৩]। ইতি। তথাচ বাক্যকারঃ, 'আত্মেত্যেব তু গৃহ্নীয়াৎ, সর্ব্বস্য তন্নিষ্পত্তে'রিতি, অনেন চ ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিজ্ঞানেন মিথ্যারূপস্য সকারণস্য বন্ধস্য নিবৃত্তির্যুক্তা ॥৩৪॥

ননু চ, সকলভেদ-নিবৃত্তিঃ প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধা কথমিব শাস্ত্রজন্য-জ্ঞানেন ক্রিয়তে? কথং বা 'রজ্জুরেষা, ন সর্পঃ' ইতি জ্ঞানেন প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধা সর্প-নিবৃত্তিঃ ক্রিয়তে? তত্র দ্বয়োঃ প্রত্যক্ষয়োর্বিরোধঃ, ইহ তু প্রত্যক্ষ-মূলস্য শাস্ত্রস্য প্রত্যক্ষস্য চেতি চেৎ? তুল্যয়োর্বিরোধে বা কথং বাধ্য-বাধকভাবঃ? পূর্ব্বোত্তরয়োর্দুষ্টকারণ-জন্যত্ব-তদভাবাভ্যামিতি চেৎ? শাস্ত্র-প্রত্যক্ষয়োরপি সমানমেতৎ ॥৩৫॥

তুমি ও আমি অভিন্ন, [এবং] আমি ও তুমি অভিন্ন—এক।' 'অতএব, যে আমি, সে-ই অমুক, [এবং] যে অমুক, সে-ই আমি।' ইত্যাদি বাক্য হইতে পূর্ব্বোক্ত 'ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিজ্ঞান' সিদ্ধ বা প্রমাণিত আছে।

এবং '[উপাসকগণ] 'আত্মা' বলিয়াই [ব্রহ্মকে] উপগত হন, শাস্ত্রও এই ভাব বিজ্ঞাপিত করিতেছে।' এই ব্রহ্ম-সূত্রেও এ কথা বলা হইবে। বাক্য-কারও সেইরূপ [বলিয়াছেন,]—'আত্মা' এই প্রকারেই [ব্রহ্মকে] গ্রহণ করিবে, যে হেতু এ সমস্তই তাহাতে নিষ্পন্ন বা কল্পিত।' এ কথা দ্বারাও বুঝা যায় যে, ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-জ্ঞানে যে, মিথ্যা বন্ধন ও তৎকারণ (অবিদ্যা) নিবৃত্ত হয়, তাহা যুক্তিযুক্ত ॥

(৩৫)। ভাল, ভেদ সমুদয় প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, প্রতিকূল উপদেশমাত্রে তাহার নিবৃত্তি ত প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ, অতএব, শাস্ত্রোপদেশ-লব্ধ জ্ঞানে ভেদ-নিবৃত্তি হইবে কিরূপে? [উত্তর],—'এটা রজ্জু,—সর্প নহে', এই জ্ঞানের দ্বারা প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ সর্প-নিবৃত্তি করা হয় কিরূপে? [যদি বল,] সে স্থলে (রজ্জু-সর্প স্থলে) প্রত্যক্ষ-দ্বয়ের বিরোধ, আর, এ স্থলে প্রত্যক্ষ-মূলক শাস্ত্রের সহিত প্রত্যক্ষের বিরোধ, [অতএব উভয়ের মধ্যে মহৎ বৈষম্য আছে]। [ভাল, জিজ্ঞাসা করি,] তুল্য প্রমাণদ্বয়ের বিরোধেইবা বাধ্য-বাধকভাব হয় কিরূপে? [যদি বল,] পূর্ব্ব অর্থাৎ বাধ্য-জ্ঞানটী দুষ্ট-কারণোৎপন্ন, আর পরবর্ত্তী বাধক-জ্ঞানটী অদুষ্ট-কারণ-জন্য, এই হেতুতে [রজ্জু-সর্প স্থলে বাধ্য-বাধক-ভাব হয়]। তাহা হইলে, অদ্বৈত-বোধক শাস্ত্র ও জগৎ-ভেদের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধেও ঐরূপ দোষ কল্পনায় কিছুই বিশেষ নাই।

অভিপ্রায় এই যে,—প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ কোন বস্তুরই কেবল প্রতিকূল উপদেশমাত্রে বাধা হইতে পারে না। কারণ, যে বস্তু 'সৎ' বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছি, বলবান্ প্রত্যক্ষই

এতদুক্তং ভবতি, বাধ্য-বাধকভাবে তুল্যত্ব-সাপেক্ষত্ব-নিরপেক্ষত্বাদি ন কারণং, জ্বালা-ভেদানুমানেন প্রত্যক্ষোপমর্দ্দাযোগাৎ, তত্র হি জ্বালৈক্যং প্রত্যক্ষেণাবগম্যতে। এবঞ্চ সতি, দ্বয়োঃ প্রমাণয়োর্বিরোধে

তাহার বাধা ঘটিতে দিবে না, দৃশ্যমান ভেদ-নিচয় বা জগৎ-প্রপঞ্চকেও সকলে 'সৎ'—'মিথ্যা নহে' বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছে; সুতরাং কেবল "একমেবাদ্বিতীয়ং" প্রভৃতি শাস্ত্রীয় উপদেশমাত্রে তাহার বাধা হওয়া অসম্ভব,—উহা প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ। যেহেতু, 'শব্দ'-অপেক্ষা 'প্রত্যক্ষ'প্রমাণ বলবান্। অতএব, 'ব্রহ্মাত্মৈকত্ব'-জ্ঞানে দ্বৈত-জ্ঞান কখনও বিধ্বস্ত হইতে পারে না। এ কথার উপরেও আশঙ্কা হইতেছে যে, বেশ কথা, যদি অদ্বৈতজ্ঞানে দ্বৈত-প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বাধা অনুচিত হয়, তবে, 'এটা সর্প নহে—রজ্জু'; এই জ্ঞানে প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ সর্পেরও নিবৃত্তি হইতে পারে না। কারণ, পূর্ব্বের ন্যায় এখানেও সর্প-বিষয়ে বলবান্ প্রত্যক্ষ-জ্ঞানই বাধক রহিয়াছে? না—দৃষ্টান্ত সমান হইল না, সে স্থলে, রজ্জু-প্রত্যক্ষ ও সর্প-প্রত্যক্ষ, এই উভয় প্রত্যক্ষের বিরোধ; আর, এ স্থলে প্রত্যক্ষ ও তন্মূলীভূত শাস্ত্রের পরস্পর বিরোধ, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বলিতেছে—'এই জগৎ সৎ', আর শাস্ত্র বলিতেছে—'না—জগৎ মিথ্যা'। সুতরাং, অদ্বৈতোপদেশে ভেদ-নিবৃত্তি ও রজ্জুজ্ঞানে সর্প-ভ্রম-নিবৃত্তি তুল্য বা একরূপ হইতেছে না।

ভাল, 'রজ্জু-সর্প' স্থলে তুল্যবল প্রত্যক্ষদ্বয়ের বিরোধ ঘটায় পরভবিক রজ্জুজ্ঞানে পূর্ব্বতন সর্প-ভ্রমের বাধা করিল, এ স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, তুল্যবল প্রমাণ-দ্বয়ের বিরোধেই যে, বাধ্য-বাধক ভাব হবে, অন্যত্র হবে না, এ বিষয়ে যুক্তি কি?—বলিতে পার, চক্ষুঃ-পীড়া, বস্তুর দূরত্ব ও অবস্থানের ব্যতিক্রম, এবং সায়ং-সময় প্রভৃতি কতক গুলি দোষ আছে, যাহাতে প্রকৃত প্রত্যক্ষ না হইয়া অন্যরূপ প্রত্যক্ষ হয়। এ স্থলে প্রাথমিক সর্প-দর্শন দোষ-কলুষিত ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছিল, তাই উহা ভ্রান্ত ও বাধ্য; আর, পরবর্ত্তী রজ্জু-প্রত্যক্ষ নির্দ্দোষভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল, সেই কারণে উহা সত্য ও বাধক। জাগতিক ভেদ-দর্শন ও শাস্ত্রোপদেশ-লব্ধ জ্ঞানে উক্ত ভাবের অভাব আছে, তাই বাধ্য-বাধক ভাব হইতে পারে না। না— এ কথাও বলা চলে না,—কারণ, জগৎ-ভেদ দর্শনে যে, ভ্রমের কারণীভূত কোন দোষ নাই, অদ্বৈতবাদীরা তাহা স্বীকার করেন না, বরং অবিদ্যা বা অজ্ঞানকেই এই অনর্থের মূল-কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; সুতরাং 'রজ্জু-সর্প'-দৃষ্টান্ত অনুচিত হইতে পারে না॥

(৩৬)। ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে,—[প্রমাণের] তুল্যতা, সাপেক্ষতা বা নিরপেক্ষতাদি [বস্তু-জ্ঞানের] বাধ্য-বাধকতার হেতু নহে; কারণ, [তাহা হইলে] অগ্নি-শিখার প্রভেদ-জ্ঞাপক অনুমান দ্বারা একত্ব-প্রত্যক্ষের বাধা হইত না; সে স্থলে ত অগ্নিশিখার একত্বই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। অর্থাৎ আপাতদর্শনে অগ্নিশিখা একটীমাত্র প্রতীত হইলেও অনুমান দ্বারা জানা যায় যে, শিখা একটী নহে—বহু। এইরূপে দুই প্রমাণের বিরোধ

যৎ সংভাব্যমানান্যথাসিদ্ধি, (*) তদ্ বাধ্যং, অনন্যথাসিদ্ধমনবকাশ- (†) মিতরদ্ বাধকমিতি সর্ব্বত্র বাধ্য-বাধকভাব-নির্ণয় ইতি।

তস্মাদনাদি-নিধনাবিচ্ছিন্ন-সংপ্রদায়াসংভাব্যমান-দোষগন্ধানবকাশ-শাস্ত্র-জন্য- নির্ব্বিশেষ-নিত্য-শুদ্ধ - মুক্ত-বুদ্ধ - স্বপ্রকাশ-চিন্মাত্র - ব্রহ্মাত্মভাবাববোধেন সংভাব্যমানদোষ-সাবকাশ - প্রত্যক্ষাদিসিদ্ধ - বিবিধ - বিকল্পরূপ-বন্ধ-নিবৃত্তির্যুক্তৈব। (‡) সংভাব্যতে চ বিবিধ-বিকল্পভেদ-প্রপঞ্চগ্রাহি-প্রত্যক্ষস্যানাদিভেদ-বাসনাদিরূপাবিদ্যাখ্যো দোষঃ॥৩৬॥

উপস্থিত হইলে, [উভয়ের মধ্যে] যাহার সিদ্ধি অন্যথা-সম্ভাবিত অর্থাৎ প্রকারান্তরেও যাহা সংসাধিত হইতে পারে, তাহা বাধ্য; আর, যাহা অনন্যথা-সিদ্ধ ও নিরবকাশ অর্থাৎ সেই নির্দ্দিষ্ট প্রমাণ ব্যতীত যাহা নিষ্পন্ন হয় না, এবং অন্যত্র যাহার বিষয় বা সার্থকতা নাই, তাহা বাধক। ইহাই বাধ্য-বাধকভাবের সাধারণ সিদ্ধান্ত।

অতএব, উৎপত্তি-বিনাশ-রহিত, অবিচ্ছিন্নভাবে গুরু-পরম্পরাগত, এবং যাহাতে দোষের গন্ধ মাত্রও সম্ভাবিত নাই, এবংবিধ নিরবকাশ অর্থাৎ প্রয়োজনান্তর-রহিত শাস্ত্র হইতে সমুৎপন্ন যে নির্ব্বিশেষ, নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত, বুদ্ধ ও স্বপ্রকাশ চিন্মাত্র ব্রহ্মে আত্মত্ব বোধ উৎপন্ন হয়, নিশ্চয়, তাহা দ্বারাই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-সিদ্ধ নানাপ্রকার বিকল্পময় অর্থাৎ ভেদ-জ্ঞানরূপ বন্ধের নিবৃত্তি হওয়া যুক্তিযুক্ত। কারণ, ঐ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে কোন না কোনরূপ দোষ থাকা সম্ভবপর এবং এতদতিরিক্ত স্থলেও উহাদের প্রয়োজন (সার্থকতা) রহিয়াছে, [সুতরাং উহাদের নিষ্ফলত্ব শঙ্কাও নাই।] আর, অনাদিকাল-প্রবৃত্ত ভেদ-সংস্কার প্রভৃতি যে অবিদ্যা-দোষ বিবিধ বিকল্পময় ভেদ-প্রপঞ্চের গ্রাহক, প্রত্যক্ষ সম্বন্ধেও সে দোষ সংভাবিতই আছে॥

(*) সাবকাশত্বাদন্যথাসিদ্ধত্বং জ্ঞেয়ং, 'অনন্যথাসিদ্ধমনবকাশং, ইত্যনন্তরোক্তেঃ। অত্র চ, বিষয়ান্তরসদ্ভাবঃ অপ্রামাণিককোটি-প্রবেশো বা সাবকাশত্বম্। তেন চ, যোগ্যত্বাপিতার্থবিষয়-প্রামাণ্যমন্তরেণাপি সম্ভাবিতোদয়ত্ব-মন্যথাসিদ্ধত্বম্, বিরুদ্ধার্থ-প্রমাণবাধনাপি সম্ভবদুদয়মিত্যাশয়ঃ।

(†) অনন্যথাসিদ্ধত্বং নাম, তদর্থ-প্রমাণতাং বিনাঽনুদয়ত্বং—বিরুদ্ধার্থপ্রমাণ-বাধেনানুদয়ত্বমিতি যাবৎ, তদপি অনবকাশত্বাৎ। অনবকাশত্বং নাম বিষয়ান্তরালাভেঽপ্রমাণ-কোটি-নিবেশাভাবো বা। অতশ্চ, অপ্রমাণকোট্য-নন্তর্ভাব-বিষয়ান্তরলাভাভাবাভ্যাং বিরুদ্ধার্থোপস্থাপক-প্রমাণাবাধেনানুদয়ত্বমিত্যাশয়ঃ। ইতি শ্রুত-প্রকাশিকা।

(‡) "তস্মাৎ" অন্যথাসিদ্ধত্বানন্যথাসিদ্ধত্বয়োরেব বাধ্য-বাধকভাব-প্রয়োজকত্বাদিত্যর্থঃ। অনাদীত্যাদি, অবিচ্ছিন্নসংপ্রদায়ত্বাদনাদি-নিধনম্। তদুক্তং—"অনাদি-নিধনা হ্যেষা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ংভুবা। আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ।" ইতি। "অনাদি-নিধনং ব্রহ্ম শব্দরূপং যদাত্মকম্।" ইতি চ। নিত্যেত্যাদি,—অত্র নিত্যত্বং কালানবচ্ছিন্নত্বম্। শুদ্ধত্বং—অবিদ্যাশূন্যত্বম্। তস্মাদেব, মুক্তত্বং—অবিদ্যা-নিবন্ধন-জন্মাদিরাহিত্যম্। বুদ্ধত্বং দীপ্তিমত্বম্। পুনশ্চ, 'স্বপ্রকাশত্বং'—অপরাধীনপ্রকাশত্বম্। চিন্মাত্রেতি 'মাত্র'পদং চিতঃ জ্ঞেয়ত্বশঙ্কা-নিরাসার্থম্। উক্তলক্ষণস্য ব্রহ্মণঃ আত্মনশ্চ ঐক্য বোধেনেত্যর্থঃ। বিকল্পঃ—বিবিধঃ জ্ঞাতৃ জ্ঞেয়াদিভাবেন কল্পঃ—বোধঃ।

নন্বু, অনাদি-নিধনাবিচ্ছিন্ন-সম্প্রদায়তয়া নির্দ্দোষস্যাপি শাস্ত্রস্য "জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গ-কামো যজেত," ইত্যেবমাদের্ভেদাবলম্বিনো বাধ্যত্বং প্রসজ্যেত ? সত্যং, "পূর্ব্বাপরাপচ্ছেদে পূর্ব্বশাস্ত্রবৎ" মোক্ষশাস্ত্রস্য নিরবকাশত্বাৎ তেন বাধ্যত এব। বেদান্তবাক্যেষ্বপি সগুণ-ব্রহ্মোপাসন-পরাণাং শাস্ত্রাণাময়মেব ন্যায়ঃ, নির্গুণত্বাৎ পরস্য ব্রহ্মণঃ।

নন্বু চ, "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ স সর্ব্ববিৎ।" [মুণ্ড০, ১।১।৯]। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞান-বলক্রিয়া চ।" [শ্বেতাশ্ব০, ৬।৮]। "স (?) সত্য-কামঃ, সত্য-সংকল্পঃ," [ছান্দো০, ৮।১।৫] ইত্যাদি-ব্রহ্মস্বরূপ-প্রতিপাদনপরাণাং কথং বাধ্যত্বং ? নির্গুণ-বাক্য-সামর্থ্যাদিতি ব্রূমঃ।

এতদুক্তং ভবতি,—"অস্থূলমনণ্বহ্রস্বম্", [বৃহদা০, ৩।৮।৮]। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম", [তৈত্তি০, ২।১।১]। "নির্গুণং নিরঞ্জনং", [শ্বেতা০,৬।১৬], ইত্যাদি-বাক্যানি নিরস্তসমস্তবিশেষ-কূটস্থনিত্য-চৈতন্যং প্রতিপাদয়ন্তি, ইতরাণি চ সগুণম্। উভয়বিধবাক্যানাং বিরোধে-

---

(৩৭)। ভাল, [এরূপ হইলে], অনাদি-নিধন, অর্থাৎ উৎপত্তি-বিনাশ-শূন্যতা এবং সম্প্রদায়-বিচ্ছেদ-রাহিত্য নিবন্ধন নির্দ্দোষ—'স্বর্গকামী পুরুষ জ্যোতিষ্টোম যাগ করিবে', ইত্যাদি শাস্ত্রেরও বাধা (অপ্রামাণ্য) হইতে পারে ? কারণ, উহাও ভেদাবলম্বী বা দ্বৈত-সাপেক্ষ। [উত্তর,] পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তীর মধ্যে 'অপচ্ছেদ' বা ব্যাঘাত ঘটিলে যেমন পূর্ব্ব শাস্ত্র দুর্ব্বল হয়, তেমন নিরবকাশত্বপ্রযুক্ত মোক্ষশাস্ত্র দ্বারা নিশ্চয়ই [ভেদাবলম্বী শাস্ত্র] বাধিত হইবে। আর, বেদান্ত শাস্ত্রেও যে-সকল বাক্য সগুণ-ব্রহ্মোপাসনা-বিধায়ক, তাহাদের সম্বন্ধেও এই রীতিই প্রযোজ্য; কারণ, পরব্রহ্ম নির্গুণ, [তাহার সম্বন্ধে গুণ-বিধান সত্য হইলে নির্গুণ বাক্যগুলি নির্ব্বিষয় হইয়া পড়ে]।

ভাল, 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি সর্ব্ববিৎ।' 'ইহাঁর (ব্রহ্মের) বিবিধাকার পরা শক্তি এবং স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান-বল ও ক্রিয়া শ্রুত হয়।' 'তিনি সত্যাভিলাষ ও সত্যসংকল্প (সংকল্প-সিদ্ধ)।' ইত্যাদি যে সকল বাক্যে (সগুণ-) ব্রহ্মস্বরূপ প্রতি পাদিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের বাধা হইবে কিরূপে ? [উত্তর—] আমরা বলি,—ব্রহ্মের নির্গুণত্ব-প্রতিপাদক বাক্যের বলে [বাধা হইবে]।

এই কথা উক্ত হইতেছে যে,—'ব্রহ্ম স্থূল নহে, সূক্ষ্ম নহে, এবং হ্রস্ব নহে'। 'ব্রহ্ম সত্য ও জ্ঞানস্বরূপ', এবং 'নির্গুণ ও নিরঞ্জন' ইত্যাদি বাক্যনিচয় সর্ব্বপ্রকার বিশেষ-ভাব-বিরহিত-নিত্য-চৈতন্যকে এবং অপর বাক্যসমূহ সগুণ ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করিতেছে। উভয় প্রকার (সগুণ-নির্গুণবোধক) বাক্যসমূহের বিরোধ উপস্থিত হইলে উক্ত 'অপচ্ছেদ'

হনেনৈবাপচ্ছেদন্যায়েন নির্গুণ-বাক্যানাং গুণাপেক্ষত্বেন পরত্বাদ্ বলীয়স্ত্বমিতি ন কিঞ্চিদপহীনম্ (*) ॥৩৭॥

ননু চ, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যত্র সত্য-জ্ঞানাদয়ো-গুণাঃ প্রতীয়ন্তে ? নেত্যুচ্যতে, সামানাধিকরণ্যেনৈকার্থত্ব-প্রতীতেঃ। (+)

ন্যায়ানুসারে নির্গুণ-বাক্যসমূহেরই সমধিক বলবত্তা, কারণ, গুণ-নিষেধক ঐ সকল বাক্য গুণ-সাপেক্ষ বলিয়া পরবর্ত্তী। অতএব, কোন বাক্যই বিফল হইতেছে না॥ (‡)

(৩৮)। ভাল, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এ স্থলে ত সত্য ও জ্ঞান প্রভৃতি গুণ প্রতীত হইতেছে ? বলিতেছি—না ; যেহেতু [সত্যজ্ঞানাদি বাক্যে] সামাধিকরণ্য বা পরস্পর বিশেষণ-বিশেষ্যভাব বশতঃ একার্থত্ব বা অভেদ অর্থ প্রতীত হইতেছে। (§)

(*) অত্র 'কূটস্থত্বং' নির্ব্বিকারত্বং, কূটবৎ নির্ব্বিকারেণ স্থিতঃ কূটস্থ উচ্যতে" ইতি পঞ্চদশ্যান্তেঃ।

"উভয়বিধ...অপহীনং"। অয়মাশয়ঃ,—সত্যেব নিষেধ্য-বিষয়ে নিষেধঃ প্রবর্ত্ততে, অসতি তু নৈব নিষেধঃ সংগচ্ছতে। ততশ্চ, প্রাক্ সগুণ-বাক্যেষু গুণোদ্দেশাভাবে, গুণ-প্রতিষেধপর-নির্গুণবাক্যানাং নির্ব্বিষয়ত্বং প্রসজ্যেত; প্রাক্প্রসক্তস্যৈব নিষেধ্যত্বাৎ। অতো নিষেধ্য-গুণসাপেক্ষত্বেন নির্গুণবাক্যানাং পরত্বং, পরত্বাচ্চ বলীয়স্ত্বম্। সগুণ-বাক্যানামপি উপাসনাপরত্বাৎ অবৈয়র্থ্যং, অতঃ সুষ্ঠূক্তং "ন কিঞ্চিদপহীনমিতি।"

(+) 'নমু...প্রতীতেঃ।" অত্র 'চ'-কারঃ দোষ্যান্তরসমুচ্চয়ার্থকঃ। 'সত্য-জ্ঞানাদয়ঃ' ইতি ভাবপ্রধানো নির্দ্দেশঃ ; সত্যত্ব-জ্ঞানত্বাদয় ইত্যর্থঃ। "দ্ব্যেকয়োর্দ্বিবচনৈকবচনে" ইত্যত্র দ্বিত্বৈকত্ব-পর-'দ্ব্যেক'শব্দবৎ, অন্যথা 'দ্ব্যেকেষু' ইতি স্যাৎ।

সামানাধিকরণ্যং হি "ভিন্ন-প্রবৃত্তিনিমিত্তানাং শব্দানামেকস্মিন্নর্থে বৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্য"মিত্যুক্তলক্ষণম্। সমানং একং অধিকরণং বিশেষণানামাধারভূতং অর্থাৎ বিশেষ্যং যস্য, তত্ত্বমেত্যাশয়ঃ।

(‡) তাৎপর্য্য, 'অপচ্ছেদ' কথাটী পূর্ব্বমীমাংসায় পরিভাষিত। তাহার ভাব এই,—অধ্বর্য্যু, প্রস্তোতা, প্রতিহর্ত্তা, উদ্গাতা, ব্রহ্মা ও যজমান, এই কয়জন যজ্ঞীয় পুরুষ পরপর ভাবে পরস্পরকে স্পর্শ করিয়া গমন করিবে। তন্মধ্যে, যদি পরস্পরের বিচ্ছেদ ঘটে, তবে ভিন্ন ভিন্ন প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে। কিন্তু, ক্রমে যদি একাধিকের বিচ্ছেদ ঘটে, তবে প্রত্যেকের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না, পরবর্ত্তী প্রায়শ্চিত্ত বিধি দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী প্রায়শ্চিত্ত-বিধি বাধিত হইয়া যায়, সগুণ-নির্গুণ-বোধক বাক্যেও ঠিক সেই নিয়ম,—'সত্যং জ্ঞানং' ইত্যাদি বাক্যগুলি ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ ভাব প্রতিপাদন করিতেছে; আর "সত্য-কামঃ সত্য-সংকল্পঃ" এবং 'যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ।' ইত্যাদি বাক্যনিচয় তাঁহার সগুণভাব প্রকাশ করিতেছে। যদি এই উভয়বিধ বাক্যের মধ্যে পরস্পর বিরোধ সংঘটিত হয়, তবে, নির্গুণ-বাক্যেরই প্রাধান্য বুঝিতে হইবে, কারণ এই যে, সগুণ-বাক্য সকল পূর্ব্ববর্ত্তী, আর নির্গুণ-বাক্যসকল পরবর্ত্তী। নিষেধের কোন বিষয় না থাকিলে কখনও নিষেধ হইতে পারে না; প্রথমে সগুণ-বাক্যে ব্রহ্মের যে সকল গুণগণ উক্ত হইয়াছে, নির্গুণবাক্যে সে সমুদয়েরই প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে ; প্রথমে সগুণ বাক্য না থাকিলে নির্গুণবাক্যের অবতারণাই অসঙ্গত হইত। পক্ষান্তরে, সগুণ-বাক্যেরই প্রাধান্য থাকিলে নির্গুণ-বাক্যগুলি অর্থহীন—নির্ব্বিষয়, সুতরাং উল্লেখ-যোগ্যই হইত না। "পূর্ব্ব-পরয়োঃ পরবিধির্বলবান্", এই নিয়মানুসারেও সগুণ অপেক্ষা নির্গুণ-বাক্যেরই বলবত্তা স্বীকার করিতে হইবে।

(§)। বিশেষণ বিশেষ্যভাব হইলেও সর্ব্বত্র সামানাধিকরণ্য হয় না। কারণ, তিন শ্রেণীর শব্দ দৃষ্ট হয় :—(১) কতক গুলি শব্দ আছে, তাহারা বিশেষণই হউক, আর বিশেষ্যই হউক, কখনই বিভিন্ন অর্থ বুঝায়

অনেকগুণ - বিশিষ্টাভিধানেঽপ্যেকার্থত্বমবিরুদ্ধমিতিচেৎ ? অনভিধানজ্ঞো দেবানাংপ্রিয়ঃ। একার্থত্বং নাম—সর্ব্বপদানামর্থৈক্যং, বিশিষ্টপদার্থাভিধানে বিশেষণভেদেন পদানামর্থ-ভেদোঽবর্জ্জনীয়ঃ, (*) ততশ্চৈকার্থত্বং ন সিধ্যতি। এবং তর্হি, সর্ব্বপদানাং পর্য্যায়তা স্যাৎ, অবিশিষ্টার্থাভিধায়িত্বাৎ। একার্থাভিধায়িত্বেঽপি অপর্য্যায়ত্বমবহিতমনাঃ

যদি বল [ব্রহ্মকে] অনেকগুণবিশিষ্ট বলিলেও একার্থত্ব-বিরুদ্ধ হয় না ? [উত্তর,] এই 'দেবানাংপ্রিয়' (†) অর্থাৎ মেষ বা পশু, বাক্য-প্রয়োগের নিয়ম জানে না। [কারণ এই যে,] একার্থত্ব কি ? না,—সমস্ত পদ গুলির অর্থৈক্য, অর্থাৎ একটীমাত্র অর্থবোধে পর্য্যবসান বা পরিসমাপ্তি। [গুণ-] বিশেষ-বিশিষ্ট কোন বস্তু (বিশেষ্যরূপে) অভিহিত হইলে তাহার বিশেষণের ভেদ থাকে, বিশেষণের ভেদ অনুসারে পদ-সমূহেরও অর্থভেদ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে, (‡) কাজেই 'একার্থত্ব' সিদ্ধ হইতে পারে না। [শঙ্কা—] এরূপ হইলে, সমস্ত পদগুলি যখন অবিশিষ্ট অর্থাৎ কেবল একই অর্থ প্রতিপাদন

না। যেমন গো, অশ্ব, মহিষ প্রভৃতি। এ সকলের কখনও সামানাধিকরণ্য হইতে পারে না। (২) কতকগুলি শব্দ আবার বিশেষণই হউক বা বিশেষ্যই হউক, কখনই ভিন্নার্থবোধক হয় না। যেমন,—ঘট, কলস, কুম্ভ প্রভৃতি। ইহাদেরও সামানাধিকরণ্য হয় না। (৩, আর কতকগুলি শব্দ বিশেষণরূপে ভিন্নার্থবোধক হইলেও বিশেষ্যের পক্ষে একার্থ ই বুঝায়। যেমন, 'গৌরবর্ণ যুবা পুরুষ,' এস্থলে 'গৌরবর্ণ' ও 'যুবা' এই বিশেষণ দুইটী পরস্পর ভিন্নার্থ হইলেও একমাত্র বিশেষ্য-'পুরুষ'কেই বুঝাইতেছে। এজন্য, এস্থলে 'একার্থ-বৃত্তিত্ব'-রূপ সামানাধিকরণ্য হইল। 'সত্য জ্ঞানাদি' স্থলেও 'সত্য, জ্ঞান' প্রভৃতি ধর্ম্মের পরস্পর অর্থভেদ থাকিলেও প্রধান-বিশেষ্য একমাত্র ব্রহ্মেই পর্য্যবসান হইতেছে ; সুতরাং, পূর্ব্বোক্ত সামানাধিকরণ্যের বিষয় হওয়ায় একার্থ প্রতিপাদকত্বও সিদ্ধ হইতেছে।

(*) সর্ব্বপদানাং এব একাভিধেয়ে পর্য্যবসানং, নতু বাক্যস্যেত্যর্থঃ। পৃথক্‌পৃথগর্থে পর্য্যবসায়িনাং পদানামেকপ্রধানার্থাশ্রয়াদ্ অর্থৈক্যং ব্যধিকরণবাক্য এব, সমানাধিকরণবাক্যে তু পদানামেবৈকার্থপর্য্যবসায়িত্বমুক্তং ভবতি। অত্র চ ব্যতিরেকেণ বিশেষ্যাভেদে বিশেষণাভেদশ্চ ভবতীত্যুক্তং ভবতি। (শ্রুত প্রকাশিকা)

(†) "দেবানাং প্রিয়" কথাটী মূর্খত্ব-জ্ঞাপক ও বিদ্রূপাত্মক। ইহার অর্থ—মেষ বা পশু। কারণ, সাধারণতঃ যজ্ঞে মেষ ও অন্যান্য পশু দেবতাগণের বলিরূপে প্রদত্ত হয়, এবং সেই পশু-বলি দ্বারা দেবগণের বহুবিধ তৃপ্তি হয়।

(‡) অভিপ্রায় এই যে, যেখানে সমান বিভক্তি দ্বারা বাক্য রচিত হয়, সেখানে, একটী মাত্র পদ বিশেষ্য, অপর গুলি তাহার বিশেষণ হয়। যদিও সেই বিশেষণ গুলির অর্থ আপাততঃ ভিন্ন-ভিন্ন প্রতীত হয় বটে, কিন্তু, ফলতঃ তাহারা একমাত্র সেই বিশেষ্যার্থেরই অনুসরণ করে। ইহাকেই 'একার্থত্ব' বলে। যেমন,—'শুক্লবর্ণ, সুগন্ধি ও সুরস ফল;' এ কথা বলিলে যদিও বর্ণ, গন্ধ, ও রস পদগুলি পরস্পর ভিন্নার্থবোধক হউক, তথাপি, এ স্থলে সকলেই বিশেষ্যরূপী একমাত্র ফলকেই বুঝাইতেছে। এইরূপ, 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম', ইত্যাদি বাক্যেও 'সত্য', 'জ্ঞান' ও অনন্ত' পদগুলি একমাত্র ব্রহ্মকে উদ্দেশ্য করিয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু, আর স্বতন্ত্র অর্থ বুঝাইতেছে না। কাজেই পদগুলির ব্রহ্মমাত্রপরত্ব হওয়ায় 'একার্থত্ব' সঙ্গত হইল।

শৃণু,—একত্ব-তাৎপর্য্য-নিশ্চয়াদেকস্যৈবার্থস্য তত্তৎপদার্থ-বিরোধি-প্রত্যনীকপরত্বেন সর্ব্বপদানামর্থবত্ত্বমেকার্থত্বমপর্য্যায়তা চ।

এতদুক্তং ভবতি,—লক্ষণতঃ প্রতিপত্তব্যং ব্রহ্ম সকলেতরপদার্থ-বিরোধিরূপম্। তদ্বিরোধিরূপং সর্ব্বমনেন পদত্রয়েণ ফলতো ব্যুদস্যতে।(*) তত্র 'সত্য'-পদং বিকারাস্পদত্বেনাসত্যাদ্বস্তুনো ব্যাবৃত্তপরং, 'জ্ঞান'-পদং চান্যাধীন-প্রকাশাজ্জড়রূপাদ্ বস্তুনো ব্যাবৃত্তপরম্, 'অনন্ত-'পদং চ

করিতেছে, তখন [বাক্যস্থ] পদগুলির পর্য্যায়তা বা সমানার্থতা হউক? [উত্তর,—] একার্থ-প্রতিপাদক হইলেও যে, পর্য্যায়তা হয় না, [তাহা তুমি] মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর,—[প্রথমতঃ পদগুলির] একই অর্থে তাৎপর্য্য-নিশ্চয় হয়; সেই নিশ্চয়-বলে সেই একটী অর্থই যথাসম্ভব (নিজ নিজ) বিরোধি-পদার্থের প্রতীতির প্রতিকূল বা বাধক হয়, তন্নিমিত্ত পদসমূহের সার্থকতা, একার্থ-প্রতিপাদকতা, এবং পর্য্যায়হীনতা সিদ্ধ হইয়া থাকে।

এই ভাব উক্ত হইতেছে যে,—লক্ষণের দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে হইবে,—তাঁহার স্বরূপটী অন্য সকল পদার্থ-বিরোধী, অর্থাৎ তিনি অপরবিধ পদার্থ-রাশি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই (সত্য প্রভৃতি) পদত্রয় ফলে-ফলে তদ্বিরোধী সমস্ত বস্তুকে [তাঁহা হইতে] পৃথক্ করিয়া দিতেছে। (†) তন্মধ্যে, 'সত্য' পদটী, বিকারশীল (সুতরাং) অসত্য বস্তু

বাচস্পতি মিশ্রও বলিয়াছেন যে,—"আনন্দো বিষয়ানুভবো নিত্যত্বং চেতি সন্তি ধর্ম্মা অপৃথক্ত্বেঽপি চৈতন্যাৎ পৃথগিবাবভাসন্তে।" অর্থাৎ আনন্দ, অনুভব (জ্ঞান), ও নিত্যত্ব, এই তিনটী ধর্ম্ম ব্রহ্মে আছে, বস্তুতঃ এ সকল, ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ না হইলেও—এক হইলেও যেন পৃথক্ বলিয়াই প্রতীত হয়।

পক্ষান্তরে বলা আবশ্যক যে, ঐ 'সত্য' 'জ্ঞান' প্রভৃতি পদগুলি পৃথক্‌ভাবে নিজ নিজ অর্থ বুঝাইয়া পরে যদি ব্রহ্মের সহিত অন্বিত হইত, তাহা হইলে ঐ তিনটী বিশেষণের সহযোগে এইরূপ প্রতীতি হইত যে,—'সত্য-ব্রহ্ম, জ্ঞান-ব্রহ্ম, ও আনন্দ-ব্রহ্ম।' কারণ, যেমন একই আলোক ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের কাচের সহযোগে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে, তেমন একটী বিশেষ্যও ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণ সহকারে বিভিন্নাকারে প্রতীত হয়। এই নিমিত্তই (কোন কোন মতে) বিশেষণভেদে বিশেষ্যেরও ভেদ স্বীকৃত হইয়া থাকে।

(*) "লক্ষণতঃ" অত্র 'লক্ষণ'-পদেন স্বরূপ-লক্ষণমেব বোদ্ধব্যম্, নতু তটস্থলক্ষণম্। এতেন ব্রহ্মণো জগৎকারণত্বেন শঙ্কিতা যে ভেদ-পরা দোষাঃ, তদ্দোষ-পরিজিহীর্ষয়া ব্রহ্মণঃ সকলেতর-বিরোধিত্বং প্রতিপাদয়তোঽস্য শোধক-পদত্রয়স্য ব্যাবৃত্তিপরত্বং সমুচিতমিত্যায়াতম্। সত্যাদি-বাক্যং তু স্বরূপমাত্রপরমেব, অত একার্থং, ব্যুদাসস্তু প্রসঙ্গাৎ সিদ্ধ ইত্যুক্তং "ফলত" ইতি।

অত্র যদ্যপি, সত্যাদীনামেকেনাপি পদেন সমস্ত-ব্যাবৃত্তির্ভবিতুমর্হতি, তথাপি ব্রহ্মণি শঙ্কিতস্যেতর-পদার্থ গত-বিরোধিত্বস্যৈকেন পদেন বারয়িতুমশক্যত্বাৎ পদত্রয়োপাদানং সার্থকম্।

(†) ব্রহ্মের লক্ষণ দ্বিবিধ, (১) স্বরূপ, (২) তটস্থ। নিজের রূপ বা বিশেষ বিশেষ ভাব গুলি 'স্বরূপ-লক্ষণ,' যেমন,—সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ। আর, যে লক্ষণ আগন্তুক—চিরস্থায়ী বা তাঁহার সমকালবর্ত্তী নহে, তাহা "তটস্থলক্ষণ", যেমন,—জগৎকর্তৃত্ব প্রভৃতি। এখানে 'লক্ষণ' অর্থে 'স্বরূপ লক্ষণ' বুঝিতে হইবে,—'তটস্থ-লক্ষণ' নহে। কারণ, তটস্থ-লক্ষণে ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থের অস্তিত্ব নিষিদ্ধ হয় না, সুতরাং শুদ্ধ বস্তু-স্বরূপ-

দেশতঃ কালতো বস্তুতশ্চ পরিচ্ছিন্নাদ্ব্যাবৃত্তপরম্। ন চ ব্যাবৃত্তি-র্ভাবরূপোঽভাবরূপো বা ধর্ম্মঃ, (*) অপি তু সকলেতর-বিরোধি ব্রহ্মৈব। যথা শৌক্ল্যাদেঃ কার্ষ্ণ্যাদি-ব্যাবৃত্তিস্তত্তৎপদার্থ-স্বরূপমেব, ন ধর্ম্মান্তরম্। এবমেকস্যৈব বস্তুনঃ সকলেতর-বিরোধ্যাকারতামবগময়দর্থবত্তরমেকার্থ-মপর্য্যায়ঞ্চ পদত্রয়ম্ ॥ ৩৭ ॥

তস্মাৎ (+) একমেব ব্রহ্ম স্বয়ংজ্যোতির্নির্ধূত-নিখিল-বিশেষমিত্যুক্তং ভবতি। এবং (‡) বাক্যার্থ-প্রতিপাদনে সত্যেব "সদেব সোম্যেদমগ্র-

---

হইতে ব্যাবৃত্তি করিতেছে। 'জ্ঞান'-পদটীও পরাধীন যাহার প্রকাশ, এমন জড়বর্গ হইতে ব্যাবৃত্তি করিতেছে, এবং 'অনন্ত' পদটী দেশ (স্থান), কাল ও বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বস্তু-নিচয় হইতে ব্রহ্মকে পৃথক্ করিতেছে।

'ব্যাবৃত্তি' পদার্থটা [ব্রহ্মের] ভাব কিংবা অভাবাত্মক কোন ধর্ম্ম নহে,—প্রত্যুত, অপর সর্ব্ব পদার্থ-বিরোধী ব্রহ্মই [ব্যাবৃত্তিস্বরূপ]। শুক্লত্বাদি গুণ দ্বারা কৃষ্ণত্ব প্রভৃতি গুণের ব্যাবৃত্তি হয়, সেই ব্যাবৃত্তিটী যেমন সেই-সেই ব্যবচ্ছেদ্য-পদার্থেরই স্বরূপ, [তাহা হইতে] পৃথক্ একটী ধর্ম্ম নহে। (§) তেমন, [এই] পদত্রয় একই বস্তুকে [ব্রহ্মকে] অপর সমস্ত বস্তুর বিরোধী বলিয়া জ্ঞাপন করায় সম্যক্ সার্থকতা লাভ করিয়াছে, একার্থত্বও বজায় রাখিয়াছে, এবং পর্য্যায়-দোষ হইতেও পরিত্রাণ পাইয়াছে ॥

(৩৮) এই কারণেই [পূর্ব্ববাক্যে] একত্বরূপে নিশ্চিত ব্রহ্মই স্বপ্রকাশ ও সর্ব্ববিধ বিশেষ অর্থাৎ প্রকার-ভেদ রহিত বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। [নির্ব্বিশেষত্ব-বোধক]

প্রতিপাদন হয় না। এই স্বরূপ-প্রতিপাদন ফলেই—অসত্য, অজ্ঞান (জড়) ও সান্ত পদার্থ সকলের 'ব্রহ্মত্ব' ব্যাবৃত্ত বা প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে।

(*) স্বমতে প্রভাকর-মতে চ ভাবরূপো ধর্ম্মঃ, বৈশেষিকাদিমতে তু অভাবরূপো ধর্ম্ম ইত্যুক্তং ভাবরূপঃ অভাবরূপো বেতি। পৃথক্ পৃথক্ ব্যাবর্ত্ত্যনিরাকরণেন অনন্তাদি-পদানাং সপ্রয়োজনত্বমস্তি, তস্মাচ্চ পদানাং পর্য্যায়ত্ব-শঙ্কা নিরস্তা। অর্থবত্তরং ইতি 'তর'-প্রত্যয়েন শৌক্ল্যাদি-দৃষ্টান্তাদপ্যত্র প্রয়োজনাধিক্যং সূচিতং ; পরোক্ষে ব্রহ্মণি সকলেতর-ভেদ-ব্যাবৃত্তিরেব প্রয়োজনাধিক্যমিত্যাশয়ঃ।

(+) তস্মাৎ—উক্তন্যায়ানু[illegible]ত্বাৎ অস্য বাক্যস্যেত্যাশয়ঃ।

(‡) অত্র কারণ-বাক্যৈকার্থত্বেন শোধক-বাক্যান্তরৈকার্থ্যেন চ হেতুদ্বয়েন বস্তুমাত্রপরত্বমুপপাদ্যতে। "এবং,—" বাক্যস্য নির্ব্বিশেষ-পরত্বেন নির্ব্বাহে সত্যেব ইত্যর্থঃ।

(§) 'ব্যাবৃত্তি' অর্থ—নিবৃত্তি বা বাধা প্রদান করা। যেমন, 'শুক্লপদ্ম' বলিলে 'নীলপদ্মের' নিবৃত্তি বা বারণ করা হয়। বৈশেষিকাদি দর্শনের মতে, এই ব্যাবৃত্তিটী অভাব-পদার্থ, আর প্রভাকর (মীমাংসক) ও নিজের মতে ব্যাবৃত্তিটী অভাব নহে—ভাবপদার্থ। যেমন, 'এটা রজত নহে—শুক্তি,' এ স্থলে রজতের যে ব্যাবৃত্তি করা হইয়াছে ; সেই ব্যাবৃত্তি শুক্তি ছাড়া আর কিছুই নহে, সেইরূপ, সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত; এই পদত্রয় দ্বারা ব্রহ্মে যে অসত্যত্ব, অজ্ঞানত্ব ও শান্তত্বের ব্যাবৃত্তি করা হইয়াছে ; সেই ব্যাবৃত্তিও ব্রহ্ম-স্বরূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

আসীৎ, একমেবাদ্বিতীয়ম্,” [ছান্দো০, ৬।২।১] ইত্যাদিভিরৈকার্থ্যং, “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে,” [তৈত্তি০ ৩।১।১]। “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ।” “আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ,” [ঐত০, ১।১।] ইত্যাদিভির্জগৎকারণতয়োপলক্ষিতস্য ব্রহ্মণঃ স্বরূপমিদমুচ্যতে,—“সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম”, [তৈত্তি০, ২।১।১] ইতি।

তত্র (*) সর্ব্বশাখা-প্রত্যয়ন্যায়েন কারণ-বাক্যেষু সর্ব্বেষু সজাতীয়-ব্যাবৃত্তমদ্বিতীয়ং ব্রহ্মাবগতং, জগৎ-কারণতয়োপলক্ষিতস্য ব্রহ্মণোঽদ্বিতীয়স্য প্রতিপিপাদয়িষিতস্বরূপং তদবিরোধেন বক্তব্যম্। (†) অদ্বিতীয়ত্ব-শ্রুতিঃ গুণতোঽপি সদ্বিতীয়তাং ন সহতে, অন্যথা “নিরঞ্জনং

বাক্যের অর্থ এইরূপ নিষ্পন্ন হইলেই, ‘হে প্রিয়দর্শন, ইহা (জগৎ) অগ্রে নিশ্চয়ই এক, অদ্বিতীয় (দ্বিতীয় রহিত) সৎই ছিল’, ইত্যাদি বাক্য-সমূহের সহিতও [উক্ত বাক্যের] সমানার্থত্ব রক্ষা পায়। [তাহার পর,] ‘যাঁহা হইতে এই ভূত সকল জন্ম লাভ করে, [তিনি ব্রহ্ম]।’ ‘হে সোম্য, এ জগৎ অগ্রে সৎই ছিল।’ ‘এ জগৎ অগ্রে (উৎপত্তির পূর্ব্বে) এক আত্ম-স্বরূপেই ছিল।’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ব্রহ্মকে জগৎ-কারণ রূপে [তটস্থ লক্ষণ দ্বারা] নির্দ্দেশ করিয়া এখন, তাঁহার এইরূপ স্বরূপ-লক্ষণ বলিতেছেন যে, ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ।’

তাহা হইলে, (কারণবোধক বাক্যের সহিত অন্য বাক্যের একার্থতা করাই নিয়ম হইলে) ‘সর্ব্বশাখা-প্রত্যয় ন্যায়’ (‡) অনুসারে কারণতা-বোধক সমস্ত বাক্যেই জানা গিয়াছে যে, ব্রহ্ম সজাতীয়-রহিত, অর্থাৎ ব্রহ্মের সমান-জাতীয় আর কিছুই নাই, সুতরাং জগৎকারণ বলিয়া বিশেষিত (পরিচিত) অদ্বিতীয় ব্রহ্মের যে স্বরূপ প্রতিপাদন করিতে হইবে, তাহা ঐ [কারণ-বোধক] বাক্যের অবিরুদ্ধভাবেই বলিতে হইবে। কারণ, [ব্রহ্মের] অদ্বিতীয়ত্ব-প্রতিপাদক শ্রুতি, কোন একটী গুণ দ্বারাও ব্রহ্মের সদ্বিতীয়তা সহ্য করে না, অর্থাৎ ব্রহ্ম অন্য এবং তাঁহার গুণ অন্য, এইরূপেও ভেদ (দ্বৈত) স্বীকার করে না; নচেৎ ‘[ব্রহ্ম] নিরঞ্জন ও নির্গুণ’, ইত্যাদি বাক্যের সহিতও বিরোধ উপস্থিত

(*) ‘তত্র’—কারণবাক্যৈকার্থ্যেঽপেক্ষিতে ইতি শ্রুতপ্রকাশিকা।

(†) “সদেব” “একমেব” ইতি সজাতীয়-বিজাতীয়-ব্যাবর্ত্তকাবধারণ-সমভিব্যাহৃতত্বাৎ ইদং ‘অদ্বিতীয়’-পদং গুণদ্বারাঽপি ব্রহ্মণঃ সদ্বিতীয়তাং ন সহতেইত্যভিসন্ধিঃ।

(‡) কোন এক শাখার উপনিষদে যে সকল নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে; তদ্ভিন্ন শাখান্তরীয় উপনিষদে উক্ত না হইলেও যে, সেই সমস্ত নিয়ম অবলম্বন করিয়া সামঞ্জস্য করা হয়, তাহাকে ‘সর্ব্বশাখা-প্রত্যয় ন্যায়’ বলে।

নিগু`ণম্’’ ইত্যাদিভিশ্চ বিরোধঃ। অতশ্চৈতল্লক্ষণবাক্যমখণ্ডৈকরসমেব প্রতিপাদয়তি ॥ ৩৮ ॥

ননু চ, সত্য-জ্ঞানাদি-পদানাং স্বার্থ-প্রহাণেন স্বার্থ-বিরোধি-ব্যাবৃত্ত-বস্তু-স্বরূপোপস্থাপনপরত্বেন লক্ষণা স্যাৎ ? নৈষ দোষঃ, অভিধান-বৃত্তেরপি তাৎপর্য্য-বৃত্তের্বলীয়স্ত্বাৎ। সামানাধিকরণ্যস্য হি ঐক্য এব তাৎপর্য্যমিতি সর্ব্বসম্মতম্।

ননু চ, সর্ব্ব-পদানাং লক্ষণা ন দৃষ্টচরী ? ততঃ কিং বাক্য-তাৎপর্য্য-বিরোধে সত্যেকস্যাপি ন দৃষ্টা ? সমভিব্যাহৃত-পদসমুদায়স্যৈতৎ তাৎপর্য্যমিতি নিশ্চিতে সতি দ্বয়োস্ত্রয়াণাং (*) সর্ব্বেষাং বা তদবিরোধায়ৈকস্যেব লক্ষণা ন দোষায়।

হয়। অতএব, [বুঝিতে হইবে যে,] এই স্বরূপলক্ষণবোধক (সত্যং জ্ঞানং ইত্যাদি) বাক্য অখণ্ড, এক-রস অর্থাৎ নির্ব্বিশেষরূপেই [ব্রহ্মকে] প্রতি-পাদন করিতেছে ॥

(৩৯)। ভাল, ‘সত্য-জ্ঞান’ প্রভৃতি পদগুলি যদি স্ব-স্ব অর্থ পরিত্যাগ করিয়া স্বার্থ-বিরুদ্ধ, কোন বিশেষ বস্তু-প্রতিপাদন করে; তাহা হইলে [সেই পদগুলির ত] ‘লক্ষণা’ করা হয়? (+) না,— এ দোষ হয় না, কারণ, অভিধান-বৃত্তি (শব্দের মুখ্যার্থ) অপেক্ষাও তাৎপর্য্যার্থ সমধিক বলবান হয়; আর, সামানাধিকরণ্যের (অভেদ-বিশেষ্য-বিশেষণ স্থলে) যে, ঐক্য বা অভেদ প্রতিপাদনেই [বাক্যের] তাৎপর্য্য, ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত।

ভাল, সমস্ত পদের লক্ষণা ত কুত্রাপি দৃষ্টি-গোচর হয় নাই? [উত্তর,—] তবে কি বাক্যের তাৎপর্য্যবিরোধ উপস্থিত হইলে এক পদেরও [লক্ষণা] দৃষ্ট হয় নাই? [বস্তুতঃ] সহ-পঠিতপদ-সমুদয়াত্মক বাক্যের যথন, ‘ইহাই তাৎপর্য্য’ এইরূপ [তাৎপর্য্য বিশেষ] নিশ্চিত হয়, তথন, কোন বিরোধ সম্ভাবিত থাকিলে, তৎ-পরিহারের জন্য, এক পদের ন্যায় দুই, তিন বা সমুদয় পদেরও লক্ষণা দোষাবহ নহে।

(*) দ্বয়োরিত্যাদি। অবিরোধ-বিরোধাবেব মুখ্য-লক্ষণাবৃত্তিস্বীকারে প্রযোজকৌ, নতু পদানামেকত্ব-দ্বিত্বাদিকমিত্যাশয়ঃ।

(+) তাৎপর্য্য,—শব্দ উচ্চারণমাত্র যে শক্তি-বলে প্রসিদ্ধ অর্থ জ্ঞাত হয়, তাহার নাম ‘অভিধাবৃত্তি’ বা মুখ্য শক্তি, এবং সেই শক্তি-লভ্য অর্থের নাম ‘মুখ্যার্থ’। যেখানে, এই মুখ্যার্থ গ্রহণ করিলে বক্তার তাৎপর্য্য বা অভিপ্রায় রক্ষা পায় না, সেখানে সেই তাৎপর্য্যের অবিরুদ্ধ অন্য একটী অর্থ যাহা দ্বারা বুঝায় হয়, তাহাকে ‘লক্ষণা’ বলে। যেমন ‘গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি’, অর্থাৎ গঙ্গাতে গোপপল্লী বাস করিতেছে, বলিলে, গোপপল্লীর গঙ্গা-জলে বাসকরা অসম্ভব, এই কারণে লক্ষণা দ্বারা ‘গঙ্গা’-শব্দে তাহার সন্নিহিত তীর অর্থ বুঝিতে হয়। জানা আবশ্যক যে, মুখ্যার্থের সম্ভব থাকিলে ‘লক্ষণা’ স্বীকার করা অতীব দোষাবহ।

তথাচ শাস্ত্রজ্ঞৈরভ্যুপগম্যতে,—কার্য্য-বাক্যার্থবাদিভিঃ (*) লৌকিক-বাক্যেষু সর্ব্বেষাং পদানাং লক্ষণা সমাশ্রীয়তে, অপূর্ব্ব-কার্য্য-এব 'লিঙাদের্মুখ্যবৃত্তত্বাৎ, লিঙাদিভিঃ ক্রিয়া-কার্য্যং লক্ষণয়া প্রতিপাদ্যতে; কার্য্যান্বিত-স্বার্থাভিধায়িনাং (†) চেতরেষাং পদানামপূর্ব্ব-কার্য্যান্বিত এব মুখ্যোঽর্থ ইতি ক্রিয়া-কার্য্যান্বিত-প্রতিপাদনং লাক্ষণিকমেব। অতো (‡) বাক্য-তাৎপর্য্যাবিরোধায় সর্ব্বপদানাং

শাস্ত্রাভিজ্ঞগণও এইরূপই [বহুপদের লক্ষণার নির্দ্দোষত্ব] স্বীকার করিয়া থাকেন,—কার্য্য-বাক্যার্থবাদিগণ (যাহারা বলেন, ক্রিয়াবোধক না হইলে কোন বাক্যই প্রমাণ নহে, এই মতাবলম্বিগণ) লৌকিক অর্থাৎ ব্যবহার-নিষ্পাদক বাক্যেও সমস্ত পদের লক্ষণা স্বীকার করেন। কারণ, [তাহাদের মতে] 'লিঙ্' প্রভৃতি [বিধি প্রত্যয়ের] মুখ্য অর্থ— কার্য্য বা উৎপাদনীয়—অপূর্ব্ব। সুতরাং [বলিতে হইবে যে,] লিঙ্ প্রভৃতি প্রত্যয় গুলি যে, ক্রিয়া—যজ্ঞাদিরূপ কার্য্য বুঝায়, তাহাও লক্ষণা দ্বারাই বুঝায়। আর, অপরাপর যে সকল পদ যজ্ঞাদি-ক্রিয়াবোধক বাক্যের সহিত অন্বিত বা সম্বদ্ধ হইয়া নিজ-নিজ অর্থ বুঝায়, এরূপ পদগুলিরও [যখন] অপূর্ব্ব-কার্য্য-সম্বদ্ধ অর্থই মুখ্য অর্থ; [তখন] ঐ সকল পদও যে, কেবল অনুষ্ঠেয়-কার্য্য-সম্বন্ধরূপ অর্থ বুঝায়, নিশ্চয়, তাহাও লাক্ষণিক বা লক্ষণামূলক। (§) অতএব, বাক্যের তাৎপর্য্য-বিরোধ-পরিহারের জন্য সমস্ত পদের লক্ষণাও দোষাবহ হয় না। অতএব, এই পূর্ব্বোক্ত বিষয় প্রতিপাদন করে, বলিয়াই বেদান্ত-বাক্যসকল প্রমাণ॥

(*) বাক্যস্থ প্রধান-প্রতিপাদ্যভূত কার্য্যার্থসমর্পক-পদস্য লাক্ষণিকত্বাৎ অন্বিতাভিধায়িনাং লক্ষণা স্যাদেব, ইত্যত আহ কার্য্য-বাক্যার্থবাদিভিরিতি।

(†) পদানামন্বিতাভিধায়িত্বেন কারক-পদানামপূর্ব্ব-কার্য্যান্বিতাভিধায়িনাং তদন্বিত এব মুখ্যোঽর্থঃ, ইতি তদন্বয়-ত্যাগে লক্ষণৈব, ইত্যাহ কার্য্যান্বিতেত্যাদি।

(‡) 'অতঃ'—সর্ব্বপদ-লক্ষণায়া যুক্তিসিদ্ধত্বাৎ, লৌকিক-পরীক্ষকৈশ্চাঙ্গীকৃতত্বাদিত্যর্থঃ।

(§) তাৎপর্য্য এই যে,—মীমাংসকগণ বলেন, "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাম্।" অর্থাৎ যজ্ঞাদি ক্রিয়া-প্রতিপাদন করাই সমস্ত বেদের একমাত্র উদ্দেশ্য, যে সকল বেদ-বাক্য কোন ক্রিয়া-বোধক নয়, সে সকল বাক্য নিরর্থক বা অপ্রমাণ। সুতরাং, তাঁহাদের মতে বুঝিতে হইবে যে, "কুর্য্যাৎ, ক্রিয়েত, কর্ত্তব্যং," ইত্যাদিরূপ ক্রিয়া-বোধক পদ না থাকিলে কোন বেদ-বাক্যই প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইবে না। কিন্তু, এইরূপ ক্রিয়া-বিধি-বিরহিত বাক্যও বেদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে, সে গুলির অপ্রামাণ্য হইলে ফলে-ফলে, স্বতঃ-প্রমাণ বেদেরই অপ্রামাণ্য দোষ ঘটিতে পারে, এই ভয়ে তাঁহারা পুনশ্চ বলিলেন,—'বিধিনা ত্বেক-বাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুঃ।" অভিপ্রায় এইযে,—যে সকল বেদ-বাক্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন ক্রিয়াবিধির উল্লেখ নাই, সেই সকল বাক্যও বিধিবাক্যের সহিত 'একবাক্যতা' প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ বিধি-বাক্যে, কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ প্রভৃতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যে সকল বিষয় অবশ্য বলা উচিত ছিল, অথচ বলা হয় নাই; বিধি-বাক্যে অপেক্ষিত সেই সকল বিষয় প্রকাশ করিয়া বিধিরই 'স্তাবক'রূপে সফল বা প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হয়।

লক্ষণাঽপি ন দোষঃ। অত ইদমেবার্থজাতং প্রতিপাদয়ন্তো বেদান্তাঃ প্রমাণম্ ॥ ৩৯ ॥

প্রত্যক্ষাদি-বিরোধে চ শাস্ত্রস্য বলীয়স্ত্বমুক্তম্। সতি চ বিরোধে বলীয়স্ত্বং বক্তব্যং, বিরোধ এব ন দৃশ্যতে নির্ব্বিশেষ-সন্মাত্র-ব্রহ্মগ্রাহিত্বাৎ প্রত্যক্ষস্য।

ননু চ, ঘটোঽস্তি পটোঽস্তীতি নানাকার-বস্তুবিষয়ং প্রত্যক্ষং কথমিব সন্মাত্র-গ্রাহীত্যুচ্যতে? বিলক্ষণ-গ্রহণাভাবে সতি সর্ব্বেষাং জ্ঞানানামেক-

---

(৪০) পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, যখন শাস্ত্রের সহিত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন শাস্ত্রই বলবত্তর, এবং বিরোধ উপস্থিত হইলেই [একের] বলবত্তা হয়। বস্তুতঃ, এখানে কোন বিরোধই পরিলক্ষিত হইতেছে না; কারণ, নির্ব্বিশেষ, সৎস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করা যায়; [প্রত্যক্ষে ত কাহারো বিবাদ নাই; সুতরাং তৎসম্বন্ধে বলাবল চিন্তারও আবশ্যক নাই]।

ভাল, 'ঘট আছে,' 'পট আছে' ইত্যাদি-প্রকার বিবিধ-বস্তু-বিষয়ে যখন প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়, তখন তাহা যে, সৎ-মাত্রগ্রাহী, অর্থাৎ সৎভিন্ন আর কিছুই যে, প্রত্যক্ষ দ্বারা জানা যায় না, একথা বলিতেছ কিরূপে?—[জ্ঞানের] যদি, গ্রাহ্য-বস্তুর গ্রহণ-নিবন্ধনই হউক বা

তাহাদের মতে কার্য্য বা ক্রিয়া-সাধ্য অপূর্ব্বই সমস্ত বাক্যের মুখ্য অর্থ। এই কারণেই ভাষ্যে, "কার্য্য-বাক্যার্থবাদিভিঃ" বলিয়া তাহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে। উক্তবিধ ক্রিয়া বোধক প্রত্যয়গুলি শাস্ত্রে 'লিঙ্' নামে অভিহিত হয়। কার্য্য বা ক্রিয়া-সাধ্য অপূর্ব্বই (অদৃষ্ট) লিঙ্-প্রত্যয়ের মুখ্য অর্থ—সাধারণ কার্য্যমাত্র নহে। "স্বর্গকামঃ অশ্বমেধেন যজেত।" 'স্বর্গাভিলাষী পুরুষ অশ্বমেধ যাগ করিবে,' এই বাক্যে 'যজেত'-পদে 'যজ' ধাতুর পর যে, বিধিলিঙ—'ইত' প্রত্যয় আছে, উহার অর্থ—যাগ-জনিত অপূর্ব্ব, (যাহার বলে যজ্ঞাদি কর্ত্তা মরণের পর স্বর্গফল লাভ করে), ইহাই উহার মুখ্য অর্থ। 'স্বর্গ-কাম' প্রভৃতি পদগুলি ঐ প্রধান অর্থের সহিত সম্মিলিত বা সম্বদ্ধ হইয়া নিজ নিজ অর্থ প্রতিপাদন করে—স্বতন্ত্রভাবে নহে। ভাষ্যে-"কার্য্যান্বিত-স্বার্থাভিধায়িনাং চেতরেষাং" কথায় এই অভিপ্রায়ই সূচিত হইয়াছে।

এ মতে, লৌকিক বাক্য সকলও উল্লিখিত নিয়মের সম্পূর্ণ অধীন, এইমাত্র বিশেষ যে, "অন্ন-কামঃ পচেত।" অর্থাৎ 'অন্নার্থী পাক করিবে,' এই লৌকিক-বাক্যে ক্রিয়া-বোধক 'লিঙ্' প্রত্যয় থাকিলেও উহার অর্থ অপূর্ব্ব বা অদৃষ্ট নহে—ক্রিয়া বা অনুষ্ঠান মাত্র। অথচ, 'লিঙ্' প্রত্যয়ের অপূর্ব্ব-ভিন্ন কোন অর্থ বুঝাইবার শক্তি নাই। অতএব, বুঝিতে হইবে যে, এই সকল 'লিঙ্' প্রত্যয় লক্ষণার সাহায্যে সাধারণ ক্রিয়া বা অনুষ্ঠান মাত্র—অর্থ প্রতিপাদন করে, শব্দের যাহা মুখ্যার্থ নহে, তাহা বুঝাইতে হইলেই লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এই কারণে, মীমাংসকেরা বলিয়া থাকেন, "লোকে 'লিঙ্' লাক্ষণিকী"। অর্থাৎ লৌকিক প্রয়োগে 'লিঙ্'-প্রত্যয়ের মুখ্য অর্থ নাই—সর্ব্বত্রই লাক্ষণিকার্থ। লৌকিক প্রয়োগে প্রধানাংশ 'লিঙ্' প্রত্যয়ই যখন লাক্ষণিক, তখন, অপরাপর পদগুলিও যে, ক্রিয়া-সমবেত হইয়াই অর্থ প্রকাশ করিবে; ইহাতে আর সংশয় কি? এই কারণেই লৌকিক-বাক্যে একাধিক পদেরও লক্ষণা স্বীকৃত হইয়া থাকে। ফল কথা,—বাক্যের তাৎপর্য্য বা অভিপ্রায় রক্ষার নিমিত্ত, আবশ্যক হইলে দুই, তিন, বা সমস্ত পদেরও লক্ষণা স্বীকার করিতে হইবে; তাহাতে কোন দোষ নাই।

বিষয়ত্বেন ধারাবাহিক-জ্ঞানবদেক-ব্যবহারহেতুতৈব স্যাৎ ? সত্যম্ ; তথৈবাত্র (*) বিবিচ্যতে,—কথং ঘটোঽস্তীত্যত্রাস্তিত্ব-তদ্ভেদশ্চ ব্যবহ্রিয়তে ? ন চ দ্বয়োরপি ব্যবহারয়োঃ প্রত্যক্ষমূলত্বং সম্ভবতি। তয়োর্ভিন্নকাল-জ্ঞানফলত্বাৎ প্রত্যক্ষ-জ্ঞানস্য চৈকক্ষণবর্ত্তিত্বাৎ তত্র স্বরূপং ভেদো বা প্রত্যক্ষস্য বিষয় ইতি বিবেচনীয়ম্। ভেদগ্রহণস্য স্বরূপগ্রহণ-তৎ-প্রতিযোগি-স্মরণ-সব্যপেক্ষত্বাদেব স্বরূপবিষয়ত্বমবশ্যাশ্রয়ণীয়মিতি ন স ভেদঃ প্রত্যক্ষেণ গৃহ্যতে। অতো ভ্রান্তি-মূল এব ভেদ-ব্যবহারঃ ॥৪০॥

কিংচ, ভেদো নাম কশ্চিৎ পদার্থো ন্যায়বিদ্ভির্নিরূপয়িতুং ন

স্বভাবতই হউক, কোন বৈলক্ষণ্য না থাকে, এবং একমাত্র সৎ-বস্তুই যদি সমস্ত জ্ঞানের গ্রাহ্য বিষয় হয় ; তবে, 'ধারাবাহিক' জ্ঞানের ন্যায় (†) সমস্ত জ্ঞানেরই একাকার প্রতীতি বা ব্যবহার হইতে পারে ? [জ্ঞানের পরস্পর পার্থক্য বোধ হইতে পারে না ?]। [এ কথার উত্তর—] হ্যাঁ, এখানে তাহাই বিবেচনা করা যাইতেছে,—[জিজ্ঞাসা করি,] 'ঘট আছে' (ঘটোঽস্তি), এই ব্যবহার স্থলে ঘটের অস্তিত্ব, এবং অপরাপর বস্তু হইতে যে, তাহার প্রভেদ, এই উভয়ের প্রতীতি হয় কিরূপে ? এক প্রত্যক্ষ দর্শনই [যুগপৎ বা ক্রমে] ঐ উভয়বিধ ব্যবহারের মূল বা কারণ হইতে পারে না। যে হেতু, ঐ উভয়ই বিভিন্নকালীন জ্ঞান-ফলাত্মক, অর্থাৎ অগ্রে সত্তার প্রতীতি, তাহারই ফলে পশ্চাৎ তদ্গত পার্থক্য প্রতীতি হইয়া থাকে ; অথচ, উক্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানটী এক-ক্ষণমাত্রস্থায়ী, (সুতরাং ক্রমে ঐ উভয় বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না)। অতএব, ঘটের অস্তিত্বই ঐ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় ? না,—তদ্গত পার্থক্য ? ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক।

বস্তুর স্বরূপানুভূতি ও ভেদ-প্রতিযোগীর (যাহা অপেক্ষায় ভেদব্যবহার হয়, তাহার) স্মরণ ব্যতীত কখনই ভেদ প্রতীতি হয় না, সুতরাং বস্তুর স্বরূপকেই প্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়া মানিতে হয়, কাজেই বস্তুর সেই প্রভেদটী আর প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্য হইতে পারে না ! অতএব, (বস্তু-গত) ভেদের যে, প্রত্যক্ষত্ব-ব্যবহার, তাহা ভ্রান্তিমূলক—বাস্তবিক নহে ॥

(৪১) আরও এক কথা,—ন্যায়বিৎ পণ্ডিতগণ, ভেদ-নামক কোন একটা পদার্থ নিরূপণ করিতে সমর্থ হন না। [কারণ,] ভেদ ত কোন বস্তুর স্বরূপ:নহে, [বস্তু স্বরূপ হইলে,]

(*) যথা সত্তামাত্রস্যৈব প্রত্যক্ষত্বং এক-ব্যবহারহেতুত্বং চ ভবেৎ, 'তথা'—ইত্যর্থঃ।

(†) অভিপ্রায় এই যে,—'ঘট' প্রভৃতি যে কোন একটী বিষয় অবলম্বন করিয়া যে, অবিচ্ছেদে বারংবার 'ঘট ঘট-' ইত্যাদি প্রকার একাকার জ্ঞান জন্মে, তাহাকে "ধারাবাহিক" জ্ঞান বলে। ধারাবাহিক জ্ঞান স্থলে জ্ঞেয় বিষয়ের ভেদ থাকে না ; এই কারণে জ্ঞানেরও ভেদ হয় না, জ্ঞান একই থাকে। এখানেও, যদি, এক সৎ বস্তুই সর্ব্বত্র জ্ঞানের বিষয় হইত, তবে, 'এটা ঘট, এটা পট' ইত্যাদি সমস্ত ভেদ-বুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া যাইত।

শক্যতে, ভেদস্তাবৎ ন বস্তুনঃ স্বরূপং, বস্তু-স্বরূপে গৃহীতে স্বরূপ-ব্যবহারবৎ সর্ব্বস্মাদ্ ভেদব্যবহার-প্রসক্তেঃ।

নচ বাচ্যম্, স্বরূপে গৃহীতেঽপি 'ভিন্ন' ইতি ব্যবহারস্য প্রতিযোগি-স্মরণ-সব্যপেক্ষত্বাৎ তৎস্মরণাভাবেন তদানীমেব ন ভেদ-ব্যবহার ইতি। স্বরূপমাত্র-ভেদবাদিনো হি প্রতিযোগ্যপেক্ষা চ নোৎপ্রেক্ষিতুং ক্ষমা, স্বরূপ-ভেদয়োঃ স্বরূপত্বাবিশেষাৎ। যথা স্বরূপ-ব্যবহারো ন প্রতিযোগ্য-পেক্ষঃ, ভেদ-ব্যবহারোঽপি তথৈব স্যাৎ; হস্তঃ কর ইতিবৎ ঘটো ভিন্ন ইতি পর্য্যায়ত্বং চ স্যাৎ? নাপি ধর্ম্মঃ, ধর্ম্মত্বে সতি তস্য স্বরূপাদ্ ভেদোঽবশ্যাশ্রয়ণীয়ঃ, অন্যথা স্বরূপমেব স্যাৎ, ভেদে চ তস্যাপি ভেদস্তদ্ধর্ম্মঃ, তস্যাপীত্যনবস্থা॥৪১॥

কিংচ, জাত্যাদি-ধর্ম্মবিশিষ্ট-বস্তু-গ্রহণে সতি ভেদ-গ্রহণম্, ভেদ-গ্রহণে সতি জাত্যাদি-ধর্ম্মবিশিষ্ট-বস্তু-গ্রহণমিতি অন্যোন্যাশ্রয়ণম্। অতো ভেদস্যাপি দুর্নিরূপত্বাৎ সন্মাত্রস্যৈব প্রকাশকং প্রত্যক্ষম্।

বস্তু স্বরূপ জানিলে, যেরূপ তাহার ব্যবহার করা যায়, সেইরূপ অপর সকল পদার্থ হইতে তাহার যে প্রভেদ আছে, তাহারও ব্যবহার হইতে পারিত? [কারণ, ভেদ ত বস্তুরই স্বরূপ]।

একথাও বলিতে পার না যে,—'ইহা অমুক হইতে ভিন্ন' এইরূপ ব্যবহারে প্রতিযোগীর (যাহা হইতে ভেদ করা হয়, তাহার) স্মরণের অপেক্ষা আছে; সুতরাং, সেই প্রতিযোগি-স্মরণ না থাকায় তখন, স্বরূপ-প্রতীতি-সত্ত্বেও ভেদ-ব্যবহার হইতে পারে না?' যেহেতু, যাহারা বস্তু-ভেদকে বস্তু-স্বরূপই বলেন; [ভেদ প্রতীতির জন্য যে,] প্রতিযোগি-স্মরণের অপেক্ষা (আছে বা থাকিতে পারে), ইহা তাহারা কল্পনাও করিতে পারেন না। কারণ, (তাহাদের মতে) বস্তুর স্বরূপ ও তদ্ভেদ, উভয়ই বস্তু-'স্বরূপ', কিছু মাত্র বিশেষ নাই। স্বরূপতঃ বস্তু-ব্যবহারে যেরূপ প্রতিযোগি-স্মরণের অপেক্ষা নাই; সেইরূপ তাহার ভেদব্যবহারেও অপেক্ষা থাকিতে পারে না। এবং [এই মতে], 'হস্ত' ও 'কর' শব্দের ন্যায় 'ঘট' ও 'ভিন্ন' এতদুভয়েরও পর্য্যায়ত্ব বা একার্থতা হইতে পারে?

আরও এক কথা,—ঐ ভেদ বস্তুর ধর্ম্মও নহে। কারণ, ধর্ম্ম হইলে বস্তু-স্বরূপ হইতে নিশ্চয়ই তাহার ভেদ স্বীকার করিতে হয়, নচেৎ উহা স্বরূপই হইয়া পড়ে, স্বরূপ হইতে ঐ ভেদেরও আবার ভেদ স্বীকার করিলে, আবার তাহার ভেদ ও তাহার ধর্ম্ম, এবং তাহারও ভেদ ও তাহার ধর্ম্ম, এইরূপে অনবস্থা দোষ ঘটে॥

(৪২)। অপি চ; ঘটত্বাদি-জাতি ও শুক্লাদি গুণ, ইত্যাদি ধর্ম্ম-বিশিষ্ট বস্তুর জ্ঞান হইলেই তদ্‌গত ভেদ-প্রতীতি হইবে। আবার, ভেদ প্রতীতি হইলে পর (ঘটত্বাদি) জাতি-

কিঞ্চ, ঘটোঽস্তি, পটোঽস্তি, ঘটোঽনুভূয়তে, পটোঽনুভূয়তে, ইতি সর্ব্বে পদার্থাঃ সত্তানুভূতিঘটিতা এব দৃশ্যন্তে। অত্র সন্মাত্রং সর্ব্বাসু প্রতিপত্তিষ্বনুবর্ত্তমানং দৃশ্যতে, ইতি তদেব পরমার্থঃ, বিশেষাস্তু ব্যাবর্ত্তমানতয়া অপরমার্থা রজ্জু-সর্পাদিবৎ। যথা রজ্জুরধিষ্ঠানতয়া অনুবর্ত্তমানা সতী পরমার্থা, ব্যাবর্ত্তমানাঃ সর্প-ভূদলনাম্বুধারাদয়োঽপরমার্থাঃ'॥ ৪২ ॥

ননু চ, রজ্জু-সর্পাদৌ 'রজ্জুরিয়ং, নায়ং সর্প' ইত্যাদি-রজ্জ্বাদ্যধিষ্ঠান-যাথাত্ম্য-জ্ঞানেন বাধিতত্বাৎ সর্পাদেরপারমার্থ্যং, ন ব্যাবর্ত্তমানত্বাৎ। রজ্জ্বাদেরপি পারমার্থ্যং নানুবর্ত্তমানতয়া, কিন্ত্ববাধিতত্বাৎ। অত্র তু, অবাধিতানাং ঘটাদীনাং কথমপারমার্থ্যম্? উচ্যতে,—ঘটাদৌ দৃষ্টা ব্যাবৃত্তিঃ, সা কিংরূপেতি বিবেচনীয়ম্,—কিং ঘটোঽস্তীত্যত্র পটাদ্যভাবঃ? সিদ্ধং তর্হি ঘটোঽস্তীত্যনেন পটাদীনাং বাধিতত্বম্।

বিশিষ্ট-বস্তুর জ্ঞান হইবে। এইরূপে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটে। অতএব, ভেদ-নিরূপণ যখন অসম্ভব, তখন স্বীকার করিতে হয় যে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান 'সৎ' বস্তুরই প্রকাশক—অন্যের নহে।

আর এক কথা,—'ঘট আছে, পট আছে' এবং 'ঘট অনুভূত হইতেছে' ইত্যাদি রূপে সমস্ত পদার্থই 'সত্তা' ও অনুভূতি সহকারে অনুভূত হইতে দেখাযায়। উক্ত প্রকার সমস্ত অনুভূতিতেই একমাত্র 'সৎ' বা সত্তারই অনুবৃত্তি দৃষ্ট হয়, সুতরাং সেই 'সৎ'ই পরমার্থ বা যথার্থ বিষয়। পক্ষান্তরে, ঘট পটাদি বিশেষ ধর্ম্ম সকল পরস্পর ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ ছাড়াছাড়ি-ভাবে থাকে, এই কারণে, রজ্জু-সর্পাদির ন্যায় সেই সমুদয় (বিশেষ) অপরমার্থ বা অসৎ। অর্থাৎ, যেমন, সর্পের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়রূপে বর্ত্তমান থাকে বলিয়া রজ্জুটী পরমার্থ, আর, [সেই স্থলেই] ব্যাবর্ত্তমান অর্থাৎ পরিবর্ত্তনশীল সর্প, ভূ-দলন (মাটীর ফাট) ও জল-ধারা প্রভৃতি অসত্য। ['ঘট আছে', ইত্যাদি স্থলেও ঠিক্ সেইরূপ,—একমাত্র সত্তাই পরমার্থ সত্য বিষয়, আর ঘটাদি পদার্থ সকল অপরমার্থ]॥

(৪৩)। পুনশ্চ প্রশ্ন হইতেছে যে, 'রজ্জু-সর্পাদি স্থলে 'ইহা সর্প নহে—রজ্জু' ইত্যাদি ভ্রমের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়ীভূত রজ্জু প্রভৃতি বস্তুর সত্যত্ব-জ্ঞান দ্বারা বাধিত হয় বলিয়াই ঐ সর্পাদির অপারমার্থিকত্ব বা মিথ্যাত্ব [বুঝিতে হয়], কিন্তু, ব্যাবৃত্তি নিবন্ধন নহে। পক্ষান্তরে, ঐ রজ্জু প্রভৃতিরও যে, পারমার্থিকতা, তাহাও অনুবৃত্তি নিবন্ধন নহে,—কিন্তু, অবাধিতত্ব নিবন্ধন। এখানে, ঘটাদি পদার্থের বাধা নাই, তবে, তাহাদের অপরমার্থত্ব হইবে কেন? হ্যাঁ, বলা যাইতেছে,—ঘটাদিতে যে পটাদির ব্যাবৃত্তি (ভেদ) দৃষ্ট হয়, তাহা কি প্রকার, ইহা বিবেচনা করা আবশ্যক,—'ঘট আছে,' এ স্থলে কি পটাদির অভাব [বুঝিতে হইবে]? তাহা হইলে ত 'ঘট আছে' বলায় পটাদির বাধিতত্ব বা বাধ সিদ্ধই হইল?

অতো বাধ-ফলভূতা বিষয়-নিবৃত্তির্ব্যাবৃত্তিঃ, সা ব্যাবর্ত্তমানানাম-পারমার্থ্যং সাধয়তি, রজ্জুবৎ সন্মাত্রমবাধিতমনুবর্ত্ততে। তস্মাৎ সন্মাত্রাতিরেকি সর্ব্বমপরমার্থম্। প্রয়োগশ্চ ভবতি,— সৎ পরমার্থম্ অনুবর্ত্তমানত্বাৎ, রজ্জু-সর্পাদৌ রজ্জ্বাদিবৎ। ঘটাদয়োঽপরমার্থা ব্যাবর্ত্ত-মানত্বাৎ, রজ্জ্বাদ্যধিষ্ঠান-সর্পাদিবদিতি। এবং সত্যনুবর্ত্তমানানুভূতিরেব পরমার্থা ; সৈব সতী ॥ ৪৩ ॥

ননু চ, সন্মাত্রমনুভূতের্বিষয়তয়া ততো ভিন্নম্, নৈবম্ ; ভেদো হি প্রত্যক্ষাবিষয়ত্বাদ্ দুর্নিরূপত্বাচ্চ পুরস্তাদেব নিরস্তঃ। অতএব, সতোঽনু-ভূতি-বিষয়ভাবোঽপি ন প্রমাণ-পদবীমনুসরতি। তস্মাৎ সৎ অনুভূতিরেব ; সা চ স্বতঃসিদ্ধা অনুভূতিত্বাৎ, অন্যতঃ সিদ্ধৌ ঘটাদিবদননুভূতিত্ব-প্রসঙ্গঃ।

অতএব, পটাদিবিষয়ের নিষেধাত্মক যে ব্যাবৃত্তি, তাহা পটাদি-বাধেরই ফলস্বরূপ। সেই ব্যাবৃত্তিই ব্যাবর্ত্তমান অর্থাৎ নিষিদ্ধ পটাদির অপারমার্থিকত্ব সাধন করে, এবং [রজ্জু-সর্পের] অবাধিত রজ্জুর ন্যায় কেবল সৎ বা সত্তা ধর্ম্মটী অবাধিত ভাবে সর্ব্বত্র অনুবৃত্তি বা অনুগমন করে। অতএব, সৎ ভিন্ন আর সমস্তই অপরমার্থ। (*) এ বিষয়ে অনুমানও করা যাইতে পারে, 'সৎপদার্থই পরমার্থ বা সত্য, যেহেতু, উহা (সর্ব্বত্র) অনুবৃত্ত হয় ; যেমন, রজ্জু-সর্পাদি স্থলে রজ্জু প্রভৃতি। ঘটাদি পদার্থ অপরমার্থ বা মিথ্যা, যেহেতু উহারা ব্যাবৃত্ত হয় ; যেমন, রজ্জু-প্রভৃতি আশ্রয়ে স্থিত সর্প প্রভৃতি। এই নিয়মানুসারে [জানা যায় যে,] সর্ব্বত্র অনুবর্ত্তমান অনুভূতিই পরমার্থ, এবং তাহাই সৎপদার্থ॥

(৪৪)। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা হইতেছে যে, সৎ যখন অনুভবের বিষয়, অর্থাৎ অনুভবের গ্রাহ্য, তখন নিশ্চয়ই তাহা অনুভব হইতে ভিন্ন ; না,—এরূপ বলিতে পার না। কারণ, উক্ত ভেদ প্রত্যক্ষ দ্বারা জানা যায় না, এবং [অন্য প্রমাণ দ্বারাও] নিরূপণ করা যায় না ; এই কারণে উহা প্রথমেই পরিত্যক্ত হইয়াছে। এই কারণেই, শুধু সৎ বা সত্তা যে, অনুভূতির বিষয় হয়, ইহা

(*) তাৎপর্য্য এই যে, যে সময় রজ্জুতে সর্প-ভ্রম উপস্থিত হয়, তখন রজ্জুর স্বরূপ প্রচ্ছন্ন থাকে, একটা সর্প মাত্র দৃষ্ট হয়। যেই মুহূর্ত্তে ঐ রজ্জুকে 'রজ্জু' বলিয়া জানা যায়, তন্মুহূর্ত্তেই সেই পূর্ব্বদৃষ্ট সর্প বাধিত ও অন্তর্হিত হইয়া যায়। এই কারণে ঐ সর্প মিথ্যা, এবং রজ্জু অবাধিত বা স্থিরভাবে থাকে, এই কারণে তাহা সত্য। বাধিত অর্থ 'মিথ্যা' রূপে নিশ্চিত হওয়া। "বাধো মিথ্যাত্ব-নিশ্চয়ঃ।" [পঞ্চদশী]। 'ব্যাবৃত্তি' ও 'অনুবৃত্তি' কথার অর্থ এই যে, একত্র দৃষ্ট দুই বা ততোধিক ধর্ম্মের যে, পরস্পর বিয়োগ বা ছাড়াছাড়িভাবে অবস্থিতি, তাহার নাম—'ব্যাবৃত্তি', আর তাহার বিপরীতভাবে অর্থাৎ সর্ব্বত্র অনুস্যূতরূপে থাকার নাম 'অনুবৃত্তি'। যেমন,—'নীল ঘট ও শুক্ল ঘট।' এ স্থলে নীল ও শুক্ল গুণদ্বয় ঘট ছাড়িয়া অন্যত্রও থাকে, একারণ, উহারা—'ব্যাবৃত্ত', আর 'ঘটত্ব' ধর্ম্মটী কখনই ঘট ছাড়িয়া থাকে না, এই হেতু, উহা 'অনুবৃত্ত'।

কিঞ্চ, অনুভবান্তরাপেক্ষা চ অনুভূতির্ন শক্যা কল্পয়িতুম্, স্বসত্তয়ৈব প্রকাশমানত্বাৎ। নহি অনুভূতির্বর্ত্তমানা ঘটাদিবদপ্রকাশা দৃশ্যতে; যেন পরায়ত্ত-প্রকাশাভ্যুপগম্যেত ॥৪৪॥

অথৈবং মনুষে;উৎপন্নায়ামপ্যনুভূতৌ বিষয়মাত্রমবভাসতে—ঘটোঽনুভূয়তইতি। নহি কশ্চিৎ ঘটোঽয়মিতি জানন্ তদানীমেবাবিষয়ভূতামনিদম্ভাবামনুভূতিমপ্যনুভবতি। তস্মাদ্ ঘটাদি-প্রকাশ-নিষ্পত্তৌ চক্ষুরাদি-

কোন প্রমাণ-পথে উপস্থিত হয় না, অর্থাৎ তাহা কোন প্রমাণ দ্বারা বুঝান যায় না। এই কারণেই সৎ-পদার্থটী অনুভূতি হইতে ভিন্ন নহে, এবং অনুভূতি বলিয়াই উহা স্বতঃসিদ্ধ,—[কোন প্রমাণের অপেক্ষা করে না] উহার সিদ্ধি অন্য-প্রমাণের অধীন হইলে [প্রমাণান্তর-সিদ্ধ-] ঘটাদি পদার্থের ন্যায় উহাও অননুভূতি হইয়া যাইত, অর্থাৎ উহা অনুভব বলিয়াই পরিগণিত হইতে পারিত না। (*)

অপি চ, অনুভূতির সত্তাই যখন প্রকাশমান বা স্বপ্রকাশ, তখন সেই (স্বপ্রকাশ) অনুভূতির প্রকাশের নিমিত্ত আর অন্য অনুভূতি কল্পনা করিতে পারা যায় না, ঘটাদি পদার্থ যেরূপ অপ্রকাশ অবস্থায় অবস্থান করে, অনুভূতিকে সেইরূপ অপ্রকাশ অবস্থায় অবস্থিত দেখা যায় না, যাহাতে উহার প্রকাশকেও পরাধীন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে॥

৪৫। যদি এরূপ মনে কর যে, অনুভূতি সমুৎপন্ন হইলেও তাহাতে কেবল 'ঘট অনুভূত হইতেছে' ইত্যাকারে বিষয়—ঘটই প্রকাশ পায়, [স্বয়ং অনুভূতি প্রকাশ পায় না]। কারণ, 'এটী ঘট' এইরূপ জ্ঞান কালে কেহই ত 'ইদংভাব'-শূন্য (শ্বেত-পীতাদি বিশেষ বিশেষ ভাব রহিত) ও অবিষয় (প্রমাণের অগ্রাহ্য) অনুভূতিকেও অনুভব করে না। অতএব, ঘটাদির প্রকাশ-সম্পাদনে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গের সন্নিকর্ষ বা সান্নিধ্য যেমন হেতু, তেমনি অনুভূতির প্রকাশে কেবল স্বীয় সদ্ভাবই একমাত্র হেতু। তাহার পর, 'অর্থ'—ঘটাদি বিষয়ের যে, কাদাচিৎক (স্বভাবসিদ্ধ নহে, আগন্তুক) অধিকতর প্রকাশ দৃষ্ট হয়, সেই প্রকাশ দর্শনরূপ লিঙ্গ (হেতু) দ্বারা অনুভূতিরও সদ্ভাব অনুমিত হয়। (†)

(*) তাৎপর্য্য এই যে, ঘটাদি পদার্থগুলি অনুভবের বিষয়—অনুভূত হয়, এই কারণে উহারা অনুভূতি হইতে ভিন্ন,—অননুভূতি। কারণ, একই বস্তু কখনই বিষয় (জ্ঞেয়) ও বিষয়ী (জ্ঞান) হইতে পারে না। সুতরাং অনুভূতিকেও যদি অপর প্রমাণ দ্বারা অনুভব করিতে হয়, তবে, ঐ অনুভূতিও অনুভাব্য হইয়া পড়ে, তাহা হইলে ঘটাদি বিষয়ের সহিত অনুভূতির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য থাকে না। অতএব ঘট যেমন অনুভূতির বিষয় বলিয়াই অনুভূতি নহে, তেমন অনুভূতি যদি প্রমাণান্তরের বিষয় হইত, তবে নিশ্চয়ই উহাও অনুভূতি হইতে পৃথক্—অননুভূতি হইত। এই কারণেই অনুভূতিকে 'স্বতঃসিদ্ধ' বলা হয়।

(†) অভিপ্রায় এই যে, অনুভবের পূর্ব্বে অনুভাব্য ঘটটী অপ্রকাশ বা অবিজ্ঞাত ছিল। এখন যখন সেই ঘটই প্রতীতি-গোচর হইতেছে, তখন, এ বিষয়ে নিশ্চয়ই অনুভূতি জন্মিয়াছে, নচেৎ প্রতীতি হইতে পারে না। এইরূপে অনুভবের অনুমান করিতে হয়।

করণ-সন্নিকর্ষবদনুভূতেঃ সদ্ভাব এব হেতুঃ। তদনন্তরমর্থগত-কাদাচিৎক-প্রকাশাতিশয়-লিঙ্গেন অনুভূতিরনুমীয়তে।

এবং তর্হি, অনুভূতেরজড়ায়া অর্থবজ্জড়ত্বমাপদ্যেত, ইতি চেৎ? কিমিদম্ জড়ত্বং নাম? ন তাবৎ স্বসত্তায়াঃ প্রকাশাব্যভিচারঃ, সুখাদিষ্বপি এতৎসম্ভবাৎ। নহি কদাচিদপি সুখাদয়ঃ সন্তো নোপলভ্যন্তে। অতোঽনুভূতিঃ স্বয়মেব নানুভূয়তে, অর্থান্তরং স্পৃশতোঽপ্যঙ্গুল্যগ্রস্য স্বাত্ম-স্পর্শবদশক্যত্বাদিতি।

তদিদমনাকলিতানুভব-বিভবস্য স্বমতি-বিজৃম্ভিতম্, অনুভূতি-ব্যতিরেকিণো বিষয়-ধর্ম্মস্য প্রকাশস্য রূপাদিবদনুপলব্ধেঃ। উভয়াভ্যুপেতানুভূত্যৈবাশেষ-ব্যবহারোপপত্তৌ প্রকাশাখ্যার্থ-ধর্ম্মকল্পনানুপপত্তেশ্চ। অতো নানুভূতিরনুমীয়তে, নাপি জ্ঞানান্তর-সিদ্ধা, অপিতু সর্ব্বং সাধয়ন্ত্যনুভূতিঃ স্বয়মেব সিধ্যতি। প্রয়োগশ্চ,—অনুভূতিরনন্যাধীন-

---

(যদি বল,) এরূপ হইলে ঘটাদি বিষয়ের মত অজড়া (চিন্ময়ী) অনুভূতিরও জড়ত্ব (জ্ঞানভিন্নত্ব) হইতে পারে? [উত্তর,—] এই অজড়ত্ব পদার্থটা কি?—যাহার সদ্ভাবে কখনও প্রকাশের ব্যভিচার (অভাব) হয় না, [ইহা বলিতে পার] না, যেহেতু সুখাদি স্থলেও তাহা (প্রকাশের অব্যভিচার) সম্ভব। কারণ, বিদ্যমান সুখাদি কখনও অনুপলব্ধ বা অবিজ্ঞাত থাকে না। অতএব, অঙ্গুলীর অগ্রভাগ যেরূপ অপর বস্তু স্পর্শ করিতে পারিলেও নিজেকে স্পর্শ করিতে পারে না, কারণ, উহা তাহার শক্তি-সাধ্য নহে; সেইরূপ, অনুভূতি স্বয়ংই অনুভূত, তাহার আর অনুভবান্তর হইতে পাবে না। (*)

অতএব, উক্ত আপত্তিসকল অনুভব-মহিমানভিজ্ঞ ব্যক্তির মনঃকল্পনামাত্র, (ইহাতে কোন প্রমাণ বা যুক্তি নাই)। কারণ, বিষয়-ধর্ম্মরূপ (শ্বেত-পীতাদি) যেরূপ [সর্ব্ব-সাধারণের] উপলব্ধি-গোচর হয়, [কিন্তু] বিষয়ের (জ্ঞেয় বস্তুর) ধর্ম্ম হইলেও অনুভূতির অতিরিক্ত সেরূপ কোন প্রকাশ উপলব্ধ হয় না, এবং উভয়- (বাদী ও প্রতিবাদি-) সম্মত অনুভূতি দ্বারাই যখন সমস্ত ব্যবহার উপপন্ন হইতে পারে, তখন, বিষয়ের প্রকাশনামক একটা অতিরিক্ত ধর্ম্ম কল্পনা করা সঙ্গত হয় না। অতএব, অনুভূতি অনুমান-সিদ্ধও নহে, কিংবা জ্ঞানান্তর-সিদ্ধও নহে, পরন্তু, সর্ব্ব ব্যবহার সম্পাদন করে বলিয়াই অনুভূতি স্বতঃসিদ্ধ। এ বিষয়ে প্রয়োগ বা অনুমান প্রণালী এইরূপ,—অনুভূতির স্বীয় ধর্ম্ম (অনুভূতিত্ব বা প্রকাশ) ও তাহার ব্যবহার

(*) এ কথার অভিপ্রায় এই শ্লোকে উত্তমরূপে বিবৃত হইয়াছে, "অঙ্গুল্যগ্রং যথাত্মানং নাত্মনা স্প্রষ্টুমর্হতি। স্বাংশেন জ্ঞানমপ্যেবং নাত্মানং জ্ঞাতুমর্হতি।" অর্থাৎ অঙ্গুলীর অগ্রভাগ যেমন নিজে নিজকে স্পর্শ করিতে পারে না; তেমনি, জ্ঞানও কোন জ্ঞান দ্বারা আপনাকে জানিতে পারে না। অর্থাৎ জ্ঞান স্বয়ংই প্রকাশমান।

স্বধর্ম্ম-ব্যবহারা, স্বসম্বন্ধাদর্থান্তরে তদ্ধর্ম্ম-ব্যবহার-হেতুত্বাৎ। (*) যঃ স্বসম্বন্ধাদর্থান্তরে তদ্ধর্ম্ম-ব্যবহারহেতুঃ, স তয়োঃ স্বস্মিন্ অনন্যাধীনো দৃষ্টঃ, যথা রূপাদিশ্চাক্ষুষত্বাদৌ। রূপাদির্হি পৃথিব্যাদৌ স্বসম্বন্ধাচ্চাক্ষুষত্বাদি জনয়ন্ স্বস্মিন্ ন রূপাদি-সম্বন্ধাধীনশ্চাক্ষুষত্বাদৌ। অতোঽনুভূতিরাত্মনঃ প্রকাশমানত্বে, 'প্রকাশতে' ইতি ব্যবহারে চ স্বয়মেব হেতুঃ ॥৪৫॥

সেয়ং স্বয়ংপ্রকাশা অনুভূতির্নিত্যা চ প্রাগভাবাদ্যভাবাৎ, তদভাবশ্চ স্বতঃসিদ্ধত্বাদেব। নহি অনুভূতেঃ স্বতঃ সিদ্ধায়াঃ প্রাগভাবঃ স্বতোঽন্যতো বা অবগন্তুং শক্যতে। অনুভূতিঃ স্বাভাবমবগময়ন্তী সতী তাবৎ

অপর প্রমাণের অধীন নহে, যেহেতু,স্বীয় সম্বন্ধ (অনুভব) বশতঃ অপর বস্তুতে প্রকাশ ধর্ম্ম ও তাহার ব্যবহার উৎপাদন করে। [এবিষয়ে ব্যাপ্তি বা নিয়ম এইরূপ,—] যে পদার্থ স্ব-সম্বন্ধবশতঃ অপর বস্তুতে আত্মানুরূপ ধর্ম্ম ও ব্যবহার সমুৎপাদন করে; সেই পদার্থটী সেই ধর্ম্ম ও ব্যবহারোৎপাদন-কার্য্যে নিজে পরাধীন হয় না। যেমন, (শ্বেত-পীতাদি) রূপ স্ব-সম্বন্ধ (রূপযুক্ত) পৃথিবী প্রভৃতি পদার্থকে চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষের বিষয় করে, কিন্তু, নিজেকে চক্ষুর্গ্রাহ্য করিবার নিমিত্ত আর পৃথক্ রূপাদি-সম্বন্ধের অপেক্ষা করে না। (†) অতএব, (তেমন) নিজের উক্তপ্রকার প্রকাশ-ধর্ম্মে ও প্রকাশ-ব্যবহারে অনুভূতি নিজেই কারণ, [অন্য:কারণ অপেক্ষা করে না]।

৪৬। উল্লিখিত এই অনুভূতিটী নিত্যসিদ্ধ ; কারণ, ইহার প্রাগভাব প্রভৃতি (উৎপত্তি-কারণ) নাই, (‡) এবং স্বতঃসিদ্ধত্ব নিবন্ধনই উহার প্রাগভাবও নাই। কারণ, স্বতঃসিদ্ধ (অপরাধীন) অনুভূতির প্রাগভাব স্বতঃ পরতঃ বা কোন রূপেই জানিতে পারা যায় না,— অনুভূতি সতী অর্থাৎ নিজে বিদ্যমান থাকিয়া কখনও স্বীয় অভাব জ্ঞাপন করিতে পারে না। কারণ, অনুভূতি-সত্ত্বে অনুভূতির অভাব থাকে না, যে হেতু উহা বিরুদ্ধ ধর্ম্ম;

(*) 'অনুভূতি'রিত্যাদিনা অনুমানদ্বয়ং গ্রন্থলাঘবার্থং অবিভাগেনোক্তম্। তথাচ, অনুভূতিঃ অনন্যাধীন-স্বধর্ম্মা, স্বসম্বন্ধাদর্থান্তরে তদ্ধর্ম্মহেতুত্বাদ্' ইত্যেকম্। অনুভূতিঃ অনন্যাধীন-স্বব্যবহারা, স্বসম্বন্ধাদর্থান্তরে তদ্ব্যবহারহেতুত্বাদ্ ইত্যপরম্, ইতি শ্রুত প্রকাশিকা।

(†) তাৎপর্য্য এই যে, শ্বেত-পীতাদি কোন একটী রূপ না থাকিলে পৃথিবী বা পার্থিব কোন বস্তুই চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় না (চাক্ষুষ হয় না), কিন্তু, রূপের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে ঐ নিয়ম চলে না ; কারণ, রূপের ত আর রূপ নাই। এস্থলে যেরূপ রূপান্তর না থাকিলেও রূপের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, সেইরূপ অনুভূতি ব্যতীত অন্য বস্তুর উপলব্ধি বা প্রকাশ-ব্যবহার না হইলেও অনুভূতির অনুভব বা প্রকাশের জন্য আর পৃথক্ অনুভূতির অপেক্ষা হয় না, উহা স্বয়ং অনুভূত রূপেই প্রকাশ পায়।

(‡) উৎপত্তির পূর্ব্বে সকল বস্তুরই অভাব থাকে ; সেই অভাবকে 'প্রাগভাব' বলে। যাহার প্রাগভাব নাই, কস্মিন্ কালেও তাহার উৎপত্তি হয় না বা হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, যাহার কখনও উৎপত্তির সম্ভব নাই, তাহারও প্রাগভাব নাই, যথা বন্ধ্যা-পুত্র, আকাশ-কুসুম প্রভৃতি।

নাবগময়তি ; তস্যাঃ সত্ত্বে বিরোধাদেব তদভাবো নাস্তীতি কথং স্বাভাব-মবগময়তি ; এবমসত্যপি নাবগময়তি, অনুভূতিঃ স্বয়মসতী কথং স্বাভাবে প্রমাণং ভবেৎ। নাপ্যন্যতোঽবগন্তুং শক্যতে, অনুভূতেরনন্য-গোচরত্বাৎ। অস্যাঃ প্রাগভাবং সাধয়ৎ প্রমাণং 'অনুভূতিরিয়ম্' ইতি বিষয়ীকৃত্য তদভাবং সাধয়েৎ ; স্বতঃসিদ্ধত্বেন 'ইয়ম্' ইতি বিষয়ীকারানর্হত্বাৎ তৎ-প্রাগভাবো নান্যতঃ শক্যাবগমঃ। অতোঽস্যাঃ প্রাগভাবাদ্যভাবাদুৎপত্তির্ন-শক্যতে বক্তুমিতি, উৎপত্তি-প্রতিবন্ধাচ্চ অন্যেঽপি ভাব-বিকারাস্তস্যা ন সন্তি।

অনুৎপন্নেয়মনুভূতিরাত্মনি নানাত্বমপি ন সহতে ব্যাপকবিরুদ্ধো-পলব্ধেঃ। নহি অনুৎপন্নং নানাভূতং দৃষ্টম্। ভেদাদীনামনুভাব্যত্বেন চ

সুতরাং সে (বিদ্যমান থাকিয়া) নিজের অভাব প্রতীতি করাইবে কিরূপে? এইরূপ, (অনুভূতি) অসতী বা বিদ্যমান না থাকিয়াও আপনাকে অবগত করাইতে পারে না। কারণ, অনুভূতি নিজেই অসতী বা অস্তিত্ব-শূন্য হইয়া কিরূপে নিজের অভাবে প্রমাণ হইবে? অন্য প্রমাণ হইতেও উহা অবগত হইবার শক্তি নাই ; কারণ, [স্বয়ং-প্রকাশ] অনুভূতি অপর প্রমাণের বিষয় হয় না। [কেন না—] কোনও প্রমাণ, এই অনুভূতির প্রাগভাব সাধন করিতে গেলে প্রথমে 'ইহা অনুভূতি,' এই বলিয়া অনুভূতিকেই অবলম্বন করিবে (জানিবে), পশ্চাৎ তাহার প্রাগভাব সাধন করিবে; [এখন অনুভূতির অভাব প্রমাণ করিতে হইলে] অনুভূতিকে 'এই' বলিয়া স্বতঃসিদ্ধবৎ উল্লেখ করা যাইতে পারে না। এই কারণে, [বলিতে হইবে যে,] অনুভূতির প্রাগভাবটী প্রমাণান্তর দ্বারা অবগত হইতে পারা যায় না। অর্থাৎ প্রাগভাবপ্রতীতির পূর্ব্বেই অনুভূতির প্রতীতি থাকে, সুতরাং, বিদ্যমান অনুভূতির প্রাগভাব কোন প্রমাণ দ্বারা সাধন করা সম্ভপর হইতে পারে না। অতএব, প্রাগভাব প্রভৃতি (যে কোন) অভাব হইতে এই অনুভূতির উৎপত্তি হয় বলিতে পারা যায় না। [ফলতঃ] উৎপত্তির প্রতিবন্ধক বা বাধা থাকায় অন্যান্য (বৃদ্ধি ক্ষয় প্রভৃতি) ভাব-বিকার গুলিও অনুভূতির সম্বন্ধে হইতে পারে না। (*)

অনুভূতি স্বয়ং উৎপন্ন না হইয়া আপনাতে নানাত্ব বা ভেদও জন্মাইতে পারে না। কারণ, অনুৎপন্ন কোন বস্তুকেই [যখন] নানাবিধ (বৈচিত্র্যময়) দেখা যায় না, [তখন

(*) বিকার অর্থ পরিবর্ত্তন, সাধারণতঃ ভাব—বস্তু মাত্রেরই ছয় প্রকার বিকার আছে ; (১) জন্ম (জায়তে), (২) সত্তা বা অবস্থিতি (অস্তি), (৩) বৃদ্ধি (বর্দ্ধতে), (৪) বিপরিণাম বা কিঞ্চিৎ অন্যথাভাব (বিপরিণমতে), (৫) ক্ষয় (অপক্ষীয়তে), (৬) বিনাশ (নশ্যতি)। যাহার জন্মনামক প্রথম বিকার নাই, তাহার পক্ষে পরবর্ত্তী আর পাঁচটী বিকারও একান্ত অসম্ভব। অনুভূতিরও জন্ম অসিদ্ধ হওয়ায় ফলে-কলে আর পাঁচটী বিকারও প্রতিষিদ্ধ হইল।

রূপাদেরিবানুভূতি-ধর্ম্মত্বং ন সম্ভবতি, অতোঽনুভূতেরনুভবস্বরূপত্বাদেব অন্যোঽপি কশ্চিদনুভাব্যো নাস্যা ধর্ম্মঃ। যতো নির্ধূত-নিখিলভেদা সংবিৎ, অতএব নাস্যাঃ স্বরূপাতিরিক্ত আশ্রয়ো জ্ঞাতা নাম কশ্চিদস্তীতি স্বপ্রকাশরূপা সৈবাত্মা, অজড়ত্বাচ্চ, অনাত্মত্ব-ব্যাপ্তং জড়ত্বং সংবিদি ব্যাবর্ত্তমানমনাত্মত্বমপি হি সংবিদো ব্যাবর্ত্তয়তি ॥৪৬॥

ননু চ, অহং জানামীতি জ্ঞাতৃতা প্রতীতি-সিদ্ধা, নৈবম্; সা ভ্রান্তি-সিদ্ধা রজততেব শুক্তি-শকলস্য, অনুভূতেঃ স্বাত্মনি কর্তৃত্বাযোগাৎ। অতো মনুষ্যোঽহমিত্যত্যন্তবহির্ভূত-মনুষ্যত্বাদি-বিশিষ্ট-পিণ্ডাত্মাভিমানবৎ জ্ঞাতৃত্বমপ্যধ্যস্তম্। জ্ঞাতৃত্বং হি জ্ঞান-ক্রিয়া-কর্তৃত্বম্; তচ্চ বিক্রিয়াত্মকং জড়ং বিকারি-দ্রব্যাহঙ্কার-গ্রন্থিস্থম্ অবিক্রিয়ে সাক্ষিণি চিন্মাত্রাত্মনি (*)

ঐরূপ হওয়া] ব্যাপক-বিরুদ্ধ। অর্থাৎ উৎপত্তিটী ব্যাপক ধর্ম্ম, আর নানাত্বটী তাহার ব্যাপ্য (অধীন) ধর্ম্ম; ব্যাপকের অভাবে ব্যাপ্য ধর্ম্ম থাকিতে পারে না, সুতরাং ব্যাপক উৎপত্তির অভাবেও নানাত্ব হয় বলিলে, উহা ব্যাপক-বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। আর, রূপ-রসাদির ন্যায় ভেদ প্রভৃতি ধর্ম্মগুলিও অনুভবেরই বিষয়ীভূত; এই কারণেও উহারা অনুভবের ধর্ম্ম হইতে পারে না। অতএব, অনুভূতি যখন নিজেই অনুভবাত্মক, তখন, যে কোন অনুভাব্যই (অনুভাবের বিষয়) ইহার ধর্ম্ম হইতে পারে না। যেহেতু, সংবিৎ (অনুভূতি) বস্তুটী সর্ব্বপ্রকার ভেদ-রহিত; সেই হেতু কোন জ্ঞাতাই ইহার স্বরূপাতিরিক্ত আশ্রয় নহে। অতএব, স্বয়ং প্রকাশমান সেই অনুভূতিই আত্মা। সংবিৎ বা অনুভূতিই যে, আত্মা, সংবিদের অজড়ত্ব—চিন্ময়ত্বও তাহার অপর হেতু। কারণ, জড়ত্ব ধর্ম্মটী অনাত্মত্বের ব্যাপ্য, অর্থাৎ যাহা জড় বস্তু, তাহাই অনাত্মা; অনুভূতিতে সেই জড়ত্ব ধর্ম্মটী না থাকায় অনুভূতির অনাত্মত্বও বাধিত হইয়া যাইতেছে॥

(৪৭) ভাল, 'আমি জানি' ইত্যাদিরূপে [সকলেই আত্মার] জ্ঞাতৃতা অনুভব করিয়া থাকে? না,—এরূপ বলিতে পার না; শুক্তি-খণ্ডে যেরূপ রজতত্বের প্রতীতি হয়, ইহাও সেইরূপ ভ্রান্তি-প্রসূত (সত্য নহে)। কারণ, অনুভূতি ত আর নিজে নিজের কর্ত্তা (উৎপাদক) হইতে পারে না। অতএব, মনুষ্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম-বিশিষ্ট, অত্যন্ত বাহ্য পদার্থ (অনাত্মা) দেহপিণ্ডে 'আমি মনুষ্য' এই আত্ম-বুদ্ধি যেরূপ অধ্যস্ত বা ভ্রম-কল্পিত, উল্লিখিত জ্ঞাতৃত্বও সেইরূপ অধ্যস্ত। কারণ, জ্ঞাতৃত্ব কি? না,—জ্ঞান-ক্রিয়ার কর্তৃত্ব; তাহাও আবার স্বয়ং বিকারশীল, এবং বিকারময় জড় বস্তু অহঙ্কারে অবস্থিত; সুতরাং, তাহা নির্ব্বিকার, সর্ব্বসাক্ষী, চিন্ময় আত্মাতে কিরূপে অবস্থিতি করিতে পারে? জ্ঞানের অধীন রূপ-রসাদির প্রতীতি

(*) সন্মাত্রাত্মনি ইতি (ক) পাঠঃ।

কথমিব সম্ভবতি? দৃশ্যধীন-সিদ্ধিত্বাদেব রূপাদেরিব কর্তৃত্বাদের্নাত্ম-ধর্ম্মত্বম্, সুষুপ্তি-মূর্চ্ছাদাবহংপ্রত্যয়াভাবেঽপ্যাত্মানুভব-দর্শনেন নাত্মনোঽ-হংপ্রত্যয়-গোচরত্বম্। কর্তৃত্বে অহংপ্রত্যয়-গোরত্বে চাত্মনোঽভ্যুপগম্যমানে দেহস্যেব জড়ত্ব-পরাক্ত্বানাত্মত্বাদি-প্রসঙ্গো দুষ্পরিহরঃ।

অহংপ্রত্যয়-গোচরাৎ কর্তৃতয়া প্রসিদ্ধাৎ দেহাৎ তৎক্রিয়াফলস্য স্বর্গাদের্ভোক্তুরাত্মনোঽন্যত্বং প্রামাণিকানাং প্রসিদ্ধমেব। তথা অহমর্থাৎ জ্ঞাতুরপি বিলক্ষণঃ সাক্ষী প্রত্যগাত্মেতি প্রতিপত্তব্যম্ ॥৪৭॥

এবমবিক্রিয়ানুভবস্বরূপস্যৈবাভিব্যঞ্জকো জড়োঽপ্যহঙ্কারঃ স্বাশ্রয়তয়া তমভিব্যনক্তি। আত্মস্থতয়াভিব্যঙ্গ্যাভিব্যঞ্জনমভিব্যঞ্জকানাং স্বভাবঃ। দর্পণ-জল-খণ্ডাদির্হি মুখ-চন্দ্রবিম্ব-গোত্বাদিকমাত্মস্থতয়াভিব্যনক্তি; তৎ-কৃতোঽয়ং জানাম্যহমিতি ভ্রমঃ।

স্বপ্রকাশায়া অনুভূতেঃ কথমিব তদভিব্যঙ্গ্য-জড়-রূপাহঙ্কারেণাভি-ব্যঙ্গত্বমিতি মা বোচঃ; রবিকর-নিকরাভিব্যঙ্গ্য-করতলস্য তদভিব্যঞ্জকত্বো-

---

যেরূপ আত্মার ধর্ম্ম নহে, সেইরূপ, জ্ঞানাধীন—প্রতীতির বিষয় বলিয়া কর্তৃত্ব প্রভৃতিও আত্মার ধর্ম্ম হইতে পারে না। [বিশেষতঃ] সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি কালে 'অহং' প্রত্যয়ের অভাবেও আত্মানুভূতি পরিদৃষ্ট হইতে পারে না। অতএব, আত্মা 'অহং' প্রতীতির বিষয় নহে। আত্মার কর্তৃত্ব ও অহং-প্রতীতি-বিষয়ত্ব স্বীকার করিলে দেহের ন্যায় আত্মারও জড়তা, পরাক্ত্ব (বাহ্য পদার্থতা) এবং অনাত্মতা প্রভৃতি দোষগুলির পরিহার দুষ্কর হইয়া পড়ে।

অহং-বুদ্ধির বিষয় এবং কর্তারূপে প্রসিদ্ধ দেহ হইতে, দেহ-সম্পাদ্যক্রিয়ার স্বর্গাদি-ফল-ভোক্তা আত্মার যে প্রভেদ আছে; তাহা প্রমাণাভিজ্ঞদিগের নিকট প্রসিদ্ধই আছে। [এই প্রকারে], 'অহং'-পদার্থ জ্ঞাতা (জীব) হইতে সাক্ষিস্বরূপ প্রত্যগাত্মা (পরমাত্মা) যে বিলক্ষণ বা বিভিন্ন প্রকার, ইহাও বুঝিতে হইবে॥

(৪৮)। এই প্রকারে, অহঙ্কার স্বয়ং জড় হইলেও নির্ব্বিকার অনুভূতির অভিব্যক্তি ঘটায়; এই কারণে, সেই অনুভূতিকে স্বাশ্রিত অর্থাৎ অহঙ্কারগত বলিয়া প্রকটিত করে। অভিব্যঙ্গ্য (যাহার অভিব্যক্তি করে) বস্তুকে আত্মস্থ বা স্বগতরূপে অভিব্যক্ত করাই অভিব্যঞ্জক পদার্থের স্বভাব বা সাধারণ নিয়ম। [দেখা যায়,] দর্পণ ও জলাদি পদার্থসকল, মুখ, চন্দ্র-মণ্ডল ও গো প্রভৃতি বস্তুগুলিকে আত্মস্থ-(জল-গত ও দর্পণ-গত) রূপে অভিব্যক্ত করিয়া থাকে; 'আমি জানি' এই ব্যবহারও সেই ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাবকৃত ভ্রম মাত্র।

এই কথাও বলিতে পার না যে, অনুভূতি নিজে স্বপ্রকাশ এবং অহঙ্কারের অভিব্যঞ্জক বা প্রকাশক; অতএব সেই অনুভূতিই আবার জড়রূপী, স্বাভিব্যঙ্গ্য অহঙ্কার দ্বারা

পদর্শনাৎ। জালকরন্ধ্র-নিষ্ক্রান্ত দ্যুমণি-কিরণানাং তদভিব্যঙ্গ্যেনাপি করতলেন স্ফুটতরপ্রকাশো হি দৃষ্টচরঃ।

যতঃ, 'অহং জানামি'ইতি জ্ঞাতা অয়মহমর্থঃ চিন্মাত্রাত্মনো ন পারমার্থিকো ধর্ম্মঃ, অতএব সুষুপ্তিমুক্ত্যোর্নান্বেতি। তত্র হ্যহমুল্লেখ-বিগমেন স্বাভাবিকানুভবমাত্ররূপেণাত্মাবভাসতে। অতএব, সুপ্তোত্থিতঃ কদাচিৎ মামপ্যহং ন জ্ঞাতবানিতি পরামৃশতি। তস্মাৎ পরমার্থতো নিরস্তসমস্ত - ভেদবিকল্প - নির্ব্বিশেষচিন্মাত্রৈকরস - কূটস্থনিত্য - সংবিদেব ভ্রান্ত্যা জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-জ্ঞানরূপ-বিবিধ-বিচিত্র-ভেদা বিবর্ত্ততে, ইতি তন্মূলভূতাবিদ্যা-নিবর্হণায় নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব-ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিদ্যা-প্রতিপত্তয়ে সর্ব্বে বেদান্তা আরভ্যন্ত ইতি ॥ ৪৮ ॥

অভিব্যক্ত হইবে কিরূপে? কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় যে, কর-তল স্বয়ং সৌর-কিরণের অভিব্যঙ্গ্য হইয়াও সৌর-কিরণের অভিব্যক্তি করে, এবং যে সকল সূর্য্য কিরণ গবাক্ষ-জালের রন্ধ্র দ্বারা নির্গত হয়, হস্ততল স্বয়ং তাহা দ্বারা প্রকাশিত হয়, পুনশ্চ, সেই হস্ততল দ্বারা সেই কিরণ-সমূহও অধিকতর প্রকাশ পাইয়া থাকে।

যে হেতু, 'আমি জানি,' এই প্রতীতির জ্ঞাতা 'অহং' পদার্থ জীব, শুদ্ধ চিন্ময় আত্মার পারমার্থিক ধর্ম্ম বা গুণ নহে; সেই কারণেই সুষুপ্তি ও মুক্তি-দশায় সেই অহংভাব অনুগমন করে না, সে অবস্থায় 'অহম্'-প্রতীতি থাকে না, আত্মা কেবল স্বভাবসিদ্ধ অনুভবরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই কারণেই নিদ্রোত্থিত ব্যক্তি কখন কখন 'আমি আমাকেও জানি নাই' এরূপ মনে করিয়া থাকে।

অতএব, বাস্তবিক পক্ষে, সর্ব্বপ্রকার ভেদ-কল্পনা-বিরহিত, নির্ব্বিশেষ এবং একমাত্র চিৎস্বরূপ, কূটস্থ-নিত্য সংবিৎ বা জ্ঞানই ভ্রান্তিবশতঃ জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান স্বরূপ—নানাবিধ বৈচিত্র্যে বিবর্ত্তিত হয়। (*) এই কারণে, সেই বিবর্ত্ত বা আরোপের মূল-কারণ অবিদ্যা-

---

(*) যে বস্তুর যেরূপ স্বভাব, তাহার কিছুমাত্র অন্যথা না হইয়াও যে, তাহাতে রূপান্তর প্রকাশ পাওয়া, তাহাকে 'বিবর্ত্ত' বলে। বিকারে বস্তুর স্বভাবেরই পরিবর্ত্তন ঘটে, বিবর্ত্তে তাহা হয় না—বস্তু ঠিকই থাকে, কেবল দেখিতে অন্যরূপ দেখা যায় মাত্র। অদ্বৈতবাদীরা বলেন,—

সতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদাহৃতঃ। অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদীরিতঃ।

ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মে যে, এই জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়াদি বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়, তাহাতে তাঁহার সেই কূটস্থরূপের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় না। বিকার হইলেই ঐরূপ হইতে পারিত, কিন্তু, তিনি নির্ব্বিকার।

তদিদমৌপনিষদ-পরমপুরুষ-বরণীয়তাহেতু-গুণবিশেষবিরহিণামনাদি-পাপবাসনা-দূষিতাশেষ-শেমুষীকাণামনধিগত-পদবাক্যস্বরূপ-তদর্থ-যাথাত্ম্য প্রত্যক্ষাদি-সকলপ্রমাণবৃত্ত-তদিতিকর্ত্তব্যতারূপ-সমীচীন-ন্যায়মার্গাণাং বিকল্পাসহ-বিবিধকুতর্ক-কল্ক-কল্পিতমিতি ন্যায়ানুগৃহীত-বাক্য-প্রত্যক্ষাদি-সকলপ্রমাণ-বৃত্ত-যাথাত্ম্যবিদ্ভিরনাদরণীয়ম্। তথাহি,—নির্ব্বিশেষবস্তু-বাদিভির্নির্ব্বিশেষে বস্তুনি ইদং প্রমাণমিতি ন শক্যতে বক্তুম্; সবিশেষ-বস্তু-বিষয়ত্বাৎ সর্ব্বপ্রমাণানাম্।

নিবৃত্তির উদ্দেশে স্বভাবতঃ নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ ও মুক্তস্বরূপ ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব বা অভেদ-প্রতিপাদনার্থই সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্র আরব্ধ হইতেছে॥

রামানুজ-মতে শাঙ্কর মত খণ্ডন।

(৪৯)। যাহারা উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য, পরম পুরুষ (ভগবানের) অনুগ্রহ-লাভোপযোগি-বিশিষ্ট গুণ-শূন্য অনাদিকাল-সঞ্চিত এবং পাপময় সংস্কার দ্বারা কলুষিত-মতি, এবং প্রকৃত পদ কাহাকে বলে, যথার্থ বাক্য কাহাকে বলে, কোন অর্থের কিরূপ তাৎপর্য্য, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ও তজ্জনিত জ্ঞান কি প্রকার, এবং তাহার ইতিকর্ত্তব্যতা অর্থাৎ এই সকল বিষয়কে প্রমাণ-সুব্যবস্থিত করিবার উপযোগী উপযুক্ত ন্যায় প্রণালীইবা কিরূপ, ইত্যাদি বিষয় অবগত নহে; তাহারাই বিচারের অযোগ্য নানাপ্রকার অসার কুতর্ক দ্বারা পূর্ব্বোক্ত [শাঙ্কর] মতটী কল্পনা করিয়াছেন। এই কারণে, যাহারা ন্যায়ানুসারে সমস্ত বাক্য ও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-লব্ধ জ্ঞানের যথার্থ মর্ম্ম অবগত আছেন, ঐ মত তাহাদের আদরণীয় নহে (উপেক্ষণীয়)। (*)

(*) ৩৩ পৃষ্ঠোক্ত "যদপ্যাহঃ" হইতে আরম্ভ করিয়া "সর্ব্বে বেদান্তা আরভ্যন্তে", পর্য্যন্ত গ্রন্থে শাঙ্করমত বিবৃত হইয়াছে। তাহাতে তিনটী বিষয় প্রধান প্রতিপাদ্য,—(১) উপায়, (২) উপেয়, (৩) নিবর্ত্ত্য। তন্মধ্যে, ব্রহ্মের সহিত আত্মার একত্ববোধ -উপায়; নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্ম—উপেয় বা প্রাপ্য, এবং মিথ্যাভূত অজ্ঞান তাহার নিবর্ত্ত্য বা বাধনীয়।

রামানুজ স্বামী বলিতেছেন যে, না—ঐ তিনটী উপায়, উপেয় ও ফল নহে; প্রকৃত-পক্ষে, পরম পুরুষ ভগবান্—উপেয়, ভগবদনুগ্রহ-লাভের উপযোগী ভক্তি প্রভৃতি গুণগণ তাহার উপায় এবং অনাদিকাল-সঞ্চিত পাপ-সংস্কার রাশি তাহার নিবর্ত্ত্য।

ভগবদনুগ্রহ-লাভের উপযোগী যে সকল গুণ আছে, তন্মধ্যে ভক্তিই প্রধান। 'যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ।" অর্থাৎ প্রকাশমান পরমেশ্বরে যাহার পরা ভক্তি আছে, ইত্যাদি শ্রুতিতে ভক্তিরই প্রাধান্য উক্ত হইয়াছে। আর ভক্তি-বিহীন, কেবল শাস্ত্রাভ্যাস জনিত বিদ্যা যে, ভগবদনুগ্রহের প্রকৃষ্ট উপায় নহে, তাহাও—

"বিদ্যা রাজন্ ন তে বিদ্যা, মম বিদ্যা ন হীয়তে। বিদ্যা-হীনস্তমোধ্বস্তঃ নাভিজানাতি কেশবম্।"

অর্থাৎ হে রাজন্, তোমার বিদ্যা প্রকৃতবিদ্যা নহে, (দেখ) আমার বিদ্যা (শাস্ত্রজনিত না হইলেও) অপকৃষ্ট নহে। (কারণ, উহা ভক্তিলব্ধ।) এইরূপ বিদ্যাবিহীন ও তমোগুণাক্রান্ত লোক কেশবকে জানে না। ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। অতএব শঙ্করের কথিত মত সুধীগণের আদরণীয় হইতে পারে না।

যস্তু স্বানুভবসিদ্ধমিতি স্বগোষ্ঠী-নিষ্ঠঃ সময়ঃ, সোঽপ্যাত্ম-সাক্ষিক-সবিশেষানুভবাদেব (*) নিরস্তঃ; ইদমহমদর্শমিতি কেনচিদ্ বিশেষেণ বিশিষ্টবিষয়ত্বাৎ সর্ব্বেষামনুভবানাম্। সবিশেষোঽপ্যনুভূয়মানোঽনুভবঃ কেনচিদ্ যুক্ত্যাভাসেন নির্ব্বিশেষইতি নিষ্কৃষ্যমাণঃ সত্তাতিরেকিভিঃ স্বাসাধারণৈঃ স্বভাববিশেষৈঃ নিষ্কৃষ্টব্যইতি নিষ্কর্ষহেতুভূতৈঃ (†) সত্তাতিরেকিভিঃ স্বাসাধারণৈঃ স্বভাববিশেষৈঃ সবিশেষ এবাবতিষ্ঠতে। অতঃ কৈশ্চিদ্ বিশেষৈর্বিশিষ্টস্যৈব বস্তুনোঽন্যে বিশেষা নিরস্যন্তে, ইতি ন ক্বচিৎ নির্ব্বিশেষ-বস্তু-সিদ্ধিঃ। ধিয়ো হি ধীত্বং স্বপ্রকাশতা চ, জ্ঞাতুর্ব্বিষয়-প্রকাশন-স্বভাবতয়োলপব্ধেঃ। স্বাপ-মদ-মূর্চ্ছাসু চ সবিশেষ-এবানুভব ইতি স্বাবসরে নিপুণতরমুপপাদয়িষ্যামঃ ॥ ৪৯ ॥

দেখ,—যাহারা নির্ব্বিশেষ-বস্তুবাদী (নির্গুণ ব্রহ্মবাদী—শঙ্কর প্রভৃতি), তাহারা **নির্ব্বিশেষ** বস্তু বিষয়ে 'এই প্রমাণ আছে', এ কথা বলিতে পারে না; কারণ, প্রমাণ **মাত্রই** সবিশেষ বা সগুণ-বস্তু-গ্রাহী।

আর [ইহা] 'স্বীয় **অনুভব** সিদ্ধ' (সুতরাং প্রমাণের **অপেক্ষা** নাই,) এই যে, [তাহাদের] সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত, তাহাও আত্ম-প্রতীতি-সিদ্ধ সবিশেষ বস্তুর **অনুভব** দ্বারাই **নিরস্ত** বা বাধিত। কারণ, 'আমি ইহা দেখিয়াছি', এই সকল অনুভবস্থলে কোন একটী বিশেষণে বিশেষিত বস্তুরই প্রতীতি হইয়া থাকে, (শুধু বস্তুর প্রতীতি হয় না)।

অনুভব পদার্থটী সবিশেষরূপে অর্থাৎ কোন না কোন একটী বিশেষণ **সহযোগে** **প্রতীয়মান** হইলেও [যদি] কোন একটী অসত্য-যুক্তি দ্বারা নির্ব্বিশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ **করিতে হয়**, [তাহা হইলে,] সত্তার **অতিরিক্ত**, **স্বীয়** অসাধারণ (যাহা **অন্যত্র** নাই, **এরূপ**) **স্বভাব** প্রভৃতি ধর্ম্ম দ্বারাই তাহাকে **নিষ্কৃষ্ট** বা বিশেষিত করিয়া বলিতে হইবে, [**সুতরাং** সে স্থলে,] সত্তাতিরিক্ত, স্বীয় অসাধারণ ধর্ম্ম—বিশেষ বিশেষ **স্বভাব** দ্বারাই উহা **সবিশেষ** হইয়া পড়ে। এই কারণেই বস্তু কোন বিশেষণে বিশেষিত **হইলেই** তাহার **অন্যান্য** বিশেষ ধর্ম্ম সকল নিবারিত হইয়া যায়, অতএব, কুত্রাপি নির্ব্বিশেষ বস্তুর সিদ্ধি বা **প্রতীতি** হয় না। দেখা যায় যে, **স্বভাবতই** জ্ঞাতার (যিনি বিষয় **অনুভব** করেন, **তাহার**) জ্ঞাতব্য বিষয় **প্রকাশ** করাই জ্ঞানের স্বভাব, ইহাতেই জ্ঞানের বিষয় **প্রকাশকত্ব** এবং **স্বপ্রকাশত্ব** [সিদ্ধ হয়]। সুষুপ্তি, মত্ততা ও মূর্চ্ছাকালীন অনুভবও যে **নির্ব্বিশেষ** নহে, **(সবিশেষ)**, তাহা নিজের **অবসর** মতে (পরে) উত্তম রূপে উপপাদন **করিব** ॥

(*) 'সবিশেষাদেব' ইতি (ক, গ) পাঠঃ। (†) 'নিষ্কর্ষক-হেতুভূতৈঃ' ইতি (ক) পাঠঃ।

স্বাভ্যুপগতাশ্চ নিত্যত্বাদয়ো হ্যনেক-বিশেষাঃ সন্ত্যেব। তে চ ন বস্তুমাত্রমিতি শক্যোপপাদনাঃ, বস্তুমাত্রাভ্যুপগমে সত্যপি বিধা-ভেদ-বিবাদদর্শনাৎ, স্বাভিমত-তদ্বিধাভেদৈশ্চ স্বমতোপপাদনাৎ। অতঃ প্রামাণিক-বিশেষৈর্বিশিষ্টমেব বস্ত্বিতি বক্তব্যম্।

শব্দস্য তু বিশেষেণ সবিশেষ এব বস্তুন্যভিধানসামর্থ্যং, পদ-বাক্যরূপেণ প্রবৃত্তেঃ। প্রকৃতি-প্রত্যয়যোগেন (*) হি পদত্বং, প্রকৃতি-প্রত্যয়য়োরর্থ-ভেদেন পদস্যৈব বিশিষ্টার্থ-প্রতিপাদনমবর্জ্জনীয়ম্। পদভেদশ্চার্থ-ভেদনিবন্ধনঃ, পদসঙ্ঘাতরূপস্য বাক্যস্যানেকপদার্থ-সংসর্গ-বিশেষাভি-ধায়িত্বেন (†) নির্ব্বিশেষ-বস্তু-প্রতিপাদনাসামর্থ্যাৎ ন নির্ব্বিশেষ-বস্তুনি শব্দঃ প্রমাণম্ ॥ ৫০ ॥

---

(৫০) অপিচ, [তাহার] নিজের অঙ্গীকৃত নিত্যত্ব প্রভৃতি অনেকগুলি বিশেষ ধর্ম্মত [ব্রহ্মে] নিশ্চয়ই রহিয়াছে; সে গুলিকে ত বস্তুমাত্র (নির্ব্বিশেষ) বলিয়া উপপাদন করিতে পারা যায় না; কারণ, এক বস্তুমাত্র স্বীকার করিলেও তদ্‌বিষয়ে বহুবিধ প্রকার ভেদ দেখা যায়, এবং [তুমি] নিজেও স্বীয় অভিমত প্রকার-ভেদ-দ্বারাই স্বমত-সমর্থন করিয়াছ। (‡) অতএব, বস্তু যে, প্রমাণ-সিদ্ধ বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম যুক্ত, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষতঃ, পদ ও বাক্য-রূপে পরিণত অর্থবোধক শব্দ অর্থাৎ শাস্ত্রও কিন্তু সবিশেষ (সগুণ) বস্তুরই প্রতিপাদনে সমর্থ হয়, (নির্ব্বিশেষ প্রতিপাদনে তাহার সামর্থ্য নাই)। [কারণ,] প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের যোগে 'পদ' সিদ্ধ হয়; প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের

(*) 'যোগেনৈব' ইতি (খ) পাঠঃ। (†) 'সংসর্গ-বিশেষবিধায়িত্বেন' ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—(বস্তুমাত্র...উপপাদনাৎ) জাগতিক সকল বস্তুরই কোন না, কোনরূপ একটা স্বরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন, তদ্বিষয়ে কাহারও বিবাদ নাই, সত্য, কিন্তু, সেই বস্তুর প্রকার বা গুণাদি-বিশেষণ সম্বন্ধে অনেকেই একমত হইতে পারেন নাই। বৌদ্ধ বলেন,—দীপশিখার ন্যায় প্রতিক্ষণে ধ্বংস ও উৎপত্তিশীল (ক্ষণিক) বিজ্ঞানই সত্য বস্তু, তদতিরিক্ত কোন বস্তুই নাই। শঙ্কর বলেন, যাহা দেখ, তাহা ভ্রান্তি মাত্র,—এক অদ্বিতীয় স্বপ্রকাশ, নিত্য-বিজ্ঞান চিন্ময় ব্রহ্মই সত্য বস্তু, তদ্ভিন্ন সমস্তই মিথ্যা। বৈশেষিকেরা বলেন,—চেতনের ন্যায় জড় বস্তুও সত্য এবং বহু, ইত্যাদিরূপে সকল মতেই একটা বস্তু-সত্তা স্বীকৃত হইয়াছে; কেবল তাহার প্রকার বা ধর্ম্ম লইয়াই যত বিবাদ, কেহ বলিতেছেন ক্ষণিক; কেহ বলিতেছেন, নিত্য, স্বপ্রকাশ চিন্ময় প্রভৃতি; কেহ বা বলিতেছেন, জড় ও বহু; আবার কেহ বা আর একপ্রকার রূপ কল্পনা করিতেছেন মাত্র। এই প্রকার-গত ভেদ গুলি ত্যাগ করিলে পরস্পরের মধ্যে কোনই বিবাদ থাকে না। এখন কথা এই যে, শঙ্কর পরপক্ষ খণ্ডনোদ্দেশে যে, ব্রহ্মকে নিত্য, আনন্দ ও জ্ঞান প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন, তাঁহার অভিমত সেই নিত্যত্ব, আনন্দত্ব ও জ্ঞানত্ব তো ব্রহ্মের এক প্রকার বিশেষ ধর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং তাঁহার মতেই বা ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ রহিলেন কৈ? অতএব, ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ, এ কথা হইতেই পারে না।

প্রত্যক্ষস্য নির্ব্বিকল্পক-সবিকল্পকভেদভিন্নস্য ন নির্ব্বিশেষ-বস্তুনি প্রমাণভাবঃ। সবিকল্পকং জাত্যাদ্যনেক-পদার্থবিশিষ্ট-বিষয়ত্বাদেব সবিশেষবিষয়ম্। নির্ব্বিকল্পকমপি সবিশেষ-বিষয়মেব, সবিকল্পকে-স্বস্মিন্ননুভূতপদার্থবিশিষ্ট-প্রতিসন্ধান-হেতুত্বাৎ।

অর্থ এক নহে, কাজেই কোন পদ বিশিষ্টার্থ প্রতিপাদন পরিত্যাগ করিতে পারে না। আর, অর্থভেদবশতঃই পদের ভেদ বা পার্থক্য হইয়া থাকে, সেই পদের সংঘাত বা সমষ্টিরূপ যে বাক্য, সে (বাক্যান্তর্গত যত পদ থাকে, সেই) সমস্তই অর্থের পরস্পর বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধ বোধ করায়, সুতরাং নির্ব্বিশেষ বস্তু-প্রতিপাদনে (শব্দের) সামর্থ্য নাই, সেই অসামর্থ্য নিবন্ধন নির্ব্বিশেষ বস্তু-বিষয়ে শব্দ [কখনই] প্রমাণ বা যথার্থ জ্ঞানোৎপাদক নহে॥

(৫১) সবিকল্পক ও নির্ব্বিকল্পক ভেদে দ্বিবিধ প্রত্যক্ষও নির্ব্বিশেষ বস্তু-বিষয়ে প্রমাণ নহে। [তন্মধ্যে] সবিকল্পক প্রত্যক্ষটী (মনুষ্যত্বাদি) জাতি প্রভৃতি অনেক পদার্থ-বিশিষ্ট-বিষয়ক, (*) এইকারণেই উহা সবিশেষ-বস্তুবিষয়ক। নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষও সবিশেষ বস্তু-

---

(*) তাৎপর্য্য,—সাধারণতঃ জ্ঞান দ্বিবিধ—সবিকল্পক ও নির্ব্বিকল্পক। ন্যায়াদি দর্শনের মতে উহার লক্ষণ এইরূপ, যে জ্ঞানে বস্তুর বিশেষ্য-বিশেষণাদিরূপ বিশেষ ভাবসকল প্রকাশ পায়, তাহার নাম 'সবিকল্পক'। যেমন, গো-বিষয়ে জ্ঞান ; এ স্থলে গো-জ্ঞানের সঙ্গে-সঙ্গে তাহার জাতি, আকৃতি ও পরিমাণাদি বিশেষণ সমূহও প্রতীত হয় ; এজন্য, ঐ গো-জ্ঞানকে 'সবিকল্পক' বলা হয়। আর, যে জ্ঞানে কিছুমাত্র বিশেষ্য-বিশেষণভাব প্রকাশ পায় না—কেবল বস্তুর স্বরূপটী মাত্র প্রতীত হয়, সে জ্ঞানকে 'নির্ব্বিকল্পক' বলা হয়। যেমন, শুধু গো-বিষয়ে জ্ঞান ও গোত্ব-বিষয়ে জ্ঞান প্রভৃতি।

অধিকন্তু, তাহারা এই নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানকে অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ কোনও লৌকিক ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য বলিয়া বর্ণনা করেন। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বিষয়ে সাধকের যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাও এই নির্ব্বিকল্প জ্ঞান—সবিকল্প নহে। কিন্তু, ভাষ্যকার এ কথা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, জাতি, গুণ ও ক্রিয়াদি কোন একটী বিশেষ ধর্ম্ম অবলম্বন না করিয়া কখনও কোন বিষয়ে কোনও জ্ঞান হয় না, বা হইতে পারে না ; যখনই যে বিষয়ে জ্ঞান হয়, তখনই তাহার গুণপ্রভৃতি কোন না কোন বিশেষ ভাব অবলম্বন করিয়াই হয়। সুতরাং নির্ব্বিকল্প জ্ঞানের পূর্ব্বোক্ত লক্ষণটী ঠিক হয় নাই,—উহার লক্ষণ এইরূপ বুঝিতে হইবে,—জ্ঞাতব্য বিষয়ে যত প্রকার বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম আছে, বা থাকিতে পারে, জ্ঞানকালে যদি তাহার সেই সকল গুলির প্রতীতি না হইয়া কোন কোন বিশেষ ধর্ম্মের প্রতীতি হয়, তাহা হইলে সেই জ্ঞানই 'নির্ব্বিকল্পক'।

ভাষ্যকার ইহার উদাহরণ স্থলে বলেন যে, আমরা প্রথমে যখন একটী গৌ দর্শন করি, তখন, তাহাতে তাহার গোত্ব-জাতিরও উপলব্ধি করি। পরে, দ্বিতীয়, তৃতীয় বা ততোঽধিকবার যখন অপর গো দর্শন করি, তখন বুঝিতে পারি যে, প্রথম দৃষ্ট গোতে যে গোত্ব দর্শন করিয়াছি, তাহা কেবল তাহাতেই সীমাবদ্ধ নহে—সমস্ত গোতেই অনুস্যূত বা অনুগত রহিয়াছে। এই উভয়বিধ জ্ঞানের মধ্যে প্রাথমিক জ্ঞানটী নির্ব্বিকল্পক ; কারণ, তখন গোত্ব মাত্র জানা হইলেও সেই গোত্বই যে, সকল গোতে সম্বদ্ধ আছে, এই বিশেষটুকু জানা হয় নাই। আর, দ্বিতীয়াদি বারে যে, গো-জ্ঞান হয়, তাহা সবিকল্পক ; কারণ, তখনই ঐ গোত্বের সর্ব্ব গোতে অনুবৃত্তিরূপ ভাবটির বিশেষ জ্ঞান হইয়া থাকে।

নির্ব্বিকল্পকং নাম কেনচিদ্ বিশেষেণ বিযুক্তস্য গ্রহণম্, ন সর্ব্ববিশেষ-রহিতস্য। তথাভূতস্য কদাচিদপি গ্রহণাদর্শনাৎ, অনুপপত্তেশ্চ ; কেনচিদ্ বিশেষেণ ইদমিত্থমিতি হি সর্ব্বা প্রতীতিরুপজায়তে। ত্রিকোণ সাস্নাদি-সংস্থানবিশেষেণ বিনা কস্যচিদপি পদার্থস্য গ্রহণাযোগাৎ।

অতো নির্ব্বিকল্পকমেকজাতীয়-দ্রব্যেষু প্রথমপিণ্ডগ্রহণম্ ; দ্বিতীয়াদি-পিণ্ডগ্রহণং সবিকল্পকমিত্যুচ্যতে। তত্র প্রথম-পিণ্ডগ্রহণে গোত্বাদে-রনুবৃত্তাকারতা ন প্রতীয়তে, দ্বিতীয়াদি-পিণ্ডগ্রহণেষ্বেবানুবৃত্তিপ্রতীতিঃ। প্রথমপ্রতীত্যনুসংহিতবস্তু-সংস্থানরূপ-গোত্বাদেরনুবৃত্তি-ধর্ম্মবিশিষ্টত্বং দ্বিতীয়াদি পিণ্ডগ্রহণাবসেয়মিতি দ্বিতীয়াদি-গ্রহণস্য সবিকল্পকত্বম্। সাস্নাদি-মদ্ বস্তু-সংস্থানরূপ-গোত্বাদেরনুবৃত্তিঃ ন প্রথম-পিণ্ডগ্রহণে গৃহ্যতে, ইতি প্রথম-পিণ্ডগ্রহণস্য নির্ব্বিকল্পকত্বং, ন পুনঃ সংস্থানরূপ-জাত্যাদের-গ্রহণাৎ। সংস্থানরূপ-জাত্যাদেরপি ঐন্দ্রিয়িকত্বাবিশেষাৎ, সংস্থানেন

বিষয়েই হইয়া থাকে। কারণ, নির্ব্বিকল্প-দশায় যে সকল জাতি প্রভৃতি ধর্ম্মবিশিষ্ট পদার্থ অনুভূত হয়, সবিকল্প-জ্ঞানকালে সেই সমুদয়েরই প্রতিসন্ধান বা স্মৃতি হইয়া থাকে। সুতরাং, সেই নির্ব্বিকল্পই এই জাত্যাদি-বিশিষ্ট বস্তু-বোধের হেতু। [এই কারণেই উহা নির্ব্বিশেষ বস্তু-বিষয়ক হইতে পারে না]।

নির্ব্বিকল্প অর্থ কোন কোন বিশেষ ধর্ম্ম-রহিত বস্তুর গ্রহণ বা জ্ঞান, কিন্তু, সর্ব্ব ধর্ম্ম-রহিত বস্তুর গ্রহণ নহে। কারণ, কস্মিন্ কালেও তাদৃশ (সর্ব্বপ্রকার গুণ-বর্জ্জিত) বস্তুর গ্রহণ দৃষ্ট হয় না, এবং সম্ভবপরও নহে। 'ইহা এই প্রকার' এইরূপে কোন না কোন একটি বিশেষ ধর্ম্ম সহকারেই সমস্ত প্রতীতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। কারণ, ত্রিকোণ বা সাস্নাদি (গোর গল-কম্বল প্রভৃতি) সংস্থান বা আকৃতি-বিশেষ ব্যতীত কোন পদার্থ গ্রহণ করিতেই পারাযায় না।

এই কারণেই একজাতীয় দ্রব্যের যে, প্রথম পিণ্ড-(স্বরূপ-) গ্রহণ, তাহাকে 'নির্ব্বিকল্পক', আর দ্বিতীয়াদি পিণ্ড-গ্রহণকে 'সবিকল্পক' [জ্ঞান] বলা হয়। তন্মধ্যে, প্রথম [গো-] পিণ্ড-গ্রহণ কালে গোত্বাদি ধর্ম্মের অনুবৃত্তি অর্থাৎ এক গোত্বই যে, সমস্ত গোতে অনুগত আছে, এই ভাবটী প্রতীত হয় না ; দ্বিতীয়াদি পিণ্ড-গ্রহণ কালে তাহার অনুবৃত্তি প্রতীতি হয়। প্রথম প্রতীতিতে বস্তুর সংস্থানরূপ (অবয়ব-সংযোজন) যে গোত্বাদির উপলব্ধি হয়, দ্বিতীয়াদি পিণ্ড-দর্শনে সেই গোত্বাদিরই অনুবৃত্তি অর্থাৎ প্রত্যেক গো-পিণ্ডে সম্বন্ধ নিশ্চিত হয়। এই কারণেই দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি পিণ্ড-জ্ঞানকে 'সবিকল্প' [বলা হয়]। প্রথমতঃ গো-প্রভৃতি বস্তু দর্শনে সাস্নাদিবিশিষ্ট গবাদি বস্তুর সংস্থান—অবয়ব-

বিনা সংস্থানিনঃ প্রতীত্যনুপপত্তেশ্চ প্রথম-পিণ্ডগ্রহণেঽপি সসংস্থানমেব বস্ত্বিত্থমিতি গৃহ্যতে।

অতো দ্বিতীয়াদি-পিণ্ড-গ্রহণেষু গোত্বাদেরনুবৃত্তি-ধর্ম্মবিশিষ্টতা সংস্থানিবৎ সংস্থানবচ্চ সর্ব্বদৈব গৃহ্যতে, ইতি তেষু সবিকল্পকত্বমেব। অতঃ প্রত্যক্ষস্য কদাচিদপি ন নির্ব্বিশেষবিষয়ত্বম্ ॥ ৫১ ॥

অতএব, সর্ব্বত্র ভিন্নাভিন্নত্বমপি নিরস্তম্। ইদমিত্থমিতি প্রতীতাবিদ-মিত্থংভাবয়োরৈক্যং কথমিব প্রত্যেতুং শক্যতে।

অত্রেত্থং ভাবঃ,—সাস্নাদিসংস্থান-বিশেষঃ, তদ্বিশেষ্যং দ্রব্যমিদমংশ ইত্যনয়োরৈক্যং প্রতীতি-পরাহতমেব। তথাহি, প্রথমমেব বস্তু প্রতীয়-

---

বিন্যাসরূপ গোত্বাদি-ধর্ম্মের সর্ব্ব গোতে অনুবৃত্তি জানা যায় না, এই হেতুই প্রথম গো-পিণ্ড-দর্শনকে নির্ব্বিকল্প বলা হয়, কিন্তু, [ন্যায়াদি মতানুসারে] সংস্থানরূপ জাতি প্রভৃতি ধর্ম্মের অপ্রতীতি বশতঃ নহে। কারণ, সংস্থান বা অবয়ব-সন্নিবেশাত্মক জাত্যাদি ধর্ম্ম গুলিও ঐ পিণ্ডের মতই ইন্দ্রিয়-বেদ্য—কিছুমাত্র বিশেষ নাই। এবং আকৃতির প্রতীতি ব্যতীত যখন আকৃতি-বিশিষ্ট বস্তুর প্রতীতি অসম্ভব, তখন, প্রথম গবাদি-পিণ্ড দর্শনেও 'বস্তুটী এই প্রকার', এইরূপে সংস্থান সহকারেই বস্তুর প্রতীতি হইয়া থাকে।

অতএব, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি গো-পিণ্ড দর্শন হইলে যেমন সংস্থান—অবয়ব-বিন্যাস ও সংস্থানী—গো প্রভৃতির জ্ঞান হয়; তেমনি, গোত্বাদি ধর্ম্মের (গবাদিতে) অনুগতভাবও সর্ব্বদাই পরিজ্ঞাত হয়। এই কারণে, সেই দ্বিতীয়াদি দর্শনে যে জ্ঞান, তাহা নিশ্চয়ই সবিকল্পক। অতএব, প্রত্যক্ষ জ্ঞান কখনও নির্ব্বিকল্প-বিষয়ে হইতে পারে না॥

(৫২)। এই কারণে, সর্ব্বত্র 'ভিন্নাভিন্নত্ব' মতও (ভেদাভেদবাদ) নিরস্ত হইল। (*) 'ইহা এই প্রকার,' এইরূপ প্রতীতি স্থলে যে, [বস্তু-স্বরূপমাত্র-বোধক] ইহা ("ইদং") এবং [তদ্‌গত বিশেষভাব-বোধক] এই প্রকার ("ইত্থং"), কিরূপেই বা এতদুভয়ের একত্ব বা অভেদ বুঝিতে পারা যায়?

(*) তাৎপর্য্য,—শাঙ্করমতে, জাতি ও ব্যক্তি, গুণ ও গুণী, ক্রিয়া ও ক্রিয়াবান্ এবং কার্য্য ও কারণ, এ সকল পরস্পর অত্যন্ত ভিন্নও নহে এবং অত্যন্ত অভিন্নও নহে,— কিন্তু ভিন্নাভিন্ন। অর্থাৎ গুণের প্রতীতিতে যখন গুণীর প্রতীতি হয় না, এবং গুণীর প্রতীতিতেও যখন গুণের প্রতীতি হয় না, তখন এই উভয়কে অত্যন্ত অভিন্ন বা একাত্মক বলা যায় না। অথচ, গুণ-বিরহিত দ্রব্যের এবং দ্রব্য-বিরহিত গুণেরও যখন উপলব্ধি বা স্থিতি হয় না, তখন দ্রব্য ও গুণ অত্যন্ত ভিন্ন বা পৃথক্ পদার্থও নহে, কিন্তু, কথঞ্চিৎ ভিন্নও বটে, কথঞ্চিৎ অভিন্নও বটে। জাতি ও ব্যক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধেও এই রীতি। এখন ভাষ্যকার ঐ মত খণ্ডন করিবার উদ্দেশে উপক্রম করিতেছেন।

মানং সকলেতর-ব্যাবৃত্তমেব প্রতীয়তে। ব্যাবৃত্তিশ্চ, গোত্বাদি-সংস্থান-বিশেষ-বিশিষ্টতয়া ইদমিত্থমিতি প্রতীতেঃ। সর্ব্বত্র বিশেষণ-বিশেষ্যভাব-প্রতিপত্তৌ তয়োরপ্যত্যন্তভেদঃ প্রতীত্যৈব সুব্যক্তঃ।

তত্র দণ্ড-কুণ্ডলাদয়ঃ পৃথক্‌সংস্থান-সংস্থিতাঃ স্বনিষ্ঠাশ্চ কদাচিৎ ক্বচিৎ দ্রব্যান্তরবিশেষণতয়াঽবতিষ্ঠন্তে। গোত্বাদয়স্তু দ্রব্যসংস্থানতয়ৈব পদার্থ-ভূতাঃ সন্তো দ্রব্য-বিশেষণতয়াঽবস্থিতাঃ। উভয়ত্র বিশেষণ-বিশেষ্যভাবঃ সমানঃ; ততএব তয়োর্ভেদপ্রতিপত্তিশ্চ। ইয়াংস্তু বিশেষঃ পৃথক্-

---

ইহার অভিপ্রায় এইরূপ,—সাস্নাদিরূপ সংস্থান বা আকৃতি-বিশেষ, এবং তাহার (আশ্রয়ী-ভূত) 'ইদং'-পদ-বাচ্য বিশেষ্য দ্রব্য, এতদুভয়ের (বিশেষণ ও বিশেষ্যের) যে একত্ব, তাহা অনুভব-বিরুদ্ধ। দেখ, যখনই প্রথমে বস্তুর জ্ঞান হয়, তখনই তাহা যে, অপর সমস্ত বস্তু হইতে পৃথক্, এই রূপেই প্রতীতি হয়। 'ইহা এই-প্রকার' বলিয়া গোত্বাদি রূপ আকৃতি-বিশেষ-বিশিষ্ট রূপে প্রতীতি হয় বলিয়াই [অপর পদার্থ হইতে উহার] ব্যাবৃত্তি বা পার্থক্য সিদ্ধ হয়। যেখানে যেখানে বিশেষণ-বিশেষ্যভাব প্রতীতি হয়, সেখানেই সেই বিশেষণ ও বিশেষ্যের মধ্যে যে,অত্যন্ত প্রভেদ আছে, তাহাও প্রতীতি দ্বারাই সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়া পড়ে।

তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, দণ্ড, কুণ্ডল (কর্ণাভরণ) প্রভৃতি বস্তুগুলি পৃথক্ পৃথক্ আকৃতি-সম্পন্ন এবং স্বনিষ্ঠ, অর্থাৎ সর্ব্বদা পরাশ্রিত না হইয়াও কখন কোন স্থলে অন্য দ্রব্যের বিশেষণ বা আশ্রিতরূপে অবস্থান করিয়া থাকে। কিন্তু, গোত্বাদি ধর্ম্মগুলি দ্রব্যের আকৃতিরূপেই পদার্থত্ব লাভ করে (আত্ম-লাভ করে), এবং দ্রব্যের বিশেষণ হইয়াও অবস্থিতি করে। উভয় স্থলেই বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাব সমান, সুতরাং বিশেষণ ও বিশেষ্যের ভেদ-প্রতীতিও সমান। (*) এইমাত্র বিশেষ যে, দণ্ডাদি পদার্থগুলি বিশেষ্য

(*) দণ্ড, কুণ্ডল প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থ আছে, যাহারা বিশেষ্যও হইতে পারে, বিশেষণও হইতে পারে। বিশেষণ মাত্রই বিশেষ্যের অধীন হইয়া থাকে, কিন্তু বিশেষণ অবস্থায় দণ্ডাদি পদার্থগুলি বিশেষ্যের অধীন হইলেও বস্তুতঃ উহাদের স্বতন্ত্র সত্তা ও প্রতীতি আছে। যেমন, 'দণ্ডধারী পুরুষ' বলিলে যদিও আপাততঃ দণ্ডটী পুরুষের অধীন বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাহা নহে, পুরুষের অভাবেও দণ্ডের সত্তা ও প্রতীতির কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটে না। কিন্তু, গোত্ব প্রভৃতি জাতি, ও শুক্লাদি গুণ, ইত্যাদি কতকগুলি পদার্থ আছে, দ্রব্য সম্বন্ধ ব্যতীত যাহাদের অস্তিত্বই সম্ভবপর হয় না, প্রতীতি ত দূরের কথা।

এখন বক্তব্য এই যে,—দণ্ড ও গোত্ব, উভয়ই দ্রব্যের বিশেষণরূপে প্রয়োজ্য, তন্মধ্যে, বিশেষণ হইলেও স্বতন্ত্র সত্তাযুক্ত দণ্ড যেরূপ তাহার বিশেষ্য হইতে ভিন্ন—পৃথক্, সেইরূপ গোত্বাদি ধর্ম্মগুলি স্বাধীন সত্তা সম্পন্ন না হইলেও বিশেষ্য হইতে ভিন্ন বা পৃথক্ হইবে না কেন? এই বৈষম্যের ত কোন কারণ নাই। অতএব, পৃথক্ সত্তা নাই বলিয়াই যে, গোত্বাদি ধর্ম্মকে দ্রব্য স্বরূপ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা, তাহা সঙ্গত হয় না।

সিদ্ধি-(*) প্রতিপত্তি-যোগ্যা দণ্ডাদয়ঃ, গোত্বাদয়স্তু নিয়মেন তদনর্হা ইতি।

অতো 'বস্তুবিরোধঃ প্রতীতি-পরাহত' ইতি প্রতীতি-প্রকারনিহ্নবাদেবোচ্যতে, প্রতীতিপ্রকারো হি ইদমিত্থমিত্যেব (†) সর্ব্বসম্মতঃ। তদেতৎ সূত্রকারেণ "নৈকস্মিন্ অসম্ভবাৎ", [ব্রহ্ম সূ০ ২।২।৩২] ইতি সুব্যক্তমুপপাদিতম্। অতঃ প্রত্যক্ষস্য সবিশেষ-বিষয়ত্বেন প্রত্যক্ষাদি-দৃষ্টসম্বন্ধবিশিষ্ট-বিষয়ত্বাদনুমান (‡) মপি সবিশেষ-বিষয়মেব। প্রমাণ-সংখ্যাবিবাদেঽপি সর্ব্বাভ্যুপগত-প্রমাণানাময়মেব বিষয় ইতি ন কেনাপি প্রমাণেন নির্ব্বিশেষ-বস্তু-সিদ্ধিঃ। বস্তুগত-স্বভাব-বিশেষৈস্তদেব বস্তু নির্ব্বিশেষমিতি বদন্ জননী-বন্ধ্যাত্ব-প্রতিজ্ঞাবৎ স্ববাগ্বিরোধিত্বমপি-ন জানাতি ॥ ৫২ ॥

ছাড়িয়া পৃথক্‌ভাবেও থাকিতে এবং প্রতীতির বিষয় হইতে পারে, কিন্তু, গোত্বাদি পদার্থ কখনই তাহা পারে না।

অতএব, বাদিগণ যথার্থ-প্রতীতির প্রণালী গোপন করিয়াই [ভাবাভাবের একত্র অবস্থিতিরূপ] বস্তু-বিরোধকে 'প্রতীতি-বাধিত' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ যদিও বস্তু ও তাহার ভেদ এক—অভিন্ন হইতে পারে না ; সত্য, তথাপি, প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ বলিয়া ঐ বিরোধ উপেক্ষণীয়। কারণ, 'ইহা এই প্রকার,' এইরূপ প্রতীতিই সর্ব্ববাদি-সম্মত। সূত্রকারও ইহা, 'একেতে ভেদও অভেদ হইতে পারে না, কারণ, তাহা অসম্ভব।' এই সূত্রে বিশদভাবে সমর্থিত করিয়াছেন। অতএব, প্রত্যক্ষ যখন সবিশেষ বস্তু-বিষয়ক এবং অনুমানও যখন সেই প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণ-পরিজ্ঞাত [ব্যাপ্তি-জ্ঞানাদিরূপ] সম্বন্ধ-বিশিষ্ট বস্তু-বিষয়েই প্রযুক্ত হয়, তখন অনুমানও সবিশেষ বস্তু-বিষয়েই হয়,—নির্ব্বিশেষ বস্তু-বিষয়ে নহে।

প্রমাণের সংখ্যা বিষয়ে [ব্যক্তি বিশেষের] বিবাদ থাকিলেও সর্ব্ব-সম্মত প্রমাণ সমূহের বিষয় উক্ত প্রকারই। অতএব, কোন প্রমাণ দ্বারাই নির্ব্বিশেষ বস্তুর সিদ্ধি বা প্রতীতি হইতে পারে না। বস্তুর বিশেষ বিশেষ স্বভাব আছে, স্বীকার করিয়া পুনশ্চ সেই বস্তুকেই আবার নির্ব্বিশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যে, '[আমার] মাতা বন্ধ্যা' (অজাত-সন্তানা বলিয়া প্রতিজ্ঞা করার ন্যায় স্বোক্তি-বিরোধী, ইহাও সে জানে না॥

(*) পৃথক্ স্থিতি প্রতিপত্তীতি (গ) পাঠঃ

(†) ইত্যেবং' ইতি (খ) পাঠঃ। (‡) বিশিষ্টত্বাদনুমানং ইতি (খ, গ) পাঠঃ।

যত্তু, প্রত্যক্ষং সন্মাত্রগ্রাহিত্বেন ন ভেদবিষয়ম্, ভেদশ্চ বিকল্পাসহত্বাদ্ দুর্নিরূপ ইত্যুক্তম্। তদপি জাত্যাদিবিশিষ্টস্যৈব বস্তুনঃ প্রত্যক্ষবিষয়ত্বাৎ জাত্যাদেরেব প্রতিযোগ্যপেক্ষয়া বস্তুনঃ স্বস্য চ ভেদব্যবহার-হেতুত্বাচ্চ দূরোৎসারিতম্। সংবেদনবৎ রূপাদিবচ্চ পরত্র ব্যবহার-বিশেষহেতোঃ স্বস্মিন্নপি তদ্ব্যবহারহেতুত্বং যুষ্মাভিরভ্যুপেতং ভেদস্যাপি সম্ভবত্যেব। অতএব, নানবস্থা, অন্যোন্যাশ্রয়ণং চ। একক্ষণবর্ত্তিত্বেঽপি প্রত্যক্ষজ্ঞানস্য -স্মিন্নেব ক্ষণে বস্তুভেদরূপ-তৎসংস্থানরূপ-জাত্যাদের্গৃহীতত্বাৎ ক্ষণান্তর- াহ্যং ন কিঞ্চিদিহ তিষ্ঠতি।

অপি চ, সন্মাত্রগ্রাহিত্বে 'ঘটোঽস্তি, পটোঽস্তি' ইতি বিশিষ্ট-বিষয়া ৷তিপত্তির্বিরুধ্যতে। যদি চ, সন্মাত্রাতিরেকি-বস্তু-সংস্থানরূপ-জাত্যাদি- ক্ষণো ভেদঃ প্রত্যক্ষেণ ন গৃহীতঃ; কিমিতি অশ্বার্থী মহিষ-দর্শনেন ।বর্ত্ততে। সর্ব্বাসু প্রতিপত্তিষু সন্মাত্রমেব বিষয়শ্চেৎ; তত্তৎপ্রতিপত্তি- ষয়-সহচারিণঃ সর্ব্বে শব্দা একৈকপ্রতিপত্তিষু কিমিতি ন স্মর্য্যন্তে।

৫৩। আর যে, বলা হইয়াছে,—'প্রত্যক্ষপ্রমাণ কেবলই সৎ-বস্তু গ্রহণ করে,—ভেদ হণ করে না, এবং যুক্তিসহ নয় বলিয়া উক্ত ভেদও নিরূপণ করিতে পারা যায় না।' াহাও দূরীকৃত হইল। কারণ, জাত্যাদি ধর্ম্ম-বিশিষ্ট বস্তুরই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, এবং জাত্যাদি ধর্ম্মই অপর বস্তু হইতে [স্বীয় আশ্রয়ীভূত] বস্তুর ও নিজের ভেদ-সাধন করে। ংভবেও দেখা যায়, রূপ-রসাদি গুণ যেরূপ আশ্রয়ের পরিচয়-বিশেষ জ্ঞাপন করিয়া জেরও বিশেষ পরিচয় জ্ঞাপন করে; সেইরূপ অন্য পদার্থও যে, অপর বস্তুর ব্যবহার- শেষ জ্ঞাপন করিয়া নিজেরও তদনুরূপ ব্যবহার জ্ঞাপন করিতে পারে, ইহা তোমাদেরও কার করা উচিত; সুতরাং ভেদের সম্পর্কেও উক্ত নিয়ম নিশ্চয়ই সম্ভবপর হইবে। এই রণেই, [ভেদকে বস্তু হইতে পৃথক্ বলিলেও] পূর্ব্বোক্ত 'অনবস্থা' বা 'অন্যোন্যাশ্রয়' দোষ টিতে পারে] না। আর, প্রত্যক্ষ জ্ঞানটী এক-ক্ষণমাত্র-স্থায়ী হইলেও সেই ক্ষণেই সে স্তু-ভেদ—আকৃতি ও গোত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম সকল গ্রহণ করে; সুতরাং পরক্ষণে গ্রহণ করিবার জানিবার) আর কিছুই বাকী থাকে না।

আরও (এক কথা),—প্রত্যক্ষ জ্ঞান যদি সৎভিন্ন আর কোন বস্তুই গ্রহণ না করে, বে, "ঘটোঽস্তি" = ঘট আছে, 'পটোঽস্তি' = পট আছে,' ইত্যাদি প্রকার যে বিশিষ্টার্থ-বোধক তীতি হয়, তাহা বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে, এবং যদি সতের অতিরিক্ত, বস্তু-সংস্থানাত্মক গোত্বাদি াতি-স্বরূপ বস্তু-ভেদ প্রত্যক্ষ দ্বারা বুঝা-ই না যায়, তবে অশ্ব-প্রার্থী লোক মহিষ-দর্শনে রিয়া আইসে কেন? আর, সমস্ত জ্ঞানেই যদি একমাত্র সৎ-বস্তুই গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে,

কিঞ্চ, অশ্বে হস্তিনি চ সংবেদনয়োরেকবিষয়ত্বেনোপরিতনস্য গৃহীত-গ্রাহিত্বাদ্ বিশেষাভাবাচ্চ স্মৃতিবৈলক্ষণ্যং ন স্যাৎ। * প্রতিসংবেদনং বিশেষাভ্যুপগমে প্রত্যক্ষস্য বিশিষ্টার্থ-বিষয়ত্বমেবাভ্যুপগতং ভবতি। সর্ব্বেষাং সংবেদনানামেকবিষয়তায়াম্ একেনৈব সংবেদনেনাশেষগ্রহণাদন্ধ-বধিরাদ্যভাবশ্চ প্রসজ্যেত॥ ৫৩॥

ন চ চক্ষুষা সন্মাত্রং গৃহ্যতে, তস্য রূপ-রূপিরূপৈকার্থসমবেত-পদার্থ-গ্রাহিত্বাৎ। নাপি ত্বচা, স্পর্শবদ্বস্তুবিষয়ত্বাৎ। শ্রোত্রাদীন্যপি ন সন্মাত্র-বিষয়াণি; কিন্তু, শব্দ-রস-গন্ধ-লক্ষণবিশেষবিষয়াণ্যেব। অতঃ সন্মাত্রস্য চ† গ্রাহকং ন কিঞ্চিদিহ দৃশ্যতে।

সেই সৎ-প্রতীতির সহিত যে সমস্ত শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে বা হইতে পারে, প্রত্যেক প্রতীতিকালে সেই সমস্ত শব্দই স্মৃতিপথে উদিত হয় না কেন?

আরও এক কথা,—অশ্ব ও হস্তি-বিষয়ে পর-পর দুইটী জ্ঞান হইল, এবং [তোমার মতে] উভয় জ্ঞানেরই বিষয় বা গ্রাহ্য হইল সেই একই সৎপদার্থ। অতএব গৃহীত-গ্রাহিতা-নিবন্ধন, অর্থাৎ প্রথমাবগত সৎপদার্থকেই গ্রহণ করায় পরভবিক হস্তি-জ্ঞানটী স্মৃতি-জ্ঞানেরই অনুরূপ হইল—কিছুমাত্র বিশেষ রহিল না; সুতরাং এই দ্বিতীয় জ্ঞানটী স্মৃতির মধ্যে পরি-গণিত হইতে পারে? আর যদি প্রত্যেক জ্ঞানেই কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য স্বীকার করিতে হয়; তাহা হইলে প্রত্যক্ষ-জ্ঞানেরও পৃথক্ পৃথক্ বিষয়ই স্বীকার করিতে হইবে। [কারণ, বিষয়-ভেদ ব্যতীত কখনও জ্ঞানের ভেদ হইতে পারে না।] [বিশেষতঃ] সকল জ্ঞানেরই যদি একই (সৎ) বিষয় স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে [যে কোন] একটী মাত্র জ্ঞানের দ্বারাই যখন সমস্ত বিষয় বিজ্ঞাত হইতে পারে, তখন আর অন্ধ-বধিরাদিভাব থাকিতে পারে না। অর্থাৎ রূপ, রসাদি বিষয়গুলি যখন নামে মাত্র ভিন্ন—ফলতঃ এক সৎস্বরূপ, তখন অন্ধ ও বধির রসনায় রসাস্বাদন করিলেই রূপ ও শব্দ বিষয়েও জ্ঞান লাভ করিতে পারে; কারণ, সমস্ত বিষয়ই এক—সৎস্বরূপ॥

(৫৪)। শুদ্ধ সৎ-বস্তুটী চক্ষু দ্বারা দৃষ্ট হইতে পারে না; কারণ, চক্ষু কেবল রূপ ও রূপযুক্ত বস্তুই গ্রহণ করিয়া থাকে, [সৎ-বস্তু রূপ বা রূপযুক্ত নহে]। [সৎ-বস্তু] ত্বকের দ্বারাও অনুভূত হইতে পারে না; কারণ, ত্বক্ কেবল স্পর্শযুক্ত বস্তুই গ্রহণ করে, [কিন্তু সতের স্পর্শ-গুণ নাই]। শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণও শুধু সৎ-বস্তুকে গ্রহণ করে না, পরন্তু, শব্দ, রস ও গন্ধ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বিষয়কেই গ্রহণ করে। অতএব, ঐ মতে শুধু সৎ-বস্তুর গ্রাহক কোনই প্রমাণ দেখা যায় না।

---

* বৈলক্ষণ্যাভাবাৎ ইতি (গ) পাঠঃ।　　† "সন্মাত্রস্য গ্রাহকম্" ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ।

নির্ব্বিশেষ-সন্মাত্রস্য প্রত্যক্ষেণৈব গ্রহণে তদ্বিষয়াগমস্য প্রাপ্তবিষয়ত্বেনানুবাদকত্বমেব স্যাৎ ; সন্মাত্র-ব্রহ্মণঃ প্রমেয়ভাবশ্চ ; * ততো জড়ত্ব-নাশিত্বাদয়স্ত্বয়ৈবোক্তাঃ। অতো বস্তুসংস্থানরূপ-জাত্যাদিলক্ষণ-ভেদবিশিষ্ট-বিষয়মেব প্রত্যক্ষম্। সংস্থানাতিরেকিণোঽনেকেষ্বেকাকারবুদ্ধি-বোধ্যস্যাদর্শনাৎ, তাবতৈব গোত্বাদি-জাতি-ব্যবহারোপপত্তেঃ, অতিরেকবাদেঽপি সংস্থানস্য সংপ্রতিপন্নত্বাচ্চ সংস্থানমেব জাতিঃ। সংস্থানং নাম স্বাসাধারণং রূপমিতি যথাবস্তু সংস্থানমনুসন্ধেয়ম্। জাতিগ্রহণেনৈব ভিন্ন-ইতি ব্যবহারসম্ভবাৎ, পদার্থান্তরাদর্শনাৎ, অর্থান্তরবাদিনাপ্যভ্যুপগতত্বাচ্চ † গোত্বাদিরেব ভেদঃ।

আর, যদি প্রত্যক্ষ দ্বারাই নির্ব্বিশেষ, শুদ্ধ সৎবস্তুর গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় ; তবে, প্রমাণান্তর-প্রাপ্ত বিষয়ের প্রতিপাদক হওয়ায় সৎ-বস্তু-প্রতিপাদক শাস্ত্রটী 'অনুবাদক' হইতে পারে, ‡ এবং সৎমাত্ররূপী ব্রহ্মও প্রমেয় অর্থাৎ জ্ঞেয় পদার্থ হইয়া পড়েন ; সুতরাং তোমা দ্বারাই সৎ-ব্রহ্মের জড়ত্ব ও বিনাশিত্ব ধর্ম্ম উক্ত হইতেছে। অতএব, সংস্থান—জাত্যাদিরূপ বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তুই প্রত্যক্ষের বিষয় হয়,—নির্ব্বিশেষ নহে।

[তাহার পর,] যেহেতু, অনেক বস্তুর উপর যে একটী একাকার বোধ জন্মে, অর্থাৎ 'সকল গো-ই এক প্রকার', এইরূপ যে বুদ্ধি হয় ; বস্তুর সংস্থান ব্যতীত আর কাহাকেই ত তাহার বিষয় (বোদ্ধব্য) হইতে দেখা যায় না, এবং একমাত্র সেই সংস্থান দ্বারাই গোত্ব প্রভৃতি জাতি-ব্যবহার সম্পন্ন হইতে পারে ; বিশেষতঃ, সংস্থানাতিরিক্ত জাতি-বাদীর মতেও উক্ত সংস্থান সম্বন্ধে বিবাদ নাই ; অতএব, সংস্থান ও জাতি এক—অভিন্ন, [সংস্থানাতিরিক্ত জাতি নাই]। স্ব-স্ব অসাধারণ বা বিশিষ্ট রূপেরই নাম সংস্থান। অতএব, যে বস্তু যেরূপ, তাহার তদনুরূপ সংস্থান বুঝিতে হইবে। যেহেতু, জাতি-জ্ঞানেই বস্তুর ভেদ-ব্যবহার চলিতে পারে, তদতিরিক্ত (ভেদ নামক) কোন পদার্থও দৃষ্ট হয় না, এবং ভেদকে যাহারা পৃথক্ পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন, [ভেদ যখন] তাহাদেরও অনুমোদিত ; অতএব, গোত্বাদি জাতি ও ভেদ একই পদার্থ, [পৃথক্ নহে]।

---

* প্রমেয়ভাবশ্চেৎ' ইতি (গ) পাঠঃ।

† পদার্থান্তরবাদিনামভ্যুপগন্তব্যত্বাচ্চ' ইতি (গ) পাঠঃ।

‡ যে শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণান্তর-বিজ্ঞাত বিষয়ের প্রতিপাদন করা হয়, সে শাস্ত্রকে (শব্দকে) 'অনুবাদক' বলে। 'অনুবাদক' শাস্ত্র প্রমাণ নহে।

নমু চ, জাত্যাদিরেব ভেদশ্চেৎ; তস্মিন্ গৃহীতে তদ্ব্যবহারবৎ* ভেদ-ব্যবহারোঽপি স্যাৎ। সত্যং, ভেদশ্চ ব্যবহ্রিয়তে এব গোত্বাদিব্যবহারাৎ। গোত্বাদিরেব হি সকলেতরস্য ব্যাবৃত্তিঃ, গোত্বাদৌ গৃহীতে সকলেতর-সজাতীয়-বুদ্ধি-ব্যবহারয়োর্নিবৃত্তেঃ। † ভেদ-গ্রহণেনৈব হ্যভেদ-নিবৃত্তিঃ। অয়মস্মাদ্ ভিন্ন ইতি তু ব্যবহারে প্রতিযোগি-নির্দ্দেশস্য তদপেক্ষত্বাৎ প্রতিযোগ্যপেক্ষয়া ভিন্ন ইতি ব্যবহার ইত্যুক্তম্ ॥ ৫৪ ॥

যৎ পুনঃ,—ঘটাদীনাং বিশেষাণাং ব্যাবর্ত্তমানত্বেনাপারমার্থ্যমুক্তম্; তদ-নালোচিত-বাধ্য-বাধকভাব-ব্যাবৃত্ত্যনুবৃত্তিবিশেষস্য ভ্রান্তিপ্রকল্পিতম্। ‡ দ্বয়োর্জ্ঞানয়োর্হি বিরোধে বাধ্য-বাধকভাবঃ,—বাধিতস্যৈব ব্যাবৃত্তিঃ। অত্র ঘট-পটাদিষু দেশ-কাল-ভেদেন বিরোধ এব নাস্তি। যস্মিন্ দেশে যস্মিন্

বেশ কথা; জাত্যাদি ও ভেদ যদি একই হয়, তবে, জাতি-জ্ঞান হইলে যেরূপ তাহার (গোত্বাদি জাতির) ব্যবহার হয়, সেইরূপ [সঙ্গে সঙ্গে] ভেদ-ব্যবহারও হইতে পারে? হাঁ, সত্য কথা, গোত্বাদির যখন ব্যবহার হয়, তখন ভেদ-ব্যবহারও ত হইয়াই থাকে; যেহেতু, গোত্বাদি জাতির জ্ঞান হইলেই (তাহাকে, পশুত্বরূপে) তৎসজাতীয় অপর সকল (মহিষ প্রভৃতি প্রাণী) বলিয়াত বোধ হয় না, এবং অপর প্রাণী বলিয়া তাহার ব্যবহারও হয় না। অতএব, গোত্বাদি জাতিই অপর সকল পদার্থের ব্যাবৃত্তি বা ব্যবচ্ছেদক (ভেদ), তদ্ভিন্ন ভেদনামক আর কোন পদার্থ নাই। [পরস্পরের মধ্যে] ভেদ প্রতীতি হইলেই [পরস্পরের] অভেদ বা একত্ব বোধ নিবৃত্তি হয়। 'ইহা অমুক হইতে ভিন্ন,' এইরূপ ব্যবহার-স্থলে ভেদ-প্রতীতির জন্যই প্রতিযোগী 'অমুক'-পদের নির্দ্দেশ করিতে হয়, অর্থাৎ ভেদের উল্লেখ আছে বলিয়াই প্রতিযোগী 'অমুক' পদের উল্লেখ করিতে হইয়াছে; এই কারণে, এই প্রতিযোগী হইতে (ইহা) 'ভিন্ন', এইরূপ ব্যবহার করা হয়; এ কথা ["ভেদশ্চ ব্যবহ্রিয়তে এব" ইত্যাদি স্থলে] বলা হইয়াছে।

(৫৫)। আর যে, ঘটাদি বিশেষ বিশেষ পদার্থগুলি ব্যাবর্ত্তমান (পটাদিতে অসম্বদ্ধ) বলিয়া অপরমার্থ বলা হইয়াছে; তাহাও, বাধ্য-বাধকভাব ও ব্যাবৃত্তি-অনুবৃত্তি কথার তাৎপর্য্য-পর্য্যালোচনা না থাকায় ভ্রান্তকল্পনামাত্র। কারণ, উভয় জ্ঞানের মধ্যে যখন বিরোধ উপস্থিত হয়, তখনই বাধ্য-বাধকভাব হয়,—বাধিত পদার্থেরই ব্যাবৃত্তি বা বাধা হয়। [কিন্তু,] এই ঘট-পটাদি স্থলে যখন, দেশ (আশ্রয় স্থান) ও কাল ভিন্ন ভিন্ন, তখন [উভয় জ্ঞানের মধ্যে ত] কোনই বিরোধ নাই। যে স্থানে ও যে কালে যে বস্তুর সদ্ভাব বা অস্তিত্ব প্রতীতি-সিদ্ধ, সেই স্থানে ও সেই কালে যদি তাহারই অভাব দৃষ্ট হয়, তখনই

* ব্যবহারাৎ' ইতি (গ) পাঠঃ। † নির্ব্বৃত্তেঃ' ইতি (ক, খ) পাঠঃ।

‡ পরিকল্পিতং' ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ।

কালে যস্য সদ্ভাবঃ প্রতিপন্নঃ, তস্মিন্ দেশে তস্মিন্ কালে তস্যাভাবঃ প্রতিপন্নশ্চেৎ ; তত্র বিরোধাদ্ বলবতো বাধকত্বং, বাধিতস্য চ * নিবৃত্তিঃ। দেশান্তর-কালান্তর-সম্বন্ধিতয়ানুভূতস্যান্যদেশ-কালয়োরভাবপ্রতীতৌ ন বিরোধ ইতি কথমত্র বাধ্য-বাধকভাবঃ, † অন্যত্র নিবৃত্তস্যান্যত্র নিবৃত্তির্বা কথমুচ্যতে ? রজ্জু-সর্পাদিষু তু তদ্দেশ-কালসম্বন্ধিতয়ৈবাভাবপ্রতীতে-র্বিরোধো বাধকত্বং ব্যাবৃত্তিশ্চেতি। দেশ-কালান্তরদৃষ্টস্য দেশ-কালান্তর ব্যাবর্ত্তমানত্বং মিথ্যাত্বব্যাপ্তং ন দৃষ্টমিতি ন ব্যাবর্ত্তমানত্বমাত্রমপারমার্থ্যে হেতুঃ ‡ ॥ ৫৫ ॥

যত্তু, অনুবর্ত্তমানত্বাৎ সৎ পরামার্থ ইতি, তৎ সিদ্ধমেবেতি ন সাধনম-র্হতি। অতো ন সন্মাত্রমেব বস্তু। অনুভূতি-তদ্বিষয়য়োশ্চ § বিষয়-বিষয়িভাবেন ভেদস্য প্রত্যক্ষ-সিদ্ধত্বাদ্ অবাধিতত্বাচ্চ অনুভূতিরেব সতীত্যেতদপি নিরস্তম্।

[বিরোধ হয়, এবং] বিরোধ বশতঃ বলবান্টী (যাহা প্রবল প্রমাণ-সিদ্ধ পদার্থ,) [দুর্ব্বলের] বাধক হয়, এবং বাধিত পদার্থটীর নিবৃত্তি, অর্থাৎ অসত্যতা নিশ্চিত হয়। [কিন্তু,] যে বস্তু ভিন্নস্থানবর্ত্তী ও ভিন্নসময়বর্ত্তী বলিয়া অনুভূত, তাহার অন্য দেশে ও অন্য কালে অভাব প্রতীতি হইলেও কোন বিরোধ হয় না ; অতএব, ঐরূপ স্থলে বাধ্য-বাধকভাব হইবে কিরূপে ? এবং এক স্থানে যাহার অভাব, অন্যত্র তাহার নিবৃত্তিইবা বলা হয় কিরূপে ? রজ্জু-সর্পাদি স্থলে কিন্তু, একই দেশে একই কালে [সর্পের] অভাব প্রতীতি হয় ; সুতরাং বিরোধ ঘটে, এবং তন্নিবন্ধন, বাধকত্ব ও ব্যাবৃত্তিও (সম্ভবপর হয়)। কিন্তু, ভিন্ন দেশে ও ভিন্ন কালে দৃষ্ট পদার্থ যদি অন্য দেশে ও অন্য কালে বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলেই যে সেই পদার্থ মিথ্যা হইবে, এরূপ নিয়ম কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অতএব, কেবল ব্যাবর্ত্তমানত্বই [বস্তুর] অপারমার্থ্যের—মিথ্যাত্বের কারণ নহে ॥

(৫৬)। আর যে, অনুবর্ত্তমান, অর্থাৎ সর্ব্বত্র অনুগত বলিয়া 'সৎ'-ব্রহ্মকে পরমার্থ [বলা হইয়াছে] ; ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ কথা ; সুতরাং তাহার আর সাধন বা প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই। অতএব, সৎ-ই একমাত্র পদার্থ নহে ; কারণ, অনুভূতি (সৎ) ও তাহার বিষয় (ঘটাদি), এই উভয়ের মধ্যে বিষয়-বিষয়িভাব সম্বন্ধ নিহিত রহিয়াছে, অর্থাৎ অনুভূতি বিষয়ী, এবং ঘটাদি পদার্থ তাহার বিষয়, সুতরাং উভয়ের ভেদ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, এবং [কোন প্রমাণেও] বাধিত নহে ; এই কারণে, 'একমাত্র অনুভূতিই 'সৎ', এই সিদ্ধান্তও নিরস্ত হইল।

* তস্য চ' ইতি (ক) পাঠঃ। † দেশান্তর' ইত্যধিকঃ (গ) পাঠঃ।

‡ অপারমার্থ্য-হেতুঃ' ইতি (গ) পাঠঃ। § সদ্বিশেষয়োশ্চ ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ।

যত্তু, অনুভূতেঃ স্বয়ংপ্রকাশত্বমুক্তম্; তদ্ বিষয়-প্রকাশনবেলায়াং জ্ঞাতুরাত্মনস্তথৈব *, ন তু সর্ব্বেষাং সর্ব্বদা তথৈবেতি নিয়মোঽস্তি। পরানুভবস্য হানোপাদানাদি-লিঙ্গকানুমান জ্ঞানবিষয়ত্বাৎ, স্বানুভবস্যাপ্যতীতস্য "অজ্ঞাসিষং" ইতি জ্ঞান-বিষয়ত্বদর্শনাচ্চ। (ক) অতোঽনুভূতিশ্চেৎ, স্বতঃসিদ্ধেতি বক্তুং ন শক্যতে।

অনুভূতেরনুভাব্যত্বেঽননুভূতিত্বমিত্যপি † দুরুক্তম্; স্বগতাতীতানুভবানাং পরগতানুভবানাং চ অনুভাব্যত্বেনাননুভূতিত্বপ্রসঙ্গাৎ। পরানুভবানুমানানভ্যুপগমে চ শব্দার্থ-সম্বন্ধগ্রহণাভাবেন সমস্ত-শব্দ-ব্যবহারোচ্ছেদ-প্রসঙ্গঃ। আচার্য্যস্য জ্ঞানবত্ত্বমনুমায় তদুপসত্তিশ্চ ক্রিয়তে; সা চ নোপপদ্যতে॥ ৫৬॥

আর যে, অনুভূতিকে 'স্বপ্রকাশ' বলা হইয়াছে, তাহাও, জ্ঞাতা যখন কোন বিষয় প্রকাশ করে (অবগত হয়), কেবল তখন তাহার পক্ষেই সেইরূপ (স্বপ্রকাশ); কিন্তু, সর্ব্বদা সকলের পক্ষেই যে, সেইরূপ হইবে, এরূপ নিয়ম নাই। কারণ, পরকীয় অনুভব ত [তাহার] প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি দর্শনে কেবল অনুমান প্রমাণেরই বিষয় হয়, এবং স্বীয় অনুভবও পরক্ষণে 'আমি জানিয়াছিলাম,' এইরূপ জ্ঞানের (স্মরণের) বিষয়ীভূত হয়। অতএব, অনুভূতি হইলেই যে উহা স্বতঃসিদ্ধ (স্বপ্রকাশ) হইবে, ইহা বলিতে পার না।

আর, অনুভূতি অনুভাব্য হইলেই যে, অননুভূতি হইবে, অর্থাৎ অনুভূতি হইবে না, ইহাও ভাল কথা নহে। কারণ, [তাহা হইলে] নিজের ও পরের যে সকল অনুভব অতীত হইয়া গিয়াছে; সে সকলের আর অনুভূতিত্ব থাকিতে পারে না, অর্থাৎ সেই সমুদয় অনুভূতি আর অনুভব মধ্যে গণ্য হইতে পারে না; কারণ, সেই সমস্ত অনুভবই অন্য অনুভবের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। আর, পরকীয় অনুভব-বিষয়ে অনুমান স্বীকার না করিলে শব্দ ও অর্থের যে [বাচ্য-বাচকরূপ] সম্বন্ধ, তাহাও বুঝিতে পারা যায় না; সুতরাং সমস্ত শব্দ-ব্যবহারই বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে। ‡ আচার্য্যকে জ্ঞানবান্ জানিয়া (অনুমান করিয়া) [শিষ্য তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহাও হইতে পারে না॥

---

* তদৈব' ইতি (খ) পাঠঃ। (ক) জ্ঞানাবিষয়ত্বাৎ' ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

† অনুভাব্যত্বেঽনুভূতিত্বমিত্যপি' ইতি (ক, খ) পাঠঃ।

‡ তাৎপর্য্য,—কোন শব্দের কি অর্থ, তাহা সাধারণতঃ এইরূপে জানা হইয়া থাকে,—এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে আদেশ করিল যে, 'তুমি একটা অশ্ব লইয়া আইস'। এই আদেশ মাত্র দ্বিতীয় ব্যক্তি একটা প্রাণী (অশ্ব) লইয়া আসিল। প্রথম ব্যক্তি পুনশ্চ বলিল 'অশ্বটা বাঁধিয়া রাখ এবং একটা গো লইয়া আইস'। দ্বিতীয় ব্যক্তি যথা-কথিত আদেশ প্রতিপালন করিল। অশ্ব ও গো শব্দের অর্থানভিজ্ঞ তৃতীয় এক ব্যক্তি উক্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিল এবং বুঝিল যে, এই দ্বিতীয় ব্যক্তি 'অশ্ব ও গো'-শব্দের অর্থ জানে, এবং জানে বলিয়াই

নচান্যবিষয়ত্বে অননুভূতিত্বম্ ? অনুভূতিত্বং নাম বর্ত্তমানদশায়াং স্ব-সত্তয়ৈব স্বাশ্রয়ং প্রতি প্রকাশমানত্বং, স্ব-সত্তয়ৈব স্ববিষয়-সাধনত্বং বা। তে চ অনুভবান্তরানুভাব্যত্বেঽপি স্বানুভব-সিদ্ধে নাপগচ্ছতঃ ইতি নানুভূতিত্বমপগচ্ছতি। ঘটাদেস্ত্বননুভূতিত্বমেতৎস্বভাববিরহাৎ, নানুভাব্যত্বাৎ। তথানুভূতেরননুভাব্যত্বেঽপি অননুভূতিত্বপ্রসঙ্গো দুর্ব্বারঃ ; গগন-কুসুমাদেরননুভাব্যস্যাননুভূতিত্বাৎ।

গগন-কুসুমাদেরননুভূতিত্বমসত্ত্ব-প্রযুক্তম্, নাননুভাব্যত্ব-প্রযুক্তম্, ইতি চেৎ ? এবং তর্হি ঘটাদেরপ্যজ্ঞানাবিরোধিত্বমেবাননুভূতিত্ব-নিবন্ধনম্, * নানুভাব্যত্ব-মিত্যাস্থীয়তাম্। অনুভূতেরনুভাব্যত্বে অজ্ঞানাবিরোধিত্বমপি তস্যা ঘটাদেরিব প্রসজ্যতে ইতি চেৎ ? অননুভাব্যত্বেঽপি গগন-কুসুমাদে-

(৫৭) আর, অন্য জ্ঞানের বিষয় হইলেই যে, [অনুভূতির] অনুভূতিত্ব থাকিবে না, তাহাও নহে। অনুভূতি কি ? না,—যে নিজের বর্ত্তমানক্ষণে স্বীয় সত্তা দ্বারাই স্বকীয় আশ্রয়—আত্মার নিকট প্রকাশ পায়, অথবা, যাহা স্বীয় সত্তা দ্বারাই স্বকীয় বিষয়ের—রূপরসাদির সাধন বা অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে, [তাহাই অনুভূতি]। উক্ত উভয় প্রকার অনুভূতিই নিজ নিজ প্রতীতি-সিদ্ধ; সুতরাং অপর অনুভবের বিষয় হইলেও [স্বরূপ হইতে] প্রচ্যুত হয় না; অতএব, তাহার অনুভূতিত্বও নষ্ট হয় না। পূর্ব্বোক্ত প্রকাশ-স্বভাবের অভাব নিবন্ধনই ঘটাদি পদার্থ সকল অননুভূতি বা অনুভূতি হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু, অনুভাব্যত্ব-নিবন্ধন নহে। সেইরূপ গগন-কুসুমাদি (অসৎ পদার্থ সকল) যেরূপ অননুভাব্য অর্থাৎ অনুভবের অবিষয় হইয়াও অনুভূতি হয় না; তদ্রূপ, অনুভূতি স্বয়ং অনুভবান্তরের বিষয় না হইলেও যে, অননুভূতি হইতে পারে, তাহারই বা বারণ হইবে কিসে? যদি বল, গগন-কুসুমাদির যে অননুভূতিত্ব, তাহা অসত্তাজনিত,—অননুভাব্যত্বজনিত নহে, [বেশ কথা,] এরূপ হইলে, ঘটাদির যে অননুভূতিত্ব, অজ্ঞানের সহিত সহাবস্থানই তাহার কারণ—অননুভাব্যত্ব নহে, ইহাও স্বীকার করা উচিত।

এ দুই শব্দ উচ্চারণ মাত্র এই দুইটী প্রাণী আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছে। উক্ত ব্যবহার দর্শনে তৃতীয় ব্যক্তি ইহাও বুঝিয়া লইল যে, এইরূপ দুইটী প্রাণী যথাক্রমে 'অশ্ব' ও 'গো' শব্দের বাচ্য—অর্থ, এবং এই শব্দদ্বয় ঐ প্রাণিদ্বয়ের বাচক—বোধক। এ স্থলে তৃতীয় ব্যক্তি প্রথমতঃ দ্বিতীয় ব্যক্তির কার্য্য দেখিয়া অনুমানেরই সাহায্যে বুঝিয়াছে যে, দ্বিতীয় ব্যক্তির ঐ শব্দদ্বয়ের অর্থজানা আছে, নচেৎ সে কখনই ঐ শব্দ শ্রবণ মাত্র তদনুসারে কার্য্য করিতে পারিত না, নিজেই তাহার উত্তম দৃষ্টান্ত। সে কখনই ঐ শব্দদ্বয় শ্রবণমাত্র তদনুরূপ কার্য্য করিতে পারিত না। অতএব, পরকীয় অনুভব-বিষয়ে অনুমান অস্বীকার করিলে কোন শব্দের কি অর্থ, তাহা জানিবার কোনই উপায় থাকে না।

* ঘটাদেরপ্যননুভূতিত্বনিবন্ধনমজ্ঞানাবিরোধিত্বমেব, ইতি (খ) পাঠঃ।

রিবাজ্ঞানাবিরোধিত্বমপি প্রসজ্যত এব। অতোঽনুভাব্যত্বেঽননুভূতিত্ব-মিত্যুপহাস্যম্ ॥ ৫৭ ॥

যত্তু, সংবিদঃ স্বতঃসিদ্ধায়াঃ প্রাগভাবাদ্যভাবাদুৎপত্তির্নিরস্যতে, তদন্ধস্য জাত্যন্ধেন যষ্টিঃ প্রদীয়তে। প্রাগভাবস্য গ্রাহকাভাবাদভাবো ন শক্যতে বক্তুম্; অনুভূত্যৈব গ্রহণাৎ *। কথমনুভূতিঃ সতী তদানী-মেব স্বাভাবং বিরুদ্ধমবগময়তীতি চেৎ? নহি অনুভূতিঃ স্বসমানকাল-বর্ত্তিনমেব বিষয়ীকরোতীত্যস্তি নিয়মঃ, অতীতানাগতয়োরবিষয়ত্বপ্রসঙ্গাৎ।

যদি বল, অনুভূতিরও অনুভাব্যত্ব স্বীকার করিলে [অনুভাব্য] ঘটাদির ন্যায় তাহারও অজ্ঞানাবিরোধিতা অর্থাৎ অজ্ঞানের সহিত একত্রাবস্থিতি সম্ভাবিত হইতে পারে? [হ্যাঁ, ইহা ঠিক কথা, কিন্তু তোমার মতেও] অননুভাব্য হইলেও ত গগন-কুসুমাদির ন্যায় তাহারও (অনুভূতিরও) অজ্ঞান-সহাবস্থিতি হইতেই পারে? অতএব, অনুভবের বিষয় হইলেই যে, অনুভূতি হইবে না, ইহা উপহাসের যোগ্য † ॥

(৫৮)। আর যে, সংবিৎ (অনুভূতি) স্বতঃসিদ্ধ, সুতরাং তাহার প্রাগভাব প্রভৃতি কারণ না থাকায় উৎপত্তি হইতে পারে না, বলা হইয়াছে; তাহাও ঠিক এক জন্মান্ধকর্তৃক অপর অন্ধকে যষ্টি [লাঠী] প্রদানেরই অনুরূপ। কারণ, প্রাগভাবকে যখন বুঝিবারই উপায় নাই, তখন প্রাগভাব নাই বা অপ্রামাণিক। একথা বলিতে পার না; যে হেতু, স্বয়ং অনুভবই তাহার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে। যদি বল, অনুভূতি নিজে বিদ্যমান থাকিয়া তৎকালেই আবার নিজেরই অভাব জ্ঞাপন [প্রকাশ] করিবে কিরূপে? কারণ, একই কালে এক বস্তুর যে, ভাবও অভাব; তাহা ত হইতেই পারে না বিরুদ্ধ। না,—এ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, অনুভূতি যে, কেবল বর্ত্তমানকালীন বিষয়কেই গ্রহণ করিবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই; তাহা হইলে অতীত ও ভবিষ্যৎ [যাহা বর্ত্তমান নাই, এমন] বস্তু-বিষয়ে আর অনুভব [জ্ঞান] হইতেই পারে না।

---

* গ্রাহণাৎ' ইতি (ক) পাঠঃ।

† তাৎপর্য্য—শঙ্করমতে আত্মা ও অনুভূতি এক অভিন্ন পদার্থ। দৃশ্যমাত্রই অনুভূতির দ্বারা প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ অনুভূত হয়, সেই আত্মস্বরূপ অনুভূতিকে প্রকাশ করিবারনিমিত্ত আর অপর অনুভূতির আবশ্যক হয় না, উহা স্বপ্রকাশ। পরন্তু, যে সকল বস্তু অনুভবের বিষয় বা অনুভাব্য হয়, সে সকল বস্তু অনুভূতি হইতে ভিন্ন—কখনও অনুভূতি স্বরূপ হইতে পারে না; যেমন, —অনুভবের বিষয় ঘট-পটাদি পদার্থ সকল কখনও অনুভূতি স্বরূপ হয় না। কিন্তু রামানুজস্বামী এ কথা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, অনুভাব্য হইলেই যে, অনুভূতির অনুভূতিত্ব নষ্ট হইয়া যাবে, অর্থাৎ অননুভূতিত্ব হইবে, আর অননুভাব্য হইলেই যে, অনুভূতি হইবে; এ বিষয়ে কোন যুক্তি নাই। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়, আকাশ-কুসুম অসৎ পদার্থ; সুতরাং কখনও অনুভাব্য হয় না, কিন্তু তা'বলিয়া কি কখনও সে অনুভূতি (জ্ঞান স্বরূপ) হইতে পারে? যদি বল যে, গগন-কুসুমাদি

অথ মন্যসে,—অনুভূতি-প্রাগভাবাদেঃ সিদ্ধ্যতস্তৎসমকালভাবনিয়মোঽস্তীতি। কিং ত্বয়া ক্বচিদেবং দৃষ্টম্; যেন নিয়মং ব্রবীষি? হন্ত তর্হি তত এব দর্শনাৎ প্রাগভাবাদিঃ সিদ্ধঃ, ইতি ন তদপহ্নবঃ (*)। তৎপ্রাগভাবং চ তৎসমকালবর্ত্তিনমনুন্মত্তঃ কো ব্রবীতি?

ইন্দ্রিয়-জন্মনঃ প্রত্যক্ষস্য হি এষ স্বভাবনিয়মঃ,—যৎ স্বসমকালবর্ত্তিনঃ পদার্থস্য গ্রাহকত্বম্, ন সর্ব্বেষাং জ্ঞানানাং প্রমাণানাং চ, স্মরণানুমানাগম-যোগি-প্রত্যক্ষাদিষু কালান্তরবর্ত্তিনোঽপি গ্রহণ-দর্শনাৎ। অতএব চ

যদি মনে কর যে, উপলব্ধি ব্যতীত যখন কোন বস্তুরই প্রতীতি হয় না; তখন নিশ্চয়ই অনুভূতি ও তাহার প্রাগভাবাদির সমকাল-বর্ত্তিত্ব নিয়ম আছে। জিজ্ঞাসা করি,—তুমি কি কোথাও এরূপ (অনুভূতি ও তৎপ্রাগভাবের সমকালবর্ত্তিত্ব) দেখিয়াছ, যাহাতে ঐরূপ নিয়ম আছে, বলিতেছ? আর যদি বা দেখিয়াই থাক, তবে ত সেই দর্শন হইতেই অর্থাৎ তোমার দৃষ্ট সেই উদাহরণ হইতেই অনুভূতির প্রাগভাব সিদ্ধ হইতেছে; অতএব অনুভূতির প্রাগভাব অপলাপ করা যায় না। [পক্ষান্তরে] একই বস্তুর ভাব ও অভাব যে, একই কালে থাকিতে পারে, ইহা উন্মত্ত ভিন্ন আর কেহ বলিতে পারে না। (†)।

যে হেতু, স্মরণ, অনুমান ও যোগি-প্রত্যক্ষে তৎকালে অনুপস্থিত—কালান্তরবর্ত্তী বস্তুরও গ্রহণ বা উপলব্ধি দৃষ্ট হয়; [অতএব বুঝিতে হইবে,] নিজের সমকালবর্ত্তি-বস্তুগ্রহণের যে নিয়ম, তাহা কেবল ইন্দ্রিয়-জন্য প্রত্যক্ষ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য—সমস্ত জ্ঞান ও সমস্ত প্রমাণ সম্বন্ধে নহে।

---

২ পদার্থগুলি অজ্ঞান-বিরোধী হয না—অর্থাৎ মিথ্যাত্বনিবন্ধন অজ্ঞানের সহিত একত্র অবস্থান করে, কারণেই উহারা অনুভূতি শ্রেণী হইতে পরিত্যক্ত। এ কথার উত্তরে বক্তব্য এই যে, শঙ্করমতে সমস্ত ২ই যখন অজ্ঞান-সহকৃত, তখন গগনকুসুমাদির ন্যায় ঘটাদি পদার্থও ত অজ্ঞানেই অবস্থিত, সুতরাং কারণেই উহারা অনুভূতি হইবে না, অতএব অনুভাব্যত্বকে আর অননুভূতিত্বের কারণ বলিয়া র্দ্দেশ করা সমীচীন হইতে পারে না।

(*) 'তদভাব নিহ্নবঃ' ইতি (ক) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—শঙ্কর বলিয়াছেন যে, অনুভূতি বা জ্ঞান বস্তুটী নিত্যসিদ্ধ, উহার উৎপত্তি হইতে পারে, কারণ, যাহার 'প্রাগভাব' নাই, অর্থাৎ কখনও অসত্তা নাই, তাহার উৎপত্তি হয় না; ইহা সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত। অনুভূতির 'প্রাগভাব' জানিতে হইলেও অনুভব থাকা আবশ্যক, বিনা অনুভবে কোন বস্তুরই স্তিত্ব প্রমাণ হয় না, অথচ অনুভব ও তাহার প্রাগভাব একই কালে থাকিতে পারে না; কারণ, উহারা বিরুদ্ধ পদার্থ।

এখন রামানুজ বলিতেছেন যে, এ কথা সত্য নহে; যাহা অনুভবকালে অবর্ত্তমান, এরূপ অতীত ও অনাগত পদার্থেরও যখন জ্ঞান(স্মরণ) হয়, তখন 'প্রাগভাব' বর্ত্তমান না থাকিলেও তাহার অনুভবে বাধা কি? যদি বল যে, প্রাগভাব'-সম্বন্ধেই কেবল অনুভবের সমকাল-বর্ত্তিত্ব নিয়ম—অন্যের সম্বন্ধে নহে; এ বিষয়ে কিন্তু কোন

প্রমাণস্য প্রমেয়াবিনাভাবঃ, নহি প্রমাণস্য স্বসমকালবর্ত্তিনা অবিনাভাবোঽর্থ-সম্বন্ধঃ; অপিতু, যদ্দেশ-কালাদি-সম্বন্ধিতয়া যোঽর্থোঽবভাসতে, তস্য তথাবিধাকারমিথ্যাত্ব-প্রত্যনীকতা। অত ইদমপি নিরস্তং,—স্মৃতির্ন বাহ্য-বিষয়া নষ্টেঽপ্যর্থে স্মৃতিদর্শনাদিতি ॥ ৫৮ ॥

অথ উচ্যেত,— ন তাবৎ সংবিৎপ্রাগভাবঃ প্রত্যক্ষাবসেয়ঃ, অবর্ত্ত-মানত্বাৎ। ন চ প্রমাণান্তরাবসেয়ঃ, লিঙ্গাদ্যভাবাৎ। নহি সংবিৎ-প্রাগভাব-ব্যাপ্তমিহ লিঙ্গমুপলভ্যতে, নানুপপত্তিরপি (*) কস্যচিদ্ দৃশ্যতে। নচা-গমস্তদ্বিষয়ো দৃষ্টচরঃ। অতস্তৎপ্রাগভাবঃ প্রমাণাভাবাদেব ন সেৎস্যতীতি। যদ্যেবং, স্বতঃসিদ্ধত্ব-বিভবং পরিত্যজ্য প্রমাণাভাবেঽবরূঢ়শ্চেৎ; যোগ্যানুপ-লব্ধ্যেবাভাবঃ সমর্থিত ইত্যুপশাম্যতু ভবান্।

এই কারণেই প্রমেয় [জ্ঞেয়] পদার্থের সহিত প্রমাণের অবিনাভাব বা নিয়ত সম্বন্ধও সিদ্ধ হইতেছে। কারণ, স্বীয় সমকালবর্ত্তী বস্তুর সহিত যে অবিনাভাব, তাহাই প্রমাণের বিষয়সম্বন্ধ বা বিষয়-গ্রহণ নহে; পরন্তু, যে পদার্থ যে কালে ও যে দেশে সম্বন্ধ বলিয়া প্রতীত হয়, সেই পদার্থের যে, সেই প্রকার অবস্থায় মিথ্যাত্ব-নিবৃত্তি করা, অর্থাৎ তাহার অস্তিত্ব-জ্ঞাপন করা, [তাহাই প্রমাণের অর্থ-সম্বন্ধ বা বিষয়-গ্রহণ]। যে হেতু, বিনষ্ট বস্তু-বিষয়েও স্মরণ হইতে দেখা যায়, অতএব 'স্মৃতি-জ্ঞানটী বাহ্য-পদার্থ-বিষয়ক নহে, অর্থাৎ স্মৃতির কোন বিষয় নাই, উহা নির্ব্বিষয়।' এই বৌদ্ধ-সিদ্ধান্তও উক্ত হেতু বলেই নিরস্ত হইল॥

(৫৯)। যদি বল যে, সংবিদের [অনুভূতির] প্রাগভাব প্রত্যক্ষ দ্বারা নিরূপণ করা যায় না; কারণ, তৎকালে সে বর্ত্তমান থাকে না। [অনুমানাদি] প্রমাণান্তর দ্বারাও তাহা জানা যায় না; কারণ, এ বিষয়ে 'লিঙ্গ' বা হেতু প্রভৃতি কোন সাধন নাই, কেন না,—অনুভূতির প্রাগভাব দ্বারা ব্যাপ্ত অর্থাৎ সেই প্রাগভাবের অধীন কোন হেতু (লিঙ্গ) দৃষ্ট হয় না, অথচ, তাহার অভাবে কোন বিষয়ের অনুপপত্তি বা অসামঞ্জস্যও দেখা যাইতেছে না, [যাহার জন্য অনুভূতির প্রাগভাব স্বীকার করিতে হইবে], এবং প্রাগভাবের অস্তিত্ববোধক কোন শব্দ-প্রমাণও দৃষ্ট হইতেছে না। অতএব, প্রমাণাভাব বশতঃই অনু-ভূতির প্রাগভাব সিদ্ধ হইবে না। [বেশ কথা,] এইরূপে যদি আপনাকে [অনুভূতির] স্বতঃসিদ্ধত্ব-সম্পত্তি অর্থাৎ প্রাগভাব অস্বীকারের পক্ষে অনুভূতির 'স্বতঃসিদ্ধত্ব' রূপ যে হেতু পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছিল; এখন যদি সেই হেতু ত্যাগ করিয়া আবার প্রমাণাভাবকেই প্রাগ-ভাব অস্বীকারের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়, তাহা হইলে, [ন্যায়মতে যখন] 'অনুপলব্ধি'

দৃষ্টান্ত নাই। আর যদি দৃষ্টান্তই থাকে, তবে ত সেই দৃষ্টান্ত-বলেই অনুভূতির সমকালীন প্রাগভাবের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে,—'অনুভূতির প্রাগভাব নাই' বল কিরূপে? অথচ একই বস্তুর একই কালে যে ভাব ও অভাব থাকিতে পারে, ইহা উন্মত্ত প্রলাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব শঙ্করের যুক্তি উপেক্ষণীয়।

(*), নানুপলব্ধিঃ ইত্যাদিঃ (খ) পাঠঃ; (গ, ঘ) পুস্তকে তু অয়মংশ এব নাস্তি।

কিংচ, প্রত্যক্ষজ্ঞানং স্ববিষয়ং ঘটাদিকং স্বসত্তাকালে সত্ত্বং সাধয়ৎ তস্য ন সর্ব্বদা সত্তামবগময়ৎ দৃশ্যতে, ইতি ঘটাদেঃ পূর্ব্বোত্তর-কালসত্তা ন প্রতীয়তে। তদপ্রতীতিশ্চ সংবেদনস্য কাল-পরিচ্ছিন্নতয়া প্রতীতেঃ। ঘটাদি-বিষয়মেব সংবেদনং স্বয়ং কালানবচ্ছিন্নং প্রতীতং চেৎ; সংবেদন-বিষয়ো ঘটাদিরপি কালানবচ্ছিন্নঃ প্রতীয়েত, ইতি নিত্যঃ স্যাৎ। নিত্যং চেৎ সংবেদনং স্বতঃসিদ্ধং, নিত্যমিত্যেব প্রতীয়েত; ন চ তথা প্রতীয়তে।

প্রমাণ দ্বারাই অভাব সমর্থিত বা প্রমাণিত হইয়াছে, [তখন আর প্রমাণ নাই, বলা চলে কিরূপে?] (*) অতএব, আপনি [বিচার হইতে] বিরত হউন।

আরও এক কথা,—দেখিতে পাওয়া যায়, প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়ঘটাদি পদার্থ যতক্ষণ বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণই সৎ; প্রত্যক্ষ জ্ঞান তৎসাধক হইলেও কিন্তু তাহার সর্ব্বকালীন সত্তা জ্ঞাপন করে না; এই কারণেই পূর্ব্বোত্তরকালে অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে ও ধ্বংসের পর আর ঘটের সত্তা প্রতীত হয় না; সংবেদন বা অনুভব নিজে কালাবচ্ছিন্ন বলিয়াই অর্থাৎ সর্ব্ব-কালীন নয় বলিয়াই (সময় সময়) সেই ঘটাদি সত্তার অপ্রতীতি হইয়া থাকে। আর সেই ঘটাদি বিষয়ে যে অনুভব হয়, সে নিজেই যদি কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ না হইয়া প্রতীত হইত, তাহা হইলে সেই অনুভবের বিষয় ঘটাদি পদার্থও কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন না হইয়াই প্রতীত হইত; সুতরাং সে সকলও নিত্য হইতে পারিত। স্বতঃসিদ্ধ সংবেদন যদি নিত্য হইত, তাহা হইলে 'নিত্য' বলিয়াই প্রতীত হইত? কিন্তু সেরূপে ত প্রতীত হয় না।

(*) তাৎপর্য্য,—শঙ্কর মতে, অনুভূতির প্রাগভাব না থাকার পক্ষে প্রথমতঃ অনুভূতির 'স্বতঃসিদ্ধত্ব'ই একমাত্র প্রধান হেতু রূপে উল্লিখিত হইয়াছিল। এখন আবার সেই 'স্বতঃসিদ্ধত্ব' হেতু ত্যাগ করিয়া অনুভূতির প্রাগভাব সম্বন্ধে প্রমাণাভাব, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান প্রভৃতি যে সকল প্রমাণ আছে; সে সমুদয়ের দ্বারা উহা প্রমাণিত হয় না, এই হেতুর উল্লেখ করা হইয়াছে। তাই ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, প্রাগভাব সম্বন্ধে প্রমাণ নাই, বলিতে পার না; কারণ ন্যায় প্রভৃতি দর্শনের মতে 'যোগ্যানুপলব্ধি' ও একটী প্রমাণ, সুতরাং তাহা দ্বারাই অভাব প্রমাণিত হইতে পারে। 'যোগ্যানুপলব্ধি' অর্থ,—যে বস্তু যে সকল কারণ দ্বারা প্রত্যক্ষ-যোগ্য; সেই সকল কারণ অবিকল ভাবে বিদ্যমান থাকিতেও যদি তাহার উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ না হয়, তবে, তাহাকে 'যোগ্যানুপলব্ধি' বলে। এই 'যোগ্যানুপলব্ধি'কে কেহ কেহ প্রমাণমধ্যে পরিগণিত করেন, আবার কেহ বা প্রত্যক্ষ দ্বারাই ইহার উপপত্তি করিয়া থাকেন। ফলকথা, অভাবের অস্তিত্ব বিষয়ে যখন ঐরূপ প্রমাণ রহিয়াছে, তখন, তদ্বিষয়ে প্রমাণ নাই, এ কথা বলা যায় না।

৬৮। তাৎপর্য্য,—যেমন, ঘটের অনুভবাভাব ও পটের বিনাশ কখনই অপরাপর বস্তুর স্মৃতি-বাধক হয় না; তেমনি, অনুভবাতিরিক্ত বিষয়ের অনুভব ও অহংভাবের নিবৃত্তি কখনই সুষুপ্তি (গাঢ়নিদ্রা-) কালীন অনুভবের স্মৃতির-বাধক—অস্মরণের হেতু হইতে পারে না।

এবমনুমানাদি-সংবিদোঽপি কালানবচ্ছিন্নাঃ প্রতীতাশ্চেৎ; স্ববিষয়ানপি কালানবচ্ছিন্নান্ প্রকাশয়ন্তি, ইতি তে চ সর্ব্বে কালানবচ্ছিন্না নিত্যাঃ স্যুঃ; সংবিদনুরূপ-স্বরূপত্বাদ্ * বিষয়াণাম্। ন চ নির্ব্বিষয়া কাচিৎ সংবিদস্তি; অনুপলব্ধেঃ। বিষয়-প্রকাশনতয়ৈবোপলব্ধেরেব হি সংবিদঃ স্বয়ংপ্রকাশতা সমর্থিতা; সংবিদো বিষয়-প্রকাশনতা-স্বভাব-বিরহে সতি স্বয়ংপ্রকাশত্বাসিদ্ধেঃ অনুভূতেরনুভবান্তরাননুভাব্যত্বাচ্চ সংবিদস্তুচ্ছতৈব স্যাৎ।

ন চ স্বাপ-মদ-মূর্চ্ছাদিষু সর্ব্ব-বিষয়-শূন্যা কেবলৈব সংবিৎ পরিস্ফুরতীতি বাচ্যম্; যোগ্যানুলব্ধি-পরাহতত্বাৎ। † তাস্বপি দশাসু অনুভূতিরনুভূতা চেৎ; তস্যাঃ প্রবোধ-সময়েঽনুসংধানং স্যাৎ; ন চ তদস্তি ॥ ৫৯॥

নন্বনুভূতস্য পদার্থস্য স্মরণ-নিয়মো ন দৃষ্টচরঃ; অতঃ স্মরণাভাবঃ কথমনুভবাভাবং সাধয়েৎ? উচ্যতে,—নিখিল-সংস্কার-তিরস্কৃতিকর-দেহ-

---

এইরূপ, অনুমানাদি-জন্য জ্ঞানও যদি কালের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন হইত, তবে, নিজ-নিজ বিষয় সমূহকেও কালানবচ্ছিন্ন বলিয়াই জ্ঞাপন করিত, সুতরাং সে সকলও নিত্য হইতে পারিত; কারণ, অনুভূয়মান বিষয় তাহার অনুভব তুল্যরূপ হইয়া থাকে। আর, বিষয়-বিহীন যে, কোন অনুভূতি আছে, বা থাকিতে পারে, তাহাও বলিতে পার না; কারণ ঐরূপ অনুভূতি দেখা যায় না। কেন না, অনুভূতির যে বিষয়-প্রকাশ করা স্বভাব, তাহা দ্বারাই জ্ঞানের স্বয়ংপ্রকাশতা সাধন করা হইয়াছে। এখন বিষয়-প্রকাশন কালে অনুভূতির বর্ত্তমান থাকা রূপ স্বভাবটী না থাকিলে তাহার স্বয়ংপ্রকাশত্বই সিদ্ধ হইতে পারে না; এবং অনুভূতি-বিষয়ে পৃথক্ অনুভব স্বীকার করায় ফলে-ফলে অনুভূতির তুচ্ছতাই (মিথ্যাত্বই) হইয়া পড়ে।

আর, স্বপ্ন, মত্ততা ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি দশায় যে, সর্ব্বপ্রকার বিষয়-সম্পর্কশূন্য কেবলই জ্ঞান স্ফূর্ত্তি পায়; তাহাও বলিতে পার না। কারণ, পূর্ব্বোক্ত যোগ্যানুপলব্ধি যুক্তি দ্বারাই তাহা প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। যদি সেই সকল অবস্থায়ও অনুভূতির অনুভব থাকিত, তবে, নিদ্রাভঙ্গের পরও তাহার স্মরণ হইত. [অথচ কাহারো] তাহা হয় না।

৬১। ভাল, অনুভূত পদার্থ মাত্রেরই যে স্মরণ হইবে, এরূপ নিয়ম ত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই? অতএব, উক্ত স্মরণাভাব দ্বারা অনুভবের অভাব সাধন হয় কিরূপে? বলিতেছি,—দেহত্যাগ প্রভৃতি কারণেই সমস্ত সংস্কারের তিরোধান হইয়া থাকে, [নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির]

(*) সংবিদনুরূপত্বাৎ' ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

(†) পরাকৃতত্বাৎ' ইতি (ক, খ) পাঠঃ।

বিগমাদি-প্রবলহেতু-বিরহেঽপ্যস্মরণ-নিয়মোঽনুভবাভাবমেব সাধয়তি ; ন কেবলমস্মরণ-নিয়মাদনুভবাভাবঃ, সুপ্তোত্থিতস্য "ইয়ন্তং কালং ন কিঞ্চিদহমজ্ঞাসিষম্" ইতি প্রত্যবমর্শেনৈব সিদ্ধেঃ। ন চ সত্যপ্যনুভবে তদস্মরণ-নিয়মো বিষয়াবচ্ছেদ-বিরহাদহঙ্কারবিগমাদ্বেতি শক্যতে বক্তুম্ ; অর্থান্তরাননুভবস্যার্থান্তরাভাবস্য চ অনুভূতার্থান্তরাস্মরণ-হেতুত্বাভাবাৎ। তাস্বপি দশাস্বহমর্থোঽনুবর্ত্তত-ইতি চ বক্ষ্যতে।

নন্বু স্বাপাদি-দশাস্বপি সবিশেষোঽনুভবোঽস্তীতি পূর্ব্বমুক্তম্ ? সত্যমুক্তম্ ; সস্বাত্মানুভবঃ ; স চ সবিশেষ * এবেতি স্থাপয়িষ্যতে। ইহ তু সকলবিষয়-বিরহিণী নিরাশ্রয়া চ সংবিদ্ নিষিধ্যতে। কেবলৈব সংবিদাত্মানুভব ইতি চেৎ ; ন, সা চ সাশ্রয়েতি হ্যুপপাদয়িষ্যতে। অতোঽনুভূতিঃ সতী স্বয়ং স্বপ্রাগভাবং ন সাধয়তীতি প্রাগভাবাসিদ্ধির্ন শক্যতে বক্তুম্।

সংস্কারনাশক সেই সকল কারণের অভাবেও যে, স্মরণাভাব, তাহাই [তাৎকালিক] অনুভবের অভাব জ্ঞাপন করিতেছে। আর, কেবল স্মরণাভাবের নিয়ম হইতেই যে, অনুভবের অভাব সিদ্ধ হইতেছে, তাহা নহে,—'আমি এত ক্ষণ কিছুই জানিতে পারি নাই' ; সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির এইরূপ বোধ হইতেও তাহা সিদ্ধ হইতেছে। এ কথাও বলিতে পার না যে, [তৎকালে] অনুভবসত্ত্বেও বিষয়নির্দ্ধারণের অভাব কিংবা অহঙ্কারের (আমিত্ববোধের) অপগম বশতঃ অনুভূতির স্মরণ হয় না। তাহার কারণ এই যে, অন্য বস্তুর অনুভূতির অভাব এবং অন্য বস্তুর বিনাশ, কখনই অপর অনুভূত পদার্থের অস্মরণের হেতু হইতে পারে না। বস্তুতঃ সেই স্বপ্নাদি অবস্থায়ও যে অহং-ভাব বা আমিত্ব অনুবৃত্ত থাকে, ইহা পরে বলা হইবে।

আচ্ছা, স্বপ্নাদি দশায়ও সবিশেষ অনুভব থাকে, এ কথা (তুমি—রামানুজ) পূর্ব্বে বলিয়াছ, [এখন তাহার নিষেধ করিতেছ কি প্রকারে ?] হাঁ, বলা হইয়াছে, সত্য, কিন্তু সে-টী আত্মানুভবের কথা ; সেই অনুভবটী যে নিশ্চয়ই সবিশেষ (নির্ব্বিশেষ নহে), তাহা ইতঃপর ব্যবস্থাপিত করা হইবে। এখানে কেবল সর্ব্বপ্রকার বিষয়-বিরহিত ও নিরাশ্রয় অনুভূতির প্রতিষেধ করা হইতেছে মাত্র। যদি বল, কেবল নির্ব্বিশেষ জ্ঞানই আত্মানুভব, [তদতিরিক্ত আত্মানুভব নাই ?] না,—এ কথাও বলিতে পার না ; কারণ, সেই অনুভূতিও যে পরাশ্রিত (নির্ব্বিশেষ নহে), ইহা পরে উপপাদন করিব। অতএব, 'অনুভূতি স্বয়ং বিদ্যমান থাকিয়া নিজের প্রাগভাব সাধন করিতে পারে না, অতএব অনুভূতির প্রাগভাব সিদ্ধ হয় না,' এ কথা বলিতে পার না। [আর, যখন যুক্তির সাহায্যে] অনুভূতিরও অনুভব সম্ভবপর

(*) সবিষয় এব ইতি (খ) পাঠঃ।

অনুভূতেরনুভাব্যত্ব-সম্ভবোপপাদনেনান্যতোঽপ্যসিদ্ধির্নিরস্তা। তস্মাৎ ন প্রাগভাবাদ্যসিদ্ধ্যা সংবিদোঽনুৎপত্তিরুপপত্তিমতী ॥ ৬০ ॥

যদপ্যস্যা অনুৎপত্ত্যা বিকারান্তর-নিরসনম্; তদপ্যনুপপন্নম্; প্রাগভাবে ব্যভিচারাৎ; তস্য হি জন্মাভাবেঽপি বিনাশো দৃশ্যতে; ভাবেষ্বিতি বিশেষণে তর্ককুশলতা আবিষ্কৃতা ভবতি। তথা চ ভবদভিমতা-বিদ্যানুৎপন্নৈব বিবিধ-বিকারাস্পদং তত্ত্বজ্ঞানোদয়াদন্তবতী চ ইতি তস্যা-মনৈকান্ত্যম্। তদ্বিকারাঃ সর্ব্বে মিথ্যাভূতা ইতি চেৎ; কিং ভবতঃ পরমার্থ-ভূতোঽপ্যস্তি বিকারঃ? যেনৈতদ্বিশেষণমর্থবদ্ ভবতি। নহ্যসাবভ্যুপ-গম্যতে।

যদপি—অনুভূতিরজত্বাৎ স্বস্মিন্ বিভাগং ন সহতে ইতি। তদপি নোপ-পদ্যতে, অজস্যৈবাত্মনো দেহেন্দ্রিয়াদিভ্যো বিভক্তত্বাদ্, অনাদিত্বেন চাভ্যু-পগতায়া অবিদ্যায়া আত্মনো ব্যতিরেকস্যাবশ্যাশ্রয়ণীয়ত্বাৎ। স বিভাগো

বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে, [তখন, 'অনুভূতি] প্রমাণান্তর দ্বারাও সিদ্ধ হইতে পারে না,' এই যুক্তিও নিরস্ত হইল। অতএব, প্রাগভাবাদি কারণের অভাবে 'সংবিদের (জ্ঞানের) উৎপত্তি হইতে পারে না,' এ কথা যুক্তিযুক্ত নহে।

(৬১)। আর যে, এই অনুৎপত্তির সাহায্যেই [অনুভূতির] অন্যান্য বিকারেরও প্রত্যা-খ্যান করা হইয়াছে; তাহাও সঙ্গত হয় নাই; কারণ, প্রাগভাবেই তাহার ব্যভিচার (নিয়মের ভঙ্গ) দৃষ্ট হয়; যেহেতু প্রাগভাবের জন্ম না থাকিলেও বিনাশ দৃষ্ট হয়। যদি বল, অভাব ভিন্ন পদার্থের সম্বন্ধেই [ঐরূপ নিয়ম]; হ্যাঁ, ঐরূপ বিশেষণ-যোগেও কেবল তর্ককৌশলই প্রদর্শিত হয় মাত্র (কোন বস্তুঃ-সিদ্ধি হয় না)। দেখ,—তোমার অভিমত অবিদ্যা-পদার্থটী উৎপন্ন না হইয়াও বিবিধ বিকার জন্মায় এবং তত্ত্বজ্ঞানের উদয়মাত্রে বিনষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং সেই অবিদ্যাতেই [পূর্ব্বোক্ত নিয়ম] অনৈকান্তিক, অর্থাৎ ব্যভিচারী হইতেছে। যদি বল, অবিদ্যার সমস্ত বিকারই মিথ্যা, [সুতরাং সেখানে নিয়ম ভঙ্গ হবে না।] জিজ্ঞাসা করি,—তোমার মতে পরমার্থ বা সত্যস্বরূপও কোন বিকার আছে কি? যাহাতে এইরূপ বিশেষণ সার্থক হইতে পারে? নিশ্চয়ই [তোমরা] ইহা (কোন বিকারেরই সত্যতা) স্বীকার কর না।

আরো যে বলা হইয়াছে, অনুভূতি স্বয়ং অজ (জন্মরহিত); সুতরাং নিজে বিভাগার্হ হইতে পারে না। তাহাও সঙ্গত হয় না; কারণ, আত্মা জন্মরহিত হইয়াও দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি হইতে বিভক্ত বা পৃথক্ হইয়া আছে, এবং 'অনাদি' বলিয়া স্বীকৃত অবিদ্যা হইতেও আত্মাকে পৃথক্ বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যদি বল, সেই বিভাগ মিথ্যা (সত্য নহে)।

মিথ্যারূপ ইতি চেৎ ; জন্ম-প্রতিবদ্ধঃ পরমার্থ-বিভাগঃ কিং ক্বচিদ্ দৃষ্টস্ত্বয়া? অবিদ্যায়া আত্মনঃ পরমার্থতো বিভাগাভাবে বস্তুতো হ্যবিদ্যৈব স্যাদাত্মা। অবাধিতপ্রতিপত্তিসিদ্ধ-দৃশ্যভেদ-সমর্থনেন দর্শনভেদোঽপি সমর্থিত এব, (*) ছেদ্য-ভেদাৎ ছেদনভেদবৎ ॥ ৬১ ॥

যদপি—নাস্যা দৃশের্দৃশিস্বরূপায়া দৃশ্যঃ কশ্চিদপি ধর্ম্মোঽস্তি ; দৃশ্যত্বা-দেব তেষাং ন দৃশিধর্ম্মত্বম্ ইতি চ। তদপি স্বাভ্যুপগতৈঃ প্রমাণসিদ্ধৈ-র্নিত্যত্ব-স্বয়ংপ্রকাশত্বাদি-ধর্ম্মৈরুভয়মনৈকান্তিকম্।

জিজ্ঞাসা করি,] তুমি কোথাও কি জন্মাধীন পারমার্থিক (যথার্থ সত্য) বিভাগ দেখিয়াছ ? (১) বস্তুতঃ অবিদ্যা হইতে আত্মার যদি যথার্থ বিভাগ নাই থাকে, তবে, ফলে-ফলে অবিদ্যাই আত্মা হইতে পারে, অর্থাৎ আত্মাও অবিদ্যার মধ্যে যদি ভেদই না রহিল, তাহা হইলে আত্মা ও অবিদ্যা একই হইয়া পড়ে। আর, দৃশ্যমান ঘটপটাদি পদার্থের যে, পরস্পর ভেদ প্রতীত হইয়া থাকে, তাহাও যখন বাধিত অর্থাৎ অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না, তখন উহা সত্য। অতএব, যেমন ছেদনীয় বৃক্ষাদির ভেদ অনুসারে ছেদন ক্রিয়াও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে ; তেমনি অবাধিত দৃশ্য ভেদ অনুসারে তাহার দর্শন, অর্থাৎ ভেদানুভূতিরও নানাত্ব স্বীকার করিতেই হইবে।

৬২। আরো যে বলা হইয়াছে,—এই অনুভূতি স্বয়ংই দৃশি স্বরূপ (জ্ঞান স্বরূপ), সুতরাং তাহার দৃশ্য (দর্শন-যোগ্য) কোনও ধর্ম্ম থাকিতে পারে না ; এবং পক্ষান্তরে, [নিত্যত্ব ও স্বয়ংপ্রকাশত্ব প্রভৃতি ভাবগুলিকে তাহার দৃশ্য বলিলে, সেই] দৃশ্যত্ব-নিবন্ধনই তাহারা দৃশিরূপা অনুভূতির ধর্ম্ম হইতে পারে না। এই উভয় যুক্তিও তাহাদের স্বীকৃত ও

(*) তাৎপর্য্য—"প্রতিপ্রমাতৃ-বিষয়ং পরস্পরবিলক্ষণাঃ। অপরোক্ষং প্রদর্শ্যন্তে সুখ-দুঃখাদিবৎ ধিয়ঃ। অর্থাৎ, ভিন্ন ভিন্ন সুখ-দুঃখাদি বিষয়ে যেরূপ পৃথক পৃথক জ্ঞান সমুদিত হয়, সেইরূপ প্রত্যেক জ্ঞেয় পদার্থের ভেদ অনুসারেই ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়।

(১) তাৎপর্য্য,—পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিয়াছিলেন যে, অনুভূতির যখন জন্ম নাই, তখন তাহাতে কোন বাস্তবিক বিভাগ ঘটিতে পারে না। ফলকথা,—যাহার জন্ম আছে, তাহারই বিভাগ হইয়া থাকে। এ কথার উপর ভাষ্যকার প্রশ্ন করিতেছেন যে, বস্তু-বিভাগ যে জন্মপ্রতিবদ্ধ—জন্মাধীন, অর্থাৎ যাহার জন্ম আছে, তাহারই বিভাগ হইবে—জন্মহীনের হইবে না ; কোথাও কি ইহার উদাহরণ দেখিয়াছ ? যাহাতে এরূপ নিয়ম বলিতেছ। যদি বল, জন্মশীল, অথচ পারমার্থিক বিভাগ সম্পন্ন ঘট-পটাদিই ইহার দৃষ্টান্ত। এ কথা বলিতে পার না ; কারণ, তাহা হইলে ঘটাদির পারমার্থিক বিভাগ থাকায় অদ্বৈতবাদের ব্যাঘাত হইয়া পড়ে। এই কারণে অন্য কারণ প্রদর্শিত হইতেছে।

ন চ তে সংবেদনমাত্রম্, স্বরূপভেদাৎ স্বসত্তয়ৈব স্বাশ্রয়ং প্রতি কস্যচিদ্-বিষয়স্য প্রকাশনং হি সংবেদনম্। স্বয়ংপ্রকাশতা তু স্বসত্তয়ৈব স্বাশ্রয়ায় প্রকাশমানতা। প্রকাশশ্চ চিদচিদশেষ-পদার্থসাধারণং ব্যবহারানুগুণ্যম্। সর্ব্বকাল-বর্ত্তমানত্বং হি-নিত্যত্বম্। একত্বং-একসংখ্যাবচ্ছেদইতি। তেষাং জড়ত্বাদ্যভাবরূপতায়ামপি তথাভূতৈরপি চৈতন্য-ধর্ম্মভূতৈস্তৈরনৈকান্ত্যম-পরিহার্য্যম্। সংবিদি তু স্বরূপাতিরেকেণ জড়ত্বাদি-প্রত্যনীকত্বমিত্যভাব-রূপো ভাবরূপো বা ধর্ম্মো নাভ্যুপেতশ্চেৎ; তত্তন্নিষেধোক্ত্যা কিমপি নোক্তং ভবেৎ ॥ ৬২ ॥

প্রমাণ-সিদ্ধ নিত্যত্ব ও স্বয়ং-প্রকাশত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম দ্বারা অনৈকান্তিক অর্থাৎ ব্যভিচারী হইতেছে। (*)

আর সেই নিত্যত্ব ও স্বয়ংপ্রকাশত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম-গুলি যে অনুভূতিরই স্বরূপ, তাহা নহে, কারণ, উহাদের স্বরূপ-গত ভেদ আছে। [অনুভূতি] বিদ্যমান থাকায় তদাশ্রয়—আত্মার নিকট যে, কোন বিষয় প্রকাশ করা ; তাহার নাম সংবেদন। আর স্বীয় আশ্রয়—আত্মার নিকট যে, প্রকাশমানভাবে বিদ্যমান থাকা, তাহার নাম স্বয়ংপ্রকাশমানতা। চিৎ-জড় সর্ব্বপদার্থ-গত ব্যবহার সম্পাদন-সামর্থ্যের নাম প্রকাশ। সর্ব্বকালে বর্ত্তমান থাকার নাম নিত্যত্ব। একত্ব অর্থ 'এক' সংখ্যা দ্বারা পরিমিত করা। এ সকল পদার্থ জড়ত্বাদির অভাব স্বরূপ হইলেও চৈতন্যের ধর্ম্ম ; সুতরাং এবংবিধ চৈতন্য-ধর্ম্ম নিত্যত্বাদি দ্বারা যে, পূর্ব্বোক্ত যুক্তির ব্যভিচার ঘটে, তাহার পরিহার সহজসাধ্য নহে। অধিকন্তু, উক্ত অনুভূতি হইতে পৃথক্, জড়ত্বাদিবিরোধী, উক্ত ধর্ম্ম সকল ভাবরূপীই হউক, আর অভাবরূপীই হউক, উহাদের অনুভূতি-সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে, ফলতঃ কিছুই প্রতিপাদন করা হইল না। অর্থাৎ জড়ত্ববিরোধী স্বয়ংপ্রকাশত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি ভাবই হউক, আর অভাবই হউক, অনুভূতির সহিতে তাহাদের সম্বন্ধ স্বীকার করিতেই হইবে ; নচেৎ বন্ধ্যার পুত্র-প্রতিষেধের ন্যায় ঐ সকলের অনুভূতি-ধর্ম্মত্ব প্রত্যাখ্যান করাও সঙ্গত হয় না ॥ ৬২ ॥

(*) তাৎপর্য্য,— শঙ্করমতে অনুভূতিটী স্বপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞানমাত্রই দৃশ্য বা জ্ঞেয় পদার্থ হইতে পৃথক্। পক্ষান্তরে, যাহা দৃশ্য, তাহাও জ্ঞান হইতে পৃথক্। দৃশ্য ঘট ও তদ্বিষয়ক জ্ঞান কখনই এক হইতে পারে না। সুতরাং নিত্যত্বও স্বয়ং প্রকাশত্ব প্রভৃতি পদার্থগুলি অনুভূতির দৃশ্য– ধর্ম্মনহে, পক্ষান্তরে ঐ সকলকে অনুভূতির দৃশ্য বলিলে, পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে সেই দৃশ্যত্ব বশতঃই তাহার অনুভূতির ধর্ম্ম হইতে পারে না, ইত্যাদি ভাষ্যকার বলিতেছেন, উক্ত উভয় নিয়মই ঐকান্তিক নহে, অর্থাৎ অখণ্ডনীয় নহে। কারণ অনুভূতির যে নিত্যত্ব ও স্বপ্রকাশত্ব আছে, তাহা বাদীর অনুমোদিত এবং প্রমাণ দ্বারাও সমর্থিত। ঐ নিত্যত্ব ও স্বয়ংপ্রকাশত্ব যখন অনুভূতিতে রহিয়াছে, তখনই অনুভূতিতে কোন প্রকার দৃশ্য ধর্ম্ম থাকিতে পারে না, ইত্যাদি পূর্ব্বকথিত নিয়ম ভগ্ন হইয়াছে।

অপি চ, সংবিৎ সিধ্যতি বা * নবা? সিধ্যতি চেৎ; সধর্ম্মতা স্যাৎ; ন চেৎ; তুচ্ছতা, গগন-কুসুমাদিবৎ। সিদ্ধিরেব সংবিদিতি চেৎ; কস্য কং প্রতি, ইতি বক্তব্যম্। যদি ন কস্যচিৎ কংচিৎ প্রতি; সা তর্হি ন সিদ্ধিঃ। সিদ্ধির্হি পুত্রত্বমিব কস্যচিৎ কংচিৎপ্রতি ভবতি। আত্মন ইতি চেৎ; কোঽয়মাত্মা? ননু সংবিদেবেত্যুক্তম্। সত্যমুক্তম্, দুরুক্তং তু তৎ। তথা হি, কস্যচিৎ পুরুষস্য কিঞ্চিদর্থজাতং প্রতি সিদ্ধিরূপতয়া তৎসম্বন্ধিনী সা সংবিৎ স্বয়ং কথমিবাত্মভাবমনুভবেৎ।

এতদুক্তং ভবতি,—অনুভূতিরিতি স্বাশ্রয়ং প্রতি স্বসদ্ভাবেনৈব কস্যচিদ্বস্তুনো ব্যবহারানুগুণ্যাপাদনস্বভাবো জ্ঞানাবগতি-সংবিদাদ্যপরনামা সকর্ম্মকোঽনুভবিতুরাত্মনো ধর্ম্মবিশেষঃ "ঘটমহং জানামি," "ইমমর্থমবগচ্ছামি," "পটমহং সংবেদ্মি" ইতি সর্ব্বেষামাত্ম-সাক্ষিকঃ প্রসিদ্ধঃ। এতৎ-স্বভাবতয়া হি তস্যাঃ স্বয়ং প্রকাশতা ভবতাপ্যুপপাদিতা।

৬৩। অপিচ, এই সংবিৎ (অনুভূতি) প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় কি না? যদি সিদ্ধ হয়, তবে তাহার ধর্ম্ম ও সিদ্ধ হইবে। আর যদি সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে উহা গগন-কুসুমের ন্যায় তুচ্ছ (মিথ্যা) হইয়া পড়ে। সংবিৎ যদি সিদ্ধিরই নামান্তর হয়, তবে, বলিতে হইবে, কাহার প্রতি কাহার সিদ্ধি। উহা যদি কাহারও প্রতি কাহারও সিদ্ধিই না হয়, তবে তাহা সিদ্ধিও হইতে পারে না; একের পুত্রত্ব ধর্ম্মটী যেরূপ অপরের সম্বন্ধেই হয়, সিদ্ধিও ঠিক তদ্রূপ। অর্থাৎ পুত্রত্ব ধর্ম্মটী যেমন, যে পুত্র এবং যাহার পুত্র, এই উভয়-সাপেক্ষ, সিদ্ধিও ঠিক সেইরূপ—যাহার সম্বন্ধে যাহার সিদ্ধি, তদুভয়-সাপেক্ষ। যদি বল, [সিদ্ধি] আত্মারই ধর্ম্ম। এই আত্মা কে? [উত্তর] 'সংবিৎই আত্মা,' একথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। হ্যাঁ, উক্ত হইয়াছে সত্য; কিন্তু তাহা ত দুরুক্ত অর্থাৎ অসৎকথা। দেখ, যখন কোন পুরুষের কোন বিষয়ে সিদ্ধিরূপা সংবিৎ উৎপন্ন হয়, তখন সেই বিষয়গত সংবিৎ (জ্ঞান) নিজেই নিজের আত্মত্ব অনুভব করিতে পারে কিরূপে?

এই অভিপ্রায় উক্ত হইল যে, অভিব্যক্তিমাত্রেরই এইরূপ স্বভাব যে, স্বীয় আশ্রয়ের (অনুভবিতার) নিকট কোন না কোন বস্তুকে ব্যবহার-যোগ্য করিয়া দেয়। জ্ঞান, অবগতি ও সংবিৎ প্রভৃতি যাহার অপর নাম, এবং যাহা সকর্ম্মক অর্থাৎ কোন একটী বিষয় অবলম্বন না করিয়া থাকিতে পারে না বা থাকে না; অনুভব-কর্ত্তা—আত্মার ঐরূপ ধর্ম্মেরই নাম অনুভূতি। 'আমি ঘট জানি' 'এই বিষয়টী অবগত হইতেছি,' (এবং) 'পট সংবেদন (অনুভব) করিতেছি,' এইরূপে উক্ত অনুভূতি সকল লোকেরই আত্ম-প্রতীতি-সিদ্ধ রহিয়াছে। আর, তুমিও নিশ্চয় উক্ত স্বভাবটী লইয়াই অনুভূতির স্বপ্রকাশত্ব ধর্ম্মের সমর্থন করিয়াছ।

অস্য সকর্ম্মকস্য কর্তৃ-ধর্ম্মবিশেষস্য কর্ম্মত্ববৎ (*) কর্তৃত্বমপি দুর্ঘটমিতি। তথা হি ;—অস্য কর্ত্তুঃ স্থিরত্বং কর্তৃধর্ম্মস্য সংবেদনাখ্যস্য সুখ-দুঃখাদেরিব উৎপত্তি-স্থিতি-নিরোধাশ্চ প্রত্যক্ষমীক্ষ্যন্তে। কর্তৃস্থৈর্য্যং তাবৎ "স এবায়মর্থঃ পূর্ব্বং ময়ানুভূতঃ" ইতি প্রত্যভিজ্ঞা-প্রত্যক্ষসিদ্ধম্। (†) "অহং জানামি, অহমজ্ঞাসিষং, জ্ঞাতুরেব মমেদানীং জ্ঞানং নষ্টম্," ইতি চ সংবিদুৎপত্ত্যাদয়ঃ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধাঃ, ইতি কুতস্তদৈক্যম্। এবং ক্ষণভঙ্গিন্যাঃ সংবিদ আত্মত্বাভ্যুপগমে পূর্ব্বেদ্যুর্দৃষ্টং পরেদ্যুঃ (‡) "ইদমহমদর্শম্", ইতি প্রত্যভিজ্ঞা চ ন ঘটতে ; অন্যেনানুভূতস্য নহ্যন্যেন প্রত্যভিজ্ঞানসংভবঃ।

কিংচ, অনুভূতেরাত্মত্বাভ্যুপগমে তস্যা নিত্যত্বেঽপি প্রতিসন্ধানাসম্ভবঃ (§) তদবস্থঃ। প্রতিসন্ধানং হি পূর্ব্বাপরকালস্থায়িনমনুভবিতারমুপ-

---

কর্তৃগত ধর্ম্মবিশেষ এই সকর্ম্মক (কর্ম্ম-সাপেক্ষ) অনুভূতি যেমন নিজেই নিজের কর্ম্ম স্বরূপ হইতে পারে না, তেমনি কর্তৃস্বরূপও হইতে পারে না। দেখ, এই অনুভবের যিনি কর্ত্তা—অনুভবিতা, তিনি স্থিরতর অর্থাৎ বহুকালস্থায়ী ; কিন্তু, তাহারই (অনুভবকর্ত্তারই) ধর্ম্ম অনুভবকে ঠিক সুখ-দুঃখাদির (বুদ্ধি-ধর্ম্মের) ন্যায় উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয় প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়। 'সেই এই বস্তুই আমি পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছি', এই প্রত্যভিজ্ঞা (¶) দ্বারাই কর্ত্তার (অনুভবিতার) স্থিরতা (এই দীর্ঘকালস্থায়িতা) সিদ্ধ হইতেছে; [কিন্তু] 'আমি জানিতেছি', 'আমি জানিয়াছিলাম,' এবং 'পূর্ব্বে যে আমার (জ্ঞাতার) যে জ্ঞান বর্ত্তমান ছিল, এখন সেই আমারই সেই জ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে,' ইত্যাদিরূপে জ্ঞানের উৎপত্তি প্রভৃতি ধর্ম্ম নিচয় প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। অতএব জ্ঞাতা (আত্মা) ও জ্ঞানের একত্ব হইতে পারে কিরূপে ? আরও হেতু এই যে, সংবিৎ বা জ্ঞান পদার্থটী ক্ষণভঙ্গুর—প্রতিক্ষণে জন্ম-মরণ শীল ; সেই সংবিৎকেই আত্মা বলিয়া স্বীকার করিলে পূর্ব্বদিবসে দৃষ্ট বস্তুর যে, পরদিবসে 'আমি ইহা দেখিয়াছিলাম,' এইরূপে প্রত্যভিজ্ঞা হয়, তাহা আর হইতে পারে না; কারণ, অন্য-দৃষ্ট পদার্থে কখনই অন্যের প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না।

আরও এক কথা,—অনুভূতিকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করায় যদিও তাহার নিত্যত্বই স্বীকার করা হয় সত্য, তথাপি প্রত্যভিজ্ঞার অসম্ভাবনা দোষ পূর্ব্ববৎই স্থিরতর রহিল ; কারণ, প্রতি-

---

(*) কর্ম্মভাববৎ' ইতি (ক, গ) পাঠঃ।　　(†) প্রত্যভিজ্ঞা-সিদ্ধম্' ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) 'অপরেদ্যুঃ' ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ।　　(§) 'প্রতিসন্ধানাভাবঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(¶)। যে বস্তু পূর্ব্বে একবার অনুভূত হইয়াছে, পশ্চাৎ সেই বস্তুরই দর্শন হইলে যে, 'আমি ইহা পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম,' ইত্যাদিরূপে অনুভূতত্ব প্রতীতি, তাহার নাম প্রত্যভিজ্ঞা। প্রত্যভিজ্ঞাও একপ্রকার প্রমাণ মধ্যে পরিগণিত।

াপয়তি ; নানুভূতিমাত্রম্, 'অহমেবেদং পূর্ব্বমপ্যন্বভূবম্' ইতি, ভবতো-
প্যনুভূতের্নহ্যনুভবিতৃত্বমিষ্টম্, অনুভূতিরনুভূতিমাত্রমেব। সংবিৎ নাম
াচিৎ নিরাশ্রয়া নির্ব্বিষয়া বা অত্যন্তানুপলব্ধের্ন সম্ভবতীত্যুক্তম্। উভয়া-
্যপগতা সংবিদেবাত্মেত্যুপলব্ধিপরাহতম্। অনুভূতিমাত্রমেব পরমার্থ-
িতি নিষ্কর্ষকহেত্বাভাসাশ্চ নিরাকৃতাঃ ॥ ৬৩ ॥

ননু চ, "অহং জানামি" ইত্যস্মৎ-প্রত্যয়ে যোঽনিদমংশঃ প্রকাশৈক-
সশ্চিৎ-পদার্থঃ, স আত্মা। তস্মিন্ তদ্বল-নির্ভাসিততয়া যুষ্মদর্থ-লক্ষণঃ—
অহং জানামী"তি সিধ্যন্ অহমর্থশ্চিন্মাত্রাতিরেকী যুষ্মদর্থ এব। নৈতদেবম্,
অহং জানামি" ইতি ধর্মধর্মিতয়া প্রত্যক্ষপ্রতীতি-বিরোধাদেব। কিঞ্চ,—

ধান বা প্রত্যভিজ্ঞা-জ্ঞানটী একই অনুভবিতার পূর্ব্বাপরকালস্থায়িত্ব জ্ঞাপন করে, অর্থাৎ এখন
নি প্রত্যভিজ্ঞা করিতেছেন, ইতঃ পূর্ব্বেও তিনিই বিদ্যমান ছিলেন, এইরূপই প্রতীতি সমুৎ-
দন করে, অতএব প্রত্যভিজ্ঞা আর সাধারণ অনুভূতি এক প্রকার নহে। আর, 'আমিই ইহা
র্ব্বেও অনুভব করিয়াছিলাম,' এইপ্রকার অনুভূতিকেই অনুভবিতা (আত্মা) বলিয়া নির্দ্দেশ করা
াধ হয় আপনারও অভিপ্রেত নহে; অনুভূতি কেবলই অনুভূতিস্বরূপ, (সে অনুভবিতা হইতে
রে না)। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, নিরাশ্রয় ও নির্ব্বিষয় অনুভূতি কখনই সম্ভপর হয় না,
ারণ, ঐরূপ অনুভব কখনও দেখা যায় না। আর যে, বাদী প্রতিবাদী উভয়-সম্মত
নুভূতিকেই আত্মা [বলা হইয়াছে]; তাহাও প্রতীতিসিদ্ধ ভেদানুভব দ্বারাই প্রত্যখ্যাত
ইল এবং একমাত্র অনুভূতিরই পরমার্থ সত্যতা বিষয়ে যে সকল অসৎ যুক্তি বা হেতু
দর্শিত হইয়াছিল; সে সকলও উক্ত যুক্ত দ্বারাই নিরস্ত হইল ॥

৬৪। আচ্ছা, 'আমি জানি,' (অহং জানামি) এই 'অহং'-প্রতীতিস্থলে যে, অনিদমংশ
জড়), একমাত্র প্রকাশস্বভাব চৈতন্য পদার্থ, তাহাই যথার্থ আত্মা, এবং 'আমি জানি' এই
তীতি-সিদ্ধ যে অর্থ, তাহাও সেই আত্ম-চৈতন্য দ্বারাই নিয়ত সমুদ্ভাসিত হইয়া থাকে;
তরাং সেই 'অহং'-অর্থও ফলে-ফলে চৈতন্যাতিরিক্ত (অচেতন) 'যুষ্মৎ'-অর্থ বা বাহ্য পদার্থই
য়া পড়িতেছে। (*)। না—ইহা এরূপ হইতে পারে না। কারণ, 'আমি জানি' এই
তীতিতে 'অহং'-পদার্থটী ধর্ম্মী (বিশেষ্য), এবং জ্ঞান পদার্থটী তাহারই ধর্ম্ম বা বিশেষণ-
বে অনুভূত হইয়া থাকে; [অহংকে যুষ্মৎ পদার্থ বলিলে] পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষ সিদ্ধ-প্রতীতির
াঘাত হইয়া পড়ে।

(*)। তাৎপর্য্য,—যাহা জ্ঞানের প্রকাশ্য বা বিষয় হয়, তাহা নিশ্চয়ই জ্ঞান হইতে ভিন্ন। এই নিয়মানু-
র আত্ম-চৈতন্য-প্রকাশ্য 'অহং'-পদার্থ আত্মা কখনই প্রকাশক হইতে পারে না; অনাত্মা হইলেই তাহাকে
মৎ'-পদার্থ (তুমি) বলা হয়। অতএব, 'অহং'-পদার্থকে তুমি আত্মা মনে করিলেও বস্তুতঃ উহা আত্ম-
াশ্য হওয়ায় অনাত্মা—বাহ্য—যুষ্মৎপদার্থেই পর্য্যবসিত হইতেছে।

অহমর্থো ন চেদাত্মা প্রত্যক্ত্বং নাত্মনো ভবেৎ।
অহং-বুদ্ধ্যা পরাগর্থাৎ প্রত্যগর্থো হি ভিদ্যতে॥
নিরস্তাখিলদুঃখোঽহমনন্তানন্দভাক্ স্বরাট্।
ভবেয়মিতি মোক্ষার্থী শ্রবণাদৌ প্রবর্ত্ততে॥
অহমর্থ-বিনাশশ্চেন্মোক্ষ ইত্যধ্যবস্যতি।
অপসর্পেদসৌ মোক্ষকথা-প্রস্তাবগন্ধতঃ॥
ময়ি নষ্টেঽপি মত্তোঽন্যা কাচিৎ জ্ঞপ্তিরবস্থিতা।
ইতি তৎপ্রাপ্তয়ে যত্নঃ কস্যাপি ন ভবিষ্যতি॥
স্বসম্বন্ধিতয়া হ্যস্যাঃ সত্তা-বিজ্ঞপ্তিতাদি * চ।
স্বসম্বন্ধ-(†) বিয়োগে তু জ্ঞপ্তিরেব ন সিধ্যতি॥
ছেত্তুশ্ছেদ্যস্য চাভাবে চ্ছেদনাদেরসিদ্ধিবৎ।
অতোঽহমর্থো জ্ঞাতৈব প্রত্যগাত্মেতি নিশ্চিতম্॥
"বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদ্" ইতি (‡) শ্রুতিঃ।
[বৃহদা০, ৪।৪।১৪]
"এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ" ইতি চ স্মৃতিঃ॥
[গীতা০, ১৩।১]

অপিচ, 'অহং'-পদার্থ যদি আত্মা না হইত, তবে তাহার প্রত্যক্ত্ব বা অবাহ্যত্ব হইতে পারিত না। অন্তরাত্মা 'অহং'-জ্ঞান দ্বারাই বাহ্য পদার্থ হইতে পৃথক্ কৃত হয়। আমি সর্ব্ববিধ দুঃখ রহিত, অনন্ত আনন্দময় এবং স্বরাট্ (স্বপ্রকাশ বা অপরাধীন) হইব, এই অভিলাষবশেই মোক্ষার্থী পুরুষ শাস্ত্র-শ্রবণাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। অহমর্থের অর্থাৎ আমিত্বের যদি বিনাশ হয়, তবেই নিশ্চিত মোক্ষ লাভ হয়। (তখন,) সেই পুরুষ মোক্ষের কথার প্রস্তাব হইতেও দূরে সরিয়া যান। আমি অর্থাৎ আত্মা বিনষ্ট হইলেও যদি তদতিরিক্ত কোন জ্ঞান বিদ্যমান্ থাকিত ; তাহা হইলে সেই অনাত্ম-পদার্থ লাভের জন্য কাহারও যত্ন সম্ভবপর হইত না। ইহার (জ্ঞানের) সত্তা ও জ্ঞানত্ব (স্বপ্রকাশত্ব) প্রভৃতি ধর্ম্ম সকল আত্ম-সম্বন্ধ, অর্থাৎ আত্মাধীনরূপে প্রতীত হয়। যেমন, চ্ছেদনের কর্ত্তা ও কর্ম্মের (যাহাকে ছেদন করা হয়, তাহার) অভাবে চ্ছেদনাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না, তেমনি সেই আত্ম-সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলে জ্ঞানই সিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব, 'অহং'-পদার্থ সেই জ্ঞাতাই (অহং জানামি, এই জ্ঞানের কর্ত্তাই) যে, প্রত্যগাত্মা (জীবাত্মা), ইহা নিশ্চিত। 'অরে মৈত্রেয়ি!

---

* সত্তাদি জ্ঞপ্তিতাদি' ইতি (খ) পাঠঃ। (†) 'স্বসম্বন্ধি' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) 'জ্ঞানাত্যেবেতি চ' ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ। শ্রুতৌ তু কুত্রাপি নৈবং পাঠ উপলভ্যতে।

"নাত্মা শ্রুতে"রিত্যারভ্য সূত্রকারোঽপি বক্ষ্যতি।
"জ্ঞোঽত এবে"(*)ত্যতো নাত্মা জ্ঞপ্তিমাত্রমিতি স্থিতম্ ॥৬৪॥

অহং-প্রত্যয়সিদ্ধো হ্যস্মদর্থঃ, যুষ্মৎ-প্রত্যয়বিষয়ো যুষ্মদর্থঃ। তত্রাহং জানামীতি সিদ্ধো জ্ঞাতা যুষ্মদর্থ ইতি বচনং 'জননী মে বন্ধ্যা' ইতিবদ্ ব্যাহতার্থঞ্চ। ন চাসৌ জ্ঞাতাহমর্থোঽন্যাধীনপ্রকাশঃ, স্বয়ংপ্রকাশত্বাৎ। চৈতন্যস্বভাবতা হি স্বয়ংপ্রকাশতা। যঃ প্রকাশস্বভাবঃ, সোঽনন্যাধীনপ্রকাশো দীপবৎ। ন হি দীপাদেঃ স্বপ্রভা-বলনির্ভাসিতত্বেন (†) অপ্রকাশত্বমন্যাধীন-প্রকাশত্বঞ্চ। কিং তর্হি? দীপঃ প্রকাশস্বভাবঃ (‡) স্বয়মেব প্রকাশতে, অন্যানপি প্রকাশয়তি প্রভয়া।

এতদুক্তং ভবতি,—যথা(§)একমেব তেজোদ্রব্যং প্রভা-প্রভাবদ্রূপেণাব-তিষ্ঠতে। যদ্যপি প্রভা প্রভাবদ্‌দ্রব্য-গুণভূতা, তথাপি তেজোদ্রব্যমেব, ন শৌ-

---

বিজ্ঞাতাকে—আত্মাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে?' এই শ্রুতি, এবং 'ইহা যে লোক জানে, [পণ্ডিতেরা] তাহাকে 'ক্ষেত্রজ্ঞ' বলিয়া থাকেন।' স্বয়ং সূত্রকারও "নাত্মা শ্রুতেঃ" [ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।১৮], এই সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া "জ্ঞঃ অতএব" [ব্রহ্মসূত্র ২।৩।১৯] ইত্যাদি সূত্র দ্বারা আত্মা যে, জ্ঞানস্বরূপ নহে, ইহা প্রতিপাদন করিবেন॥

৬৫। বিশেষতঃ, 'অহং'-পদার্থটী 'অহং'-প্রতীতি সিদ্ধ; আর 'যুষ্মৎ'-পদার্থটী 'যুষ্মৎ'-জ্ঞানের বিষয়; সুতরাং 'আমি জানি' এই 'অহং'-প্রতীতিগম্য জ্ঞাতাকে যে, 'যুষ্মৎ'-('তুমি') পদার্থ বলা, তাহা ঠিক্ 'আমার মাতা বন্ধ্যা' এই কথার ন্যায় ব্যাহতার্থ, অর্থাৎ স্বোক্তি-বিরুদ্ধ। উক্ত 'অহং'-পদার্থ—জ্ঞাতার প্রকাশ বা প্রতীতি কখনই অপরের অধীন নহে, যেহেতু উহা স্বপ্রকাশ। কারণ, স্বভাবসিদ্ধ চৈতন্যেরই নাম স্বয়ংপ্রকাশতা, সুতরাং যাহা স্বভাবতঃ স্বয়ংই প্রকাশমান, তাহার প্রকাশ কখনই অপরের অধীন হইতে পারে না, প্রদীপই ইহার দৃষ্টান্ত। প্রদীপ প্রভৃতি জ্যোতিঃ-পদার্থ স্বীয় প্রকাশ-শক্তি প্রভাবে সমুদ্ভাসিত থাকে, এ জন্য কখনই অপ্রকাশিত বা পরাধীন-প্রকাশসম্পন্ন হয় না; তবে কি না, স্বভাবতঃ প্রকাশময় দীপ নিজেই প্রকাশ পায়, এবং প্রভা দ্বারা অপরাপর পদার্থেরও প্রকাশ জন্মায়।

এই কথা বলা হইল যে,—যেমন একই তেজোময় দ্রব্য প্রভা ও প্রভাযুক্তরূপে অবস্থান করে; এইরূপ আত্মা চিৎস্বরূপ হইয়াও চৈতন্যগুণ-সম্পন্নরূপে অবস্থিতি করেন। যদিও প্রভা ধর্মটী প্রভাযুক্ত দ্রব্যের গুণ বা ধর্ম্ম স্বরূপ হউক, তথাপি উহা তেজঃ-পদার্থই বটে,

---

(*) 'এব ততো' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) 'স্বপ্রকাশবল-নির্ভাসিতত্বেন' ইতি (ক) পাঠঃ। (‡) 'স্বয়ং প্রকাশ-স্বভাবঃ' ইতি(খ) পাঠঃ।

(§) অত্রত্য 'যথা' শব্দস্য উত্তরত্র 'এবময়মাত্মা চিদ্রূপ এব চৈতন্যগুণকঃ' ইত্যনেন সম্বন্ধঃ।

ক্ল্যাদিবদ্ গুণঃ। স্বাশ্রয়াদন্যত্রাপি বর্ত্তমানত্বাদ্ রূপবত্ত্বাচ্চ শৌক্ল্যাদিধর্ম্ম-বৈধর্ম্ম্যাৎ প্রকাশবত্ত্বাচ্চ তেজোদ্রব্যমেব, নার্থান্তরম্। প্রকাশবত্ত্বং চ স্বস্বরূপস্যান্যেষাঞ্চ প্রকাশকত্বাৎ। অস্যাস্তু গুণত্বব্যবহারো নিত্যতদাশ্রয়ত্ব-তচ্ছেষত্বনিবন্ধনঃ।

ন চাশ্রয়াবয়বা এব বিশীর্ণাঃ (*) প্রচরন্তঃ প্রভেত্যুচ্যন্তে, মণি-দ্যুমণি-প্রভৃতীনাং বিনাশপ্রসঙ্গাৎ। দীপেঽপ্যবয়বি-প্রতিপত্তিঃ কদাচিদপি ন স্যাৎ। ন হি বিশরণস্বভাবাবয়বা দীপাশ্চতুরঙ্গুলমাত্রং নিয়মেন পিণ্ডীভূতা ঊর্দ্ধমুদ্গম্য ততঃ পশ্চাদ্ যুগপদেব তির্য্যগূর্দ্ধমধশ্চৈকরূপা বিশীর্ণাঃ † প্রচরন্তীতি বক্তুং শক্যতে। অতঃ সপ্রভাকা এব দীপাঃ প্রতিক্ষণমুৎপন্না বিনশ্যন্তীতি পুষ্কল-কারণক্রমোপনিপাতাৎ তদ্বিনাশে বিনাশাচ্চাবগম্যতে। প্রভায়াঃ স্বাশ্রয়সমীপে প্রকাশাধিক্যমৌষ্ণ্যাধিক্যমিত্যাদ্যুপলব্ধিব্যবস্থাপ্যম্, অগ্ন্যা-দীনামৌষ্ণ্যাদিবৎ। এবমাত্মা চিদ্রূপ এব চৈতন্যগুণক (‡) ইতি ॥৬৫॥

শুক্লত্বাদির ন্যায় গুণ নহে। কারণ, ঐ প্রভা স্বীয় আশ্রয় (দীপাদি) পরিত্যাগ করিয়াও দূরে অবস্থিতি করে এবং নিজেও রূপ-সম্পন্ন। অতএব, শুক্লত্বাদিগুণের সহিত উহার ধর্ম্ম-গত পার্থক্য রহিয়াছে; এই কারণে এবং প্রকাশবত্ত্ব (উজ্জ্বলত্ব) হেতুতেও উহা নিশ্চয়ই তেজো-ময় দ্রব্য, ভিন্ন পদার্থ নহে। প্রভা যখন নিজের স্বরূপ ও অপর পদার্থকেও প্রকাশিত করে, তখন নিশ্চয়ই উহার প্রকাশবত্তা আছে। প্রভার যে, গুণত্ব-ব্যবহার হয়, তাহার কারণ এই যে, প্রভা সর্ব্বদাই তেজোদ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া এবং তাহারই অধীন হইয়া অবস্থিতি করে।

এ কথাও বলিতে পার না যে, তেজোদ্রব্যের অবয়বরাশিই ইতস্ততঃ প্রসারিত হইয়া বিচরণ করতঃ 'প্রভা' নামে অভিহিত হয়। কারণ, তাহা হইলে মণি ও সূর্য্য প্রভৃতি তেজঃ-পদার্থের প্রতিমুহূর্ত্তেই বিনাশ স্বীকার করিতে হয়। এবং [উক্ত প্রকার সিদ্ধান্তই সর্ব্বসম্মত হইলে] প্রদীপের অবয়বিত্ব প্রতিপত্তি বা বোধ কখনই হইতে পারে না। কারণ, [উক্ত সিদ্ধান্তানুসারে] প্রত্যেক দীপাবয়বই বিশরণস্বভাব; তাদৃশ অবয়ব-সম্পন্ন দীপ সকল [প্রথমে] নিয়মিতরূপে চারি অঙ্গুলী (কিঞ্চিৎ) পরিমাণে উন্নতভাবে পিণ্ডীভূত (ঘনীভূত) হইয়া তাহার পরেই যে, ঊর্দ্ধ, অধঃ ও বক্রভাবে (চতুর্দ্দিকে) প্রসারিত হইয়া

(*) বিশীর্য্যমাণা' (গ) পাঠঃ ইতি।

† বিশীর্য্যমাণাঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) চৈতন্যগুণঃ' ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ।

চিদ্রূপতা হি স্বয়ংপ্রকাশতা। তথা হি শ্রুতয়ঃ,—"স যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এব, এবং বা অরে অয়মাত্মানন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব ;" [বৃহদা০ ৬।৫।১৩]। "বিজ্ঞানঘনএব।" [বৃহদা০ ৪।৪।১২]। "অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতির্ভবতি।" [বৃহদা০ ৬।৩।৯]। "ন বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতে।" [বৃহদা০ ৪।৩।৩০]। "অথ যো বেদেদং জিঘ্রাণীতি, স আত্মা।" [বৃহদা০ ৬।৩।৩০]। "কতম আত্মা? যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ।" [বৃহদা০ ৮।১২।৪]। "এষ হি দ্রষ্টা শ্রোতা রসয়িতা ঘ্রাতা মন্তা

সমভাবে বিচরণ করে, এ কথাও বলিতে পারা যায় না। (*) অতএব, [তৈল ও বর্ত্তী প্রভৃতি] উপযুক্ত কারণের সদ্ভাবে সদ্ভাব, আর তাহার অভাবে অভাব দর্শনে জানা যায় যে, দীপ সকল প্রতিক্ষণে স্ব স্ব প্রভার সহিতই উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়। অগ্নি প্রভৃতির সান্নিধ্যনিবন্ধন যেরূপ [অন্য বস্তুর] উত্তাপাধিক্য অনুভূত হয়, প্রভারও স্বীয় আশ্রয় সন্নিধানেই সেইরূপ প্রকাশও উষ্ণতার আধিক্য অনুভূত হইয়া থাকে, অনুভব অনুসারেই ইহার ব্যবস্থা করিতে হয়। অতএব আত্মা চিৎস্বরূপ হইলেও উক্ত দীপাদির ন্যায় চৈতন্যগুণ সম্পন্ন ॥

৬৬। চিৎস্বরূপত্ব অর্থ স্বপ্রকাশত্ব ; শ্রুতি সকলও সেইরূপই [প্রতিপাদন করিতেছে,] 'অরে মৈত্রেয়ি! 'প্রসিদ্ধ সৈন্ধব-খণ্ড যেরূপ ভিতরে, বাহিরে, সর্ব্বতোভাবে কেবলই লবণ রসময়, এইরূপ এই আত্মাও অন্তর বাহির রহিত, সমস্তই কেবল প্রজ্ঞাস্বরূপ, অর্থাৎ কেবলই বিজ্ঞানস্বরূপ।' 'এই সুষুপ্তি অবস্থায় আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ হয়।' 'জ্ঞাতার জ্ঞান' বিলুপ্ত হয় না।' 'আমি ইহা ঘ্রাণ করিতেছি, বলিয়া যিনি [illegible] করেন, তিনি আত্মা।' 'আত্মা কে? যিনি এই হৃদয়স্থিত, প্রাণাধিদেবতা, বিজ্ঞানময় ও জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ।' 'এই বিজ্ঞানময় আত্মাই দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, (চিন্তাকারী), বোদ্ধা (কর্ত্তব্য নির্দ্ধারক) ও কর্ত্তা।'

(*) তাৎপর্য্য,—প্রথম আপত্তি হইল যে, আত্মা যদি চিৎ—জ্ঞান স্বরূপই হয়, তবে, চৈতন্য (জ্ঞান) তাহার গুণ হয় কিরূপে? চিৎ ও চৈতন্য ত একই পদার্থ। ভাষ্যকার একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা এই আপত্তির সমাধান করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন যে, প্রদীপ যেরূপ নিজে তেজোময়, অথচ প্রভা তাহার আশ্রিত ধর্ম্ম, আত্মাও তদ্রূপ স্বয়ং চিন্ময়, চৈতন্য তাহার আশ্রিত ধর্ম্ম। প্রতিপক্ষী বলিতেছেন যে, দৃষ্টান্ত ঠিক হইল না, কারণ, পিণ্ডীভূত তেজোময় দীপের তৈজস অংশগুলিই চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইলে 'প্রভা' সংজ্ঞা লাভ করে, সুতরাং প্রভা ও দীপ একই পদার্থ—ভিন্ন নহে। তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না,—দৃষ্টান্ত ঠিক হইয়াছে; কারণ, ইতস্ততঃ প্রসৃত হওয়াই যদি তৈজস অবয়বের স্বভাব হইত, তাহা হইলে তেজঃপদার্থ (দীপাদি) সর্ব্বদা বিপ্রকীর্ণ ভাবেই থাকিত, কখনই পিণ্ডীভূত হইয়া থাকিতে পারিত না। কারণ, কেহই কখনও স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ তৈজস অবয়বের এইরূপ স্বভাব হইলে সূর্য্যাদেবেরও অনবরত অবয়ব বিশ্লেষণ বশতঃ এক কালে বিনাশ উপস্থিত হইতে পারে, অথচ তাহা সঙ্গত কথা হয় না। অতএব, অবয়ব প্রসারণের কথা ঠিক নহে।

বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ।" [বৃহদা০ ৬৷৩৷৭]। "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ।" [বৃহদা০, ২৷৪৷১৪] "জানাত্যেবায়ং পুরুষঃ।" [বৃহদা০, ৪৷৪৷১৪]। "ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি, ন রোগং নোত দুঃখতাম্।" "স উত্তমঃ পুরুষঃ।" [ছান্দো০, ৭৷২৬৷২]। "নোপজনং স্মরন্নিদং শরীরম্।" [ছান্দো০, ৮৷১২৷৩]। এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শ কলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি।" [প্রশ্ন০, উ০, ৬৷৫]। "তস্মাদ্বা এতস্মাদ্ মনোময়াদন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ," [তৈত্তি০, আনন্দ০, ৪৷১] ইত্যাদ্যাঃ। বক্ষ্যতি চ, 'জ্ঞোঽত এব' [ব্রহ্মসূ০, ২৷৩৷১৯] ইতি। অতঃ স্বয়ংপ্রকাশোঽয়মাত্মা জ্ঞাতৈব, ন প্রকাশমাত্রম্। প্রকাশত্বাদেব কস্যচিদেব ভবেৎ প্রকাশঃ, প্রদীপাদিপ্রকাশবৎ। তস্মান্নাত্মা ভবিতুমর্হতি সংবিৎ। সংবিদনুভূতি-জ্ঞানাদি

'অরে মৈত্রেয়ি, বিজ্ঞাতাকে আবার কাহার দ্বারা জানিবে? এই পুরুষই [সমস্ত বিষয়] অনুভব করে।' 'দ্রষ্টা কখনই মৃত্যু (মোহ) দর্শন করে না, রোগ নিরীক্ষণ করে না, কিংবা দুঃখ ভোগ করে না।' 'তিনিই উত্তম পুরুষ, অর্থাৎ আত্মা।' '[সেই আত্মজ্ঞ পুরুষ] উপজন, অর্থাৎ ভগবৎ-সমীপবর্ত্তী এই শরীরকে স্মরণ করে না।' 'এই আত্মদর্শীর পুরুষাশ্রিত এই ষোড়শ প্রকার কলা বা অংশ (*) পুরুষকে (আত্মাকে) প্রাপ্ত হইয়া অস্তমিত হয়।' 'সেই এই 'মনোময়' কোষ হইতেও অন্তর্ব্বর্ত্তী (সূক্ষ্ম) আত্মা আছে, যাহার নাম 'বিজ্ঞানময়।' ইত্যাদি। [সূত্রকার] পরেও বলিবেন, 'অতএব তিনি জ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞাতা।' অতএব এই স্বপ্রকাশ আত্মা কেবল প্রকাশ মাত্র নহে, নিশ্চয় জ্ঞাতাও বটেন।' প্রদীপ-প্রকাশ যেমন পরাশ্রিতত্ব-নিবন্ধন সর্ব্বদা অভিব্যক্ত হয় না, তেমনি এই আত্মপ্রকাশও প্রকাশ্যত্ব বশতঃই স্থল বিশেষে আবির্ভূত হয়, অতএব শুধু সংবিৎ কখনই আত্মা হইতে পারে না। শব্দার্থাভিজ্ঞেরা বলেন যে, সংবিৎ, অনুভূতি ও জ্ঞান প্রভৃতি শব্দগুলি সম্বন্ধী শব্দ,

---

(*) তাৎপর্য্য, পুরুষাশ্রিত ষোড়শ কলা এই প্রকার,—(১) প্রাণ (হিরণ্যগর্ভ)। (২) শ্রদ্ধা (আস্তিক্য-বুদ্ধি) (৩) আকাশ। (৪) বায়ু। (৫) তেজঃ। (৬) জল। (৭ পৃথিবী। (৮) ইন্দ্রিয় (জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ ও কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচ)। (৯) মনঃ। (১০) অন্ন (ধান্যাদি)। (১১) বীর্য্য (বল)। (১২) তপস্যা। (১৩) মন্ত্র (চতুর্ব্বেদ)। (১৪) কর্ম্ম (যজ্ঞাদি)। (১৫) লোক (কর্ম্মফল)। (১৬) নাম (রাম, শ্যাম প্রভৃতি)।

জীব যত কাল অবিদ্যায় অভিভূত থাকে, আপনাকে জানিতে পারে না; ততকাল উক্ত ষোড়শ প্রকার কলা বা অংশকে আত্মাতে অবস্থিত মনে করে, এবং তাহার ফলে বিবিধ সুখ-দুঃখ ভোগ করে। যখন জীবের জ্ঞানোদয় হয়—আত্ম-তত্ত্ব উপলব্ধি হয়, তখন আর এই ষোড়শ কলা থাকিতে পারে না, নিজ নিজ নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া কারণে বিলীন হইয়া যায়। এ সম্বন্ধে আর ও জানিতে হইলে প্রশ্নোপনিষদে ষষ্ঠ-প্রশ্নের চতুর্থ মন্ত্র দ্রষ্টব্য।

াব্দাঃ সম্বন্ধিশব্দা ইতি চ শব্দার্থবিদঃ। ন হি লোক-বেদয়োর্জ্জানাত্যাদে (*) ়কর্ম্মকস্যাকর্ত্তৃকস্য চ প্রয়োগো দৃষ্টচরঃ ॥৬৬॥

যচ্চোক্তম্,—অজড়ত্বাৎ সংবিদেবাত্মেতি। তত্রেদং প্রষ্টব্যম্, (†) অজ-ড়ত্বমিতি কিমভিপ্রেতম্। স্বসত্তাপ্রযুক্তপ্রকাশত্বমিতি চেৎ; তথা সতি ়াপাদিষ্বনৈকান্ত্যম্, সংবিদতিরিক্তপ্রকাশধর্ম্মানভ্যুপগমেনাসিদ্ধিরিতি বিরো-শ্চ। (‡) অব্যভিচরিতপ্রকাশ-সত্তাকত্বমপি সুখাদিষু ব্যভিচারান্নিরস্তম্।

যত্ত্বুচ্যেত, (§) সুখাদিরব্যভিচরিত-প্রকাশোঽপ্যন্যস্মৈ (¶) প্রকাশমান-

র্থাৎ অপর বস্তুর সম্বন্ধ সাপেক্ষ। কারণ, কি লৌকিক প্রয়োগ, কি বৈদিক প্রয়োগ, ত্রাপি 'জানাতি' প্রভৃতি পদগুলি কর্ম্ম-রহিত বা কর্ত্তৃ-রহিত ভাবে প্রযুক্ত হইতে দেখা য় না।

৬৭। আরও যে বলা হইয়াছে, জড়পদার্থ নয় (অজড়) বলিয়াই সংবিৎ-অর্থে আত্মা ঝিতে হইবে। তাহাতেও জিজ্ঞাস্য এই যে, তোমার অভিপ্রেত এই 'অজড়ত্ব' পদার্থটা ? যদি বল, স্বীয় সত্তাবশতঃ প্রকাশত্বই অজড়ত্ব; তাহা হইলে দীপাদিস্থলে াহার ব্যভিচার হয়, [কারণ, প্রকাশশূন্য দীপ কখনও সত্তালাভ করে না বা করিতে পারে , অতএব তাহাও অজড় হইতে পারে।] তা' ছাড়া, [তুমি যখন] সংবিদের অতিরিক্ত কাশনামে কোন ধর্ম্মই স্বীকার কর না, তখন তোমার অভিপ্রায়ও সিদ্ধ হইতে পারে না, সুতরাং বিরোধ উপস্থিত হইয়া পড়ে। (॥) [যদি বল,] যাহার সত্তা কখনও অপ্রকাশ থাকে না, [তাহাই অজড়]; তাহা হইলেও সুখ দুঃখাদিতে ব্যভিচার ঘটে, সুতরাং উক্ত নিয়মও নিরস্ত হইল; [কারণ, সুখ ও দুঃখ উৎপন্ন হইয়া কখনও অপ্রকাশ থাকে না]।

যদি বল, সুখাদির সত্তা প্রকাশ-সহকৃত হইলেও উহার প্রকাশ পরার্থে, সুতরাং পরার্থত্ব

(*) জানাতীত্যাদে ইতি (ক) পাঠঃ। (†) দ্রষ্টব্যম্,' ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।
(‡) সিদ্ধিবিরোধশ্চ, ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ।
(§) যদুচ্যেত' ইতি (গ) পাঠঃ। (¶) অন্যস্মিন্, ইতি (গ) পাঠঃ।

(॥) তাৎপর্য্য,—শঙ্করমতে দুই রকম পদার্থ—জড় ও অজড় (চিৎ)। তন্মধ্যে অবিদ্যা ও তৎকার্য্যবর্গ জড় পদার্থ—অনাত্মা। আর জড়ভিন্ন চিৎপদার্থ—আত্মা। সংবিৎ যখন জড়পদার্থ নহে—অজড়; তখন নিশ্চয়ই তাহা আত্মস্বরূপ হইবে। এখন ভাষ্যকার জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, এই অজড় কথার অর্থ কি?—যাহা প্রকাশ ব্যতীত কখনও থাকে না, তাহাকে 'অজড়' বলা যায় না। তাহা হইলে, প্রদীপকেও 'অজড় বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; কারণ, প্রকাশশূন্য প্রদীপ ত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অধিকন্তু, ইহা দ্বারা শঙ্করের অভিপ্রায়ও সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, তাহার মতে সংবিৎ স্বয়ং প্রযোজক বা সাধক, আর প্রকাশ তাহার প্রযোজ্য বা ফল। অর্থাৎ যাহা সংবিৎ নয়, তাহা কদাচ প্রকাশ পায় না। পরস্পর ভেদ না থাকিলে সংবিৎ ও প্রকাশের মধ্যে প্রযোজ্য-প্রযোজকভাব ও থাকিতে পারে না, অথচ, শাঙ্কর মতে সংবিৎ ও প্রকাশ একই বস্তু—উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র ভেদ নাই; সুতরাং ভেদ না থাকায় তাহার অভিমত প্রযোজ্য-প্রযোজকভাবও সংঘটিত হইতে পারে না, কাজেই তাহার সিদ্ধান্তে বিরোধ উপস্থিত হয়।

তয়া ঘটাদিরিব জড়ত্বেন নাত্মেতি। জ্ঞানং বা কিং স্বস্মৈ প্রকাশতে ? তদপি হ্যন্যস্মৈবাহমর্থস্য জ্ঞাতুরবভাসতে, অহং সুখীতিবৎ জানাম্যহমিতি। অতঃ স্বস্মৈ প্রকাশমানত্বরূপমজড়ত্বং সংবিদ্যসিদ্ধম্। তস্মাৎ স্বাত্মানং প্রতি স্ব-সত্তয়ৈব সিধ্যন্ অজড়োঽহমর্থ এবাত্মা। জ্ঞানস্যাপি প্রকাশতা তৎসম্বন্ধায়ত্তা, তৎকৃতমেব হি জ্ঞানস্য সুখাদেরিব স্বাশ্রয়চেতনং প্রতি প্রকটত্বমিতরং প্রতি অপ্রকটত্বঞ্চ। অতো ন জ্ঞপ্তিমাত্রমাত্মা, অপি তু জ্ঞাতৈবাহমর্থঃ ॥৬৭॥

অথ যদুক্তম্—অনুভূতিঃ পরমার্থতো নির্বিষয়া নিরাশ্রয়া চ সতী ভ্রান্ত্যা জ্ঞাতৃতয়াবভাসতে, রজততয়েব শুক্তিঃ, নিরধিষ্ঠান-ভ্রমানুপপত্তেরিতি। তদযুক্তম্; তথা সতি অনুভব-সামানাধিকরণ্যেনানুভবিতা অহমর্থঃ প্রতীয়েত—'অনুভূতিরহম্' ইতি, পুরোঽবস্থিতভাস্বরদ্রব্যাদ্যাকারতয়া রজতাদিরিব। অত্র তু পৃথগবভাসমানৈবেয়মনুভূতিরর্থান্তরমহমর্থং বিশিনষ্টি, দণ্ড ইব দেবদত্তম্। তথা হি 'অনুভবাম্যহম্' ইতি প্রতীতিঃ। তদেবমস্মদর্থ-

---

নিবন্ধন ঘটাদি পদার্থের ন্যায় জড়তা বশতই উহা আত্মা হইতে পারে না ? [এতদুত্তরে জিজ্ঞাস্য এই যে,] জ্ঞান কি নিজের জন্য অথবা পরের জন্য প্রকাশ পায় ? [বস্তুতঃ] 'আমি সুখী' বলিলে সুখ যেমন জ্ঞাতারই সম্বন্ধে প্রকাশ পায়, তেমনি 'আমি জানি' বলিলে, এই জ্ঞানও অহংপদার্থ—জ্ঞাতার সম্বন্ধেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। অতএব, 'সংবিদে' স্বার্থে প্রকাশমানত্বরূপ পূর্বোক্ত প্রকার অজড়ত্ব সিদ্ধ হয় না। অতএব, স্বীয় আত্মার নিমিত্ত স্বীয়-সত্তাবশতঃ সুসিদ্ধ যে 'অহং' পদবাচ্য, তাহাই আত্মা। জ্ঞানের প্রকাশও সেই আত্মারই অধীন, এবং তজ্জন্যই জ্ঞান-পদার্থটী সুখাদির ন্যায় নিজের আশ্রয়ীভূত চেতন—আত্মার নিকটেই প্রকটিত হয়,—অপরের নিকট অপ্রকটিত বা অনভিব্যক্ত থাকে। অতএব, শুদ্ধ জ্ঞানই আত্মা নহে, পরন্তু জ্ঞাতা—জ্ঞানকর্ত্তাই অহংপদার্থ—আত্মা ॥ ৬৭ ॥

৬৮। আরো যে উক্ত হইয়াছে, শুক্তি যেমন ভ্রান্তিবশতঃ রজতরূপে প্রতীত হয়, তেমনি, অনুভূতি বস্তুতঃ নির্বিষয় ও নিরাশ্রয় হইলেও ভ্রান্তি বশতঃ জ্ঞাতারূপে প্রকাশ পায়, কারণ, কোন একটী সত্য অধিষ্ঠান বা আশ্রয় ব্যতীত কখনও ভ্রম হইতে পারে না। এ কথাও যুক্তিসঙ্গত নহে ; কারণ, তাহা হইলে যেমন সম্মুখস্থ উজ্জ্বল শুক্তির সহিত রজতের অভেদ প্রতীতি হয়, তেমনি 'অহং'-পদার্থ অনুভবিতা ও অনুভূতি উভয়েই 'আমি অনুভূতি' এইরূপে অভিন্নভাবে প্রতীয়মান হইত, কখনই উভয়ের ভেদ প্রতীতি হইতে পারিত না। এ স্থলে কিন্তু, ['দণ্ডী দেবদত্ত' বলিলে] যেমন দণ্ড ও দেবদত্তের অভেদ প্রতীতি হয় না, [আশ্রয়াশ্রয়ীভাব প্রতীতি হয়,] তেমনি অনুভূতি নিজে পৃথক্ ভাবে অনুভূত হইয়াই অনুভবিতা—অহংপদার্থকে নিজের আশ্রয়রূপে বিশেষিত করিয়া দেয়। দেখ, 'আমি অনুভব করিতেছি' এইরূপই

মনুভূতিবিশিষ্টং প্রকাশয়ন্ অনুভবাম্যহমিতি প্রত্যয়ো দণ্ডমাত্রে 'দণ্ডী দেবদত্তঃ' ইতিপ্রত্যয়বদ্ বিশেষণভূতোঽনুভূতিমাত্রাবলম্বনঃ কথমিব প্রতিজ্ঞায়েত ?

যদপ্যুক্তম্,—স্থূলোঽহমিত্যাদি-দেহাত্মাভিমানবত এব জ্ঞাতৃত্বপ্রতিভাসনাৎ জ্ঞাতৃত্বমপি মিথ্যেতি। তদযুক্তম্; আত্মতয়াভিমতায়া (*) অনুভূতেরপি মিথ্যাত্বং স্যাৎ, তদ্বত এব প্রতীতেঃ। সকলেতরোপমর্দ্দি-তত্ত্বজ্ঞানাবাধিতত্বেনানুভূতের্ন মিথ্যাত্বমিতি চেৎ; হন্তৈবং সতি তদবাধাদেব জ্ঞাতৃত্বমপি ন মিথ্যা ॥ ৬৮ ॥

যদপ্যুক্তম্,—অবিক্রিয়স্যাত্মনো জ্ঞানক্রিয়া-কর্তৃত্বরূপং জ্ঞাতৃত্বং ন সম্ভবতি, অতো জ্ঞাতৃত্বং বিক্রিয়াত্মকং জড়ং বিকারাস্পদাব্যক্ত-পরিণামাহঙ্কার-গ্রন্থিস্থ-(†) মিতি ন জ্ঞাতৃত্বমাত্মনঃ, অপি ত্বন্তঃকরণরূপস্যাহঙ্কারস্য। কর্তৃত্বাদির্হি রূপাদিবদ্ দৃশ্যধর্ম্মঃ, কর্তৃত্বেঽহংপ্রত্যয়গোচরত্বে চাত্মনোঽভ্যুপগম্যমানে দেহস্যেব অনাত্মত্ব-পরাক্ত্ব-জড়ত্বাদিপ্রসঙ্গশ্চেতি। নৈতদুপপদ্যতে, দেহ-

---

প্রতীতি হইয়া থাকে, কিন্তু, (আমিই অনুভব, এরূপ হয় না)। অতএব, 'আমি অনুভব করিতেছি' বলিলেও যখন অনুভূতিকে 'অহং'-পদার্থের বিশেষ্যরূপে প্রতীতি সমুৎপাদন করিয়া থাকে, তখন সেই অহং-পদার্থের বিশেষণীভূত সেই জ্ঞানকে অনুভূতিমাত্র-বিষয়ক বলিয়া কিরূপে প্রতিজ্ঞা করিতে পার।

আর, 'আমি স্থূল' ইত্যাদি প্রকারে যাহার দেহে আত্মাভিমান আছে, তাদৃশ ব্যক্তিরই যখন জ্ঞাতৃত্ব প্রকাশ পায়, তখন সেই জ্ঞাতৃত্বও মিথ্যা—সত্য নহে, এই যে কথা বলা হইয়াছে, তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ, তুমি যাহাকে আত্মা বলিয়া মনে কর, সেই অনুভূতিও যখন দেহাভিমানী পুরুষের পক্ষেই প্রকটিত হয়, তখন তাহাও মিথ্যা হইতে পারে। যদি বল, মিথ্যাময় বস্তুমাত্রেরই বিমর্দ্দক বা নিবারক যে তত্ত্বজ্ঞান, তাহা দ্বারা যখন বাধিত হয় না, তখন অনুভূতির মিথ্যাত্ব হইতেই পারে না। বেশ কথা, এরূপ হইলে জ্ঞাতৃত্বও মিথ্যা হইতে পারে না; কারণ, উহাও ত তত্ত্বজ্ঞানে বাধিত হয় না॥

৬৯। আরও যে বলা হইয়াছে, জ্ঞাতৃত্ব অর্থ—জ্ঞান-ক্রিয়ার কর্তৃত্ব; তাহাও কখনই বিকার-রহিত আত্মার পক্ষে সম্ভবই হইতে পারে না। অতএব, বিকারাত্মক, জড়স্বভাব জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্মটী বিকারময় প্রকৃতি-পরিণাম 'অহংকার'-গ্রন্থিতেই অবস্থিত,—আত্মার নহে। [পক্ষান্তরে] রূপরসাদির ন্যায় কর্তৃত্বও দৃশ্য-ধর্ম্ম; সুতরাং আত্মাতে সেই কর্তৃত্ব-ধর্ম্ম ও 'অহং'-(আমিত্ব) বুদ্ধির বিষয়তা স্বীকার করিলে নিশ্চয়ই দেহের ন্যায় তাহারও অনাত্মত্ব, পরাক্ত্ব (বাহ্য

(*)আত্মত্বতয়াভিস্থাপনায়া ইতি (খ) পাঠঃ।   (†) স্থিতমিতি (গ) পাঠঃ।

স্যেবাচেতনত্ব-প্রকৃতিপরিণামিত্ব-দৃশ্যত্ব-পরাক্ত্ব-(*) পরার্থত্বাদিযোগাদন্তঃ-করণরূপস্যাহঙ্কারস্য, চেতনাসাধারণস্বভাবত্বাচ্চ জ্ঞাতৃত্বস্য।

এতদুক্তং ভবতি,—যথা দেহাদির্দৃশ্যত্ব-পরাক্ত্বাদিভির্হেতুভিস্তৎপ্রত্যনীক-দ্রষ্টৃত্ব-প্রত্যক্ত্বাদের্বিবিচ্যতে, এবমন্তঃকরণরূপাহংকারোঽপি তদ্‌দ্রব্য-(†) ত্বাদেব তৈরেব হেতুভিস্তস্মাদ্বিবিচ্যত ইতি। অতো বিরোধাদেব ন জ্ঞাতৃত্বমহঙ্কারস্য, দৃশিত্ববৎ। যথা দৃশিত্বং তৎকর্ম্মণো (‡) হহঙ্কারস্য নাভ্যুপ-গম্যতে, তথা জ্ঞাতৃত্বমপি ন তৎকর্ম্মণোঽভ্যুপগন্তব্যম্।

ন চ জ্ঞাতৃত্বং বিক্রিয়াত্মকম্; জ্ঞাতৃত্বং হি জ্ঞানগুণাশ্রয়ত্বম্; জ্ঞানং চাস্য নিত্যস্য স্বাভাবিক-ধর্ম্মত্বেন নিত্যম্। নিত্যত্বং চাত্মনো "নাত্মা শ্রুতেঃ" ইত্যাদিষু বক্ষ্যতি। "জ্ঞোঽত এব" ইত্যত্র 'জ্ঞ' ইতি ব্যপদেশেন জ্ঞান-গুণাশ্রয়ত্বং চ স্বাভাবিকমিতি বক্ষ্যতি। অস্য জ্ঞানস্বরূপস্যৈব মণিপ্রভৃতীনাং প্রভাশ্রয়ত্ব-মিব (§) জ্ঞানাশ্রয়ত্বমপ্যবিরুদ্ধমিত্যুক্তম্। স্বয়মপরিচ্ছিন্নমেব জ্ঞানং সঙ্কোচ-বিকাশার্হমিত্যুপপাদয়িষ্যামঃ। অতঃ, ক্ষেত্রজ্ঞাবস্থায়াং কর্ম্মণা সঙ্কু-

---

পদার্থত্ব) ও জড়ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের সম্ভাবনা হইয়া পড়ে। এ কথাও যুক্তি সঙ্গত হয় না; কারণ, অচেতনত্ব, প্রকৃতি-পরিণামিত্ব, দৃশ্যত্ব, পরাক্ত্ব ও পরার্থত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের সহিত দেহের ন্যায় অন্তঃকরণ—অহঙ্কারেরই সম্বন্ধ; জ্ঞাতৃত্ব প্রভৃতি ভাবগুলি চেতন বস্তুরই অসাধারণ (বিশেষ) ধর্ম্ম; (সুতরাং উভয়ের ঐক্য অসম্ভব)।

অভিপ্রায় এই যে, দেহাদি পদার্থগুলি যেমন দৃশ্যত্ব ও পরাক্ত্ব প্রভৃতি কারণে তদ্বিপরীত দ্রষ্টৃত্ব ও প্রত্যক্ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম হইতে পৃথক্ কৃত হয়; তেমনি অন্তঃকরণ অহঙ্কারও স্বীয় দৃশ্যত্ব নিবন্ধনই অচেতনত্ব ও পরিণামিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম দ্বারা দ্রষ্টৃত্ব ও পরাক্ত্বাদি ধর্ম্ম হইতে বিবিক্ত বা পৃথক্ কৃত হইয়া থাকে। অতএব, বিরোধ বশতঃই দৃশিত্বের (জ্ঞানরূপতার) ন্যায় জ্ঞাতৃত্বও অহঙ্কারের ধর্ম্ম নহে; অর্থাৎ দৃশিত্ব বা জ্ঞান যেমন তাহার কর্ম্ম বা প্রকাশ্য অহঙ্কারের ধর্ম্ম হয় না, তদ্রূপ জ্ঞাতৃত্বও তাহার ধর্ম্ম হইতে পারে না।

আর, জ্ঞাতৃত্ব অর্থ কোনরূপ বিকার নহে; জ্ঞাতৃত্ব অর্থ জ্ঞান-গুণের আশ্রয়ত্ব; আত্মা নিত্য, সুতরাং তাহার স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানও নিত্য। "নাত্মা শ্রুতেঃ" ইত্যাদি সূত্রে আত্মার নিত্যত্ব অভিহিত হইবে। আর, "জ্ঞঃ অত এব" এই সূত্রে 'জ্ঞ'-(জ্ঞাতা) শব্দ দ্বারাও আত্মা যে স্বভাবতই জ্ঞান-গুণের আশ্রয়, তাহা প্রতিপাদিত হইবে। আর পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মণি প্রভৃতি তেজঃ-পদার্থ যেমন স্বভাবতই প্রভার আশ্রয় হয়, তেমনি

(*) পরাক্ত্বাদিকযোগাদিতি (গ) পাঠঃ। (†) তদ্দৃশ্যত্বাদেবেতি (গ) পাঠঃ।

(‡) তৎকরণাহঙ্কারস্যেতি (গ) পাঠঃ। (§) গুণাশ্রয়ত্বম্, ইতি (গ) পাঠঃ।

চিতস্বরূপং তত্তৎকর্ম্মানুগুণ-তরতমভাবেন বর্ত্ততে, তচ্চেন্দ্রিয়দ্বারেণ ব্যবস্থিতম্। তমিমমিন্দ্রিয়দ্বার-জ্ঞানপ্রসরমপেক্ষ্যোদয়াস্তময়ব্যপদেশঃ প্রবর্ত্ততে। জ্ঞানপ্রসরে তু কর্ত্তৃত্বমস্ত্যেব, তচ্চ ন স্বাভাবিকম্, অপি তু কর্ম্মকৃতমিত্যবিক্রিয়া-স্বরূপ এবাত্মা। এবং-(*) রূপাবিক্রিয়াত্মকং জ্ঞাতৃত্বং জ্ঞানস্বরূপস্যাত্মন এবেতি ন কদাচিদপি জড়স্যাহঙ্কারস্য জ্ঞাতৃত্বসম্ভবঃ।

জড়স্বভাবস্যাহঙ্কারস্য (†) চিৎ-সন্নিধানে তচ্ছায়াপত্ত্যা তৎসম্ভব ইতি চেৎ; কেয়ং চিচ্ছায়াপত্তিঃ? কিমহঙ্কার-চ্ছায়াপত্তিঃ সংবিদঃ, উত সংবিচ্ছায়াপত্তিরহঙ্কারস্য। ন তাবৎ সংবিদঃ, সংবিদি জ্ঞাতৃত্বানভ্যুপগমাৎ। নাপ্যহঙ্কারস্য, তস্য জড়স্য উক্তরীত্যা জ্ঞাতৃত্বাযোগাৎ, দ্বয়োরপ্যচাক্ষুষত্বাচ্চ, ন হ্যচাক্ষুষাণাং ছায়া দৃষ্টা।

আত্মার জ্ঞানাশ্রয়ত্বও বিরুদ্ধ নহে। জ্ঞান নিজে অপরিচ্ছিন্ন (অসীম) হইলেও যে, সংকোচ-বিকাশের যোগ্য, তাহা উপপাদন করিব।

অতএব, ক্ষেত্রজ্ঞদশায় (জীবাবস্থায়) জ্ঞান-ধর্ম্মটী যথাযোগ্য কর্ম্মানুসারে আবশ্যকমতে তারতম্যরূপে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, এবং ইন্দ্রিয় দ্বারাই সেই জ্ঞান-সংকোচের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। এই যে, সংকুচিতভাবে জ্ঞানের প্রসারণ, তাহাও ইন্দ্রিয়-সাহায্যে সম্পন্ন হয়, এই কারণে ইন্দ্রিয়-বৃত্তির আবির্ভাব ও তিরোভাবানুসারে সেই জ্ঞানেরও উৎপত্তি ও বিলয়ের ব্যবহার হইয়া থাকে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি-লাভে জ্ঞানের উদয় বা বিকাশ, আর ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি-সংকোচে জ্ঞানেরও বিনাশ বা সংকোচ ব্যবহার করা হইয়া থাকে, কিন্তু, জ্ঞানের প্রসারণ-কার্য্যে নিশ্চয়ই [আত্মার] কর্তৃত্ব আছে। তাহাও (সেই কর্তৃত্বও) স্বভাব-সিদ্ধ নহে, পরন্তু কর্ম্ম-নিমিত্ত, সুতরাং তাহাতে আত্মার স্বরূপতঃ বিকার ঘটে না,—আত্মা অবিক্রিয়ই থাকে। এবংবিধ বিকারাত্মক কর্তৃত্ব ধর্ম্মটী জ্ঞানস্বরূপ আত্মারই সম্ভব হয়; অতএব, জড়রূপী অহঙ্কারের কখনও সেই জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্ম হইতে পারে না।

যদি বল, অহঙ্কার জড়স্বভাব হইলেও সান্নিধ্যবশতঃ চিৎ-ছায়া সম্পাত বা চৈতন্যপ্রতিবিম্বন হয়; এই কারণে অহঙ্কারেরও জ্ঞাতৃত্ব সম্ভব হইতে পারে। [জিজ্ঞাসা করি,] এই 'চিৎ-ছায়াপত্তি' পদার্থটা কি?—উহা কি সংবিদের উপর অহঙ্কারের ছায়া পড়া? অথবা অহঙ্কারের উপর চিতের ছায়া পড়া? সংবিদের উপর [বলিতে পার) না; কারণ, তুমি ত সংবিদের জ্ঞাতৃত্বই স্বীকার কর না। অহঙ্কারের উপরও হইতে পারে না; কারণ, পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে জড় অহঙ্কারেরও জ্ঞাতৃত্ব-সম্বন্ধ অসম্ভব; পরন্ত, সংবিৎ ও অহঙ্কার, উভয়ই

(*) স্বরূপেতি (গ) পাঠঃ।

(†) জড়স্যাপ্যহঙ্কারস্যেতি (গ) পাঠঃ।

অথাগ্নিসম্পর্কাদয়ঃপিণ্ডৌষ্ণ্যবৎ চিৎসম্পর্কাৎ জ্ঞাতৃত্বোপলব্ধিরিতি (*)। নৈতৎ, সংবিদি বাস্তবজ্ঞাতৃত্বানভ্যুপগমাদেব ন তৎসম্পর্কাদহঙ্কারে জ্ঞাতৃত্বং তদুপলব্ধির্বা। অহঙ্কারস্য ত্বচেতনস্য জ্ঞাতৃত্বাসম্ভবাদেব সুতরাং ন তৎ-সম্পর্কাৎ সংবিদি জ্ঞাতৃত্বং তদুপলব্ধির্বা ॥ ৬৯ ॥

যদপ্যুক্তম্,—উভয়ত্র বস্তুতো ন জ্ঞাতৃত্বমস্তি, অহঙ্কারস্ত্বনুভূতেরভিব্যঞ্জকঃ স্বাত্মস্থামেবানুভূতিমভিব্যনক্তি, আদর্শাদিবদিতি। তদযুক্তম্, আত্মনঃ স্বয়ংজ্যোতিষো জড়রূপাহঙ্কারাভিব্যঙ্গ্যত্বাযোগাৎ। তদুক্তম্,—

অচাক্ষুষ অর্থাৎ চক্ষুর গ্রাহ্য নহে। অচাক্ষুষ পদার্থের কুত্রাপি ছায়া (প্রতিবিম্ব) দৃষ্ট হয় না। (†)

যদি বল, অগ্নিসম্পর্কবশতঃ যেরূপ অয়ঃপিণ্ডের (লৌহখণ্ডের) উষ্ণতা হয়, তদ্রূপ চিৎ-সান্নিধ্যবশতঃ অহঙ্কারেরও জ্ঞাতৃত্ব প্রতীতি হয়? না,—এরূপ হইতে পারে না, কারণ, চিৎপদার্থেরই যখন জ্ঞাতৃত্ব অস্বীকৃত হইয়াছে, তখন তৎসম্পর্কবশতঃ অহঙ্কারেরও জ্ঞাতৃত্ব বা জ্ঞাতৃত্বের উপলব্ধি হইতে পারে না। আর, অচেতন অহঙ্কারের যখন জ্ঞাতৃত্ব একেবারেই অসম্ভব, তখন তাহার সম্পর্কবশতই বা সংবিদের (চিতের) জ্ঞাতৃত্ব বা তদুপলব্ধি হইবে কিরূপে? ॥

৭০ ॥ আরো যে বলা হইয়াছে,—সংবিৎ ও অহঙ্কার, এই উভয়ের মধ্যেই বাস্তবিক জ্ঞাতৃত্ব নাই, পরন্তু, অহঙ্কার কেবল অনুভূতিরই অভিব্যঞ্জক; সুতরাং সে দর্পণাদির ন্যায় স্বগত—অনুভূতিরই অভিব্যক্তি করিয়া থাকে। তাহাও সঙ্গত নহে; কারণ, স্বয়ং জ্যোতির্ময় (স্বপ্রকাশ) আত্মা কখনও জড়-স্বরূপ (অপ্রকাশ-) অহঙ্কারের অভিব্যঙ্গ্য বা প্রকাশ্য হইতে পারে না। ইহা (অন্যত্রও) উক্ত আছে,—'শান্ত—অগ্নিরহিত অঙ্গারসদৃশ, জড়-

---

(*) চেৎ, নৈতদিতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—অহঙ্কার স্বভাবতঃ জড় পদার্থ, সুতরাং তাহার জ্ঞান-ধর্ম্ম কখনই সম্ভবপর হয় না, সত্য কিন্তু, প্রদীপ-সান্নিধ্য বশতঃ স্বয়ং অপ্রকাশ দর্পণে যেরূপ প্রকাশ-শক্তি সমুৎপন্ন হয়, জ্ঞানময় আত্মার নিকটে থাকায় অচেতন—জড়রূপী অহঙ্কারেও সেইরূপই জ্ঞানশক্তি আবির্ভূত হয়, সুতরাং এই ভাবে আবশ্যকমতে অহঙ্কারকেও জ্ঞাতা বলা যাইতে পারে।

ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, এ কথা হইতেই পারে না; কারণ, চিৎছায়া-পাত দুইরকমে হইতে পারে। এক, চৈতন্যের উপর অহঙ্কারের প্রতিবিম্ব পড়া, দ্বিতীয়, অহঙ্কারের উপর চৈতন্যের প্রতিবিম্ব পড়া। তন্মধ্যে, চৈতন্যের নিজের যখন জ্ঞাতৃত্ব নাই, তখন তাহাতে অহঙ্কারের প্রতিবিম্ব পড়িলেও জ্ঞাতৃত্ব-শক্তি লাভ হইতে পারে না, কেন না, যাহাতে যে গুণ নাই, তাহার সম্বন্ধ বশতঃ অপরে কখনই সেই গুণ আসিতে পারে না। দ্বিতীয় পক্ষে বক্তব্য এই যে, যাহার রূপ আছে, যাহা চক্ষুরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, তাহারই প্রতিবিম্ব পড়িয়া থাকে। চৈতন্য যখন রূপহীন—চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, তখন অহঙ্কারে তাহার প্রতিবিম্ব পড়া নিতান্ত অসম্ভব ও দৃষ্ট-বিরুদ্ধ।

শান্তাঙ্গার ইবাদিত্যমহঙ্কারো জড়াত্মকঃ।
স্বয়ংজ্যোতিষমাত্মানং ব্যনক্তীতি ন যুক্তিমদিতি ॥

স্বয়ম্প্রকাশানুভবাধীনসিদ্ধয়ো হি সর্ব্বে পদার্থাঃ, তত্র তদায়ত্তপ্রকাশোঽচিদহঙ্কারোঽনুদিতানস্তমিতস্বরূপপ্রকাশমশেষার্থসিদ্ধিহেতুভূতমনুভবমভিব্যনক্তীত্যাত্মবিদঃ পরিহসন্তি।

কিঞ্চ, অহঙ্কারানুভবয়োঃ স্বভাববিরোধাদনুভূতেরননুভূতিত্বপ্রসঙ্গাচ্চ ন ব্যঙ্‌ক্তৃ-ব্যঙ্গ্যভাবঃ। তথোক্তম্,—

ব্যঙ্‌ক্তৃ-ব্যঙ্গ্যত্বমন্যোন্যং ন চ স্যাৎ প্রাতিকূল্যতঃ।
ব্যঙ্গ্যত্বেঽননুভূতিত্বমাত্মনি স্যাদ্ যথা ঘটে ॥ ইতি।

নচ রবিকর-নিকরাণাং স্বাভিব্যঙ্গ্য-করতলাভিব্যঙ্গ্যত্ববৎ সংবিদভিব্যঙ্গ্যাহঙ্কারাভিব্যঙ্গ্যত্বং সংবিদঃ সাধীয়ঃ, তত্রাপি রবিকর-নিকরাণাং করতলাভিব্যঙ্গ্যত্বাভাবাৎ। করতলপ্রতিহতগতয়ো হি রশ্ময়ো বহুলাঃ স্বয়মেব স্ফুটতরমুপলভ্যন্তে, ইতি তদ্বাহুল্যমাত্রহেতুত্বাৎ করতলস্য নাভিব্যঞ্জকত্বম্।

স্বভাব অহঙ্কার, আদিত্যের ন্যায় স্বয়ংই প্রকাশমান আত্মাকে অভিব্যক্ত বা প্রকাশিত করে; এ কথা যুক্তিযুক্ত নহে। [অভিপ্রায় এই যে,] সমস্ত বস্তুই স্বয়ং প্রকাশমান অনুভব বা প্রতীতি দ্বারা সিদ্ধ হয়। তাহাতেও যাহার প্রকাশ নিজেই অনুভবের অধীন, সেই অচিৎ বা জড়রূপী অহঙ্কারই যে, উদয়াস্ত-বিরহিত—নিত্য প্রকাশ সম্পন্ন, এবং সর্ব্ব পদার্থ-প্রতীতির কারণীভূত অনুভবকে অভিব্যক্ত করে; এ কথায় আত্মবিৎ পণ্ডিতেরা পরিহাস করিয়া থাকেন।

আরো এক কথা,—অহঙ্কার ও অনুভব পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাব; এই কারণে এবং অনুভবের অনুভবাত্মনাশের সম্ভাবনায়ও ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব হইতে পারে না। এইরূপ উক্তও আছে যে,—'স্বভাব-গত বিরোধবশতঃ অনুভবও অহঙ্কারের মধ্যে বৈলক্ষণ্য থাকায় পরস্পর ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব হইতে পারে না। পরন্তু, যদি ব্যঙ্গ্য হয়, তবে ঘটাদির ন্যায় আত্মারও অনুভূতিত্ব হইতে পারে না।' সূর্য্যের-কিরণমণ্ডল যেমন করতলকে অভিব্যক্ত করিয়া নিজেই তাহাতে প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনি সংবিৎও অহঙ্কারকে অভিব্যক্ত করিয়া নিজেও তাহাতে প্রতিফলিত হইতে পারে। এ কথাও ভাল হয় না; কারণ, সে স্থলেও সূর্য্যরশ্মি করতলে প্রতিবিম্বিত হয় না; কেবল, করতলে প্রতিহত কিরণসমূহই ইতস্ততঃ প্রসৃত হইয়া সমধিক স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষীভূত হয় মাত্র। অতএব, কেবল কিরণের বিস্তৃতি ঘটায় বলিয়াই করতলকে তাহার অভিব্যক্তির কারণ বলা যায় না।

কিঞ্চ, অস্য সংবিদ্রূপস্যাত্মনোঽহঙ্কার-নির্বর্ত্যাভিব্যক্তিঃ কিংরূপা? ন তাবদুৎপত্তিঃ, স্বতঃসিদ্ধতয়ানন্যোৎপাদ্যতাভ্যুপগমাৎ। নাপি (*) তৎ-প্রকাশনম্, তস্যা অনুভবান্তরাননুভাব্যত্বাৎ। তত এব চ ন তদনুভবসাধনানুগ্রহঃ। স হি দ্বিধা, (†) জ্ঞেয়স্যেন্দ্রিয়সম্বন্ধহেতুত্বেন বা, যথা জাতি-নিজমুখাদি-গ্রহণে,(‡) ব্যক্তি-দর্পণাদীনাং নয়নাদীন্দ্রিয়সম্বন্ধহেতুত্বেন, বোদ্ধৃ-গত কল্মষাপনয়নেন বা, যথা পরতত্ত্বাববোধন-(§) সাধনস্য শাস্ত্রস্য শম-দমাদিনা। (¶) যথোক্তম্,—করণানামভূমিত্বান্ন তৎসম্বন্ধহেতুতেতি ॥ ৭০ ॥

অপিচ, এই যে জ্ঞানময় আত্মার অহঙ্কার দ্বারা অভিব্যক্তি হয়, [বলা হইয়াছে,] সেই অভিব্যক্তিটী কি প্রকার? --উৎপত্তি বলিতে পার না; কারণ, জ্ঞান পদার্থ স্বতঃসিদ্ধ (নিত্য), সুতরাং অন্য বস্তু হইতে তাহার উৎপত্তি হইতে পারে না, এই কারণে পূর্ব্বেই ইহা অস্বীকৃত হইয়াছে। [অভিব্যক্তির অর্থ—] প্রকাশনও বলা যাইতে পারে না, কারণ, অনুভূতি ত আর অনুভবান্তর দ্বারা প্রকাশিত বা অনুভূত হইতে পারে না। এই কারণেই জ্ঞানানুভবের সাধন বা উপায়ের প্রতি সাহায্য করাকেও অভিব্যক্তি বলা যাইতে পারে না। তাহাও [অনুভূতির সাধনবর্গের প্রতি সাহায্য] দুই প্রকার। এক,—জ্ঞেয়-পদার্থের সহিত ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ সমুৎপাদন দ্বারা; যেমন,—মনুষ্যত্বাদি জাতির প্রত্যক্ষ স্থলে জাতির সহিত চক্ষুঃসম্বন্ধ সম্পাদক মনুষ্যাদি ব্যক্তি। দ্বিতীয়,—জ্ঞাতার [হৃদয়-গত] পাপ বা দোষের অপনয়ন দ্বারা যেমন,—পরতত্ত্ব—পরমেশ্বরের বোধোপায় শাস্ত্রসম্বন্ধে শম-দমাদি সাধন। (॥) অন্যত্রও উক্ত আছে যে, '[তিনি ইন্দ্রিয়ের অগম্য, সুতরাং ইন্দ্রিয়গণ তাঁহার সহিত সম্বন্ধের (প্রত্যক্ষের) কারণ নহে॥'

(*) নাপি চেতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

(†) সংবিদা জ্ঞেয়স্যেতি (গ) পাঠঃ। (‡) মুখাদের্গ্রহণে, ইতি (গ) পাঠঃ। § বোধস্য শাস্ত্রস্যেতি (গ) পাঠঃ।

(¶) শমদমাদীনামিতি (গ) পাঠঃ।

(॥) তাৎপর্য্য, আমরা যেমন মনুষ্যাদি ব্যক্তিকে দর্শন করি, সঙ্গে-সঙ্গে মনুষ্যত্বাদি জাতিরও তেমনি প্রত্যক্ষ করি; কিন্তু, রূপাদি-গুণ না থাকায় জাতির সহিত চক্ষুর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ঘটিতে পারে না, এই কারণে জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত চক্ষুর সম্বন্ধ দ্বারাই জাতিরও চাক্ষুষ সম্বন্ধ স্বীকৃত হয়, এই হেতু ব্যক্তিকে জাতির সম্বন্ধ-সম্পাদক বলা হইয়াছে।

আর, জ্ঞান ও ভক্তি শাস্ত্রে পরমেশ্বরের তত্ত্ব বা স্বরূপ উত্তমরূপে নিরূপিত হইয়াছে, সত্য, কিন্তু, শাস্ত্র-বুভুৎসু ব্যক্তির হৃদয় পাপ বা অজ্ঞানে কলুষিত থাকিলে তাহাতে ঐ তত্ত্ব কখনই প্রতিভাত হয় না,—সংশয়িত বা বিপরীত বলিয়াই মনে হয়। অনন্তর, শম-দমাদি সাধন সমূহের উত্তমরূপে অনুশীলন দ্বারা হৃদয় পরিমার্জ্জিত—বিশুদ্ধ হইলে পর তাহাতে সেই পরতত্ত্ব সম্যক্ স্ফূর্ত্তি পায়। এই কারণে, শম-দমাদি সাধনকে হৃদয়-গত দোষাপনয়ন দ্বারা শাস্ত্ররূপ সাধনের সাহায্যকারী বা অনুকূল বলা হইয়াছে।

কিঞ্চ, অনুভূতেরনুভাব্যত্বাভ্যুপগমেঽপ্যহমর্থেন ন তদনুভব-সাধনানুগ্রহঃ সুবচঃ; স হি অনুভাব্যানুভবোৎপত্তিপ্রতিবন্ধক-নিরসনেন ভবেৎ, যথা রূপাদিগ্রহণোৎপত্তিবিরোধি-সন্তমসনিরসনেন চক্ষুষো দীপাদিনা। ন চেহ তথাবিধং নিরসনীয়ং সম্ভাব্যতে। ন তাবৎ সংবিদাত্মগতং তজ্জ্ঞানোৎপত্তি-বিরোধি কিঞ্চিদপ্যহঙ্কারাপনেয়মস্তি। অস্তি হ্যজ্ঞানমিতি চেৎ; ন, অজ্ঞানস্যাহঙ্কারাপনোদ্যত্বানভ্যুপগমাৎ; জ্ঞানমেব হ্যজ্ঞানস্য নিবর্ত্তকম্। ন চ সংবিদাশ্রয়ত্বমজ্ঞানস্য সম্ভবতি; জ্ঞানসমানাশ্রয়ত্বাৎ তৎসমানবিষয়ত্বাচ্চ জ্ঞাতৃভাব-বিষয়ভাববিরহিতে জ্ঞানমাত্রে সাক্ষিণি নাজ্ঞানং ভবিতুমর্হতি। যথা জ্ঞানাশ্রয়ত্বপ্রসক্তিশূন্যত্বেন ঘটাদের্নাজ্ঞানাশ্রয়ত্বম্, তথা জ্ঞানমাত্রেঽপি জ্ঞানাশ্রয়ত্বাভাবেন নাজ্ঞানাশ্রয়ত্বং স্যাৎ।

সংবিদোঽজ্ঞানাশ্রয়ত্বাভ্যুপগমেঽপ্যাত্মতয়াভ্যুপেতায়াস্তস্যা (*) জ্ঞান-বিষয়ত্বাভাবেন জ্ঞানেন ন তদ্গতাজ্ঞাননিবৃত্তিঃ। জ্ঞানং হি স্ববিষয়-

---

আরো এক কথা,—অনুভবের অনুভাব্যত্ব (অনুভবান্তরের বিষয়তা) স্বীকার করিলেও অহং-পদার্থ দ্বারা যে, তদ্বিষয়ক অনুভব-সাধনের সাহায্য হয়, ইহা সহজে বলা যাইতে পারে না; কারণ, অনুভবোৎপত্তিতে যে সকল প্রতিবন্ধক থাকে, কেবল তৎসমুদয়ের নিরাস বা অপসারণ দ্বারাই সেই সাহায্য সম্পাদিত হইতে পারে, যেমন,—প্রদীপাদি আলোক রূপাদি-প্রত্যক্ষের বিরোধী গাঢ় অন্ধকার নিবারণ দ্বারা চক্ষুর সাহায্য করে; এখানে ত সেরূপ নিবারণীয় কোনও বস্তু সম্ভাবিত বা দৃষ্ট হইতেছে না। স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ আত্মাতে জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক এমন কিছুই নাই, যাহা অহঙ্কার দ্বারা অপনীত হইতে পারে। যদি বল, অজ্ঞানই [জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক] আছে? না,—এ কথা বলিতে পার না; কারণ, একমাত্র জ্ঞানই অজ্ঞানের নিবর্ত্তক; অহঙ্কারও যে, অজ্ঞানের নিবারক, ইহা ত স্বীকার করা হয় না, এবং জ্ঞান কখনই অজ্ঞানের আশ্রয়ও হইতে পারে না; কারণ, জ্ঞান ও অজ্ঞানের আশ্রয় এবং বিষয় তুল্য বা সমান—অর্থাৎ জ্ঞানপদার্থ যদাশ্রিত ও যদ্বিষয়ক, অজ্ঞানও তদাশ্রিত ও তদ্বিষয়ক হইয়া থাকে। বস্তুতই জ্ঞাতৃত্ব ও বিষয়ভাব-বিরহিত, সাক্ষিস্বরূপ, শুদ্ধ জ্ঞানে কখনও অজ্ঞান থাকিতেই পারে না। জ্ঞানাশ্রয়ত্বের সম্ভাবনা-শূন্য ঘটাদি বস্তু যেরূপ অজ্ঞানের আশ্রয় হয় না, তদ্রূপ জ্ঞানাশ্রয়ত্বের সম্ভাবনা-রাহিত্য বশতঃ শুধু জ্ঞানও অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারে না।

সংবিৎকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিলেও সেই সংবিৎকেই যখন আত্মা বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, তখন সেই সংবিৎ কখনই জ্ঞানের বিষয় বা জ্ঞেয় হইতে পারে না,

---

(*) সংজ্ঞানেতি (গ) পাঠঃ।

এবাজ্ঞানং নিবর্ত্তয়তি, যথা রজ্জ্বাদৌ। অতো ন কেনাপি কদাচিৎ সংবিদাশ্রয়মজ্ঞানমুচ্ছিদ্যেত। অস্য চ সদসদনির্ব্বচনীয়স্যাজ্ঞানস্য স্বরূপমেব দুর্নিরূপমিত্যুপরিষ্টাদ্বক্ষ্যতে। জ্ঞানপ্রাগভাবরূপস্য চাজ্ঞানস্য জ্ঞানোৎপত্তিবিরোধিত্বাভাবেন ন তন্নিরসনেন তজ্‌জ্ঞান-সাধনানুগ্রহঃ। অতো ন কেনাপি প্রকারেণাহঙ্কারেণানুভূতেরভিব্যক্তিঃ ॥৭১॥

ন চ স্বাশ্রয়তয়াভিব্যঙ্গ্যাভিব্যঞ্জনমভিব্যঞ্জকানাং স্বভাবঃ, প্রদীপাদিষ্বদর্শনাৎ, যথাবস্থিতপদার্থপ্রতীত্যনুগুণস্বাভাব্যাচ্চ জ্ঞান-তৎসাধনয়োরনুগ্রাহকস্য চ। তচ্চ স্বতঃপ্রামাণ্য-ন্যায়সিদ্ধম্। ন চ দর্পণাদির্মুখাদেরভিব্যঞ্জকঃ, অপি তু চাক্ষুষতেজঃ-প্রতিফলনরূপদোষহেতুঃ। তদ্দোষকৃতশ্চ তত্রান্যথাবভাসঃ, অভিব্যঞ্জকস্তু আলোকাদিরেব। ন চেহ তথাহঙ্কারেণ সংবিদি

সুতরাং জ্ঞান দ্বারা সেই সংবিদাশ্রিত অজ্ঞানের নিবৃত্তিও হইতে পারে না। [কেন না ;—] জ্ঞান স্বীয় বিষয়গত অজ্ঞানই নিবারণ করিয়া থাকে; যেমন, রজ্জু-সর্পাদি স্থলে হইয়া থাকে। (*)। অতএব, [অজ্ঞানকে জ্ঞানাশ্রিত বলিলে] কখনও কোন উপায়ে জ্ঞানাশ্রিত সেই অজ্ঞানের উচ্ছেদ হইতে পারে না। আর, সৎ বা অসৎরূপে অনির্ব্বচনীয় (নিরূপণের অযোগ্য) এই অজ্ঞানের স্বরূপই যে, নিরূপণ করা যাইতে পারে না, অর্থাৎ ঈদৃশ অজ্ঞানের যে আদৌ অস্তিত্বই সিদ্ধ হইতে পারে না, তাহা পশ্চাৎ উক্ত হইবে। আর, অজ্ঞানকে জ্ঞানের প্রাগভাব বলিলেও সে যখন জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধকই হয় না, তখন তাহার প্রত্যাখ্যানেও জ্ঞানোৎপত্তির সাধনসমূহের দ্বারা কোনরূপ আনুকূল্যই হইতে পারে না। অতএব, কোনরূপেই অহঙ্কারকে অনুভূতির অভিব্যঞ্জক বলা যাইতে পারে না ॥

৭২। আর এ কথাও বলিতে পার না যে, অভিব্যঞ্জকনিচয়ের এইরূপই স্বভাব যে, তাহারা স্বীয় আশ্রয়ীভূত পদার্থেরই অভিব্যক্তি করে। কারণ, প্রদীপাদি স্থলে সেরূপ স্বভাব দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ জ্ঞানও জ্ঞান-সাধনের অনুকূল বস্তু সমূহেরও স্বভাব এই যে, তাহারা যথাযথ বস্তুরই প্রতীতির সাহায্য করে, (কোনও কৃত্রিম উপায়ে প্রতীতির সাহায্য করে না)। প্রমাণের স্বতঃপ্রামাণ্য যুক্তিতেই এই নিয়ম ব্যবস্থিত হয়। আর, দর্পণাদিও যে, বস্তুতই

(*) তাৎপর্য্য, রজ্জু-সর্প স্থলে রজ্জু সত্য বস্তু, অজ্ঞান স্বীয়শক্তি-প্রভাবে তাহাতেই মিথ্যা বা অসত্য সর্পের সৃষ্টি করিয়া দেয়। পরে যখনই সেই রজ্জুতে যথার্থ জ্ঞান (রজ্জুজ্ঞান) সমুৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞান তখনই স্বীয় বিষয়ীভূত কেবল রজ্জুগত অজ্ঞানকেই নিবারিত করে, কিন্তু, অন্য বস্তুতে যে অজ্ঞান আছে, তাহা নিবারিত করে না বা করিতে পারে না। কারণ, জ্ঞানের স্বভাবই এই যে, সে স্ব-বিষয়ে কখনই অজ্ঞানকে থাকিতে দেয় না,—বিদূরিত করিয়া দেয়। জ্ঞানের আরো একটী স্বভাব এই যে, সে কখনই অজ্ঞান ভিন্ন অন্য পদার্থ অপনীত করিতে পারে না। অজ্ঞানেরও এইরূপ স্বভাব যে, সে জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন উপায়েই নিবৃত্ত হয় না। এই কারণে ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে যে, অজ্ঞানকে জ্ঞানগত বলিয়া স্বীকার করিলেও অহঙ্কার দ্বারা তাহার নিবৃত্তি অসম্ভব।

স্বপ্রকাশায়াং তাদৃশদোষাপাদনং সম্ভবতি। ব্যক্তেস্তু জাতিরাকারঃ, ইতি তদাশ্রয়তয়া প্রতীতিঃ; ন তু ব্যক্তি-ব্যঙ্গ্যত্বাৎ। অতোঽন্তঃকরণভূতাহঙ্কারস্থ-তয়া সংবিদুপলব্ধের্ব্বস্তুতো দোষতো বা ন কিঞ্চিদিহ কারণমিতি নাহঙ্কারস্য জ্ঞাতৃত্বং, তথোপলব্ধির্ব্বা। তস্মাৎ স্বত এব জ্ঞাতৃতয়া সিধ্যন্নহমর্থ এব প্রত্যগাত্মা—ন জ্ঞপ্তিমাত্রম্। অহংভাববিগমে তু জ্ঞপ্তেরপি ন প্রত্যক্ত্ব-সিদ্ধিরিত্যুক্তম্।

তমোগুণাভিভবাৎ পরাগর্থানুভবাভাবাচ্চ (*) অহমর্থস্য বিবিক্ত-স্ফুটপ্রতিভাসাভাবেঽপ্যাপ্রবোধাদ্ (†) অহমিত্যেকাকারেণাত্মনঃ স্ফুরণাৎ-সুষুপ্তাবপি নাহংভাববিগমঃ। ভবদভিমতায়া অনুভূতেরপি তথৈব প্রথেতি বক্তব্যম্। ন হি সুপ্তোত্থিতঃ কশ্চিদহংভাব-বিযুক্তার্থান্তর-প্রত্যনীকাকারা জ্ঞপ্তিরহমজ্ঞান-সাক্ষিতয়াবতিষ্ঠে, (‡) ইত্যেবংবিধাং স্বাপসমকালামনুভূতিং পরামৃশতি। এবং হি (§) সুপ্তোত্থিতস্য পরামর্শঃ—"সুখমহমস্বাপ্সম্"

মুখাদির অভিব্যঞ্জক, তাহা নহে; পরন্ত, দর্পণে চাক্ষুষ-তেজের প্রতিফলনরূপ দোষই সেই অভিব্যক্তির কারণ; সেই দোষের ফলেই দর্পণাদিতে (মুখাদির) বিপরীত ভাবে দর্শন ঘটে। বস্তুতঃ প্রত্যক্ষের সহায় আলোকাদিই সেখানে অভিব্যঞ্জক বা অভিব্যক্তির কারণ,—দর্পণাদি নহে। এখানে স্বপ্রকাশ জ্ঞানে ত আর অহঙ্কার দ্বারা তাদৃশ দোষোৎপাদন সম্ভব হইতে পারে না। [সাধারণতঃ] জাতি বা আকার ব্যক্তি-সমাশ্রিত এই কারণেই তদাশ্রিতরূপে প্রতীত হইয়া থাকে; কিন্তু, ব্যক্তির অভিব্যঙ্গ্য বলিয়া নহে। অতএব, জ্ঞানের অহঙ্কারাশ্রিতত্ব-প্রতীতির পক্ষে বস্তু-সিদ্ধ বা দোষকৃত কোনই কারণ নাই; সুতরাং অহঙ্কারের জ্ঞাতৃত্বও নাই এবং তাদৃশ উপলব্ধি বা প্রতীতিও দেখা যায় না। অতএব, স্বভাবতই জ্ঞাতারূপে প্রসিদ্ধ যে অহং-পদার্থ, তাহাই আত্মা, শুধু জ্ঞানমাত্র নহে। আর, অহংভাবের অভাবে যে, জ্ঞানেরও আত্মত্ব সিদ্ধ হয় না, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

সুষুপ্তিকালে তমোগুণে অভিভূত হওয়ায় এবং কোন বাহ্য-পদার্থেরও প্রতীতি না থাকায় যদিও তৎকালে অহংভাবের বিস্পষ্ট প্রতীতি থাকে না, সত্য, তথাপি তাহার একেবারে বিলোপ ঘটে না; কারণ, প্রবোধ বা জাগরণ না হওয়া পর্য্যন্ত তখনও 'অহং' (আমি) ইত্যাকার আত্মস্ফূর্ত্তি বিদ্যমানই থাকে। আর, তোমাকেও তোমার (আত্মারূপে স্বীকৃত) অনুভূতির ঐরূপই স্ফুরণ স্বীকার করিতে হইবে। কোন লোকই সুপ্তোত্থিত হইয়া অর্থাৎ সুষুপ্তি-ভঙ্গের পর এরূপ মনে করে না যে, 'অহঙ্কার ও পদার্থান্তর-সম্বন্ধ রহিত, অর্থাৎ জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়াদি

(*) প্রাগর্থানুভবাচ্চ' ইতি (গ) পাঠঃ।　(†) প্রতিবোধাৎ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) অবতিষ্ঠতে' ইতি (ঘ) পাঠঃ।　(§) এবং তর্হি' ইতি (ক) পাঠঃ।

ইতি। অনেন (*) প্রত্যবমর্শেন তদানীমপ্যহমর্থস্যৈবাত্মনঃ সুখিত্বং জ্ঞাতৃত্বং চ জ্ঞায়তে ॥৭২॥

ন চ বাচ্যম্, যথেদানীং সুখং ভবতি; তথা তদানীমস্বাপ্সমিত্যেষা প্রতিপত্তিরিতি; অতদ্রূপত্বাৎ প্রতিপত্তেঃ। ন চাহমর্থস্যাত্মনোঽস্থিরত্বেন তদানীমহমর্থস্য সুখিত্বানুসন্ধানানুপপত্তিঃ; যতঃ সুষুপ্তিদশায়াঃ প্রাগনুভূতং বস্তু সুপ্তোত্থিতো 'ময়েদং কৃতং' 'ময়েদমনুভূতম্' 'অহমেবেদমবোচম্' (†) ইতি পরামৃশতি। (‡) 'এতাবন্তং কালং ন কিঞ্চিদহমজ্ঞাসিষম্' (§) ইতি চ পরামৃশতীতি চেৎ; ততঃ কিম্? "ন কিঞ্চিদ্" ইতি কৃৎস্নপ্রতিষেধ ইতি চেৎ;

সর্ব্ববিধ বিশেষভাব বিরহিত জ্ঞান স্বরূপ আমি সুষুপ্তিকালে অজ্ঞানের সাক্ষিরূপে অবস্থান করিতেছিলাম।' পরন্তু, 'আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম', এইরূপেঃ নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির পরামর্শ বা স্মরণ হইয়া থাকে। নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির এই পরামর্শ অনুসারেই জানা যায় যে, তৎকালেও অহং-পদার্থ আত্মার জ্ঞান ও সুখ বিদ্যমানই ছিল॥ (*)

৭৩॥ এ কথাও বলিতে পার না যে, ('সুখমহমস্বাপ্সম্' স্থলে যে জ্ঞান হয়, তাহা), এখন অর্থাৎ নিদ্রাভঙ্গের পর যাহাতে সুখ-বোধ হইতে পারে, এরূপ ভাবে তখন নিদ্রা গিয়াছিলাম, ইত্যাকার অনুভূতি মাত্র [স্মৃতি নহে]। তাহার কারণ এই যে, অনুভূতির স্বরূপ ওরূপ নহে, (পরন্তু উহা স্মরণেরই স্বরূপ)। অহং-পদার্থ আত্মা যখন অস্থির বা ক্ষণভঙ্গুর, তখন নিদ্রাভঙ্গের পর অহং-পদার্থ—আত্মার আর সুখাদি স্মৃতি হয় কিরূপে? এ কথাও বলিতে পার না। কারণ, সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি সুষুপ্তির পূর্ব্বে যে সমস্ত বস্তু অনুভব করিয়াছিল, তাহাও ত 'আমি ইহা করিয়াছি, আমি ইহা অনুভব করিয়াছি, আমি ইহা বলিয়াছি,' এইরূপে স্মরণ করিয়া থাকে, [অতএব, আত্মা ক্ষণভঙ্গুর নহে]। যদি বল, 'আমি এত কাল (সুষুপ্তিসময়) কিছুই জানিতে পারি নাই', [সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির] এরূপও ত পরামর্শ বা স্মরণ হইয়া থাকে? [হাঁ ওরূপ হয়,] তাহাতে কি হইল? যদি বল 'কিছুই জানি নাই' বলায় সমস্ত

(*) অনেনৈব' হতি (গ) পাঠঃ।　　(†) অহমেতদবোচম্' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(‡) এবমেতাবন্তম্' ইতি (গ) পাঠঃ।　　(§) অজ্ঞাসিষমেব' ইতি (খ) পাঠঃ।

(*) তাৎপর্য্য,—শাঙ্করমতে আত্মা চেতন জ্ঞানময়, এবং 'অহং'পদার্থ অহঙ্কার অনাত্মা—জড় বস্তু সুষুপ্তিকালে শুধু জ্ঞানরূপী আত্মা তাৎকালিক অজ্ঞান বা মোহের সাক্ষিরূপে বিদ্যমান থাকে, অহংকার বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই কারণেই তৎকালে 'আমিত্বে'র স্ফুরণ হয় না। রামানুজ বলিতেছেন যে, এ কথা ঠিক নহে; 'অহং' ও আত্মা একই পদার্থ, সুষুপ্তি কালে তমোগুণ প্রবল হইয়া অহংভাবকে আবৃত করিয়া রাখে। দ্বিতীয়তঃ, তখন এমন কোন বাহ্য পদার্থেরও অনুভূতি থাকে না, যাহাকে অবলম্বন করিয়া স্পষ্টরূপে 'আমিত্বের (অহংভাবের) স্ফুরণ হইবে। পরন্তু, সুষুপ্ত ব্যক্তি জাগরিত হইয়া যখন, 'আমি সুখে শয়ন করিয়াছিলাম' বলিয়া আমিত্ব-সংবলিত সৌষুপ্ত সুখের স্মরণ করিয়া থাকে; তখন নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে যে, সুষুপ্তি-কালে সুখের ন্যায় আমিত্বেরও সূক্ষ্ম ভাবে স্ফূর্ত্তি ছিল, নচেৎ অননুভূত অহংভাবের কখনও স্মৃতি হইতে পারিত না।

ন, 'নাহমবেদিষম্' (*) ইতি বেদিতুরহমর্থস্যৈবানুবৃত্তেঃ; বেদ্য-বিষয়ো হি স প্রতিষেধঃ। (†) 'ন কিঞ্চিদ্' ইতি নিষেধস্য কৃৎস্নবিষয়ত্বে ভবদভিমতানুভূতিরপি প্রতিসিদ্ধা স্যাৎ। সুষুপ্তিসময়েঽপ্যনুসন্ধীয়মান-মহমর্থমাত্মানং জ্ঞাতারম্ 'অহম্' ইতি পরামৃশ্য 'ন কিঞ্চিদবেদিষম্' ইতি বেদনে তস্য প্রতিষিধ্যমানে তস্মিন্ কালে প্রতিষিধ্যমানায়া বিত্তেঃ সিদ্ধি-মনুবর্ত্তমানস্য জ্ঞাতুরহমর্থস্য চাসিদ্ধিমনেনৈব 'ন কিঞ্চিদহমবেদিষম্' ইতি পরামর্শেন সাধয়ংস্তমিমমর্থং দেবানামেব সাধয়তু (‡)।

'মামপ্যহং ন জ্ঞাতবান্' ইত্যহমর্থস্যাপি তদানীমননুসন্ধানং প্রতীয়তে ইতি চেৎ; স্বানুভব-স্ববচনয়োর্ব্বিরোধমপি ন জানন্তি ভবন্তঃ। 'অহং মাং

জ্ঞানেরই প্রতিষেধ করা হইল ? না,—সমস্ত জ্ঞানের প্রতিষেধ করা হইল না; কারণ, 'আমি জ্ঞান নাই' বলায় জ্ঞাতা—অহং-পদার্থেরইত অনুবৃত্তি রহিয়াছে। অতএব, উক্ত প্রতিষেধ কেবল বেদ্য বা জ্ঞেয় বস্তু-বিষয়েই হইয়া থাকে—সর্ব্ববিষয়ে নহে। সর্ব্ববিষয়ের প্রতিষেধ হইলে তোমার (শঙ্করের) অভিমত অনুভূতিরও প্রতিষেধ হইয়া পড়ে। প্রথমতঃ সুষুপ্তিকালীন জ্ঞাতা আত্মাকে 'অহং'-পদে 'আমি' বলিয়া উল্লেখ করিয়া পশ্চাৎ 'ন কিঞ্চিৎ' পদে যদি সেই বিজ্ঞাতা আত্মারই জ্ঞান-ধর্ম্মের প্রত্যাখ্যান করে, তাহা হইলে তোমার মতেই প্রত্যাখ্যাত জ্ঞানের অনুগত অর্থাৎ অনুভূতিস্বরূপ আত্মারও 'ন কিঞ্চিৎ' কথায় প্রতিষেধ করা হইয়া পড়ে। সুতরাং এরূপ সিদ্ধান্ত সাধন দেবতাগণের নিকটই শোভা পাইতে পারে। [কারণ, তাঁহারা ত আর এ কথার প্রতিবাদ করিবেন না]॥ (§)

যদি বল, 'সুষুপ্তি সময়ে আমাকেও আমি জানি নাই' বলায় তৎকালে অহংপদার্থ— আত্মারও অনুসন্ধান বা প্রতীতির অভাব বুঝা যায় ? [না, এ কথা বলিলে যে,] নিজেরই উক্তি ও অনুভবের

(*) অহমবেদিষম্' ইতি (ক, খ) পাঠঃ। (†) বেদনবিষয়োঽপি সংপ্রতি নিষিদ্ধঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) দেবানামেব প্রিয়ঃ সাধয়তু' ইতি (খ, গ) পাঠঃ।

(§) তাৎপর্য্য,—সাধারণতঃ নিদ্রোত্থিত ব্যক্তি এইরূপ মনে করিয়া থাকে যে, 'সুষুপ্তিকালে আমি ছিলাম, কিন্তু কিছুই জানিতে পারি নাই, অর্থাৎ আমার অস্তিত্ব ঠিকই ছিল, কেবল কোন বিষয়ে জ্ঞান ছিল না মাত্র।' এখন বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক যে, সুষুপ্তি-সময়ে কেবল জ্ঞানেরই অভাব ঘটে, আত্মার সত্তা অক্ষুণ্ণই থাকে। জ্ঞান ও আত্মা যদি এক—অভিন্ন পদার্থই হয়, তাহা হইলে নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির ঐরূপ প্রতীতি বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। কেন না, জ্ঞান ও আত্মা যখন একই পদার্থ, তখন জ্ঞানের অভাবে কখনই আত্মার অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না। কাজেই বলিতে হয় যে, যাহারা প্রথমে জ্ঞান ও আত্মার একত্ব স্বীকার করিয়া পুনরায় সেই জ্ঞানের অভাবেও আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন; তাহাদের তাদৃশ স্বীকারোক্তি দেব-বিগ্রহের নিকটই শোভা পাইতে পারে। কারণ, তাহারা ত কোন কথারই প্রতিবাদ করিবেন না। পরন্তু, পণ্ডিতেরা ঐরূপ কথা অনাদরে উপেক্ষা করিয়া থাকেন।

ন জ্ঞাতবান্' ইতি হ্যনুভব-বচনে। 'মাম্' ইতি কিং নিষিধ্যতে ইতি চেৎ; সাধু পৃষ্টং ভবতা (*)। তদুচ্যতে, অহমর্থস্য জ্ঞাতুরনুবৃত্তের্ন স্বরূপং নিষিধ্যতে; অপি তু প্রবোধসময়েঽনুসন্ধীয়মানস্যাহমর্থস্য বর্ণাশ্রমাদিবিশিষ্টতা। 'অহং মাং ন জ্ঞাতবান্' ইত্যুক্তের্বিষয়ো বিবেচনীয়ঃ। জাগরিতাবস্থানুসংহিত-জাত্যাদিবিশিষ্টোঽস্মদর্থো 'মাম্' ইত্যংশস্য বিষয়ঃ। স্বাপাবস্থা-(†) প্রসিদ্ধো-ঽবিশদস্বানুভবৈকতানশ্চাহমর্থঃ 'অহম্' ইত্যংশস্য বিষয়ঃ। অত্র সুপ্তোঽহম্, ঈদৃশোঽহমিতি চ, মামপি ন জ্ঞাতবানহমিত্যেব খল্বনুভবপ্রকারঃ॥৭৩॥

কিঞ্চ, সুষুপ্তাবাত্মা অজ্ঞানসাক্ষিত্বেনাস্তে, ইতি হি ভবদীয়া প্রক্রিয়া। সাক্ষিত্বঞ্চ সাক্ষাৎ জ্ঞাতৃত্বমেব, ন হ্যজানতঃ সাক্ষিত্বম্। জ্ঞাতৈব লোক-বেদয়োঃ সাক্ষীতি ব্যপদিশ্যতে, ন জ্ঞানমাত্রম্। স্মরতি চ ভগবান্ পাণিনিঃ "সাক্ষাৎ দ্রষ্টরি সংজ্ঞায়াম্" [অষ্টা০, ৫।২।৯১] ইতি সাক্ষাৎ জ্ঞাতর্য্যেব সাক্ষি-

---

সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহাও আপনারা বুঝিতে পারেন না! 'আমি আমাকে জানি নাই,' এইরূপই অনুভব ও তদভিব্যঞ্জক উক্তি হইয়া থাকে, [সুতরাং অহংপদার্থ আত্মা না থাকিলে 'জানি নাই' বলিয়া অনুভব করিবে কে ?]। যদি বল, [অহংপদার্থ আত্মা যদি বিদ্যমানই রহিল, তবে] 'ন মাম্' (আমাকে জানি নাই) বলিয়া কাহার নিষেধ করা হয়? আপনি বেশ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহার উত্তর বলা যাইতেছে;—অহংপদার্থ জ্ঞাতার তৎকালেও অনুবৃত্তি বা সম্বন্ধ থাকে; সুতরাং সুষুপ্তিদশায় তাহার স্বরূপতঃ প্রতিষেধ হয় না, পরন্তু জাগ্রৎসময়ে বর্ণাশ্রমাদি যে সকল বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মের প্রতীতি থাকে, সুষুপ্তি সময়ে কেবল সেই সকল ধর্ম্মেরই অভাব হয়, তাহাই নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির 'আমি আমাকে জানি নাই' এই উক্তির বিষয় বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে,—জাগরিতা-বস্থায় অনুভূত যে জাতি প্রভৃতি ধর্ম্ম সংযুক্ত অহং-পদার্থ আত্মা, তাহাই "মাম্" (আমাকে) এই অংশের বিষয়। আর, স্বপ্নাবস্থায় প্রসিদ্ধ যে অস্ফুট—অনুভব মাত্র-গম্য অহং-পদার্থ, তাহাই "অহং" (আমি) এই প্রতীতি-ভাগের বিষয়। এ বিষয়ে, 'আমি সুপ্ত, আমি এই প্রকার,' এবং 'আমি আমাকেও জানি নাই,' এইরূপই অনুভবের প্রণালী দৃষ্ট হয়॥

৭৪॥ অপিচ; আত্মা সুষুপ্তি সময়ে অজ্ঞানের সাক্ষিরূপে অবস্থান করে; ইহাই তোমার অভিমত সিদ্ধান্ত। সাক্ষিত্ব অর্থ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞাতৃত্ব বা জানা; যে জানে না, তাহার সাক্ষিত্ব হয় না বা হইতে পারে না; কি লোক ব্যবহার, কি বেদ, সর্ব্বত্র জ্ঞাতাই সাক্ষি-সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে,—কেবল জ্ঞানকে সাক্ষী বলা হয় না। ভগবান্ পাণিনিও "সাক্ষাৎ দ্রষ্টরি সংজ্ঞায়াম্", এই সূত্রে সাক্ষাৎ দ্রষ্টারই সাক্ষিত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(*) ত্বয়া' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) স্বাপ্যয়াবস্থাপ্রসিদ্ধাবিশদ' ইতি (গ,ঘ) পাঠঃ। স্বাপাবস্থাপ্রসিদ্ধাবিশদ' ইতি চ কচিৎ পাঠঃ।

শব্দম্(*)। স চায়ং সাক্ষী জানামীতি প্রতীয়মানোঽস্মদর্থ এবেতি কুতস্তদানী-মহমর্থো ন প্রতীয়েত। আত্মনে (†) স্বয়মবভাসমানোঽহমিত্যেবাবভাসতে, ইতি স্বাপাদ্যবস্থাস্বপ্যাত্মা প্রকাশমানোঽহমিত্যেবাবভাসতে ইতি সিদ্ধম্।

যত্তু, মোক্ষদশায়ামহমর্থো নানুবর্ত্ততে ইতি; তদপেশলম্। তথা সত্যাত্মনাশ এবাপবর্গঃ প্রকারান্তরেণ প্রতিজ্ঞাতঃ স্যাৎ। ন চাহমর্থো ধর্ম্মমাত্রম্; যেন তদ্বিগমেঽপ্যবিদ্যানিবৃত্তাবিব স্বরূপমবতিষ্ঠেত; প্রত্যুত স্বরূপমেবাহমর্থ (‡) আত্মনঃ। জ্ঞানস্তু তস্য ধর্ম্মঃ, 'অহং জানামি, জ্ঞানং মে জাতম্' ইতি চাহমর্থ-ধর্ম্মতয়া জ্ঞানপ্রতীতেরেব।

অপি চ, যঃ পরমার্থতো ভ্রান্ত্যা বা আধ্যাত্মিকাদি-দুঃখৈর্দুঃখিতয়াত্মান-

---

'আমি জানি' এইরূপ প্রতীতি-গম্য সেই সাক্ষী নিশ্চয়ই অস্মৎ-পদার্থ (আত্মা) ভিন্ন কেহ নহে। অতএব, সুষুপ্তিকালে অস্মৎপদার্থ আত্মা প্রতীত না হইবে কেন?—নিশ্চয়ই প্রতীত হয়। আত্মা যখন স্বার্থে প্রকাশ পায়, তখন তাহাকে 'অহং'-রূপেই প্রকাশ পাইতে দেখা যায়; অতএব, সুষুপ্তি প্রভৃতি দশায় প্রকাশমান আত্মা যে, 'অহং'রূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকে, ইহা সিদ্ধ হইতেছে।

[তাহাদের মতে] মোক্ষ দশায় যে, অহংপ্রতীতির অনুবৃত্তি থাকে না, বলা হইয়া থাকে, তাহাও ভাল কথা নহে। কারণ, তাহা হইলে প্রকারান্তরে আত্মবিনাশকেই মোক্ষ বলিয়া স্বীকার করা হইয়া পড়ে। (§) আর অহংপদার্থটী আত্মার কোনরূপ ধর্ম্মমাত্রও নহে যে, অবিদ্যার ন্যায় অহংভাবের অপগমেও আত্মার শুদ্ধ স্বরূপটী বর্ত্তমান থাকিবে? পরন্তু, অহংপদার্থই আত্মার স্বরূপ। 'আমি জানি, আমার জ্ঞান হইয়াছে', ইত্যাদি স্থলে আত্মার ধর্ম্ম বা গুণরূপে জ্ঞানেরই প্রতীতি হয়, সুতরাং জ্ঞানকেই আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া মানিতে হইবে, (অহংপদার্থকে নহে)।

অপিচ; বাস্তবিকই হউক আর ভ্রান্তিবশতই হউক, যে লোক আধ্যাত্মিকাদি দুঃখত্রয়ে

(*) শব্দ ইতি (গ) পাঠঃ। (†) আত্মনা' ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) স্বরূপমেবাহংশব্দ' ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

(§) তাৎপর্য্য,—শাঙ্করমতে অহংপদার্থ বস্তুতঃ আত্মা হইলেও ব্যবহারক্ষেত্রে 'আমি ব্রাহ্মণ, আমি গৃহী, আমি বিদ্বান্' ইত্যাদি প্রকারে প্রতীয়মান বর্ণাশ্রমাদি বিশিষ্ট অহং-পদার্থটী প্রকৃত আত্মা নহে, ইহা বুদ্ধি বা অহঙ্কার-সম্মিলিত অধ্যস্ত আত্মা। মোক্ষদশায় আত্মা থাকে, কিন্তু এই বুদ্ধি-ধর্ম্ম অহংভাব বিলুপ্ত হইয়া যায়। ভাষ্যকার উল্লিখিত অন্যান্য অংশ বাদ দিয়া কেবল 'আত্মা ও অহংপদার্থ এক', এই অংশ মাত্র গ্রহণ করিয়া বলিতেছেন যে, মোক্ষদশায় যদি 'অহংভাব' বা আমিত্ববুদ্ধি না থাকে—বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে ফলে-ফলে আত্ম-বিনাশই মোক্ষের চরম ফল হইয়া দাঁড়ায়। বস্তুতঃ কেহই কোন অবস্থায়ই আত্মধ্বংসের কামনা করে না, সুতরাং এ পক্ষে মোক্ষ একেবারেই অপ্রার্থনীয় হইয়া পড়ে।

মনুসন্ধত্তে 'অহং দুঃখী' ইতি, সর্ব্বমেতদ্দুঃখজাতমপুনর্ভবমপোহ্য কথমহমনাকুলঃ স্বস্থো ভবেয়মিত্যুৎপন্নমোক্ষরাগঃ স এব তৎসাধনে প্রবর্ত্ততে। স সাধনানুষ্ঠানেন যদ্যহমেব ন ভবিষ্যামীত্যবগচ্ছেৎ ; অপসর্পেদেবাসৌ মোক্ষকথা প্রস্তাবাৎ। ততশ্চাধিকারি-বিরহাদেব সর্ব্বং মোক্ষশাস্ত্রমপ্রমাণং স্যাৎ।

অহমুপলক্ষিতং প্রকাশমাত্রমপবর্গে (*) হবতিষ্ঠতে, ইতি চেৎ ; কিমনেন ? ময়ি বিনষ্টেঽপি কিমপি প্রকাশমাত্রমবতিষ্ঠতে ইতি মত্বা ন হি কশ্চিদ্বুদ্ধিপূর্ব্বমধিকারী প্রযততে। অতোঽহমর্থস্যৈব জ্ঞাতৃতয়া সিধ্যতঃ প্রত্যগাত্মত্বম্। স চ প্রত্যগাত্মা মুক্তাবপি 'অহম্' ইত্যেব প্রকাশতে, স্বস্মৈ প্রকাশমানত্বাৎ ; যো যঃ স্বস্মৈ প্রকাশতে, স সর্ব্বঃ 'অহম্' ইত্যেব প্রকাশতে, যথা তথাবভাসমানত্বেনোভয়বাদি-সম্মতঃ (†) সংসার্য্যাত্মা।

কাতর হইয়া আপনাকে 'দুঃখী' বলিয়া অনুভব করে, সেই লোকই, 'পুনর্ব্বার আর যাহাতে দুঃখ না হইতে পারে, কি উপায়ে এরূপ ভাবে দুঃখ ধ্বংস করিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি,' এইরূপে ভাবিত হইয়া প্রথমে মোক্ষ বিষয়ে অনুরাগী হয়, অনন্তর তাহার উপায়-লাভে প্রবৃত্ত হয়। সে যদি বুঝিতে পারে যে, এই মোক্ষ-সাধনানুষ্ঠানে আমারই অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, তাহা হইলে সেই লোক ত মোক্ষের কথা-প্রসঙ্গ হইতেও দূরে পলায়ন করিবে। [কারণ, কেহই আত্ম-নাশের ইচ্ছা বা চেষ্টা করে না।] তাহা হইলেই ফলে-ফলে আর কেহই মোক্ষ লাভের অধিকারী থাকে না, অধিকারীর অভাবে মোক্ষ-প্রতিপাদক শাস্ত্র গুলিও অপ্রমাণ বা অনর্থক হইয়া যাইতে পারে।

যদি বল, মোক্ষদশায় [অহঙ্কার বিনষ্ট হইলেও] অহঙ্কারোপলক্ষিত (‡) কেবল আত্ম-প্রকাশ বিদ্যমান থাকে। ইহাতেই বা কি হইল ?—'আমি (মুক্তপুরুষ) বিনষ্ট হইলেও আমার কেবল প্রকাশমাত্র (চিৎস্বরূপ) বিদ্যমান থাকে ; ইহা জানিয়া কোন অধিকারীই বুদ্ধি-পূর্ব্বক প্রবৃত্ত হয় না বা হইতে পারে না। অতএব, জ্ঞাতারূপে প্রসিদ্ধ অহং-পদার্থ ই আত্মা, সেই আত্মা মুক্তিদশায়ও 'অহং'রূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। কারণ, তখন আত্মা স্বয়ং স্বার্থেই প্রকাশ পায়—পরার্থে নহে। যে যে বস্তু স্বার্থে প্রকাশমান হয়, সে সকল 'অহং' আকারেই প্রকাশ পাইয়া থাকে ; যথা—(উদাহরণ) অহংরূপে প্রকাশমান উভয়বাদিসম্মত সংসারী আত্মা, অর্থাৎ আত্মা যে সংসারদশায় অহংআকারে প্রকাশ পায়, ইহা

(*) অপবর্গেঽহবতিষ্ঠতে' ইতি (গ) পাঠঃ।　　　　(†) সিদ্ধঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) বিশেষণ বা ধর্ম্ম দুই প্রকার, এক বিশিষ্ট, অপর উপলক্ষণ। বিশিষ্ট বিশেষণটীর ব্যবহার-কালে বর্ত্তমান থাকা আবশ্যক, কিন্তু উপলক্ষণ বিশেষণের সেরূপ নিয়ম নাই. পূর্ব্বে কোন এক সময়ে থাকিলেই হয়। যেমন, নীল পদ্ম ; এখানে নীল গুণ ও পদ্মের ব্যবহার কালে সম্বন্ধ থাকে। এই কারণে উহা বিশিষ্ট বিশেষণ। আর পদ্ম পুকুর' দর্শন কর। এস্থলে পদ্ম না থাকিলেও এরূপ বলা হয়, এই কারণে পদ্মকে উপলক্ষণ বিশেষণ বলে।

যঃ পুনরহমিতি ন চকাস্তি, নাসৌ স্বস্মৈ প্রকাশতে ; যথা ঘটাদিঃ, স্বস্মৈ প্রকাশতে চায়ং মুক্তাত্মা ; স তস্মাদ্ ‘অহম্’ ইত্যেব প্রকাশতে (*)।

ন চ ‘অহম্’ ইতি প্রকাশমানত্বেন তস্যাজ্ঞত্ব-সংসারিত্বাদিপ্রসঙ্গঃ ; মোক্ষ-বিরোধাদজ্ঞত্বাদ্যহেতুত্বাচ্চাহংপ্রত্যয়স্য। অজ্ঞানং নাম স্বরূপাজ্ঞানমন্যথাজ্ঞানং বিপরীতজ্ঞানং বা। ‘অহম্’ ইত্যেবাত্মনঃ স্বরূপমিতি স্বরূপজ্ঞানরূপোঽহং-প্রত্যয়ো নাজ্ঞত্বমাপাদয়তি, কুতঃ সংসারিত্বম্? অপি তু তদ্বিরোধিত্বান্নাশয়-ত্যেব। ব্রহ্মাত্মভাবাপরোক্ষ্য-নির্দ্ধূতনিরবশেষাবিদ্যানামপি বামদেবাদীনা-মহমিত্যেবাত্মানুভবদর্শনাচ্চ। শ্রূয়তে হি—“তদ্ধৈতৎ পশ্যন্ ঋষির্বামদেবঃ

বাদি-প্রতিবাদী—উভয়সম্মত। পরন্তু, যাহা অহং-আকারে প্রকাশ পায় না, তাহা কখনই স্বয়ং বা স্বার্থে প্রকাশমানও হয় না ; যেমন ঘটাদি (জড় বস্তু)। অথচ, এই মুক্তাত্মা স্বার্থে বা স্বয়ংই প্রকাশমান থাকে ; এই কারণে সে ‘অহং-রূপেই প্রকাশিত হয়। (†)

তাহার পর ‘অহং’রূপে প্রকাশমান হয় বলিয়াই যে, তাহার অজ্ঞত্ব এবং সংসারিত্বাদি ধর্ম্মও সম্ভাবিত হইবে, এ কথা বলা যায় না ; কারণ, মোক্ষাবস্থাটী অজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মের বিরোধী ; অধিকন্তু, অহংপ্রত্যয় বা আমিত্ব-বুদ্ধিও অজ্ঞত্বাদি-ধর্ম্মের কারণ নহে, (যে, অহংপ্রত্যয় থাকায় অজ্ঞত্বাদি-ধর্ম্মকেও থাকিতেই হইবে। সুতরাং মোক্ষাবস্থায় অজ্ঞত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের সম্ভাবনা হইতেই পারে না)। অজ্ঞান অর্থ—স্বরূপাজ্ঞান, অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ না জানা, আত্মাকে অন্যপ্রকারে জানা, অথবা বিপরীতজ্ঞান,—অর্থাৎ আত্মা যেরূপ নহে, সেইরূপে তাহাকে জানা। ‘অহং’ই যখন আত্মার স্বরূপ, তখন সেই স্বরূপ-জ্ঞান—‘অহং’প্রত্যয় কখনই আত্মার অজ্ঞত্ব সম্পাদন করিতে পারে না ; সুতরাং সংসারিত্বও সম্পাদন করিতে পারে না ; পরন্তু, সেই অহং-প্রত্যয়ই স্ববিরোধী অজ্ঞত্ব ও সংসারিত্ব ধর্ম্ম বিধ্বস্ত করিয়া দেয়। বিশেষতঃ, ব্রহ্মাত্ম-ভাবের সাক্ষাৎকার দ্বারা যাহাদের অবিদ্যা সমূলে উন্মূলিত হইয়াছে, সেই বামদেব প্রভৃতিরও ‘অহং’

(*) ‘যো যঃ’ ইত্যারভ্য ‘প্রকাশতে’ ইত্যন্তঃ সন্দর্ভঃ (গ) চিহ্নিতপুস্তকে নোপলভ্যতে।

(†) তাৎপর্য্য,— ভাষ্য “স চ” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা আত্মার ‘অহং’ রূপে প্রকাশের অনুকূলে একটী অনুমান প্রদর্শিত হইয়াছে। সাধারণতঃ অনুমানে এই কয়টী বিষয় থাকা আবশ্যক। (১) প্রতিজ্ঞা বা সাধ্যনির্দ্দেশ, অর্থাৎ যে বিষয়টী প্রমাণ করিতে হইবে, তাহার উল্লেখ করা। (২) হেতু, যাহা দ্বারা সাধ্য বিষয়টী প্রমাণিত হয়। (৩) উদাহরণ বা অনুরূপ প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত। (৪) উপনয়, অভিমত হেতু ও সাধ্যের একত্র সমাবেশ প্রদর্শন। (৫) নিগমন,—হেতুপ্রদর্শন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার সাধ্যের নির্দ্দেশ করা। পূর্ব্বোক্ত হেতু আবার দুই প্রকার,—অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী। বিধিমুখে যে হেতুর উল্লেখ, তাহা অন্বয়ী, আর নিষেধ বা অভাবমুখে যে হেতুর উল্লেখ, তাহা ব্যতিরেকী। তন্মধ্যে, এখানে ‘অহম্ ইত্যেব প্রকাশতে।” এটী প্রতিজ্ঞা। ”স্বস্মৈ প্রকাশমানত্বাৎ” হেতু। “যথা—ঘটাদিঃ” দৃষ্টান্ত। “স্বস্মৈ প্রকাশতে চায়ং মুক্তাত্মা.” এইটী উপনয়। “স তস্মাৎ” ইত্যাদি বাক্য নিগমন। আর, “যো যঃ স্বস্মৈ প্রকাশতে, স সর্ব্বোঽহমিত্যেব প্রকাশতে,” এইটী অন্বয়ব্যাপ্তি। এবং “যঃ পুনরহমিতি ন চকাস্তি” ইত্যাদি বাক্য ব্যতিরেকী ব্যাপ্তিরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রতিপেদে—"অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ" [বৃহদা০, ৩। ৪। ১০] ইতি। "অহমেকঃ প্রথমমাসং বর্ত্তামি চ ভবিষ্যামি", (*) [অথর্ব্ব-শিখা০, ১] ইত্যাদি। সকলেতরাজ্ঞানবিরোধিনঃ সচ্ছব্দ-প্রত্যয়মাত্রভাজঃ (†) পরস্য ব্রহ্মণো ব্যবহারোঽপ্যেবমেব, —"হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতাঃ", [ছান্দো০, ৬। ৩। ২।]। "বহু স্যাং প্রজায়েয়," [তৈত্তি০, ৬। ২]। "স ঐক্ষত লোকান্ নু সৃজৈ" [ঐত০, ১। ১। ১] ইতি।

তথা,—"যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ (‡) ॥"
"অহমাত্মা গুড়াকেশ"। "ন ত্বেবাহং জাতু নাসম্।"
"অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা।"
"অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ত্ততে ॥"
"তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু-সংসারসাগরাৎ।"

রূপেই আত্মানুভব দৃষ্ট হয়। শোনা যায়,—'বামদেব ঋষি সেই এই তত্ত্ব সন্দর্শন করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে,—'আমিই মনু ও সূর্য্য হইয়াছিলাম, এবং বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে আমিই থাকিব', ইত্যাদি। অপর সর্ব্ববিধ অজ্ঞান-বিরোধী এবং কেবল 'সৎ'-শব্দ ও 'সৎ'-প্রতীতিগম্য পরব্রহ্ম সম্বন্ধে ব্যবহারও এই প্রকারই,—'আমি তেজঃ, জল ও পৃথিবী, এই দেবতা-(ভূত-) ত্রয়কে [*** নাম ও রূপাকারে অভিব্যক্ত করিব]। [আমি] বহু হইব, জন্মিব।' 'তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন যে, লোকসকল সৃষ্টি করিব'।

৯। 'যেহেতু, আমি ক্ষরের (সর্ব্বভূতের) অতীত এবং অক্ষর (কূটস্থ) হইতেও উত্তম, এই হেতুই আমি লোকে ও বেদে 'পুরুষোত্তম' নামে প্রসিদ্ধ।' 'হে গুড়াকেশ (নিদ্রাজয়ি—অর্জ্জুন!) আমিই আত্মা।' 'আমি যে, কখনও ছিলাম না, তাহা নহে, অর্থাৎ নিশ্চয়ই ছিলাম।' 'আমিই সমস্ত জগতের প্রভব (উৎপত্তি-কারণ) ও প্রলয় (বিলয়স্থান)। আমিই সকলের উৎপত্তি-নিদান, এবং আত্মা হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হয়।' 'আমি তাহাদিগকে মৃত্যুময়

(*) 'অহমেব চ সংবর্ত্তামি, ভবিষ্যামি' ইত্যেবং (ক, খ, গ) চিহ্নিতপুস্তকধৃতঃ পাঠস্তু মূলশ্রুতিবিরুদ্ধত্বাদুপেক্ষিতঃ, (ঘ) চিহ্নিত-পুস্তকধৃতঃ পাঠ এব পরিগৃহীতঃ।

(†) তাৎপর্য্য, সৎ-শব্দস্য, 'সৎ' ইতি প্রত্যয়স্য চ বিষয়ভূতস্যেত্যর্থঃ; 'মাত্র' প্রত্যয়েন পরভবিকস্য নামরূপসম্বন্ধনিবৃত্তিঃ; ততশ্চ অহঙ্কারসৃষ্টেঃ প্রাগপি 'অহং' প্রত্যয়ঃ সূচিতঃ। 'অহং' প্রত্যয়স্ফুটীকরণায় "অহম্ ইমাঃ" ইতি বাক্যং প্রথমমুদাহৃতম্। "বহু স্যাম্" ইত্যত্র "অস্মদ্যুত্তমঃ" ইত্যনুশাসনবলাদ্ 'অহং' প্রত্যয়লব্ধঃ। বহুষু উপনিষৎসু ঐশ্বরাহংপ্রত্যয়জ্ঞাপনার্থং "স ঐক্ষত" ইত্যাদিবাক্যোপন্যাসঃ। ইতিশ্রুত প্রকাশিকা।

(‡) এতদৰ্দ্ধং (গ) চিহ্নিতপুস্তকে নাস্তি। (ঙ) চিহ্নিতপুস্তকে তু অত্রৈব 'যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্। স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাম্' ইত্যধিকঃ পাঠো দৃশ্যতে।

"অহং বীজপ্রদঃ পিতা।" "বেদাহং সমতীতানি।" [গীতা, যথাক্রমং ১৫,১৮। ১০,২০। ২,১২। ৭,৬। ১০,৮। ১২,৭। ১৪,৪। ৭,২৬।] ইত্যাদিষু ॥৭৪॥

যদ্যহমিত্যেবাত্মনঃ স্বরূপম্; কথং তর্হ্যহঙ্কারস্য ক্ষেত্রান্তর্ভাবো ভগবতোপদিশ্যতে?—"মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ" ইতি। [গীতা, ৭। ১০]

উচ্যতে,—স্বরূপোপদেশেষু সর্বেষ্বহমিত্যেবোপদেশাৎ তথৈবাত্মস্বরূপ-(*) প্রতিপত্তেশ্চাহমিত্যেব প্রত্যগাত্মনঃ স্বরূপম্। অব্যক্ত-পরিণামভেদস্যাহঙ্কারস্য ক্ষেত্রান্তর্ভাবো ভগবতোপদিশ্যতে। স ত্বনাত্মনি দেহেঽহম্ভাব-করণহেতুত্বেনাহঙ্কার ইত্যুচ্যতে। অস্য ত্বহঙ্কারশব্দস্যাভূততদ্ভাবেঽর্থে চ্বিপ্রত্যয়মুৎপাদ্য ব্যুৎপত্তির্দ্রষ্টব্যা। অয়মেব ত্বহঙ্কার উৎকৃষ্টজনাবমান-হেতুর্গর্বাপরনামা শাস্ত্রেষু বহুশো হেয়তয়া প্রতিপাদ্যতে। তস্মাদ্বাধকাপেতাহংবুদ্ধিঃ সাক্ষাদাত্মগোচরৈব, শরীরগোচরা ত্বহংবুদ্ধিরবিদ্যৈব। যথোক্তং

সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করি।' 'আমিই বীজপ্রদ পিতাস্বরূপ।' 'আমি বহু অতীত বিষয় অবগত আছি।' ইত্যাদি স্থলেও পরব্রহ্ম সম্বন্ধে অহং প্রত্যয়ের ব্যবহার দৃষ্ট হয় ॥ ৭৪ ॥

ভাল, 'অহং'ই যদি আত্মার স্বরূপ হয়, তাহা হইলে 'মহাভূতসকল (ক্ষিতি, জল, তেজঃ বায়ু ও আকাশ), অহংকার, বুদ্ধি ও অব্যক্ত (প্রকৃতি), [এ সকলই সবিকার 'ক্ষেত্র'-সংজ্ঞায় অভিহিত]।' এ স্থলে স্বয়ং ভগবান্ও অহংকারকে ক্ষেত্রের (জড়ের) অন্তর্ভূত করিয়া নির্দ্দেশ করিলেন কিরূপে?

ইহার উত্তর বলা যাইতেছে,—যেখানে যেখানে আত্মার স্বরূপের উপদেশ আছে, সেই সকল স্থানে 'অহং'রূপেই আত্মোপদেশ থাকায় এবং 'অহং'রূপেই আত্মার স্বরূপ-প্রতীতি হেতু বুঝিতে হইবে যে, 'অহং'ই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ। আর ভগবান্ যে, অহঙ্কারকে ক্ষেত্রান্তর্ভূত করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতির পরিণাম-বিশেষ স্বতন্ত্র অহঙ্কার। অনাত্ম-দেহে অহংভাব বা আমিত্ব-বুদ্ধি সমুৎপাদন করে বলিয়া উহাকে 'অহঙ্কার' বলা হইয়া থাকে। অভূত-তদ্ভাব অর্থে 'চ্বি' প্রত্যয়-যোগে এই 'অহঙ্কার' শব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। (†) এই অহঙ্কারই উৎকৃষ্ট জনের প্রতি অবজ্ঞাজনক, ইহারই অপর নাম গর্ব্ব এবং শাস্ত্রেও ভূয়োভূয়ঃ ইহারই হেয়তা প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব, কস্মিন্ কালেও যাহার বাধা হয় না, সেই অহংবুদ্ধি নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আত্ম-বিষয়ক; আর শরীরবিষয়ক, অর্থাৎ দেহের

(*) স্বরূপোপপত্তেরিতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—অনহং অহং ক্রিয়তে অনেন, ইতি অহংকারঃ। চ্বিপ্রত্যয়াৎ পরং করণে ঘঞ্। অর্থাৎ যাহা অহং—আত্মা নয়, তাঁহাকে যাহা দ্বারা অহং করা হয়, অর্থাৎ আত্মরূপে প্রতীত করা হয়, তাহার নাম অহংকার। যাহা যেরূপ নয়, তাহাকে সেইরূপে প্রকাশ করাকে 'অভূততদ্ভাব' বলে।

ভগবতা পরাশরেণ,—"শ্রূয়তাং চাপ্যবিদ্যায়াঃ স্বরূপং কুলনন্দন।
অনাত্মন্যাত্মবুদ্ধির্যা"] [বিষ্ণুপু০ ৬।৭।১০-১১ ইতি ॥

যদি জ্ঞপ্তিমাত্রমেবাত্মা, তদানাত্মন্যাত্মাভিমানে শরীরে জ্ঞপ্তিমাত্র-প্রতিভাসঃ স্যাৎ, ন জ্ঞাতৃত্বপ্রতিভাসঃ। তস্মাজ্জ্ঞাতাহমর্থ এবাত্মা। তদুক্তম্,—

"অতঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধত্বাদুক্তন্যায়াগমান্বয়াৎ।
অবিদ্যাযোগতশ্চাত্মা জ্ঞাতাহমিতি ভাসতে॥" [আত্মসিদ্ধি] ইতি (*)।

তথা চ,—

"দেহেন্দ্রিয়-মনঃপ্রাণ-ধীভ্যোঽন্যোঽনন্যসাধনঃ।
নিত্যো ব্যাপী প্রতিক্ষেত্রমাত্মা ভিন্নঃ স্বতঃ সুখী॥" [আত্মসিদ্ধি ইতি।

অনন্যসাধনঃ—স্বপ্রকাশঃ। ব্যাপী—অতিসূক্ষ্মতয়া সর্ব্বাচেতনান্তঃ-প্রবেশনস্বভাবঃ।

উপর যে, অহংবুদ্ধি, নিশ্চয়ই তাহা অবিদ্যাত্মক। [দেখ] ভগবান্ পরাশর যাহা বলিয়াছেন,—'হে কুলনন্দন! (বংশের আনন্দবর্দ্ধক!) অনাত্মাতে (দেহাদিতে) যে আত্ম-বুদ্ধিরূপা অবিদ্যা, [তাহার স্বরূপ শ্রবণ কর]।'

আত্মা যদি কেবল জ্ঞানস্বরূপই হইত, তাহা হইলে অনাত্মাতে আত্মাভিমানকালে শরীরেও কেবল জ্ঞানরূপতাই প্রতীত হইত, কখনও জ্ঞাতৃত্বের প্রতীতি হইতে পারিত না। অতএব, জ্ঞাতা অহং পদার্থই আত্মা,—অতিরিক্ত নহে। আত্ম-সিদ্ধিগ্রন্থেও এইরূপই উক্ত হইয়াছে,—'প্রত্যক্ষ, উক্ত ন্যায় বা যুক্তি ও শাস্ত্র প্রামাণ্যানুসারে এবং অবিদ্যাসম্বন্ধবশতঃ জ্ঞাতা (আত্মা) 'অহং'রূপেই প্রকাশ পায় [বুঝিতে হইবে]।' আরও আছে,—'দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ, প্রাণ ও বুদ্ধি হইতে পৃথক্, অনন্যসাধন, অর্থাৎ পর-প্রকাশ্য নয়—স্বপ্রকাশ, নিত্য ও ব্যাপী আত্মা প্রতিদেহে ভিন্ন এবং স্বভাবতঃ সুখসম্পন্ন।' 'অনন্যসাধন' অর্থ—স্বপ্রকাশ। 'ব্যাপী' অর্থ—অতিসূক্ষ্মতাহেতু সমস্ত অচেতনের অভ্যন্তরে স্বতঃপ্রবিষ্ট।

(*) তাৎপর্য্য,—'অহং জ্ঞাতা' ইত্যেবং ধর্ম্ম-ধর্ম্মিভাবেন প্রতীতিঃ—প্রত্যক্ষসিদ্ধিঃ। স্থিরত্বাস্থিরত্বাদি বৈষম্যং—ন্যায়ঃ। উদাহৃতোপনিষদ্বাক্যানি—আগমঃ। অনন্তরোক্তো ভ্রান্তিসম্বন্ধশ্চ—অবিদ্যাযোগঃ অহমর্থস্যানাত্মদেহে স্থূলোঽহমিতি ভ্রান্তেরযোগ ইতি বা।

অর্থাৎ, 'আমি জ্ঞাতা' বলিলে অহংপদার্থ আত্মা হয় ধর্ম্মী বা বিশেষ্য, আর জ্ঞাতৃত্ব হয় তাহার ধর্ম্ম বা বিশেষণ। এইরূপ প্রতীতির নাম প্রত্যক্ষসিদ্ধি। অহংপদার্থের স্থিরত্ব অর্থাৎ সমস্ত জ্ঞানে নিয়ত সম্বন্ধ, আর জ্ঞাতৃত্বের যে অস্থিরত্ব বা সর্ব্বদা অসত্তা, তাহাই এ স্থলে ন্যায়। পূর্ব্বোদাহৃত উপনিষৎবাক্য সকল এস্থানীয় আগম। অব্যবাহিত পরেই যে ভ্রম-সম্ভাবনার কথা বলা হইবে, তাহাই অত্রত্য 'অবিদ্যাযোগ' কথার অর্থ।

যত্তুক্তম্,—দোষমূলত্বেনান্যথাসিদ্ধিসম্ভাবনয়া সকলভেদাবলম্বিপ্রত্যক্ষস্য শাস্ত্রবাধ্যত্বমিতি। কোঽয়ং দোষ ইতি বক্তব্যম্?—যন্মূলতয়া প্রত্যক্ষস্যান্যথাসিদ্ধিঃ। অনাদি-ভেদবাসনৈব হি দোষ ইতি চেৎ; ভেদবাসনায়াস্তিমিরাদিবদ্ যথাবস্থিতবস্তু-বিপরীতজ্ঞানহেতুত্বং কিমন্যত্র জ্ঞাতপূর্ব্বম্? অনেনৈব শাস্ত্রবিরোধেন জ্ঞাস্যতে ইতি চেৎ; ন, অন্যোঽন্যাশ্রয়ণাৎ। শাস্ত্রস্য নিরস্তনিখিলবিশেষবস্তু-বোধিত্বনিশ্চয়ে সতি ভেদবাসনায়া দোষত্বনিশ্চয়ো, ভেদবাসনায়া দোষত্বনিশ্চয়ে সতি (*) শাস্ত্রস্য নিরস্তনিখিলবিশেষবস্তু-বোধিত্বনিশ্চয় ইতি।

কিঞ্চ, যদি ভেদবাসনামূলত্বেন প্রত্যক্ষস্য বিপরীতার্থত্বং, শাস্ত্রমপি তন্মূলত্বেন তথৈব স্যাৎ। অথোচ্যেত—দোষমূলত্বেঽপি শাস্ত্রস্য প্রত্যক্ষাবগতসকলভেদ নিরসনজ্ঞানহেতুত্বেন পরত্বাৎ (†) তৎ প্রত্যক্ষস্য বাধকমিতি। তন্ন; দোষমূলত্বে জ্ঞাতে সতি পরত্বমকিঞ্চিৎকরম্; রজ্জু-সর্প-

---

[শাঙ্করমতে] আরও যে বলা হইয়াছে, 'সমস্ত ভেদবস্তু-বিষয়ক প্রত্যক্ষই দোষোৎপন্ন, সুতরাং ভ্রমাশঙ্কাপূর্ণ, অতএব উহা [অভ্রান্ত] শাস্ত্র দ্বারা বাধিত হইবার যোগ্য।' [এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে,] যাহার বলে প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের অন্যথাসিদ্ধি বা ভ্রান্তত্ব সম্ভাবিত হইতেছে, সেই দোষ-পদার্থটা যে কি, তাহা বলা আবশ্যক,—যদি বল, অনাদি ভেদসংস্কারই সেই দোষ। [এ বিষয়েও জিজ্ঞাস্য এই যে,] নয়নগত তিমিরাদি-(রোগ) দোষের ন্যায় ভেদ-বাসনাও যে, প্রকৃত বস্তুতে বিপরীত জ্ঞান উৎপাদন করে, তাহা কি অন্যত্র কোথাও পূর্ব্বে দৃষ্ট হইয়াছে? যদি বল, উক্তপ্রকার শাস্ত্র-বিরোধ হইতেই উহা জানিতে হইবে। এ কথাও বলা যায় না; কারণ, তাহা হইলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটে; কেননা, শাস্ত্র যে, সর্ব্বপ্রকার বিশেষ-বিরহিত (নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম) বস্তুপ্রতিপাদক, ইহা নিশ্চিত হইলেই ভেদ-বাসনার দোষত্ব নিশ্চয় হইতে পারে, আবার, ভেদবাসনার দোষত্ব-নিশ্চয় হইলেই শাস্ত্রের নির্ব্বিশেষ বস্তু-বোধকত্ব নিশ্চিত হইতে পারে। [সুতরাং পরস্পরাপেক্ষিত হওয়ায় অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটে।]

অপিচ, ভেদসংস্কার-জনিত বলিয়া যদি প্রত্যক্ষ জ্ঞান বিপরীতার্থগ্রাহী হয়, তবে, ভেদ-সংস্কার-প্রসূত শাস্ত্রও ঠিক সেইরূপ মিথ্যা বা বিপরীতার্থগ্রাহী হইতে পারে? [উভয়ের মধ্যে ত কিছুই বিশেষ নাই?] যদি বল, শাস্ত্র দোষমূলক হইলেও প্রত্যক্ষ-পরিজ্ঞাত সর্ব্ববিধ ভেদের নিবারক জ্ঞান সমুৎপাদন করে, এই কারণে উহা 'পর' বা প্রত্যক্ষ অপেক্ষা

(*) নির্দ্দেশবস্তু তন্নির্ণয়ে নাস্তি শাস্ত্র ইতি (গ) পাঠঃ। (†) তদিতি (গ) পুস্তকে ন দৃশ্যতে।

জ্ঞাননিমিত্তভয়ে সতি ভ্রান্তোঽয়মিতি পরিজ্ঞাতেন কেনচিৎ 'নায়ং সর্পো মা ভৈষীঃ' ইত্যুক্তেঽপি ভয়ানিবৃত্তিদর্শনাৎ। শাস্ত্রস্য চ দোষমূলত্বং শ্রবণবেলায়ামেব জ্ঞাতম্, শ্রবণাবগতনিখিলভেদোপমর্দ্দি-ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানাভ্যাসরূপত্বান্মননাদেঃ।

অপি চ, ইদং (*) শাস্ত্রমসম্ভাব্যমানদোষম্, প্রত্যক্ষন্তু সম্ভাব্যমানদোষমিতি কেনাবগতং ত্বয়া। ন তাবৎ স্বতঃসিদ্ধা নির্দ্ধূতনিখিলবিশেষানুভূতিরিমমর্থমবগময়তি; তস্যাঃ সর্ব্ববিষয়বিরক্তত্বাৎ, শাস্ত্রপক্ষপাতবিরহাচ্চ। নাপ্যৈন্দ্রিয়কং প্রত্যক্ষম্, দোষমূলত্বেন বিপরীতার্থত্বাৎ। তন্মূলত্বাদেব নান্যান্যপি প্রমাণানি। অতঃ স্বপক্ষসাধন-প্রমাণানভ্যুপগমাৎ ন স্বাভিমতার্থসিদ্ধিঃ ॥ ৭৫ ॥

বলবত্তর; এই হেতুতেই উহা প্রত ক্ষ-জ্ঞানের বাধা বা মিথ্যাত্ব জ্ঞাপন করে। (†) এ কথা ঠিক হইল না; কেন না, শাস্ত্র দোষমূলক, এই জ্ঞান হইবামাত্রই তাহার পরত্ব-বল অকিঞ্চিৎকর হইয়া যায়। রজ্জুতে সর্প-ভ্রম বশতঃ কাহারো ভয় উপস্থিত হইলে, কেহ যদি তাহার সেই ভ্রম বুঝিতে পারিয়া বলে যে, 'ইহা সর্প নহে—রজ্জু, তুমি ভয় করিও না,' এ কথা বলিলেও তাহার সেই সর্পভয় নিবৃত্ত হয় না। এদিকে, শাস্ত্রশ্রবণের অনন্তর প্রত্যক্ষাবগত ভেদোন্মূলক ব্রহ্মাত্মৈকত্ব জ্ঞানের পুনঃপুনঃ অনুশীলনরূপ মননের ব্যবস্থা থাকায় জানা যায় যে, শাস্ত্রশ্রবণের সময়েই শাস্ত্রের দোষমূলকত্ব পরিজ্ঞাত থাকে; [নচেৎ আর মননের ব্যবস্থা হইতে পারে না]।

আরো এক কথা.—এই শাস্ত্র দোষাশঙ্কা-রহিত, আর প্রত্যক্ষ-প্রমাণটী দোষ-সম্ভাবনা-সঙ্কুল; ইহা তুমি কিসে জানিলে? স্বতঃসিদ্ধ নির্ব্বিশেষ অনুভূতি দ্বারা ইহা জানা যায় না; কারণ, উহা সর্ব্ববিষয়-বিরহিত। নির্ব্বিষয় [সুতরাং তাহা দ্বারা কিছুই জানা যাইতে পারে না। যাহার সহিত সম্বন্ধ নাই বা যাহা স্বতঃই অবিষয়,] এরূপ বস্তু-বোধনে শাস্ত্রেরও সামর্থ্য নাই। ইন্দ্রিয়-সাধ্য প্রত্যক্ষ দ্বারাও সে জ্ঞান হইতে পারে না; কারণ, প্রত্যক্ষমাত্রই দোষমূলক, সুতরাং বিপরীতার্থগ্রাহী। অন্যান্য প্রমাণও যখন প্রত্যক্ষ-সাপেক্ষ, তখন সে সকল প্রমাণও এ বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান সমুৎপাদন করিতে পারে না। অতএব [তুমি

(*) ইদং শাস্ত্রম্; এতচ্চাসম্ভাব্যমান' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—জ্ঞানের সম্বন্ধে নিয়ম এই যে, পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞান বাধিত হয় এবং পরবর্ত্তী জ্ঞান বাধক হয়। এই কারণেই "ইদং রজতং," (ইহা রজত) এই স্থলে পূর্ব্ববর্ত্তী ভ্রান্ত জ্ঞানটী পরবর্ত্তী "নেদং রজতং" (ইহা রজত নহে) এই জ্ঞান দ্বারা বাধিত হয়। এখানেও ভেদ-গ্রাহক প্রত্যক্ষ-জ্ঞান পূর্ব্ববর্ত্তী, আর প্রত্যক্ষমূলক শাস্ত্র-জনিত জ্ঞানটী পরবর্ত্তী, সুতরাং শাস্ত্রীয় জ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক হইলেও পরত্বহেতু উহা দ্বারা পূর্ব্বতন ভেদ-প্রত্যক্ষ বাধিত হইয়া যাইবে।

নন্বু ব্যাবহারিকপ্রমাণ-প্রমেয়ব্যবহারোঽস্মাকমপ্যস্ত্যেব। কোঽয়ং ব্যাবহারিকো নাম? আপাতপ্রতীতিসিদ্ধো যুক্তিভির্নিরূপিতো ন তথাবস্থিত ইতি চেৎ; কিং তেন প্রয়োজনম্? প্রমাণতয়া প্রতিপন্নেঽপি যৌক্তিক-বাধাদেব প্রমাণকার্য্যাভাবাৎ।

অথোচ্যেত, শাস্ত্র-প্রত্যক্ষয়োর্দ্বয়োরপ্যবিদ্যামূলত্বেঽপি প্রত্যক্ষ-বিষয়স্য (*) শাস্ত্রেণ বাধো দৃশ্যতে। শাস্ত্রবিষয়স্য সদদ্বিতীয়স্য ব্রহ্মণঃ পশ্চাত্তনবাধাদর্শনেন নির্ব্বিশেষানুভূতিমাত্রং ব্রহ্মৈব পরমার্থ ইতি। তদযুক্তম্, অবাধিতস্যাপি (†) দোষমূলস্যাপারমার্থ্যনিশ্চয়াৎ।

এতদুক্তং ভবতি,—যথা সকলেতর-কাচাদিদোষরহিত-পুরুষান্তরাগোচর-গিরিগুহাসু বসতস্তৈমিরিক-জনস্যাজ্ঞাত-স্বতিমিরস্য সর্ব্বস্য তিমির-

---

যখন] স্বপক্ষ-সাধনে অনুকূল উপযুক্ত প্রমাণই স্বীকার কর না, [তখন ফলে-ফলে] তোমার অভিমত প্রমেয়ও সিদ্ধ হইতে পারে না ॥ ১৫ ॥

১৬। ভাল, আমাদের মতেও (শাঙ্করমতে) ব্যাবহারিক প্রমাণ-প্রমেয়ভাব ত স্বীকৃতই আছে, অর্থাৎ যতক্ষণ ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিজ্ঞান না হয়, ততক্ষণ প্রমাণ-প্রমেয় প্রভৃতির ব্যাবহারিক সত্তা অবশ্যই স্বীকার করা হয়; সুতরাং প্রমাণের অভাব হইবে কেন? [এতদুত্তরে জিজ্ঞাস্য এই যে,] এই 'ব্যাবহারিক' শব্দের অর্থ কি? যদি বল, যাহা আপাত বা অবিচারিত প্রতীতি-সিদ্ধ, অথচ, যুক্তি দ্বারা নিরূপণ করিতে গেলে সেইরূপ থাকে না,—অন্যরূপ প্রতীত হয়, [তাহাই 'ব্যাবহারিক' শব্দের অর্থ।] তাহাতেই বা ফল কি?—কেন না, যাহা প্রমাণরূপে অবধারিত হইলেও যুক্তি দ্বারা বাধিত হইয়া যায়, তাদৃশ প্রমাণ কোন কার্য্যকারীই হইতে পারে না॥

যদি বল, শাস্ত্র ও প্রত্যক্ষপ্রমাণ, উভয়ই অবিদ্যামূলক হইলেও শাস্ত্র দ্বারাই প্রত্যক্ষ-বিষয়ের বাধা দৃষ্ট হয়; পরন্তু, শাস্ত্রপ্রতিপাদিত সৎ-অদ্বিতীয় ব্রহ্মের পরভবিক কোন প্রমাণেই বাধা দেখা যায় না। অতএব, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই একমাত্র পরমার্থ বা সত্য বস্তু, [অন্য সমস্তই মিথ্যা]। একথাও যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ, যাহা দোষ-প্রসূত, তাহা বাধিত না হইলেও অপরমার্থ বা অসত্য বলিয়াই নির্ণীত হইয়া থাকে।

এইরূপ অভিপ্রায় উক্ত হইল যে, কাচাদি চক্ষুরোগ-রহিত (উত্তম দৃষ্টিসম্পন্ন) লোকের অদৃশ্য গিরিগুহাবাসী তৈমিরিক (তিমিরনামক চক্ষুরোগগ্রস্ত) ব্যক্তি স্বীয় তিমির

(*) প্রত্যক্ষমূলস্য বিষয়স্যেতি (গ) পাঠঃ।

(†) যস্য চ দুষ্টং করণং, যত্র চ মিথ্যেতি প্রত্যয়ঃ, স এবাসমীচীনপ্রত্যয় ইতি হি নীতিবিদঃ। অতো দোষমূলত্বং বাধকপ্রত্যয়শ্চ প্রত্যেকং মিথ্যাত্বসাধকাবিত্যাশয়ঃ। ইতিশ্রুতপ্রকাশিকা।

দোষাবিশেষেণ দ্বি-চন্দ্রজ্ঞানমবিশিষ্টং জায়তে, তত্র ন বাধক-প্রত্যয়োঽস্তীতি ন তন্মিথ্যা ন ভবতীতি তদ্বিষয়ভূতং চন্দ্র-দ্বিত্বমপি (*) মিথ্যৈব, দোষো হ্যযথার্থজ্ঞানহেতুঃ (†)। তথা ব্রহ্মজ্ঞানমবিদ্যামূলত্বেন বাধক-জ্ঞানরহিতমপি স্ববিষয়েণ ব্রহ্মণা সহ মিথ্যৈবেতি। ভবন্তি চাত্র প্রয়োগাঃ, বিবাদাধ্যাসিতং ব্রহ্ম মিথ্যা, অবিদ্যাবদুৎপন্ন-জ্ঞানবিষয়ত্বাৎ (‡) প্রপঞ্চবৎ। ব্রহ্ম মিথ্যা, মিথ্যা-জ্ঞানবিষয়ত্বাৎ, প্রপঞ্চবৎ। ব্রহ্ম মিথ্যা, অসত্যহেতুজন্ম-জ্ঞানবিষয়ত্বাৎ, প্রপঞ্চবদেব ॥ ৭৬ ॥

রোগ বুঝিতে না পারিলেও [জ্ঞানে ও অজ্ঞানে] তিমির-রোগের কার্য্যকারিতা শক্তির কিছুমাত্র বিশেষ হয় না, তাহার ফলে যেমন দ্বিচন্দ্র-জ্ঞানও (এক চন্দ্রজ্ঞানের ন্যায়) তুল্যরূপই জন্মিয়া থাকে। অর্থাৎ যে লোক নিজের নয়নগত তিমির দোষ জানে, তাহারও যেমন দ্বিচন্দ্র দর্শন হয়, আর যে লোক নিজের তিমির রোগ জানে না, তাহারও ঠিক তদ্রূপই হইয়া থাকে; কারণ, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে রোগের কার্য্যশক্তির তারতম্য হয় না। যদিও সেই দ্বিচন্দ্র-দর্শনে কোন বাধক জ্ঞান নাই, [কারণ, দ্রষ্টা অন্ধকারাচ্ছন্ন গিরিগুহায় বাস করায় নিজের চক্ষুরোগ বুঝিবার অবসর পায় নাই, সুতরাং সে একটী চন্দ্রকে দুইটী দেখিলেও সেই জ্ঞানের মিথ্যাত্ব বুঝিতে পারে না সত্য,] তথাপি তদ্বিষয়ক জ্ঞান যে মিথ্যা হয় না, তাহা নহে, এবং সেই জ্ঞানের বিষয়ীভূত চন্দ্রগত দ্বিত্বও মিথ্যা ভিন্ন সত্য নহে; কারণ, দোষ [স্বভাবতই] অসত্য জ্ঞান সমুৎপাদন করিয়া থাকে। তেমনি, ব্রহ্মজ্ঞান যখন অবিদ্যামূলক, তখন তদ্বিষয়ে বাধক জ্ঞান (মিথ্যাত্ববোধ) না থাকিলেও অজ্ঞানীর জ্ঞানবিষয়ীভূত জগৎ প্রপঞ্চের ন্যায় ঐ জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয়ীভূত ব্রহ্ম, উভয়ই মিথ্যা [হইতে পারে]। [এ বিষয়ে দুইটী অনুমান এইরূপ—] (১) ব্রহ্ম যেহেতু মিথ্যা-জ্ঞানের বিষয়, অতএব, প্রপঞ্চের ন্যায় তাহাও মিথ্যা। (২) ব্রহ্ম যেহেতু অসত্য—শাস্ত্রজনিত জ্ঞানের বিষয়, অতএব, প্রপঞ্চের ন্যায় তিনিও মিথ্যা। (§) ॥ ৭৬ ॥

(*) দ্বিচন্দ্রত্বমপি ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(†) অপারমার্থ্যজ্ঞানহেতুরিতি (গ) পাঠঃ। (‡) অবিদ্যাবত উৎপন্ন' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(§) তাৎপর্য্য,—অনুমান মাত্রেই একটী ব্যাপ্তি বা সাধারণ নিয়ম থাকে; সেই ব্যাপ্তির উপর নির্ভর করিয়াই অনুমানের প্রয়োগ হইয়া থাকে। এখানে তিনটী অনুমানে তিন রকম ব্যাপ্তি সূচিত হইয়াছে। প্রথম ব্যাপ্তি,—যাহা যাহা অজ্ঞ পুরুষের জ্ঞানবিষয় হয়, তৎসমস্তই মিথ্যা; যেমন, জগৎপ্রপঞ্চ। অর্থাৎ এই জগৎ অজ্ঞানিপুরুষের দৃশ্য, অথচ মিথ্যা। দ্বিতীয়, ব্যাপ্তি,—যাহা যাহা মিথ্যা জ্ঞানের বিষয়, তৎসমস্তই মিথ্যা, যেমন, জগৎপ্রপঞ্চ। তৃতীয়, ব্যাপ্তি,—যাহা যাহা অসত্য কারণপ্রসূত-জ্ঞানের বিষয়, তৎসমস্তই মিথ্যা। যেমন, জগৎপ্রপঞ্চ, অর্থাৎ অবিদ্যামূলক বেদ অসত্য, অতএব, তৎপ্রতিপাদিত ব্রহ্মও মিথ্যা বা অসত্য হইতে পারে, এই ভাব জ্ঞাপিত হইল।

নচ বাচ্যম্, স্বাপ্নস্য হস্ত্যাদিজ্ঞানস্যাসত্যস্য পরমার্থ-শুভাশুভ-প্রতিপত্তিহেতুভাববদ্ অবিদ্যামূলত্বেনাসত্যস্যাপি শাস্ত্রস্য পরমার্থভূত-ব্রহ্মবিষয়-প্রতিপত্তিহেতুভাবো ন বিরুদ্ধ ইতি, স্বাপ্নজ্ঞানস্যাসত্যত্বাভাবাৎ। তত্র হি বিষয়াণামেব মিথ্যাত্বম্, তেষামেব হি বাধো দৃশ্যতে, ন জ্ঞানস্য। ন হি 'ময়া স্বপ্নবেলায়ামনুভূতং জ্ঞানমিহ ন বিদ্যতে' ইতি কস্যচিদপি প্রত্যয়ো জায়তে। দর্শনন্তু বিদ্যতে, অর্থা ন সন্তীতি হি বাধকসংপ্রত্যয়ঃ। মায়াবিনো মন্ত্রৌষধাদিপ্রভবং মায়াময়ং জ্ঞানং সত্যমেব প্রীতের্ভয়স্য চ হেতুঃ ; তত্রাপি জ্ঞানস্যাবাধিতত্বাৎ। বিষয়েন্দ্রিয়াদি-দোষজন্যং রজ্জ্বাদৌ সর্পাদিবিজ্ঞানং সত্যমেব ভয়াদিহেতুঃ ; সত্যেবাদষ্টেঽপি স্বাত্মনি সর্পসন্নিধানাৎ দষ্টবুদ্ধিঃ ; সত্যৈব শঙ্কা-বিষবুদ্ধিঃ (*) মরণহেতুভূতা ; বস্তুভূত এব জলাদৌ মুখাদি-প্রতিভাসো বস্তুভূতমুখগত-বিশেষনিশ্চয়হেতুঃ। এতেষাং সংবেদনানামুৎ-পত্তিমত্ত্বাদর্থক্রিয়াকারিত্বাচ্চ সত্যত্বমবসীয়তে।

১১। অপিচ, স্বপ্ন-দৃষ্ট হস্তিপ্রভৃতি বিষয়ে যে জ্ঞান হয়, তাহা স্বয়ং অসত্য হইলেও যেমন বাস্তব শুভাশুভ-ফলের প্রাপ্তিসূচক হয়, তেমনি, অবিদ্যা-প্রসূত শাস্ত্র সত্য না হইলেও তাহার পক্ষে পরমার্থ সত্য-বস্তু ব্রহ্মবিষয়ে সত্য জ্ঞান সমুৎপাদন করা বিরুদ্ধ হইতে পারে না। এ কথাও বলা যায় না ; কারণ, স্বপ্নকালীন জ্ঞান অসত্য নহে, [সুতরাং তোমার দৃষ্টান্তই অসিদ্ধ হইল।] তাহার হেতু এই যে, স্বপ্ন-সময়ে পরিদৃষ্ট বিষয় সমূহই মিথ্যা ; কেন না, [জাগ্রৎকালে] সে সকলের বাধা বা অসত্যতা নিশ্চিত হয়, কিন্তু জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি তখনও নষ্ট হয় না। কারণ, 'আমি স্বপ্নদশায় যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলাম, তাহা এখন নাই,' এরূপ কাহারো প্রতীতি হয় না, পরন্তু, আমার জ্ঞান ঠিকই আছে, কেবল স্বপ্ন-দৃষ্ট বিষয় সকলই বিদ্যমান নাই,' এইরূপে দৃষ্ট বিষয় সমূহেরই বাধক প্রতীতি হইয়া থাকে। মায়াবীর (ঐন্দ্রজালিকের) মন্ত্র ও ঔষধাদি-সম্পাদিত মায়াময় জ্ঞান সত্যসত্যই প্রীতি ও ভয়ের কারণ হইয়া থাকে ; কেন না, সে স্থলেও জ্ঞানের বাধা নাই। বিষয়ের ও ইন্দ্রিয়ের দোষবশে (সাদৃশ্যাদি ও কাচাদি-রোগ বশতঃ) রজ্জু প্রভৃতিতে যে সর্পাদি জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তাহাও সত্য-ভয়াদিরই সমুৎপাদন করে। স্বয়ং সর্পদষ্ট না হইয়াও যখন কেবল সর্পসান্নিধ্য বশতঃ নিজেকে সর্পদষ্ট বলিয়া মনে করে (ভ্রম হয়), সে স্থলেও জ্ঞান সত্যই হইয়া থাকে, মিথ্যা নহে। শঙ্কা-বিষে যে মৃত্যু হয়, সে স্থলেও মরণের হেতুভূত বিষ-বুদ্ধি সত্যই থাকে, মিথ্যা নহে। [পক্ষান্তরে] জল প্রভৃতি সত্য বস্তুতেই মুখের প্রতিবিম্ব নিপতিত হইয়া প্রকৃত মুখের বৈচিত্র্য-বোধক হয়। উল্লিখিত সকল জ্ঞানই উৎপত্তিশীল এবং কার্য্যসম্পাদক হয় ; এই কারণে উহাদের সত্যতা অবধারিত করা যায়॥

(*) বিষবুদ্ধিরিতি (গ) পাঠঃ।

হস্ত্যাদীনামভাবেঽপি কথং তদ্বুদ্ধয়ঃ সত্যা ভবন্তীতি চেৎ; নৈতৎ, বুদ্ধীনাং সাবলম্বনত্বমাত্রনিয়মাৎ। অর্থস্য প্রতিভাসমানত্বমেব হ্যালম্বনত্বেঽপেক্ষিতম্; প্রতিভাসমানতা চাস্ত্যেব দোষবশাৎ, স তু বাধিতোঽসত্যইত্যবসীয়তে। অবাধিতা হি বুদ্ধিঃ সত্যেবেত্যুক্তম্।

রেখয়া বর্ণ-প্রতিপত্তাবপি নাসত্যাৎ সত্যবুদ্ধিঃ, রেখায়াঃ সত্যত্বাৎ। ননু বর্ণাত্মনা প্রতিপন্না রেখা বর্ণবুদ্ধিহেতুঃ, বর্ণাত্মতা ত্বসত্যা। নৈবম্, বর্ণাত্মতায়া অসত্যায়া উপায়ত্বাযোগাৎ। অসতো নিরুপাখ্যস্য হ্যুপায়ত্বং ন দৃষ্টমনুপপন্নঞ্চ। অথ তস্যাং বর্ণবুদ্ধেরুপায়ত্বম্? এবং তর্হ্যসত্যাৎ সত্যবুদ্ধির্ন স্যাৎ, বুদ্ধেঃ সত্যত্বাদেব। উপায়োপেয়য়োরৈক্যপ্রসঙ্গশ্চ, উভয়োর্ব্বর্ণবুদ্ধিত্বাবিশেষাৎ। রেখায়া অবিদ্যমানবর্ণাত্মনা উপায়ত্বে চৈকস্যামেব

শব্দ-স্ফোট বিচারঃ।

আপত্তি হইতে পারে যে, স্বপ্নকালে হস্তি প্রভৃতি কোন বিষয়ই যখন বিদ্যমান থাকে না, তখন তদ্বিষয়ক বুদ্ধিই বা সত্য হয় কি প্রকারে? না—এ আপত্তিও হইতে পারে না; কারণ, সাধারণতঃ বুদ্ধির একটী আলম্বন মাত্র (যাহাকে অবলম্বন করিয়া বুদ্ধি উৎপন্ন হইবে, সেইরূপ একটী বিষয় মাত্র) থাকা আবশ্যক, [কিন্তু, সেই আলম্বন যে, সত্যই হইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই।] কোন বস্তুকে জ্ঞানের আলম্বন হইতে হইলে তাহার [তাৎকালিক] প্রতীতি মাত্র অপেক্ষা করে, [কিন্তু, তাহার সত্যতার অপেক্ষা করে না।] এখানেও হস্তি প্রভৃতির প্রতীতি ত সত্যই আছে, কেবল দোষবশতঃ তাহা বাধিত—অসত্য বলিয়া অবধারিত হয় মাত্র; কিন্তু তদ্বিষয়ক বুদ্ধি কখনও বাধিত হয় না; এই কারণে উহা যে, সত্য, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

আর, রেখা দ্বারা যে বর্ণজ্ঞান হয়, তাহাতেও অসত্য হইতে সত্যবুদ্ধি প্রমাণিত হয় না; কারণ, রেখা সত্য পদার্থ—মিথ্যা নহে। ভাল, রেখাকে বর্ণ স্বরূপ মনে করা হয় বলিয়াই রেখা দ্বারা বর্ণবুদ্ধি হয়, বাস্তবিকপক্ষে ত রেখাই সত্যসত্য বর্ণ স্বরূপ নহে। না,—এরূপ হইতে পারে না; কারণ, রেখার বর্ণরূপতা সত্য না হইলে উহা কখনই বর্ণ-বোধের উপায় হইতে পারিত না। কেন না, অসৎ—স্বরূপহীন পদার্থের কার্য্য-সাধনতা কখনও দৃষ্ট হয় না এবং সঙ্গতও হয় না। যদি বল, [একমাত্র রেখাই বর্ণ-বোধের উপায় নহে—] রেখাতে যে বর্ণবুদ্ধি, তাহাই প্রকৃত বর্ণের বোধ জন্মায়? ভাল, এ রূপ হইলে, বর্ণবুদ্ধি যখন সত্য, তখন আর অসত্য হইতে সত্য বুদ্ধি হয়, বলা যাইতে পারে না। অধিকন্তু, [প্রকৃত বর্ণ ও রেখায় যে বর্ণবুদ্ধি, এই] উভয়ের মধ্যে যখন কিছুমাত্র বিশেষ নাই, তখন উপায় (সাধন) ও উপেয় (ফল), উভয়ের ঐক্য বা অভেদও হইতে পারে? অর্থাৎ একই বস্তু সাধন ও ফল হইতে পারে? বিশেষতঃ, রেখা যদি প্রকৃতপক্ষে

রেখায়ামবিদ্যমান-সর্ব্ববর্ণাত্মকত্বস্য স্থূলভত্বাদেক-রেখাদর্শনাৎ সর্ব্ববর্ণ-প্রতিপত্তিঃ স্যাৎ ॥

অথ পিণ্ডবিশেষে দেবদত্তাদিশব্দসঙ্কেতবৎ চক্ষুর্গ্রাহ্য-রেখাবিশেষে শ্রোত্র-গ্রাহ্যবর্ণবিশেষসঙ্কেতবশাদ্ রেখাবিশেষো বর্ণবিশেষবুদ্ধিহেতুরিতি। হন্ত তর্হি সত্যাদেব সত্যপ্রতিপত্তিঃ, রেখায়াঃ সঙ্কেতস্য চ সত্যত্বাৎ। রেখা-গবয়াদপি সত্যগবয়বুদ্ধিঃ সাদৃশ্যনিবন্ধনা; সাদৃশ্যঞ্চ সত্যমেব ॥

ন চৈকরূপস্য শব্দস্য নাদবিশেষেণার্থবিশেষভেদবুদ্ধিহেতুত্বেঽপ্যসত্যাৎ সত্যপ্রতিপত্তিঃ, (*) নানা-নাদাভিব্যক্তস্যৈকস্যৈব শব্দস্য তত্তন্নাদাভিব্যঙ্গ্য-স্বরূপেণার্থবিশেষৈঃ সহ (†) সম্বন্ধগ্রহণবশাদর্থভেদবুদ্ধ্যুৎপত্তিহেতুত্বাৎ। শব্দ-

---

বর্ণাত্মক না হইয়াও সত্য বর্ণস্বরূপে [বর্ণ বোধের] উপায় হইতে পারে, তাহা হইলে প্রত্যেক রেখাতেই অবিদ্যমান সমস্ত বর্ণাত্মকতা সহজেই কল্পনা করা যাইতে পারে, সুতরাং যে কোন এক রেখা দর্শনেই সমস্ত বর্ণের প্রতীতি হইতে পারে?

আর যদি বল, 'দেবদত্ত' প্রভৃতি শব্দের যেরূপ ব্যক্তিবিশেষে সংকেত করা হয়, শ্রোত্র-গ্রাহ্য বর্ণ-বিশেষেরও সেইরূপ চক্ষুর্গ্রাহ্য (দৃশ্য) রেখাবিশেষে সংকেত আছে, (‡) তজ্জন্যই বিশেষ বিশেষ রেখা বিশেষ বিশেষ বর্ণের জ্ঞান সমুৎপাদন করে, [সমস্ত রেখাই সমস্ত বর্ণের প্রতীতি জন্মায় না]। বেশ কথা, তাহা হইলে রেখা ও বর্ণ, উভয়ই যখন সত্য, তখন ত সত্য হইতেই সত্যের উৎপত্তি [স্বীকৃত] হইল? (অসত্য হইতে সত্যের উৎপত্তি হইল কৈ?)। আর রেখাময় (চিত্রিত) গবয় হইতেও যে, সত্য গবয়ের (গোর মত প্রাণীর) প্রতীতি হয়, তাহারও কারণ সাদৃশ্য; সেই সাদৃশ্য ত সত্যই বটে।

বিশেষতঃ, একইরূপ শব্দ উচ্চারণ-ভেদে বিভিন্ন অর্থগত ভেদ-বুদ্ধি সমুৎপাদন করে; এই কারণে যে, অসত্য হইতে সত্য-বুদ্ধি হইল, তাহা নহে; কারণ, একই শব্দ নানাবিধ ধ্বনি বা উচ্চারণ অনুসারে অভিব্যক্ত বা উচ্চারিত হইয়া সেই অভিব্যঙ্গ্য-রূপে—অর্থাৎ সেই উচ্চারণের প্রভেদানুসারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থের সহিত সম্বন্ধ লাভ করে, এবং তদনুসারেই ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বা বিষয়ের প্রতীতি সমুৎপাদন করে। [সুতরাং

(*) সত্যবুদ্ধিপ্রতিপত্তিরিতি (গ) পাঠঃ)।

(†) অর্থবিশেষেণ সম্বন্ধগ্রহণেতি (গ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য—ভিন্ন ভিন্ন শব্দের যে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ-বোধনে ক্ষমতা বা শক্তি, তাহার নাম 'সংকেত'। এই সংকেত দুই প্রকার (১) আজানিক, (২) আধুনিক। "আজানিকশ্চাধুনিকঃ সংকেতো দ্বিবিধো মতঃ।" তন্মধ্যে, অনাদি কালপ্রসিদ্ধ ঈশ্বরদত্ত সংকেত আজানিক, যেমন ইন্দ্র, চন্দ্র প্রভৃতি নাম। আর অধুনাতন লোক প্রদত্ত সংকেত আধুনিক নামে অভিহিত, যেমন রাম, শ্যাম প্রভৃতি পুত্রাদির নাম।

স্যৈকরূপত্বমপি ন সাধীয়ঃ, গকারাদের্ব্বোধকস্যৈব শ্রোত্রগ্রাহ্যত্বেন শব্দত্বাৎ। অতোঽসত্যাচ্ছাস্ত্রাৎ সত্যব্রহ্মবিষয়প্রতিপত্তির্দুরূপপাদা ॥৭৭॥

ননু, ন শাস্ত্রস্য গগন-কুসুমবদসত্যত্বম্; প্রাগদ্বৈতজ্ঞানাৎ সদ্বুদ্ধি বোধ্যত্বাৎ। উৎপন্নে তত্ত্বজ্ঞানে হ্যসত্যত্বং শাস্ত্রস্য, ন তদা শাস্ত্রং নিরস্ত-নিখিলভেদ-চিন্মাত্রব্রহ্মজ্ঞানোপায়ঃ। যদোপায়স্তদাঽস্ত্যেব শাস্ত্রম্, অস্তীতি বুদ্ধেঃ। নৈবম্; অসতি শাস্ত্রে অস্তি শাস্ত্রমিতি বুদ্ধের্মিথ্যাত্বাৎ। ততঃ কিম্? ইদং ততঃ—মিথ্যাভূত-শাস্ত্রজন্যজ্ঞানস্য মিথ্যাত্বেন তদ্বিষয়স্যাপি

অসত্য হইতে সত্যোৎপত্তি সিদ্ধ হইল না।] বিশেষতঃ, অর্থবোধক 'গ' প্রভৃতি বর্ণ সকল যখন শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইয়াই শব্দ-সংজ্ঞা লাভ করে, তখন বিভিন্ন বর্ণময় শব্দের এক-রূপতাও যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না (*) ॥ ৭৭ ॥

৭৮। প্রশ্ন হইতেছে যে, অদ্বৈত-জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে শাস্ত্র যখন 'সৎ' বা সত্য বলিয়াই প্রতীত হয়, তখন সেই শাস্ত্র ত গগনকুসুমের ন্যায় অসত্য বা মিথ্যা হইতে পারে না? তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপন্ন হইলেই শাস্ত্রের অসত্যতা হয়, সে সময় শাস্ত্রত সর্ব্ববিধ ভেদবিরহিত চিন্ময় ব্রহ্ম-বিষয়ে জ্ঞানোৎপাদনে সাধন বা সহায়ও হয় না। [পরন্তু] যে সময় ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন হয়, সে সময় শাস্ত্র সত্যই বটে, যে হেতু তখন পর্য্যন্ত উহার অস্তিত্ব বা সত্তা ব্যাহত হয় না। না—এ রূপ বলা যায় না; কারণ, [প্রকৃত পক্ষে] শাস্ত্র যদি অসৎ বা মিথ্যাই হয়, তাহা হইলে 'শাস্ত্র সৎ' এইরূপে যে, শাস্ত্রের উপর সত্যতা-বুদ্ধি জন্মে, তাহাও মিথ্যাই হইবে? ভাল, তাহাতে কি ফল হইল? [উত্তর] তাহাতে এই হইল যে, শাস্ত্র যখন মিথ্যা,

---

(*) তাৎপর্য্য,—এই আপত্তি ও পরিহার স্ফোটবাদ অবলম্বনে বিহিত হইয়াছে। পতঞ্জলি প্রভৃতি দার্শনিকগণ স্ফোটবাদী। তাহাদের মতে, কণ্ঠ-তালুপ্রভৃতির সংযোগে উচ্চারিত বর্ণময় শব্দ অর্থ-বোধক হয় না ও হইতে পারে না; কারণ বর্ণমাত্রই প্রতিক্ষণে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়া যায়, পরস্পর সম্মিলিতভাবে শব্দরূপ ধারণ করিতে পারে না; সুতরাং বর্ণময় শব্দ হইতে অর্থ-প্রতিপত্তি হইতেই পারে না; পরন্তু, ক, খ প্রভৃতি বর্ণের উচ্চারণে যে স্বতন্ত্র একটী শব্দ অভিব্যক্ত হয়, তাহার নাম 'স্ফোট'। স্ফুট্যতে=বর্ণৈঃ ব্যজ্যতে ইতি স্ফোটঃ।" ইহা অখণ্ড, একরূপ, নিত্য ও বর্ণাতিরিক্ত, এবং এই স্ফোটময় শব্দই একমাত্র অর্থ-বোধক, বর্ণময় শব্দ নহে।

বিশেষ কথা এই যে,—স্ফোট স্বরূপতঃ একরূপ হইলেও তদভিব্যঞ্জক বর্ণ সকল কণ্ঠ-তালু প্রভৃতির সংযোগভেদে বিভিন্নাকারে উচ্চারিত হওয়ায় তদভিব্যক্ত স্ফোট শব্দেও সেই ভেদ আরোপিত হয়, এবং সেই আরোপিত ভেদানুসারেই ভিন্ন ভিন্ন অর্থের প্রতীতি জন্মে। সুতরাং এ মতে আরোপিত—অসত্য স্ফোটভেদ হইতে সত্য অর্থের প্রতীতি হইতেছে। এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না—এ কথা হইতেই পারে না। কারণ কণ্ঠ-তালু প্রভৃতির সংযোগে যেমন সত্যসত্যই বর্ণের উচ্চারণভেদ উপস্থিত হয়, ঠিক সেইরূপ বর্ণ দ্বারা যে বিভিন্নাকারে স্ফোটাভিব্যক্তি হয়, তাহাও নিশ্চয়ই সত্য—মিথ্যা হইবে কেন? অধিকন্তু, অর্থবোধের জন্য যে একইরূপ স্ফোট শব্দ স্বীকার করিতে হইবে, তাহারও কোন যুক্তি নাই, বরং শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বর্ণময় শব্দের শব্দত্ব প্রসিদ্ধ থাকায় স্ফোট-শব্দের কল্পনাই অপ্রসিদ্ধি-দোষে উপেক্ষণীয়।

ব্রহ্মণো মিথ্যাত্বম্ ; যথা, ধূমবুদ্ধ্যা গৃহীতবাষ্পজন্যাগ্নিজ্ঞানস্য মিথ্যাত্বেন তদ্বিষয়স্যাগ্নেরপি মিথ্যাত্বম্ ॥

পশ্চাত্তনবাধাদর্শনং চাসিদ্ধং, শূন্যমেব তত্ত্বমিতি বাক্যেন তস্যাপি বাধদর্শনাৎ। তত্তু ভ্রান্তিমূলমিতি চেৎ ; এতদপি ভ্রান্তিমূলমিতি ত্বয়ৈবোক্তম্। পাশ্চাত্য-(*) বাধাদর্শনন্তু তস্যৈবেত্যলমপ্রতিষ্ঠিতকুতর্কপরিহসনেন ॥৭৮॥

তখন শাস্ত্র-জনিত জ্ঞানও মিথ্যা, সুতরাং সেই জ্ঞানের বিষয়ীভূত ব্রহ্মেরও মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইল। ইহার উদাহরণ এই যে, কেহ যদি ভ্রমক্রমে জলীয় বাষ্পকে ধূম মনে করিয়া তাহা দ্বারাই (ধূম-সহচর) অগ্নির অনুমান করে, তাহা হইলে উপায়ীভূত ধূম ও ধূমজ্ঞানের অসত্যতা নিবন্ধন যেমন তৎসাধিত অগ্নিরও অসত্যতা বা মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয়, [তেমনি শাস্ত্র ও তজ্জনিত জ্ঞানের অসত্যতা নিবন্ধন তদ্বিষয়ীভূত ব্রহ্মেরও অসত্যতা সিদ্ধ হইবে]।

আর যে, পরবর্ত্তী কোন জ্ঞানের দ্বারা বাধিত নয় বলিয়া শাস্ত্র-প্রতিপাদিত ব্রহ্ম-জ্ঞানকে সত্য বলা হইয়াছে, সে কথাও প্রমাণ-সিদ্ধ নহে ; কারণ, 'শূন্যই একমাত্র তত্ত্ব বা সত্য।' এই বাক্য দ্বারাই ত তাহারও বাধা পরিদৃষ্ট হইতেছে। যদি বল, এই কথা ভ্রান্তি-মূলক (সত্য নহে)। [বেশ কথা,] তুমিও ত শাস্ত্রকে ভ্রান্তিমূলক বলিয়াছ, (সুতরাং উভয়ের মধ্যে বিশেষ কি আছে ?) অধিকন্তু, শূন্যবাদীর বাক্যেরই পরবর্ত্তী কোন প্রমাণে বাধা পরিলক্ষিত হয় না। [অতএব তাহার বাক্যেরই প্রামাণ্য হওয়া উচিত]। (†) যাউক, আর অব্যবস্থিত কুতর্কের পরিহাসে প্রয়োজন নাই ॥ ৭৮ ॥

(*) পশ্চাদ্বাধেতি (গ, ঙ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—ইতঃপূর্ব্বে শাঙ্করমতে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মবোধক বেদের যখন পরবর্ত্তী কোন প্রমাণে বাধা ঘটে না, তখন উহার প্রামাণ্যও ব্যাহত হইতে পারে না। রামানুজ বলিতেছেন যে, ও কথাটা ঠিক হইল না, কারণ, শূন্যবাদী বৌদ্ধগণই ত তোমার ব্রহ্মকে স্থান দেয় না। তাহারা বলে, "শূন্যং তত্ত্বং, ভাবো বিনশ্যতি, বস্তুধর্ম্মত্বাদ্ বিনাশস্য।" (সাংখ্যদর্শন, ১।৪৪)। অর্থাৎ বিনাশ যখন বস্তুমাত্রেরই ধর্ম্ম বা স্বভাব, তখন ভাব অর্থাৎ সত্তাবিশিষ্ট বস্তুমাত্রই বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব, শূন্যই একমাত্র তত্ত্ব বা সত্য পদার্থ। আর শঙ্কর যখন জগৎপ্রপঞ্চকেও মিথ্যা বলেন, তখন 'সর্ব্বং অস্তি' অর্থাৎ 'সমস্তই সৎ—শূন্য নহে' বলিয়া শূন্য বাদের বাধা করাও তাহার পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং শূন্যবাদীর কথায় বাধিত হওয়ায় ব্রহ্মবাদই অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে, দোষমূলত্বনিবন্ধন বেদের অপ্রামাণ্য উভয়ের (অদ্বৈতবাদী ও শূন্যবাদীর) পক্ষে সমান হইলেও অবাধিতত্ব বশতঃ শূন্যবাদীর পক্ষই গ্রহণীয় হইতে পারে। তাই বলিয়াছেন যে,—

"বেদোঽনৃতো বুদ্ধকৃতাগমোঽনৃতঃ প্রামাণ্যমেতস্য চ তস্য চানৃতম্।
বোদ্ধানৃতো বুদ্ধি-ফলে তথানৃতে যূয়ং চ বৌদ্ধাশ্চ সমানসংসদঃ ॥"

অর্থাৎ বেদ অসত্য, বুদ্ধকৃত শাস্ত্রও অসত্য, এবং এতদুভয়ের প্রামাণ্যও অসত্য ; বোদ্ধা মিথ্যা এবং তাহার বুদ্ধি ও বোধ-ফল মিথ্যা। সুতরাং অদ্বৈতবাদী ও শূন্যবাদী বৌদ্ধ, উভয়ই তুল্যকক্ষ।

যদুক্তম্, বেদান্তবাক্যানি নির্ব্বিশেষজ্ঞানৈকরস-বস্তুমাত্রপ্রতিপাদনপরাণি, "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যেবমাদীনীতি। তদযুক্তম্, একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞোপপাদনমুখেন সচ্ছব্দবাচ্যস্য পরস্য ব্রহ্মণো জগদুপাদানত্বং, জগন্নিমিত্তত্বং, সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বশক্তিযোগঃ, সত্যসংকল্পত্বং, সর্ব্বান্তরত্বং,(*) সর্ব্বাধারতা, সর্ব্বনিয়মনমিত্যাদ্যনেক-কল্যাণ-গুণবিশিষ্টতাং কৃৎস্নস্য জগতস্তদাত্মকতাঞ্চ প্রতিপাদ্য, এবম্ভূতব্রহ্মাত্মকঃ 'ত্বম্ অসি' ইতি শ্বেতকেতুং প্রত্যুপদেশায় প্রবৃত্তত্বাৎ প্রকরণস্য। প্রপঞ্চিতশ্চায়মর্থো বেদার্থসংগ্রহে (†)। অত্রাপ্যারম্ভণাধিকরণে [ব্রহ্মসূ০, ২।১।১৪] নিপুণতরমুপপাদয়িষ্যামঃ ॥

"অথ পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে" [মুণ্ড০, ১। ১। ৫] ইত্যত্রাপি প্রাকৃতান্ হেয়গুণান্ প্রতিসিধ্য, নিত্যত্ব-বিভুত্ব-সূক্ষ্মত্ব-সর্ব্বগতত্বাব্যয়ত্ব-ভূতযোনিত্ব-সর্ব্বজ্ঞত্বাদি-কল্যাণগুণগণযোগঃ পরস্য ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদিতঃ ॥

৭৯। আর যে, "সদেব সোম্য! ইদমগ্রে আসীৎ" ইত্যাদি বাক্য সমূহকে একমাত্র নির্ব্বিশেষ, জ্ঞানৈকরস (একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ) বস্তু-বোধক বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাও যুক্তি-সঙ্গত হয় নাই। কারণ, প্রথমতঃ এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ব-বিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করিয়া অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্মকে জানিলেই সর্ব্ববিষয়ে জ্ঞানলাভ হয়, তৎ-প্রতিপাদনের উদ্দেশে সৎ-পদ-বাচ্য পর ব্রহ্মের জগদুপাদানতা, (জগতের উপাদান কারণত্ব.) নিমিত্ত কারণতা, সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বশক্তিমত্তা, সত্যসংকল্পতা, (যাহা যাহা করিতে ইচ্ছা হয়, তাহাই করিতে পারা,) সর্ব্বান্তর্যামিতা, সর্ব্বাশ্রয়তা ও সর্ব্বসংযমন প্রভৃতি বহুবিধ কল্যাণময় গুণ এবং সমস্ত জগতের ব্রহ্মাত্মকতা প্রতিপাদন করিয়া ['হে শ্বেতকেতু!] পূর্ব্বোক্তপ্রকার ব্রহ্ম ও তুমি এক—অভিন্ন'; শ্বেতকেতুকে এই তত্ত্বোপদেশ দিবার নিমিত্ত এই প্রকরণটী আরব্ধ হইয়াছে। বেদার্থ-সংগ্রহ গ্রন্থে এ বিষয়টী বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং এখানেও আরম্ভণাধিকরণে (২য় অধ্যায়। ১ পাদ, ১৪ সূত্রে) উত্তমরূপে প্রতিপাদন করিব।

'অনন্তর পরা বিদ্যা কথিত হইতেছে, যাহা দ্বারা সেই অক্ষর ব্রহ্মকে লাভ করা যায়।' এই মুণ্ডক শ্রুতিতেও পরব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রকৃতিসম্ভূত হেয় গুণগণের নিষেধ পূর্ব্বক নিত্যত্ব, বিভুত্ব, সূক্ষ্মত্ব (দুর্জ্ঞেয়ত্ব,) সর্ব্বগতত্ব, অব্যয়ত্ব, (নির্ব্বিকারত্ব,) সর্ব্বভূত-কারণত্ব এবং সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি শুভ গুণসমূহেরই সম্বন্ধ প্রতিপাদিত হইয়াছে।

(*) সর্ব্বান্তরাত্মত্বম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) বেদান্তসংগ্রহে' ইতি (গ) পাঠঃ।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" [তৈত্তি০, ২।১।১] ইত্যত্রাপি সামানাধিকরণ্য-স্যানেকবিশেষণ-বিশিষ্টৈকার্থাভিধান-ব্যুৎপত্ত্যা ন নির্ব্বিশেষবস্তুসিদ্ধিঃ। প্রবৃত্তিনিমিত্তভেদেনৈকার্থবৃত্তিত্বং সামানাধিকরণ্যম্। তত্র সত্যজ্ঞানাদিপদ-মুখ্যার্থৈর্গুণৈস্তত্তদ্গুণবিরোধ্যাকার-প্রত্যনীকাকারৈর্বা একস্মিন্নেবার্থে পদানাং প্রবৃত্তৌ নিমিত্তভেদোঽবশ্যাশ্রয়ণীয়ঃ। ইয়াংস্তু বিশেষঃ, একস্মিন্ পক্ষে পদানাং মুখ্যার্থতা, অপরস্মিংশ্চ তেষাং লক্ষণা। ন চাজ্ঞানাদীনাং প্রত্যনীকতা বস্তুস্বরূপমেব, একেনৈব পদেন স্বরূপং প্রতিপন্নমিতি পদান্তর-প্রয়োগ-বৈয়র্থ্যাৎ। তথা সতি, সামানাধিকরণ্যাসিদ্ধিশ্চ, একস্মিন্ বস্তুনি বর্ত্ত-মানানাং পদানাং নিমিত্তভেদানাশ্রয়ণাৎ। ন চৈকস্যৈবার্থস্য বিশেষণ-ভেদেন বিশিষ্টতাভেদাদনেকার্থত্বং পদানাং সামানাধিকরণ্যবিরোধি, এক-স্যৈব বস্তুনোঽনেকবিশেষণবিশিষ্টতা-প্রতিপাদনপরত্বাৎ সামানাধিকরণ্যস্য।

'ব্রহ্ম সত্য-স্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত।' এই তৈত্তিরীয় শ্রুতিতেও ব্রহ্মের সহিত সত্যাদি পদের সামানাধিকরণ্য (অভেদে বিশেষণ-বিশেষ্যভাব) থাকায় ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব সিদ্ধ হয় না। কারণ, অনেক গুণযুক্ত এক বস্তু প্রতিপাদন করাই সামানাধিকরণ্যের নিয়ম, (শুধু একটী বস্তুমাত্র প্রতিপাদন করা নহে)। বিভিন্নার্থে প্রযোজ্য শব্দের যে একার্থ-পরত্ব, তাহারই নাম 'সামানাধিকরণ্য'। সুতরাং সত্য-জ্ঞানাদি শব্দের যাহা মুখ্য অর্থ, তাহা সত্যত্বাদি গুণরূপেই হউক, অথবা সেই সকল গুণের বিরোধী গুণের প্রতিরোধক রূপেই হউক, কোন একটীমাত্র অর্থ বুঝাইতে হইলেই সেই সকল পদের প্রয়োগে ভিন্ন ভিন্ন নিমিত্ত থাকা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে, [নচেৎ বিভিন্নার্থক পদগুলি অপর এক অর্থের অনুগামী হইবে কেন?] তবে এইমাত্র বিশেষ যে, এক পক্ষে (সত্যত্বাদিগুণ পক্ষে) পদগুলির মুখ্য অর্থ রক্ষা পায়; আর, অপর পক্ষে (দ্বিতীয় পক্ষে) লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এ কথাও বলা যায় না যে, সত্য-জ্ঞানাদি পদে যে অজ্ঞানাদির বিরোধিতা অর্থ বুঝায়, তাহাও সেই ব্রহ্মেরই স্বরূপ,—অতিরিক্ত নহে। তাহা হইলে এক পদের দ্বারাই যখন ব্রহ্মের স্বরূপ-প্রতীতি সিদ্ধ হইতে পারে, তখন অপর পদগুলির প্রয়োগে কোনই আবশ্যক থাকে না, সেই পদগুলির প্রয়োগ ব্যর্থ হইয়া পড়ে। তাহা হইলে, একই বস্তু-প্রতিপাদনে ভিন্ন ভিন্ন পদগুলির পৃথক্ পৃথক্ নিমিত্ত স্বীকার না করায় এই পদগুলির সামানাধিকরণ্য বা বিশেষণ-বিশেষ্যভাবও সিদ্ধ হইতে পারে না। [কারণ, সামানাধিকরণ্যে নিমিত্ত-ভেদ থাকা আবশ্যক]। বিশেষণের ভেদ অনুসারে একই বস্তুর গুণগত কিঞ্চিৎ ভেদ হইয়া থাকে। পদের ঐরূপ ভেদ বা অনেকার্থত্ব যে, সামানাধিকরণ্যের বিরোধী, তাহাও বলিতে পার না। কারণ, একই বস্তুর অনেক বিশেষণ-যোগে তাদৃশ বৈশিষ্ট্য বা প্রভেদ প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশেই সামানাধিকরণ্যের ব্যবহার হইয়া থাকে। যে সকল শব্দের প্রবৃত্তি বা প্রয়োগের

ভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্তানাং শব্দানামেকস্মিন্নর্থে বৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্যমিতি হি শাব্দিকাঃ ॥ ৭৯ ॥

যদুক্তম্, "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যত্র (*) 'অদ্বিতীয়পদং' গুণতোঽপি সদ্বিতীয়তাং (†) ন সহতে; অতঃ সর্ব্বশাখাপ্রত্যয়ন্যায়েন কারণবাক্যানামদ্বিতীয়বস্তুপ্রতিপাদনপরত্বমভ্যুপগমনীয়ম্। কারণতয়োপলক্ষিতস্য তস্যাদ্বিতীয়স্য ব্রহ্মণো লক্ষণমিদমুচ্যতে,—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইতি। অতো হি লিলক্ষয়িষিতং ব্রহ্ম নির্গুণমেব; অন্যথা 'নির্গুণং নিরঞ্জনম্' ইত্যাদিভির্বিরোধ-

---

নিমিত্ত এক নহে, সেই সকল শব্দের যে, কোন একটী মাত্র অর্থে প্রয়োগ, শব্দবিৎ পণ্ডিতগণ তাহাকেই 'সামানাধিকরণ্য' বলিয়া থাকেন (‡)॥

৮০। [শাঙ্করমতে] আরো যে উক্ত হইয়াছে, "একমেবাদ্বিতীয়ম্" শ্রুতিস্থিত 'অদ্বিতীয়'-পদটী কোন গুণ দ্বারাও ব্রহ্মের সদ্বিতীয়তা বা ভেদ সহ্য করে না,—অর্থাৎ ব্রহ্ম ও তাঁহার গুণ-নিচয় পরস্পর অভিন্ন; এ রূপ বলিলেই ঐ শ্রুতির তাৎপর্য্য রক্ষা পায়। অতএব, যে সকল শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মকে জগৎকারণ বলা হইয়াছে, পূর্ব্বোক্ত 'সর্ব্বশাখাপ্রত্যয় নিয়মানুসারে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-প্রতিপাদনেই সেই সকল শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য স্বীকার করিতে হইবে। কারণরূপে উল্লিখিত সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মের এইরূপ লক্ষণ উক্ত হইল যে, 'তিনি সত্য, জ্ঞান ও অনন্তরূপী'। সুতরাং এইরূপ লক্ষণে লক্ষিত ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নির্গুণ ভিন্ন সগুণ হইতে পারেন না; নচেৎ ['ব্রহ্ম] নির্গুণ ও নিরঞ্জন,' ইত্যাদি নির্গুণত্ব-বোধক শ্রুতির

(*) অত্রাপ্যদ্বিতীয়' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) সজাতীয়তাম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—এই বিচারটী শব্দ শাস্ত্র লইয়া; সুতরাং ও দ্বিষয়ে দুই একটী কথা না বলিলে বিষয়টী বুঝান অসম্ভব। দুই বা তদধিক পদ যখন একই বিভক্তিযোগে বিশেষণও বিশেষ্যরূপে প্রযুক্ত হয়, শব্দ শাস্ত্রানুসারে তাহাকে 'সামানাধিকরণ্য' বলা হয়। সামানাধিকরণ্যের একটী বিশেষ নিয়ম এই যে, পদগুলি মিলিতভাবে বিশেষ্যরূপ একই অর্থের অনুগামী হইলেও উহাদের প্রত্যেকেরই অর্থগত কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য থাকা আবশ্যক হয়; এই বৈশিষ্ট্যকেই 'প্রবৃত্তি-নিমিত্ত' বলা হয়। যেমন, নীল পদের নীলত্ব, প্রিয়-পদের প্রিয়ত্ব, গো পদের গোত্ব প্রভৃতি। যেখানে ঐরূপ প্রবৃত্তি নিমিত্তের ভেদ নাই, সেখানে 'সামানাধিকরণ্য' হয় না; যেমন দুইটী গো-পদ। সেখানে উভয় গো-পদেরই প্রবৃত্তি-নিমিত্ত—গোত্ব ধর্ম্ম এক—অভিন্ন, সুতরাং সামানাধিকরণ্য হয় না। এই হইল সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধে সাধারণ কথা। এখন প্রকৃত স্থলে ইহার আলোচনা করা যাউক, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।" এই স্থলে 'ব্রহ্ম' পদটী বিশেষ্য, এবং সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত' পদ তাহারই বিশেষণরূপে সামানাধিকরণ্যাভিপ্রায়ে প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং সত্যত্ব, জ্ঞানত্ব ও অনন্তত্ব ধর্ম্মগুলিকেই ঐসকল পদের ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি-নিমিত্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অর্থাৎ 'সত্যত্ব, জ্ঞানত্ব ও অনন্তত্ব' ধর্ম্মগুলি পরস্পর বিভিন্ন হইয়াও একই ব্রহ্মে আশ্রিত আছে, সুতরাং ব্রহ্ম অনেক ধর্ম্মবিশিষ্ট হইলেন। তাহার ফলে অদ্বৈতবাদীর অভিপ্রেত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সিদ্ধ হইল না। আর যদি সত্যত্ব, জ্ঞানত্ব ও অনন্তত্ব ধর্ম্মকে একই বলা যায়, তাহা হইলেও প্রবৃত্তি-নিমিত্তের ভেদ না থাকায় সামানাধিরণ্যও হইতে পারে না, পক্ষান্তরে, সমস্ত পদগুলির অর্থ ভেদ না থাকায় পুনরুক্তি দোষও উপস্থিত হয়।

শেচতি। তদনুপপন্নম্, (*) জগদুপাদানস্য ব্রহ্মণঃ স্বব্যতিরিক্তাধিষ্ঠাত্রন্তর-নিবারণেন বিচিত্রশক্তিযোগ-প্রতিপাদনপরত্বাদদ্বিতীয়পদস্য। তথৈব বিচিত্রশক্তিযোগমেবাবগময়তি,—"তদৈক্ষত বহু স্যাং, প্রজায়েয়" ইতি, "তৎ তেজোঽসৃজত" ইত্যাদি ॥

অবিশেষেণ 'অদ্বিতীয়ম্' ইত্যুক্তে নিমিত্তান্তরমাত্রনিষেধঃ কথং জ্ঞায়তে ? ইতি চেৎ; সিসৃক্ষোর্ব্রহ্মণ উপাদানকারণত্বং "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেক-মেব" ইতি প্রতিপাদিতম্। কার্য্যোৎপত্তিস্বাভাব্যেন বুদ্ধিস্থং নিমিত্তান্তরম্, ইতি তদেব 'অদ্বিতীয়'-পদেন নিষিধ্যত ইত্যবগম্যতে। সর্ব্বনিষেধে হি স্বাভ্যুপগতাঃ সিষাধয়িষিতা নিত্যত্বাদয়শ্চ নিষিদ্ধাঃ স্যুঃ। সর্ব্বশাখা-

---

সহিত পূর্ব্ব শ্রুতির বিরোধ উপস্থিত হয়। না—এ কথাও সঙ্গত হয় না : কেন না, অদ্বিতীয়ত্ব-বোধক শ্রুতির তাৎপর্য্য এই যে, জগতের উপাদান-কারণ ব্রহ্মের এমনই বিচিত্র শক্তি আছে যে, তাঁহার কার্য্যে অন্য কোন পরিচালক বা সহায়ের অপেক্ষা নাই। 'তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন -[আমি] বহু হইব—জন্মিব। তিনি তেজ সৃষ্টি করিয়াছেন', ইত্যাদি শ্রুতিও ব্রহ্মে ঐরূপ বিচিত্র শক্তির সম্বন্ধই প্রতিপাদন করিতেছে।

জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, সাধারণভাবে 'অদ্বিতীয়' বলিলেই যে, নিমিত্তান্তরের নিষেধ—অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বকার্য্য করিতে অন্য কোন সহায়ের অপেক্ষা করেন না, বুঝিতে পারা যায় কিরূপে ? [এ কথার উত্তর এই যে,] 'হে সোম্য এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে একমাত্র সৎ ব্রহ্মরূপেই ছিল।' এই শ্রুতি প্রথমতঃ জগৎ-সর্জ্জনেচ্ছু ব্রহ্মের উপাদান-কারণতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাহার পরেই শঙ্কা হইয়াছিল যে, কার্য্য মাত্রেরই যখন উপাদানাতিরিক্ত—নিমিত্ত কারণ দৃষ্ট হয়, তখন এই জগৎ-নির্ম্মাণকার্য্যেও ব্রহ্মভিন্ন কারণান্তর থাকা সম্ভব ; 'অদ্বিতীয়' পদের দ্বারা লোক বুদ্ধিস্থ সেই শঙ্কাই যে,নিবারিত হইয়াছে ; ইহা বেশ বুঝাযায়। 'অদ্বিতীয়'পদে সর্ব্বধর্ম্মের প্রতিষেধ স্বীকার করিলে [তোমার মতেও ব্রহ্মেতে] নিত্যত্ব প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্ম প্রতিপাদন করা আবশ্যক, ফলে-ফলে সেই সকল ধর্ম্মও প্রতিষিদ্ধ হইতে পারে ? আর 'সর্ব্বশাখা-প্রত্যয়' নিয়মটীও এ স্থলে তোমারই পক্ষে বিপরীত (অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ) ফল প্রদান করিতেছে। (†) কারণ, অপরাপর

(*) তদনুপযুক্তম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—স্থলবিশেষে যদি কোন শব্দের অর্থ কিংবা তাৎপর্য্য লইয়া সংশয় উপস্থিত হয়, অথবা কাহারো সম্বন্ধে যতগুলি গুণ বা ধর্ম্মের উল্লেখ থাকা আবশ্যক, তাহার সকলগুলির উল্লেখ না থাকে, তাহা হইলে অপরাপর বেদ-শাখায় সেই শব্দের যেরূপ অর্থ ও তাৎপর্য্য নিরূপিত হইয়াছে এবং যাহার সম্বন্ধে যতগুলি গুণের নির্দ্দেশ আছে ; সন্দিগ্ধস্থলেও সেই শব্দের সেইরূপ অর্থ ও তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হয় এবং অনুক্ত গুণগণেরও উপসংহার করিয়া লইতে হয়। ইহাই 'সর্ব্বশাখা-প্রত্যয়ন্যায়ের' স্থূল অর্থ।

শঙ্করমতে বলা হইয়াছে যে,—অন্যান্য বেদশাখায় যখন ব্রহ্ম নিগুর্ণ ও নিরঞ্জন প্রভৃতি শব্দে নির্ব্বিশেষভাবে

প্রত্যয়ন্যায়শ্চাত্র ভবতো বিপরীতফলঃ, সর্ব্বশাখাসু কারণান্বয়িনাং সর্ব্বজ্ঞত্বাদীনাং গুণানামত্রোপসংহারহেতুত্বাৎ। অতঃ কারণ-বাক্যস্বভাবাদপি, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যনেন সবিশেষমেব প্রতিপাদ্যত ইতি বিজ্ঞায়তে॥ ৮০॥

ন চ নির্গুণবাক্যবিরোধঃ, প্রাকৃত-হেয়গুণবিষয়ত্বাত্তেষাং—"নির্গুণং" "নিরঞ্জনং" "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্" ইত্যাদীনাম্। জ্ঞানমাত্রস্বরূপবাদিন্যোঽপি শ্রুতয়ো ব্রহ্মণো জ্ঞানস্বরূপতামভিদধতি; ন তাবতা (*) নির্ব্বিশেষজ্ঞানমাত্রমেব তত্ত্বম্, জ্ঞাতুরেব জ্ঞানস্বরূপত্বাৎ। জ্ঞানস্বরূপস্যৈব তস্য জ্ঞানাশ্রয়ত্বং মণি-দ্যুমণি-প্রদীপাদিবদ্ যুক্তমেবেত্যুক্তম্॥

বেদ-শাখায় জগৎকারণের সম্বন্ধে সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি যে সকল গুণ নিয়ত সম্বন্ধ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, এ স্থলে উক্ত না থাকিলেও সর্ব্বশাখা-প্রত্যয়' নিয়মের বলেই জগৎ-কারণে সেই সকল গুণের উপসংহার বা সংগ্রহ করিতে হইবে। অতএব, কারণ-বোধক বাক্যের স্বভাবসিদ্ধ নিয়মানুসারেও (যে যে বাক্যে ব্রহ্মকে কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ আছে, তাহার সর্ব্বত্রই সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তিত্ব প্রভৃতি ব্রহ্ম-গুণেরও উল্লেখ আছে; ঐ রূপ গুণ নির্দ্দেশ করাই ঐ সকল বাক্যের স্বভাব; তদনুসারেও) জানাযায় যে, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম", এই বাক্যে সবিশেষ বা সগুণ ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছেন, (নির্গুণ নহে)॥ ৮০॥

৮১। অপি চ, [ঐরূপ বলিলে] ব্রহ্মের নির্গুণত্ব-বোধক বাক্যনিচয়ের সহিত যে, কোন বিরোধ ঘটে, তাহাও নহে; কারণ [তিনি] 'নির্গুণ' 'নিরঞ্জন' (দোষসম্পর্ক-রহিত,) 'নিষ্কল (অংশশূন্য), নিষ্ক্রিয় (ক্রিয়াহীন) ও শান্ত' ইত্যাদি শ্রুতিতে তাঁহার তুচ্ছ, প্রাকৃত গুণসমূহই নিষিদ্ধ হইয়াছে, [গুণমাত্র নহে]। আর যে সকল শ্রুতিতে কেবলই জ্ঞানস্বরূপের কথা আছে, [বুঝিতে হইবে,] সেই সকল শ্রুতি, ব্রহ্মের কেবল জ্ঞানময় স্বরূপটাই প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু, তা' বলিয়া নির্ব্বিশেষ জ্ঞানই যে ব্রহ্ম-তত্ত্ব, তাহা নহে। কেন না, [সবিশেষ] জ্ঞাতাকেই জ্ঞানস্বরূপ বলিতে হইবে, [সুতরাং তাহার নির্ব্বিশেষত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না]। আর, মণি, দ্যুমণি (সূর্য্য) ও দীপাদি পদার্থ সকল যেরূপ প্রকাশময় হইয়াও প্রকাশ-গুণবিশিষ্ট হয়, সেইরূপ তিনি স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও জ্ঞান-গুণের আশ্রয়, অর্থাৎ জ্ঞাতা হইতে পারেন। যুক্তিসিদ্ধ এই কথা ইতঃপূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

বর্ণিত হইয়াছেন, তখন, "সত্যং, জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" শ্রুতিতেও তাহার নির্ব্বিশেষ ভাবই গ্রহণ করিতে হইবে। ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না—ঐরূপ হইতে পারে না; কারণ 'সর্ব্বশাখাপ্রত্যয় ন্যায়'টী তোমার অনুকূল না হইয়া বিপরীত সিদ্ধান্তেরই সহায়তা করিতেছে। কেন না, যে যে স্থানে কারণ-বোধক বাক্য আছে, সেই সকল স্থানেই ব্রহ্মকে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। ইহাই কারণ-বাক্যের স্বভাব। সুতরাং "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই স্থলেও সেই 'সর্ব্বশাখাপ্রত্যয়' নিয়মানুসারেই ব্রহ্মের সবিশেষভাব বুঝিয়া লইতে হইবে; নচেৎ কারণ-বোধক অন্যান্য শ্রুতির সহিত ইহার বিরোধ উপস্থিত হয়।

(*) ন তাবৎ' ইতি (গ) পাঠঃ।

জ্ঞাতৃত্বমেব হি সর্ব্বাঃ শ্রুতয়ো বদন্তি,—"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ", [মুণ্ড০, ১।১।৯]। "তদৈক্ষত", "সেয়ং দেবতৈক্ষত", [ছান্দো০, ৬।৩।২]। "স ঐক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি," [ঐত০, ১।১]। "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্," [কঠ০, ২।৫।১৩]। "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশনীশৌ," [শ্বেতাশ্ব০, ১।৯]।

"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং, তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ, বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥"
[শ্বেতাশ্ব০, ৬।৭]

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে, ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবল-ক্রিয়া চ॥"
[শ্বেতাশ্ব০, ৬।৮]

"এষ আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসো-ঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ", (ছান্দো০, ৮।১।৫) ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ো জ্ঞাতৃত্বপ্রমুখান্ কল্যাণগুণান্ জ্ঞানস্বরূপস্যৈব ব্রহ্মণঃ স্বাভাবিকান্ বদন্তি; সমস্তহেয়গুণ-বিরহিততাঞ্চ॥ ৮১॥

নিম্নোদ্ধৃত সমস্ত শ্রুতি বাক্য ও তাঁহার জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্মই প্রকাশ করিতেছে। 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ; অর্থাৎ সামান্য ও বিশেষাকারে সমস্ত জানেন।' 'তিনি (ব্রহ্ম) ঈক্ষা —আলোচনা করিয়াছিলেন।' 'সেই এই দেবতা (প্রকাশমান ব্রহ্ম) আলোচনা করিয়াছিলেন।' 'লোক-সমূহ সৃষ্টি করিব, তিনি এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন।' 'যিনি নিত্যের নিত্য, চেতনের চেতন (চৈতন্যপ্রদ) এবং বহুর মধ্যে একরূপে থাকিয়া জীবের কামনা সম্পাদন করিয়া থাকেন।' 'উভয়েই অজ (জন্ম রহিত), [কিন্তু] একটী জ্ঞ—জ্ঞাতা, অপরটী অজ্ঞ—জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্ম-রহিত, এবং একটী ঈশ্বর, অন্যটী অনীশ্বর (ঐশ্বর্য্যশূন্য)।' 'ঈশ্বরেরও সর্ব্বাতিশায়ী মহেশ্বর, দেবতাগণেরও পরম দেবতাস্বরূপ, পতিরও পতি (পালকেরও পালক) এবং পরমেরও পরম, সেই ভুবনেশ্বর স্তবনীয় দেবকে আরাধনা করি।' 'তাঁহার দেহ ও ইন্দ্রিয় নাই, তাঁহার সমান বা অধিক কিছু দৃষ্ট হয় না। তাঁহার অনেক প্রকার মহাশক্তি এবং স্বভাব-সিদ্ধ জ্ঞানবল ও ক্রিয়া পরিশ্রুত হয়।' 'এই আত্মা পাপবিরহিত, জরা, মৃত্যু, শোক, ক্ষুধা ও পিপাসা-শূন্য এবং তাঁহার কামনা ও চিন্তা উভয়ই সত্য।' ইত্যাদি শ্রুতি

নিগুর্ণবাক্যানাং সগুণবাক্যানাঞ্চ বিষয়ম্ "অপহতপাপ্মেত্যাদ্যপিপাস" ইত্যন্তেন হেয়গুণান্ প্রতিষিধ্য "সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" ইতি ব্রহ্মণঃ কল্যাণ-গুণান্ বিদধতীয়ং শ্রুতিরেব বিবিনক্তীতি সগুণনিগুর্ণবাক্যয়োর্বিরোধাভাবা-দন্যতরস্য মিথ্যাবিষয়তাশ্রয়ণমপি নাশঙ্কনীয়ম্। "ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে", [তৈত্তি০, আনন্দ ; ৮।১] ইত্যাদিনা ব্রহ্মগুণানারভ্য, "তে যে শতম্" ইত্য-নুক্রমেণ ক্ষেত্রজ্ঞানন্দাতিশয়মুক্ত্বা "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্", [তৈত্তি০ আনন্দ০, ৯।১] ইতি ব্রহ্মণঃ কল্যাণগুণানন্ত্যমত্যাদরেণ বদতীয়ং শ্রুতিঃ।

সমূহ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মেরই জ্ঞাতৃত্ব প্রভৃতি স্বভাবসিদ্ধ কল্যাণময় গুণগণের স্বাভাবিক সম্বন্ধ ও নিকৃষ্ট গুণ-নিবহের অভাব নির্দ্দেশ করিতেছেন। (*) ॥ ৮১ ॥

৮২। স্বয়ং শ্রুতিই যখন 'অপহতপাপ্মা' হইতে আরম্ভ করিয়া 'অপিপাস' পর্য্যন্ত বাক্য দ্বারা ব্রহ্মের হেয়গুণ রাশির প্রত্যাখ্যান করিয়া 'সত্যকাম, সত্যসংকল্প' বাক্যে পুনশ্চ সেই ব্রহ্মেরই কল্যাণময় গুণসমূহের বিধান করিতেছেন। [তখন বুঝিতে হইবে যে,] স্বয়ং শ্রুতিই সগুণ ও নিগুর্ণবোধক বাক্য সকলের বিষয় বা অধিকার বিভিন্ন করিয়া দিতেছে, অর্থাৎ 'নগুর্ণ-বাক্যে হেয়-গুণ সমূহের নিষেধ, আর সগুণ বাক্যে লোকহিতকর উৎকৃষ্ট গুণ নিবহের সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব, সগুণ ও নিগুর্ণবোধক বাক্যের প্রতিপাদ্য বিষয়ই যখন এক নহে,—ভিন্ন ভিন্ন, তখন উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধই আসিতে পারে না; বিরোধ না থাকায় উভয়ের মধ্যে কোন বাক্যেরই প্রতিপাদ্য বিষয়ে মিথ্যাত্ব-শঙ্কাও করা যাইতে পারে না। তৈত্তিরীয়োপনিষদে—'ইঁহার ভয়েই বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে,' ইত্যাদি বাক্যে প্রথমতঃ ব্রহ্মের গুণসমূহ সমুল্লেখ করিয়া—'সেই যে শতগুণ আনন্দ', ইত্যাদি বাক্যে ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞক জীবের সমধিক আনন্দের কথা বলিয়া—অবশেষে 'বাক্য যাহাকে না পাইয়া মনের সহিত ফিরিয়া আইসে,' অর্থাৎ বাক্যে যাহা ব্যক্ত করা যায় না, এবং মনেও ভাবনা করা যায় না ; 'ব্রহ্মের সেই আনন্দাভিজ্ঞ ব্যক্তি [কাহারো নিকট ভীত হন না]' ; ইত্যাদি বাক্যে স্বয়ং শ্রুতিই অতি যত্ন সহকারে ব্রহ্মের অনন্ত কল্যাণগুণের কথা বলিয়াছেন ॥

(*) তাৎপর্য্য, জ্ঞানস্য সর্ব্ববিষয়ত্বং, তস্য চ সমষ্টি-ব্যষ্টিসৃষ্টিসমুপযোগিত্বং আত্মসম্বন্ধিত্বং চ দর্শয়তি "তদৈক্ষত" ইত্যাদিত্রয়েণ। "নিত্যো নিত্যানাং" ইত্যত্র চেতনবহুত্বমুক্তং কামপ্রদত্বঞ্চ। "জ্ঞাজ্ঞৌ" ইত্যত্র জ্ঞাতৃত্বমীশ্বরত্বঞ্চোক্তম্। "তমীশ্বরাণাং" ইত্যত্র ঈশ্বরত্ব-দেবতাত্ব-পতিত্বানি উক্তানি। ঈশ্বরত্বঞ্চ নিয়ন্তৃত্বম্; নিয়াম্য-বিষয়কজ্ঞানবতএব নিয়ন্তৃত্বাৎ, নিয়মনস্য জ্ঞানবিশেষরূপত্বাৎ নিয়ন্তৃত্বেন জ্ঞাতৃত্বসিদ্ধিঃ। ইতি শ্রুতপ্রকাশিকা।

অভিপ্রায় এই যে, ঈশ্বরত্ব অর্থ নিয়ন্তৃত্ব, যাহার যে বিষয়ে জ্ঞান নাই, সে সেই বিষয়ে নিয়মনও করিতে পারে না, এবং নিয়মন অর্থও জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং ব্রহ্ম জ্ঞাতা বা জ্ঞানকর্ত্তা না হইলে আর ঈশ্বর নিয়ন্তা হইতে পারেন না, সুতরাং 'ঈশ্বর' বলায়ই তাঁহার জ্ঞাতৃত্বধর্ম্মও সিদ্ধ হইতেছে ॥

সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা” [তৈত্তি০, আনন্দ০, ১।২] ইতি ব্রহ্মবেদন-ফলমবগময়দ্বাক্যং পরস্য বিপশ্চিতো ব্রহ্মণো গুণানন্ত্যং ব্রবীতি। বিপশ্চিতা ব্রহ্মণা সহ সর্ব্বান্ কামান্ অশ্নুতে, কাম্যন্ত ইতি কামাঃ—কল্যাণগুণাঃ, ব্রহ্মণা সহ তদ্‌গুণান্ সর্ব্বান্ অশ্নুত ইত্যর্থঃ। দহর-বিদ্যায়াম্, “তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যম্, [ছান্দো০, ৮।১।১] ইতিবদ্ গুণ-প্রাধান্যং বক্তুং সহ-শব্দঃ। ফলোপাসনয়োঃ প্রকারৈক্যং, “যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি, তথেতঃ প্রেত্য ভবতি,” [ছান্দো০, ৩।১৪।১] ইতি শ্রুত্যৈব সিদ্ধম্।

‘সেই ব্রহ্মজ্ঞ-পুরুষ বিশেষজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত সমস্ত কাম্য ফল ভোগ করেন’। ব্রহ্ম-জ্ঞানের ফল-বোধক এই শ্রুতিবাক্যও পরব্রহ্মের অনন্ত গুণ-সম্বন্ধই জ্ঞাপন করিতেছেন। ‘বিপশ্চিৎ ব্রহ্মের সহিত সর্ব্বকাম ভোগ করে’; ইহার অর্থ এই যে, ‘কাম অর্থ—যাহা কামনা করা যায়, অর্থাৎ অভীষ্ট—কল্যাণময় গুণ সমূহ, উপাসক ব্রহ্মের সহিত তদীয় সেই গুণ সমুদয় ভোগ করেন।’ ‘তাহার অভ্যন্তরে যাহা আছে, তাহার অন্বেষণ করিবে।’ এই ‘দহরবিদ্যা’-প্রকরণে যেরূপ একমাত্র গুণেরই প্রাধান্য উক্ত হইয়াছে, তদ্রূপ এ স্থলেও গুণের প্রাধান্য সূচনার উদ্দেশেই ‘সহ’-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। আর, উপাসনা ও উপাসনার ফল যে, একই প্রকার হইয়া থাকে, ‘পুরুষ ইহ কালে যেরূপ সংকল্প বা ভাবনা সম্পন্ন হয়, ইহলোক হইতে প্রয়াণের পরও (মৃত্যুর পরও) সেইরূপই হইয়া থাকে।’ এই শ্রুতি দ্বারাই তাহা প্রমাণিত হইতেছে (*)॥

(*) তাৎপর্য্য, ‘দহর’ অর্থ অল্প, হৃৎপদ্মটী পরিমাণে খুব ছোট, এই কারণে শ্রুতিতে তাহাকে ‘দহর’ বলা হইয়া থাকে। আত্মা স্বভাবতই ঐ হৃৎপদ্ম মধ্যে অবস্থান করেন, তাই উপদেশ দিতেছেন যে, ঐ হৃৎপদ্মের অন্তর্নিহিত যে বস্তু, তাহার অন্বেষণ করিবে, ইত্যাদি। ইহা একটী উপাসনার ক্রম, প্রথমেই ‘দহর’ শব্দ সন্নিবেশিত থাকায় ইহাকে ‘দহরবিদ্যা’ বলা হয়।

এখন বিবেচ্য এই যে, উপাসনা অর্থ—কোন সগুণ বস্তু বিষয়ে মানস ব্যাপার, অর্থাৎ মনে মনে চিন্তা করা। যাহার গুণ নাই, তাহা উপাস্য হইতে পারে না; এই কারণে উপাসনা কার্য্যে উপাস্য-বস্তুগত গুণেরই প্রাধান্য হইয়া থাকে, বস্তুর নহে। এই কথায় বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মোপাসনায় যখন ‘আনন্দ’ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ গুণের সমুল্লেখ দৃষ্ট হয়, এবং উল্লিখিত গুণ-নিচয়ের প্রাধান্য সূচনার জন্যই যখন শ্রুতিতেও ‘ব্রহ্মণা সহ’ বলিয়া ব্রহ্মের অপ্রাধান্য জ্ঞাপন পূর্ব্বক বিশেষ্য ভূত গুণেরই প্রাধান্য বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, তখন ব্রহ্মকে নির্গুণ বলা যায় না। অধিকন্তু, যে যেরূপ উপাসনা করিবে, সে লোক সেইরূপই ফল পাইয়া থাকে। শ্রুতি বলিয়াছেন যে, “পুরুষ ইহ লোকে যেরূপ চিন্তা (উপাসনা) করিয়া থাকে, সে পরলোকেও সেইরূপ ফলই প্রাপ্ত হয়’। ইহা দ্বারাও জানা যায় যে, উপসনা ও তাহার ফল একইরূপ হইয়া থাকে। ব্রহ্মোপাসক পুরুষও যখন দেহত্যাগের পর আনন্দাদি ব্রহ্মগুণ উপভোগ করেন; ব্রহ্মকে ভোগ করেন না, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, উপাসনায় উপাস্য-গত গুণেরই প্রাধান্য—উপাস্যের নহে, নচেৎ উপাসকের পক্ষে উপাস্য আনন্দাদিগুণ-সম্ভোগ কখনই সম্ভবপর হইত না। অতএব, অনিচ্ছায়ও ব্রহ্মের সগুণত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

"যস্যামতং তস্য মতম্ ; অবিজ্ঞাতং বিজানতাম্", [কেন০, ২।৩] ইতি ব্রহ্মণো জ্ঞানাবিষয়ত্বমুক্তমিতি চেৎ ; "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্," (তৈত্তি০, আনন্দ০, ১।১ "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি", (মুণ্ড০, ৩।২।৯) ইতি জ্ঞানাম্মোক্ষোপদেশো ন স্যাৎ।

অসন্নেব স ভবতি, অসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ।

অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ সন্তমেনং ততো বিদুঃ॥" [তৈত্তি০, আন০, ৬।১] ইতি ব্রহ্মবিষয়-জ্ঞানাসদ্ভাব-সদ্ভাবাভ্যামাত্মনাশমাত্মসত্তাঞ্চ বদতি। অতো ব্রহ্মবিষয়-বেদনমেবাপবর্গায় সর্ব্বাঃ শ্রুতয়ো বিদধতি। জ্ঞানঞ্চোপাসনাত্মকম্, উপাস্যঞ্চ ব্রহ্ম সগুণমিত্যুক্তম্। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে, অপ্রাপ্য মনসা সহ," ইতি ব্রহ্মণোঽনন্তস্যাপরিমিতগুণস্য (*) বাঙ্মনসয়োরেতাবদিতি পরিচ্ছেদাযোগ্যত্বশ্রবণেন ব্রহ্ম 'এতাবৎ' ইতি ব্রহ্মপরিচ্ছেদজ্ঞানবতাং ব্রহ্মাবিজ্ঞাতমমতমিত্যুক্তম্, অপরিচ্ছিন্নত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ। অন্যথা, "যস্যামতং তস্য মতম্, বিজ্ঞাতমবিজানতাম্"ইতি ব্রহ্মণো মতত্ব-বিজ্ঞাতত্ববচনং তত্রৈব বিরুধ্যতে॥ ৮২ ॥

যদি বল, 'যিনি মনে করেন, ব্রহ্ম অমত, অর্থাৎ চিন্তার বিষয়ীভূত নহে, তিনিই তাঁহাকে [কিঞ্চিৎ] জানেন ; বিশেষরূপে যাহারা জানেন, তাহারাই জানেন যে, তিনি অবিজ্ঞাত।' এই শ্রুতিতে ত ব্রহ্মকে অজ্ঞেয় বলা হইয়াছে ? না,—তাহা হইলে 'ব্রহ্মবিৎ পুরুষ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্মই হইয়া যায়।' এই শ্রুতিতে যে, জ্ঞান-জনিত মোক্ষের উপদেশ আছে, তাহা সঙ্গত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, কেহ যদি ব্রহ্মকে অসৎ বলিয়া মনে করে, তবে সে নিজেই 'অসৎ' (অস্তিত্বহীন) হইয়া যায়, এবং কেহ যদি ব্রহ্মকে 'সৎ' বলিয়া জানে, তাহা হইলে জ্ঞাতাকেও 'সৎ' বলিয়া জানিবে।' এই শ্রুতিতে ব্রহ্ম-জ্ঞানের অভাবে আত্মবিনাশ ও ব্রহ্মজ্ঞানে আত্মসদ্ভাব কথিত হইয়াছে। এই কারণেই শ্রুতিসমূহ একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানকেই মোক্ষ-সাধন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। উক্ত ব্রহ্ম-জ্ঞানও যে, উপাসনাত্মক এবং সগুণ ব্রহ্মই যে, উপাস্য, তাহাও পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" শ্রুতিতে জানা যায় যে, বাক্য ও মন অপরিমিত গুণগণ-সম্পন্ন, অনন্ত ব্রহ্মকে 'এতাবৎ'—অর্থাৎ 'ব্রহ্ম এই পর্য্যন্ত' বা 'এইরূপ' বলিয়া নিরূপণ করিতে পারে না : সুতরাং যাহারা ব্রহ্মকে গুণ ও পরিমাণাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন (এতাবৎ) বলিয়া জানে, তাহাদের পক্ষেই ব্রহ্মকে অবিজ্ঞাত বলা হইয়াছে ; কেন না, ব্রহ্ম স্বভাবতই অপরিচ্ছিন্ন—সর্ব্বপ্রকার পরিচ্ছেদ রহিত—অনন্ত। এরূপ ব্যাখ্যা না করিলে 'তিনি যাহার অমত, বস্তুতঃ তাহারই

(*) অপরিচ্ছিন্নগুণস্য ইতি (ঘ) পাঠঃ।

যত্তু, "ন দৃষ্টেদ্র্ষ্টারম্,—ন মতের্মন্তারম্", (বৃহদা০, ৫।৪।২) ইতি শ্রুতির্দৃষ্টের্মতের্ব্যতিরিক্তং দ্রষ্টারং মন্তারং চ প্রতিষেধতীতি ; তদাগন্তুক-চৈতন্যগুণযোগিতয়া জ্ঞাতুরজ্ঞানস্বরূপতাং কুতর্কসিদ্ধাং মত্বা, ন তথাত্মানং পশ্যেঃ, ন মন্বীথাঃ ; অপি তু দ্রষ্টারং মন্তারমপ্যাত্মানং দৃষ্টি-মতিরূপমেব পশ্যেরিত্যভিদধাতীতি পরিহৃতম্। অথবা, দৃষ্টের্দ্রষ্টারং মতের্মন্তারং জীবাত্মানং প্রতিষিধ্য সর্বভূতান্তরাত্মানং পরমাত্মানমেবোপাস্স্বেতি বাক্যার্থঃ ; অন্যথা, "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদ্", [বৃহদা০, ৪।৪। ১৪] ইতি জ্ঞাতৃত্বশ্রুতিবিরোধশ্চ ॥

"আনন্দো ব্রহ্ম" [তৈত্তি০ ভৃগু০, ৬। ১ | ইত্যানন্দমাত্রমেব ব্রহ্ম-স্বরূপং প্রতীয়তে ইতি যদুক্তম্, তজ্জ্ঞানাশ্রয়স্য ব্রহ্মণো জ্ঞানং স্বরূপমিতি-বদতীতি পরিহৃতম্। জ্ঞানমেব হ্যনুকূলমানন্দ ইত্যুচ্যতে। "বিজ্ঞান-

---

বিজ্ঞাত।' ['যাহারা ব্রহ্মকে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে করে না, বস্তুতঃ তাহারাই তাঁহাকে জানে।' ইত্যাদি শ্রুতিতে যে, ব্রহ্মকে 'মত' ও 'বিজ্ঞাত' বলা হইয়াছে, তাহার সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় ॥ ৮২ ॥

৮৩। তবে যে, 'দৃষ্টির (অনুভূতির) সাক্ষী ও মতির (চিন্তার) প্রকাশককে [জানিবে না]' এই শ্রুতিতে অনুভূতি ও মননের অতিরিক্ত দ্রষ্টা ও মন্তার (প্রকাশকের) অস্তিত্ব প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় এই,—কুতার্কিকগণ বলেন, আত্মার স্বতঃসিদ্ধ চৈতন্য নাই, ইন্দ্রিয়াদির বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে আত্মাতে চৈতন্য উৎপন্ন হয়, তাহাতেই আত্মার চেতনত্ব ব্যবহার হয়, বস্তুতঃ আত্মা জ্ঞাতা হইলেও অচেতন। কুতার্কিকগণের কুতর্কে বিশ্বাস করিয়া কেহ যেন আত্মাকে অজ্ঞানরূপী মনে করিয়া সেই ভাবেই আত্মাকে দর্শন ও মনন না করে ; পরন্তু আত্মা স্বয়ং 'দ্রষ্টা', 'মন্তা' হইলেও তাহাকে 'দৃষ্টি' ও 'মতি' রূপেই অনুভব করিবে। এই অভিপ্রায়ই উক্ত শ্রুতিতে অভিহিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। সুতরাং এইরূপে পূর্ব্বোক্ত বিরোধেরও পরিহার হইয়া যায়। অথবা, 'তুমি দৃষ্টির দ্রষ্টা ও মননের প্রকাশক জীবাত্মাকে ত্যাগ করিয়া সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা পরমাত্মার (ভগবানের) উপাসনা কর।' এইরূপই 'ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং' শ্রুতির বাক্যার্থ বুঝিতে হইবে ; নচেৎ 'বিজ্ঞাতাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে' ? এই শ্রুতিতে যে, আত্মাকে বিজ্ঞাতা বলা হইয়াছে, তাহা বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে ॥

আর, "আনন্দো ব্রহ্ম" এই শ্রুতি অনুসারে আনন্দই ব্রহ্মের একমাত্র স্বরূপ বলিয়া প্রতীতি হইতেছে ; এইরূপে যে, একটী আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহাও 'ব্রহ্ম স্বয়ং জ্ঞানাশ্রয় হইলেও শ্রুতি তাঁহাকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিতেছেন।' ইত্যাদি বাক্যে পূর্ব্বেই

যানন্দং ব্রহ্ম" [বৃহদা০, ৫।৯।২৮] ইত্যানন্দরূপমেব বিজ্ঞানং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। অতএব ভবতামেকরসতা। অস্য জ্ঞানস্বরূপস্যৈব জ্ঞাতৃত্বমপি শ্রুতিশতসমধিগতমিত্যুক্তম্। তদ্বদেব "স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ," [তৈত্তি০ আন০, ৮।৪] "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্" [তৈত্তি০ আনন্দ০, ৯।১] ইত্যাদিব্যতিরেকনির্দ্দেশাচ্চ নানন্দমাত্রং ব্রহ্ম; অপিত্বানন্দি। জ্ঞাতৃত্বমেব হ্যানন্দিত্বম্ ॥

যদিদমুক্তম্, "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি", [বৃহদা০, ৪।৪।১৪] "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন, মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি, য ইহ নানেব পশ্যতি", [বৃহদা০, ৬।৪।১৯ "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ," [বৃহদা০, ৪।৪।১৪] ইতি ভেদনিষেধো বহুধা দৃশ্যত ইতি; তৎ কৃৎস্নস্য

খণ্ডিত হইয়াছে। [কেন না,] এক জ্ঞানই যখন অনুকূল ভাবাপন্ন হয়, তখন 'আনন্দ' নামে অভিহিত হয়, বস্তুতঃ জ্ঞান ও আনন্দ পৃথক্ নহে। "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম," শ্রুতিরও অর্থ এই যে, আনন্দস্বরূপ যে বিজ্ঞান, তাহাই ব্রহ্ম। এই কারণেই তোমাদেরও (শঙ্কর মতেরও) 'একরসতা' কথাটী সঙ্গত হয়। ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও যে, জ্ঞাতা হইতে পারেন, তাহা শত শত শ্রুতি হইতে জানা যায়; এ কথাও পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এইরূপ 'তাহাই ব্রহ্মের এক আনন্দ'। 'যিনি ব্রহ্মের আনন্দ জানেন,' ইত্যাদি স্থলে ব্রহ্মানন্দের ব্যতিরেক (*) নির্দ্দেশ হইতেও জানা যায় যে, ব্রহ্ম কেবলই আনন্দ স্বরূপ নহে; পরন্তু আনন্দবান্। এই আনন্দ ও জ্ঞাতৃত্ব একই পদার্থ—ভিন্ন নহে ॥

আর, 'যখন দ্বৈতেরই মত হয়'। 'জগতে নানা, (অনেক—বহু) কিছুই নাই', যে লোক নানার মত দেখে, সে মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয় (মুক্ত হইতে পারে না)।' দৃশ্যমান সমস্তই যখন আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তখন সে কিসের দ্বারা কি দর্শন করিবে।' এই সকল শ্রুতিতে যে, বারংবার ভেদের প্রতিষেধ দৃষ্ট হয়, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, সমস্ত

(*) তাৎপর্য্য, এ স্থলে 'ব্যতিরেক' অর্থ বৈপরীত্য বা বৈলক্ষণ্য। অভিপ্রায় এই যে, ভাষ্যোল্লেখিত শ্রুতিটী যে প্রকরণ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই প্রকরণেই কথিত আছে যে, "মনুষ্যহৃদয়ে যতই অধিক আনন্দ অনুভূত হউক না কেন, গন্ধর্ব্বগণের আনন্দ তদপেক্ষা শতগুণে অধিক, দেবগণের আনন্দ তদপেক্ষাও শতগুণে অধিক। এইরূপে ক্রমে ক্রমে আনন্দের পরিমাণাধিক্য প্রদর্শনপূর্ব্বক ব্রহ্মে নিরবধি ভূমা (মহৎ) আনন্দের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই সর্ব্বাধিক্যই এখানে 'ব্যতিরেক' শব্দে কথিত হইয়াছে। এখন দেখিতে হইবে, মনুষ্য প্রভৃতির আনন্দ যেরূপ মনুষ্যাদের একটী গুণ, ব্রহ্মের আনন্দও যে, সেইরূপ ব্রহ্মের গুণ হইবে, ইহাতে আপত্তি কি? অতএব আনন্দ-গুণসম্পন্ন ব্রহ্ম সগুণ ভিন্ন নির্গুণ হইতে পারেন না।

জগতো ব্রহ্মকার্য্যতয়া তদন্তর্যামিকতয়া চ তদাত্মকত্বেনৈক্যাৎ, তৎপ্রত্যনীক-নানাত্বং প্রতিষিধ্যতে। ন পুনঃ "বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইতি বহুভবনসঙ্কল্প-পূর্ব্বকং ব্রহ্মণো নানাত্বং শ্রুতিষিদ্ধং প্রতিষিধ্যত ইতি পরিহৃতম্। নানাত্ব-নিষেধাদিয়মপরমার্থবিষয়েতি চেৎ; ন, প্রত্যক্ষাদিসকলপ্রমাণানব-গতং নানাত্বং দুরারোহং ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদ্য তদেব বাধ্যত ইত্যুপহাস্য-মিদম্ ॥ ৮৩ ॥

"যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে, অথ তস্য ভয়ং ভবতি", [তৈত্তি০, আন০, ৭।২] ইতি ব্রহ্মণি নানাত্বং পশ্যতো ভয়প্রাপ্তিরিতি যদুক্তম্; তদ-সৎ; "সর্ব্বং, খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি (*) শান্ত উপাসীত", [ছান্দো০, ৩।১৪।১] ইতি তন্নানাত্বানুসন্ধানস্য শান্তিহেতুত্বোপদেশাৎ। তথাহি, সর্ব্বস্য জগতস্তদুৎপত্তি-স্থিতি-লয়কর্ম্মতয়া তদাত্মকত্বানুসন্ধানেনাত্র শান্তি-র্বিধীয়তে। অতো যথাবস্থিতদেব-তির্য্যঙ্মনুষ্য-স্থাবরাদিভেদভিন্নং জগদ্-

---

জগৎই ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন, এবং অন্তর্য্যামিরূপে ব্রহ্মই ইহার অভ্যন্তরে অবস্থিত; সুতরাং ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে যে, ঐক্য রহিয়াছে, উল্লিখিত শ্রুতিসমূহ তাদৃশ একত্ববুদ্ধির বিরোধী ভেদেরই প্রত্যাখ্যান করিতেছেন মাত্র; কিন্তু, '[আমি-ব্রহ্ম] বহু হইব, জন্মিব' এই শ্রুতি-প্রতিপাদিত যে, ব্রহ্মের ইচ্ছাকৃত নানাত্ব, তাহার প্রত্যাখ্যান করেন নাই; ইহা দ্বারাই সেই পূর্ব্বোক্ত আপত্তিও পরিহৃত বা মীমাংসিত হইল। যদি বল, অপরাপর শ্রুতিতে যখন ব্রহ্মের নানাত্ব প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, তখন এই 'বহু ভবন' শ্রুতির অর্থ অপরমার্থ বা অসত্য হউক? না,—তাহা হইতে পারে না; কারণ, এক ব্রহ্মই যে, বহু রূপ ধারণ করিয়াছেন, তাহা প্রত্যক্ষাদি কোন প্রমাণেই জানা যায় না, সুতরাং অতীব দুর্ব্বোধ্য; শ্রুতি প্রথমে সেই দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের উপদেশ দিয়া শেষে নিজেই যে, আবার তাহার প্রতিষেধ করিবেন, ইহা বড়ই উপহাসের কথা ॥

৮৪। তাহার পর, 'সাধক যখনই এই ব্রহ্মে স্বল্পমাত্রও ভেদ দর্শন করে, তখনই তাহার ভয় উপস্থিত হয়।' এই শ্রুতিতে ব্রহ্মে ভেদদর্শীর ভয়প্রাপ্তির উল্লেখ আছে, এই কারণেই যে, ভেদ-বাদকে অসত্য বলা হইয়াছে; তাহাও সঙ্গত হয় নাই; কারণ, 'এই সমস্তই ব্রহ্মময়,' 'সমস্ত জগৎই তাঁহা হইতে জাত, তাঁহাতে স্থিত এবং তাঁহাতেই বিলয় প্রাপ্ত হয়, অতএব 'শান্ত হইয়া উপাসনা করিবে।' এই স্থলে [ব্রহ্ম ও জগতে] ভেদ-বুদ্ধিকেই শান্তির (দ্বেষ-হিংসাদি ত্যাগের) উপায়রূপে উপদেশ করা হইয়াছে, অর্থাৎ সমস্ত জগৎই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এবং ব্রহ্মেতে অবস্থিত ও বিলীন হয়, এই কারণে সমস্ত জগৎকে ব্রহ্মাত্মক মনে করিয়া শান্তচিত্ত

(*) তজ্জলানি' ইতি (খ, গ) পাঠঃ।

ব্রহ্মাত্মকমিত্যনুসন্ধানস্য শান্তিহেতুতয়া অভয়প্রাপ্তিহেতুত্বেন ন ভয়হেতুত্ব-প্রসঙ্গঃ। এবং তর্হি, "অথ তস্য ভয়ং ভবতি" ইতি কিমুচ্যতে? ইদ-মুচ্যতে,—"যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে, অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি," [তৈত্তি° আনন্দ°, ৭।২] ইত্যভয়প্রাপ্তিহেতুত্বেন ব্রহ্মণি যা প্রতিষ্ঠাভিহিতা, তস্যা বিচ্ছেদে ভয়ং ভবতীতি। যথোক্তং মহর্ষিভিঃ—

"যন্মুহূর্ত্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবো ন চিন্ত্যতে।
সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং সা ভ্রান্তিঃ সা চ বিক্রিয়া॥" (*)
[গরুড়পু°, পূ°, ২৩৪।২৩]

ইত্যাদি। ব্রহ্মণি প্রতিষ্ঠায়া অন্তরমবকাশো বিচ্ছেদ এব॥

যত্তুক্তম্, "ন স্থানতোঽপি", [ব্রহ্মসূ°, ৩।২।১১] ইতি সর্ব্ব-বিশেষরহিতং ব্রহ্মেতি চ বক্ষ্যতীতি; তন্ন, সবিশেষং ব্রহ্মেত্যেব হি তত্র বক্ষ্যতি। "মায়ামাত্রং তু", [ব্রহ্মসূ°, ৩।২।৩] ইতি চ স্বাপ্নানামপ্যর্থানাং

হইবে। এস্থলে কেবল শান্তিই বিহিত হইয়াছে। অতএব, যথাযথরূপে প্রসিদ্ধ দেবতা, তির্য্যক্ (পশু-পক্ষী) ও মনুষ্যাদি বিবিধ ভেদসংবলিত এই জগৎকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া চিন্তা করিলে শান্তি উপস্থিত হয় এবং ভয় নিবৃত্ত হইয়া যায়, আর ভবিষ্যতেও ভয়োৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না। ভাল, এইরূপই যদি সিদ্ধান্ত হয়, তবে 'ভেদ দর্শন করিলে ভয় হয়' বলা হইল কিরূপে? [উত্তর—] অভিপ্রায় এই যে,—'এই সাধক যখন অদৃশ্য, অনির্ব্বাচ্য, স্বপ্রতিষ্ঠ ব্রহ্মে সর্ব্বভয়-নিবারক প্রতিষ্ঠা বা নিষ্ঠা লাভ করেন, তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হন', এই শ্রুতিতে যে, ব্রহ্ম-নিষ্ঠাই ভয়-শান্তির উপায় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, সাধকের যদি সেই ব্রহ্ম-নিষ্ঠা বিচ্ছিন্ন বা বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার পুনর্ব্বার ভয় উপস্থিত হয়। যে কথা মহাভারতে উক্ত হইয়াছে,—'মুহূর্ত্ত (দণ্ডদ্বয়াত্মক কাল), বা ক্ষণমাত্র কালও যে, বাসুদেবের চিন্তা না করা, তাহাই হানি (স্বার্থক্ষতি), তাহাই অনিষ্টপ্রাপ্তির রন্ধ্র, তাহাই ভ্রান্তি এবং তাহাই চিত্তের বিকার' ইত্যাদি। বস্তুতই ব্রহ্মেতে যে, দৃঢ়প্রতিষ্ঠার 'অন্তর', অর্থাৎ অবকাশ, তাহা ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছেদ বা ভেদ-বোধ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

আর যে, "ন স্থানতোঽপি" সূত্রে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বর্ণিত হইবে, বলা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত হয় নাই; কারণ, সে-স্থলে ব্রহ্মের সবিশেষ ভাবই বর্ণিত হইবে। আর, "মায়ামাত্রং তু" সূত্রেও যে, স্বপ্ন-দৃষ্ট পদার্থসমূহকে কেবল মায়াময় বলা হইয়াছে, তাহাও ঠিক্ জাগ্রৎ

* গরুড়পুরাণে তু "সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং সা চার্থ-জড়মূকতা। যন্মুহূর্ত্তং ক্ষণং চাপি বাসুদেবো ন চিন্ত্যতে।" ইত্যেবং পাঠো দৃশ্যতে।

জাগরিতাবস্থানুভূতপদার্থ-বৈধর্ম্ম্যেণ মায়ামাত্রত্বমুচ্যতে, ইতি জাগরিতাবস্থানুভূতানামিব পারমার্থিকত্বমেব (*) বক্ষ্যতি ॥ ৮৪ ॥

স্মৃতিপুরাণয়োরপি নির্ব্বিশেষজ্ঞানমাত্রমেব পরমার্থোঽন্যদপারমার্থিকমিতি প্রতীয়ত ইতি যদভিহিতম্ ; তদসৎ,—

"যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।" [গীতা০, ১০।৩]

"মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।

ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥" [গীতা০, ৯।৪-৫]

"অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।

ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব ॥" [গীতা০, ৭।৬-৭]

"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥" [গীতা০, ১০।৪২]

"উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।

যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।

অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥"[গীতা০ ১৫।১৭-১৮]

অবস্থায় অনুভূত পদার্থ সকলের সহিত কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য থাকায়ই 'মায়ামাত্র' বলা হইয়াছে ; বস্তুতঃ স্বপ্ন-দৃষ্ট পদার্থ সকলও যে, জাগ্রৎ-অবস্থায় অনুভূত পদার্থেরই মত সত্য, তাহাই সেই স্থলে বর্ণিত হইবে ॥

৮৫। আর যে, স্মৃতি ও পুরাণশাস্ত্র দেখিলে একমাত্র নির্ব্বিশেষ জ্ঞানেরই সত্যতা ও অপর সকলেরই অসত্যতা প্রতীত হয়, বলা হইয়াছে ; তাহাও সত্য নহে ; [কেন না,—গীতায় আছে] 'যে লোক আমাকে জন্মরহিত, অনাদি ও সর্ব্বজগতের পরমেশ্বর বলিয়া জানে।' 'সমস্ত ভূত আমাকে আশ্রয় করিয়া আছে, আমি কিন্তু সে সকলের আশ্রিত নহি। আমার ঐশ্বরীয় যোগপ্রভাব দেখ,—বস্তুতঃ সেই সকল ভূত আমাতে অবস্থিতই নহে। আমার আত্মা, অর্থাৎ আমি সমস্ত ভূতকে ধারণ ও পোষণ করিয়া থাকি ; কিন্তু কোন ভূতে অবস্থান করি না।' 'আমি সমস্ত জগতের যেমন উৎপত্তির কারণ, তেমনি প্রলয়েরও কারণ বা আশ্রয়। হে ধনঞ্জয়! আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কিছু নাই, মণিসমূহ যেমন সূত্রে গ্রথিত থাকে, তেমনি এই সমস্ত জগৎও আমাতেই গ্রথিত আছে।' 'আমি একাংশে এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছি ; [উক্ত ক্ষর ও অক্ষর হইতে পৃথক্] শ্রেষ্ঠ পুরুষ পরমাত্মা নামে কথিত হন ; যিনি

(*) 'ইতি পারমার্থিকত্বমেব' ইতি (খ) পাঠঃ।

"স সর্ব্বভূতপ্রকৃতিং বিকারান্, গুণাদিদোষাংশ্চ মুনে (*) ব্যতীতঃ।
অতীতসর্ব্বাবরণোঽখিলাত্মা, তেনাস্তৃতং যদ্ ভুবনান্তরালে ॥
সমস্তকল্যাণ-গুণাত্মকোঽসৌ, স্বশক্তিলেশাদ্ ধৃতভূতসর্গঃ। (†)
ইচ্ছা-গৃহীতাভিমতোরুদেহঃ, সংসাধিতাশেষজগদ্ধিতোঽসৌ ॥
তেজোবলৈশ্বর্য্য-মহাববোধ-সুবীর্য্যশক্ত্যাদিগুণৈকরাশিঃ।
পরঃ পরাণাং সকলা ন যত্র, ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাবরেশে ॥
স ঈশ্বরো ব্যষ্টি-সমষ্টিরূপোঽব্যক্তস্বরূপঃ (‡) প্রকটস্বরূপঃ।
সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বদৃক্ সর্ব্ববেত্তা, সমস্তশক্তিঃ পরমেশ্বরাখ্যঃ ॥
সংজ্ঞায়তে যেন তদস্তদোষং, শুদ্ধং পরং নির্ম্মলমেকরূপম্।

অব্যয় (নির্ব্বিকার), ঈশ্বর এবং ত্রিলোকের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া পালন করিতেছেন।' 'যেহেতু আমি ক্ষর—ভূতবর্গের অতীত এবং অক্ষর—কূটস্থ অপেক্ষাও উত্তম, সেই হেতুই আমি লোকে ও বেদে 'পুরুষোত্তম' বলিয়া প্রসিদ্ধ।' [বিষ্ণুপুরাণে আছে—] 'হে মুনে! তিনি (ভগবান্), সর্ব্বভূত-প্রকৃতি—অব্যক্ত ও অব্যক্ত-বিকার (জগৎ) এবং সর্ব্বপ্রকার গুণ-দোষের অতীত ; তিনি কোনরূপ আবরণে আবৃত নহেন, এবং সর্ব্ব জগতের আত্মাস্বরূপ ; তিনিই ভুবনমধ্যগত সমস্ত বস্তুকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি সমস্ত উৎকৃষ্ট গুণে পরিপূর্ণ, স্বীয় শক্তির অংশমাত্রে এই ভূতবর্গের সৃষ্টি বিধান করিতেছেন। তিনি স্বেচ্ছাক্রমে সুমহৎ দেহ ধারণ করেন, এবং জগতের অশেষপ্রকার কল্যাণ সাধন করেন। মানস তেজঃ, শারীর বল, অণিমাদি ঐশ্বর্য্য, সমুন্নত জ্ঞান, বীর্য্য এবং শক্তি প্রভৃতি গুণনিচয়ের তিনিই একমাত্র আশ্রয়, এবং পর—ব্রহ্মাদি অপেক্ষাও পর বা উৎকৃষ্ট। সেই সর্ব্বেশ্বরে ক্লেশাদি (§) কোন দোষ বিদ্যমান নাই। তিনিই ঈশ্বর, ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপে এবং ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপে অবস্থিত, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি এবং 'পরমেশ্বর' নামে অভিহিত হন। যাঁহার প্রভাবে লোকে জ্ঞান লাভ করে, তিনি স্বভাবতঃ নির্দ্দোষ, বিশুদ্ধ, মহৎ, নির্ম্মল ও একরূপ। তিনি দৃষ্ট হন,

(*) পুনর্ব্যতীতঃ, ইতি (গ) পাঠঃ। (†) ভূতবর্গঃ' ইতি পাঠঃ।

(‡) ব্যক্তস্বরূপোঽপ্রকট' ইতি (খ, গ,) পাঠঃ।

(§) তাৎপর্য্য, ক্লেশের কথা পাতঞ্জল-দর্শনে এইরূপ লিখিত আছে,—"অবিদ্যাস্মিতা-রাগ-দ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ।" অর্থাৎ ক্লেশ পাঁচপ্রকার, অবিদ্যা, অস্মিতা রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। তন্মধ্যে, অনাত্ম দেহাদিতে যে, আত্মবুদ্ধি, তাহার নাম অবিদ্যা। বুদ্ধি ও আত্মার যে, অবিবেক, যাহার ফলে 'আমি সুখী, দুঃখী' ইত্যাদি প্রতীতি জন্মে, তাহার নাম অস্মিতা। সুখ ও সুখের উপায়ে যে ইচ্ছা, তাহার নাম রাগ। দুঃখ ও দুঃখ-সাধন বিষয়ে যে, অপ্রিয়ভাব, তাহার নাম দ্বেষ। দেহাদি-নাশের শঙ্কায় যে ত্রাস, তাহার নাম অভিনিবেশ। উল্লিখিত এই পাঁচটীই জীবের দুঃখের কারণ বলিয়া 'ক্লেশ' সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে।

সংদৃশ্যতে বাপ্যধিগম্যতে বা, তজ্জ্ঞানমজ্ঞানমতোঽন্যদুক্তম্ ॥”

[বিষ্ণুপু০,৬ অং০, ৫ অঃ, ৮৩-৮৭]

“শুদ্ধে মহাবিভূত্যাখ্যে পরে ব্রহ্মণি শব্দ্যতে ।

মৈত্রেয় ! ভগবচ্ছব্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণে ॥

সম্ভর্ত্তেতি তথা ভর্ত্তা ভকারোঽর্থদ্বয়ান্বিতঃ ।

নেতা গময়িতা স্রষ্টা গকারার্থস্তথা মুনে ॥

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ ।

জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব যণ্ণাং ভগ ইতীরণা ॥

বসন্তি তত্র ভূতানি ভূতাত্মন্যখিলাত্মনি ।

স চ ভূতেষশেষেষু বকারার্থস্ততোঽব্যয়ঃ ॥ [বিষ্ণুপু০, ৬। ৫। ৭২-৭৫]

“জ্ঞান-শক্তি-বলৈশ্বর্য্য-বীর্য্য-তেজাংস্যশেষতঃ ।

ভগবচ্ছব্দ-বাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ ॥” [বিষ্ণুপু০, ৬। ৫। ৭৯]

“এবমেষ মহাশব্দো মৈত্রেয় ! ভগবানিতি ।

পরমব্রহ্মভূতস্য বাসুদেবস্য নান্যগঃ ॥

অথবা প্রতীতিগম্য হন, অর্থাৎ জ্ঞানীর নিকট অনুভূত হন, আর অজ্ঞের নিকট কেবল প্রতীতির বিষয় হন মাত্র ; এবংবিধ জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান, তদ্ভিন্ন আর সমস্তই অজ্ঞান বলিয়া অভিহিত হইয়াছে ।

‘হে মৈত্রেয় ! সর্ব্বকারণ-কারণ, শুদ্ধ, মহাবিভূতিশব্দোক্ত পরব্রহ্মে ‘ভগবৎ’-শব্দ প্রযুক্ত হয় । হে মুনে ! ‘ভ’কারের দুই অর্থ—সংভর্ত্তা (সাশনকর্ত্তা) ও ভর্ত্তা (ধারণ-কর্ত্তা) । ‘গ’কারের অর্থ—নেতা ও প্রাপক । সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্য (*), বীর্য্য (শক্তি), যশঃ (গুণ), শ্রী (ভাগ্য-সম্পৎ), জ্ঞান ও বৈরাগ্য, এই ছয়টীর নাম ‘ভগ’ । তিনি সর্ব্বভূতের আত্মা ও সর্ব্বাত্মক, তাঁহাতে সমস্ত ভূত অবস্থান করে, এবং তিনিও সমস্ত ভূতে অবস্থান করেন । ‘ব’-কারের অর্থ—অব্যয় (নির্ব্বিকার) । অতএব, হেয় (নিকৃষ্ট) গুণবর্জ্জিত, সম্পূর্ণ জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও তেজঃ, এই কয়টী ‘ভগবৎ’-শব্দের অর্থ । হে মৈত্রেয় ! উক্তপ্রকার এই অত্যুত্তম ‘ভগবান্’-শব্দে পর ব্রহ্ম বাসুদেব ভিন্ন অন্য কাহাকেও বুঝায় না ।

(*) তাৎপর্য্য, এখানে ‘ঐশ্বর্য্য’ অর্থে অষ্ট সিদ্ধি বুঝিতে হইবে । অষ্ট ঐশ্বর্য্য এইরূপ,—অণিমা লঘিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা । ঈশিত্বং চ বশিত্বং চ যত্র কামাবসায়িতা ॥” তন্মধ্যে, অণিমা—পরমাণুর মত সূক্ষ্মতা-লাভের শক্তি । লঘিমা—তুলার ন্যায় হাল্কা হইবার ক্ষমতা । প্রাপ্তি—ভূমিতে থাকিয়াও হস্তে চন্দ্র স্পর্শ করিবার ক্ষমতা । প্রাকাম্য— কুত্রাপি ইচ্ছার ব্যাঘাত না হওয়া । মহিমা—মহৎ পরিমাণ লাভের শক্তি । ঈশিত্ব—শাসন ক্ষমতা । বশিত্ব—সকলকে বশীভূত রাখিবার শক্তি । কামাবশায়িতা—বিনা বাধায় ইচ্ছামত কার্য্য করিবার ক্ষমতা । অপরে তপোবলে উক্ত ঐশ্বর্য্য সকল যথাসম্ভব লাভ করিতে পারে. কিন্তু ভগবানের ঐসকল ঐশ্বর্য্য নিত্যই সিদ্ধ আছে ॥

তত্র পূজ্যপদার্থোক্তি-পরিভাষাসমন্বিতঃ।
শব্দোঽয়ং নোপচারেণ, ত্বন্যত্র হ্যুপচারতঃ॥" [বিষ্ণুপু০, ৬। ৫। ৭৬-৭৭]
"সমস্তাঃ শক্তয়শ্চৈতা নৃপ! যত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ॥
তদ্বিশ্বরূপ-বৈরূপ্যং রূপমন্যদ্ হরের্মহৎ।
সমস্তশক্তিরূপাণি তৎ করোতি জনেশ্বর॥
দেব-তির্য্যঙ্মনুষ্যাখ্যা-চেষ্টাবন্তি (*) স্বলীলয়া।
জগতামুপকারায় ন সা কর্ম্ম-নিমিত্তজা॥
চেষ্টা তস্যাপ্রমেয়স্য ব্যাপিন্যব্যাহতাত্মিকা।" [বিষ্ণুপু০, ৬। ৭। ৬৯-৭২]
"এবংপ্রকারমমলং নিত্যং ব্যাপকমক্ষয়ম্।
সমস্ত-হেয়রহিতং বিষ্ণ্বাখ্যং পরমং পদম্।" [বিষ্ণুপু০, ১। ২২। ৫১]
"পরঃ পরাণাং পরমঃ পরমাত্মাত্মসংস্থিতঃ।
রূপ-বর্ণাদিনির্দ্দেশ-বিশেষণবিবর্জ্জিতঃ॥
অপক্ষয়-বিনাশাভ্যাং পরিণামর্দ্ধি-জন্মভিঃ।
বর্জ্জিতঃ, শক্যতে বক্তুং যঃ সদাস্তীতি কেবলম্॥
সর্ব্বত্রাসৌ সমস্তঞ্চ বসত্যত্রেতি বৈ যতঃ।
ততঃ স বাসুদেবেতি বিদ্বদ্ভিঃ পরিপঠ্যতে॥

পূজ্যার্থ-বোধনে পরিভাষিত (সংকেতিত) এই 'ভগবৎ'-শব্দ তাঁহাতেই (বাসুদেবেই) নিরুপচার বা মুখ্যভাবে প্রযুক্ত হয়, কিন্তু অন্যত্র (তদ্ভিন্ন পদার্থে) গৌণরূপে প্রযুক্ত হয়। হে নৃপ! পূর্ব্বোক্ত শক্তি সমূহ যাহাতে প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাই হরির জগদ্বিলক্ষণ—অপ্রাকৃত মহৎ রূপ। হে জননাথ! তিনিই স্বীয় লীলাপ্রভাবে সমস্ত শক্তিকে দেব, তির্য্যক্ ও মনুষ্যাদি রূপে নির্ম্মাণ করিতে চেষ্টা করেন। জগতের উপকারার্থ সেই অপ্রমেয় ভগবানের যে চেষ্টা হয়, তাহা কোন কর্ম্ম রূপ নিমিত্ত হইতে হয় না, উহা অযত্নসম্ভূত, এবং ব্যাপক ও অব্যাহত।' 'বিষ্ণুনামক যে পরম পদ (গন্তব্য স্থান), তাহা এই প্রকার নির্ম্মল, নিত্য, ব্যাপী, অক্ষয় ও সর্ব্বপ্রকার হেয়-গুণ-বর্জ্জিত।' 'উত্তম ব্রহ্মাদি অপেক্ষাও অত্যুত্তম, স্বপ্রতিষ্ঠ, রূপ-বর্ণাদি বিশেষগুণ বর্জ্জিত পরমাত্মা, ক্ষয়, নাশ, পরিণাম, বৃদ্ধি ও জন্মরহিত। তিনি এক মাত্র 'অস্তি' (সৎ) শব্দে অভিহিত হইবার যোগ্য। যেহেতু তিনি সর্ব্বত্র আছেন, এবং সমস্ত বস্তুও তাঁহাতে বাস করে, সেই হেতু পণ্ডিতগণ তাঁহাকে 'বাসুদেব' বলিয়া থাকেন।'

(*) বিষ্ণুপুরাণে তু 'মনুষ্যাদি-চেষ্টাবন্তি' ইতি পাঠো দৃশ্যতে।

তদ্ (*) ব্রহ্ম পরমং নিত্যমজমক্ষর (†) মব্যয়ম্।
একস্বরূপঞ্চ সদা হেয়াভাবাচ্চ নির্ম্মলম্ ॥
তদেব সর্ব্বমেবৈতদ্ ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপবৎ।
তথা পুরুষরূপেণ কালরূপেণ চ স্থিতম্ ॥" [বিষ্ণুপু০, ১। ২। ১০-১৪]

"প্রকৃতির্যা ময়াখ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।
পুরুষশ্চাপ্যুভাবেতৌ লীয়েতে পরমাত্মনি ॥
পরমাত্মা চ সর্ব্বেষামাধারঃ পরমেশ্বরঃ।
বিষ্ণুনামা (‡) স বেদেষু বেদান্তেষু চ গীয়তে ॥" [বিষ্ণুপু০,৬।৪। ৩৮-৩৯]

"দ্বে রূপে ব্রহ্মণস্তস্য মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তমেব চ।
ক্ষরাক্ষরস্বরূপে তে সর্ব্বভূতেষু চ স্থিতে ॥
অক্ষরং তৎ পরং ব্রহ্ম, ক্ষরং সর্ব্বমিদং জগৎ।
একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা ॥
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ।" [বিষ্ণুপু০, ১। ২২। ৫৩-৫৫]

"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥
যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা।
সংসার-তাপানখিলানবাপ্নোত্যতিসন্ততান্ ॥

'তিনই পরব্রহ্মস্বরূপ, নিত্য, জন্মহীন, অক্ষর (নির্ব্বিকার), অব্যয়, সর্ব্বদা একাকার এবং হেয় গুণ-রাহিত্যবশতঃ নির্ম্মল। তিনিই স্থূল-সূক্ষ্ম-স্বরূপ, এবং পুরুষরূপে ও কালরূপে তিনিই অবস্থান করেন।'

'আমি যে, ব্যক্ত ও অব্যক্ত রূপ প্রকৃতি ও পুরুষের কথা বলিয়াছি; তাহারা উভয়েই পরমাত্মায় বিলয় প্রাপ্ত হয়। পরমাত্মাই সর্ব্বাধার ও পরমেশ্বর, এবং তিনিই বেদ ও বেদান্তে বিষ্ণুনামে বর্ণিত হন'। 'সেই ব্রহ্মের রূপ দ্বিবিধ—মূর্ত্ত (স্থূল) ও অমূর্ত্ত (সূক্ষ্ম)। সেই রূপ দুইটী যথাক্রমে ক্ষর ও অক্ষর সংজ্ঞায় অভিহিত এবং সর্ব্বভূতে অবস্থিত আছে। তন্মধ্যে, সেই পর ব্রহ্ম 'অক্ষর,' আর সমস্ত জগৎ 'ক্ষর' বলিয়া কথিত। এক স্থানে স্থিত অগ্নির জ্যোৎস্না যেরূপ বিস্তারশীল, পর ব্রহ্মের শক্তিও সেইরূপ সমস্ত জগদাকারে বিস্তৃত হইয়া আছে।' বিষ্ণু-শক্তিই পরাশক্তি, আর ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব) অপরা শক্তি, এবং কর্ম্ম-প্রবর্ত্তিকা অবিদ্যা তাঁহার তৃতীয় শক্তি বলিয়া কথিত। হে রাজন্! ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি (জীব-শক্তি) স্বভাবতঃ সর্ব্বগামিনী

(* 'সদ্ ব্রহ্ম' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) 'অক্ষয়ম্' ইতি (খ) পাঠঃ। ‡ মূলে তু 'বিষ্ণুর্নাম্না' ইতি পাঠঃ।

তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে॥” [বিষ্ণুপু০, ৬। ৭। ৬১-৬৩
“প্রধানঞ্চ পুমাংশ্চৈব সর্ব্বভূতাত্মভূতয়া।
বিষ্ণুশক্ত্যা মহাবুদ্ধে বৃতৌ সংশ্রয়ধর্ম্মিণৌ॥
তয়োঃ সৈব পৃথগ্‌ভাব-কারণং সংশ্রয়স্য চ।
যথা সক্তো জলে বাতো বিভর্ত্তি কণিকাশতম্।
শক্তিঃ সাপি তথা বিষ্ণোঃ প্রধানপুরুষাত্মনঃ॥” বিষ্ণুপু০, ২।৭।২৯-৩১]
“তদেতদক্ষয়ং নিত্যং জগন্মুনিবরাখিলম্।
আবির্ভাব-তিরোভাব-জন্মনাশবিকল্পবৎ॥” বিষ্ণুপু০, ।২২।৫৮]

ইত্যাদিনা পরং ব্রহ্ম স্বভাবত এব নিরস্তনিখিলদোষগন্ধং সমস্তকল্যাণ-গুণাত্মকং জগদুৎপত্তি স্থিতি-সংহারান্তঃপ্রবেশ-নিয়মনাদিলীলং প্রতিপাদ্য কৃৎস্নস্য চিদচিদ্বস্তুনঃ সর্ব্বাবস্থাবস্থিতস্য পারমার্থিকস্যৈব পরস্য ব্রহ্মণঃ শরীরতয়া রূপত্বম্, শরীররূপ-তন্বংশ-শক্তি-বিভূত্যাদিশব্দৈস্তত্তচ্ছব্দসামানা-

---

হইয়াও যে অবিদ্যাময় কর্ম্মবশে বেষ্টিতা, অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন ভাব প্রাপ্ত হইয়া চির নিরন্তর সর্ব্বপ্রকার সংসার-সন্তাপ ভোগ করে; হে ভূপাল! ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি সেই অবিদ্যাবশেই আবৃত হইয়া জ্ঞানের তারতম্যানুসারে সর্ব্বভূতে অবস্থান করে।’ ‘হে মহামতে! প্রধান (প্রকৃতি) ও পুরুষ, উভয়েই সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপা বিষ্ণু-শক্তি দ্বারা সমাবৃত হয়। সেই বিষ্ণু-শক্তির প্রভাবেই উভয়ে সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া পরস্পর পার্থক্য লাভ করে এবং তাহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। বায়ু যেরূপ জল সম্পর্ক বশত শতশত জল-কণা বহন করে, অর্থাৎ কণারূপে জলকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেয়, তদ্রূপ সেই বিষ্ণু-শক্তিও প্রধান, পুরুষ এবং তদুভয়ের আশ্রয়ীভূত পধান-পুরুষাত্মক বিষ্ণুর পৃথগ্‌ভাব সমুৎপাদন করে।’ হে মুনিবর। এই সমস্ত জগৎ ক্ষয় রহিত—নিত্য; কেবল আবির্ভাব (অভিব্যক্তি) ও তিরোভাব রূপ (অপ্রকাশরূপ) জন্ম ও নাশ সম্পন্ন। অর্থাৎ জগৎ বাস্তবিকই নিত্য, সময়ে যে, তাহার আবির্ভাব হয়, তাহাকে জন্ম, আর সময়ে যে, তিরোভাব বা অন্তর্হিত হয়, তাহাকেই বিনাশ বলিয়া কল্পনা করা হয় মাত্র।’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা প্রথমেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, পর ব্রহ্ম স্বভাবতই নিত্য-নির্দ্দোষ, সর্ব্বপ্রকার কল্যাণময় গুণ-সম্পন্ন, এবং লীলাক্রমে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, সংহার ও অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক সর্ব্বভূতের সংযমন করেন। তাহার পর, যে-কোন অবস্থায়ই থাকুক, চিৎ-জড়াত্মক সমস্ত বস্তুই সত্য এবং পর ব্রহ্মের শরীর, এই কথাটী শরীর, রূপ, তনু, অংশ ও বিভূতি শব্দে এবং “তদেব সর্ব্বমেবৈতৎ” এই

ধিকরণ্যেন চাভিধায় তদ্বিভূতিভূতস্য চিদ্বস্তুনঃ স্বরূপেণাবস্থিতিমচিন্মিশ্রতয়া ক্ষেত্রজ্ঞরূপেণ স্থিতিং চোক্ত্বা, ক্ষেত্রজ্ঞাবস্থায়াং পুণ্য-পাপাত্মককর্ম্মরূপা-বিদ্যাবেষ্টিতত্বেন স্বাভাবিক-জ্ঞানরূপত্বাননুসন্ধানম্ (*) অচিদ্রূপার্থাকার-তয়ানুসন্ধানঞ্চ প্রতিপাদিতমিতি পরং ব্রহ্ম সবিশেষম্; তদ্বিভূতিভূতং জগদপি পারমার্থিকমেবেতি জ্ঞায়তে ॥ ৮৫ ॥

"প্রত্যস্তমিতভেদম্" ইত্যত্র দেব-মনুষ্যাদিপ্রকৃতি-পরিণামবিশেষ-সংসৃষ্টস্যাপ্যাত্মনঃ স্বরূপং তদ্গতভেদরহিতত্বেন তদ্ভেদবাচি-দেবাদিশব্দা-গোচরং জ্ঞানসত্তৈকলক্ষণং স্বসংবেদ্যং যোগযুঞ্জানসো ন (†) গোচরইত্যুচ্যত-ইতি; অনেন ন প্রপঞ্চাপলাপঃ। কথমিদমবগম্যতে ইতি চেৎ? (‡) তদুচ্যতে,—অস্মিন্ প্রকরণে সংসারৈকভেষজতয়া যোগমভিধায় যোগাবয়বান্ প্রত্যাহারপর্য্যন্তাংশ্চাভিধায় (§) ধারণাসিদ্ধ্যর্থং শুভাশ্রয়ং বক্তুং পরস্য

'তৎ'-পদের সামানাধিকরণ্য অভেদ বিশেষণ-বিশেষ্যভাবে উত্তমরূপে বলা হইয়াছে। অনন্তর, ব্রহ্ম বিভূতি চিৎস্বরূপে অবস্থিত হন, এবং জড়সম্পর্ক বশতঃ ক্ষেত্রজ্ঞরূপে অবস্থান করেন; অনন্তর, ক্ষেত্রজ্ঞাবস্থায় পুণ্য-পাপময় কর্ম্মরূপ যে অবিদ্যা, তদধিষ্ঠিতরূপে অবস্থান করেন; তখন স্বভাবসিদ্ধ স্বীয় জ্ঞানরূপটী ভুলিয়া যান, এবং নিজেকে অচিৎ—জড় বস্তু বলিয়া মনে করেন। ইহা হইতে জানা যায় যে, পর ব্রহ্ম সবিশেষ ভিন্ন (নির্ব্বিশেষ নহে) এবং তদীয় বিভূতি-বিশেষ জড় জগৎও পারমার্থিক বা সত্য, (কখনও মিথ্যা নহে)।

৮৬। পূর্ব্বোক্ত "প্রত্যস্তমিতভেদম্" (যাহাতে কোনরূপ ভেদ নাই,) বাক্যেও বুঝিতে হইবে যে, আত্মা যদিও প্রকৃতি-পরিণাম দেবতা ও মনুষ্যাদির সহিত সম্বন্ধ আছেন সত্য, তথাপি তাহার স্বরূপটী সেই সকল ভেদ সম্বন্ধ রহিত, সুতরাং ভেদ-বোধক দেবতাপ্রভৃতি শব্দের অবাচ্য, অর্থাৎ দেবতা-বাচক কোন শব্দে তাঁহাকে বুঝায় না। তিনি কেবল জ্ঞান ও সত্তা-স্বরূপ, আত্ম-বেদ্য (তিনিই তাঁহাকে জানেন) এবং যোগি-বুদ্ধিরও অগম্য। 'প্রত্যস্তমিত' কথায় এই অভিপ্রায়ই উক্ত হইয়াছে; সুতরাং এ কথায়ই জগৎ-প্রপঞ্চের অপলাপ বা অসত্যতা প্রতিপন্ন হয় কিরূপে? যদি বল, এই ভাবটী কিসে জানা গেল? তাহা বলিতেছি,—এই প্রকরণে প্রথমতঃ যোগানুষ্ঠানকে সংসার-ব্যাধির একমাত্র ঔষধ বলিয়া এবং 'প্রত্যাহার'

(*) অচিদ্রূপ-তদর্থা' ইতি (গ) পাঠঃ।
(†) অগোচরম্' ইতি (গ) পাঠঃ।
(‡) ইতি। তদুচ্যতে' ইতি (ক) পাঠঃ।
(§) উক্ত্বা' ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ।

ব্রহ্মণো বিষ্ণোঃ শক্তিশব্দাভিধেয়ং রূপদ্বয়ং মূর্ত্তামূর্ত্তবিভাগেন প্রতিপাদ্য, তৃতীয়শক্তিরূপ-কর্ম্মাখ্যাবিদ্যাবেষ্টিতমচিদ্বিশিষ্টং ক্ষেত্রজ্ঞং মূর্ত্তাখ্যবিভাগং(*) ভাবনাত্রয়ান্বয়াদশুভমিত্যুক্ত্বা, দ্বিতীয়স্য কর্ম্মাখ্যাবিদ্যাবিরহিণোঽচিদ্বিযুক্তস্য জ্ঞানৈকাকারস্যামূর্ত্তাখ্যবিভাগস্য নিষ্পন্নযোগি-ধ্যেয়তয়া যোগযুঞ্জানস্যাঽনালম্বনতয়া স্বতঃ শুদ্ধিবিরহাচ্চ শুভাশ্রয়ত্বং প্রতিষিধ্য, পরশক্তিরূপমিদমমূর্ত্তমপরশক্তিরূপং ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যং মূর্ত্তঞ্চ, পরশক্তিরূপস্যাত্মনঃ ক্ষেত্রজ্ঞতাপত্তিহেতুভূত-তৃতীয়শক্ত্যাখ্যকর্ম্মরূপাবিদ্যা চেত্যেতচ্ছক্তিত্রয়াশ্রয়ং ভগবদসাধারণম্ "আদিত্যবর্ণম্" ইত্যাদিবেদান্তসিদ্ধং মূর্ত্তং স্বরূপং শুভাশ্রয়-ইত্যুক্তম্ ॥

পর্য্যন্ত যে সকল যোগাবয়ব আছে, (†) তৎসমস্তের উল্লেখ করিয়া 'ধারণা-সিদ্ধির' উত্তম আশ্রয় নির্দ্দেশাভিপ্রায়ে পর-ব্রহ্ম—বিষ্ণুর শক্তিস্বরূপ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত রূপদ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার পর, পরব্রহ্মের তৃতীয় শক্তি—কর্ম্মাত্মক অবিদ্যা-সংযুক্ত যে ক্ষেত্রজ্ঞনামক মূর্ত্ত ভাগ, তাহাতে [ধ্যান, ধারণা ও সমাধি এই] ত্রিবিধ ভাবনায় অশুভ হয় বলিয়া,—কর্ম্মময় অবিদ্যারহিত, এবং জড়বিযুক্ত, শুদ্ধজ্ঞানৈকরূপ যে, দ্বিতীয় শক্তি অমূর্ত্ত বিভাগ, তাহাও কেবল যোগ-সিদ্ধ পুরুষেরই ধ্যেয়; সুতরাং যোগযুক্ অর্থাৎ প্রাথমিক যোগীর বা যোগাভ্যাসীর চিত্ত তাহা গ্রহণ করিতে পারে না। এই কারণে তাদৃশ যোগীর পক্ষে উহাও শুভ হয় না, এই কথা বলিয়া পরিশেষে পরমাত্মার পরা শক্তিরূপ যে অমূর্ত্ত ভাগ, অপরা শক্তিরূপ যে, মূর্ত্ত—ক্ষেত্রজ্ঞ ভাগ এবং পরমাত্মারই ক্ষেত্রজ্ঞত্ব প্রাপ্তির হেতুভূত যে, তৃতীয় শক্তি—কর্ম্মাত্মক অবিদ্যা, এই ত্রিবিধ শক্তির আশ্রয় এবং 'আদিত্যবর্ণ' ইত্যাদি বেদান্ত-বাক্যে প্রতিপাদিত যে, ভগবানের মূর্ত্তাত্মক (আকৃতিসম্পন্ন) রূপ, তাহাকেই পূর্ব্বোক্ত 'ধারণার' উৎকৃষ্ট আশ্রয় বা বিষয় বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন ॥

(*) কর্মভাবনা জনকাদীনাং, ব্রহ্মভাবনা সনকাদীনাম্, উভয়ভাবনা চতুর্মুখস্য' ইত্যধিকঃ পাঠঃ (খ) চিহ্নিত পুস্তকে দৃশ্যতে।

(†) তাৎপর্য্য, পতঞ্জলি মুনি, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই আট প্রকার যোগাঙ্গের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "যম-নিয়মাসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি"। (যোগ-সূত্র।২।২৯)। তন্মধ্যে, যম—অহিংসা, সত্য-নিষ্ঠা, অস্তেয়—চুরি না করা, ব্রহ্মচর্য্য (ইন্দ্রিয়-সংযম) ও পরদ্রব্য গ্রহণ না করা। নিয়ম—বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচ, সন্তোষ (প্রসন্নতা), তপস্যা, ইষ্টমন্ত্রজপ ও ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ, ঈশ্বরে প্রণিধান, অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্ম ও কর্ম্মফল তাঁহাতে সমর্পণ করা। আসন—অনুদ্বেগকর ও সুখাবহ অবস্থান। প্রাণায়াম,—প্রাণবায়ুর নিগ্রহোপায়—পূরক, কুম্ভক ও রেচক। প্রত্যাহার—বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত ইন্দ্রিয় সমূহের অন্তর্মুখীকরণ। ধারণা—বিষয়-বিশেষে চিত্তস্থাপন। ধ্যান—একাকার জ্ঞানপ্রবাহ। সমাধি—চিত্তের একাগ্রতা বা তন্ময়তা। ইহাদের মধ্যে, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই তিনটী অঙ্গ একই বিষয়ে সম্পাদিত হইলে তাহাকে 'সংযম' বলে।

অত্র পরিশুদ্ধাত্মস্বরূপস্য শুভাশ্রয়তানর্হতাং বক্তুং "প্রত্যস্তমিতভেদং যদ্"ইত্যাদ্যুচ্যতে। তথাহি,—

"ন তদ্যোগযুজা শক্যং নৃপ চিন্তয়িতুং যতঃ ॥
দ্বিতীয়ং বিষ্ণুসংজ্ঞস্য যোগিধ্যেয়ং পরং পদম্ ॥
সমস্তাঃ শক্তয়শ্চৈতা নৃপ যত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ।
তদ্বিশ্বরূপবৈরূপ্যং রূপমন্যদ্ হরের্মহৎ ॥"

[বিষ্ণু পু০, ৬।৭।৫৫, ৬৯-৭০] ইতি চ বদতি (*) ॥

তথা চতুর্মুখ-সনকাদীনাং জগদন্তরবর্ত্তিনামবিদ্যাবেষ্টিতত্বেন শুভাশ্রয়ানর্হতামুক্ত্বা, বদ্ধানামেব পশ্চাদ্যোগেনোদ্ভূতবোধানাং স্বস্বরূপমাপন্নানাঞ্চ স্বতঃ শুদ্ধিবিরহাৎ (†) ভগবতা শৌনকেন শুভাশ্রয়তা নিষিদ্ধা ॥

"আব্রহ্ম-স্তম্বপর্য্যন্তা জগদন্তর্ব্যবস্থিতাঃ।
প্রাণিনঃ কর্মজনিত-সংসারবশবর্ত্তিনঃ (‡) ॥
যতস্ততো ন তে ধ্যানে ধ্যানিনামুপকারকাঃ।
অবিদ্যান্তর্গতাঃ সর্বে তে হি সংসারগোচরাঃ ॥

আত্মার নির্ব্বিশেষ বিশুদ্ধ স্বরূপটী যে, ধারণার পক্ষে উত্তম আশ্রয় নহে, তাহাই "প্রত্যস্তমিতভেদং যৎ", অর্থাৎ যাহাতে কোনপ্রকার ভেদ নাই, ইত্যাদি বাক্যে কথিত হইয়াছে। দেখ, বিষ্ণুপুরাণেও কথিত আছে যে,—'হে নৃপ! বিষ্ণুর দ্বিতীয় পদ অর্থাৎ অমূর্ত্ত রূপটী যোগযুক্ (প্রাথমিক) যোগী ব্যক্তি চিন্তা করিতে পারে না। কারণ, ঐ পরম পদটী একমাত্র সিদ্ধি-প্রাপ্ত যোগিগণেরই ধ্যানের বিষয় হয়। বিষ্ণুর বিশ্বরূপ ভিন্ন আরও একটী বিচিত্র রূপ আছে, যাহাতে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত শক্তি অবস্থিত আছে।' আরও আছে যে, 'লোকান্তরে অবস্থিত চতুর্ম্মুখ (ব্রহ্মা) ও সনক প্রভৃতি মহাপুরুষগণও অবিদ্যা-সম্পন্ন, সুতরাং তাঁহারাও ধ্যানের উত্তম বিষয় হইতে পারেন না, এবং যাহারা প্রথমে সংসারাবদ্ধ থাকিয়া পশ্চাৎ যোগ-বলে তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিয়া স্বীয় পরমরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন; তাহাদের শুদ্ধি বা নির্দ্দোষতাও স্বাভাবিক নহে—যোগলব্ধ; এই কারণে তাহাদিগকেও ধ্যানের অশুভ আশ্রয় বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত যে সকল প্রাণী সংসারে বাস করিতেছে, তাহারা সকলেই কর্ম্মফলে সংসারের বশবর্ত্তী—সাংসারিক ও অবিদ্যা-সমাচ্ছন্ন; এই কারণে তাহারা আরাধিত হইলেও ধ্যাতাগণের অভিপ্রেত উপকার করিতে পারে না। আর যাহারা প্রথমতঃ সংসার-বদ্ধ

(*) ইতি' (খ, গ) পাঠঃ।

(†) সিদ্ধিবিরহাৎ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) কর্ম্মজনিতাঃ' ইতি (ঙ) পাঠঃ।

পশ্চাদুদ্‌ভূতবোধাশ্চ ধ্যানেনৈবোপকারকাঃ।
নৈসর্গিকো ন বৈ বোধস্তেষামপ্যন্যতো যতঃ ॥
তস্মাৎ তদমলং ব্রহ্ম নিসর্গাদেব বোধবৎ।"

[ভবিষ্য পু০, বিষ্ণুধর্ম্ম, ১০৪ অ০, ২৩২৬]।

ইত্যাদিনা পরস্য ব্রহ্মণো বিষ্ণোঃ স্বরূপং স্বাসাধারণমেব শুভাশ্রয়-ইত্যুক্তম্। অতোঽত্র ন ভেদাপলাপঃ প্রতীয়তে ॥ ৮৬ ॥

"জ্ঞানস্বরূপম্"ইত্যত্রাপি জ্ঞানব্যতিরিক্তার্থজাতস্য কৃৎস্নস্য ন মিথ্যাত্বং প্রতিপাদ্যতে, জ্ঞানস্বরূপস্যাত্মনো দেবমনুষ্যাদ্যর্থাকারেণাবভাসো ভ্রান্তি-রিত্যেতাবন্মাত্রবচনাৎ। ন হি শুক্তিকায়া মিথ্যারজততয়াবভাসো ভ্রান্তিরিত্যুক্তে, জগতি কৃৎস্নং রজতজাতং মিথ্যা ভবতি। জগদ্‌ব্রহ্মণোঃ সামানাধিকরণ্যেনৈক্যপ্রতীতের্ব্রহ্মণো জ্ঞানস্বরূপস্যার্থাকারতা ভ্রান্তিরি-ত্যুক্তে সতি, অর্থজাতস্য কৃৎস্নস্য মিথ্যাত্বমুক্তং স্যাদিতি চেৎ ; তদসৎ, (‡) অস্মিন্ শাস্ত্রে পরস্য ব্রহ্মণো বিষ্ণোর্নিরস্তাজ্ঞানাদিনিখিলদোষগন্ধস্য সমস্ত-কল্যাণগুণাত্মকস্য মহাবিভূতেঃ প্রতিপন্নতয়া তস্য ভ্রান্তিদর্শনাসম্ভবাৎ।

থাকিয়া শেষে ধ্যান-যোগ দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহারাও ধ্যানকারীর উপকার করিতে সমর্থ হন না ; কারণ, তাঁহাদের বোধশক্তি স্বতঃসিদ্ধ নহে,—অন্যের আরাধনা-লব্ধ। অতএব, স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান-সম্পন্ন, বিমল ব্রহ্মই একমাত্র ধ্যেয়।' ইত্যাদি বাক্যে মহর্ষি শৌনকও অপর-ব্রহ্ম বিষ্ণুর রূপটীকে উপাসক দিগের শুভাশ্রয়—অনুপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; সুতরাং উক্ত বাক্যে ভেদের অপলাপ বা অস্বীকার করা যাইতে পারে না ॥

৮৭। আর তাঁহাকে 'জ্ঞানস্বরূপ' বলা হইয়াছে, বলিয়াই যে, জ্ঞানাতিরিক্ত সমস্ত বস্তুরই মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইতেছে, তাহাও নহে। কেন না, সে-স্থানে এইমাত্র বলা হইয়াছে যে, জ্ঞানময় আত্মাকেই যে, দেবতা-মনুষ্য প্রভৃতি বলিয়া মনে করা, তাহা কেবলই ভ্রান্তি, কিন্তু, জ্ঞানাতিরিক্ত বস্তু মাত্রেরই মিথ্যাত্ব বলা হয় নাই। শুক্তিকাতে যে, রজতের প্রতীতি হয়, তাহা ভ্রান্তি-কল্পিত বা মিথ্যা ; এই কারণে জগতের সমস্ত রজতই ত মিথ্যা হইয়া যায় না। যদি বল, শ্রুতিতে জগৎ ও ব্রহ্মের সামানাধিকরণ্য বা বিশেষণ-বিশেষ্যভাব থাকায় উভয়ের ঐক্য বা অভেদ প্রতীতি হইলেও বস্তুতঃ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের যে, জড় জগৎ-আকারে প্রতীতি, তাহা ভ্রম মাত্র ; এই কথার ফলেই সমস্ত জগতের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইবে ; না—এ কথাও সঙ্গত হয় না। কারণ, এই শাস্ত্রেও অজ্ঞানাদি সর্ব্বদোষ-শূন্য, সর্ব্বপ্রকার কল্যাণময় গুণ-সম্পন্ন, মহাশক্তি পর-ব্রহ্ম—বিষ্ণুর সর্ব্বাতিশায়িনী

---

‡ চেৎ, ন'ইতি (খ) পাঠঃ।

সামানাধিকরণ্যেনৈক্যপ্রতিপাদনঞ্চ বাধাসহমবিরুদ্ধং চ, ইত্যেতদনন্তর-মেবোপপাদয়িষ্যতে। অতোঽয়মপি শ্লোকো নার্থস্বরূপস্য বাধকঃ। তথাহি,—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে; যেন জাতানি জীবন্তি; যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি; তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ ব্রহ্ম" [তৈত্তি০, উ০, ভৃগু০, ১] ইতি জগজ্জন্মাদিকারণং ব্রহ্মেত্যবসিতে সতি—

"ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রতরিষ্যতি॥" [মহাভা০, আদিপ০, ১, ২৭৩]

ইতি শাস্ত্রেণাস্যার্থস্যেতিহাস-পুরাণাভ্যামুপবৃংহণং কার্য্যমিতি জ্ঞায়তে। উপবৃংহণং নাম বিদিতসকলবেদ-তদর্থানাং (*) স্বযোগমহিম-সাক্ষাৎ-কৃতবেদতত্ত্বার্থানাং বাক্যৈঃ স্বাবগতবেদবাক্যার্থব্যক্তীকরণম্। সকলশাখানু-গতস্য বাক্যার্থস্যাল্পভাগশ্রবণাদ্ দুরবগমত্বেন তেন বিনা নিশ্চয়াযোগাদুপ-বৃংহণং হি কার্য্যমেব॥

বিভূতি বা মহিমা যখন নিঃসংশয় রূপে প্রতীত হইতেছে, তখন আর ভ্রম-জ্ঞানের সম্ভাবনা কি? অর্থাৎ এই জগৎ মহামহিম ভগবান্ বিষ্ণুরই শক্তি-বিকাশ মাত্র, এইরূপ বুঝিলে জগৎকে মিথ্যা—ভ্রম বলিবার হেতু কি থাকে?

আর পূর্ব্বোদাহৃত শ্রুতিতে যে, সামানাধিকরণ্য বা বিশেষণ-বিশেষ্যভাবে অভেদোক্তি, তাহাও যুক্তিসহ নহে এবং আমাদের মতের বিরুদ্ধও নহে। অব্যবহিত পরেই যুক্তি দ্বারা এই কথার সমর্থন করিব। অতএব, পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মের জ্ঞানস্বরূপত্ব-বোধক শ্লোকটীও জগতের বাধক নহে। দেখ,—'যাহা হইতে সমস্ত ভূত সমুৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়াও যাহা দ্বারা জীবিত থাকে, এবং মৃত্যুর সময়ও যাহাতে প্রবিষ্ট হয়; তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনিই ব্রহ্ম।' এই শ্রুতি দ্বারা নির্ণীত হয় যে, ব্রহ্মই জগতের জন্মাদির (জন্ম, স্থিতি ও লয়ের) একমাত্র কারণ; তাহার পর, 'ইতিহাস ও পুরাণশাস্ত্র দ্বারা বেদার্থ পরিপুষ্ট, অর্থাৎ সংশয়-শূন্য করিবে। অল্পজ্ঞ ব্যক্তি আমাকে উল্লঙ্ঘন করিবে, অর্থাৎ আমার মর্য্যাদা নষ্ট করিবে, ভাবিয়া বেদ তাহার নিকট ভয় পায়।' এই শাস্ত্রানুসারেও জানা যায় যে, ইতিহাস ও পুরাণের সাহায্যে বেদের অর্থ উপবৃংহিত বা সংশয়শূন্য করা আবশ্যক। 'উপবৃংহণ' শব্দের অর্থ এই যে, যাহারা সমস্ত বেদ ও বেদার্থ অবগত হইয়াছেন, এবং যোগবলে নিজেও বেদের তত্ত্বার্থ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; তাহাদের বাক্য-সাহায্যে নিজের অবগত বেদার্থকে অভিব্যক্ত অর্থাৎ নিঃসন্দিগ্ধ বা স্পষ্টার্থ করিয়া লওয়া। বেদের একাংশমাত্র অধ্যয়ন করিয়া অনেকানেক বেদ-শাখার সহিত সম্বদ্ধ বেদবাক্যের অর্থ নির্ণয় করা অসম্ভব, এই কারণে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বেদার্থের 'উপবৃংহণ' অবশ্য কর্ত্তব্য।

(*) বেদতত্ত্বার্থানাম্' ইতি (খ) পাঠঃ।

তত্র পুলস্ত্য-বসিষ্ঠবরপ্রদানলব্ধপরদেবতা-পারমার্থিকজ্ঞানবতো ভগবতঃ পরাশরাৎ স্বাবগতবেদার্থোপবৃংহণমিচ্ছন্ মৈত্রেয়ঃ পরিপপ্রচ্ছ,—

"সোঽহমিচ্ছামি ধর্মজ্ঞ শ্রোতুং ত্বত্তো যথা জগৎ।
বভূব ভূয়শ্চ যথা মহাভাগ ভবিষ্যতি॥
যন্ময়ঞ্চ জগদ্ ব্রহ্মন্ যতশ্চৈতচ্চরাচরম্।
লীনমাসীদ্যথা যত্র লয়মেষ্যতি যত্র চ॥ [বিষ্ণু পু°, ১।১।৪-৫]

ইত্যাদিনা। অত্র ব্রহ্মস্বরূপবিশেষ-তদ্বিভূতিভেদপ্রকার-তদারাধনস্বরূপ-ফলবিশেষাশ্চ পৃষ্টাঃ। ব্রহ্মস্বরূপবিশেষপ্রশ্নেষু "যতশ্চৈতচ্চরাচরম্" ইতি নিমিত্তোপাদানয়োঃ পৃষ্টত্বাৎ, যন্ময়মিত্যনেন সৃষ্টি-স্থিতি লয়কর্মভূতং জগৎ কিমাত্মকমিতি পৃষ্টম্। তস্য চোত্তরম্—"জগচ্চ সঃ" ইতি॥

ইদঞ্চ তাদাত্ম্যমন্তর্য্যামিরূপেণাত্মতয়া ব্যাপ্তিকৃতং, ন তু ব্যাপ্য-ব্যাপকয়োর্বস্ত্বৈক্যকৃতম্। "যন্ময়ম্" ইতি প্রশ্নস্যোত্তরত্বাৎ "জগচ্চ সঃ" ইতি সামানাধিকরণ্যস্য। "যন্ময়ম্" ইতি ময়ট্(*) ন বিকারার্থঃ, পৃথক্প্রশ্ন-বৈয়র্থ্যাৎ।

দেখিতে পাওয়া যায়, মহর্ষি পুলস্ত্য ও বশিষ্ঠের অনুগ্রহপ্রদত্ত বরপ্রভাবে পরমাত্মার প্রকৃত-তত্ত্বজ্ঞ ভগবান্ পরাশরের নিকট নিজের অধীত বেদার্থের উপবৃংহণ বা বিশদীকরণ-মানসে মহাত্মা মৈত্রেয় নিম্নোদ্ধৃত বাক্যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—'হে মহাভাগ, ধর্মজ্ঞ! এই জগৎ যেরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং পরেও যেরূপে থাকিবে; হে ব্রহ্মন্! চরাচরাত্মক এই সমস্ত জগৎ যৎস্বরূপ, যাহা হইতে সমুদ্ভূত ও যেরূপে যাহাতে বিলীন ছিল, এবং পরেও যেখানে বিলয় প্রাপ্ত হইবে, তাহা আপনার নিকট শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, ইত্যাদি। এই প্রকরণেই ব্রহ্মের নানাপ্রকার বিভূতি বা ঐশ্বর্য্যভেদ, আরাধনার প্রণালী এবং তাহার ফলভেদ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে। ব্রহ্মের স্বরূপ-বিষয়ক প্রশ্নে 'যাহা হইতে এই চরাচর উৎপন্ন হয়' এইরূপে নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান কারণ বিষয়ে জিজ্ঞাসা হইয়াছে, এবং 'যন্ময়' কথায় সৃষ্টি-স্থিতি ও লয়ের কর্ম্মভূত এই জগতের স্বরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে এখন, "জগৎ চ সঃ" অর্থাৎ 'তিনিই জগৎস্বরূপ' বলিয়া সেই প্রশ্নেরই উত্তর প্রদত্ত হইল।

এই যে, জগতের তদাত্মক-ভাব, (ব্রহ্মরূপতা,) তাহাও ব্যাপ্য-জগৎ ও ব্যাপকীভূত ব্রহ্মের একত্ব নিবন্ধন নহে; পরন্তু, ব্রহ্ম অন্তর্য্যামিরূপে এই সমস্ত জগতে ওত-প্রোতভাবে অবস্থিত আছেন, এই কারণেই ঐরূপ অভিহিত হইয়াছে। কেন না, "জগচ্চ সঃ," এই অভেদোক্তিতে 'যন্ময়' প্রশ্নেরই উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। 'যন্ময়' শব্দের পরে যে, 'ময়ট্' প্রত্যয় আছে,

---

(*) ময়ড্‌ত্র' ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

নাপি প্রাণময়াদিবৎ স্বার্থিকঃ, "জগচ্চ সঃ" ইত্যুত্তরানুপপত্তেঃ। তদা হি (*) বিষ্ণুরেবেত্যুত্তরমভবিষ্যৎ। অতঃ প্রাচুর্যার্থএব "তৎপ্রকৃতবচনে ময়ট্" [অষ্টা০, ৫।৪।২১] ইতি ময়ট্। কৃৎস্নঞ্চ জগৎ তচ্ছরীরতয়া তৎপ্রচুরমেব, তস্মাদ্ যন্ময়মিত্যস্য প্রতিবচনং "জগচ্চ সঃ" ইতি সামানাধিকরণ্যং জগদ্-ব্রহ্মণোঃ শরীরাত্মভাবনিবন্ধনমিতি নিশ্চীয়তে। অন্যথা নির্বিশেষবস্তু-প্রতিপাদনপরে শাস্ত্রেঽভ্যুপগম্যমানে সর্বাণ্যেতানি প্রশ্নপ্রতিবচনানি ন সংগচ্ছন্তে।

তাহার অর্থ 'বিকার' (রূপান্তর প্রাপ্তি) নহে ; তাহা হইলে পৃথক্ প্রশ্নের আবশ্যক হইত না। আর 'প্রাণ-ময়' প্রভৃতি শব্দের উত্তর যেরূপ স্বার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হয়, সেরূপও নহে, তাহা হইলে "জগৎ চ সঃ" অর্থাৎ তিনি ও জগৎ একপদার্থ, এইরূপ উত্তর প্রদানও সঙ্গত হইত না, বরং স্বার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হইলে প্রত্যুত্তর দানকালে 'জগৎ বিষ্ণুরই স্বরূপ' বলা উচিত ছিল। অতএব, "তৎ-প্রকৃত বচনে ময়ট্" সূত্রানুসারে ময়ট্ প্রত্যয়ের প্রাচুর্য্য অর্থই স্বীকার করিতে হইবে (†)। বস্তুতঃ, সমস্ত জগৎই যখন তাঁহার শরীর; তখন নিশ্চয়ই ইহাতে তাঁহার প্রচুরতর সম্বন্ধ আছে, বলিতে হইবে। এই কারণেই 'যন্ময়' প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে যে, "জগৎ চ সঃ," (জগৎও তৎস্বরূপ) বলিয়া অভেদ বিশেষণ-বিশেষ্যভাব প্রযুক্ত হইয়াছে, জগৎ ও ব্রহ্মের শরীর-শরীরিভাবই তাহার কারণ। অর্থাৎ এই সমস্ত জগৎ শরীর, আর ব্রহ্ম তাহার শরীরি আত্মা, এইরূপ শরীর-শরীরিভাব সম্বন্ধ থাকায়ই 'জগৎ চ সঃ' বলিয়া জগতের সহিত ব্রহ্মের অভেদ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে, সমস্ত শাস্ত্রকেই যদি নির্ব্বিশেষ বস্তু-বোধক বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন-প্রতিবচন সকল একেবারেই অসঙ্গত হইয়া পড়ে, এবং

(*) তথা হি' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) সাধারণতঃ, বিকার, অবয়ব ও প্রাচুর্য্য অর্থে ময়ট্ প্রত্যয় হইয়া থাকে। কদাচিৎ স্বার্থেও ময়ট্ প্রত্যয়ের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। বিকারার্থে—মৃন্ময় (মৃত্তিকার বিকার)। অবয়বার্থে 'পাষাণময়' (পাষাণের অংশ)। প্রাচুর্য্যার্থে—'ব্রাহ্মণময় গ্রাম' (ব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রাম)। স্বার্থে—'বাঙ্ময়' (বাক্য ভিন্ন আর কিছু নহে)। এখন দেখিতে হইবে, 'যন্ময়ং' স্থলে কোন্ অর্থে ময়ট্প্রত্যয় হইলে অর্থের পৌর্ব্বাপর্য্য সঙ্গতি হইতে পারে।

ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, এস্থলে বিকারার্থ হইতে পারে না ; কারণ, তাহা হইলে 'এই জগৎ যাহার বিকার বা পরিণাম, সেই উপাদান কারণেরই জিজ্ঞাসা করা হয়, কিন্তু 'যতশ্চ' অর্থাৎ 'যে উপাদান হইতে' এই জগৎ উৎপন্ন, এই প্রশ্নেই যখন উপাদান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, তখন সেই বিষয়েই আবার প্রশ্ন করা সঙ্গত হইতে পারে না। এখানে অবয়বার্থও সঙ্গত হয় না, কারণ 'যতশ্চ' প্রশ্নেই তাহা জিজ্ঞাসিত হইয়া গিয়াছে। স্বার্থেও হইতে পারে না ; কারণ, তাহা হইলে অর্থ হয় যে, তিনি ও জগৎ এক ; তাহাও "জগৎ চ সঃ," এই প্রশ্নেই জিজ্ঞাসিত হইয়াছে। অতএব, এখানে প্রাচুর্য্যার্থেই 'ময়ট্' প্রত্যয় স্বীকার করিতে হইবে। অভিপ্রায় এই যে, সমস্ত জগৎই যখন তাঁহার শরীর, তখন তিনি ইহার উৎপাদক, ধারক, পোষক, এবং অন্তর্য্যামিরূপে ওত-প্রোত ভাবে জগতে অবস্থিত ; এইকারণে জগতে তাঁহার প্রচুর পরিমাণে সম্বন্ধ থাকায় জগৎকে 'যন্ময়' শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে।

তদ্বিবরণরূপং কৃৎস্নঞ্চ শাস্ত্রং ন সংগচ্ছতে। তথা হি সতি, প্রপঞ্চভ্রমস্য কিম-ধিষ্ঠানমিত্যেবংরূপস্যৈকস্য প্রশ্নস্য নির্বিশেষজ্ঞানমাত্রমিত্যেবংরূপমেবোত্তরং স্যাৎ। জগদ্-ব্রহ্মণোরেকদ্রব্যত্বপরে চ (*) সামানাধিকরণ্যে সত্য-সংকল্পত্বাদি-কল্যাণগুণৈকতানতা নিখিলহেয়প্রত্যনীকতা চ বাধ্যেত, সর্বশুভাস্পদঞ্চ ব্রহ্ম ভবেৎ। আত্ম-শরীরভাব এবেদং সামানাধিকরণ্যং মুখ্যবৃত্তমিতি স্থাপ্যতে ॥ ৮৭ ॥ অতঃ,—

"বিষ্ণোঃ সকাশাদুদ্ভূতং জগৎ তত্রৈব (†) সংস্থিতম্।
স্থিতি-সংযমকর্ত্তাসৌ জগতোঽস্য, জগচ্চ সঃ ॥" [বিষ্ণু পু০, ১।১।৩১

ইতি সংগ্রহেণোক্তমর্থং "পরঃ পরাণাম্" ইত্যারভ্য বিস্তরেণ বক্তুং পরব্রহ্ম-ভূতং ভগবন্তং বিষ্ণুং স্বেনৈব রূপেণাবস্থিতম্, "অবিকারায়" ইতি শ্লোকেন প্রথমং প্রণম্য, তমেব হিরণ্যগর্ভস্বাবতারশঙ্কররূপত্রিমূর্ত্তি-প্রধান-কাল-ক্ষেত্রজ্ঞসমষ্টিরূপেণাবস্থিতঞ্চ নমস্করোতি। তত্র, "জ্ঞানস্বরূপম্" ইত্যয়ং শ্লোকঃ ক্ষেত্রজ্ঞব্যষ্ট্যাত্মনাবস্থিতস্য পরমাত্মনঃ স্বভাবমাহ। তস্মান্নাত্র নির্বিশেষবস্তুপ্রতীতিঃ ॥

ঐরূপ প্রশ্ন-প্রতিবচনাত্মকবিষয়েরই ব্যাখ্যাস্বরূপ শাস্ত্রীয় অপরাংশেরও সঙ্গতি রক্ষা পায় না। দেখ, নির্ব্বিশেষ বস্তু-বোধনে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য হইলে একটী প্রশ্ন হইত,—এই জগৎ-ভ্রমের অধিষ্ঠান বা আশ্রয় কে? এবং তাহার প্রত্যুত্তরে একমাত্র নির্ব্বিশেষ জ্ঞানকেই তাহার অধিষ্ঠান বলা হইত। বিশেষতঃ সামানাধিকরণ্য বা বিশেষণ-বিশেষ্যভাবের দ্বারা জগৎও ব্রহ্মের এক দ্রব্যত্ব, অর্থাৎ একবস্তুত্ব প্রতিপাদিত হইলে ব্রহ্মের যে, সত্য-সংকল্পত্ব প্রভৃতি কল্যাণময় গুণসম্বন্ধ ও সর্ব্বপ্রকার হেয় গুণ-রাহিত্য উক্ত আছে, তৎসমুদয়ের বাধা হয় এবং সর্ব্বপ্রকার অশুভ গুণেরই সম্বন্ধ কল্পিত হইয়া পড়ে। আর শরীরাত্মভাবেই যে, উক্ত সামানাধিকরণ্যের ('জগৎ চ সঃ' কথার) মুখ্য তাৎপর্য্য, পরে তাহার উপপাদন করা হইবে ॥

৮৮। অতএব, 'এই জগৎ বিষ্ণু হইতে সমুৎপন্ন এবং তাহাতেই অবস্থিত। তিনিই (বিষ্ণুই) এই জগতে স্থিতি ও সংহারের কর্ত্তা, এবং এই জগৎও তৎস্বরূপ।' এই শ্লোকে সংক্ষেপে যে অর্থ উক্ত হইয়াছে, তাহাই "পরঃ পরাণাম্" প্রভৃতি শ্লোকে বিশদভাবে বলিবার অভিপ্রায়ে স্বরূপাবস্থিত পরব্রহ্মস্বরূপ ভগবান্ বিষ্ণুকে "অবিকারায় শ্লোকে প্রথমতঃ প্রণাম করিয়া, পুনশ্চ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হিরণ্যগর্ভরূপ মূর্ত্তিত্রয় এবং প্রধান (প্রকৃতি), কাল ও ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব) স্বরূপ ব্যষ্টি-সমষ্টি ভাবে অবস্থিত সেই ভগবানেরই নমস্কার করিতেছেন। তাহার পর, "জ্ঞানস্বরূপম্" শ্লোকে ব্যষ্টি-জীবরূপে অবস্থিত পরমাত্মার স্বভাব বা স্বরূপ কথিত হইয়াছে। অতএব, এস্থলে নির্ব্বিশেষ বস্তুর প্রতীতি হইতেছে না।

(*) পরে এব' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) তত্রৈব চ' ইতি খ০।

যদি নির্বিশেষজ্ঞানরূপব্রহ্মাধিষ্ঠান-ভ্রমপ্রতিপাদনপরং শাস্ত্রম্ ; তর্হি,—

"নির্গুণস্যাপ্রমেয়স্য শুদ্ধস্যাপ্যমলাত্মনঃ।
কথং সর্গাদিকর্ত্তৃত্বং ব্রহ্মণোঽভ্যুপগম্যতে॥" [বিষ্ণু পু০, ১।৩।১]

ইতি চোদ্যম্,

"শক্তয়ঃ সর্বভাবানামচিন্ত্য-জ্ঞানগোচরাঃ।
যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাদ্যা ভাব-শক্তয়ঃ।
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা॥" বিষ্ণু পু০, ১।৩।২]

ইতি পরিহারশ্চ ন ঘটতে। তথা হি সতি—নির্গুণস্য ব্রহ্মণঃ কথং সর্গাদিকর্ত্তৃত্বম্? ব্রহ্মণো ন পারমার্থিকঃ সর্গঃ; অপি তু ভ্রান্তিকল্পিত-ইতি চোদ্য-পরিহারৌ স্যাতাম্। উৎপত্ত্যাদিকার্য্যং সত্ত্বাদিগুণযুক্তাপরিপূর্ণ-কর্মবশ্যেষু দৃষ্টমিতি সত্ত্বাদিগুণরহিতস্য পরিপূর্ণস্যাকর্মবশ্যস্য কর্মসম্বন্ধানর্হস্য কথং সর্গাদেঃ কর্ত্তৃত্বমভ্যুগম্যত ইতি চোদ্যম্। দৃষ্টসকলবিসজাতীয়স্য ব্রহ্মণো যথোদিতস্বভাবস্যৈব জলাদিবিসজাতীয়স্যাগ্ন্যাদেরৌষ্ণ্যাদিশক্তি-যোগবৎ সর্বশক্তিযোগো ন বিরুধ্যত ইতি পরিহারঃ॥৮৮॥

আর যদি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে জগৎ-ভ্রান্তি প্রতিপাদন করাই শাস্ত্রের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে, 'নির্গুণ, নিরবচ্ছিন্ন (অসীম), বিশুদ্ধ ও বিমলস্বভাব ব্রহ্মকেই সৃষ্টি-সংহারাদি কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করা হয় কিরূপে'? এইরূপ আপত্তি, এবং 'হে তাপস শ্রেষ্ঠ! যেহেতু জাগতিক বস্তুনিচয়ের শক্তি সমূহ অচিন্ত্য—[প্রাকৃত] বুদ্ধির অগোচর; অতএব, অগ্নির উষ্ণতা যেমন স্বভাবসিদ্ধ, তেমনি ব্রহ্মের এই সৃষ্টি-সংহারাদি কার্য্যও স্বভাবসিদ্ধ বস্তু-শক্তি বুঝিতে হইবে।' এইরূপ পরিহার বা মীমাংসা, উভয়ই অসঙ্গত হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ, শাস্ত্রের ঐরূপ তাৎপর্য্য হইলে প্রশ্ন হইত—নির্গুণব্রহ্ম সৃষ্টি করেন কিরূপে? এবং তাহার উত্তর হইত—ব্রহ্মের সৃষ্টি পারমার্থিক বা সত্য নহে; পরন্তু ভ্রম-পরিকল্পিত। অভিপ্রায় এই যে, যাহারা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণসম্পন্ন, অপূর্ণস্বভাব এবং কর্ম্মবশ্য, অর্থাৎ কর্ম্মলব্ধ সুখ-দুঃখের অধীন; তাহাদিগকেই উৎপাদনাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিতে দেখা যায়; কিন্তু ব্রহ্ম যখন নির্গুণ (সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ রহিত), পরিপূর্ণ-স্বভাব এবং কর্ম্মাধীনতা-শূন্য, অর্থাৎ কস্মিন্ কালেও তাহাতে কর্ম্ম-সম্বন্ধ হয় না, তখন তাঁহাকে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের কর্ত্তা বলিয়া অঙ্গীকার করা যায় কিরূপে? এইরূপ প্রশ্ন, এবং তাহার উত্তরে,—জলাদি পদার্থের বিজাতীয় অগ্নিতে যেরূপ স্বভাবসিদ্ধ উষ্ণতা গুণ দৃষ্ট হয়, তেমনি সর্ব্বজগৎ-বিলক্ষণ,

"পরমার্থস্ত্বমেবৈকঃ" ইত্যাদ্যপি ন কৃৎস্নস্যাপারমার্থ্যং বদতি ; অপি তু, কৃৎস্নস্য (*) তদাত্মকতয়া তদ্ব্যতিরেকেণাবস্থিতস্যাপারমার্থ্যম্। তদেবোপপাদয়তি,—

"তবৈষ মহিমা যেন ব্যাপ্তমেতচ্চরাচরম্ ॥" বিষ্ণু পু০, ১।৪।৩৮] ইতি ॥

যেন ত্বয়েদং চরাচরং ব্যাপ্তম্ ; অতস্ত্বদাত্মকমেবেদং সর্বমিতি ত্বদন্যঃ কোঽপি নাস্তি। অতঃ সর্বাত্মতয়া ত্বমেবৈকঃ পরমার্থঃ। অত ইদমুচ্যতে—

তাদৃশ নির্গুণাদিস্বভাবসম্পন্ন ব্রহ্মেও সর্ব্বশক্তি-সম্বন্ধ বিরুদ্ধ হইতে পারে না ; এইরূপ পরিহার করাই সুসঙ্গত হইত (†) ॥৮৮॥

৮৯। আর "পরমার্থঃ ত্বমেবৈকঃ", (তুমিই একমাত্র সত্য বস্তু) ইত্যাদি শ্লোকও যে, সমস্ত জগতের অসত্যতাই প্রতিপাদন করিতেছে, তাহা নহে ; পরন্তু, সমস্ত জগৎই তদাত্মক (ভগবৎস্বরূপ), সুতরাং তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে সমস্ত জগৎই অসত্য বা মিথ্যা হইয়া পড়ে, ঐ শ্লোক কেবল এই কথাই প্রতিপাদন করিতেছে।

'তোমার মহিমা দ্বারাই এই চরাচরসমন্বিত জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে ; এই শ্লোকেও জগতের পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মাত্মকতাই প্রতিপাদিত হইতেছে। [শ্লোকটীর তাৎপর্য্য এই যে,] যেহেতু তুমিই এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছ ; অতএব এই সমস্তই ত্বদাত্মক, অর্থাৎ তোমার স্বরূপ, তোমাকে ছাড়িয়া কেহই নাই। অতএব, সর্ব্বাত্মকরূপে তুমিই একমাত্র সত্য পদার্থ। এই কারণেই বলা হইয়াছে যে, '(হে ভগবন্) তুমি যে, সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া

(*) কৃৎস্নস্যেতি (গ) চিহ্নিতপুস্তকে নোপলভ্যতে।

(†) তাৎপর্য্য, সচরাচর দেখা যায়, যাহারা কোনও রূপ কার্য্য করিয়া থাকে, তাহারা সকলেই সত্ত্ব-রজ ও তমোগুণ সম্পন্ন, সসীম বা পরিচ্ছিন্ন, এবং প্রাক্তন শুভাশুভ কর্ম্ম-ফলে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে ; পরন্তু, যাহারা উক্ত ভাবাপন্ন নহে, তাহাদিগকে কোন কার্য্য করিতে দেখা যায় না। ব্রহ্ম যখন নির্গুণ, সুতরাং সত্ত্বাদিগুণ তাঁহাতে থাকিতেই পারে না, তিনি যখন অপ্রমেয়, তখন অপূর্ণত্বও তাঁহাতে স্থান পাইতে পারে না এবং তিনি যখন বিশুদ্ধ ও অমলস্বভাব, তখন তাঁহাতে কর্ম্মাধীনতা বা সুখ দুঃখাদি সম্বন্ধ ও আসিতে পারে না ; অথচ এই সকল গুণ না থাকিলেও যখন কর্ম্ম করা সম্ভব হয় না, তখন ব্রহ্মকে সৃষ্টি স্থিতি-সংহারের কর্ত্তাও বলা যাইতে পারে না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, কেবল দৃষ্টান্ত বলেই কোন নিয়ম নিশ্চয় করা যায় না ; বিশেষতঃ লৌকিক দৃষ্টান্তানুসারে অলৌকিক কোন বস্তুর স্বভাব বা স্বরূপ নিরূপণ করা একেবারেই অসম্ভব। দেখা যায়, সাধারণতঃ জলের সংস্পর্শ মাত্রেই অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, কিন্তু বৈদ্যুতিক ও বাড়বাগ্নি জলের সংস্পর্শে নির্ব্বাপিত হয় না, বরং প্রকাশিত হইয়া থাকে। ঠিক্ সেইরূপ, জগতে সগুণের কর্তৃত্ব দৃষ্ট হইলেও জগৎ-বিলক্ষণ (অলৌকিক মহিমা সম্পন্ন) ভগবানের পক্ষেও সেই নিয়মই চলিতে পারে না। তিনি স্বীয় বিচিত্র শক্তি প্রভাবে এই বিশাল জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার সম্পাদন করিয়া থাকেন।

তবৈষ মহিমা,—যা সর্বব্যাপ্তিরিতি ; অন্যথা তবৈষা ভ্রান্তিরিতি বক্তব্যম্। "জগতঃ পতে ত্বম্" ইত্যাদীনাং পদানাং লক্ষণা চ (*) স্যাৎ ; লীলয়া মহীমুদ্ধরতো ভগবতো মহাবরাহস্য স্তুতিপ্রকরণবিরোধশ্চ ॥

যতঃ কৃৎস্নং জগৎ জ্ঞানাত্মনা ত্বয়া আত্মতয়া ব্যাপ্তত্বেন তব মূর্ত্তম্, তস্মাৎ ত্বদাত্মকত্বানুভবসাধন-যোগবিরহিণ এতৎ কেবলদেব-মনুষ্যাদিরূপমিতি ভ্রান্তিজ্ঞানেন পশ্যন্তীত্যাহ,—"যদেতদ্ দৃশ্যতে" ইতি ॥

ন কেবলং বস্তুতস্ত্বদাত্মকং জগৎ (†) দেব-মনুষ্যাদ্যাত্মকমিতি দর্শনমেব ভ্রমঃ ; জ্ঞানাকারাণামাত্মনাং দেব-মনুষ্যাদ্যর্থাকারত্বদর্শনমপি ভ্রম ইত্যাহ,—"জ্ঞানস্বরূপমখিলম্" ইতি ॥

যে পুনর্বুদ্ধিমন্তো জ্ঞানস্বরূপাত্মবিদঃ সর্বস্য ভগবদাত্মকত্বানুভবসাধন-যোগযোগ্যপরিশুদ্ধমনসশ্চ, তে দেবমনুষ্যাদি-প্রকৃতিপরিণামবিশেষ-শরীররূপমখিলং জগচ্ছরীরাতিরিক্তজ্ঞানস্বরূপাত্মকং ত্বচ্ছরীরঞ্চ (‡) পশ্যন্তী-

---

রহিয়াছ, ইহা তোমারই মহিমা বা বিভূতি বিশেষ'। নচেৎ মহিমা না বলিয়া বলা উচিত ছিল যে, 'ইহা তোমার ভ্রান্তি।' আর এ পক্ষে "জগতঃ পতে ত্বম্" (তুমি জগতের পতি), ইত্যাদি পদগুলিরও লক্ষণা করিতে হয়, অর্থাৎ জগৎ অসত্য হইলে তাহার আবার পতি কি? সুতরাং 'পতি' শব্দের পালক অর্থ না করিয়া অন্যরূপ অর্থ করিতে হয়। বিশেষতঃ, জগৎ অসত্য হইলে, ভগবান্ মহাবরাহরূপ ধারণপূর্ব্বক জগৎ উদ্ধার করিয়াছিলেন, বলিয়া যে স্তুতি বর্ণিত আছে, তাহাও বিরুদ্ধ বা অসঙ্গত হইয়া পড়ে ; কারণ, অসত্যের আবার উদ্ধার কি?

আর "যদেতৎ দৃশ্যতে" শ্লোকেরও অভিপ্রায় এইরূপ যে, যেহেতু তুমি জ্ঞানময়রূপে এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ, অতএব, এই সমস্ত জগৎই তোমার মূর্ত্ত (ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য) স্থূল রূপ। শাস্ত্রোক্ত যোগই তোমাকে এই ভাবে জানিবার একমাত্র সাধন বা উপায়। যাহারা সেই যোগ-সাধনশূন্য হইয়া এই দেবতা, মনুষ্যাদি জগৎকে তোমা হইতে পৃথক্ বলিয়া দর্শন করে, তাহাদের সেই জ্ঞান সত্য নহে—ভ্রমমাত্র।

বাস্তবিক পক্ষে, ব্রহ্মাত্মক জগৎকে দেবতা-মনুষ্যাদি আকারে দর্শন করাই যে, কেবল ভ্রম, তাহা নহে ; পরন্তু, জ্ঞানময় দেব-মনুষ্যাদি জগৎকে যে, কেবলই জড়পদার্থাকারে দর্শন করা, তাহাও ভ্রম। এই অভিপ্রায়ই "জ্ঞানস্বরূপমখিলম্" কথায় ব্যক্ত করা হইয়াছে।

আর যাহারা সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন, জ্ঞানময় আত্মতত্ত্বাভিজ্ঞ, এবং জগৎকে ভগবদ্ভাবে দর্শন করিবার সাধনীভূত যোগযুক্ত ও বিশুদ্ধচিত্ত ; তাহারা প্রকৃতির পরিণাম দেবতা-মনুষ্যাদি

(*) লক্ষণৈব' ইতি (গ) পাঠঃ। পদানাং চ লক্ষণা' ইতি (খ) পাঠঃ।
(†) জগদেব দেব' ইতি (গ) (ঙ) পাঠঃ।   (‡) ত্বচ্ছরীরম্ পশ্যন্তি' ইতি (খ) পাঠঃ।

ত্যাহ,—"যে তু জ্ঞানবিদঃ" ইতি। অন্যথা শ্লোকানাং পৌনরুক্ত্যং, পদানাং লক্ষণা, অর্থবিরোধঃ, প্রকরণবিরোধঃ, শাস্ত্রতাৎপর্য্য-বিরোধশ্চ (*)॥

"তস্যাত্ম-পরদেহেষু সতোঽপ্যেকময়ম্" ইত্যত্র সর্ব্বেষ্বাত্মসু জ্ঞানৈকাকারতয়া সমানেষু সৎসু দেবমনুষ্যাদিপ্রকৃতি-(†) পরিণামবিশেষরূপপিণ্ডসংসর্গকৃতমাত্মসু দেবাদ্যাকারেণ দ্বৈতদর্শনমতথ্যমিত্যুচ্যতে, পিণ্ডগতমাত্মগতমপি দ্বৈতং ন প্রতিষিধ্যতে। দেবমনুষ্যাদি-বিবিধবিচিত্রপিণ্ডেষু বর্ত্তমানং সর্বমাত্মবস্তু সমমিত্যর্থঃ। যথোক্তং ভগবতা—

"শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।"

"নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম"—ইত্যাদিষু॥ [গীতা০, ৫।১৮-১৯]

"তস্যাত্ম-পরদেহেষু সতোঽপি" ইতি দেহাতিরিক্তে বস্তুনি স্বপরবিভাগস্যোক্তত্বাৎ।

"যদ্যন্যোঽস্তি পরঃ কোঽপি"ইত্যত্রাপি নাত্মৈক্যং প্রতীয়তে। 'যদি

শরীররূপ সমস্ত জগৎকে জ্ঞানস্বরূপ তোমার (ভগবানের) শরীররূপেই দর্শন করে। "যে তু জ্ঞানবিদঃ" (যাহারা জ্ঞানাভিজ্ঞ) শ্লোকেও এই ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা অস্বীকার করিলে, পূর্ব্বোক্ত শ্লোকগুলির পুনরুক্তি দোষ হয়, শ্লোকস্থ পদগুলির লক্ষণা করিতে হয়, মুখ্যার্থের বিরোধ ঘটে, এবং প্রকরণ ও তাৎপর্য্যের বিরোধ উপস্থিত হয়।

"তস্যাত্ম-পরদেহেষু সতোঽপ্যেকময়ম্" (তিনি স্বদেহে ও পরদেহে বিদ্যমান থাকিয়াও একরূপ),' এই স্থলেও এই ভাবই উক্ত হইয়াছে যে, জ্ঞানরূপে সমস্ত আত্মা সমান—একরূপ হইলেও প্রকৃতির পরিণাম দেব-মনুষ্যাদি বিশেষ বিশেষ আকৃতি-সম্বন্ধ-নিবন্ধন তৎসমুদয়কে যে, ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌রূপে দর্শন করা, তাহা সত্য নহে—মিথ্যা, কেবল এই কথাই প্রতিপাদন করা হইয়াছে ; কিন্তু দেহপিণ্ড ও আত্মায় যে, পরস্পর ভেদ আছে, তাহার প্রতিষেধ করা হয় নাই। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আত্মা, দেবতা ও মনুষ্য প্রভৃতি নানাবিধ বিচিত্র পিণ্ডসমূহে বর্ত্তমান থাকিয়াও সমান—একরূপ। ভগবান্ যাহা বলিয়াছেন,—'পণ্ডিতগণ, কুক্কুর ও চাণ্ডালে সমদর্শী হন।' 'ব্রহ্ম নির্দোষ ও সর্ব্বত্র সমান,' ইত্যাদি। 'তিনি স্বীয় ও পরকীয় দেহে বিদ্যমান থাকিয়াও সমান,' এই বাক্যে নিজ দেহভিন্ন বস্তুতে তাহার বিভাগ কথিত হইয়াছে।

আর, 'যদি আমা হইতেও অপর কেহ থাকে', এই স্থলেও আত্মার একত্ব (অদ্বৈত ভাব)

(*) লক্ষণয়ার্থবিরোধঃ, শাস্ত্রবিরোধশ্চ' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) মনুষ্যাকৃতিপরিণাম' ইতি (গ) পাঠঃ।

মত্তঃ পরঃ কোঽপ্যহন্যঃ' ইত্যেকস্মিন্নর্থে পরশব্দান্যশব্দয়োঃ প্রয়োগা-যোগাৎ। তত্র, পর-শব্দঃ স্বব্যতিরিক্তাত্মবচনঃ, অন্য-শব্দঃ তস্যাপি জ্ঞানৈকাকারত্বাদ্ (*) অন্যাকারত্বপ্রতিষেধার্থঃ। এতদুক্তং ভবতি,—যদি মদ্ব্যতিরিক্তঃ কোঽপ্যাত্মা মদাকারভূত-জ্ঞানৈকাকারাদন্যাকারোঽস্তি, তদাহমেবমাকারঃ, অয়ঞ্চান্যাদৃশাকার ইতি শক্যতে ব্যপদেষ্টুম্। ন চৈব-মস্তি, সর্ব্বেষাং জ্ঞানৈকাকারত্বেন সমানত্বাদেবেতি ॥৮৯॥

"বেণুরন্ধ্রবিভেদেন" ইত্যত্রাপি আকারবৈষম্যমাত্মনাং ন স্বরূপকৃতম্; অপি তু, দেবাদিপিণ্ড-প্রবেশকৃতমিত্যুপদিশ্যতে, নাত্মৈক্যম্। দৃষ্টান্তে চানেকরন্ধ্রবর্ত্তিনাং বায়ুংশানাং ন স্বরূপৈক্যম্; অপি তু, আকারসাম্যমেব। তেষাং বায়ুত্বেনৈকাকারাণাং রন্ধ্রভেদনিক্রমণ-(†) কৃতো হি ষড়্জাদি-সংজ্ঞাভেদঃ। এবমাত্মনাং দেবাদিসংজ্ঞাভেদঃ। যথা (‡) তৈজসাপ্য-

---

প্রতীত হয় না; তাহা হইলে 'যদি আমা হইতেও ভিন্ন (অন্য) অপর কেহ।' এই শ্লোকে একই স্থলে 'পর' শব্দ ও 'অন্য' শব্দের প্রয়োগ সঙ্গত হইত না। তন্মধ্যে, 'পর' শব্দে স্ব-ভিন্ন (নিজের অতিরিক্ত) আত্মাকে বুঝান হইয়াছে, আর 'অন্য' শব্দে সেই স্বব্যতিরিক্ত আত্মার একমাত্র জ্ঞানরূপতা প্রতিপাদনপূর্ব্বক অন্যরূপতার (জড়রূপতার) নিষেধ করা হইয়াছে। ইহার ও অভিপ্রায় এই যে, 'যদি আমা হইতে অতিরিক্ত কোন আত্মা আমার জ্ঞানরূপ হইতে পৃথক্‌ভাবে থাকিত, তাহা হইলেই 'আমি (ভগবান্) একপ্রকার এবং সে অন্যপ্রকার' ইত্যাদিরূপে রূপ-বিভাগ করা যাইত। কিন্তু জ্ঞানরূপে সমস্ত আত্মাই যখন সমান বা একরূপ, তখন পূর্ব্বোক্তপ্রকার বিভাগ যে আছে, তাহা বলা যায় না ॥৮৯॥

৯০। আর, আত্ম-সমূহের স্বরূপতঃ কিছুমাত্র বৈষম্য নাই; পরন্তু, বিভিন্নপ্রকার দেবাদিশরীরে প্রবেশ বশতই সেই বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হইয়া থাকে, ইহাই "বেণু-রন্ধ্রবিভেদেন" শ্লোকে প্রতিপাদিত হইয়াছে; কিন্তু সমস্ত আত্মার একত্ব প্রতিপাদিত হয় নাই। কারণ, প্রদর্শিত দৃষ্টান্তে জানা যায় যে, বংশখণ্ডের বিভিন্ন রন্ধ্রে যে সমস্ত বায়বীয় অবয়ব থাকে, সে সকলের স্বরূপতঃ ঐক্য নাই সত্য, কিন্তু আকৃতিগত সাম্য আছে; অর্থাৎ প্রত্যেক রন্ধ্রগত বায়বীয় অংশগুলি ব্যক্তিগত ভাবে পৃথক্ পৃথক্ হইলেও বস্তুতঃ উহারা বায়ু ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেই একই বায়বীয় অংশ সকল বিভিন্ন রন্ধ্র দ্বারা নির্গত হয় বলিয়া যে প্রকার 'ষড়্জ' (ধ্বনি বা স্বর) প্রভৃতি বিভিন্ন নাম প্রাপ্ত হয়। সেই প্রকার একাকার আত্ম-সমূহেরও নানাবিধ দেহসম্বন্ধনিবন্ধন দেবতা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা প্রাপ্তি হয় মাত্র। তেজ,

---

(*) জ্ঞানৈকাকারত্বেন সত্ত্বাদিতি (গ) পাঠঃ।　　(†) নিষ্ক্রমণভেদকৃতঃ' ইতি (খ, গ) পাঠঃ।

(‡) (ক, খ) পুস্তকে 'যথা' শব্দো নাস্তি।

পার্থিবদ্রব্যাংশভূতানাং পদার্থানাং তত্তদ্দ্ব্যত্বৈনৈক্যমেব; ন স্বরূপৈক্যম্। তথা বায়বীয়ানামংশানামপি স্বরূপভেদোঽবর্জনীয়ঃ ॥

"সোঽহং স চ ত্বম্" ইতি সর্ব্বাত্মনাং পূর্ব্বোক্তং জ্ঞানাকারত্বং তচ্ছব্দেন পরামৃশ্য তৎসামানাধিকরণ্যেন "অহং ত্বম্" ইত্যাদীনামর্থানাং জ্ঞানমেবাকার ইত্যুপসংহরন্, দেবাদ্যাকারভেদেনাত্মসু ভেদ-মোহং পরিত্যজেত্যাহ। অন্যথা, দেহাতিরিক্তাত্মোপদেশ্যস্বরূপে, (*) 'অহং ত্বং সর্ব্বমেতদাত্মস্বরূপম্' ইতি ভেদনির্দ্দেশো ন ঘটতে। অহং ত্বমাদিশব্দানামুপলক্ষ্যেণ সর্ব্বমেতদাত্মস্বরূপমিত্যনেন সামানাধিকরণ্যাদুপলক্ষণত্বমপি ন সঙ্গচ্ছতে। সোঽপি যথোপদেশমকরোদিত্যাহ – "তত্যাজ ভেদং পরমার্থদৃষ্টিঃ" ইতি। কুতশ্চৈষ নির্ণয় ইতি চেৎ; দেহাত্ম-বিবেক-বিষয়ত্বাদুপদেশস্য। তচ্চ—

"পিণ্ডঃ পৃথগ্ যতঃ পুংসঃ শিরঃপাণ্যাদি-লক্ষণঃ (†)।"
[বিষ্ণুপু০, ২।১৩।৮৯] ইতি প্রক্রমাৎ ॥৯০॥

জল ও পৃথিবীর অংশসমূহ যেমন তেজ, জল ও পৃথিবীরূপে একজাতীয় হইলেও স্বরূপতঃ এক নহে, অর্থাৎ কোন এক অংশই অপর অংশের সহিত এক নহে, তেমনি বায়বীয় অংশ সমূহেরও যে স্বরূপতঃ (ব্যক্তিগত) ভেদ আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না ॥

আর "সোঽহং, স চ ত্বম্" (সেই আমি ও সেই তুমি) ইত্যাদি বাক্যেও তৎশব্দের ('স' পদের) দ্বারা সমস্ত আত্মার জ্ঞানাকারতা নির্দ্দেশ করিয়া পুনশ্চ সেই জ্ঞানাকার আত্মার সহিত 'অহং' ও 'ত্বং' পদের অভেদ নির্দ্দেশে বাক্যের উপসংহার করায় বুঝা যায় যে, ঐ বাক্যও কেবল দেবতা প্রভৃতি বিভিন্ন আকৃতি-ভেদে যে, আত্মাতে ভেদভ্রান্তি, তাহারই পরিত্যাগের উপদেশ করিয়াছে মাত্র। নচেৎ দেহাতিরিক্ত আত্মার উপদেশ করিতে হইলে আমি, তুমি ও সমস্ত জগৎই আত্মস্বরূপ বলিয়া উপদেশ করা কখনও সঙ্গত হইতে পারে না। যদি বল, শ্লোকে "অহং, ত্বং" (আমি, তুমি) শব্দ থাকিলেও উহা উপলক্ষণমাত্র, অর্থাৎ ঐশব্দ হইতে সমস্ত জগৎই বুঝিতে হইবে। ভাল, সমস্ত জগৎই যদি মিথ্যা হয়, তবে সেই মিথ্যাময় জগৎ ও ব্রহ্মকে যখন এক—অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তখন আর 'উপলক্ষণ' (একই শব্দে মুখ্যার্থ ও অন্যার্থ প্রতিপাদন) করাও সঙ্গত হয় না। যাহাকে উপদেশ করা হইয়াছিল, তিনিও যে, উপদেশানুযায়ী কর্ম্ম করিয়াছিলেন, 'তিনি পরমার্থ জ্ঞান লাভ করিয়া ভেদ-বুদ্ধি ত্যাগ করিয়াছিলেন।' এই বাক্যে তাহাও ব্যক্ত হইয়াছে। দেহাত্ম-বিবেক, অর্থাৎ দেহ হইতে আত্মার পার্থক্যপ্রতিপাদন করাই যখন উক্ত উপদেশের উদ্দেশ্য, তখন আর 'ঐরূপ সিদ্ধান্ত কিসে জানা যায়?' অর্থাৎ ঐরূপ সিদ্ধান্তের কোন হেতু নাই, বলা যায় না।

(*) দেহাদ্যতিরিক্তোপদেশ্য' ইতি (ক, খ) পাঠঃ।　　(†) পাণ্যাদিলক্ষণঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

"বিভেদজনকেঽ জ্ঞানে" ইতি চ (*) নাত্ম-স্বরূপৈক্যপরম্ ; নাপি জীব-পরয়োঃ। আত্ম-স্বরূপৈক্যম্ (†) উক্তরীত্যা নিষিদ্ধম্। জীব-পরয়োরপি স্বরূপৈক্যং দেহাত্মনোরিব ন সম্ভবতি। তথা চ শ্রুতিঃ,—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥" [মুণ্ড০, ৩।১।১]
"ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধ্যে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ॥" [কঠ০, ৩।১]
"অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্ব্বাত্মা" ইত্যাদ্যা। [যজুরারণ্যকে, ৩।২০]।

হস্ত-মস্তকাদিময় দেহপিণ্ড হইতে আত্মা পৃথক্ বা অতিরিক্ত।' ইত্যাদিরূপ উপক্রম বাক্য হইতেই [ঐরূপ সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইতে পারে] ॥৯০॥

৯১। আর পূর্ব্বোক্ত 'ভেদোৎপাদক অজ্ঞান সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইলে,' এই বাক্যও আত্মার স্বরূপতঃ একত্ব প্রতিপাদন করিতেছে না, কিংবা জীব ও পরমাত্মার অভেদ জ্ঞাপন করিতেছে না ; [পরন্তু] উক্ত বাক্যে পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি স্মৃতি প্রমাণানুসারে আত্মার স্বরূপতঃ একত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে। বস্তুতঃ দেহ ও আত্মায় যেমন একত্ব সম্ভবপর হয় না, তেমনি জীবেরও পরমাত্মার সহিত ঐক্য অসম্ভব। নিম্নোদ্ধৃত শ্রুতিও এইকথাই বলিতেছেন,—'দুইটী পক্ষী একটী বৃক্ষে (দেহে) অবস্থান করে, তাহারা সহচর ও সখা (সমান স্বভাব)। সেই উভয়ের মধ্যে একটী পক্ষী (জীব) পরিপক (ভোগের উপযুক্ত) পিপ্পল (কর্ম্মফল) ভোগ করে, আর অপর পক্ষীটী (পরমাত্মা) ভোগ করেন না,—কেবল দর্শন করেন, অর্থাৎ কর্ম্মফলের সাক্ষী হন।' 'ব্রহ্মবিদ্ ও পঞ্চাগ্নিগণ এবং তিনবার যাহারা 'নাচিকেত' অগ্নি চয়ন করিয়াছেন, তাহারা বলেন যে, এই লোকে (দেহে) পুণ্য-ফলভোক্তা, এবং ছায়া ও আলোকের ন্যায় (বিরুদ্ধ স্বভাব) দুইটী বস্তু (জীব ও পরমাত্মা) বুদ্ধিরূপ অত্যুত্তম গুহায় প্রবিষ্ট (প্রকাশমান) হইয়া অবস্থান করিতেছে।' (‡) 'তিনি সর্ব্বাত্মক এবং সর্ব্বজনের অন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া শাসন করেন।' ইত্যাদি।

(*) নাত্মৈক্যপরম্' ইতি (গ) পাঠঃ।　　　(†) অত্রস্বরূপৈক্যম্' ইতি (খ) পাঠঃ, প্রামাদিক এব।

(‡) তাৎপর্য্য,—যদ্যপি শ্রুতিতে "ঋতং পিবন্তৌ" বলায় জীব ও পরমাত্মা, উভয়কেই কর্ম্ম-ফলের ভোক্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে সত্য, তথাপি বুঝিতে হইবে যে, জীবই প্রকৃত পক্ষে কর্ম্মফল ভোগ করে, পরমাত্মা স্বয়ং ভোগ করেন না—জীবকে ভোগ করান মাত্র, এই কারণে পরমাত্মাকেও "পিবন্তৌ" পদে ভোক্তা বলা হইয়াছে। অথবা, বহুলোক একত্র থাকিয়া মস্তকে ছত্রধারণ করিলে যেরূপ তন্মধ্যগত এক জন ছত্র ধারণ না করিলেও সেই জনসংঘাতকে "ছত্রিণঃ" (ছত্রধারিগণ) বলা হইয়া থাকে, সেইরূপ জীবগণ ভোগ করে, পরমাত্মা ভোগ করে না, সত্য, কিন্তু ভোক্তা জীবের সহিত একত্র নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় জীবের ভোগেই তাহারও ভোগ কল্পিত হইয়াছে, সেই হেতুই "পিবন্তৌ" বলা হইয়াছে॥

শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—পঞ্চাগ্নি শব্দের অর্থ—গৃহস্থ। তাহার ব্যাখ্যাচ্ছলে আনন্দগিরি বলিয়াছেন

অস্মিন্নপি শাস্ত্রে,—

"স সর্ব্বভূতপ্রকৃতিং বিকারান্ গুণাদিদোষাংশ্চ মুনে ব্যতীতঃ।
অতীতসর্ব্বাবরণোঽখিলাত্মা তেনাস্তৃতং যদ্ ভুবনান্তরালে॥"
"সমস্তকল্যাণগুণাত্মকোঽসৌ"। "পরঃ পরাণাং সকলা ন যত্র।
ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাবরেশে।" [বিষ্ণুপু০, ৬। ৫। ৮৩-৮৫]
"অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥
যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা॥" [বিষ্ণুপু০, ৬।৭।৬১-২]

ইতি ভেদব্যপদেশাৎ। "উভয়েঽপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে।" [ব্রহ্মসূ০, ১।২।২১], "ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ।" ব্রহ্ম সূ০, ১।১।২২], "অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ।" [ব্রহ্ম সূ০, ২।১।২২] ইত্যাদিসূত্রেষু চ। "য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোঽন্তরো যমাত্মা ন বেদ, যস্যাত্মা শরীরম্,

---

যেহেতু, এই বিষ্ণুপুরাণেও 'তিনি (ভগবান্) সর্ব্বভূতের উপাদান—প্রকৃতি ও তদ্বিকার এবং সর্ব্বপ্রকার গুণ-দোষের অতীত, সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানাবরণরহিত ও সর্ব্বভূতের আত্মা স্বরূপ; ভুবন মধ্যবর্ত্তী বস্তুনিচয় তাহা দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে।' 'তিনি সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলময় গুণগণে পূর্ণ, শ্রেষ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর; সেই সর্ব্বেশ্বর—ভগবানে ক্লেশাদি দোষ বিদ্যমান নাই।' 'হে নৃপতে! সেই ভগবানের অবিদ্যা-কর্ম্ম নামক একটী তৃতীয় শক্তি আছে, যাহা দ্বারা সর্ব্বগত সেই ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তিও বেষ্টিত (বশীকৃত) হইয়া আছে।' ইত্যাদি শ্লোকে পরস্পর ভেদের উল্লেখ আছে। কাণ্ব-শাখী ও মাধ্যন্দিন-শাখী, উভয়েই অন্তর্য্যামীকে জীব হইতে পৃথক্ করিয়া পাঠ করিয়াছেন।' '[শ্রুতিতে] জীব ও অন্তর্য্যামীর ভেদোল্লেখ থাকায় [বুঝিতে হইবে যে,] অন্তর্য্যামী পরমাত্মা জীব হইতে পৃথক্ বা ভিন্ন। '[শ্রুতিতে] ভেদনির্দ্দেশ থাকায় ব্রহ্ম পদার্থটী জীব হইতে অধিক বা পৃথক্।' ইত্যাদি সূত্রে, 'যিনি আত্মাতে বর্ত্তমান, অথচ আত্মা হইতে পৃথক্, আত্মা যাহাকে জানে না; অথচ, আত্মাই যাহার শরীর বা অভিব্যক্তির স্থান, এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া আত্মাকে সংযমিত বা

যে, দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য, আহবনীয়, সভ্য ও আবসথ্য, এই পাঁচপ্রকার অগ্নির সেবককে পঞ্চাগ্নি বলে। অথবা, আকাশ, পর্জ্জন্য (মেঘ,) পৃথিবী, পুরুষ, যোষিৎ (স্ত্রী), এই পঞ্চ পদার্থকে যাহারা অগ্নি-জ্ঞানে উপাসনাকরে, তাহারাই পঞ্চাগ্নি শব্দবাচ্য। ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকে এ কথা বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে।

ত্রিনাচিকেতা শব্দের অর্থ—যাহারা নচিকেতার পরিজ্ঞাত অগ্নিকে তিনবার চয়ন বা আরাধনা করিয়াছে। নচিকেতানামক ঋষিকুমার যমরাজের নিকট যাইয়া যে অগ্নির তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন, সেই অগ্নি 'নাচিকেত' নামে প্রসিদ্ধ। কঠোপনিষদে এই তত্ত্ব বিবৃত আছে।

য আত্মানমন্তরো যময়তি।" [বৃহদা০, ৫ । ৭ । ২২] "প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষ্বক্তঃ।" (*) [বৃহদা০, ৬ । ৩ । ২১ ।] । "প্রাজ্ঞেনাত্মনান্বারূঢ়ঃ।" [বৃহদা০, ৬ । ৩ ।] ইত্যাদিভিরুভয়োরন্যোন্যপ্রত্যনীকাকারেণ স্বরূপ-নির্ণয়াৎ ॥৯১॥

নাপি সাধনানুষ্ঠানেন নির্মুক্তাবিদ্যস্য পরেণ স্বরূপৈক্যসম্ভবঃ, অবিদ্যা-শ্রয়ত্বযোগ্যস্য তদনর্হত্বাসম্ভবাৎ । যথোক্তম্,—

"পরমাত্মাত্মনোর্যোগঃ পরমার্থ ইতীষ্যতে ।
মিথ্যৈতদন্যদ্রব্যং (†) হি নৈতি তদ্দ্রব্যতাং যতঃ ॥"

[বিষ্ণুপু০, ২।১৪। ২৭] ইতি ॥

মুক্তস্য তু তদ্ধর্মতাপত্তিরেবেতি ভগবদ্গীতাসূক্তম্,—

"ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥" [গীতা০, ১৪।২] ইতি ॥

পরিচালিত করেন।' 'এই [জীব] প্রাজ্ঞ—পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া [বাহ্ ও আভ্যন্তরীণ কোন বিষয় জানিতে পারে না] ।' [জীব] প্রাজ্ঞ—পরমাত্মাধিষ্ঠিত [হইয়া গমন করে] ।' ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা জীব ও পরমাত্মার পরস্পর বিলক্ষণ (ভিন্নপ্রকার) রূপ নিরূপিত হইয়াছে ॥৯১॥

৯২ । আর সাধন বিশেষের অনুষ্ঠান দ্বারা অবিদ্যা-ক্ষয়ের পর জীবের কখনই পরমাত্মার সহিত একত্ব লাভ সম্ভবপরও হয় না; কারণ, অবিদ্যার যখন জীবকে আশ্রয় করিবার যোগ্যতা (ক্ষমতা) রহিয়াছে, তখন জীব তাহার (অবিদ্যার) আক্রমণ-ক্ষমতা লোপ করিতে পারে না, [সুতরাং অবিদ্যা-সম্বদ্ধ জীব কখনই পরমাত্মার সহিত একত্ব লাভ করিতে পারে না]। বিষ্ণু-পুরাণেও এইরূপ উক্ত আছে,—'জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগ বা একত্বকে যে, পরমার্থ (সত্য) বলিয়া মনে করা হয়, ইহা মিথ্যা অর্থাৎ সত্য নহে ; কারণ অন্য দ্রব্য কখনও অন্য-দ্রব্যত্ব লাভ করিতে পারে না, অর্থাৎ এক পদার্থ (জীব) কখনই অপর পদার্থ (পরমাত্মা) হইয়া যাইতে পারে না। মুক্ত পুরুষ যে, ভগবানের গুণই প্রাপ্ত হন, [স্বরূপ প্রাপ্ত হন না,] তাহা ভগবদ্গীতায়ও স্পষ্টরূপে উক্ত আছে,—'এই প্রকার জ্ঞান (‡) অবলম্বন দ্বারা যাহারা আমার সমান ধর্ম্ম লাভ করে, তাহারা সৃষ্টিকালে পুনর্ব্বার জন্মধারণ করে না, এবং প্রলয়কালেও

(*) আত্ম-ঘটিত-পাঠস্তু মাধ্যন্দিন-শাখাসম্মতঃ ।　　(†) অন্যদ্দ্রব্যমতি (গ, ঘ) পাঠঃ ।

(‡) তাৎপর্য্য,—'হে অর্জ্জুন ! আমিই কারণরূপে স্বীয় শক্তি মায়াতে চিদাভাসরূপে জীব-সন্নিবেশ করিয়া থাকি, তাহার ফলেই ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্ত সমস্ত ভূত প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে।' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ভগবান্ ভগবদ্গীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে অর্জ্জুনকে যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহাই এখানে 'এইপ্রকার জ্ঞান' কথার প্রতিপাদ্য।

ইহাপি,—

"আত্মভাবং নয়ত্যেনং (*) তদ্ব্রহ্ম ধ্যায়িনং মুনে।

বিকার্য্যমাত্মনঃ শক্ত্যা লোহমাকর্ষকো যথা ॥" বিষ্ণুপু০,৬।৭।৩০] ইতি। আত্মভাবমাত্মনঃ স্বভাবম্। নহ্যাকর্ষকস্বরূপাপত্তিরাকৃষ্যমাণস্য। বক্ষ্যতি চ, "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ।" [ব্রহ্মসূ০, ৪।৪।১৭]। "ভোগমাত্র-সাম্যলিঙ্গাচ্চ।" [ব্রহ্মসূ০, ৪ । ৪ । ২১]। "মুক্তোপসৃপ্য-ব্যপদেশাচ্চ।" [ব্রহ্মসূ০, ১।৩।২ ইতি। বৃত্তিরপি, "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং সমানো জ্যোতিষা" ইতি। দ্রমিড়ভাষ্যকারশ্চ, "দেবতাসাযুজ্যাদশরীরস্যাপি দেবতাবৎ (†) সর্বার্থসিদ্ধিঃ স্যাদ্" ইত্যাহ।

আর কষ্ট পায় না।' এই বিষ্ণুপুরাণেও আছে যে,—'আকর্ষক (অগ্নি) যেরূপ স্বীয় শক্তি প্রভাবে বিকার্য্যের (যাহাকে অনুরূপ করিতে হইবে, সেই) [লৌহের দোষ বিনষ্ট করিয়া] আত্মভাব প্রাপ্ত করায়, অর্থাৎ অগ্নির মত করিয়া দেয়, সেইরূপ সেই ব্রহ্মও স্বীয় শক্তি প্রভাবে উপাসকগণকে আত্ম-স্বভাব প্রাপ্ত করিয়া দেন।' (‡) এই স্থানে 'আত্মভাব' শব্দের অর্থ 'নিজের স্বভাব' (কিন্তু তদ্ভাব-প্রাপ্তি নহে); কেননা, আকৃষ্যমাণ লৌহ কখনই আকর্ষক অগ্নির স্বরূপ হইয়া যায় না। এই ব্রহ্মসূত্রেও বলিবেন যে, '[মুক্ত পুরুষ] কেবল জগৎ-নির্ম্মাণ ভিন্ন সমস্ত কার্য্যেই সমান ক্ষমতা লাভ করে, কারণ, সেইরূপই প্রকরণ, এবং জগৎ-রচনার কথাও এখানে নাই।' 'কেবল ভোগ-বিষয়েই ব্রহ্মের সহিত মুক্ত পুরুষের সাম্য বা সাদৃশ্য আছে।' আর 'মুক্ত পুরুষেরা তাঁহাকে প্রাপ্ত হন, এইরূপ উল্লেখ থাকায়ও [বুঝিতে হয় যে, জীবও ব্রহ্মের একত্ব হয় না]।' "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম্' সূত্রের বৃত্তিতেও (ব্যাখ্যাগ্রন্থেও) আছে যে, ['মুক্ত পুরুষ] জগৎ রচনা করিবার ক্ষমতা পান না, কেবল জ্যোতিতেই ভগবানের সমান

(*) পুরাণেতু 'নয়ত্যেবং' ইতি পাঠো দৃশ্যতে। (†) স্বার্থসিদ্ধিরিতি (গ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—লৌহের অভ্যন্তরস্থিত দোষরাশি আকর্ষণ করিয়া বাহির করে বলিয়া অগ্নিকে 'আকর্ষক' বলা হইয়াছে। অগ্নি যেরূপ লৌহের দোষরাশি বিদূরিত করিয়া লৌহকে নিজের মত উজ্জ্বল আলোকময় ও উষ্ণ করে, তদ্রূপ, ভগবান্‌ও নিজের উপাসক ভক্ত বর্গের হৃদয়গত কামাদি দোষরাশি বিনষ্ট করিয়া তাহাদিগকে নিজের অনুরূপ গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন করেন, কিন্তু কখনও ভক্তের সহিত এক হইয়া যান না। অন্যত্রও এই কথাই উক্ত হইয়াছে, "যথাগ্নিরুদ্ধতশিখঃ কক্ষং দহতি সানিলঃ। তথা হৃদি স্থিতো বিষ্ণুর্যোগিনাং সর্ব্বকিল্বিষম্।" অর্থাৎ বায়ু-সহকৃত অগ্নি যে প্রকোষ্ঠে থাকে, তাহা যেমন অচিরে দগ্ধ করিয়া ফেলে, তেমনি বিষ্ণুও যে যে যোগীর হৃদয়ে স্থান পান, সেই সকল যোগীর হৃদয়গত সর্ব্ব পাপ—দোষ বিনষ্ট করেন। এখানে কেবল পাপরূপ দোষ-ধ্বংসের কথাই উক্ত হইয়াছে, কিন্তু, ভগবানের সহিত এক হইবার কথা ত বলা হয় নাই। শ্রীধর স্বামীর মতে 'আকর্ষক' অর্থ অয়স্কান্ত মণি।

শ্রুতয়শ্চ,—"য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামান্, তেষাং সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।" [ছান্দো০, ৮।১।৬], "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্।" "সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।" [তৈত্তি০, আনন্দ০, ১।১-২]। "এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রম্য ইমান্ লোকান্ কামান্নী (*) কামরূপ্যনুসঞ্চরন্।" [তৈত্তি০, ভৃগু০, ১০।৫]। ["স তত্র পর্য্যেতি।" [ছান্দো০, ৮।১২।৩]। "রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি।" [তৈত্তি০, আনন্দ০, ৭।১]।

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নাম-রূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥"
[মুণ্ড০, ৩।২।৮]

তদা (†) বিদ্বান্ পুণ্য-পাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥"
[মুণ্ড০, ৩।১।৩] ইত্যাদ্যাঃ॥ ৯২ ॥

হন'। দ্রমিড় ভাষ্যকারও (‡) বলিয়াছেন যে,—'ভগবৎ-সাযুজ্য লাভ করায় মুক্ত পুরুষেরও ভগবানের মত সর্ব্ববিষয়ে সিদ্ধি (প্রত্যক্ষ-জ্ঞান) লাভ হয়'॥

'যাহারা উক্তপ্রকার আত্মাকে এবং পূর্ব্বোক্ত সত্য কামনা সমূহ অবগত হইয়া ইহলোক হইতে প্রয়াণ করে, তাহাদের সর্ব্ব জগতে স্বাধীনতা লাভ হয়।' 'ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন।' 'সেই মুক্ত পুরুষ সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের সমস্ত অভীষ্ট ফল ভোগ করেন।' 'এই আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া ইচ্ছানুসারে সর্বপ্রকার কাম্য ফল ভোগ করিয়া থাকেন।' 'তিনি (মুক্ত পুরুষ) সেখানে গমন করেন।' 'তিনি (ব্রহ্ম) রস-স্বরূপ। জীব সেই রসময়কে (ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হইয়া আনন্দবান্ হয়।' 'নদী সকল যেরূপ নিজ-নিজ নাম ও রূপ (আকৃতি প্রকৃতি) পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে অস্তমিত বা মিলিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ স্বীয় নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া সেই পরাৎপর দিব্য (অলৌকিক) পুরুষকে প্রাপ্ত হন।' 'সেই প্রকার বিদ্বান্ পুরুষ পাপ ও পুণ্য পরিত্যাগ করিয়া এবং সর্ব্বপ্রকার দোষ বিমুক্ত হইয়া অতিশয় সমতা (ভগবানের সমানরূপতা) লাভ করেন।' ইত্যাদি শ্রুতিসমূহও পূর্ব্বোক্ত সাম্যবাদেরই সমর্থন করিতেছে ॥৯২॥

(*) কামান্ নিকামরূপেণ সঞ্চরন্নিতি (গ) পাঠঃ। (†) 'তথা' ইতি (খ) পাঠস্তু প্রামাদিক এব।

(‡) তাৎপর্য্য,—এখানে 'বৃত্তি' অর্থ বোধায়নকৃত ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা। বোধায়ন ও দ্রমিড়াচার্য্য, উভয়েই শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক। তাহারা উভয়েই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ছিলেন, এবং বিশিষ্টাদ্বৈতমতে ব্রহ্মসূত্রের বিস্তৃত ব্যাখ্যা রচনা করিয়া যান। তন্মধ্যে, বোধায়নকৃত ব্যাখ্যার নাম 'বৃত্তি', আর দ্রমিড়কৃত ব্যাখ্যার নাম ভাষ্য বা দ্রমিড়ভাষ্য। শঙ্করস্বামী ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে স্থানে-স্থানে তাহাদের মত উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন।

পরবিদ্যাসু সর্ব্বাসু সগুণমেব ব্রহ্মোপাস্যম্, ফলং চৈকরূপমেব। অতো বিদ্যাবিকল্প ইতি সূত্রকারেণৈব "আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য॥" [ব্রহ্মসূ°, ৩। ৩। ১১]। "বিকল্পোঽবিশিষ্টফলত্বাৎ॥" [ব্রহ্মসূ°, ৩। ৩। ৫৯] ইত্যাদিষূক্তম্। বাক্যকারেণ চ সগুণস্যৈবোপাস্যত্বং বিদ্যাবিকল্পশ্চোক্তঃ, "যুক্তং তদ্গুণকোপাসনাৎ" ইতি। ভাষ্যকৃতা [দ্রমিড়েন] ব্যাখ্যাতং চ, 'যদ্যপি সচ্চিত্তঃ' ইত্যাদিনা॥

৯৩। সমস্ত পরবিদ্যায় (ব্রহ্মবিদ্যায়) সগুণ ব্রহ্মই একমাত্র উপাস্য এবং ব্রহ্মসারূপ্য লাভই তাহার ফল, (কিন্তু ব্রহ্মের সহিত একত্ব লাভ নহে)। এই কারণে স্বয়ং সূত্রকার—বেদব্যাসও "আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য" (সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ প্রভৃতি গুণসমূহ প্রধান—ব্রহ্মের সম্বন্ধে গ্রহণীয়), এবং "বিকল্পোঽবিশিষ্টফলত্বাৎ", (সর্ব্বত্রই যখন ফল সমান, তখন ইচ্ছামত যে কোন একটী বিদ্যা অবলম্বন করিবে), এই সূত্রদ্বয়ে বিদ্যা বা উপাসনাসম্বন্ধে বিকল্প-(*) বিধিবিহিত করিয়াছেন। বাক্যকারও "যুক্তং তদ্গুণকোপাসনাৎ।" (উপাসক সগুণের উপাসনা করায় গুণযুক্ত অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন)', এই বাক্যে সগুণের উপাস্যত্ব এবং বিদ্যা সম্বন্ধেও 'বিকল্প' নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (†) ভাষ্যকার দ্রমিড়াচার্য্যও "যদ্যপি সচ্চিত্তঃ" (যদিও সদ্বিদ্যা-নিরত) ইত্যাদি বাক্যে উক্ত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন॥

(*) তাৎপর্য্য,—কোন স্থানে তুল্যরূপে একাধিক বিষয়ের উপদেশ থাকিলেও যে, ইচ্ছানুসারে তন্মধ্য হইতে বিষয়গ্রহণের ব্যবস্থা, তাহাকে 'বিকল্প' বলে। অর্থাৎ বুঝিতে হইবে, বিকল্পবিধিস্থানে, কর্ত্তার ইচ্ছাই বলবত্তর। কর্ত্তা ইচ্ছা করিলে বিহিত বিষয় গুলির মধ্যে যে কোন একটী, দুইটী, তিনটী বা সমস্ত গুলিও গ্রহণ করিতে পারেন। আলোচ্য স্থানে—"আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য" সূত্রে উপদেশ করিলেন যে, যে যে স্থানে ব্রহ্মের উপাসনা বিহিত আছে, সেই সকল স্থানে উল্লেখ না থাকিলেও নির্ম্মলত্ব, সত্যত্ব, চিৎ ও আনন্দ প্রভৃতি গুণ সমুদয় প্রধানীভূত ব্রহ্মে সংযোজিত করিয়া উপাসনা করিবে। তাহার পর, "বিকল্পোঽবিশিষ্ট-ফলত্বাৎ" সূত্রে বলিলেন যে, ভিন্ন ভিন্ন গুণযোগে ব্রহ্মবিদ্যা অনেকপ্রকার, কিন্তু প্রত্যেক উপাসককেই যে, সেই সমস্ত পরবিদ্যারই অনুশীলন করিতে হইবে, তাহা নহে। সকল পরবিদ্যারই ফল যখন এক—ব্রহ্মপ্রাপ্তি, তখন যাহার যে'টী ইচ্ছা হয়, তিনি সেই উপাসনাটীই গ্রহণ করিতে পারেন। এইরূপ ব্যবস্থাকে 'বিকল্প' বলা যায়।

(†) তাৎপর্য্য,—'বাক্যকার' এক জন প্রসিদ্ধ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, তিনি দ্রমিড়াচার্য্য অপেক্ষাও প্রাচীন গ্রন্থকার; তাহার অপর নাম 'টঙ্ক'। তাঁহার কথার অভিপ্রায় এই যে, সগুণ ভিন্ন নির্গুণের যখন উপাসনাই হইতে পারে না, তখন উপাসকের প্রাপ্য (লভ্য) ব্রহ্মও সগুণ ভিন্ন নির্গুণ হইতে পারেন না। কারণ, উপাসনা ও তাহার ফল যে, একই প্রকার হইয়া থাকে, ইহা এক প্রকার সর্ব্ববাদিসিদ্ধ।

"ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।" [মুণ্ড০, ৩।২।৯] ইত্যত্রাপি,—"নাম-রূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।" [মুণ্ড০, ৩।২।৮]। "নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি।" [মুণ্ড০, ৩।১।৩]। "পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে।" [ছান্দো০, ৮। ১২। ২] ইত্যাদিভিরৈকার্থ্যাৎ প্রাকৃত-নামরূপাভ্যাং বিনির্ম্মুক্তস্য নিরস্ততৎকৃতভেদস্য জ্ঞানৈকাকারতয়া (*) ব্রহ্মপ্রকারতোচ্যতে। প্রকারৈক্যে চ তত্ত্বব্যবহারো মুখ্য এব; যথা,—সেয়ং গৌরিতি॥ অত্রাপি,—

"বিজ্ঞানং প্রাপকং প্রাপ্যে পরে ব্রহ্মণি পার্থিব।
প্রাপণীয়স্তথৈবাত্মা প্রক্ষীণাশেষভাবনঃ॥" [বিষ্ণুপু০, ৬।৭।৯৩] ইতি।

আর, '[ব্রহ্মবিৎ পুরুষ] নাম ও রূপ (বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা ও আকৃতি) পরিত্যাগ করিয়া পরাৎপর দিব্যপুরুষকে প্রাপ্ত হন'। 'সর্ব্বদোষ বিনির্মুক্ত পুরুষ [ব্রহ্মের] সহিত অত্যন্ত সাম্য বা সমান ধর্ম্ম প্রাপ্ত হন।' এবং '[জীব] পর জ্যোতিঃ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া স্বরূপ লাভ করে।' ইত্যাদি শ্রুতিসমূহের সহিত একবাক্যতানুসারে (†) বুঝিতে হইবে যে, 'ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মই হইয়া যান,' এই শ্রুতিতেও [মুক্ত ও ব্রহ্মের অভেদ বলা হয় নাই, পরন্তু মুক্তাবস্থায় জীবের] প্রাকৃত বা লৌকিক নাম ও রূপ বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ায় নাম-রূপ-জনিত ভেদবুদ্ধিও বিনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং তৎকালে একাকার জ্ঞানের বিকাস হইয়াথাকে এইঅংশে মুক্ত পুরুষ ও ব্রহ্মে যে, একরূপতা হয়, সেই একরূপতাই অভিহিত হইয়াছে (অভেদ নহে)। একই প্রকার বিভিন্ন বস্তুতেও একত্ব ব্যবহার মুখ্য বা অগৌণরূপেই হইয়া থাকে, যেরূপ প্রথমে একটী গো-দর্শনের পর দ্বিতীয়বার অপর গো দর্শন করিলেও লোকে 'এই সেই গো' বলিয়া উভয় গোর একত্ব ব্যবহার করিয়া থাকে, পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতেও ঠিক সেইরূপই একত্ব ব্যবহার করা হইয়াছে॥

আর এই বিষ্ণুপুরাণেও উক্ত আছে যে,—'হে রাজন্! পর ব্রহ্মই জীবের প্রাপ্য বা একমাত্র গন্তব্য, এবং বিজ্ঞান তাহার একমাত্র প্রাপক বা প্রাপ্তির উপায়। আর সর্ব্ব-

---

(*) বস্তুপ্রকারতা' ইতি (ক) পাঠস্তু ন সমীচীনঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—একই বিষয়ে পরস্পর বিভিন্নার্থক বাক্যের যে, একরূপ অর্থে—তাৎপর্য্য নিরূপণ, তাহার নাম 'একবাক্যতা'। একবাক্যতা অনেক প্রকার। আলোচ্য স্থলে যদিও 'ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মই হইয়া যান', এই শ্রুতি অনুসারে মুক্ত ও ব্রহ্মের অভেদ বা একত্বই আপাততঃ প্রতীত হয় সত্য, তথাপি উল্লিখিত অপরাপর শ্রুতি হইতে যখন স্পষ্টরূপে জানা যায় যে, মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মের সহিত এক হন না, পরন্তু, তাহার সমীপে গমন করেন, এবং তাঁহার গুণ লাভ করেন, ইত্যাদি; তখন সন্দিগ্ধার্থক "ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্মৈব ভবতি" শ্রুতিরও ঐরূপ অর্থই স্বীকার করিতে হইবে। তাহার ফলে, 'ব্রহ্মৈব ভবতি' কথার অর্থ বুঝিতে হইবে যে, মুক্ত পুরুষের 'রাম, শ্যাম' প্রভৃতি নাম ও মনুষ্যাদি রূপ বা আকৃতি রহিত হইয়া যায় এবং সঙ্গেসঙ্গে সর্ব্বপ্রকার ভেদবুদ্ধিও বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন ব্রহ্ম যে প্রকার জ্ঞানময়, সে-ও সেই প্রকার জ্ঞানময় হইয়া পড়ে। এবংবিধ একাকার জ্ঞান-সাদৃশ্য লইয়া ব্রহ্মবিৎ পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন মাত্র. বস্তুতঃ উভয়ের পার্থক্য বা প্রভেদ অক্ষুণ্ণই থাকে।

পরব্রহ্ম-ধ্যানাদাত্মা পর-ব্রহ্মবৎ প্রক্ষীণাশেষভাবনঃ, কর্ম্ম-ভাবনা-ব্রহ্মভাবনোভয়ভাবনেতি ভাবনাত্রয়রহিতঃ প্রাপণীয়ঃ ইত্যভিধায়,—

"ক্ষেত্রজ্ঞঃ করণী, জ্ঞানং করণং তস্য বৈ দ্বিজ।

নিষ্পাদ্য মুক্তিকার্য্যং বৈ কৃতকৃত্যং নিবর্ত্তয়েৎ ॥ [বিষ্ণুপু০, ৬।৭।৯৪]

ইতি করণস্য পরব্রহ্ম-ধ্যানরূপস্য প্রক্ষীণাশেষভাবনাত্মস্বরূপ-প্রাপ্ত্যা (*) কৃতকৃত্যত্বেন নিবৃত্তিবচনাৎ যাবৎসিদ্ধ্যনুষ্ঠেয়মিত্যুক্ত্বা—

"তদ্ভাবভাবমাপন্নস্তদাসৌ পরমাত্মনা।

ভবত্যভেদী, ভেদশ্চ তস্যাজ্ঞানকৃতো ভবেৎ ॥" [বিষ্ণুপু০, ৬।৭।৯৫]

ইতি মুক্তস্য স্বরূপমাহ। তদ্ভাবঃ—ব্রহ্মণো ভাবঃ—স্বভাবঃ, নতু স্বরূপৈক্যম্; তদ্ভাবভাবমাপন্ন ইতি দ্বিতীয়ভাবশব্দানন্বয়াৎ, পূর্ব্বোক্তার্থবিরোধাচ্চ। যদ্ ব্রহ্মণঃ প্রক্ষীণাশেষভাবনত্বং, তদাপত্তিঃ—তদ্ভাবভাবাপত্তিঃ। যদৈবমাপন্নঃ, তদায়ং পরমাত্মনা অভেদী ভবতি,—ভেদরহিতো ভবতি। জ্ঞানৈকাকারতয়া পরমাত্মনৈকপ্রকারস্যাস্য (†)

ভাবনাবিহীন আত্মাও (স্বয়ং) পরব্রহ্মেরই মত প্রাপ্য।' পরব্রহ্মের ধ্যান করিতে করিতে যাহার কর্ম্মভাবনা (কর্ম্ম-জন্য শুভাশুভ সংস্কার), ব্রহ্মভাবনা, এবং কর্ম্ম-ব্রহ্ম, এতদুভয়-ভাবনা, এই ত্রিবিধ ভাবনাই উত্তমরূপে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায়, সেই আত্মাই জীবের প্রাপ্য হয়। এই কথা বলিয়া পরেই বলিয়াছেন যে, 'হে দ্বিজ! ক্ষেত্রজ্ঞাবস্থাপন্ন জীব হয় করণী (উপাসক), এবং জ্ঞান অর্থাৎ উপাসনা হয় তাহার করণ বা মুক্তি-সাধন। সেই জ্ঞান মুক্তি সম্পাদন করিয়া কৃতকৃত্য হইলে অর্থাৎ কর্ত্তব্য শেষ করিলে পর তাহাকে ত্যাগ করিবে।' এ স্থলে বলা হইল যে, পরব্রহ্মের উপাসনারূপ জ্ঞান যখন পূর্ব্বোক্ত ভাবনাত্রয়-বিরহিত আত্মার স্বরূপ লাভ করিয়া কর্ত্তব্য শেষ করিবে—কৃতার্থ হইবে, তখনই তাহা ক্ষান্ত করিবে, [তৎপূর্ব্বে নহে]। অতএব, যতক্ষণ ফলসিদ্ধি না হয়, তত ক্ষণ অবশ্যই অনুষ্ঠান করিবে। এই কথার পরে মুক্ত পুরুষের স্বরূপ নিরূপণার্থ বলিয়াছেন যে, 'তদ্ভাব-ভাবপ্রাপ্ত এই উপাসক তখন (উপাসনা-সিদ্ধিকালে) পরমাত্মার সহিত অভিন্ন হন, পরন্তু, অজ্ঞানবশতঃ তাহার ভেদও থাকে।' এস্থলে "তদ্ভাব" অর্থ—ব্রহ্মের ভাব—স্বভাব (সাদৃশ্য), কিন্তু স্বরূপতঃ ঐক্য নহে। কারণ, তাহা হইলে "তদ্ভাব-ভাবম্", এই দ্বিতীয় 'ভাব' শব্দের কোন সার্থকতা বা সম্বন্ধ থাকে না। অধিকন্তু, পূর্ব্বোক্ত ভেদ-বোধক বাক্যার্থের সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয়। অতএব, বুঝিতে হইবে, ব্রহ্মের যে, সর্ব্বপ্রকার ভাবনারাহিত্য, তৎপ্রাপ্তিই এখানে তদ্ভাব-ভাবাপত্তি কথার অর্থ। উপাসক যখন এবংবিধ ভাব প্রাপ্ত হন, তখন তিনি পরমাত্মার সহিত অভিন্ন,—ভেদরহিত হন। মুক্তপুরুষ একমাত্র জ্ঞানময় আকার লাভ করায়

(*) স্বরূপং প্রাপ্য' ইতি (গ) পাঠঃ।   (†) পরমাত্মনৈকস্বভাবস্য' ইতি (গ) পাঠঃ।

তস্মাদ্ভেদো দেবাদিরূপঃ। তদন্বয়োঽস্য কর্ম্মরূপাজ্ঞানমূলঃ, ন স্বরূপকৃতঃ। স তু দেবাদিভেদঃ পরব্রহ্মধ্যানেন মূলভূতাজ্ঞানরূপে কর্ম্মণি (*) বিনষ্টে হেত্বভাবান্নিবর্ত্তত ইত্যভেদী ভবতি। যথোক্তম্,—

"একস্বরূপভেদস্ত (†) বাহ্যকর্ম্ম-বৃত্তিপ্রজঃ (‡)।
দেবাদিভেদেঽপধ্বস্তে নাস্ত্যেবাবরণো হি সঃ॥"

[বিষ্ণুপু০, ২। ১৪। ৩৩] ইতি॥

এতদেব বিবৃণোতি,—

"বিভেদজনকেঽজ্ঞানে নাশমাত্যন্তিকং গতে।
আত্মনো ব্রহ্মণো ভেদমসন্তং কঃ করিষ্যতি॥" ইতি॥

বিবিধো ভেদো বিভেদঃ, দেব-তির্য্যঙ্মনুষ্য-স্থাবরাত্মকঃ। যথোক্তং শৌনকেনাপি,—

"চতুর্ব্বিধোঽপি ভেদোঽয়ং মিথ্যাজ্ঞাননিবন্ধনঃ॥"

[বিষ্ণু ধর্ম্ম০, ১০০।২১] ইতি॥

পরমাত্মার সদৃশ আকার প্রাপ্ত হন সত্য, কিন্তু, দেবতা প্রভৃতির দেহ ধারণ করায় পরমাত্মা হইতে তাহার প্রভেদ থাকিয়াই যায়। পরন্তু, তাহার সেই ভেদাবস্থাটী কর্ম্মরূপ অজ্ঞান-প্রসূত,—স্বরূপতঃ নহে। যখন, পরব্রহ্মের ধ্যানবলে সেই ভেদের মূলীভূত অজ্ঞানরূপ কর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন কারণাভাবে তৎকার্য্য দেবাদিপ্রভেদও বিলুপ্ত হইয়া যায়, সুতরাং তখন অভেদী হন॥

অন্যত্রও এইরূপ উক্ত আছে,—'আত্মা স্বরূপতঃ এক, কেবল বাহ্য-দেহাদিকৃত কর্ম্মময় আবরণে আবৃত হওয়ায় তাহার ভেদ উপস্থিত হয় মাত্র, [তত্ত্বজ্ঞানে] সেই দেবাদি প্রভেদ বিধ্বস্ত হইয়া গেলে আভ্যন্তরীণ সেই আবরণও বিনষ্ট হইয়া যায়। (§) এই অভিপ্রায়ই নিম্নলিখিত বাক্যেও বিবৃত হইতেছে,—'পরস্পরের মধ্যে ভেদসমুৎপাদক অজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে বিনাশ প্রাপ্ত হইলে আত্মা ও ব্রহ্মের যে অসত্য ভেদ, তাহা আর কে সমুৎপাদন করিবে?' এখানে 'বিভেদ' কথার অর্থ—বিবিধপ্রকার ভেদ, যেমন দেবতা, পশু, পক্ষী, মনুষ্য প্রভৃতি। শৌনকও এই কথা বলিয়াছেন,—'এই চতুর্ব্বিধ ভেদ মিথ্যা-জ্ঞান বা ভ্রান্তি-জ্ঞান হইতে

(*) কস্মিণি (ঘ) পাঠঃ।

(†) একত্বং রূপভেদশ্চেতি (গ) পাঠঃ।　　(‡) প্রবৃত্তিজঃ' ইতি (খ) পাঠঃ।

(§) তাৎপর্য্য,—এই শ্লোকটী বিষ্ণুপুরাণে আদি ভরতের চরিত্রবর্ণন স্থলে উক্ত হইয়াছে। সেখানে কথিত আছে যে, আত্মা এক হইলেও তাহার দ্বিবিধ ভেদ উপস্থিত হয়,—বাহ্য ও আন্তর। তন্মধ্যে, দেহেন্দ্রিয়াদি দ্বারা যে, 'আমি অমুক,' ইত্যাদি ভেদ, তাহা বাহ্য। আর বুদ্ধিগত সুখ, দুঃখাদি দ্বারা যে, 'আমি সুখী, দুঃখী, ইত্যাদিরূপে পরস্পর ভেদ, তাহা আন্তর ভেদ। পূর্ব্বোক্ত বাহ্য ভেদই এই আন্তর ভেদের উৎপাদক; সুতরাং সেই বাহ্য দেবাদি ভেদ বিলুপ্ত হইয়া গেলে দেবাদি দেহের দ্বারা যে সকল কর্ম্ম হইত, সেই সকল কর্ম্মাবরণও সঙ্গে-সঙ্গে বিলুপ্ত হইয়া যায়, এবং তাহার আভ্যন্তরীণ ভেদও অন্তর্হিত হইয়া যায়।

আত্মনি বিজ্ঞানস্বরূপে দেবাদিরূপবিবিধভেদ-হেতুভূতকর্ম্মাখ্যাজ্ঞানে পরব্রহ্মধ্যানেনাত্যন্তিকনাশং গতে সতি, হেত্বভাবাদসন্তং পরস্মাদ্ ব্রহ্মণ-আত্মনো দেবাদিরূপং ভেদং কঃ করিষ্যতীত্যর্থঃ। "অবিদ্যা-কর্ম্মসংজ্ঞান্যা" ইতি হ্যত্রৈবোক্তম্ ॥ ৯৩ ॥

"ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি" ইত্যাদিনান্তর্য্যামিরূপেণ সর্ব্বস্যাত্মতয়ৈক্যাভিধানম্। অন্যথা,

"ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে।"

"উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ" (*) [গীতা০, ১৫।১৬-১৭]

ইত্যাদিভির্ব্বিরোধঃ। অন্তর্য্যামিরূপেণ সর্ব্বেষামাত্মত্বং তত্রৈব ভগবতা অভিহিতম্,—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি ॥" [গীতা০, ১৮।৬১]

"সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥" [গীতা০, ১৫।১৫] ইতি চ।

সমুৎপন্ন।' ['বিভেদ-জনকে' শ্লোকের ভাব বলা হইতেছে-] জ্ঞানরূপী আত্মাতে যে, দেবতা, মনুষ্য ও পশু-পক্ষী প্রভৃতি ভেদ উপস্থিত হয়, কর্ম্মরূপ অজ্ঞানই তাহার হেতু ; সেই কর্ম্মরূপ অবিদ্যা পরব্রহ্মের ধ্যানের দ্বারা অত্যন্ত রূপে বিনাশ প্রাপ্ত হইলে পর, পরব্রহ্ম হইতে আত্মার যে, দেবাদিরূপ বিভাগ, কারণ না থাকায় তাহাও তখন অসৎ হইয়া যায়—থাকে না, সুতরাং তখন সেই অসৎ বিভাগ আর কে সমুৎপাদন করিবে? অর্থাৎ জীবও ব্রহ্মের বিভাগ যখন অসত্য,—কেবলই কল্পিত, তখন কারণীভূত অজ্ঞান না থাকিলে কে আর সেই ভেদ জন্মাইবে? এই প্রকরণেই অব্যবহিত পূর্ব্বে 'কর্ম্মসংজ্ঞক অবিদ্যাকে ব্রহ্মের অপরা শক্তি' বলা হইয়াছে ॥৯৩॥

৯৪। 'আমাকেই সর্ব্বশরীরে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে,' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা স্বয়ং ভগবান্‌ও অন্তর্য্যামিরূপেই সর্ব্ব আত্মায় আপনার একত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ একই ব্রহ্ম সকলের মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান করিতেছেন ; তাই তাঁহাকে সর্ব্বভূতে ক্ষেত্রজ্ঞরূপে এক বলা হইয়াছে। এইরূপ অর্থ স্বীকার না করিলে, সমস্ত ভূতবর্গকে 'ক্ষর' আর 'কূটস্থ—ব্রহ্মকে 'অক্ষর বলা হয়।' 'কিন্তু উত্তম পুরুষ (ব্রহ্ম) উক্ত ক্ষরও অক্ষর হইতে ভিন্ন বা পৃথক্।' ইত্যাদি বাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। ব্রহ্ম যে, অন্তর্য্যামিরূপেই সর্ব্বভূতের আত্মা, এ কথা ভগবান্ সেখানেই বলিয়াছেন, 'হে অর্জ্জুন! পরমেশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়প্রদেশে বাস করেন।' এবং 'আমি সর্ব্বভূতের হৃদয়েই অবস্থান করি।' আরও আছে,—

(*) পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ' ইত্যয়মংশোঽপি (গ) চিহ্নিত পুস্তকে উপলভ্যতে।

"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ ॥" [গীতা০, ১০।২০]

ইতি চ তদেবোচ্যতে। ভূতশব্দো হ্যাত্মপর্যন্তদেহবচনঃ। যতঃ সর্ব্বেষাময়মাত্মা, তত এব (*) সর্ব্বেষাং তচ্ছরীরতয়া পৃথগবস্থানং প্রতিষিধ্যতে,—"ন তদস্তি বিনা যৎ স্যাৎ" (†) ইতি; ভগবদ্বিভূত্যুপসংহারশ্চায়মিতি তথৈবাভ্যুপগন্তব্যম্। তত ইদমুচ্যতে,—

"যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা ॥
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥"

[গীতা০, ১০।৪১।৪২] ইতি ॥

অতঃ শাস্ত্রেষু ন নির্ব্বিশেষবস্তু-প্রতিপাদনমস্তি; নাপ্যর্থজাতস্য ভ্রান্তত্বপ্রতিপাদনম্; নাপি চিদচিদীশ্বরাণাং স্বরূপভেদনিষেধঃ ॥৯৪।

যদপ্যুচ্যতে,—নির্ব্বিশেষে স্বয়ংপ্রকাশে বস্তুনি দোষ-পরিকল্পিতমীশেশিতব্যাদ্যনন্তবিকল্পং সর্ব্বং জগৎ। দোষশ্চ স্বরূপ-তিরোধান-বিবিধবিচিত্র-

---

'হে গুড়াকেশ (জিতনিদ্র—অর্জ্জুন!) আমিই সর্ব্বভূতের হৃদয়ে স্থিত—আত্মা।' এখানেও সেই কথাই বলা হইয়াছে। শ্লোকস্থ 'ভূত' শব্দটী দেহাত্ম-সমষ্টিবাচক। যেহেতু তিনিই সর্ব্বভূতের আত্মা, সুতরাং সমস্ত ভূতবর্গই তাঁহার শরীর-স্থানীয়; সেই হেতুই তাঁহাকে ছাড়িয়া ভূতবর্গের পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিতির নিষেধ করিয়া বলিতেছেন যে, 'আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে, জগতে এমন কিছুই নাই।' বিশেষতঃ ইহা যখন পূর্ব্বোক্ত ভগবদ্বিভূতিরই উপসংহার বাক্য, তখন ইহার যথোক্ত অভিপ্রায়ই স্বীকার করা উচিত। এই কারণে ভগবান্ আরও বলিয়াছেন যে, 'যে যে বস্তু ঐশ্বর্য্য-বিশেষ সম্পন্ন, শ্রীমান্ (লোকাতিশয় সৌভাগ্যযুক্ত), এবং অলৌকিক প্রভাবসম্পন্ন, [হে অর্জ্জুন!] তুমি জানিও, সেই সমস্তই আমার তেজের অংশ হইতে সম্ভূত।' 'আমি একাংশে এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছি।' অতএব, বুঝিতে হইবে, শাস্ত্রের কোথাও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের উপদেশ নাই, জাগতিক পদার্থসমূহের ভ্রান্তত্বও (মিথ্যাত্বও) কথিত হয় নাই, এবং চিৎ, অচিৎ (জড়) ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ভেদেরও প্রতিষেধ করা হয় নাই ॥৯৪॥

৯৫। [অদ্বৈতবাদে] আরও যে, বলা হয়,—'একমাত্র ঈশ্বর—শাসনকর্ত্তা, অপর সমস্ত তাহার ঈশিতব্য—শাসনাধীন, ইত্যাদি প্রকার বিবিধ ভেদ-সংবলিত এই সমস্ত জগৎই স্বয়ং

(*) 'তত এবান্তঃশরীরতয়া' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) 'ময়া ভূতং চরাচরম্' ইত্যপরাংশোঽপি (গ) চিহ্নিতপুস্তকে দৃশ্যতে।

বিক্ষেপকরী সদসদনির্ব্বচনীয়ানাদ্যবিদ্যা। সা চাবশ্যাভ্যুপগমনীয়া; "অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ" [ছান্দো০, ৮।৩।২] ইত্যাদিভিঃ (*) শ্রুতিভির্ব্ব্রহ্মণঃ তত্ত্বমস্যাদিবাক্য-সামানাধিকরণ্যাবগতজীবৈক্যানুপপত্ত্যা চ। সা তু ন সতী, ভ্রান্তি-বাধয়োরযোগাৎ। নাপ্যসতী, খ্যাতি-বাধয়োশ্চাযোগাৎ। অতঃ কোটিদ্বয়-বিনির্মুক্তেয়মবিদ্যেতি তত্ত্ববিদ ইতি (†) ॥

তদযুক্তম্; সা হি কিমাশ্রিত্য ভ্রমং জনয়তীতি বক্তব্যম্ (‡)। ন তাব-

---

প্রকাশমান, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে দোষবশতঃ কল্পিত—মিথ্যা; প্রকৃতপক্ষে সেই দোষই ব্রহ্মের স্বরূপাচ্ছাদক ও বিবিধ বিক্ষেপ-সৃষ্টির হেতু এবং সৎ বা অসৎরূপে অনির্ব্বচনীয়। উহা অবিদ্যা ভিন্ন আর কিছুই নহে। পূর্ব্বোক্ত "অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ" ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে উক্তপ্রকার অবিদ্যার অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অস্বীকার করিলে, "তৎ ত্বম্ অসি" ইত্যাদি বাক্যে যে, জীব ও ব্রহ্মের একত্ব প্রতীতি হইয়া থাকে, তাহাও সঙ্গত হইতে পারে না। সেই অবিদ্যা সৎ পদার্থ হইতে পারে না; তাহা হইলে তাহার ভ্রান্তত্ব ও জ্ঞানবাধ্যতা (জ্ঞানের দ্বারা বাধার যোগ্যতা) হইতে পারিত না। অবিদ্যা অসৎও হইতে পারে না; তাহা হইলে তাহার সাময়িক প্রতীতি ও বাধা কখনই হইতে পারিত না। এই কারণে তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, এই অবিদ্যা সৎও নহে, অসৎও নহে—বিলক্ষণ বা অনির্ব্বচনীয় পদার্থ (§)॥

(অবিদ্যার ভাবরূপত্ব ও আবরকত্ব-খণ্ডন।)

এ কথা যুক্তিযুক্ত নহে; সেই অবিদ্যা কাহাকে আশ্রয় করিয়া ভ্রম উৎপাদন করে, ইহা বলা আবশ্যক। জীবকে আশ্রয় করিয়া ভ্রম উৎপাদন করে, বলিতে পার না; কেননা, জীবভাবটীও অবিদ্যা দ্বারাই কল্পিত, [সুতরাং পরভাবী জীবকে অবলম্বন করিতে পারে না।]

(*) ইত্যাদিশ্রুতিভিরিতি (গ) পাঠঃ। ইত্যাদিভির্ব্রহ্মণঃ' ইতি (ঙ) পাঠঃ।

(†) তত্ত্ববিদ ইতি, অয়মংশো ন পঠ্যতে খ চিহ্নিত পুস্তকে।

(‡।১) ইতি বক্তব্যম্' ইত্যংশঃ (ঘ) পুস্তকে নাস্তি।

(§) তাৎপর্য্য,—অদ্বৈতবাদীরা বলেন, অবিদ্যা সৎ হইতে পারে না, কারণ, সৎপদার্থের কখনও জ্ঞানের দ্বারা বাধা হয় না ও হইতে পারে না। শতসহস্র লোক একত্রিত হইয়াও যদি শ্বেতবর্ণকে পীতবর্ণ বলিয়া চিন্তা করে, তথাপি শ্বেতবর্ণ কখন অন্যথা—পীতবর্ণ হয় না, অথচ দেখা যায়, জ্ঞানোদয় হইবা মাত্র অবিদ্যা অন্তর্হিত হইয়া যায়। সুতরাং তাহাকে সৎ বলা যায় না। উহাকে অসৎও বলা যায় না; কারণ, অসৎ—আকাশ-কুসুমের কখনও প্রত্যক্ষ প্রতীতি হয় না; বিশেষতঃ যাহার আদৌ অস্তিত্ব নাই, তাহার বাধাও হইতে পারে না, যাহার সত্তা আছে, তাহরাই অবস্থাভেদে নিষেধ হইয়া থাকে। অথচ অবিদ্যার যখন প্রতীতি হয়, তখন উহা নাই বলিয়াও প্রত্যাখ্যান করা অসম্ভব; কাজেই উহাকে অনির্ব্বাচ্য বলিতে হয়। উক্ত অবিদ্যার দুইটী শক্তি আছে, একটীর নাম আবরণ ও অপরটীর নাম বিক্ষেপ। আবরণ শক্তিটী ব্রহ্মের স্বরূপ আবৃত করিয়া রাখে, লোকের প্রতীতির বাধা ঘটায়, আর বিক্ষেপ শক্তিটী সেই আবৃত ব্রহ্মে নানাপ্রকার বৈচিত্র্য উৎপাদন করে,—মিথ্যাময় জগৎ প্রপঞ্চ কল্পনা করে।

জীবমাশ্রিত্য ; অবিদ্যা-পরিকল্পিতত্বাজ্জীবভাবস্য। নাপি ব্রহ্মাশ্রিত্য ; তস্য স্বয়ংপ্রকাশ-জ্ঞানরূপত্বেনাবিদ্যা-বিরোধিত্বাৎ। সা হি জ্ঞানবাধ্যাভিমতা ॥

"জ্ঞানরূপং পরং ব্রহ্ম তন্নিবর্ত্যং মৃষাত্মকম্।
অজ্ঞানঞ্চেৎ তিরস্কুর্য্যাৎ কঃ প্রভুস্তন্নিবর্ত্তনে ॥
জ্ঞানং ব্রহ্মেতি চেজ্জ্ঞানমজ্ঞানস্য নিবর্ত্তকম্।
ব্রহ্মবৎ তৎপ্রকাশত্বাৎ তদপি হ্যনিবর্ত্তকম্ ॥
জ্ঞানং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞানমস্তি চেৎ স্যাৎ প্রমেয়তা।
ব্রহ্মণোঽননুভূতিত্বং ত্বদুক্ত্যৈব প্রসজ্যতে ॥" [নাথমুনিঃ]

জ্ঞানস্বরূপং ব্রহ্মেতি জ্ঞানং তস্যা অবিদ্যায়া বাধকং, ন স্বরূপভূতং জ্ঞানমিতি চেৎ ; ন, উভয়োরপি ব্রহ্মস্বরূপ-প্রকাশত্বে (*) সতি, অন্যতরস্য বিরোধিত্বমন্যতরস্য নেতি বিশেষানবগমাৎ। এতদুক্তং ভবতি,—জ্ঞানস্বরূপং

ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়াও ভ্রম জন্মাইতে পারে না ; কারণ, তিনি স্বয়ং প্রকাশমান জ্ঞানস্বরূপ ; অথচ অবিদ্যা আবার জ্ঞান-বাধ্য, অর্থাৎ জ্ঞানের নিকট থাকিতেই পারে না ; সুতরাং তিনি অবিদ্যার বিরোধী, অবিদ্যা তাহাকে আশ্রয় করিতেই পারে না ॥

নাথ মুনি বলিয়াছেন,—'পর ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, মিথ্যাময় অজ্ঞান তাহার নিবর্ত্ত্য অর্থাৎ বিনাশ্য ; অজ্ঞান যদি সেই জ্ঞানময় ব্রহ্মকেই আবৃত করে, তবে কে তাহার নিবারণ করিবে ? যদি বল, 'ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ' এইরূপ জ্ঞান বা বুদ্ধিবৃত্তিই অজ্ঞানের নিবর্ত্তক (ব্রহ্মেরস্বরূপভূত জ্ঞান নহে)। তাহা হইলেও ঐ জ্ঞান সেই অজ্ঞানের নিবারক হইতে পারে না ; কারণ, ঐ জ্ঞানটীও ব্রহ্ম-জ্ঞানেরই মত কেবল প্রকাশ মাত্র। অর্থাৎ প্রকাশাত্মক ব্রহ্মই যদি অজ্ঞান নিবৃত্তি করিতে না পারে, তবে, তাহারই আভাস মাত্র উক্ত জ্ঞানইবা অজ্ঞান নাশ করিবে কিরূপে ? যদি বল, ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, এরূপেও ত ব্রহ্মবিষয়ে বিশেষ জ্ঞান (বুদ্ধিবৃত্তি) হইয়া থাকে ; অর্থাৎ ব্রহ্মকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া জানিলেই তদ্বিষয়ক অজ্ঞান নিবারিত হইয়া যায় ; তাহা হইলেও ব্রহ্ম প্রমেয় অর্থাৎ জ্ঞেয় পদার্থ হইয়া পড়েন ! সুতরাং তোমার কথানুসারেই ব্রহ্মের অননুভূতিত্ব অর্থাৎ ব্রহ্ম যে কেবলই জ্ঞানস্বরূপ—অজ্ঞেয় নহে, তাহা সিদ্ধ হইতেছে।

[এখন ভাষ্যকার উল্লিখিত শ্লোকগুলির ভাবার্থ প্রকাশ করিতেছেন,—] যদি বল, 'ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ' এই প্রকার জ্ঞানই অবিদ্যার নিবর্ত্তক, ব্রহ্মের স্বরূপভূত জ্ঞান নিবর্ত্তক নহে। না,—এ কথাও বলা যায় না ; কারণ, ব্রহ্মের স্বরূপ ভূত জ্ঞান ও উক্ত প্রকার জ্ঞান, এই উভয়েরই যখন প্রকাশরূপতা সমান, তখন একটী অজ্ঞান-বিরোধী, অপরটী নহে, এরূপ

(*) প্রকারত্বে' ইতি, (গ) পাঠঃ।

ব্রহ্মেত্যনেন জ্ঞানেন ব্রহ্মণি যঃ স্বভাবোঽবগম্যতে, স ব্রহ্মণঃ স্বয়ংপ্রকাশত্বেন স্বয়মেব প্রকাশত ইত্যবিদ্যা-বিরোধিত্বে ন কশ্চিদ্বিশেষঃ স্বরূপ-তদ্বিষয়জ্ঞানয়োরিতি ॥৯৫॥

কিঞ্চ, অনুভবস্বরূপস্য ব্রহ্মণোঽনুভবান্তরাননুভাব্যত্বেন ভবতো ন তদ্বিষয়ং জ্ঞানমস্তি। অতো জ্ঞানমজ্ঞানবিরোধি চেৎ ; স্বয়মেব বিরোধি ভবতীতি (*) নাস্যা ব্রহ্মাশ্রয়ত্বসম্ভবঃ। শুক্ত্যাদয়স্তু স্বযাথাত্ম্য-প্রকাশে স্বয়মসমর্থাঃ স্বাজ্ঞানাবিরোধিনস্তন্নিবর্ত্তনে চ জ্ঞানান্তরমপেক্ষন্তে। ব্রহ্ম তু স্বানুভবসিদ্ধযাথাত্ম্যম্, (†) ইতি স্বাজ্ঞানবিরোধ্যেব। তত এব নিবর্ত্তকান্তরঞ্চ নাপেক্ষতে ॥

অথোচ্যেত, ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্য মিথ্যাত্বজ্ঞানমজ্ঞানবিরোধীতি। ন, ইদং ব্রহ্মব্যতিরিক্ত-মিথ্যাত্ব-জ্ঞানং কিং ব্রহ্মযাথাত্ম্যাজ্ঞানবিরোধি ? উত প্রপঞ্চ-

---

বৈলক্ষণ্য ত কিছুতেই জানা যাইতেছে না। অভিপ্রায় এই যে, 'ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ' এবংবিধ জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মের যে স্বভাবটী জানা যায়, ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ থাকায় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সেই জ্ঞান ভাবটীও নিশ্চয়ই স্বপ্রকাশ হইবে। অতএব, স্বরূপ ও স্বরূপবিষয়ক জ্ঞান, উভয়ের তুল্যরূপ প্রকাশ-ধর্ম্ম-থাকায়ও অবিদ্যা-নিবারণ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র বিশেষ দৃষ্ট হইতেছে না ॥৯৫॥

৯৬। আরো এক কথা, তোমার মতে ব্রহ্ম স্বয়ংই অনুভব স্বরূপ, তদ্বিষয়ে আর অনুভবান্তর নাই ; সুতরাং তদ্বিষয়ে কোন জ্ঞানও (বুদ্ধিবৃত্তিও) নাই। জ্ঞান যদি স্বভাবতই অজ্ঞানের বিরোধী হয়, তাহা হইলে স্বভাববিরুদ্ধ জ্ঞানময় ব্রহ্মকে অজ্ঞান কখনই আশ্রয় করিতে পারে না। শুক্তি-রজতাদিস্থলীয় শুক্তি প্রভৃতি জড়পদার্থগুলি স্বীয় যথাযথরূপ প্রকাশে অসমর্থ ; সুতরাং স্ববিষয়ক অজ্ঞানের বিরোধী নহে, অর্থাৎ অজ্ঞান সেই সকল বিষয়কে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে ; কাজেই তদ্বিষয়ক অজ্ঞান নিবৃত্তির জন্য জ্ঞানের অপেক্ষা আছে ; কিন্তু ব্রহ্মের প্রকাশময় রূপটী ত স্বানুভবসিদ্ধ, সুতরাং অজ্ঞানের বিরোধী, অর্থাৎ জ্ঞান ও অজ্ঞান পরস্পর বিরোধী,—কেহ কাহার আশ্রয় হইতে পারে না। এই কারণেই অজ্ঞান-নিবৃত্তির জন্য অপর কোন সাধনেরও অপেক্ষা করে না।

যদি বল, ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থের যে, মিথ্যাত্ব জ্ঞান, তাহাই অজ্ঞানের বিরোধী—জ্ঞানমাত্র নহে। না,—এ কথাও বলিতে পার না ; কারণ, এই যে, ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থের মিথ্যাত্ব জ্ঞান, ইহা কি ব্রহ্মের যাথাত্ম্য-প্রতিরোধক অজ্ঞানের বিরোধী ? না,—জগৎ-সত্যতারূপ

(*১) বিরোধি ভবতি' ইত্যত্র, 'ন সম্ভবতি' ইতি পাঠ্যন্তে (গ) চিহ্নিত পুস্তকে।

(†) স্বযাথার্থ্যম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

সত্যত্বরূপাজ্ঞানবিরোধীতি বিবেচনীয়ম্। ন তাবৎ ব্রহ্ম-যাথাত্ম্যাজ্ঞানবিরোধি, অতদ্বিষয়ত্বাৎ। জ্ঞানাজ্ঞানয়োরেকবিষয়ত্বেন হি বিরোধঃ। প্রপঞ্চমিথ্যাত্বজ্ঞানঞ্চ তৎ-সত্যত্বরূপাজ্ঞানেন বিরুধ্যতে। তেন প্রপঞ্চসত্যত্বরূপাজ্ঞানমেব বাধিতমিতি ব্রহ্মস্বরূপাজ্ঞানং তিষ্ঠত্যেব। ব্রহ্মস্বরূপাজ্ঞানং নাম তস্য সদ্বিতীয়ত্বমেব (*)। তত্তু তদ্ব্যতিরিক্তস্য মিথ্যাত্বজ্ঞানেন নিবৃত্তম্। স্বরূপন্তু স্বানুভবসিদ্ধমিতি চেৎ; ন, ব্রহ্মণোঽদ্বিতীয়ত্বং স্বরূপং স্বানুভবসিদ্ধমিতি তদ্বিরোধি সদ্বিতীয়ত্বরূপাজ্ঞানং তদ্বাধশ্চ ন স্যাতাম্। অদ্বিতীয়ত্বং ধর্ম্ম ইতি চেৎ; ন, অনুভবস্বরূপস্য ব্রহ্মণোঽনুভাব্য-ধর্ম্মবিরহস্য ভবতৈবোপপাদিতত্বাৎ। অতো জ্ঞানস্বরূপস্য ব্রহ্মণো বিরোধাদেব নাজ্ঞানাশ্রয়ত্বম্ ॥

অজ্ঞানের বিরোধী? ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। অভিপ্রায় এই যে, উক্ত মিথ্যাত্ব-জ্ঞানটি কি ব্রহ্মের প্রকৃতস্বরূপ নাজ্ঞানারূপ অজ্ঞান নিবারণ করে, কিংবা এই জগতের উপর যে, সত্যত্ব ভ্রমরূপ অজ্ঞান আছে, কেবল তাহাই বিনষ্ট করে? তন্মধ্যে, অজ্ঞান যখন ব্রহ্মবিষয়ে সমুৎপন্নই হইতে পারে না, তখন উক্ত জ্ঞান ব্রহ্মের যথাযথস্বরূপাবরক অজ্ঞানের বিরোধীও হইতে পারে না। ইহার হেতু এই যে, জ্ঞান ও অজ্ঞান একই বিষয়ে (আশ্রয়ে) বিরুদ্ধ হয়,—ভিন্ন বিষয়ে বিরুদ্ধ হয় না। জগতের মিথ্যাত্ব-জ্ঞানটী জগৎ-সত্যত্ব-প্রতীতিরূপ অজ্ঞানেরই বিরোধী. অতএব, পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানের দ্বারা জগৎ-সত্যত্ব-প্রতীতিরূপ অজ্ঞানই বাধিত হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্ম-বিষয়ক যে অজ্ঞান, তাহা থাকিয়াই যাইতে পারে। ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান অর্থ অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে সদ্বিতীয় বলিয়া জানা; ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থের মিথ্যাত্ব জ্ঞান দ্বারা সেই অজ্ঞানই কেবল নিবারিত হয়। অর্থাৎ ব্রহ্ম-স্বরূপাবরক অজ্ঞান থাকিয়াই যায়, কেবল সদ্বিতীয়ত্ব ভ্রম নিবৃত্ত হয় মাত্র। যদি বল, ব্রহ্মেরূপ ত প্রমাণাদি-সাপেক্ষ নহে, উহা কেবলই অনুভবগম্য; [সুতরাং তদ্বিষয়ে অজ্ঞান থাকিতে পারে না]। না, এ কথা হইলে অদ্বিতীয়ত্বও যখন ব্রহ্মের একটী স্বরূপ, তখন উহাও স্বানুভবসিদ্ধ, সুতরাং তদ্বিষয়ে সদ্বিতীয়ত্ব-ভ্রমরূপ অজ্ঞানও উপস্থিত হইতে পারে না, এবং সেই অজ্ঞানের বাধাও হইতে পারে না। যদি বল, উক্ত অদ্বিতীয়ত্ব ভাবটী ব্রহ্মের স্বরূপ নহে—ধর্ম্ম মাত্র; তাহাও বলিতে পার না; কারণ, ব্রহ্ম স্বয়ং অনুভবস্বরূপ, অথচ তাঁহার অদ্বিতীয়ত্ব ধর্ম্মটী অনুভাব্য—অনুভবের যোগ্য; কিন্তু অনুভবস্বরূপ ব্রহ্মে যে, অনুভাব্য কোনও ধর্ম্ম আসিতে পারে না, এ কথা তুমিই পূর্ব্বে ["সত্যং জ্ঞানমনন্তং" স্থলে] সমর্থন করিয়া আসিয়াছ। অতএব, অজ্ঞানবিরোধী ব্রহ্ম, কখনও অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারেন না †।

(*) সদ্বিতীয়জ্ঞানত্বমেব' ইতি (খ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—জ্ঞান ও অজ্ঞান পরস্পর বিরোধী পদার্থ, যেখানে যে সময় অজ্ঞান থাকে, সেখানে সেই সময়ই জ্ঞান থাকে না, এবং যেখানে জ্ঞান থাকে, সেখানে অজ্ঞানও থাকে না। যাহারা এক আশ্রয়ে ও থাকে ন,

কিঞ্চ, অবিদ্যয়া প্রকাশৈকস্বরূপং ব্রহ্ম তিরোহিতমিতি বদতা স্বরূপনাশ-এবোক্তঃ স্যাৎ। (*) প্রকাশ-তিরোধানং নাম প্রকাশোৎপত্তি-প্রতিবন্ধঃ, বিদ্যমানস্য বিনাশো বা। প্রকাশস্যানুৎপাদ্যত্বাভ্যুপগমেন প্রকাশ-তিরোধানং প্রকাশনাশ এব ॥৯৬॥

অপি চ, নির্ব্বিষয়া নিরাশ্রয়া স্বপ্রকাশেয়মনুভূতিঃ স্বাশ্রয়-দোষবশাদনন্তাশ্রয়মনন্তবিষয়মাত্মানমনুভবতীতি, অত্র কিময়ং স্বাশ্রয়দোষঃ পরমার্থভূতঃ?

আরো এক কথা, একমাত্র প্রকাশস্বভাব (জ্ঞানময়) ব্রহ্মের স্বরূপ যদি অবিদ্যা দ্বারা আবৃত বা তিরোহিতই হয়, তাহা হইলে প্রকারান্তরে ব্রহ্মের স্বরূপধ্বংসই তোমাকে স্বীকার করিতে হয়। প্রকাশের তিরোধান বলিলে; হয় প্রকাশোৎপত্তির বাধা, না হয় বিদ্যমান প্রকাশের নাশ বুঝিতে হইবে। তন্মধ্যে, [তোমার মতেও] ব্রহ্ম-প্রকাশ যখন উৎপন্ন হয় না, তখন প্রকাশ-তিরোধান শব্দে প্রকাশের বিনাশই বুঝিতে হইবে (†) ॥৯৬॥

অপিচ, অনুভূতি (জ্ঞান) নিজে নির্ব্বিষয় ও নিরাশ্রয় হইয়াও যে, কেবল আশ্রয়-দোষেই আপনার অনন্ত বিষয় ও অনন্ত আশ্রয় প্রতীতি করিয়া থাকে, বলা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা

(*) প্রকাশতিরোধানাদেব নাজ্ঞানাশ্রয়ত্বম্' ইতি খ-চিহ্নিত পুস্তকে অধিকং পঠ্যতে।

তাহাদের মধ্যে পরস্পর আশ্রয়াশ্রয়ীভাব একেবারেই অসম্ভব। অতএব, শঙ্করমতে ব্রহ্ম যখন কেবলই জ্ঞানস্বরূপ, তখন অজ্ঞান কিছুতেই তাহাতে আশ্রিত থাকিতে পারে না। আর যদি ব্রহ্ম-বিষয়ে অজ্ঞান সত্তা ও স্বীকার কর, তাহা হইলেও জগৎ-মিথ্যাত্ব জ্ঞানের দ্বারা জগতের উপর যে, সত্যতাভ্রম ছিল, কেবল তাহারই নিবৃত্তি হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্ম বিষয়ে যে, নানাবিধ বিপরীত ধারণা ও অজ্ঞান আছে, তৎসমুদয় আর নষ্ট হইতে পারে না, কারণ তদ্বিষয়ে ত আর জ্ঞান হয় নাই এবং হইতেও পারে না। তদ্বিষয়েও জ্ঞান হইলে ব্রহ্মের অনুভাব্যত্ব বা জ্ঞেয়ত্ব হইয়া পড়ে; ইহা তাহাদের অভিমত নহে। এই দোষ পরিহারের উদ্দেশে তাহারা বলেন যে, অদ্বিতীয় ব্রহ্মে যে সদ্বিতীয়ত্ব জ্ঞান, তাহাই এখানে অজ্ঞান শব্দের অর্থ। এই প্রকার হইলে অজ্ঞানটীও পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানে বাধিত হইতে পারে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই অদ্বিতীয়ত্বটী কি ব্রহ্মের স্বরূপ?—কিংবা ধর্ম্ম? স্বরূপ হইলে স্বয়ং ব্রহ্ম যখন অনুভবের অগোচর, তখন তৎস্বরূপ অদ্বিতীয়ত্বও জ্ঞান-গোচর হইতে পারে না। যদি অদ্বিতীয়ত্ব পদার্থটীকে ব্রহ্মের একটী ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলেও তোমার অভিমত ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব রক্ষা পায় না। অতএব, কোনরূপেই ব্রহ্মকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া অঙ্গীকার করা যায় না।

(†) তাৎপর্য্য,—যে প্রকাশ কারণ-সাহায্যে উৎপন্ন হয়, প্রতিকূল শক্তি দ্বারা অভিভূত হইয়া তাহা কদাচিৎ তিরোহিত বা অপ্রকাশিতও থাকে; যেমন আতস পাথর বা সূর্য্যকান্ত মণি, সূর্য্যকিরণ পতিত হইলেই উহাদের আলোক অভিব্যক্ত হয়, কিন্তু এরূপ অনেক দ্রব্য-শক্তি আছে, যাহাদের সংযোগে বা প্রতিবন্ধকতার ফলে ঐ সকল মণিতে সূর্য্য-কিরণ পতিত হইলেও আলোক-শিখা উদ্গত হয় না। অতএব সেই সকল স্থলে প্রকাশ-তিরোধান সম্ভবপর হয়, কিন্তু, ব্রহ্ম-প্রকাশ যখন স্বতঃসিদ্ধ—কারণ নিরপেক্ষ, তখন তাহার পক্ষে ঐরূপ তিরোধান সম্পূর্ণ অসম্ভব; কাজেই তাহার প্রকাশ-তিরোধান-শব্দে প্রকাশের ধ্বংস না বলিলে চলে না।

উতাপরমার্থভূতঃ? ইতি বিবেচনীয়ম্। ন তাবৎ পরমার্থোঽনভ্যুপগমাৎ। নাপ্যপরমার্থঃ, তথা হি সতি দ্রষ্টৃত্বেন বা দৃশ্যত্বেন বা দৃশিত্বেন বা (*) অভ্যুপগমনীয়ঃ। ন তাবৎ দৃশিঃ, দৃশি-স্বরূপভেদানভ্যুপগমাৎ। ভ্রমাধিষ্ঠান-ভূতায়াস্তু সাক্ষাৎ দৃশের্মাধ্যমিক-পক্ষপ্রসঙ্গেন অপারমার্থ্যানভ্যুপগমাচ্চ। দ্রষ্টৃ-দৃশ্যয়োঃ (†) তদবচ্ছিন্নায়া দৃশেশ্চ কাল্পনিকত্বেন মূলদোষান্তরাপেক্ষয়া অনবস্থা স্যাৎ। অথৈতৎপরিজিহীর্ষয়া (‡) পরমার্থসত্যনুভূতিরেব ব্রহ্মস্বরূপা দোষ ইতি চেৎ; ব্রহ্মৈব চেৎ দোষঃ; প্রপঞ্চদর্শনস্যৈব তন্মূলং স্যাৎ; কিং প্রপঞ্চ-তুল্যাবিদ্যান্তর-কল্পনেন? ব্রহ্মণো দোষত্বে সতি তস্য নিত্যত্বেনা-নির্ম্মোক্ষশ্চ স্যাৎ। অতো যাবদ্ ব্রহ্মব্যতিরিক্তপারমার্থিকদোষানভ্যুপগমঃ; ন তাবদ্ভ্রান্তিরুপপাদিতা ভবতি ॥৯৭॥

অনির্ব্বচনীয়ত্বং চ কিমভিপ্রেতম্? সদসদ্বিলক্ষণত্বমিতি চেৎ; তথাবিধস্য বস্তুনঃ প্রমাণশূন্যত্বেনানির্ব্বচনীয়তৈব (§) স্যাৎ। এতদুক্তং

করি, সেই 'আশ্রয়-দোষটী' কি যথার্থ? না অযথার্থ? যথার্থ বলিতে পার না; কারণ, উহার যথার্থতা বা সত্যতা স্বীকার করা হয় না। অযথার্থও বলিতে পার না; কারণ, অযথার্থ হইলে উহা কি দ্রষ্টা, দৃশ্য, কিংবা দৃশি (জ্ঞান) স্বরূপ? তন্মধ্যে, দৃশি বা জ্ঞান স্বরূপ হইতে পারে না; কারণ, দৃশির কোন প্রকার ভেদ স্বীকার করা হয় না। বিশেষতঃ, ভ্রমের আশ্রয়ীভূত জ্ঞানেরও ভেদ স্বীকার করিলে ইহা মাধ্যমিক বৌদ্ধেরই মত হইয়া পড়ে! অতএব, উহার অযথার্থতা স্বীকার করা যাইতে পারে না। অধিকন্তু, দ্রষ্টা, দৃশ্য ও তদ্বিষয়ক দৃশি (জ্ঞান) যখন কাল্পনিক, তখন তাহারও মূলীভূত অপর দোষ থাকা আবশ্যক, এবং তাহারও মূলীভূত অপর দোষ থাকা আবশ্যক হয়; এইরূপে অনবস্থা-দোষ উপস্থিত হইয়া পড়ে। যদি এই অনবস্থাদোষ পরিহারের জন্য, ব্রহ্ম-স্বরূপ সত্য অনুভূতিকেই দোষ বলিয়া স্বীকার কর; তাহা হইলেও জিজ্ঞাস্য এই যে, স্বয়ং ব্রহ্মই যদি দোষরূপী হন; তাহা হইলে তিনিইত জগৎপ্রপঞ্চ-প্রতীতির মূল কারণ হইতে পারেন, আবার প্রপঞ্চের ন্যায় আর একটা অবিদ্যা-কল্পনার প্রয়োজন কি? পক্ষান্তরে, স্বয়ং ব্রহ্ম দোষরূপী হইলে তিনি যখন নিত্য, তখন আর সেই দোষ বিনাশের দ্বারা কখনও মুক্তিলাভ হইতে পারে না। অতএব, যতক্ষণ, ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন একটী দোষের অস্তিত্ব স্থিরী-কৃত না হয়, ততক্ষণ জগৎকে ভ্রান্তি বা মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না ॥৯৭॥

তোমার অনির্ব্বচনীয়ত্ব কথায় অভিপ্রায় কি? যদি বল, সদসদ্বিলক্ষণত্ব, অর্থাৎ যাহাকে

(*) দৃষ্টত্বেন বা অদৃষ্টত্বেন বা দৃশিত্বেন বা' ইতি (গ) পাঠো লিপিকরপ্রমাদকৃত এব।

(†) দ্রষ্টৃদৃষ্টয়োঃ' ইতি (গ) পাঠঃ। (‡) পরমার্থাসতী' ইতি (গ, ঙ) পাঠঃ।

(§) অনির্বচনীয়তৈব ন স্যাৎ' ইতি (খ) পাঠঃ।

ভবতি,—সর্ব্বং হি বস্তুজাতং প্রতীতিব্যবস্থাপ্যম্, সর্ব্বা চ প্রতীতিঃ সদসদাকারা, সদসদাকারায়াঃ প্রতীতেঃ সদসদ্বিলক্ষণং বিষয় ইত্যভ্যুপগম্যমানে সর্ব্বং সর্ব্বপ্রতীতের্বিষয়ঃ স্যাদিতি ॥

অথ স্যাৎ, বস্তুস্বরূপ-তিরোধানকরমান্তর-বাহ্যরূপবিবিধাধ্যাসোপাদানং সদসদনির্ব্বচনীয়মবিদ্যাজ্ঞানাদিপদবাচ্যং বস্তুযাথাত্ম্য-জ্ঞাননিবর্ত্ত্যং জ্ঞান-প্রাগভাবাতিরেকেণ ভাবরূপমেব কিঞ্চিদ্ বস্তু প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং প্রতীয়তে। তদুপহিত-ব্রহ্মোপাদানশ্চাবিকারে স্বপ্রকাশ-চিন্মাত্রবপুষি তেনৈব তিরোহিতস্বরূপে প্রত্যগাত্মন্যহংকারজ্ঞান-জ্ঞেয়-বিভাগরূপোঽধ্যাসঃ। তস্যৈবাবস্থা-

---

সৎ বা অসৎ বলিয়া নিরূপণ করা যায় না, তাহাই অনির্ব্বচনীয়ত্ব। ঠিক কথা, এই প্রকার বস্তু যখন কোন প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় না, তখন তাদৃশ বস্তুর অস্তিত্ব প্রতিপাদন এক অনির্ব্বচনীয়ই (বিচিত্রই) বটে! অভিপ্রায় এই যে, প্রতীতি অনুসারে সর্ব্ববস্তুর ব্যবস্থা বা নিরূপণ করিতে হয়। প্রতীতি মাত্রই সৎ বা অসদাকারে হইয়া থাকে। এখন সদসদাকারা প্রতীতি দ্বারা যদি সদসদ্বিলক্ষণ বস্তুও প্রতীত বা প্রমাণিত হয়; তাহা হইলে যে কোন বস্তু যে কোন প্রতীতির বিষয় হইতে পারে?

অনির্ব্বচনীয়ত্ব বাদ খণ্ডন।

যদি বল, সর্ব্ববস্তুর স্বরূপাবরক, বাহ্য ও আভ্যন্তরিক সর্ব্ব বিবিধ অধ্যাসের উপাদান, সৎ বা অসৎরূপে নিরূপণের অযোগ্য, এবং বস্তুবিষয়ক যথার্থ-জ্ঞানে নিবর্ত্তনীয়, এইরূপ কোন একটা ভাব পদার্থত প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারাও প্রতীত হয়; এই ভাব পদার্থটী প্রাগভাব হইতে পৃথক্, এবং অবিদ্যা ও অজ্ঞান প্রভৃতি শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। নির্ব্বিকার, স্বপ্রকাশ, চৈতন্যময় ব্রহ্ম যখন সেই অবিদ্যা দ্বারা আবৃত হন, তখনই তদুপহিত (অজ্ঞানাবৃত) আত্মাতে 'আমি, আমার' ইত্যাকার অহঙ্কার ও জ্ঞান-জ্ঞেয়াদি বিভাগরূপ অধ্যাস উৎপন্ন হয়। (†) সেই অধ্যাসেরই অবস্থাবিশেষ—এই অধ্যাসময়

(†) তাৎপর্য্য,—অধ্যাস সম্বন্ধে শঙ্কর বলিয়াছেন,—"আহ কোঽয়মধ্যাসো নাম? "স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ।" অর্থাৎ অধ্যাস কি? না,—পূর্ব্বানুভূত কোন এক বস্তুকে যে, অপর বস্তু বলিয়া প্রতীতি করা; (তাহারই নাম অধ্যাস)। এই অধ্যাস অনেকটা স্মৃতির মত, পূর্ব্বে যে বিষয়ের অনুভূতি নাই, সেই বিষয়ে যেমন স্মৃতি হয় না, অধ্যাসও সেইরূপ পূর্ব্বানুভূতি ব্যতীত হয় না ও হইতে পারে না। আরো এক কথা যে, অধ্যাসকালে অধ্যাসের আশ্রয় বস্তুটী অজ্ঞাত (অজ্ঞানে আবৃত) থাকে। অধ্যাসের প্রণালী এইরূপ,—প্রথমতঃ অজ্ঞানের আবরণ শক্তি প্রভাবে রজ্জুর প্রকৃতরূপটী আবৃত হইয়া থাকে, দ্রষ্টা উহা অনুভব করিতে পারে না। অনন্তর অজ্ঞানের বিক্ষেপ শক্তি সেই রজ্জুতে দ্রষ্টার পূর্ব্বানুভূত সর্পের সৃষ্টি করিয়া দেয়, এই কারণে দ্রষ্টা রজ্জু না দেখিয়া সর্প দেখে। আলোচ্য স্থলেও অজ্ঞান বা অবিদ্যা প্রথমেই ব্রহ্মের স্বরূপ আবৃত করিয়া রাখে, পরে বিক্ষেপশক্তি প্রভাবে সেই স্বপ্রকাশ চৈতন্যময় ব্রহ্মেই বাহ্য—জড়জগৎ ও আন্তর—আমি-আমার ভাব অধ্যাস বা আরোপ করে। এই কারণেই অজ্ঞ জনেরা অদ্বিতীয় ও স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের সত্তা উপলব্ধি না করিয়া জগৎকে সত্য বস্তু মনে করে। প্রথমতঃ জগৎই অধ্যাসময়, তাহার উপর রজ্জু-সর্প ও শুক্তি-রজত আবার বিশেষ অধ্যাস। অধ্যাস যেমন মিথ্যা, তেমনি তৎকারণ অবিদ্যা বা অজ্ঞান ও মিথ্যা।

বিশেষেণাধ্যাসরূপে জগতি জ্ঞান-বাধ্য-সর্পরজতাদিবস্তু-(*) তজ্জ্ঞানরূপো-ঽধ্যাসোঽপি জায়তে। কৃৎস্নস্য মিথ্যারূপস্য তদুপাদানত্বং চ মিথ্যা, (†) মিথ্যাভূতস্যার্থস্য মিথ্যাভূতমেব কারণং ভবিতুমর্হতীতি হেতুবলাদবগম্যতে। কারণাজ্ঞানবিষয়ং প্রত্যক্ষং তাবৎ 'অহমজ্ঞো মামন্যঞ্চ ন জানামি' ইত্যপরোক্ষাবভাসঃ। অয়ন্তু ন জ্ঞানপ্রাগভাববিষয়ঃ, স হি ষষ্ঠপ্রমাণগোচরঃ, অয়ং তু 'অহং সুখী' ইতিবদপরোক্ষঃ। অভাবস্য প্রত্যক্ষত্বাভ্যুপগমেঽপ্যয়-মনুভবো নাত্মজ্ঞানাভাববিষয়ঃ, (‡) অনুভববেলায়ামপি জ্ঞানস্য বিদ্যমানত্বাৎ; অবিদ্যমানত্বে জ্ঞানাভাবপ্রতীত্যনুপপত্তেশ্চ।

এতদুক্তং ভবতি,—'অহমজ্ঞঃ' ইত্যস্মিন্ননুভবে অহমিত্যাত্মনোঽভাব-ধর্ম্মিতয়া জ্ঞানস্য চ প্রতিযোগিতয়াবগতিরস্তি বা, ন বা? অস্তি চেৎ;

জগতেও আবার জ্ঞান-বাধ্য (জ্ঞানের দ্বারা যাহার বাধা হইতে পারে, এমন) সর্প-রজতাদি বস্তু ও তদ্বিষয়ক জ্ঞানরূপ বিশেষ বিশেষ অধ্যাস হইয়া থাকে। সমস্ত মিথ্যার উপাদানভূত সেই অবিদ্যার উপাদানত্বও মিথ্যা; কেন না, যুক্তি দ্বারা জানা যায় যে, মিথ্যা বস্তুর কারণও (উপাদানও) মিথ্যা ভিন্ন সত্য হইতে পারে না। 'আমি অজ্ঞ, আমি আমাকে এবং অপরকে জানি না,' ইত্যাদি রূপে যে অজ্ঞানের প্রত্যক্ষ প্রতীতি হয়, তাহার বিষয় হয় কারণীভূত অজ্ঞান, কিন্তু জ্ঞানের প্রাগভাব নহে; কারণ, অভাবমাত্রই অনুপলব্ধি-নামক (ষষ্ঠ) প্রমাণের বিষয় হয়, প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না (§) পরন্তু 'আমি অজ্ঞ' ইত্যাদি জ্ঞান সকল 'আমি সুখী' ইত্যাদি জ্ঞানের ন্যায় অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষাত্মক। আর অভাবের প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলেও 'আমি অজ্ঞ' ইত্যাদি অনুভব কখনই আত্মগত জ্ঞানাভাব-বিষয়ক নহে, কারণ, অজ্ঞত্ব-প্রতীতি কালেও আত্মার জ্ঞান বিদ্যমানই থাকে; নচেৎ আত্মা দ্বারা স্বীয় অজ্ঞতা বা অজ্ঞান অনুভূতই হইতে পারে না॥

অভিপ্রায় এই যে, 'আমি অজ্ঞ' বলিয়া যখন প্রতীতি হয়, তখন আত্মা যে, অজ্ঞানের আশ্রয়, এবং জ্ঞানই যে, সেই অভাবের প্রতিযোগী, (যাহার অভাব, তাহাকে প্রতিযোগী

(*) 'তত্তজ্জ্ঞানরূপঃ' ইতি (খ) পাঠঃ।

(†) তদুপাদানত্বং চ মিথ্যাভূতস্যার্থস্য মিথ্যাভূতমেব' ইতি (ক) পাঠঃ। (খ) পুস্তকেতু "তদুপাদানত্বং চ মিথ্যাভূতস্য' ইত্যাদি, সমানমন্যৎ। (ক) চিহ্নিত পুস্তকে তু 'মিথ্যাভূতমেব' ইত্যতঃ পরং 'এবাভ্যুপগন্তব্য ইতি' এতদন্তঃ পাঠো ন দৃশ্যতে। প্রমাদস্তত্র মূলমিত্যনুমীয়তে।　(‡) নাত্মনিজ্ঞানাভাব ইতি (খ) পাঠঃ।

(§) তাৎপর্য্য,—বেদান্তমতে অনুপলব্ধি একটী প্রমাণের নাম। প্রমাণপর্য্যায়ে ইহা ষষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত। এই প্রমাণ দ্বারাই অভাবের প্রতীতি বা প্রত্যক্ষ হয়। ন্যায় মতে অনুপলব্ধির প্রামাণ্য স্বীকার করে না। তাঁহারা সাধারণ নিয়মেই অভাবের প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন।

বিরোধাদেব ন জ্ঞানাভাবানুভবসম্ভবঃ (*)। নো চেৎ; ধর্ম্মি-প্রতিযোগিজ্ঞানাপেক্ষো (†) জ্ঞানাভাবানুভবঃ সুতরাং ন সম্ভবতি। জ্ঞানাভাবস্যানুমেয়ত্বে অভাবাখ্য-প্রমাণবিষয়ত্বে চেয়মনুপপত্তিঃ সমানা। অস্যাজ্ঞানস্য ভাবরূপত্বে ধর্ম্মি-প্রতিযোগিজ্ঞানসদ্ভাবেঽপি বিরোধাভাবাদয়মনুভবো ভাবরূপাজ্ঞানবিষয় এবাভ্যুপগন্তব্য ইতি ॥৯৮॥

ননু চ ভাবরূপমপ্যজ্ঞানং বস্তু-যাথাত্ম্যাবভাসরূপেণ সাক্ষিচৈতন্যেন বিরুধ্যতে। নৈবম্, সাক্ষিচৈতন্যং ন বস্তু-যাথাত্ম্য-বিষয়ম্; অপি তু অজ্ঞান-

---

বলে), এ বিষয়ে জ্ঞান থাকে কি না? যদি জ্ঞান থাকে, তবে ত, জ্ঞান ও অজ্ঞানের সহাবস্থান বিরুদ্ধ বলিয়াই জ্ঞানাভাবের অনুভব সম্ভবপর হয় না; আর তৎকালে যদি জ্ঞানই না থাকে, তাহা হইলেও জ্ঞানাভাবের অনুভব সম্ভব হইতে পারে না। কারণ, অভাব প্রতীতির সাধারণ নিয়ম এই যে, যাহার অভাব জানিতে হইবে, অগ্রে সেই 'প্রতিযোগীকে' জানা আবশ্যক হয়, প্রতিযোগী জানা না থাকিলে কখনও তদভাবের জ্ঞান হয় না ও হইতেই পারে না। (‡) জ্ঞানাভাব অনুমানেরই বিষয় হউক, আর অনুপলব্ধি প্রমাণেরই বিষয় হউক, উভয়পক্ষেই প্রদর্শিত অসঙ্গতি দোষ সমান। আর এই অজ্ঞানকে যদি ভাবরূপ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও উক্ত প্রতিযোগী (জ্ঞান) ও ধর্ম্মীর (আত্মার) জ্ঞান সত্ত্বেও 'আমি অজ্ঞ' এই অনুভব অসঙ্গত হয় না; কারণ এ পক্ষে আর উহাদের পরস্পর কোনই বিরোধ নাই। অতএব ঐ অনুভবের বিষয় অজ্ঞানকে ভাবরূপই স্বীকার করা আবশ্যক ॥৯৮॥

৯৯। ভাল, বস্তুর যথাযথভাব বা সত্যতা গ্রহণকরাই যখন সাক্ষী চৈতন্যের (অনুভবিতা আত্মার) স্বভাব, তখন অসত্য অজ্ঞান ভাবরূপী হইলেও সাক্ষী চৈতন্যের সহিত নিশ্চয়ই তাহার বিরোধ হইবে? না,—সাক্ষী চৈতন্য যে, বস্তুর যথার্থতাই গ্রহণ করে, তাহা নহে; পরন্তু অজ্ঞানকেও গ্রহণ করে, না হইলে, অসত্য বস্তুর কখনও প্রতীতি হইতে পারিত না।

(*) 'ন জ্ঞানানুভবসম্ভবঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।   (†) প্রতিযোগিজ্ঞান-সব্যপেক্ষঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—যাহার অভাব ধরা হয়, তাহাকে বলে প্রতিযোগী, আর সেই অভাব যাহাতে থাকে, তাহাকে বলে অনুযোগী ও ধর্ম্মী। অভাব জানিতে হইলে ঐ প্রতিযোগী ও অনুযোগী জানা থাকা আবশ্যক। যে লোক ঘট জানে না, এবং কোথায় তাহার অভাব আছে, তাহাও জানে না, সে লোক কখনই ঘটাভাব বুঝিতে পারে না। প্রকৃত স্থলে 'আমি অজ্ঞ' বলিলে বুঝিতে হয় যে, আত্মাতে জ্ঞানের অভাব আছে, সুতরাং জ্ঞান হয়—অভাবের প্রতিযোগী, আর আত্মা হয়—তাহার অনুযোগী। এখন কথা হইতেছে এই যে, উক্ত স্থলে আত্মাতে যদি প্রতিযোগি জ্ঞানের প্রতীতি থাকে, তাহা হইলে ত জ্ঞান ও জ্ঞানাভাব একত্র থাকিতে পারে না সুতরাং জ্ঞানাভাবের প্রতীতিও হইতে পারে না; আর যদি প্রতিযোগিস্বরূপ জ্ঞানের প্রতীতিই না থাকে, তাহা হইলেও আত্মাতে জ্ঞানাভাবের প্রতীতি হইতে পারে না। কারণ, অভাব-জ্ঞানটী প্রতিযোগীর জ্ঞান-সাপেক্ষ। এই কারণেই ভাষ্যকার উভয় পক্ষেই অসম্ভব দোষের উল্লেখ করিয়াছেন।

বিষয়ম্ ; অন্যথা মিথ্যার্থাবভাসানুপপত্তেঃ। ন হ্যজ্ঞানবিষয়েণ জ্ঞানেনাজ্ঞানং নিবর্ত্ত্যত ইতি ন বিরোধঃ ॥

নন্বু চেদং ভাবরূপমপ্যজ্ঞানং বিষয়বিশেষ-ব্যাবৃত্তমেব সাক্ষিচৈতন্যস্য বিষয়ো ভবতি, স বিষয়ঃ প্রমাণানধীনসিদ্ধিরিতি কথমিব সাক্ষিচৈতন্যেনাস্ম-দর্থ-ব্যাবৃত্তমজ্ঞানং বিষয়ীক্রিয়তে। নৈষ দোষঃ; সর্ব্বমেব বস্তুজাতং জ্ঞাততয়া অজ্ঞাততয়া বা সাক্ষিচৈতন্যস্য বিষয়ভূতম্। তত্র জড়ত্বেন জ্ঞাততয়া সিধ্যত এব প্রমাণব্যবধানাপেক্ষা। অজড়স্য তু প্রত্যগ্-বস্তুনঃ স্বয়ং সিধ্যতো ন প্রমাণব্যবধানাপেক্ষেতি সদৈবাজ্ঞানব্যাবর্ত্তকত্বেন (*) অবভাসো যুজ্যতে। তস্মান্ন্যায়োপবৃংহিতেন প্রত্যক্ষেণ ভাবরূপমেবাজ্ঞানং প্রতীয়তে ॥

বস্তুতই অজ্ঞান বা অসত্য-বস্তুবিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান বা মিথ্যা বস্তু নিবারিত হয় না। অতএব, সাক্ষী চৈতন্যের সহিত অজ্ঞানের কোনরূপ বিরোধও থাকিতেপারে না। (†)॥

পুনশ্চ আপত্তি হইতেছে যে, 'অহং অজ্ঞঃ', এই স্থলে অহং-পদার্থ আত্মার সহিত সম্মিলিতভাবে অজ্ঞানের প্রতীতি হইয়া থাকে; স্বয়ং সিদ্ধ ও স্বপ্রকাশ আত্মা যখন কোন প্রমাণেরই অধীন নহে, তখন সাক্ষী চৈতন্য তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। অতএব, উক্ত সাক্ষী চৈতন্য, অহং-পদার্থ আত্মাকে ত্যাগ করিয়া কেবলই অজ্ঞানকে গ্রহণ করিবে কিরূপে? না, এ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, সমস্ত বস্তুই সাক্ষী চৈতন্যের বিষয়, তন্মধ্যে কোনটী জ্ঞাতরূপে, আর কোনটী অজ্ঞাতরূপে, এইমাত্র বিশেষ। তাহার মধ্যেও আবার যে সকল পদার্থ জড়রূপে জ্ঞাত হইয়া প্রকাশ পায়; সে সকলের জন্য প্রমাণের অপেক্ষা থাকে। আর অজড়স্বরূপ আত্মা স্বয়ংসিদ্ধ, এই কারণে তাহার পক্ষে আর প্রমাণ-ব্যবহারের অপেক্ষা বা আবশ্যক হয় না, সুতরাং সর্ব্বদাই অজ্ঞান হইতে পৃথক্-ভাবে তাহার প্রকাশ লাভ সঙ্গত হয়। অতএব, যুক্তিসিদ্ধ প্রত্যক্ষ-প্রমাণেই অজ্ঞানের ভাবরূপত্ব প্রতীত ও প্রমাণিত হয় ॥

(*) 'অজ্ঞানস্য ব্যাবর্ত্তকত্বেন' ইতি (খ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—আত্ম-চৈতন্যই আমাদের সর্ব্ববিধ জ্ঞানের সাক্ষী বা প্রকাশক; নচেৎ আমাদের যে, জ্ঞান হয়, তাহা জানিবার কোন উপায় থাকে না। বুদ্ধি তাহার সম্মুখে যাহাই উপস্থিত করে, তিনি তাহাই প্রকাশ করেন, সত্য-মিথ্যা প্রভেদ নাই। পরন্তু, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোন বস্তুই যখন সত্য নহে, এবং সত্য বস্তু যখন স্বয়ংই প্রকাশমান, তখন তাহার আর প্রকাশেরও আবশ্যক হয় না। কাজেই সাক্ষী চৈতন্যকে কেবল অজ্ঞান বা মিথ্যা বস্তুই প্রকাশ করিতে হয়। এই কারণেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, অজ্ঞান ব্যতীত সত্য বস্তু কখনই চৈতন্যের বিষয় বা প্রকাশ্য হয় না।

তদিদং ভাবরূপমজ্ঞানমনুমানেনাপি সিধ্যতি,—বিবাদাধ্যাসিতং প্রমাণ-জ্ঞানং স্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্ত-স্ববিষয়াবরণ-স্বনিবর্ত্ত্য-স্বদেশগত-বস্ত্বন্তরপূর্ব্বকম্, অপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্বাৎ, অন্ধকারে প্রথমোৎপন্ন-প্রদীপপ্রভাবদিতি ॥

আলোকাভাবমাত্রং বা রূপদর্শনাভাবমাত্রং বা তমো ন দ্রব্যম্, (*)

উক্ত অজ্ঞানপদার্থ যে, ভাবস্বরূপ—অভাবস্বরূপ নহে, তাহা অনুমানের দ্বারাও প্রমাণিত হইতে পারে। অনুমানটী এইরূপ—যেহেতু প্রমাণ-সমুৎপাদিত জ্ঞান দ্বারা অপ্রকাশিত বা অবিজ্ঞাত বিষয় প্রকাশিত হয়, অতএব, জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে তাহার প্রাগভাবের অতিরিক্ত অথচ তাহার প্রকাশ্য-বিষয়ের আবরক এবং তাহার দ্বারাই নিবারণের যোগ্য, অথচ তাহার আশ্রয়েই আশ্রিত, এরূপ কোন বস্তু থাকা নিশ্চয়ই আবশ্যক। অর্থাৎ জ্ঞান সমুৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে এমন একটী বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, যাহা ঐ জ্ঞানের বিষয়কে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল, অথচ ঐ জ্ঞান তাহার নিবারণে সমর্থ, এবং ঐ জ্ঞান যে আত্মাতে সমুৎপন্ন হইয়াছে, সেও সেই আত্মাকেই আশ্রয় করিয়াছিল; অধিকন্তু, সেই বস্তুটী জ্ঞানের প্রাগভাব নহে, তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। অন্ধকারে প্রথমোৎপন্ন দীপশিখা ইহার দৃষ্টান্ত স্থল (†)।

যদি বল, অন্ধকার যখন আলোকের (তেজের) অভাব কিংবা রূপ-প্রতীতির অভাব

(*) আলোকাভাবমাত্রং রূপদর্শনাভাবমাত্রং বা এবং ন দ্রব্যম্' ইতি (খ) পাঠঃ। তমো ন দ্রব্যান্তরম্ ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—অন্ধকারের মধ্যে প্রথমে যখন প্রদীপ প্রজ্জ্বালিত করা হয়, তখন সেই প্রদীপ তিনটী কার্য্য করে, (১) নিজের অভাব (প্রাগভাব) নষ্ট করে, (২) তত্রত্য অন্ধকার বিধ্বস্ত করে, (৩) তত্রত্য অপ্রকাশিত ঘট-পটাদি বস্তুগুলিকে প্রকাশিত বা দর্শনযোগ্য করে। তন্মধ্যে ঐ অন্ধকার পদার্থটী প্রদীপ জ্বালনের পূর্ব্বে ভাবী প্রদীপাশ্রয়ে থাকিয়াই প্রদীপের প্রকাশ্য ঘটপটাদি বিষয়গুলি আবৃত করিয়া রাখে; কিন্তু প্রদীপ জ্বালিবামাত্র নষ্ট হইয়া যায়। উক্ত অন্ধকারটী শাঙ্কর মতে প্রদীপের প্রাগভাব নহে—স্বতন্ত্র একটি ভাব পদার্থ। এই দৃষ্টান্তানুসারে এইরূপ একটা ব্যাপ্তি বা নিয়ম গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, যে সকল পদার্থ উৎপন্ন হইয়া অপ্রকাশিত বা অবিজ্ঞাত বস্তুর প্রকাশ করে, সেই সকলের উৎপত্তির পূর্ব্বে সেই স্থানে এরূপ একটা পদার্থ বিদ্যমান থাকে, যাহা সেই স্থানে পরভবিক প্রকাশক পদার্থ দ্বারা বিনষ্ট হইতে পারে, এবং তত্রত্য প্রকাশ্য বিষয়গুলিকে পূর্ব্বে আবরণ করিয়া রাখে, অথচ সেই পূর্ব্ববর্ত্তী পদার্থটী প্রকাশের প্রাগভাব নহে,—স্বতন্ত্র একটী ভাব পদার্থ। এখন দেখা যাউক, উক্ত নিয়মানুসারে আলোচ্য অবিদ্যার অনুমান হইতে পারে কি না।

দেখিতে পাওয়া যায়,—ঘটপটাদি বিষয়ের সহিত চক্ষুঃসংযোগ হইলে তদ্বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান (প্রমাণ জ্ঞান) জন্মিয়া থাকে, এবং সে জন্মিয়াই তত্রত্য অবিজ্ঞাত ঘটপটাদি বিষয়গুলিকে প্রকাশিত (জ্ঞানগোচর) করে। এখন এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, জ্ঞান যখন অপ্রকাশিত ঘটপটাদি বিষয়ের প্রকাশক, তখন নিশ্চয়ই তৎপূর্ব্বে জ্ঞানাশ্রয় বুদ্ধি বা আত্মাতে এরূপ একটী ভাব পদার্থ বিদ্যমান ছিল, যাহা জ্ঞানের প্রকাশ্য বিষয় সমূহ সমাবৃত করিয়া রাখিয়াছিল, এবং জ্ঞানোদয়মাত্রে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। অথচ সেইটী জ্ঞানের প্রাগভাব হইতে অতিরিক্ত—একটী স্বতন্ত্র বস্তু হওয়া আবশ্যক। সেই পদার্থটাই 'আমি অজ্ঞ' ইত্যাদি প্রতীতি-সিদ্ধ অজ্ঞান বা অবিদ্যা।

তৎ কথং ভাবরূপাজ্ঞানসাধনে নিদর্শনতয়োপন্যস্তত ইতি চেৎ; উচ্যতে— বহুলত্ব-বিরলত্বাদ্যবস্থাযোগেন রূপবত্তয়া চোপলব্ধেদ্র্ব্যান্তরমেব তম-ইতি নিরবদ্যমিতি ॥৯৯॥

অত্রোচ্যতে, 'অহমজ্ঞো মামন্যঞ্চ ন জানামি' ইত্যত্রোপপত্তিসহিতেন কেবলেন চ প্রত্যক্ষেণ ন ভাবরূপমজ্ঞানং প্রতীয়তে। যস্তু জ্ঞানপ্রাগভাববিষয়ত্বে বিরোধ উক্তঃ, স হি ভাবরূপাজ্ঞানেঽপি তুল্যঃ। বিষয়ত্বেনাশ্রয়ত্বেন চাজ্ঞানস্য ব্যাবর্ত্তকতয়া প্রত্যগর্থঃ প্রতিপন্নোঽপ্রতিপন্নো বা? প্রতিপন্নশ্চেৎ; তৎস্বরূপজ্ঞান-নিবর্ত্ত্যং তদজ্ঞানং তস্মিন্ প্রতিপন্নে কথমিব তিষ্ঠতি? অপ্রতিপন্নশ্চেৎ; ব্যাবর্ত্তকাশ্রয়বিষয়জ্ঞানশূন্যমজ্ঞানং কথমনুভূয়েত ॥

ভিন্ন আর কিছুই নহে, তখন তাহার দ্রব্যত্বই অসিদ্ধ, সুতরাং অজ্ঞানের ভাবত্ব অনুমানে উহা দৃষ্টান্ত হয় কিরূপে? হাঁ, বলিতেছি,—অন্ধকারের যখন গাঢ়তা ও অল্পতাদি অবস্থা, এবং নীলরূপের সম্বন্ধও পরিলক্ষিত হয়, তখন নিশ্চয়ই উহা একটী পৃথক্ দ্রব্য (অভাব নহে)। অতএব, উক্ত সিদ্ধান্ত নির্দ্দোষ (*) ॥৯৯॥

১০০। ইহার উত্তর বলা যাইতেছে,—'আমি অজ্ঞ, আমি আমাকে এবং অপরকে জানি না,' এইরূপে যে, অজ্ঞানের প্রতীতি হয়, যুক্তি বা যুক্তিসহকৃত প্রত্যক্ষ দ্বারাও তাহার ভাবরূপত্ব প্রমাণিত হয় না। অজ্ঞানকে জ্ঞানের প্রাগভাব বলিলে যে সকল বিরোধ বা অসঙ্গতি ইতঃপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, অজ্ঞানকে ভাব পদার্থ বলিলেও সেই সকল বিরোধ সমানই থাকে, কিছুমাত্র বৈষম্য হয় না। দেখ, আত্মা ত অজ্ঞানের বিষয় ও আশ্রয়; সুতরাং আশ্রিত অজ্ঞানটী আত্মার বিশেষ্য এবং আত্মাও তাহার বিশেষণ বা আশ্রয়। এখন জিজ্ঞাসা করি; 'অহং অজ্ঞঃ' (আমি অজ্ঞ) বলিলে ঐরূপে আত্মার প্রতীতি থাকে, কি থাকে না? যদি প্রতীতি থাকে, তবে আত্মজ্ঞানে বিনাশ্য অজ্ঞান সেই আত্মাতেই কিরূপে থাকিতে পারে? আর যদি বল, প্রতীতি থাকে না, তাহা হইলেও কথা এইযে, কোন বিষয়ে কোথায় অজ্ঞান হইল, তাহা না জানিলে শুধুই অজ্ঞানের প্রতীতি হইবে কিরূপে?

(*) তাৎপর্য্য,—পৃথিবী প্রভৃতি দ্রব্যে যখন অধিকতর অবয়ব সংযুক্ত হয়, তখন গাঢ়তা এবং সেই অবয়বের বিয়োগে তরলতা বা অল্পতা দৃষ্ট হয়। অন্ধকারেরও যখন গাঢ়ত্ব ও তরলত্ব (অল্পতা), এই দুইটী অবস্থা দেখা যায়, তখন নিশ্চয়ই তাহার অবয়বের সংযোগ-বিয়োগ স্বীকার করিতে হয়; বিশেষতঃ, পৃথিবীর ন্যায় অন্ধকারেরও নীল রূপটী প্রত্যক্ষ হয়। অথচ অভাব হইলে কস্মিন্ কালেও অবয়ব বা রূপসম্বন্ধ থাকিতে পারে না। অতএব, অন্ধকার একটী স্বতন্ত্র দশম দ্রব্য।

অন্ধকারের দ্রব্যত্ববাদীরা বলিয়া থাকেন,—"তমস্তমালপত্রাভং চলতীতি প্রতীয়তে। রূপবত্ত্বাৎ ক্রিয়াবত্ত্বাৎ দ্রব্যং তু দশমং তমঃ॥" ভাব এই যে, অপরাপর দ্রব্যের ন্যায় অন্ধকারেরও যখন নীল বর্ণ (রূপ) ও চলনাদি ক্রিয়ার প্রতীতি হয়, তখন উহা ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মনঃ, এই ন্যায়োক্ত নব দ্রব্যের অধিক—একটী দশম দ্রব্য।

অথ বিশদস্বরূপাবভাসোঽজ্ঞানবিরোধী ; অবিশদস্বরূপং তু প্রতীয়ত-ইত্যাশ্রয়বিষয়জ্ঞানে সত্যপি নাজ্ঞানানুভব-বিরোধ ইতি। হন্ত তর্হি, জ্ঞান-প্রাগভাবোঽপি বিশদস্বরূপবিষয়ঃ, আশ্রয়প্রতিযোগিজ্ঞানং ত্ববিশদ-স্বরূপবিষয়মিতি ন কশ্চিদ্বিশেষোঽন্যত্রাভিনিবেশাৎ। ভাবরূপস্যাজ্ঞা-নস্যাপি হ্যজ্ঞানমিতি সিধ্যতঃ প্রাগভাবসিদ্ধাবিব সাপেক্ষত্বমস্ত্যেব। তথাহি, অজ্ঞানমিতি জ্ঞানাভাবঃ, তদন্যঃ, তদ্বিরোধী বা? ত্রয়াণামপি তৎস্বরূপজ্ঞা-নাপেক্ষা অবশ্যাশ্রয়ণীয়া। যদ্যপি তমঃস্বরূপপ্রতিপত্তৌ প্রকাশাপেক্ষা ন বিদ্যতে; (*) তথাপি প্রকাশবিরোধীত্যনেনাকারেণ প্রতিপত্তৌ প্রকাশ-প্রতি পত্ত্যপেক্ষা অস্ত্যেব। ভবদভিমতাজ্ঞানং ন কদাচিৎ স্বরূপেণ সিধ্যতি, অপি ত্বজ্ঞানমিত্যেব। তথা সতি জ্ঞানাভাববৎ তদপেক্ষত্বং সমানম্। জ্ঞানপ্রাগভাবস্তু ভবতাপ্যভ্যুপগম্যতে ; প্রতীয়তে চ ইত্যুভয়াভ্যুপেতো

যদি বল, আত্ম-বিষয়ক যে-কোন জ্ঞানই যে, অজ্ঞাননিবর্ত্তক, তাহা নহে ; পরন্তু আত্মার যে, যথার্থ বিশুদ্ধ স্বরূপ, তদ্বিষয়ক জ্ঞানই অজ্ঞানের বিরোধী ও নিবর্ত্তক। 'আমি অজ্ঞ' বলিয়া যে, প্রতীতি হয়, সে স্থলে আশ্রয় ও বিষয়রূপে আত্ম-প্রতীতি থাকিলেও তাহা বিশুদ্ধ নির্ম্মল নহে—অজ্ঞান-কলুষিত ; সুতরাং তাহার সহিত অজ্ঞানের বিরোধ নাই। বেশ কথা ; তাহা হইলে, জ্ঞান-প্রাগভাবরূপী অজ্ঞানও বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপ-বিষয়ক ; আর উক্তপ্রকার আশ্রয় ও বিষয়রূপে যে আত্মার জ্ঞান হয়, তাহা বিশুদ্ধ আত্মবিষয়ক নহে, এই কারণেই উক্তপ্রকার আত্মজ্ঞান সত্ত্বেও অপ্রাগভাবরূপী অজ্ঞান বিনষ্ট হয় না। অতএব অজ্ঞানের ভাবত্ব-সাধনে তোমার অনুরাগ ভিন্ন উভয়ের মধ্যে কিছুই বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হইতেছে না। বিশেষতঃ, অজ্ঞানকে ভাবস্বরূপ বলিলেও উহা যখন অ-জ্ঞান (জ্ঞান নহে) বলিয়াই বুঝিতে হয়, তখন প্রাগভাবের ন্যায় উহাতেও পূর্ব্বোক্ত সাপেক্ষত্ব দোষ অব্যাহতই আছে। দেখ, অজ্ঞান কি জ্ঞানের অভাব? অথবা জ্ঞান ভিন্ন আর কিছু? কিংবা জ্ঞানবিরোধী? এই পক্ষত্রয়েই অগ্রে জ্ঞানের স্বরূপ জানা থাকা আবশ্যক। যদিও অন্ধকারের প্রতীতিতে প্রকাশ-জ্ঞানের অপেক্ষা নাই সত্য, তথাপি অন্ধকারকে যখন 'প্রকাশ-বিরোধী' রূপে জানিতে হয়, তৎকালে ত প্রকাশ-প্রতীতিরও নিশ্চয়ই অপেক্ষা থাকে। বিশেষতঃ, তোমার অভিপ্রেত অজ্ঞান ত কখনও [আত্ম-সম্বন্ধ ব্যতিরেকে] সিদ্ধ বা প্রতীত হয় না ; পরন্তু 'অ-জ্ঞান' (জ্ঞান নহে) ইত্যাকারেই সিদ্ধ হয়। অতএব জ্ঞানাভাবপক্ষের ন্যায় এ পক্ষেও সাপেক্ষত্ব দোষ সমান। বিশেষতঃ, তুমিও যখন অন্যত্র প্রাগভাব পদার্থ স্বীকার কর, এবং উহা প্রতীতিসিদ্ধও বটে,

---

(*) তথাপি. প্রকাশবিরোধীত্যাদিঃ অপিত্বজ্ঞানমিত্যেব' ইত্যন্তঃ অংশঃ গ-চিহ্নিতপুস্তকে পতিত ইতি অনুমীয়তে।

জ্ঞানপ্রাগভাব এব 'অহমজ্ঞো মামন্যঞ্চ ন জানামি' ইত্যনুভূয়ত-ইত্যভ্যুপগন্তব্যম্।

নিত্যমুক্ত-স্বপ্রকাশ-চৈতন্যৈকস্বরূপস্য ব্রহ্মণোঽজ্ঞানানুভবশ্চ ন সম্ভবতি; স্বানুভবস্বরূপত্বাৎ। স্বানুভবস্বরূপমপি তিরোহিতস্বরূপম্ অজ্ঞানমনুভবতীতি চেৎ; কিমিদং তিরোহিতস্বরূপত্বম্? (*) অপ্রকাশিতস্বরূপত্বমিতি চেৎ; স্বানুভবস্বরূপস্য কথমপ্রকাশিতস্বরূপত্বম্। স্বানুভবস্বরূপস্যাপ্যন্যতোঽপ্রকাশিতস্বরূপত্বমাপদ্যত ইতি চেৎ; এবং তর্হি (†) প্রকাশাখ্য-ধর্ম্মানভ্যুপগমেন প্রকাশস্যৈব স্বরূপত্বাদন্যতঃ স্বরূপনাশ এব স্যাদিতি পূর্ব্বমেবোক্তম্।

কিঞ্চ, ব্রহ্মস্বরূপ-তিরোধানহেতুভূতম্ এতদজ্ঞানং স্বয়মনুভূতং সৎ ব্রহ্ম তিরস্করোতি; ব্রহ্ম তিরস্কৃত্য স্বয়ং তদনুভব-বিষয়ো ভবতীত্যন্যোন্যাশ্রয়ণম্। অনুভূতমেব তিরস্করোতীতি চেৎ; যদ্যতিরোহিতস্বরূপমেব ব্রহ্ম অজ্ঞান-

---

তখন 'আমি অজ্ঞ, আমি আমাকে ও অপরকে জানি না', ইত্যাদি স্থলে সেই উভয়-সম্মত প্রাগভাব স্বীকার করাই ন্যায্য।

আর এক কথা,—নিত্যমুক্ত, একমাত্র প্রকাশ-স্বভাব চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের পক্ষে উক্ত-প্রকার অজ্ঞানানুভব কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না; কারণ, ব্রহ্মপদার্থ স্বীয় অনুভব স্বরূপ। যদি বল, ব্রহ্ম স্বানুভবরূপী হইলেও যখন তাহার প্রকাশ-স্বরূপটী তিরোহিত হইয়া পড়ে, তখনই অজ্ঞান অনুভব করেন। জিজ্ঞাসা করি, এই 'স্বরূপ-তিরোধান' কথার অর্থ কি?—যদি বল, স্বরূপ অপ্রকাশিত থাকারই নাম 'স্বরূপ-তিরোধান'; কিন্তু, যাহা নিজেই অনুভবাত্মক, তাহার স্বরূপ আবার অপ্রকাশিত হইবে কিরূপে? ইহার পরেও যদি বল, আত্মা স্বয়ং অনুভব স্বরূপ হইলেও অপর বস্তু দ্বারা তাহার স্বরূপটী অপ্রকাশিত বা আবৃত হইতে পারে? ভাল, তাহা হইলে, তোমার মতে প্রকাশ যখন আত্মার ধর্ম্মই নহে, পরন্তু প্রকাশ আত্মারই স্বরূপ; সেই প্রকাশেরই যদি অপর কাহারো দ্বারা তিরোধান হয়, তাহা হইলে যে, প্রকারান্তরে আত্মারই বিনাশ স্বীকার করা হয়; এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

আরও এক কথা; ব্রহ্মের স্বরূপ-তিরোধায়ক এই অজ্ঞান স্বয়ং অনুভূত না হইয়া কখনই ব্রহ্মস্বরূপকে আবৃত করিতে পারে না, এবং ব্রহ্মের স্বরূপ সমাচ্ছাদন না করিয়া নিজেও অনুভবের বিষয় (জ্ঞেয়) হইতে পারে না। অতএব, স্বরূপতিরোধান ও অজ্ঞানানু-

---

(*) তিরোহিতস্বস্বরূপত্বমিতি (ক-খ) পাঠঃ.

(†) এবং তর্হি দর্শনস্যাপি' ইতি (খ) পাঠঃ। প্রকাশস্য প্রকাশাখ্যধর্ম্মানভ্যুপগমেনেতি (গ) পাঠঃ।

মনুভবতি, তদা তিরোধান-কল্পনা নিষ্প্রয়োজনা স্যাৎ; অজ্ঞানস্বরূপ-কল্পনা চ; ব্রহ্মণোঽজ্ঞানদর্শনবৎ অজ্ঞানকার্যতয়া অভিমতপ্রপঞ্চদর্শনস্যৈব (*) সম্ভবাৎ।

কিঞ্চ, ব্রহ্মণোঽজ্ঞানানুভবঃ কিং স্বতঃ? অন্যতো বা? স্বতশ্চেৎ; অজ্ঞানানুভবস্য স্বরূপপ্রযুক্তত্বেনানির্মোক্ষঃ স্যাৎ। অনুভূতিস্বরূপস্য ব্রহ্মণোঽজ্ঞানানুভবস্বরূপত্বেন মিথ্যারজতবাধকজ্ঞানেন রজতানুভবস্যাপি নিবৃত্তিবন্নিবর্ত্তকজ্ঞানেনাজ্ঞানানুভূতিরূপ-ব্রহ্মস্বরূপনিবৃত্তির্ব্বা। অন্যতশ্চেৎ; কিং তদন্যৎ? অজ্ঞানান্তরমিতি চেৎ; অনবস্থা স্যাৎ। ব্রহ্ম তিরস্কৃত্যৈব স্বয়মনুভববিষয়ো ভবতীতি চেৎ; তথা সতি ইদমজ্ঞানং কাচাদিবৎ স্বসত্তয়া ব্রহ্ম তিরস্করোতীতি জ্ঞান-বাধ্যত্বমজ্ঞানস্য ন স্যাৎ ॥১০০॥

ভব, পরস্পর অপেক্ষিত হওয়ায় অন্যোন্যাশ্রয় দোষ উপস্থিত হয়। যদি বল, অজ্ঞান প্রথমেই অনুভূত হয়, পশ্চাৎ সেই অনুভূত অজ্ঞানই ব্রহ্মের স্বরূপ আবৃত করে, তাহা হইলেও অজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ-তিরোধান কল্পনার কিছুই প্রয়োজন হয় না। অধিক কি, অজ্ঞানকল্পনারও কিছুমাত্র আবশ্যক হয় না। কেন না, ব্রহ্ম বিনা আবরণে অজ্ঞানকে যেরূপ অনুভব করিতে পারেন, জগৎপ্রপঞ্চকেও সেইরূপ অজ্ঞান-কার্য্য (অজ্ঞান পরিণাম) বলিয়া অনুভব করিতে পারেন; ইহাত অসম্ভব নহে।

আরো এক কথা, ব্রহ্ম যে, অজ্ঞান অনুভব করেন, এই অনুভব কি তাহার স্বাভাবিক? অথবা অপরের সাহায্যকৃত? যদি স্বাভাবিক হয়, তবে চিরকালই অজ্ঞানানুভব হইতে পারে, কখনও আর মুক্তির সম্ভাবনা থাকে না। বিশেষতঃ, ব্রহ্ম স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ হইলেও যখন অজ্ঞানানুভবরূপেই প্রতীত হন, তখন 'শুক্তি-রজত' স্থলে মিথ্যা বা ভ্রমকল্পিত রজতের বাধক শুক্তি-জ্ঞান দ্বারা যেরূপ মিথ্যা রজতের অনুভবও বাধিত হইয়া যায়, ঠিক সেইরূপ অজ্ঞান-নিবর্ত্তক তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানের সঙ্গে তদনুভবরূপী ব্রহ্মেরও নিবৃত্তি বা বাধা হইতে পারে। আর যদি বল, ব্রহ্ম হইতে অজ্ঞানানুভব হয় না, অন্য বস্তু হইতে হয়; জিজ্ঞাসা করি, সেই অন্য বস্তুটা কি? যদি বল, তাহা অজ্ঞানান্তর অর্থাৎ অনুভাব্য অজ্ঞান হইতে পৃথক্ একটী অজ্ঞান। তাহা হইলে অনবস্থা দোষ ঘটে, কেন না, এই অজ্ঞানানুভবে যেমন অজ্ঞানান্তরের প্রয়োজন, সেই অজ্ঞানের অনুভবেও সেইরূপ আবার অজ্ঞানান্তরের প্রয়োজন, ইত্যাদিরূপে অনবরত অজ্ঞানের কল্পনা করিতে হয়। আর যদি বল, অজ্ঞান ব্রহ্মকে তিরস্কৃত বা আবৃত করিয়া পশ্চাৎ অনুভবের বিষয় হয়; পূর্ব্বে অনুভূত হইয়া পশ্চাৎ ব্রহ্মকে আবৃত করে না। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, কাচাদি রোগ যেরূপ চক্ষু আবৃত করিয়া দর্শন-শক্তি বিলুপ্ত করিয়া দেয়, অজ্ঞানও সেইরূপ ব্রহ্মে থাকিয়া তাঁহার স্বপ্রকাশতা ঢাকিয়া রাখে। এরূপ হইলে চক্ষুর কাচাদি রোগ যেমন কেবল জ্ঞান দ্বারা বাধিত হয় না, তেমনি ব্রহ্ম-নিষ্ঠ অজ্ঞানও কেবলই জ্ঞানের দ্বারা বাধিত বা নিবারিত হইতে পারে না ॥১০০॥

(*১) দর্শনস্যাপি' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

অথেদমজ্ঞানং স্বয়মনাদি, ব্রহ্মণঃ স্বসাক্ষিত্বং ব্রহ্মস্বরূপ-তিরস্কৃতিঞ্চ যুগপদেব করোতি। অতো নানবস্থাদয়ো দোষা ইতি, নৈতৎ; স্বানুভব-স্বরূপস্য ব্রহ্মণঃ স্বরূপ-তিরস্কৃতিমন্তরেণ সাক্ষিত্বাপাদনাযোগাৎ। হেত্বন্তরেণ তিরস্কৃতমিতি চেৎ; তর্হি অস্যানাদিত্বমপ্যপাস্তম্। অনবস্থা চ পূর্ব্বোক্তা। অতিরস্কৃতস্বরূপস্যৈব সাক্ষিত্বাপাদনে ব্রহ্মণঃ স্বানুভবৈকতানতা চ ন স্যাৎ।

অপি চ, অবিদ্যয়া ব্রহ্মণি তিরোহিতে তদ্ ব্রহ্ম ন কিঞ্চিদপি প্রকাশতে? উত কিঞ্চিৎ প্রকাশতে? পূর্ব্বস্মিন্ কল্পে প্রকাশমাত্রস্বরূপস্য ব্রহ্মণোঽ-প্রকাশে তুচ্ছতাপত্তিরসকৃদুক্তা। উত্তরস্মিন্ কল্পে সচ্চিদানন্দৈকরসে ব্রহ্মণি কোঽয়মংশস্তিরস্ক্রিয়তে? কো বা প্রকাশতে? নিরংশে নির্ব্বিশেষে প্রকাশমাত্রে বস্তুন্যাকারদ্বয়াসম্ভবেন তিরস্কারঃ প্রকাশশ্চ যুগপৎ ন সঙ্গচ্ছেতে (*) ॥

১০১। যদি বল, এই অজ্ঞান নিজে অনাদিসিদ্ধ, সেই অজ্ঞান একই সময় ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্ব ও স্বরূপাবরণ, উভয় কার্য্যই সম্পাদন করিয়া থাকে। অতএব, এরূপে আর পূর্ব্বোক্ত অনবস্থা দোষের সম্ভাবনা হইতে পারে না; না,—ইহা ঠিক হইল না। ব্রহ্ম যখন স্বয়ং অনুভূতি স্বরূপ; তখন অগ্রে তাহার স্বরূপ সমাচ্ছাদন ব্যতীত সাক্ষিত্ব হইতেই পারে না। যদি বল, অপর কোন কারণে ব্রহ্মস্বরূপ আবৃত হয়,—অজ্ঞানের দ্বারা হয় না; তাহা হইলেও অজ্ঞানের অনাদিত্ব কল্পনা পরিত্যক্ত হইয়া পড়ে, অর্থাৎ অপর বস্তু দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ আবরণের পর যদি অজ্ঞানের আবির্ভাব মানিতে হয়, তাহা হইলে অজ্ঞানের সাদিত্ব ভিন্ন অনাদিত্ব কিছুতেই হইতে পারে না। এ পক্ষে যে, অনবস্থা দোষ উপস্থিত হয়, সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বিশেষতঃ ব্রহ্ম স্বয়ং অজ্ঞানাবৃত না হইয়াও যদি অজ্ঞানের সাক্ষী হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার কেবলই স্বানুভবরূপতা অর্থাৎ স্বপ্রকাশত্ব সিদ্ধ হইতে পারিত না।

আরও এক কথা; জিজ্ঞাসা করি, অবিদ্যা-তিরোহিত ব্রহ্মে কিছুমাত্রই প্রকাশ থাকে না? কিংবা তখনও কিঞ্চিৎপরিমাণে প্রকাশ বিদ্যমান থাকে? প্রথম পক্ষে কথা এই যে, প্রকাশই যখন ব্রহ্মের একমাত্র স্বরূপ, তখন সেই প্রকাশই বিলুপ্ত হইয়া গেলে ব্রহ্মের আর থাকে কি?—ব্রহ্ম ত তুচ্ছ পদার্থ হইয়া পড়েন। এই কথা পূর্ব্বেও বহুবার উক্ত হইয়াছে। আর দ্বিতীয় পক্ষে, অর্থাৎ তখনও ব্রহ্মে কিয়ৎপরিমাণে প্রকাশ থাকে, এই কথা বলিলে, জিজ্ঞাস্য এই যে, সৎ, চিৎ ও আনন্দময় ব্রহ্মের কোন্ অংশ অপ্রকাশিত থাকে; আর কোন্ অংশই বা প্রকাশ পায়? বিশেষতঃ, অংশহীন, নির্ব্বিশেষ, একমাত্র প্রকাশাত্মক ব্রহ্মে যখন দুইপ্রকার ভাব থাকিতে পারে না, তখন একই কালে প্রকাশ ও অপ্রকাশ ধর্ম্মদ্বয়ের অবস্থিতি কখনই সঙ্গত হয় না।

(*) সংগচ্ছেতে' ইতি (গ) পাঠঃ।

অথ সচ্চিদানন্দৈকরসং ব্রহ্ম অবিদ্যয়া তিরোহিতস্বরূপমবিশদমিব লক্ষ্যত-ইতি ; প্রকাশমাত্রস্বরূপস্য বিশদতা অবিশদতা বা কিংরূপা ? এতদুক্তং ভবতি, যঃ সাংশঃ সবিশেষঃ প্রকাশবিষয়ঃ, তস্য সকলাবভাসো বিশদাবভাসঃ, কতিপয়-বিশেষরহিতাবভাসশ্চ অবিশদাবভাসঃ। তত্র য আকারোঽপ্রতিপন্নঃ, তস্মিন্নংশে প্রকাশাভাবাদেব প্রকাশাবৈশদ্যং ন বিদ্যতে। যশ্চাংশঃ প্রতিপন্নঃ, তস্মিন্নংশে তদ্বিষয়প্রকাশো বিশদ এব। অতঃ সর্ব্বত্র প্রকাশাংশেঽবৈশদ্যং ন সম্ভবতি। বিষয়েঽপি স্বরূপে প্রতীয়মানে তদ্গত-কতিপয়বিশেষাপ্রতীতি-রেবাবৈশদ্যম্ ; তস্মাদবিষয়ে নির্ব্বিশেষে প্রকাশমাত্রে ব্রহ্মণি স্বরূপে প্রকাশ-মানে (*) কতিপয়-বিশেষাপ্রতিপত্তিরূপাবৈশদ্যং নাম অজ্ঞান-কার্য্যং ন সম্ভবতীতি।

অপি চ, ইদমবিদ্যা-কার্য্যমবৈশদ্যং তত্ত্বজ্ঞানোদয়ান্নিবর্ত্ততে ন বা ? অনি-বৃত্তাবপবর্গাভাবঃ, নিবৃত্তৌ চ বস্তু কিংরূপমিতি বিবেচনীয়ম্। বিশদস্বরূপ-

---

যদি বল, ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দময় হইলেও অবিদ্যা দ্বারা তাঁহার সেই স্বরূপটী আবৃত হইয়া পড়ে, এই কারণে তাঁহাকে অবিশদ বা অপ্রকাশ (মলিন) বলিয়াই যেন মনে হয় ; কিন্তু, জিজ্ঞাসা করি, একমাত্র প্রকাশই যাহার স্বরূপ, তাহার আবার বিশদতা (নির্ম্মলতা) বা অবিশদতা কি প্রকার ? এ কথার অভিপ্রায় এই যে, যে পদার্থ অংশযুক্ত, সবিশেষ (সগুণ) এবং অপর প্রকাশের বিষয়ীভূত হয়, সেই পদার্থের যে, সম্পূর্ণ প্রকাশ, তাহাই বিশদতা ; আর কতিপয় বিশেষ অংশের যে, প্রকাশ, তাহাই অবিশদপ্রকাশ। তন্মধ্যে যে অংশ জ্ঞানের বিষয়ীভূত না হয়, সেই অংশে প্রকাশ না থাকায় নির্ম্মল প্রকাশ থাকে না ; আর যে অংশ জ্ঞানগোচর হয়, সেই অংশের প্রকাশ স্বতই বিশদ বা নির্ম্মল, অতএব, কোথাও প্রকাশাংশের অবিশদতা (মালিন্য) সম্ভবপর হয় না। কোন বস্তুর স্বরূপটী প্রতীতির বিষয় হইলেও তদ্গত কতকগুলি বিশেষ বিশেষ অংশ প্রতীতিগম্য না হওয়ায় তাহার প্রকাশ বা প্রতীতিকে অবিশদ বলা হয়। অতএব, ইন্দ্রিয়ের অবিষয়, নির্ব্বিশেষ, অথচ একমাত্র প্রকাশময় ব্রহ্ম যখন স্বয়ংই প্রকাশমান, তখন তদ্গত কতিপয় বিশেষাংশের অপ্রতীতিতে অজ্ঞানজনিত অবিশদতার কথনই সম্ভব হইতে পারে না।

অপিচ, অবিদ্যা-সমুদ্ভূত উক্ত অবিশদতা তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে নিবৃত্ত হয় কি না ? নিবৃত্ত না হইলে অপবর্গ বা মুক্তি হইতে পারে না। আর যদি তত্ত্বজ্ঞানে নিবৃত্ত হয়, তাহা হইলেইবা বস্তুর প্রকৃত স্বরূপটী কিরূপ, তাহা বিবেচনা করা (বিশ্লেষণ করিয়া দেখা) আবশ্যক। যদি বল, বিশদভাবই (নির্ম্মলতাই) তাহার প্রকৃত স্বরূপ ; তাহাতেও জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই বিশদ

(*) তদ্গত-কতিপয়' ইতি (গ) পাঠঃ। বিশেষাপ্রতিপত্তিরূপে' অবৈ ইতি (খ) পাঠঃ।

মিতি চেৎ; তদ্বিশদস্বরূপং প্রাগস্তি বা ন বা? অস্তি চেৎ, অবিদ্যাকার্যমবৈশদ্যং তন্নিবৃত্তিশ্চ ন স্যাতাম্। নো চেৎ, মোক্ষস্য কার্যতয়াঽনিত্যতা স্যাৎ। অস্যাজ্ঞানস্যাশ্রয়ানিরূপণাদেবাসম্ভবঃ পূর্ব্বমেবোক্তঃ।

অপি চ, অপরমার্থদোষ-মূলভ্রমবাদিনা নিরধিষ্ঠানভ্রমাসম্ভবোঽপি দুরুপপাদঃ; ভ্রম-হেতুভূতদোষ-দোষাশ্রয়ত্ববৎ (*) অধিষ্ঠানাপারমার্থ্যেঽপি ভ্রমোপপত্তেঃ। ততশ্চ সর্ব্বশূন্যত্বমেব স্যাৎ ॥১০১॥

স্বভাবটী অজ্ঞান-সম্বন্ধের পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিল কি না? বিদ্যমান থাকিলে সেই বিশদস্বরূপে অবিদ্যাজনিত অবৈশদ্য বা মালিন্য এবং তাহার নিবৃত্তি, উভয়ই হইতে পারে না। [কারণ, স্বভাবশুদ্ধ বস্তুতে ঐরূপ অজ্ঞান-সম্বন্ধের অপর কোন কারণান্তর নাই]। আর যদি বল, বিশদ স্বভাব পূর্ব্বে থাকে না, [পশ্চাৎ হয়,] তাহা হইলেও মুক্তি ফলটী জন্য হইয়া পড়ে, এবং তাহার অনিত্যতা দোষ ঘটে। বিশেষতঃ, আলোচ্য জ্ঞানের প্রকৃত আশ্রয় নিরূপণ করাই যখন অসম্ভব, তখন অজ্ঞানকল্পনাও সম্ভবপর হইতে পারে না; এ কথা ইতঃপূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে।

বিশেষতঃ, যাহারা বলেন, ভ্রমের মূল (কারণ) যে দোষ, তাহা অপরমার্থ বা সত্য নহে; অতএব, কোন একটী সত্য পদার্থকে (ব্রহ্মকে) আশ্রয় না করিয়া—নিরধিষ্ঠানভাবে কখনও ভ্রম সমুৎপন্ন হইতে পারে না। তাহাদের সেই কথাও অসঙ্গত। কেননা, ভ্রমের মূল কারণ যে দোষ, তাহা যেরূপ অসত্যভূত-দোষান্তরে আশ্রিত থাকে, (অথচ দোষ মাত্রই অসত্য), সেইরূপ অপদার্থ বা অসত্য অধিষ্ঠানে (আশ্রয়ে) থাকিয়াও যে, ভ্রমোৎপত্তি হইবে, তাহাতে আর বাধা কি? সুতরাং নিরধিষ্ঠান ভ্রম সম্ভাবিত হইলেই সর্ব্বশূন্যবাদ (বৌদ্ধ-মত বিশেষ) আসিয়া পড়ে (†) ॥১০১।

(*) ভ্রমহেতুভূতদোষাশ্রয়ত্ববৎ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—শুদ্ধাদ্বৈতবাদীরা বলেন যে, ভ্রমমাত্রই দোষমূলক; দোষ নানাপ্রকার, চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের পীড়া, দৃশ্য বিষয়ের সৌসাদৃশ্য ও সময়ের মন্দান্ধকারাদি অবস্থা, এইপ্রকার বহু দোষে ভ্রম—এক বস্তুতে অন্য বস্তুর জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। রজ্জু-সর্প, শুক্তি রজত প্রভৃতি স্থলে রজ্জু ও শুক্তি, এই উভয় সত্য বস্তুকে অধিষ্ঠান বা আশ্রয় করিয়া মিথ্যা সর্প ও মিথ্যা রজতের প্রতীতি (ভ্রম) হয়, পক্ষান্তরে, সেই সত্য রজ্জু ও সত্য-শুক্তি না থাকিলে কখনই ঐ সর্প ও রজতের ভ্রম উপস্থিত হয় না ও হইতে পারে না। ইহা হইতেই বেশ জানা যায় যে, কোন একটী সত্য বস্তু অবলম্বন না করিয়া কেবলই নিরধিষ্ঠান ভ্রম কস্মিন্ কালেও হয় না বা হইতে পারে না। দৃশ্যমান এই জগৎপ্রপঞ্চও অবিদ্যারূপ দোষ-প্রসূত ভ্রম মাত্র; সুতরাং ইহারও একটি অধিষ্ঠান বা আশ্রয় থাকা আবশ্যক; নচেৎ নিরধিষ্ঠান ভ্রম হইতেই পারে না। এই জগৎ-ভ্রমের সেই অধিষ্ঠান কে? না—নিত্য সত্য কূটস্থ ব্রহ্ম; তাহাকে অবলম্বন করিয়াই এই জগৎ-ভ্রম চলিতেছে।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা বলিতেছেন যে, না,—এ সিদ্ধান্ত যুক্তিসহ নহে; যুক্তি দ্বারা নিরধিষ্ঠান ভ্রমও উপপন্ন হইতে পারে। দেখ, যে দোষের ফলে ভ্রমোৎপত্তি হয়, সেই দোষও নিশ্চয়ই অপর কোন দোষকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়, দোষের কারণীভূত সেই দোষটী ত পারমার্থিক সত্য বস্তু নহে—মিথ্যা অপারমার্থিক, সেই মিথ্যা দোষকে অবলম্বন করিয়া—নিরধিষ্ঠানভাবে যখন ভ্রমোৎপাদক দোষ আসিতে পারিল, তখন নিরধিষ্ঠান ভ্রম হইতেই বা বাধা কি? ইহার ফলে বৌদ্ধের 'সর্ব্বশূন্যবাদ' তোমারও সিদ্ধান্ত হইয়া দাঁড়াইল। কারণ, তোমার মতে জগৎ ও তৎকারণ অজ্ঞান ত মিথ্যাই বটে; এখন অজ্ঞানের আশ্রয়ও যদি মিথ্যা বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে সত্য পদার্থ কিছুই রহিল না; সুতরাং 'সর্ব্বশূন্য বাদ'ই আসিয়া পড়িল।

যদুক্তম্, অনুমানেনাপি ভাবরূপমজ্ঞানং সিধ্যতীতি; তদযুক্তম্; অনুমানাসম্ভবাৎ। ননু উক্তমনুমানম্। সত্যমুক্তম্, দুরুক্তং তু তৎ; অজ্ঞানেঽপ্যনভিমতাজ্ঞানান্তর-সাধনেন বিরুদ্ধত্বাদ্ হেতোঃ। তত্র(*) অজ্ঞানান্তরাসাধনে হেতোরনৈকান্ত্যং, সাধনে চ (†) তদজ্ঞানমজ্ঞানসাক্ষিত্বং নিবারয়তি, ততশ্চাজ্ঞানকল্পনা নিষ্ফলা স্যাৎ।

১০২। আর যে, অনুমানের দ্বারাও অজ্ঞানের ভাবরূপতা প্রমাণিত হয়, বলা হইয়াছে, তাহাও যুক্তিবিরুদ্ধ; কেননা, ঐরূপ অনুমান কখনই সম্ভবপর হয় না। কেন? অনুমান ত প্রদর্শিতই হইয়াছে? হাঁ, প্রদর্শিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা দুরুক্ত, অর্থাৎ যুক্তিবিরুদ্ধ। কারণ, অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশকত্বরূপ যে হেতু দ্বারা অজ্ঞানের সাধন (প্রমাণ) করিয়াছ, তোমার অভিপ্রেত না হইলেও সেই হেতু দ্বারাই অজ্ঞানেরও অজ্ঞানান্তর সিদ্ধ হইয়া পড়ে; সুতরাং সেই হেতুটী প্রকৃত বিষয়ের বিরুদ্ধ হইয়াছে। আর যদি সেই হেতু দ্বারা অজ্ঞানেরই সাধন না হয়, তাহা হইলেও হেতুর অনৈকান্তত্বরূপ অপর একটী দোষ উপস্থিত হয়, আর অপর অজ্ঞানের সাধন করিলেও সেই অজ্ঞানই আত্মার অজ্ঞান-সাক্ষিত্ব নিবারিত করিতেছে, সুতরাং অজ্ঞান-কল্পনার কিছুমাত্র আবশ্যক হয় না। (‡)

(*) 'তত্রাপি' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) 'সাধনে তু' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—কোন বিষয়ে অনুমান করিতে হইলেই তাহার অনুকূলে একটি নির্দ্দোষ হেতু প্রদর্শন করিতে হয়, হেতুরও কোনরূপ দোষ থাকিলে তাহা দ্বারা অভিপ্রেত অনুমান সিদ্ধ হইতে পারে না। হেতুর দোষ অনেকপ্রকার; তন্মধ্যে, বিরুদ্ধ ও অনৈকান্তিকত্ব (অনৈকান্ত্য) দোষের এখানে উল্লেখ আছে। কোন বস্তুর অনুমানার্থ হেতুটী যে আশ্রয়ে প্রদর্শিত হয়, প্রদর্শিত হেতুটী যদি সেই আশ্রয়ে না থাকে, তাহা হইলে তাহাকে 'বিরুদ্ধ' হেতু বলে। আর কোন এক বিষয়ের সাধনার্থ যে হেতু প্রদর্শিত হয়, সেই হেতুটী যদি সপক্ষে (যেখানে সাধ্য বস্তুটী নিশ্চয়ই থাকে, সেই স্থানে) ও বিপক্ষে (যেখানে কস্মিন্ কালেও সাধ্য বস্তুটী থাকে না, সেই স্থানে) সমান ভাবে থাকে; তাহা হইলে সেই হেতুকে 'অনৈকান্তিক' বলে। এই অনৈকান্তিক হেতু তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, সে সকলের উল্লেখ এখানে অনাবশ্যক। এখন দেখা যাউক, আলোচ্য স্থানে উক্ত দোষ সম্ভাবিত হয় কি না?

পূর্ব্বোক্ত অনুমানের হেতু স্থলে বলা হইয়াছে, "অপ্রকাশিতার্থ- প্রকাশকত্বাৎ"। এই অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশকত্ব হেতুটী বুদ্ধি-বৃত্তিরূপ ঘটপটাদি জ্ঞানেও সম্ভাবিত হয়, সুতরাং তদ্বিষয়ক অজ্ঞানের অনুমাপকও হইতে পারে সত্য, কিন্তু ব্রহ্মাশ্রিত অজ্ঞান ত ইহা দ্বারা অনুমিত হয় না, কেন না, 'স্বপ্রাগভাবাতিরিক্ত' প্রভৃতি বিশেষণ গুলি জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের পক্ষে সঙ্গত হইতে পারে না। অতএব, এস্থানে ঐ হেতু বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। আর এই হেতুতেই যদি ব্রহ্মাবরক অজ্ঞানেরও অনুমান হয়, তাহা হইলে এই হেতুটী জৈব অজ্ঞান ও ব্রহ্মাশ্রিত অজ্ঞানের পক্ষে সমান হওয়ায় অনৈকান্তিকতা-দোষে দূষিত হইল। অতএব, উক্ত হেতুর দ্বারাও ভাবরূপ-অজ্ঞানের সিদ্ধি হয় না।

দৃষ্টান্তশ্চ সাধনবিকলঃ, প্রদীপপ্রভায়া অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশকত্বাভাবাৎ, সর্ব্বত্র হি বিজ্ঞানস্যৈব প্রকাশকত্বম্। সত্যপি দীপে জ্ঞানেন (*) বিনা বিষয়-প্রকাশাভাবাৎ। ইন্দ্রিয়াণামপি জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বমেব, ন প্রকাশকত্বম্। প্রদীপপ্রভায়াস্তু চক্ষুরিন্দ্রিয়স্য জ্ঞানমুৎপাদয়তো বিরোধি-তমোনিরসন-দ্বারেণোপকারকত্বমাত্রমেব। প্রকাশকজ্ঞানোৎপত্তৌ (†) ব্যাপ্রিয়মাণ-চক্ষুরিন্দ্রিয়োপকারকত্বহেতুত্বম্ (‡) অপেক্ষ্য দীপস্য প্রকাশকত্বব্যবহারঃ। নাস্মাভির্জ্ঞানতুল্য-প্রকাশকত্বাভ্যুপগমেন দীপ-প্রভা নিদর্শিতা; অপিতু, জ্ঞানস্যেব স্ববিষয়াবরণনিরসনপূর্বক-(§) প্রকাশকত্বমঙ্গীকৃত্যেতি চেৎ; ন, নহি বিরোধি-নিরসনমাত্রং প্রকাশকত্বম্; অপি ত্বর্থপরিচ্ছেদঃ, ব্যবহারযোগ্যতাপাদনমিতি যাবৎ, তত্তু জ্ঞানস্যৈব। যদ্যুপকারকাণামপ্য-

---

আর পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তও (প্রদীপও) অজ্ঞানের ভাবত্ব-সাধনের অনুকূল হইতেছে না; কারণ, প্রদীপ-প্রভা কখনই অপ্রকাশিত বস্তুর প্রকাশ করে না; কেননা, জ্ঞানই সর্ব্বত্র একমাত্র বস্তু-প্রকাশক হইয়া থাকে। এই কারণেই প্রদীপ সত্ত্বেও জ্ঞান ব্যতীত কোন বস্তুর প্রকাশ হয় না। আর উদাহৃত ইন্দ্রিয় সমূহও জ্ঞানোৎপত্তিরই সাধন, কিন্তু বস্তু-প্রকাশের কারণ নহে। উল্লিখিত প্রদীপ-প্রভাও কেবল চাক্ষুষ-জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক অন্ধকাররাশিকে অপনীত করে, এইজন্য উহা চাক্ষুষ জ্ঞানের উপকারক হয় মাত্র, [কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞানোৎপাদক নহে]। বস্তু-প্রকাশক জ্ঞান-সমুৎপাদনে চক্ষুরিন্দ্রিয়ই কার্য্য করে, প্রদীপ-প্রভা তত্রত্য অন্ধকার অপসারিত করিয়া চক্ষুরিন্দ্রিয়ের কার্য্যে সাহায্য করে মাত্র; এই কারণে প্রদীপ-প্রভাকেও লোকে 'প্রকাশক' বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে। যদি বল, আমরা প্রদীপ-প্রভাকে ঠিক জ্ঞানেরই অনুরূপ প্রকাশক বলিয়া স্বীকার করি না, এবং সেই অভিপ্রায়ে তাহার দৃষ্টান্তও দেই নাই, পরন্তু একমাত্র জ্ঞানই যে, স্ববিষয়ের আবরণ-বিনাশপূর্ব্বক বিষয় সমূহ প্রকাশিত করিয়া থাক, কেবল এই ভাব জ্ঞাপনার্থই ঐ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছি। না, তাহাও হইতে পারে না; কেবল জ্ঞান-প্রতিবন্ধক নিবারণ করার নামই যে, প্রকাশকত্ব, তাহা নহে; পরন্তু, যে বস্তুর স্বরূপ যেরূপ, তাহা নিরূপণ করিয়া সেই বস্তুকে লোক-ব্যবহারের উপযুক্ত করার নাম প্রকাশকত্ব, ঈদৃশ প্রকাশকত্ব ধর্ম্মটী জ্ঞান ভিন্ন অন্য কাহারও নাই। যদি জ্ঞানোপকারক বিষয়কেও অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলেও জ্ঞানোৎপত্তির

(*) 'জ্ঞানেন' ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ। (†) 'প্রকাশজ্ঞানোৎপত্তৌ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) 'চক্ষুরিন্দ্রিয়োপকারক-হেতুত্বম্' ইতি (ঘ) পাঠঃ। 'উপকারকত্বম্' ইতি (খ) পাঠঃ।

(§) 'নিরসনপূর্ব্বকত্বমঙ্গীকৃত্য' ইতি (গ) পাঠঃ।

প্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্বমঙ্গীকৃতম্, তর্হীন্দ্রিয়াণামুপকারকতমত্বেনাপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্বমঙ্গীকরণীয়ম্। তথা সতি তেষাং স্বনিবর্ত্য-বস্ত্বন্তরপূর্বকত্বাভাবাৎ হেতোরনৈকান্ত্যমিত্যলমনেন ॥

প্রতিপ্রয়োগাশ্চ,—বিবাদাধ্যাসিতমজ্ঞানং ন জ্ঞানমাত্র-ব্রহ্মাশ্রয়ম্; অজ্ঞানত্বাৎ, শুক্তিকাদ্যজ্ঞানবৎ; জ্ঞাত্রাশ্রয়ং হি তৎ। বিবাদাধ্যাসিতমজ্ঞানং ন জ্ঞানাবরণম্; (*) অজ্ঞানত্বাৎ, শুক্তিকাদ্যজ্ঞানবৎ; বিষয়াবরণং হি তৎ। বিবাদাধ্যাসিতমজ্ঞানং ন জ্ঞাননিবর্ত্যম্; জ্ঞানবিষয়ানাবরণত্বাৎ, যৎ জ্ঞাননিবর্ত্যমজ্ঞানং, তৎ জ্ঞানবিষয়াবরণম্; যথা শুক্তিকাদ্যজ্ঞানম্। ব্রহ্ম নাজ্ঞানাস্পদং, জ্ঞাতৃত্ববিরহাৎ, ঘটাদিবৎ। ব্রহ্ম নাজ্ঞানাবরণম্, জ্ঞানাবিষয়ত্বাৎ; যদজ্ঞানাবরণং, তজ্‌জ্ঞানবিষয়ভূতম্; যথা শুক্তিকাদি। ব্রহ্ম ন জ্ঞান-

---

প্রধানতম সাধন বা সহায় ইন্দ্রিয়গণকেও 'অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশক' বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; তাহা হইলে তোমার পূর্ব্বপ্রদর্শিত (অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশকত্বাৎ) হেতুটীও অনৈকান্ত্য বা ব্যভিচারদোষে দূষিত হইল; কারণ, ইন্দ্রিয়সমূহ কার্য্য করিবার পূর্ব্বে তাহাদের নিবারণীয় অপর কোনরূপ বস্তু থাকে না। অতএব, এবিষয়ে আর তর্কের প্রয়োজন নাই।

বিশেষতঃ, অজ্ঞানের ভাবরূপত্ব-সাধনের অনুকূলে যেরূপ অনুমান প্রদর্শিত হইয়াছে, তৎপ্রতিকূলেও সেইরূপ এই সকল অনুমান হইতে পারে,—(১) বিবাদাস্পদীভূত অজ্ঞান কখনই শুদ্ধ জ্ঞানময় ব্রহ্মে আশ্রিত থাকিতে পারে না; কারণ—ইহা অজ্ঞান (জ্ঞানবিরোধী), দৃষ্টান্ত—যথা শুক্তিকাদিবিষয়ক অজ্ঞান। এই অজ্ঞানও অজ্ঞানই বটে, কিন্তু ইহা ব্রহ্মে আশ্রিত থাকে না, থাকে জ্ঞাতা—ভ্রান্তপুরুষে। (২) বিবাদাস্পদীভূত অজ্ঞান কখনই জ্ঞানের আবরণ হইতে পারে না; কারণ—উহা অজ্ঞান, দৃষ্টান্ত—যথা শুক্তিকাদি-বিষয়ক অজ্ঞান; সেই অজ্ঞানটী বিষয়কেই (শুক্তি প্রভৃতিকেই) আবৃত করিয়া রাখে, (কিন্তু জ্ঞানকে আবৃত করে না)। (৩) বিবাদাস্পদীভূত অজ্ঞান কখনই জ্ঞান-নিবর্ত্ত্য নহে; অর্থাৎ উহা জ্ঞানের দ্বারা নিবারণের যোগ্য নহে; কারণ—উহা জ্ঞানের বিষয়কে (জ্ঞেয়পদার্থকে) আবৃত করে না। যে অজ্ঞান জ্ঞানের দ্বারা নিবারণীয়, তাহা নিশ্চয়ই সেই জ্ঞানের বিষয়কে আবৃত করিয়া রাখে, দৃষ্টান্ত যথা,—শুক্তিকা প্রভৃতি বিষয়ে অজ্ঞান। (সেই অজ্ঞানই সত্য জ্ঞানের বিষয়—শুক্তি প্রভৃতিকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে)। [এখন প্রকৃত বিষয়ে এ সকলের সঙ্গতি প্রদর্শিত হইতেছে] (১) ঘটাদি জড়পদার্থে যেরূপ জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্ম নাই, ব্রহ্মেও সেইরূপ জ্ঞাতৃত্ব নাই, অর্থাৎ তিনি কখনও জ্ঞাতা হন না; অতএব তিনি অজ্ঞানের আশ্রয়ও হইতে পারেন না। (২) অজ্ঞান কখনই ব্রহ্মকে আবৃত করিতে পারে না; কারণ—তিনি কখনও জ্ঞানের বিষয় হন না—(অজ্ঞেয়), যে পদার্থ অজ্ঞানে আবৃত হয়, সেই পদার্থ নিশ্চয়ই জ্ঞানের বিষয়ীভূত

(*) জ্ঞানমাত্র-ব্রহ্মাবরণং' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

নিবর্ত্যাজ্ঞানং জ্ঞানাবিষয়ত্বাৎ, যৎ জ্ঞাননিবর্ত্যাজ্ঞানং, তৎ জ্ঞানবিষয়ভূতম্; যথা শুক্তিকাদি। বিবাদাধ্যাসিতং প্রমাণজ্ঞানং স্বপ্রাগভাবাতিরিক্তাজ্ঞান-পূর্বকং ন ভবতি, প্রমাণজ্ঞানত্বাৎ, ভবদভিমতাজ্ঞানসাধনপ্রমাণ-জ্ঞানবৎ। জ্ঞানং ন বস্তুনো বিনাশকম্, (*) শক্তিবিশেষোপবৃংহণবিরহে সতি জ্ঞান-ত্বাৎ,; যদ্বস্তুনো বিনাশকং, তচ্ছক্তিবিশেষোপবৃংহিতং জ্ঞানমজ্ঞানঞ্চ দৃষ্টম্; যথেশ্বর-যোগিপ্রভৃতিজ্ঞানম্; যথা চ মুদ্গরাদি। ভাবরূপমজ্ঞানং ন জ্ঞান-বিনাশ্যম্, ভাবরূপত্বাৎ; ঘটাদিবদিতি ॥ ১০২ ॥

হয়; দৃষ্টান্ত যথা—শুক্তিকা প্রভৃতি, [শুক্তিকা প্রভৃতি পদার্থগুলি জ্ঞানের বিষয় বলিয়াই অজ্ঞানে আবৃত হইয়া থাকে]। (৩) ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান কখনই জ্ঞাননিবর্ত্তনীয় নহে; কারণ—তিনি জ্ঞানের অবিষয় (অজ্ঞেয়)। যাহা অজ্ঞান জ্ঞান দ্বারা নিবারিত হয়, তাহা নিশ্চয়ই জ্ঞানেরও বিষয় হয়; দৃষ্টান্ত যথা—শুক্তিকা প্রভৃতি। (৪) বিবাদাস্পদীভূত প্রমাণ-জ্ঞান কখনই স্বীয় প্রাগভাবাতিরিক্ত অজ্ঞানপূর্ব্বক হইতে পারে না; কারণ—উহা প্রমাণ-জনিত জ্ঞান। ইহার দৃষ্টান্ত—তোমারই অভিপ্রেত অজ্ঞান-সাধক প্রমাণ-জ্ঞান। (৫) জ্ঞান স্বভাবতঃ কোন বস্তুর বিনাশক হয় না; কারণ—উহা অপর শক্তির সাহায্যরহিত জ্ঞান মাত্র; দেখা যায়, যাহা দ্বারা বস্তুর বিনাশ হইয়া থাকে, তাহা জ্ঞানই হউক, আর অজ্ঞানই হউক, তাহা নিশ্চয়ই অপর শক্তিবিশেষের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে, যেমন—ঈশ্বরের জ্ঞান ও যোগি-প্রভৃতি মহাপুরুষের জ্ঞান, মুদ্গরাদিও ইহার অপর দৃষ্টান্ত। (৬) ভাবরূপী অজ্ঞান কখনই জ্ঞানের দ্বারা বিনাশিত হইতে পারে না, হেতু উহা ভাবপদার্থ; দৃষ্টান্ত যথা—ঘটাদি। অর্থাৎ ভাবপদার্থ ঘটাদি যেমন জ্ঞানের বিনাশ্য হয় না; তেমনি অজ্ঞান ভাব-পদার্থ হইলে কখনই জ্ঞানের দ্বারা তাহার বিনাশ হইত না (†) ॥১০২॥

(*) জ্ঞানং ন ভাবরূপাজ্ঞানবস্তুবিনাশকম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) শঙ্কর মতে অজ্ঞানের ভাবরূপত্ব সাধনের জন্য প্রদর্শিত অনুমানে যে সকল যুক্তি উল্লিখিত হইয়াছে; ভাষ্যকার একে একে সেই সকল যুক্তির বা হেতুর খণ্ডন করিতেছেন। প্রথম কথা অদ্বৈতবাদীরা বলিয়াছেন, অজ্ঞান ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ইনি বলিতেছেন যে, না, অজ্ঞান কখনই জ্ঞানময় ব্রহ্মকে আশ্রয় করিতে পারে না. বিশেষতঃ শুক্তিতে যখন অজ্ঞান বা রজত ভ্রম হয়, তখন সেই অজ্ঞান শুক্তিকে অবলম্বন করে না, পরন্তু জ্ঞাতা—ভ্রান্ত পুরুষকেই অবলম্বন করিতে দেখা যায়।

দ্বিতীয় কথা,—অদ্বৈতবাদীরা বলেন, অজ্ঞান জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মকে আবৃত করিয়া রাখে; এ কথাও সত্য নহে; শুক্তিতে যখন রজত-ভ্রম হয়, তৎকালে সেই অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান ভিন্ন জড় পদার্থ শুক্তিকাই আবৃত হইয়া থাকে, দ্রষ্টার জ্ঞান ত আবৃত হয় না; সুতরাং জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মও অজ্ঞান আবৃত হইতে পারে না। তৃতীয় কথা,—অদ্বৈতবাদীর অভিমত অজ্ঞান কখনই জ্ঞানের দ্বারা নিবারিত হইতে পারে না; তাহার হেতু এই যে, যে বিষয়ে জ্ঞান বা যাহা জ্ঞেয় পদার্থ, তদ্বিষয়ে যদি অজ্ঞান থাকে, তবে সেই অজ্ঞানই জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হইতে পারে, ব্রহ্ম ত জ্ঞানাতীত—অবাঙ্মনসগোচর; সুতরাং তদ্গত অজ্ঞানটী জ্ঞানের দ্বারা নিবারিত হইবে কেন?

অথ উচ্যেত,—বাধকজ্ঞানেন ভাবরূপাণাং পূর্বজ্ঞানোৎপন্নানাং ভয়াদীনাং বিনাশো দৃশ্যত ইতি। নৈবম্; ন হি জ্ঞানেন তেষাং বিনাশঃ, ক্ষণিকত্বেন তেষাং স্বয়মেব বিনাশাৎ; কারণনিবৃত্ত্যা চ পশ্চাদনুৎপত্তেঃ। ক্ষণিকত্বঞ্চ তেষাং জ্ঞানবদুৎপত্তি-কারণসন্নিধান এবোপলব্ধেঃ, অন্যথানুপ-

---

১০৩। যদি বল, [রজ্জুতে সর্প-ভ্রম হইলে তৎসঙ্গে ভয়-কম্পাদিও উপস্থিত হইয়া থাকে; কিন্তু, পশ্চাৎ 'ইহা সর্প নহে—রজ্জু', ইত্যাকার [সর্পত্ব-ভ্রমের] বাধক জ্ঞান উপস্থিত হইলে প্রাথমিক ভ্রম-সমুৎপাদিত ভয়-কম্পাদির বিনাশ বা নিবৃত্তি হইতে দেখা যায়। (সে স্থলে সর্প মিথ্যা হইলেও তাৎকালিক ভয় ও কম্প ত মিথ্যা নহে,—সত্য বস্তুই বটে।) না,—এরূপ মনে করা উচিত হয় না; কারণ, সে স্থলে জ্ঞানের দ্বারা যে, তৎকালোৎপন্ন সেই ভয়াদির বিনাশ হয়, তাহা নহে; কারণ, ভয়-কম্পাদি ভাবগুলি স্বয়ংই ক্ষণিক, সেই কারণ অপরের দ্বারা তাহাদের বিনাশ আবশ্যক হয় না; পরন্তু, জ্ঞানোদয়ে ভ্রমের কারণ অপনীত হইয়া যায়, সুতরাং কারণের অভাবে তৎকার্য্য—ভয়-কম্পাদিও আর জন্মিতে পারে না—নিবৃত্ত হইয়া যায়। জ্ঞানের ন্যায় ভয়াদিও যখন উৎপত্তি-কারণের সদ্ভাবেই প্রতীত হয়, অসদ্ভাবে প্রতীত হয় না, অর্থাৎ যতক্ষণ কারণ উপস্থিত থাকে, ততক্ষণই ভয়াদির অনুভব হয়, আবার

উক্ত সাধারণ নিয়ম গুলির প্রকৃত স্থলে সম্বন্ধ এইরূপ,—প্রথম কথা, যিনি ইচ্ছামত জ্ঞানোৎপাদনে সমর্থ হন—জ্ঞাতা হন, অজ্ঞান তাহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে, ব্রহ্ম স্বয়ংই জ্ঞানস্বরূপ, তিনি ত জ্ঞাতা নহেন; অতএব, তাঁহাকে অজ্ঞানাশ্রয় বলিলে দৃষ্ট-বিরুদ্ধ কথা হয়। পক্ষান্তরে, অ-জ্ঞাতা ব্রহ্ম যদি অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারেন, তাহা হইলে জ্ঞানহীন (অ-জ্ঞাতা) ঘটকেও অজ্ঞানাশ্রয় বলিতে বাধা কি? দ্বিতীয় কথা, ব্রহ্ম যখন জ্ঞানের অবিষয়, তখন অজ্ঞান কখনই তাঁহাকে আবৃত করিতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে তাঁহাকে অজ্ঞানাবৃত বলিলেই তাঁহার জ্ঞেয়ত্ব আসিয়া পড়ে। শুক্তিকাই ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত; উহা যেমন অজ্ঞানে আবৃত হয়, তেমনি জ্ঞানেরও বিষয় হয়। তৃতীয় কথা, যে কোন জ্ঞান প্রমাণ-সমুত্থিত হয়, সেই সমস্ত জ্ঞানেরই পূর্ব্বে যে, প্রাগভাবাতিরিক্ত অজ্ঞান থাকিবে, এরূপ নিয়ম হইতে পারে না, তাহা হইলে তোমার প্রদর্শিত অজ্ঞান-সাধক প্রমাণের পূর্ব্বেও ঐরূপ অজ্ঞান থাকা সম্ভব হইত; আর অজ্ঞানপূর্ব্বক যে, প্রমাণ-জ্ঞান, তাহার ত প্রামাণ্যই থাকিতে পারে না; সুতরাং এই নিয়মে তোমার অজ্ঞান-সাধক প্রমাণই অসিদ্ধ বা অপ্রমাণ হইয়া যাইতে পারে। সকল বস্তুরই উৎপত্তির পূর্ব্বে তাহার যে অভাব থাকে, তাহাকে 'প্রাগভাব' বলে। বস্তু উৎপন্ন হইলেই সেই প্রাগভাব বিনষ্ট হইয়া যায়। প্রমাণ-জ্ঞানেরও উৎপত্তির পূর্ব্বে প্রাগভাব থাকে; প্রমাণ-জ্ঞান জন্মিলেই তাহার বিনাশ হয়; শুধু 'প্রমাণ-জ্ঞান-বিনাশ্য' বলিলে অজ্ঞানকে না বুঝিয়া পাছে ঐ প্রাগভাবকেই বোঝে, এই ভয়ে বলিয়াছেন যে, উহা জ্ঞানের প্রাগভাব নহে—তদতিরিক্ত—ভাব পদার্থ।

তাহার পর, অজ্ঞান যদি অভাব—অবস্তু না হইয়া ভাবরূপী বস্তুই হইত, তাহা হইলে জ্ঞানের দ্বারা কখনই তাহার উচ্ছেদ হইতে পারিত না; কারণ, জ্ঞান যতক্ষণ অপর কোন শক্তির সাহায্য প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ সেই জ্ঞান দ্বারা কোন বস্তুর বিনাশ অসম্ভব। ঈশ্বরীয় জ্ঞান ও যোগিগণের জ্ঞান অলৌকিক যোগ শক্তি প্রভৃতির সাহায্যেই বস্তুসমূহের উচ্ছেদে সমর্থ হইয়া থাকে। দেখাও যায়, জ্ঞানেতর দণ্ড (মুদ্গর) দ্বারা ঘটাদি বস্তুর বিনাশ করা যায়, কিন্তু সামান্য জ্ঞানে কখনই তাহা পারা যায় না। অতএব, অজ্ঞানের ভাবরূপত্বানুমান ঠিক হয় নাই।

লব্ধেশ্চাবগম্যতে। অক্ষণিকত্বে চ তেষাং ভয়াদীনাং ভয়াদিহেতুভূত-জ্ঞান-সন্ততাববিশেষেণ সর্বেষাং জ্ঞানানাং ভয়াদ্যুৎপত্তিহেতুত্বেনানেকভয়োপলব্ধি-প্রসঙ্গাচ্চ। স্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্ত-(*) বস্ত্বন্তরপূর্বকমিতি ব্যর্থবিশেষণোপাদানেন প্রয়োগকুশলতা চাবিষ্কৃতা। অতো নানুমানেনাপি ভাবরূপাজ্ঞান-সিদ্ধিঃ। শ্রুতিতদর্থাপত্তিভ্যামজ্ঞানাসিদ্ধিরনন্তরমেব বক্ষ্যতে॥

মিথ্যার্থস্য মিথ্যৈবোপাদানং ভবিতুমর্হতীতি, এতদপি "ন বিলক্ষণত্বাৎ" [ব্রহ্মসূ০, ২।১।৪] ইত্যেতদধিকরণন্যায়েন পরিহ্রিয়তে। অতোঽনির্বচনীয়া-জ্ঞানবিষয়া ন কাচিদপি (†) প্রতীতিরস্তি। প্রতীতি-ভ্রান্তিবাধৈরপি

কারণ চলিয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে ভয়াদিও চলিয়া যায়; এই কারণে ভয়াদির ক্ষণিকত্ব অর্থাৎ ক্ষণমাত্রস্থায়িত্ব সহজেই অবগত হওয়া যায়। (‡) পক্ষান্তরে, ভয়াদিকে ক্ষণিক না বলিলে, ভয়াদির কারণীভূত জ্ঞান যখন ধারাবাহিকরূপে চলিতে থাকে, তখন উহার প্রত্যেকটী হইতেই পৃথক্ পৃথক্ এক একটী ভয়াদির সৃষ্টি হয় বলিতে হইবে; সুতরাং উহার সমষ্টিতে একসঙ্গে বহুসংখ্যক ভয়ের উপলব্ধি হইতে পারে। আর, 'স্বীয় প্রাগভাবাতিরিক্ত বস্ত্বন্তর-পূর্ব্বক', এইরূপ বৃথা বিশেষণের প্রয়োগেও অনুমানকর্ত্তা কেবল নিজের অনুমান-পাণ্ডিত্যই প্রকটিত করিয়াছেন, ফল কিছুই হয় নাই! অতএব, অনুমানের দ্বারা অজ্ঞানের ভাবরূপত্ব সিদ্ধ হয় না। শ্রুতি এবং 'অর্থাপত্তি' প্রমাণেও যে, ভাবরূপ অজ্ঞান প্রমাণিত হইতে পারে না, অব্যবহিত পরেই তাহা প্রদর্শন করিব।

আর যে, মিথ্যাপদার্থের উপাদানও মিথ্যাই হইবে, বলা হইয়াছে; "ন বিলক্ষণত্বাৎ" এই সূত্রোক্ত যুক্তি অনুসারে তাহারও সমাধান করিব। অতএব, অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞানের অস্তিত্ব-বিষয়ে কিছুমাত্র প্রমাণ বা প্রতীতি নাই। আর কেবল প্রতীতি, ভ্রান্তি কিংবা বাধের দ্বারাও (§) অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞানের অঙ্গীকার করা যাইতে পারে না। কেননা, যাহা প্রতীতির যোগ্য হয়, কিংবা ভ্রমও বাধের বিষয় হয়, তাহা নিশ্চয়ই প্রতীয়মান বা বিশেষরূপে উল্লেখ-

---

(*) স্বপ্রাগভাবাদতিরিক্তবস্ত্বন্তরপূর্ব্বকম্' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) প্রতিপত্তিঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—ক্ষণিক পদার্থের অবস্থা এই যে, উহা প্রথম ক্ষণে উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয় ক্ষণমাত্র থাকে, এবং তৃতীয় ক্ষণে আপনা হইতেই বিনষ্ট হইয়া যায়। জ্ঞান, ইচ্ছা, ভয়, প্রভৃতি ভাবগুলি তৃতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হওয়া যায় বলিয়া 'ক্ষণিক' মধ্যে পরিগণিত। কোন কোন জ্ঞান তৃতীয় ক্ষণ পর্য্যন্ত থাকিয়া চতুর্থ ক্ষণে বিনষ্ট হইয়া যায়। কারণ উপস্থিত থাকিলে নূতন নূতন জ্ঞান- ও ভয়াদির সৃষ্টি হয়, এবং প্রত্যেকেই উৎপত্তির তৃতীয় ক্ষণে আপনা হইতেই বিনষ্ট হইয়া যায়, কারণ বিনষ্ট হইলে আর ক্ষণকালও অপেক্ষা করে না বা করিতে পারে না। অতএব রজ্জু-সর্পাদি স্থলে যে ভ্রমের ফলে ভয় উৎপন্ন হইয়াছিল, রজ্জুজ্ঞানে সর্পভ্রম-রূপ কারণ নিবৃত্ত হওয়ায় আর নূতন ভয়ের উৎপত্তি হইতে পারে না; এবং পূর্ব্বোৎপন্ন ভয় ত তৃতীয় ক্ষণে স্বয়ংই বিনষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব, জ্ঞানকে আর ঐ ভয়াদি নিবৃত্তির কারণ বলিয়া কল্পনা করিবার আবশ্যক হয় না।

(§) তাৎপর্য্য,—প্রতীতিঃ—ভ্রান্ত্যভ্রান্তিসাধারণরূপা। ভ্রান্তিঃ—বিদ্যমান-ভেদাগ্রহণপূর্ব্বক-সাধারণাকার-গ্রহণরূপা। বাধঃ—আরোপিত-বিরুদ্ধাধিষ্ঠানাকারাবগাহিনী বুদ্ধিঃ। (শ্রুতপ্রকাশিকা)।

ন তথাভ্যুপগমনীয়ম্, প্রতীয়মানমেব হি প্রতীতি-ভ্রান্তি-বাধবিষয়ঃ। আভিঃ প্রতীতিভিঃ প্রতীত্যন্তরেণ চানুপলব্ধম্ (?) আসাং বিষয় ইতি ন যুজ্যতে কল্পয়িতুম্॥

শুক্ত্যাদিষু রজতাদিপ্রতীতেঃ, প্রতীতিকালেঽপি তন্নাস্তীতি বাধেন চান্যস্যান্যথাভানাযোগাচ্চ (*) সদসদনির্বচনীয়মপূর্বমেবেদং রজতং দোষবশাৎ প্রতীয়ত ইতি কল্পনীয়মিতি চেৎ; ন, তৎকল্পনায়ামপ্যন্যস্যান্যথাভানস্যাবর্জনীয়ত্বাৎ; অন্যথাভানাভ্যুপগমাদেব খ্যাতি-প্রবৃত্তি-বাধ-ভ্রমত্বানামুপপত্তেরত্যন্তাপরিদৃষ্টাকারণক-বস্তুকল্পনাযোগাৎ (†)। কল্প্যমানং হীদমনির্বচনীয়ম্, ন চ তদানীমনির্বচনীয়মিতি প্রতীয়তে; অপি তু (‡) পরমার্থরজতমিত্যেব।

যোগ্য হইয়া থাকে, কিন্তু উক্তপ্রকার প্রতীতি, ভ্রান্তি ও বাধ দ্বারা কিংবা অন্যবিধ প্রতীতি দ্বারাও ঐরূপ কোন একটী বিষয়ের অস্তিত্ব কল্পনা করা যাইতে পারে না। কেননা, বস্তু না থাকিলেও সময়বিশেষে ঐরূপ প্রতীতি সমুৎপন্ন হইয়া থাকে।

[ভ্রমস্থলে] শুক্তিপ্রভৃতিতে রজতাদির প্রতীতি হয়, এবং প্রতীতিসমকালেও 'ইহা নাই —অসৎ' ইত্যাকারে বাধ বা মিথ্যাত্ব-বোধ পরিদৃষ্ট হয়, অথচ এক বস্তুর অন্য বস্তুরূপে প্রতীতি হওয়াও অসম্ভব; এই সমস্ত কারণে যদি বল, সদসৎরূপে নির্বাচনের অযোগ্য—অনির্বচনীয় ও অপূর্ব্ব সেই রজত কোন একটী দোষবশেই প্রতীত হইয়া থাকে, এইরূপই কল্পনা করিতে হইবে। না,—এরূপও কল্পনা করা যাইতে পারে না। কারণ, অনির্ব্বচনীয়ত্ব কল্পনা করিলেও এক বস্তুর যে, অন্যপ্রকারে প্রতীতি, তাহা ত পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না। আর এই অন্যথাভাব (এক বস্তুর যে অন্যাকারে প্রতীতি, তাহা) স্বীকার করিলেই যখন অন্যথাখ্যাতি, বাধ বা ভ্রমরূপে উহার উপপত্তি (সামঞ্জস্য) হইতে পারে, তখন আর নিতান্ত অপ্রসিদ্ধ ও নিষ্কারণ (অনির্ব্বচনীয়) বস্তু কল্পনা করা আবশ্যক হয় না। আর যদি বা এই অনির্ব্বচনীয়ত্বের কল্পনা করিতেই হয়, তাহা হইলেও তৎকালে ইহার অনির্ব্বচনীয়ত্বের প্রতীতি থাকা আবশ্যক; অথচ সে সময় (যখন ভ্রম হয়, তখন) এই অনির্ব্বচনীয়ত্বের কিছুমাত্র প্রতীতি থাকে না; বরং ঐ রজত পরমার্থ বা সত্য বলিয়াই প্রতীতি হয়। আর যদি বল,

---

অভিপ্রায় এইযে,—অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞান বিষয়ে প্রতীতি নাই, কেন না; যে বস্তু প্রতীতির বিষয় হয়, তাহার বিশেষরূপে 'ইহা অমুক এবং এইপ্রকার' ইত্যাদিরূপ উল্লেখও করা যাইতে পারে। উক্ত অজ্ঞান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইলে আর অনির্ব্বচনীয় হইতে পারে না। যাহা অন্যাকারে উল্লেখযোগ্য হয় না তাহা কখনও ভ্রান্তির বিষয় হয় না; এবং প্রতীয়মান না হইলে তাহার বাধা বা মিথ্যাত্ব-বোধও হইতে পারে না। প্রতীতি অর্থ—ভ্রম, অভ্রম (প্রমা) সাধারণ জ্ঞান। ভ্রান্তি অর্থ—বস্তুর স্বতঃসিদ্ধ ভেদ বুঝিতে না পারিয়া এক বস্তুকে অপর বস্তু মনে করা। বাধ অর্থ—আরোপিত বস্তুর মিথ্যাত্ব-জ্ঞানে সত্য বস্তুর যাথার্থ্য জ্ঞান॥

(*) অন্যথাবভাসাযোগাচ্চ' ইতি (খ) পাঠঃ। অন্যথাভাবাযোগাচ্চ'ইতি (গ) পাঠঃ। এবমুত্তরত্রাপি জ্ঞেয়ঃ।

(†) অন্যথাপরিদৃষ্টাকারণবস্তুকল্পনাযোগাৎ'ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) পরমার্থস্তত্ত্বম্' ইতি (ক) পাঠঃ।

অনির্বচনীয়মিত্যেব প্রতীতং চেৎ ; ভ্রান্তি-বাধয়োঃ প্রবৃত্তেরপ্যসম্ভবঃ। অতোঽন্যস্যান্যথাভানবিরহে প্রতীতি-প্রবৃত্তি-বাধ-ভ্রমত্বানামনুপপত্তেঃ, তস্য-অপরিহার্যত্বাচ্চ, শুক্ত্যাদিরেব রজতাদ্যাকারেণাবভাসত ইতি ভবতাভ্যুপগন্তব্যম্ ॥

খ্যাত্যন্তরবাদিনাঞ্চ সুদূরমপি গত্বা অন্যথাবভাসোঽবশ্যাশ্রয়ণীয়ঃ,—অসৎখ্যাতিপক্ষে সদাত্মনা ; আত্মখ্যাতিপক্ষে চার্থাত্মনা ; অখ্যাতি-

---

প্রতীতি-সময়েও উহা অনির্ব্বচনীয় (অসত্য) রজত বলিয়াই প্রতীতি থাকে ; তাহা হইলে ত তদ্বিষয়ক জ্ঞানকে ভ্রম বলা যায় না ; তাহার বাধাও সম্ভবপর হয় না, এবং ঐ রজত-গ্রহণের জন্য কাহারো প্রবৃত্তিও হইতে পারে না। অতএব, ভ্রমস্থলে অন্যথাভান না থাকিলে, যখন তদ্বিষয়ক প্রতীতি, প্রবৃত্তি ও বাধ, কিছুই সঙ্গত হয় না (*)। পক্ষান্তরে, অন্যথাভান পরিত্যাগেরও যখন উপায় নাই ; তখন শুক্তি প্রভৃতি বস্তুই যে, রজতাদিরূপে প্রতীত হয় ; এ কথা তোমাকেও স্বীকার করিতে হইবে ॥

অপরাপর খ্যাতি-বাদিদিগকেও বহু তর্ক-বিতর্কের পর অবশেষে উক্ত অন্যথাবভাসই (অন্যথাখ্যাতিই) অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। তন্মধ্যে অসৎখ্যাতি পক্ষে সেই অন্যথাবভাস সৎস্বরূপে ; আত্মখ্যাতি পক্ষে জ্ঞেয়পদার্থস্বরূপে ; অখ্যাতিপক্ষে একপ্রকার বিশেষণ-

---

(*) তাৎপর্য্য,—শঙ্কর বলেন,—শুক্তিতে যখন রজত-ভ্রম হয়, তখন সেইস্থলে সত্যসত্যই একটী রজত তৎকালে সৃষ্ট হয়, অজ্ঞান তাহার উপাদান এবং শুক্তি তাহার অধিষ্ঠান বা আশ্রয়। এই রজতকে তাঁহারা 'প্রাতিভাসিক ও অনির্ব্বচনীয়' বলিয়া থাকেন। এইরূপে তৎকালে একটী অনির্ব্বচনীয় রজত সৃষ্ট হয় বলিয়াই ভ্রান্ত ব্যক্তি তখন রজত প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, এবং রজত গ্রহণ করিবার নিমিত্ত চেষ্টাও করেন, আবার প্রকৃত শুক্তিজ্ঞান হইলেই উহার মিথ্যাত্ব বা বাধ নিশ্চয় করেন। তৎকালে রজত বিদ্যমান না থাকিলে ঐ সকল ব্যাপার হইতে পারিত না ; অতএব ভ্রান্তি-কল্পিত রজতের অনির্ব্বচনীয়তা কল্পনা করা আবশ্যক।

এখন রামানুজ বলিতেছেন যে, না,—ঐরূপ অনির্ব্বচনীয়ত্ববাদ যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। তাহার যুক্তির মর্ম্ম এই যে, এক বস্তুর অন্যাকারে প্রতীতির নাম ভ্রম ; অনির্ব্বচনীয়ত্ববাদীকেও ঐরূপ ভ্রম মানিতেই হইবে, শুক্তিতে সমুৎপন্ন প্রতীতিকে ঐরূপ ভ্রম বলিলেই যখন পূর্ব্বোক্ত প্রতীতি, প্রবৃত্তি ও বাধ ব্যবহার সুসঙ্গত হইতে পারে, তখন আর অনুভব-বিরুদ্ধ ও প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণে অগ্রাহ্য ঐরূপ অনির্ব্বচনীয়ত্ব স্বীকারের প্রয়োজন কি ? বিশেষতঃ, ঐ রজত যে, অনির্ব্বচনীয়—লোক প্রসিদ্ধ রজত হইতে ভিন্নপ্রকার, ইহা ত কোন দ্রষ্টাই তৎকালে অনুভব করিতে পারে না, আর অনুভব করিলেও উহা ভ্রম হইতে পারে না ; কারণ, মিথ্যা বস্তুকে যদি মিথ্যা বলিয়াই জানে, তাহা আর ভ্রম হইবে কেন ? অধিকন্তু, মিথ্যা (অনির্ব্বচনীয়) বলিয়া জানিলে সেই রজতগ্রহণের জন্য চেষ্টা ও পরবর্ত্তী বাধই বা (ইহা রজত নহে, শুক্তি ইত্যাকার মিথ্যাত্ব বোধ) হইবে কেন ? অতএব, বলিতে হইবে যে, প্রকৃত শুক্তিই ঐ মিথ্যা রজতাকারে প্রকাশ পায়।

পক্ষেঽপ্যন্যবিশেষণম্ (*) অন্যবিশেষণত্বেন, জ্ঞানদ্বয়মেকত্বেন চ; বিষয়াসদ্ভাবপক্ষেঽপি বিদ্যমানত্বেন।

বিশিষ্টকে অন্যপ্রকার বিশেষণ-বিশিষ্টরূপে, এবং দুইটী পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞানকে বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাবাপন্ন একজ্ঞানরূপে; আর যাহারা জ্ঞেয় বিষয়ের অস্তিত্ব আদৌ স্বীকার করে না; তাহাদের পক্ষেও জ্ঞেয়পদার্থের বিদ্যমানতারূপে ফলতঃ অন্যথাখ্যাতিরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় (†)।

(*) স্ববিশেষণমন্যবিশেষণত্বেন' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—খ্যাতি পাঁচ প্রকার,—

"আত্মখ্যাতিরসৎখ্যাতিরখ্যাতিঃ খ্যাতিরন্যথা। তথানির্ব্বচনখ্যাতিরিত্যেতৎ খ্যাতিপঞ্চকম্॥

তন্মধ্যে, আত্মখ্যাতি যোগাচার বৌদ্ধের, অসৎখ্যাতি মাধ্যমিক বৌদ্ধের, অখ্যাতি পূর্ব্বমীমাংসকের; অন্যথাখ্যাতি নৈয়ায়িকের, এবং অনির্ব্বচনখ্যাতি (অনির্ব্বচনীয় খ্যাতি) শঙ্করস্বামীর অভিমত মত।

আত্মখ্যাতিবাদীরা বলেন, বুদ্ধি বিজ্ঞানই আত্মা, তদতিরিক্ত আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই, সেই বুদ্ধি বিজ্ঞানই বাহিরে ঘট-পটাদি বিষয়াকারে প্রতীয়মান হয়, সেই বিজ্ঞানাতিরিক্ত কোন বাহ্যপদার্থই সত্য নহে। অন্তরস্থ আত্মা—বুদ্ধি বিজ্ঞানই বাহ্যাকারে প্রতীত হয় বলায় ইহাদের মতকে 'আত্মখ্যাতি' বলা হয়। অসৎখ্যাতিবাদীরা বলেন, জগতে কি বাহ্য, কি আন্তর, কোন পদার্থই সত্য নহে, অসৎ বা শূন্যই একমাত্র সত্য। সেই অসৎই সতের ন্যায় প্রতিভাসমান হয়; এইরূপে অসতের খ্যাতি বা প্রতীতি হয় বলায় ইহাদের মতকে, 'অসৎখ্যাতি' বলা হয়। অখ্যাতিবাদী মীমাংসকগণ বলেন যে, ভ্রম আর কিছুই নহে, যাহাতে যাহার ভ্রম হয়, (যেমন শুক্তিতে রজতের ভ্রম হয়;) তদুভয়ের পার্থক্য বুঝিতে না পারা। উভয়ের পার্থক্য বা ভেদ প্রতীতি-গোচর হয় না বলেন; এই কারণে তাহাদের মত 'অখ্যাতি' নামে অভিহিত হয়। অন্যথাখ্যাতিবাদী তার্কিকগণ বলেন যে, ভ্রম স্থলে একপ্রকার বস্তুর অন্যথা অর্থাৎ অন্যপ্রকার প্রতীতি হয়, এইরূপে অন্যথা প্রতীতি হয় বলেন বলিয়া তাহাদের মত 'অন্যথাখ্যাতি' সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে। অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদী শঙ্কর বলেন,—যখন যাহাতে যে বস্তুর ভ্রম হয়, সেই সময়ের জন্য তাহাতে সেইরূপ একটী অনির্ব্বচনীয় বস্তু উৎপন্ন হয়। যেমন, শুক্তিতে যখন রজত বলিয়া ভ্রম উপস্থিত হয়, তখন শুক্তিতে একটা অনির্ব্বচনীয় রজত উৎপন্ন হয়। এই অনির্ব্বচনীয়তাবাদকে 'অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদ' বলা হয়।

এখন ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, যতরকমই খ্যাতিবাদ আছে, সে সমস্তই এক অন্যথাখ্যাতির অন্তর্গত; সুতরাং অতিরিক্ত খ্যাতিবাদ স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই। তিনি বলিয়াছেন, অসৎখ্যাতিবাদে যে, অসতের প্রতীতি হয়, তাহা কি অসৎ বলিয়াই প্রতীতি হয়? না সৎ বলিয়াই প্রতীতি হয়? প্রতীতি কালেই অসৎ বলিয়া জানিলে কেহই আর তাহা পাইবার জন্য চেষ্টা করিত না। আর যদি সৎ বলিয়া প্রতীতি হয়, তবে ত এক বস্তুর অন্যরূপে প্রতীতি হওয়ায় অন্যথাখ্যাতিই হইল। আত্মখ্যাতিপক্ষেও কথা এই যে, বাহ্য বস্তু দর্শন কালে 'এ সমস্তই মিথ্যা, আত্ম-বিজ্ঞানই সত্য,' এইরূপ জ্ঞান থাকে কি না? যদি থাকে, তবে ত সেই বিষয়ের উপর কাহারো কোনরূপ ব্যবহার চলিতে পারে না; আর যদি না থাকে, তাহা হইলেও জ্ঞেয় পদার্থের অন্যথাখ্যাতিই হইল। অখ্যাতিপক্ষেও সেই কথা, ভ্রমের সময়ে আরোপ্য ও আরোপাশ্রয়ের (যাহাতে যাহার ভ্রম হয়, তদুভয়ের) ভেদ প্রতীতি থাকে কিনা? যদি থাকে বল, তাহা হইলে কখনই সেই বিষয় পাইবার জন্য কাহারো চেষ্টা হইতে পারে না। আর যদি না থাকে, তাহা হইলে ত দুইটী পৃথক্ জ্ঞানকে এক বলিয়া গ্রহণ করায় অন্যথাখ্যাতিই হইয়া পড়িল। আর যাহারা বলেন যে, জ্ঞান-গ্রাহ্য কোনই সত্য বিষয় নাই,

কিঞ্চ, 'অনির্বচনীয়মপূর্বরজতমত্র জাতম্' ইতি বদতা তস্য জন্ম-কারণং বক্তব্যম্। ন তাবৎ তৎপ্রতীতিঃ, তস্যাস্তদ্বিষয়ত্বেন তদুৎপত্তেঃ প্রাগাত্ম-লাভাযোগাৎ। নির্বিষয়া জাতা তদুৎপাদ্য তদেব বিষয়ীকরোতীতি মহতামিদমুপপাদনম্। অথেন্দ্রিয়াদিগতো দোষঃ; তন্ন, তস্য পুরুষাশ্রয়-ত্বেনার্থগতকার্যস্যোৎপাদকত্বাযোগাৎ। নাপীন্দ্রিয়াণি, তেষাং জ্ঞান-কারণ-ত্বাৎ। নাপি দুষ্টানীন্দ্রিয়াণি, তেষামপি স্বকার্যভূতে জ্ঞান এব হি বিশেষ-করত্বম্। অনাদি-মিথ্যাজ্ঞানোপাদানত্বং তু পূর্বমেব নিরস্তম্॥

কিঞ্চ, অপূর্বমনির্বচনীয়মিদং বস্তুজাতং রজতাদিবুদ্ধি-শব্দাভ্যাং কথমিব বিষয়ীক্রিয়তে,—ন ঘটাদিবুদ্ধি-শব্দাভ্যাম্? রজতাদিসাদৃশ্যাদিতি চেৎ;

আর যাহারা ভ্রমস্থলে অনির্ব্বচনীয়, অলৌকিক রজত উৎপন্ন হয়, বলিয়া থাকেন; তাহাদিগকেও সেই রজতোৎপত্তির একটা কারণ নির্দ্দেশ করিতেই হইবে; অর্থাৎ সেই রজত কোন্ কারণ হইতে জন্মলাভ করে, তাহা বলিতে হইবে। প্রথমতঃ রজতের প্রতীতিকে রজতোৎপাদক বলিতে পারা যায় না; কারণ, রজত জন্মিবার পূর্ব্বে তাহার প্রতীতিই থাকিতে পারে না। আর যে, প্রতীতি প্রথমতঃ নির্ব্বিষয় বা বিষয়রহিতভাবেই সমুৎপন্ন হয়, পশ্চাৎ রজত সমুৎপাদন করিয়া সেই রজতকেই নিজের বিষয় বা গ্রহণীয় করে; ইহাও বড় বিস্ময়কর যুক্তিপ্রণালী! যদি বল, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গত দোষই ঐ রজতের উৎপাদক হয়, তাহাও হইতে পারে না; এবং দ্রষ্টৃ-পুরুষ-গত সেই দোষও দৃশ্য বিষয়ে কার্য্য সমুৎপাদন করিতে পারে না। ইন্দ্রিয় সকলকেও রজতোৎপাদক বলা যায় না; কারণ, ইন্দ্রিয় সমূহ কেবলই জ্ঞানোৎপাদক—বিষয়োৎপাদক নহে। অবিকৃত ইন্দ্রিয় সমূহ কারণ না হইলেও দুষ্ট অর্থাৎ বিকৃত ইন্দ্রিয় সমূহ ত কারণ হইতে পারে? না,—তাহাও পারে না, কারণ, দুষ্ট ইন্দ্রিয় সমূহও কেবল স্বকার্য্য-জ্ঞানেই বৈচিত্র্য সমুৎপাদন করে মাত্র—কোন বস্তুর উৎপাদন করিতে পারে না। আর অনাদি মিথ্যা জ্ঞান যে, ঐ রজতের উপাদান কারণ হইতে পারে না; তাহা পূর্ব্বেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

অপিচ; জিজ্ঞাসা করি, জাগতিক সমস্ত বস্তুই যদি অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় হয়, তাহা হইলে উহা কেবলই 'রজত'-শব্দ ও তদনুরূপ বুদ্ধির বিষয় হয় কেন?—ঘট-পটাদি শব্দ ও তদনুরূপ বুদ্ধিরও ত বিষয় হইতে পারে? অভিপ্রায় এই যে, সমস্ত বস্তুই যদি মিথ্যা হইল, তবে আর

কেবল 'আছে' বলিয়া মনে হয় মাত্র। তাহাদের সম্বন্ধেও কথা এইযে, প্রতীতি সময়ে সেই জ্ঞেয় বিষয়টী বিদ্যমান আছে বলিয়া জ্ঞান হয় কিনা? যদি না হয়, তবে তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তিই হইতে পারে না, আর যদি বিষয়টী বিদ্যমান আছে বলিয়াই প্রতীতি থাকে, তাহা হইলে ত অবিদ্যমান বস্তুকে অন্যথা-বিদ্যমানভাবে জানায় সেই অন্যথা-খ্যাতিই হইল। অতএব, অন্যথাখ্যাতি ভিন্ন অন্য কোনও খ্যাতি স্বীকারের প্রয়োজন নাই।

তর্হি তৎসদৃশমিত্যেব প্রতীতি-শব্দৌ স্যাতাম্। রজতাদি-জাতিযোগাদিতি চেৎ; সা কিং পরমার্থভূতা? উতাপরমার্থভূতা বা? ন তাবৎ পরমার্থভূতা, তস্যা অপরমার্থান্বয়াযোগাৎ। নাপ্যপরমার্থভূতা, পরমার্থান্বয়াযোগাৎ। অপরমার্থে পরমার্থবুদ্ধি-শব্দয়োর্নির্বাহকত্বাযোগাচ্চেত্যলম্ অপরিণত-কুতর্কনিরসনেন (*) ॥১০৩॥

অথবা,
যথার্থং সর্ববিজ্ঞানমিতি বেদবিদাং মতম্।
শ্রুতি-স্মৃতিভ্যঃ সর্বস্য সর্বাত্মত্ব-প্রতীতিতঃ ॥
"বহু স্যাম্" ইতি সঙ্কল্পপূর্বসৃষ্ট্যাদ্যুপক্রমে।
"তাসাং ত্রিবৃতমেকৈকাম্"ইতি শ্রুত্যৈব চোদিতম্ ॥

ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন নাম ও ভিন্ন ভিন্ন প্রতীতি হয় কেন? সমস্ত বস্তুই সমস্ত নাম ও বুদ্ধির বিষয় হইতে পারে? যদি বল, প্রকৃত রজতাদি বস্তুর সাদৃশ্য থাকায় অনির্বচনীয় পদার্থেও সেই রজতাদি শব্দ ও তদনুরূপ বুদ্ধি হইয়া থাকে। তাহা হইলেও 'এ টী রজতের সদৃশ' এইরূপই শব্দ ও প্রতীতি হইতে পারে। (ঠিক 'রজত' বলিয়া শব্দ ও প্রতীতি হইতে পারে না)। যদি বল, এই সকল পদার্থেও রজতাদিগত জাতি (রজতত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম) আছে, এই কারণে প্রকৃত রজত প্রভৃতির সজাতীয় বলিয়া ঐ অনির্ব্বচনীয় পদার্থেও 'রজত'-শব্দ ও রজতবুদ্ধি হইয়া থাকে। ভাল কথা; জিজ্ঞাসা করি, সেই রজতত্ব প্রভৃতি জাতিগুলি কি যথার্থ? না—অযথার্থ? যথার্থ (সত্য) হইতে পারে না; যথার্থ হইলে সে কখনই অসত্য (অনির্ব্বচনীয়) রজতে অনুগত থাকিতে পারিত না। (পরন্তু, মিথ্যা রজতের বাধ হইলেও সত্য রজতত্বের প্রতীতি হইতে পারিত)। অযথার্থও হইতে পারে না; তাহা হইলে সেই সত্য জাতিটী কখনই অযথার্থ বস্তুতে সম্বদ্ধ থাকিতে পারিত না। বিশেষতঃ, অযথার্থ বস্তুতে যথার্থত্ববুদ্ধি-সম্পাদনে তাহার ক্ষমতাও নাই। অতএব, এই অসার কুতর্ক-নিরাসে আর প্রয়োজন নাই ॥১০৩॥

১০৪। অথবা, 'বেদবিৎ পণ্ডিতগণের (†) অভিমত এই যে, শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রানুসারে যখন সমস্ত বস্তুই সর্ব্বাত্মক বলিয়া জানা যায়, তখন সমস্ত জ্ঞানই যথার্থ—সত্য। ঈশ্বরের সংকল্প বা ইচ্ছাপূর্ব্বক সৃষ্টিপ্রদর্শনার্থ (ছান্দোগ্যোপনিষদে) যে প্রকরণ আরব্ধ হইয়াছে, সেই প্রকরণে স্বয়ং শ্রুতিই বলিয়াছেন যে, [ঈশ্বর সংকল্প করিলেন—] 'আমি বহু হইব',।

(*) পরমার্থাপরমার্থবুদ্ধি-শব্দয়োর্নির্বাহকত্বাযোগাচ্চ, ইত্যালমপ্রমাণকুতর্কনিরসনেন' ইতি (গ) পাঠঃ। অপরেণ কুতর্কনিরসনেন' ইতি (ঙ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—এখানে বেদবিৎ পণ্ডিত পদে ভগবান্ বোধায়ন, নাথমুনি, যামুনাচার্য্য ও দ্রমিড় প্রভৃতিকে বুঝিতে হইবে। আর ভাষ্যাল্লিখিত "যথার্থং সর্ব্ববিজ্ঞানং" হইতে "ব্যবহার-ব্যবস্থিতিঃ" পর্য্যন্ত শ্লোক গুলি ভাষ্যকারের নিজের রচিত। এবং এই শ্লোকে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণও সূত্রকারেরর মত সমুদয় সংগৃহীত হইয়াছে।

ত্রিবৃৎকরণমেবং হি প্রত্যক্ষেণোপলভ্যতে ॥
যদগ্নেরোহিতং রূপং তেজসস্তদপামপি।
শুক্লং কৃষ্ণং পৃথিব্যাশ্চেত্যগ্নাবেব ত্রিরূপতা ॥
শ্রুত্যৈব দর্শিতা, তস্মাৎ সর্বে সর্বত্র সঙ্গতাঃ।
পুরাণে চৈবমেবোক্তং বৈষ্ণবে সৃষ্ট্যুপক্রমে ॥
নানাবীর্যাঃ পৃথগ্‌ভূতাস্ততস্তে সংহতিং বিনা।
নাশক্নুবন্ প্রজাঃ স্রষ্টুমসমাগম্য কৃৎস্নশঃ ॥
সমেত্যান্যোন্যসংযোগং পরস্পরসমাশ্রয়াঃ।
"মহদাদ্যা বিশেষান্তা হ্যণ্ডম্" ইত্যাদিনা ততঃ ॥
সূত্রকারোঽপি ভূতানাং ত্রিরূপত্বং তথাবদৎ।
"ত্র্যাত্মকত্বাত্তু (*) ভূয়স্ত্বাদ্" [ব্রহ্মসূ০, ৩।১।২] ইতি তেনাভিধাভিদা॥
সোমাভাবে চ পূতীক-গ্রহণং শ্রুতিচোদিতম্ (†)।
সোমাবয়বসদ্ভাবাদিতি ন্যায়বিদো বিদুঃ ॥

[অনন্তর সূক্ষ্মভূত সকল সৃষ্টি করিয়া ইচ্ছা করিলেন—] 'ঐ সকল অবিমিশ্র ভূতের প্রত্যেকটীকে 'ত্রিবৃৎ' (তিন ভূতে পরস্পর মিশ্রিত) করি।' এই ত্রিবৃৎকরণ বা পরস্পর মিশ্রণভাব প্রত্যক্ষের দ্বারাও জানা যায়, অগ্নির যে লোহিত রূপ (বর্ণ), তাহাই তেজের রূপ; যাহা শুক্ল রূপ, তাহা জলের রূপ, এবং যাহা কৃষ্ণ রূপ, তাহা পৃথিবীর রূপ। এইরূপে শ্রুতি এক অগ্নিতেই রূপত্রয়ের সমাবেশ প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব, সর্ব্বভূতই সর্ব্বভূতে সম্মিলিতভাবে রহিয়াছে। বিষ্ণুপুরাণেও সৃষ্টি-প্রকরণে উক্ত হইয়াছে যে, নানাবিধ শক্তি-সম্পন্ন ভূতসমূহ সমুৎপন্ন হইয়াও প্রজাসৃষ্টিতে সমর্থ হয় নাই; এই কারণে সেই সমুদয় ভূত পরস্পরের সহিত পরস্পরে সম্মিলিত হইয়া এবং পরস্পরকে পরস্পরে আশ্রয় করিয়া 'মহত্তত্ত্ব' হইতে আরম্ভ করিয়া স্থূল ভূত পর্য্যন্ত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ করিয়াছে। স্বয়ং ব্রহ্মসূত্রকারও সর্ব্বভূতের ত্রিরূপতা বা সম্মিশ্রিতভাব জ্ঞাপনার্থ বলিয়াছেন যে, 'যেহেতু সমস্ত ভূতই ত্র্যাত্মক (ভূতত্রয়-মিশ্রিত), কেবল আধিক্যানুসারে এক এক নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অর্থাৎ যাহাতে ক্ষিতির ভাগ অধিক, তাহার নাম ক্ষিতি; যাহাতে জলের ভাগ অধিক, তাহার নাম জল, এবং যাহাতে তেজের ভাগ বেশী, তাহার নাম তেজঃ' ইত্যাদি। বেদে সোমলতার অভাবে পূতীকা (পুঁই শাক) গ্রহণ করিবার বিধান আছে; ন্যায়বিৎপণ্ডিতগণ বলেন যে, পূতিকাতে সোমলতার অবয়ব অর্থাৎ

(*) আত্মকত্বাত্বিতি (গ) পাঠঃ। (†) 'শ্রুতিদর্শিতম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

ব্রীহ্যভাবে চ নীবার-গ্রহণং ব্রীহিভাবতঃ।
তদেব সদৃশং তস্য যৎ তদ্দ্রব্যৈকদেশভাক্ ॥
শুক্ত্যাদৌ রজতাদেশ্চ ভাবঃ শ্রুত্যৈব চোদিতঃ।
রূপ্য-শুক্ত্যাদিনির্দেশভেদো ভূয়স্ত্বহেতুকঃ ॥
রূপ্যাদিসদৃশশ্চায়ং শুক্ত্যাদিরুপলভ্যতে।
অতস্তস্যাত্র সদ্ভাবঃ প্রতীতেরপি নিশ্চিতঃ ॥
কদাচিচ্চক্ষুরাদেস্তু দোষাচ্ছুক্ত্যংশবর্জিতঃ।
রজতাংশো গৃহীতোঽতো রজতার্থী প্রবর্ত্ততে ॥
দোষহানৌ তু শুক্ত্যংশে গৃহীতে তন্নিবর্ত্ততে।
অতো যথার্থং রূপ্যাদি-বিজ্ঞানং শুক্তিকাদিষু ॥
বাধ্য-বাধকভাবোঽপি ভূয়স্ত্বেনোপপদ্যতে।
শুক্তিভূয়স্ত্ব-বৈকল্য-সাকল্যগ্রহরূপতঃ ॥
নাতো মিথ্যার্থ-সত্যার্থবিষয়ত্বনিবন্ধনঃ।
এবং সর্বস্য সর্বত্বে ব্যবহারব্যবস্থিতিঃ ॥ [ভাষ্যকারঃ]।

কারণাংশ বিদ্যমান আছে বলিয়াই ঐরূপ বিধান হইয়াছে। আর যেহেতু নীবারে (তৃণধান্যে) ব্রীহির (হৈমন্তিক ধান্যের) সাদৃশ্য আছে; সেই কারণেই ব্রীহির অভাবে নীবার গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছে। শুক্তি প্রভৃতি পদার্থে যে, রজত প্রভৃতির সদ্ভাব আছে, তাহাও শ্রুতিসম্মত। কেবল ভাগের আধিক্যই 'এটা শুক্তি, এটা রৌপ্য,' ইত্যাদি ভেদনির্দ্দেশের কারণ। শুক্তি প্রভৃতিতে যে রৌপ্যাদির সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, তাহা দ্বারাও শুক্তি প্রভৃতিতে রৌপ্যাদির সদ্ভাব নিশ্চয় করা যায়। সময়বিশেষে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দোষ বশতঃ শুক্তির শুক্তিভাগ তিরোহিত হইয়া থাকে, চক্ষুঃ প্রভৃতি কেবল রজতভাগ গ্রহণ করে, এবং সেই রজত পাইবার জন্য তদভিমুখে প্রবৃত্তি হয়। পুনশ্চ পূর্ব্বোক্ত দোষ বিনষ্ট হইয়া গেলে শুক্তির শুক্তিত্ব নয়নগোচর হয়, তখন সেখান হইতে ফিরিয়া আইসে। অতএব, শুক্তি প্রভৃতিতে যে, রৌপ্যাদি জ্ঞান, তাহা যথার্থ জ্ঞানই বটে, কেবল শুক্তি-ভাগের আধিক্যবশতঃ বাধ্য-বাধক ব্যবস্থা হইয়া থাকে মাত্র। অর্থাৎ যখন শুক্তির অসম্পূর্ণ অংশ—রজতভাগ মাত্র গৃহীত হয়, তখন ভ্রম, আর যখন শুক্তির সম্পূর্ণ ভাগ গৃহীত হয়, তখন উহা সত্য; আর প্রথমোক্ত জ্ঞানটী বাধ্য এবং শেষোক্ত জ্ঞানটী বাধক হইয়া থাকে; কিন্তু মিথ্যা বা অসত্য বস্তুর প্রতীতি বশতঃ বাধ্য-বাধকভাব হয় না। সর্ব্ববস্তু সর্ব্বাত্মক হইলেও উক্তপ্রকার আধিক্যানুসারে ব্যবহারের ব্যবস্থা (পার্থক্য) সম্পন্ন হইয়া থাকে।

স্বপ্নে চ প্রাণিনাং পুণ্য-পাপানুগুণং (*) ভগবতৈব তত্তৎপুরুষমাত্রানুভাব্যাঃ (†) তত্তৎকালাবসানাস্তথাভূতাশ্চার্থাঃ সৃজ্যন্তে। তথা হি শ্রুতিঃ স্বপ্ন-বিষয়া,—"ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্তি, অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে। ন তত্রানন্দা মুদঃ প্রমুদো ভবন্তি, অথানন্দান্ মুদঃ প্রমুদঃ সৃজতে। ন তত্র বেশান্তাঃ পুষ্করিণ্যঃ স্রবন্ত্যো ভবন্তি, অথ বেশান্তান্ পুষ্করিণ্যঃ স্রবন্ত্যঃ সৃজতে; স হি কর্ত্তা," [বৃহদা০ ৬।৩।১০] ইতি। যদ্যপি সকলেতরপুরুষানুভাব্যতয়া তদানীং ন ভবন্তি, তথাপি তত্তৎপুরুষ-মাত্রানুভাব্যতয়া তথাবিধানর্থানীশ্বরঃ সৃজতি, স হি কর্ত্তা। তস্য সত্যসংকল্প-স্যাশ্চর্যশক্তেস্তথাবিধং কর্ত্তৃত্বং সম্ভবতীত্যর্থঃ।

"য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ।
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন॥"

[কঠ০, ২।২।৮] ইতি চ॥

স্বপ্নকালে ভগবান্ জগৎপতিই প্রাণিগণের পুণ্য-পাপানুসারে প্রত্যেক পুরুষের ভোগোপ-যোগী বিষয় সমূহ ও তৎকালোচিত বাসনা বা সংস্কার সমূহের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। স্বপ্নাবস্থা-প্রকাশিকা শ্রুতিও বলিয়াছেন যে,—'সেখানে (স্বপ্নে) রথ, রথযোগী অশ্ব, কিংবা তদনুরূপ পথ থাকে না; কিন্তু, রথ, রথের অশ্ব ও পথ সৃষ্টি করে। সেখানে আনন্দ, মুৎ বা প্রমুদ্ থাকে না; কিন্তু, সেই আনন্দ, মুৎ ও প্রমুদ্ সৃষ্ট হয়। (‡) সেখানে ক্ষুদ্র জলাশয়, পুষ্করিণী বা নদী নাই; কিন্তু সেই অল্প জলাশয়, পুষ্করিণী ও স্রবন্তী (নদী) নির্ম্মিত হয়। তিনিই (পরমেশ্বরই) সেখানে (ঐ সকলের) কর্ত্তা' অভিপ্রায় এই যে, যদিও সে সময় সর্ব্ব-পুরুষের অনুভবযোগ্য ঐ সকল পদার্থ বিদ্যমান থাকে না সত্য, তথাপি পরমেশ্বর ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের ভোগ-যোগ্য ঐ সকল পদার্থের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। কেন না, প্রকৃত পক্ষে তিনিই একমাত্র কর্ত্তা; তিনি সত্য-সংকল্প ও অনন্ত-শক্তি-সম্পন্ন; সুতরাং তাঁহার পক্ষে ঐরূপ কর্ত্তৃত্ব নিশ্চয়ই সম্ভবপর।

'মানুষ নিদ্রিত হইলেও এই যে-পুরুষ (পরমেশ্বর) পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কাম্য (ভোগ্য) বস্তু নির্ম্মাণ করতঃ জাগ্রৎ থাকেন। তিনিই শুক্র (শুদ্ধ), তিনিই ব্রহ্ম এবং তিনিই অমৃত

(*) পুণ্যপাপানুগুণাঃ' ইতি (খ) পাঠঃ। পাপানুগুণসম্ভবাঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) তথা তত্তৎ' ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—আনন্দ, মুদ্ ও প্রমুদ্ শব্দের অর্থ শ্রুতপ্রকাশিকায় এইরূপ লিখিত আছে,—সাধারণ ভোগ্য বস্তু দর্শনে যে প্রীতি, তাহা 'মুদ্'; বিশিষ্ট ভোগ্য বস্তু দর্শনে যে প্রীতি, তাহা 'প্রমুদ্', আর ভোগ্য বস্তুর ব্যবহারে যে, প্রীতি, তাহা আনন্দ। অথবা, বিশিষ্ট প্রিয় বস্তু দর্শনে যে প্রীতি, তাহা 'মুদ্', সেই বস্তুকে নিজের ব্যবহার-যোগ্য করায় যে প্রীতি, তাহা 'প্রমুদ্', এবং ইচ্ছামত তাহার বিনিয়োগ করায় যে প্রীতি, তাহা আনন্দ।

সূত্রকারোঽপি "সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি।" "নির্ম্মাতারঞ্চৈকে পুত্রাদয়শ্চ।" [ব্রহ্মসূ০, ৩।২।১-২] ইতিসূত্রদ্বয়েন, স্বাপ্নেষ্বর্থেষু জীবস্য স্রষ্টৃত্বমাশঙ্ক্য—"মায়ামাত্রন্তু কাৎস্নের্ন্যানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ।" [ব্রহ্মসূ০,৩।২।৩] ইত্যাদিনা ন জীবস্য সংকল্পমাত্রেণ স্রষ্টৃত্বমুপপদ্যতে। জীবস্য স্বাভাবিক-সত্যসংকল্পত্বাদেঃ কৃৎস্নস্য সংসারদশায়ামনভিব্যক্তস্বরূপত্বাদীশ্বরস্যৈব তত্তৎপুরুষমাত্রানুভাব্যতয়া আশ্চর্যভূতা সৃষ্টিরিয়ম্। "তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন।" ইতি পরমাত্মৈব তত্র স্রষ্টেত্যবগম্যতে, ইতি পরিহরতি। অপবরকাদিষু শয়ানস্য স্বপ্নদৃশঃ স্বদেহেনৈব দেশান্তরগমন-রাজ্যাভিষেক-শিরশ্ছেদাদয়শ্চ পুণ্য-পাপ-ফলভূতাঃ শয়ানদেহ-সরূপ-(*) সংস্থানদেহান্তরসৃষ্ট্যা উপপদ্যন্তে।১০৪॥

পীতশঙ্খাদৌ তু নয়নবর্ত্তি--পিত্তদ্রব্যসংভিন্না নায়ন-রশ্ময়ঃ শঙ্খাদিভিঃ সংযুজ্যন্তে। তত্রাপি পিত্তগত-পীতিমাভিভূতঃ শঙ্খগত-শুক্লিমা ন গৃহ্যতে।

নামে কথিত হন। সমস্ত লোক (জগৎ) তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না।' সূত্রকার বেদব্যাসও—'স্বপ্নাবস্থায় সৃষ্টির কথা কথিত আছে।' এবং 'কেহ কেহ [জীবকে স্বপ্নকালীন] পুত্রাদির নির্ম্মাতা বলিয়া থাকেন।' এই সূত্রদ্বয়ে স্বাপ্ন-পদার্থের সৃষ্টিতে প্রথমতঃ জীবের কর্তৃত্ব-শঙ্কা উত্থাপিত করিয়া পরিশেষে 'যে হেতু [স্বাপ্ন-পদার্থ সকল] যথাযথরূপে প্রকাশিত হয় না; অতএব ঐ সকল পদার্থ কেবল [ঈশ্বরের] মায়া-মাত্র (সত্য নহে)।' ইত্যাদি সূত্রে বলিয়াছেন যে, সংসারদশায় জীবের সত্যসংকল্পত্ব প্রভৃতি স্বাভাবিক ধর্ম্ম সমূহ যখন অনভিব্যক্ত থাকে, তখন সে অবস্থায় তাহার ইচ্ছামাত্রে স্বাপ্ন-পদার্থ সৃষ্টি করা কখনই সম্ভব হইতে পারে না; অতএব পরমেশ্বরই স্বপ্নকালে ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের দর্শনযোগ্য বিভিন্ন পদার্থের বিচিত্র সৃষ্টি করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ, 'সমস্ত লোকই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছেন, কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না।' ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও তৎকালে পরমাত্মারই সৃষ্টি-কর্তৃত্ব অবগত হওয়া যায়; এই কথা বলিয়া স্বপ্নাবস্থায় জৈবসৃষ্টি-শঙ্কার সমাধান করিয়াছেন। আর গৃহাভ্যন্তরে নিদ্রিত ব্যক্তিও যে, স্বপ্নাবস্থায় স্বশরীরেই দেশান্তরে গমন, রাজ্যাভিষেক ও নিজ-শিরশ্ছেদন প্রভৃতি দর্শন করে; তাহা দ্বারাও বুঝিতে হইবে যে, তৎকালে পাপ-পুণ্যের ফলে প্রকৃত দেহের অনুরূপ অপর দেহ সৃষ্ট হয়, এবং সেই দেহ দ্বারাই তাৎকালিক ক্রিয়াসমূহ সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ১০৪ ॥

১০৫। কিন্তু, পীত শঙ্খাদি প্রতীতি স্থলে (শ্বেত-শঙ্খকে যখন পীত দেখা যায়, তখন) নয়নগত পিত্তের সহিত নয়নরশ্মি মিশ্রিত হইয়া দৃশ্যমান শঙ্খাদির সহিত মিলিত বা সংযুক্ত হয়; তাহার ফলে পিত্ত-গত পীত বর্ণে শঙ্খের স্বাভাবিক শুভ্রতা অভিভূত হইয়া যায়; এই কারণে

(*) শয়ানদেহস্বরূপ'ইতি (গ) পাঠস্তু নৈব সমীচীনঃ।

অতঃ সুবর্ণানুলিপ্তশঙ্খবৎ 'পীতঃ শঙ্খঃ' ইতি প্রতীয়তে। পিত্তদ্রব্যং তদ্গত-পীতিমা চাতিসূক্ষ্মতয়া পার্শ্বস্থৈর্ন গৃহ্যতে। পিত্তোপহতেন তু স্বনয়ন-নিষ্ক্রান্ততয়া অতিসামীপ্যাৎ সূক্ষ্মমপি গৃহ্যতে। তদ্গ্রহণজনিতসংস্কার-সচিব-নায়নরশ্মিভির্দূরস্থমপি গৃহ্যতে।

জপাকুসুম-সমীপবর্ত্তি-স্ফটিকমণিরপি তৎপ্রভাভিভূততয়া (*) রক্ত-ইতি গৃহ্যতে। জপাকুসুমপ্রভা বিততাপি স্বচ্ছদ্রব্যসংযুক্ততয়া (†) স্ফুট-তরমুপলভ্যত ইত্যুপলব্ধি-ব্যবস্থাপ্যমিদম্। মরীচিকা-জলজ্ঞানেঽপি তেজঃ-পৃথিব্যোরপ্যম্বুনো বিদ্যমানত্বাদিন্দ্রিয়-দোষেণ তেজঃপৃথিব্যোরগ্রহণাচ্চা-দৃষ্টবশাচ্চাম্বুনো গ্রহণাৎ যথার্থত্বম্। অলাতচক্রেঽপ্যলাতস্য দ্রুততর-গমনেন সর্ব্বদেশ-সংযোগাদন্তরালাগ্রহণাৎ তথাপ্রতীতিরুপপদ্যতে। চক্র-

শঙ্খের শুভ্রতা আর নয়ন-গোচর হইতে পারে না. কাজেই তখন সুবর্ণ-রঞ্জিত শঙ্খের ন্যায় ঐ শঙ্খটীও পীতবর্ণ দৃষ্ট হয়। অতি সূক্ষ্মতা হেতু নয়ন-গত পিত্ত ও তাহার পীত বর্ণ পার্শ্বস্থ পুরুষেরা দেখিতে পায় না, কিন্তু সূক্ষ্ম হইলেও অতি নৈকট্য বশতঃ পিত্তোপহত পুরুষেরা তাহা দেখিতে পায়। আর ঐরূপে (শ্বেতকে পীতরূপে) গ্রহণ করিতে করিতে নয়ন-রশ্মিতে যে সংস্কার উপস্থিত হয়, সেই সংস্কারেই তাদৃশ নয়ন-রশ্মি অতি দূরস্থ বস্তুকেও গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

এইরূপ জবাকুসুমের সন্নিহিত স্ফটিক (শুভ্র হইলেও) জবাকুসুমের লোহিত-প্রভায় অভিভূত হইয়া পড়ে; সেই কারণে স্ফটিককে লোহিত দেখা যায়। জবাকুসুমের প্রভা চতুর্দ্দিকে প্রসৃত হইলেও স্বচ্ছ বস্তু-সংযোগেই যে, সুস্পষ্টরূপে প্রতীত হয়, উপলব্ধি বা প্রতীতি বলেই ঐরূপ নিয়ম স্বীকার করিতে হয়। আর মরীচিকায় যে জলের প্রতীতি হইয়া থাকে, সে স্থলেও বুঝিতে হইবে যে, তেজ এবং পৃথিবীতে যে জল বিদ্যমান আছে; (‡) কেবল ইন্দ্রিয়গত দোষে তেজ ও পৃথিবীর প্রতীতি না হইয়া অদৃষ্ট বশতঃ কেবল সেই জলেরই প্রতীতি হইয়া থাকে; সুতরাং সেই জলও অসত্য নহে। অলাত-চক্র স্থলেও (জলংকাষ্ঠ খণ্ড ভ্রমণ করাইলে যে, একটী গোলাকার তেজোরেখা প্রতীতি হয়, সে স্থলেও) অলাত-চক্রের অতি দ্রুত পরিভ্রমণের ফলে তদ্গত অবকাশ দৃষ্ট হয় না, সর্ব্বত্রই অবিচ্ছেদে তাহার সত্তা প্রতীতি হয় মাত্র। আর যে ঐ অলাতের চক্রাকার প্রতীতি, তাহারও কারণ

(*) তৎপ্রভাভিহততয়া' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) সংযুক্তা, ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—বেদান্তের সৃষ্টিপ্রকরণে 'পঞ্চীকরণ' নামে একটী প্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে। তাহাতে উক্ত হইয়াছে যে, আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেকেই অপর প্রত্যেক ভূতের দুই আনি অংশ মিশ্রিত আছে। পৃথিবীতে যথার্থ পৃথিবীর ভাগ অর্দ্ধেক, আর আকাশাদি চারিভূতের দুই আনি করিয়া অর্দ্ধেক; উভয়ের যোগে পূর্ণ পৃথিবী হইয়াছে। অপরাপর ভূতের সম্বন্ধেও এই নিয়ম। এই কারণে ভাষ্যকার পৃথিবীতে জলের অংশ থাকার কথা বলিয়াছেন।

প্রতীতাবপ্যন্তরালাগ্রহণপূর্ব্বক-তত্তদ্দেশসংযুক্ত-তত্তদ্বস্তুগ্রহণমেব। ক্বচিদন্তরালাভাবাদন্তরালাগ্রহণম্, ক্বচিৎ শৈঘ্র্যাদগ্রহণমিতি বিশেষঃ। অতস্তদপি যথার্থম্। দর্পণাদিষু নিজমুখাদি-প্রতীতিরপি যথার্থা, দর্পণাদি-প্রতিহতগতয়ো হি নায়নরশ্ময়ো দর্পণাদিদেশ-গ্রহণপূর্ব্বকং নিজমুখাদি গৃহ্ণন্তি। তত্রাপ্যতিশৈঘ্র্যাদন্তরালাগ্রহণাৎ তথাপ্রতীতিঃ।

দিঙ্মোহেঽপি দিগন্তরস্য অস্যাং দিশি বিদ্যমানত্বাদদৃষ্টবশেনৈতদ্দিগংশবিযুক্তো দিগন্তরাংশো গৃহ্যতে। অতো দিগন্তরপ্রতীতির্যথার্থৈব। দ্বিচন্দ্র-জ্ঞানাদাবপ্যঙ্গুল্যবষ্টম্ভ-তিমিরাদিভির্নায়ন-তেজোগতিভেদেন সামগ্রী-

---

মধ্যবর্ত্তী অবকাশের অপ্রতীতি এবং সর্ব্বস্থানে সংযুক্তরূপে প্রতীতি। এইমাত্র বিশেষ যে, কোন স্থলে হয়ত অবকাশ (ফাঁক) নাই বলিয়াই তাহার প্রতীতি হয় না, আর কোথাও বা অতিদ্রুত ভ্রমণবশতঃ অবকাশের প্রতীতি হয় না; অতএব, উহাও যথার্থই বটে, মিথ্যা নহে। দর্পণ প্রভৃতি স্বচ্ছ পদার্থে যে, নিজ মুখাদির বিপরীতভাবে প্রতীতি হইয়া থাকে, তাহাও মিথ্যা বা অসত্য নহে; কেন না, নয়নরশ্মি সম্মুখস্থ দর্পণাদিতে পতিত হইয়াই প্রতিহত বা বাধা প্রাপ্ত হয়, তখন প্রতিঘাতক দর্পণেই মুখ দৃষ্ট হয়, অতি ক্ষিপ্রতা বশতঃ প্রকৃত মুখ ও দর্পণাদির মধ্যে যে, ব্যবধান আছে, তাহার প্রতীতি থাকে না; এই কারণে মুখের তাদৃশ বিপরীত দর্শন সংঘটিত হইয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে, দ্রষ্টার যাহা দক্ষিণ, সম্মুখস্থ দর্পণের পক্ষে তাহাই বাম, এবং সম্মুখস্থ দর্পণের যাহা দক্ষিণ, তাহাই আবার দ্রষ্টার বাম; কাজেই সেই বিপরীত-ভাবাপন্ন দর্পণে প্রতিবিম্বিত মুখও বিপরীতই দৃষ্ট হয়। অতএব, প্রতিবিম্বের তাদৃশ বিপরীত ভাবটী অমূলক বা মিথ্যা নহে।

আর দিগ্‌ভ্রমের স্থলেও [বুঝিতে হইবে যে,] ভ্রান্তির আশ্রয়ীভূত দিকে অন্যান্য দিকেরও সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে, ভ্রম-সময়ে অদৃষ্ট বশতঃ অন্যান্য দিগ্-ভাগের প্রতীতি না হইয়া কেবল সেই একটী মাত্র দিকের প্রতীতি হয়; অতএব, একদিকে যে, অন্য দিক্-প্রতীতি, তাহাও মিথ্যা নহে। (*)। দ্বিচন্দ্র-দর্শন স্থলেও অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা চক্ষু টিপিয়া ধরায় চাক্ষুষ রশ্মি দুইভাগে নির্গত হয়; সেই দুই ভাগে নির্গত চাক্ষুষ তেজঃ পরস্পর নিরপেক্ষভাবে দ্বিচন্দ্র-দর্শনের কারণ হয়। তন্মধ্যে একটী তেজ যথা-স্থান-স্থিত চন্দ্রকে গ্রহণ করে, অপরটী কিঞ্চিৎ বক্রভাবে নির্গত হইয়া চন্দ্রের সমীপবর্ত্তী স্থান ও তদ্দেশগত অর্থাৎ স্বস্থানচ্যুত চন্দ্রকে দর্শন

(*) তাৎপর্য্য,—দিক্ স্বভাবতঃ এক অখণ্ড পদার্থ; সূর্য্যের উদয় প্রভৃতি দ্বারা উহাতে পূর্ব্ব, দক্ষিণাদি বিভাগ কল্পিত হয়। এই কারণে একব্যক্তির সম্বন্ধে যে দিক্‌টী পূর্ব্ব, অপরের পক্ষে আবার সেই দিক্‌টীই পশ্চিম, দক্ষিণ বা উত্তর দিক্ হইয়া থাকে। এই ভাবে সকল দিকেই সকল দিগ্‌ভাব রহিয়াছে। দিগ্‌ভ্রমের সময় দ্রষ্টার অদৃষ্ট বশতঃ অন্যান্য দিগংশগুলি আবৃত হইয়া থাকে, একটীমাত্র দিক্ (যাহা তাহার পক্ষে অবাস্তবিক, সেই দিক্‌টী কেবল) প্রতীতির বিষয় হয়। সুতরাং পূর্ব্বকে পশ্চিম দিক্ বলিয়া দেখিলেও ঐ দিক্ অসত্য নহে।

ভেদাৎ, সামগ্রীদ্বয়মন্যোন্য-নিরপেক্ষং (*) চন্দ্রগ্রহণদ্বয়-হেতুর্ভবতি। তত্রৈকা সামগ্রী স্বদেশবিশিষ্টং চন্দ্রং গৃহ্লাতি, দ্বিতীয়া তু কিঞ্চিদ্বক্র-গতিশ্চন্দ্রসমীপদেশগ্রহণপূর্ব্বকং চন্দ্রং স্বদেশবিযুক্তং গৃহ্লাতি। অতঃ সামগ্রীদ্বয়েন যুগপদ্দেশদ্বয়বিশিষ্ট-চন্দ্রগ্রহণেঽপি গ্রহণভেদেন গ্রাহ্যাকার-ভেদাদেকত্বগ্রহণাভাবাচ্চ "দ্বৌ চন্দ্রৌ" ইতি ভবতি প্রতীতিবিশেষঃ। দেশান্তরস্য তদ্বিশেষণত্বং দেশান্তরস্য চাগৃহীতস্বদেশচন্দ্রস্য চ নিরন্তর-গ্রহণেন (†) ভবতি। তত্র সামগ্রীদ্বিত্বং পারমার্থিকম্। তেন দেশদ্বয়বিশিষ্ট-চন্দ্রগ্রহণদ্বয়ং চ পারমার্থিকম্। গ্রহণদ্বিত্বেন (‡) চন্দ্রস্যৈব গ্রাহ্যাকারদ্বিত্বঞ্চ পারমার্থিকম্। তত্র বিশেষণদ্বয়বিশিষ্ট-চন্দ্রগ্রহণদ্বয়স্যৈক এব চন্দ্রো গ্রাহ্যঃ, ইতি গ্রহণে প্রত্যভিজ্ঞানবৎ কেবল-চক্ষুষঃ সামর্থ্যাভাবাচ্চাক্ষুষং জ্ঞানং তথৈবাবতিষ্ঠতে। দ্বয়োশ্চক্ষুষোরেকসামগ্র্যন্তর্ভাবেঽপি তিমিরাদিদোষ-ভিন্নং চাক্ষুষং তেজঃ সামগ্রীদ্বয়ং ভবতীতি কার্য্যকল্প্যম্। অপগতে তু

করে। অতএব, দ্বিবিধ কারণ উপস্থিত থাকায় একই কালে বিভিন্ন স্থান-গত রূপে চন্দ্রদ্বয়ের প্রতীতি হইলেও বুঝিতে হইবে যে, দর্শনের কারণীভূত চক্ষুরশ্মির প্রভেদ হওয়ায় গ্রাহ্য চন্দ্রেরও আকৃতি-ভেদ ঘটে, সেই কারণেই চন্দ্রের একত্ব প্রতীতি না হইয়া দ্বিত্বের (দ্বৌ চন্দ্রৌ এইরূপে) প্রতীতি হইয়া থাকে। অতি ক্ষিপ্রতা বশতঃ দেশান্তর (বাস্তবিক পক্ষে চন্দ্র যেখানে নাই, সেই স্থান) ও চন্দ্রের আশ্রয়ীভূত দেশ, এই উভয়ের প্রভেদ প্রতীতি না থাকায় চন্দ্রকে অন্য-দেশস্থ বলিয়া প্রতীতি হয়। অতএব, যে স্থলে দর্শন-সাধন চাক্ষুষ তেজের দ্বিত্ব বাস্তবিক, তাহার ফলে পৃথক্ স্থান-স্থিতরূপে চন্দ্র-গত দ্বিত্ব-প্রতীতিও সত্য; সুতরাং সাধনের দ্বিত্ব নিবন্ধন একই চন্দ্রের যে দ্বিত্ববিশিষ্টরূপে গ্রহণ, তাহাও পারমার্থিক। প্রত্যভিজ্ঞা স্থলে (এই সেই হস্তী, ইত্যাদি স্থলে) যেমন কেবল চক্ষুমাত্রই জ্ঞান-সাধন হয় না, পূর্ব্ব-সংস্কারকেও অপেক্ষা করে; তেমনি দুই স্থানে স্থিত বলিয়া একই চন্দ্র বিষয়ে দুইটী জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় সেই সংস্কারানুসারে চক্ষু তখন আর চন্দ্রের একত্ব দর্শন করিতে সমর্থ হয় না; এই কারণে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ বিদ্যমান সত্ত্বেও চন্দ্রের একত্ব প্রতীতি-গোচর হয় না। যদিও চক্ষুদ্বয় একই কার্য্য-সাধক বলিয়া একই সাধনের অন্তর্ভুক্ত হউক; তথাপি বিভিন্নপ্রকার কার্য্য দর্শনে কল্পনা করিতে হয় যে, চাক্ষুষ তেজঃ যখন তিমিরাদি-দোষে কলুষিত হয়; তখনই উহা পৃথক্ পৃথক্ দুইটী সাধন হইয়া দুইপ্রকার কার্য্য সম্পাদন করে। পুনশ্চ, দোষ অপগত হইলে চক্ষু স্বাভাবিকভাবে যথাস্থান-স্থিত একই চন্দ্র গ্রহণ করে, সুতরাং তৎকালে চন্দ্রের একত্বই প্রতীত হয়। দোষ বশতঃ সাধনের দ্বিত্ব হয়, সাধনের দ্বিত্বে জ্ঞানের দ্বিত্ব এবং

(*) অন্যোন্যনিয়মনিরপেক্ষম্' ইতি (খ, গ) পাঠঃ।　(†) নিরতিশয়গ্রহণেন' ইতি (ক) পাঠঃ।
(‡) গ্রহণদ্বিত্বে তচ্চন্দ্রস্যৈব' ইতি (খ) পাঠঃ।

দোষে স্বদেশবিশিষ্টস্য চন্দ্রস্যৈক গ্রহণবেদ্যত্বাদেকশ্চন্দ্র ইতি ভবতি প্রত্যয়ঃ। দোষকৃতন্তু সামগ্রীদ্বিত্বম্, তৎকৃতং গ্রহণদ্বিত্বম্, তৎকৃতং গ্রাহ্যাকারদ্বিত্বঞ্চেতি নিরবদ্যম্। অতঃ সর্ব্বং বিজ্ঞানজাতং যথার্থমিতি সিদ্ধম্ ॥১০৫॥

খ্যাত্যন্তরাণাং দূষণানি তৈস্তৈর্ব্বাদিভিরেব প্রপঞ্চিতানি, ইতি ন তত্র যত্নঃ ক্রিয়তে। অথবা কিমনেন বহুনোপপাদনপ্রকারেণ। প্রত্যক্ষানুমানাগমাখ্যং প্রমাণজাতম্, আগমগম্যঞ্চ নিরস্তনিখিলদোষ-গন্ধমনবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়-কল্যাণগুণগণং সর্ব্বজ্ঞং সত্যসঙ্কল্পং পরং ব্রহ্মাভ্যুপগচ্ছতাং কিং ন সেৎস্যতি; কিং নোপপদ্যতে। ভগবতা হি পরেণ ব্রহ্মণা ক্ষেত্রজ্ঞ-পুণ্যপাপানুগুণং তদ্ভোগ্যত্বায়াখিলং জগৎ সৃজতা সুখ-দুঃখোপেক্ষা-ফলানুভবানুভাব্যাঃ

জ্ঞানের দ্বিত্বানুসারে গ্রাহ্য চন্দ্রাদির ও দ্বিত্ব প্রতীতি হয়, আর সেই দোষ-নাশে তদধীন সমস্ত কার্য্যই বিলুপ্ত হইয়া যায়. এইরূপ কল্পনায় সমস্ত সিদ্ধান্তই নির্দ্দোষ হইতে পারে, অতএব সমস্ত জ্ঞানই যথার্থ—কোনটীই মিথ্যা নহে। (*) ॥১০৫॥

১০৬। অপরাপর খ্যাতিবাদেও যে সকল দোষ উপস্থিত হয়, বাদিগণই সেই সকল দোষের বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিয়াছেন; অতএব তদ্বিষয়ে আর যত্ন করার আবশ্যক নাই। অথবা, এরূপ বহুবিধ উপপাদন-সমর্থনের চেষ্টায় কিছুমাত্রই প্রয়োজন নাই। কেন না, যাহারা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম (শব্দ), এই ত্রিবিধ প্রমাণ স্বীকার করেন, এবং সর্ব্বপ্রকার দোষ-সম্বন্ধবিবর্জ্জিত, ন্যূনাধিকভাব-রহিত, অসংখ্য কল্যাণময় গুণে বিভূষিত এবং সত্যসংকল্পত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব-গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন; তাহাদের পক্ষে কিছুই অসিদ্ধ কিংবা অনুপপন্ন (অসঙ্গত) হইতে পারে না। [বুঝিতে হইবে] ভগবান্ পর ব্রহ্ম জীবের পুণ্য ও পাপানুসারে সুখ, দুঃখ ও উপেক্ষাত্মক (অনাদররূপ) ফল-প্রদ যে সকল জীবভোগ্য পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন; তন্মধ্যে কতকগুলি সর্ব্বসাধারণের প্রতীতিগোচর (ভোগ্য), কতকগুলি

(*) তাৎপর্য্য,—অঙ্গুলীর অগ্রভাগের দ্বারা চক্ষুর নিম্ন ভাগ টানিয়া ধরিলে একটী চন্দ্রকে দুইটী দেখা যায়। শঙ্করের মতে ঐ দ্বিত্ব-দর্শন মিথ্যা ভ্রমমাত্র। রামানুজ বলিতেছেন, উহা মিথ্যা নহে। তাহার কারণ এই যে,—চন্দ্র বস্তুতঃ এক হইলেও অঙ্গুলীর দ্বারা ঐরূপে চক্ষু টানিয়া ধরিলে চক্ষুর রশ্মি দুইভাগে নির্গত হয়, এক ভাগ সরলভাবে যাইয়া প্রকৃত স্থানস্থিত চন্দ্রকে গ্রহণ করে, অপর ভাগ ঈষৎ বক্রভাবে যাইয়া আশ্রয় হইতে পৃথক্ স্থানে (যেখানে চন্দ্র নাই, সেই খানে) চন্দ্রকে গ্রহণ করে। এখন বুঝিতে হইবে, যেই চক্ষু-রশ্মি নির্গমনই প্রত্যক্ষ দর্শনের সাধন বা উপায়; সেই সাধনের দ্বিত্ব বশতই চন্দ্রের দ্বিত্ব এবং চন্দ্রদ্বয়ের বিশেষণীভূত আশ্রয়েরও দ্বিত্ব পরিদৃষ্ট হয়। উক্ত সাধন দ্বয় যখন সত্য, তখন তদনুগত চন্দ্র-দ্বিত্বও সত্য, এবং তদ্বিশেষণীভূত আশ্রয়ের দ্বিত্বও সত্য; কোনটীই মিথ্যা বা অযথার্থ নহে। অধিকন্তু, 'এই সেই হস্তী', ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞা যেরূপ পূর্ব্বানুভব-জাত সংস্কারানুযায়ী, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষও সেইরূপ পূর্ব্ব সংস্কার সাপেক্ষ। এই কারণেই সাধনের দ্বিত্ব-সংস্কার-বলে চক্ষুরিন্দ্রিয়ও তৎকালে বিভিন্ন স্থানবর্ত্তী দুইটী চন্দ্রই সন্দর্শন করিতে বাধ্য হয়।

পদার্থাঃ সর্ব্বসাধারণানুভববিষয়াঃ, (*) কেচন তত্তৎপুরুষমাত্রানুভববিষয়া-স্তত্তৎকালাবসানাস্তথাতথানুভাব্যাঃ (†) সৃজ্যন্তে। তত্র বাধ্য-বাধকভাবঃ সর্ব্বানুভববিষয়তয়া তদ্‌রহিততয়া চোপপদ্যত ইতি সর্ব্বং সমঞ্জসম্ ॥

যৎ পুনঃ, সদসদনির্ব্বচনীয়মজ্ঞানং শ্রুতিসিদ্ধমিতি ; তদসৎ। "অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ" ইত্যাদিম্বনৃতশব্দস্যানির্ব্বচনীয়ানভিধায়িত্বাৎ। ঋতেতরবিষয়ো হ্যনৃতশব্দঃ। ঋতমিতি কর্ম্ম-বাচি, "ঋতং পিবন্তৌ" ইতি বচনাৎ। ঋতং কর্ম্মফলাভিসন্ধিরহিতম্ পরমপুরুষারাধনবেষং (‡) তৎপ্রাপ্তিফলম্। অত্র তদ্ব্যতিরিক্তং সাংসারিকফলং কর্ম্মানৃতং ব্রহ্মপ্রাপ্তিবিরোধি, "এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্ত্যনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ।" [ছান্দো০, ৮।৩।২] ইতি বচনাৎ।

"নাসদাসীন্নো সদাসীৎ তদানীম্" [যজু০, ২।৮।৯] ইত্যত্রাপি সদসচ্ছব্দৌ চিদচিদ্ব্যষ্টিবিষয়ৌ। উৎপত্তিবেলায়াং সৎ-ত্যৎ-শব্দাভিহিতয়োঃ(§)

কেবল এক এক ব্যক্তির ভোগ্য, এবং কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সময়ের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব, সেই সকল সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে যে, পরস্পর বাধ্য-বাধকভাব, তাহা কখনও সর্ব্বসাধারণের অনুভবের বিষয় হয়, কখনও বা তাহা না হইয়া কোনও ব্যক্তিবিশেষের মাত্র প্রতীতি-গম্য হয়, এইরূপে সমস্ত বিষয়েরই উপপত্তি ও সামঞ্জস্য রক্ষা পায়।

সদসদনির্ব্বচনীয় অজ্ঞানকে যে শ্রুতিসিদ্ধ বলা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত হয় নাই। কেন না, [তাহার উদাহৃত] "অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ," ইত্যাদি বাক্যস্থ 'অনৃত' শব্দটী কখনই অনির্ব্বচনীয়তা-বোধক নহে। কারণ, ঋত ভিন্ন বস্তুই 'অনৃত' শব্দের যথার্থ অর্থ। "ঋতং পিবন্তৌ" শ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, 'ঋত' শব্দের অর্থ—কর্ম্ম। 'তাহারা এই ব্রহ্ম-লোক প্রাপ্ত হয় না ; কারণ, তাহারা অনৃত দ্বারা সমাবৃত (অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ)' এই শ্রুতি অনুসারে বুঝা যায় যে, ফলাকাঙ্ক্ষারহিত, ভগবৎ-প্রাপ্তি-সাধক ভগবদারাধনারূপ যে কর্ম্ম, তাহাই 'ঋত'-শব্দের বাচ্যার্থ, আর তদ্ভিন্ন ব্রহ্ম-প্রাপ্তির প্রতিকূল, সাংসারিক ফল-সাধক কর্ম্ম মাত্রই 'অনৃত'-(ন+ঋত=অনৃত) পদ-বাচ্য। এইরূপ অর্থ হইলেই শ্রুতি-কথিত 'যেহেতু তাহারা অনৃত-সমাচ্ছাদিত' কথারও সার্থকতা থাকে।

'তখন (সৃষ্টির পূর্ব্বে) অসৎ ছিল না, সৎও ছিল না।' এই স্থলে সৎ ও অসৎশব্দদ্বয় চেতন ও অচেতনের ব্যষ্টি-বোধক, অর্থাৎ এক-একটী চেতনাচেতন বস্তু বুঝাইতেছে ; কেননা, উক্ত বাক্যটী প্রলয় কাল-প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হইয়াছে,—অর্থাৎ সৃষ্টি কালে সৎ ও ত্যৎশব্দে যে সমস্ত ব্যষ্টিভূত চেতনাচেতন বস্তু অভিহিত হইয়া থাকে, তৎসমস্তই যে,

(*) কেচন কেচন তৎপুরুষ' ইতি (গ, ঙ) পাঠঃ।　(†) তথাবিধাঃ' ইতি (গ) পাঠঃ। ৎকালাবসায়িনস্তথানুভাব্যাঃ' ইতি (ঙ) পাঠঃ।　(‡) পরমপুরুষারাধনবিষয়ম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

(§) সদসচ্ছব্দাভিহিতযোঃ' ইতি (গ) পাঠঃ। সত্য-সচ্ছব্দাভিহিতয়াঃ ইতি (ঙ) পাঠঃ।

চিদচিদ্ব্যষ্টিভূতয়োর্বস্তুনোরপ্যয়-কালেঽচিৎসমষ্টিভূতে তমঃশব্দাভিধেয়ে বস্তুনি প্রলয়-প্রতিপাদনপরত্বাদস্য বাক্যস্য, নাত্র কস্যচিৎ সদসদনির্বচনীয়-তোচ্যতে ; সদসতোঃ কালবিশেষেঽসদ্ভাবমাত্রবচনাৎ। অত্র তমঃশব্দাভি-হিতস্যাচিৎসমষ্টিত্বং শ্রুত্যন্তরাদবগম্যতে, "অব্যক্তমক্ষরে লীয়তে, অক্ষরং তমসি লীয়তে, তমঃ পরে দেবে একীভবতি (*) [সুবালা০ ২] ইতি। সত্যম্ ; তমঃশব্দেনাচিৎসমষ্টিরূপায়াঃ প্রকৃতেঃ সূক্ষ্মাবস্থোচ্যতে। তস্যাস্তু, "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ।" [শ্বেতাশ্ব০, ৪।১০] ইতি মায়াশব্দেনাভি-ধানাদনির্বচনীয়ত্বমিতি চেৎ; নৈতদেবম্ ; মায়াশব্দস্যানির্বচনীয়বাচিত্বং ন দৃষ্টমিতি। মায়াশব্দস্য মিথ্যাপর্য্যায়ত্বেনানির্বচনীয়ত্বমিতি চেৎ ; তদপি নাস্তি। নহি সর্ব্বত্র মায়াশব্দো মিথ্যাবিষয়ঃ, অসুর-রাক্ষস-শস্ত্রাদিষু সত্যেষ্বেব মায়াশব্দপ্রয়োগাৎ। যথোক্তম্,—

"তেন মায়াসহস্রং তচ্ছম্বরস্যাশুগামিনা।
বালস্য রক্ষতা দেহমেকৈকশ্যেন (†) সূদিতম্ ॥"
[বিষ্ণুপু০, ১।১৯।২০] ইতি ॥

প্রলয় কালে অচিৎসমষ্টিরূপ 'তমঃ'-শব্দবাচ্যে (প্রকৃতিতে) বিলীন হইয়া থাকে, শুধু এই ভাব প্রতিপাদনার্থই "নাসদাসীৎ" বাক্যের অবতারণা হইয়াছে ; বস্তুতঃ ঐ বাক্যে কোন বস্তুরই সদসদনির্ব্বচনীয়তা অভিহিত হয় নাই ; পরন্তু সৎ ও অসৎ বস্তু যে, সময়বিশেষে থাকে না, কেবল তাহাই কথিত হইয়াছে। উক্ত শ্রুতিস্থিত 'তমঃ' শব্দটী যে অচেতন-সমষ্টি-বোধক, তাহা নিম্নলিখিত 'অব্যক্ত (সূক্ষ্মাবস্থা অক্ষরে বিলীন হয়, সেই অক্ষর তমে বিলীন হয়। তমও আবার পর দেবতা—পরমাত্মার সহিত একীভূত হইয়া থাকে।' এই শ্রুতি হইতেও জানা যায়। হাঁ, 'তমঃ' শব্দে যদিও অচিৎসমষ্টিরূপা (জড় সমষ্টিরূপা) প্রকৃতির সূক্ষ্মাবস্থাই উক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ" অর্থাৎ 'মায়াকে 'প্রকৃতি বলিয়া জানিবে' এই শ্রুতি প্রকৃতিকেই 'মায়া' শব্দে অভিহিত করায় 'তমঃ'-শব্দোক্ত প্রকৃতির ত অনির্ব্বচনীয়ত্বই প্রমাণিত হইতেছে ? না,—'মায়া' শব্দের অনির্ব্বচনীয়ত্ব অর্থ যখন কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, তখন ঐরূপ অর্থ করা যায় না। যদি বল, মায়া-শব্দ মিথ্যা-পর্য্যায়ে উক্ত, অর্থাৎ 'মিথ্যা' শব্দের সমানার্থক, কাজেই উহাকে অনির্ব্বচনীয়ত্ব-বোধক বলিতে হইবে। না, 'মায়া' শব্দটী যখন সর্ব্বত্র 'মিথ্যা অর্থে প্রযুক্ত হয় না, তখন উহাকে মিথ্যা-পর্য্যায়ও বলিতে পারা যায় না। কেন না অসুর ও রাক্ষসগণ যে সকল অস্ত্রের প্রয়োগ করে,

---

(*) তমঃ পরে দেবে একীভবতীত্যয়মংশঃ (ঘ, ঙ) পুস্তকয়োর্ন দৃশ্যতে।

(†) মেকৈকাংশেন' ইতি (খ) পাঠঃ। মেকৈকশঃ নিসূদিতম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

অতো মায়াশব্দো বিচিত্রার্থসর্গকরাভিধায়ী। প্রকৃতেশ্চ মায়াশব্দাভিধানং বিচিত্রার্থসর্গকরত্বাদেব।

"অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ, তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ।"

[শ্বেতাশ্ব০, ৪।৯]

ইতি (*) মায়াশব্দবাচ্যায়াঃ প্রকৃতের্বিচিত্রার্থসর্গকরত্বং দর্শয়তি। পরমপুরুষস্য চ তদ্বত্তামাত্রেণ মায়িত্বমুচ্যতে, নাজ্ঞত্বেন। জীবস্যৈব হি মায়য়া নিরোধঃ শ্রূয়তে—"তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ" (†) ইতি। "অনাদিমায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে" [মাণ্ডূক্য০, ২।২১] ইতি চ। "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে।" ইত্যত্রাপি বিচিত্রাঃ শক্তয়োঽভিধীয়ন্তে। অতএব হি, "ভূরি ত্বষ্টেব রাজতি" (‡) ইত্যুচ্যতে। নহি মিথ্যাভূতঃ কশ্চিদ্বিরাজতে। "মম মায়া দুরত্যয়া"ইত্যত্রাপি গুণময়ীতি বচনাৎ সৈব

সে সকল মিথ্যা নহে—সত্য; তথাপি সে সকলকে মায়া-শব্দে অভিহিত করিতে দেখা যায়। বিষ্ণু পুরাণে আছে, '[বিষ্ণুর আজ্ঞায় সমাগত] ত্বরিতগতি সেই সুদর্শন চক্র বালক প্রহ্লাদের দেহ-রক্ষার্থ শম্বরাসুরের মায়াসহস্রকে (মায়াময় বাণ সহস্রকে) এক-একটী করিয়া বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন।' অতএব বুঝিতে হইবে, আশ্চর্য্যকর বস্তু-সৃষ্টিই 'মায়া'-শব্দের অর্থ, মিথ্যা বস্তু নহে। প্রকৃতিও বিচিত্র সৃষ্টিকারিণী, এই জন্য 'মায়া'-শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। 'মায়ী পরমেশ্বর ইহাঁ হইতেই এই জগৎ সর্জ্জন করেন; এবং জীব ঐ মায়া দ্বারা তাঁহাতেই সম্যক্‌রূপে নিরুদ্ধ থাকে।' এই শ্রুতি 'মায়া'-শব্দ-বাচ্য প্রকৃতির বিচিত্র শক্তি-যোগে বিচিত্র কার্য্যকারিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। মায়া-সম্বন্ধ বশতই পরমপুরুষ পরমেশ্বরকে 'মায়ী' বলা হয়, কিন্তু অজ্ঞত্বনিবন্ধন নহে। আর 'মায়া'-সম্বন্ধ বশতঃ যে, নিরোধ বা শক্তি-সংকোচ, তাহা কেবল জীবের সম্বন্ধেই সংঘটিত হয়: 'অপর —জীবই তাহা দ্বারা আবদ্ধ (মোহ প্রাপ্ত) হইয়া থাকে।' এবং 'অনাদি মায়াবশে নিদ্রিত (মোহপ্রাপ্ত) জীব যখন প্রবোধ (তত্ত্বজ্ঞান) লাভ করে।' এই উভয় শ্রুতিবাক্যই উক্তার্থে প্রমাণ। আর পূর্ব্বোক্ত "ইন্দ্রো মায়াভিঃ" বাক্যেও 'মায়া'-শব্দে পরমেশ্বরের শক্তি-বৈচিত্র্যই প্রদর্শিত হইয়াছে, মিথ্যাত্ব নহে। এই কারণেই পরমেশ্বরকে 'প্রচুরতর শিল্প-নির্ম্মাতার ন্যায় শোভমান' বলা হইয়া থাকে। কিন্তু জগৎ মিথ্যা (অসত্য) হইলে কখনই তাঁহার শোভা (নির্ম্মাণ কৌশল) সম্ভব হইত না। আর গীতোক্ত "মম মায়া" ইত্যাদি

(*) (ঘ) চিহ্নিত পুস্তকে তু 'ইতি' শব্দাৎ পরং 'অতঃ' শব্দোঽপি দৃশ্যতে।

(†) তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ' ইত্যংশো (গ) -চিহ্নিতপুস্তকে নোপলভ্যতে।

(‡) ত্বষ্টেহ রাজতি' ইতি (খ) পাঠঃ। ত্বষ্টেব রাজতি' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিরুচ্যতে, ইতি ন শ্রুতিভিঃ সদসদনির্বচনীয়াজ্ঞানপ্রতি-পাদনম্ ॥

নাপ্যৈক্যোপদেশানুপপত্ত্যা ; নহি "তত্ত্বমসি" ইতি জীব-পরয়োরৈক্যোপ-দেশে সতি, সর্ব্বজ্ঞে সত্যসঙ্কল্পে সকলজগৎসর্গ-স্থিতি-বিনাশহেতুভূতে তচ্ছব্দাবগতে প্রকৃতে ব্রহ্মণি বিরুদ্ধাজ্ঞান-পরিকল্পনাহেতুভূতা কাচিদপ্যনুপ-পত্তির্দৃশ্যতে। ঐক্যোপদেশস্তু "ত্বম্" শব্দেনাপি জীব-শরীরকস্য ব্রহ্মণ-এবাভিধানাদুপপন্নতরঃ। "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকর-বাণি।" [ছান্দো০, ৬।৩।২] ইতি সর্ব্বস্য বস্তুনঃ পরমাত্মপর্যন্তস্যৈব হি নাম-রূপভাক্ত্বমুক্তম্ ; অতো ন ব্রহ্মাজ্ঞানপরিকল্পনম্। ইতিহাস-পুরাণয়োরপি ন ব্রহ্মাজ্ঞানবাদঃ ক্বচিদপি দৃশ্যতে ॥১০৬॥

ননু "জ্যোতীংষি বিষ্ণুঃ" (*) ইতি ব্রহ্মৈকমেব (+) তত্ত্বমিতি প্রতি-

---

বাক্যেও 'গুণময়ী' বিশেষণ থাকায় সেই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির কথাই উক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, কোন শ্রুতিই সদসৎরূপে অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞানের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করে নাই।

ঐক্য বা অভেদ উপদেশের অসঙ্গতি বশতও [ঐরূপ কল্পনা] হইতে পারে না ; কেন না, 'তৎ ত্বম্ অসি' অর্থাৎ 'তুমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ', এই বাক্যে জীব ও পরমাত্মার একত্ব বা অভেদোপদেশ নির্দ্ধারিত হইলে পর এমন কোনও অনুপপত্তি বা অসঙ্গতি দৃষ্ট হয় না, যাহার জন্য সর্ব্বজ্ঞ, সত্যসঙ্কল্প ও সমস্ত জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কর্ত্তা 'তৎ'-পদার্থ ব্রহ্মেও জ্ঞান-বিরুদ্ধ একটী অজ্ঞানের অস্তিত্ব কল্পনা করা আবশ্যক হইতে পারে। বিশেষতঃ "ত্বং"-পদে জীবশরীরক (জীব যাহার শরীর স্থানীয়, সেই) ব্রহ্ম উক্ত হইয়াছেন, স্বীকার করিলেও পূর্ব্বোক্ত অভেদোপদেশ সমধিক সুসঙ্গত হইতে পারে। অর্থাৎ জীব যখন ব্রহ্মেরই শরীর, তখন "ত্বং"পদ-বাচ্য জীব ও "তৎ"-পদ-বাচ্য ব্রহ্মের অভেদোক্তি বিরুদ্ধ হইতে পারে না। 'আমি এই জীবাত্মারূপে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ (আকার) প্রকটিত করিব' ; এই শ্রুতিতে পরমাত্মাপর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুকেই নাম-রূপভাগী বলা হইয়াছে। [সুতরাং জীবও ব্রহ্মেরই শরীরস্থানীয়,] অতএব, ব্রহ্মে অজ্ঞান-কল্পনার কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় না এবং কোন ইতিহাসে বা পুরাণশাস্ত্রেও ব্রহ্মাশ্রিত অজ্ঞানের কথা পরিদৃষ্ট হয় না ॥১০৬॥

১০৭ ॥ ভাল, বিষ্ণুপুরাণে প্রথমতঃ 'বিষ্ণু জ্যোতিঃস্বরূপ', এই বাক্যে ব্রহ্মই একমাত্র তত্ত্ব

(*) "জ্যোতীংষি বিষ্ণুঃ" ইত্যাদ্যাঃ "শ্রূয়তাম্" ইত্যেতদন্তাঃ শ্লোকাংশাঃ বিষ্ণুপু০, ২ অং, ১২ অ০, ৩৭ সংখ্যকশ্লোকাৎ ৪৫ সংখ্যকপর্য্যন্তশ্লোকেষু অনুসন্ধেয়াঃ।

(+) ব্রহ্মাত্মৈকতত্ত্বম্' ইতি (গ) পাঠঃ। ব্রহ্মৈকতত্ত্বম্' ইতি (ঙ) পাঠঃ।

জ্ঞায় "জ্ঞানস্বরূপো ভগবান্ যতোঽসৌ" ইতি শৈলাব্ধি-ধরাদিভেদ-ভিন্নস্য জগতো জ্ঞানৈকস্বরূপ-ব্রহ্মাজ্ঞানবিজৃম্ভিতত্বমেবাভিধায় "যদা তু শুদ্ধং নিজ-রূপি" ইতি জ্ঞানভূতস্যৈব ব্রহ্মণঃ স্ব-স্বরূপাবস্থিতিবেলায়াং (*) বস্তুভেদাভাব-দর্শনেনাজ্ঞানবিজৃম্ভিতত্বমেব (†) স্থিরীকৃত্য, "বস্ত্বস্তি কিং",—"মহী, ঘটত্বম্" ইতি শ্লোকদ্বয়েন জগদুপলব্ধিপ্রকারেণাপি বস্তুভেদানামসত্যত্বমুপপাদ্য, "তস্মান্ন বিজ্ঞানমৃতে" ইতি প্রতিজ্ঞাতং ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্যাসত্যত্বমুপসংহৃত্য "বিজ্ঞানমেকম্" ইতি জ্ঞানস্বরূপে ব্রহ্মণি ভেদদর্শননিমিত্তাজ্ঞানমূলং নিজ-কর্ম্মৈবেতি স্ফুটীকৃত্য "জ্ঞানং বিশুদ্ধম্" ইতি জ্ঞানস্বরূপস্য ব্রহ্মণঃ স্বরূপং বিশোধ্য "সদ্ভাব এব (‡) ভবতো ময়োক্তঃ" ইতি জ্ঞানস্বরূপস্য ব্রহ্মণ এব সত্যত্বং নান্যস্য, অন্যস্য চাসত্যত্বমেব, তস্য ভুবনাদেঃ সত্যত্বং ব্যাবহারিক-মিতি তত্ত্বং তবোপদিষ্টমেবেত্যুপদেশো দৃশ্যতে (§)।

(সত্যপদার্থ) বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া 'জ্ঞানস্বরূপ ভগবান্' এই বাক্যে শৈল, সমুদ্র, পৃথিবী প্রভৃতি বিবিধ ভেদসম্পন্ন এই সমস্ত জগৎকে জ্ঞানময় ব্রহ্মের অজ্ঞান-সমুৎপাদিত বলা হইয়াছে। তাহার পর, 'ব্রহ্ম যখন বিশুদ্ধ স্বরূপ প্রাপ্ত হন', এই বাক্যে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের স্বরূপাবস্থিতি-দশায় জগৎভেদ থাকে না বলিয়া জগতের অজ্ঞান-জন্যতা দৃঢ়তর করিয়া শেষে 'বস্তু (সত্য পদার্থ) কি ?' 'অদৌ মৃত্তিকা, পশ্চাৎ ঘট হয়' ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ে বিভিন্ন-বস্তুপূর্ণ জগতের অসত্যতা বা মিথ্যাত্বই প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাহার পর 'অতএব বিজ্ঞানাতিরিক্ত [কিছু নাই',] এইরূপে পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞাত জগৎ মিথ্যাত্বের উপসংহার করিয়াছেন। অনন্তর, 'বিজ্ঞানই একমাত্র সত্য', এই বাক্যে জীবের স্বীয় কর্ম্মই যে, জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে ভেদ-দর্শনের কারণীভূত অজ্ঞানেরও মূল কারণ, ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রতিপাদন করিয়া 'বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ' বাক্যে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের বিশুদ্ধ স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐরূপে ব্রহ্ম-স্বরূপের সংশোধনের পর, 'আমি এইরূপ সদ্ভাব বা অস্তিত্ব নিরূপণ করিলাম', এই বাক্য দ্বারা একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই সত্য বস্তু, অন্য সমস্তই অসত্য বা মিথ্যা ; অধিকন্তু, ভুবনাদি সমস্ত পদার্থেরই সত্যতা ব্যাবহারিক।' আমি তোমাকে এই তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিলাম ; এইরূপই উপদেশ পরিলক্ষিত হয়। [অতএব, ভেদ-প্রতীতি রক্ষার্থই ব্রহ্মেতে অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞান-কল্পনা আবশ্যক হয়]।

(*) স্বস্বরূপৈক্যাবস্থিতিবেলায়াম্' ইতি (ক) পাঠঃ।

(†) যদা তু শুদ্ধম্'ইত্যাদিঃ স্থিরীকৃত্য'ইত্যন্তঃ সন্দর্ভঃ (গ) চিহ্নিত পুস্তকে নোপলভ্যতে। প্রমাদাৎ পতিত ইত্যনুমীয়তে।

(‡) এষো ভবতঃ' ইতি পাঠেতু আর্ষত্বাৎ সুপো লোপাভাব ইতি বিষ্ণুচিত্তীয়োক্তিঃ।

(§) তবোপদিষ্টম্ ইতি হ্যুপদেশঃ' ইতি (ঘ) পাঠঃ'।

নৈতদেবম্; অত্র ভুবনকোশস্য বিস্তীর্ণং স্বরূপমুক্ত্বা পূর্ব্বমনুক্তং রূপান্তরং সংক্ষেপতঃ "শ্রূয়তাম্" ইত্যারভ্যাভিধীয়তে; চিদচিন্মিশ্রে জগতি চিদংশো বাঙ্মনসাগোচরঃ স্বসংবেদ্যস্বরূপভেদো জ্ঞানৈকাকারতয়া অস্পৃষ্ট-প্রাকৃতভেদোঽবিনাশিত্বেন 'অস্তি'-শব্দবাচ্যঃ। অচিদংশস্তু চিদংশকর্ম্ম-নিমিত্ত-পরিণামভেদো বিনাশীতি 'নাস্তি'-শব্দাভিধেয়ঃ। উভয়স্তু পরব্রহ্ম-ভূতবাসুদেব শরীরতয়া তদাত্মকমিত্যেতদ্রূপং সংক্ষেপেণাত্রাভিহিতম্।

তথা হি,—

"যদম্বু বৈষ্ণবঃ কায়স্ততো বিপ্র বসুন্ধরা।
পদ্মাকারা সমুদ্ভূতা পর্ব্বতাব্ধ্যাদিসংযুতা॥" [বিষ্ণুপু০, ২।১২।৩৭]

ইত্যম্বুনো বিষ্ণুশরীরত্বেনাম্বু-পরিণামভূতং ব্রহ্মাণ্ডমপি বিষ্ণোঃ কায়ঃ, তস্য চ (*) বিষ্ণুরাত্মেতি সকলশ্রুতিগত তাদাত্ম্যাপদেশোপবৃংহণরূপস্য সামা-নাধিকরণ্যস্য "জ্যোতীংষি বিষ্ণুঃ" ইত্যারভ্য বক্ষ্যমাণস্য শরীরাত্মভাব এব

না,—অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞানকল্পনার আবশ্যক হয় না; কারণ, বিষ্ণুপুরাণের এই দ্বিতীয় অংশেই প্রথমতঃ ভূমণ্ডলের স্থূল-স্বরূপ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়া পরিশেষে অনুক্ত সূক্ষ্ম-রূপেরও সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইয়াছে; (+) "শ্রূয়তাম্" ইত্যাদি বাক্য হইতে তাহারই বর্ণনা আরব্ধ হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, এই জগৎ চিৎ-জড়মিশ্রিত; তন্মধ্যে, চিৎ-অংশটী বাক্য ও মনের অগোচর, কেবল আত্ম-বেদ্য বিবিধ বিভাগসম্পন্ন, একমাত্র জ্ঞানাকার, অবিনাশী ও কেবল 'অস্তি' (সৎ) পদবাচ্য; আর, চিৎভাগের (জীবের) কর্ম্মফলে বিবিধ ভেদাকারে পরিণত, অচিৎ বা জড় অংশটী বিনাশশীল, সুতরাং 'নাস্তি' (অসৎ) পদ-বাচ্য। এই চিৎ ও অচিৎ, উভয়ই পরব্রহ্ম বাসুদেবের শরীর, সুতরাং তৎস্বরূপ; জগতের এই স্বরূপটী এখানে সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে।

দেখ, সেখানেই কথিত আছে, 'হে বিপ্র! বিষ্ণুর শরীরস্বরূপ যে জল, তাহা হইতে শৈল-সাগরাদিসংযুত, পদ্মের আকার এই বসুন্ধরা সমুৎপন্ন হইয়াছে।' এই বাক্যে অম্বুকে (জলকে) বিষ্ণুর শরীর বলায় অম্বু-পরিণাম এই ব্রহ্মাণ্ডও তাঁহার শরীরস্থানীয়, বুঝিতে হইবে। অপরাপর শ্রুতিতেও যে, বিষ্ণুকে ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা বলিয়া ব্রহ্মাণ্ড ও বিষ্ণুর

(*) 'তস্যৈব' ইতি (গ) পাঠঃ।

(+) তাৎপর্য্য,—এই সমস্ত জগৎ যদি বস্তুতই মিথ্যা—অসত্য হইত, তবে কখনই সেই মিথ্যাময় জগতের এইরূপ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা দ্বারা লোকের হৃদয়ে অসত্যে সত্যভ্রান্তি সমুৎপাদন করা অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের পক্ষে সমীচীন হইত না। অধিকন্তু জগৎ মিথ্যা হইলে তাহারই আবার প্রথমে স্থূল রূপ, পশ্চাৎ সূক্ষ্ম রূপ নিরূপণের কিছুমাত্র আবশ্যক হইত না। বিষ্ণুপুরাণে ঐরূপে স্থূল-সূক্ষ্মরূপ বর্ণনায়ই বুঝা যায় যে, এই জগৎ মিথ্যা নহে—সত্য।

নিবন্ধনমিত্যাহ। অস্মিন্ শাস্ত্রে পূর্ব্বমপ্যেতদসকৃদুক্তম্,—"তানি সর্ব্বাণি তদ্বপুঃ।" "তৎ সর্ব্বং বৈ হরেস্তনুঃ।" "স এব সর্ব্বভূতাত্মা প্রধান-পুরুষাত্মনঃ" (*) "বিশ্বরূপো যতোঽব্যয়ঃ", ইতি। তদিদং শরীরাত্ম-ভাবায়ত্তং (†) তাদাত্ম্যং সামানাধিকরণ্যেন ব্যপদিশতি—"জ্যোতীংষি বিষ্ণুঃ" ইতি।

অত্র অস্ত্যাত্মকং নাস্ত্যাত্মকং চ জগদন্তর্গতং বস্তু বিষ্ণোঃ কায়তয়া বিষ্ণ্বাত্মকমিত্যুক্তম্। ইদমস্ত্যাত্মকম্, ইদং নাস্ত্যাত্মকম্; অস্য চ নাস্ত্যাত্মকত্বে হেতুরয়মিত্যাহ, "জ্ঞানস্বরূপো ভগবান্ যতোঽসৌ" ইত্য-শেষক্ষেত্রজ্ঞাত্মনাবস্থিতস্য ভগবতো জ্ঞানমেব স্বাভাবিকং রূপম্, ন দেব-মনুষ্যাদি বস্তু রূপম্। যত এবম্, তত এবাচিদ্রূপদেব-মনুষ্য শৈলাব্ধি-ধরাদয়শ্চ তদ্বিজ্ঞান-বিজৃম্ভিতাঃ, (‡) তস্য জ্ঞানৈকাকারস্য সতো দেবা-দ্যাকারেণ স্বাত্ম-বৈবিধ্যানুসন্ধানমূলাঃ—দেবাদ্যাকারানুসন্ধানমূল-কর্ম্মমূলা-ইত্যর্থঃ। যতশ্চাচিদ্বস্তু ক্ষেত্রজ্ঞকর্ম্মানুগুণং পরিণামাস্পদম্, তত-

---

সামানাধিকরণ্য বা অভেদ নির্দ্দেশ আছে, উক্তপ্রকার শরীরাত্মভাবই তাহার কারণ; এই কথাই সেই সকল শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে। এই শাস্ত্রেও 'সে সকলই তাঁহার শরীর', 'তৎ-সমস্তই তাঁহার বপুঃ', 'যে হেতু তিনি (পরমেশ্বর) বিশ্বরূপ ও অব্যয় (নির্ব্বিকার), অতএব, তিনিই সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ।' ইত্যাদি বাক্যে ঐ কথাই ইতঃপূর্ব্বেও বহুবার কথিত হইয়াছে। শরীরাত্মভাব-ঘটিত (জগৎ শরীর ও ভগবান্ তাহার আত্মা, এই ভাবের) তাদাত্ম্যই "জ্যোতীংষি বিষ্ণুঃ" ইত্যাদি বাক্যে সামানাধিকরণ্যরূপে (অভেদ বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাবে) অভিহিত হইয়াছে।

এই জগন্মধ্যগত অস্ত্যাত্মক ও নাস্ত্যাত্মক, অর্থাৎ সৎ ও অসৎ, এই উভয়প্রকার বস্তুই বিষ্ণুর শরীর, সুতরাং তদাত্মক (বিষ্ণুস্বরূপ) বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই যে, সৎ ও অসৎরূপ দ্বিবিধ পদার্থ, তন্মধ্যে, অসৎরূপত্ব-পক্ষে হেতু এই যে, সৎরূপ ভগবান্ স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ; [সুতরাং অজ্ঞান—জড় বস্তু অসৎ। অভিপ্রায় এই যে,] সর্ব্বজীবরূপে অবস্থিত ভগবানের জ্ঞানই একমাত্র স্বভাবসিদ্ধ রূপ, দেব-মনুষ্যাদি রূপ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ নহে। অতএব, অচিৎ—জড়রূপী দেব-মনুষ্য, পর্ব্বত-সমুদ্রাদি ভেদসমূহ তাঁহারই জ্ঞান-সম্ভূত (ইচ্ছাপ্রসূত), অর্থাৎ একমাত্র জ্ঞান-স্বরূপ ভগবানের যে, বিবিধ বৈচিত্র্য-জনক ও দেব-মনুষ্যাদি আকার-স্মারক কর্ম্মরাশি, তাহাই উক্তপ্রকার বৈচিত্র্য-বোধের মূল কারণ। যেহেতু অচিৎ বস্তুনিচয় জীবের

(*) 'ঘ' চিহ্নিতপুস্তকে "প্রধানপুরুষাত্মনঃ" ইত্যংশো নাস্তি। (†) 'ভাবাপন্নম্' ইতি (খ) পাঠঃ।
(‡) তত্ত্বদ্বিজ্ঞানচিহ্নিতাঃ' ইতি (গ) পাঠঃ। পাঠান্তরমেতৎসন্দর্ভবিরুদ্ধমিতি চিন্তনীয়ম্।

স্তন্নাস্তি-শব্দাভিধেয়ম্, ইতরদস্তি-শব্দাভিধেয়মিত্যর্থাদুক্তং ভবতি। তদেব বিবৃণোতি—"যদা তু শুদ্ধং নিজরূপি" ইতি। যদৈতৎ জ্ঞানৈকাকার-মাত্ম-বস্তু দেবাদ্যাকারেণ (*) স্বাত্মনি বৈবিধ্যানুসন্ধানমূল-সর্ব্বকর্ম্মক্ষয়াৎ নির্দ্দোষং পরিশুদ্ধং নিজরূপি ভবতি, তদা দেবাদ্যাকারেণৈকী-কৃত্য আত্মকল্পনা-মূলকর্ম্মফলভূতাস্তদ্ভোগার্থা বস্তুষু বস্তুভেদা (†) ন ভবন্তি॥ ১০৭॥

যে দেবাদিবস্তুষু আত্মতয়াভিমতেষু ভোগ্যভূতা দেব-মনুষ্য-শৈলাব্ধি-ধরাদিবস্তুভেদাঃ, তে তন্মূলভূতকর্ম্মসু বিনষ্টেষু ন ভবন্তীত্যচিদ্বস্তুনঃ কাদা-চিৎকাবস্থাবিশেষ-যোগিতয়া (‡) 'নাস্তি'শব্দাভিধেয়ত্বম্, ইতরস্য সর্ব্বদা নিজসিদ্ধজ্ঞানৈকাকারত্বেন 'অস্তি'শব্দাভিধেয়ত্বমিত্যর্থঃ। প্রতিক্ষণমন্যথা-ভূততয়া কাদাচিৎকাবস্থাযোগিনোঽচিদ্বস্তুনো 'নাস্তি'-শব্দাভিধেয়ত্বমেব, ইত্যাহ,—"বস্ত্বস্তি কিম্" ইতি। 'অস্তি'-শব্দাভিধেয়ো হ্যাদি-মধ্য-

---

কর্ম্মফল-ভোগের উপযুক্ত পরিণতি মাত্র, এই কারণেই 'নাস্তি' বা অসৎপদ-প্রতিপাদ্য। ইহার ফলেই অচিৎভিন্ন (চিৎ) বস্তুর 'অস্তি' বা সৎ-শব্দ-বাচ্যতাও সিদ্ধ হইল। এই অভিপ্রায়ই "যদা তু শুদ্ধং নিজরূপি" বাক্যে বিবৃত করা হইয়াছে। একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ আত্মাতে যে, দেবতাদিরূপে বিবিধ বৈচিত্র্য আরোপিত হয়, কর্ম্মই তাহার একমাত্র হেতু। সেই সমস্ত কর্ম্মের ক্ষয়ে আত্মা নির্দ্দোষ—বিশুদ্ধ স্বীয় স্বভাব প্রাপ্ত হন, তখন দেবতা প্রভৃতিতে আত্ম-ভাবকল্পনার মূলকারণ কর্ম্মরাশি বিনষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং তৎকালে কর্ম্মফলানুযায়ী ভোগপ্রদ কোনরূপ বস্তুভেদও বিদ্যমান থাকে না॥১০৭॥

১০৮॥ দেবতাপ্রভৃতিতে আত্ম-ভাব স্থাপন করায় দেবতা, মনুষ্য, পর্ব্বত ও সমুদ্রাদি যে সকল বস্তু ইতঃপূর্ব্বে জীবের ভোগ্যস্বরূপ ছিল; ভোগ্যতার মূল কারণ কর্ম্ম-সমূহ বিনষ্ট হওয়া যাওয়ায় সেই সকল বস্তুর ভোগ্যতাও বিনষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং সে সময় সেই সকল ভোগ্য-বস্তু না থাকারই মধ্যে পরিগণনীয় হয়; এই কারণে, অচিৎ (জড়) বস্তু সকল কাদাচিৎকাবস্থা-যোগী, অর্থাৎ একই অবস্থা চিরকাল সমান থাকে না; এই কারণে উহারা 'নাস্তি'-শব্দে অভি-হিত হইবার যোগ্য। আর চিৎ বা চেতন বস্তুটী স্বতঃসিদ্ধ, জ্ঞানরূপেই সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে, (কখনও অন্যথা বা পরিবর্ত্তিত হয় না,) এই কারণে উহা 'অস্তি'-শব্দে অভিহিত হইবার যোগ্য। অচিৎ (জড়) বস্তুসমূহ প্রতিনিয়তই পরিবর্ত্তনশীল এবং অনিয়ত অবস্থাভাগী; এই নিমিত্ত "বস্ত্বস্তি কিং?" শ্লোকে ঐ সকল বস্তুর 'নাস্তিত্ব' বা অসৎ-শব্দ-বাচ্যতাই অভিহিত

(*) দেবাদ্যাকারত্বেন' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) বস্তুভূতাঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) কাদাচিৎকাবস্থাযোগিতয়া ইতি (খ) পাঠঃ।

পর্য্যন্তহীনঃ (*) সতৈকরূপঃ পদার্থঃ, তস্য কদাচিদপি 'নাস্তি'-বুদ্ধ্যনর্হত্বাৎ। অচিদ্বস্তু কিঞ্চিৎ ক্বচিদপি তথাভূতং ন দৃষ্টচরম্। ততঃ কিমিত্যত্রাহ,—"যচ্চান্যথাত্বম্" ইতি। যদ্বস্তু প্রতিক্ষণমন্যথাত্বং যাতি; তদুত্তরোত্তরাবস্থাপ্রাপ্ত্যা (†) পূর্ব্বপূর্ব্বাবস্থাং জহাতীতি তস্য পূর্ব্বাবস্থয়োত্তরাবস্থায়াং ন প্রতিসন্ধানমস্তি। অতঃ সর্ব্বদা তস্য 'নাস্তি'-শব্দাভিধেয়ত্বমেব। তথা হ্যুপলভ্যতে, ইত্যাহ,—"মহী, ঘটত্বম্" ইতি। স্বকর্ম্মণা দেব-মনুষ্যাদিভাবেন স্তিমিতাত্মনিশ্চয়ৈঃ (‡) স্বভোগ্যভূতমচিদ্বস্তু প্রতিক্ষণমন্যথাভূতমালক্ষ্যতে—অনুভূয়ত ইত্যর্থঃ। এবং সতি কিমপ্যচিদ্বস্তু 'অস্তি'-শব্দার্হমাদি-মধ্য-পর্য্যন্তহীনং সতৈকরূপমালক্ষিতমস্তি কিম্? ন হ্যস্তীত্যভিপ্রায়ঃ। যস্মাদেবম্, তস্মাৎ জ্ঞানস্বরূপাত্মব্যতিরিক্তমচিদ্বস্তু কদাচিৎ ক্বচিৎ কেবলাস্তি-শব্দবাচ্যং ন ভবতীত্যাহ, —"তস্মান্ন

হইয়াছে। যাহা 'অস্তি'-শব্দের প্রতিপাদ্য, তাহা আদি, মধ্য ও অন্তহীন (জন্ম, স্থিতি ও লয়-শূন্য) এবং সর্ব্বদা একভাবে অবস্থিত থাকে, কখনও তাহাতে 'নাস্তি'-বুদ্ধি হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, কখনও কোনও অচিৎ বস্তুকে একরূপে অবস্থিত দেখা যায় নাই। যদি বল, তাহাতে কি ফল হইল? তদুত্তরে বলিয়াছেন,—"যচ্চান্যথাত্বম্", অর্থাৎ যে বস্তু প্রতিক্ষণে অন্যথাত্ব বা রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহা উত্তরোত্তর নূতন নূতন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বপূর্ব্ব অবস্থাসমূহ পরিত্যাগ করে; এইরূপে সে বস্তু এমনই দূরবর্ত্তী অবস্থায় উপনীত হয় যে, তখন দেখিলেও আর তাহার পূর্ব্বাবস্থা স্মৃতিপথে উদিত হয় না। অতএব, তথাবিধ অচিৎ বস্তু সমূহ (জড়পদার্থ সকল) সর্ব্বদাই 'নাস্তি' বা অসৎ-শব্দেই উল্লেখের যোগ্য। দেখ, "মহী, ঘটত্বম্", ইত্যাদি বাক্যেও তাদৃশ উপলব্ধির কথাই উল্লিখিত হইয়াছে। [অভিপ্রায় এই যে,] যাহারা স্বীয় কর্ম্মফলে দেবতা বা মনুষ্যাদি দেহ প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চল (নির্ব্বিকার) আত্মস্বরূপ অসন্দিগ্ধরূপে সন্দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাই স্ব স্ব ভোগ্যবস্তুর প্রতিমুহূর্ত্তে অন্যথাভাব বা পরিবর্ত্তনশীলতা অনুভব করিয়া থাকেন। ইহাই যখন অচিৎ (জড়) পদার্থের স্বভাব, তখন যাহাকে আদি, মধ্য ও অন্তরহিত, সর্ব্বদা একরূপ (নির্ব্বিকার) এবং 'অস্তি' বা সৎ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে, এরূপ কোনও জড়পদার্থ কখনও দৃষ্ট হইয়াছে কি? অভিপ্রায় এই যে, কখনও ঐরূপ পদার্থ নাই এবং থাকিতেও পারে না। যেহেতু এইরূপ সিদ্ধান্তই প্রকৃত সত্য, অতএব জ্ঞানরূপী আত্মা ব্যতীত কোন জড়পদার্থই কখনও কোথাও কেবলই 'অস্তি'-শব্দে উল্লেখের যোগ্য হয় না বা হইতে পারে না। ইহাই "তস্মাৎ ন

(*) হ্যাদিমধ্যান্তহীনঃ' ইতি (গ) পাঠঃ। এবং পরত্র।

(†) অবস্থাং প্রাপ্য' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) অস্তমিতাত্মনিশ্চয়ৈঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

বিজ্ঞানমূর্ত্তে" ইতি। আত্মা তু সর্ব্বত্র জ্ঞানৈকাকারতয়া দেবাদিভেদপ্রত্য-নীকস্বরূপোঽপি দেবাদিশরীর-প্রবেশহেতুভূত-স্বকৃতবিবিধকর্ম্মমূল-দেবাদি-ভেদভিন্নাত্মবুদ্ধিভিস্তেন তেন রূপেণ বহুধানুসংহিত ইতি তদ্ভেদানুসন্ধানং নাত্মস্বরূপপ্রযুক্তম্, ইত্যাহ,—"বিজ্ঞানমেকম্" ইতি।

আত্ম-স্বরূপস্তু কর্ম্মরহিতম্, তত এব মলরূপপ্রকৃতি-স্পর্শরহিতম্, ততশ্চ তৎপ্রযুক্ত-শোকমোহলোভাদ্যশেষ-(*) হেয়গুণাসঙ্গি, উপচয়াপচয়ানর্হতয়া একম্, তত এব সদৈকরূপম্; তচ্চ বাসুদেবশরীরমিতি তদাত্মকম্, অতদাত্মকস্য কস্যচিদপ্যভাবাদিত্যাহ,—"জ্ঞানং বিশুদ্ধম্" ইতি॥ ১০৮॥

চিদংশঃ সদৈকরূপতয়া সর্ব্বদা অস্তি-শব্দবাচ্যঃ। অচিদংশস্তু প্রতিক্ষণ-পরিণামিত্বেন সর্ব্বদা নাশগর্ভঃ, ইতি সর্ব্বদা 'নাস্তি' শব্দাভিধেয়ঃ। এবং-রূপচিদচিদাত্মকং (†) জগৎ বাসুদেবশরীরম্ তদাত্মকমিতি জগদ্‌যাথাত্ম্যং (‡)

বিজ্ঞানমূর্ত্তে" শ্লোকে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর আত্মা স্বভাবতঃ একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ এবং দেবতা-মনুষ্যাদি ভেদরহিত হইলেও দেবাদি-শরীরে প্রবেশের কারণীভূত যে স্বকৃত বিবিধ কর্ম্মরাশি, তাহা দ্বারাই তাহাতে দেবাদিরূপে বিভিন্নপ্রকার ভেদবুদ্ধি সমুৎপন্ন হয়, এবং সেই আগন্তুক ভেদবুদ্ধিতেই আত্মাতেও ভেদপ্রতীতি হয় মাত্র, কিন্তু ঐ ভেদ-প্রতীতি তাহার স্বভাবসিদ্ধ নহে; ইহাই "বিজ্ঞানমেকম্" শ্লোকে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে, আত্মাতে স্বরূপতঃ কোন কর্ম্মেরই সম্বন্ধ নাই, সুতরাং মলরূপা (দোষাত্মিকা) প্রকৃতির সম্বন্ধও তাহাতে নাই,—তিনি কর্ম্মরহিত ও নির্দ্দোষ। কর্ম্ম ও প্রকৃতির সম্বন্ধ না থাকায় তন্মূলক শোক, মোহ ও লোভাদি যে-কিছু অপকৃষ্ট গুণ আছে, তাহার সহিতও তাঁহার সম্বন্ধ (সঙ্গ) নাই, এবং উপচয় ও অপচয় (হ্রাস ও বৃদ্ধি) না থাকায় তিনি এক ও সর্ব্বদা একরূপ। এবংবিধ আত্মাই বাসুদেবের শরীর, সুতরাং বাসুদেবাত্মক; অর্থাৎ সেই আত্মাও বাসুদেব হইতে পৃথক্ নহে; কেননা, জগতে তদতিরিক্ত কোনই পদার্থ নাই; এই অভিপ্রায়েই 'জ্ঞানং বিশুদ্ধম্' বাক্যটী অভিহিত হইয়াছে। ১০৮।

১০৯। জগতে চিৎ বা চৈতন্য অংশটী চিরকাল এক-ইরূপে থাকে; এই কারণে সর্ব্বদাই উহা 'অস্তি'-শব্দে অভিধানযোগ্য, আর অচিৎ বা জড় ভাগটী প্রতিক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল এবং বিনাশাভিমুখী; এই কারণে সর্ব্বদাই উহা 'নাস্তি' বা 'অসৎ'-শব্দে অভিহিত হইবার যোগ্য। উক্তপ্রকার চিৎ-জড়ময় এই জগৎ বাসুদেবের শরীরস্থানীয় এবং তাঁহা হইতে অনতিরিক্ত

(*) শোকমোহাদ্যশেষ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) এবংচিদচিদাত্মকম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) জগদ্যাথার্থ্যম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

সম্যগুক্তমিত্যাহ,—"সদ্ভাব এবম্" ইতি। অত্র 'সত্যম্, অসত্যম্' ইতি "যদস্তি যন্নাস্তি" ইতি প্রক্রান্তস্যোপসংহারঃ।

এতৎ (*) জ্ঞানৈকাকারতয়া সমম্ অশব্দগোচর-স্বরূপভেদমেবাচিন্মিশ্রং ভুবনাশ্রিতং দেব-মনুষ্যাদিরূপেণ সম্যগ্ব্যবহারার্হভেদং যৎ বর্ত্ততে; তত্র হেতুঃ কর্ম্মৈবেত্যুক্তম্; ইত্যাহ—"এতৎ তু যৎ" ইতি। তদেব বিবৃণোতি—"যজ্ঞঃ পশুঃ" ইতি। জগদযাথাত্ম্যজ্ঞান-প্রয়োজনং মোক্ষোপায়-যতন-(†) মিত্যাহ—"যচ্চৈতৎ" ইতি॥

অত্র নির্ব্বিশেষে পরে ব্রহ্মণি তদাশ্রয়ে সদসদনির্ব্বচনীয়ে চাজ্ঞানে জগতস্তৎকল্পিতত্বে চানুগুণং কিঞ্চিদপি পদং ন দৃশ্যতে। 'অস্তি-নাস্তি'-শব্দাভিধেয়ং চিদচিদাত্মকং কৃৎস্নং জগৎ পরমস্য পরেশস্য পরস্য ব্রহ্মণো বিষ্ণোঃ কায়ত্বেন তদাত্মকম্। জ্ঞানৈকাকারস্যাত্মনো (‡) দেবাদিবিবিধাকারানুভবে অচিৎপরিণামে চ হেতুর্বস্তু-যাথাত্ম্যজ্ঞানবিরোধি ক্ষেত্রজ্ঞানাং

(তদাত্মক); ইহাই জগতের যথার্থ তত্ত্ব। "সদ্ভাব এবং" বাক্যে উল্লিখিত অভিপ্রায়ই নিরূপিত হইয়াছে; এবং পূর্ব্বে "যদস্তি, যৎ নাস্তি" কথায় যে সত্য ও অসত্যের উল্লেখ করা হইয়াছিল, 'সত্যং' ও 'অসত্যং' কথায় তাহারই উপসংহার করা হইয়াছে।

যাহা একমাত্র জ্ঞানরূপে সর্ব্বত্র সমান, অর্থাৎ বৈষম্যরহিত, এবং বাক্যের দ্বারা যাহার স্বরূপগত ভেদ নির্ণয় করা যায় না, সেই চৈতন্যই যে, জাগতিক জড় বস্তুর সহিত সম্বদ্ধ হইয়া দেবতা ও মনুষ্যাদিরূপে বিবিধ ভেদব্যবহার প্রাপ্ত হয়, স্বকৃত কর্ম্মই তাহার একমাত্র কারণ। এই অভিপ্রায় জ্ঞাপনার্থই "এতত্ত্ব যৎ" বাক্য কথিত হইয়াছে; এবং "যজ্ঞঃ পশুঃ" ইত্যাদি বাক্যেও ঐ অভিপ্রায়ই বিবৃত করা হইয়াছে। আর, জগতের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইলে লোকে মুক্তিলাভে যত্নপর হইবে, ইহাই জগতের প্রকৃত স্বরূপ নিরূপণের প্রয়োজন; এবং এই অভিপ্রায়েই "যচ্চৈতৎ" বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে।

উক্ত সন্দর্ভের মধ্যে এমন কোন একটী শব্দও দেখা যায় না, যাহার বলে পরব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ রূপ এবং তাঁহাতে সদসৎরূপে অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞান-সত্তা, কিংবা জগতের মায়িকত্ব বা মিথ্যাত্ব কল্পনা করা যাইতে পারে; বরং ঐ প্রকরণে ইহাই কথিত হইয়াছে যে, 'অস্তি-নাস্তি'-শব্দের প্রতিপাদ্য চিৎ-জড়াত্মক সমস্ত জগৎই পরাৎপর পরমেশ্বর, ব্রহ্মরূপী বিষ্ণুর শরীর এবং বিষ্ণুস্বরূপ। আর একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ আত্মারও যে, দেব-মনুষ্যাদি বিবিধ আকারে পরিণাম ও তদাকারত্ব-বোধ; তাহারও একমাত্র কারণ—বস্তু-তত্ত্ব-বোধের

(*) এবং জ্ঞানৈকাকারতয়া সদসচ্ছব্দগোচর' ইতি (ক, খ) পাঠস্তু টীকাবিরুদ্ধত্বাদুপেক্ষ্য (ঘ) সম্মতঃ পাঠ এব পরিগৃহীতঃ।

(†) মোক্ষোপায়জননম্' ইতি (খ) পাঠঃ। মোক্ষোপায়ায়তনম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) জ্ঞানৈকাকারাবস্থাত্মনঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

কর্ম্মৈবেতিপ্রতিপাদনাৎ, 'অস্তি-নাস্তি-সত্যাসত্য'-শব্দানাঞ্চ সদসদনির্ব্বচনীয়-বস্তুভিধানাসামর্থ্যাচ্চ 'নাস্ত্যসত্য'-শব্দৌ 'অস্তি-সত্য'-শব্দবিরোধিনৌ। অতশ্চৈতাভ্যামসত্ত্বং হি প্রতীয়তে ; নানির্ব্বচনীয়ত্বম্ ॥১০৯॥

অত্র চ অচিদ্বস্তুনি 'নাস্ত্যসত্য'শব্দৌ ন তুচ্ছত্ব-মিথ্যাত্বপরৌ প্রযুক্তৌ ; অপি তু বিনাশিত্বপরৌ। "বস্ত্বস্তি কিং,—মহী, ঘটত্বম্" ইত্যত্র বিনাশিত্বমেব হ্যুপপাদিতম্ ; ন নিষ্প্রমাণকত্বং জ্ঞানবাধ্যত্বং বা ; একেনাকারেণৈকস্মিন্ কালেঽনুভূতস্য কালান্তরে পরিণাম-বিশেষেণান্যথোপলব্ধ্যা নাস্তিত্বোপপাদনাৎ। তুচ্ছত্বং হি প্রমাণসম্বন্ধানর্হত্বম্। বাধোঽপি যদ্দেশ-কালাদিসম্বন্ধিতয়া যদস্তীত্যুপলব্ধম্ ; তস্য তদ্দেশ-কালাদিসম্বন্ধিতয়া নাস্তীত্যুপলব্ধিঃ ; ন তু কালান্তরেঽনুভূতস্য কালান্তরে পরিণামাদিনা নাস্তীত্যুপলব্ধিঃ, কালভেদেন বিরোধাভাবাৎ। অতো ন মিথ্যাত্বম্ (*) ॥

বিরোধী জীবকৃত শুভাশুভ কর্ম্ম। এতদতিরিক্ত কোন কথাই ত ঐ প্রকরণে উক্ত হয় নাই। অধিকন্তু 'অস্তি, নাস্তি' ও 'সত্য, অসত্য' শব্দেরও সদসৎ-অনির্ব্বচনীয় বস্তু-বোধনে সামর্থ্য নাই ; 'নাস্তি' ও 'অসত্য' শব্দও কেবল 'অস্তি' ও 'সত্য' শব্দের বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদন করে মাত্র ; সুতরাং ঐ শব্দদ্বয় হইতে কেবল 'অসত্তামাত্র' (অবিদ্যমানতামাত্র) প্রতীত হয়, কিন্তু কাহারো অনির্ব্বচনীয়তা প্রতীত হয় না ॥ ১০৯ ॥

১১০। আর পূর্ব্বোক্ত সন্দর্ভে যে, অচিৎ বা জড়বস্তুকে 'নাস্তি' ও 'অসত্য'-শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে, উহার তুচ্ছত্ব বা মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করাই তাহার অভিপ্রায় নহে, পরন্তু, জড়-বস্তুর বিনাশিত্ব বা ধ্বংস-শীলতা প্রতিপাদনই উহার প্রকৃত অভিপ্রায়। আর "বস্ত্বস্তি কিং?" ও "মহী, ঘটত্বম্" বাক্যেও জড়পদার্থের ধ্বংসশীলতাই প্রতিপাদিত হইয়াছে, কিন্তু উহার অপ্রামাণ্য (যাহাকে কোনও প্রমাণে স্থাপন করিতে পারা যায় না,) বা জ্ঞানবাধ্যত্ব (যাহা-জ্ঞান-বাধ্য হয়, তাহাই মিথ্যা হয়, যথা—রজ্জু-সর্পের সর্প) প্রতিপাদিত হয় নাই। কারণ, এক সময়ে যে বস্তুর যেরূপ আকৃতি দেখা যায়, বিকারবশতঃ সময়ান্তরে সেই বস্তুরই যে অন্যথা-ভাব দর্শন, তাদৃশ অন্যথাভাবকেই সেখানে 'নাস্তি'-শব্দে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। 'তুচ্ছত্ব' অর্থ—কোন প্রমাণেই যাহা গ্রহণের যোগ্য নহে ; 'বাধ' অর্থ—যে বস্তু যে স্থানে ও যে কালে 'আছে' (অস্তি) বলিয়া জানা যায়, সেই স্থানে ও সেই কালেই যে, সেই বস্তুর 'নাস্তিত্ব' (অসত্তা) প্রতীতি। কিন্তু, কালান্তরে অনুভূত পদার্থের যে, পরিণামাদি (অন্যথাভাব প্রভৃতি) কারণ বশতঃ কালান্তরে নাস্তিত্ব (নাই বলিয়া) প্রতীতি ; তাহার নাম 'বাধ' নহে ; কারণ, বিভিন্নকালে একই বস্তুর 'অস্তিত্বে' 'নাস্তিত্বে' (থাকা ও না থাকায়) কোনরূপ বিরোধ হইতে পারে না ; [পরন্তু একই কালে একই দেশে যে, অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব, তাহাতেই বিরোধ হয়।] অতএব উক্ত বাক্যেও অচিৎ বস্তুর মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয় না ॥

(*) অতো ন বিরোধমিথ্যাত্বম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

এতদুক্তং ভবতি,—জ্ঞানস্বরূপমাত্ম-বস্তু আদি-মধ্য-পর্য্যন্তরহিতং সতৈকরূপমিতি স্বত এব সদা 'অস্তি'-শব্দবাচ্যম্। অচেতনন্তু ক্ষেত্রজ্ঞ-ভোগ্যভূতং তৎকর্ম্মানুগুণপরিণামি বিনাশীতি সর্ব্বদা নাস্ত্যর্থগর্ভমিতি 'নাস্ত্যসত্য'-শব্দাভিধেয়মিতি। যথোক্তম্,—

"যত্তু কালান্তরেণাপি নান্যসংজ্ঞামুপৈতি বৈ।
পরিণামাদি-সম্ভূতাং তদ্‌বস্তু, নৃপ তচ্চ কিম্॥" [বিষ্ণুপু°, ২।১৩।৯৫]

"অনাশী পরমার্থশ্চ প্রাজ্ঞৈরভ্যুপগম্যতে।
তত্তু নাস্তি (*) ন সন্দেহো নাশি-দ্রব্যোপপাদিতম্॥"
[বিষ্ণুপু°, ২।১৪।২৪] ইতি।

দেশ-কাল-কর্ম্মবিশেষাপেক্ষয়া অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব-যোগিনি বস্তুনি কেবলাস্তি-বুদ্ধিবোধ্যত্বমপরমার্থ ইত্যুক্তম্। আত্মনশ্চ কেবলাস্তি-বুদ্ধিবোধ্যত্বমিতি স-পরমার্থ ইত্যুক্তম্। শ্রোতুশ্চ মৈত্রেয়স্য—

"বিষ্ণ্বাধারং যথা চৈতৎ ত্রৈলোক্যং সমবস্থিতম্।
পরমার্থশ্চ মে প্রোক্তো যথাজ্ঞানং প্রধানতঃ॥" [বিষ্ণুপু°, ২।১৪]

এই কথাই উক্ত হইল যে, জ্ঞানস্বরূপ আত্মা আদি, মধ্য ও অন্তহীন (জন্ম, স্থিতি, বিনাশহীন) এবং চিরকাল একই রূপে অবস্থান করেন; এই কারণে তিনি স্বভাবতই চির-দিন 'অস্তি'-শব্দ-বাচ্য; আর অচেতন বস্তুগুলি ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞক জীবের কর্ম্মানুসারে তাহারই ভোগের জন্য নানারূপে পরিণত এবং ভোগের সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংই বিনাশের দিকে অগ্রসর হয়; এই কারণে সর্ব্বদা বিনাশোন্মুখ ঐ সকল অচেতন বস্তু 'নাস্তি' ও 'অসত্য' শব্দেই অভি-হিত হইবার যোগ্য। এই কথা বিষ্ণুপুরাণেও উক্ত হইয়াছে,—'হে নৃপ, যাহা কালান্তরেও অর্থাৎ কোন কালেও পরিণামাদি-জনিত সংজ্ঞান্তর (অপর নাম) প্রাপ্ত হয় না; তাহাই প্রকৃত সত্য বস্তু; জগতে সেরূপ কোন বস্তু আছে কি ?—কিছুই নাই।' 'পণ্ডিতগণ অবিনশ্বর বস্তুকেই পরমার্থ (সত্য) বলিয়া স্বীকার করেন; কিন্তু জড়পদার্থের মধ্যে সকল বস্তুই যখন বিনাশশীল কারণ হইতে সমুৎপন্ন; তখন ঐরূপ পরমার্থ সত্য কোন বস্তুই যে থাকিতে পারে না; ইহাতে আর সন্দেহ নাই।' উক্ত বাক্যে এই অর্থই প্রতিপাদিত হইল যে, দেশ, কাল বা ক্রিয়াবিশেষে যাহার অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব ব্যবহার হয়, অর্থাৎ যাহা সময়বিশেষে থাকে, আবার সময়বিশেষে থাকে না; সেইরূপ বস্তুকে যে, কেবলই 'অস্তি'-শব্দে নির্দ্দেশ করা, তাহা পরমার্থ বা সত্য নহে। আর আত্মাকেই যে, কেবল 'অস্তি' বলিয়া জানা, তাহাই

(*) বিষ্ণুপুরাণে তু 'নাশি' ইতি পাঠো দৃশ্যতে।

ইত্যাদ্যনুভাষণাচ্চ। "জ্যোতীংষি বিষ্ণুঃ" ইত্যাদিসামানাধিকরণ্যস্যাত্ম-শরীরভাব এব নিবন্ধনম্, চিদচিদ্বস্তুনোশ্চ 'অস্তি-নাস্তি'-শব্দযোগনিবন্ধনম্, জ্ঞানস্যাকর্ম্মনিমিত্তস্বাভাবিকস্বরূপত্বেন স্বরূপপ্রাধান্যম্। অচিদ্বস্তুনশ্চ তত্তৎকর্ম্মনিমিত্ত-পরিণামিত্বেনাপ্রাধান্যমিতি প্রতীয়তে॥

যদুক্তং,—নির্বিশেষ-ব্রহ্মজ্ঞানাদেবাবিদ্যানিবৃত্তিং বদন্তি শ্রুতয় ইতি। তদসৎ। "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্, আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" [তৈত্তি-রীয়ারণ্যকে ব্রহ্মমেধে পুরুষসূক্তম্]। "সর্ব্বে নিমেষা জজ্ঞিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি।" "ন তস্যেশে কশ্চন, তস্য নাম মহদ্‌যশঃ।" "য এনং বিদুর-মৃতাস্তে ভবন্তি" [তৈত্তিরীয়ারণ্যকে, ৬ প্রশ্নঃ] ইত্যাদ্যনেকবাক্য-বিরোধাৎ। ব্রহ্মণঃ সবিশেষত্বাদেব সর্ব্বাণ্যপি বাক্যানি সবিশেষ-

---

প্রকৃতপক্ষে সত্য; ইহাও ঐ বাক্যে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। আর শ্রোতা মৈত্রেয়ও ঐ উপদেশ শ্রবণের অনন্তর বলিয়াছিলেন যে, এই ত্রিলোক-সমষ্টি ভগবান্ বিষ্ণুতে সম্যক্‌রূপে অবস্থান করিতেছে; স্ববুদ্ধি অনুসারে এই পরমার্থতত্ত্ব আমার নিকট কথিত হইয়াছে।' ইহা হইতে বুঝা যায় যে, পূর্ব্বে যে, জ্যোতিঃ ও বিষ্ণুর অভেদ-নির্দ্দেশ কথিত হইয়াছে, বিষ্ণু ও জ্যোতির মধ্যে শরীর-শরীরিভাবই তাহার কারণ। অর্থাৎ বিষ্ণু স্বয়ং আত্মা এবং জ্যোতিঃ তাঁহার শরীর, এই কারণেই উভয়ের একত্ব নির্দ্দেশ হইয়াছে। চিৎ ও জড় বস্তুতে যে 'অস্তি' ও 'নাস্তি' শব্দ প্রযুক্ত হয়, তাহারও কারণ—কর্ম্মজনিত বিকার-সম্বন্ধ চিন্তা না করিয়া কেবল জ্ঞানেরই স্বাভাবিক প্রাধান্য চিন্তা। কেননা, অচিৎ বস্তুসমূহ সেই জ্ঞান-সাধ্য কর্ম্মেরই ফল বা পরিণাম; সুতরাং জ্ঞান অপেক্ষা উহাদের প্রাধান্য নাই (অপ্রাধান্যই আছে); এইরূপ প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য-বোধই ঐরূপ বিভিন্ন ব্যবহারের কারণ।

আর যে, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-জ্ঞান হইতেই অবিদ্যা-নিবৃত্তির কথা শ্রুতিসমূহ বলিয়াছেন, বলিয়া [শাঙ্করমতে] উক্ত হইয়াছে; তাহাও সঙ্গত কথা নহে। কারণ, তাহা হইলে নিম্ন-লিখিত বহুতর শ্রুতিবাক্যের বিরোধ উপস্থিত হয়; [সেই শ্রুতিসমূহ এই—] 'আদিত্যবর্ণ অর্থাৎ সূর্য্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ এবং অজ্ঞানান্ধকারের অতীত এই মহান্ পুরুষকে (পরমেশ্বরকে) আমি জানি। তাঁহাকে জানিলে এই দেহেই অমৃতত্ব লাভ করা যায় (মুক্ত হয়)। [পরমেশ্বরের নিকট] যাইবার অর্থাৎ মোক্ষলাভের আর অন্য পথ নাই। বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশমান্ পুরুষ (পরমেশ্বর) হইতে সমস্ত নিমেষ (কালাংশ) উৎপন্ন হইয়াছে।' 'কেহই তাঁহার শাসনকর্ত্তা নাই, তাঁহার নামই পবিত্র যশঃস্বরূপ।' 'যাহারা ইঁহাকে জানে,

জ্ঞানাদেব মোক্ষং বদন্তি। শোধকবাক্যান্যপি সবিশেষমেব ব্রহ্ম প্রতিপাদয়ন্তীত্যুক্তম্ ॥

তত্ত্বমস্যাদিবাক্যেষু সামানাধিকরণ্যং ন নির্বিশেষবস্ত্বৈক্যপরম্, 'তৎ-ত্বম্'পদয়োঃ সবিশেষব্রহ্মাভিধায়িত্বাৎ। 'তৎ'পদং হি সর্ব্বজ্ঞং সত্যসঙ্কল্পং জগৎকারণং ব্রহ্ম পরামৃশতি। "তদৈক্ষত বহু স্যাম্" ইত্যাদিষু তস্যৈব প্রকৃতত্বাৎ। 'তৎ'-সমানাধিকরণং 'ত্বং'-পদঞ্চ অচিদ্বিশিষ্ট-জীবশরীরকং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়তি। প্রকার-দ্বয়াবস্থিতৈকবস্তুপরত্বাৎ সামানাধিকরণ্যস্য। প্রকারদ্বয়-পরিত্যাগে প্রবৃত্তিনিমিত্ত-ভেদাসম্ভবেন সামানাধিকরণ্যমেব পরিত্যক্তং স্যাৎ, দ্বয়োঃ পদয়োর্লক্ষণা চ। 'সোঽয়ং দেবদত্তঃ' ইত্যত্রাপি ন

তাহারা মুক্ত হয়।' ইত্যাদি (*) পরব্রহ্ম সবিশেষ বলিয়াই শ্রুতি-বাক্যসমূহ সবিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানে মুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। জীবের অজ্ঞানবারক (শোধক) 'সত্যং জ্ঞানমনন্তম্' প্রভৃতি বাক্যনিচয়ও যে সবিশেষ ব্রহ্ম-স্বরূপই প্রতিপাদন করিতেছে; এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ॥ ১১০ ॥

১১১। আর 'তৎ ত্বম্ অসি' প্রভৃতি বাক্যে যে, সামানাধিকরণ্য প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাও নির্ব্বিশেষ বস্তু-বোধক নহে; কারণ, 'তৎ' ও 'ত্বম্'-পদে ব্রহ্মের সবিশেষ ভাবই বুঝাইয়া থাকে—নির্ব্বিশেষ ভাব নহে। 'তিনি (পরমেশ্বর) আলোচনা করিয়াছিলেন—আমি বহু হইব' ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যে যখন সবিশেষ ব্রহ্মেরই প্রস্তাব সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, তখন বলিতে হইবে যে, সেই প্রকরণস্থ 'তৎ'-পদে সর্ব্বজ্ঞ, সত্যসংকল্প ও জগৎকারণ ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে, এবং তাহার সহপঠিত, বিশেষণ-বিশেষ্য ভাবাপন্ন 'ত্বম্'-পদেও জড়সহকৃত জীবশরীরধারী ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে, বলিতে হইবে। কারণ, বিভিন্নপ্রকার পদার্থের যে, একার্থবোধকতা, তাহারই নাম সামানাধিকরণ্য। 'তৎ' ও 'ত্বম্'-পদে যদি প্রকারগত ভেদ স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে প্রবৃত্তি-নিমিত্তের (শব্দ ব্যবহারের যাহা প্রধান কারণ, তাহার) প্রভেদ না থাকায় পদদ্বয়ের সামানাধিকরণ্যই (একার্থ-বোধকত্বই) পরিত্যাগ করিতে হয়। পক্ষান্তরে ঐ পদদ্বয়ের মুখ্যার্থ বাধিত হওয়ায় লক্ষণা বা গৌণার্থও কল্পনা করিতে হয়। [মুখ্যার্থের সম্ভব থাকিতে লক্ষণা স্বীকার করা দোষাবহ]। 'সেই এই দেবদত্ত' (দেবদত্ত একজনের নাম; এই স্থলেও লক্ষণা করিবার আবশ্যক হয় না; কারণ,

---

(*) তাৎপর্য্য,—ব্রহ্ম যদি সত্য-সত্যই নির্ব্বিশেষ হন, এবং সেই নির্ব্বিশেষ জ্ঞানই যদি মুক্তি-সাধন হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মের 'আদিত্যবর্ণ' শব্দে সবিশেষ রূপ-কথন, এবং সেই সবিশেষ ব্রহ্ম-জ্ঞানেই অমৃতত্ব লাভোক্তি ('তমেবং বিদ্বান্ অমৃতঃ'), উভয়ই বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। তাহার পর, 'মোক্ষলাভের আর অন্য পথ নাই' বলিয়া ঐ সবিশেষ জ্ঞানেরই একমাত্র মোক্ষ-সাধনত্ব সমর্থনও বিরুদ্ধ হয়। আর "বিদ্যুতঃ পুরুষাৎ" কথায় যে ব্রহ্মের বিদ্যুতের মত উজ্জ্বল প্রকাশ বর্ণন, তাহাও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-বাদে বিরুদ্ধ বা অসঙ্গত হইয়া পড়ে, ইত্যাদিরূপে অপরাপর শ্রুতিরও বিরোধ উদ্ঘাটন করিতে হয়।

লক্ষণা, ভূত-বর্ত্তমানকালসম্বন্ধিতয়ৈক্য-প্রতীত্যবিরোধাৎ। দেশভেদ-বিরোধশ্চ কালভেদেন পরিহৃতঃ; "তদৈক্ষত বহু স্যাম্" ইত্যুপক্রম-বিরোধশ্চ। এক-বিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা চ ন ঘটতে। জ্ঞানস্বরূপস্য নিরস্তনিখিলদোষস্য সর্ব্বজ্ঞস্য সমস্তকল্যাণগুণাত্মকস্য অজ্ঞান-তৎকার্য্যানন্তাপুরুষার্থাশ্রয়ত্বং চ ন সম্ভবতি বাধার্থত্বে চ সামানাধিকরণস্য তত্ত্বং-পদয়োরধিষ্ঠানলক্ষণা নিবৃত্তিলক্ষণা চেতি (*) লক্ষণাদ্বয়স্ত এব দোষঃ॥

একই দেবদত্তে অতীত ও বর্ত্তমান কাল-প্রতীতিতে কিছুমাত্র বিরোধ নাই। (†) ভিন্ন স্থানে অবস্থিতিতেও ঐক্যপ্রতীতির ব্যাঘাত ঘটে না; কারণ, একই ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবাধে অবস্থিতি করিতে পারে। বিশেষতঃ 'তৎ'পদের নির্ব্বিশেষত্ব অর্থ গ্রহণ করিলে, যে উপক্রমে "তৎ ঐক্ষত—বহু স্যাম্" শ্রুতি প্রযুক্ত হইয়াছে, সেই উপক্রমের সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয়। অধিকন্তু, এক-বিজ্ঞানে যে, সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, সেই প্রতিজ্ঞাও সংরক্ষিত হয় না। পক্ষান্তরে, সর্ব্ববিধ দোষ-সম্বন্ধরহিত, এবং সমস্ত কল্যাণগুণসম্পন্ন ও সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে অজ্ঞান ও অজ্ঞান-জনিত, অনন্ত অনর্থ আসিয়া পড়ে। আর যদি বল, 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদের যে সামানাধিকরণ্য বা অভেদোক্তি, তাহার অর্থ ঐক্য নহে—পরন্তু, বাধই উহার প্রকৃত অর্থ। তাহা হইলেও 'ত্বং' ও 'তৎ'-পদের—সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত পরব্রহ্মে ও জীবের জীবভাব নিবৃত্তিতে লক্ষণা করিতে হয়, এবং পূর্ব্বে যে, সামানাধিকরণ্যের নিয়ম কথিত হইয়াছে সেই নিয়মও উল্লঙ্ঘন করিতে হয়, আর প্রকরণ-বিরোধ প্রভৃতি দোষগুলি ত অক্ষুণ্ণই থাকিয়া যায় ‡।

(*) নিবৃত্তিলক্ষণাদ্বয়স্ত এব' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—শুদ্ধাদ্বৈতবাদী শঙ্কর বলেন 'সোঽয়ং দেবদত্তঃ', (এই সেই দেবদত্ত) বলিলে লক্ষণা ব্যতীত ঐ বাক্যের অর্থ সঙ্গত হয় না। কারণ, 'তৎ'-শব্দের সাধারণ অর্থ—অতীতকালীন, ইন্দ্রিয়ের অগোচর কোন পদার্থ। আর 'অয়ং'-শব্দের সাধারণ অর্থ—বর্ত্তমান ও চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য পদার্থ। যাহা ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য এবং অতীত, তাহাই আবার ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য ও বর্ত্তমান বা উপস্থিত থাকিতে পারে না। ফলকথা, একই পদার্থ একই সময়ে কখনও অতীত ও বর্ত্তমান থাকিতে পারে না, এবং চক্ষুর অগোচর হইয়াও আবার চক্ষুর গোচর থাকিতে পারে না। কাজেই 'সঃ + অয়ং' বাক্যোক্ত সামানাধিকরণ্য বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে; বিরুদ্ধ হয় বলিয়াই 'সঃ' ও 'অয়ং' পদের মুখ্য অর্থ—পরোক্ষত্ব, অপরোক্ষত্ব প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মগুলি পরিত্যাগ করিয়া কেবল 'দেবদত্ত' রূপ একমাত্র বিশেষ্য রূপ অর্থে লক্ষণা করিতে হয়; সুতরাং তখন বিরুদ্ধ বিশেষণ ভাগগুলি ত্যাগ করিয়া একই বিশেষ্য—দেবদত্তকে বুঝাইতেছে বলিয়া ঐ পদদ্বয়ের আর পূর্ব্ব-কথিত বিরোধ থাকে না। "তৎ ত্বম্ অসি" বাক্যেও এইরূপ 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদের বিরুদ্ধ অংশগুলি ত্যাগ করিয়া কেবল নির্ব্বিশেষ এক চৈতন্য—আত্মাতে লক্ষণা করিয়া বিরোধ পরিহার করিতে হয়। এই জাতীয় লক্ষণাকে কেহ কেহ 'ভাগলক্ষণা' ও 'অজহৎস্বার্থা লক্ষণা' বলে। রামানুজ বলিতেছেন, 'সোঽয়ং দেবদত্তঃ' কিংবা 'তৎ ত্বম্ অসি' ইহার কোথাও লক্ষণা করিবার আবশ্যক হয় না। প্রকারান্তরেও উত্থাপিত বিরোধের পরিহার হইতে পারে। যে প্রকারে পরিহার করিতে হইবে, তাহা তিনি ভাষ্যে দেখাইয়াছেন।

(‡) তাৎপর্য্য,—'তৎ ত্বম্ অসি' বাক্যে 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদের মধ্যে সামানাধিকরণ্য বা বিশেষণ-বিশেষ্যভাব

ইয়াংস্তু বিশেষঃ—'নেদং রজতম্' ইতিবদপ্রতিপন্নস্যৈব (*) বাধস্যাগত্যা পরিকল্পনম্; তৎপদেনাধিষ্ঠানাতিরেকিধর্ম্মানুপস্থাপনেন বাধানুপপত্তিশ্চ ॥

অধিষ্ঠানং তু প্রাক্ তিরোহিতমতিরোহিতস্বরূপং 'তৎ'পদেনোপস্থাপ্যত-ইতি চেৎ; ন, প্রাক্ অধিষ্ঠানাপ্রকাশে (†) তদাশ্রয়ভ্রম-বাধয়োরসম্ভবাৎ। ভ্রমাশ্রয়মধিষ্ঠানমতিরোহিতমিতি চেৎ; তদেবাধিষ্ঠানস্বরূপং

তবে, কথিত বাধ-পক্ষে এইমাত্র বিশেষ যে, [পূর্ব্বে যে সমস্ত দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে, সে সমস্ত ত আছেই, তদুপরি আরও দুইটী দোষ আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রথম দোষ—শুক্তিতে যে রজতের ভ্রম হয়, সে স্থলে পরীক্ষাকালে রজত মিলে না,] এই কারণে বাধ্য হইয়া সে স্থানে 'নেদং রজতং' (ইহা রজত নহে), বলিয়া রজতের 'বাধ' (মিথ্যাত্ব) স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু "তৎ ত্বম্ অসি" স্থলে সেরূপ কিছুমাত্র অনুপপত্তি বা বাধক প্রমাণ না থাকিলেও [কেবল স্বীয় সিদ্ধান্ত রক্ষার্থে] নিরুপায় হইয়া 'বাধ' কল্পনা করিতে হয়। [দ্বিতীয় দোষ—] 'তৎ'পদে যখন প্রথমেই কেবল অধিষ্ঠান চৈতন্যমাত্র বুঝাইতেছে, তদতিরিক্ত আর কিছুমাত্র বুঝাইতেছে না, তখন বিরোধী কোনও পদার্থের উপস্থিতি বা সদ্ভাব না থাকায় এ পক্ষে বাধা বা পরিত্যাগ করা হইবে কাহার? সুতরাং বাধেরও উপপত্তি হয় না (§)।

যদি বল, অধিষ্ঠান চৈতন্যটী প্রথমে অজ্ঞানে তিরোহিত (আবৃত) থাকে, পশ্চাৎ 'তৎ'-পদে তাহার প্রকৃত স্বরূপটী উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়; না—তাহাও বলিতে পার না; কারণ, বাধের পূর্ব্বে ভ্রমাধিষ্ঠানের স্বরূপটী অপ্রকাশিত বা অবিজ্ঞাত থাকিলে তাহাকে আশ্রয় করিয়া ভ্রম ও বাধ কখনই হইতে পারে না। আর যদি বল, ভ্রমের আশ্রয়ীভূত অধিষ্ঠানটা আবৃত থাকে না; [কিন্তু বাধের অধিষ্ঠান আবৃত থাকে]। ভাল কথা, অধিষ্ঠানের

(*) অপ্রতীতস্যৈব' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) বিশেষৈক' ইতি (গ) পাঠঃ।　　(‡) অধিষ্ঠানাপ্রকাশে' ইতি (খ) পাঠঃ।

রহিয়াছে, তাহা যদি অসঙ্গত (বাধিত) বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদ দুইটীর লক্ষণা করিতে হয়; একটী পদের লক্ষণা করিতে হয়—অধিষ্ঠান চৈতন্যে (জীব চৈতন্য যাহা হইতে আসিয়াছে বা যাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে), অপর পদটীর লক্ষণা করিতে হয়—জীবের জীবত্ব-নিবৃত্তিতে। সুতরাং জীবের জীবত্ব ত্যাগ করিলেই অধিষ্ঠান ব্রহ্মের সহিত একত্ব হইতে কোন বাধা থাকে না। এ পক্ষে এই লক্ষণা স্বীকার যেমন একটী দোষ, তেমনি পূর্ব্বোক্ত 'ক্রম-বিরোধ', একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা, অর্থাৎ একটীকে জানিলেই জগতের সমস্ত বিষয় জানা হইয়া যায়, এই প্রতিজ্ঞার বিরোধ ও অপরাপর শ্রুতির সহিত বিরোধ, ইত্যাদি অনেকগুলি দোষ উপস্থিত হইতে পারে। অতএব এই পক্ষটী পরিত্যাগ করা উচিত।

(§) তাৎপর্য্য,—বাধার্থত্বেঽপি ন পূর্ব্বোক্ত-দূষণহানিঃ, অপিতু তৈঃ সহ বক্ষ্যমাণ-দূষণদ্বয়াপাত এব বিশেষ-ইত্যাহ—ইয়াংস্তু বিশেষ ইতি। 'শুক্তিরেব রজতম্' ইত্যত্র প্রমাণান্তরে। নেদং রজতম্' ইতি বাধস্য প্রতি-

ভ্রমবিরোধীতি তৎপ্রকাশে সুতরাং ন তদাশ্রয়ভ্রম-বাধৌ। অতোঽধিষ্ঠানাতিরেকি-পারমার্থিকধর্ম্ম-তদ্বিরোধানভ্যুপগমে ভ্রান্তি-বাধৌ দুরুপপাদৌ। অধিষ্ঠানে হি পুরুষমাত্রাকারে প্রতীয়মানে তদতিরেকিণি পারমার্থিকে রাজত্বে তিরোহিতে সত্যেব ব্যাধত্বভ্রমঃ। রাজত্বোপদেশেন চ তন্নিবৃত্তির্ভবতি, নাধিষ্ঠানমাত্রোপদেশেন ; তস্য প্রকাশমানত্বেনানুপদেশ্যত্বাৎ, ভ্রমানুপমর্দিত্বাচ্চ ॥

স্বরূপটী যখন ভ্রমের বিরোধী, তখন সেই অধিষ্ঠানের স্বরূপটী প্রকাশমান বা প্রতীতিগোচর থাকিলে, সেই অধিষ্ঠানকেই অবলম্বন করিয়া ভ্রম কিংবা বাধ কিছুইত হইতে পারে না। অতএব ঐ বাক্যে অধিষ্ঠানাতিরিক্ত কোন ধর্ম্ম স্বীকার না করিলে এবং সেই ধর্ম্মের তিরোধান বা আবরণ স্বীকার না করিলে ভ্রান্তি ও বাধ উপপাদন করা বড় সহজ হয় না। [দেখিতে পাওয়া যায়,] ভ্রমের আশ্রয়ীভূত কোন এক রাজপুরুষে যখন কেবলই পুরুষগত আকার বা আকৃতিমাত্রের জ্ঞান থাকে, অথচ আকৃতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ যে তদ্গত যথার্থ রাজভাব, তাহার কিছুমাত্র প্রতীতি থাকে না, অর্থাৎ তাহার রাজ-লক্ষণটী তিরোহিত বা অবিজ্ঞাত থাকিয়া যখন কেবল মনুষ্যত্ব মাত্রের প্রতীতি থাকে, তখনই তাহাতে 'ব্যাধ' বলিয়া ভ্রান্তি উপস্থিত হয় ; পুনশ্চ 'ইনি রাজা' এইরূপ উপদেশ শ্রবণে তদ্বিষয়ক সেই ব্যাধ-ভ্রান্তি নিবারিত হইয়া যায় ; কিন্তু 'ইনি একটী পুরুষ বা মনুষ্য', শুধু এইরূপ ভ্রমাধিষ্ঠানমাত্রের উপদেশে সেই ভ্রান্তি নিবৃত্ত হয় না। কারণ, ঐ পুরুষের পুরুষাকারে যে ভ্রমাধিষ্ঠানভাব, তাহা তখনও প্রকাশমানই ছিল ; সুতরাং তদ্বিষয়ে আর উপদেশের আবশ্যক হয় না, বিশেষতঃ ঐরূপ উপদেশ কস্মিন্ কালেও ভ্রম-নিবারক হয় না ।

পন্নত্বাৎ বাধকল্পনম্, অত্রতু বাধস্য অপ্রতিপন্নত্বেঽপি অগত্যা কল্পনমিত্যর্থঃ। 'শুক্তিরেব রজতম্' ইত্যত্র শুক্তিত্বরূপং বিরুদ্ধধর্ম্মং শব্দ এব উপস্থাপয়তি, অতস্তত্র বাধকল্পনম্ ; অত্রতু অধিষ্ঠানমাত্রং লক্ষয়তা 'তৎ'পদেন শুক্তিত্ববৎ বিরুদ্ধ-ধর্ম্মোপস্থাপনাৎ বাধকল্পনমনুপপন্নমিত্যর্থ ইতি। (শ্রুত প্রকাশিকা)।

অর্থাৎ 'শুক্তিই রজত', এই বাক্যোক্ত শুক্তিও রজতের অভেদ অনুপপন্ন হয় বলিয়া যেমন 'ইহা রজত নহে' বলিয়া উক্ত অভেদের বাধা কল্পনা করিতে হয়, 'তৎ ত্বম্ অসি' বাক্যেও তেমনি জীবভাবের বাধকল্পনা করিতে হইবে। কিন্তু এরূপ বাধাকল্পনা করিলেও পূর্ব্বোক্ত প্রকরণবিরোধ প্রভৃতি দোষের ত পরিহার হয় নাই, অধিকন্তু সে সকলের সহিত আরও দুইটী দোষ উপস্থিত হয়। এই অভিপ্রায়ে 'ইয়ান্ তু বিশেষঃ' বলা হইয়াছে। 'শুক্তিই রজত' এই স্থানে প্রত্যক্ষ প্রমাণেই 'ইহা রজত নহে' বলিয়া রজতের বাধ বুঝিতে পারা যায়, সুতরাং বাধকল্পনা আবশ্যক হয়। কিন্তু 'তৎ ত্বম্ অসি' বাক্যে সেরূপ বাধ না বুঝিয়াও দায়ে পড়িয়া বাধ স্বীকার করিতে হয়। আর 'শুক্তিই রজত' এই স্থলে শুক্তিত্বরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মটী শুক্তি শব্দেই বলিয়া দেয়। কিন্তু এস্থলে 'তৎ'পদে কেবল অধিষ্ঠান চৈতন্যের লক্ষণ করায় শুক্তিত্বের ন্যায় কোন বিরুদ্ধ ধর্ম্মের উপস্থিতি না থাকিলেও বাধকল্পনা অসঙ্গত হয়।

জীবশরীরক-জগৎকারণ-ব্রহ্মপরত্বে মুখ্যবৃত্তং পদদ্বয়ম্। প্রকারদ্বয়-বিশিষ্টৈক-(*) বস্তুপ্রতিপাদনেন সামানাধিকরণ্যং সিদ্ধম্। নিরস্তনিখিল-দোষস্য সমস্তকল্যাণগুণাত্মকস্য ব্রহ্মণো জীবান্তর্যামিত্বমপ্যৈশ্বর্যমপরং প্রতিপাদিতং ভবতি; উপক্রমানুকূলতা চ; এক-বিজ্ঞানেন সর্ব্ব-বিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞোপপত্তিশ্চ। সূক্ষ্মচিদচিদ্বস্তু-শরীরস্যৈব ব্রহ্মণঃ স্থূলচিদচিদ্বস্তু-শরীরত্বেন কার্যত্বাৎ, "তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে", [শ্বেতাশ্ব০, ৬।৭-৮]। "অপহতপাপ্মা···সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ", [ছান্দো০, ৮।১।৬] ইত্যাদিশ্রুত্যন্তরাবিরোধশ্চ।

"তৎ ত্বমসি" ইত্যত্রোদ্দেশ্যোপাদেয়বিভাগঃ কথমিতি চেৎ; নাত্র কিঞ্চিদুদ্দিশ্য কিমপি বিধীয়তে; "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" [ছান্দো০, ৬।৭।৪] ইত্যনেনৈব প্রাপ্তত্বাৎ। অপ্রাপ্তে হি শাস্ত্রমর্থবৎ। "ইদং সর্ব্বম্" ইতি

প্রকৃত পক্ষে, জীব যাঁহার শরীর, এবং জগতের যিনি কারণ, "তৎ" ও "ত্বম্" পদ সেই ব্রহ্ম-বোধক হইলে ঐ পদদ্বয়ের মুখ্যার্থও সঙ্গত হয়, এবং ঐরূপ দ্বিবিধ বিশেষভাবসম্পন্ন একই ব্রহ্ম-প্রতিপাদনে তাৎপর্য্য স্বীকার করিলে ঐ পদদ্বয়ের সামানাধিকরণ্যও সুসঙ্গত হইতে পারে। আর সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত এবং সমস্ত কল্যাণগুণময় ব্রহ্মের যে, আরও একটী ঐশ্বর্য্য আছে, যাহার নাম জীবান্তর্যামিত্ব; অর্থাৎ অভ্যন্তরে থাকিয়া জীবকে যথানিয়মে পরিচালিত করা; তাহাও ঐ কথায় প্রতিপাদিত হইতে পারে। এইরূপ অর্থ করিলে ঐ প্রকরণের উপক্রম বা আরম্ভটীও সুসঙ্গত হয়, একবিজ্ঞানে যে, সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা, তাহাও উপপন্ন হয়। এবং সূক্ষ্ম চিৎ-জড়বস্তুনিচয় যেরূপ ব্রহ্ম-শরীর, স্থূল চিৎ-জড় বস্তু-সমষ্টিও তদ্রূপ ব্রহ্ম-শরীর; অথচ স্থূলভাগ ঐ সূক্ষ্মভাগ হইতেই সমুৎপন্ন (কার্য্য); সুতরাং কার্য্য-কারণভাব ও পরাপরত্বাদি-বোধক—'ঈশ্বর সর্ব্বাপেক্ষা পরম (উত্তম) ও মহেশ্বর, তাঁহাকে—', 'ইঁহার নানাবিধ পরা (সর্ব্বোৎকৃষ্ট) শক্তি শ্রুত হয়,' 'তিনি পাপবিনির্ম্মুক্ত, সত্যকাম ও সত্যসংকল্প (যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিতে পারেন)', ইত্যাদি অপরাপর কোন শ্রুতির সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয় না॥

যদি বল, এরূপ হইলে "তৎ ত্বম্ অসি" বাক্যে উদ্দেশ্য-বিধেয়-বিভাগ জানা যাইবে কিরূপে? অর্থাৎ কাহাকে উদ্দেশ করিয়া কাহার বিধান করা হইয়াছে, তাহা জানিবার উপায় কি? [উত্তর—] এখানে যে, কাহাকেও উদ্দেশ করিয়া তাহাতে অপর কিছু বিহিত হইয়াছে, তাহা নহে; অর্থাৎ এখানে সেরূপ উদ্দেশ্য-বিধেয়ভাব আদৌ নাই; কেন না, ঐপ্রকরণে প্রথমেই 'এই সমস্ত জগৎই এতদাত্মক (ব্রহ্মস্বরূপ),' এই বাক্যেই ঐ উদ্দেশ্য-বিধেয়ভাব নিরূপিত হইয়াছে। অপ্রাপ্তবিষয়-প্রতিপাদন করাই শাস্ত্রের প্রয়োজন; কিন্তু সেই

(*) 'বিশেষৈক' ইতি (গ) পাঠঃ।

সজীবং জগন্নির্দ্দিশ্য—"ঐতদাত্ম্যম্" ইতি তস্যৈষ আত্মেতি তত্র প্রতিপাদিতম্। (ক) তত্র চ হেতুরপ্যুক্তঃ,—"সন্মূলাঃ সৌম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ", [ছান্দো০, ৬।৮।৭] ইতি। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্ ইতি শান্তঃ", [ছান্দো০, ৬।৮।৪] ইতিবৎ ॥ ১১১ ॥

তথা, শ্রুত্যন্তরাণি চ ব্রহ্মণস্তদ্ব্যতিরিক্তস্য চিদচিদ্বস্তুনশ্চ শরীরাত্মভাবমেব তাদাত্ম্যং বদন্তি,—"অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্ সর্ব্বাত্মা।" [আরণ্যক০, ৩।১১।২৩]। "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরঃ, যং পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরম্, যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি। স তে আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।" "য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোঽন্তরঃ, যমাত্মা ন বেদ, যস্যাত্মা শরীরং, য আত্মানমন্তরো যময়তি; স তে আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।" [বৃহদা০, ৫।৭।৩-২২]। "যঃ পৃথিবীমন্তরে সঞ্চরন্" ইত্যারভ্য—"যস্য মৃত্যুঃ শরীরং, যং মৃত্যুর্ন বেদ। এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মাপহতপাপ্মা দিব্যো

স্থানেই "ইদং সর্ব্বং" ('এই সমস্ত') কথায় জীব ও জগতের নির্দ্দেশ করিয়া "ঐতদাত্ম্যং" কথায় ব্রহ্মকেই সেই উদ্দিষ্ট জীব-জগতের 'আত্মা' বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে। তাহার পর, 'এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ, সমস্তই তাঁহা হইতে জাত, তাহাতে স্থিত ও তাঁহাতে বিলয় প্রাপ্ত হয়; অতএব শান্ত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিবে।' এখানে যেরূপ সাধকের শান্তভাব অবলম্বনের নিমিত্ত ব্রহ্মের সর্ব্বময়ভাবকে হেতুরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তদ্রূপ সেখানেও বিধেয় ব্রহ্মাত্মভাবেব প্রতি 'হে সোম্য (শান্তস্বভাব, সৎ-ব্রহ্মই এই সমস্ত জায়মান পদার্থের মূল (কারণ), আশ্রয় ও বিলয়স্থান', এই হেতু দ্বারা পূর্ব্ববিহিত ব্রহ্মাত্মভাবেরই সমর্থন করা হইয়াছে। ১১১ ॥

১১২। অপরাপর শ্রুতি সমূহও ব্রহ্মাতিরিক্ত চিৎ-জডাত্মক পদার্থের সহিত ব্রহ্মের শরীর-শরীরিভাবরূপ তাদাত্ম্য বা অভেদসম্বন্ধ প্রতিপাদন করিতেছেন সেই সকল শ্রুতি এই,—'সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বর অন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া জনগণের শাসন করেন।' 'যিনি পৃথিবীতে থাকেন, অথচ পৃথিবী হইতে পৃথক্, পৃথিবী যাঁহাকে জানে না, অথচ পৃথিবীই যাঁহার শরীর, এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে সংযত (নিয়মিত) করেন, সেই অমৃত (নিত্যমুক্ত) অন্তর্যামীই তোমার আত্মা।' 'যিনি আত্মাতে থাকিয়াও আত্মা হইতে পৃথক্, আত্মা যাঁহাকে জানে না; আত্মাই যাঁহার শরীর এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া আত্মাকে পরিচালিত করেন। সেই অমৃত, অন্তর্যামীই তোমার আত্মা।' 'যিনি অভ্যন্তরে বিচরণ করতঃ পৃথিবীকে [পরিচালিত করেন], এই হইতে আরম্ভ করিয়া—'মৃত্যু যাঁহার শরীর,

---

(ক) হেতুরপ্যুক্তঃ' ইতি (খ) পাঠঃ।

দেব একো নারায়ণঃ।" [সুবাল০, ৭]। "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ, তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ" [তৈত্তি০, ৬।২] ইত্যাদীনি॥

অত্রাপি—"অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি" ইতি ব্রহ্মাত্মক-জীবানুপ্রবেশেনৈব সর্ব্বেষাং বস্তুত্বং শব্দবাচ্যত্বঞ্চ (*) প্রতিপাদিতম্; "তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ" ইত্যনেনৈকার্থ্যাৎ। জীবস্যাপি ব্রহ্মাত্মকত্বম্ ব্রহ্মানুপ্রবেশাদেবেত্যবগম্যতে। অতশ্চিদচিদাত্মকস্য সর্ব্বস্য বস্তুজাতস্য ব্রহ্ম-তাদাত্ম্যমাত্মশরীরভাবাদেবেতি অবগম্যতে (†)। তস্মাদ্-ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্য কৃৎস্নস্য তচ্ছরীরত্বেনৈব বস্তুত্বাৎ তস্য প্রতিপাদকোঽপি শব্দঃ তৎপর্য্যন্তমেব স্বার্থমভিদধাতি। অতঃ সর্ব্বশব্দানাং লোকব্যুৎপত্ত্যাবগত-(‡) তত্তৎপদার্থবিশিষ্ট-ব্রহ্মাভিধায়িত্বং সিদ্ধমিতি,"ঐতদাত্ম্যমিদং

মৃত্যু যাঁহাকে জানে না; তিনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, নিষ্পাপ এবং দিব্য (অলৌকিক) এক (অদ্বিতীয়) দেবতা—নারায়ণ।' 'তিনি ভূতসমূহ সৃষ্টি করিয়া তাহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম অথবা কার্য্য ও কারণরূপে প্রকটিত হইলেন' ইত্যাদি। এই সকল শ্রুতিতে পরমেশ্বরকে আত্মা এবং চিৎ-জড়াত্মক বস্তু সমূহকে তাঁহার শরীর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

আর এখানেও (এই ছান্দোগ্যোপনিষদেও) '[আমি] এই জীবাত্মারূপে ভূতবর্গের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ বিস্তার করিব'; এই শ্রুতিতে দেখা যায় যে, ব্রহ্মাত্মক জীবের অন্তঃপ্রবেশেই সমস্ত পদার্থের অস্তিত্ব-সিদ্ধি এবং শব্দ-বাচ্যত্ব লাভ (শব্দের দ্বারা উল্লেখ-যোগ্যতা) প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলেই পূর্ব্বোক্ত "সৎ চ, ত্যৎ চ অভবৎ" শ্রুতির অর্থের সহিতও এই শ্রুতির অর্থের সাম্য বা ঐক্য রক্ষা পাইতে পারে। ব্রহ্মের যে জীবরূপে অনুপ্রবেশ, ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, জীবও প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মাত্মক, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত নহে। ঐ কথা হইতে ইহাও বুঝা যায় যে, চিৎ-জড়াত্মক সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মের শরীর এবং ব্রহ্মই তৎসমুদায়ের আত্মা, এই শরীরাত্মভাব নিবন্ধনই ব্রহ্মের সহিত ঐ সকল বস্তুর 'তাদাত্ম্য' বা অভেদের নির্দ্দেশ হইয়া থাকে। অতএব বুঝিতে হইবে, ব্রহ্মাতিরিক্ত সমস্ত বস্তু যখন ব্রহ্মের শরীর বলিয়াই বস্তুত্ব (সত্তা) লাভ করিয়া থাকে, তখন তৎপ্রতিপাদক শব্দ সমূহ ঐরূপ অর্থেরই প্রতিপাদন করিয়া থাকে বলিতে হইবে। এই কারণে লৌকিক ব্যবহারানুযায়ী ব্যুৎপত্তি অনুসারে লৌকিক পদার্থ-বোধক শব্দ সমূহও তদ্বিশিষ্ট ব্রহ্মের প্রতিপাদক হইতে পারে। অতএব স্বীকার

(*) বস্তুত্বঞ্চ প্রতিপাদিতম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) নিশ্চীয়তে' ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) লোকব্যুৎপত্ত্যবগত' ইতি (গ) পাঠঃ।

সর্ব্বম্” ইতি প্রতিজ্ঞাতার্থস্য “তত্ত্বমসি” ইতিসামানাধিকরণ্যেন বিশেষেণোপসংহারঃ॥

অতো নির্ব্বিশেষবস্ত্বৈক্যবাদিনো ভেদাভেদবাদিনঃ কেবলভেদবাদিনশ্চ বৈয়ধিকরণ্যেন সামানাধিকরণ্যেন চ সর্ব্বে ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশাঃ পরিত্যক্তাঃ স্যুঃ॥

একস্মিন্ বস্তুনি কস্য তাদাত্ম্যমুপদিশ্যতে? তস্যৈবেতি চেৎ; তৎ স্ববাক্যেনৈবাগতমিতি (*) ন তাদাত্ম্যোপদেশাবসেয়মস্তি (†) কিঞ্চিৎ। কল্পিতভেদ-নিরসনমিতি চেৎ; তত্তু ন সামানাধিকরণ্য-তাদাত্ম্যোপদেশাব-

করিতে হইবে যে, “ঐতদাত্ম্যমিদংসর্ব্বম্” শ্রুতিতে যে অর্থ প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে, “তৎ ত্বম্ অসি” বাক্যে সমানাধিকরণ বিশেষণ-বিশেষ্যভাবে তাহারই বিশেষভাবে উপসংহার করা হইয়াছে মাত্র॥

স্বয়ং শ্রুতিই যখন ব্রহ্মকে শরীরী (আত্মা) ও জগৎকে তাঁহার শরীর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তখন সামানাধিকরণ্যমুখেই হউক, আর বৈয়ধিকরণ্যমুখেই হউক, যে সকল বাক্যে ব্রহ্মাত্মভাব উপদিষ্ট হইয়াছে; নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বস্তুর একত্ব-বাদ পক্ষে, ভেদাভেদবাদ পক্ষে এবং কেবল ভেদবাদ পক্ষেও সেই সমস্ত উপদেশ পরিত্যাগ করিতে হয়; [কিছুতেই সেই সকল উপদেশবাক্যের সামঞ্জস্য সম্পাদন করা যাইতে পারে না (‡)॥

[নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বস্তুর একত্ব-বাদ পক্ষে এক ভিন্ন যখন দ্বিতীয় বস্তুই নাই, তখন] একই বস্তুতে তাদাত্ম্য বা অভেদ উপদেশ হইবে কাহার? যদি বল, সেই একেরই তাদাত্ম্যোপদেশ হইবে? ভাল, ব্রহ্মের স্বরূপবোধক “সত্যং জ্ঞানমনন্তম্” ইত্যাদি বাক্যেই ত তাহা জানা গিয়াছে; সুতরাং পুনর্ব্বার তাদাত্ম্যোপদেশে আর অধিক কিছুই জ্ঞাতব্য নাই? যদি বল,

(*) স্ববাক্যেনাবগতমিতি' ইতি (গ) পাঠঃ। (†)- শাবসেয়মিত্যস্তি' ইতি (ক) পাঠস্তু ন সাধীয়ান্।

(‡) তাৎপর্য্য,—নির্ব্বিশেষবস্ত্বৈক্যবাদী—শঙ্করস্বামী, ভেদাভেদবাদী নিম্বার্কসম্প্রদায়। কেবল ভেদবাদী মাধ্বপ্রভৃতি। তন্মধ্যে শঙ্কর বলেন, ব্রহ্ম স্বভাবতঃ সর্ব্বপ্রকার গুণ-দোষ-সম্বন্ধরহিত—নির্ব্বিশেষ; জীব ও ব্রহ্ম একই পদার্থ, কেবল অজ্ঞান বশতঃ নিজের ব্রহ্মভাব বুঝিতে না পারিয়া দুঃখ ভোগ করিতেছে। “তত্ত্বমসি” বাক্যে জীবের সেই অবিজ্ঞাত ব্রহ্মাত্মভাবটী বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। ভেদাভেদবাদীরা বলেন,—জীব স্বীয় কর্ম্মবশে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু অগ্রে ব্রহ্ম স্বরূপই ছিল। জীবের ব্রহ্মস্বভাব ছাড়া নিজস্ব কতকগুলি ভাব আছে; সে গুলি তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে। জীব স্বাভাবিক কতকগুলি গুণে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, আবার মূলতঃ ব্রহ্ম হইতেই জীবের আবির্ভাব হইয়াছে, এই কারণে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন পদার্থ 'তৎ ত্বম্ অসি' বাক্যে উক্তপ্রকার অভেদই কথিত হইয়াছে।

কেবলভেদবাদীরা বলেন,—ব্রহ্ম যেমন একটী স্বতন্ত্র নিত্যসিদ্ধ পদার্থ, জীবও তেমনি একটী স্বতঃসিদ্ধ নিত্য পদার্থ; কস্মিন্ কালেও উভয়ের ঐক্য ছিল না, এবং ভবিষ্যতেও হইবে না। ব্রহ্ম আরাধ্য এবং জীব তাঁহার আরাধক; এই সেব্য সেবকভাবই 'তৎ ত্বম্ অসি' বাক্যে অভিহিত হইয়াছে।

সেয়মিত্যুক্তম্। সামানাধিকরণ্যং তু ব্রহ্মণি প্রকারদ্বয়-প্রতিপাদনেন বিরোধমেবাবহেৎ ॥

ভেদাভেদবাদে তু ব্রহ্মণ্যেবোপাধিসংসর্গাৎ তৎপ্রযুক্তা জীবগতা-দোষা (*) ব্রহ্মণ্যেব প্রাদুঃষ্যুরিতি নিরস্তনিখিলদোষ-কল্যাণগুণাত্মক-ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশা হি (†) বিরোধাদেব পরিত্যক্তাঃ স্যুঃ ॥

স্বাভাবিক-ভেদাভেদবাদেঽপি ব্রহ্মণঃ স্বত এব জীবভাবাভ্যুপগমাৎ গুণবদ্দোষাশ্চ স্বাভাবিকা ভবেয়ুরিতি নির্দোষব্রহ্ম-তাদাত্ম্যোপদেশো বিরুদ্ধ-এব (‡)। কেবলভেদবাদিনাঞ্চাত্যন্তভিন্নয়োঃ কেনাপি প্রকারেণৈক্যাসম্ভবাদেব ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশো (§) ন সম্ভবতীতি সর্ববেদান্তপরিত্যাগঃ স্যাৎ ॥১১২॥

অজ্ঞানবশতঃ ব্রহ্মে যে সকল ভেদ কল্পিত হইয়া আছে, তন্নিরাসার্থই ঐরূপ উপদেশের আবশ্যক হইয়াছে; না,—তাহাও বলিতে পার না; কারণ, সামানাধিকরণ্য বা তাদাত্ম্য সম্বন্ধের উপদেশেও যে সেই কল্পিত ভেদের নিবৃত্তি হইতে পারে না; এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। অধিকন্তু, পৃথক্ পৃথক্ দুইটী প্রকার বা বিশেষধর্ম্ম না থাকিলে যখন সামানাধিকরণ্যই হইতে পারে না; তখন তাদৃশ দ্বিবিধ প্রকার-(ধর্ম্ম) যুক্ত সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধটী ব্রহ্মের একত্ব ব্যবহারের অনুকূল না হইয়া বরং প্রতিকূলই হইতে পারে ॥

আর ভেদাভেদবাদেও যখন ব্রহ্মেই উপাধিসম্বন্ধ স্বীকার করা হয়, এবং সেই উপাধি-সম্বন্ধ বশতই যখন জীবের জীবত্ব উপস্থিত হয়; তখন জীবগত কামাদি দোষরাশি ব্রহ্মেও সংক্রামিত হইতে পারে। অতএব, উক্ত বিরোধ বশতই সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত ও সর্ব্বপ্রকার উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন ব্রহ্মের সহিত জীবের অভেদোপদেশ সঙ্গত হইতে পারে না; কাজেই ঐ সকল উপদেশ পরিত্যাগ করা আবশ্যক হয়।

আর ভেদাভেদবাদীরা যখন ব্রহ্মের জীবভাবকে স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করেন, তখন জীবগত গুণ ও দোষ, উভয়কেই স্বাভাবিক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অতএব, তাহাদের মতে স্বভাবশুদ্ধ ব্রহ্মের সহিত যে, সদোষ জীবের তাদাত্ম্য বা অভেদোপদেশ; তাহা ত নিতান্তই বিরুদ্ধ; সুতরাং পরিত্যাগের যোগ্য। আর যাহারা কেবল ভেদ-বাদী, অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের কিছুমাত্র অভেদ স্বীকার করে না, তাহাদের মতে ত অত্যন্ত বিভিন্ন পদার্থ জীব ও ব্রহ্মের একত্ব কোনরূপেই সম্ভবপর হয় না; এই কারণেই ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশ অসম্ভব হয়। অতএব "তৎ ত্বম্ অসি" বাক্যে ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশ মানিতে হইলে সমস্ত বেদান্তশাস্ত্র পরিত্যাগ করিতে হয় ॥ ১১২ ॥

(*) তৎপ্রযুক্ত জীবগতদোষাঃ' ইতি (খ) পাঠঃ।　　(†) হেকদা পরিত্যক্তাঃ স্যুঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) তাদাত্ম্যোপদেশা বিরুদ্ধা এব' ইতি (খ, গ) পাঠঃ।

(§) ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশা ন সম্ভবতীতি' ইতি [illegible]

নিখিলোপনিষৎপ্রসিদ্ধং কৃৎস্নস্য ব্রহ্মশরীরভাবমাতিষ্ঠমানৈঃ কৃৎস্নস্য (*) ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশাঃ সর্বে সম্যগুপপাদিতা ভবন্তি। জাতি-গুণয়োরিব দ্রব্যাণামপি শরীরভাবেন বিশেষণত্বেন 'গৌরশ্বো মনুষ্যো দেবো জাতঃ পুরুষঃ (†) কর্মভিঃ' ইতি সামানাধিকরণ্যং লোক-বেদয়োর্মুখ্যমেব দৃষ্টচরম্। জাতি-গুণয়োরপি দ্রব্যপ্রকারত্বমেব 'ষণ্ডো গৌঃ, শুক্লঃ পটঃ' ইতি (‡) সামানাধিকরণ্য-নিবন্ধনম্। মনুষ্যত্বাদিবিশিষ্টপিণ্ডানামপ্যাত্মনঃ প্রকারতয়ৈব পদার্থত্বাৎ 'মনুষ্যঃ পুরুষঃ ষণ্ডো যোষিদাত্মা জাতঃ' ইতি সামানাধিকরণ্যং সর্বত্রানুগতমিতি (§) প্রকারত্বমেব সামানাধিকরণ্য-নিবন্ধনম্; ন পরস্পরব্যাবৃত্তা (¶) জাত্যাদয়ঃ। স্বনিষ্ঠানামেব হি দ্রব্যাণাং কদাচিৎ ক্বচিদ্দ্রব্যবিশেষণত্বে মত্বর্থীয়ঃ প্রত্যয়ো 'দণ্ডী কুণ্ডলী' ইতি

১১৩। পক্ষান্তরে, যাহারা (আমরা) সমস্ত উপনিষৎশাস্ত্রীয় প্রসিদ্ধি অনুসারে সমস্ত বস্তুকে ব্রহ্ম-শরীর বলিয়া স্বীকার করে, তাহাদের মতে ব্রহ্মাত্মভাববোধক উপদেশ গুলি অতি উত্তমরূপেই সমর্থিত হইতে পারে। মনুষ্যত্বাদি জাতি এবং শুক্লাদি গুণ-সমূহ যেরূপ বিশেষণ হইয়া থাকে, তদ্রূপ দ্রব্যসমূহও শরীররূপে আত্মার বিশেষণ হইতে পারে; হইতে পারে বলিয়াই 'পুরুষ (আত্মা) স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা গো, অশ্ব, মনুষ্য ও দেবতা হইয়াছে;' ইত্যাদি সামানাধিকরণ্য ঘটিত প্রয়োগগুলি কি লোক-ব্যবহার, কি বেদ-প্রয়োগ, সর্ব্বত্রই মুখ্যরূপে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। 'ষণ্ড (ষাঁড়) গো', 'শুক্ল বস্ত্র' ইত্যাদি স্থানে যে, ষণ্ডত্ব জাতি ও শুক্ল গুণ দ্রব্যরূপী গো ও বস্ত্রের বিশেষণভাবে প্রযুক্ত হয়, জাতি ও গুণের দ্রব্য-বিশেষণত্ব-নিয়মই তাহার কারণ। আর মনুষ্যত্ব প্রভৃতি জাতিবিশিষ্ট যে দেহপিণ্ড, তাহাও আত্মার প্রকার বা বিশেষণরূপেই প্রযুক্ত হইয়াথাকে। 'আত্মা—মনুষ্য, পুরুষ, ষণ্ড ও স্ত্রীরূপে জন্মিয়াছে'; ইত্যাদি স্থলে যে, আত্মার সহিত দেহ-পিণ্ডের সামানাধিকরণ্য-ব্যবহার অব্যাহতভাবে চলিয়া থাকে, দ্রব্যের বিশেষণত্ব-নিয়মই সেই সামানাধিকরণ্য-ব্যবহারের কারণ; কিন্তু পরস্পরব্যাবৃত্ত অর্থাৎ পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিত জাতি-গুণাদি ধর্ম্মসকল এই সামানাধিকরণ্যের কারণ নহে। কখনওবা স্থলবিশেষে দ্রব্য সমূহই বিশেষণরূপে অপর দ্রব্যে আশ্রিত থাকিয়া মত্বর্থীয় প্রত্যয়-সহযোগে প্রযুক্ত হয়। যথা,—দণ্ডী, কুণ্ডলী। 'দণ্ড' ও 'কুণ্ডল' দুইটী স্বতন্ত্র দ্রব্য, স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত এবং স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্নাকার-প্রতীতির বিষয় হইয়াও এখানে

(*) ব্রহ্মতাদাত্ম্যভাব' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) জাতঃ কর্ম্মভিঃ' ইতি (খ) পাঠঃ।
(‡) তথা সামানা—' ইতি (খ) পাঠঃ। (§) যোষিদ্বা আত্মা' ইতি (খ) পাঠঃ।
(¶) অনুস্যূতমিতি' ইতি (গ) পাঠঃ। (||) ব্যাবৃত্ত্যা' ইতি (খ, গ) পাঠঃ।

দৃষ্টঃ; (*) ন পৃথক্প্রতিপত্তিস্থিত্যনর্হাণাং দ্রব্যাণাং তেষাং বিশেষণত্বং সামানাধিকরণ্যাবসেয়মেব।

যদি 'গৌরশ্বো মনুষ্যো দেবঃ পুরুষো যোষিৎ ষণ্ড আত্মা কর্মভির্জাতঃ', ইত্যত্র 'ষণ্ডো (†) মুণ্ডো গৌঃ', 'শুক্লঃ পটঃ' 'কৃষ্ণঃ পটঃ' ইতি জাতি-গুণ-বদাত্ম-প্রকারত্বং মনুষ্যাদিশরীরাণামিষ্যতে। তর্হি জাতি-ব্যক্ত্যোরিব প্রকার-প্রকারিণোঃ শরীরাত্মনোরপি নিয়মেন সহপ্রতিপত্তিঃ স্যাৎ। ন চৈবং দৃশ্যতে। ন হি নিয়মেন গোত্বাদিবদাত্মাশ্রয়তয়ৈবাত্মনা সহ মনুষ্যাদি-শরীরং পশ্যন্তি। অতো মনুষ্য আত্মেতি (‡) সামানাধিকরণ্যং লাক্ষ-ণিকমেব॥

নৈতদেবম্; মনুষ্যাদিশরীরাণামপ্যাত্মৈকাশ্রয়ত্বং তদেকপ্রয়োজনত্বং তৎপ্রকারত্বঞ্চ জাত্যাদিতুল্যম্। আত্মৈকাশ্রয়ত্বম্-আত্মবিশ্লেষে শরীরবিনা-শাদবগম্যতে। আত্মৈকপ্রয়োজনত্বঞ্চ—(§) তত্তৎকর্মফলভোগার্থতয়ৈব

অপরের (দণ্ড ও কুণ্ডলধারীর) বিশেষণভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই বিশেষণভাবটীও কথিত সামানাধিকরণ্য বলেই ব্যবস্থাপিত করিতে হয়॥

আশঙ্কা হইতে পারে, 'ষণ্ড (ষাঁড়) গো',' এস্থলে যেমন ষণ্ডত্ব জাতিটী গোর বিশেষণ হইয়াছে, এবং 'শুক্ল পট' ও 'কৃষ্ণ পট,' এই স্থলে শুক্ল ও কৃষ্ণ-গুণ যেমন পটের বিশেষণ হইয়াছে, 'পুরুষ কর্ম্মফলে গো, অশ্ব, মনুষ্য, দেবতা, যোষিৎ বা ষণ্ড (ষাঁড় অথবা ক্লীব) হইয়াছে'; এই সকল ব্যবহারস্থলেও যদি তেমনি মনুষ্যাদি শরীরকে আত্মার বিশেষণ বলিয়া স্বীকার করা যায়; তাহা হইলে বিশেষণ-বিশেষ্যভাবাপন্ন মনুষ্যত্বাদি জাতি ও মনুষ্যাদি ব্যক্তির ন্যায় প্রকার (বিশেষণ) শরীর ও প্রকারী (বিশেষ্য) আত্মারও নিত্যই সহপ্রতিপত্তি অর্থাৎ সহাবস্থান ও একসঙ্গে প্রতীতি হইতে পারে ? অথচ এরূপ (প্রতীতি) কখনও দেখা যায় না। গোত্বাদি জাতিবিশিষ্টরূপে যেমন গবাদি শরীরের ব্যবহার করা হয়, সেরূপ মনুষ্যাদি শরীরকে কেহ কখনও আত্মাশ্রয় বা আত্মনিষ্ঠ বলিয়া আত্মার সহিত অভিন্নরূপে ব্যবহার করে না। সুতরাং বলিতে হইবে যে, 'মনুষ্যই আত্মা' অথবা 'আত্মাই মনুষ্য,' এইরূপে যে আত্মা ও শরীরের অভেদব্যবহার, উহা লাক্ষণিক (গৌণ) ভিন্ন আর কিছুই নহে॥

না,—এরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না; জাতি ও গুণের ন্যায় মনুষ্যাদি-শরীরও একমাত্র আত্মাশ্রিত, আত্ম-প্রয়োজনীয় এবং আত্মারই প্রকার বা ধর্ম্মস্বরূপ। মনুষ্যাদি শরীর যে, আত্মাতে আশ্রিত, ইহা আত্ম-বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে শরীর বিনাশদর্শনেই বুঝিতে পারা যায়। আত্ম-কৃত বিশেষ-বিশেষ কর্ম্মফল-ভোগের জন্যই যে, শরীরের সৃষ্টি ও অস্তিত্ব (বর্ত্তমান

(*) প্রত্যয়ো দৃষ্টঃ' ইতি (ঘ) পাঠঃ। (খ) পুস্তকে তু 'দৃষ্ট'-পদমেব নাস্তি।

(†) খণ্ড' ইতি (খ) পাঠঃ।　(‡) মনুষ্যাত্মা'ইতি (গ) পাঠঃ।　(§) তৎ-কর্মফল'ইতি (ঘ) পাঠঃ।

সদ্ভাবাৎ। তৎপ্রকারত্বমপি দেবো মনুষ্য ইত্যাত্মবিশেষণতয়ৈব প্রতীতেঃ। এতদেব হি গবাদিশব্দানাং ব্যক্তিপর্যন্তত্বে হেতুঃ। এতৎ-স্বভাববিরহাদেব দণ্ডাদীনাং বিশেষণত্বে 'দণ্ডী' 'কুণ্ডলী' ইতি মত্বর্থীয়ঃ প্রত্যয়ঃ। দেবমনুষ্যাদিপিণ্ডানামাত্মৈকাশ্রয়ত্ব-তদেকপ্রয়োজনত্ব-তৎপ্রকারত্বস্বভাবাৎ (*) 'দেবো মনুষ্য আত্মা' ইতি লোক-বেদয়োঃ সামানাধিকরণ্যেন ব্যবহারঃ। জাতি-ব্যক্ত্যোর্নিয়মেন সহপ্রতীতিরুভয়োশ্চাক্ষুষত্বাৎ; আত্মনস্ত্বচাক্ষুষত্বাচ্চক্ষুষা শরীরগ্রহণবেলায়ামাত্মা ন গৃহ্যতে। পৃথগ্-গ্রহণযোগ্যস্য প্রকারতয়ৈকস্বরূপত্বং দুর্ঘটমিতি মা বোচঃ। জাত্যাদিবৎ তদেকপ্রয়োজনত্ব-তদ্বিশেষণত্বৈঃ শরীরস্যাপি তৎপ্রকারতৈকস্বভাবত্বাবগমাৎ। সহোপলম্ভ-নিয়মস্ত্বেকসামগ্রীবেদ্যত্বনিবন্ধন ইত্যুক্তম্। যথা চক্ষুষা পৃথিব্যা-

---

থাকা,) তাহাতেই শরীরের আত্ম-প্রয়োজনাধীনতা সমর্থিত হয়। আত্মাই দেবতা ও মনুষ্য (হয়,) ইত্যাদি ব্যবহার-দর্শনেই জানা যায় যে, দেব-মনুষ্যাদি শরীর গুলি আত্মারই প্রকার বা বিশেষণ (ধর্ম্ম)। গবাদি-শব্দে যে, কেবল আত্মাকে না বুঝাইয়া ব্যক্তিকেও বুঝায়, উল্লিখিত আত্মৈকাশ্রয়ত্ব প্রভৃতিই তাহার কারণ। আর এইরূপ সম্বন্ধ না থাকায়ই দণ্ড-কুণ্ডলাদি পদগুলি বিশেষণ হইলেও মত্বর্থীয় প্রত্যয় (ইন্ প্রভৃতি) যোগে-'দণ্ডী' 'কুণ্ডলী' ইত্যাদিরূপে উহাদের বিশেষণ-বিশেষ্যভাব সাধন করিতে হয়। আর দেব-মনুষ্যাদি-শরীর গুলি স্বভাবতই আত্মাতে আশ্রিত, আত্মারই প্রয়োজনে প্রযোজিত এবং আত্মারই বিশেষণ; এই কারণেই লৌকিক ও বৈদিক প্রয়োগে 'দেবাত্মা' ও 'মনুষ্যাত্মা,' এইরূপ সামানাধিকরণ্যে (অভেদ রূপে) ব্যবহার হইয়াথাকে। জাতি ও মনুষ্যাদি দেহ, উভয়ই চক্ষুগ্রাহ্য সুতরাং সর্ব্বদাই তদুভয়ের একত্র প্রতীতি হইয়া থাকে, কিন্তু, আত্মা চাক্ষুষ (চক্ষুর গ্রাহ্য) নহে, এই কারণে চক্ষুদ্বারা দর্শনের সময় কেবল শরীরই দৃষ্ট হয়, আত্মা দৃষ্ট হয় না, [ঐই কারণে সর্ব্বদা উভয়ের অভেদ প্রতীতি না হইয়া, পৃথক্ প্রতীতি হয়] আর যে, পৃথক্ প্রতীতিগম্য পদার্থের প্রকারতা সম্ভব হয় না, অর্থাৎ যে দুইটী পদার্থের পৃথক্ পৃথক্ প্রতীতি হয়, তদুভয়ের মধ্যে একটী কখনও অপরটীর প্রকার বা বিশেষণ হইতে পারে না; একথা বলিতে পার না কেন না, একমাত্র আত্মার আশ্রিত থাকায়-আত্মার প্রয়োজন-সাধনে নিযুক্ত থাকায়—এবং আত্মারই বিশেষণভাবে ব্যবহার হওয়ায় ঠিক জাত্যাদি পদার্থেরই মত শরীরেরও আত্ম-বিশেষণত্ব বুঝিতে পারা যায় যেখানে উভয়েরই প্রত্যক্ষ-কারণ এক, সেখানেই সহোপলম্ভের নিয়ম, অর্থাৎ সেখানেই উভয়ের এক সঙ্গে প্রতীতি অবশ্যম্ভাবিনী; এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যেমন গন্ধ ও রস পৃথিবীর স্বভাবসিদ্ধ গুণ হইলেও চক্ষু দ্বারা পৃথিবী-দর্শন সময়ে তাহার স্বাভাবিক

(*) দেবমনুষ্যাদিপিণ্ডানাম্' ইত্যাদিঃ, স্বভাবাৎ' ইত্যন্তোঽংশঃ (গ) পুস্তকে ন দৃশ্যতে। (ঙ) পুস্তকে তু—তদেকপ্রয়োজনত্বাৎ, তৎপ্রকারত্বস্বভাবাৎ' ইতি ভিন্নপ্রকারঃ পাঠ উপলভ্যতে।

দের্গন্ধরসাদিসম্বন্ধিত্বং স্বাভাবিকমপি ন গৃহ্যতে, এবং চক্ষুষা গৃহ্যমাণং শরীরমাত্মপ্রকারৈকস্বভাবমপি ন তথা গৃহ্যতে ; আত্ম-গ্রহণে চক্ষুষঃ সামর্থ্যাভাবাৎ। নৈতাবতা শরীরস্য তৎপ্রকারত্বস্বভাববিরহঃ। তৎ-প্রকারৈকস্বভাবত্বমেব সামানাধিকরণ্যনিবন্ধনম্। আত্মপ্রকারতয়া প্রতি-পাদনসমর্থস্তু শব্দঃ সহৈব প্রকারতয়া প্রতিপাদয়তি ॥১১৩॥

ননু চ, শাব্দেঽপি ব্যবহারে শরীরশব্দেন শরীরমাত্রং গৃহ্যতে, ইতি নাত্মপর্যন্ততা শরীরশব্দস্য। নৈবম্ ; আত্মপ্রকারভূতস্যৈব শরীরস্য পদার্থতা-বিবেকপ্রদর্শনায় নিরূপণাৎ (৬) নিষ্কর্ষক শব্দোঽয়ম্ ; যথা গোত্বং শুক্লত্বমাকৃতির্গুণ ইত্যাদিশব্দাঃ। অতো গবাদিশব্দবৎ দেবমনুষ্যাদিশব্দা-

---

গুণ, গন্ধ ও রস দৃষ্ট হয় না ; [কারণ, গন্ধ ও রস চক্ষুর গ্রাহ্য নহে], তেমনি শরীর স্বভাবতঃ আত্মার বিশেষণীভূত হইলেও চক্ষুর দ্বারা শরীর-দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে তৎসংসৃষ্ট আত্মার দর্শন হয় না ; কারণ, আত্ম-দর্শনে চক্ষুর সামর্থ্য নাই। সুতরাং একসঙ্গে প্রতীতি হয় না বলিয়াই শরীরের স্বভাবসিদ্ধ আত্ম-প্রকারতার (আত্ম-বিশেষণভাবের) অভাব হইতে পারে না। আর আত্ম-বিশেষণ বলিয়াই শরীর ও আত্মার অভেদ-প্রয়োগ হয়। শব্দই শরীরের আত্ম-বিশেষণত্ব-প্রতিপাদনে সমর্থ ; এই কারণে শব্দই শরীরকে আত্মার বিশেষণ-রূপে প্রতিপাদন করিয়া থাকে॥ ১১৩ ॥

১১৪। ভাল, শব্দব্যবহারেও ত দেখা যায়, 'শরীর'শব্দে কেবল দেহমাত্র অর্থই বুঝায়, আত্মপর্য্যন্ত অর্থ বুঝাইতে ত কোথাও দেখা যায় না। না,—এ কথাও হইতে পারে না ; শরীর যে, আত্মার বিশেষণভাবেই পদার্থ-সংজ্ঞা লাভ করে, [আত্ম-বিশেষণ না হইলে শরীরের অস্তিত্বই থাকে না।] 'শরীর' শব্দটী তাহারই নিষ্কর্ষক বা পরিচায়ক মাত্র ; সুতরাং আত্মপর্য্যন্ত অর্থ স্বীকার না করিলে উহার কোনরূপ ব্যবহারই চলিতে পারিত না। [কেবল যে, শরীর শব্দেই এইরূপ, তাহা নহে,] গোত্ব, শুক্লত্ব, আকৃতি (চেহারা) ও গুণ প্রভৃতি বাচক শব্দও এইরূপ বিশেষণভাবে বিশেষ্য পর্য্যন্ত অর্থ প্রতীতি করিয়া থাকে (৭৮)। অতএব, গবাদি শব্দের ন্যায় দেব-মনুষ্য প্রভৃতি শব্দগুলিও আত্মাকে পর্য্যন্ত বুঝাইয়া থাকে।

---

(৬) নিরূপকাণাং' ইতি (ক, খ) পাঠঃ। নিষ্কর্ষ-'ইতি (গ) পাঠঃ।

(৭৮) তাৎপর্য্য,—জাতিবাচক গোত্ব প্রভৃতি শব্দ ও গুণ-বাচক শুক্লত্ব প্রভৃতি শব্দগুলি যদিও আপাততঃ জাতি ও গুণমাত্র অর্থ বুঝায় সত্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ সকল শব্দ জাতি ও গুণের আশ্রয়রূপে বিশেষ্য পর্য্যন্ত অর্থই বুঝায়। 'গোত্ব' বলিলেই গোত্ববিশিষ্ট গোর প্রতীতি না হইলে যেন বাক্যার্থের বিশ্রামই হয় না ; 'শুক্ল' বলিলেও গুণের সঙ্গে সঙ্গে তদাশ্রয়ীভূত ঘটপটাদি কোন একটী বিশেষ্য পদার্থের প্রতীতি না হইলে ঐ বাক্য অসমাপ্ত বলিয়া মনে হয়। এইরূপ শরীর-শব্দে যেমন শরীর অর্থ বুঝায়, তেমনি তদাশ্রয়রূপে আত্মাকেও বুঝায়, এবং শরীর বলিলেই প্রতীতি হয় যে, উহা আত্মার একটী প্রকার বা বিশেষণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং শরীর বলিলে যেমন দেহের প্রতীতি হয়, তেমন তদাশ্রয়রূপে আত্মারও প্রতীতি হইয়া থাকে।

আত্মপর্যন্তাঃ। এবং দেবমনুষ্যাদি-পিণ্ডবিশিষ্টানাং জীবানাং পরমাত্ম-শরীরতয়া তৎপ্রকারত্বাৎ জীবাত্মবাচিনঃ শব্দাঃ পরমাত্মপর্যন্তাঃ। অতঃ পরস্য ব্রহ্মণঃ প্রকারতয়ৈব চিদচিদ্বস্তুনঃ পদার্থত্বমিতি তৎসামানাধিকরণ্যেন প্রয়োগঃ। অয়মর্থো বেদার্থসংগ্রহে সমর্থিতঃ। ইদমেব শরীরাত্মভাব-লক্ষণং তাদাত্ম্যম্ (চ) "আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ।" [ব্রহ্ম সূ০ ৪।১।৩] ইতি বক্ষ্যতি। "আত্মেত্যেব তু গৃহ্নীয়াৎ" ইতি চ বাক্য-কারঃ (৩৯)।

অত্রেদং তত্ত্বম্,— অচিদ্বস্তুনশ্চিদ্বস্তুনঃ পরস্য চ ব্রহ্মণো ভোগ্যত্বেন ভোক্তৃত্বেন চেশিতৃত্বেন স্বরূপবিবেকমাহুঃ কাশ্চন শ্রুতয়ঃ,—

"অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ, তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ।

মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরম্॥" [শ্বেতাশ্ব০, ৪।৯-১০]

"ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ। ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ।" [শ্বেতাশ্ব০,

---

এইরূপ, দেব-মনুষ্যাদি দেহধারী জীব-নিবহও পরমাত্মার শরীরস্থানীয়; সুতরাং জীব-বোধক শব্দসমূহও পরমাত্মাকে পর্য্যন্ত বুঝাইয়া থাকে। অতএব, স্বয়ং জড়ময় বস্তু-সমষ্টি পরব্রহ্মের বিশেষণভাবেই বস্তুত্ব লাভ করে, এই হেতু পরব্রহ্মের সহিত জগতের সামানাধিকরণ্য বা অভেদ-প্রয়োগ হইয়া থাকে, ('কিন্তু এ প্রয়োগ উভয়ের একত্ব নিবন্ধন নহে)। এই বিষয়টী বেদার্থ-সংগ্রহনামক গ্রন্থে সমর্থন করা হইয়াছে। 'মুক্ত পুরুষেরা ব্রহ্মকে আত্মা বলিয়া প্রাপ্ত হন, এবং শ্রুতিও এইভাব জ্ঞাপন করিতেছেন।' এই সূত্রে স্বয়ং সূত্রকারও এই শরীরাত্মভাবরূপ তাদাত্ম্য বা অভেদই নির্দ্দেশ করিবেন। বাক্যকারও বলিয়াছেন যে, 'ব্রহ্মকে 'আত্মা' বলিয়াই গ্রহণ করিবে।'

ইহার গূঢ় রহস্য এই,—জগতে ত্রিবিধ পদার্থ আছে,—(১) অচিৎ (জড়), (২) চিৎ (জীব), এবং (৩) পরব্রহ্ম। তন্মধ্যে, অচিৎ জড়—ভোগ্য, চিৎ—ভোক্তা, আর পরব্রহ্ম তৎসমুদয়ের পরিচালক—ঈশ্বর। এইরূপে কতকগুলি শ্রুতি অচিৎ, চিৎ ও পরব্রহ্মের স্বরূপগত বিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই সকল শ্রুতি এই—'মায়াধীশ্বর ব্রহ্ম ইহা হইতেই এই জগৎ-সৃষ্টি করেন; সেই জগতেই আবার জীব মায়া দ্বারা আবদ্ধ হয়। মায়াকে প্রকৃতি (জগতের উপাদান) বলিয়া এবং মায়ীকে (ব্রহ্মকে) মহেশ্বর বা পরমেশ্বর বলিয়া জানিবে।' 'ক্ষর অর্থাৎ বিকারশীল পদার্থ সকল প্রধান বা প্রকৃতিস্বরূপ, আর হরই অমৃত অক্ষর স্বরূপ। এক (অদ্বিতীয়) দেব (পরমেশ্বর) সেই ক্ষর ও অক্ষর—আত্মাকে শাসনে রাখেন। এই

(চ) ভাবতাদাত্ম্যম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

(৩৯) ব্রহ্মসূত্রস্য বৃত্তিকারঃ 'বাক্যকার'-নাম্না প্রসিদ্ধঃ।

১।১০]। “অমৃতাক্ষরং হরঃ” ইতি ভোক্তা নির্দিশ্যতে। প্রধানমাত্মনো ভোগ্যত্বেন হরতীতি হরঃ। “স কারণং করণাধিপাধিপঃ, ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা নচাধিপঃ।” [শ্বেতাশ্ব০, ৬।৯]। “প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ।” [শ্বেতাশ্ব০, ৬।১৬]। “পতিং বিশ্বস্যাত্মেশ্বরং শাশ্বতং শিবমচ্যুতম্।” [মহানারায়ণ০, ১১।৩]। “জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ।” [শ্বেতাশ্ব০, ১।৯]। “নিত্যো নিত্যানাম্, চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।” [কঠ০, ৫।১৩]। “ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা।” [শ্বেতাশ্ব০, ১।১২]। “তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি।” মুণ্ড০, [৩।১।১]।

“পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি।” [শ্বেতাশ্ব০, ১।৬]
“অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাম্, বহ্বীং প্রজাং (ছ) জনয়ন্তী সরূপাম্।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে, জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥”
[মহানারায়ণ০, ১০।৫]।

শ্রুতিতে ‘অমৃতাক্ষর হর’ কথায় ভোক্তা—জীবের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কেন না, স্বীয় ভোগের জন্য প্রধান (ক্ষর—জগৎকে) হরণ অর্থাৎ নিজের আয়ত্ত করেন: এই কারণে ভোক্তাকে ‘হর’ বলা হইয়া থাকে। ‘তিনি (পরমেশ্বর) সকলের কারণ এবং দেহেন্দ্রিয়াধিপতি আত্মারও অধিপতি, ইঁহার জনকও কেহ নাই এবং অধিপতিও কেহ নাই।’ ‘তিনি প্রধান (প্রকৃতি) ও ক্ষেত্রজ্ঞের (জীবের) পতি এবং ত্রিগুণের ঈশ্বর।’ ‘তিনি বিশ্ব-পতি, আত্মার ঈশ্বর, নিত্য-একরূপ, কল্যাণময় ও অচ্যুত, অর্থাৎ অবিকৃতস্বভাব।’ ‘অজ (জন্মরহিত), পদার্থ দুইটী; তন্মধ্যে একটী জ্ঞ (চেতন), অপরটী অজ্ঞ (অচেতন), এবং একটী প্রভু, অপরটী অধীন। ‘যিনি নিত্যেরও নিত্য, চেতনেরও চেতন (চৈতন্যসম্পাদক), এবং যিনি এক হইয়াও বহুবিধ ভোগ্যবস্তু বিধান করেন।’ ‘ভোক্তা—জীব, ভোগ্য—জগৎ ও তৎপ্রেরক ঈশ্বরকে চিন্তা করিয়া—তাহাদের—উভয়ের মধ্যে একটী (জীব) সুস্বাদু কর্ম্মফল ভোগ করে, অপরটী (পরমাত্মা) ভোগ করেন না, কেবল সাক্ষিরূপে উহা দর্শন করেন মাত্র।’ ‘জীব আপনা হইতে পৃথক্ ও প্রেরক ঈশ্বরকে মনন করিয়া এবং তাঁহার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করে।’ ‘নিজের অনুরূপ, বহুপ্রকার (বস্তুর) সৃষ্টিকারিণী, লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণ বর্ণ, অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা, জন্মরহিত ও এক প্রকৃতিকে একটী অজ (আত্মা) প্রীতিপূর্ব্বক অনুসরণ করে, অর্থাৎ সংসারী হয়; অপর অজ (মুক্ত আত্মা) যথোপযুক্ত ভোগ শেষ করিয়া ইহাকে (প্রকৃতিকে) পরিত্যাগ করেন।’ ‘জীব পরমাত্মার

(ছ) বহ্বীঃ প্রজা জনয়ন্তী’ ইতি (গ) পাঠঃ।

"সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি (*) বীতশোকঃ॥"
শ্বেতাশ্ব০, ৪।৭] ইত্যাদ্যাঃ।

স্মৃতাবপি—"অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্॥
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ।" [গীতা০, ৭।৪-৫]
"সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্॥
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্।
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ॥
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ।" [গীতা০, ৯।৭-৮]
"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥" [গীতা০, ৯।১০]
"প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি॥" [গীতা০, ১৩।১৯]
"মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥" [গীতা০, ১৪।৩] ইতি॥

সঙ্গে একই দেহ-বৃক্ষে আহৃত থাকিয়া অনৈশ্বর্য্য-নিবন্ধন মোহগ্রস্ত হইয়া শোক-দুঃখ ভোগ করে।' 'আরাধিত বা প্রীতিসম্পন্ন [জীব] অপর (নিজ হইতে পৃথক্) ঈশ্বরকে যখন দর্শন করিতে পারে, তখন বীত-শোক হইয়া তাঁহার মহিমা প্রাপ্ত হয়।' ইত্যাদি॥

স্মৃতিতেও আছে, '[পঞ্চভূত, মনঃ, বুদ্ধি ও] অহঙ্কার, এই অষ্টধা বিভক্ত আমার প্রকৃতি, পরন্তু ইহা আমার অপরা (বহিরঙ্গ) প্রকৃতি। হে মহাবাহো—অর্জ্জুন! জানিও এতদ্ভিন্ন আমার আরও একটী 'পরা' প্রকৃতি আছে, তাহা জীবস্বরূপ এবং তাহা দ্বারাই এই জগৎ বিধৃত (রক্ষিত আছে)।' 'হে কুন্তিনন্দন! কল্প-ক্ষয়ে (সৃষ্টির নির্দ্দিষ্ট কাল শেষ হইলে) সমস্ত ভূতই আমার প্রকৃতিতে বিলীন হয়, এবং কল্পের প্রারম্ভে আবার আমিই সেই সকল ভূতকে সৃষ্টি করি। আমি আমার প্রকৃতির সাহায্যে প্রকৃতির অধীন এবং কর্ম্ম-পরতন্ত্র এই সমস্ত ভূতকে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিয়া থাকি।' 'প্রকৃতি আমারই প্রেরণায় চরাচরাত্মক জগৎ প্রসব করে। হে কুন্তিনন্দন! এই কারণেই এই জগৎ চলিয়া আসিতেছে। প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিও।' 'আমার অভিব্যক্তিস্থান যে মহৎ ও ব্রহ্ম (ব্যাপক প্রকৃতি), তাহাতে আমি সর্ব্বভূতের গর্ভ (বীজভাব) স্থাপন করি। হে ভারত, তাহা হইতেই

(*) মহিমানমিতরো' ইতি (খ) পাঠস্তু প্রামাদিকঃ।

জগদ্‌যোনিভূতং মহদ্ ব্রহ্ম মদীয়ং প্রকৃত্যাখ্যং ভূতসূক্ষ্মমচিদ্বস্তু যৎ; তস্মিন্ চেতনাখ্যং গর্ভং সংযোজয়ামি। ততো মৎকৃতাচ্চিদচিৎসংসর্গাৎ দেবাদিস্থাবরান্তানামচিন্মিশ্রাণাং সর্বভূতানাং সম্ভবো ভবতীত্যর্থঃ ॥১১৪॥

এবং ভোক্তৃ-ভোগ্যরূপেণাবস্থিতয়োঃ সর্বাবস্থাবস্থিতয়োশ্চিদচিতোঃ পরমপুরুষ-শরীরতয়া তন্নিয়াম্যত্বেন তদপৃথক্‌স্থিতিং পরমপুরুষস্য চাত্মত্ব-মাহুঃ কাশ্চন শ্রুতয়ঃ,—"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো, যং পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি" ইত্যারভ্য,—"য-আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোঽন্তরো যমাত্মা ন বেদ, যস্যাত্মা শরীরম্, য-আত্মানমন্তরো যময়তি, স তে আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ" ইতি। তথা, "যঃ পৃথিবীমন্তরে সঞ্চরন্, যস্য পৃথিবী শরীরং, যং পৃথিবী ন বেদ" ইত্যারভ্য-(*) "যো মৃত্যুমন্তরে সঞ্চরন্, যস্য মৃত্যুঃ শরীরম্, যং মৃত্যুর্ন বেদ, এষ সর্ব-

সর্ব্বভূতের সমুৎপত্তি হইয়া থাকে।' ভগবান্ বলিতেছেন—'মদীয় প্রকৃতিসংজ্ঞক যে, ভূত-সূক্ষ্মরূপ জড় বস্তু; তাহাতেই আমি চেতনাত্মক গর্ভ সংযোজিত করি। আমার কৃত সেই চেতনাচেতন সম্বন্ধ বশতই দেবতা হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবর পর্য্যন্ত, চেতনাচেতন-সমন্বিত সর্ব্বভূতের সমুৎপত্তি হইয়া থাকে; ইহাই শেষ শ্লোকের অর্থ ॥ ১১৪ ॥

১১৫। চেতন জীবসমূহ ভোক্তা, আর অচেতন জড়বর্গ তাহাদের ভোগ্য; এইপ্রকার ভোক্তৃ-ভোগ্যরূপে অবস্থিত এবং সর্ব্বাবস্থায় একরূপে বর্ত্তমান চিৎ ও অচিৎ বস্তুসমূহ, যখন পরম পুরুষ ভগবানেরই শরীর, এবং শরীর বলিয়াই তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হয়; তখন তাঁহা হইতে এ সকলের পৃথক্‌রূপে অবস্থান করিবারও শক্তি নাই; এইকারণে নিম্নলিখিত কতকগুলি শ্রুতি সেই পরমপুরুষকে 'আত্মা' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—'যিনি পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবী হইতে পৃথক্, পৃথিবী যাঁহাকে জানে না, অথচ পৃথিবীই যাঁহার শরীর, এবং যিনি [পৃথিবীর] অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে সংযমিত করেন।' এই হইতে আরম্ভ করিয়া—'যিনি আত্মাতে থাকেন, অথচ আত্মা হইতে পৃথক্, আত্মা যাঁহার শরীর, অথচ আত্মা যাঁহাকে জানে না; যিনি [আত্মার] অভ্যন্তরে থাকিয়া (অন্তর্যামিরূপে) আত্মাকে (জীবকে) পরিচালিত করেন; সেই অন্তর্যামী অমৃত পুরুষই তোমার আত্মা।' ইতি। আরও আছে,—'যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে বিচরণ করেন, পৃথিবী যাঁহার শরীর, এবং পৃথিবী যাঁহাকে জানে না,' এই হইতে আরম্ভ করিয়া—'যিনি মৃত্যুর অভ্যন্তরে বিচরণ করেন, মৃত্যু যাঁহার শরীর এবং মৃত্যু যাঁহাকে জানে না; তিনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, নিষ্পাপ,

(*) যোঽক্ষরমন্তরে সঞ্চরন্, যস্যাক্ষরং শরীরং, যমক্ষরং ন বেদ' ইত্যাদিঃ (গ) চিহ্নিতপুস্তকে নোপলভ্যতে।

ভূতা(*)ন্তরাত্মাপহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ।" [সুবাল০, ৭]। অত্র মৃত্যুশব্দেন তমঃশব্দবাচ্যং সূক্ষ্মাবস্থমচিদ্বস্তু অভিধীয়তে; অস্যামেবোপনিষদি—"অব্যক্তমক্ষরে লীয়তে, অক্ষরং তমসি লীয়তে" ইতি বচনাৎ। "অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্বাত্মা," [যজুরারণ্যক০, ৩ প্রঃ, ১১।২১]।

এবং সর্বাবস্থাবস্থিত-চিদচিদ্বস্তুশরীরতয়া তৎপ্রকারঃ পরমপুরুষ এব কার্যাবস্থ-কারণাবস্থ-জগদ্রূপেণাবস্থিত ইতীমমর্থং জ্ঞাপয়িতুং কাশ্চন শ্রুতয়ঃ কার্যাবস্থং কারণাবস্থঞ্চ জগৎ স এবেত্যাহুঃ;—"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্। তদৈক্ষত—বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইতি, "তৎ তেজোঽসৃজত" ইত্যারভ্য—"সন্মূলাঃ" সোম্যেমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ। ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্। তৎ সত্যম্। স আত্মা। তৎ ত্বমসি শ্বেতকেতো" ইতি [ছান্দো০, ৬।২,।১৮,৬]। তথা "সোঽকাময়ত

অলৌকিক, দ্যুতিসম্পন্ন এক (অদ্বিতীয়) নারায়ণ।' এখানে 'মৃত্যু' শব্দে 'তমঃ'-শব্দবাচ্য ভূতসূক্ষ্মরূপে অবস্থিত অচিৎ পদার্থ (জড়বস্তু) অভিহিত হইয়াছে। কারণ, এই 'সুবাল' উপনিষদেই বলা হইয়াছে যে, অব্যক্ত ভূতসকল অক্ষরে লীন হয়, অক্ষর আবার তমে অর্থাৎ সূক্ষ্মভূতে বিলীন হয়। আরও আছে,—সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ ভগবান্ [সকলের] অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক জনগণের শাসন করিয়া থাকেন।'

এই প্রকারে দেখা যায়, চেতন ও অচেতন পদার্থসমূহ যে অবস্থায় থাকুক না কেন, পরমপুরুষ পরমাত্মার শরীর ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং ঐ সকল পদার্থকে তাঁহার প্রকার বা ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। [ধর্ম্ম যখন ধর্ম্মী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ নহে, তখন] চেতনাচেতনময় জগৎ কার্য্যাবস্থায়ই থাকুক আর কারণাবস্থায়ই থাকুক, পরমপুরুষ-পরমাত্মা নিশ্চয়ই জগৎ-রূপে অবস্থান করেন; এই তাৎপর্য্য জ্ঞাপনার্থই কতকগুলি শ্রুতি কার্য্য ও কারণাবস্থ জগৎকে পরমপুরুষ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—অর্থাৎ পরমাত্মা ও জগতের অভেদ খ্যাপন করিয়াছেন। সেই সকল শ্রুতি এই,—'হে সোম্য! সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপে ছিল। সেই সৎ-ব্রহ্ম ইচ্ছা করিলেন—'আমি বহু হইব এবং জন্মিব। তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন।' এই হইতে আরম্ভ করিয়া কথিত হইয়াছে যে,—'হে সোম্য! সৎ-ব্রহ্মই জায়মান সমস্ত পদার্থের মূল বা উৎপত্তির কারণ, আশ্রয় ও বিলয় স্থান। এই সমস্ত জগৎই এই সৎস্বরূপ; তিনিই সত্য, এবং তিনিই আত্মা; হে শ্বেতকেতো! তুমিও সেই আত্মস্বরূপ।' আরও আছে,—'তিনি কামনা করিলেন—আমি বহু হইব,

---

(*) সর্বভূতাত্ম' ইতি (গ) পাঠঃ।

—বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইতি। "স তপোঽতপ্যত ; স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্বমসৃজত" ইত্যারভ্য—"সত্যঞ্চানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ" [তৈত্তি০, ৬।২-৩] ইত্যাদ্যাঃ।

অত্রাপি শ্রুত্যন্তরসিদ্ধশ্চিদচিতোঃ পরমপুরুষস্য চ স্বরূপবিবেকঃ স্মারিতঃ। "হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি" ইতি। "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ। তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ, বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ, সত্যঞ্চানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ" [ছান্দো০, ৬।৩.২] ইতি চ। "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য" ইতি জীবস্য ব্রহ্মাত্মকত্বং—"তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ", "বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ" ইত্যনেনৈকার্থ্যাদাত্ম-শরীরভাবনিবন্ধনমিতি বিজ্ঞায়তে। এবম্ভূতমেব নামরূপব্যাকরণং "তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ, তৎ নাম রূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত" [বৃহদা০, ৩।১।৭] ইত্যত্রাপ্যুক্তম্। অতঃ কার্যাবস্থঃ কারণাবস্থশ্চ স্থূল-

---

জন্মিব, তিনি তপস্যা করিয়াছিলেন ; তিনি তপস্যা করিয়া এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন।' এই হইতে আরম্ভ করিয়া—'সত্যস্বরূপ ব্রহ্মই সত্য ও অসত্য হইয়াছিলেন।' ইত্যাদি ॥

অপরাপর শ্রুতিতে যে, চিৎ, অচিৎ ও পরমপুরুষ পরমেশ্বরের স্বরূপ-বিবেক, অর্থাৎ স্বরূপগত পার্থক্য সমর্থিত হইয়াছে ; তাহাই এই ছান্দোগ্য ও তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যথা—'আমি (পরমেশ্বর) এই জীবাত্মারূপে এই ভূতত্রয়ের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ (আকৃতি) প্রকটিত করিব।' ইতি। এবং 'তিনি তাহা সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সৎ (পরোক্ষ) ও ত্যৎ (অপরোক্ষ) হইলেন। বিজ্ঞান (চেতন) ও অবিজ্ঞান (জড়পদার্থ) এবং সত্য ও অনৃত স্বরূপ (মিথ্যা) হইলেন।' ইতি। এখানে 'তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সৎ ও ত্যৎরূপ ধারণ এবং বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞানরূপে আত্মপ্রকটনে'র উল্লেখ থাকায়—বুঝা যায় যে, 'এই জীবরূপে প্রবিষ্ট হইয়া—'এই শ্রুতিতেও ঠিক সেই অর্থই উক্ত হইয়াছে ; অতএব বুঝিতে হইবে, জীবের যে ব্রহ্মভাব অভিহিত হইয়াছে ; জীব ও ব্রহ্মের শরীর-শরীরিভাবই তাহার একমাত্র কারণ ; নচেৎ উভয় শ্রুতির একার্থতা রক্ষা পায় না। আর, 'তখন (সৃষ্টির পূর্ব্বে) এই জগৎ অব্যাকৃতভাবে বা সূক্ষ্মাবস্থায় ছিল ; অনন্তর তাহাই নাম ও রূপে অভিব্যক্ত হইল।' এই শ্রুতিতেও ঐরূপ নাম-রূপাভিব্যক্তির কথাই স্পষ্টাক্ষরে উক্ত হইয়াছে। অতএব বুঝিতে হইবে যে, কার্যারূপে বা কারণরূপে অবস্থিত, স্থূল-সূক্ষ্ম ও চেতনাচেতন বস্তু-

সূক্ষ্ম-চিদচিদ্বস্তুশরীরঃ পরমপুরুষ এবেতি কারণাৎ (*) কার্যস্যানন্যত্বেন কারণ-বিজ্ঞানেন কার্যস্য বিজ্ঞাততয়া এক-বিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানঞ্চ সমীহিতমুপপন্নতরম্। (†) "অহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" ইতি, "তিস্রো দেবতাঃ" ইতি সর্বমচিদ্বস্তু নির্দিশ্য তত্র স্বাত্মক-জীবানুপ্রবেশেন নাম-রূপব্যাকরণবচনাৎ সর্ব্বে বাচকাঃ শব্দা অচিজ্জীববিশিষ্ট-পরমাত্মন এব বাচকা ইতি কারণাবস্থ-পরমাত্মবাচিনা শব্দেন কার্যবাচিনঃ শব্দস্য সামানাধিকরণ্যং মুখ্যবৃত্তম্। অতঃ স্থূলসূক্ষ্ম-চিদচিৎপ্রকারকং ব্রহ্মৈব কার্যং কারণং চেতি ব্রহ্মোপাদানং জগৎ। সূক্ষ্ম-চিদচিদ্বস্তুশরীরং ব্রহ্মৈব কারণমিতি॥

সমূহ পরমপুরুষ পরমেশ্বরেরই শরীর। [অতএব, তিনি কারণ, জগৎ তাঁহার কার্য্য।] কার্য্য কখনই কারণ হইতে পৃথক্ বা ভিন্ন নহে; কাজেই কারণস্বরূপ ভগবানকে জানিলেই তাৎকার্য্য সমস্ত জগৎও বিজ্ঞাত হইতে পারে; সুতরাং একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান, যাহা অভিলষিত, তাহাও সম্পূর্ণরূপে উপপন্ন বা সমর্থিত হয়। "অহম্ ইমাঃ" ইত্যাদি শ্রুতি "তিস্রো দেবতাঃ" ইত্যাদি পদ দ্বারা (‡) সমস্ত জড়পদার্থের নির্দ্দেশ করিয়া তাহাতেই আবার স্বস্বরূপ জীবের অনুপ্রবেশ দ্বারা নাম ও রূপের অভিব্যক্তি করিয়াছেন। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, বাচক বা অর্থবোধক শব্দ মাত্রই যে-কোনরূপেই হউক, নিশ্চয়ই পরমাত্মাকে বুঝাইয়া থাকে, (নচেৎ সর্ব্বভাবাপত্তিবোধক শ্রুতিসমূহের অর্থ বাধিত হইয়া যায়)। অতএব, কারণাবস্থাপন্ন পরমাত্মবোধক শব্দের ('তৎ' প্রভৃতি পদের) সহিত কার্য্যাবস্থাবোধক শব্দের (জীব-বোধক 'ত্বং' প্রভৃতি পদের) সামানাধিকরণ্য বা অভেদোক্তি অবাধে উপপন্ন হয়। অতএব, বুঝিতে হইবে, স্থূল, সূক্ষ্ম ও চিৎ-জড়াত্মক সমস্ত জগৎই ব্রহ্মের প্রকার বা ধর্ম্ম (অবস্থাবিশেষ), ব্রহ্ম নিজেই কার্য্য ও কারণস্বরূপ, এবং সমস্ত জগতের উপাদান কারণরূপে বিরাজ করিতেছেন। অতএব, সূক্ষ্মই হউক, আর চেতনই হউক, কিংবা অচেতনই হউক, সেই সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মের শরীর, এবং ব্রহ্মই তৎসমুদয়ের কারণ; অপর কোনও কারণ নাই।

(*) কার্য্যাৎ কারণস্য' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) (ক, খ) পুস্তকয়োঃ 'হন্তাহম্' ইতি পাঠো দৃশ্যতে, টীকায়ান্তু নৈবমুপপদ্যতে; অতঃ (ঘ) পুস্তকসম্মতঃ পাঠএব পরিগৃহীতঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—ছান্দোগ্যোপনিষদে "তিস্রঃ দেবতাঃ" কথার অর্থ—ক্ষিতি, জল, তেজঃ, এই ভূতত্রয়। যদিও এখানে তিনটী মাত্র ভূতের উৎপত্তির কথা থাকুক, তথাপি তৈত্তিরীয় উপনিষদে পঞ্চভূতেরই উৎপত্তির কথা আছে। তাহার সহিত সমানার্থ রক্ষার জন্য এখানেও 'তিস্রঃ' পদেরই 'পঞ্চ' অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। পরমাত্মার অধিষ্ঠান থাকায় জড় ভূতকেও 'দেবতা' শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে।

ব্রহ্মোপাদানত্বেঽপি সজ্ঘাতস্যোপাদানত্বেন চিদচিতোর্ব্রহ্মণশ্চ স্বভাবাসঙ্করোঽপ্যুপপন্নতরঃ। যথা—শুক্ল-রক্ত-কৃষ্ণতন্তু-সজ্ঘাতোপাদানত্বেঽপি চিত্রপটস্য তত্তত্তন্তুপ্রদেশ এব শৌক্ল্যাদিসম্বন্ধ ইতি কার্যাবস্থায়ামপি ন সর্ব্বত্র বর্ণসঙ্করঃ, তথা চিদচিদীশ্বরসজ্ঘাতোপাদানত্বেঽপি জগতঃ কার্যাবস্থায়ামপি ভোক্তৃত্ব-ভোগ্যত্ব-নিয়ন্তৃত্বাদ্যসঙ্করঃ। তন্তূনাং পৃথক্ (*) স্থিতি-যোগ্যানাম্ এব পুরুষেচ্ছয়া (†) কদাচিৎ সংহতানাং কারণত্বং কার্যত্বঞ্চ। ইহ তু সর্ব্বাবস্থাবস্থয়োঃ পরমপুরুষ শরীরত্বেন চিদচিতোস্তৎপ্রকারতয়ৈব পদার্থত্বাৎ তৎপ্রকারঃ পরমপুরুষঃ সর্ব্বদা সর্ব্বশব্দবাচ্য ইতি বিশেষঃ। স্বভাবভেদস্তদসঙ্করশ্চ তত্র চাত্র চ তুল্যঃ। এবং চ সতি, পরস্য ব্রহ্মণঃ

'[এখন শঙ্কা হইতে পারে যে, ব্রহ্ম যদি জগতের উপাদান কারণ হন, এবং জগৎ যদি তাঁহারই পরিণাম হয়, তাহা হইলে উভয়ের ধর্ম্ম বা গুণ পরস্পরে সংক্রামিত হয় না কেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন,—পরমার্থ-দৃষ্টিতে ব্রহ্ম জগতের উপাদান হইলেও প্রকৃতপক্ষে সঙ্ঘাত বা চেতনাচেতন সমষ্টিই জগতের উপাদান; সেই কারণেই চেতনাচেতন ও ব্রহ্মের মধ্যে নিজ নিজ স্বভাব (ধর্ম্মগুলি) পরস্পরে সংক্রামিত হয় না। যেমন নানাবর্ণে রঞ্জিত বস্ত্র— শুক্ল, কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ সূত্রে নির্ম্মিত হইলেও—অর্থাৎ সেই নানাবর্ণের সূত্র সমষ্টি সেই বস্ত্রের উপাদান হইলেও বস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশেই শুক্লাদি বর্ণের সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়, কিন্তু বস্ত্রের সর্ব্বাংশে সর্ব্ববর্ণের সংক্রমণ হয় না; তেমনি চেতন, অচেতন ও ঈশ্বর, এতৎসমষ্টি জগতের উপাদান হইলেও জগতে ভোক্তৃত্ব, ভোগ্যত্ব ও নিয়ন্তৃত্ব-(পরিচালকতা) প্রভৃতি ধর্ম্মের পরস্পরে সংক্রমণ হয় না। তবে এইমাত্র বিশেষ যে, বস্ত্রের উপাদান তন্তুসমূহ পৃথক্ পৃথক্ থাকে ও থাকিতে পারে, কর্ত্তার ইচ্ছানুসারে সময় বিশেষে সংহত বা সাম্মিলিত হইয়া থাকে; অতএব, ঐ তন্তুসমূহ কারণাবস্থা ও কার্য্যাবস্থা, উভয় ভাবেই অবস্থান করে;—অর্থাৎ যখন অসংহত বা পৃথক্ পৃথক্ থাকে, তখন ঐ তন্তু সকল কারণাবস্থা, আর যখন সংহত বা মিলিতভাবে থাকে, তখন বস্ত্ররূপে কার্য্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এখানে কিন্তু, চেতন ও অচেতন বস্তু সমূহ যখন যে অবস্থায় থাকুক না কেন, সর্ব্বাবস্থায়ই পরমপুরুষের (ভগবানের) শরীরস্থানীয়; সুতরাং পরমপুরুষের প্রকার বা ধর্ম্ম-রূপেই ঐ সকল পদার্থ সর্ব্বদা অস্তিত্বলাভ করে, অর্থাৎ পরমপুরুষের শরীর না হইয়া উহারা থাকিতেই পারে না; এই কারণে সেই চেতনাচেতন-শরীর-সম্পন্ন পরমপুরুষ পরমাত্মা চিরকালই 'সর্ব্ব'-শব্দে অভিধানযোগ্য, অর্থাৎ সমস্ত শব্দই সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে তাঁহাকে বুঝাইতে পারে। তবে স্বভাব বা নিজ নিজ ধর্ম্মের প্রভেদ থাকা ও সেই সকল ধর্ম্মের পরস্পরে সম্মিশ্রণ না হওয়া সেখানে ও এখানে (তন্তু ও পটে এবং চেতনাচেতন ও

(*) পৃথক্প্রতীতিযোগ্যানাম্' ইতি (গ) পাঠঃ।
(†) পুরুষেক্ষয়া' ইতি (গ) পাঠঃ।

কার্য্যানুপ্রবেশেঽপি স্বরূপান্যথাভাবাভাবাদবিকৃতত্বমুপপন্নতরম্। স্থূলাবস্থস্য নামরূপবিভাগ-বিভক্তস্য চিদচিদ্বস্তুন আত্মতয়াবস্থানাৎ কার্য্যত্বমপ্যুপপন্নতরম্; অবস্থান্তরাপত্তিরেব হি কার্য্যতা ॥১১৫॥

নির্গুণবাদাশ্চ পরস্য ব্রহ্মণো হেয়গুণাসম্ভবাদুপপদ্যন্তে। "অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকোঽবিজিঘৎসোঽপিপাসঃ" ইতি হেয়গুণান্ প্রতিষিধ্য, "সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" ইতি কল্যাণগুণান্ বিদধতীয়ং শ্রুতিরেবান্যত্র সামান্যেনাবগতং গুণনিষেধং হেয়গুণবিষয়ং ব্যবস্থাপয়তি ॥

জ্ঞানস্বরূপং ব্রহ্মেতিবাদশ্চ সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্বশক্তেরখিলহেয়প্রত্যনীককল্যাণগুণাকরস্য ব্রহ্মণঃ স্বরূপং বিজ্ঞানৈকনিরূপণীয়ং স্বপ্রকাশতয়া জ্ঞান-

---

ব্রহ্মে) সমান—কিছুমাত্র বিশেষ নাই। এইরূপ সিদ্ধান্ত হইলেই, কার্য্যভূত জগতের অভ্যন্তরে প্রবেশের পরও যে, ব্রহ্মের অবিকৃতভাবে বা স্বাভাবিকরূপে অবস্থিতি, তাহা সম্পূর্ণরূপে সঙ্গত হইতে পারে; কারণ, ঐরূপে প্রবেশে কিঞ্চিৎমাত্রও তাঁহার স্বরূপের অন্যথাভাব বা বিকার ঘটে না। আর তিনিই যখন স্থূলাবস্থাযুক্ত ও নামরূপকৃত বিভাগ-সম্পন্ন চেতন ও অচেতনময় জগতের আত্মারূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তখন তদভিন্নভাবে তাঁহার কার্য্যাবস্থাও সম্যক্‌রূপে সঙ্গত হয়; কেননা, অবস্থান্তর প্রাপ্তিরই নাম কার্য্যত্ব। [পরমপুরুষ যখন জগৎরূপ একটা পৃথক্ অবস্থা প্রাপ্ত হন, তখন নিশ্চয়ই উহা তাঁহার কার্য্যাবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে; সুতরাং তাঁহাকে 'কার্য্য' বা 'কার্য্যাবস্থাবিশিষ্ট' বলিয়া নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত হইতে পারে না] ॥ ১১৫॥

১১৬। শাস্ত্রে যে, ব্রহ্মকে 'নির্গুণ' বলা হইয়াছে; হেয়গুণের অসদ্ভাবনিবন্ধন তাহাও উপপন্ন হয়। 'তিনি নিষ্পাপ এবং জরা, মরণ, শোক, ক্ষুধা ও পিপাসা-রহিত', এই শ্রুতি তৎসম্বন্ধে হেয়গুণ-সমূহের প্রতিষেধ করিয়া—তাঁহাতে 'সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প' প্রভৃতি কল্যাণময় গুণসমূহের বিধান করিয়া নিজেই বলিয়া দিতেছেন যে, যদিও ব্রহ্মের 'নির্গুণত্ববাদ' সাধারণভাবে কথিত হইয়াছে সত্য, তথাপি উহা দ্বারা যে, ব্রহ্ম-গত সমস্ত গুণেরই অভাব অভিহিত হইয়াছে, অর্থাৎ গুণ-সম্বন্ধমাত্রই নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা নহে;—পরন্তু জগতে যে সকল গুণ হেয় বা নিকৃষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ; ব্রহ্মে কেবল সেই সকল গুণেরই প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে। [অতএব 'নির্গুণত্ব'-বোধক শ্রুতি দ্বারাও ব্রহ্মের নির্গুণত্ব প্রমাণিত হইতেছে না] ॥

ব্রহ্মের নির্গুণত্ব নিরসন।

আর যে সকল শ্রুতিতে ব্রহ্মকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; তাহারও কারণ এই যে, ব্রহ্ম স্বভাবতই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি ও মঙ্গলময় সমস্ত গুণের আশ্রয়; জ্ঞান ভিন্ন কোন উপায়েই তাঁহার স্বরূপ নির্দ্দেশ করা যায় না, এবং জ্ঞান যেমন স্বয়ং প্রকাশমান—স্বপ্রকাশ, তিনিও তেমনি স্বপ্রকাশ (অপর কোন প্রকাশের অপেক্ষা করেন না), এই উভয় কারণে

ব্রহ্মের জ্ঞান-রূপতা নিরসন।

স্বরূপঞ্চেত্যভ্যুপগমাদুপপন্নতরঃ। "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ।" [মুণ্ড০, ১।১।৯]। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।" [শ্বেতাশ্ব০, ৬।৮]। "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ"। [বৃহদা০, ৬।৫।১৫] ইত্যাদিকা জ্ঞাতৃত্বমাবেদয়ন্তি ; "সত্যং জ্ঞানম্" [তৈত্তি০, ১।১] ইত্যাদিকাশ্চ জ্ঞানৈকনিরূপণীয়তয়া স্বপ্রকাশতয়া চ জ্ঞানস্বরূপতাম্ ॥

"সোঽকাময়ত —বহু স্যাম্।" [তৈত্তি০, ৬।২]। "তদৈক্ষত—বহু স্যাম্।" [ছান্দো০, ৬।২।৩]। "তন্নাম-রূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত।" [বৃহদা০, ৩।৪।৭] ইতি ব্রহ্মৈব স্বসঙ্কল্পাৎ বিচিত্রস্থির-চরস্বরূপতয়া নানাপ্রকারমবস্থিতমিতি তৎ-প্রত্যনীকাব্রহ্মাত্মক-বস্তুনানাত্বমতত্ত্বমিতি তৎপ্রতিষিধ্যতে,—"মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি, য ইহ নানেব পশ্যতি। নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।" [কঠ০, ৪।১০—১১]। "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি। যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ, তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ"

(জ্ঞানৈকগম্যত্ব ও স্বপ্রকাশত্ব হেতু) তাঁহাকে 'জ্ঞানস্বরূপ' বলা হয় ; কিন্তু 'তিনি জ্ঞানরূপী' বলিয়া 'জ্ঞানস্বরূপ' বলা হয় না অতএব, তাঁহার জ্ঞানস্বরূপত্ব-বোধক শ্রুতিসমূহও বিরুদ্ধ হয় না, বরং সুসঙ্গতই হয়। কেননা, 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববেত্তা,' ইঁহার (পরমেশ্বরের) নানাবিধ পরা-শক্তি ও স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানবল ও ক্রিয়া শ্রুত হয়।' 'অরে মৈত্রেয়ি! বিজ্ঞাতা—পরমেশ্বরকে কিসের দ্বারা জানিবে?' ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ তাঁহার জ্ঞাতৃত্বই জ্ঞাপন করিতেছে—জ্ঞানরূপত্ব নহে। আর 'তিনি সত্য ও জ্ঞানস্বরূপ', ইত্যাদি শ্রুতিও তাঁহার জ্ঞানৈকগম্যত্ব (একমাত্র জ্ঞানগ্রাহ্যত্ব) ও স্বপ্রকাশত্ব নিবন্ধনই জ্ঞানস্বরূপতা নির্দ্দেশ করিতেছেন, [কিন্তু তাঁহার জ্ঞানরূপতা-নিবন্ধন নহে]॥

'তিনি কামনা করিয়াছিলেন—আমি বহু হইব', 'তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন—আমি বহু হইব।' 'তিনি নাম ও রূপে (আকৃতিতে) অভিব্যক্ত হইলেন।' এই সকল শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, এক ব্রহ্মই নানাপ্রকার স্থাবর-জঙ্গমরূপে অভিব্যক্ত হইয়া নানা-প্রকারে অবস্থান করিতেছেন। অতএব তদ্বিরুদ্ধ যে, অব্রহ্মভাবে বস্তু-গত নানাত্ব বা ভেদ-প্রতীতি, তাহা সত্য নহে। নিম্নলিখিত শ্রুতিবাক্যে এই অব্রহ্মাত্মক নানাত্বই নিষিদ্ধ হইতেছে—'যে লোক ইহাতে (জগতে বা ব্রহ্মে) নানাত্বের ন্যায় দর্শন করে, সে মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।' 'ইহাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই।' 'যখন দ্বৈতের ন্যায় হয়, তখনই অপরে অপরকে দর্শন করে। কিন্তু, যখন এই সাধকের সমস্ত বস্তুই আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তখন আর সে কিসের দ্বারা কাহাকে দেখিবে? সে কিসের দ্বারা কাহাকে জানিবে' ইত্যাদি।

[বৃহদা০, ৪।৪।১৪] ইত্যাদিনা। ন পুনঃ "বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইত্যাদি-শ্রুতিসিদ্ধং স্বসঙ্কল্পকৃতং ব্রহ্মণো নানানাম-(*) রূপভাক্ত্বেন নানাপ্রকারত্ব-মপি নিষিধ্যতে। "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ" ইতি (†) নিষেধ-বাক্যাদৌ চ তৎ স্থাপিতম্। "সর্ব্বং তং পরাদাৎ যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদ।" [বৃহদা০ ৪।৪৬]। "তস্য হ বা এতস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ, যৎ ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ" [সুবাল০ ২ ॥ বৃহদা০, ৪।৪।১০] ইত্যাদি ॥

এবং চিদচিদীশ্বরাণাং স্বরূপভেদং স্বভাবভেদঞ্চ বদন্তীনাং কার্য্যকারণ-ভাবং কার্য্যকারণয়োরনন্যত্বং (‡) বদন্তীনাঞ্চ সর্ব্বাসাং শ্রুতীনামবিরোধঃ,

[কিন্তু] 'আমি বহু হইব' ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধ যে, ব্রহ্মের স্বেচ্ছা-সম্পাদিত, নানাবিধ নাম-রূপঘটিত নানাবিধ রূপ; উক্ত শ্রুতিসমূহ দ্বারা যে, তাহাও প্রতিষিদ্ধ হইতেছে, এরূপ বুঝিতে হইবে না। 'যে অবস্থায় এই সমস্তই সাধকের আত্মস্বরূপ হয়' ইত্যাদি ভেদনিষেধক বাক্যের বিচার স্থলেই 'যে লোক আত্মার অন্যত্র সর্ব্ববস্তুর অস্তিত্ব মনে করে, সর্ব্ব বস্তুই তাহাকে প্রতারিত করে; অর্থাৎ সে লোক কোন বস্তুরই প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারে না।' 'এই যে, ঋগ্বেদ ও যজুর্ব্বেদ, ইহা সেই স্বতঃসিদ্ধ মহান্—পরমেশ্বরের নিঃশ্বাসস্বরূপ, অর্থাৎ তাঁহার অযত্নপ্রসূত।' ইত্যাদি বাক্য দ্বারাও এই সিদ্ধান্তটী ব্যবস্থাপিত বা সমর্থিত হইয়াছে ॥ §

আর, চেতন, অচেতন ও ঈশ্বরের স্বরূপ ও স্বভাবগত ভেদবোধক যে সমস্ত শ্রুতি আছে, এবং উহাদের মধ্যে কার্য্যকারণভাব স্বরূপ ও কার্য্যকারণের, অভিন্নতাবোধক যে সমস্ত শ্রুতি আছে, সেই সকল শ্রুতির মধ্যে যদিও আপাততঃ বিরোধ প্রতীত হয় সত্য; তথাপি

(*) নানানামভাক্ত্বেনেতি (খ) পাঠঃ।　　　　(†) ইত্যাদিনেতি (ঘ) পাঠঃ।

(‡) 'অনন্যত্বং চ বদন্তীনাং' ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

(§) তাৎপর্য্য,—উদাহৃত "সৎ চ ত্যৎ চ অভবৎ" অর্থাৎ 'তিনিই সৎ ও অসৎরূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন,' ইত্যাদি শ্রুতি বাক্য হইতে জানা যায় যে, জগতের যে কোন পদার্থ, সমস্তই তিনি, অথবা তিনিই জগতের সমস্ত পদার্থ। কোন বস্তুই তাঁহা হইতে পৃথক্ বা অতিরিক্ত নহে। অতএব, জগতে বাচক বা অর্থবোধক যে সকল শব্দ আছে, সে সকল শব্দে কোন অর্থ বুঝাইতে হইলেও সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে নিশ্চয়ই পরমাত্মাকে বুঝাইবে, কারণ, তিনি সর্ব্বাত্মক; সুতরাং 'তৎ' পদটী যেমন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরমাত্মবাচক, তেমনি 'ত্বম্' পদটীও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না হউক, পরোক্ষভাবেও পরমাত্মবাচক হইতেছে। আলোচ্য 'তৎ' পদটী ব্রহ্মের কারণাবস্থা বাচক, আর 'ত্বম্' পদটী জীবরূপ কার্য্যাবস্থা-বাচক; সুতরাং ঐ 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদের অভেদোক্তিতে কিছু মাত্র বাধা নাই।

স্বয়ং পরব্রহ্মই যখন সৎ ও অসৎরূপে জগতে বিরাজ করিতেছেন; তখন তিনিই সমস্ত জগতের উপাদান কারণ; এবং জগৎ তাঁহারই কার্য্য। এই জগতেরও আবার দুইটী অবস্থা আছে; একটী কার্য্যাবস্থা, অপরটী কারণাবস্থা। যেমন, মৃত্তিকা কারণাবস্থা, আর ঘট তাহার কার্য্যাবস্থা। এই জগৎ যখন ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ নহে, তখন জাগতিক কার্য্যাবস্থা ও কারণাবস্থা দুইটী ব্রহ্ম সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। এই নিমিত্ত ভাষ্যে ব্রহ্মকে 'কার্য্যাবস্থ' ও 'কারণাবস্থ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যে কারণ কার্য্যাকারে পরিণত হয়, তাহাকে 'উপাদান' কারণ বলে। যেমন ঘটের উপাদান কারণ—মৃত্তিকা।

চিদচিতোঃ পরমাত্মনশ্চ সর্ব্বদা শরীরাত্মভাবম্, শরীরভূতয়োঃ কারণদশায়াং নাম-রূপবিভাগানর্হসূক্ষ্মদশাপত্তিম্, কার্য্যদশায়াঞ্চ তদর্হস্থূলদশাপত্তিং বদন্তীভিঃ শ্রুতিভিরেব জ্ঞায়তে, ইতি ব্রহ্মাজ্ঞানবাদস্যৌপাধিকব্রহ্ম-ভেদবাদস্যান্যস্যাপ্যপন্যায়মূলস্য (*) সকলশ্রুতিবিরুদ্ধস্য ন কথঞ্চিদপ্যবকাশো দৃশ্যতে। চিদচিদীশ্বরাণাং পৃথক্স্বভাবতয়া তত্তচ্ছ্রুতিসিদ্ধানাং শরীরাত্মভাবেন প্রকার-প্রকারিতয়া শ্রুতিভিরেব প্রতিপন্নানাং শ্রুত্যন্তরেণ কার্য্য-কারণভাবপ্রতিপাদনং (†) কার্য্য-কারণয়োরৈক্যপ্রতিপাদনঞ্চ হ্যবিরুদ্ধমিতি সিদ্ধম্ ॥

যথা—আগ্নেয়াদীন্ ষড্ যাগানুৎপত্তিবাক্যৈঃ পৃথগুৎপন্নান্ সমুদায়ানুবাদিবাক্যদ্বয়েন সমুদায়দ্বয়ত্নমাপন্নান্ (‡) "দর্শ পূর্ণমাসাভ্যাম্" [কাত্যায়ন শ্রৌত সূ॰, ৪-২।৪৭] ইত্যধিকারবাক্যং কামিনঃ কর্ত্তব্যতয়া বিদধাতি ;

চেতন, অচেতন ও পরমাত্মায় সর্ব্বদা শরীরাত্মভাব সম্বন্ধ, পরমাত্মার শরীরস্থানীয় চেতনা'-চেতন পদার্থসমূহের কারণাবস্থায় নাম-রূপ-বিভাগবিহীন সূক্ষ্মদশালাভ এবং কার্য্যাবস্থায় নাম-রূপ-বিভাগ-যোগ্য স্থূলদশা-প্রাপ্তি, তৎপ্রতিপাদক শ্রুতিসমূহের দ্বারাই সেই বিরোধের পরিহার বা মীমাংসা সিদ্ধ হইতে পারে। অতএব, ব্রহ্মাজ্ঞানবাদই হউক, বা ঔপাধিক ব্রহ্মভেদবাদই হউক, অথবা আর কোন বাদই হউক, (§) ঐ সমস্ত বাদই অযুক্তিমূলক ও সর্ব্বশ্রুতিবিরুদ্ধ ; সুতারং কোনরূপেও সে সকল 'বাদ'-কল্পনার সুযোগ দেখা যায় না। [অভিপ্রায় এই যে,—'চেতন, অচেতন ও ঈশ্বরের স্বভাব যে বিভিন্ন প্রকার, ইহা শ্রুতি-সিদ্ধ ; এবং "ঈশ্বরই আত্মা, চেতনাচেতন-সমূহ তাঁহার শরীর" এই প্রকার ধর্ম্ম-ধর্ম্মিভাব-বোধক শ্রুতিসমূহ দ্বারাও উহা সমর্থিত ; সুতরাং অপর শ্রুতি অনুসারে যে, উহাদের কার্য্য-কারণভাব প্রতিপাদন এবং কার্য্যকারণের অভেদ নির্দ্দেশ, তাহা কখনই বিরুদ্ধ হইতে পারে না ; ইহাই প্রমাণিত হয় ॥

'আগ্নেয়' প্রভৃতি ছয়টী যাগ যেরূপ প্রথমে পৃথক্ পৃথক্ উৎপত্তি-বাক্যে (প্রথম বিধায়ক-বাক্যে) পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিহিত হইলেও পশ্চাৎ ঐ যাগসমষ্টিকে দুইটী বাক্যে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। শেষে পূর্ব্বপ্রক্রান্তবোধক "দর্শ-পূর্ণমাসাভ্যাম্" (দর্শ ও পূর্ণমাসনামক যাগ করিবে), এই বাক্যে সেই সমুদয় যাগকেই কামী বা ফলাভিলাষী পুরুষদিগের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য-

---

(*) অন্যস্যাপ্যন্যায়' ইতি (খ) পাঠঃ।　　(†) কার্য্যকারণভাবপ্রতিপাদনম্, ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) দর্শপৌর্ণমাসাভ্যাম্, ইতি (গ) পাঠঃ।

(§) তাৎপর্য্য,—যে মতে ব্রহ্মেতেও অজ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়, তাহাকে 'ব্রহ্মাজ্ঞানবাদ' বলা হইয়াছে। যে মতে বলা হয়—ব্রহ্ম এক, অখণ্ড, কেবল মায়া উপাধিযোগে তাঁহার ভেদ কল্পিত হয় মাত্র ; সেই মতকে 'ঔপাধিক ব্রহ্মভেদবাদ' বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ এ সকলই শঙ্কর মতের অন্তর্গত সাম্প্রদায়িক মত ভেদমাত্র।

তথা চিদচিদীশ্বরান্ বিবিক্তস্বরূপস্বভাবান্ "ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ", [শ্বেতাশ্ব০ ১।১০]। "প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞ-পতি গুণেশঃ (*)।" "পতিং বিশ্বস্যাত্মেশ্বরম্। আত্মা নারায়ণঃ পরঃ।" [নারায়ণ০ ১১।৩।৪] ইত্যাদিবাক্যৈঃ পৃথক্ প্রতিপাদ্য-"যস্য পৃথিবী শরীরং, যস্যাত্মা শরীরং যস্যাব্যক্তং শরীরং, যস্যাক্ষরং শরীরম্, এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা অপহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ," [সুবাল০ ৭,] ইত্যাদিভির্ব্বাক্যৈশ্চিদচিতোঃ সর্ব্বাবস্থাবস্থিতয়োঃ পরমাত্ম শরীরতাং পরমাত্মনস্তদাত্মতাঞ্চ প্রতিপাদ্য—শরীরিভূতপরমাত্মাভিধায়িভিঃ সদ্ব্রহ্মাত্মাদিশব্দৈঃ কারণাবস্থঃ কার্য্যাবস্থশ্চ পরমাত্মৈক এবেতি পৃথক্প্রতিপন্নং (†) বস্তুত্রিতয়ং "সদেব সোম্যেদমগ্র-

---

রূপে বিহিত করা হইয়াছে; ঠিক সেইরূপ প্রধান বা প্রকৃতিই ক্ষর (পরিণামী বা বিনাশী), আর হরই অমৃত ও অক্ষর (নিত্য ও নির্ব্বিকার)। কেবল এই দেবতাই (ঈশ্বরই) ক্ষরস্বভাব উভয়কে (জীব ও জগৎকে) শাসন করেন।' '[ভগবান্‌ই] প্রধান (প্রকৃতি) ও ক্ষেত্রজ্ঞের (আত্মার) পতি।' 'বিশ্বের পতি ও আত্মার ঈশ্বরকে—।' 'নারায়ণই পরমাত্মা।' ইত্যাদি বাক্যে চেতন, অচেতন ও ঈশ্বরের বিভিন্নপ্রকার স্বরূপ ও স্বভাব প্রতিপাদন করিয়া পশ্চাৎ 'পৃথিবী যাঁহার শরীর, আত্মা (জীব) যাঁহার শরীর, অব্যক্ত (সূক্ষ্মাবস্থা) যাঁহার শরীর এবং অক্ষর (প্রকৃতি) যাঁহার শরীর, তিনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, সর্ব্বপাপরহিত অলৌকিক, দ্যোতমান এক (অদ্বিতীয়) নারায়ণ।' ইত্যাদি বাক্যে সর্ব্বাবস্থায়ই চেতনাচেতন বস্তু-নিচয়কে পরমাত্মার শরীর এবং পরমাত্মাকে সেই চেতনাচেতনাত্মক বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। পূর্ব্বে চেতনাচেতনের আত্মভূত পরমাত্মার বোধক 'সৎ; ব্রহ্ম ও আত্মা' প্রভৃতি শব্দে এক পরমাত্মারই কার্য্যাবস্থা ও কারণাবস্থার সহিত সম্বন্ধ প্রতিপাদন দ্বারা যে বস্তুত্রয়ের(চেতনা-চেতন ও ঈশ্বরের) পৃথক্ সত্তা প্রতিপাদিত হইয়াছে; 'হে সোম্য, সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ ব্রহ্মস্বরূপই ছিল।' 'এই সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক।' 'এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ।' ইত্যাদি বাক্যসমূহ কেবল সেই পৃথক্ বর্ণিত বস্তুত্রয়কেই একীকৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন মাত্র। (‡)

(*) ইয়ং শ্রুতিঃ (ঘ) পুস্তকে নোপলভ্যতে।　　(†) পৃথক্প্রতিপন্নবস্তুবিতয়ম্' ইতি (খ,গ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—আগ্নেয়াদি ছয়টী যজ্ঞের বিবরণ এইরূপ,—(১) আগ্নেয়, (২) অগ্নীষোমীয়, (৩) উপাংশু, (৪ ও ৫) ঐন্দ্রযাগদ্বয়, (৬) ঐন্দ্রাগ্ন। এই ছয়টী যাগই বেদে "আগ্নেয়োঽষ্টাকপালোঽমাবস্যায়াং চ পৌর্ণমাস্যাং চ অচ্যুতো ভবতি" ইত্যাদি ছয়টী উৎপত্তি বিধিবাক্য দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ রূপে বিহিত হইয়াছে। প্রথম ক্রিয়া-বোধক বিধিকে 'উৎপত্তিবিধি' বলে। ঐ ছয়টী যাগকে আবার "য এবং বিদ্বান্ পৌর্ণমাসীং যজতে। য এবং বিদ্বান্ অমাবাস্যাং যজতে।" ইত্যাদি বাক্যে দর্শ ও পূর্ণমাস যাগদ্বয়ের সহিত একত্র একই স্বর্গফলের উদ্দেশে কর্ত্তব্য রূপে বিহিত করা হইয়াছে। এই ছয়টী যাগ যেরূপ প্রথমে পৃথক্ পৃথক্ বিহিত হইয়াও পশ্চাৎ দর্শও পূর্ণমাস যাগদ্বয়ের সহিত অভিন্নরূপে বিহিত হইয়াছে। (মীমাংসাদর্শনে ১১শ অধ্যায়ে ইহার বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

আসীৎ"।"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং", সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদিবাক্যং প্রতিপাদয়তি। চিদচিদ্বস্তুশরীরিণঃ পরমাত্মনঃ পরমাত্মশব্দেনাভিধানে হি নাস্তি বিরোধঃ; যথা মনুষ্যপিণ্ডশরীরকস্যাত্মবিশেষস্য 'অয়মাত্মা সুখী' ইত্যাত্মশব্দেনাভিধানে; ইত্যলমতিবিস্তরেণ ॥ ১১৬ ॥

যৎপুনরিদমুক্তম্,— ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানেনৈবাবিদ্যানিবৃত্তির্যুক্তেতি। তদযুক্তম্; বন্ধস্য পারমার্থিকত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্যত্বাভাবাৎ পুণ্যাপুণ্যরূপকর্ম-নিমিত্ত-দেবাদিশরীর-প্রবেশ-তৎপ্রযুক্তসুখ-দুঃখানুভবরূপস্য বন্ধস্য মিথ্যাত্বং কথমিব শক্যতে বক্তুম্। এবংরূপবন্ধ-নিবৃত্তির্ভক্তিরূপাপন্নোপাসনপ্রীত-পরমপুরুষ-প্রসাদলভ্যেতি পূর্ব্বমেবোক্তম্। ভবদভিমতস্যৈক্যজ্ঞানস্য-

চেতনাচেতন বস্তুনিচয় পরমাত্মার শরীর হইলেও অর্থাৎ পরমাত্মা তাদৃশ শরীরবিশিষ্ট হইলেও [শরীরী না বলিয়া কেবল] পরমাত্ম-শব্দে তাঁহার উল্লেখ করিতে কিছুমাত্র বিরোধ বা বাধা নাই; [কেননা,] কোন কোন আত্মা মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া তদ্বিশিষ্ট হইলেও 'এই আত্মা সুখী' ইত্যাদিরূপে শরীরবিশিষ্ট আত্মাকেও শরীর হইতে পৃথক্ করিয়া কেবল আত্ম-শব্দে উল্লেখ করিতে দেখা যায়। অতএব, এ বিষয়ে আর অধিক বিস্তারের প্রয়োজন নাই ॥ ১১৬॥

১১৭ ॥ আর যে ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব বা অভেদ জ্ঞানেই অবিদ্যার (বন্ধের) নিবৃত্তি হওয়া যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; বস্তুতঃ তাহাও যুক্তি-সঙ্গত হয় নাই; কারণ, বন্ধ যখন পারমার্থিক,—মিথ্যা নহে, তখন এইরূপ জ্ঞান দ্বারা কখনই তাহার নিবৃত্তি হইতে পারে না। আর বস্তুতই, পাপপুণ্যময় কর্ম্মবশে যে দেবাদি-শরীরে প্রবেশ এবং তাহারই ফলে যে, সুখ-দুঃখানুভূতিরূপ বন্ধ উপস্থিত হয়, কিরূপেই বা তাহাকে মিথ্যা বলা যাইতে পারে? প্রকৃতপক্ষে, এবংবিধ বন্ধনিবৃত্তি একমাত্র ভগবদাশ্রয়-গ্রহণ ও ভক্তিপূর্ণ উপাসনায় পরিতুষ্ট ভগবানের অনুগ্রহ হইতেই লাভ করা যাইতে পারে; এ কথা

বুঝিতে হইবে, এখানেও ঠিক সেইরূপ, প্রথমে চেতন, অচেতন ও ঈশ্বরের স্বরূপ ও স্বভাব পৃথক্ পৃথক্ রূপে বর্ণিত হইয়াছে, পশ্চাৎ সেই চেতন ও অচেতনদ্বয় ঈশ্বরের শরীররূপে এবং স্বয়ং ঈশ্বর উহাদের আত্মারূপে বর্ণিত হইয়াছেন, অনন্তর কতকগুলি বাক্য আবার সেই চেতন, অচেতন ও ঈশ্বরকে এক—অভিন্ন ভাবে ধরিয়া উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র; সুতরাং ঐরূপ উল্লেখে কোন বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে না। আর পরমাত্মা চেতনাচেতনময় শরীর-সম্বন্ধ হইলেও যে, তাঁহাকে কেবল 'পরমাত্মা' বলা হয়,—শরীরী বলা হয় না; তাহাও দোষাবহ নহে। দেখিতে পাওয়া যায়,—আত্মা মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া—মনুষ্য হইয়া যখন নিজেকে বা অপরকে 'সুখী' মনে করে, তখনও 'আত্মা সুখী' এইরূপই প্রয়োগ করিয়া থাকে, কিন্তু 'শরীরী সুখী' এই রূপ প্রয়োগ করে না। অথচ বিষয় সম্পর্কাধীন সেই সুখ কখনই আত্মার স্বাভাবিক নহে, নিশ্চয়ই শরীর সম্বন্ধাধীন; তথাপি যেমন শরীরের উল্লেখ না করিয়া কেবলই আত্মার উল্লেখ করা হয়, তেমনি চেতনাচেতনের উল্লেখ না করিয়াও কেবল পরমাত্মার উল্লেখ করা অসঙ্গত হয় না।

যথাবস্থিতবস্তু-বিপরীতবিষয়স্য মিথ্যারূপত্বেন বন্ধবিবৃদ্ধিরেব(*)ফলং ভবতি। "মিথ্যৈতদন্যদ্ দ্রব্যং হি, নৈতি তদ্দ্ব্যতাং যতঃ।" [বিষ্ণু পু০২।১৩।২৭] ইতি শাস্ত্রাৎ। "উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ।" [গীতা০ ১৫।১৭]। "পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা" ইতি [শ্বেতাশ্ব০ ১।৬]। জীবাত্ম-বিসজাতীয়স্য তদন্তর্যামিণো ব্রহ্মণো জ্ঞানং পরমপুরুষার্থলক্ষণ-মোক্ষসাধনমিত্যুপদেশাচ্চ ॥

অপি চ, ভবদভিমতস্যাপি নিবর্ত্তকজ্ঞানস্য (†) মিথ্যারূপত্বাৎ তস্য নিবর্ত্তকান্তরং মৃগ্যম্। নিবর্ত্তকজ্ঞানমিদং স্ববিরোধি সর্ব্বং ভেদজাতং (‡) বিনিবর্ত্ত্য (§) ক্ষণিকত্বাৎ স্বয়মেব বিনশ্যতীতি চেৎ; ন, তৎস্বরূপ-তদুৎপত্তি-বিনাশানাং কাল্পনিকত্বেন বিনাশ-তৎকল্পনাকল্পকরূপাবিদ্যায়া নিবর্ত্তকান্তরমন্বেষণীয়ম্। তদ্বিনাশো ব্রহ্মস্বরূপমেবেতি চেৎ; তথা সতি নিবর্ত্তক-

---

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। আর তোমার অভিমত একত্বজ্ঞান যখন অনুভবসিদ্ধ দ্বৈতাবস্থার বৈপরীত্য-গ্রাহক, মিথ্যা বা অসত্য; কাজেই উহা দ্বারা বন্ধ-নিবৃত্তি না হইয়া বিশেষরূপে বন্ধ-বৃদ্ধিই উহার ফল হইতেপারে। কেন না, শাস্ত্রে আছে 'যেহেতু এক বস্তু কখনও অন্য বস্তুত্ব লাভ করিতে পারে না'; অতএব, [জীবের যে, ব্রহ্ম-ভাবোক্তি,] ইহা মিথ্যা অর্থাৎ সত্য কথা নহে। বিশেষতঃ 'উত্তম পুরুষ (পরমাত্মা) [জীব হইতে] পৃথক্।' ['জীব হইতে] পৃথক্ ও জগৎ-নিয়ন্তা আত্মাকে মনন (ধ্যান) করিয়া—'ইত্যাদি শাস্ত্রে জীবাত্মার ভিন্নজাতীয় এবং তাহারই অন্তর্যামী ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানকে পরম পুরুষার্থ মোক্ষের সাধন বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে ॥

অপিচ, তোমার অভিপ্রেত যে, অজ্ঞান-নিবর্ত্তক জ্ঞান (একত্ব-জ্ঞান), [প্রকৃতপক্ষে] তাহাও যখন মিথ্যা, [কেন না, বুদ্ধি বিজ্ঞানমাত্রই অসত্য,] তখন সেই নিবর্ত্তক জ্ঞানের নিবৃত্তির জন্যও অপর উপায় অনুসন্ধান করা আবশ্যক; (নচেৎ ঐ মিথ্যা জ্ঞানটা থাকিয়া যাইতে পারে, এবং মিথ্যা-জ্ঞান থাকিতে আর মুক্তিও হইতে পারে না।) যদি বল, অজ্ঞান-নিবর্ত্তক এই অভেদ-জ্ঞান যখন ক্ষণিক, তখন নিজের বিরোধী সমস্ত ভেদরাশি নিবারণ করিয়া স্বয়ংই বিনষ্ট হইয়া যায়, (তাহার নিবারণের জন্য আর উপায়ান্তরের আবশ্যক হয় না;) না, এ কথা সঙ্গত হয় না; কারণ, সেই নিবর্ত্তক জ্ঞানের স্বরূপ, উৎপত্তি ও বিনাশ, এই সমস্তই যখন (তোমার মতে) কাল্পনিক, তখন নিশ্চয়ই সেই জ্ঞান-বিনাশের নিমিত্ত এবং তৎকল্পক অবিদ্যা-সমুচ্ছেদের জন্য অপর একটী নিবর্ত্তক পদার্থ অনুসন্ধানকরা আবশ্যক। আর যদি বল, উক্ত অবিদ্যার বিনাশ ব্রহ্মেরই স্বরূপ, (তাঁহা হইতে

(*) বন্ধবৃদ্ধিরেব' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) ভবদভিমতস্য নিবর্ত্তকজ্ঞানস্য' ইতি (গ) পাঠঃ।
(‡) স্ববিরোধিসর্ব্বভেদজাতম্' ইতি (গ,ঙ) পাঠঃ। (§) নিবর্ত্ত্য' ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ।

জ্ঞানোৎপত্তিরেব ন স্যাৎ। তদ্বিনাশে তিষ্ঠতি তদুৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ॥

অপি চ, চিন্মাত্র (*) ব্রহ্মব্যতিরিক্তকৃৎস্নিনিষেধবিষয়জ্ঞানস্য কোঽয়ং জ্ঞাতা? অধ্যাসরূপ ইতি চেৎ; ন, তস্য নিষেধ্যতয়া নিবর্ত্তকজ্ঞান-কর্ম্মত্বাৎ তৎকর্ত্তৃত্বানুপপত্তেঃ। ব্রহ্মস্বরূপমেবেতি (†) চেৎ; ব্রহ্মণো নিবর্ত্তক-জ্ঞানং প্রতি জ্ঞাতৃত্বং কিং স্বরূপম্? উত অধ্যস্তম্? অধ্যস্তং চেৎ; অয়মধ্যাসস্তন্মূলাবিদ্যান্তরঞ্চ নিবর্ত্তকজ্ঞানাবিষয়তয়া তিষ্ঠত্যেব। নিবর্ত্তক-জ্ঞানান্তরাভ্যুপগমে তু তস্যাপি ত্রিরূপত্বাৎ জ্ঞাত্রপেক্ষয়ানবস্থা স্যাৎ। ব্রহ্মস্বরূপস্যৈব জ্ঞাতৃত্বে অস্মদীয় এব পক্ষঃ পরিগৃহীতঃ স্যাৎ। নিবর্ত্তক-জ্ঞানস্বরূপং স্বস্য (‡) জ্ঞাতা চ ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্তত্বেন স্বনিবর্ত্যান্তর্গতম্ (§)

অতিরিক্ত নহে), তাহা হইলে অবিদ্যা-নিবর্ত্তক জ্ঞানের আদৌ উৎপত্তিই হইতে পারে না; কারণ, নিত্য ব্রহ্মরূপী বিনাশ বর্ত্তমান থাকিতে কখনই তন্নিবর্ত্তক জ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভবপর হইতে পারে না ॥

আরও এক কথা,—চিন্ময় ব্রহ্ম ভিন্ন নিখিল পদার্থের নিষেধবিষয়ক (মিথ্যাত্ব-বোধক) যে জ্ঞান হয়, তাহার জ্ঞাতা কে? অর্থাৎ তাহা অনুভব করে কে? যদি বল, বুদ্ধি বা অবিদ্যায় চৈতন্যের অধ্যাসই (ঐ জ্ঞানের জ্ঞাতা); না,—তাহাও বলিতে পার না; কারণ, উহাই যখন নিষেধ্য বা প্রত্যাখ্যানের বিষয়; তখন উহা নিবর্ত্তক জ্ঞানের কর্ম্ম ভিন্ন কখনই কর্ত্তা হইতে পারে না। আর যদি ব্রহ্মস্বরূপকে জ্ঞান-কর্ত্তা (জ্ঞাতা) বলিয়া স্বীকার কর; তাহা হইলেও জিজ্ঞাসা করি, অবিদ্যা-নিবর্ত্তক জ্ঞান সম্বন্ধে ব্রহ্মের যে, জ্ঞাতৃতা (জ্ঞানকর্ত্তৃত্ব), ইহা কি তাঁহার স্বরূপ (স্বভাব-সিদ্ধ রূপ) অথবা অধ্যস্ত রূপ (অবিদ্যা-কল্পিত)? যদি অধ্যস্ত হয়, তাহা হইলে এই অধ্যাস ও অধ্যাসের মূলকারণরূপ যে, আরও একটী অবিদ্যা রহিয়াছে, তাহা যখন উক্ত অবিদ্যা-নিবারক জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় নাই; তখন উক্ত নিবারক জ্ঞান সমুৎপন্ন হইলেও সেই অধ্যাস ও তাহার মূলকারণ অবিদ্যা অক্ষুন্নই থাকিবে। আর যদি তন্নিবারণার্থ অপর একটী নিবর্ত্তক জ্ঞানের সত্তা অঙ্গীকার কর; তাহা হইলে সেই জ্ঞানকেও জ্ঞাতা, জ্ঞান বা জ্ঞেয়, এই তিনপ্রকারের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে; সুতরাং তাহারই বা জ্ঞাতা কে? এই প্রশ্নোত্তরে পূর্ব্বোক্ত সেই অনবস্থা দোষই আসিয়া উপস্থিত হয়। আর ব্রহ্মস্বরূপকেই জ্ঞাতা বলিয়া স্বীকার করিলে ত আমাদের মতেই প্রবেশ করা হইয়া পড়ে। আর ব্রহ্মকে যে, একবার অবিদ্যা-নিবর্ত্তক জ্ঞানস্বরূপ ও তদ্বিজ্ঞাতা বলিয়া স্বীকার করিয়া তাহাকেই আবার পৃথক্‌ভাবে স্বনিবার্য্য পদার্থের অন্তর্গত বলা হয়; তাহা ঠিক 'দেবত্ত পৃথিবী

(*) সম্মাত্র' ইতি (গ) পাঠঃ।　　(†) ব্রহ্মস্বরূপম্' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(‡) স্বস্য চ জ্ঞাতা' ইতি (গ) পাঠঃ।　　(§) স্বনিবর্ত্তান্তঃগত' ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ।

ইতি বচনং 'ভূতলব্যতিরিক্তং কৃৎস্নং দেবদত্তেন চ্ছিন্নম্, ইত্যেকস্যামেব (*) চ্ছেদনক্রিয়ায়ামস্য চ্ছেত্তুরস্যাঃ চ্ছেদনক্রিয়ায়াশ্চ চ্ছেদ্যানুপ্রবেশবচনবদুপহাস্যম্। অধ্যস্তো জ্ঞাতা স্বনাশহেতুভূত-নিবর্ত্তকজ্ঞানে স্বয়ং কর্ত্তা চ ন ভবতি, স্বনাশস্যাপুরুষার্থত্বাৎ। তন্নাশস্য ব্রহ্মস্বরূপত্বাভ্যুপগমে ভেদ-তদ্দর্শন-(†) তন্মূলাবিদ্যাদীনাং (‡) কল্পনমেব ন স্যাৎ; ইত্যলমনেন দিষ্ট-হত-মুদ্গরাভিঘাতেন ॥ ১১৭ ॥

তস্মাদনাদিকর্ম্ম-প্রবাহরূপাজ্ঞানমূলত্বাদ্ বন্ধস্য তন্নিবর্হণমুক্তলক্ষণজ্ঞানাদেব। তদুৎপত্তিশ্চ অহরহরনুষ্ঠীয়মান-পরমপুরুষারাধন-বেষাত্মযাথাত্ম্যবুদ্ধি-বিশেষসংস্কৃত-বর্ণাশ্রমোচিতকর্ম্মলভ্যা। তত্র কেবলকর্ম্মণামল্পাস্থিরফলত্বম্, অনভিসংহিতফল পরমপুরুষারাধনবেষাণাং কর্ম্মণামুপাসনাত্মক-জ্ঞানোৎপত্তি-দ্বারেণ ব্রহ্মযাথাত্ম্যানুভবরূপানন্তস্থিরফলত্বঞ্চ কর্ম্মস্বরূপজ্ঞানাদ্ ঋতে ন জ্ঞায়তে। কেবলাকারপরিত্যাগপূর্ব্বক-যথোক্তস্বরূপকর্ম্মোপাদানঞ্চ ন সম্ভব-

---

ভিন্ন আর সমস্তই ছেদনকরিয়াছে,' এই বাক্যোক্ত একই ছেদন ক্রিয়ায় এক দেবদত্তেরই কর্তৃত্ব ও ছেদ্যত্ব—অর্থাৎ ছেদনকার্য্যে একই দেবদত্তের কর্তৃত্ব ও কর্ম্মত্ব কথনের ন্যায় উপহাসজনক হয়। প্রকৃত পক্ষে, একই অধ্যস্ত বস্তু জ্ঞাতাও হইবে, আবার নিজেই নিজের সমুচ্ছেদকও (নিবর্ত্তকজ্ঞানের কর্ত্তাও) হইবে; ইহা কখনই সম্ভবপর হয় না। কারণ, আত্মবিনাশ কাহারও পুরুষার্থ বা অভীষ্ট হইতে পারে না। আর সেই অধ্যস্তরূপের বিনাশক ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিলেও জাগতিক ভেদ ও ভেদ-প্রতীতি এবং তাহারও মূলীভূত অবিদ্যা প্রভৃতি পদার্থ-নিচয়ের কল্পনাই হইতে পারে না। যাউক, দৈব-হত ব্যক্তির উপর আর মুদ্গর-প্রহারের প্রয়োজন নাই। ॥১১৭॥

অতএব, বুঝিতে হইবে, বন্ধ যখন অনাদিকাল-প্রবৃত্ত কর্ম্মপ্রবাহ-পতিত, তখন পূর্ব্ব-কথিত জ্ঞানই উহার একমাত্র নিবর্ত্তক বা উচ্ছেদক এবং প্রতিদিন পরমপুরুষ ভগবানের আরাধনা করিতে করিতে আত্ম-বিষয়ে যে, যথাযথবুদ্ধি সমুৎপন্ন হয়, সেই বিশুদ্ধ বুদ্ধিপরি-শোধিত স্ব স্ব বর্ণ ও আশ্রমোচিত কর্ম্ম হইতেই সেই জ্ঞান লাভ করা যায়। জ্ঞান-রহিত কর্ম্ম সমূহের ফল যে, অল্প ও অনিত্য (চিরস্থায়ী নহে)। আর ফলবাসনা-রহিত, পরম পুরুষ ভগবানের আরাধনাত্মক কর্ম্মসমূহ যে, উপাসনাময় জ্ঞান সমুৎপাদনপূর্ব্বক ব্রহ্ম-যাথার্থ্যানুভূতি-স্বরূপ অনন্ত ও স্থির বা অবিনশ্বর ফল সমুৎপাদন করিয়া থাকে; ইহাও কর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ পরিগ্রহ না থাকিলে জানিতে পারা যায় না। যেহেতু প্রথমেই জ্ঞানরহিত কেবল কর্ম্মসমূহের

(*) 'ইত্যস্যামেব' ইতি (খ) পাঠঃ।　　(†) 'ভেদদর্শন' ইতি (ঘ) পাঠঃ।
(‡) 'ব্রহ্মস্বরূপত্বাভ্যুপগমেনৈতদ্দর্শন-তন্মূলাবিদ্যাদীনাম্' ইতি (গ) পাঠঃ। 'ভেদদর্শন-তন্মূল' ইত্যাদিঃ (ঘ) পাঠঃ।

তীতি কর্ম্মবিচারানন্তরং তত এব হেতোর্ব্রহ্মবিচারঃ কর্ত্তব্য ইতি 'অথাতঃ' ইত্যুক্তম্ ॥ ১১৮ ॥

[অথ সূত্রার্থ-যোজনারম্ভঃ]

তত্র (*) পূর্ব্বপক্ষবাদী মন্যতে, বৃদ্ধব্যবহারাদন্যত্র শব্দস্য বোধকত্বশক্ত্যবধারণাসম্ভবাৎ, ব্যবহারস্য চ কার্য্যবুদ্ধিপূর্ব্বকত্বেন কার্য্যার্থ এব শব্দস্য প্রামাণ্যমিতি কার্য্যরূপ এব বেদার্থঃ। অতো বেদান্তাঃ পরিনিষ্পন্নে পরে (†) ব্রহ্মণি ন প্রমাণভাবমনুভবিতুমর্হন্তি ॥

ন চ, পুত্রজন্মাদিসিদ্ধবস্তু-(‡) বিষয়বাক্যেষু হর্ষহেতূনাং কালত্রয়বর্ত্তিনামর্থানামানন্ত্যাৎ সুলগ্ন-সুখপ্রসবাদিহর্ষহেত্বর্থান্তরোপনিপাত-সম্ভাবনয়া চ প্রিয়ার্থ-প্রতিপত্তিনিমিত্ত-মুখবিকাশাদিলিঙ্গেনার্থ-বিশেষবুদ্ধিহেতুত্ব-নিশ্চয়ঃ;

অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিলে কখনই পূর্ব্বোক্ত পরমপুরুষার্থসাধনাত্মক কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান হইতে পারে না; এই কারণেই কর্ম্মবিচারের অনন্তর, অর্থাৎ জৈমিনিকৃত পূর্ব্বমীমাংসাপাঠের পর ব্রহ্মবিচার করা আবশ্যক। এই অভিপ্রায়েই সূত্রে "অথ" ও "অতঃ" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ॥১১৮॥

[ভাষ্যকারাভিমত সূত্রার্থযোজনারম্ভ।]

এ বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষবাদী (জৈমিনির মতানুসারী ব্যক্তিগণ) মনে করেন যে, যেহেতু বৃদ্ধব্যবহার ব্যতীত অর্থাৎ শব্দ-ব্যবহারাভিজ্ঞ, প্রাচীন লোকদিগের শব্দপ্রয়োগ দর্শন ব্যতীত কখনই কোন শব্দেরই অর্থবোধন-শক্তি অবধারণ করা যায় না, অর্থাৎ কোন শব্দের কিরূপ অর্থ, তাহা বুঝিতে পারা যায় না; এবং সেই বৃদ্ধব্যবহারও যখন কার্য্য-বুদ্ধি অর্থাৎ ক্রিয়ানুষ্ঠান দর্শন ভিন্ন সম্পন্ন হইতে পারে না, অতএব, একমাত্র কার্য্যরূপ অর্থেই অর্থাৎ ক্রিয়াপ্রতিপাদনেই শব্দের প্রামাণ্য; কেবল বস্তুমাত্র-বোধনে উহার প্রামাণ্য নাই; সুতরাং ক্রিয়া—যাগ-যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান প্রতিপাদন করাই বেদের মুখ্য অর্থ স্বীকার করিতে হইবে। অতএব, পরিনিষ্পন্ন (স্বতঃসিদ্ধ) পরব্রহ্ম প্রতিপাদক বেদান্ত বাক্যসমূহ কখনই প্রামাণ্য লাভ করিতে পারে না ॥

ব্রহ্মবিচারের অনাবশ্যকত্ব শঙ্কা।

আর এ কথাও বলিতে পার না যে, পূর্ব্বনিষ্পন্ন পুত্রজন্মাদি-বোধক [অহে—তোমার পুত্র জন্মিয়াছে, ইত্যাদি সিদ্ধার্থ-জ্ঞাপক] বাক্য যখন শ্রোতার হর্ষোৎপাদক হইয়া থাকে; তখন ব্রহ্মবোধক বেদান্তের প্রামাণ্য হইতে বাধা কি ? বাধা এই যে, এখানেও পূর্ব্বনিষ্পন্ন পুত্র জন্মই যে, হর্ষোৎপত্তির কারণ, তাহা নহে; পরন্তু, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকালবর্ত্তী, হর্ষোৎপাদক অনন্ত বা অসংখ্য কারণের মধ্যে শুভ লগ্ন, সুখপ্রসব এবং হর্ষোৎপাদক আরও কোন কোন বিষয়ের সম্ভাবনাবশতঃ এবং প্রিয়সংঘটনসূচক বক্তার মুখপ্রসন্নতা প্রভৃতি কার্য্য দর্শনে নিশ্চয় বা অব-

(*) 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, তত্র' ইতি (খ) পাঠঃ।　　(†) 'পরস্মিন্' ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) 'বস্তুবিষয়' ইতি (গ) পাঠঃ।

নাপি ব্যুৎপন্নেতরপদ-বিভক্ত্যর্থস্য পদান্তরার্থনিশ্চয়েন বা প্রকৃত্যর্থনিশ্চয়েন বা শব্দস্য সিদ্ধবস্ত্বভিধানশক্তিনিশ্চয়ঃ ; জ্ঞাতকার্য্যাভিধায়ি-পদসমুদায়স্য তদংশবিশেষনিশ্চয়রূপত্বাৎ তস্য ॥

ন চ, সর্পাদ্ভীতস্য 'নায়ং সর্পো রজ্জুরেষা' ইতি শব্দশ্রবণসমনন্তরং (*) ভয়নিবৃত্তিদর্শনেন সর্পাভাববুদ্ধিহেতুত্বনিশ্চয়ঃ। অত্রাপি নিশ্চেষ্টং নির্ব্বি-

---

ধারণ করা যায় যে, তাৎকালিক প্রতীতি বিশেষই ঐরূপ হর্ষের কারণ। আর, যে সকল শব্দ অব্যুৎপন্ন অর্থাৎ যৌগিকার্থরহিত, সেই সকল শব্দগত বিভক্তির অর্থ বুঝিতে হইলে সন্নিহিত পদান্তরের অর্থনিশ্চয় কিংবা প্রকৃতির (যে শব্দের পরে বিভক্তি হইয়াছে; সেই শব্দের) অর্থ-নিশ্চয় দ্বারা নির্ণীত হয় বলিয়াও যে, শব্দের সিদ্ধবস্তু-বোধনে শক্তি অবধারণ করা যাইতে পারে, তাহা নহে ; কারণ, সে স্থলে প্রসিদ্ধ কার্য্য-বোধক সমস্ত পদটাই স্বীয় অংশ বিশেষের (বিভক্তির) অর্থ নিশ্চয় করিয়া দেয় ; [সুতরাং ইহাতেও অক্রিয়াবোধক পদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইতে পারে না] (†) ॥

আর [রজ্জুতে সর্পভ্রম স্থলে] সর্পভীত ব্যক্তির যে, 'ইহা সর্প নহে—রজ্জু', এইবাক্য শ্রবণের পরই ভয় নিবৃত্তি হইতে দেখা যায় ; সেখানেও সর্পাভাব বুদ্ধিই যে, ঐ ভয় নিবৃত্তির হেতু,

---

(*) 'শব্দশ্রবণানন্তরম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—আপত্তি হইয়াছিল যে, "পুত্রঃ তে জাতঃ," অর্থাৎ তোমার পুত্র জন্মিয়াছে ; এই বাক্যটী কোন কর্ত্তব্য ক্রিয়ার বোধক নহে, কেবল অতীত ঘটনার নির্দ্দেশক মাত্র, তথাপি এই বাক্য শ্রবণে যখন শ্রোতার হৃদয়ে হর্ষ-সঞ্চার হইয়া থাকে, তখন ক্রিয়া বোধক না হইলেও যে, বাক্য অপ্রমাণ হইবে, এ কথা বলা যায় না। তদুত্তরে কার্য্য-বাক্যার্থবাদিগণ বলেন যে, না—এখানেও অক্রিয়া-বোধক বাক্য হইতে হর্ষ জন্মে নাই ; পরন্তু, অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এমন রাশি-রাশি কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহাতে হর্ষ জন্মিতে পারে ; তন্মধ্যে এস্থলে, শ্রোতা যখন বুঝিতে পারিল যে, শুভ সময়ে বিনা আয়াসে তাহার পুত্র প্রসূত হইয়াছে, এবং বক্তার মুখ-ভঙ্গী দর্শনে জানা গেল যে, অন্য প্রকার কোন অনর্থও সংঘটিত হয় নাই ; এবংবিধ বোধই উক্ত হর্ষের কারণ ; বোধের (জ্ঞানের) প্রামাণ্য সম্বন্ধে ত কাহারো কোন বিবাদ নাই।

এখানে বুঝিতে হইবে, প্রকৃতি-প্রত্যয় সম্মিলনে যে সকল শব্দের অর্থ প্রতীতি হয়, সেই সকল শব্দ ব্যুৎপন্ন, আর যে শব্দের তাহা হয় না, সেই সকল শব্দই অব্যুৎপন্ন। এই সকল অব্যুৎপন্ন (ব্যুৎপন্নেতর) পদের ও তদ্‌গত বিভক্তির অর্থ-নিশ্চয় করিবার দুইটী উপায় আছে, এক সন্নিহিত ব্যুৎপন্ন পদের অর্থ-নিশ্চয় ; দ্বিতীয়-বিভক্তি যাহার পরে প্রযুক্ত হইয়াছে ; সেই প্রকৃতির অর্থ নিশ্চয়। প্রথম উদাহারণ—একজন প্রশ্ন করিল—'কঃ কূজতি ' ?' (কে শব্দ করিতেছে ?) অপরে উত্তর করিল—'পিকঃ' (কোকিল)। এখানে প্রশ্নকর্ত্তা 'পিক' অর্থ না জানিলেও নিকটেই 'কূজতি' পদ থাকায় 'পিক' শব্দের কোকিল অর্থ—বুঝিয়া লইল। দ্বিতীয় উদাহরণ—"কাষ্ঠৈঃ কটাহে ওদনং পচতি"। (কাষ্ঠ দ্বারা, কড়াতে ভাত পাক করিতেছে), এখানে 'কাষ্ঠ' শব্দের উত্তর তৃতীয়া বিভক্তি থাকায় করণত্ব অর্থ হইয়াছে ; সুতরাং শ্রোতা বুঝিয়া লইল যে, 'কটাহ' একপ্রকার পাকপাত্র এইরূপ আরও বিস্তর উদাহরণ হইতে পারে।

ষম্ (*) অচেতনমিদং বস্ত্বিত্যাদ্যর্থবোধেষু বহুষু ভয়নিবৃত্তিহেতুষু সৎস্থ বিশেষনিশ্চয়াযোগাৎ। কার্য্যবুদ্ধি-প্রবৃত্তি-ব্যাপ্তিবলেন শব্দস্য প্রবর্ত্তকার্থাববোধিত্বমবগতমিতি (†) সর্ব্বপদানাং কার্য্যপরত্বেন সর্ব্বৈঃ পদৈঃ কার্য্যস্যৈব বিশিষ্টস্য প্রতিপাদনাৎ কার্য্যান্বিতস্বার্থমাত্রে পদশক্তিনিশ্চয়ঃ। ইষ্টসাধনতাবুদ্ধিস্তু কার্য্যবুদ্ধিদ্বারেণ প্রবৃত্তিহেতুর্ন স্বরূপেণ, অতীতানাগত-বর্ত্তমানেষ্টোপায়বুদ্ধিষু প্রবৃত্ত্যনুপলব্ধেঃ। 'ইষ্টোপায়ো হি মৎপ্রযত্নাদ্ ঋতে ন সিধ্যতি ; অতো মৎকৃতিসাধ্যঃ' ইতি বুদ্ধির্যাবৎ ন জায়তে, তাবন্ন প্রবর্ত্ততে।' অতঃ কার্য্যবুদ্ধিরেব প্রবৃত্তিহেতুরিতি প্রবর্ত্তকস্যৈব শব্দবাচ্যতয়া (‡) কার্য্যস্যৈব বেদবেদ্যত্বাৎ পরিনিষ্পন্নরূপ-ব্রহ্মপ্রাপ্তিলক্ষণানন্তস্থিরফলা-

---

তাহা নহে নহে। কারণ, সে স্থলেও 'ইহা ক্রিয়াহীন, নির্ব্বিষ, অচেতন—জড় বস্তু' ইত্যাদি বহুবিধ প্রতীতিরূপ কারণ উপস্থিত সত্ত্বে কোনটা যে, ভয়নিবৃত্তির প্রকৃত কারণ, তাহা নিরূপণ করা অসম্ভব। আর শব্দমাত্রেরই যখন প্রবৃত্তিবোধকরূপে (ক্রিয়া-প্রতিপাদক রূপে) অর্থবোধকতা অবধারিত রহিয়াছে ; তখন কার্য্যবিষয়ক জ্ঞান ও কার্য্যবিষয়ক প্রবৃত্তিঘটিত যে, অর্থবোধকতা নিয়ম, তদনুসারেই বুঝিতে হয় যে, সমস্ত শব্দই কার্য্যপর এবং সমস্ত পদই বিশেষ বিশেষ কার্য্যপ্রতিপাদক। অতএব, ক্রিয়াসম্বন্ধ অর্থ-প্রতিপাদনেই সমস্ত শব্দের শক্তি বা সামর্থ্য নিশ্চিত হইতেছে, [ক্রিয়া-সম্পর্ক রহিত অর্থ-বোধনে কোন পদেরই শক্তি নাই]। আর ইষ্ট-সাধনতা-জ্ঞান যে, প্রবৃত্তির কারণ হয়, তাহাও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে, পরন্তু ক্রিয়াবুদ্ধি দ্বারাই হয় ; অর্থাৎ ইহা আমার ইষ্ট—অভিপ্রেতার্থ-সাধনে সমর্থ, এইরূপে যেখানে কোনরূপ ক্রিয়া বা কার্য্যানুষ্ঠানের প্রতীতি থাকে, সেইখানেই লোকের প্রবৃত্তি জন্মায়, নচেৎ কেবলই ইষ্টসাধনতা জ্ঞান প্রবৃত্তি জন্মাইতে পারে না। এই কারণেই অতীত, অনাগত (ভবিষ্যৎ) ও বর্ত্তমান যে সকল ইষ্টসাধন আছে ; তদ্বিষয়ে জ্ঞানসত্ত্বেও প্রবৃত্তির অভাব দৃষ্ট হয়। ইহার কারণ এই যে, 'এই অভীষ্টসিদ্ধির উপায়টা আমার যত্ন ভিন্ন কিছুতেই সিদ্ধ হইতে পারে না ; ইহা আমারই যত্নসাধ্য ; অতএব, এ বিষয়ে আমার চেষ্টা করা আবশ্যক,' যতক্ষণ এইরূপ জ্ঞান উৎপন্ন না হয়, ততক্ষণ কেহই তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না বা হইতে পারে না ; সুতরাং কর্ত্তব্যবুদ্ধিই লোকের প্রবৃত্তি বা চেষ্টার একমাত্র কারণ। অতএব লোকপ্রবৃত্তির হেতুভূত অর্থই যখন শব্দের প্রকৃত বাচ্যার্থ ; তখন বেদের পক্ষেও [প্রবৃত্তিহেতু] সেই কার্য্যই একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয় হইবে, (সিদ্ধ বস্তু-প্রতিপাদন তাহার বিষয় হইতে পারে না,) কাজেই বলিতে হইবে যে, স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ অনন্ত ও নিত্য ফল লাভ কথনই

(*) 'নির্ব্বিশেষম্' ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ। (†) 'মুপগতমিতি' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(‡) 'শব্দবাচিতয়া' ইতি (খ) পাঠস্তু ন সমীচীনঃ।

প্রতিপত্তেঃ, (*) "অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি। [আপস্তম্ব-শ্রৌত সূ°, ২'১১] ইত্যাদিভিঃ কর্ম্মণামেব স্থিরফলত্বপ্রতিপাদনাচ্চ কর্ম্মফলাল্পাস্থিরত্ব-ব্রহ্মজ্ঞানফলানন্তস্থিরত্ব-জ্ঞানহেতুকো ব্রহ্মবিচারারম্ভো ন যুক্ত ইতি ॥ ১১৯ ॥

অত্রাভিধীয়তে,—নিখিললোকবিদিত-শব্দার্থসম্বন্ধাবধারণপ্রকারমপনুদ্য সর্ব্বশব্দানামলৌকিকৈকার্থাববোধিত্বাবধারণং (†) প্রামাণিকা ন বহু মন্যন্তে ॥

এবং কিল বালাঃ শব্দার্থসম্বন্ধমবধারয়ন্তি, মাতাপিতৃপ্রভৃতিভিঃ অম্বাতাত-মাতুলাদান্ শশি-পশু-নর-মৃগ-পক্ষি-সর্পাদীংশ্চ (‡) 'এনমবেহি, ইমঞ্চ অবধারয়' ইত্যভিপ্রায়েণাঙ্গুল্যা নির্দিশ্য (§) তৈস্তৈঃ শব্দৈস্তেষু তেষু অর্থেষু বহুশঃ শিক্ষিতাঃ শনৈঃ শনৈস্তৈস্তৈরেব শব্দৈঃ তেষু তেষু অর্থেষু

কেবল প্রতীতি বা জ্ঞান দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না। বিশেষতঃ 'যিনি চাতুর্মাস্য' নামক যাগ করেন, তাঁহার অক্ষয় পুণ্য লাভ হয়।' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে কর্ম্মেরই চিরস্থায়ী ফল-সম্পাদনের ক্ষমতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব, কর্ম্মফলের অল্পত্ব ও অস্থিরত্ব (অনিত্যত্ব) এবং ব্রহ্মজ্ঞান-ফলের অনন্তত্ব ও নিত্যত্ব প্রতিপাদনার্থ ব্রহ্মবিচারের অর্থাৎ ব্রহ্মবিচারাত্মক এই গ্রন্থের আরম্ভ করা যুক্তিসিদ্ধ হয় না ॥ ১১৯ ॥

ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে,—সর্ব্বসাধারণে শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ (বাচ্য-বাচকভাব) অবধারণের জন্য যে প্রণালী পরিজ্ঞাত আছে; সর্ব্বজনবিদিত সেই প্রণালী পরিত্যাগপূর্ব্বক সমস্ত শব্দেরই যে, এক অলৌকিক (যাহা লোকে প্রসিদ্ধ নহে, সেই কার্য্যপরস্বরূপ) অর্থ অবধারণ করা; প্রমাণাভিজ্ঞ লোকেরা কখনই তাদৃশ অবধারণের সমাদর করেন না ॥ ৫০ ॥

ব্রহ্মবিচারের আবশ্যকত্ব প্রতিপাদন।

বালকগণ প্রথমে শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ (যে শব্দের যে অর্থ-বোধনে শক্তি, সেই শক্তি) এইরূপে অবধারণ করিয়া থাকে,—পিতা মাতা প্রভৃতি স্বজনগণ শিক্ষাদানের উদ্দেশে 'ইহা জান, ইহা অবধারণ কর (স্মরণ রাখ),' ইত্যাদি বলিয়া অঙ্গুলী দ্বারা 'অম্বা' (মাতা), 'তাত' (পিতা) ও 'মাতুল' প্রভৃতিকে এবং শশী (চন্দ্র), পশু, মৃগ (হরিণ), নর (মনুষ্য), পক্ষী ও সর্প প্রভৃতি পদার্থকে নির্দ্দেশ করিয়া বালককে শিক্ষা প্রদান করে। অনন্তর ঐরূপ শিক্ষিত বালকগণ নিজের ক্রমে ক্রমে সেই সকল শব্দ-প্রয়োগেই পূর্ব্বনির্দিষ্ট সেই সকল বিষয়ের প্রতীতি হইতেছে, দর্শন করি অর্থাৎ পূর্ব্বোপদিষ্ট 'অম্বা' প্রভৃতি শব্দ বলিলেই মাতা প্রভৃতি অর্থের প্রতীতি হয়, দেখিয়া স্থি

(*) 'ফলাপাতা প্রতিপত্তেঃ' ইতি (খ) পাঠঃ। (†) বধারণং চ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) 'পশুনরপক্ষিসর্পাদীংশ্চ' ইতি (গ) পাঠঃ। (§) নির্দ্দিশ্য নির্দ্দিশ্য' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

স্বাত্মনা বুদ্ধ্যুৎপত্তিং দৃষ্ট্বা শব্দার্থয়োঃ সম্বন্ধান্তরাদর্শনাৎ সঙ্কেতয়িতৃপুরুষাজ্ঞানাচ্চ তেষ্বর্থেষু তেষাং শব্দানাং প্রয়োগো বোধকত্বনিবন্ধন ইতি নিশ্চিন্বন্তি। পুনশ্চ, ব্যুৎপন্নেতরশব্দেষু 'অস্য শব্দস্যায়মর্থঃ' ইতি পূর্ব্ববৃদ্ধৈঃ শিক্ষিতাঃ সর্ব্বশব্দানামর্থমবগম্য পরপ্রত্যায়নায় তত্তদর্থাববোধিবাক্যজাতং প্রযুঞ্জতে ॥

প্রকারান্তরেণাপি শব্দার্থসম্বন্ধাবধারণং সুশকম্,—কেনচিৎ পুরুষেণ হস্তচেষ্টাদিনা 'পিতা তে সুখমাস্তে' ইতি দেবদত্তায় জ্ঞাপয়' ইতি প্রেষিতঃ কশ্চিৎ তজ্জ্ঞাপনে প্রবৃত্তঃ 'পিতা তে সুখমাস্তে' ইতি শব্দং প্রযুঙ্‌ক্তে। পার্শ্বস্থোঽন্যো ব্যুৎপিৎসুর্মূকবচ্চেষ্টাবিশেষজ্ঞঃ তজ্জ্ঞাপনে প্রবৃত্তমিমং জ্ঞাত্বানুগতঃ তজ্জ্ঞাপনায় প্রযুক্তমিমং শব্দং শ্রুত্বা 'অয়ং শব্দস্তদর্থবুদ্ধিহেতুঃ' ইতি নিশ্চিনোতি, ইতি কার্য্যার্থ এব ব্যুৎপত্তিরিতি নির্ব্বন্ধো নির্নিবন্ধনঃ। অতো বেদান্তাঃ পরিনিষ্পন্নং পরং ব্রহ্ম, তদুপাসনঞ্চাপারিমিতফলং বোধয়ন্তীতি তন্নির্ণয়ফলো ব্রহ্মবিচারঃ কর্ত্তব্যঃ ॥

করে যে, ঐ সকল শব্দের যখন অপর অর্থের সহিত কোনই সম্বন্ধ দৃষ্ট হইতেছে না, এবং সংকেতকারী (অন্যার্থে প্রয়োগকর্ত্তা) কোন লোকও যখন দৃষ্ট হইতেছে না ; তখন ঐ সকল শব্দে ঐ সকল নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের প্রতীতি জন্মায় বলিয়াই ঐ সকল শব্দের ঐ সকল অর্থে প্রয়োগ করা হয়। শেষে শিক্ষাপ্রাপ্ত সেই বালকগণই প্রকৃতি-প্রত্যয়যোগে যে সকল শব্দের অর্থপ্রতীতি হয় না, সেই সকল অব্যুৎপন্ন শব্দের মধ্যেও 'এই শব্দের ইহা অর্থ' ইত্যাদিরূপে পূর্ব্বতন বৃদ্ধগণকর্তৃক শিক্ষিত হইয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত শব্দের অর্থ অবগত হয় এবং অপরের বোধোৎপাদনার্থ নিজেরাও আবার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ-বোধক বাক্যসমূহ প্রয়োগ করিয়া থাকে ॥

অন্য প্রকারেও শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ অনায়াসে গ্রহণ করা যাইতে পারে,—'তোমার পিতা সুখে আছেন' এই কথা তুমি দেবদত্তকে জ্ঞাপন কর ; এই কথা বলিয়া হস্তসঞ্চালনপূর্ব্বক কোন এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে প্রেরণ করিল ; প্রেরিত ব্যক্তি সেই কথা জ্ঞাপনার্থ [যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া] 'তোমার পিতা সুখে আছেন' এই শব্দ প্রয়োগ করিল। যে লোক মূকের ন্যায় (শব্দার্থানভিজ্ঞ, কেবল) চেষ্টা বা হস্তসংকেতমাত্র বুঝিতে পারে, অথচ শব্দার্থে ব্যুৎপত্তিলাভেচ্ছু, এইরূপ সন্নিহিত কোন এক ব্যক্তি সেই প্রেরিত ব্যক্তিকে আদিষ্ট বার্ত্তা জ্ঞাপনে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাহার অনুগমন করিল, এবং সেই বার্ত্তা জ্ঞাপনার্থ পূর্ব্বকথিত শব্দের প্রয়োগ করিতে শ্রবণ করিয়া স্থির করিল যে, এই শব্দই সেই আদিষ্ট অর্থ-বোধের কারণ। অতএব, কার্য্য-বোধক বাক্যেই ব্যুৎপত্তি বা শব্দার্থসম্বন্ধ গ্রহণ হইবে, এইরূপে যে, আগ্রহাতিশয়, তাহা

কার্য্যার্থত্বেঽপি বেদস্য ব্রহ্মবিচারঃ কর্ত্তব্য এব। কথম্ ? "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।" [বৃহদা০, ৪।৪।৫]। "সোঽন্বেষ্টব্যঃ, স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।" [ছান্দো০, ৮।৭।১]। "বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত।" [বৃহদা০, ৬।৪।২১]। "দহরোঽস্মিন্নন্তর আকাশঃ, তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যম্, তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্।" [ছান্দো০, ৮।১।১]। "তত্রাপি দহরং গগনং বিশোকঃ, তস্মিন্ যদন্তস্তদুপাসিতব্যম্।" [তৈত্তি০, নারায়ণ, ১০।২৩] ইত্যাদিভিঃ (*) প্রতিপন্নোপাসনবিষয়-কার্য্যাধিকৃতফলত্বেন "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" [তৈত্তি০, আন, ১।১]। ইত্যাদিভির্ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ শ্রূয়ত ইতি ব্রহ্মস্বরূপ-তদ্বিশেষণানাং-দুঃখাসম্ভিন্নদেশ-(†) বিশেষরূপ-স্বর্গাদিবৎ, রাত্রিসত্রপ্রতিষ্ঠাদিবৎ, (‡) অপগোরণ-শতযাতনা-সাধ্যসাধন-ভাববচ্চ কার্য্যোপযোগিতয়ৈব সিদ্ধেঃ ॥

নিষ্কারণক বা অমূলক। কেন না, হস্তসংকেতেও শব্দার্থ-সম্বন্ধ গ্রহণ হইয়া থাকে। অতএব, বেদান্তশাস্ত্রসমূহও স্বতঃসিদ্ধ পরব্রহ্ম ও তাঁহার উপাসনা এবং সেই উপাসনার অপরিমিত ফল প্রতিপাদন করিতে অবশ্যই সমর্থ, অর্থাৎ তদ্বিষয়ে বেদান্ত শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য হইতে পারে না; অতএব, বেদান্তার্থ-নির্ণয়ের জন্য ব্রহ্মবিচার অবশ্যই কর্ত্তব্য।

আর যদি বা বেদের কার্য্যপরত্বই স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও ব্রহ্ম-বিচার একান্ত আবশ্যক। যদি বল কেন ? [উত্তর—] 'অরে মৈত্রেয়ি! আত্মাকে দর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে, মনন (চিন্তা) করিবে, এবং নিদিধ্যাসন (ধ্যান) করিবে।' 'সেই আত্মাকে অনুসন্ধান করিবে এবং তাহাকে জানিতে ইচ্ছা করিবে, অর্থাৎ আত্ম-জ্ঞানেচ্ছায় বিচার করিবে।' 'তাহাকে বিশেষরূপে অবগত হইয়া তদ্বিষয়ে চিন্তা করিবে।' '[এই যে, হৃৎপদ্মরূপ একটী ক্ষুদ্র গৃহ] ইহার অভ্যন্তরে দহর (স্বল্প) আকাশ আছে; তাহার অভ্যন্তরে যাহা রহিয়াছে, তাঁহার অন্বেষণ করিবে এবং তাহাকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিবে।' 'সেখানেও (হৃৎপদ্ম মধ্যেও) সর্ব্বদুঃখবিবর্জ্জিত দহর আকাশ আছে; তাহার অভ্যন্তরে যাহা আছে, তাঁহার উপাসনা করিবে।' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে উপাসনা বিহিত হইয়াছে; 'ব্রহ্মবিৎ পুরুষ পর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন', ইত্যাদি শ্রুতিতে আবার সেই উপাসনাকার্য্যেরই নিয়ত ফলরূপে ব্রহ্ম-প্রাপ্তির উল্লেখ পরিশ্রুত হইতেছে। [যদিও উল্লিখিত উপাসনা-বিধায়ক বাক্যসমূহে কেবল ব্রহ্মপ্রাপ্তি ফলেরই উল্লেখ আছে, কিন্তু তাঁহার স্বরূপ ও তদ্গত বিশেষণ, গুণ বা বিভূতিবিশেষের উল্লেখ নাই সত্য, তথাপি] দুঃখসম্পর্কশূন্য স্থান বিশেষ বলায় যেমন স্বর্গাদি ফলের সিদ্ধি হয়; 'রাত্রি-সত্র' যাগে যেমন প্রতিষ্ঠা বা যশঃকামনার সিদ্ধি হয়, এবং অপগোরণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে

(*) 'প্রতিপন্নোপাসননিশ্চয়' ইতি (গ) পাঠঃ।　　(†) 'সুখবিশেষ' ইতি (খ) পাঠঃ।
(‡) 'অবগীরণ' ইতি (গ) পাঠঃ।

'গামানয়' ইত্যাদিষ্বপি বাক্যেষু ন কার্য্যার্থে ব্যুৎপত্তিঃ ; ভবদভিমত-কার্যস্য দুর্নিরূপত্বাৎ। কৃতিভাবভাবি কৃত্যুদ্দেশ্যং হি ভবতঃ কার্যম্। কৃত্যুদ্দেশ্যত্বং চ কৃতিকর্ম্মত্বম্। কৃতিকর্ম্মত্বঞ্চ (*) কৃত্যা প্রাপ্তুমিষ্টতমত্বম্। ইষ্টতমঞ্চ সুখম্, বর্ত্তমানদুঃখনিবৃত্তির্বা (†)। তত্রেষ্টসুখাদ্যর্থিনা পুরুষেণ

প্রহার করার নিষেধক বাক্যে যেমন আবশ্যকমত শত যাতনা (দণ্ড) ও অপগোরণের সাধ্য-সাধনভাব স্বীকার করিয়া লইতে হয়, এখানেও তেমনি কার্য্যবিশেষে ফলবিশেষ থাকা আবশ্যক, এই কারণে উপাসনা-কার্য্যের উপযুক্ত বলিয়াই উপাসনার ফলস্বরূপ ব্রহ্মের স্বরূপ এবং তদ্গত গুণ-মহিমাদি বিশেষণ সমূহেরও অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ ঐ সকলের সম্বন্ধ ধরিয়া লইতে হয় (‡)।

আর 'গাং আনয়' (গো লইয়া আইস), ইত্যাদি বাক্যেও কার্য্যার্থেই অর্থাৎ ক্রিয়া-প্রতিপাদনেই শব্দের শক্তি নিরূপিত হয় না ; কারণ, সেখানে তোমার অভিপ্রেত কার্য্য পদার্থটী যে কিরূপ, তাহা সহজে নিরূপণ করা যায় না। কেন না, পুরুষচেষ্টার সদ্ভাবে যাহার সদ্ভাব এবং পুরুষচেষ্টার যাহা উদ্দেশ্য, তাহাই তোমার অভিপ্রেত কার্য্যপদার্থ। চেষ্টার (কৃতির) উদ্দেশ্য অর্থ—চেষ্টার কর্ম্ম বা বিষয়, চেষ্টার কর্ম্ম অর্থ—চেষ্টা দ্বারা যাহা বিশেষরূপে পাইতে অভিলষিত বা ইষ্টতম। সুখ বা উপস্থিত দুঃখ-নিবৃত্তিই প্রধানতঃ ইষ্টতম পদার্থ ; তাহাতেও

(*) কৃত্যুদ্দেশ্যত্বং কৃতিকর্ম্মত্বঞ্চ' ইতি (গ,ঙ) পাঠঃ। (†) দুঃখস্য তন্নিবৃত্তির্ব্বা' ইতি (ক, ঘ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—বেদ-বিধিতে আছে—"স্বর্গকামোঽশ্বমেধেন যজেত" অর্থাৎ স্বর্গলাভে যাহার অভিলাষ আছে, সে লোক 'অশ্বমেধ'নামক যজ্ঞ করিবে। এই বিধি বাক্যে কেবল স্বর্গলাভেরই উল্লেখ আছে, সেই স্বর্গ যে কিপ্রকার, তাহার কোন কথাই নাই ; কিন্তু "যস্মিন্ নোষ্ণং ন শীতং, নার্ত্তিঃ," ইত্যাদি অর্থ-বাদ বাক্যে (এই বিষয়ের প্রশংসাবোধক বাক্যে) স্বর্গের বিশেষ বিশেষ গুণ সমূহ বর্ণিত আছে। এই সকল অর্থবাদ বাক্য হইতেই সেই স্বর্গগত বিশেষ অবস্থাসমূহ জানিয়া লইতে হয়।

"রাত্রীরুপেয়াৎ, প্রতিতিষ্ঠন্তীহ বৈ এতে, যে এতা রাত্রীরুপযন্তি," অর্থাৎ, লোকে 'রাত্রী'সমূহ অবলম্বন করিবে, যাহারা এই সকল রাত্রিকে উপগত হয়, তাহারা প্রতিষ্ঠা (যশঃ) লাভ করে।' 'রাত্রি' একটী যজ্ঞের নাম এই বাক্যে প্রথমে 'রাত্রীঃ উপেয়াৎ' বলিয়া রাত্রিসত্রের বিধান করা হইয়াছে, কোন ফলের উল্লেখ নাই। তাহার পর "প্রতিতিষ্ঠন্তি" ইত্যাদি অর্থবাদাংশে 'প্রতিষ্ঠা-ফলের উল্লেখ আছে। এস্থলে বিধিতে ফলের উল্লেখ না থাকিলেও অর্থ-বাদ বাক্য হইতে তাহা সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়।

আর 'অপগোরণ' সম্বন্ধে কথা এই যে, বেদে আছে—"তস্মাৎ ব্রাহ্মণায নাপগুরেৎ, তৎ যোঽপগুরুতে, তং শতেনাযাতয়াৎ," অর্থাৎ 'অতএব, ব্রাহ্মণ উদ্দেশে অপগোরণ—লগুড় উত্তোলন করিবে না ; যে লোক অপগোরণ করে, তাহার এক শত মুদ্রা দণ্ড করিবে।' এখানে অপগোরণ হইতেছে সাধন এবং শতযাতনা হইতেছে, তাহার সাধ্য বা ফল।

উল্লিখিত উদাহরণ সমূহে যেরূপ বিধিবাক্যে অনুক্ত ফল ও তদ্গত বিশেষ বিশেষ অবস্থাসকল অর্থবাদ বাক্য হইতে সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়, সেইরূপ উপাসনাবিধায়ক বাক্য সমূহেও অনুক্ত ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফল ও তদ্গত গুণ-মহিমাদি বিশেষণ সকল অর্থবাদ প্রভৃতি বাক্য হইতে সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে।

স্বপ্রযত্নাদ্ ঋতে যদি তদসিদ্ধিঃ প্রতীতা, ততঃ প্রযত্নেচ্ছুঃ প্রবর্ত্ততে পুরুষঃ, ইতি ন ক্বচিদপীচ্ছাবিষয়স্য কৃত্যধীনসিদ্ধিত্বমন্তরেণ কৃত্যুদ্দেশ্যত্বং নাম কিঞ্চিদপ্যুপলভ্যতে। ইচ্ছাবিষয়স্য প্রেরকত্বঞ্চ প্রযত্নাধীনসিদ্ধিত্বমেব, তত এব প্রবৃত্তেঃ। ন চ পুরুষানুকূলত্বং কৃত্যুদ্দেশ্যত্বম্, যতঃ সুখমেব পুরুষানুকূলম্ (*)। নচ, দুঃখনিবৃত্তেঃ পুরুষানুকূলত্বম্। পুরুষানুকূলং সুখং, তৎপ্রতিকূলং দুঃখমিতি সুখ-দুঃখয়োঃ স্বরূপবিবেকঃ। দুঃখস্য প্রতিকূলতয়া তন্নিবৃত্তিরিষ্টা ভবতি, নানুকূলতয়া। অনুকূল-প্রতিকূলান্বয়-(†) বিরহে স্বরূপেণাবস্থিতিহি দুঃখনিবৃত্তিঃ। অতঃ সুখব্যতিরিক্তস্য ক্রিয়াদেরনুকূলত্বং ন সম্ভবতি। নচ, সুখার্থতয়া তস্যাপ্যনুকূলত্বং দুঃখাত্মকত্বাৎ তস্য। সুখার্থতয়াপি তদুপাদানেচ্ছামাত্রমেব ভবতি॥

আবার সুখাভিলাষী পুরুষ যদি বুঝিতে পারেন যে, আমার প্রযত্ন ব্যতীত সুখলাভ হইবে না, তাহা হইলেই প্রযত্নের ইচ্ছায় তাহার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। অতএব, ইচ্ছার বিষয়ীভূত পদার্থটীকে প্রযত্নাধীন সিদ্ধ না হইয়া কুত্রাপি প্রযত্নের উদ্দেশ্য হইতে দেখা যায় না। 'এই অভীষ্ট বিষয়টী আমার প্রযত্নাধীন' এইরূপ জ্ঞানের পরেই যখন প্রবৃত্তি জন্মে, তখন অভীষ্ট বিষয়কে যে, প্রবর্ত্তক [বলা হয়], তাহার অর্থও প্রযত্নাধীন-সিদ্ধি ভিন্ন আর কিছুই নহে। আর সুখই যখন পুরুষের একমাত্র অনুকূল বা প্রিয় বিষয়; তখন কৃতির উদ্দেশ্যকে (চেষ্টার বিষয়কে) পুরুষের অনুকূল বলা যাইতে পারে না। আর দুঃখ-নিবৃত্তিও পুরুষের অনুকূল নহে; কেন না, পুরুষের যাহা অনুকূল, তাহাই সুখ, আর পুরুষের যাহা প্রতিকূল (অভিপ্রায়-বিরুদ্ধ), তাহার নাম দুঃখ; ইহাই সুখ ও দুঃখের স্বরূপগত প্রভেদ (‡)। দুঃখ প্রতিকূল বলিয়াই দুঃখ-নিবৃত্তি লোকের অভিপ্রেত হয়, অনুকূল বলিয়া নহে। [পুরুষের যে,] অনুকূল ও প্রতিকূল সম্বন্ধশূন্যরূপে স্বরূপাবস্থান, তাহারই নাম দুঃখনিবৃত্তি। এই কারণেই সুখাতিরিক্ত ক্রিয়া প্রভৃতি ধর্ম্মের অনুকূলতা কখনও সম্ভবপর হয় না। আর এ কথাও বলিতে পার না যে,ক্রিয়া যখন সুখেরই সাধন, তখন তাহাও অনুকূল হউক। কারণ, ক্রিয়া স্বভাবতই দুঃখাত্মক বা দুঃখকর, কেবল সুখের ইচ্ছায়ই সেই ক্রিয়ানুষ্ঠানে ইচ্ছা হইয়া থাকে॥

(*) কৃত্যুদ্দেশ্যত্বং, যতঃ সুখমেব পুরুষানুকূলম্' ইত্যংশঃ (গ) পুস্তকে ন দৃশ্যতে।

(†) অনুকূলপ্রতিকূলতয়ান্বয়' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—সুখ ও দুঃখের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া বলা বড় কঠিন; এই কারণে শাস্ত্রকারগণ সুখ, দুঃখের পরিচয় স্থলে এইমাত্র বলিয়াছেন যে, "অনুকূলবেদনীয়ং সুখম্", আর, "প্রতিকূলবেদনীয়ং দুঃখম্"। অর্থাৎ যে যাহা অনুকূল বা আত্ম-তৃপ্তিকর বলিয়া অনুভব করে, তাহার পক্ষে তাহাই সুখ; আর, যে যাহা প্রতিকূল বা অপ্রিয় বলিয়া অনুভব করে, তাহার পক্ষে তাহাই দুঃখ; সুতরাং একের পক্ষে যাহা সুখ, অপরের পক্ষে তাহাই দুঃখ হইতে পারে। দুঃখ-সম্বন্ধেও এই কথা।

নচ কৃতিং প্রতি শেষিত্বং কৃত্যুদ্দেশ্যত্বম্; ভবৎপক্ষে শেষিত্বস্যানিরূপণাৎ। নচ, পরোদ্দেশপ্রবৃত্ত-কৃতিব্যাপ্ত্যর্হত্বং শেষত্বমিতি তৎপ্রতিসম্বন্ধী শেষীত্যবগম্যতে; তথা সতি কৃতেরশেষত্বেন তাং প্রতি তৎসাধ্যত্বস্য শেষিত্বাভাবাৎ (*)। নচ পরোদ্দেশ-প্রবৃত্ত্যর্হতায়াঃ শেষত্বেন পরঃ শেষী; উদ্দেশ্যত্বস্যৈব নিরূপ্যমাণত্বাৎ, প্রধানস্যাপি ভৃত্যোদ্দেশপ্রবৃত্ত্যর্হত্বদর্শনাচ্চ। প্রধানস্তু ভৃত্যপোষেঽপি স্বোদ্দেশেন প্রবর্ত্তত ইতি চেৎ; ন, ভৃত্যোঽপি হি প্রধানপোষে স্বোদ্দেশেনৈব প্রবর্ত্ততে। কার্য্যস্বরূপস্যৈবানিরূপণাৎ 'কার্য্য-প্রতিসম্বন্ধী(†) শেষঃ,' 'তৎপ্রতিসম্বন্ধী শেষী' ইত্যপ্যসঙ্গতম্ ॥

আর কৃতিশেষ বা ক্রিয়াঙ্গকেও কৃতির উদ্দেশ্য বলা যাইতে পারে না; কারণ, তোমার মতে শেষিত্ব পদার্থটী দুর্নিরূপণীয়। কেন না, অপর ফলের উদ্দেশে আবদ্ধ কৃতি বা প্রযত্নের ব্যাপ্তিযোগ্য বা অনুগত বিষয়কে 'শেষ' বলিলে যে, তৎসম্পর্কিত বিষয়টী শেষী হইবে, ইহা ত বলা যায় না। কারণ, কৃতি বা প্রযত্ন স্বয়ংই যখন 'শেষ' হইতে পারিল না, তখন তৎসাধ্য বিষয়টী ত আর কিছুতেই তাহার 'শেষী' বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। আর পরোদ্দেশে প্রবৃত্তির যোগ্যকে 'শেষ' বলাতেই যে, 'পর'টী 'শেষী' হইবে, তাহাও নহে; কারণ [ঐ লক্ষণানুসারে] 'পর' বস্তুটীর কেবল উদ্দেশ্যত্বই নিরূপিত হইতে পারে। [সুতরাং 'পর'কে আর 'শেষী' বলা যায় না]। বিশেষতঃ ভৃত্যের নিমিত্ত প্রধানেরও (কর্ত্তারও) প্রবৃত্ত হইবার যোগ্যতা আছে; [প্রধানকে ত আর ভৃত্যের শেষ বা অধীন বলা যাইতে পারে না]। যদি বল, প্রধানও (প্রভুও) যে, ভৃত্যের পরিপোষণে প্রবৃত্ত বা যত্নবান্ হন, তাহাও নিজের (উপকার সাধনের) উদ্দেশেই হন; [সুতরাং প্রকৃত পক্ষে সেখানে পরোদ্দেশ্যত্বই নাই; কাজেই 'শেষত্বে'রও সম্ভাবনা নাই]। না,—তাহা হইলে ভৃত্যও ত নিজের উপকারোদ্দেশেই প্রভুসেবায় প্রবৃত্ত হয়, [সুতরাং সেও 'শেষ' বা অধীন হইতে পারে না]। অতএব, প্রধানভূত—কার্য্যেরই (ক্রিয়ারই) যখন স্বরূপ নিরূপণ করা অসম্ভব, তখন কার্য্যের প্রতিসম্বন্ধী—'শেষ' এবং তাহার প্রতিসম্বন্ধী 'শেষী', এরূপ নির্দ্দেশ করাও সঙ্গত হইতে পারে না (‡)।

(*) তথেত্যাদিঃ শেষিত্বাভাবাদিত্যন্তঃ সন্দর্ভঃ (গ) পুস্তকে নাস্তি। প্রমাদাৎ পতিত ইতি মন্যে।

(†) কার্য্যং প্রতি সম্বন্ধী শেষী, ইত্যপ্যসঙ্গতম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—যাহারা কার্য্য-শক্তিবাদী—ক্রিয়া-সম্বন্ধ ব্যতীত শব্দের প্রামাণ্য স্বীকার করে না, তাহাদের পক্ষে প্রথমতঃ তাহাদেরই মতানুসারে 'কার্য্যে'র পরিচায়ক একটী লক্ষণ করা আবশ্যক। তাই তাহারা বলিয়া থাকেন,—[মনুষ্যের] কৃতি বা প্রযত্ন সত্ত্বে যাহার সত্তা বা উৎপত্তি এবং সেই প্রযত্নেরই যাহা উদ্দেশ্য বা বিষয়, অর্থাৎ যাহার উদ্দেশে সেই চেষ্টা হয়; তাহার নাম 'কার্য্য'। কৃতির উদ্দেশ্য বলিলেই কৃতির কার্য্য,—অর্থাৎ যাহা সাধনের জন্য চেষ্টা করা হয়, সেই ইষ্টতম পদার্থকে বুঝিতে হয়। এখন কথা হইতে যে, জগতে সুখ ভিন্ন আর কিছুই যখন ইষ্টতম হয় না বা হইতে পার না, তখন তোমার কথিত লক্ষণটী প্রকৃত কার্য্যের পরিচায়ক না হইয়া কেবল সুখেরই পরিচায়ক বা লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইল। বিশেষতঃ ক্রিয়ামাত্রই যখন অল্পাধিক পরিমাণে দুঃখময় বা দুঃখাত্মক এবং দুঃখ যখন কাহারো ইষ্টতম নহে, তখন উক্তপ্রকার কার্য্য লক্ষণটী কিছুতেই ক্রিয়ার লক্ষণ হইতে পারে না। কাজেই কার্য্যের স্বরূপ নিরূপণ করা, সহজ-সাধ্য নহে।

নাপি কৃতিপ্রয়োজনত্বং কৃত্যুদ্দেশ্যত্বম্ ; পুরুষস্য কৃত্যারম্ভপ্রয়োজনমেব হি কৃতিপ্রয়োজনম্ ; স চেচ্ছাবিষয়ঃ। তস্মাদিষ্টত্বাতিরেকিকৃত্যুদ্দেশ্যত্বা-নিরূপণাৎ কৃতিসাধ্যতা-কৃতি প্রধানত্বরূপং(*)কার্য্যং দুর্নিরূপমেব ॥১২০॥

নিয়োগস্যাপি সাক্ষাদিচ্ছা-(†) বিষয়ভূতসুখদুঃখনিবৃত্তিভ্যামন্যত্বাৎ তৎসাধনতয়ৈবেষ্টত্বং কৃতিসাধ্যত্বঞ্চ। অত এব হি তস্য ক্রিয়াতিরিক্ততা ; অন্যথা ক্রিয়ৈব কার্য্যং স্যাৎ। স্বর্গকামপদ-সমভিব্যাহারানুগুণ্যেন লিঙাদি-

---

আর যে, কৃতি বা প্রযত্নের যাহা প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য, তাহাই কৃত্যুদ্দেশ্য ; এ কথাও বলা চলে না। কারণ, পুরুষের কার্য্যারম্ভের যাহা প্রয়োজন, তাহাই প্রকৃত পক্ষে কৃতির প্রয়োজন ; তাহা ত পুরুষের ইচ্ছা-বিষয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব, [পুরুষের] ইষ্টত্ব (ইচ্ছা-বিষয়ত্ব) ভিন্ন যখন আর 'কৃত্যুদ্দেশ্যত্ব' নিরূপণ করা যায় না, তখন নিশ্চয়ই কৃতি-সাধ্য বা যত্ন-নিষ্পাদ্য কৃতির প্রধান বিষয়কেও আর 'কার্য্য' বলিয়া নির্দ্দেশ করা চলে না ॥ ১২০ ॥

১২১। সুখ ও দুঃখনিবৃত্তি, এতদুভয়ই সাক্ষাৎসম্বন্ধে ইচ্ছার বিষয় হইয়া থাকে ; [বিধিবাক্য-গত] নিয়োগ যখন সেই সুখ ও দুঃখ-নিবৃত্তি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ; তখন বুঝিতে হইবে যে, সুখ ও দুঃখ-নিবৃত্তির উপায় বলিয়াই নিয়োগবিষয়ে লোকের ইচ্ছা হয় এবং কৃতি-সাধ্যত্ব বলিয়া বোধ হয়,—অর্থাৎ সুখ ও দুঃখনিবৃত্তির ইষ্টত্ব নিবন্ধনই তৎসাধনীভূত নিয়োগেও ইষ্টত্ব ও কৃতি-সাধ্যত্ব বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, [কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে]। এই কারণেই ক্রিয়া বা ব্যপার হইতে নিয়োগ ধর্ম্মটীর পার্থক্য রক্ষিত হয়। নচেৎ ক্রিয়া ও কার্য্য (ক্রিয়াফল), উভয়ের একত্ব বা অভেদ হইতে পারে। কেন না, [বিধিবাক্যস্থ] স্বর্গকাম পদের সহিত একযোগে অন্বয় বা সম্বন্ধ বশতঃ [বিধিবোধক] 'লিঙ্' প্রভৃতি বিভক্তিতে যে, 'কার্য্য' বুঝায়, উহাই স্বর্গ-সাধন ; [তদতিরিক্ত স্বর্গ-সাধন

(*) স্বরূপম্ ইতি (গ) পাঠঃ। (†) সাক্ষাদিচ্ছাবিষয়ম্' ইতি (খ) পাঠঃ।

এই ভয়ে তুমি যদি 'কৃত্যুদ্দেশ্য' শব্দের 'কৃতি-শেষিত্ব' অর্থ কর, অর্থাৎ কৃতি বা পুরুষ-প্রযত্নের যাহা 'শেষী' বা প্রধান বিষয়, তাহার নাম 'কৃত্যুদ্দেশ্য' এইরূপ অর্থ কর ; তাহাতেও বিবাদ ভঞ্জন হইল না। কারণ, এই 'শেষী' পদের অর্থ নিরূপণ করাই অসম্ভব। কেন না ; প্রথমতঃ 'শেষ' শব্দের অর্থ নিরূপণ করা আবশ্যক, 'শেষ' কিনা—পরোদ্দেশে অর্থাৎ অপর প্রয়োজন সাধনার্থ আরব্ধ কৃতির (চেষ্টার) বিষয় হইবার 'যোগ্য'। ফল কথা,—অন্যপ্রয়োজন সাধনার্থ যে চেষ্টা করা হয়, সেই চেষ্টার ফলে যাহা সিদ্ধ হয় ; তাহাই 'শেষ', এবং সেই 'শেষ' যাহাকে অবলম্বন করিয়া থাকে, অর্থাৎ যাহার অধীন, তাহার নাম—'শেষী'। কিন্তু, এরূপ লক্ষণ করিলে এই দোষ হয় যে, কৃতি বা যত্ন নিজে যখন কাহারই 'শেষ' বা অধীন নহে, তখন সেই কৃতিনিষ্পাদ্য ক্রিয়া কখনই 'শেষ', হইতে পারে না। আর যদি দুই বা বহুর মধ্যে যেটী অন্যের প্রয়োজনে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে 'শেষী', আর যাহার উদ্দেশে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে 'শেষী' বলা যায়, তাহা হইলেও অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। দেখিতে পাওয়া যায় ভৃত্যের পোষণের জন্যও রাজার প্রবৃত্তি হয়, এবং রাজার পোষণের জন্যও ভৃত্যের প্রবৃত্তি বা চেষ্টা হয় ; অথচ উভয়েরই প্রবৃত্তির মূলে স্বার্থ সম্বন্ধ জড়িত রহিয়াছে ; সুতরাং কে কাহার 'শেষ' (অধীন), আর কে কাহার 'শেষী' (প্রধান), তাহা নিরূপণ করা সম্ভবপর হয় না। অতএব, যেরূপেই হউক, 'কার্য্যের' স্বরূপ নিরূপণ করা কোনরূপেই সম্ভবপর হইতেছে না।

বাচ্যং কার্য্যং স্বর্গসাধনমেবেতি ক্ষণভঙ্গি-কর্ম্মাতিরেকি স্থিরং স্বর্গসাধনমপূর্ব্বমেব কার্য্যমিতি স্বর্গসাধনতোল্লেখেনৈব হ্যপূর্ব্ববুৎপত্তিঃ। অতঃ প্রথমমনন্যার্থতয়া প্রতিপন্নস্য কার্য্যস্যানন্যার্থত্বনির্বহণায়াপূর্ব্বমেব পশ্চাৎ স্বর্গসাধনং ভবতীত্যুপহাস্যম্ ; স্বর্গকামপদান্বিতকার্য্যাভিধায়িপদেন প্রথমমপ্যনন্যার্থতানভিধানাৎ ; সুখদুঃখনিবৃত্তি-তৎসাধনেভ্যোঽন্যস্যানন্যার্থস্য কৃতিসাধ্যতাপ্রতীত্যনুপপত্তেশ্চ (*) ॥

অপিচ, কিমিদং নিয়োগস্য প্রয়োজনত্বম্ ? সুখবৎ নিয়োগস্যাপ্যনুকূলত্বমেবেতি চেৎ ; কিং নিয়োগঃ সুখং ? (†) সুখমেব হ্যনুকূলম্ । সুখবিশেষবৎ নিয়োগাপরপর্য্যায়ং বিলক্ষণং সুখান্তরমিতি চেৎ ; কিং তত্র প্রমাণমিতি

বলিয়া কিছুই নাই]। ইহা হইতে বুঝিতে হয় যে, ক্ষণভঙ্গুর যে, যাগাদি কর্ম্ম, তাহা হইতে পৃথক্ এবং দীর্ঘ-কালস্থায়ী, স্বর্গ-সাধন অপূর্ব্ব (অদৃষ্ট—পুণ্য-পাপ) আর কার্য্য, একই পদার্থ; সুতরাং 'স্বর্গ-সাধনরূপেই 'অপূর্ব্ব' শব্দের অর্থ প্রতীতি হয়। অতএব, [ইহাও বুঝিতে হইবে যে,] 'অপূর্ব্ব' ও 'কার্য্য' যখন একই পদার্থ, তখন উভয়ের সেই অভিন্নত্ব রক্ষার্থই প্রথমে 'অপূর্ব্ব'রূপে প্রতীয়মান পদার্থই পশ্চাৎ (স্বর্গকামপদের সহিত সম্বন্ধের পর) স্বর্গ-সাধন বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে ; এইরূপ সিদ্ধান্তটী নিতান্তই উপহাস্যাস্পদ (‡)। কেন না, 'স্বর্গকাম' পদের সহিত সম্বদ্ধ কার্য্য-বোধক পদটী প্রথমেও অনন্যত্ব বা অভিন্নত্ব অর্থ প্রতিপাদন করে না ; কারণ, সুখ, দুঃখনিবৃত্তি ও তদুভয়ের সাধন ভিন্ন 'অনন্যত্ব'-অর্থ কখনই 'কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান' হইতে উপপন্ন হইতে পারে না ॥

অপিচ ; জিজ্ঞাসা করি,—বিধিবাক্যস্থ নিয়োগকে যে, প্রয়োজন বলা হয়, সে কথার অর্থ কি ?—যদি বল, সুখের ন্যায় নিয়োগেরও অনুকূলতাই প্রয়োজনত্ব। ভাল, সুখই একমাত্র অনুকূল পদার্থ ; নিয়োগ কি সেই সুখ ? যদি বল, সুখবিশেষের ন্যায় নিয়োগও একপ্রকার সুখই বটে, নিয়োগ তাহার নামান্তর মাত্র। আচ্ছা, এ বিষয়ে প্রমাণ কি, তাহা

(*) প্রতিপত্ত্যনুপপত্তেশ্চ' ইতি (খ) পাঠঃ।　　(†) নিয়োগঃ সুখমেব' ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—"স্বর্গকামঃ অশ্বমেধেন যজেত," এই বিধিবাক্যে প্রথমতঃ 'লিঙ্' (ইত) বিভক্তিটী যাগের কর্ত্তব্যতামাত্র বুঝায়, অনন্তর 'স্বর্গকাম' পদের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া ঐ যাগেরই স্বর্গ-সাধনতা অর্থ প্রতিপাদন করে। 'যাগ' একটী ক্রিয়া—ক্ষণমাত্রস্থায়ী, সে কখনই কালান্তরভাবী স্বর্গলাভের সাধন হইতে পারে না ; এই কারণে যাগের অতিরিক্ত একটী 'অপূর্ব্ব'নামক যাগ-ফল স্বীকার করিতে হয় ; যাগের উপযুক্ত ফল না হওয়া পর্য্যন্ত সেই অপূর্ব্ব অব্যাহত থাকে ; ফল জন্মাইয়া বিনষ্ট হয়। স্বর্গ-সুখ লাভেই লোকের প্রধানতঃ ইচ্ছা হয়, শেষে তৎসাধন বলিয়া যাগাদি কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে। অতএব, 'অপূর্ব্ব ও কার্য্য প্রথমে অভিন্নরূপে প্রতীয়মাণ হইয়া পশ্চাৎ স্বর্গ-সাধনরূপে প্রতীত হয়' ; একথা কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না ।

বক্তব্যম্। স্বানুভবশ্চেৎ; ন; বিষয়বিশেষানুভবসুখবৎ 'নিয়োগানুভব-সুখমিদম্' ইতি ভবতাপি নানুভূয়তে। শাস্ত্রেণ নিয়োগস্য পুরুষার্থতয়া প্রতিপাদনাৎ পশ্চাৎ তু ভোক্ষ্যত ইতি চেৎ; কিং তন্নিয়োগস্য পুরুষার্থত্ববাচি শাস্ত্রম্? ন তাবৎ লৌকিকং বাক্যম্, তস্য দুঃখাত্মক-ক্রিয়া-বিষয়ত্বাৎ, তেন(*) সুখাদিসাধনতয়ৈব কৃতিসাধ্যতামাত্রপ্রতিপাদনাৎ। নাপি বৈদিকং, তেনাপি স্বর্গসাধনতয়ৈব কার্য্যস্য প্রতিপাদনাৎ। নাপি নিত্য-নৈমিত্তিকশাস্ত্রম্; তস্যাপি তদভিধায়িত্বং স্বর্গকামবাক্যস্থাপূর্ব্বব্যুৎ-পত্তিপূর্ব্বকমিত্যুক্তরীত্যা (†) তেনাপি সুখাদিসাধনভূত-কার্য্যাভিধানম-বর্জ্জনীয়ম্। নিয়তৈহিকফলস্য কর্ম্মণোঽনুষ্ঠিতস্য ফলত্বেন তদানীমনুভূয়-মানান্নাদ্যারোগতাদিব্যতিরেকেণ নিয়োগরূপসুখানুভবানুপলব্ধেশ্চ নিয়োগঃ 'সুখম্' ইত্যত্র ন কিঞ্চন প্রমাণমুপলভামহে॥

বলা আবশ্যক। যদি বল, নিজের অনুভবই প্রমাণ। না—বিষয়বিশেষের অনুভবে যেমন সুখ-প্রতীতি হয়, তেমন নিয়োগানুভবে তুমিও ত কখন 'ইহা নিয়োগ-সুখ' বলিয়া কিছু অনুভব করিয়া থাক না। যদি বল, বিধিশাস্ত্র যখন নিয়োগকে পুরুষার্থ বা পুরুষের কর্ত্তব্য বলিয়া বিধান করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই উহার ভোগ্যতা বা সুখাত্মকতাও বুঝিতে হইবে। [বেশ কথা,] সেই নিয়োগ যে পুরুষার্থ, তদ্বোধক শাস্ত্র কি আছে? প্রথমতঃ লৌকিক (ব্যবহারিক) বাক্য [তদ্বোধক শাস্ত্র] নহে, কারণ, কেবল দুঃখবহুল ক্রিয়া-প্রতিপাদনই উহার এক-মাত্র বিষয়; বিশেষতঃ লৌকিক বাক্যে কেবল সুখ-সাধনরূপেই উহার কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে, [সুখাত্মকরূপে প্রতিপাদিত হয় নাই]। দ্বিতীয়তঃ [উহার সুখাত্মকতা বিষয়ে] বৈদিক প্রমাণও নাই; কেন না, তাহা দ্বারাও কেবল স্বর্গ-সাধনরূপেই কার্য্যের (যাগজনিত অপূর্ব্বের) প্রতিপাদন করা হইয়াছে। আর নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াবিধায়ক শাস্ত্রেও [উহার সুখাত্মকতা প্রতিপাদিত হয় নাই]। কারণ, "স্বর্গকামঃ যজেত" ইত্যাদি বাক্যে যে, অপূর্ব্বে (অদৃষ্ট--পুণ্যাদি অর্থে শক্তি কল্পনা, তদনুসারেই নিত্য-নৈমিত্তিক বাক্যের ঐরূপ অর্থবোধকত্ব কল্পিত হয়; সুতরাং সেই বাক্যেও যে, কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সুখাদি-সাধনতারূপেই কার্য্য প্রতিপাদন, সুখরূপে নহে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। যে কর্ম্মের ফল ইহলোকেই সুনিশ্চিত; সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে তৎ-ফলরূপে প্রতীয়মান ভোগার্হ অন্নাদির প্রাচুর্য্য ও নীরোগতাদি ফল ভিন্ন তৎকালে 'নিয়োগ'-জনিত স্বতন্ত্র কোন সুখের উপলব্ধিও হয় না (‡)। অতএব, [বিধি-বাক্যস্থিত] নিয়োগই যে, সুখস্বরূপ; এ বিষয়ে কিছুমাত্র প্রমাণ উপলব্ধি করিতেছি না॥

(*) সুখসাধন'—ইতি (খ) পাঠঃ। (†) নীত্যা' ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—কৃষিপ্রভৃতি কর্ম্মের ফল ইহলোকেই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সেই সকল কর্ম্মেও নিয়োগ থাকিতে পারে; সেই নিয়োগাধীন কর্ম্মে কেবল শস্যাদি ফলই সম্পন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু, তদ্ভিন্ন নিয়োগ-

অর্থবাদাদিম্বপি স্বর্গাদিসুখ-প্রকারকীর্ত্তনবৎ নিয়োগরূপসুখপ্রকার-কীর্ত্তনং ভবতাপি ন দৃষ্টচরম্। অতো বিধিবাক্যেম্বপি ধাত্বর্থস্য কর্ত্তৃব্যাপারসাধ্যতামাত্রং শব্দানুশাসনসিদ্ধমেব লিঙাদের্বাচ্যমিত্যধ্যব-সীয়তে (*)। ধাত্বর্থস্য যাগাদেরগ্ন্যাদিদেবতান্তর্যামি-পরমপুরুষ-সমারাধন-রূপতা, সমারাধিতাৎ পরমপুরুষাৎ ফলসিদ্ধিশ্চেতি, "ফলমত উপপত্তেঃ" [ব্রহ্মসূ০ ৩।২।৩৭] ইত্যত্র প্রতিপাদয়িষ্যতে। অতো বেদান্তাঃ পরিনিষ্পন্নং পরং (†) ব্রহ্ম বোধয়ন্তীতি ব্রহ্মোপাসনফলানন্ত্যং স্থিরত্বঞ্চ সিদ্ধম্। চাতুর্ম্মাস্যাদিকর্ম্মস্বপি কেবলস্য কর্ম্মণঃ ক্ষয়িফলত্বোপদেশাদক্ষয়ফলশ্রবণং "বায়ুশ্চান্তরিক্ষং চৈতদমৃতম্" [বৃহদা০ ৪।৩।৩] ইত্যাদিবদাপেক্ষিকং মন্তব্যম্ ॥

আর [বিধির স্তুতিপর] অর্থবাদ প্রভৃতি বাক্যেও স্বর্গাদি সুখের যেরূপ বিশেষণরূপে উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ নিয়োগসুখের বিশেষণভাবে সমুল্লেখ তুমিও পূর্ব্বে কোথাও দর্শন কর নাই। অতএব, "যজেত" প্রভৃতি বিধিবাক্যেও শব্দশাস্ত্রের নিয়ম-সিদ্ধ যে, 'যজ'-প্রভৃতি ধাতুর কর্ত্তৃব্যাপার-সাধ্যতা; অর্থাৎ "যজেত" বলিলেই বুঝা যায় যে, 'যজ' ধাতুর অর্থ—যাগ ক্রিয়াটী কর্ত্তার ব্যাপার বা চেষ্টা দ্বারা সম্পন্ন হইবার যোগ্য; এই অর্থই বিধিগত 'লিঙ্' প্রভৃতি বিভক্তির বাচ্যার্থ, তদতিরিক্ত কোন অর্থ নাই; ইহাই অবধারিত হইতেছে। অগ্নি প্রভৃতি দেবতার ও অন্তর্যামী পরমপুরুষ ভগবানের সম্যক্ আরাধনা এবং সম্যক্ আরাধিত পরমপুরুষ ভগবান্ হইতে ফল লাভ, ইহাই 'যজ' প্রভৃতি ধাতুর অর্থ—যাগাদি শব্দবাচ্য। 'ইহাঁ হইতে (ভগবানের নিকট হইতে) ক্রিয়াফল সম্পন্ন হইয়া থাকে।' এই সূত্রেই এই সিদ্ধান্ত প্রতিপাদিত হইবে। অতএব, বেদান্তশাস্ত্রসমূহ যখন পরিনিষ্পন্ন (স্বতঃসিদ্ধ) ব্রহ্ম-প্রতিপাদন করিতেছে; তখন তাহার অনন্ত, স্থিরতর ফলদান শক্তিও অনুমিত হয়। আর চাতুর্মাস্যাদি যাগের স্থলেও কথা এই যে, [শাস্ত্রই যখন জ্ঞানসম্বন্ধরহিত-] কেবল কর্ম্মের ফলকে 'ক্ষয়শীল' (বিনাশী) বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন; তখন বুঝিতে হইবে যে, 'বায়ু ও অন্তরীক্ষ, এই উভয় অমৃত (বিনাশ-রহিত)', এই স্থলে 'অমৃতত্ব' অর্থ যেমন আপেক্ষিক (দীর্ঘকাল স্থায়ী মাত্র), তেমনি চাতুর্মাস্য যাগফলের 'অক্ষয়ত্ব'ও আপেক্ষিক, অর্থাৎ অন্য ফল অপেক্ষা দীর্ঘকালস্থায়ী মাত্র, কিন্তু নিত্য নহে ॥

(*) ত্যবসীয়তে' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) নিষ্পন্নং ব্রহ্ম' ইতি (খ, গ) পাঠঃ।

জনিত অন্য কোনরূপ সুখেরই প্রতীতি হয় না। এতদনুসারে বুঝা যায় যে, বেদোক্ত নিয়োগ সম্বন্ধেও এই একই নিয়ম। অর্থাৎ সেখানেও কর্ম্ম সম্পাদিত সুখ ভিন্ন নিয়োগে আর কোনরূপ সুখ থাকিতে পারে না; সুতরাং নিয়োগের সুখাত্মকতা কথা অপ্রামাণিক।

অতঃ কেবলানাং কর্ম্মণামল্পাস্থিরফলত্বাৎ, ব্রহ্মজ্ঞানস্যানন্তস্থিরফল-ত্বাচ্চ তন্নির্ণয়ফলো ব্রহ্মবিচারারম্ভো যুক্ত ইতি স্থিতম্ ॥

[ইতি শ্রীভাষ্যে প্রথমং জিজ্ঞাসাধিকরণং সমাপ্তম্ ॥]

অতএব, যেহেতু জ্ঞানসম্বন্ধরহিত কর্ম্মের ফল অল্প ও অস্থির ; পক্ষান্তরে, ব্রহ্মজ্ঞানের ফল অনন্ত ও স্থির বা নিত্য ; অতএব, সেই ব্রহ্মজ্ঞানের স্বরূপ-নিরূপণার্থ ব্রহ্ম-বিচার করা যে, আবশ্যক, ইহা ব্যবস্থাপিত হইল ॥*॥

[শ্রীভাষ্যানুবাদে প্রথম অধিকরণ সমাপ্ত হইল (*)

(*) তাৎপর্য্য.—'অধিকরণ' মীমাংসা শাস্ত্রোক্ত একপ্রকার সিদ্ধান্ত প্রণালী। প্রত্যেক অধিকরণেরই পাঁচটী অবয়ব বা অংশ আছে। যথা—"বিষয়ঃ সংশয়শ্চৈব বিচারো নির্ণয়স্তথা। প্রয়োজনেন সহিতমেতৎ স্যাদঙ্গপঞ্চকম্ ॥"

অর্থাৎ (১) বিষয়=বিচারার্হ বাক্য বা বাক্যার্থ। (২) সংশয়=বিষয়ের উপর অনুকূল ও প্রতিকূল চিন্তা। (৩) বিচার=সিদ্ধান্তের প্রতিকূল পক্ষ উত্থাপন। (৪) নির্ণয়=প্রকৃত সিদ্ধান্ত স্থাপন। (৫) প্রয়োজন= সিদ্ধান্তের ফল বা উদ্দেশ্য নির্দ্দেশ।

এই প্রথমাধিকরণের বিচার্য্য বিষয়—ব্রহ্ম-মীমাংসা। সংশয়—ব্রহ্মমীমাংসা আরম্ভ করা কর্ত্তব্য কি না? বিচার—স্বতঃসিদ্ধ বস্তু-বোধনে যখন শব্দের সামর্থ্য নাই, তখন ব্রহ্ম-বোধক বেদান্তেরও প্রামাণ্য নাই। নিশ্চয়= না—,শব্দের স্বতঃসিদ্ধ বস্তুবোধনেও নিশ্চয়ই সামর্থ্য আছে ; অতএব, ব্রহ্ম-বোধক বেদান্তেরও নিশ্চয়ই প্রমাণ্য আছে। প্রয়োজন—অতএব, ব্রহ্মমীমাংসা শাস্ত্র আরম্ভ করা উচিত ; মোক্ষলাভ ইহার বিশিষ্ট ফল বা প্রয়োজন। এইরূপে এই শাস্ত্রের প্রত্যেক অধিকরণেই উল্লিখিত পঞ্চপ্রকার অবয়ব সংযোজনা করিতে হইবে।

কিং পুনস্তদ্ ব্রহ্ম, যৎ জিজ্ঞাস্যমুচ্যতে, ইত্যত্রাহ –

[জন্মাদ্যধিকরণম্ ।]

জন্মাদ্যস্য যতঃ॥ ১।১। ২ ॥

[পদচ্ছেদঃ—জন্মাদি (উৎপত্তি প্রভৃতি), অস্য (ইহার—জগতের), যতঃ (যাঁহা হইতে,) [তিনি ব্রহ্ম ॥ ২ ॥]

[সরলার্থঃ —অস্য বিচিত্র-চেতনাচেতনমিশ্রস্য ব্যবস্থিতসুখ-দুঃখভোগবিভাগস্য জগতঃ, যতঃ যস্মাৎ কারণাৎ, জন্মাদি—জন্ম-স্থিতি-বিলয়নং ভবতি ; তৎ ব্রহ্ম ইতি বাক্যশেষঃ। অত্র চ "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, তৎ ব্রহ্ম" ইত্যাদ্যা শ্রুতিঃ প্রমাণম্। সূত্রে "যতঃ" ইত্যত্র হেতৌ পঞ্চমী ; ততশ্চ ব্রহ্মণো নিমিত্তত্বমুপাদানত্বং চ গম্যতে। 'অস্য' ইতি চ কর্ম্মণি ষষ্ঠী, জগতঃ সৃজ্যমানত্বাৎ শ্রুত্যনুগমাচ্চ ॥

বিচিত্র চেতনাচেতন-সমন্বিত এবং সুখদুঃখাদি ভোগের নিয়মিত ব্যবস্থাপূর্ণ এই বিচিত্র জগতের যাঁহা হইতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সম্পন্ন হয়, তিনি ব্রহ্ম। 'যাহা হইতে এই ভূতবর্গ জন্ম লাভ করে, জন্মের পরও যাঁহার আশ্রয়ে জীবিত থাকে এবং বিনাশকালেও যাঁহাতে প্রবেশ করে, তিনি ব্রহ্ম।' এই শ্রুতিই এ বিষয়ে প্রমাণ। সূত্রে 'যতঃ' পদে হেত্বর্থে পঞ্চমী, আর 'অস্য' পদেতে কর্ম্মে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে; তাহার ফলে, এক ব্রহ্মই যে, জগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ, ইহা প্রমাণিত হইল ॥ ২ ॥]

অনুবাদ।

[প্রথম সূত্রে] যাঁহাকে জিজ্ঞাস্য বলা হইতেছে ; সেই ব্রহ্ম কি প্রকার ? এই আকাঙ্ক্ষায় এখানে বলিতেছেন —"জন্মাদ্যস্য যতঃ।" (*)

(*) তাৎপর্য্য,—এইসূত্রে এইরূপে অধিকরণ রচনা করিতে হইবে,—বিষয়—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি এবং "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি বাক্য। সংশয়—উক্ত জগৎ-জন্মাদি ধর্ম্মনিচয় ব্রহ্মের লক্ষণ হইতে পারে কি না ? । বিচার— উক্ত ধর্ম্মসমূহ কোনরূপেই ব্রহ্মের লক্ষণ হইতে পারে না ; কারণ, তাহা হইলে বিশেষণ-বহুত্ব নিবন্ধন ব্রহ্মেরও বহুত্ব হইতে পারে। নির্ণয়— একই ব্যক্তির 'শ্যামত্ব, স্থূলত্ব ও পাণ্ডিত্য' প্রভৃতি বহু বিশেষণ সত্ত্বেও যেমন একত্বের ব্যাঘাত হয় না, তেমনি বহু বিশেষণ দ্বারা লক্ষিত হইলেও ব্রহ্মের একত্বের হানি হইবে না, অর্থাৎ বহুত্ব সম্ভাবিত হইবে না। প্রয়োজন— উক্ত জন্মাদি বোধক-বাক্য হইতে ব্রহ্ম স্বরূপের অবগতি ॥

'জন্মাদি' ইতি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ম্ ; তদ্গুণসংবিজ্ঞানো বহুব্রীহিঃ। 'অস্য' (*) অচিন্ত্য-বিবিধবিচিত্ররচনস্য নিয়তদেশ-কাল-ফলভোগব্রহ্মাদিস্তম্ব-পর্য্যন্ত-ক্ষেত্রজ্ঞমিশ্রস্য জগতঃ -'যতঃ' যস্মাৎ সর্ব্বেশ্বরাৎ নিখিলহেয়-প্রত্যনীকস্বরূপাৎ সত্যসঙ্কল্পাৎ জ্ঞানানন্দাদ্যনন্তকল্যাণগুণাৎ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেঃ পরমকারুণিকাৎ পরস্মাৎ পুংসঃ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াঃ প্রবর্ত্তন্তে, তদ্ ব্রহ্মেতি সূত্রার্থঃ ॥ ১ ॥

[পূর্ব্বপক্ষঃ—]

"ভৃগুর্বৈ বারুণির্ব্বরুণং পিতরমুপসসার—অধীহি ভগবো ব্রহ্ম", ইত্যারভ্য "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি,

---

জন্মাদি অর্থ—সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়। [এখানে] 'তদ্গুণসংবিজ্ঞান' নামক বহুব্রীহি সমাস হইয়াছে (†)। চিন্তার অগোচর, নানাবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ-রচনাত্মক এবং নিয়মিত-ভাবে যথাযোগ্য দেশ, কাল ও নিয়মানুসারে ফলোপভোগসম্পন্ন, ব্রহ্মাদি স্তম্ব (তৃণ) পর্য্যন্ত জীবসমন্বিত এই জগতের [যতঃ—] যাহা হইতে—অর্থাৎ যে সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্ববিধ হেয়গুণবর্জ্জিত, সত্যসংকল্প, জ্ঞান ও আনন্দ প্রভৃতি অনন্ত কল্যাণময় গুণসমন্বিত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি ও পরমকারুণিক, পরমপুরুষ (ভগবান্) হইতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সংপন্ন হইয়া থাকে ; তিনি ব্রহ্ম। ইহাই সূত্রের স্থূলার্থ ॥১॥

তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে শোনা যায়—'পুরাকালে বরুণনন্দন ভৃগু, পিতা বরুণের সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন ; [এবং বলিয়াছিলেন যে,] ভগবন্ ! আমাকে বেদ অধ্যাপনা করান'। এই হইতে আরম্ভ করিয়া—'যাহা হইতে এই সমস্ত ভূত (বস্তুসমূহ) সমুৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়াও যাহার দ্বারা জীবিত

ব্রহ্মের জন্মাদিলক্ষণ সম্বন্ধে আপত্তি।

(*) অচিন্ত্যস্য' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—বহুব্রীহি সমাস দুই প্রকার, তদ্গুণসংবিজ্ঞান ও অতদ্গুণ সংবিজ্ঞান। তন্মধ্যে ; যেখানে সমস্যমান বিশেষ্যের ব্যবহার কালে সমাসোক্ত গুণের অর্থাৎ বিশেষণীভূত ধর্ম্মগুলির ব্যবহার বা প্রতীতি থাকে, তাহাকে 'তদ্গুণ-সংবিজ্ঞান' বলে। যথা– 'লম্বকর্ণ মানয়' অর্থাৎ লম্বমান কর্ণযুক্ত (ব্যক্তিকে) আনয়ন কর', বলিলে সেই ব্যক্তির আনয়নকালে তদ্গুণ—কর্ণেরও আনয়ন হইয়া থাকে। আর যেখানে সমস্যমান বিশেষ্যের ব্যবহার কালে বাক্যোক্ত গুণের প্রতীতি বা ব্যবহার থাকে না, তাহাকে 'অতদ্গুণ-সংবিজ্ঞান' বলে। যথা— 'দৃষ্টসাগরমানয়' অর্থাৎ যে লোক সাগর দর্শন করিয়াছে, তাহাকে আনয়ন কর, বলিলে সেই ব্যক্তির আনয়ন কালে আর তদ্গুণ সাগরের আনয়ন করা হয় না। আলোচ্য স্থলে সংশয় ছিল যে, 'জন্ম আদির্যস্য, তৎ জন্মাদি।' এই যে বহুব্রীহি সমাস হইল, ইহা 'তদ্গুণ সংবিজ্ঞান'? কিংবা, অতদ্গুণ সংবিজ্ঞান? 'অতদ্গুণ-সংবিজ্ঞান' হইলে বাক্যোক্ত 'জন্ম' অর্থটী ত্যাগ করিয়া সমাসলভ্য কেবল 'স্থিতি' ও প্রলয়' মাত্র পাওয়া যায়। এই সংশয় অপনোদনার্থ ভাষ্যকার বলিলেন যে, এটী 'তদ্গুণ-সংবিজ্ঞান' বহুব্রীহি ; সুতরাং 'জন্মাদি' পদে জন্ম, স্থিতি ও প্রলয়, এই তিনই বুঝিতে হইবে।

যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি; তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ ব্রহ্ম, [তৈত্তি०, ভৃগু० ১।] ইতি শ্রূয়তে। তত্র সংশয়ঃ,—কিমস্মাদ্ বাক্যাদ্ ব্রহ্ম লক্ষণতঃ প্রতিপত্তুং শক্যতে, ন বেতি। কিং প্রাপ্তং ? ন শক্যমিতি। ন তাবৎ জন্মাদয়ো বিশেষণত্বেন ব্রহ্ম লক্ষয়ন্তি; অনেকবিশেষণব্যাবৃত্তত্বেন ব্রহ্মণোঽনেকত্ব-প্রসক্তেঃ। বিশেষণত্বং হি ব্যাবর্ত্তকত্বম্ ॥ ॥

নন্বু 'দেবদত্তঃ শ্যামো যুবা লোহিতাক্ষঃ সমপরিমাণঃ' ইত্যত্র বিশেষণ-বহুত্বেঽপ্যেক এব দেবদত্তঃ প্রতীয়তে; এবমত্রাপি একমেব ব্রহ্ম ভবতি। নৈবম্ ; তত্র প্রমাণান্তরৈরৈক্যপ্রতীতেরেকস্মিন্নেব বিশেষণানামুপসংহারঃ। অন্যথা, তত্রাপি ব্যাবর্ত্তকত্বেনানেকত্বমপরিহার্য্যম্ । অত্র ত্বনেনৈব বিশেষণেন

থাকে, এবং প্রয়াণ সময়েও (বিনষ্ট হইবার কালেও) যাঁহাতে প্রবেশ করে ; তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, তিনিই ব্রহ্ম।' এই স্থলে সংশয় হইতেছে যে, এই বাক্য হইতে ব্রহ্মের লক্ষণ জানিতে পারা যায় কি না ? অর্থাৎ উক্ত জগৎ-জন্মাদি ধর্ম্মসমূহ ব্রহ্মের লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে কি না ? কি প্রাপ্ত হওয়া গেল ? না,—জানিতে পারা যায় না। কেন না, জন্মাদি ধর্ম্ম সকল ত বিশেষণরূপে ব্রহ্মের লক্ষণ বা পরিচয় প্রদান করিতেছে না ; কারণ, বহু বিশেষণ দ্বারা (বিশেষ্যরূপ ব্রহ্মকে) ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ অন্য পদার্থ হইতে বিশেষিত করিলে ব্রহ্মের অনেকত্ব (বহুত্ব) হইবার সম্ভাবনা হইয়া পড়ে। বিশেষণ অর্থই ব্যাবর্ত্তক বা অন্য হইতে পার্থক্য-সাধক ॥ ২ ॥

ভাল, 'দেবদত্ত (একটী লোক) শ্যামবর্ণ, যুবা, লোহিতলোচন ও পরিমাণযুক্ত', এ স্থলে যেরূপ বিশেষণের বহুত্ব সত্ত্বেও একই দেবদত্ত প্রতীত হইয়া থাকে, তদ্রূপ এখানেও একই ব্রহ্ম [প্রতীয়মান] হইতে পারে ? না—সেরূপ হইতে পারে না ; (*) কারণ, সেখানে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা (দেবদত্তের) একত্ব প্রতীতি বিদ্যমান থাকায় এক দেবদত্তেই বিশেষণ সমূহের সমন্বয় করিতে হয় ; নচেৎ বিশেষণভেদে ব্যক্তি-ভেদের নিয়মানুসারে সেখানেও (বিশেষ্যের) অনেকত্ব-

---

(*) তাৎপর্য্য,—আপত্তি হইল, যে সকল বাক্যে ব্রহ্মের নির্দ্দেশ আছে, সেই সকল বাক্যে একবচনান্ত ব্রহ্মশব্দই প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু কুত্রাপি বহুবচনান্ত কিংবা বীপ্সা (এক সঙ্গে বারবার) বোধক শব্দও নাই যে, ব্রহ্মের বহুত্ব প্রতীতি হইবে। ভাষ্যকার তদুত্তরে বলিলেন যে, না, একপ যুক্তি কখনই সমর্থনযোগ্য হইতে পারে না। কারণ, দেখা যায়, যে লোক গো কি, তাহা জানে না, অথচ জানিতে ইচ্ছা করে তাহাকে বুঝাইবার জন্য কেহ যদি বলে যে, 'ষাঁড়, শৃঙ্গরহিত ও পূর্ণ শৃঙ্গযুক্ত যে প্রাণী, তাহাই গো।' এখানে যদিও একটী মাত্র 'গো' পদ একবচনান্ত নির্দ্দিষ্ট আছে সত্য, তথাপি তিনটী বিশেষণ থাকায় তিন রকম গোর প্রতীতি হইতেছে, অর্থাৎ ষাঁড়ও গো, শৃঙ্গহীন গোও গো, এবং সম্পূর্ণ শৃঙ্গবিশিষ্ট গোও গো। অর্থাৎ একই গোতে যে, উক্ত তিনটী ধর্ম্ম থাকিতে হইবে, এরূপ নহে। এইরূপ, ব্রহ্ম পদটী একবচনান্ত হইলেও অনেক বিশেষণ থাকায় তাঁহারও অনেকত্ব প্রতীতি অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

লিলক্ষয়িষিতত্বাৎ ব্রহ্মণঃ, (*) প্রমাণান্তরেণৈক্যমনবগতমিতি ব্যাবর্ত্তক-ভেদেন ব্রহ্মবহুত্বমবর্জনীয়ম্। ব্রহ্মশব্দৈক্যাৎ অত্রাপ্যৈক্যং প্রতীয়ত ইতি চেৎ; ন, অজ্ঞাতগোব্যক্তের্জিজ্ঞাসোঃ পুরুষস্য 'খণ্ডো মুণ্ডঃ পূর্ণশৃঙ্গো গৌঃ' ইত্যুক্তে, গো-পদৈক্যেঽপি খণ্ডত্বাদিব্যাবর্তকভেদেন গোব্যক্তিবহুত্ব-প্রতীতের্ব্রহ্মব্যক্তয়োঽপি বহ্ব্যঃ স্যুঃ। অত এব, লিলক্ষয়িষিতে বস্তুন্যেষাং বিশেষণানাং সম্ভূয়লক্ষণত্বমপি (†) অনুপপন্নম্। নাপ্যুপলক্ষণত্বেন লক্ষয়ন্তি; আকারান্তরাপ্রতিপত্তেঃ। উপলক্ষণানামেকেনাকারেণ (‡) প্রতিপন্নস্য কেনচিদাকারান্তরেণ প্রতিপত্তিহেতুত্বং হি দৃষ্টম্, (§) 'যত্রায়ং সারসঃ, স দেবদত্ত-কেদারঃ' ইত্যাদিষু ॥ ৩ ॥

প্রতীতি অপরিহার্য্য হইত। কিন্তু, এখানে যখন এই বিশেষণ দ্বারাই ব্রহ্মের লক্ষণ করিতে ইচ্ছা করা হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে, অন্য প্রমাণে যখন ব্রহ্মের একত্ব প্রমাণিত হয় নাই, তখন ব্যাবর্ত্তক-ভেদ থাকায় ব্রহ্মের বহুত্ব প্রতীতি অপরিহার্য্য হইতে পারে। যদি বল, সর্ব্বত্র ব্রহ্ম শব্দের এক বচনান্ত প্রয়োগ থাকায় "সত্যং জ্ঞানং" বাক্যেও একত্বেরই প্রতীতি হয়? না,—তাহা হয় না; কারণ, যে ব্যক্তি 'গো' পদার্থ জানে না—জানিতে ইচ্ছা করে; তাহার নিকট 'খণ্ড, মুণ্ড ও পূর্ণ-শৃঙ্গযুক্ত গো', এই কথা বলিলে যেমন গোপদের একত্ব বা একবচনান্ততা সত্ত্বেও খণ্ডত্ব প্রভৃতি ব্যাবর্ত্তক বিশেষণের বহুত্বনিবন্ধন গোরও বহুত্ব প্রতীতি হয়, তেমনি ব্রহ্মেরও বহুত্ব হইতে পারে। এই নিমিত্তই লিলক্ষয়িষিত অর্থাৎ লক্ষণ দ্বারা যাহার নিরূপণ করিতে ইচ্ছা করা হইয়াছে; সেই ব্রহ্ম-বস্তুর 'সত্য, জ্ঞান' প্রভৃতি বিশেষণসমূহ সম্মিলিতভাবে লক্ষণ হইতে পারে না। আর উক্ত বিশেষণসমূহ উপলক্ষণরূপেও ব্রহ্ম-লক্ষণ হইতে পারে না; কেন না, ব্রহ্মের উক্ত-স্বরূপ ভিন্ন যে, রূপান্তর আছে, তাহা জানা যায় না (¶)। 'যেখানে এই সারস পক্ষী আছে, তাহাই দেবদত্তের ক্ষেত্র' ইত্যাদি স্থলে দেখা যায়, উপলক্ষণ বিশেষণসমূহ একাকারে প্রতীয়-

---

(*) প্রকরণান্তরেণ' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) লক্ষণত্বমনুপপন্নং' ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) একাকারেণ' ইতি (গ) পাঠঃ। (§) যথা অয়ম্' ইতি (ক) পাঠঃ।

(¶) তাৎপর্য্য,—বিশেষণ দুই প্রকার, (১) বিশিষ্ট বিশেষণ, (২) উপলক্ষণ বিশেষণ। তন্মধ্যে বিশিষ্ট বিশেষণটী বিশেষ্যের সঙ্গে সঙ্গে থাকে, কিন্তু উপলক্ষণ বিশেষণটী সেরূপ থাকে না। অধিকন্তু উপলক্ষণরূপে যে বিশেষণ প্রযুক্ত হয়, বিশেষ্যে কেবল সেই বিশেষণ সম্বন্ধই যে, বুঝিতে হয়, তাহা নহে, তদ্ভিন্ন আরও কতক-গুলি ধর্ম্মের সম্বন্ধ ধরিয়া লইতে হয়। সুতরাং উপলক্ষণ স্থলে বিশেষ্য পদার্থটীর প্রথমে যেরূপ আকার বা স্বরূপ প্রতীতি হয়, পশ্চাৎ সেরূপ আকারের প্রতীতি থাকে না ও থাকিতে পারে না। উদাহরণ—একজন বলিল 'দেবদত্তের জমি কোনটা ? উত্তর হইল—'যেখানে সারস পক্ষী বসিয়া আছে।' এখানে বুঝিতে হইবে, তৎকালে জমিটা সারসযুক্ত থাকিলেও সময়ান্তরে সারসবিহীন আকারেও নিশ্চয়ই থাকিবে। অতএব, এই সারস পদটী জমির উপলক্ষণ বিশেষণ।

নমু চ, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" [তৈত্তি০, আনন্দ০, ১।১] ইতি প্রতিপন্নাকারস্য জগজ্জন্মাদীন্যুপলক্ষণানি ভবন্তি; ন, ইতরেতরপ্রতিপন্নাকারাপেক্ষত্বেন (*) উভয়োর্লক্ষণবাক্যয়োরন্যোন্যাশ্রয়ণাৎ। অতো ন লক্ষণতো ব্রহ্ম প্রতিপত্তুং শক্যত ইতি। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে,—

জগৎসৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ৈরুপলক্ষণীভূতৈর্ব্রহ্ম প্রতিপত্তুং শক্যতে। ন চ, উপলক্ষণোপলক্ষ্যাকারব্যতিরিক্তাকারান্তরাপ্রতিপত্তের্ব্রহ্মণোঽপ্রতিপত্তিঃ।

সিদ্ধান্তপক্ষঃ।

উপলক্ষ্যং হ্যনবধিকাতিশয়বৃহৎ, বৃংহণঞ্চ (†); বৃহতের্ধাতোস্তদর্থত্বাৎ। তদুপলক্ষণভূতাশ্চ জগজ্জন্মস্থিতিলয়াঃ। 'যতো' 'যেন,' 'যৎ' ইতি (‡) প্রসিদ্ধবজ্জন্মাদিকারণনির্দ্দেশেন যথাপ্রসিদ্ধি জন্মাদিকারণমনূদ্যতে। প্রসিদ্ধিশ্চ—"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্, তদৈক্ষত—বহুস্যাং, প্রজায়েয়েতি, তত্তেজোঽসৃজত।" [ছান্দো০ ৬।২।১-৩]

মান বস্তুর অন্য কোনও আকারে প্রতীতি সমুৎপাদন করিয়া থাকে। [এখানে সেরূপ প্রতীতি না থাকায় উপলক্ষণ বলা যাইতে পারে না]॥ ৩॥

প্রশ্ন হইতেছে যে, 'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ', এই বাক্যে ব্রহ্মের যেরূপ আকার প্রতিপন্ন বা বিজ্ঞাত হইয়াছে, জগৎ-জন্মাদি বাক্য তাহারই উপলক্ষণ (বোধক) হউক? না,—তাহা হইতে পারে না; কারণ, "সত্যং জ্ঞানং" ইত্যাদি বাক্য যেরূপ ব্রহ্ম-লক্ষণ, জগৎ-জন্মাদি বাক্যও সেইরূপই ব্রহ্ম-লক্ষণ; এখন এই উভয় লক্ষণ যদি পরস্পর অপেক্ষিত হয়, তাহা হইলে বাক্যদ্বয়ে 'অন্যোন্যাশ্রয়' দোষ উপস্থিত হয়। অতএব, কোন লক্ষণ দ্বারাই ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করা যাইতে পারে না। এইরূপ সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—

উপলক্ষণস্বরূপ জগৎ-সৃষ্টি-স্থিতি ও প্রলয় বিশেষণ দ্বারা ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করা যাইতে পারে। এ কথাও বলা যায় না যে, [এ পক্ষে] উপলক্ষণ ও উপলক্ষ্য (উপলক্ষণের যাহা বিশেষ্য), এতদুভয়ের আকার হইতে পৃথক্ আকারের যখন প্রতীতি হইতেছে না, তখন ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতীতি হয় না ও হইতে পারে না। [কারণ এই যে,] উপলক্ষ্য বা উপলক্ষণের বিষয়ীভূত (ব্রহ্ম) বস্তুটী সীমারহিত অতি বৃহৎ ও বৃংহণ অর্থাৎ জগৎ-বৃদ্ধির হেতুভূত; কারণ, 'বৃহ'ধাতুর ঐরূপই অর্থ। জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয় ধর্ম্মগুলি তাহারই উপলক্ষণস্বরূপ বা পরিচায়ক। ["যতো বৈ" ইত্যাদি শ্রুতিতে] 'যতঃ', 'যেন' ও 'যৎ' এই পদত্রয়ে জন্মাদি কারণকে প্রসিদ্ধের ন্যায় নির্দ্দেশ করায় [বুঝিতে হয় যে,] ঐ বাক্যে লোকপ্রসিদ্ধ জন্মাদি কারণেরই অনুবাদ করা হইয়াছে। 'হে সোম্য! এই জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে এক, অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ ছিল।' 'তিনি আলোচনা করিলেন—আমি বহু হইব—জন্মিব। তিনি

সিদ্ধান্ত পক্ষ।

(*) প্রতিপন্নাকারোপলক্ষণত্বেন' ইতি (গ) পাঠঃ।　(†) বৃংহণং চ ব্রহ্ম' ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) প্রসিদ্ধবৎ নির্দ্দেশেন' ইতি (য) পাঠ।

ইত্যেকস্যৈব সচ্ছব্দবাচ্যস্য নিমিত্তোপাদানরূপকারণত্বেন। তদপি 'সদেবেদমগ্র একমেবাসীৎ' ইত্যুপাদানতাং প্রতিপাদ্য, 'অদ্বিতীয়ম্' ইত্যধিষ্ঠাত্রন্তরং প্রতিসিধ্য "তদৈক্ষত, বহু স্যাং, প্রজায়েয়েতি, তত্তেজোঽসৃজত" ইত্যেকস্যৈব প্রতিপাদনাৎ। তস্মাদ্ যন্মূলা জগজ্জন্মস্থিতিলয়াঃ, 'তৎ ব্রহ্ম', ইতি জন্ম-স্থিতি লয়াঃ স্বনিমিত্তোপাদানভূতং বস্তু ব্রহ্মেতি লক্ষয়ন্তি। জগন্নিমিত্তোপাদানতাক্ষিপ্ত--সর্ব্বজ্ঞত্ব--সত্যসঙ্কল্পত্ব-বিচিত্রশক্তিত্বাদ্যাকার-বৃহত্ত্বেন প্রতিপন্নং ব্রহ্মেতি চ। জন্মাদীনাং তথা প্রতিপন্নস্য লক্ষণত্বেন (*) নাকারান্তরাপ্রতিপত্তিরূপানুপপত্তিঃ ॥৪

জগজ্জন্মাদীনাং বিশেষণতয়া লক্ষণত্বেঽপি ন কশ্চিৎ দোষঃ। লক্ষণভূতান্যপি বিশেষণানি স্ববিরোধিব্যাবৃত্তং বস্তু(†)লক্ষয়ন্তি। অজ্ঞাতস্বরূপে বস্তুন্যেকস্মিন্ লিলক্ষয়িষিতেঽপি পরস্পরাবিরোধ্যনেকবিশেষণলক্ষণত্বং ন

তেজঃ সৃষ্টি করিলেন।' এই শ্রুতি অনুসারে 'সৎ'পদবাচ্য একই ব্রহ্মের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণত্ব প্রসিদ্ধই আছে। 'এই জগৎ অগ্রে এক সৎস্বরূপ ছিল,' এই কথায় ব্রহ্মের উপাদান-কারণতা প্রতিপাদন করিয়া—'অদ্বিতীয়'পদে অপর অধিষ্ঠাতা বা নিমিত্ত কারণের প্রত্যাখ্যান করিয়া 'তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন—বহু হইব, জন্মিব; তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন', এই বাক্যে একই ব্রহ্মের (সত্তা) প্রতিপাদন করায় এক ব্রহ্মেরই নিমিত্ত কারণতা ও উপাদান কারণতা সিদ্ধ হয়। অতএব, বুঝিতে হইবে যে, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের যিনি মূল, তিনি ব্রহ্ম। এইরূপে জন্ম, স্থিতি ও লয়ই স্বীয় নিমিত্ত ও উপাদানকারণস্বরূপ বস্তুকে 'ব্রহ্ম' বলিয়া লক্ষিত বা লক্ষণ দ্বারা পরিচিত করিয়া থাকে; এবং ঐ নিমিত্ত ও উপাদান কারণতা-প্রতিপাদনের ফলেই ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞতা, সত্যসংকল্পতা ও বিচিত্রশক্তিশালিতাদিরূপে বৃহত্ত্ব বা মহত্ত্ব আকারও প্রতিপন্ন বা বিজ্ঞাপিত করে। জন্মাদি ধর্ম্মনিচয় তাদৃশ প্রতীত্যনুযায়ী লক্ষণ হইলে পূর্ব্বে যে ব্রহ্মের আকারান্তর প্রাপ্তিরূপ অনুপপত্তি বা অসঙ্গতির আশঙ্কা করা হইয়াছিল, সেই অনুপপত্তিও আর সম্ভবপর হয় না ॥ ৪ ॥

আর জগৎ-জন্মাদি ধর্ম্মগুলিকে বিশেষণভাবে ব্রহ্মলক্ষণ বলিলেও কোনরূপ দোষ সম্ভবে না। [দেখা যায়,] লক্ষণাত্মক বিশেষণ-সমূহও স্ববিরোধী ধর্ম্মরহিত বস্তুকে লক্ষিত বা পরিচিত করিয়া থাকে। আর বহু বিশেষণেরও যখন একই আশ্রয়ে অবস্থিতির প্রতীতি-নিবন্ধন একই বস্তুতে যুগপৎ সম্বন্ধ প্রতিপন্ন হয়, তখন যাহার স্বরূপ বিজ্ঞাত নাই, তাদৃশ একটী মাত্র বস্তুর আকার তদীয় লক্ষণ দ্বারা প্রতিপাদন করিতে হইলেও পরস্পর বিরোধী নহে—এ রূপ বহু বিশেষণাত্মক

(*) লক্ষকত্বেন' ইতি (খ) পাঠঃ।　　　(†) ব্রহ্ম' ইতি (গ) পাঠঃ।

ভেদমাপাদয়তি। বিশেষণানামেকাশ্রয়তাপ্রতীতেরেকস্মিন্নেবোপসংহারাৎ। ষণ্ডত্বাদয়স্তু বিরোধাদেব গো-ব্যক্তিভেদমাপাদয়ন্তি ; অত্র তু কালভেদেন জন্মাদীনাং ন বিরোধঃ (*)। ৫।

"যতো বা ইমানি ভূতানি" ইত্যাদিকারণবাক্যেন প্রতিপন্নস্য(+)জগজ্জন্মাদি-কারণস্য ব্রহ্মণঃ সকলেতরব্যাবৃত্তং স্বরূপমভিধীয়তে—'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ইতি। তত্র (‡) 'সত্য'পদং নিরুপাধিকসত্তাযোগি ব্রহ্ম আহ। তেন বিকারাস্পদমচেতনং তৎসংসৃষ্টশ্চেতনশ্চ (§) ব্যাবৃত্তঃ ; (¶) নামান্তরভজনার্হাবস্থান্তরযোগেন তয়োঃ (||) নিরুপাধিকসত্তাযোগরহিতত্বাৎ। 'জ্ঞান'পদং নিত্যাসঙ্কুচিতজ্ঞানৈকাকারমাহ। তেন কদাচিৎ সঙ্কুচিতজ্ঞানত্বেন মুক্তা ব্যাবৃত্তাঃ। 'অনন্ত'পদং দেশ-কাল বস্তু-পরিচ্ছেদরহিতস্বরূপমাহ। সগুণত্বাৎ স্বরূপস্য, স্বরূপেণ গুণৈশ্চানন্ত্যম্। তেন পূর্বপদদ্বয়ব্যাবৃত্ত-কোটিদ্বয়-

---

লক্ষণও সেই প্রতিপাদ্য বস্তুর ভেদ-বোধক হয় না। পূর্ব্বোক্ত 'ষণ্ডত্ব' প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহ কিন্তু পরস্পর বিরোধ-নিবন্ধনই লক্ষণীয় গোর ব্যক্তিগত ভেদ-বোধক হইয়া থাকে। এখানে কিন্তু বিভিন্ন কালবর্ত্তী জন্মাদি ধর্ম্মনিচয়ের মধ্যে পরস্পর কোনই বিরোধ নাই, [সুতরাং বহু বিশেষণাত্মক লক্ষণ-ভেদ-সত্ত্বেও লক্ষণীয় ব্রহ্মের ভেদ সম্পন্ন হইতে পারে না] ॥ ৫ ॥

কারণতা-বোধক "যতো বা ইমানি ভূতানি" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ব্রহ্মকে জগতের জন্মাদি কারণরূপে প্রতিপাদন করিয়া "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম", 'এই বাক্যে সেই ব্রহ্মেরই অপর সর্ব্ব পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণপ্রকার স্বরূপটী অভিহিত হইয়াছে। তন্মধ্যে 'সত্য'পদটী নিরুপাধিক বা স্বাভাবিক সত্তাবিশিষ্ট ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিপাদন করিয়াছে। তাহার ফলে বিকার-শীল অচেতন ও অচেতন-সম্বদ্ধ চেতনের ব্রহ্মত্ব প্রতিসিদ্ধ হইয়াছে ; কারণ, ঐ উভয় পদার্থেরই বিভিন্নপ্রকার নাম বা সংজ্ঞা লাভের কারণীভূত বিভিন্নপ্রকার অবস্থা-সম্বন্ধ থাকায় নিরুপাধিক (অহৈতুক) সত্তার যোগ নাই। আর (ঐ শ্রুতির) 'জ্ঞান' পদে ব্রহ্মের নিত্য অব্যাহত জ্ঞানৈকস্বভাবতা জ্ঞাপন দ্বারা মুক্ত পুরুষগণের প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে ; কারণ, মুক্ত পুরুষগণের জ্ঞান সময়বিশেষে সঙ্কোচ (অপূর্ণতা) প্রাপ্ত হয়। আর 'অনন্ত' পদটী দেশ, কাল ও বস্তুকৃত পরিচ্ছেদ বা সীমারাহিত্য বুঝাইয়াছে ; ব্রহ্মের স্বরূপ যখন সগুণ ; তখন গুণতঃ ও স্বরূপতঃ, উভয়প্রকারেই তাহার আনন্ত্য বুঝিতে হইবে। তাহা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত 'সত্য'

(*) বিশেষঃ' ইতি (ঘ) পাঠঃ।　(+) ইত্যাদিবাক্যেন প্রতিপন্নস্যজগজ্জন্মাদি' ইতি (খ,গ) পাঠঃ।

(‡) অত্র' ইতি (গ) পাঠঃ।　(§) অত্র চকাররহিতঃ পাঠঃ (ক, গ, ঙ) পুস্তকয়োরুপলভ্যতে।

(¶) নামান্তরবচনস্থাবস্থান্তর'ইতি (গ) পাঠঃ।　(||) ইতরয়োঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

বিলক্ষণাঃ সাতিশয়স্বরূপ স্বগুণা নিত্যা ব্যাবৃত্তাঃ; বিশেষণানাং ব্যাবর্ত্তকত্বাৎ। ততঃ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যনেন বাক্যেন জগজ্জন্মাদিনাবগতস্বরূপং ব্রহ্ম সকলেতরবস্তু-বিসজাতীয়মিতি লক্ষ্যতে, ইতি নান্যোন্যাশ্রয়ণম্। অতঃ সকলজগজ্জন্মাদিকারণং নিরবদ্যং সর্বজ্ঞং (*) সত্যসংকল্পং সর্বশক্তি ব্রহ্ম লক্ষণতঃ প্রতিপত্তুং শক্যত ইতি সিদ্ধম্ ॥ ৬ ॥

যে তু, 'নির্বিশেষং বস্তু জিজ্ঞাস্যম্' ইতি বদন্তি। তন্মতে "ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা" "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইত্যসঙ্গতং স্যাৎ; নিরতিশয়বৃহৎ, বৃংহণঞ্চ ব্রহ্মেতি নির্বচনাৎ; তচ্চ ব্রহ্ম জগজ্জন্মাদিকারণমিতি বচনাচ্চ। এবমুত্তরেম্বপি সূত্রগণেষু সূত্রোদাহৃতশ্রুতিগণেষু চেক্ষণাদ্যন্বয়দর্শনাৎ সূত্রাণি সূত্রোদাহৃতাঃ

ও 'জ্ঞান' পদে যে দুই অংশ (অসত্য ও জড় ভাগ) ব্যাবৃত্ত হইয়াছে, তদ্বিলক্ষণ (তাহা হইতে অন্য প্রকার) যে, সাতিশয় (তারতম্যযুক্ত) অথচ নিত্য স্বীয় গুণ ও স্বরূপ; তাহাও ব্যাবৃত্ত বা প্রতিসিদ্ধ হইল। কেন না, বিশেষণমাত্রই ব্যাবর্ত্তক (ইতরভেদক) হইয়া থাকে; [সুতরাং 'সত্য' প্রভৃতি পদেও অপরাপর বস্তু ও বস্তু-ধর্ম্মের ব্যাবৃত্তি করিবে]। অতএব বুঝিতে হয় যে, 'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ', এই বাক্য দ্বারা পূর্ব্বে জগৎ-জন্মাদি কার্য্যের কারণরূপে পরিজ্ঞাত ব্রহ্মেরই অপর সর্ব্বপদার্থ-বিলক্ষণ স্বরূপটা লক্ষিত হইয়াছে; কাজেই আর পূর্ব্বোল্লিখিত 'অন্যোন্যাশ্রয়' দোষ ঘটিতে পারে না। অতএব সমস্ত জগতের জন্মাদি-কারণ, নির্দ্দোষ, সর্ব্বজ্ঞ, সত্যসংকল্প ও সর্ব্বশক্তি ব্রহ্মকে যে, লক্ষণ দ্বারা প্রতিপাদন করিতে পারা যায়, ইহা সিদ্ধ হইল ॥৬॥

আর যাহারা বলেন, [এখানে] নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবস্তুই জিজ্ঞাস্য বা জিজ্ঞাসার বিষয়, (কিন্তু সবিশেষ বস্তু নহে)। তাহাদের মতে 'ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা' কথার পর "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এইরূপ স্বরূপ-নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত হইয়া পড়ে। কারণ, যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সর্ব্ববস্তুর বৃদ্ধির কারণ—বৃংহণ; তিনিই ব্রহ্ম, ইহাই ব্রহ্মশব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ, সেই ব্রহ্মকেই জগৎ-জন্মাদির কারণ বলিয়া (সবিশেষভাবে) নির্দ্দেশ করা হইয়াছে (†)। এই প্রকার পরবর্ত্তী সূত্রসমূহেও সেই

(*) সর্ব্বশক্তি, সত্যসংকল্পং' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্ম বলিলেই বুঝিতে হয় যে, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ এবং সমস্ত জগতের বৃদ্ধির নিদান; অতএব, এখানে যদি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপই জিজ্ঞাস্য হইত, তাহা হইলে 'ব্রহ্ম' শব্দের স্বাভাবিক অর্থেই তাহার উত্তর হইতে পারিত, পৃথক্ করিয়া আবার 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' অর্থাৎ 'যাঁহা হইতে এই জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয় হয়, তিনি ব্রহ্ম' এইরূপ তাঁহার স্বরূপ নির্দ্দেশের আবশ্যক হইত না। বিশেষতঃ এইরূপ স্বরূপ নির্দ্দেশে তাঁহার সবিশেষভাবই আসিয়া পড়ে। পরন্তু, যদি সবিশেষ ব্রহ্মই এখানে জিজ্ঞাস্য হন, তাহা হইলে তাঁহাতে বিশেষ বিশেষ ভাবসমূহ নিরূপণের জন্য এইরূপ সূত্র নির্দ্দেশ সঙ্গত হইতে পারে।

শ্রুতয়শ্চ ন তত্র প্রমাণম্ ; তর্কশ্চ—সাধ্যধর্মাব্যভিচারি-সাধনধর্মান্বিতবস্তু-বিষয়ত্বাৎ (*) ন নির্বিশেষবস্তুনি প্রমাণম্। জগজ্জন্মাদিভ্রমঃ (†) যতঃ, তদ্ ব্রহ্মেতি স্বোৎপ্রেক্ষাপক্ষেঽপি (‡) ন নির্বিশেষবস্তুসিদ্ধিঃ ; ভ্রম-মূলমজ্ঞানম্, অজ্ঞানসাক্ষি ব্রহ্মেত্যভ্যুপগমাৎ। সাক্ষিত্বং হি প্রকাশৈকর-সতয়োচ্যতে। প্রকাশত্বং তু জড়াদ্ব্যাবর্ত্তকং স্বস্য পরস্য চ ব্যবহারযোগ্য-তাপাদনস্বভাবেন ভবতি। তথা সতি সবিশেষত্বং, তদভাবে প্রকাশতৈব ন স্যাৎ ; তুচ্ছতৈব স্যাৎ ॥২॥৮ [জন্মাদ্যধিকরণং সমাপ্তং] ॥

সকল সূত্রে উদাহৃত শ্রুতিসমূহে ঈক্ষণ বা ব্রহ্মকর্ত্তৃক আলোচনা প্রভৃতি সবিশেষভাবের সম্বন্ধ থাকায় সেই সকল সূত্র ও সূত্রোদাহৃত শ্রুতিসমূহ ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ-বাদে প্রমাণ হইতে পারে না। যে সাধনটী সাধ্য বা প্রতিপাদ্য বিষয়ের ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে না, এরূপ সাধন (যাহা দ্বারা সাধ্যপদার্থ নির্ণীত হয়) ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বস্তুবিষয়েই তর্কের প্রয়োগ হইয়া থাকে, সুতরাং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবিষয়ে তাদৃশ তর্কও প্রমাণ বা সমর্থক হইতে পারে না (§)। আর যে, জগতের জন্মাদিবিষয়ক ভ্রম যাহা হইতে সম্পন্ন হয়, তিনি ব্রহ্ম ; অভিপ্রায় এই যে, বাস্তবিক পক্ষে জগৎ বলিয়া কোন পদার্থ নাই, সুতরাং তাহার জন্ম, স্থিতি, লয়ও নাই ; পরন্তু, জগতের জন্মাদি-প্রতীতি কেবল ভ্রম মাত্র, ব্রহ্মই ঐরূপ ভ্রমের উৎপাদক। এই প্রকার স্বীয় উৎপ্রেক্ষাপক্ষেও (অসম্ভবের সম্ভাবনাকে উৎপ্রেক্ষা বলে।) নির্ব্বিশেষ বস্তু (ব্রহ্ম) সিদ্ধ বা প্রমাণিত হয় না, কেন না, অজ্ঞান হইল ভ্রমের মূল কারণ, [তোমার মতে] ব্রহ্মকেই সেই অজ্ঞানের সাক্ষী বলিয়া স্বীকার করা হইয়া থাকে। প্রকাশ বা অজ্ঞানা-ভাবই যাহার একমাত্র সার, তাহাকেই সাক্ষী বলা হয় ; প্রকাশ পদার্থ আপনাকে জড়পদার্থ হইতে ব্যাবৃত্ত বা পৃথক্ করিয়া রাখে এবং স্বভাবতই নিজকে ও অপরকে [অন্যের নিকট] ব্যবহারযোগ্য করিয়া থাকে। তাহা হইলেই তাহার (প্রকাশস্বরূপ ব্রহ্মের) সবিশেষভাব আসিয়া পড়িল ; নচেৎ তাহার প্রকাশস্বভাবই থাকিতে পারে না—তুচ্ছতা (মিথ্যাত্ব) হইয়া যাইতে পারে ॥২॥৮। [দ্বিতীয় জন্মাদি অধিকরণ সমাপ্ত] ॥

(*) সাধ্যধর্মাব্যভিচারিসাধনধর্মাব্যভিচারি-সাধনধর্মান্বিত' ইতি (গ) পাঠস্তু নাস্মভ্যং রোচতে।

(†) ভ্রমাঃ' ইতি (খ) পাঠঃ। (‡) পক্ষে চ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(§) তাৎপর্য্য,—যে বিষয়ে সংশয় আছে, প্রমাণের দ্বারা নিরূপণের আবশ্যক, তাহাকে সাধ্য বলে। আর যাহা দ্বারা প্রমাণিত করা হয়, তাহাকে সাধন বলে। যেমন 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' স্থলে অগ্নি সাধ্য, ধূম তাহার সাধন। সাধারণতঃ সাধ্য বা সাধ্য-ধর্ম্মটী ব্যাপক হয়, আর সাধন বা সাধন-ধর্ম্মটী তাহার ব্যাপ্য অর্থাৎ অনধিকস্থানবর্ত্তী হয়। ধূম যতই অধিক হউক না কেন, অগ্নি না থাকিলে কখনই থাকিতে পারে না, এই নিমিত্ত সাধন ধূম পদার্থটী চিরকালই সাধ্য বা সাধ্য ধর্ম্ম অগ্নির ব্যাপ্য— অব্যভিচারী বা কবলিত হইয়া থাকে। এইরূপে সাধ্য-ধর্ম্মের অব্যভিচারী সাধন-ধূম-ধর্ম্মের সহিত নিয়ত সম্বন্ধ থাকায় অগ্নি পদার্থটী 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এই অনুমানের বিষয় হয় ; কিন্তু, ব্রহ্ম যদি নির্ব্বিশেষই হন, অর্থাৎ কোনরূপ ধর্ম্মই যদি তাঁহাতে না থাকে, তাহা হইলে 'সাধ্য-ধর্ম্মাব্যভিচারী' ইত্যাদি লক্ষণাক্রান্ত অনুমানও তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। এই কারণেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে অনুমানরূপ তর্কের অবিষয় বলা হইয়াছে।

জগজ্জন্মাদিকারণং ব্রহ্ম বেদান্তবেদ্যমিত্যুক্তম্। তদযুক্তম্, তদ্ধি ন বাক্যপ্রতিপাদ্যম্, অনুমানেন সিদ্ধেঃ; ইত্যাশঙ্ক্যাহ—

[শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণম্]। **শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ॥১।১।৩॥**

[পদচ্ছেদ ঃ—শাস্ত্রং (বেদ প্রভৃতি), যোনিঃ (কারণ, প্রতিপাদক বা প্রমাণ) (যেহেতু শাস্ত্রই তদ্বিষয়ে প্রমাণ)।]

[সরলার্থঃ—অতীন্দ্রিয়স্য ব্রহ্মণঃ প্রত্যক্ষাদ্যগোচরতয়া শাস্ত্রযোনিত্বাৎ—শাস্ত্রং বেদাদিকং এব যোনিঃ কারণং—যথাবৎস্বরূপাধিগমে প্রমাণং যস্য, তস্য ভাবঃ তত্ত্বম্, তস্মাৎ—শাস্ত্রৈক-গম্যত্বাৎ হেতোঃ ব্রহ্মণঃ জগজ্জন্মাদিহেতুস্বরূপং লক্ষণং সিদ্ধ্যতীত্যর্থঃ। তচ্চ শাস্ত্রং—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি বাক্যম্॥

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর ব্রহ্মবিষয়ে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সম্ভাবনা নাই, শাস্ত্রই তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ-নিরূপণবিষয়ে একমাত্র প্রমাণ; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত জগৎ-জন্মাদিরূপ ব্রহ্ম-লক্ষণ সম্ভব হয়। ব্রহ্মই যে জগতের জন্মাদি কারণ, তাহা 'যাহা হইতে এই সমস্ত ভূত জন্মে' ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য হইতে প্রমাণিত হয়॥ ১।১। ৩॥]

অনুবাদ।

[পূর্ব্বসূত্রে] যে, জগতের জন্মাদি-কারণ ব্রহ্মকে বেদান্ত-শাস্ত্রমাত্র-গম্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; তাহা যুক্তিসঙ্গত হয় না; কারণ, তিনি যখন অনুমানসিদ্ধ, তখন তিনি কেবলই বাক্য-গম্য হইতে পারেন না। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন- -"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ।" (*)

(*) তাৎপর্য্য,—অধিকরণ মাত্রেই পাঁচটী অংশ থাকে। সেই পাঁচটী অংশ এইরূপ—১। **বিষয়—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে,"** ইত্যাদি বাক্য। ২। সংশয়—ঐ বাক্য জগৎকারণ ব্রহ্ম বিষয়ে প্রমাণ কি না? ৩। **পূর্ব্বপক্ষ** - ব্রহ্ম বিষয়ে শাস্ত্রবাক্য প্রমাণ হইতে পারে না। ৪। বিচার—যেহেতু কার্য্যমাত্রেই এক একটী কারণ থাকে, বিনা কারণে কোন কার্য্যই হইতে পারে না; জগৎও যখন কার্য্য বা জন্য পদার্থ, তখন উহারও একটা কারণ অবশ্যই থাকিবে; পরন্তু এই বিশাল জগতের কারণ সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি পুরুষ ব্যতীত অপর কেহ হইতে পারে না; সুতরাং তৎকারণরূপে ঈশ্বরের অনুমান করা যাইতে পারে। ৫। **সিদ্ধান্ত—না—** ব্রহ্ম যখন অতীন্দ্রিয় পদার্থ, তখন তদ্বিষয়ে অনুমানাদি প্রমাণ প্রযোজ্য হইতে পারে না; অতএব উক্ত শাস্ত্রই তদ্বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ, অনুমানাদি নহে।

শাস্ত্রং যস্য যোনিঃ কারণং প্রমাণং, তচ্ছাস্ত্রযোনি, তস্য ভাবঃ 'শাস্ত্রযোনিত্বম্' ; তস্মাৎ ব্রহ্ম-জ্ঞানকারণত্বাৎ শাস্ত্রস্য, তদ্‌যোনিত্বম্ ব্রহ্মণঃ। অত্যন্তাতীন্দ্রিয়ত্বেন প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণাবিষয়তয়া ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রৈকপ্রমাণত্বাৎ। উক্তস্বরূপং ব্রহ্ম "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি বাক্যং বোধয়ত্যেব (*) ইত্যর্থঃ॥১॥

[পূর্ব্বপক্ষঃ]

ননু 'শাস্ত্রযোনিত্বং' ব্রহ্মণো ন সম্ভবতি, প্রমাণান্তরবেদ্যত্বাৎ ব্রহ্মণঃ। অপ্রাপ্তে তু শাস্ত্রমর্থবৎ।

কিং তর্হি তত্র প্রমাণম্? ন তাবৎ প্রত্যক্ষম্। তদ্ধি দ্বিবিধম্—ইন্দ্রিয়সম্ভবং, যোগসম্ভবঞ্চেতি। ইন্দ্রিয়সম্ভবঞ্চ—বাহ্যসম্ভবম্, আন্তরসম্ভবঞ্চেতি দ্বিধা। বাহ্যেন্দ্রিয়াণি বিদ্যমানসন্নিকর্ষযোগ্য-স্ববিষয়বোধজনকানীতি ন সর্ব্বার্থসাক্ষাৎকার-তন্নির্ম্মাণসমর্থ-পরমপুরুষবিশেষবিষয়বোধজনকানি। নাপ্যান্তরম্ ; (†) আন্তর-সুখদুঃখাদিব্যতিরিক্তবহির্ব্বিষয়েষু তস্য বাহ্যেন্দ্রি-

---

শাস্ত্র যাহার (ব্রহ্মের) যোনি—কারণ অর্থাৎ প্রমাণ, তিনি 'শাস্ত্রযোনি', তাহার ভাব বা ধর্ম্মকে 'শাস্ত্রযোনিত্ব' [বলা হয়]। অতএব, একমাত্র শাস্ত্রই যখন ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানসমুৎপাদক, তখন ব্রহ্মের শাস্ত্রযোনিত্ব [সিদ্ধ হয়]। ব্রহ্ম একেবারেই ইন্দ্রিয়ের অগোচর, এই কারণে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় হন না ; বিষয় হন না বলিয়াই তদ্বিষয়ে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপজ্ঞাপক। এই কারণেই 'যাঁহা হইতে এই ভূতবর্গ সমুৎপন্ন হয়', ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য অবশ্যই উক্তপ্রকার (জগৎ-জন্মাদির হেতু স্বরূপ) ব্রহ্ম প্রতিপাদনে সমর্থ। ১।

ব্রহ্মের শাস্ত্রযোনিত্বে সংশয়।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, প্রমাণান্তরের দ্বারা অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রতিপাদন করাই যখন শাস্ত্রের প্রয়োজন, অথচ ব্রহ্ম যখন অন্য প্রমাণেও বিজ্ঞাত হইতে পারেন, তখন ব্রহ্মের 'শাস্ত্রযোনিত্ব' অর্থাৎ একমাত্র শাস্ত্রগম্যত্ব ত সম্ভবপর হইতেছে না, অর্থাৎ শাস্ত্রই তদ্বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ হইতে পারে না।

তাহা হইলে তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি?—প্রত্যক্ষ ত প্রমাণ হইতে পারে না? [কেন না,] প্রত্যক্ষ প্রথমতঃ দ্বিবিধ—ইন্দ্রিয়সম্ভূত ও যোগসম্ভূত। ইন্দ্রিয়সম্ভূত প্রত্যক্ষও আবার দ্বিবিধ—বহিরিন্দ্রিয়-(চক্ষুঃ প্রভৃতি) সম্ভূত ও অন্তরিন্দ্রিয়-(অন্তঃকরণ) সম্ভূত। তন্মধ্যে চক্ষুঃ প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয় সমূহ কেবল সন্নিহিত ও গ্রহণযোগ্য উপস্থিত বিষয়েই বোধ জন্মাইয়া থাকে ; তাহারা কখনই সমস্ত বিষয়ের সাক্ষাৎকারে ও নির্ম্মাণে সমর্থ পরমপুরুষ পরমেশ্বর বিষয়ে জ্ঞান সমুৎপাদন

(*) বোধয়েদেব' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) আন্তরসুখাদি' ইতি (খ) পাঠঃ।

য়ানপেক্ষপ্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ। নাপি যোগজন্যম্ ; ভাবনাপ্রকর্ষপর্য্যন্তজন্মনস্তস্য বিশদাবভাসত্বেঽপি পূর্ব্বানুভূতবিষয়স্মৃতিমাত্রত্বাৎ ন প্রামাণ্যমিতি কুতঃ প্রত্যক্ষতা ; তদতিরিক্তবিষয়ত্বে কারণাভাবাৎ। তথা সতি তস্য ভ্রমরূপতা ॥ ২ ॥

নাপ্যনুমানম্—'বিশেষতোদৃষ্টং', 'সামান্যতোদৃষ্টং' বা। অতীন্দ্রিয়ে বস্তুনি সম্বন্ধাবধারণবিরহাৎ ন 'বিশেষতোদৃষ্টম্'। সমস্তবস্তু-সাক্ষাৎকার-তন্নির্ম্মাণসমর্থপুরুষবিশেষনিয়তং 'সামান্যতোদৃষ্টম্' অপি ন লিঙ্গমুপলভ্যতে ॥ ৩ ॥

করিতে সমর্থ হয় না। অন্তরিন্দ্রিয়ও (মনও) তদ্বিষয়ে বোধ সমুৎপাদন করিতে পারে না, কারণ, বহিরিন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত অন্তঃকরণগত সুখাদি ভিন্ন বাহ্য কোন বিষয়েই তাহার প্রবৃত্তি বা কার্য্য হয় না। আর যোগজন্য প্রত্যক্ষও হইতে পারে না ; কারণ, ভাবনা বা চিন্তার চরম উৎকর্ষ হইতেই যখন উহার উৎপত্তি, তখন উহার বিশদ-প্রকাশ অর্থাৎ অলৌকিকার্থ-প্রকাশন-সামর্থ্য থাকিলেও উহা যখন পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের স্মৃতি ভিন্ন আর কিছুই নহে ; তখন উহার প্রামাণ্য হইতে পারে না ; সুতরাং ব্রহ্মবিষয়ে প্রত্যক্ষতা কোথায় ? [যোগজ জ্ঞানে] পূর্ব্বানুভূত ভিন্ন বিষয় স্বীকার করিবারও কোন কারণ দৃষ্ট হইতেছে না ; পরন্তু, ঐরূপ প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলে সেই প্রত্যক্ষটী প্রমাণ না হইয়া 'ভ্রম'রূপে পরিগণিত হইতে পারে ॥ ২ ॥

'বিশেষতোদৃষ্ট' কিংবা 'সামান্যতোদৃষ্ট' অনুমানও তদ্বিষয়ে প্রমাণ হইতে পারে না। কেন না, অতীন্দ্রিয় (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অবিষয়) বিষয়ে যখন সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি-গ্রহণই হইতে পারে না ; তখন 'সামান্যতোদৃষ্ট' অনুমান হইতে পারে না। আর সমস্ত বিষয়ের সাক্ষাৎকারে ও নির্ম্মাণে সমর্থ সর্ব্বোত্তম পুরুষবিশেষ-(ঈশ্বর-) বিষয়ে নিয়ত বা অব্যভিচারী 'সামান্যতোদৃষ্ট' অনুমানেরও কোন লিঙ্গ (যাহা দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে, এমন কোনও চিহ্ন) দৃষ্ট হয় না (*) ॥ ৩ ॥

(*) তাৎপর্য্য,—অনুমানে সাধারণতঃ একটী পদার্থ ব্যাপক ও অপরটী তাহার ব্যাপ্য হইয়া থাকে। ব্যাপকটী সাধ্য, আর ব্যাপ্যটী তাহার সাধন ; 'হেতু' ও 'লিঙ্গ' ইহার নামান্তর মাত্র। কে কাহার ব্যাপ্য এবং কে কাহার ব্যাপক, তাহা প্রায়ই ভূয়োদর্শনের দ্বারা স্থির করিতে হয়। ব্যাপ্য পদার্থটী যেখানে থাকে, তাহার ব্যাপক পদার্থটীকে সেখানে থাকিতেই হইবে, নচেৎ ব্যাপ্য-ব্যাপকভাবই রক্ষা পায় না। সেই ব্যাপ্য দর্শনের বলে যেখানে ব্যাপকের সত্তা অনুমিত হয়, সেই স্থান বা আশ্রয়কে পক্ষ বলা হয়। ঐ যে ব্যাপ্য-দর্শনে ব্যাপকের জ্ঞান, তাহারই নাম 'অনুমিতি' বা অনুমান। অনুমান তিন প্রকার, (১) 'পূর্ব্ববৎ' (২) 'শেষবৎ' ও (৩) 'সামান্যতোদৃষ্ট'। কারণ-দর্শনে যে, তৎকার্য্যের অনুমান, তাহা পূর্ব্ববৎ, যেমন—গাঢ় নীলবর্ণ মেঘ দর্শনে অচিরভাবী বৃষ্টির অনুমান। কার্য্যদর্শনে যে, তৎকারণের অনুমান, তাহার নাম—শেষবৎ। যেমন পার্ব্বত্য নদীর স্রোতোবেগ দর্শনে পর্ব্বতে অতীত বৃষ্টির অনুমান। প্রত্যক্ষ-যোগ্য কতকগুলি স্থলে কোন একটা সাধারণ

নন্বু চ, জগতঃ কার্য্যত্বং তদুপাদানোপকরণ-সম্প্রদান-প্রয়োজনাভিজ্ঞ-কর্ত্তৃকত্বব্যাপ্তম্। অচেতনারব্ধত্বং জগতশ্চৈকচেতনাধীনত্বেন ব্যাপ্তম্, সর্ব্বং হি ঘটাদি কার্য্যং তদুপাদানোপকরণ-সম্প্রদান-প্রয়োজনাভিজ্ঞ-কর্ত্তৃকং দৃষ্টম্ (*) ; অচেতনারব্ধমরোগং স্বশরীরমেকচেতনাধীনঞ্চ ; সাবয়বত্বেন জগতঃ কার্য্যত্বম্ ॥ ৪ ॥

উচ্যতে, — কিমিদমেকচেতনাধীনত্বম্ ? —ন তাবৎ তদায়ত্তোৎপত্তিস্থিতিত্বং, দৃষ্টান্তো হি সাধ্যবিকলঃ স্যাৎ। ন হ্যরোগং স্বশরীরমেকচেতনায়ত্তোৎ-

---

ভাল, জগতের কার্য্যত্ব বা জন্যত্বমাত্রই ত তদীয় উপাদান কারণ, উপকরণ (সহকারী কারণ) এবং যাহার উদ্দেশে ও যে প্রয়োজনে সেই কার্য্যের সৃষ্টি, এতৎসমস্তে অভিজ্ঞ ব্যক্তির কর্ত্তৃত্ব দ্বারা পরিব্যাপ্ত, অর্থাৎ কার্য্যের উপাদান কারণ, সহকারী কারণ এবং সম্প্রদান (যাহার উদ্দেশ্যে কার্য্য হয়) ও প্রয়োজন বিষয়ে যাহার অভিজ্ঞতা নাই, তাহা দ্বারা জগতে কোন কার্য্য নিষ্পাদিত হয় না। [পক্ষান্তরে] অচেতনারব্ধ জাগতিক কার্য্যমাত্রই একটী মাত্র চেতনের অধীনতা দ্বারা ব্যাপ্ত, অর্থাৎ অচেতনসমুৎপাদিত কার্য্য মাত্রই একটা মাত্র চেতনের অধীন হইয়া থাকে। ঘট প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই তাহার উপাদান, উপকরণ, সম্প্রদান ও প্রয়োজনাভিজ্ঞ পুরুষকর্ত্তৃক সম্পাদিত হইতে দেখা যায়, আর অচেতনারব্ধ (অচেতন পৃথিবী প্রভৃতি জড়পদার্থ হইতে সমুৎপন্ন) এই স্বীয় শরীরকে একটী মাত্র চেতন—আত্মার অধীন থাকিতে দেখা যায়। এই জগৎ যে, কার্য্য বা উৎপন্ন পদার্থ, তাহা উহার সাবয়বত্ব-দর্শনেই অনুমান করা যাইতে পারে ॥ ৪ ॥

[ইহার উত্তরে] বলা যাইতেছে—এই 'একচেতনাধীনত্ব' কথার অর্থ কি ?—একটীমাত্র চেতনের আয়ত্ত বা অধীনরূপে উৎপত্তি ও স্থিতিশালিত্ব [উহার অর্থ] হইতে পারে না ; কেন না, তাহা হইলে পূর্ব্বপ্রদর্শিত দৃষ্টান্তটী সাধ্যবিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। কারণ, স্বীয় সুস্থশরীরের

কার্য্য প্রণালী দর্শনে যে, তদনুরূপ অতীন্দ্রিয় বিষয়েও তাদৃশ কার্য্য বা ধর্ম্মের অস্তিত্বানুমান, তাহার নাম 'সামান্যতো দৃষ্ট'। যেমন—কার্য্য থাকিলেই তাহার করণ বা সাধন থাকে ; আমাদের রূপ-রস প্রভৃতি বিষয়ে যে, জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তাহাও যখন কার্য্য বা জন্য পদার্থ ; তখন তাহারও একটা করণ বা সাধন থাকা আবশ্যক। এই অনুমানে জ্ঞান-সাধনরূপ ইন্দ্রিয়ের অনুমান করা হয়।

এখন আলোচ্য বিষয়ে কথা এই যে, ব্রহ্ম যখন সম্পূর্ণ অতীন্দ্রিয় পদার্থ, তাহার সজাতীয় অপর পদার্থও যখন জগতে দৃষ্ট হয় না। তখন তদ্বিষয়ে কোনরূপ ব্যাপ্তি বা নিয়ত সম্বন্ধ বুঝিবার উপায় নাই ; ব্যাপ্তি গ্রহণ ব্যতীত কখনই অনুমান হইতে পারে না। এই কারণে বলা হইল যে, তাদৃশ পরম পুরুষ পরমেশ্বরের অনুমান-গ্রাহক এমন কোন 'লিঙ্গ' বা সাধন দৃষ্ট হয় না, যাহা দ্বারা তদ্বিষয়ে 'সামান্যতোদৃষ্ট' অনুমান প্রযুক্ত হইতে পারে। আর যখন 'সামান্যতোদৃষ্ট' অনুমানেরই সম্ভাবনা নাই, তখন অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মবিষয়ে 'বিশেষতোদৃষ্ট' অনুমান ত হইতেই পারে না।

(*) অচেতনারব্ধমিত্যাদির্দৃষ্টমিত্যন্তঃ পাঠঃ (গ) পুস্তকে নোপলভ্যতে। প্রমাদাৎ পতিতইবাভাতি।

পত্তিস্থিতি, তচ্ছরীরস্য ভোক্তৄণাং ভার্য্যাদিসর্ব্বচেতনানামদৃষ্টজন্যত্বাৎ তদুৎপত্তিস্থিত্যোঃ। কিঞ্চ, শরীরাবয়বিনঃ স্বাবয়ব-সমবেততারূপা স্থিতি-রবয়বসংশ্লেষবিশেষব্যতিরেকেণ (*) ন চেতনমপেক্ষতে। প্রাণনলক্ষণা তু স্থিতিঃ পক্ষত্বাভিমতে ক্ষিতি-জলধি-মহীধরাদৌ (†) ন সম্ভবতীতি পক্ষ-সপক্ষানুগতামেকরূপাং স্থিতিং নোপলভামহে। তদায়ত্তপ্রবৃত্তিত্বং তদধীনত্ব-মিতি চেৎ; অনেকচেতনসাধ্যেষু গুরুতররথ-শিলা-মহীধরাদিষু ব্যভিচারঃ। চেতনমাত্রাধীনত্বে সিদ্ধসাধ্যতা ৫ ॥

উৎপত্তি ও স্থিতি কখনই একটীমাত্র চেতনের আয়ত্ত নহে। সেই শরীরের উপভোক্তা ভার্য্যা প্রভৃতি অনেক চেতনের অদৃষ্ট ফলেই ঐ শরীরের উৎপত্তি ও স্থিতি হইয়া থাকে। আরও এক কথা,—শরীররূপ অবয়বীর যে, স্বীয় অবয়বে সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিতি, তাহা শরীরের এক প্রকার সংশ্লেষ বা সম্বন্ধবিশেষ ব্যতীত অন্য কোন চেতনকেই সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করে না (‡)। ক্ষিতি, সমুদ্র, পর্ব্বত প্রভৃতি পদার্থও পক্ষ বা পূর্ব্বোক্ত চেতনাধীনস্থিতিত্বরূপ সাধ্যের আশ্রয় বলিয়া তোমার অভিমত; কিন্তু সে সকল পদার্থে [স্থিতি শব্দের প্রাণধারণ অর্থ করিলেও, সেই] প্রাণধারণরূপ স্থিতির ত সম্ভাবনাই নাই। অতএব, পক্ষই বল, আর সপক্ষই বল (§) সর্ব্বত্র একরূপে অনুগত অর্থাৎ একই প্রকার স্থিতি দেখিতেছি না। আর 'একচেতনাধীনত্ব' শব্দের যদি একটী মাত্র চেতনের অধীন ভাবে প্রবৃত্তিশালিত্ব অর্থ বল; তাহা হইলেও অনেক চেতনসম্পাদ্য যে, গুরুতর ভারসম্পন্ন রথ, পাষাণ ও পর্ব্বত প্রভৃতি পদার্থ, তাহাতে উহার ব্যভিচার বা অসঙ্গতি ঘটে। আর যদি যে কোন চেতনের অধীনতা অর্থ বল, তাহা হইলেও ত 'সিদ্ধসাধ্যতা'নামক দোষ উপস্থিত হয় (¶) ॥ ৫ ॥

(*) সংশ্লেষব্যতিরেকেণ' ইতি (গ, ঙ) পাঠঃ। (†) মহীধরাদিকে' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য, দুই বা ততোঽধিক বস্তু একত্র সম্মিলিতভাবে থাকিতে হইলেই পরস্পরের মধ্যে একটী সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক। সম্বন্ধ না থাকিলে পরস্পরের সম্মিলনই অসম্ভব হইয়া পড়ে। সেই সম্বন্ধ অনেক প্রকার—সংযোগ-সমবায় প্রভৃতি। একটী ঘটের সহিত যে, অপর ঘটের সম্বন্ধ, তাহা সংযোগ সম্বন্ধ; আবার সেই অবয়বী ঘটটী অর্থাৎ সমস্তটা ঘট স্বীয় অবয়বে বা অংশে যে সম্বন্ধে থাকে, তাহা 'সমবায়' সম্বন্ধ। সমস্ত অবয়বীই নিজ নিজ অবয়বে এই সমবায় সম্বন্ধে থাকে। এইজন্য অবয়বের সহিত অবয়বীর সম্বন্ধকে সমবায় বলা হয়। অবশ্য, এই মতে অবয়ব ও অবয়বীর পরস্পর পার্থক্য স্বীকার করিতে হয়॥

(§) তাৎপর্য্য,—যাহা প্রমাণিত করিতে হইবে, সেই সাধ্যপদার্থটী যে স্থানে নিশ্চিত বা প্রমাণিত হইয়া আছে, তাহাকে 'সপক্ষ' বলে। আর সাধ্য পদার্থটী যেখানে আছে কি না সংশয় থাকে, প্রমাণের দ্বারা তাহার অস্তিত্ব সাধন করিতে হয়, সেই স্থান বা আশ্রয়কে 'পক্ষ' বলা হয়।

(¶) তাৎপর্য্য,—'সিদ্ধ-সাধ্যতা এক প্রকার দোষ। যাহা অন্যান্য প্রমাণ দ্বারা পূর্ব্বেই সিদ্ধ আছে,—যে বিষয়ে কোন বিবাদ বা সংশয় নাই; প্রমাণান্তর-সিদ্ধ সেই বিষয়কে পুনশ্চ প্রমাণ দ্বারা সাধন করিতে গেলেই তাহাকে 'সিদ্ধ-সাধ্যতা' দোষ বলে।

কিঞ্চ, উভয়বাদিসিদ্ধানাং জীবানামেব লাঘবন্যায়েন (*) কর্ত্তৃত্বাভ্যুপগমো যুক্তঃ। নচ, জীবানামুপাদানাদ্যনভিজ্ঞতয়া কর্ত্তৃত্বাসম্ভবঃ ; সর্ব্বেষামেব চেতনানাং পৃথিব্যাদ্যুপাদান-(†) যাগাদ্যুপকরণসাক্ষাৎকারসামর্থ্যাৎ ; যথেদানীং পৃথিব্যাদয়ো যাগাদয়শ্চ প্রত্যক্ষমীক্ষ্যন্তে। উপকরণভূত যাগাদিশক্তিরূপাপূর্ব্বাদিশব্দবাচ্যাদৃষ্টসাক্ষাৎকারাভাবেঽপি চেতনানাং ন কর্ত্তৃত্বানুপপত্তিঃ, তৎসাক্ষাৎকারানপেক্ষণাৎ কার্য্যারম্ভস্য। শক্তিমৎসাক্ষাৎকার এব হি কার্য্যারম্ভোপযোগী। শক্তেস্তু জ্ঞানমাত্রমেবোপযুজ্যতে, ন সাক্ষাৎকারঃ। নহি কুলালাদয়ঃ কার্য্যোপকরণভূতদণ্ডচক্রাদিবৎ তচ্ছক্তিমপি সাক্ষাৎকৃত্য ঘট-মণিকাদিকার্য্যমারভন্তে। ইহ তু, চেতনানাং (‡)আগমাবগত-যাগাদিশক্তিবিশেষাণাং কার্য্যারম্ভো নানুপপন্নঃ ॥ ৬ ॥

অপিচ, জীবেব অস্তিত্ব সম্বন্ধে বাদী প্রতিবাদী, কাহাবো অসম্মতি নাই, অতএব লাঘবতঃ উভযবাদিসম্মত জীবগণেবই কর্ত্তৃত্ব স্বীকাব কবা যুক্তি সঙ্গত, (নচেৎ জীব ও ঈশ্বব, উভয়েবই কর্ত্তৃত্ব স্বীকাব কবিলে কল্পনা-গৌবব দোষ ঘটে)। জগতেব উপাদানাদি কাবণবিষয়ে জীবগণেব অভিজ্ঞতা নাই ; সেই কাবণেই যে, তাহাদেব কর্ত্তৃত্ব সম্ভবপব হয় না ; এ কথাও বলা যায় না, কাবণ, পৃথিবী প্রভৃতি উপাদান কাবণ এবং যাগ প্রভৃতি উপকবণ অর্থাৎ কার্য্য-সম্পাদক বিষয় সমূহ প্রত্যক্ষ কবিতে সমস্ত চেতনেবই সামর্থ্য বিদ্যমান বহিয়াছে। যেমন বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবী প্রভৃতি উপাদান এবং যাগ প্রভৃতি উপকবণ পদার্থ প্রত্যক্ষ পবিলক্ষিত হইয়া থাকে, [তেমন]। যদিও উপকবণস্বরূপ যাগাদি ক্রিয়াব শক্তিরূপ 'অপূর্ব্ব' প্রভৃতি শব্দ-বাচ্য অদৃষ্টেব সাক্ষাৎকাব বা প্রত্যক্ষ হয় না সত্য, তথাপি তাহাতে চেতন সমূহেব কর্ত্তৃত্ব অনুপপন্ন বা অসঙ্গত হয় না বা হইতে পাবে না ; কাবণ, কার্য্যাবম্ভে যাগজনিত অদৃষ্ট-সাক্ষাৎকাবেব কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। পবন্তু, কার্য্যারম্ভে বস্তুশক্তিব সাক্ষাৎকাবই একমাত্র উপযোগী বা আবশ্যক। সমস্ত শাস্ত্রে বস্তুশক্তি-বিষয়ক জ্ঞানেবই কেবল উপযোগিতা পবিদৃষ্ট হয, কিন্তু সাক্ষাৎকাবেব কিছুমাত্র উপযোগিতা দৃষ্ট হয় না। কেন না, কুম্ভকাব প্রভৃতি কর্ত্তাবা কার্য্যেব উপকবণ (সহকাবী কাবণ) দণ্ড-চক্রাদি বস্তুব ন্যায় দণ্ডাদিব শক্তিকেও যে, প্রত্যক্ষ কবিয়াই ঘট, মণিক (জালা) প্রভৃতি কার্য্য আবম্ভ কবে, তাহা নহে। অধিকন্তু, এখানে চেতনাবান্ পুরুষেবা আগম বা শাস্ত্রবাক্য হইতে যাগাদি কার্য্যের বিশেষ বিশেষ শক্তিসমূহ অবগত হইয়া থাকে ; সুতরাং তাহাদেব পক্ষে কার্য্যাবম্ভ কবা অনুপপন্ন বা অসঙ্গতই হইতে পাবে না ॥ ৬ ॥

(*) লাঘবেন' ইতি (ঘ) পাঠঃ।　　　(†) যোগাদ্যুপকরণ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) জনানাম্' ইত্যধিকঃ (গ) পাঠঃ।

কিঞ্চ, যৎ শক্যক্রিয়ং শক্যোপাদানাদিবিজ্ঞানঞ্চ, তদেব তদভিজ্ঞকর্ত্তৃকং দৃষ্টম্। (*) মহী-মহীধর-মহার্ণবাদি ত্বশক্যক্রিয়মশক্যোপাদানাদিবিজ্ঞানং চেতি ন চেতনকর্ত্তৃকম্। অতো ঘট-মণিকাদিসজাতীয়-শক্যক্রিয়-শক্যোপাদানাদিবিজ্ঞান-বস্তুগতমেব কার্য্যত্বম্ বুদ্ধিমৎকর্ত্তৃপূর্ব্বকত্বসাধনে (+) প্রভবতি ॥ ৭ ॥

কিঞ্চ, ঘটাদিকার্য্যমনীশ্বরেণাল্পজ্ঞানশক্তিনা সশরীরেণ পরিগ্রহবতা অনাপ্তকামেন নির্ম্মিতং দৃষ্টম্, ইতি তথাবিধমেব চেতনং কর্ত্তারং সাধয়ন্ অয়ং কার্য্যত্বহেতুঃ সিসাধয়িষিত-পুরুষসার্ব্বজ্ঞ্য-সর্ব্বৈশ্বর্য্যাদিবিপরীতসাধনাৎ বিরুদ্ধঃ স্যাৎ। নচৈতাবতা সর্ব্বানুমানোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ। লিঙ্গিনি প্রমাণান্তরগোচরে লিঙ্গবলোপস্থাপিতা বিপরীতবিশেষাস্তৎপ্রমাণপ্রতিহতগতয়ো

অপিচ, যে কার্য্যের ক্রিয়া বা অনুষ্ঠান শক্তি-সাধ্য হয় এবং যাহার উপাদানাদি-কারণবিষয়েও শক্যতা (শক্তি-সাধ্যতা) জ্ঞান থাকে, তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞতাশালী ব্যক্তিকে সেই কার্য্যই করিতে দেখা যায়। [অতএব, বলিতে হইবে যে,] মহী, মহীধর ও মহাসমুদ্র প্রভৃতি পদার্থগুলির নির্ম্মাণ-ক্রিয়া কাহারো শক্তি-সাধ্য নহে, এবং কোন্ কোন্ পদার্থ যে, সে সকলের উপাদান, তদ্বিষয়েও কাহারই জ্ঞান নাই, সুতরাং তৎসমুদয় পদার্থ চেতনকর্তৃক সম্পন্ন হইতে পারে না। অতএব, ঘট ও মণিক (জালা) প্রভৃতি জন্য পদার্থের সমানজাতীয় যে সমুদয় কার্য্যের ক্রিয়াতে বা সম্পাদনে যাহার শক্যতা বোধ আছে, এবং উপাদানাদি কারণও পরিজ্ঞাত আছে, কেবল সেই সকল বস্তুগত কার্য্যত্ব বা জন্যত্ব ধর্ম্মই সেই বুদ্ধিমান্ বা চেতন কর্ত্তা হইতে আপনার উৎপত্তি জ্ঞাপনে সমর্থ হইয়া থাকে [কিন্তু কার্য্যত্বমাত্রই নহে] ॥ ৭ ॥

আরও এক কথা,—ঘটাদি কার্য্য যখন অনীশ্বর (ঈশ্বরভিন্নও অল্পজ্ঞানশালী) (অসর্ব্বজ্ঞ), শরীরধারী, কার্য্যোপযোগী উপায়-সম্পন্ন ও অপূর্ণকাম পুরুষকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইতে দেখা যায়, তখন [ঈশ্বর-কারণানুমাপক] 'কার্য্যত্ব' হেতুটাও তথাবিধ (ঘটাদি-নির্ম্মাতার অনুরূপ) কারণেরই অস্তিত্ব সাধন করিবে ; সুতরাং সিসাধয়িষিত অর্থাৎ তুমি যাহা সাধন করিতে ইচ্ছা করিয়াছ ; সেই সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বেশ্বরত্বাদির বিপরীত (অসর্ব্বজ্ঞত্ব ও অনীশ্বরত্বাদি) ধর্ম্মের সাধন করায় উক্ত 'কার্য্যত্ব' হেতুটা সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মসম্পন্ন কারণানুমানের বিরোধীই হইতে পারে। আর ইহাতেই যে, সমস্ত অনুমানপ্রমাণের উচ্ছেদ সম্ভাবিত হয়, তাহা নহে, (অন্যান্য বহুস্থলে অনুমানের আবশ্যকতা আছে)। পরন্তু, যেখানে সাধ্য বা সাধ্যবিশিষ্ট পক্ষ বস্তুটী অনুমান ভিন্ন প্রমাণের সাহায্যে যেরূপ জানা যায়, সেখানে অনুমানে যদি তদ্বিপরীত কতগুলি বিশেষ ধর্ম

(*) মহীমহীধর' ইতি (খ, গ) পাঠঃ।　　　　(+) সন্ধানে' ইতি (গ) পাঠঃ।

হি নিবর্ত্তন্তে। ইহ তু, সকলেতরপ্রমাণাবিষয়ে লিঙ্গিনি নিখিলজগন্নির্ম্মাণ-চতুরে অন্বয়ব্যতিরেকাবগতাবিনাভাবনিয়মা ধর্ম্মাঃ সর্ব্ব এবাবিশেষেণ প্রসজ্যন্তে; নিবর্ত্তকপ্রমাণাভাবাৎ তথৈবাবতিষ্ঠন্তে। অত আগমাদৃঋতে কথমীশ্বরঃ সেৎস্যতি ॥ ৮ ॥

অত্রাহুঃ— সাবয়বত্বাদেব জগতঃ কার্য্যত্বং ন প্রত্যাখ্যাতুং শক্যতে। ভবন্তি চ প্রয়োগাঃ,—বিবাদাধ্যাসিতং ভূ-ভূধরাদি—কার্য্যং, সাবয়বত্বাৎ, ঘটাদিবৎ। তথা, বিবাদাধ্যাসিতম্ অবনি-জলধি-মহীধরাদি—কার্য্যং, মহত্ত্বে সতি ক্রিয়াবত্ত্বাৎ, ঘটাদিবৎ। তনু -ভুবনাদি—কার্য্যং, মহত্ত্বে সতি মূর্ত্তত্বাৎ; ঘটাদিবদিতি। সাবয়বেষু দ্রব্যেষু ইদমেব ক্রিয়তে, নেতরৎ, ইতি কার্য্যত্বস্য নিয়ামকং সাবয়বত্বাতিরেকি রূপান্তরং নোপলভামহে।

প্রমাণিত করিতে যাওয়া যায়, তাহা হইলেই সেই বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মগুলি প্রমাণান্তর দ্বারা বাধিত হইয়া নিবৃত্ত বা অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। এই ঈশ্বর-কারণানুমান স্থলে, সাধ্য বা সাধ্যবিশিষ্ট বস্তুটী (ঈশ্বর) কিন্তু অপর কোন প্রমাণেরই বিষয় নহে; সুতরাং নিখিলবস্তু-নির্ম্মাণ-নিপুণ সেই সাধ্য বা সাধ্যবিশিষ্ট বস্তুতে অন্বয় ও ব্যতিরেক (*) সাহায্যে যে সকল ধর্ম্মের অবিনাভাব বা নিয়ত সম্বন্ধ নিশ্চিত হয়; (অনুকূলই হউক আর প্রতিকূলই হউক,) সেই সমস্ত ধর্ম্মই প্রসক্ত বা সম্ভাবিত হইতে পারে, এবং তন্নিবর্ত্তক বা তদ্বিরোধী কোন প্রমাণ না থাকায় সেই প্রসক্ত ধর্ম্মসমূহ তদ্রূপেই অবস্থান করিতে পারে। (সুতরাং কোন বিশেষ ধর্ম্মই নিশ্চিত হইতে পারে না)। অতএব, আগম বা শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতীত উক্তপ্রকার ঈশ্বর কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারেন? ॥ ৮ ॥

এ বিষয়ে সুধীগণ বলিয়া থাকেন,—সাবয়বত্বনিবন্ধনই জগতের 'কার্য্যত্ব' ধর্ম্ম প্রত্যাখ্যান করিতে পারা যায় না। এ বিষয়ে এই সকল অনুমানের প্রয়োগ হইয়া থাকে,—[কার্য্য কি না, এইরূপে] বিবাদগ্রস্ত পৃথিবী-ভূধর প্রভৃতি বস্তুনিচয়—কার্য্য অর্থাৎ জন্য বা উৎপত্তিশীল; যেহেতু উহারা সাবয়ব; যেমন—ঘটাদি। সেইরূপ,—পূর্ব্বের ন্যায় বিবাদাস্পদীভূত পৃথিবী, সমুদ্র ও পর্ব্বতাদি বস্তু—কার্য্য অর্থাৎ উৎপত্তিশীল; যেহেতু ঐ সকল বস্তুতে মহত্ত্ব ও ক্রিয়া বিদ্যমান আছে; যেমন—ঘটাদি। দেহ ও ভুবনাদি বস্তুনিচয়ও কার্য্য, যেহেতু মহত্ত্বের সহিত মূর্ত্তত্ব (পরিচ্ছিন্ন আকার) উহাতে রহিয়াছে, যেমন—ঘটাদি। আর সাবয়বদ্রব্যের মধ্যে 'এটা কৃত বা উৎপাদিত, অন্যটা নহে', এইরূপে 'কার্য্যত্ব' নিশ্চয় করিবার পক্ষে সাবয়বত্ব ভিন্ন আর ত

(*) তাৎপর্য্য,—অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা উভয়ের মধ্যে কার্য্য-কারণভাব নিরূপণ করা হয়। তন্মধ্যে, "তৎসত্ত্বে তৎসত্তা—অন্বয়ঃ।" অর্থাৎ একের সত্তায় যে, অপরের সত্তা, তাহার নাম 'অন্বয়'। আর "তদসত্ত্বে তদসত্তা—ব্যতিরেকঃ।" অর্থাৎ একের অভাবে যে অপরের অভাব, তাহার নাম ব্যতিরেক। যেমন—মৃত্তিকার সত্তায় ঘটের সত্তা; আর মৃত্তিকার অভাবে ঘটের অসত্তা, এইরূপ অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা স্থির করা যায় যে, মৃত্তিকা কারণ, ঘট তাহার কার্য। কার্য্য-কারণভাবের সর্ব্বত্রই এই অন্বয় ব্যতিরেক নিয়ম অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

কার্য্যত্বপ্রতিনিয়তং শক্যক্রিয়ত্বং শক্যোপাদানাদিবিজ্ঞানত্বং চ উপলভ্যতে ইতি চেৎ; ন, কার্য্যত্বেনানুমতেঽপি (*) বিষয়ে জ্ঞান-শক্তী কার্য্যানুমেয়ে, ইতি অন্যত্রাপি সাবয়বত্বাদিনা কার্য্যত্বং জ্ঞাতমিতি তে চ প্রতিপন্নে এবেতি ন কশ্চিদ্বিশেষঃ (†)। তথা হি,—ঘটমণিকাদিষু কৃতেষু (‡) কার্য্যত্ব-দর্শনানুমিতকর্ত্তৃগত-তন্নির্ম্মাণশক্তিজ্ঞানঃ পুরুষোঽদৃষ্টপূর্ব্বং বিচিত্রসন্নিবেশং নরেন্দ্রভবনমালোক্য অবয়বসন্নিবেশবিশেষেণ তস্য কার্য্যত্বং নিশ্চিত্য, তদানীমেব কর্ত্তুস্তজ্জ্ঞান-শক্তিবৈচিত্র্যমনুমিনোতি। অতঃ তনুভুবনাদেঃ কার্য্যত্বে সিদ্ধে, সর্ব্বসাক্ষাৎকার-তন্নির্ম্মাণাদিনিপুণঃ কশ্চিৎ পুরুষবিশেষঃ (§) সিধ্যত্যেব ॥ ৯ ॥

কিঞ্চ, সর্ব্বচেতনানাং ধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্তেঽপি সুখদুঃখোপভোগে চেতনানধিষ্ঠিতয়োস্তয়োঃ(¶) অচেতনয়োঃ ফলহেতুত্বানুপপত্তেঃ, সর্ব্বকর্ম্মানুগুণ-(||)

কোনই কারণ দেখিতেছি না। যদি বল, নির্ম্মাণযোগ্যতা ও শক্তি-সাধ্য উপাদান-কারণাদি বিষয়ক বিশেষ জ্ঞানই [নিশ্চয়ের] কারণ পরিদৃষ্ট হইতেছে ? না—তাহাও হইতে পারে না; কেন না, যে বিষয়টী কার্য্য বলিয়া অনুমোদিত আছে, অর্থাৎ যে বিষয়টীকে কার্য্য বলিয়া নির্ব্বিবাদে স্বীকার করা হইয়াছে, সেই বিষয়টীতেও যে, কর্ত্তার উপযুক্ত জ্ঞান ও শক্তিসদ্ভাব, তাহা কেবল কার্য্য দ্বারাই অনুমান করিতে হয়। অন্যত্রও (প্রসিদ্ধ কার্য্য ঘটাদি স্থলেও) সাবয়বত্ব হেতুতেই কার্য্যত্ব ধর্ম্মটী পরিজ্ঞাত হইয়াছে; সুতরাং কার্য্যবিষয়ক জ্ঞান ও শক্তি বিদিতই আছে; অতএব, (এখানে) তাহার কিছুমাত্র বিশেষ নাই। দেখ,—কুম্ভকারকৃত ঘটাদি পদার্থে কার্য্যত্বদর্শনেই তৎকর্ত্তার সেই সকল কার্য্যনির্ম্মাণে উপযুক্ত জ্ঞান ও শক্তিসদ্ভাব সন্দর্শনকারী পুরুষ, অ-দৃষ্টপূর্ব্ব (যাহা পূর্ব্বে কখনও দৃষ্ট হয় নাই, এমন) আশ্চর্য্য প্রণালীতে নির্ম্মিত রাজ-ভবন দর্শন করিয়া অবয়ব-সংযোজনের বিচিত্র প্রণালী দর্শনে তাহার কার্য্যত্ব অবধারণ করে, এবং সেই সময়েই কর্ত্তার অর্থাৎ রাজভবননির্ম্মাতার বিচিত্র জ্ঞানসদ্ভাবও অনুমান করে। অতএব, [অবয়ব-সন্নিবেশ দর্শনানুসারে] শরীরও জগন্মণ্ডলের কার্য্যত্ব ধর্ম্মটী সিদ্ধ বা নিশ্চিত হইলে পর সর্ব্ব বস্তুর সাক্ষাৎকারে ও নির্ম্মাণাদি কর্ম্মে নিপুণ, একজন পুরুষবিশেষই যে, তৎকর্ত্তা আছে, ইহা নিশ্চয়ই সিদ্ধ বা অনুমিত হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

আরও এক কথা,—চেতনমাত্রেরই সুখদুঃখভোগের কারণ—ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম; কিন্তু তাহা হইলেও চেতনের অধিষ্ঠান বা প্রেরণা ব্যতীত সেই ধর্ম্মাধর্ম্ম কখনই সুখ-দুঃখরূপ ফলোৎপাদনে

(*) 'কার্য্যত্বে নানুমতেঽপি' ইতি (খ) পাঠস্তু ন সমীচীনঃ।

(†) 'বিরোধঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) 'কৃতেষু' ইতি পাঠঃ (গ) পুস্তকে নোপলভ্যতে।

(§) 'পুরুষঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(¶) তয়োরিতি ন পঠ্যতে (গ) পুস্তকে।

(||) 'ধর্ম্মানুগুণ' ইতি (গ) পুস্তকে।

সর্ব্বফলপ্রদানচতুরঃ কশ্চিদাস্থেয়ঃ (*)। বর্ধকিনা অনধিষ্ঠিতস্য বাস্যাদেরচেতনস্য দেশকালাদ্যনেকপরিকর-সন্নিধানেঽপি যূপাদিনির্ম্মাণ-সাধনত্বাদর্শনাৎ। বীজাঙ্কুরাদেঃ পক্ষান্তর্ভাবেণ তৈর্ব্যভিচারাপাদনং শ্রোত্রিয়-বেতালানামনভিজ্ঞতাবিজৃম্ভিতম্। তত এব সুখাদিভির্ব্যভিচার-দর্শনবচনমপি তথৈব ॥ ১০ ॥

ন চ, লাঘবেনোভয়বাদিসম্প্রতিপন্ন-ক্ষেত্রজ্ঞানামেব ঈদৃশমধিষ্ঠাতৃত্ব-কল্পনং যুক্তম্। তেষাং সূক্ষ্ম-ব্যবহিত-বিপ্রকৃষ্টদর্শনাশক্তিনিশ্চয়াৎ।

সমর্থ হইতে পারে না; তন্নিমিত্ত সমস্ত ক্রিয়ার অনুরূপ ফলসমূহ প্রদানে চতুর (দক্ষ) কোন একটী চেতনের সত্তা মানিতেই হইবে। [চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত অচেতনের কার্য্য হইতে পারে না,] এই কারণেই উপযুক্ত দেশ, কাল প্রভৃতি কারণকলাপ বর্ত্তমান সত্ত্বেও কেবল সূত্রধরের অনধিষ্ঠানে বাসী (বাইস্) প্রভৃতি অচেতন পদার্থের যূপাদি নির্ম্মাণে অসাধনত্ব অসামর্থ্য দৃষ্ট হয়। আর বীজাঙ্কুর প্রভৃতি পদার্থও যখন পক্ষেরই (বিবাদাস্পদীভূত পদার্থেরই) অন্তর্ভুক্ত, তখন তৎসমুদয়ের দ্বারা যে, উল্লিখিত কার্য্যে চেতনাধিষ্ঠিতত্ব নিয়মের ব্যভিচার প্রদর্শন, তাহা শ্রোত্রিয়-(বেদবিৎ)-বেতালদিগের কেবল অনভিজ্ঞতারই ফল মাত্র। [পিশাচাদির ন্যায় বেতাল একপ্রকার দেবযোনি-বিশেষ]। অতএব সুখাদি দ্বারা (উক্ত নিয়মের) ব্যভিচার-কথনও ঠিক সেইরূপই অযৌক্তিক (৷)॥ ১০॥

আর কেবল লাঘবতর্কের (‡) অনুরোধে যে, বাদী প্রতিবাদী, উভয়-সম্মত ক্ষেত্রজ্ঞ— জীব সমূহেরই উক্তকার্য্যে এবংবিধ অধিষ্ঠানত্ব কল্পনা, তাহাও যুক্তিযুক্ত হয় না। কারণ, প্রত্যক্ষসিদ্ধ

(*) আক্ষেপ্যঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(৷) তাৎপর্য্য,—বিপক্ষগণ বলিয়াছিল যে, সমস্ত অচেতনের কার্য্যেই যে, চেতনের সাহায্য বা অধিষ্ঠান আবশ্যক, তাহা নহে। দেখা যায়, বীজ অচেতন পদার্থ, কিন্তু সেই বীজ কোন চেতনের সাহায্য না লইয়াই অঙ্কুর উৎপাদন করে। সুখ স্বয়ং অচেতন; কিন্তু সেই সুখও চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীতই মুখ-বিকাশ ও পুলকাদি কার্য্য সম্পাদন করে। অতএব এই জগৎ-কার্য্যও যে, চেতনাধিষ্ঠান ব্যতীত শুদ্ধ অচেতন হইতে হইতেই পারে না, ইহা বলিতে পারা যায় না, সুতরাং জগতের কারণরূপে ঈশ্বরেরও অস্তিত্ব স্বীকার করিবার আবশ্যক হয় না। তদুত্তরে বলা হইতেছে যে, না,—উল্লিখিত দৃষ্টান্তবলে 'চেতনাধিষ্ঠিতত্ব' নিয়মের ব্যাঘাত হইতে পারে না; কারণ বীজাঙ্কুর ও সুখাদিস্থলগুলিও যখন আমার বিবাদবহির্ভূত নহে; পরন্তু পক্ষ শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত; তখন ঐ সকল স্থলেও যে, চেতনের অধিষ্ঠান নাই, ইহা বলা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ, আমার মতে প্রত্যক্ষসিদ্ধ বহুস্থলে যখন অচেতনের কার্য্যে চেতনের অধিষ্ঠান বা সাহায্য উভয়-সম্মত বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে; তখন বীজ-সুখাদি স্থলেও চেতনের অধিষ্ঠান অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

(‡) তাৎপর্য্য,—বিবাদ গ্রস্ত কোন বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলেই তর্কের সাহায্য আবশ্যক হয়; কিন্তু কোন স্থলে যদি অনুকূল, প্রতিকূল, উভয় প্রকার তর্কেরই সম্ভাবনা থাকে; সে স্থলে দেখিতে হইবে, উভয় তর্কের মধ্যে যে তর্কটীতে অধিক বিষয় স্বীকার করিতে হয়, গৌরব দোষে সেই তর্কটী ত্যাগ করিতে হয়; আর যে তর্কটীতে অল্প বিষয় স্বীকার করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে, কল্পনার লাঘব বশতঃ সেই তর্কই গ্রহণ করিতে হয়। বিষয়ের আধিক্যই তর্কের গৌরব দোষ, আর কল্পনীয় বিষয়ের অল্পতাই তর্কের লাঘব গুণ। আলোচ্য স্থলে জীবের কর্ত্তৃত্ব প্রসিদ্ধই আছে, তদুপরি আবার ঈশ্বরেরও জগৎ-কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিতে হয়;

দর্শনানুগুণ্যৈব হি সর্ব্বত্র শক্তি-কল্পনা (*)। নচ ক্ষেত্রজ্ঞবৎ ঈশ্বরস্যা-শক্তিনিশ্চয়োঽস্তি। অতঃ প্রমাণান্তরতো ন তৎসিদ্ধ্যনুপপত্তিঃ। সমর্থকর্ত্তৃপূর্ব্বকত্ব-নিয়তকার্য্যত্বহেতুনা সিধ্যন্ স্বাভাবিকসর্ব্বার্থসাক্ষাৎকার-তন্নিয়মনশক্তিসম্পন্ন এব সিধ্যতি ॥ ১১ ॥

যত্তু, অনৈশ্বর্য্যাপাদনেন ধর্ম্মবিশেষ-বিপরীতসাধনত্বমুন্নীতং ; তদনুমান-বৃত্তানভিজ্ঞত্বনিবন্ধনম্ ; সপক্ষে সহদৃষ্টানাং সর্ব্বেষাং কার্য্যস্যাহেতুভূতা-নাঞ্চ ধর্ম্মাণাং লিঙ্গিন্যপ্রাপ্তেঃ ॥ ১২ ॥

বিষয়ের আনুকূল্য বা উপপত্তির জন্যই সর্ব্বত্র শক্তির কল্পনা হইয়া থাকে, অথচ, সূক্ষ্ম ব্যবহিত (অন্য বস্তু দ্বারা অন্তরিত) ও দূরবর্ত্তী বস্তু দর্শনে জীবগণের সে শক্তি নাই, ইহা নিশ্চিত। পক্ষান্তরে জীবের ন্যায় ঈশ্বরেরও যে, সেই শক্তির অভাব আছে, ইহা নিশ্চয় করা যায় না ; অতএব অনুমানাদি প্রমাণবলে ঈশ্বরসিদ্ধি করিতে কিছুমাত্র অনুপপত্তি বা বাধা নাই। [তাহার পর] শক্তিশালী কর্ত্তা হইতেই কার্য্যোৎপত্তির অব্যভিচারী নিয়ম থাকায় [জগৎকর্ত্তা-রূপে] যে ঈশ্বর সিদ্ধ বা প্রমাণিত হন, তাঁহাকে সর্ব্ববিষয় প্রত্যক্ষ করিবার স্বাভাবিক শক্তিসম্পন্নরূপেই প্রমাণিত করা হয় ॥ ১১ ॥

আর যে, [কুম্ভকারাদির দৃষ্টান্তানুসারে জগৎকর্ত্তা] অনৈশ্বর্য্যাদি সম্ভাবনা দ্বারা [কার্য্যত্ব হেতুটীকে] অভীষ্ট ধর্ম্মের বিপরীত ধর্ম্ম-সাধক (অতএব 'বিরুদ্ধ') বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে ; তাহাও কেবল অনুমান-প্রণালীতে অনভিজ্ঞতারই ফল ; কারণ, সপক্ষে অর্থাৎ কর্ত্তৃ-সাধ্যত্বরূপে নিশ্চিত ঘটাদি-কার্য্য-স্থলে যতগুলি ধর্ম্ম দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে যে সকল ধর্ম্ম ঘটাদি কার্য্যের কারণ নহে, [বাস্তবিক পক্ষে] পক্ষে অর্থাৎ বিচার্য্য স্থলে ত সে সকলের প্রাপ্তি বা সম্ভাবনাই নাই (†) ॥ ১২ ॥

(*) সর্ব্বত্র কল্পনা' ইতি (ঘ) পাঠঃ।
সুতরাং জীবও ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে গৌরব দোষ ঘটে, তদপেক্ষা লাঘবতঃ কেবল জীবকেই জগৎ নির্ম্মাণেও কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিলে সমস্তই উপপন্ন হইতে পারে, অথচ তদতিরিক্ত জগৎ-নির্ম্মাতা ঈশ্বরের আর অস্তিত্ব কল্পনা করিতে হয় না॥

(†) তাৎপর্য্য,—অনুমান স্থলে যাহা দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শিত হয়, তাহাকেই 'সপক্ষ' বলে। নিয়ম হইল এই যে, বিচার্য্য বিষয়ের অনুকূল যে সকল ধর্ম্ম দৃষ্টান্তে দৃষ্ট হয়, বিচার্য্য বস্তুটীতে কেবল সেই সকল ধর্ম্মেরই সংগ্রহ করিতে হয় ; কিন্তু দৃষ্টান্তে যত কিছু ধর্ম্ম থাকে, তৎসমস্তেরই যে, সংগ্রহ করিতে হইবে, তাহা নহে। এরূপ হইলে দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ থাকিতে পারে না ; উভয়েই এক হইয়া পড়ে। এখন দেখিতে হইবে, আলোচ্য স্থলে সংশয় হইয়াছিল যে, এই জগৎ একটী কার্য্য, ইহার স্বতন্ত্র একটী কর্ত্তা—ঈশ্বর আছে কি না? এই সংশয় দূরীকরণার্থ অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে ; দৃষ্টান্ত ব্যতীত অনুমিত্যর্থের প্রামাণ্য হয় না ; এই কারণে দৃষ্টান্তরূপে ঘটাদি কার্য্যের উল্লেখ করা হইয়াছে। কার্য্য করিতে হইলে কর্ত্তার যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক ; জগৎ-কর্ত্তার কেবল কার্য্যোপযোগী সেই সকল গুণ আছে কি না? ইহাই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে ; কার্য্যসাধনে অনুপযোগী গুণ সমুদয় আছে কি না, তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। অতএব, প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত বলে যে, জগৎ-কর্ত্তার অনৈশ্বর্য্যাদির অস্তিত্ব সম্ভাবনা করা, তাহা সুধীজনোচিত হয় না॥

এতদুক্তং ভবতি,—কেনচিৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়মাণং স্বোৎপত্তয়ে কর্ত্তুঃ স্বনির্ম্মাণসামর্থ্যং স্বোপাদানোপকরণজ্ঞানঞ্চাপেক্ষতে; নত্বন্যাসামর্থ্যমন্যাজ্ঞানঞ্চ, হেতুত্বাভাবাৎ। স্বনির্ম্মাণসামর্থ্য-স্বোপাদানোপকরণজ্ঞানাভ্যামেব স্বোৎপত্তাবুপপন্নায়াং সম্বন্ধিতয়া দর্শনমাত্রেণাকিঞ্চিৎকরস্যার্থান্তরাজ্ঞানাদের্হেতুত্বকল্পনাঽযোগাৎ (*) ইতি ॥ ১৩ ॥

কিঞ্চ, ক্রিয়মাণবস্তুব্যতিরিক্তার্থাজ্ঞানাদিকং কিং সর্ব্ববিষয়ং ক্রিয়োপযোগি? উত কতিপয়বিষয়ম্? ন তাবৎ সর্ব্ববিষয়ম্; নহি কুলালাদিঃ ক্রিয়মাণব্যতিরিক্তং কিমপি ন (†) বিজানাতি। নাপি কতিপয়বিষয়ম্; সর্ব্বেষু কর্ত্তৃষু তত্তদজ্ঞানাশক্ত্যনিয়মেন সর্ব্বেষামজ্ঞানাদীনাং ব্যভিচারাৎ।

অভিপ্রায় এই যে,—কেহ যখন কোনও কার্য্য সম্পন্ন করিতে থাকে, তখন সেই ক্রিয়মাণ কার্য্যটী নিজের উৎপত্তির জন্য কর্ত্তার কেবল স্ব-নির্ম্মাণে সামর্থ্য এবং আপনার উপাদান-কারণ ও সহকারী কারণবিষয়ে জ্ঞানসত্তার অপেক্ষা করে; অর্থাৎ ক্রিয়মাণ কার্য্যের নির্ম্মাণে শক্তি এবং তাহার উপাদান ও সহকারী কারণ বিষয়ে কর্ত্তার জ্ঞান থাকিলেই কার্য্যটী উৎপন্ন হইতে পারে; কিন্তু, কর্ত্তার অন্য বিষয়ে সামর্থ্য আছে কি না, এবং অন্য বিষয় জানে কি না, এ সমস্তের অপেক্ষা করে না; কারণ, কার্য্যোৎপত্তির পক্ষে সে সকলগুলি হেতু নহে। কেন না, কর্ত্তার নিজের কার্য্য-নির্ম্মাণসামর্থ্য এবং উপাদান ও উপকরণসমূহের জ্ঞান থাকিলেই যখন নিজের (কার্য্যের) উৎপত্তি সুসম্পন্ন হইতে পারে, তখন কর্ত্তাতে কেবল দৃষ্ট হইয়াছে বলিয়াই যে, কার্য্যানুপযোগী—বিষয়ান্তরে জ্ঞানাভাব প্রভৃতিরও হেতুত্ব কল্পনা করা, তাহা হইতেই পারে না ॥ ১৩ ॥

আরও এক কথা,—জিজ্ঞাসা করি, ক্রিয়মাণ বস্তুর অতিরিক্ত বিষয়ে কর্ত্তার জ্ঞানাভাবকেও যে, ক্রিয়ার উপযোগী (ক্রিয়া-সাধক) [বলা হইয়াছে], সেই জ্ঞানাভাব কি সর্ব্ববিষয়ক? অথবা কতিপয়-বিষয়ক? অর্থাৎ ক্রিয়মাণ বস্তুর অতিরিক্ত কোন বিষয়ে জ্ঞান না থাকিলেই কার্য্য হইতে পারে? কিংবা কয়েকটীমাত্র বিষয়ে জ্ঞান না থাকিলেই কার্য্য হইতে পারে? তন্মধ্যে, সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানাভাব বলা যায় না; কারণ, কুম্ভকার প্রভৃতি কর্ত্তারা যে, ক্রিয়মাণ ঘটাদির অতিরিক্ত কোন বস্তুই জানে না, তাহা নহে। আর কতিপয়বিষয়কও বলা যায় না, কারণ, সকল কর্ত্তাতেই যে, নির্দ্দিষ্ট কতিপয় বিষয়ে অজ্ঞান ও অশক্তি থাকিবেই, এরূপ কোনও নিয়ম নাই; [সুতরাং কোন্ অশক্তি বা অজ্ঞানটী যে, কার্য্যোপযোগী, ইহা নিশ্চিত না থাকায়] অজ্ঞানাদির কার্য্যোপযোগিতা সম্বন্ধে ব্যভিচার বা অনিয়ম ঘটে। অতএব, কার্য্যান্তের

(*) 'অহেতুত্বকল্পনাযোগাৎ' ইতি (খ) পাঠঃ।   (†) 'জানাতি' ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

অতঃ কার্য্যত্বস্যাসাধকানাম্ অনীশ্বরত্বাদীনাং লিঙ্গিন্যপ্রাপ্তিরিতি ন বিপরীতসাধনত্বম্ ॥ ১৪ ॥

কুলালাদীনাং দণ্ডচক্রাদ্যধিষ্ঠানত্বং শরীরদ্বারেণ দৃষ্টম্, ইতি জগদুপাদানোপকরণাধিষ্ঠানমীশ্বরস্যাশরীরস্যানুপপন্নমিতি চেৎ; ন, সংকল্পমাত্রেণৈব পরশরীরগত-ভূতবেতালগরলাদ্যপগম-বিনাশদর্শনাৎ। কথমশরীরস্যেশ্বরস্য পরপ্রবর্ত্তনরূপঃ সংকল্প ইতি চেৎ; ন শরীরাপেক্ষঃ সংকল্পঃ, শরীরস্য সংকল্পহেতুত্বাভাবাৎ। মন এব হি সংকল্পহেতুঃ; তদভ্যুপগতমীশ্বরেঽপি, কার্য্যত্বেনৈব জ্ঞানশক্তিবন্মনসোঽপি প্রাপ্তত্বাৎ। মানসঃ সংকল্পঃ সশরীরস্যৈব, শরীরস্যৈব সমনস্কত্বাদিতি চেৎ; ন, মনসো নিত্যত্বেন দেহাপগমেঽপি মনসঃ সদ্ভাবেনানৈকান্তিকত্বাৎ। অতো বিচিত্রাবয়বসন্নিবেশবিশেষ-তনুভুবনাদিকার্য্যনির্ম্মাণে পুণ্যপাপ-পরবশঃ পরিমিতশক্তিজ্ঞানঃ ক্ষেত্রজ্ঞো ন প্রভবতি, ইতি নিখিলভুবন-নির্ম্মাণচতুরোঽচিন্ত্যাপরিমিতজ্ঞানশক্ত্যৈশ্বর্য্যোঽশরীরঃ সংকল্পমাত্রসাধন-পরিনিষ্পন্নানন্তবিস্তারবিচিত্ররচন-

---

ব্যপস্থাপক নহে এমন যে অনৈশ্বর্য্যাদি ধর্ম্ম সকল; পক্ষে (বিচার্য্যস্থলে) সে সকলের প্রাপ্তি না থাকায় পূর্ব্বোক্ত হেতুটী বিপরীত ধর্ম্মের (অকার্য্যত্বের) সাধক হইতে পারে না ॥ ১৪ ॥

যদি বল, দেখা যায়, কুলাল (কুম্ভকার) প্রভৃতি কর্ত্তারা শরীর দ্বারাই দণ্ড-চক্র প্রভৃতি কার্য্যোপকরণের অধিষ্ঠাতা বা প্রবর্ত্তক হন; অতএব, ঈশ্বর যখন অশরীর, তখন জগতের উপাদান ও উপকরণাদি পদার্থে তাঁহার অধিষ্ঠান অসম্ভব; না—তাহাও বলিতে পার না, কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়,—[ব্যক্তিবিশেষের] সংকল্প মাত্র বা ইচ্ছাবিশেষ বশেই পরশরীরে আবিষ্ট ভূত, বেতাল (দেবযোনিবিশেষ) প্রভৃতি অপগত হয় (সরিয়া যায়), এবং গরল বা বিষ বিনষ্ট হইয়া যায়। ভাল, শরীরশূন্য ঈশ্বরের আবার পরপ্রবর্ত্তনাত্মক সংকল্প হয় কিরূপে? না—[ঈশ্বরের] সংকল্প শরীরসাপেক্ষ নহে; কারণ, সংকল্প কার্য্যে শরীরের হেতুত্বই নাই; মনই সংকল্পের একমাত্র হেতু; ঈশ্বরেরও মন স্বীকার করা হয়; কারণ, কার্য্যকারিতা দর্শনে যেমন (ঈশ্বরের) জ্ঞান-শক্তি পাওয়া যায়, তেমন মনঃসত্তাও প্রাপ্ত হওয়া যায়। যদি বল, শরীরই যখন সমস্ক বা মনোযুক্ত হয়, তখন মানস (মনোজন্য) সংকল্প ধর্ম্মটীও সশরীরের পক্ষেই সম্ভব হয়, (অশরীরের পক্ষে নহে); এ কথা বলা যায় না; কারণ, মন যখন নিত্য [অথচ শরীর যখন অনিত্য], তখন দেহবিগমেও মন বিদ্যমান থাকে; সুতরাং মনের সশরীরত্ব নিয়মটী ঐকান্তিক বা অব্যভিচারী নহে। অতএব, বিচিত্র অবয়ব-সন্নিবেশসম্পন্ন শরীর ও ভুবনাদি কার্য্যনির্ম্মাণে পুণ্য ও পাপের বশবর্ত্তী ও পরিমিত জ্ঞান-শক্তি-সম্পন্ন ক্ষেত্রজ্ঞ—জীব কখনই সমর্থ হইতে পারে না; এই কারণে সমস্ত ভুবন-নির্ম্মাণে নিপুণ, অচিন্ত্য ও অপরিমিত

প্রপঞ্চঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরোঽনুমানেনৈব সিধ্যতি। অতঃ প্রমাণান্তরাবসেয়ত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ, নৈতদ্বাক্যং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়তি ॥ ১৫ ॥

কিঞ্চ, অত্যন্তভিন্নয়োরেব মৃদ্দ্রব্য-কুলালয়োর্নিমিত্তোপাদানত্বদর্শনেন আকাশাদের্নিরবয়বদ্রব্যস্য কার্য্যত্বানুপপত্ত্যা চ নৈকমেব ব্রহ্ম কৃৎস্নস্য জগতো নিমিত্তমুপাদানঞ্চ প্রতিপাদয়িতুং শক্নোতীতি ॥১৬ ॥

[সিদ্ধান্তঃ —]

এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—যথোক্তলক্ষণং ব্রহ্ম জন্মাদিবাক্যং বোধয়ত্যেব। কুতঃ, শাস্ত্রৈকপ্রমাণকত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ। যদুক্তং—সাবয়বত্বাদিনা কার্য্যং সর্ব্বং জগৎ; কার্য্যঞ্চ তদুচিতকর্তৃবিশেষপূর্ব্বকং দৃষ্টমিতি নিখিলজগন্নির্ম্মাণ-তদুপাদানোপকরণবেদনচতুরঃ কশ্চিদনুমেয় ইতি। তদযুক্তম্; মহী-মহার্ণবাদীনাং (*) কার্য্যত্বেঽপি একদৈবৈকেন নির্ম্মিতা ইত্যত্র

জ্ঞান, শক্তি ও ঐশ্বর্য্য (অণিমাদিসিদ্ধি) সম্পন্ন এবং অনন্তবিস্তার ও বিচিত্র রচনাপূর্ণ এই জগৎপ্রপঞ্চ যাঁহার একমাত্র সংকল্প বা ইচ্ছাসাহায্যে নিষ্পন্ন হইয়াছে, এমন পুরুষ-বিশেষরূপ ঈশ্বর অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হন। অতএব, ব্রহ্ম যখন শব্দ ভিন্ন প্রমাণেই (অনুমান দ্বারাই) নির্ণীত হন; তখন এই বাক্য ("যতো বা ইমানি ভূতানি" বাক্য) ব্রহ্মপ্রতিপাদক হইতে পারে না ॥ ১৫ ॥

অপিচ, যেহেতু অত্যন্ত বিভিন্নপ্রকৃতিব দ্রব্য মৃত্তিকা ও কুম্ভকারের নিমিত্তত্ব ও উপাদানত্ব দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ ঘটের উপাদান কারণ মৃত্তিকা ও নিমিত্তকারণ কুম্ভকার, উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত অত্যন্ত পার্থক্য দৃষ্ট হয়, এবং যেহেতু নিরবয়ব দ্রব্য আকাশের ও কার্য্যত্ব বা উৎপত্তি সম্ভবপর হয় না, —অতএব একই ব্রহ্মকে সমস্ত জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলিয়া প্রতিপাদন করিতে [কেহই] সমর্থ হইতে পারে না ॥ ১৬ ॥

[ভাষ্যকারের সিদ্ধান্ত —]

এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় আমরা বলিতেছি,—জগতের জন্মাদিবোধক ('যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' ইত্যাদি) বাক্য নিশ্চয়ই ব্রহ্মপ্রতিপাদনে সমর্থ,—[যেহেতু] ব্রহ্মপদার্থ টী একমাত্র শাস্ত্র-প্রমাণগম্য। আর যে বলা হইয়াছে, সাবয়বত্ব বশতঃ সমস্ত জগৎই কার্য্য বা উৎপত্তিশীল, কার্য্য মাত্রই তদুপযুক্ত কারণ-সম্ভূত দেখা যায়; অতএব, সমস্ত জগৎনির্ম্মাণে নিপুণ এবং জগতের উপকরণ পরিজ্ঞানে সুচতুর, এমন কোন একটী কারণ অনুমেয়, অর্থাৎ অনুমানের সাহায্যে ঐরূপ একটী কারণ নিশ্চয় করিতে হইবে। তাহা যুক্তি যুক্ত হয় না; কেন না, বিশাল পৃথিবী ও পর্ব্বতাদি বস্তু কার্য্য বা জন্য হইলেও একই সময়ে যে, একজন কর্ত্তৃক সৃষ্ট

(*) মহীমহীধরাদীনাম্' ইতি (ঙ) পাঠঃ।

প্রমাণাভাবাৎ। ন চৈকস্য ঘটস্যেব সর্ব্বেষামেকং কার্য্যত্বং, যেনৈকদৈব একঃ কর্ত্তা স্যাৎ। পৃথগ্ভূতেষু কার্য্যেষু কালভেদ-কর্ত্তৃভেদদর্শনেন কর্ত্তৃকালৈক্যনিয়মাভাবাৎ (*)। ন চ ক্ষেত্রজ্ঞানাং বিচিত্রজগন্নির্ম্মাণাশক্ত্যা কার্য্যত্ববলেন তদতিরিক্তকল্পনায়ামনেককল্পনানুপপত্তেশ্চৈক এব কর্ত্তা ভবিতুমর্হতি। ক্ষেত্রজ্ঞানামেবোপচিতপুণ্যবিশেষাণাং (†) শক্তিবৈচিত্র্য-দর্শনেন, তেষামেবাতিশয়িতাদৃষ্টসম্ভাবনয়া চ তত্তদ্বিলক্ষণকার্য্যহেতুত্বসম্ভবাৎ, তদতিরিক্তাত্যন্তাদৃষ্ট (‡) পুরুষকল্পনানুপপত্তেশ্চ। নচ যুগপৎ সর্ব্বোচ্ছিত্তিঃ সর্ব্বোৎপত্তিশ্চ প্রমাণপদবীমধিরোহতঃ; অদর্শনাৎ, ক্রমেণৈবোৎপত্তি-বিনাশদর্শনাচ্চ। কার্য্যত্বেন সর্ব্বোৎপত্তি-বিনাশয়োঃ কল্প্যমানয়োর্দর্শনানু-গুণ্যেন কল্পনায়ামপি বিরোধাভাবাচ্চ। অতো বুদ্ধিমদেককর্তৃকত্বে সাধ্যে,

---

হইয়াছে, এ বিষয়ে প্রমাণ নাই। বিশেষতঃ ঘটের ন্যায় সমস্ত পদার্থেরই যে, কার্য্যত্ব ধর্ম্মটী এক, অর্থাৎ ঘট যেরূপ একই মৃত্তিকারূপ কারণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে, সেইরূপ অপরাপর সমস্ত পদার্থই যে, একই উপাদান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাও নহে, যাহাতে এক কালে একই কর্ত্তা কল্পিত হইতে পারে। দেখিতে পাওয়া যায়, ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের কর্ত্তাও ভিন্ন ভিন্ন; সুতরাং কর্ত্তা ও কালের ঐক্য সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই। আর এরূপ কল্পনা করাও উচিত হয় না যে, ঈদৃশ বিচিত্র জগৎ-নির্ম্মাণে যখন কোন জীবেরই শক্তি নাই, অথচ জগতের কার্য্যত্ব দর্শনে জীবাতিরিক্ত কর্ত্তার কল্পনা করিতে হইলেও অনেক কর্ত্তা কল্পনা করিতে হয়; এই নিমিত্ত (গৌরব হয় বলিয়া) একই কর্ত্তা হওয়া উচিত। কারণ, ক্ষেত্রজ্ঞ সংজ্ঞক সমধিক পুণ্যসম্পন্ন জীবগণের মধ্যেই শক্তিগত বৈচিত্র্য (অল্পাধিকভাব প্রভৃতি) পরিদৃষ্ট হয়; তদ্দর্শনে তাহাদেরই মধ্যে কাহারো নিরতিশয় (সর্ব্বাধিক) অদৃষ্ট (পুণ্য) থাকা সম্ভব; সুতরাং সেই নিরতিশয় ভাগ্যবান্ জীবেরই এই বিচিত্র কার্য্য সম্পাদনে কর্তৃত্ব থাকিতে পারে। অতএব, জীবাতিরিক্ত অথচ অত্যন্ত অপরিদৃষ্ট (যাহা কস্মিন্ কালেও দৃষ্ট হয় নাই), এরূপ পুরুষবিশেষকে 'কর্ত্তা' বলিয়া কল্পনা করা সঙ্গত হয় না। বিশেষতঃ একই কালে যে সর্ব্বোৎপত্তি ও সর্ব্বোচ্ছিত্তি (সমস্তের বিনাশ), তাহাও কখন প্রমাণ পথে আসিতেছে না; অর্থাৎ প্রমাণিত হইতেছে না। কারণ, যুগপৎ সর্ব্বোৎপত্তি বা সর্ব্ববিনাশ দৃষ্ট হয় না, পরন্তু, উৎপত্তি ও বিনাশের ক্রমিকত্বই দৃষ্ট হয়। আর কার্য্যত্ব বা জন্যত্ব দর্শনের বলে সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশ কল্পনা করিতে হইলেও দৃষ্টানুসারে কল্পনা করিলে কোনই বিরোধ ঘটে না। অতএব বুদ্ধিসম্পন্ন একটীমাত্র পুরুষের

(*) নিয়মাদর্শনাৎ' ইতি (গ,ঘ) পাঠঃ। (†) বিশেষাণামপি' ইতি (খ) পাঠঃ।

‡ তদতিরিক্তাদৃষ্ট' ইতি (গ) পাঠঃ।

কার্য্যত্বস্য অনৈকান্ত্যং, পক্ষস্যাপ্রসিদ্ধবিশেষণত্বং, সাধ্যবিকলতা চ দৃষ্টান্তস্য; সর্ব্বনির্ম্মাণচতুরস্যৈকস্যাপ্রসিদ্ধেঃ। বুদ্ধিমৎকর্ত্তৃকত্বমাত্রে সিদ্ধসাধনতা (*)। সার্ব্বজ্ঞ্য-সর্ব্বশক্তিযুক্তস্য কস্যচিদেকস্য সাধকমিদং কার্য্যত্বং কিং যুগপদুৎপদ্যমান-সর্ব্ববস্তুগতম্, উত ক্রমেণোৎপদ্যমানসর্ব্ববস্তুগতম্? যুগপদুৎপদ্যমানসর্ব্ববস্তুগতত্বে কার্য্যত্বস্যাসিদ্ধিতা। ক্রমেণোৎপদ্যমান-সর্ব্ববস্তুগতত্বে অনেককর্ত্তৃকত্বসাধনাদ্বিরুদ্ধতা। অত্রাপ্যেককর্ত্তৃকত্বসাধনে প্রত্যক্ষানুমান-বিরোধঃ. শাস্ত্রবিরোধশ্চ; 'কুম্ভকারো জায়তে, রথকারশ্চ' (†) ইত্যাদি-শ্রবণাৎ ॥ ১৭ ॥

জগৎকর্তৃত্ব সাধন কবিতে হইলে কার্যাত্ব হেতুটীব অনৈকান্ত্য বা ব্যভিচাব দোষ ঘটে, [সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব প্রভৃতি] পক্ষ বিশেষণেব অসিদ্ধি হয়, এবং দৃষ্টান্তটীও সাধ্যবিকল (সাধ্যের প্রতিকূল) হইয়া পড়ে। হেতু এই যে, একই লোক যে, সর্ব্ববস্তু নির্ম্মাণে নিপুণ; ইহা প্রসিদ্ধ নাই। আব কেবলই যদি বুদ্ধিমান কর্ত্তাব অস্তিত্ব সাধন করিতে হয়, তাহা হইলেও 'সিদ্ধসাধনতা' দোষ ঘটে, (কারণ, বুদ্ধিমান্ না হইলে যে, কর্ত্তা হইতে পারে না, ইহা প্রসিদ্ধই রহিয়াছে, তাহার সাধন করার আবশ্যক হয় না)। তাহাব পর এক কথা; সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত কর্ত্তার সাধক বা অনুমাপক যে, এই 'কার্যাত্ব' হেতুটী, ইহা কি যুগপৎ (একসঙ্গে) সমুৎপন্ন সমস্ত কার্য্য-বস্তুগত? কিংবা ক্রমশঃ সমুৎপন্ন সমস্ত বস্তুগত? তন্মধ্যে, একসঙ্গে সমুৎপদ্যমান সর্ব্ববস্তুগত বলিলে কার্য্যত্বেব অসিদ্ধতা হয়; (কারণ, একসঙ্গে সর্ব্বকার্য্যোৎপত্তি বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই), আর ক্রমশ উৎপদ্যমান সমস্ত বস্তুগত স্বীকাব করিলেও কর্তৃ-বহুত্বেরই সিদ্ধি হয়; সুতবাং 'কার্য্যত্ব' হেতুটীর 'বিরুদ্ধতা' নামক দোষ উপস্থিত হয় (‡)। একই কর্ত্তাব সাধন কবিতে হইলে [পূর্ব্বেব ন্যায়] এখানেও প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সহিত বিরোধ হয়, এবং শাস্ত্রবিরোধও হয়, উপস্থিত শাস্ত্রে 'কুম্ভকার জন্মিতেছে', এবং 'রথকাব জন্মিতেছে', এইরূপ পৃথক্ উক্তি শ্রুত হয়; (কুম্ভ ও বথ, উভয়ের কর্ত্তা এক হইলে, ঐরূপ পৃথক্ নির্দ্দেশ সঙ্গত হইতে পাবে না (§) ॥ ১৭ ॥

(*) সিদ্ধসাধ্যতা' ইতি (খ) পাঠঃ।　　(†) রথকারো জায়তে ইত্যাদি' ইতি (খ,ঘ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—প্রদর্শিত হেতুটী যদি নিজেই অসিদ্ধ অর্থাৎ বক্তার অভিপ্রায়ানুযায়িরূপে প্রসিদ্ধ না থাকে; পরন্তু তাহার প্রদর্শিত অবস্থাটীও যদি প্রমাণ-সাপেক্ষ হয়, তাহা হইলে সেই হেতুকে 'অসিদ্ধ' বলা হয়। এই অসিদ্ধ হেতুর সাহায্যে কোন সন্দিগ্ধ বিষয়ের নির্ণয় করা যায় না। 'বিরুদ্ধতা'ও হেতুর অপর একটী দোষ। যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে হেতুর উল্লেখ করা হয়, সেই হেতুই যদি উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধ কোন বিষয় প্রমাণ করিয়া দেয়; তাহা হইলে সেই হেতুকে 'বিরুদ্ধ' বলা হয়। ইহা দ্বারাও কোন সন্দিগ্ধ বিষয় প্রমাণিত করা যায় না।

(§) তাৎপর্য্য,—এখানে প্রত্যক্ষ-বিরোধ, অনুমানবিরোধ ও শাস্ত্রবিরোধ, এই ত্রিবিধ বিরোধ প্রদর্শিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রত্যক্ষ-বিরোধের স্থল—প্রত্যেক কার্য্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তা প্রত্যক্ষ করা হইয়া থাকে, সুতরাং 'সর্ব্বকার্য্যে এক কর্ত্তা' বলিলে প্রত্যক্ষ বিরোধ ঘটে। প্রত্যক্ষ দৃশ্য স্থলে যখন বিভিন্ন কার্য্যে বিভিন্ন কর্ত্তা দৃষ্ট হয়, তখন অপ্রত্যক্ষ স্থলেও কার্য্য-ভেদে কর্ত্তৃভেদ অনুমান করা যাইতে পারে, সুতরাং সর্ব্ব কার্য্যে

অপি চ, সর্ব্বেষাং কার্য্যাণাং শরীরাদীনাং সত্ত্বাদিগুণকার্য্যরূপ-সুখাদ্যন্বয়-দর্শনেন সত্ত্বাদিমূলত্বমবশ্যমাশ্রয়ণীয়ম্। কার্য্যবৈচিত্র্য-হেতুভূতাঃ কারণগতা বিশেষাঃ সত্ত্বাদয়ঃ। তেষাং কার্য্যাণাং তন্মূলত্বাপাদনং তদযুক্তপুরুষান্তঃ-করণবিকারদ্বারেণ। পুরুষস্য চ তদ্যোগঃ কর্ম্মমূলঃ, ইতি কার্য্যবিশেষারম্ভায়ৈব জ্ঞানশক্তিবৎ কর্ত্তুঃ কর্ম্মসম্বন্ধঃ কার্য্যহেতুত্বেনৈবাবশ্যাশ্রয়ণীয়ঃ; জ্ঞান-শক্তিবৈচিত্র্যস্য কর্ম্মমূলত্বাৎ। ইচ্ছায়াঃ কার্য্যারম্ভহেতুত্বেঽপি বিষয়বিশেষ-বিশেষিতায়াস্তস্যাঃ সত্ত্বাদিমূলত্বেন কর্ম্মসম্বন্ধোঽবর্জনীয়ঃ। অতঃ ক্ষেত্রজ্ঞা এব কর্ত্তারঃ, ন তদ্বিলক্ষণঃ কশ্চিদনুমানাৎ সিধ্যতি ॥ ১৮ ॥

ভবন্তি চ প্রয়োগাঃ,—তনু-ভুবনাদি—ক্ষেত্রজ্ঞকর্তৃকং, কার্য্যত্বাৎ, ঘটাদিবৎ। ঈশ্বরঃ কর্ত্তা ন ভবতি, প্রয়োজনশূন্যত্বাৎ, মুক্তবৎ। ঈশ্বরঃ কর্ত্তা

আরও এক কথা, দেখিতে পাওয়া যায় যে, শরীর প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের পরিণাম সুখাদির অন্বয় বা অনুগত সম্বন্ধ রহিয়াছে; সুতরাং সত্ত্বাদি গুণকে ঐ সকল কার্য্যের মূল বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কার্য্য-বৈচিত্র্যের কারণীভূত সত্ত্বাদি গুণসমুদয়ই কারণগত বিশেষ ধর্ম্ম। উক্ত বিচিত্র কার্য্যসমূহ যে, সেই সত্ত্বাদি গুণমূলক, সত্ত্বাদি-গুণযুক্ত পুরুষীয় অন্তঃকরণের বিকার বা পরিণাম-বিশেষের দ্বারাই সম্পন্ন হয়, তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে। পুরুষের সহিত সেই সত্ত্বাদি যোগেরও মূল কারণ—সেই কর্ম্ম বা অদৃষ্ট; অতএব কার্য্য-সম্পাদনের নিমিত্ত যেমন পুরুষের জ্ঞানশক্তি স্বীকার করিতে হয়, কর্ম্ম-সম্বন্ধও তেমন কার্য্যহেতুরূপেই অবশ্য আশ্রয় করিতে হয়; কারণ, জ্ঞানশক্তির বৈচিত্র্যেও কর্ম্মই মূল। ইচ্ছার কার্য্যহেতুত্ব থাকিলেও বিষয়বিশেষের দ্বারা তাহাকে বিশেষিত করিতে হইবে, ইচ্ছামাত্রকেই কার্য্যহেতু বলা যায় না। সেই ইচ্ছারও মূল কারণ সত্ত্বাদি গুণসম্বন্ধ; সুতরাং ইচ্ছাতেও কর্ম্মসম্বন্ধ পরিত্যাগ করিবার উপায় নাই। অতএব, বুঝিতে হইবে, ক্ষেত্রজ্ঞ জীবগণই কর্ত্তা, তদ্বিলক্ষণ কোন কর্ত্তাই অনুমান দ্বারা সিদ্ধ বা প্রমাণিত হয় না ॥ ১৮ ॥

এ বিষয়ে এইসকল অনুমানেরও প্রয়োগ হইতে পারে,—তনু ও ভুবন প্রভৃতি (শরীর ও জগৎ প্রভৃতি) বস্তুর কর্ত্তা—ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব); হেতু—কার্য্যত্ব, অর্থাৎ যেহেতু ঐ সকল বস্তু কার্য্য বা উৎপত্তিশালী; উদাহরণ—ঘট। [পক্ষান্তরে,] ঈশ্বর [এ সকলের] কর্ত্তা হইতে পারেন না; হেতু—তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই; উদাহরণ—মুক্তাত্মা। ঈশ্বর কর্ত্তা হইতে পারেন না;

এক কর্ত্তা বলিলে সেই দৃষ্টান্তানুসারী অনুমানের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। আর, শাস্ত্রে আছে—'কুম্ভকার জন্মিতেছে', এবং 'রথকার জন্মিতেছে'। এখন সকল কার্য্যে যদি একই কর্ত্তা হয়, তাহা হইলে, কুম্ভ ও রথ, উভয়েরই কর্ত্তা এক হইত; উভয়ের কর্ত্তা এক হইলে 'কুম্ভকার' ও 'রথকার' বলিয়া উভয়ের পৃথক্ কর্ত্তার উল্লেখ অসঙ্গত হইত; পক্ষান্তরে উভয়ের মধ্যে স্বরূপতঃ পার্থক্য না থাকিলে ঐরূপ কথনে পুনরুক্তি দোষও উপস্থিত হইত। এককর্তৃকত্ব পক্ষে এইরূপ শাস্ত্র বিরোধ বা বাক্যবিরোধ ঘটে ॥

ন ভবতি, অশরীরত্বাৎ, তদ্বদেব। নচ, ক্ষেত্রজ্ঞানাং স্বশরীরাধিষ্ঠানে ব্যভিচারঃ; তত্রাপ্যনাদেঃ সূক্ষ্মশরীরস্য সদ্ভাবাৎ। বিমতিবিষয়ঃ কালো ন লোকশূন্যঃ, কালত্বাৎ বর্ত্তমানকালবৎ ॥ ১৯ ॥

অপি চ, কিমীশ্বরঃ সশরীরোঽশরীরো বা কার্য্যং করোতিঃ? ন তাবদশরীরঃ, অশরীরস্য কর্ত্তৃত্বানুপলব্ধেঃ (*)। মানসান্যপি কার্য্যাণি সশরীরস্যৈব ভবন্তি, মনসো নিত্যত্বেঽপ্যশরীরেষু মুক্তেষু তৎকার্য্যাদর্শনাৎ। নাপি সশরীরঃ, বিকল্পাসহত্বাৎ। তচ্চ শরীরং কিং নিত্যং? উতানিত্যং? ন তাবন্নিত্যং, সাবয়বস্য তস্য নিত্যত্বে জগতোঽপি নিত্যত্বাবিরোধাদীশ্বরাসিদ্ধেঃ। নাপ্যনিত্যং, তদ্ব্যতিরিক্তস্য তচ্ছরীরহেতোস্তদানীমভাবাৎ।

হেতু—অশরীরত্ব, অর্থাৎ যেহেতু তাঁহার কার্য্যোপযোগী শরীর নাই; উদাহরণ—এইরূপই, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত মুক্তাত্মাই উহার দৃষ্টান্ত। আর ক্ষেত্রজ্ঞগণের স্বীয় শরীরে যে, অধিষ্ঠান অর্থাৎ প্রেরকরূপে দেহের সহিত প্রথম সম্বন্ধ, তাহাতেও যে, ঐ নিয়ম ব্যভিচারী বা ভগ্ন হয়, তাহাও নহে; কারণ, সেখানেও অনাদিকালপ্রবৃত্ত সূক্ষ্মশরীরের সদ্ভাব রহিয়াছে [এ বিষয়ে অনুমান এইরূপ—] বিবাদাস্পদীভূত কাল (সময়) লোকশূন্য হয় না (শরীররহিত হয় না); হেতু—কালত্ব; দৃষ্টান্ত—যেমন বর্ত্তমান কাল, (†) ॥ ১৯ ॥

অপিচ, ঈশ্বর সশরীর অবস্থায় কার্য্য করেন? কি অশরীর অবস্থায়? অশরীর অবস্থায় করিতে পারেন না; কারণ, অশরীরের কর্ত্তৃত্ব দৃষ্ট হয় না। যে সকল কার্য্য মনের দ্বারা নিষ্পাদিত হয়, সেই মানস কার্য্যসমূহও শরীরধারীর সম্বন্ধেই সংঘটিত হয়; (অশরীরের হয় না); কেন না, মন নিত্য হইলেও [শরীর রহিত] মুক্তপুরুষগণের মানস কার্য্য সম্পন্ন হইতে দেখা যায় না। সশরীর অবস্থায়ও কার্য্য করিতে পারেন না; কারণ, [এ পক্ষটী] তর্কসহ হয় না। [তর্ক এইরূপ—] তাঁহার শরীর নিত্য কি অনিত্য? নিত্য হইতে পারে না; সাবয়ব সেই শরীর যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে সাবয়ব জগতেরও নিত্যত্বে কোন বাধা হইতে পারে না; সুতরাং নিত্য জগতের উৎপাদকরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা সিদ্ধ প্রমাণিত হয় না। [তাঁহার শরীর]

(*) তস্য কর্ত্তৃত্বানুপলব্ধেঃ' ইতি (খ) পাঠঃ। অশরীরকার্য্যানুপলব্ধেরিতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—সশরীর বলিয়াই যদি ক্ষেত্রজ্ঞ জীবকে জগৎ-কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিতে হয; পক্ষান্তরে শরীর না থাকারই যদি ঈশ্বরকে কর্ত্তা বলিয়া অস্বীকার করা হয়; তাহা হইলে ক্ষেত্রজ্ঞের প্রথম শরীর গ্রহণ স্থলে ঐ নিয়ম রক্ষা করা যায় না; কারণ, শরীর উৎপত্তির পূর্ব্বে ক্ষেত্রজ্ঞও ত ঈশ্বরেরই মত অশরীর (শরীর রহিত) ছিল; তদবস্থায় ক্ষেত্রজ্ঞ যদি অশরীর হইয়াও স্বীয় শরীর নির্ম্মাণ করিতে পারে; তাহা হইলে কার্য্যোৎপাদনে কর্ত্তার যে, শরীর থাকাই চাই, এ নিয়ম রহিল না। তদুত্তরে বলিতেছেন যে, না—সেই সময়ও ক্ষেত্রজ্ঞ অশরীর ছিল না—সশরীরই ছিল; কারণ সৃষ্টিপ্রবাহ যখন অনাদি, তখন কাল বা সময় কখনও লোকশূন্য অবস্থায় থাকে না; বর্ত্তমানে ত নাই-ই, ভবিষ্যতেও থাকিবে না, এবং অতীতেও ছিল না। তবে এই মাত্র বিশেষ যে, সৃষ্টির পর ক্ষেত্রজ্ঞের স্থূল, সূক্ষ্ম, উভয় শরীরই থাকে, তৎপূর্ব্বে তাহার সূক্ষ্ম শরীর মাত্র থাকে, স্থূল শরীর থাকে না। কার্য্যোৎপাদনে কর্ত্তার শরীর থাকা মাত্র আবশ্যক, কিন্তু—স্থূল, কি সূক্ষ্ম, তাহার কিছু নিয়ম নাই ॥

স্বয়মেব হেতুরিতি চেৎ; ন, অশরীরস্য তদযোগাৎ। অন্যেন শরীরেণ সশরীর ইতি চেৎ; ন, অনবস্থানাৎ। স কিং সব্যাপারঃ, নির্ব্যাপারো বা? অশরীরত্বাদেব ন সব্যাপারঃ। নাপি নির্ব্যাপারঃ কার্য্যং করোতি, মুক্তাত্মবৎ (*)। কার্য্যং জগদিচ্ছামাত্রব্যাপারকর্ত্তৃকমিত্যুচ্যমানে পক্ষস্যাপ্রসিদ্ধবিশেষণত্বং, দৃষ্টান্তস্য চ সাধ্যহীনতা। অতো দর্শনানুগুণ্যেনেশ্বরানুমানং দর্শনানুগুণ্যপরাহতমিতি শাস্ত্রৈকপ্রমাণকঃ পরব্রহ্মভূতঃ সর্ব্বেশ্বরঃ (†) পুরুষোত্তমঃ। শাস্ত্রন্তু সকলেতরপ্রমাণ-পরিদৃষ্টসমস্তবস্তু-বিসজাতীয়ং সার্ব্বজ্ঞ্য-সত্যসঙ্কল্পত্বাদি-মিশ্রানবধিকাতিশয়াপরিমিতোদার-গুণসাগরং (‡) নিখিলহেয়প্রত্যনীকস্বরূপং প্রতিপাদয়তি, ইতি ন প্রমাণান্তরাবসিত-বস্তু-সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত-দোষগন্ধপ্রসঙ্গঃ ॥ ২০ ॥

অনিত্যও হইতে পারে না; কারণ, তৎকালে তদতিরিক্ত এমন কিছুই ছিল না; যাহা তাহার (সেই শরীরের) উৎপাদক হইতে পারে। নিজেই নিজের হেতু, এ কথাও বলা যায় না; কারণ, অশরীরের হেতুত্বই হইতে পারে না। যদি বল, অপর শরীর দ্বারা সশরীর, অর্থাৎ যে শরীরে জগৎ নির্ম্মাণ করিবেন, তদ্ভিন্ন আর একটী শরীর দ্বারা সশরীর হইয়া কার্য্য করেন; তাহা হইলে 'অনবস্থাদোষ ঘটে, অর্থাৎ সেই শরীরের জন্য আবার আর একটী শরীর এবং সেই শরীরের জন্যও আর একটী শরীর, ইত্যাদি রূপে শরীরকল্পনার আর শেষ হইতে পারে না। পুনশ্চ প্রশ্ন হইতেছে যে, সেই ঈশ্বর কি সব্যাপার? (চেষ্টাশালী?) অথবা নির্ব্যাপার? তাঁহার যখন শরীর নাই, তখন ব্যাপারও থাকিতে পারে না; আর নির্ব্যাপার হইলে কখনই কার্য্য করিতে পারেন না, মুক্ত আত্মাই ইহার দৃষ্টান্ত। আর কার্য্যভূত এই জগৎকে ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্র ব্যাপার-নিষ্পন্ন বলিলেও জগৎ-রূপ পক্ষেতে যে, কার্য্যত্ব বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার 'অসিদ্ধতা' দোষ উপস্থিত হয়; কেন না, পক্ষের ঐ প্রকার বিশেষণ কুত্রাপি প্রসিদ্ধ বা প্রমাণিত হয় নাই। অধিকন্তু; প্রদর্শিত দৃষ্টান্তটীও সাধ্যবিকল হইয়া পড়ে; অর্থাৎ কুম্ভকার প্রভৃতি কর্ত্তাকে কখনও ইচ্ছামাত্রে কার্য্য সম্পাদন করিতে দেখা যায় না। অতএব, প্রত্যক্ষানুসারে যে, ঈশ্বরানুমান তাহা প্রত্যক্ষ দ্বারাই ব্যাহত হইতেছে। অতএব, সর্ব্বেশ্বর, পরব্রহ্ম পরুষোত্তম (বাসুদেব) একমাত্র শাস্ত্র-প্রমাণেরই বিষয়—অনুমানাদির বিষয় নহে। বিশেষতঃ, শাস্ত্র যখন অপর সর্ব্বপ্রমাণ-পরিদৃষ্ট সমস্ত বস্তুর বিজাতীয়, সর্ব্বজ্ঞতা ও সত্যসংকল্পত্বাদি সমন্বিত, সীমা ও তারতম্যরহিত নিরতিশয় অপরিমিত উদার গুণের সাগরস্বরূপ এবং সর্ব্ববিধ হেয় বা নিকৃষ্ট গুণের বিরোধী গুণপূর্ণ তাঁহার স্বরূপ প্রতিপাদন করিতেছেন; তখন প্রমাণান্তর-নির্ণীত অপর বস্তুর সাধর্ম্ম্য বা সাদৃশ্যানুসারে কোন দোষের গন্ধপর্য্যন্ত তাঁহাতে সম্ভাবিত হইতে পারে না ॥ ২০ ॥

(*) মুক্তবৎ' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) সর্ব্বেশ্বরেশ্বরঃ' ইতি (খ) পাঠঃ। (‡) অখিল গুণসাগরম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

যত্তু, নিমিত্তোপাদানয়োরৈক্যমাকাশাদের্নিরবয়বস্য দ্রব্যস্য কার্য্যত্বঞ্চানুপলব্ধমশক্যপ্রতিপাদনমিত্যুক্তম্ ; তদপ্যবিরুদ্ধমিতি (*) "প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তানুপরোধাৎ।" [ব্রহ্মসূ०, ১।৪।২৩], "ন বিয়দশ্রুতেঃ।" [ব্রহ্মসূ० ২।৩।১] ইত্যত্র প্রতিপাদয়িষ্যতে। অতঃ প্রমাণান্তরাগোচরত্বেন শাস্ত্রৈকবিষয়ত্বাৎ, "যতো বা ইমানি" ইত্যাদিবাক্যং (†) উক্তলক্ষণং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়তীতি সিদ্ধম্ ॥ ২১ ॥ ৩ ॥

[তৃতীয়ং শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণং সমাপ্তম্।]

যদ্যপি প্রমাণান্তরাগোচরং ব্রহ্ম, তথাপি প্রবৃত্তিনিবৃত্তিপরত্বাভাবেন সিদ্ধরূপং ব্রহ্ম ন শাস্ত্রং প্রতিপাদয়তীত্যাশঙ্ক্যাহ—

আরও যে, বলা হইয়াছে, একেরই নিমিত্ত-কারণতা ও উপাদান-কারণতা, এবং আকাশাদি নিরবয়ব দ্রব্যের উৎপত্তি কোথাও দেখা যায় না ; অতএব নিমিত্ত ও উপাদান কারণের একত্ব ও আকাশাদি নিরবয়ব দ্রব্যের উৎপত্তি কল্পনা কিছুতেই সমর্থন করা যাইতে পারে না। বস্তুতঃ তাহাও যে, বিরুদ্ধ হয় না ; ইহা 'প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তানুসারে জানা যায় যে, তিনি প্রকৃতিও বটে।' '[আকাশের উৎপত্তি-বোধক] শ্রুতি না থাকায় আকাশ (বিয়ৎ) [উৎপন্ন হয়] না ?' এই সূত্রদ্বয়ে প্রতিপাদন করা হইবে (‡)। অতএব অপর প্রমাণের অবিষয় বলিয়াই ব্রহ্ম একমাত্র শাস্ত্রগম্য ; এই কারণেই "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে," ইত্যাদি বাক্য দ্বারা যে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণান্বিত (জগৎ-জন্মাদি কারণরূপ) ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হন ; ইহাও সিদ্ধ বা সমর্থিত হইল ॥ ২১ ॥ ৩ ॥ তৃতীয় অধিকরণ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

ভাল, ব্রহ্ম যদিও প্রমাণান্তরের অবিষয় ; তথাপি শাস্ত্র কখনই স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করিতে পারে না ; কারণ, উহাতে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি, কিছুই বুঝায় না। অভিপ্রায় এই যে, পুরুষকে কার্য্যবিশেষে প্রবৃত্ত করা বা নিবৃত্ত করাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ও প্রামাণ্য-কারণ। সিদ্ধবস্তু প্রতিপাদনে যখন পুরুষের নিয়োগ কিংবা নিষেধ, কিছুই সম্ভবে না ; তখন তদ্বোধক শাস্ত্র তাৎপর্য্যহীন —অপ্রমাণ। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন —"তত্ত্ব সমন্বয়াৎ।" (§)

(*) 'দবিরুদ্ধ' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) ইমানি ভূতানীত্যাদিবাক্যম্' ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—সাধারণতঃ দেখা যায়, কার্য্যের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ পরস্পর পৃথক্। 'ঘট' কার্য্যের নিমিত্ত কারণ কুম্ভকার ও উপাদান কারণ মৃত্তিকা কখনই এক পদার্থ নহে। এই লৌকিক দৃষ্টান্তানুসারে আপত্তি হইয়াছিল—একই ব্রহ্ম এই জগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ হন কিরূপে? "প্রকৃতিশ্চ" ইত্যাদি সূত্রে ঐ আপত্তির পরিহার করা হইবে ; অর্থাৎ তিনি যে, জগতের নিমিত্ত কারণ হইয়াও আবার প্রকৃতি (উপাদান কারণ) হইতে পারেন, তাহার সমর্থন করা হইবে।

(§) তাৎপর্য্য,—এই সূত্রের অধিকরণ এইরূপ—(১) বিষয়—ব্রহ্ম প্রতিপাদক বাক্য। (২) সংশয়—ব্রহ্মের শাস্ত্রযোনিত্ব বস্তুপর কি না ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—স্বতঃ সিদ্ধ ব্রহ্ম বস্তুতে যখন পুরুষের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির

[সমন্বয়াধিকরণম্।] **তত্তু সমন্বয়াৎ। ১ ॥১॥ ॥৪॥**

[পদচ্ছেদ :—তৎ (তাহা) তু (আশঙ্কানিবারক) সমন্বয়াৎ (তাৎপর্য্যাবধারণ হইতে) [জানা যায় ॥]

প্রসক্তাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থঃ 'তু'-শব্দঃ। 'তৎ' শাস্ত্রপ্রমাণকত্বং ব্রহ্মণঃ সম্ভবত্যেব। কুতঃ ? 'সমন্বয়াৎ'—পরমপুরুষার্থতয়া অন্বয়ঃ সমন্বয়ঃ। পরমপুরুষার্থভূতস্যৈব ব্রহ্মণোঽভিধেয়তয়ান্বয়াৎ ॥১ ॥

এবমেব (*) সমন্বিতো হ্যৌপনিষদঃ পদসমুদায়ঃ—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে।" "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্। তদৈক্ষত—বহু স্যাং, প্রজায়েয়েতি; তত্তেজোঽসৃজত।" "ব্রহ্ম বা

[সরলার্থঃ—সূত্রে 'তু' শব্দঃ ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রযোনিত্বাসম্ভব-শঙ্কা-নিরাসার্থঃ ; ব্রহ্মণঃ শাস্ত্র-যোনিত্বং সম্ভবত্যেব ইত্যর্থঃ। কুতঃ ? সমন্বয়াৎ = সম্যক্ পুরুষার্থতয়া অন্বয়ঃ—সম্বন্ধঃ = সমন্বয়ঃ, তস্মাৎ। পরমপুরুষার্থতয়া ব্রহ্মণ এব শাস্ত্রৈঃ প্রতিপাদনাদিত্যর্থঃ ॥

অর্থাৎ, ব্রহ্ম শাস্ত্র-যোনি কিনা ? এই আশঙ্কা-অপনয়নার্থ সূত্রে 'তু'-শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম নিশ্চয়ই শাস্ত্রযোনি, অর্থাৎ শাস্ত্রৈকগম্য ; যেহেতু সমস্ত শাস্ত্রই একমাত্র তাঁহাকে পরম-পুরুষার্থ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছে। 'সমন্বয়' অর্থ—সম্যক্ বা নিয়তভাবে অন্বয়—সম্বন্ধ ॥ ১।১।৪ ॥]

আরোপিত আশঙ্কা নিবারণার্থ সূত্রে 'তু' শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে। 'তৎ' অর্থ—ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণকত্ব নিশ্চয়ই সম্ভবপর হয়। হেতু কি ? —না—'সমন্বয়াৎ' (সমন্বয়হেতু) ; 'সমন্বয়' অর্থ—পুরুষার্থরূপে অন্বয় (সম্বন্ধ), অর্থাৎ যেহেতু পরমপুরুষার্থস্বরূপ ব্রহ্ম [তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রের] অভিধেয় বা বাক্যার্থরূপে অন্বিত ; সেই হেতুই ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণকত্ব সিদ্ধ হয় ॥ ১ ॥

উপনিষৎ-শাস্ত্রীয় পদসমূহও ঠিক এই ভাবেই [ব্রহ্মের সহিত] অন্বিত বা সম্বদ্ধ রহিয়াছে, যথা—'যাহা হইতে এই সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়'।' 'হে সোম্য। সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ নিশ্চয়ই এক অদ্বিতীয় সৎ-স্বরূপে ছিল।' 'তিনি ইচ্ছা করিলেন—বহু হইব—জন্মিব ; তিনি

সম্বন্ধ নাই, তখন তাহাতে পুরুষের কোনরূপ প্রয়োজন বা ইষ্টাদেরও সম্ভাবনা নাই ; সুতরাং তদ্বোধক শাস্ত্রেরও প্রামাণ্য নাই। ফলে ব্রহ্মের শাস্ত্রযোনিত্বও সিদ্ধ হয় না। (৪) সিদ্ধান্ত—না, পুত্রজন্মাদির সংবাদ শ্রবণেও যখন হর্ষ ও মুখবিকাশাদি কার্য্য দর্শনে সেই বাক্যের প্রামাণ্য (সফলতা) দৃষ্ট হয়, তখন স্বয়ং পরম পুরুষার্থস্বরূপ আনন্দময় ব্রহ্ম প্রতিপাদক শাস্ত্রই বা প্রমাণ হইবে না কেন ? অতএব ব্রহ্মের শাস্ত্রযোনিত্ব কথনই অসিদ্ধ হইতে পারে না। (৫) প্রয়োজন—সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি ও ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তি।

(*) 'হ্যেবমিব' ইতি (খ) পাঠঃ।

ইদমেকমেবাগ্র আসীৎ।” [বৃহদা০, ৩।২।১১]। “আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ।” [ঐত০ ১।১।১]। “তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ।” [তৈত্তিরী০ আন০ ১]। “একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ।” [মহোপ০ ১।১]। “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।” [তৈত্তিরী০, আন০ ১।] “আনন্দো ব্রহ্ম” [তৈত্তিরী০ ভৃগু০ ৬] ইত্যেবমাদিঃ ॥ ২ ॥

ন চ, ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ-পরিনিষ্পন্নবস্তুপ্রতিপাদনসমর্থানাং পদসমুদায়ানামখিলজগদুৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশহেতুভূতাশেষদোষ-প্রত্যনীকাপরিমিতোদারগুণসাগরানবধিকাতিশয়ানন্দস্বরূপে ব্রহ্মণি সমন্বিতানাং প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপপ্রয়োজনবিরহাদন্যপরত্বং, স্ববিষয়াববোধপর্যবসায়িত্বাৎ সর্ব্বপ্রমাণানাম্। ন চ প্রয়োজনানুগুণা প্রমাণপ্রবৃত্তিঃ। প্রয়োজনং হি প্রমাণানুগুণম্। ন চ প্রবৃত্তি-নিবৃত্ত্যন্বয়বিরহিণঃ প্রয়োজনশূন্যত্বং, পুরুষার্থান্বয়প্রতীতেঃ। তথা, স্বরূপপরেষ্বপি ‘পুত্রস্তে জাতঃ,’ ‘নায়ং সর্পঃ’, ইত্যাদিষু হর্ষ-ভয়নিবৃত্তিরূপপ্রয়োজনবত্ত্বং দৃষ্টম্ ॥ ৩ ॥

তেজ সৃষ্টি করিলেন।’ ‘এই জগৎ সৃষ্টির অগ্রে এক ব্রহ্মস্বরূপই ছিল।’ সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ এক আত্মস্বরূপে ছিল।’ ‘সেই এই আত্মা হইতে (ব্রহ্ম হইতে) আকাশ সম্ভূত হইল।’ ‘[সৃষ্টির অগ্রে] সেই প্রসিদ্ধ একমাত্র নারায়ণ ছিলেন।’ ‘ব্রহ্ম— সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ।’ ‘ব্রহ্ম - আনন্দস্বরূপ।’ ইত্যাদি ॥ ২ ॥

সমস্ত প্রমাণই যখন নিজ নিজ বিষয়ে জ্ঞান সমুৎপাদন করিয়া চরিতার্থতা বা প্রামাণ্য লাভ করে; তখন, শব্দ-শাস্ত্রোক্ত ব্যুৎপত্তি (শব্দার্থ-শক্তিনিরূপণের প্রণালী) অনুসারে পরিনিষ্পন্ন বস্তু-প্রতিপাদনে সমর্থ, এবং সমস্ত জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের হেতুস্বরূপ, সর্ব্বপ্রকার দোষরহিত, অসীম উদারগুণের সাগর ও নিরবধি সর্ব্বাতিশয় আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে সমন্বিত, পূর্ব্বোক্ত পদসমূহের যে, একমাত্র প্রবৃত্তিনিবৃত্তিরূপ প্রয়োজনের অভাবেই অন্যপরত্ব, অর্থাৎ ব্রহ্মার্থ ত্যাগ করিয়া অন্যার্থে তাৎপর্য্য কল্পনা করা; তাহাও হইতে পারে না। আর প্রমাণ-ব্যবহার যে, প্রয়োজনের অনুসরণ করে, তাহা নহে; বরং প্রয়োজনই প্রমাণের অনুসরণ করিয়া থাকে। বিশেষতঃ [ব্রহ্মবোধক শাস্ত্র] প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি সম্বন্ধ নাই বলিয়াই যে, নিষ্প্রয়োজন হইবে; তাহা নহে; কারণ, [উহাতে] পুরুষার্থ—মুক্তিরূপ প্রয়োজনেরই সম্বন্ধ প্রতীত হইতেছে। এইরূপ, ‘তোমার পুত্র জন্মিয়াছে।’ ‘ইহা সর্প নহে’, ইত্যাদি নিষ্পন্নার্থ-বোধক বাক্যেও হর্ষ ও ভয়-নিবৃত্তিরূপ প্রয়োজন দৃষ্ট হইয়া থাকে (*) ॥ ৩ ॥

(*) তাৎপর্য্য.—শাস্ত্রের ক্রিয়া পরত্ববাদিগণ বলিয়া থাকেন,—“প্রবৃত্তির্বা নিবৃত্তির্বা নিত্যেন কৃতকেন বা। পুংসাং যেনোপদিশ্যেত, তৎ ‘শাস্ত্র’মভিধীয়তে।” যে বাক্য নিত্য বা অনিত্য কর্ম্ম (কাম্য কর্ম্ম প্রভৃতি) দ্বারা

অত্রাহ - ন বেদান্তবাক্যানি ব্রহ্ম প্রতিপাদয়ন্তি, প্রবৃত্তি-নিবৃত্ত্যন্বয়-বিরহিণঃ শাস্ত্রস্যানর্থক্যাৎ। যদ্যপি প্রত্যক্ষাদীনি বস্তুযাথাত্ম্যাববোধে পর্য্যবস্যন্তি ; তথাপি শাস্ত্রং প্রয়োজনপর্য্যবসায্যেব। নহি লোক-বেদয়োঃ প্রয়োজনরহিতস্য কস্যচিদপি বাক্যস্য প্রয়োগ উপলব্ধচরঃ। ন চ কিঞ্চিৎ-প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য বাক্যপ্রয়োগঃ শ্রবণং বা সম্ভবতি। তচ্চ প্রয়োজনং প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিসাধ্যেষ্টানিষ্টপ্রাপ্তি-পরিহারাত্মকমুপলব্ধম্, -'অর্থার্থী রাজ-কুলং গচ্ছেৎ।' 'মন্দাগ্নির্নাম্বু পিবেৎ।' 'স্বর্গকামো যজেত।' [যজুঃ।২।৫।৫]। 'ন কলঞ্জং ভক্ষয়েৎ', ইত্যেবমাদিষু ॥ ৪ ॥

ইহার বিপক্ষে বলিতেছেন যে, বেদান্ত-বাক্যসমূহ ব্রহ্ম-প্রতিপাদক হইতে পারে না ; কারণ, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি প্রতিপাদনরহিত শাস্ত্র অনর্থক বা নিষ্প্রয়োজন; (সুতরাং) অপ্রমাণ। যদিও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ সমূহ বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞাপন করিয়া চরিতার্থ হয় সত্য ; তথাপি শাস্ত্র-প্রমাণ কেবল প্রয়োজনবোধনেই পর্য্যবসিত (চরিতার্থ হয়, (বস্তুর স্বরূপ জ্ঞাপনের অপেক্ষা করে না)। কেন না, লোকব্যবহার কিংবা বেদ--কুত্রাপি প্রয়োজনশূন্য বাক্যের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় নাই। কোন প্রয়োজনের উদ্দেশ্য না থাকিলে কখনও কোন বাক্যের প্রয়োগ বা শ্রবণ সম্ভবপর হয় না। 'অর্থাভিলাষী পুরুষ রাজবাড়ী যাইবে।' 'যাহার অগ্নি মান্দ্য ঘটিয়াছে, সেই ব্যক্তি জল পান করিবে না।' 'স্বর্গকামী পুরুষ যজ্ঞ করিবে।' 'কলঞ্জ (*) ভক্ষণ করিবে না।' ইত্যাদি বাক্যে দেখা যায় যে, সেই প্রয়োজনও মনুষ্যের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির অধীন—ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহার ভিন্ন আর কিছুই নহে ॥ ৪ ॥

পুরুষের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির উপদেশ দেয়, সেই বাক্যই 'শাস্ত্র' নামে অভিহিত হয়। অভিপ্রায় এই যে,—পুরুষকে বিষয়বিশেষে প্রবৃত্ত ও বিষয়বিশেষ হইতে নিবৃত্ত করাই শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য। যে বাক্যে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির উপদেশ নাই—শুধু বস্তুমাত্রের বর্ণনা, সেই বাক্য অপ্রমাণ। ব্রহ্ম যখন স্বতঃসিদ্ধ নিত্য বস্তু, তখন তদ্বিষয়ে উপদেশ থাকিলেও শ্রোতৃবর্গের কিছুমাত্র কর্তব্য দেখা যায় না, সুতরাং তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিরও সম্ভাবনা নাই ; কারণ অনিষ্পন্ন বা সাধ্য বিষয়েই কর্তব্যবুদ্ধি পুরুষের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির আবশ্যক হয়। স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মোপদেশে সেই প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির সম্ভব না থাকায়, তদ্বোধক শাস্ত্র প্রমাণ হইতে পারে না।

ভাষ্যকারের মতে দুই কারণে এই আপত্তি উপেক্ষণীয়। প্রথম কারণ—'তোমার পুত্র জন্ময়াছে' ; 'এটা সর্প নহে—রজ্জু' ; ইত্যাদি সিদ্ধার্থ বোধক বাক্যে কোনরূপ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সম্বন্ধ না থাকিলেও হর্ষ ও ভয় নিবৃত্ত হইয়া থাকে। সিদ্ধার্থবোধক বাক্য অপ্রমাণ হইলে তাহা হইতে পারত না। দ্বিতীয় কারণ এই ;—প্রবৃত্তি সাধনই শাস্ত্রের প্রামাণ্য কারণ নহে ; পরন্তু, পুরুষার্থ বা পুরুষের অভীষ্টার্থ সম্বন্ধই শাস্ত্রের প্রামাণ্যের কারণ। যে শাস্ত্র পুরুষের প্রয়োজনীয় বিষয় প্রতিপাদন করে, সেই শাস্ত্রই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণীয়। বেদান্ত-শাস্ত্র যখন একবাক্যে নিরতিশয় আনন্দময় ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিতেছেন ; এবং সেই আনন্দময় - ব্রহ্ম প্রাপ্তিই যখন জীবের সর্বোত্তম পুরুষার্থ বা অভীষ্ট বিষয় ; তখন তদ্বোধক বেদান্ত-শাস্ত্র প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি সম্বন্ধ বিরহিত হইলেও অপ্রমাণ হইতে পারে না।

(*) তাৎপর্য্য,—"বিষাক্তেনৈব বাণেন হতৌ যৌ মৃগ-পক্ষিণৌ। তয়োর্মাংসং 'কলঞ্জং' স্যাৎ শুষ্কমাংস-মথাপি বা।" অর্থাৎ বিষলিপ্ত বাণ দ্বারা যে সকল পশু ও পক্ষী নিহত হয় তাহাদের মাংস এবং শুষ্ক মাংসকে 'কলঞ্জ' বলা হয়। কলঞ্জ ভক্ষণ শাস্ত্র-নিষিদ্ধ—পাপকর।

যৎ পুনঃ সিদ্ধবস্তুপরেষ্বপি 'পুত্রস্তে জাতঃ', 'নায়ং সর্পঃ—রজ্জুরেষা' ইত্যাদিষু হর্ষ-ভয়াদিনিবৃত্তিরূপ-পুরুষার্থান্বয়ো দৃষ্ট ইত্যুক্তম্। তত্র কিং পুত্রজন্মাদ্যর্থাৎ পুরুষার্থাবাপ্তিঃ? উত তজ্জ্ঞানাৎ? ইতি বিবেচনীয়ম্। সতোঽপ্যর্থস্যাজ্ঞাতস্য (*) অপুরুষার্থত্বেন তজ্জ্ঞানাদিতি চেৎ; তর্হ্যসত্যপ্যর্থে জ্ঞানাদেব পুরুষার্থঃ সিধ্যতীত্যর্থপরত্বাভাবেন প্রয়োজনপর্য্যবসায়িনোঽপি শাস্ত্রস্য নার্থসদ্ভাবে প্রামাণ্যম্। তস্মাৎ সর্ব্বত্র প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিপরত্বেন জ্ঞানপরত্বেন বা প্রয়োজনপর্য্যবসানমিতি কস্যাপি বাক্যস্য পরিনিষ্পন্নে বস্তুনি তাৎপর্য্যাসম্ভবাৎ ন বেদান্তাঃ পরিনিষ্পন্নং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়ন্তি ॥৫॥

অত্র কশ্চিদাহ—বেদান্তবাক্যান্যপি কার্য্যপরতয়ৈব ব্রহ্মণি প্রমাণভাবমনুভবন্তি। কথং? নিষ্প্রপঞ্চমদ্বিতীয়ং জ্ঞানৈকরসং ব্রহ্ম অনাদ্যবিদ্যয়া সপ্রপঞ্চতয়া প্রতীয়মানং নিষ্প্রপঞ্চং কুর্য্যাদিতি ব্রহ্মণঃ প্রপঞ্চবিলয়দ্বারেণ বিধিবিষয়ত্বমিতি। কোঽসৌ দ্রষ্টৃ-দৃশ্যরূপপ্রপঞ্চপ্রবিলয়দ্বারেণ সাধ্য-

আর যে, পরিনিষ্পন্নার্থবোধক—'তোমার পুত্র জন্মিয়াছে'; 'ইহা সর্প নহে—রজ্জু' ইত্যাদি বাক্যেও হর্ষ ও ভয়াদিনিবৃত্তিরূপ পুরুষার্থ-সম্বন্ধ (পুরুষের অভীষ্টসিদ্ধিরূপ প্রয়োজন) দেখা যায় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করি, সেখানে পুত্র-জন্মাদি ঘটনা হইতেই পুরুষার্থ লাভ হয়? অথবা পুত্র-জন্মাদি-বিষয়ক জ্ঞান হইতে হয়? ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। যদি বল, বিদ্যমান বস্তুও জ্ঞানের বিষয়ীভূত না হইলে যখন পুরুষের কোনই প্রয়োজনসাধক হয় না; তখন সেই পুত্রজন্মাদি বিষয়ের জ্ঞান হইতেই (পুরুষার্থ সিদ্ধি) হয়। ভাল, তাহা হইলে ত পদার্থ না থাকিলেও যখন কেবল তদ্বিষয়ক জ্ঞান হইতেই পুরুষার্থ সিদ্ধি হয়, তখন অর্থ বা বিষয়সদ্ভাবের নিয়ম না থাকায় শাস্ত্র কেবল প্রয়োজনাপেক্ষী হইলেও প্রতিপাদ্য বিষয়ের অস্তিত্ব নির্দ্ধারণে উহার প্রামাণ্য নাই। অতএব, সর্ব্বত্রই প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি কিংবা তদ্বিষয়ক জ্ঞান প্রতিপাদনের দ্বারাই শাস্ত্র সপ্রয়োজন বা সার্থক হইয়া থাকে, সুতরাং শুদ্ধ পরিনিষ্পন্ন (স্বতঃসিদ্ধ) ব্রহ্মবস্তু-প্রতিপাদনে কোন বাক্যেরই তাৎপর্য্য না থাকায় বেদান্ত-বাক্যসমূহ ব্রহ্ম-প্রতিপাদক হইতে পারে না ॥ ৫ ॥

এ বিষয়ে কেহ কেহ বলেন যে, বেদান্ত-বাক্য সকলও ক্রিয়াপর, অর্থাৎ ক্রিয়ানুষ্ঠান প্রতিপাদন দ্বারাই প্রামাণ্য লাভ করিয়া থাকে। কিরূপে? [উত্তর—] নিষ্প্রপঞ্চ (ভেদরহিত) একমাত্র জ্ঞানস্বভাব, অদ্বিতীয় ব্রহ্মই অনাদি অবিদ্যাবশতঃ সপ্রপঞ্চ বা ভেদবিশিষ্টের ন্যায় প্রতীয়মান হন, দ্বৈতপ্রপঞ্চ বিলয়ন দ্বারা সেই সপ্রপঞ্চ ব্রহ্মকে নিষ্প্রপঞ্চ করিবার উপদেশ থাকায় ব্রহ্মকে ত 'নিষ্প্রপঞ্চীকরণ' ক্রিয়ার কর্ম্মরূপে ক্রিয়াবিধিরই বিষয় করা হইয়াছে। ভাল, দ্রষ্টৃ-দৃশ্যাত্মক

(*) সতোঽপ্যজ্ঞাতস্যার্থস্য' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

জ্ঞানৈকরস-ব্রহ্মবিষয়ো বিধিঃ ?—"ন দৃষ্টেদ্র্ষ্টারং পশ্যেঃ, ন মতের্মন্তারং মন্বীথাঃ" [বৃহদা০ ৫।৪।২] ইত্যেবমাদিঃ। দ্রষ্টৃ-দৃশ্যভেদশূন্যং দৃশি-মাত্রং ব্রহ্ম কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। স্বতঃসিদ্ধস্যাপি ব্রহ্মণো নিষ্প্রপঞ্চতারূপেণ (*) কার্য্যত্বমবিরুদ্ধম্ ইতি ॥ ৬ ॥

তদযুক্তম্—(†) নিয়োগ-বাক্যার্থবাদিনা হি নিয়োগঃ, নিযোজ্যবিশেষণং, বিষয়ঃ, করণম্, ইতিকর্ত্তব্যতা, প্রয়োক্তা চ বক্তব্যাঃ (‡)। তত্র হি (§) নিযোজ্যবিশেষণমনুপাদেয়ম্। তচ্চ নিমিত্তং, ফলমিতি দ্বিধা। অত্র কিং নিযোজ্যবিশেষণম্ ? তচ্চ কিং নিমিত্তং, ফলং বা, ইতি বিবেচনীয়ম্। ব্রহ্মস্বরূপযাথাত্ম্যানুভবশ্চেৎ (¶) নিযোজ্যবিশেষণম্ ; তর্হি ন তৎ নিমিত্তং, জীবনাদিবৎ তস্যাসিদ্ধত্বাৎ। নিমিত্তত্বে চ তস্য নিত্যত্বেনাপবর্গোত্তরকাল-

---

জগৎপ্রপঞ্চ বিলয়ন দ্বারা ব্রহ্মের যে, জ্ঞানৈকরূপতা সাধন করিতে হইবে ; তদ্বোধক বিধি কি আছে ? [উত্তর—] 'দৃষ্টির দ্রষ্টাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিবে না ; মতির মননকর্ত্তাকে মনন করিও না,' ইত্যাদি। ইহার অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মকে দ্রষ্টা ও দৃশ্যভেদশূন্য কেবল দৃশিমাত্র-রূপে (জ্ঞানস্বরূপে) বোধ করিবে। অর্থাৎ ব্রহ্মেতে সমারোপিত দ্বৈতপ্রপঞ্চ অপনীত করিয়া তাঁহার স্বাভাবিক জ্ঞানরূপতা উপলব্ধি করিবে। ব্রহ্ম স্বতঃসিদ্ধ হইলেও তাঁহার নিষ্প্রপঞ্চভাব সম্পাদন দ্বারা কার্য্যত্ব অর্থাৎ ক্রিয়াবিধির বিধেয়ত্ব হওয়া বিরুদ্ধ বা অসঙ্গত হয় না ॥ ৬ ॥

না—সে কথা যুক্তিসঙ্গত হয় না, যিনি বলেন নিয়োগই বাক্যের একমাত্র অর্থ বা প্রয়োজন ; তাঁহাকে নিয়োগ, নিযোজ্য-বিশেষণ (কিরূপ লোককে নিযুক্ত করিতে হইবে), নিয়োগের বিষয়, করণ বা সাধন, ইতিকর্ত্তব্যতা (অনুষ্ঠানের পূর্ব্বাপর কর্ত্তব্য প্রণালী) ও প্রয়োক্তা (যিনি প্রয়োগ করেন), এই সমস্ত বিষয় নির্দ্ধারণ করিয়া বলিতে হইবে। তন্মধ্যে, নিযোজ্য-বিশেষণটী এখানে উপাদেয় বা বিধেয় হইতে পারে না। সেই নিযোজ্যবিশেষণ দুই প্রকার হইতে পারে—নিমিত্ত ও ফল ; তন্মধ্যে, এই নিষ্প্রপঞ্চীকরণস্থলে নিযোজ্য-বিশেষণ কোনটী ?—সেই নিমিত্তই এখানে নিযোজ্য-বিশেষণ ? কিংবা ফলই নিযোজ্য-বিশেষণ ? ইহা বিবেচনা করা আবশ্যক। যদি বল, ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপানুভূতিই (নিযোজ্য-বিশেষণ) ; তাহা হইলেও উহা ত নিমিত্ত হইতে পারে না ; কারণ, জীবন বা প্রাণধারণাদির ন্যায় উহা ত সিদ্ধ অর্থাৎ পূর্ব্বনিষ্পন্ন নহে, যে, নিমিত্ত হইবে ? আর ব্রহ্ম-যাথাত্ম্যানুভবকে নিমিত্ত বলিয়া স্বীকার করিলেও জীবন-

---

(*) স ধ্যত্বমবিরুদ্ধম্' ইতি (খ) পাঠঃ।

(†) বিনিয়োগ' ইতি (গ) পাঠঃ। (‡) ইতিকর্ত্তব্যতা প্রযোক্তব্যা' ইতি (ঙ) পাঠঃ।

(§) প্রযোজ্যবিশেষণমিতি (গ) পাঠঃ। (¶)—যাথাত্ম্যানুভব ইতি চেৎ,' ইতি (খ) পাঠঃ।

মপি জীবননিমিত্তাগ্নিহোত্রাদিবন্নিত্য-তদ্বিষয়ানুষ্ঠানপ্রসঙ্গঃ। নাপি ফলং; নৈয়োগিক-ফলত্বেন স্বর্গাদিবদনিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ ॥ ৭ ॥

কশ্চাত্র নিয়োগবিষয়ঃ? ব্রহ্মৈবেতি চেৎ; ন; তস্য নিত্যত্বেনা-ভব্যরূপত্বাৎ। অভাবার্থত্বাচ্চ নিষ্প্রপঞ্চং ব্রহ্ম সাধ্যমিতি চেৎ; সাধ্যত্বে-ঽপি ফলত্বমেব; অভাবার্থত্বান্ন বিধিবিষয়ত্বম্। সাধ্যত্বঞ্চ কস্য? কিং ব্রহ্মণঃ? উত প্রপঞ্চনিবৃত্তেঃ? ন তাবদ্ ব্রহ্মণঃ, সিদ্ধত্বাদনিত্যত্বপ্রসক্তেশ্চ। অথ প্রপঞ্চনিবৃত্তেঃ, ন তর্হি ব্রহ্মণঃ সাধ্যত্বম্। প্রপঞ্চনিবৃত্তিরেব বিধি-বিষয় ইতি চেৎ; ন; তস্যাঃ ফলত্বেন বিধিবিষয়ত্বাযোগাৎ। প্রপঞ্চ-

---

নিমিত্তক (যাবজ্জীবন) অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞানুষ্ঠানের ন্যায় অপবর্গের (মুক্তির) পরেও চিরকাল ঐ নিয়োগ-বিষয়ের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক হইতে পারে (*)। আর ফলকেও নিয়োজ্য-বিশেষণ বলা যায় না; তাহা হইলে নিয়োগ-নিষ্পন্ন স্বর্গাদি ফলের ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞান-ফলেরও অনিত্যত্ব হইতে পারে ॥ ৭ ॥

আর এখানে নিয়োগের বিষয়ই বা হইবে কে? যদি বল, ব্রহ্মই নিয়োগের বিষয়; না—তাহা বলা যায় না; কারণ, তিনি নিত্য; সুতরাং ভাব্য বা ক্রিয়া-সম্পাদ্য হইতে পারেন না। বিশেষতঃ ব্রহ্মই নিষ্প্রপঞ্চীকরণরূপ নিয়োগ-বিষয় হইলে তাহার অভাবাত্মকতাই হইতে পারে। যদি বল, ব্রহ্মের নিষ্প্রপঞ্চভাবই এখানে সাধ্য (সম্পাদনীয়); সাধ্য হইলেও উহা ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে; কিন্তু উহা যখন অভাব-স্বরূপ, তখন উহা কখনই বিধিবিষয় বা বিধেয় হইতে পারে না; [কারণ, ভাব পদার্থেই বিধি বা অনুষ্ঠান হইতে পারে, অভাবে নহে]। [আরও এক কথা—] এখানে সাধ্যত্ব কাহার?—ব্রহ্মের?—কিংবা প্রপঞ্চ-নিবৃত্তির? ব্রহ্ম যখন নিত্যসিদ্ধ, তখন তাহাকে সাধ্য বলা যায় না, পক্ষান্তরে, সাধ্য হইলে তাঁহার অনিত্যত্বও আসিয়া পড়ে। আর যদি প্রপঞ্চনিবৃত্তিই সাধ্য হয়; তাহা হইলে ত ব্রহ্মের আর সাধ্যত্ব-সম্ভাবনাই থাকে না। প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিকেই যদি বিধি-বিষয় বল; তাহাও হয় না; কারণ,

---

(*) তাৎপর্য্য,—যাহাকে কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়, তাহাকে নিয়োজ্য বলে। নিয়োজ্যের এমন কতকগুলি গুণ থাকা আবশ্যক, যাহাতে যে-সে লোক সকল কর্ম্মের অধিকারী হইতে না পারে। যেমন 'অগ্নিহোত্র' যজ্ঞের বিধিতে আছে "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি।" অর্থাৎ যতকাল জীবন থাকে; ততকাল 'অগ্নিহোত্র' হোম করিবে। এখানে 'জীবনই' অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠানের নিমিত্ত; সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানের পরও জীবিত ব্যক্তির অগ্নিহোত্র করিতে হয়। (অবশ্য, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত কথা নহে)। এখানে যদি ব্রহ্মানুভবকেই নিয়োজ্য অধিকারীর বিশেষণরূপ নিমিত্ত বলা হয়; তাহা হইলে এই নিমিত্ত যত কাল বর্ত্তমান থাকিবে, ততকালই তাহাকে 'ব্রহ্ম উপাসীত' ইত্যাদি নিয়োগের অধীন হইয়া চলিতে হইবে। মুক্তিলাভের পরও যখন ব্রহ্মানুভূতি বিদ্যমান থাকে, তখন সে কালেও পুনর্ব্বার অনুষ্ঠানের আবশ্যক হয়। তাহা হইলে কখনও আর অনুষ্ঠানের বিরাম হইতে পারে না। এই কারণে, ব্রহ্মানুভবকে বিশেষণ বলা যায় না।

নিবৃত্তিরেব হি মোক্ষঃ; স চ ফলম্। অস্য চ নিয়োগবিষয়ত্বে নিয়োগাৎ প্রপঞ্চনিবৃত্তিঃ, প্রপঞ্চনিবৃত্ত্যা নিয়োগঃ, ইতীতরেতরাশ্রয়ত্বম্ ॥৮॥

অপি চ, কিং নিবর্ত্তনীয়ঃ প্রপঞ্চো মিথ্যারূপঃ? সত্যো বা? মিথ্যারূপত্বে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বাদেব নিয়োগেন (*) ন কিঞ্চিৎ প্রয়োজনম্। নিয়োগস্তু নিবর্ত্তকজ্ঞানমুৎপাদ্য তদ্দ্বারেণ প্রপঞ্চস্য নিবর্ত্তক ইতি চেৎ; তৎ স্ববাক্যাদেব জাতমিতি ন নিয়োগেন প্রয়োজনম্। বাক্যার্থজ্ঞানাদেব ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্য কৃৎস্নস্য মিথ্যাভূতস্য প্রপঞ্চস্য বাধিতত্বাৎ সপরিকরস্য নিয়োগস্যাসিদ্ধিশ্চ (†)। প্রপঞ্চস্য নিবর্ত্ত্যত্বে (‡) প্রপঞ্চ-নিবর্ত্তকো

উহাই যখন বিধির ফল বা উদ্দেশ্য, তখন উহাতে আর বিধিবিষয়তা থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিই যখন মোক্ষ, এবং উহাই যখন ফল, তখন সেই মোক্ষনামক ফলকে বিধি-বিষয় বলিলে 'ইতরেতরাশ্রয়ত্ব' দোষ উপস্থিত হয়; কারণ, নিয়োগ যেমন প্রপঞ্চনিবৃত্তির কারণ, তেমনি প্রপঞ্চনিবৃত্তিও আবার নিয়োগের কারণ হইয়া পড়ে (§) ॥ ৮ ॥

আরও এক কথা,—নিয়োগ-নিবর্ত্তনীয় এই জগৎপ্রপঞ্চ স্বরূপতঃ মিথ্যা? কি সত্য? যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে মিথ্যা বস্তুমাত্রই যখন জ্ঞান-নিবর্ত্ত্য, তখন নিয়োগের ত আর কিছুই প্রয়োজন হয় না; (জ্ঞানের দ্বারাই মিথ্যাপ্রপঞ্চের নিবৃত্তি হইতে পারে)। যদি বল, নিয়োগই নিবর্ত্তক জ্ঞান সমুৎপাদন করতঃ সেই জ্ঞানের দ্বারা প্রপঞ্চের নিবারণ করিয়া থাকে। তাহা হইলেও স্ববাক্য হইতেই যখন সেই জ্ঞান সমুৎপন্ন হইতে পারে, তখন নিয়োগের আর প্রয়োজন হয় না। বিশেষতঃ ব্রহ্ম-প্রতিপাদক বাক্যার্থবোধ হইতেই যখন ব্রহ্মাতিরিক্ত, মিথ্যাময় নিখিল জগৎপ্রপঞ্চ বাধিত বা মিথ্যা বলিয়া অবধারিত হইয়া যায়, তখন তদ্বিষয়ে নিয়োগ ও নিয়োগাঙ্গ, সমস্তই অসিদ্ধ বা অনাবশ্যক হইয়া পড়ে। অধিকন্তু, প্রপঞ্চ যদি

(*) নিয়োগত্বেন' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) অসিদ্ধেশ্চ'ইতি (গ)পাঠঃ। (‡) প্রপঞ্চস্য নিবর্ত্তকঃ' ইতি (খ) পাঠঃ।

(§) তাৎপর্য্য,—এখানে এইরূপে ইতরেতরাশ্রয় দোষ বুঝিতে হয়,—সাধারণতঃ বিধিবাক্যের দুইটী অংশ থাকে, একটী ধাতু, অপরটী বিভক্তি (লিঙ্)। তন্মধ্যে ধাতুর অর্থ হয় বিষয়, আর 'লিঙ্ বিভক্তির অর্থ হয় নিয়োগ! নিয়োগই আবার যথাসম্ভব স্বর্গাদি ফলের উৎপাদক 'অপূর্ব্ব' নাম ধারণ করে। এইরূপে নিয়োগের বিষয় ও নিয়োগ-ফল পরস্পর পৃথক্ পদার্থ হইয়া থাকে। এখন কথা হইতেছে যে, এক প্রপঞ্চনিবৃত্তিকেই যদি নিয়োগের বিষয় ও ফল বলিয়া স্বীকার করা হয়; তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, প্রপঞ্চনিবৃত্তি যখন নিয়োগের ফল, তখন নিশ্চয়ই নিয়োগ তাহার কারণ; আবার সেই প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিই যখন নিয়োগের বিষয়, তখন বলিতে হইবে যে, সেই বিষয়াত্মক প্রপঞ্চ-নিবৃত্তি হইতেই নিয়োগ সংজ্ঞক 'অপূর্ব্ব' উৎপন্ন হয়; সাধারণতঃ বিষয় পদার্থটীই নিয়োগের কারণ বা নির্ব্বাহক হইয়া থাকে, অতএব, পরস্পর কার্য্য-কারণভাব থাকায় 'ইতরেতরাশ্রয়' দোষ ঘটে।

নিয়োগঃ কিং ব্রহ্মস্বরূপমেব ? উত তদ্ব্যতিরিক্তঃ ? যদি ব্রহ্মস্বরূপমেব নিবর্ত্তকম্, নিত্যতয়া (*) নিবর্ত্ত্য-প্রপঞ্চসদ্ভাব এব ন সম্ভবতি। নিত্যত্বেন চ (†) নিয়োগস্য বিষয়ানুষ্ঠানসাধ্যত্বঞ্চ ন ঘটতে। অথ ব্রহ্মস্বরূপ-ব্যতিরিক্তঃ ? তস্য কৃৎস্নপ্রপঞ্চনিবৃত্তিরূপ-বিষয়ানুষ্ঠানসাধ্যত্বেন প্রযোক্তা চ নষ্টঃ, (‡) ইত্যাশ্রয়াভাবাদসিদ্ধিঃ। প্রপঞ্চনিবৃত্তিরূপ-বিষয়ানুষ্ঠানেনৈব ব্রহ্মস্বরূপব্যতিরিক্তস্য কৃৎস্নস্য নিবৃত্তত্বাৎ, ন নিয়োগনিষ্পাদ্যং মোক্ষাখ্যং ফলম্ ॥ ৯ ॥

কিঞ্চ, প্রপঞ্চনিবৃত্তের্নিয়োগ-করণস্যেতিকর্ত্তব্যতাভাবাৎ অনুপকৃতস্য চ করণত্বাযোগাৎ ন করণত্বম্। কথমিতিকর্ত্তব্যতাভাব ইতি চেৎ; ইত্থম্,—অস্যেতিকর্ত্তব্যতা ভাবরূপা ? অভাবরূপা বা ? ভাবরূপা চ করণ-শরীরনিষ্পত্তি-তদনুগ্রহকার্য্যভেদভিন্না; উভয়বিধা চ ন সম্ভবতি। ন হি

নিয়োগ-নিবর্ত্তনীয়ই হয়; তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, সেই প্রপঞ্চ-নিবর্ত্তক নিয়োগটী কি ব্রহ্মেরই স্বরূপ ? অথবা ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ ? সেই নিবর্ত্তকটী যদি ব্রহ্মস্বরূপই হয়, তাহা হইলে নিবর্ত্তক ব্রহ্মের নিত্যতানিবন্ধন তন্নিবর্ত্ত্য প্রপঞ্চের আদৌ সদ্ভাবই হইতে পারে না এবং নিত্যসিদ্ধত্ব বশতঃ বিষয়ের (যাগাদি ক্রিয়ার) অনুষ্ঠানেও নিয়োগের সাধ্যতা (উৎপত্তি) হইতে পারে না; [কারণ, নিত্য পদার্থের আবার উৎপত্তি কি ?]। আর নিয়োগ যদি ব্রহ্মাতিরিক্ত হয়, তাহা হইলেও সেই নিয়োগ যখন নিখিল জগৎপ্রপঞ্চ-নিবৃত্তিরূপ বিষয়ের অনুষ্ঠান-সাধ্য, তখন সেই জগৎ-প্রপঞ্চের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োক্তা বা অনুষ্ঠাতাও বিনষ্ট হইয়া যাইবে; সুতরাং আশ্রয়ের অভাবেই নিয়োগের অসিদ্ধি বা অভাব হইবে। বিশেষতঃ প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিরূপ বিষয়ের অনুষ্ঠানেই ব্রহ্মাতিরিক্ত সর্ব্ব বস্তুর নিবৃত্তি হইয়া যাইবে; সুতরাং নিয়োগ-নিষ্পাদ্য মোক্ষনামক ফলও সম্ভবপর হইতে পারে না ॥ ৯ ॥

আরও এক কথা,—নিয়োগের করণস্বরূপ যে, প্রপঞ্চ-নিবৃত্তি; তৎসম্বন্ধে যখন কোনই ইতিকর্ত্তব্যতা নাই, এবং ইতিকর্ত্তব্যতা না থাকিলেও যখন করণত্ব থাকে না; তখন প্রপঞ্চ-নিবৃত্তি কখনই নিয়োগের 'করণ' হইতে পারে না। যদি বল, ইতিকর্ত্তব্যতার অভাব কিরূপে ? [উত্তর—] এইরূপে,—উল্লিখিত নিয়োগ-করণের যে ইতিকর্ত্তব্যতা, তাহা ভাবস্বরূপ (সৎপদার্থ) ? না অভাবস্বরূপ ? ভাবরূপ ইতিকর্ত্তব্যতাও দ্বিবিধ—এক করণের শরীর বা স্বরূপ-নিষ্পাদক, অপর করণের অনুগ্রাহক বা উপকারী। এখানে সেই উভয়প্রকারই সম্ভব হয় না; কেন না,

---

(*) ব্রহ্মস্বরূপমেব, নিবর্ত্তকনিত্যতয়া' ইতি (ঘ) পাঠঃ। (†) নিত্যত্বেন নিয়োগস্য' ইতি 'চ'কারশূন্যঃ (খ) পাঠঃ।
(‡) প্রযোক্তা চ দুষ্টঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

মুদ্গরাভিঘাতাদিবৎ কৃৎস্নপ্রপঞ্চনিবর্ত্তকঃ কোঽপি দৃশ্যতে, ইতি দৃষ্টার্থা ন সম্ভবতি। নাপি নিষ্পন্নস্য করণস্য কার্য্যোৎপত্তাবনুগ্রহঃ সম্ভবতি। অনুগ্রাহকাংশসদ্ভাবেন কৃৎস্নপ্রপঞ্চনিবৃত্তিরূপ-করণস্বরূপাসিদ্ধেঃ। ব্রহ্মণোঽদ্বিতীয়ত্বজ্ঞানং প্রপঞ্চনিবৃত্তিরূপ-করণশরীরং নিষ্পাদয়তীতি চেৎ; তেনৈব প্রপঞ্চনিবৃত্তিরূপো মোক্ষঃ সিদ্ধঃ, ইতি ন করণাদিনিষ্পাদ্যমবশিষ্যতে, ইতি পূর্ব্বমেবোক্তম্। অভাবরূপত্বে চাভাবত্বাদেব (*) ন করণশরীরং নিষ্পাদয়তি; নাপ্যনুগ্রহম্। অতো নিষ্প্রপঞ্চব্রহ্মবিষয়ো বিধির্ন সম্ভবতি ॥ ১০ ॥

মুদ্গরাঘাত যেরূপ [তণ্ডুল-নিষ্পাদক] সেইরূপ কাহাকেও প্রপঞ্চ-নিবৃত্তির নিষ্পাদক (সম্পাদক) দেখাযায় না; অর্থাৎ মুদ্গর-প্রহারে যেরূপ ধান্য হইতে তণ্ডুল নিষ্পন্ন হইতে দেখাযায়; সেরূপ এখানে এমন কিছুই দেখা যায় না, যাহা দ্বারা সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চের নিবৃত্তি হইতে পাবে। সুতরাং দৃষ্টার্থ কোনও ইতিকর্ত্তব্যতা সম্ভব হয় না। আর নিষ্পন্ন বা পূর্ব্বসিদ্ধ করণের (প্রোক্ষণাদিব ন্যায়) কর্ম্ম-যোগ্যতা-সম্পাদক অনুগ্রহও সম্ভবপর হয় না (+)। বিশেষতঃ কেবল অনুগ্রাহক অংশটুকু থাকায়ই যে, নিখিল জগৎপ্রপঞ্চ নিবৃত্তির করণত্ব সিদ্ধ হয়, তাহাও নহে। অভিপ্রায় এই যে, যেখানে 'করণ' বস্তুটী পূর্ব্বেই সিদ্ধ থাকে, অনুগ্রাহক অংশটী সেখানেই কর্ম্মোপযোগী সংস্কার-বিশেষ সম্পাদন করিতে পারে; কিন্তু, এখানে প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিরূপ করণটী জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে অনিষ্পন্ন থাকায়, অনুগ্রহরূপ ইতিকর্ত্তব্যতা কাহার উপর প্রযুক্ত হইবে? যদি বল, ব্রহ্ম-বিষয়ে যে অদ্বিতীয়ত্ব জ্ঞান, তাহাই প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিরূপ করণের নিষ্পাদক হইবে, না,—সেই জ্ঞানেই যখন প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিরূপ মোক্ষসিদ্ধ হইয়া যায়, তখন করণের নিষ্পাদ্য আর কিছুইত অবশিষ্ট থাকে না, [প্রপঞ্চনিবৃত্তি করণত্ব লাভকরিয়া যাহা সম্পাদনকরিবে।] এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আর 'ইতিকর্ত্তব্যতা' যদি অভাবরূপী হয়, তাহা হইলে ত অভাবত্ব নিবন্ধনই উহা করণের স্বরূপ-নিষ্পাদক হইতে পারে না; [কারণ, অভাবের কারণতা স্বীকার করা হয় না।] এবং অভাবের পক্ষে কোনরূপ অনুগ্রহকরাও সম্ভবপর হয় না। অতএব, ব্রহ্মের নিষ্প্রপঞ্চীকরণ বিষয়ে বিধি হইতেই পারে না ॥ ১০ ॥

(*) অভাবাদেব' ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ

(+) তাৎপর্য্য,—"যজেত" (যজ + ইত) স্থলে যেরূপ 'ইত' প্রত্যয়ের অর্থ হয় 'নিয়োগ,' এবং সেই নিয়োগেরই নামান্তর—অদৃষ্ট ও অপূর্ব্ব। 'যজ' ধাতুর অর্থ—'যাগ' হয় সেই নিয়োগের করণ বা স্বরূপনিষ্পাদক সাধন; অর্থাৎ যাগ দ্বারা 'নিযোগ'-পদবাচ্য অপূর্ব্ব নিষ্পাদিত হয়। এইরূপ "ব্রহ্ম উপাসীত" ইত্যাদি স্থলেও 'ইত' প্রত্যয়ের নিয়োগ অর্থ করিলে পূর্ব্ববৎ জ্ঞান বা ব্রহ্মের নিষ্প্রপঞ্চীকরণ উহার করণ হইতে পারে; কিন্তু যাগের স্থলে যেরূপ পূর্ব্বাপর কর্ত্তব্য 'ইতিকর্ত্তব্যতা' রহিয়াছে; এখানে সেরূপ কোন ইতি কর্ত্তব্যতাই বিদ্যমান নাই; অথচ ইতি-কর্ত্তব্যতাই করণত্বের প্রধান পরিচায়ক; সুতরাং জ্ঞানোদয়ে যখন স্বতই প্রপঞ্চ-

অন্যোঽপ্যাহ—যদ্যপি বেদান্তবাক্যানাং ন পরিনিষ্পন্নব্রহ্মস্বরূপপরতয়া প্রামাণ্যং, তথাপি ব্রহ্মস্বরূপং সিধ্যত্যেব। কুতঃ? ধ্যান-বিধিসামর্থ্যাৎ। এবমেব হি সমামনন্তি—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।" [বৃহদা০, ৪।৪।৫]। "য আত্মাঽপহতপাপ্মা, সোঽন্বেষ্টব্যঃ, স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।" [ছান্দো০, ৮।৭।১]। "আত্মেত্যেবোপাসীত।" "আত্মানমেব লোকমুপাসীত", [বৃহদা০, ৩।৪।৭, ১৫] ইতি। অত্র ধ্যানবিষয়ো হি নিয়োগঃ (*) স্ববিষয়ভূতং ধ্যানং ধ্যেয়ৈকনিরূপণীয়মিতি ধ্যেয়মাক্ষিপতি। স চ ধ্যেয়ঃ স্ববাক্য-

---

আরও কেহ বলিয়া থাকেন যে, যদিও বেদান্ত বাক্য সমূহ পরিনিষ্পন্ন (সিদ্ধ-বস্তু) ব্রহ্ম-বোধে প্রমাণ না হউক, তথাপি ব্রহ্মের পূর্ব্বোক্তস্বরূপ নিশ্চই প্রমাণিত হয়; অর্থাৎ ব্রহ্মসিদ্ধিতে কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটে না। কারণ কি?—ধ্যানবিধিই কারণ। শ্রুতিও ঠিক এইরূপই বলিয়া থাকেন,—'অরে মৈত্রেয়ি! আত্মাকে দর্শন করিবে (সাক্ষাৎকার করিবে), শ্রবণ করিবে; মনন (চিন্তা) করিবে, এবং নিদিধ্যাসন (ধ্যান) করিবে।' 'অপহতপাপ্মা (পাপ-বিনির্ম্মুক্ত) যে আত্মা, তাহাকে অন্বেষণ করিবে এবং জিজ্ঞাসা করিবে।' '[তাঁহাকে] 'আত্মা' বলিয়াই উপাসনা করিবে।' 'আত্মাকেই লোক (দ্রষ্টব্য) বলিয়া উপাসনা করিবে।' এখানে ধ্যানবিষয়ে নিয়োগ (বিধি) রহিয়াছে, নিয়োগের বিষয়ীভূত ধ্যান কার্য্যটী ধ্যেয়-সাপেক্ষ; অর্থাৎ ধ্যেয় বিষয়ে জ্ঞান না থাকিলে ধ্যান হইতে পারেনা; এই কারণ সেই নিয়োগেই ধ্যেয় পদার্থের অস্তিত্ব

নিবৃত্তি হইয়া যায়, অপর কোন ইতিকর্ত্তব্যতার অপেক্ষা থাকে না; তখন 'ইতিকর্ত্তব্যতা'শূন্য প্রপঞ্চনিবৃত্তির কারণত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। 'ইতিকর্ত্তব্যতা' নাই কেন, তাহা পরে বলা হইতেছে।

সাধারণতঃ ইতিকর্ত্তব্যতার দুইটী অংশ থাকে। একটী সাধনের করণত্ব-নির্ব্বাহক, অপরটী সাধনের কর্ম্ম-যোগ্যতা-সম্পাদক। তন্মধ্যে অধিকাংশ স্থলেই স্বরূপ নির্ব্বাহক অংশটী দৃষ্টার্থ, অর্থাৎ তাহার প্রয়োজন প্রত্যক্ষাদি দ্বারাই উপলব্ধি করা যায়, আর অনুগ্রাহক বা সংস্কার-সম্পাদক অংশটী অদৃষ্টার্থ; অর্থাৎ উহার প্রয়োজন প্রত্যক্ষতঃ দৃষ্ট হয় না। যেমন যজ্ঞবিধিতে আছে "ব্রীহীন্ অবহন্তি" অর্থাৎ ব্রীহি (একপ্রকার ধান্য) অবঘাত করিবে, অর্থাৎ মুদ্গরাঘাতে ধান্য হইতে তণ্ডুল নিষ্কাশিত করিবে। এইযে, আঘাত, ইহা দ্বারা তুষাপনয়নপূর্ব্বক যাগ-সাধন তণ্ডুল নিষ্পাদন করিতে হয়; এই তণ্ডুল নিষ্পাদনরূপ ইতিকর্ত্তব্যতাটী প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট, সুতরাং দৃষ্টার্থ। আবার "ব্রীহীন্ প্রোক্ষতি" স্থলে ব্রীহির উপর যে, জলের প্রক্ষেপ দিতে হয়, তাহা দ্বারা ঐ ব্রীহির আর কিছুই হয় না, কেবল কার্য্যোপ-যোগী একপ্রকার সংস্কার সমুৎপন্ন হয় মাত্র; এই সংস্কার না হইলে অসংস্কৃতব্রীহি যজ্ঞে ব্যবহার্য্য হইতে পারে না; এই কারণে ঐ প্রোক্ষণকে অনুগ্রাহক বলা যাইতে পারে।

(*) স্ববিষয়যোগঃ' ইত্যধিকং পঠ্যতে (গ) পুস্তকে।

নির্দ্দিষ্ট আত্মা। স কিংরূপঃ ? ইত্যপেক্ষায়াং তৎস্বরূপবিশেষ সমর্পণদ্বারেণ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।" "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ (*) একমেবাদ্বিতীয়ম্," ইত্যেবমাদীনাং বাক্যানাং ধ্যানবিধি-শেষতয়া (†) প্রামাণ্যম্, ইতি বিধিবিষয়ভূত-ধ্যানশরীরানুপ্রবিষ্টব্রহ্মস্বরূপেঽপি তাৎপর্য্যমস্ত্যেব। অতঃ "একমেবাদ্বিতীয়ং," "তৎ সত্যং, স আত্মা," (‡) "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন," ইত্যেবমাদিভির্ব্রহ্মস্বরূপমেকমেব সত্যম্, তদ্ব্যতিরিক্তং সর্ব্বং মিথ্যেত্যবগম্যতে। প্রত্যক্ষাদিভির্ভেদাবলম্বিনা চ কর্ম্মশাস্ত্রেণ ভেদঃ প্রতীয়তে। ভেদাভেদয়োঃ পরস্পরবিরোধে সতি অনাদ্যবিদ্যামূলত্বেনাপি ভেদপ্রতীত্যুপপত্তেরভেদ এব পরমার্থ ইতি নিশ্চীয়তে। তত্র ব্রহ্মধ্যান-নিয়োগেন তৎসাক্ষাৎকারফলেন নিরস্তসমস্তাবিদ্যাকৃত-বিবিধভেদাদ্বিতীয়জ্ঞানৈকরস-ব্রহ্মভাবরূপো মোক্ষঃ প্রাপ্যতে ॥ ১১ ॥

ন চ বাক্যাদ্ বাক্যার্থজ্ঞানমাত্রেণ (§) ব্রহ্মভাবসিদ্ধিঃ, অনুপ-

---

জ্ঞাপন করিয়া দিতেছে। উপাসনা বিধায়ক বাক্যগত আত্মাই সেই ধ্যেয় পদার্থ। সেই আত্মার স্বরূপ কি ? এই আকাঙ্ক্ষায় 'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ।' 'হে সোম্য এই জগৎ অগ্রে এক অদ্বিতীয় সৎ স্বরূপেই ছিল।' ইত্যাদি বাক্যসমূহ সেই আকাঙ্ক্ষিত আত্মার স্বরূপ প্রকাশন করিয়াই ধ্যানবিধি-শেষরূপে (ধ্যানবিধির অঙ্গরূপে) প্রামাণ্য লাভ করিয়াছে; সুতরাং বিধির বিষয়ীভূত ধ্যানে সংশ্লিষ্ট থাকায় ব্রহ্ম-স্বরূপ জ্ঞাপনেও ঐসকল বাক্যের নিশ্চয়ই তাৎপর্য্য আছে [স্বীকার করিতে হইবে]। অতএব, 'নিশ্চয়ই এক ও অদ্বিতীয়। 'তিনিই সত্য এবং তিনিই আত্মা,' 'জগতে নানা বা পৃথক্‌বস্তু কিছুই নাই,' এই জাতীয় আরও বহু বাক্য দ্বারা জানা যায় যে, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, তদ্ভিন্ন আর সমস্তই মিথ্যা। অথচ, ভেদসাপেক্ষ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ও কর্ম্ম-শাস্ত্র (যাগাদি ক্রিয়া-প্রতিপাদক শাস্ত্র) দ্বারা ভেদের প্রতীতি হইতেছে। যদিও একত্র ভেদাভেদ থাকায় পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হয় সত্য, তথাপি ভেদপ্রতীতিকে অনাদি অবিদ্যা-প্রসূত বলিলেই যখন উপপত্তি বা বিরোধপরিহার হইতে পারে, তখন অভেদ-প্রতীতিই যে, পরমার্থ বা সত্য, ইহা নিশ্চয় করা যাইতে পারে। তাহার পরও, ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার যাহার ফল, সেই ব্রহ্ম-ধ্যান-নিয়োগ দ্বারা অবিদ্যাকৃত সমস্ত ভেদ-প্রতীতি নিবৃত্ত হইয়া যায় এবং অদ্বিতীয়, জ্ঞানৈকস্বভাব ব্রহ্মস্বরূপ মোক্ষও প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ১১ ॥

[কিন্তু নিয়োগ ব্যতীত] কেবল বাক্য জনিত বাক্যার্থ জ্ঞান হইতেই যে, ব্রহ্মভাব সিদ্ধ হয়, তাহা নহে; কারণ, ঐরূপ কোথাও দেখা যায় না। অধিকন্তু, নানাবিধ ভেদ-জ্ঞানেরও অনুবৃত্তি

(*) একমেবাদ্বিতীয়মিতি (গ) পুস্তকে নোপলভ্যতে। (†) ধ্যানবিধিবিশেষণতয়া' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) তৎ ত্বমসি শ্বেতকেতো!" ইত্যধিকঃ (ঘ) পাঠঃ। (§) ন চ বাক্যার্থজ্ঞানমাত্রেণ' ইতি (খ) পাঠঃ।

লব্ধেৰ্বিবিধভেদদর্শনানুবৃত্তেশ্চ। তথা চ সতি শ্রবণাদিবিধানমনর্থকং স্যাৎ ॥ ১২ ॥

অথ উচ্যেত—'রজ্জুরেষা—ন সর্পঃ' ইত্যুপদেশেন সর্প-ভয়নিবৃত্তি-দর্শনাৎ, রজ্জু-সর্পবৎ বন্ধস্য চ মিথ্যারূপত্বেন জ্ঞানবাধ্যতয়া তস্য বাক্যজন্য-জ্ঞানেনৈব নিবৃত্তির্যুক্তা, ন নিয়োগেন। নিয়োগ-সাধ্যত্বে মোক্ষস্যানিত্যত্বং স্যাৎ, স্বর্গাদিবৎ। মোক্ষস্য নিত্যত্বং হি সর্ব্ববাদি-সম্প্রতিপন্নম্ ॥১৩॥

কিঞ্চ, ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ ফলহেতুত্বং স্বফলানুভবানুগুণশরীরোৎপাদনদ্বারেণ, ইতি ব্রহ্মাদিস্থাবরান্ত-চতুর্ব্বিধশরীরসম্বন্ধরূপ সংসারফলত্বমবর্জ্জনীয়ম্। তস্মাৎ ন ধর্ম্মসাধ্যো মোক্ষঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—"ন হ বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি; অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ।" [ছান্দো০, ৮।১২।১] ইত্যশরীরত্বরূপে মোক্ষে ধর্ম্মাধর্ম্মসাধ্য-প্রিয়াপ্রিয়-বিরহশ্রবণাৎ ন ধর্ম্মসাধ্যমশরীরত্বমিতি বিজ্ঞায়তে। ন চ নিয়োগবিশেষ-

---

(সম্বন্ধ) থাকিতে পারে। তাহা হইলে অর্থাৎ বাক্যলব্ধ জ্ঞানেই ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি হইলে, শ্রবণাদির বিধানও অনর্থক হইতে পারে। [কারণ, শ্রবণেই ফল সিদ্ধি হইলে, মনন ও নিদিধ্যাসন বিফল হইবে না কেন ?] ॥ ১২ ॥

যদি বল, 'ইহা রজ্জু, সর্প নহে,' এই উপদেশে যখন সর্পভয় নিবৃত্তি হইতে দেখা যায় এবং রজ্জু-সর্পের ন্যায় বন্ধনও যখন মিথ্যা, মিথ্যা বলিয়াই যখন জ্ঞান-বাধ্য—জ্ঞান দ্বারা নিবারিত হইবার যোগ্য; তখন ত বাক্যজন্য জ্ঞানেই তাহার নিবৃত্তি হওয়া উচিত; কিন্তু নিয়োগের দ্বারা নিবৃত্তি হওয়া কখনই যুক্তিসঙ্গত হয় না। বিশেষতঃ নিয়োগ-জন্য হইলে স্বর্গাদির ন্যায় মোক্ষও অনিত্য হইতে পারে! অথচ মোক্ষের নিত্যতা সর্ব্ববাদি-সম্মত ॥ ১৩ ॥

আরও এক কথা,—স্বীয় ফল-ভোগের উপযুক্ত শরীর সমুৎপাদন করিয়াই ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নিজ নিজ ফল প্রদান করিয়া থাকে। [সুতরাং মোক্ষ নিয়োগ-সাধ্য হইলে] ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত চতুর্ব্বিধ (জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিদ, এই চারিপ্রকার) শরীরধারণরূপ যে সংসার, তৎপ্রাপ্তিও অবশ্যম্ভাবী হইতে পারে। অতএব, মোক্ষ কখনই ধর্ম্ম-সাধ্য বা ধর্ম্মফল নহে। এতদনুরূপ শ্রুতিও আছে,—'শরীরাভিমানী হইলে তাহার প্রিয়াপ্রিয়ের (সুখ-দুঃখ ভোগের) নিবৃত্তি হয় না।' [পক্ষান্তরে,] 'যিনি অশরীর অর্থাৎ শরীরাভিমানরহিত হন; প্রিয় বা অপ্রিয় অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।' এখানে 'অশরীরত্ব' রূপ মোক্ষে ধর্ম্মাধর্ম্ম-সাধ্য প্রিয় ও অপ্রিয়ের অভাব শ্রবণ হইতে জানা যায় যে, 'অশরীরত্ব' (মোক্ষ) কখনই ধর্ম্ম-সাধ্য বা ধর্ম্ম-ফল নহে। এ কথাও বলিতে পার না যে, নিয়োগ-বিশেষে যেরূপ

সাধ্য-ফলবিশেষবৎ ধ্যাননিয়োগ-সাধ্যমশরীরত্বম্ ; অশরীরত্বস্য স্বরূপত্বেনা-সাধ্যত্বাৎ। যথাহুঃ শ্রুতয়ঃ—

"অশরীরং শরীরেম্বনবস্থেম্ববস্থিতম্।

মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥" [কঠ০, ১।২।২২] "অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রঃ।" মুণ্ড০, ২।১।২]। "অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ।" [বৃহদা০, ৬।৩।১৫] ইত্যাদ্যাঃ। অতোঽশরীরত্বরূপো মোক্ষো নিত্যঃ, ইতি ন ধর্ম্মসাধ্যঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—"অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ ; অন্যত্র ভূতাৎ ভব্যাচ্চ যৎ তৎ পশ্যসি তদ্ বদ" [কঠ০ ১।২।১৪] ইতি ॥ ১৪ ॥

অপি চ, উৎপত্তি-প্রাপ্তি-বিকৃতি-সংস্কৃতিরূপেণ চতুর্ব্বিধং হি সাধ্যত্বং মোক্ষস্য ন সম্ভবতি। ন তাবদুৎপাদ্যঃ, মোক্ষস্য ব্রহ্মস্বরূপত্বেন নিত্যত্বাৎ। নাপি প্রাপ্যঃ, আত্মস্বরূপত্বেন ব্রহ্মণো নিত্যপ্রাপ্তত্বাৎ। নাপি বিকার্য্যঃ, দধ্যাদিবদনিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ। নাপি সংস্কার্য্যঃ, সংস্কারো হি দোষাপনয়নেন বা গুণাধানেন বা সাধয়তি। ন তাবদ্ দোষাপনয়নেন, নিত্যশুদ্ধত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ।

ফল-বিশেষ সিদ্ধ হয় ; সেইরূপ 'অশরীরত্ব' ফলও ধ্যানবিষয়ক নিয়োগ হইতেই নিষ্পন্ন হয়। কারণ, অশরীরত্বই আত্মার স্বরূপ ; সুতরাং উহা আদৌ সাধ্যই নহে। দেখ, শ্রুতিসমূহ যেরূপ বলিতেছেন,—'স্বভাবতঃ অশরীর (শরীরসম্বন্ধরহিত, কিন্তু) অনবস্থিত বা নশ্বর শরীরে অবস্থিত (প্রকাশমান), মহান্ ও বিভু আত্মাকে মনন করিয়া (ধ্যানে সাক্ষাৎ করিয়া) ধীর ব্যক্তি আর শোক করেন না, অর্থাৎ দুঃখ-ভোগ করেন না।' 'আত্মা, প্রাণ ও মনরহিত এবং শুভ্র (দোষ বা মালিন্যরহিত)।' 'এই পুরুষ (ব্রহ্ম) অসঙ্গ (বিকার-সম্বন্ধশূন্য)।' ইতি। অতএব, অশরীরত্বরূপ মোক্ষ নিত্য অর্থাৎ আত্মার স্বভাবসিদ্ধ বলিয়াই ধর্ম্ম-সাধ্য নহে। তদনুরূপ শ্রুতি এই,—'ধর্ম্ম হইতে পৃথক্, অধর্ম্ম হইতে পৃথক্, কৃত-কার্য্য হইতে পৃথক্, অকৃত (কারণ) হইতে পৃথক্, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকালীন বস্তু হইতেও পৃথক্, অর্থাৎ এ সমস্তের অতীত যাহা তুমি (যম) জান, তাহা বল।' ইতি ॥ ১৪ ॥

আরও এক কথা,—উৎপত্তি, প্রাপ্তি, বিকার ও সংস্কারভেদে চতুর্ব্বিধ সাধ্যের বা কর্ম্মের মধ্যেও মোক্ষ অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। প্রথমতঃ মোক্ষ উৎপাদ্য হইতে পারে না ; কারণ, মোক্ষ সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ—নিত্য (জন্মরহিত)। প্রাপ্যও হইতে পারে না ; কারণ, আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম সর্ব্বদাই প্রাপ্ত রহিয়াছেন। বিকার্য্যও নহে ; বিকার্য্য হইলে দধিপ্রভৃতির ন্যায় অনিত্য (উৎপত্তি ও ধ্বংসশালী) হইয়া পড়ে। সংস্কার্য্যও হইতে পারে না ; কারণ, সংস্কার দুই প্রকারে হইয়া থাকে ; এক দোষ অপসারণ দ্বারা, অপর গুণাধান দ্বারা। ব্রহ্ম যখন নিত্য-

নাপ্যতিশয়াধানেন, অনাধেয়াতিশয়স্বরূপত্বাৎ। নিত্যনির্ব্বিকারত্বেন স্বাশ্রয়ায়াঃ পরাশ্রয়ায়াশ্চ ক্রিয়ায়া অবিষয়তয়া ন (*)নির্ঘর্ষণেনাদর্শাদিবদপি সংস্কার্য্যত্বম্। ন চ দেহস্থয়া স্নানাদিক্রিয়য়া আত্মা সংক্রিয়তে; কিন্ত্ববিদ্যা-গৃহীতস্তৎসঙ্গতোঽহং-কর্ত্তা; তৎফলানুভবোঽপি তস্যৈব। ন চ অহং-কর্ত্তৈবাত্মা, তৎসাক্ষিত্বাৎ। তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ—

"তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি।" [মুণ্ড০,৩।১।১]।

"আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ।" [কঠ০, ১।৩।৪]।

"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।

শুদ্ধ (নির্দ্দোষ), তখন আর দোষাপনয়ন সম্ভবপর হয় না। তাহার পর, ব্রহ্মে যখন স্বভাবতই অতিরিক্ত আর কোন গুণ আধেয় বা আরোপযোগ্য হয় না; তখন তাঁহাতে গুণাধানেরও সম্ভব নাই। আর ঘর্ষণ দ্বারা যেমন দর্পণের সংস্কার (উজ্জ্বলতা) হয়; নিত্য নির্ব্বিকার ব্রহ্মে তেমন স্বকীয় বা পরকীয় কোন ক্রিয়ারও সম্ভাবনা নাই; সুতরাং তাঁহাতে সংস্কার্য্যত্বও সম্ভবপর হয় না। [আপত্তি হইতে পারে যে, দেহগত স্নানাদি ক্রিয়া দ্বারা যখন আত্মার পবিত্রতা হয়; তখন পরাশ্রিত বৈধ ক্রিয়া দ্বারা আত্মার সংস্কার হইবে না কেন? তদুত্তরে বলা হইতেছে যে, না—] দেহগত স্নান ও আচমনাদি ক্রিয়া দ্বারাও যে, আত্মার সংস্কার হয়, তাহা নহে; পরন্তু, অবিদ্যা-পরিগৃহীত, দেহসংসৃষ্ট, অহঙ্কারকর্ত্তা, অর্থাৎ 'আমি আমার' ইত্যাদি-প্রকার অহঙ্কারবিশিষ্ট কর্ত্তাই সংস্কৃত হয় এবং সেই সংস্কারের ফলও সেই কর্ত্তাই ভোগ করে। বস্তুতঃ এই অহং-অভিমানীই প্রকৃত আত্মা নহে; কারণ, আত্মা ইহার সাক্ষিস্বরূপ(+)। এতদনুরূপ মন্ত্রও আছে,—['একই দেহ-বৃক্ষে একজাতীয় দুইটী পক্ষী অবস্থান করে;] তন্মধ্যে একটী পক্ষী (জীব) স্বাদু পিপ্পল (ভোগ-যোগ্য কর্ম্ম-ফল) ভোগ করে, আর অপরটী (পরমাত্মা) ভোগ করেন না—দর্শন করেন মাত্র; অর্থাৎ সাক্ষিরূপে জীবের কর্ম্ম ও কর্ম্মফল দর্শন করেন মাত্র।' 'মনীষিগণ দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনঃসমন্বিত আত্মাকে 'ভোক্তা' বলিয়া থাকেন।' 'একই দেব (পরমাত্মা) সমস্ত ভূতের অভ্যন্তরে গূঢ়ভাবে অবস্থিত আছেন; তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতের

(*) নিষ্কর্ষণেনেতি (গ), বিঘর্ষণেনেতি (ঙ) পাঠঃ।

(+) তাৎপর্য্য,—শুদ্ধ চৈতন্যময় আত্মা ভিন্ন চেতনাচেতনমিশ্রিত আরও একটী আত্মা আছে, তাহার স্বরূপ এইরূপ,—"চৈতন্যং যদধিষ্ঠানং লিঙ্গদেহশ্চ যঃ পুনঃ। চিচ্ছায়া লিঙ্গদেহস্থা তৎসংঘো জীব উচ্যতে।" অর্থাৎ সমস্ত জগৎ যে চৈতন্যকে আশ্রয় করিয়া আছে, সেই অধিষ্ঠান চৈতন্য, লিঙ্গশরীর এবং লিঙ্গদেহস্থ চৈতন্য-প্রতিবিম্ব, এতৎসমষ্টি 'জীব' বলিয়া অভিহিত হয়। এই চেতনাচেতন সংঘাতরূপ আত্মাই ক্রিয়া ও ক্রিয়াফল-ভাগী এবং 'আমি, আমার' ইত্যাদিরূপে অহঙ্কারকর্ত্তা, পরমাত্মা ইহার সাক্ষীমাত্র। সুতরাং দেহেতে যে, স্নান, আচমনাদি ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, দেহে আত্মাভিমান বশতঃ সেই অহংকর্ত্তাই তাহা দ্বারা আপনাকে সংস্কৃত বা পবিত্র বলিয়া মনে করে, কিন্তু পরমাত্মা কেবল উদাসীন সাক্ষিভাবে দর্শন করেন মাত্র।

কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ॥"

[শ্বেতাশ্ব০, ৬। ১১]।

"সপর্য্যগাচ্ছুক্র(*)মকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।" [ঈশা০, ৮] ইতি চ অবিদ্যাগৃহীতাদহংকর্তুরাত্মস্বরূপমনাধেয়াতিশয়ং নিত্যশুদ্ধং নির্ব্বিকারং নিষ্কৃষ্যতে। তস্মাদাত্মস্বরূপত্বেন ন সাধ্যো মোক্ষঃ ॥ ১৫ ॥

যদ্যেবম্, কিং বাক্যার্থজ্ঞানেন ক্রিয়তে? ইতি চেৎ; মোক্ষপ্রতিবন্ধ-নিবৃত্তিমাত্রমিতি ক্রমঃ। তথা চ শ্রুতয়ঃ—"ত্বং হি নঃ পিতা, যোঽস্মাকম-বিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়সি।" [প্রশ্ন০, ৬।৮]। "শ্রুতং হ্যেবমেব ভগবদ্দৃশেভ্যঃ,—তরতি শোকমাত্মবিদিতি। সোঽহং ভগবঃ শোচামি, তং মাং ভগবান্ শোকস্য পারং তারয়তু।" [ছান্দো০, ৭।১।৩]। "তস্মৈ মৃদিতকষায়ায় তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারঃ।" [ছান্দো০, ৭।২৬।২] ইত্যাদ্যাঃ। তস্মাৎ নিত্যস্যৈব মোক্ষস্য প্রতিবন্ধনিবৃত্তির্ব্বাক্যার্থ-

---

অন্তরাত্মা (অন্তর্য্যামিস্বরূপ), [জীবকৃত শুভাশুভ] কর্ম্মের অধ্যক্ষ (পরিচালক), সর্ব্বভূতে অবস্থিত বা সর্ব্বভূতের আশ্রয়, সাক্ষী (নির্লেপভাবে দ্রষ্টা), চেতন বা অনুভবিতা এবং কেবল (ফলাসঙ্গী) ও নির্গুণ অর্থাৎ ত্রিগুণের বশীভূত নহে।' 'শুক্র (উজ্জ্বল—অবিদ্যা-বাসনারহিত), অকায় (সূক্ষ্ম শরীর রহিত), অব্রণ (অজ্ঞানরূপ—কারণ শরীররহিত), অস্নাবির, (স্নায়ুশূন্য, সুতরাং স্থূলদেহরহিত, কাম-কর্ম্মাদিদোষশূন্য ও নিষ্পাপ সেই পরমাত্মা সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন।' ইত্যাদি শ্রুতিতে দেখা যায়, কোনরূপ অতিশয় আধানের অযোগ্য, নিত্যশুদ্ধ ও নির্ব্বিকার আত্মস্বরূপকে অবিদ্যাবশবর্ত্তী, অহঙ্কার-কর্ত্তা (অহম্-অভিমানী জীব) হইতে পৃথক্ করিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অতএব, এবংবিধ আত্মস্বরূপ বলিয়াই মোক্ষ কথনই সাধ্য বা ক্রিয়া-নিষ্পাদ্য হইতে পারে না ॥ ১৫ ॥

ভাল, মোক্ষ যদি আত্মার স্বতঃসিদ্ধধর্ম্মই হয়, তাহা হইলে ["তত্ত্বমসি" প্রভৃতি] বাক্যার্থ-বিজ্ঞানে আর কি ফল সম্পাদন করিবে? এ কথা যদি বল; [তদুত্তরে আমরা] বলি যে, বাক্যার্থ-বিজ্ঞানে কেবল [মোক্ষপ্রতীতির] প্রতিবন্ধক (অজ্ঞান) নিবৃত্তি করে মাত্র। তদনুরূপ শ্রুতিসমূহ এই—'নিশ্চয় তুমিই আমাদের পিতা, যে তুমি আমাদিগকে অবিদ্যার পরপারে উত্তীর্ণ করিয়া দিতেছ। আপনাদের ন্যায় লোকের নিকটই আমরা শ্রবণ করিয়াছি যে, আত্মবিৎ অর্থাৎ আত্মাকে জানিলে শোক (দুঃখ) অতিক্রম করে। হে ভগবন্! সেই আমি শোকা-নুভব করিতেছি, অতএব আপনি আমাকে শোকের পরপারে উত্তীর্ণ করিয়া দিন।' '[অনন্তর,] ভগবান্ সনৎকুমার ঋষি মৃদিত-কষায় অর্থাৎ ভোগবাসনারহিত সেই নারদকে অজ্ঞানের পার (মায়াতীত আত্মস্বরূপ) দর্শন করিয়াছিলেন।' ইত্যাদি। অতএব, [বুঝিতে হইবে],

---

(*) শুক্রম্' ইতি খ০।

জ্ঞানেন ক্রিয়তে। নিবৃত্তিস্তু (*) সাধ্যাপি প্রধ্বংসাভাবরূপা ন বিনশ্যতি। "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।" [মুণ্ড০, ৩।২।৯]। "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি।" [শ্বেতাশ্ব০, ৩।৮] ইত্যাদিবচনং মোক্ষস্য বেদনানন্তরভাবিতাং প্রতিপাদয়ন্ নিয়োগব্যবধানং প্রতিরুণদ্ধি। ন চ, বিদিক্রিয়া-কর্ম্মত্বেন ধ্যানক্রিয়া-কর্ম্মত্বেন বা কার্য্যানুপ্রবেশঃ উভয়কর্ম্মত্বপ্রতিষেধাৎ, —"অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদপি।" [কেন০, ১।৩]। "যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি, তং কেন বিজানীয়াৎ," [বৃহদা০, ৪।৪।১৪] ইতি। "তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি, নেদং, যদিদমুপাসতে" [কেন০, ১।৫] ইতি চ। ন চৈতাবতা শাস্ত্রস্য নির্ব্বিষয়ত্বম্ (†); অবিদ্যাপরিকল্পিতভেদনিবৃত্তি-পরত্বাৎ শাস্ত্রস্য। ন হীদন্তয়া ব্রহ্ম বিষয়ী-করোতি শাস্ত্রম্; অপি তু অবিষয়ং প্রত্যগাত্মস্বরূপং প্রতিপাদয়ৎ অবিদ্যাকল্পিত-জ্ঞাতৃ-জ্ঞান-জ্ঞেয়-

---

বাক্যার্থজ্ঞানে কেবল নিত্যসিদ্ধ মোক্ষের [মোক্ষোপলব্ধির] প্রতিবন্ধক নিবৃত্তি করে মাত্র। (কিন্তু মোক্ষ উৎপাদন করে না।) 'নিবৃত্তি' পদার্থটী সাধ্য বা জন্য হইলেও অভাবস্বরূপ, সুতরাং তাহার আর বিনাশ নাই, [কারণ, উৎপত্তিশীল ভাব-পদার্থই বিনষ্ট হয়—অভাব বিনষ্ট হয় না]। বিশেষতঃ, 'ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মই হন।' 'তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করে।' ইত্যাদি বেদবাক্যসমূহ মোক্ষকে জ্ঞানের অনন্তরভাবী বলিয়া বর্ণনা করিয়া নিয়োগের দ্বারা ব্যবধান অর্থাৎ কালবিলম্ব প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। [অভিপ্রায় এই যে, ঐ সকল শ্রুতিবাক্যে জ্ঞানোদয়ের অনন্তরই মোক্ষ-লাভের উপদেশ থাকায় বুঝিতে হয় যে, জ্ঞান ও মোক্ষলাভের মধ্যবর্ত্তী নিয়োগ বা নিয়োগাধীন ক্রিয়াব্যবধান থাকে না।] তাহার পর, বেদনক্রিয়ার কর্ম্মস্বরূপে কিংবা ধ্যানক্রিয়ার কর্ম্মস্বরূপেও যে, মোক্ষের কার্য্যানুপ্রবেশ বা ক্রিয়া-সম্বন্ধ হইতে পারে, তাহা নহে; কারণ, [শ্রুতিতে] উভয়প্রকার কর্ম্মত্বই প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে,—'তিনি (ব্রহ্ম) বিদিত হইতেও পৃথক্, অবিদিত হইতেও পৃথক্।' '[জীব] যাহা দ্বারা এই সমস্ত বিষয় অবগত হয়, তাহাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে?' 'তুমি তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিও, কিন্তু লোক সকল 'এই' (পরিচ্ছিন্ন ও জড়ত্বাদি বিশিষ্ট) বলিয়া যাহার উপাসনা করে; ইহা ব্রহ্ম নহে।' ইত্যাদি। আর ব্রহ্ম বাক্য-গম্য নয় বলিয়াই যে, তদ্বোধক শাস্ত্র একেবারে নির্ব্বিষয় বা বিফল হইল, তাহা নহে; কারণ, অবিদ্যা-কল্পিত ভেদ নিবৃত্তিতেই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য (সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রহ্মবোধনে নহে); কেন না শাস্ত্র কখনই [সম্মুখস্থ বস্তুর ন্যায়] 'এই ব্রহ্ম' বলিয়া ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করে না; পরন্তু, অবিষয় ব্রহ্মাত্মস্বরূপ প্রতিপাদন করতঃ অবিদ্যা দ্বারা কল্পিত যে, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানবিভাগ, অর্থাৎ আমি জ্ঞাতা, অমুক জ্ঞেয় এবং ইহা তদ্বিষয়ক

(*) তন্নিবৃত্তিস্তু' ইতি (ক, খ) পাঠঃ।　　(†) নির্ব্বিষয়বচনম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

বিভাগং নিবর্ত্তয়তি। তথা চ শাস্ত্রম্—"ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যের্নমতে (*) র্মন্তারম্" [বৃহদা০, ৫।৪।২] ইত্যেবমাদি ॥১৬॥

ন চ, জ্ঞানাদেব বন্ধনিবৃত্তিরিতি শ্রবণাদিবিধ্যানর্থক্যম্। স্বভাবপ্রবৃত্ত-সকলেতরবিকল্পবিমুখীকরণদ্বারেণ বাক্যার্থাবগতিহেতুত্বাৎ তেষাম্। ন চ জ্ঞানমাত্রাদ্বন্ধনিবৃত্তির্ন দৃষ্টেতি বাচ্যম্ ; বন্ধস্য মিথ্যারূপত্বেন জ্ঞানোত্তরকালং স্থিত্যনুপপত্তেঃ। অতএব ন শরীরপাতাদূর্দ্ধমেব বন্ধনিবৃত্তিরিতি বক্তুং যুক্তম্। ন হি মিথ্যারূপ-সর্পভয়নিবৃত্তিঃ রজ্জুযাথাত্ম্য-জ্ঞানাতিরেকেণ সর্প-বিনাশমপেক্ষতে। যদি শরীরসম্বন্ধঃ পারমার্থিকঃ, তর্হি (+) তদ্বিনাশাপেক্ষা ; স তু ব্রহ্মব্যতিরিক্ততয়া ন পারমার্থিকঃ। যস্য তু বন্ধো ন নিবৃত্তঃ, তস্য জ্ঞানমেব ন জাতমিত্যবগম্যতে, জ্ঞানকার্য্যাদর্শনাৎ। তস্মাচ্ছরীরস্থিতির্ভবতু বা, মা বা, বাক্যার্থ-(‡)জ্ঞানসমনন্তরং মুক্ত এবাসৌ। অতো ন ধ্যান-নিয়োগ-

জ্ঞান, অবিদ্যা-কল্পিত এই যে, ভেদ, তাহার নিবৃত্তি করিয়া দেয়। দেখ—'দৃষ্টির দ্রষ্টাকে দর্শন করিবে না ; মতির (মননের) মন্তাকে (অনুভবিতাকে) [দর্শন করিবে না]।' এই প্রকার আরও বহুতর শাস্ত্রে [ব্রহ্মের অজ্ঞেয়ত্ব প্রমাণিত হইয়াছে] ॥ ১৬ ॥

আর এ কথাও বলা যায় না যে, একমাত্র জ্ঞান হইতেই বন্ধ-নিবৃত্তি সম্পন্ন হইলে শ্রবণাদি (শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন) বিষয়ে বিধান করা অনর্থক হইতে পারে। কেন না ব্রহ্মেতর সর্ব্ব-বিষয়ে জীবগণের যে, স্বভাবসিদ্ধ বিকল্পবুদ্ধি (বিবিধপ্রকার জ্ঞান রহিয়াছে ; তন্নিবৃত্তিই সেই সকল বিধানের উদ্দেশ্য ; অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধ সেই সমুদয় বিকল্পবুদ্ধি-নিবৃত্তির জন্যই শ্রবণাদির অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে। আর শুধু জ্ঞান হইতে যে, বন্ধ-নিবৃত্তি দৃষ্ট হয় না ; তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, বন্ধ যখন মিথ্যা—অসত্য পদার্থ, তখন জ্ঞানোদয়ের পর কিছুতেই আর বন্ধের অবস্থিতি যুক্তিসম্মত হইতে পারে না। অতএব, কেবল শরীর-পাতের পরই যে, বন্ধনিবৃত্তি হয়, এ কথাও বলা যাইতে পারে না। কেন না, মিথ্যা-সর্পদর্শনে যে, ভয় সমুৎপন্ন হয় ; সেই ভয়-নিবৃত্তিতে রজ্জুর প্রকৃত স্বরূপ-জ্ঞান ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে সর্পবিনাশের জন্য আর কোন কারণের অপেক্ষা বা আবশ্যক হয় না। আর শরীরের সহিত যদি আত্মার সম্বন্ধটী বাস্তবিকই সত্য হইত, তাহা হইলে অবশ্যই সেই সম্বন্ধ-ধ্বংসের অপেক্ষা থাকিত ; কিন্তু, সেই সম্বন্ধটী যখন ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বা সম্পূর্ণ অতিরিক্ত, তখন নিশ্চয়ই অপরমার্থিক বা অসত্য। পক্ষান্তরে, যে লোকের বন্ধ নিবৃত্ত হয় নাই ; তাহার জ্ঞান-ফল—বন্ধ-নিবৃত্তির অদর্শনেই বুঝিতে হয় যে, নিশ্চয়ই তাহার তত্ত্বজ্ঞানও সমুৎপন্ন হয় নাই। অতএব, শরীর থাকুক বা নাই থাকুক, ['তত্ত্বমসি' ইত্যাদি] বাক্যার্থ-জ্ঞানোদয়ের অনন্তর নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি মুক্ত হয় ; অতএব, মোক্ষ

(*) ন মতের্মিত্যংশঃ (ঘ) চিহ্নিতপুস্তকে নোপলভ্যতে। (খ) পুস্তকেতু 'মতেঃ' ইত্যাধঃ পাঠ উপলভ্যতে।
(+) তদাহি' ইতি (ঘ) পাঠঃ।
(‡) ভবতু মা বা, মহাবাক্যার্থেতি (গ) পাঠঃ।

সাধ্যো মোক্ষঃ, ইতি ন ধ্যানবিধি-শেষতয়া ব্রহ্মণঃ সিদ্ধিঃ। অপি তু, "সত্যং-জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।" "তত্ত্বমসি," "অয়মাত্মা ব্রহ্ম", [মাণ্ডুক্য০ ১।২।] ইতি তৎপরেণৈব পদসমুদায়েন সিধ্যতীতি ॥ ১৭ ॥

তদযুক্তম্ ; বাক্যার্থজ্ঞানমাত্রাদ্বন্ধনিবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ। যদ্যপি মিথ্যারূপো বন্ধো জ্ঞানবাধ্যঃ ; তথাপি বন্ধস্যাপরোক্ষত্বান্ন পরোক্ষরূপেণ বাক্যার্থজ্ঞানেন স বাধ্যতে (*)। রজ্জ্বাদাবপরোক্ষ-সর্পপ্রতীতৌ বিদ্যমানায়াং 'নায়ং সর্পঃ—রজ্জুরেষা' ইত্যাপ্তোপদেশজনিত-পরোক্ষসর্প-বিপরীতজ্ঞানমাত্রেণ ভয়ানিবৃত্তি-দর্শনাৎ। আপ্তোপদেশস্য তু ভয়নিবৃত্তিহেতুত্বং বস্তুযাথাত্ম্যাপরোক্ষনিমিত্ত-

---

কখনই নিয়োগ-সাধ্য বা বিধির বিষয় নহে ; সুতরাং ধ্যানবিধির শেষ বা কর্ম্মরূপে কখনই ব্রহ্ম প্রমাণিত হন না ;—পরন্তু 'ব্রহ্ম, সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ।' 'তুমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ।' 'এই আত্মা (দেহী) ব্রহ্মস্বরূপ।' ইত্যাদি ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্যসমূহ হইতেই যাথার্থ ব্রহ্মস্বরূপের প্রতীতি হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

না—এ কথা যুক্তিযুক্ত হয় না ; কারণ, কেবলই বাক্যার্থ-জ্ঞান হইতে বন্ধ-নিবৃত্তি হইতে পারে না। যদিও মিথ্যাময় (অবিদ্যাত্মক) বন্ধন জ্ঞান দ্বারা নিবারণের যোগ্য বটে ; তথাপি বন্ধন যখন অপরোক্ষ বা সাক্ষাৎ অনুভবগম্য, তখন পরোক্ষাত্মক বাক্যার্থ-জ্ঞান দ্বারা তাহার বাধা বা নিবৃত্তি হইতে পারে না। কারণ, [অসর্পভূত] রজ্জু প্রভৃতি পদার্থে অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষাত্মক সর্প-প্রতীতি বা সর্পভ্রম উপস্থিত হইলে আপ্ত-ব্যক্তির নিকট 'ইহা সর্প নহে—রজ্জু', এইরূপ পরোক্ষভাবে সর্প-বিপরীত—রজ্জুজ্ঞানমাত্রে [সর্পভ্রমজাত] ভয়ের নিবৃত্তি হইতে দেখা যায় না (†)। আপ্তোপদেশে যে, ভয়নিবৃত্তি হয়, তাহাও বস্তুর যথার্থ স্বরূপের অপরোক্ষ জ্ঞান-

---

(*) বাধ্যেত' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—জ্ঞানের সহিত অজ্ঞানের বিরোধ স্বতঃ সিদ্ধ ; যে বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তদ্বিষয়ক অজ্ঞান তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। এই কারণেই রজ্জু প্রত্যক্ষ হইবামাত্র, তদ্গত 'সর্প ভ্রম অন্তর্হিত হইয়া যায়। তন্মধ্যে এইমাত্র বিশেষ যে, অজ্ঞান যেখানে পরোক্ষভাবে সমুৎপন্ন হয়, অর্থাৎ ঐন্দ্রিয়িক প্রত্যক্ষ-জনিত না হয় ; সেই পরোক্ষ অজ্ঞান বা ভ্রম, তদ্বিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞানে নিবারিত হয়, কিন্তু, অজ্ঞান যেখানে প্রত্যক্ষাত্মক, সেখানে প্রত্যক্ষ জ্ঞান না হইলে কখনই সেই অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না বা হইতে পারে না। তাই কপিল বলিয়াছেন—"যুক্তিতোঽপি ন বাধ্যতে, দিঙ্মূঢ়বদ পরোক্ষাদৃ ঋতে।" [সাংখ্য দর্শন, ১।৯৫ সূত্র]। অর্থাৎ দিগ্ভ্রম যেমন দিক্ প্রত্যক্ষ না হওয়া পর্যন্ত শত উপদেশেও বাধিত হয় না ; তেমনি কেবল যুক্তির সাহায্যে—পরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা অপরোক্ষ ভ্রম বিদূরিত হয় না।

এখন আলোচ্য স্থলে কথা হইতেছে যে, অনাত্মা দেহাদিতে যে, আত্ম বুদ্ধিরূপ ভ্রম, প্রকৃত পক্ষে তাহাই জীবের বন্ধন, অধিকন্তু সেই বন্ধন ভ্রমাত্মক মিথ্যা হইলেও পরোপদেশাদিগম্য নহে—সাক্ষাৎ অনুভবগম্য—অপরোক্ষ ; সুতরাং তদ্বিষয়ে যতক্ষণ অপর একটী বিরোধী প্রত্যক্ষ জ্ঞান সমুৎপন্ন না হইবে, ততক্ষণ কিছুতেই সেই ভ্রমাত্মক বন্ধন নিবৃত্ত হইবে না। আর ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই একমাত্র অপরোক্ষ—

প্রবৃত্তিহেতুত্বেন। তথা হি,—রজ্জু-সর্পদর্শনভয়াৎ পরাবৃত্তঃ পুরুষঃ 'নায়ং সর্পঃ—রজ্জুরেষা' ইত্যাপ্তোপদেশাদ্বস্তুযাথাত্ম্য-(*) দর্শনে প্রবৃত্তঃ, তদেব প্রত্যক্ষেণ দৃষ্ট্বা ভয়ান্নিবর্ত্ততে ॥ ১৮ ॥

ন চ শব্দ এব প্রত্যক্ষজ্ঞানং জনয়তীতি বক্তুং যুক্তম্, তস্যানিন্দ্রিয়ত্বাৎ। জ্ঞানসামগ্রীষ্বিন্দ্রিয়াণ্যেবাপরোক্ষজ্ঞানসাধনানি। ন চাস্যানভিসংহিতফল-কর্ম্মানুষ্ঠান-মৃদিতকষায়স্য শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনবিমুখীকৃতবাহ্যবিষয়স্য পুরুষস্য বাক্যমেবাপরোক্ষজ্ঞানং জনয়তি। নিবৃত্তপ্রতিবন্ধে তৎপরেঽপি পুরুষে জ্ঞানসামগ্রীবিশেষাণামিন্দ্রিয়াদীনাং স্ববিষয়নিয়মাতিক্রমাদর্শনেন তদ-যোগাৎ। ন চ ধ্যানস্য বাক্যার্থজ্ঞানোপায়তা, ইতরেতরাশ্রয়ত্বাৎ— বাক্যার্থ-জ্ঞানে জাতে তদ্বিষয়ধ্যানং, ধ্যানে নির্বৃত্তে বাক্যার্থজ্ঞানমিতি। ন চ ধ্যান-বাক্যার্থজ্ঞানয়োর্ভিন্নবিষয়ত্বম্; তথা সতি ধ্যানস্য বাক্যার্থজ্ঞানোপায়তা ন

সমুৎপাদন দ্বারাই হয়, (পরোক্ষ জ্ঞান সমুৎপাদন দ্বারা নহে)। অভিপ্রায় এই যে,—রজ্জুকে সর্প মনে করিয়া ভয়ে পরাবৃত্ত বা পশ্চাৎপদ ব্যক্তি যখন আপ্তব্যক্তির উপদেশে জানিতে পারে যে, 'ইহা সর্প নহে—রজ্জু', তখন [সেই সম্মুখীন] বস্তুর (রজ্জু-সর্পের) প্রকৃত তত্ত্ব দর্শন করিতে প্রবৃত্ত হয়; পশ্চাৎ সেই রজ্জুরই স্বরূপটী প্রত্যক্ষ করিয়া ভয় হইতে নিবৃত্ত হয় ॥ ১৮ ॥

আর শব্দ যখন ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্ পদার্থ—অনিন্দ্রিয়; তখন শব্দকেও প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের সমুৎপাদক বলা যাইতে পারে না। কারণ, যত প্রকার জ্ঞানসাধন বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে ইন্দ্রিয়গণই কেবল প্রত্যক্ষজ্ঞানের সাধন বা সমুৎপাদক। আর এ কথাও বলা যায় না; নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানে যাহার কষায় (হৃদয়গত মল) বিনষ্ট হইয়াছে; এবং শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের পরিশীলনে যাহার হৃদয় বাহ্য-বিষয় হইতে পরাঙ্মুখ হইয়াছে; বাক্যই তাদৃশ পুরুষের অপরোক্ষ জ্ঞান সমুৎপাদন করিয়া থাকে। বিপক্ষে হেতু এই যে, কষায়রূপ প্রতিবন্ধকরহিত ও শ্রবণাদি-তৎপর পুরুষেও যখন জ্ঞানসামগ্রী বা জ্ঞানসাধন ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে নিয়মিত স্ব স্ব বিষয় পরিত্যাগ করিতে দেখা যায় না; অর্থাৎ যথানিয়মে কার্য্য করিতে দেখা যায়, তখন তাদৃশ পুরুষে ঐরূপ প্রসিদ্ধ নিয়মেরও উল্লঙ্ঘন হইতে পারে না। আর ধ্যানকে বাক্যার্থ-জ্ঞানের উপায়ও বলা যাইতে পারে না; কেন না, "তত্ত্বমস্যাদি" বাক্যের অর্থবোধের পর হইবে ধ্যান, আবার ধ্যান নিষ্পন্ন হইলে হইবে বাক্যের প্রকৃতার্থ-বোধ; এইরূপে 'ইতরেতরাশ্রয়' দোষ উপস্থিত হয়। আর ধ্যান ও বাক্যার্থ-জ্ঞানের বিষয়ও পৃথক্ নহে; পৃথক হইলে ধ্যান কথনই

প্রত্যক্ষ জ্ঞান, তদ্ভিন্ন শব্দ ও অনুমানাদির সহায্যে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তাহা প্রমা বা সত্য হইতে পারে বটে, কিন্তু কখনই অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ সংজ্ঞা লাভ করিতে পারে না; ঐ জ্ঞান সর্ব্বদাই পরোক্ষ। সুতরাং "তৎ ত্বমসি," ইত্যাদি বাক্যজনিত জ্ঞান সত্য হইলেও কখনই জীবের অজ্ঞান বন্ধন বিধ্বস্ত করিতে পারে না।

(*) আপ্তোপদদেশেন তত্ত্বযাথাত্ম্য'-ইতি (খ,ঘ) পাঠঃ।

স্যাৎ। ন হ্যন্যধ্যানমন্যৌন্মুখ্যমুৎপাদয়তি। জ্ঞাতার্থ-স্মৃতিসন্ততিরূপস্য ধ্যানস্য বাক্যার্থজ্ঞানপূর্ব্বকত্বমবর্জ্জনীয়ম্ ; ধ্যেয়-ব্রহ্মবিষয়জ্ঞানস্য হেত্বন্তরা-সম্ভবাৎ।

ন চ, ধ্যানমূলং জ্ঞানং বাক্যান্তরজন্যম্, নিবর্ত্তকজ্ঞানং তত্ত্বমস্যাদিবাক্য-জন্যমিতি যুক্তম্। ধ্যানমূলমিদং বাক্যান্তরজন্যং জ্ঞানং তত্ত্বমস্যাদিবাক্য-জন্যজ্ঞানেন (*) একবিষয়ং ? ভিন্নবিষয়ং বা ? একবিষয়ত্বে তদেবেতরে-তরাশ্রয়ত্বং, ভিন্নবিষয়ত্বে ধ্যানেন তদৌন্মুখ্যাপাদনাসম্ভবঃ ॥ ১৯ ॥

কিঞ্চ, ধ্যানস্য ধ্যেয়-ধ্যাত্রাদ্যনেকপ্রপঞ্চাপেক্ষত্বাৎ নিষ্প্রপঞ্চ-ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিষয়বাক্যার্থজ্ঞানোৎপত্তৌ দৃষ্টদ্বারেণ নোপযোগঃ, ইতি বাক্যার্থজ্ঞানমাত্রাদ-বিদ্যানিবৃত্তিং বদতঃ শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনবিধীনামানর্থক্যমেব। যতো

বাক্যার্থ-বোধের উপায় হইতে পারিত না। কারণ, এক বিষয়ের ধ্যান কখনই অন্য বিষয়ে একাগ্রতা উৎপাদন করিতে পারে না। বিশেষতঃ, ধ্যেয় ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানের যখন অন্য কোন হেতু নাই, তখন বাক্যার্থ জ্ঞান যে, স্মৃতিধারারূপ ধ্যানের পূর্ব্ববর্ত্তী, ইহা কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারা যায় না। আর এ কথা বলাও যুক্তিযুক্ত হয় না যে, "তৎ ত্বম্ অসি" প্রভৃতি বাক্য হইতে অবিদ্যা-নিবর্ত্তক জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, আর ধ্যানের মূলীভূত জ্ঞানটী অপর বাক্য হইতে উৎপন্ন হয়। [এই পক্ষে জিজ্ঞাস্য এই যে,] ধ্যান এবং ধ্যানের মূল কারণীভূত যে, বাক্যান্তরজন্য জ্ঞান, উভয়েরই বিষয় (জ্ঞেয়) এক কি পৃথক্ ? একই বিষয় হইলে সেই 'ইতরেতরা-শ্রয়ত্ব' দোষ হইল, আর ভিন্ন বিষয় হইলে ধ্যানের দ্বারা কখনই সেই বাক্যাবগত বিষয়ে একাগ্রতা জন্মিতে পারে না (†) ॥ ১৯ ॥

অপিচ, ধ্যানে ধ্যেয় ও ধ্যানকর্ত্তা প্রভৃতি বহুবিধ ভেদের অপেক্ষা রহিয়াছে; সুতরাং নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিষয়ক বাক্যার্থ জ্ঞানোৎপত্তিতে প্রত্যক্ষতঃ কোন উপযোগ বা আবশ্যকই নাই, অর্থাৎ ভেদবুদ্ধি না থাকিলে যখন ধ্যানই হইতে পারে না ; তখন সর্ব্ববিধ ভেদবিমর্দ্দক ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-জ্ঞানে শ্রবণাদির কিছুমাত্র সাফল্য প্রত্যক্ষ হয় না ; এই কারণে, একমাত্র সেই বাক্যার্থজ্ঞানেই অবিদ্যা-নিবৃত্তি হয় বলিলে, বাদীর পক্ষে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন-বিধির

(*) বাক্যত এব জন্যজ্ঞানেন' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—ধ্যান দ্বারা চিত্ত সমাহিত হইলে হইবে বাক্যার্থ প্রতীতি, আবার বাক্যার্থ পরিজ্ঞাত হইলে হইবে ধ্যান ; এইরূপে পরস্পর অপেক্ষিত থাকায় 'ইতরেতরাশ্রয়' দোষ উপস্থিত হয়। আর ধ্যান ও বাক্যার্থের বিষয় বিভিন্ন হইলে কখনই পরস্পরের মধ্যে উপকার্য্যোপকারকভাব থাকিতে পারে না।

বাক্যাদাপরোক্ষ্য-জ্ঞানাসম্ভবাদ্ বাক্যার্থজ্ঞানেনাবিদ্যা ন নিবর্ত্ততে; তত এব জীবন্মুক্তিরপি (*) দূরোৎসারিতা ॥ ১৯ ॥

কা চেয়ং জীবন্মুক্তিঃ? সশরীরস্যৈব মোক্ষ ইতি চেৎ; 'মাতা মে বন্ধ্যা' ইতিবদসঙ্গতার্থং বচনম্। যতঃ সশরীরত্বং বন্ধঃ, অশরীরত্বমেব (†) মোক্ষঃ, ইতি ত্বয়ৈব শ্রুতিভিরুপপাদিতম্। অথ সশরীরত্বপ্রতিভাসে (‡) বর্ত্তমানে যস্যায়ং প্রতিভাসো মিথ্যেতি প্রত্যয়ঃ, তস্য (§) সশরীরত্ব-নিবৃত্তিরিতি। ন; মিথ্যেতি প্রত্যয়েন সশরীরত্বং নিবৃত্তং চেৎ; কথং সশরীরস্য মুক্তিঃ? অজীবতোঽপি মুক্তিঃ সশরীরত্ব-মিথ্যাপ্রতিভাসনিবৃত্তিরেব, ইতি কোঽয়ং জীবন্মুক্ত (‖) ইতি বিশেষঃ? অথ সশরীরত্বপ্রতিভাসো বাধিতোঽপি যস্য দ্বিচন্দ্র-জ্ঞানবদনুবর্ত্ততে, স 'জীবন্মুক্তঃ' ইতি চেৎ; ন, ব্রহ্মব্যতিরিক্ত-সকল-

---

আনর্থক্যই হইয়া পড়ে। যেহেতু বাক্য হইতে অপরোক্ষ জ্ঞানের সম্ভব হয় না, এবং পরোক্ষ বাক্যার্থ জ্ঞান দ্বারাও অবিদ্যা-নিবৃত্তি হইতে পারে না। সেই কারণেই [এই পক্ষে] জীবন্মুক্তিও সুদূর-পরাহত হইয়া পড়ে (¶)।

আর জিজ্ঞাসা করি, এই জীবন্মুক্তিই বা কি প্রকার? যদি বল, সশরীর অবস্থায়ই মোক্ষের নাম জীবন্মুক্তি। তাহা হইলে 'আমার মাতা বন্ধ্যা' এই বাক্যের ন্যায় অসঙ্গতার্থক কথা হয়,—যেহেতু ইতঃপূর্ব্বে তুমিই সশরীরভাবকে 'বন্ধ', আর অশরীরভাবকে 'মোক্ষ' বলিয়া শ্রুতিসমূহ দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছ। যদি বল, সশরীরত্ব প্রতীতি বিদ্যমান সত্ত্বেই যাহার সেই সশরীরত্ব প্রতীতিতে মিথ্যাত্ব বোধ উপস্থিত হয়, তৎক্ষণাৎ তাহার সেই মিথ্যাময় সশরীরত্ব প্রতীতি নিবারিত হইয়া যায়। না,—তাহাও বলিতে পার না; কারণ, [আমার সশরীরত্ব] মিথ্যা, শুধু এই জ্ঞানেই যদি সশরীরভাব নিবারিত হইয়া যায়, তাহা হইলে সশরীরের আর মুক্তি হইল কোথায়? মৃতব্যক্তির মুক্তিও যখন মিথ্যাময় সশরীরত্বাভিমান নিবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে, তখন [বিদেহমুক্তে আর] জীবন্মুক্তে বিশেষ কি রহিল? যদি বল, যাঁহার সশরীরত্ব প্রতীতি বাধিত হইয়াও দ্বিচন্দ্রদর্শন-জ্ঞানের ন্যায় অনুবৃত্ত বা অবিলুপ্ত ভাবে থাকে, তিনিই জীবন্মুক্ত। না,—সে কথাও হইতে পারে না; কারণ, উক্ত বাধক জ্ঞান যখন ব্রহ্ম ভিন্ন সমস্ত বস্তুবিষয়ক, অর্থাৎ

(*) জীবন্মুক্তিরিতি' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) অশরীর এব' ইতি (গ) পাঠঃ। (‡) শরীরিত্বপ্রতিভাসে' ইতি (গ) পাঠঃ।

(§) সশরীরত্ব-মিথ্যাপ্রতিভাসনিবৃত্তিঃ' ইতি (খ) পাঠঃ। (‖) কেয়ং জীবন্মুক্তিঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(¶) তাৎপর্য্য—অভিপ্রায় এই যে, বাক্য হইতে অপরোক্ষ জ্ঞানের সম্ভব হইলে তৎক্ষণাৎ দ্বৈতবিজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, দ্বৈতবিজ্ঞান না থাকিলেও যখন ধ্যানের অনুষ্ঠান হইতে পারে না; এবং ধ্যানের অভাবেও যখন জীবন্মুক্তি হইতে পারে না; তখন কাজেই এই মতে জীবন্মুক্তির সম্ভাবনা থাকে না। জীবন্মুক্তির অসম্ভাবনা বিষয়ে পরবর্ত্তী বাক্যে 'ব্যাঘাত' দোষ প্রদর্শিত হইতেছে।

বস্তুবিষয়কত্বাৎ বাধকজ্ঞানস্য। কারণভূতাবিদ্যা-কর্ম্মাদিদোষঃ সশরীরত্বপ্রতি-ভাসেন সহ তেনৈব বাধিত ইতি বাধিতানুবৃত্তির্ন শক্যতে বক্তুম্। দ্বিচন্দ্রাদৌ তু তৎপ্রতিভাসহেতুভূত-দোষস্য বাধকজ্ঞানভূত-(*) চন্দ্রৈকত্ব-জ্ঞানাবিষয়ত্বেনাবাধিতত্বাৎ দ্বিচন্দ্রপ্রতিভাসানুবৃত্তির্যুক্তা ॥ ২০ ॥

কিঞ্চ, "তস্য তাবদেব চিরং, যাবন্ন বিমোক্ষ্যে; অথ সম্পৎস্যে", [ছান্দো০ ৬।১৪।২] ইতি সদ্বিদ্যানিষ্ঠস্য শরীরপাতমাত্রমপেক্ষতে মোক্ষঃ, ইতি বদন্তীয়ং শ্রুতির্জীবন্মুক্তিং বারয়তি। সৈষা জীবন্মুক্তিরাপস্তম্বেনাপি নিরস্তা—"বেদানিমং লোকমমুঞ্চ পরিত্যজ্যাত্মানমন্বিচ্ছেৎ (†)। বুদ্ধে (‡) ক্ষেমপ্রাপণং, তচ্ছাস্ত্রৈর্বিপ্রতিষিদ্ধম্। বুদ্ধে চেৎ ক্ষেমপ্রাপণম্, ইহৈব ন দুঃখমুপলভেত। এতেন পরং ব্যাখ্যাতম্"। [আপস্তম্বধর্ম্ম০ ২।৯।২১]

ব্রহ্মাতিরিক্ত সকল পদার্থেরই মিথ্যাত্ববোধক, তখন সশরীরত্ব প্রতীতির সহিত তৎকারণীভূত অবিদ্যা ও কর্ম্মাদি দোষ নিচয়ও অবশ্যই বাধিত হইবে; সুতরাং [দ্বিচন্দ্রজ্ঞানের ন্যায়] 'বাধিতানু-বৃত্তি' বলিতে পারা যায় না। বিশেষতঃ দ্বিচন্দ্রাদি-দর্শনাদি স্থলে সেই দ্বিচন্দ্রপ্রতীতির হেতুভূত যে দোষ, তাহা কখনই তদ্বাধক চন্দ্রৈকত্ব-জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় না; বিষয় হয় না বলিয়াই সেই বাধক জ্ঞান দ্বারা বাধিতও হয় না; এই কারণে সে স্থলে দ্বিচন্দ্রদর্শনের অনুবৃত্তি হওয়া সঙ্গত হয়; [কিন্তু, এখানে একই বিষয়ে বাধ্য ও বাধক জ্ঞান হওয়ায় বাধিতানুবৃত্তি হইতেই পারে না] ॥ ২০ ॥

আরও এক কথা,—'তাঁহার (মুমুক্ষুর) সেই পর্য্যন্তই বিলম্ব, যাবৎ দেহ বিমুক্তি না হয়, দেহত্যাগের পর বিমুক্ত হন, (বিদেহকৈবল্য প্রাপ্ত হন)'। সদ্বিদ্যা-নিষ্ঠ (আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ) ব্যক্তির মোক্ষলাভে কেবল দেহত্যাগের মাত্র অপেক্ষা-বোধক উক্ত শ্রুতিই জীবন্মুক্তির প্রতিষেধ করিতেছেন। আপস্তম্বও বক্ষ্যমাণ বচনে এই জীবন্মুক্তি অবস্থার প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। [আপস্তম্ব বলিয়াছেন—] 'সমস্ত বেদ (বেদবিহিত ক্রিয়া) এবং ইহলোক ও পরলোক-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া আত্মার অন্বেষণ করিবে। বোধ বা তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পর যে, ক্ষেমপ্রাপ্তি (মোক্ষলাভ), তাহা শাস্ত্র দ্বারাই প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, জ্ঞানলাভের পরই যদি মোক্ষপ্রাপ্তি (মোক্ষলাভ) হইত, তাহা হইলে [জ্ঞানী পুরুষ] ইহলোকেই আর দুঃখভোগ করিতেন না। ইহা দ্বারা [বিপক্ষমতের] অপরাপর কথাও ব্যাখ্যাত অর্থাৎ নিরাকৃত করা হইল (§)।' ইহা

(*) বাধকজ্ঞানবিষয়ীভূত' ইতি (খ) পাঠঃ। (†) অম্বীক্ষেত' ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) বুদ্ধে চেৎ' ইতি (খ) পাঠঃ।

(§) তাৎপর্য্য—জ্ঞানীর জীবদবস্থায় যে, মুক্তি (জীবন্মুক্তি), তাহা শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্র বিরুদ্ধ। "তস্য তাবদেব চিরং" শ্রুতির উল্লেখ করিয়া শ্রুতিবিরোধ প্রদর্শন করিয়াছেন। পরে আপস্তম্বের কথা উল্লেখ করিয়া স্মৃতিবিরোধও প্রদর্শন করিয়াছেন। অধিকন্তু, আপস্তম্বের বচনে শাস্ত্র বিরোধ ও প্রত্যক্ষবিরোধ, উভয়প্রকার

ইতি। অনেন জ্ঞানমাত্রান্মোক্ষশ্চ নিরস্তঃ। অতঃ সকলভেদনিবৃত্তিরূপা মুক্তির্জীবতো ন সম্ভবতি। তস্মাৎ ধ্যাননিয়োগেন ব্রহ্মাপরোক্ষজ্ঞান-ফলেনৈব বন্ধনিবৃত্তিঃ ॥ ২১ ॥

ন চ নিয়োগ-সাধ্যত্বে মোক্ষস্যানিত্যত্বপ্রসক্তিঃ, প্রতিবন্ধনিবৃত্তি-মাত্রস্যৈব সাধ্যত্বাৎ। কিঞ্চ, ন নিয়োগেন সাক্ষাদ্বন্ধনিবৃত্তিঃ ক্রিয়তে; কিন্তু নিষ্প্রপঞ্চ-জ্ঞানৈকরস-ব্রহ্মাপরোক্ষজ্ঞানেন। নিয়োগস্তু তদাপরোক্ষ্য-জ্ঞানং জনয়তি। কথং নিয়োগস্য জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বম্? ইতি চেৎ; কথং বা ভবতোঽনভিসংহিতফলানাং কর্ম্মণাং বেদনোৎপত্তিহেতুত্বম্? মনোনৈর্ম্মল্য-দ্বারেণেতি চেৎ—মমাপি তথৈব। মম তু নির্ম্মলে মনসি শাস্ত্রেণ জ্ঞান-মুৎপাদ্যতে (*); তব তু নিয়োগেন মনসি নির্ম্মলে জ্ঞানসামগ্রী বক্তব্যেতি

দ্বারা, কেবল জ্ঞান হইতেই যে মোক্ষলাভ হয় বলা হইয়াছিল, তাহাও নিরস্ত হইল। অতএব, সমস্ত ভেদনিবৃত্তিরূপ মুক্তি জীবৎব্যক্তির পক্ষে কখনই সম্ভবপর হয় না। অতএব ব্রহ্ম-বিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞানোৎপাদক ধ্যান-নিয়োগ বা ধ্যান-বিধি দ্বারাই বন্ধ-নিবৃত্তি হয় ॥ ২১ ॥

আর এ কথাও বলিতে পার না যে, মোক্ষকে নিয়োগ-সাধ্য বলিলে উহার অনিত্যতা হইতে পারে। যে হেতু প্রতিবন্ধক-নিবৃত্তিই নিয়োগের সাধ্য বা ফল; (মোক্ষ নহে)। বিশেষতঃ নিয়োগ দ্বারাই যে সাক্ষাৎসম্বন্ধে বন্ধনিবৃত্তি হয়, তাহাও নহে; পরন্তু একমাত্র নিষ্প্রপঞ্চ ও জ্ঞানাত্মক ব্রহ্মবিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞান দ্বারাই বন্ধনিবৃত্তি হয়, নিয়োগ কেবল তদ্বিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞান সমুৎপাদন করে মাত্র। যদি বল, নিয়োগে অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মায় কিরূপে? [আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি—] তোমার মতেই বা ফলাভিসন্ধান রহিত কর্ম্মরাশি জ্ঞানোৎপত্তির হেতু হয় কিরূপে? যদি বল, মনের নির্ম্মলতা সম্পাদন দ্বারা; তবে আমার মতেও সেই কথা। যদি বল, [আমার মতে] মন নির্ম্মল হইলে পর তাহাতে শাস্ত্রের সাহায্যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, কিন্তু তোমার মতে নিয়োগ দ্বারা নির্ম্মলীকৃত মনে জ্ঞান উৎপন্ন হয়; সুতরাং জ্ঞানোৎপত্তির সামগ্রী বা সাধন

বিরোধই প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রুতিতে আছে, 'জ্ঞানী পুরুষ স্বীয় পরিমিত আয়ুষ্কাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয়া মুক্তিলাভ করে।' ইহাতে বুঝা যায় যে জ্ঞানলাভের পরও তাহাকে মুক্তির জন্য জীবন কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়। অন্যত্র আছে—"তয়োর্দ্ধমায়ন্ অমৃতত্বমেতি"। অর্থাৎ তাঁহারা সেই মূর্দ্ধন্য নাড়ী দ্বারা দেহ হইতে নিঃসৃত হইয়া মুক্তি লাভ করেন। ইহা দ্বারাও জানা যায় যে, স্থানবিশেষ দ্বারা নিষ্ক্রমণই বিমুক্তিলাভের উপায়। সুতরাং তাদৃশ নিষ্ক্রমণ ব্যতীত জীবদবস্থায়ই মুক্তি লাভ হইবে কেন? তাহার পর জ্ঞানী লোকও যখন অপর লোকের ন্যায় প্রারব্ধ বশে সুখ দুঃখ-ভোগ করিয়া থাকেন, তখন তাহার আর আনন্দময় মুক্তি লাভ হইল কৈ? পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষাদি-বিরোধও জীবন্মুক্তির বাধক ॥

(*) উৎপদ্যতে' ইতি (গ) পাঠঃ।

চেৎ—ধ্যাননিয়োগনির্ম্মলং মন এব সাধনমিতি ক্রমঃ। কেনাবগম্যতে ? ইতি চেৎ—ভবতো বা কর্ম্মভির্মনো নির্ম্মলং ভবতি, নির্ম্মলে মনসি শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনৈঃ সকলেতরবিষয়বিমুখস্যৈব শাস্ত্রং (*) নিবর্ত্তকজ্ঞানমুৎপাদয়তীতি কেনাবগম্যতে ? "বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা অনাশকেন।" [বৃহদা০ ৬।৪।২২], "শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।" [বৃহদা০৬।৫।৬] "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" [মুণ্ডক০ ৩।২।৯ ইত্যাদিভিঃ শাস্ত্রৈরিতি চেৎ; মমাপি "শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ", "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্," [তৈত্তি, আন০১,]। "ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা," [মুণ্ডক০, ৩।৮।১]। "মনসা তু বিশুদ্ধেন,"। "হৃদা মনীষা, মনসাভিক্লৃপ্তঃ।" [কঠ০, ২।৩।৯]। ইত্যাদিভিঃ শাস্ত্রৈর্ধ্যাননিয়োগেন মনো নির্ম্মলং ভবতি। নির্ম্মলঞ্চ মনো ব্রহ্মাপরোক্ষজ্ঞানং জনয়তীত্যবগম্যত ইতি নিরবদ্যম্ ॥

"নেদং যদিদমুপাসতে", ইত্যুপাস্যত্বং প্রতিষিদ্ধমিতি চেৎ ; নৈবম্ ; নাত্র ব্রহ্মণ উপাস্যত্বং প্রতিষিধ্যতে ; অপি তু, ব্রহ্মণো জগদ্বৈরূপ্যং

যে কি, তাহা তোমার বলা আবশ্যক। আমরা বলি—ধ্যাননিয়োগ দ্বারা বিমলীকৃত মনই সাধন বা জ্ঞানোৎপত্তির উপায়, (অপর কিছু নহে)। যদি বল ইহা জানা যায় কিসের দ্বারা ? [জিজ্ঞাসা করি]—তোমার মতেই বা—কর্ম্ম দ্বারা যে, মন নির্ম্মল হয় এবং শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা অপর সমস্ত বিষয় হইতে বিমুখীভূত (বিতৃষ্ণ) ব্যক্তির সেই নির্ম্মল মনে যে, মোক্ষ-শাস্ত্র বন্ধ-নিবর্ত্তক জ্ঞান সমুৎপাদন করে, ইহাই বা জানা যায় কিসে ? যদি বল, ইহা—'[ব্রাহ্মণগণ] যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও অনাশক অর্থাৎ ভোগত্যাগের দ্বারা [ব্রহ্মকে] জানিতে ইচ্ছা করেন।' 'আত্মাকে শ্রবণ করিবে, মনন (চিন্তা) করিবে, এবং নিদিধ্যাসন (ধ্যান) করিবে।' 'ব্রহ্মকে জানিবে, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মই হইয়া যান।' ইত্যাদি শাস্ত্র দ্বারা জানা যায়। [তাহা হইলে] আমার পক্ষেও '[আত্মাকে] শ্রবণ করিবে, মনন করিবে ও নিদিধ্যাসন করিবে।' 'ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।' 'ব্রহ্ম চক্ষু দ্বারা গৃহীত হন না, বাক্য দ্বারাও উক্ত হন না ; পরন্তু, বিশুদ্ধ মনের দ্বারা গৃহীত হন।' 'বশীকৃত মনের দ্বারা [আত্মা] পরিজ্ঞাত হন।' ইত্যাদি শাস্ত্রানুসারে জানা যায় যে, ধ্যানানুষ্ঠান দ্বারা মন নির্ম্মল হয়, এবং সেই নির্ম্মল মনই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার সমুৎপাদন করিয়া দেয়। অতএব, [আমার পক্ষটীই] নির্দ্দোষ।

যদি বল, 'যাহাকে "ইদং" (বিশিষ্ট রূপ সম্পন্ন) বলিয়া উপাসনা করা হয়, তাহা ব্রহ্ম নহে।' এই শাস্ত্রে ত ব্রহ্মের উপাস্যত্ব প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে ? না—ইহার ভাব এরূপ নহে ; এখানে ব্রহ্মের

(*) শাস্ত্রম্' ইত্যত্র 'বস্তু' ইতি (গ) পুস্তকে পঠ্যতে।

প্রতিপাদ্যতে। যদিদং জগদুপাসতে প্রাণিনঃ, নেদং ব্রহ্ম; 'তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি—যৎ বাচানভ্যুদিতং, যেন বাগভ্যুদ্যতে' ইতি বাক্যার্থঃ। অন্যথা "তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি" ইতি বিরুধ্যতে। ধ্যানবিধিবৈয়র্থ্যঞ্চাত্মনঃ স্যাৎ। অতো ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-ফলেন ধ্যাননিয়োগেনৈবাপরমার্থভূতস্য কৃৎস্নস্য দ্রষ্টৃ-দৃশ্যাদিপ্রপঞ্চরূপবন্ধস্য নিবৃত্তিঃ ॥ ২২ ॥

[ভেদাভেদবাদ-বিচারঃ]

যদপি কৈশ্চিদুক্তম্,—ভেদাভেদয়োর্বিরোধো ন বিদ্যত ইতি। তদযুক্তম্; ন হি শীতোষ্ণ-তমঃপ্রকাশাদিবদ্ভেদাভেদাবেকস্মিন্ বস্তুনি সংগচ্ছেতে। অথোচ্যেত,—সর্ব্বমেব হি বস্তুজাতং প্রতীতি-ব্যবস্থাপ্যম্; সর্ব্বঞ্চ ভিন্নাভিন্নং প্রতীয়তে—কারণাত্মনা জাত্যাত্মনা চাভিন্নম্; কার্য্যাত্মনা ব্যক্ত্যাত্মনা চ ভিন্নম্। ছায়াতপাদিষু বিরোধঃ সহানবস্থান-নিয়মলক্ষণো ভিন্নাধারত্বরূপশ্চ। কার্য্য-কারণয়োর্জাতি-ব্যক্ত্যোশ্চ তদুভয়মপি নোপলভ্যতে; প্রত্যুত একমেব বস্তু দ্বিরূপং প্রতীয়তে। যথা—মৃদয়ং ঘটঃ, ষণ্ডো গৌঃ, মুণ্ডো গৌরিতি (*)। ন চৈকরূপং কিঞ্চিদপি (†) বস্তু

উপাস্যত্ব প্রতিষিদ্ধ হয় নাই; পরন্তু ব্রহ্মের জগদ্বৈলক্ষণ্যই প্রতিপাদিত হইয়াছে;—অর্থাৎ প্রাণিগণ যে, এই জগতের উপাসনা করিয়া থাকে, ইহা ব্রহ্ম নহে। 'যিনি বাক্য দ্বারা বর্ণিত হন না; পরন্তু যাঁহার প্রেরণায় বাক্য উচ্চারিত হয়; তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে।' ইহাই তত্রত্য বাক্যের অর্থ; তাহা না হইলে 'তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে', এই বাক্যটী বিরুদ্ধ হইতে পারে এবং আত্মবিষয়ে ধ্যানবিধিও অনর্থক হইয়া পড়ে। অতএব ব্রহ্মসাক্ষাৎকারজনক ধ্যানবিধি দ্বারাই অসত্যভূত, দ্রষ্টৃ-দৃশ্যাদি প্রপঞ্চাত্মক সমস্ত বন্ধের নিবৃত্তি হয় [বুঝিতে হইবে] ॥ ২২ ॥

কার্য্য কারণের ও জাতি-ব্যক্তির ভেদাভেদ-বাদ বিচার।

আরও যে, কেহ কেহ বলিয়াছেন—[একত্র] ভেদাভেদের বিরোধ নাই। তাহাও যুক্তিবিরুদ্ধ; কারণ, শীত ও উষ্ণ এবং তমঃ ও প্রকাশের ন্যায় [বিরুদ্ধ-স্বভাব] ভেদ ও অভেদ কখনই একটী বস্তুতে সঙ্গত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, যদি বল, সমস্ত বস্তুই প্রতীতি অনুসারে ব্যবস্থাপনীয়; সমস্ত বস্তুই ত ভিন্ন ও অভিন্নরূপে প্রতীত হয়,—সমস্ত বস্তুই কারণরূপে ও জাতিরূপে অভিন্ন, আর কার্য্যরূপে ও ব্যক্তি বা ব্যষ্টিভাবে ভিন্ন। ছায়া ও আলোকের যে বিরোধ, তাহা দ্বিবিধ—একত্র একসঙ্গে অনবস্থাননিয়মরূপ ও ভিন্নাশ্রয়ে অবস্থানের নিয়মরূপ; কিন্তু কার্য্য ও কারণে এবং জাতি ও ব্যক্তিতে উক্ত উভয়প্রকার বিরোধই দৃষ্ট হয় না। পরন্তু, একই বস্তুর দুইটী রূপ বা অবস্থামাত্র প্রতীত হইয়া থাকে। যথা,—'এই ঘটটী মৃত্তিকা এবং এই গো-টী ষাঁড় ও শৃঙ্গহীন'। লোক-ব্যবহারাভিজ্ঞগণ কখনও কোথাও কোন বস্তুই সম্পূর্ণ ভাবে

(*) মুণ্ডো গৌঃ' ইতি পাঠঃ (খ) পুস্তকে নোপলভ্যতে। (†) কিঞ্চিৎ' ইতি (গ) পাঠঃ।

র্লৌকিকৈর্দৃষ্টচরম্। ন চ তৃণাদেজ্বলনাদিবদভেদো ভেদোপমর্দী দৃশ্যত-ইতি ন বস্তুবিরোধঃ। মৃৎসুবর্ণ-গবাশ্বাদ্যাত্মনাবস্থিতস্যৈব ঘটমুকুট-ষণ্ডমুণ্ড-গবাদ্যাত্মনা (*) চাবস্থানাৎ।

ন চাভিন্নস্য ভিন্নস্য চ (†) বস্তুনোঽভেদো ভেদশ্চৈক এবাকার-ইতীশ্বরাজ্ঞা! প্রতীতত্বাদেকরূপ্যং চেৎ; প্রতীতত্বাদেব ভিন্নাভিন্নত্বমিতি

একরূপ দর্শন করেন নাই (‡)। আর অগ্নি যেরূপ দহ্যমান তৃণাদি বস্তুকে বিনষ্ট (দগ্ধ) করে; অভেদও যে, সেইরূপ ভেদের বিনাশ করে; এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না; সুতরাং এখানে 'বস্তুবিরোধ' বলিয়া কোন বিরোধ নাই (§)। বিশেষতঃ মৃত্তিকা, সুবর্ণ, গো, অশ্ব প্রভৃতিভাবাপন্ন বস্তুগুলিকেই আবার [যথাক্রমে] ঘট, মুকুট এবং ষণ্ড ও মুণ্ড গো প্রভৃতিরূপেও অবস্থান করিতে দেখা যায়; অর্থাৎ মৃত্তিকা ঘটাকারে, সুবর্ণ মুকুটাকারে এবং গো ষণ্ডাদি আকারে পরিচিত হয়। [এখানে মৃত্তিকা এই জাতি বা সামান্য-ধর্ম্মানুসারে মৃন্ময় মাত্রই এক—অভিন্ন, অথচ ঘট, শরাবাদিরূপে ভিন্ন]।

আর অভিন্ন বস্তু—জাতির যে, কেবলই অভেদ আকার হইবে এবং ভিন্ন বস্তু—ব্যক্তির যে, কেবল ভেদই একমাত্র আকার হইবে, এরূপ কোন ঈশ্বরাজ্ঞা নাই! [যাহাতে অসঙ্গত হইলেও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে]। যদি বল, প্রতীতি অনুসারেই বস্তুর একরূপত্ব স্বীকার করিতে

(*) 'মুণ্ড-বড়বাদ্যাত্মনা' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) 'ভিন্নস্য চ' ইতি (খ) পুস্তকে নোপলভ্যতে।

(‡)—তাৎপর্য্য—'মৃত্তিকা ও ঘট,' এই উদাহরণে মৃত্তিকা কারণ এবং ঘট তাহার কার্য্য। এস্থলে মৃত্তিকারূপী কারণেরই একটী অবস্থার নাম—ঘট; কার্য্য ও কারণের সহাবস্থানে বিরোধ থাকিলে মৃত্তিকা কখনই ঘটরূপে অবস্থান করিতে পারিত না। দ্বিতীয় উদাহরণে 'ষণ্ড গো' স্থলে 'গোত্ব' একটী জাতি, 'ষণ্ড' একটী ব্যক্তি; জাতি ও ব্যক্তির সহাবস্থানে বিরোধ থাকিলে 'গো' কখনই 'ষণ্ড' হইতে পারিত না। অতএব, ঐরূপ ব্যবহার দৃষ্টে জানা যায় যে, কার্য্য ও কারণ এবং জাতি ও ব্যক্তি একই পদার্থের অবস্থাদ্বয় মাত্র, উহারা পরস্পর বিরুদ্ধ হয় না।

(§) তাৎপর্য্য—একই বস্তুতে ভেদাভেদ স্বীকার পক্ষে প্রথমতঃ দুইটী বিরোধ আশঙ্কিত ও পরিহৃত হইয়াছে। তাহার প্রথমটী সহানবস্থাননিয়মরূপ, অর্থাৎ কস্মিন্ কালেও একত্র না থাকা। দ্বিতীয়টী ভিন্নাধারত্বরূপ, অর্থাৎ স্বভাবতই ভিন্ন স্থানে অবস্থিতির নিয়ম। এখন 'নাশ্য-নাশকত্ব'রূপ আর একটী বস্তু-বিরোধ আশঙ্কা করিয়া তাহার পরিহার করিতেছেন। আশঙ্কা হইয়াছিল যে, অগ্নি যেমন দহ্যমান তৃণকাষ্ঠাদি বিনষ্ট করিয়া দেয়, তেমনি যে কোন বস্তুদ্বয়ের মধ্যে অভেদ উপস্থিত হয়, সেই অভেদ উপস্থিত হইবামাত্র তদুভয়-গত ভেদ বিনষ্ট করিয়া দেয়। অভেদমাত্রই ভেদের বিনাশক; সুতরাং একত্র ভেদাভেদ স্বীকার করিলে উক্তপ্রকার বস্তু-বিরোধ উপস্থিত হয়। তদুত্তরে ভেদাভেদবাদী বলিতেছেন—অভেদ হইলেই যে, ভেদ বিনষ্ট হইয়া যাইবে, এরূপ কোনও নিয়ম দৃষ্ট হয় না; পরন্তু একজাতীয় পদার্থে জাতি-গত অভেদ সত্ত্বেও মৃন্ময় ঘট প্রভৃতি পদার্থে ব্যক্তিগত ভেদ দেদীপ্যমান দৃষ্ট হয়। অতএব, উক্তপ্রকার 'বস্তু-বিরোধ' নামক কোন দোষ স্বীকার করা যাইতে পারে না।

দ্বৈরূপ্যমপ্যভ্যুপগম্যতাম্; ন হি বিস্ফারিতাক্ষঃ পুরুষো ঘটশরাব-ষণ্ডমুণ্ডাদিষু বস্তুষূপলভ্যমানেষু 'ইয়ং মৃৎ, অয়ঞ্চ ঘটঃ, ইদং গোত্বম্, ইয়ঞ্চ ব্যক্তিঃ' ইতি বিবেক্তুং শক্নোতি; অপি তু, 'মৃদয়ং ঘটঃ' ষণ্ডো গৌঃ' ইত্যেব প্রত্যেতি। অনুবৃত্তি-বুদ্ধিবোধ্যং কারণমাকৃতিশ্চ, ব্যাবৃত্তি-বুদ্ধিবোধ্যং কার্য্যং ব্যক্তিশ্চেতি বিবিনক্তীতি চেৎ; নৈবম্; বিবিক্তাকারানুপলব্ধেঃ। ন হি সূক্ষ্মমপি নিরীক্ষমাণৈঃ 'ইদমনুবর্ত্তমানং, ইদঞ্চ ব্যাবর্ত্তমানম্', ইতি পুরোঽবস্থিতে বস্তুন্যাকারভেদ উপলভ্যতে। যথা সংপ্রতিপন্নৈক্যে কার্য্যে বিশেষে চৈকত্ব-বুদ্ধিরুপজায়তে, তথৈব সকারণে সসামান্যে চৈকত্ববুদ্ধিঃ (*) অবিশিষ্টোপজায়তে। এবমেব দেশতঃ কালতশ্চাকারতশ্চ অত্যন্তবিলক্ষণেষ্বপি বস্তুষু

হয়; তাহা হইলে বস্তুর ভেদাভেদও যখন প্রতীতির বিষয়, তখন বস্তুর দ্বিরূপতাও (ভেদ ও অভেদ) স্বীকার করা আবশ্যক হয়। কারণ, কোন ব্যক্তিই বিস্ফারিত-নেত্রে ঘট, শরা, ষণ্ড, মুণ্ড বস্তু অবলোকন করিয়া কখনই 'এইটুকু মৃত্তিকা আর এইটুকু ঘট, এবং এইটুকু গোত্ব জাতি, আর এইটুকু গো ব্যক্তি' এইরূপে জাতি ও ব্যক্তির পার্থক্য করিতে সমর্থ হয় না; পরন্তু, 'এই ঘটটী মৃত্তিকাস্বরূপ, এবং 'এই ষণ্ডটী গো', লোকে এইরূপই অনুভব করিয়া থাকে, [কিন্তু, কেহই উভয়ের পার্থক্য অনুভব করে না]। যদি বল, জাতি ও ব্যক্তির এইরূপেই ত বিবেক বা পার্থক্য করা হইয়া থাকে যে, ঘটাদি বস্তুর কারণ মৃত্তিকা প্রভৃতি ও তাহার আকৃতি হয়—অনুবৃত্তি-বুদ্ধিগম্য, আর কার্য্য ও ব্যক্তি (ঘটাদি) হয়—ব্যাবৃত্তি-বুদ্ধির বিষয়। অভিপ্রায় এই যে, ঘট-কার্য্যের কারণ মৃত্তিকা ও কম্বুগ্রীবাদিরূপ আকৃতি সমস্ত-ঘটেই অনুগত বা বর্ত্তমান দেখা যায়; আর তৎকার্য্য ঘট ব্যক্তির অন্যত্র কুত্রাপি সম্বন্ধ পরিদৃষ্ট হয় না। ইহা হইতেই উভয়ের পার্থক্য জানা যায়। না—এইরূপেও পরিস্ফুট দুইটী আকারের পরস্পর পার্থক্যের প্রতীতি হয় না। কেন না, অতি সূক্ষ্মভাবে অবলোকন করিলেও এই অংশ অনুগত, আর এই অংশ ব্যাবৃত্ত, এইরূপে কোন দৃশ্যমান বস্তুতেই আকারগত পার্থক্য উপলব্ধ বা জ্ঞানগোচর হয় না। বিশেষতঃ যাহার ঐক্য বা অভেদ নিশ্চিত হইয়া আছে; সেইরূপ বিশেষ বিশেষ কার্য্যে যেরূপ একত্ব বা অভিন্নত্ব বোধ হয়, কারণ ও সামান্য-ধর্ম্মযুক্ত কার্য্যবিশেষেও ঠিক সেইরূপই একত্ব-বুদ্ধি উপস্থিত হয়; উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র বিশেষ নাই। এইরূপ, যে সকল বস্তু দেশ, কাল ও আকার দ্বারা অত্যন্ত বিভিন্ন-প্রকার; অর্থাৎ বিভিন্নদেশগত, পৃথক্ পৃথক্ কালগত ও বিভিন্নপ্রকার আকৃতিসম্পন্ন; সেই বস্তুসমূহেও 'ইহা সেই বস্তুই বটে', এই প্রকারে [জাতিগত ঐক্যের] প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে। [পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুর যে, পশ্চাৎ দর্শনে 'ইহা সেই বস্তু' বলিয়া মনে হওয়া, তাহাকে প্রত্যভিজ্ঞা বলে।]

(*) 'অবিশেষো' ইতি (খ) পাঠঃ।

'তদেবেদম্' ইতি প্রত্যভিজ্ঞায়তে। অতো দ্ব্যাত্মকমেব বস্তু প্রতীয়তে, ইতি কার্য্য-কারণয়োর্জাতি-ব্যক্ত্যোশ্চাত্যন্তভেদোপপাদনং প্রতীতিপরাহতম্ ॥২৩॥

অথোচ্যেত —'মৃদয়ং ঘটঃ, খণ্ডো গৌঃ' ইতিবৎ 'দেবোঽহং, মনুষ্যোঽহম্' ইতি সামানাধিকরণ্যেনৈক্যপ্রতীতেরাত্ম-শরীরয়োরপি ভিন্নাভিন্নত্বং স্যাৎ; অত ইদং ভেদাভেদোপপাদনং নিজসদননিহিত-হুতবহজ্বালায়ত-ইতি। তদিদমনাকলিত-ভেদাভেদসাধন-সামানাধিকরণ্য-তদর্থযাথাত্ম্যাববোধবিলসিতম্।

তথা হি—অবাধিত এব প্রত্যয়ঃ সর্ব্বত্রার্থং ব্যবস্থাপয়তি। দেবাদ্যাত্মাভিমানস্ত্বাত্ম-যাথাত্ম্যগোচরৈঃ সর্ব্বৈঃ প্রমাণৈর্ব্বাধ্যমানো রজ্জু-সর্পাদিবুদ্ধিবৎ নাত্ম-শরীরয়োরভেদং সাধয়তি। 'খণ্ডো গৌর্মুণ্ডো গৌঃ,' ইতি সামানাধিকরণ্যস্য ন কেনচিৎ ক্বচিৎ বাধো দৃশ্যতে; তস্মান্নাতিপ্রসঙ্গঃ। অতএব জীবোঽপি ব্রহ্মণো নাত্যন্তভিন্নঃ; অপি তু ব্রহ্মাংশত্বেন ভিন্নাভিন্নঃ।

অতএব বস্তুমাত্রই দ্ব্যাত্মক অর্থাৎ ভেদাভেদ উভয়াকারে প্রতীত হইয়া থাকে; অতএব, কার্য্য ও কারণে এবং জাতি ও ব্যক্তিতে যে, অত্যন্ত ভেদ সমর্থন করা, তাহা অনুভববিরুদ্ধ [সুতরাং উপেক্ষণীয়] ॥ ২৩ ॥

যদি বল, 'এই ঘটটী মৃত্তিকা, এইটী খণ্ড গো' ইত্যাদির ন্যায় 'আমি দেবতা, আমি মনুষ্য', এই সকল স্থলেও আত্মা ও শরীরের সামানাধিকরণ্য নিবন্ধন (অভেদ বিশেষণ-বিশেষ্যভাব বশতঃ) যখন ঐক্য বা অভেদ-প্রতীতি হইতেছে; তখন আত্মা ও শরীরের ত ভেদাভেদ উপপন্ন হইতেই পারে। অতএব, এই ভেদাভেদের সমর্থনকে যে, নিজ-গৃহে অগ্নিশিখা প্রদানের ন্যায় বলা হইয়া থাকে, তাহা কেবল ভেদাভেদসাধক সামানাধিকরণ্য ও সামানাধিকরণ্যের প্রকৃত অর্থের অনভিজ্ঞতারই ফলমাত্র।

দেখ,—যে প্রতীতিটী অপর প্রমাণ দ্বারা বাধিত অর্থাৎ ভ্রান্ত বলিয়া নিশ্চিত না হয়; সেই প্রতীতিই সর্ব্বত্র পদার্থ-নির্দ্ধারণের হেতু হইয়া থাকে; কিন্তু, আলোচ্য স্থলে আত্মার যে, দেবত্বাদি অভিমান, তাহা আত্মযাথাত্ম্য-বোধক সমস্ত প্রমাণে বাধিত; সুতরাং রজ্জু-সর্পাদি-বুদ্ধির ন্যায় উক্ত [ভ্রান্ত] প্রতীতিও আত্মা ও শরীরের অভেদ সাধন করিতে পারে না। অথচ, [পূর্ব্বোদাহৃত] 'খণ্ড গো, মুণ্ড গো', ইত্যাদি স্থানীয় সামানাধিকরণ্যের কোথাও অপর কোন প্রমাণেই বাধা দৃষ্ট হইতেছে না; সুতরাং ['আমি দেবতা' ইত্যাদি স্থলে পূর্ব্বোক্ত ভেদাভেদ নিয়মের] অতিপ্রসক্তি বা ব্যভিচার (নিয়মভঙ্গ) হইল না। অতএব, [সর্ব্ব বস্তুর ভেদাভেদরূপত্ব বশতঃ] জীবও ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন বা পৃথক্ নহে; পরন্তু, ব্রহ্মের অংশরূপে

তত্রাভেদ এব স্বাভাবিকঃ, ভেদস্তৌপাধিকঃ (*)। কথমিদমবগম্যতে ? ইতি চেৎ ; "তত্ত্বমসি।" "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা।" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম", ইত্যাদিভিঃ শ্রুতিভিঃ, "ব্রহ্মেমে দ্যাবাপৃথিবী" ইতি প্রকৃত্য—

"ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মেমে কিতবা উত।
স্ত্রীপুংসৌ ব্রহ্মণো জাতৌ স্ত্রিয়ো ব্রহ্মোত বা পুমান্ (†)॥" [অথর্ব্ব০...]
ইত্যাথর্ব্বণিকানাং সংহিতোপনিষদি ব্রহ্মসূক্তে অভেদশ্রবণাচ্চ।

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্॥" [শ্বেতাশ্ব০, ৬।১৩]
"জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ" [শ্বেতাশ্ব০ ১। ৯]।
"ক্রিয়াগুণৈরাত্মগুণৈশ্চ তেষাম্,
সংযোগহেতুরপরোঽপি দৃষ্টঃ॥" [শ্বেতাশ্ব০, ৫।১২]
"প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ সংসার-মোক্ষস্থিতি-বন্ধহেতুঃ॥"
[শ্বেতাশ্ব০ ৬।১৬]।

ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে। তন্মধ্যে অভিন্নভাবই [জীবের] স্বাভাবিক, ভিন্নভাবটী ঔপাধিক, বা আরোপিত। যদি বল, উক্ত স্বাভাবিকত্ব ও ঔপাধিকত্ব জানা যায় কিসে ? [উত্তর] নিম্নোদ্ধৃত প্রমাণেই ইহা জানা যায়,—[প্রথমতঃ] 'তুমি সেই ব্রহ্ম স্বরূপ।' 'এই আত্মা ভিন্ন আর দ্রষ্টা নাই।' 'এই আত্মাই ব্রহ্মস্বরূপ।' ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ দ্বারা,—দ্বিতীয়তঃ 'ব্রহ্মই এই ভূমি ও অন্তরীক্ষ স্বরূপ', এই প্রকরণে 'ব্রহ্মদাশ (ব্রহ্ম-সম্প্রদাতা) ও ব্রহ্মদাস ; এতদুভয়ই ব্রহ্মস্বরূপ এবং এই কিতব সমূহও ব্রহ্মস্বরূপ। স্ত্রী, পুরুষ উভয়ই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এবং ব্রহ্মই স্ত্রী ও পুরুষস্বরূপ।' এই অথর্ব্ববেদীয় সংহিতার ব্রহ্মসূক্তে অভেদ শ্রবণহেতু,—আর 'যিনি অনিত্য পদার্থ সমূহের নিত্যশক্তি স্বরূপ, চেতনসমূহেরও চৈতন্যসম্পাদক এবং এক হইয়াও অনেকের বহুপ্রকার কাম বা অভিলষিত বিষয়সমূহ সম্পাদন করেন।' '[জীব ও পরমাত্মা], উভয়ই অজ (জন্মরহিত) ; তন্মধ্যে একটী (চেতন), অপরটী অজ্ঞ (অজ্ঞানে অভিভূত)' এবং 'একটী ঈশ (প্রভু), অপরটী অনীশ (অপ্রভু)'। '[সংসারহেতুভূত] ক্রিয়াগুণে, আর [মোক্ষকারণীভূত] আত্মগুণ দ্বারা তাহাদের সংযোগহেতু আরও একটী (জীবের অস্তিত্ব) জানা যায়।' 'প্রধান (প্রকৃতি) ও ক্ষেত্রজ্ঞের (জীবের) অধিপতি (পরিচালক), সত্ত্ব-রজঃ-

---

(*) ভেদ এবৌপাধিকঃ' ইতি (গ) পাঠঃ। ভেদস্ত্বৌপচারিকঃ' ইতি (ঙ) পাঠঃ।
(†) ভবান্' ইতি (গ) পাঠঃ।

"স কারণং করণাধিপাধিপঃ।" [শ্বেতাশ্ব° ৬।৯]।

"তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥" [শ্বেতাশ্ব°৪।৬]।

"য আত্মনি তিষ্ঠন্", [বৃহদা° ৬।৭।২২]। "প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ, নান্তরম্।···প্রাজ্ঞেনাত্মনা অন্বারূঢ় উৎসর্জন্ যাতি।" [বৃহদা°, ৪।৩।২১,৩৫]। "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি" [শ্বেতাশ্ব° ৩।৮] ইত্যাদিভির্ভেদশ্রবণাচ্চ (*) জীব-পরয়োর্ভেদাভেদাববশ্যাশ্রয়ণীয়ৌ। তত্র "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" ইত্যাদিভির্মোক্ষদশায়াং জীবস্য ব্রহ্ম-স্বরূপাপত্তিব্যপদেশাৎ, "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ।" [বৃহদা° ৪।৪।১৪] ইতি (†) তদানীং ভেদেনেশ্বরদর্শননিষেধাচ্চ অভেদঃ স্বাভাবিক ইত্যবগম্যতে ॥ ২৪ ॥

ননু চ, "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" [তৈত্তি-আন° ১] ইতি 'সহ' শ্রুত্যা তদানীমপি ভেদঃ প্রতীয়তে। বক্ষ্যতি চ—

তমোগুণের ঈশ (নিয়ন্তা) ঈশ্বরই সংসার, মুক্তি ও বন্ধের কারণ।' 'তিনিই কারণ ও করণাধি-পতিরও অধিপতি।' '[জীব ও পরমাত্মা,] এতদুভয়ের মধ্যে একটী (জীব) ভোগযোগ্য কর্ম্মফল ভোগ করে, অপরটী (পরমাত্মা) ভোগ না করিয়া কেবল [জীবের কর্ম্ম] দর্শন করেন।' 'যিনি আত্মাতে (দেহে) অধিষ্ঠিত হন।' '[জীব] প্রাজ্ঞ —পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া বাহ্য ও আন্তর (আভ্যন্তরিক) কোন বিষয় অবগত হয় না।' '[মৃত্যুকালে জীব] প্রাজ্ঞ আত্মা-কর্তৃক পরিচালিত হইয়া [দেহ] ত্যাগ করতঃ চলিয়া যায়।' তাঁহাকেই (পরমাত্মাকেই) জানিয়া মৃত্যু অতিক্রম করিয়া থাকে।' ইত্যাদি শ্রুতিসমূহে ভেদশ্রবণহেতুও জীব ও পরমাত্মার ভেদাভেদ অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। তন্মধ্যেও, 'ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মস্বরূপই হন', ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ দ্বারা মোক্ষদশায় জীবের ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তির উল্লেখ থাকায় এবং 'যখন ইহার (মুমুক্ষুর) নিকট সমস্তই আত্মস্বরূপ হইয়া যায়; তখন কে কিসের দ্বারা কি দর্শন করিবে?' এই শ্রুতিতে ঈশ্বরেও ভেদদর্শনের নিষেধ থাকায় জানা যায় যে, [জীব-ব্রহ্মের] অভেদভাবই স্বাভাবিক বা প্রকৃতিসিদ্ধ রূপ ॥ ২৪ ॥

প্রশ্ন হইতেছে যে, 'সেই মুক্ত পুরুষ সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত সমস্ত কাম্য বিষয় ভোগ করেন।' এই 'সহ' শ্রুতি (সহ ব্রহ্মণা) কথায় জানা যায় যে, মোক্ষদশায়ও [জীব-পরমেশ্বরভেদ] অক্ষুণ্ণই

(*) ভেদাভেদ শ্রবণাচ্চ' ইতি (গ) পাঠঃ।　　(†) ইতি চ' ইতি (গ) পাঠঃ।

"জগদ্‌ব্যাপারবর্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ।" [ব্রহ্মসূ০,৪।৪।১৭]। "ভোগ-মাত্রসাম্যলিঙ্গাৎ চ" [ব্রহ্মসূ০,৪।৪।২১] ইতি। নৈতদেবম্; "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা" ইত্যেবমাদিশ্রুতিশতৈরাত্মভেদপ্রতিষেধাৎ। "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" ইতি সর্ব্বৈঃ কামৈঃ সহ ব্রহ্ম অশ্নুতে—সর্ব্বগুণান্বিতং ব্রহ্ম অশ্নুত ইত্যুক্তং ভবতি। অন্যথা, 'ব্রহ্মণা সহ' ইত্য-প্রাধান্যং (*) ব্রহ্মণঃ প্রসজ্যেত। "জগদ্ব্যাপারবর্জম্" ইত্যত্র মুক্তস্য ভেদেনাবস্থানে সতি ঐশ্বর্য্যস্য ন্যূনতাপ্রসঙ্গো বক্ষ্যতে। অন্যথা "সম্পদ্যা-বির্ভাবঃ স্বেন, শব্দাৎ।" [ব্রহ্ম সূ০, ৪।৪।১] ইত্যাদিভির্ব্বিরোধাৎ। তস্মাদভেদ এব স্বাভাবিকঃ; ভেদস্তু জীবানাং পরস্মাদ্ ব্রহ্মণঃ পরস্পরঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়দেহোপাধিকৃতঃ।

যদ্যপি, ব্রহ্ম নিরবয়বং সর্ব্বগতঞ্চ, তথাপ্যাকাশ ইব ঘটাদিনা, বুদ্ধ্যা-দ্যুপাধিনা ব্রহ্মণ্যপি (†) ভেদঃ সম্ভবত্যেব। ন চ ভিন্নে ব্রহ্মণি বুদ্ধ্যাদ্যুপা-

---

থাকে। স্বয়ং সূত্রকারও বলিবেন যে, 'প্রকরণানুসারে জানা যায় যে, মুক্ত পুরুষের জগৎ-রচনা ভিন্ন কার্য্যে ঈশ্বরতুল্য অধিকার হয়, বিশেষতঃ ঐ প্রকরণে জগৎ-রচনার প্রসঙ্গও নাই।' 'কেবল ভোগাংশেই ঈশ্বর-সাম্যের সূচনা বশতও [ঐরূপ জানা যায়]।' না—ইহা এরূপ নহে; অর্থাৎ উক্ত বাক্যসমূহের এইরূপ তাৎপর্য্য নহে; কেননা, 'ইহা ভিন্ন আর দ্রষ্টা নাই,' ইত্যাদি শত শত শ্রুতি দ্বারা [ব্রহ্মের সহিত] আত্মার ভেদ প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। আর "সোঽশ্নুতে" ইত্যাদির অর্থও এইরূপ যে, মুক্ত পুরুষ সমস্ত কাম বা ভোগ্যবিষয়ের সহিত ব্রহ্মকে ভোগ করেন। এই-রূপ অর্থ না করিয়া 'ব্রহ্মের সহিত [ভোগ করেন]' বলিলে ব্রহ্মের অপ্রাধান্য হইয়া পড়ে, [এবং কাম্যবিষয় সমূহেরই প্রাধান্য হইতে পারে!]। আর "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং" সূত্রেও মুক্তপুরুষ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌ভাবে অবস্থান করায় তাঁহার ঐশ্বর্য্যেরই কেবল ন্যূনতা কথিত হইবে; নচেৎ 'মুক্ত-পুরুষের ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারে অধিকার জন্মে; ইহা তদ্বোধক শব্দ হইতেই জানা যায়।' ইত্যাদি সূত্রের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। অতএব, [বুঝিতে হইবে,] অভেদই স্বভাবসিদ্ধ; আর পরব্রহ্ম হইতে যে, জীবগণের ভেদ, তাহা কেবল বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও দেহরূপ উপাধি দ্বারা সম্পাদিত হয় মাত্র। ব্রহ্ম যদিও নিরবয়ব ও সর্ব্বব্যাপী, তথাপি ঘটাদি দ্বারা আকাশের যেমন ভেদ সম্ভাবিত হয়, বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধি দ্বারা ব্রহ্মেও সেইরূপ ভেদ নিশ্চয়ই সম্ভাবিত হয়। এখানে এরূপ আপত্তিও হইতে পারে না যে, ব্রহ্মের ভেদ সম্পন্ন হইলে পর হইবে বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধির সম্বন্ধ, আবার বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধির সম্বন্ধ হইলে হইবে ব্রহ্মভেদ; সুতরাং 'ইতরেতরাশ্রয়'

(*) 'অপ্রাধান্যঞ্চ' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) 'ব্রহ্মণোঽপি' ইতি (গ) পাঠঃ।

ধিসংযোগঃ, বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিসংযোগাদ্ ব্রহ্মণি ভেদঃ, ইতি ইতরেতরাশ্রয়ত্বম্। উপাধেস্তৎসংযোগস্য (*) চ কর্ম্মকৃতত্বাৎ, তৎপ্রবাহস্য চানাদিত্বাৎ।

এতদুক্তং ভবতি—পূর্ব্বকর্ম্মসম্বদ্ধাৎ জীবাৎ স্বসম্বদ্ধ এবোপাধিরুৎপদ্যতে; তদ্যুক্তাৎ কর্ম্ম; এবং বীজাঙ্কুরন্যায়েন কর্ম্মোপাধিসম্বন্ধস্য (†) অনাদিত্বাদদোষ ইতি। অতো জীবানাং পরস্পরং ব্রহ্মণা চাভেদ এব স্বাভাবিকঃ, ভেদস্ত্বৌপাধিকঃ। উপাধীনাং পুনঃ পরস্পরং ব্রহ্মণা চাভেদবৎ ভেদোঽপি স্বাভাবিকঃ (‡)। উপাধীনামুপাধ্যন্তরাভাবাৎ, তদভ্যুপগমেঽনবস্থানাচ্চ। অতো জীবকর্ম্মানুরূপং (§) ব্রহ্মণো ভিন্নাভিন্নস্বভাবা এবোপাধয় উৎপদ্যন্ত ইতি ॥ ২৫ ॥

অত্রোচ্যতে—অদ্বিতীয়-সচ্চিদানন্দ-ব্রহ্মধ্যানবিষয়বিধিপরং বেদান্তবাক্য-

---

দোষ উপস্থিত হয়। 'ইতরেতরাশ্রয়' দোষ না হইবার কারণ এই যে, বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধি ও সেই উপাধির সহিত যে, ব্রহ্মের সংযোগ; এতদুভয়ই কর্ম্মকৃত বা কর্ম্মফল; সেই কর্ম্ম ও উপাধিসংযোগের প্রবাহ অনাদি-সিদ্ধ (||)।

এই অভিপ্রায় উক্ত হইল যে, পূর্ব্বজন্মীয় শুভাশুভ কর্ম্মসম্বদ্ধ জীব হইতেই (বুদ্ধি প্রভৃতি) উপাধির উৎপত্তি হয়, এবং সেই উপাধিসম্বদ্ধ জীব হইতেই আবার শুভাশুভ কর্ম্ম সমুৎপন্ন হয়; এই ভাবে বীজাঙ্কুরের ন্যায় কর্ম্ম ও উপাধি-সংযোগের অনাদিত্বনিবন্ধন [পূর্ব্বোক্ত 'ইতরেতরাশ্রয়'] দোষ হয় না। অতএব, জীবসমূহের যে, পরস্পর ভেদ এবং ব্রহ্ম হইতেও যে, জীবসমূহের ভেদ, ইহা উপাধিকৃত—স্বাভাবিক নহে। কিন্তু বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধি সমূহেরও পরস্পরের সঙ্গে এবং ব্রহ্মের সঙ্গে ভেদ, অভেদ, উভয়ই আছে; তন্মধ্যে ভেদই উহাদের স্বাভাবিক, আর অভেদভাবটী ঔপাধিক বা কাল্পনিক। কারণ, উপাধি সমূহেরও ভেদক আর ত কোনও উপাধি নাই। পক্ষান্তরে, উপাধিরও অপর উপাধি কল্পনা করিলে 'অনবস্থা' দোষ উপস্থিত হইয়া পড়ে। অতএব, [বুঝিতে হইবে যে,] স্বকৃত কর্ম্মানুসারেই জীবের অনুরূপ উপাধিসমূহ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে; সেই উপাধিসমূহ আবার ব্রহ্ম হইতে ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে॥ ২৫ ॥

ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে—সমস্ত বেদান্ত-বাক্যই অদ্বিতীয়, সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মের ধ্যান-

---

(*) 'তত্তৎসংযোগস্য' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) 'কর্ম্মসম্বন্ধস্য' ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) "ভেদস্ত্বৌপাধিকঃ" ইত্যাদিঃ "স্বাভাবিকঃ" ইত্যন্তঃ সন্দর্ভঃ (গ) পুস্তকে নোপলভ্যতে।

(§) 'জীবকর্ম্মানুরূপাঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(||) তাৎপর্য্য.—অভিপ্রায় এই যে, জীবকৃত শুভাশুভ কর্ম্মফলে বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধি ও তৎ-সংযোগের উৎপত্তি হয়, আবার বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিযোগের পর শুভাশুভ কর্ম্মের অধিকার হয়, অথচ অগ্রে কর্ম্ম না থাকিলে উপাধি জন্মিতে পারে না, আবার অগ্রে বুদ্ধিরূপ উপাধি না জন্মিলেও বুদ্ধিসম্পাদ্য কর্ম্মের উৎপত্তি হইতে পারে না; সুতরাং কর্ম্ম ও উপাধি-সংযোগের মধ্যে যদিও আপাতদৃষ্টিতে ইতরেতরাশ্রয় দোষ সম্ভাবিত হয় সত্য; কিন্তু ঐ কর্ম্ম ও উপাধি-সংযোগ যখন অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে,—কে অগ্রে কে পশ্চাৎ, ইহা নির্ণয় করিবার কোনও উপায় নাই, তখন এরূপ স্থলে ইতরেতরাশ্রয় দোষ হইতে পারে না।

জাতমিতি বেদান্তবাক্যৈরভেদঃ প্রতীয়তে। ভেদাবলম্বিভিঃ কর্ম্মশাস্ত্রৈঃ প্রত্যক্ষাদিভিশ্চ ভেদঃ প্রতীয়তে। ভেদাভেদয়োঃ পরস্পরবিরোধাদনাদ্যবিদ্যামূলতয়াপি ভেদপ্রতীত্যুপপত্তেরভেদ এব পরমার্থ ইত্যুক্তম্। তত্র(*) যত্তুক্তং—ভেদাভেদয়োরুভয়োরপি প্রতীতিসিদ্ধত্বাৎ ন বিরোধ ইতি; তদযুক্তম্; কস্মাচ্চিৎ কস্যচিৎ বিলক্ষণত্বং হি তস্মাৎ তস্য ভেদঃ, তদ্বিপরীতত্বং চাভেদঃ। তয়োঃ তথাভাবাতথাভাবরূপয়োরেকত্র সম্ভবমনুন্মত্তঃ কো ব্রবীতি। কারণাত্মনা জাত্যাত্মনা চাভেদঃ, কার্য্যাত্মনা ব্যক্ত্যাত্মনা চ ভেদঃ, ইতি আকার-ভেদাদবিরোধ ইতি চেৎ; ন, বিকল্পাসহত্বাৎ। আকারভেদাদবিরোধ ইতি বদতঃ (†) কিমেকস্মিন্নাকারে ভেদঃ, আকারান্তরে চাভেদ (‡) ইত্যভিপ্রায়ঃ? উত আকারদ্বয়যোগি-বস্তুগতাবুভাবপি? ইতি। পূর্ব্বস্মিন্ কল্পে, ব্যক্তিগতো ভেদো জাতিগতশ্চাভেদ ইতি নৈকস্য দ্ব্যাত্মকতা। জাতির্ব্যক্তিরিতি চৈকমেব বস্ত্বিতি চেৎ; তর্হি আকারভেদাদবিরোধঃ পরিত্যক্তঃ

বিধায়ক; সুতরাং সেই সমস্ত বেদান্ত-বাক্যে [জীব-ব্রহ্মের] অভেদ প্রতিপন্ন হইতেছে; পক্ষান্তরে, ভেদসাপেক্ষ কর্ম্মবিধায়ক শাস্ত্রসমূহ হইতেও আবার ভেদ-প্রতীতি হইতেছে; একত্র ভেদ ও অভেদে বিরোধ হয় বলিয়া—এবং অনাদি অবিদ্যামূলক বলিয়াও যখন ভেদ প্রতীতির উপপত্তি হইতে পারে; তখন অভেদ প্রতীতিই যে, পরমার্থ বা সত্য; এ কথা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। এই পক্ষে যে, ভেদ ও অভেদের প্রতীতি-সিদ্ধত্ব-নিবন্ধন বিরোধ নাই, বলা হইয়াছে; তাহা যুক্তিযুক্ত হয় না। কেন না; কোন এক পদার্থের যে, অপর পদার্থ হইতে বৈলক্ষণ্য, তাহাই তদুভয়ের ভেদ, আর তাহার বিপরীতভাবই অভেদ; সুতরাং পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন সেই ভেদাভেদের যে, একই স্থানে সম্ভাবনা, তাহা অনুন্মত্ত বা প্রকৃতিস্থ কোন্ লোক বলিতে পারে? যদি বল, কারণরূপে ও জাতিরূপে অভেদ, আর কার্য্য ও ব্যক্তিরূপে ভেদ; এই উভয়ভাবে একত্র ভেদাভেদে ত কোনই বিরোধ হইতে পারে না। না,—ইহাও বলা যাইতে পারে না; কারণ, ইহা বিচারসহ হয় না। জিজ্ঞাসা করি—আকারভেদে যিনি অবিরোধ বলিয়া থাকেন, তাহার এই কথার অভিপ্রায় কি?—এক আকারে (জাতিরূপে ও কারণাকারে) অভেদ, আর আকারান্তরে (কার্য্য ও ব্যক্তিরূপে) ভেদ? অথবা, ভেদাভেদ উভয়ই কি [জাতি-ব্যক্তি ও কার্য্যকারণ, এই] উভয়বিধ আকারবিশিষ্ট বস্তুগত? প্রথম পক্ষে যখন ব্যক্তিগত ভেদ ও জাতিগত অভেদ; তখন একের ত আর দ্বিরূপতা হইল না, [কারণ, জাতি ও ব্যক্তি এক পদার্থ নহে]। যদি বল, জাতি ও ব্যক্তি, একই পদার্থ (পৃথক্ নহে); তাহা হইলেও

(*) অত্র' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) অবিরোধং বদতঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।　　　(‡) বাভেদঃ' ইতি (ঙ) পাঠঃ।

স্যাৎ। একস্মিংশ্চ বিলক্ষণত্ব-তদ্বিপর্যয়ৌ বিরুদ্ধাবিত্যুক্তম্। দ্বিতীয়ে তু কল্পে, অন্যোন্যবিলক্ষণমাকারদ্বয়ম্, অপ্রতিপন্নঞ্চ তদাশ্রয়ভূতং বস্তিতি। তৃতীয়াভ্যুপগমেঽপি (*) ত্রয়াণামন্যোন্যবৈলক্ষণ্যমেবোপপাদিতং স্যাৎ; ন পুনরভেদঃ। আকারদ্বয়নিরূপ্যমাণাবিরোধং (†) তদাশ্রয়ভূতে বস্তুনি ভিন্নাভিন্নত্বমিতি চেৎ; স্বস্মাদ্ বিলক্ষণং স্বাশ্রয়মাকারদ্বয়ং স্বস্মিন্ বিরুদ্ধধর্ম্মদ্বয়-সমাবেশ-নির্ব্বাহকং কথং ভবেৎ? অবিলক্ষণং তু কথন্তরাম্? আকারদ্বয়-তদ্বতোশ্চ দ্ব্যাত্মকত্বাভ্যুপগমে নির্ব্বাহকান্তরাপেক্ষয়া অনবস্থানাৎ(‡)। ন চ সম্প্রতিপন্নৈক্য-ব্যক্তি-প্রতীতিবৎ সসামান্যেঽপি (§) বস্তুন্যেকরূপা প্রতীতি-রুপজায়তে। যতঃ(‖) 'ইদমিত্থম্,' ইতি সর্ব্বত্র প্রকার-প্রকারিতয়ৈব সর্ব্বা প্রতীতিঃ। তত্র, প্রকারাংশো জাতিঃ, প্রকার্য্যংশো ব্যক্তিঃ, ইতি নৈকা-

---

'আকারভেদে অবিরোধ', কথাটী পরিত্যাগ করিতে হইল। কারণ, একই পদার্থে বৈলক্ষণ্য ও তদ্বিপর্য্যয় অর্থাৎ অবৈলক্ষণ্য যে, বিরুদ্ধ হয়, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় কল্পেও (আকারদ্বয়বিশিষ্ট এক বস্তুগত, এই পক্ষেও, পরস্পর বিজাতীয় (পৃথক্ প্রতীতি-গম্য) [জাতি ও ব্যক্তিরূপ] দুইটী আকার ত উপলব্ধির বিষয় হয় না; অর্থাৎ জাতি ও ব্যক্তি যে, সম্পূর্ণ পৃথক্ দুইটী পদার্থ, ইহা ত অনুভব হয় না; [জাতি ও ব্যক্তির অতিরিক্ত তদাশ্রয়ীভূত যে, তৃতীয়ও কোন বস্তু প্রতীতি-সিদ্ধ নাই; ইহাও 'অপ্রতিপন্ন' কথা হইতে বুঝিয়া লইতে হইবে]। আর জাতি ও ব্যক্তির আশ্রয়ীভূত তৃতীয় বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও [জাতি, ব্যক্তি ও তদাশ্রয় বস্তু, এই] তিনই যখন অন্যোন্যবিলক্ষণ, তখন উহাদের বৈলক্ষণ্যই প্রতিপাদিত হয়, কিন্তু অভেদ প্রতিপাদিত হয় না। আর আকারদ্বয়বিশিষ্ট বস্তুতে আকারভেদে ভেদাভেদ সম্ভব হয়, বলিলেও বস্তু হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ আকার-দ্বয় স্বীয় আশ্রয়ীভূত বস্তুতে কিরূপেইবা ভেদাভেদরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের সমাবেশ সম্পাদনে সমর্থ হইবে? আর অবিলক্ষণ হইলে অর্থাৎ উক্ত তিনই একরূপ হইলে ত কোনরূপেই উহা হইতে পারে না। অথচ আকারদ্বয় ও তদাশ্রয়, এতদুভয়ের দ্বিরূপতা (বৈলক্ষণ্য) স্বীকার করিলে সেই বৈলক্ষণ্য-নির্ব্বাহের জন্য অপর একটী বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়; তাহারও বৈলক্ষণ্য-নির্ব্বাহের জন্য অপর একটী বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, এইরূপে 'অনবস্থা' দোষ উপস্থিত হইতে পারে। আর যাহার একত্ব পক্ষে কোন বিসংবাদ নাই, সেই ব্যক্তিরূপেও (একটী বস্তুতেও) একত্ব প্রতীতি হয় না; কেন না, সর্ব্বত্রই 'ইহা এইপ্রকার', এইরূপে প্রকার-প্রকারিভাবেই অর্থাৎ সামান্য-বিশেষভাবে বা বিশেষণ-বিশেষ্যভাবেই সমস্ত প্রতীতি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে 'প্রকার' অংশটী জাতি, আর

(*) ত্রিতয়াভ্যুপগমেঽপি' ইতি (গ, ঙ) পাঠঃ।　(†) নিরূহ্যমাণা' ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।
(‡) অনবস্থা স্যাৎ' ইতি (গ, ঙ) পাঠঃ।　(§) তত্ত্বৎসামান্যেঽপি' ইতি (ঘ) পাঠঃ।
(‖) যতঃ' ইতি (গ) পুস্তকে নাস্তি।

কারতা-(*) প্রতীতিঃ। অতএব জীবস্যাপি ব্রহ্মণো ভিন্নাভিন্নত্বং ন সম্ভবতি। তস্মাদভেদস্যানন্যথাসিদ্ধ-শাস্ত্রমূলত্বাদনাদ্যবিদ্যামূল এব ভেদ-প্রত্যয়ঃ॥ ২৬॥

নম্বেবং ব্রহ্মণ এবাজ্ঞত্বাৎ তন্মূলাশ্চ জন্ম-জরা মরণাদয়ো দোষাঃ প্রাদুঃষ্যুঃ। ততশ্চ "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ।" [মুণ্ড০ ১।১।৯]। "এষ আত্মা অপহতপাপ্মা", [ছান্দো০,৮।১।৫] ইত্যাদীনি শাস্ত্রাণি বাধ্যেরন্। নৈবম্; অজ্ঞত্বাদিদোষাণামপরমার্থত্বাৎ। ভবতস্তূপাধি-ব্রহ্মব্যতিরিক্তং বস্ত্বন্তর-মনভ্যুপগচ্ছতো ব্রহ্মণ্যেবোপাধিসংসর্গঃ, তৎকৃতাশ্চ জীবত্বাজ্ঞত্বাদয়ো দোষাঃ পরমার্থত এব (†) ভবেয়ুঃ। ন হি ব্রহ্মণি নিরবয়বেঽচ্ছেদ্যে সম্বধ্যমানা উপাধয়স্তচ্ছিত্ত্বা ভিত্ত্বা বা সম্বধ্যন্তে, অপি তু—ব্রহ্মস্বরূপে সংযুজ্য তস্মিন্নেব স্বকার্য্যাণি কুর্ব্বন্তি॥ ২৭॥

যদি মন্বীত – উপাধ্যুপহিতং ব্রহ্ম জীবঃ, স চাণুপরিমাণঃ। অণুত্বঞ্চ

'প্রকারী' অংশটী ব্যক্তি; স্নতরাং কুত্রাপি একাকারতার প্রতীতি হয় না। এই কারণেই (এক বস্তুতে ভেদাভেদের বিরোধ বশতই) জীবেরও ব্রহ্মের সহিত ভেদাভেদভাব সম্ভবপর হয় না। অতএব, এই অভেদ-প্রতিপাদক শাস্ত্রের অন্যথা অর্থাৎ প্রকারান্তরে সঙ্গতি করিতে পারা যায় না বলিয়াই এই ভেদ-প্রত্যয়কেই অনাদি অবিদ্যামূলক বলিতে হইবে॥ ২৬॥

ভাল, জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নভাবই পরমার্থ সত্য হইলে ব্রহ্মকেই অজ্ঞানের আশ্রয় বলিতে হয়, আজ্ঞানাশ্রয়ত্ব বা অজ্ঞত্ব নিবন্ধন জীবের ন্যায় ব্রহ্মেও অজ্ঞানমূলক জন্ম-মরণাদি দোষ রাশি প্রাদুর্ভূত হইতে পারে? ব্রহ্মেও জন্ম-মরণাদি দোষ সম্বন্ধ হইলে 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ, অর্থাৎ সামান্য ও বিশেষভাবে সমস্ত বিষয় জানেন।' 'এই আত্মা নিষ্পাপ।' ইত্যাদি শ্রুতিশাস্ত্র বাধিত হইয়া পড়ে। না—অজ্ঞত্বাদি দোষ যখন পারমার্থিক বা সত্য নহে, তখন ব্রহ্মে উক্ত দোষের সম্ভাবনাই হইতে পারে না; বরং তুমি যখন উপাধি ও ব্রহ্মের অতিরিক্ত কোনও বস্তুর অস্তিত্ব অঙ্গীকার কর না; তখন তোমার মতেই ব্রহ্মে উপাধি সম্বন্ধ হইতে পারে, এবং সেই উপাধি-কৃত জীবত্ব, অজ্ঞত্ব প্রভৃতি দোষ রাশিও পরমার্থ-সত্যরূপেই ব্রহ্মে প্রাদুর্ভূত হইতে পারে। কেন না, নিরবয়ব ও অচ্ছেদ্য ব্রহ্মে সংসৃষ্ট উপাধি সমূহ যে, ব্রহ্মকে ছেদন ভেদন করিয়া তাহাতে সম্বদ্ধ হয়, তাহা নহে; পরন্তু ব্রহ্মে সংযুক্ত হইয়া সেই ব্রহ্মের উপরেই নিজ নিজ কার্য্য সমুৎপাদন করে মাত্র॥ ২৭॥

আর যদি মনে কর, উপাধি-উপহিত অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদি উপাধি-পরিচ্ছিন্ন-ব্রহ্মই জীবসংজ্ঞা লাভ করেন; জীবের অবচ্ছেদক বা উপাধিস্বরূপ মনের পরিমাণ—অণু; এই কারণে

(*) নৈকাকারা' ইতি (ঘ) পাঠঃ।　　(†) পরমার্থতৈরেব' ইতি (খ) পাঠঃ।

অবচ্ছেদকস্য মনসোঽণুত্বাৎ। স চাবচ্ছেদঃ (*) অনাদিঃ। এবমুপাধ্যুপহিতে দেশে (†) সম্বধ্যমানা দোষা অনুপহিতে পরে ব্রহ্মণি ন সম্বধ্যন্ত-ইতি। অয়ং (‡) প্রষ্টব্যঃ—কিমুপাধিনা ছিন্নো ব্রহ্মখণ্ডোঽণুরূপো জীবঃ? উত অচ্ছিন্ন এবাণুরূপোপাধিসংযুক্তো ব্রহ্মপ্রদেশবিশেষঃ? উত উপাধিসংযুক্তং ব্রহ্মস্বরূপম্? অথ উপাধিসংযুক্তং চেতনান্তরম্? অথ "উপাধিরেব?" ইতি। (॥) অচ্ছেদ্যত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ প্রথমঃ কল্পো ন কল্পতে; আদিমত্ত্বঞ্চ জীবস্য স্যাৎ। একস্য সতো দ্বৈধীকরণং হি ছেদনম্। দ্বিতীয়ে তু কল্পে, ব্রহ্মণ এব প্রদেশবিশেষে উপাধিসম্বন্ধাদৌপাধিকাঃ সর্ব্বে দোষা-স্তস্যৈব (§) স্যুঃ। উপাধৌ গচ্ছত্যুপাধিনা স্বসংযুক্তব্রহ্মপ্রদেশাকর্ষণাযোগা-দনুক্ষণমুপাধিসংযুক্ত-ব্রহ্মপ্রদেশবিশেষভেদাৎ ক্ষণে ক্ষণে বন্ধ-মোক্ষৌ

তদবচ্ছিন্ন জীবও অণুপরিমাণ। সেই অবচ্ছেদ বা উপাধিসম্বন্ধও অনাদি। এই প্রণালী অনুসারে [বুঝা যায় যে,] উপাধিবিশিষ্ট দেশে (জীবে) যে সকল দোষ সমুৎপন্ন হয়, অনুপহিত (উপাধিসম্বন্ধরহিত) পরব্রহ্মে সে সকল দোষ কখনই সম্বদ্ধ হয় না বা হইতে পারে না। (॥) এখন ইহাকে জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক যে, অণুপরিমাণ জীব কি উপাধিপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মাংশ? অথবা [উপাধি দ্বারা] অনবচ্ছিন্ন অথচ অণুপরিমাণ উপাধিসংযুক্ত ব্রহ্মেরই প্রদেশবিশেষ? কিংবা উপাধিসংযুক্ত ব্রহ্মস্বরূপ? অথবা উপাধিসংযুক্ত অপর একটা চেতন? কিংবা উপাধিই? তন্মধ্যে প্রথম পক্ষটী সঙ্গত হইতে পারে না; কারণ, ব্রহ্ম অচ্ছেদ্য [সুতরাং উপাধি দ্বারা ছিন্ন হইতে পারেন না।] বিশেষতঃ এ পক্ষে জীবের আদিমত্ত্ব বা জন্যত্বও হইতে পারে! কারণ, একটা পদার্থের যে দ্বিধা করণ বা পার্থক্যসাধন, তাহারই নামছেদন। দ্বিতীয় পক্ষে ব্রহ্মেরই অংশবিশেষে উপাধিসম্বন্ধ হওয়ায় ফলতঃ উপাধিকৃত দোষসমূহ তাঁহারই (ব্রহ্মেরই) সম্ভাবিত হয়। বিশেষতঃ উপাধি যখন এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করে, তখন সেই উপাধিটী কখনই স্বসংযুক্ত ব্রহ্মপ্রদেশকেও সঙ্গে সঙ্গে লইয়া যাইতে পারে না, তাহার প্রতিনিয়তই ব্রহ্মপ্রদেশের সহিত বিচ্ছেদ হইতেছে; এইরূপে ক্ষণে ক্ষণে উপাধি-বিগম হওয়ায় সেই সকল ক্ষণে জীবের বন্ধ ও মোক্ষ হইতে পারে। অভিপ্রায় এই যে, অংশবিশেষের সহিত উপাধি-সংযোগই

(*) অবচ্ছেদকঃ' ইতি (খ) পাঠঃ।
(†) উপহিতেঽংশে' ইতি (গ) পাঠঃ।
(‡) ইহায়ং' ইতি (খ) পাঠঃ।
(§) একত্রৈব' ইতি (দ) পাঠঃ।

(॥) তাৎপর্য্য,—অভিপ্রায় এই যে, অখণ্ড অনন্ত ব্রহ্মই অণুপরিমাণ (অতিসূক্ষ্ম) মনরূপ উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া 'জীব' সংজ্ঞা লাভ করেন। অবচ্ছেদক মন যখন অণুপরিমাণ, তখন তদবচ্ছিন্ন জীবও অণুপরিমাণ। ব্রহ্মের এই অবচ্ছিন্ন জীব ভিন্ন অনবচ্ছিন্ন অংশও আছে; তাহাই 'পরব্রহ্ম' সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। উপাধি সম্বন্ধ বশতঃ যে কোন দোষ সম্ভাবিত হয়, তৎসমস্ত সেই উপহিত অংশ—জীবেই প্রাদুর্ভূত হয়; কিন্তু অনুপহিত অখণ্ড পরব্রহ্মে আর সেই সমস্ত দোষ সংশ্লিষ্ট হয় না। সুতরাং জীবগত অজ্ঞত্বাদি দোষে ব্রহ্মের সম্বন্ধ

স্যাতাম্। আকর্ষণে চাচ্ছিন্নত্বাৎ কৃৎস্নস্য ব্রহ্মণ আকর্ষণং স্যাৎ। নিরংশস্য ব্যাপিন আকর্ষণং ন সম্ভবতীতি চেৎ; তর্হি উপাধিরেব গচ্ছতীতি পূর্ব্বোক্ত এব দোষঃ স্যাৎ। অচ্ছিন্নব্রহ্মপ্রদেশেষু সর্ব্বোপাধিসংসর্গে সর্ব্বেষাঞ্চ জীবানাং ব্রহ্মণ এব প্রদেশত্বেন অভেদ-প্রতিসন্ধানং (*) স্যাৎ। প্রদেশভেদাদপ্রতিসন্ধানে চৈকস্যাপি স্বোপাধৌ গচ্ছতি সতি প্রতিসন্ধানং ন স্যাৎ। তৃতীয়ে তু কল্পে, ব্রহ্মস্বরূপস্যৈবোপাধিসম্বন্ধেন জীবত্বাপাতাৎ তদতিরিক্তানুপহিতব্রহ্মাসিদ্ধিঃ স্যাৎ; সর্ব্বেষু চ দেহেষ্বেক এব জীবঃ স্যাৎ। তুরীয়ে তু কল্পে, ব্রহ্মণোঽন্য এব জীবঃ, ইতি জীবভেদস্যৌপাধিকত্বং পরিত্যক্তং স্যাৎ। চরমে চার্ব্বাকপক্ষ এব পরিগৃহীতঃ স্যাৎ। তস্মাদভেদ-

---

বন্ধ, আর সেই উপাধির বিগমই মোক্ষ; এইরূপই যখন বন্ধ-মোক্ষের ব্যবস্থা, তখন পরিচ্ছিন্ন মনরূপ উপাধিটী ব্রহ্মের যখন যে প্রদেশে সংযুক্ত হইবে, তখন সেই অংশে বন্ধ উপস্থিত হইবে, পূর্ব্বসংযুক্ত অপরাপর অংশগুলি বিমুক্ত হইয়া যাইবে। পক্ষান্তরে, ব্রহ্ম যখন অখণ্ড পদার্থ, উপাধি-দ্বারা তাহার আকর্ষণ স্বীকার করিলে অখণ্ড সমস্ত ব্রহ্মেরই আকর্ষণ হইতে পারে। যদি বল, নিরংশ ব্যাপক পদার্থের আকর্ষণই অসম্ভব; তাহা হইলে ত সেই পূর্ব্বোক্ত দোষই (প্রতিক্ষণে বন্ধ-মোক্ষ-সম্ভাবনাই) উপস্থিত হইয়া পড়ে। উপাধি দ্বারা অচ্ছিন্ন অর্থাৎ পৃথক্ কৃত নহে, এমন ব্রহ্মপ্রদেশে যখন সমস্ত উপাধিরই সম্বন্ধ হইতে পারে, অথচ সমস্ত জীবই যখন এক ব্রহ্মেরই প্রদেশ বিশেষ, তখন সমস্ত জীবেরই পরস্পর অভিন্ন প্রতীতি হইতে পারে? অর্থাৎ একই জ্ঞান সকলের হৃদয়েই সমানভাবে স্থান পাইতে পারে। আর জীব যদি ব্রহ্মের ভিন্ন-ভিন্ন প্রদেশ-স্বরূপ হয়, এবং তন্নিমিত্তই যদি একের জ্ঞানে সকলের জ্ঞান না হয়, তাহা হইলেও স্ব-স্ব উপাধি যখন প্রদেশান্তর সম্বদ্ধ হয়, তখন একই ব্যক্তির পূর্ব্বাপর জ্ঞানের স্মৃতি না হইতে পারে? (‡)। আর তৃতীয় পক্ষেও উপাধি-সম্বন্ধ বশতঃ স্বরূপতঃ ব্রহ্মেরই যখন জীবত্ব উপস্থিত হয়; তখন জীবাতিরিক্ত অনুপহিত ব্রহ্ম-স্বরূপেরই অভাব হইয়া পড়ে! এবং সর্ব্বদেহে একই জীব কল্পিত হইতে পারে? চতুর্থ কল্পেও জীব যখন ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌ই হইল, তখন পূর্ব্বকল্পিত জীব-ভেদের ঔপাধিকত্ব-সিদ্ধান্তটী পরিত্যাগ করিতে হয়। আর সর্ব্বশেষ পক্ষটী স্বীকার করিলে ত চার্ব্বাকের

(*) 'তবৈব' ইতি (গ) পাঠঃ।　　　　(†) একত্ব-প্রতিসন্ধানম্' ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—ভিন্ন ভিন্ন জীব ব্রহ্মেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশাত্মক, এই কারণে যদি একের জ্ঞানে অপরের জ্ঞান না হয়; তাহা হইলে একই জীবের উপাধি যখন ব্রহ্মের পূর্ব্বপ্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া অপর প্রদেশে সংযুক্ত হইল, তখনও ত ব্রহ্ম-প্রদেশ এক রহিল না—ভিন্ন হইয়া গেল; সুতরাং সে অবস্থায় পূর্ব্বভাব মনে করা অসম্ভব হইয়া উঠে; কারণ, তখনও অনুসন্ধানের প্রতিবন্ধক প্রদেশ-ভেদ কারণটী বিদ্যমানই রহিয়াছে। অতএব, প্রদেশ ভেদকে অভেদ প্রতিসন্ধানের বাধক বলা যায় না।

শাস্ত্রবলেন কৃৎস্নস্য ভেদস্যাবিদ্যামূলত্বমেবাভ্যুপগন্তব্যম্। অতঃ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপপ্রয়োজনপরতয়ৈব শাস্ত্রস্য প্রামাণ্যেঽপি ধ্যানবিধি-শেষতয়া বেদান্তবাক্যানাং ব্রহ্মস্বরূপে প্রামাণ্যমুপপন্নমিতি ॥২৮॥

তদপ্যযুক্তম্ ;—ধ্যানবিধিশেষত্বেঽপি বেদান্তবাক্যানামর্থ-সত্যত্বে প্রামাণ্যাযোগাৎ। এতদুক্তং ভবতি,—ব্রহ্মস্বরূপগোচরাণি বাক্যানি কিং ধ্যানবিধিনৈকবাক্যতামাপন্নানি ব্রহ্মস্বরূপে প্রামাণ্যং প্রতিপদ্যন্তে ? উত-স্বতন্ত্রাণ্যেব ? একবাক্যত্বে ধ্যানবিধিপরত্বেন ব্রহ্মস্বরূপে তাৎপর্য্যং ন সম্ভবতি। ভিন্নবাক্যত্বে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপপ্রয়োজন-বিরহাদনববোধকত্বমেব। ন চ বাচ্যম্,—ধ্যানং নাম স্মৃতিসন্ততিরূপম্ ; তচ্চ স্মর্ত্তব্যৈকনিরূপণীয়মিতি। ধ্যানবিধেঃ স্মর্ত্তব্যবিশেষাকাঙ্ক্ষায়াম্—"ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা।" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম, সর্ব্বানুভূতিঃ (*)", "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম", [তৈত্তি° আন°, ১।]

পক্ষই স্বীকার করা হয় (†)। অতএব অভেদবোধক শাস্ত্রের প্রামাণ্যবলে জীব-ভেদকে অবিদ্যা-মূলক বলিয়াই স্বীকার করা উচিত। অতএব, প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিরূপ প্রয়োজন-প্রকাশক শাস্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করিলেও ধ্যান-বিধির অঙ্গরূপে ব্রহ্মস্বরূপ নিরূপণেও বেদান্ত-বাক্যসমূহের প্রামাণ্য সুসঙ্গতই হইতে পারে ॥ ২৮ ॥

এ সিদ্ধান্তও যুক্তি-যুক্ত হয় না ; কেন না, ধ্যান-বিধির শেষ বা অঙ্গ হইলেও বেদান্ত-বাক্য-সকল যে সত্য অর্থের প্রকাশক, এবিষয়ে কোনই প্রমাণ নাই। অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্ম-স্বরূপ-বোধক বেদান্ত-বাক্যসকল কি ধ্যান-বিধির সহিত একবাক্যতা (এক বিষয়ে তাৎপর্য্যশালিতা) প্রাপ্ত হইয়াই ব্রহ্মের স্বরূপপ্রকাশনে প্রামাণ্য লাভ করে ? অথবা স্বতন্ত্রভাবে ? একবাক্যতা পক্ষে ঐ বাক্যসমূহ যখন ধ্যান বিধির শেষ বা অঙ্গমাত্র, তখন ব্রহ্ম-স্বরূপ-জ্ঞাপনে উহাদের তাৎপর্য্য সম্ভবপর হয় না ; আর ভিন্নবাক্যতা পক্ষেও ঐ সকল বাক্য যখন প্রবৃত্তিনিবৃত্তিরূপ প্রয়োজন-রহিত, তখন নিশ্চই সত্যার্থ-বোধক নহে. এ কথাও বলিতে পার না যে, স্মৃতি-ধারার নাম হইল ধ্যান ; সেই ধ্যানের নিরূপণ কেবল স্মর্ত্তব্য বিষয়মাত্র-সাপেক্ষ ; সেই ধ্যান-বিধিরই অপেক্ষিত বিশেষ বিশেষ স্মর্ত্তব্য বিষয়ের নিরূপণের ইচ্ছায়—'এই দৃশ্যমান যে কিছু পদার্থ, সমস্তই এই আত্মস্বরূপ।' 'এই আত্মাই সর্ব্বানুভাবক ব্রহ্মস্বরূপ।' 'ব্রহ্ম—সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত (অসীম)।'

(*) সর্ব্বানুভূঃ' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—শেষ কল্পে জিজ্ঞাসা হইয়াছিল, যে, 'উপাধি মনই কি জীব ?' এখন কথা হইতেছে যে, যদি উপাধিভূত মনকেই 'জীব' বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে নাস্তিক-শিরোমণি চার্ব্বাক-মতের সঙ্গে এই মতের কিছুমাত্র পার্থক্য থাকে না ; কারণ, চার্ব্বাকও বলেন দেহাদির অতিরিক্ত 'জীব' নামক কোন চেতন পদার্থ নাই, পরন্তু ঐ দেহাদিই জীবের প্রকৃত স্বরূপ। "ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ। ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ ॥" অর্থাৎ স্বর্গ নাই, মোক্ষ নাই, এবং পারলৌকিক (পরলোকগামী) [দেহাতিরিক্ত] আত্মাও নাই। দেহ ভস্মীভূত (বিনষ্ট) হইলে তাহার আর পুনর্ব্বার আগমন হইবে কোথা হইতে বা কি প্রকারে ? ইত্যাদি বাক্যে চার্ব্বাকের নিজ মত পরিব্যক্ত হইয়াছে।

ইত্যাদীনি স্বরূপ-তদ্বিশেষাদীনি সমর্পয়ন্তি। তেনৈকবাক্যতামাপন্নান্যর্থ-সদ্ভাবে (*) প্রমাণম্, ইতি ধ্যানবিধেঃ স্মর্ত্তব্যবিশেষাপেক্ষত্বেঽপি "মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত [ছান্দো০ ৭।১।৫।] (†) ইত্যাদি-দৃষ্টিবিধিবৎ অসত্যেনাপ্যর্থবিশেষেণ ধ্যাননির্ব্বৃত্ত্যুপপত্তের্ধ্যেয়সত্যত্বানপেক্ষণাৎ। অতো বেদান্ত-বাক্যানাং প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিপ্রয়োজনবিধুরত্বাৎ ধ্যানবিধিশেষত্বেঽপি (‡) ধ্যেয়-বিশেষ-স্বরূপসমর্পণমাত্রপর্য্যবসানাৎ, স্বাতন্ত্র্যেঽপি বালাতুরাদ্যুপচ্ছন্দন-বাক্যবৎ জ্ঞানমাত্রেণৈব পুরুষার্থপর্যন্ততাসিদ্ধেশ্চ পরিনিষ্পন্নবস্তু-সত্যতা-গোচরত্বাভাবাৎ ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রপ্রমাণকত্বং ন সম্ভবতীতি প্রাপ্তম্ ॥২৯॥

[সিদ্ধান্তঃ—]

তত্র প্রতিপদ্যতে—"তত্তু সমন্বয়াৎ" ইতি। সমন্বয়ঃ—সম্যক্ অন্বয়ঃ, পুরুষার্থতয়া অন্বয় ইত্যর্থঃ। পরমপুরুষার্থভূতস্য অনবধিকাতিশয়া-নন্দস্বরূপস্য ব্রহ্মণোঽভিধেয়তয়ান্বয়াৎ তৎ শাস্ত্রপ্রমাণকত্বং সিধ্যত্যে-

ইত্যাদি বেদান্ত-বাক্যসমূহ যখন ব্রহ্মের স্বরূপ ও তদ্গত বিশেষ বিশেষ ভাব সমূহ প্রকাশ করিতেছে, তখন সেই ধ্যান-বিধির সহিত একবাক্যতালাভ করিয়া প্রতিপাদ্য অর্থের সত্যতা বিষয়ে প্রমাণরূপে পরিগণিত হইতে পারে? তাহা হইলেও মনেতে ব্রহ্মদৃষ্টি বিধায়ক 'মনকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিবে।' ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় অসত্য বাক্যার্থ দ্বারাও যখন ধ্যান-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতে পারে; তখন ধ্যান-কার্য্যে ধ্যেয় পদার্থের কিছুমাত্রও সত্যতার অপেক্ষা করে না। অতএব, বেদান্ত-বাক্য সমূহ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপ প্রয়োজনবাহিতা বশতঃ ধ্যান-বিধির অধীন হইলেও যেহেতু কেবল ধ্যেয়-পদার্থের স্বরূপ প্রকাশনেই পর্য্যবসিত, আর স্বাতন্ত্র্য বা ধ্যান-বিধির অনধীনতা পক্ষেও বালক ও রোগার্ত্ত ব্যক্তির পরিসান্ত্বনা-বাক্যের ন্যায় যেহেতু কেবল বাক্যার্থ-বোধেই পুরুষের প্রকৃত প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে; অতএব, পরিনিষ্পন্ন (স্বতঃ সিদ্ধ) বস্তুর সত্যতা বোধনে শাস্ত্রের সামর্থ্য নাই; সুতরাং ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণকতা (বেদান্ত-প্রতিপাদ্যতা) সম্ভবপর হইতে পারে না; ইহাই প্রাপ্ত হওয়া গেল ॥ ২৯ ॥

তদুত্তরে 'তত্তু সমন্বয়াৎ,' এই সিদ্ধান্ত-সূত্রের অবতারণা করা হইল। 'সমন্বয়' অর্থ—সম্যক্‌রূপে অন্বয়, অর্থাৎ যথোপযুক্তরূপে পুরুষার্থের সহিত সম্বন্ধ। যাঁহার অবধি এবং (সীমা) নাই এবং যদপেক্ষা অতিশয়ও (মহত্ত্ও) নাই; তাদৃশ ব্রহ্মই পরম-পুরুষার্থরূপে সমস্ত বেদান্ত-শাস্ত্রের অভিধেয় বা বাচ্যার্থ। অতএব, ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণকতা নিশ্চয়ই সিদ্ধ বা প্রমাণিত হয়। সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত ও সর্ব্বাতিশয়

সূত্র-সিদ্ধান্ত।

(*) অর্থসত্যত্বে মিথ্যাত্বেঽপ্যুদাসীনত্বমাত্রপদার্থসদ্ভাবঃ' ইত্যধিকঃ পাঠো দৃশ্যতে (গ) পুস্তকে।

(†) নাম ব্রহ্মেতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

(‡) বিশেষত্বেঽপীতি (গ) পাঠঃ।

বেত্যর্থঃ। নিরস্তনিখিলদোষ-নিরতিশয়ানন্দস্বরূপতয়া পরমপ্রাপ্যং ব্রহ্ম বোধয়ন্ বেদান্তবাক্যগণঃ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিপরতা বিরহাৎ ন প্রয়োজনপর্য্যবসায়ীতি ব্রুবাণো রাজকুলবাসিনঃ পুরুষস্য কৌলেয়ক-(*) কুলাননুপ্রবেশেন প্রয়োজনশূন্যতাং ব্রূতে। এতদুক্তং ভবতি —অনাদিকর্ম্মরূপাবিদ্যাবেষ্টন-তিরোহিত-পরাবরতত্ত্বযাথাত্ম্য-স্বস্বরূপাববোধানাং (†) দেবাসুর-গন্ধর্ব্ব-সিদ্ধ-বিদ্যাধর-কিন্নর-কিম্পুরুষ-যক্ষ-রক্ষঃ-পিশাচ-মনুজ-পশু-শকুনি-সরীসৃপ-বৃক্ষ-গুল্ম-লতা-দূর্ব্বাদীনাং স্ত্রী-পুং-নপুংসকভেদভিন্নানাং ক্ষেত্রজ্ঞানাং (‡) ব্যবস্থিত-ধারক-পোষক-ভোগ্যবিশেষাণাং মুক্তানাং স্বস্য চাবিশেষেণানুভবসম্ভবে স্বরূপগুণবিভব-চেষ্টিতৈঃ অনবধিকাতিশয়ানন্দজনকং পরং ব্রহ্মাস্তি, ইতি বোধয়দেব বাক্যং প্রয়োজনপর্য্যবসায়ি। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিনিষ্ঠন্তু যাবৎ পুরুষার্থান্বয়বোধং, ন প্রয়োজনপর্য্যবসায়ি ॥৩০॥

আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মবোধক বেদান্ত-বাক্য সমূহকে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বোধক নয় বলিয়া যে, প্রয়োজনহীন বা নিরর্থক বলা, তাহা ঠিক রাজকুলবাসী পুরুষের ম্লেচ্ছ-গৃহে অগমনে যেমন নিষ্প্রয়োজনতা, তাহারই অনুরূপ। এই অভিপ্রায় উক্ত হইল যে, অনাদি কাল হইতে প্রবৃত্ত কর্ম্মরূপ অবিদ্যাময় আবরণ দ্বারা যাহাদের পরব্রহ্ম ও অপর ব্রহ্মের যথার্থ ভাব এবং নিজেরও প্রত্যক্-স্বরূপতা-জ্ঞান তিরোহিত হইয়া রহিয়াছে, যাহাদের দেহধারণ ও পোষণোপযোগী ভোগ্য বিষয় সমূহ সুব্যবস্থিত আছে, এবং স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসক-ভেদে বিভিন্নপ্রকার দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, কিন্নর, কিম্পুরুষ, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ [গন্ধর্ব্বাদি পিশাচ পর্য্যন্ত সকলেই দেবযোনি-বিশেষ], মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ (সর্পাদি), বৃক্ষ, গুল্ম, লতা ও দূর্ব্বাপ্রভৃতি ক্ষেত্রজ্ঞ—জীবসমূহ, মুক্ত-পুরুষ এবং নিজেরও যখন তুল্যরূপ অনুভব করিবার যোগ্যতা আছে; তখন যাহার স্বীয় রূপ, গুণ, বিভব (ঐশ্বর্য্য) ও চেষ্টা বা ক্রিয়ার অবধি নাই, এবং যদপেক্ষা অধিক নাই; তাদৃশ আনন্দজনক ব্রহ্মের সদ্ভাবপ্রতিপাদক বেদান্ত-বাক্য নিশ্চয়ই প্রয়োজন-পর্য্যবসায়ী অর্থাৎ সপ্রয়োজন বা সার্থক হইবে। কিন্তু প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিবোধক বাক্য পুরুষের পরিমিত অভীষ্ট প্রতিপাদক হইলেও প্রকৃত প্রয়োজন-(আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তি-) সাধনে কখনই সমর্থ হয় না (§) ॥ ৩০ ॥

(*) 'কৌলেয় কুলাপ্রবেশেন' ইতি (গ) পাঠঃ।　　(†) স্বরূপবোধকানামিতি (ক, গ) পাঠঃ।

(‡) ব্যবস্থিতেতি (খ) পাঠঃ।　　(চ) 'পরং ব্রহ্ম' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(§) তাৎপর্য্য—রাজকুলবাসী পুরুষ যেমন ম্লেচ্ছগৃহে গমন করে না, কারণ, সেখানে তাহার এমন কোন অভীষ্ট বস্তু নাই, যাহা রাজগৃহেই না—ম্লেচ্ছগৃহে পাওয়া যায়, বরং রাজ ভবনেই এরূপ বিস্তর বস্তু থাকে, যাহা ম্লেচ্ছভবনে দুর্লভ। প্রবৃত্তি নিবৃত্তিময় কর্ম্মকাণ্ডে যে সমস্ত পুরুষার্থ প্রাপ্য বলিয়া বর্ণিত আছে, তৎ সমস্ত বিষয় পুরুষার্থ হইলেও পরম পুরুষার্থ নহে; পরন্তু নিত্যনির্দ্দোষ ও নিরতিশয় আনন্দময় ব্রহ্ম স্বয়ংই পরম

এবম্ভূতং ব্রহ্ম কথং প্রাপ্যতে, ইত্যপেক্ষায়াম্—"ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্।" [তৈত্তি°, আন° ১] "আত্মানমেব লোকমুপাসীত।" [বৃহদা° ৩।৪।১৫] ইতি বেদনাদিশব্দৈরুপাসনং ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যুপায়তয়া বিধীয়তে। যথা—'স্ববেশ্মনি (*) নিধিরস্তি', ইতি বাক্যেন নিধিসদ্ভাবং জ্ঞাত্বা তৃপ্তঃ সন্ পশ্চাত্তদুপাদানে চ প্রযততে। যথা চ—কশ্চিৎ রাজকুমারো বালক্রীড়াসক্তো নরেন্দ্রভবনাৎ নিষ্ক্রান্তো মার্গাদ্ভ্রষ্টো (†) নষ্ট ইতি রাজ্ঞা বিজ্ঞাতঃ স্বয়ঞ্চাজ্ঞাতপিতৃকঃ কেনচিৎ দ্বিজবর্য্যেণ বর্দ্ধিতোঽধিগতবেদশাস্ত্রার্থঃ (‡) ষোড়শবর্ষঃ সর্ব্বকল্যাণগুণাকরস্তিষ্ঠন্, 'পিতা তে সর্ব্বলোকাধিপতির্গাম্ভীর্য্যৌদার্য্য-বাৎসল্য-সৌশীল্য-শৌর্য্য-বীর্য্য-পরাক্রমাদি-(§) গুণগণসম্পন্নঃ ত্বামেব নষ্টং পুত্রং দিদৃক্ষুঃ পুরবরে তিষ্ঠতি'; ইতি কেনচিদভিযুক্ততমেন প্রযুক্তং বাক্যং শৃণোতি চেৎ; তদানীমেব 'অহং তাবৎ জীবতঃ পুত্রঃ, মৎপিতা চ সর্ব্ব-

---

পূর্ব্বোক্তপ্রকার ব্রহ্ম কি উপায়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই আকাঙ্ক্ষায় 'ব্রহ্মবিৎ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন।' 'আত্মাকেই 'প্রাপ্য বা দ্রষ্টব্য' রূপে উপাসনা করিবে।' ইত্যাদি বাক্যে 'বেদন' প্রভৃতি শব্দে উপাসনাই আত্ম-লাভের উপায়রূপে বিহিত হইয়াছে। যেমন কোন লোক নিজগৃহে গুপ্ত ধন আছে, জানিতে পারিয়া পরিতুষ্ট হইয়া পশ্চাৎ সেই গুপ্তধন উদ্ধারে সচেষ্ট হয়; অথবা, যেমন কোন এক জন রাজকুমার শৈশবসুলভ ক্রীড়াপ্রসঙ্গে রাজভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পথিভ্রষ্ট হওয়ায় হারাইয়া গেল। রাজা (কুমারের পিতা) পুত্রকে জানিতেন বটে, পুত্র কিন্তু পিতার নামাদি জানিত না; এমত অবস্থায় কোন একজন ব্রাহ্মণের যত্নে সেই রাজকুমার পরিবর্দ্ধিত ও বেদশাস্ত্রে সুশিক্ষিত হইয়া ষোড়শবর্ষবয়সে সমস্ত উৎকৃষ্টগুণে বিভূষিত হইলেন, এমন সময় সে যদি কোন অভিজ্ঞ লোকের নিকট শ্রবণ করিতে পারে যে, 'সর্ব্বলোকাধিপতি এবং গাম্ভীর্য্য, ঔদার্য্য, বাৎসল্য, সৎস্বভাব, শৌর্য্য, বীর্য ও পরাক্রমাদিগুণ সম্পন্ন তোমার পিতা হারান পুত্র তোমাকেই দর্শন করিবার অভিলাষে রাজভবনে অবস্থান করিতেছেন।' তাহা হইলে সেই

পুরুষার্থ; এবং সমস্ত বেদান্ত-বাক্যই সমস্বরে তাঁহাকে পরমপুরুষার্থ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন; সেই নিরতিশয় ব্রহ্মানন্দলাভই জীবনিচয়ের একমাত্র প্রয়োজন; সুতরাং বেদান্ত-শাস্ত্র প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি বোধক না হইলেও নিষ্প্রয়োজন বা অনর্থক হইতে পারে না; পরন্তু, সর্ব্বপ্রয়োজনের সারভূত ব্রহ্ম প্রতিপাদনেই সার্থকতা লাভ করিয়া থাকে।

বিশেষতঃ প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি প্রকাশনই শাস্ত্রের সফলতা বা সপ্রয়োজনতার কারণ নহে; পরন্তু, সুখ ও দুঃখ নিবৃত্তিরূপ পুরুষার্থ-প্রতিপাদনই শাস্ত্রের সফলতার একমাত্র কারণ। বেদান্ত-শাস্ত্র যখন নিরতিশয় আনন্দময় ব্রহ্মকে পুরুষার্থরূপে প্রতিপাদন করিতেছেন; তখন তাহার নিরর্থকত্ব-শঙ্কা কখনই যুক্তি-সঙ্গত হইতে পারে না।

(*) 'তব বেশ্মনি' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) 'দুর্গাৎ ভ্রষ্ট' ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) অধিগতবেদশাস্ত্রঃ' ইতি (গ,ঘ) পাঠঃ। (§) 'ধৈর্য্যপরাক্রমাদীতি (খ) পাঠঃ

সম্পৎসমৃদ্ধঃ,' ইতি নিরতিশয়-হর্ষসমন্বিতো ভবতি। রাজা চ স্বপুত্রং জীবন্তমরোগমতিমনোহরদর্শনং বিদিতসকলবেদ্যং শ্রুত্বা অবাপ্তসমস্তপুরুষার্থো ভবতি; পশ্চাৎ তদুপাদানে চ প্রযততে। পশ্চাৎ তাবুভৌ (*) সঙ্গচ্ছেতে চেতি ॥ ৩১ ॥

যৎ পুনঃ, পরিনিষ্পন্নবস্তু-গোচরস্য বাক্যস্য তজ্জ্ঞানমাত্রেণাপি পুরুষার্থ-পর্য্যবসানাৎ বালাতুরাদ্যুপচ্ছন্দনবাক্যবৎ নার্থসদ্ভাবে প্রামাণ্যমিতি। তদসৎ; —অর্থসদ্ভাবাভাবে নিশ্চিতে জ্ঞাতোঽপ্যর্থঃ পুরুষার্থায় ন ভবতি। বালাতুরাদীনামপ্যর্থসদ্ভাবভ্রান্ত্যৈব (†) হর্ষাদ্যুৎপত্তিঃ। তেষামেব তস্মিন্নপি (‡) জ্ঞানে বিদ্যমানে যদ্যর্থাভাবনিশ্চয়ো জায়েত; ততস্তদানীমেব হর্ষাদয়ো নিবর্ত্তেরন্। ঔপনিষদেষ্বপি বাক্যেষু ব্রহ্মাস্তিত্ব-তাৎপর্য্যাভাবনিশ্চয়ে

কুমার যেরূপ তৎক্ষণাৎ 'আমার পিতা জীবিত আছেন, এবং তিনি সর্ব্বসম্পদে ধনী।' এই মনে করিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হন, রাজাও পুত্রকে জীবিত, নীরোগ, অত্যন্ত প্রিয়দর্শন ও সকল শাস্ত্রাভিজ্ঞ শ্রবণে সম্পূর্ণরূপে কৃতার্থ হন। পরে সেই পুত্রের আনয়নেও যত্নপর হন; এবং শেষে তাহারা উভয়ে (পিতা-পুত্রে) একত্র সম্মিলিত হইয়া থাকেন। [ব্রহ্ম প্রাপ্তি সম্বন্ধে উপদেশও ঠিক তদ্রূপ] ॥ ৩১ ॥

আরও যে বলা হইয়াছে, স্বতঃসিদ্ধ বস্তুবোধক বাক্যের বাক্যার্থপ্রতীতিই কেবল পুরুষার্থে পর্য্যবসিত হয়, অর্থাৎ শ্রোতা ঐরূপ বাক্য হইতে একটা অর্থ প্রতীতি করিয়াই পরিতুষ্ট হয় মাত্র, আর কিছু প্রাপ্তব্য বা কর্ত্তব্য আছে বলিয়া মনে করে না। অতএব, বালক ও রোগার্ত্ত ব্যক্তির মনোরঞ্জনের জন্য কথিত বাক্যের ন্যায় ঐ সকল বাক্যেরও তদ্বোধিত অর্থের সদ্ভাবে (অস্তিত্বে) কিছুমাত্র প্রামাণ্য নাই; অর্থাৎ ঐ জাতীয় বাক্যাবগত অর্থ যে, সত্য সত্যই থাকিবে, তাহা নহে। এ কথাও সঙ্গত হয় না; কারণ, সেই বাক্যাবগত অর্থ সত্য নহে, ইহা যদি নিশ্চিত জানা যায়; তাহা হইলে সেই বিজ্ঞাত অর্থ কখনই পুরুষার্থের (হর্ষাদি প্রয়োজনের) নিমিত্ত হইতে পারে না। আর বালক ও আতুর প্রভৃতির যে, [ঐরূপ বাক্যে] হর্ষাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহাও কেবল তদুপযুক্ত অর্থ আছে, এই বিশ্বাস বশতঃই হইয়া থাকে। সেই বাক্যার্থ জ্ঞানের পর তাহাদেরও যদি তদুপযুক্ত অর্থের (বস্তুর) অসদ্ভাববিষয়ে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান জন্মে; তাহা হইলে ত তৎক্ষণাৎই তাহাদের সেই হর্ষাদির নিবৃত্তি হইয়া যাইতে পারে। [এইরূপ] উপনিষদুক্ত বাক্যসমূহেও যদি ব্রহ্মাস্তিত্ব বিষয়ে তাৎপর্য্যের অভাব নিশ্চয় থাকিত, তাহা হইলে ব্রহ্ম বিষয়ে জ্ঞান সমুদিত হওয়া সত্ত্বেও সেই জ্ঞান কখনই পুরুষার্থে অর্থাৎ পুরুষের কোনরূপ

(*) 'পশ্চাদুভৌ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) 'ভ্রান্ত্যা' ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ। (‡) 'তস্মিন্নেব' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

ব্রহ্মজ্ঞানে সত্যপি পুরুষার্থপর্য্যবসানং ন স্যাৎ। অতঃ "যতো বা ইমানি" ইত্যাদি বাক্যং নিখিল জগদেককারণং নিরস্তনিখিলদোষগন্ধং সার্ব্বজ্ঞ্য-সত্য-সংকল্পত্বাদ্যনন্তকল্যাণগুণাকরমনবধিকাতিশয়ানন্দং ব্রহ্মাস্তীতি বোধয়তীতি সিদ্ধম্ ॥১।১।৪॥ [চতুর্থং সমন্বয়াধিকরণং সমাপ্তম্।]

প্রয়োজন-সাধনে পর্য্যবসিত হইতে পারিত না। অতএব, 'যাঁহা হইতে এই সমস্ত ভূত সমুৎপন্ন হয়,' ইত্যাদি বাক্য যে, সর্ব্বজগতের একমাত্র কারণ, সর্ব্বপ্রকার দোষ সম্পর্কশূন্য, সর্ব্বজ্ঞতা ও সত্যসংকল্পতা প্রভৃতি কল্যাণময় অনন্তগুণের আকর এবং অবধি ও অতিশয়রহিত আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করে; ইহা সিদ্ধ বা নিশ্চিত (*) ॥ ১।১।৪ ॥

॥ চতুর্থ সমন্বয়াধিকরণ সমাপ্ত। চতুঃসূত্রী সমাপ্ত হইল ॥

(*) তাৎপর্য্য—চতুর্থ অধিকরণে প্রধানতঃ এই সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে—প্রথমতঃ সংশয় হইয়াছিল যে, ব্রহ্ম-প্রতিপাদক বেদান্তশাস্ত্র প্রমাণরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে কি না? অনন্তর পূর্ব্বপক্ষ বা আপত্তি হইয়াছিল—

১। অনুষ্ঠানযোগ্য ক্রিয়া প্রতিপাদন করাই যখন বেদশাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য; তখন যে সকল বাক্যে ঐরূপ ক্রিয়ানুষ্ঠানের বিধান আছে, সেই সকল বাক্যই প্রমাণ; ক্রিয়াপ্রতিপাদনহীন কোন বাক্যই প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না; সুতরাং বেদান্ত শাস্ত্রে যখন অনুষ্ঠান-যোগ্য কোন ক্রিয়ারই উল্লেখ নাই, তখন ঐ শাস্ত্র প্রমাণ হইবে কিরূপে?

২। মনুষ্যকে কর্ত্তব্য বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করা ও অকর্ত্তব্য বিষয় হইতে নিবর্ত্তিত করাই শাস্ত্রোপদেশের প্রয়োজন। যে শাস্ত্র মনুষ্যকে কর্ত্তব্য বিষয় গ্রহণ করিতে এবং অকর্ত্তব্য বিষয় পরিত্যাগ করিতে উপদেশ প্রদান করে, সেই শাস্ত্রই প্রমাণ। নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্ম যখন নিজেরই স্বরূপ—ত্যাগ বা গ্রহণের যোগ্য নহে; তখন তদুপদেশক বেদান্ত শাস্ত্র নিষ্প্রয়োজন; সুতরাং অপ্রমাণ।

৩। বেদান্তশাস্ত্রকে যদি প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতেই হয়, তাহা হইলেও কর্ম্ম-কাণ্ডোক্ত যজ্ঞাদি ক্রিয়ার জন্য অবশ্য-বক্তব্য যে, কর্ম্ম, কর্ত্তা ও দেবতাদি, তৎপ্রকাশক বলিয়া—অথবা বেদান্তশাস্ত্রেও যে সকল উপাসনাদি ক্রিয়ার বিধান আছে, তৎপ্রকাশক বলিয়া প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে; কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে ব্রহ্ম প্রকাশক বলিয়া নহে। অতএব, বেদান্ত-শাস্ত্রের স্বতন্ত্রভাবে ব্রহ্মপ্রতিপাদনে তাৎপর্য্য নাই, সুতরাং বেদান্তশাস্ত্র দ্বারা ব্রহ্ম প্রমাণিত হইতে পারেন না। এতদুত্তরে বলা হইয়াছে—

৪। একমাত্র ক্রিয়া-প্রতিপাদনেই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নহে, 'ইহা সর্প নহে- রজ্জু' ইত্যাদি অক্রিয়াবোধক বাক্যেও যখন ভয়-নিবৃত্তি হইতে দেখা যায়, তখন অক্রিয়াস্বরূপ ব্রহ্মপ্রতিপাদক শাস্ত্রই বা প্রমাণ বা সফল হইবে না কেন? আর যেখানে বাক্যোপদিষ্ট বিষয়ে অনুষ্ঠানের যোগ্যতা আছে; সেই খানেই ঐরূপ নিয়ম; সুতরাং প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির অভাব অপ্রমাণ্যের কারণ নহে।

৫। যে বাক্যে পুরুষার্থের সম্বন্ধ আছে, অর্থাৎ পুরুষের প্রয়োজনীয় বিষয়ের সমুল্লেখ আছে; সেই বাক্যই সার্থক ও প্রমাণ; প্রবৃত্তি নিবৃত্তিই প্রামাণ্যের একমাত্র কারণ নহে। বেদান্ত শাস্ত্রে যখন পরম পুরুষার্থরূপী সাক্ষাৎ ব্রহ্মই 'প্রাপ্তব্য' বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছেন; তখন তাহার প্রামাণ্য-সংশয়ের কোন কারণ নাই।

৬। এই প্রসঙ্গে জীব-ব্রহ্মের ভেদাভেদ বিষয়ে জীবের স্বরূপ সমালোচনা ও সিদ্ধান্ত। বাক্যার্থ জ্ঞান ও ধ্যান, এতদুভয়ের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-হেতুত্ব বিচার প্রভৃতি বিষয় সমূহ বিস্তৃতরূপে বিচারিত হইয়াছে। উপসংহারে

[illegible]

দ্বিতীয় খণ্ড।

সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাবলী, সংখ্যা—৩৬
ভারত-শাস্ত্র-পিটক,
সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ
সংখ্যা—৩

প্রবর্ত্তক—
রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর
কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ

ব্রহ্মসূত্র

বা

বেদান্ত-দর্শন

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্-রামানুজাচার্য্য প্রণীত

বিশিষ্টাদ্বৈতপর

সমেত

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থকর্ত্তৃক

অনূদিত ও সম্পাদিত

বিদ্যোৎসাহী বদান্যবর

রাজা শ্রীযুক্ত রাও যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের

সাহায্যে

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে
শ্রীরামকমল সিংহকর্ত্তৃক প্রকাশিত

সন ১৩১৯—চৈত্র

শ্রীরামানুজকৃত ভাষ্যোপেত ব্রহ্মসূত্রের বিষয় সূচী।

প্রথম অধ্যায়ে।

প্রথমপাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় পাদে—

দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত।

তৃতীয় পাদে—

চতুর্থপাদ সমাপ্ত।

প্রথমাধ্যায়ের সূচীপত্র সমাপ্ত ॥

——:*:——

ঈক্ষত্যধিকরণম্।।

ঈক্ষতের্নাশব্দম্ ॥১।১।৫।

[পদচ্ছেদঃ—ঈক্ষতেঃ (ঈক্ষধাতুর প্রয়োগহেতু) ন (নহে) অশব্দং (বেদে অনুক্ত, সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি) [জগৎকারণ]।

[সরলার্থঃ—ন বিদ্যতে [বেদোক্তঃ] শব্দঃ [প্রমাণং] যস্য, তৎ অশব্দং—সাংখ্য-পরিকল্পিতং প্রধানমিত্যর্থঃ। বেদে হি সাংখ্যপরিকল্পিত-'প্রধান'-বাচকঃ কশ্চিদপি শব্দো নাস্তি; অতঃ তৎ প্রধানং আনুমানিকং—অনুমানগম্যমেবেত্যর্থঃ।

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ," ইত্যত্র 'সৎ'-পদেন জগৎকারণতয়া অভিহিতস্য বস্তন ঈক্ষতেঃ জ্ঞানার্থকস্য ঈক্ষধাতোঃ প্রয়োগাৎ, অচেতনে চ তদসম্ভবাৎ 'সৎ'-পদবাচ্যং জগৎকারণং অশব্দং—প্রধানং ন; অপিতু সর্ব্বজ্ঞং চেতনং ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ॥

বেদে যাহার বাচক বা প্রতিপাদক কোন শব্দ নাই, তাহাই 'অশব্দ'। বেদে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিবোধক কোন শব্দ-প্রমাণ নাই—অনুমানই একমাত্র উহার অস্তিত্বে প্রমাণ; এই কারণে, উহাকে আনুমানিক বা অনুমানগম্য বলা হয়। প্রধান, প্রকৃতি, অব্যক্ত, মায়া প্রভৃতি শব্দগুলি একার্থবোধক।

'হে সোম্য! সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ 'সৎ'রূপে ছিল।' এই শ্রুতিতে 'সৎ'শব্দে যাঁহাকে জগৎকারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; তাঁহার সম্বন্ধেই আবার 'ঈক্ষ' ধাতুরও প্রয়োগ রহিয়াছে। ঈক্ষধাতুর অর্থ—জ্ঞান; অচেতন প্রধানে যখন ঈক্ষণের (জ্ঞানের) একেবারেই সম্ভব হয় না, অথচ চেতন ব্রহ্মে সম্ভব হয়; তখন 'অশব্দ' প্রধান কখনই সৎ-শব্দ বাচ্য জগৎ-কারণ হইতে পারে না; পরন্তু সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি চেতন ব্রহ্মই জগৎকারণ বলিয়া স্বীকার্য্য ॥ ১।১।৫ ॥]

"যতো বা ইমানি" ইত্যাদিজগৎকারণবাদি-বাক্যপ্রতিপাদ্যং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি সমস্তহেয়প্রত্যনীক-কল্যাণগুণৈকতানং(*)ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্যমিত্যুক্তম্। ইদানীং জগৎকারণবাদিবাক্যানামানুমানিক-প্রধানাদিপ্রতিপাদনানর্হতোচ্যতে—'ঈক্ষতের্নাশব্দমিত্যাদিনা। ১।

জগৎকারণতাবোধক "যতো বা ইমানি" ইত্যাদি বাক্য-প্রতিপাদ্য—সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, সমস্ত তুচ্ছগুণরহিত ও সর্ব্বপ্রকার কল্যাণকর গুণের আকর ব্রহ্মই যে, [বেদান্ত-] জিজ্ঞাস্য; একথা ইতঃ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এখন জগৎকারণবাদী সেই সকল বাক্যে যে, অনুমান কল্পিত প্রধান প্রভৃতি (প্রকৃতি প্রভৃতি) প্রতিপাদিত হইতে পারে না, ইহাই "ঈক্ষতেঃ নাশব্দং" ইত্যাদি সূত্রে প্রতিপাদিত হইতেছে,—। ১।

(*) কল্যাণৈকতানমিতি (গ) পাঠঃ।

ইদমাম্নায়তে চ্ছান্দোগ্যে,—"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ, একমেবাদ্বিতীয়ম্। তদৈক্ষত—বহু স্যাং, প্রজায়েয়েতি, তৎ তেজোঽসৃজত" [ছান্দো০ ৬।২।১] ইত্যাদি। তত্র সন্দিহ্যতে—কিং সচ্ছব্দবাচ্যং জগৎকারণং পরোক্তমানুমানিকং প্রধানম্? উত উক্তলক্ষণং (*) ব্রহ্ম? ইতি।২।

কিং প্রাপ্তং? প্রধানমিতি। কুতঃ, "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" ইতি ইদং-শব্দবাচ্যস্য চেতন-ভোগ্যভূতস্য সত্ত্বরজস্তমোময়স্য বিয়দাদি-নানারূপবিকারাবস্থস্য বস্তুনঃ কারণাবস্থাং বদতি। কারণভূতদ্রব্যস্যাবস্থান্তরাপত্তিরেব হি কার্য্যতা। অতো যৎ দ্রব্যং যৎস্বভাবঞ্চ কার্য্যাবস্থম্; তৎস্বভাবং তদেব দ্রব্যং কারণাবস্থম্। সত্ত্বরজস্তমোময়ঞ্চ (†) কার্য্যম্, ইতি গুণসাম্যাবস্থং প্রধানমেব হি কারণম্। তদেবোপসংহৃতসকলবিশেষং সন্মাত্রমিতি "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেব," ইত্যভি-

---

ছান্দোগ্যোপনিষদে এইরূপ পঠিত আছে যে, 'হে সোম্য! অগ্রে (সৃষ্টির পূর্ব্বে) এই জগৎ এক, অদ্বিতীয় সৎস্বরূপই ছিল। তিনি আলোচনা করিলেন যে, আমি বহু হইব—জন্মিব। তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন।' ইত্যাদি। এস্থলে সংশয় হইতেছে যে, উক্ত শ্রুতিতে 'সৎ'শব্দের অর্থ—কি সাংখ্যোক্ত প্রধান (প্রকৃতি)? অথবা পূর্ব্বোক্ত লক্ষণান্বিত ব্রহ্ম?।২।

কি প্রাপ্ত হওয়া গেল? অর্থাৎ কোন অর্থ স্থির হইল? [উত্তর—] প্রধান। কারণ?—'হে সোম্য! অগ্রে এই জগৎ এক, অদ্বিতীয় সৎস্বরূপই ছিল', এই শ্রুতিটী 'ইদং'শব্দবাচ্য ['ইদং'শব্দে প্রধানতঃ প্রত্যক্ষগ্রাহ্য সন্নিহিত বস্তুকেই বুঝায়;] চেতন-ভোগ্য, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময়, এবং আকাশাদি বিবিধ বিকারাবস্থাপ্রাপ্ত বস্তুর (জগতের) কারণাবস্থা—অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্ববর্ত্তী সূক্ষ্মাবস্থা প্রতিপাদন করিতেছে। কেন না, কারণ বস্তুর যে, অবস্থান্তর-প্রাপ্তি, তাহারই নাম কার্য্যত্ব বা কার্য্যাবস্থা। অতএব, [বুঝিতে হইবে,] যে দ্রব্য কার্য্যাবস্থায় যেরূপ স্বভাবসম্পন্ন; সেই দ্রব্য কারণাবস্থায়ও সেই স্বভাবেই থাকে; সুতরাং সত্ত্ব, রজঃ ও তমোময় জগৎটী—কার্য্য, আর ঐ ত্রিগুণেরই সাম্যাবস্থাত্মক প্রধান—তাহার কারণ (‡)। সর্ব্বপ্রকার বিশেষভাবরহিত সেই 'প্রধান'ই "সদেব" ইত্যাদি শ্রুতিতে 'সৎমাত্র' ('সদেব'—সৎই) বলিয়া

(*) উক্তলক্ষণমেব' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) সত্ত্বাদিময়ং' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য—"সত্ত্ব-রজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ।" কপিলকৃত এই সাংখ্যসূত্রানুসারে জানা যায় যে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ যখন বৈষম্যাবস্থা অর্থাৎ পরস্পর উপমর্দ্দ্য উপমর্দ্দকভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাম্যাবস্থা অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়াবস্থা অবলম্বন করে; তখনই সেই গুণত্রয়কে 'প্রকৃতি' ও 'প্রধান' প্রভৃতিশব্দে অভিহিত করা হয়। ফলকথা—সাম্যাবস্থাপন্ন গুণত্রয় 'প্রকৃতি,' আর বৈষম্যাবস্থাপন্ন গুণত্রয়ই কার্য্য-জগৎ। কারণের বিকারাবস্থাই কার্য্য, আর কার্য্যের সূক্ষ্মাবস্থা বা শক্তিরূপ পূর্ব্বাবস্থাই কারণ।

ধীয়তে ; তত এব চ কার্য্য-কারণয়োরনন্যত্বম্। তথা সত্যেব একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞোপপত্তিঃ ; অন্যথা, "যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন" ইত্যাদি মৃৎপিণ্ড-তৎকার্য্য-দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োর্ব্বৈরূপ্যঞ্চ, ইতি জগৎ-কারণবাদি-বাক্যেন মহর্ষিণা কপিলেনোক্তং প্রধানমেব প্রতিপাদ্যতে। প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তরূপেণানুমানবেষমেবেদং বাক্যম্, ইতি সচ্ছব্দবাচ্যমানুমানিকমেব, ইত্যেবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—"ঈক্ষতের্নাশব্দম্" ইতি। ৩।

অভিহিত হইয়াছে। এই হেতুই কার্য্য ও কারণের অনন্যত্ব বা অভেদও প্রমাণিত হয়। বিশেষতঃ এরূপ হইলেই একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞাও উপপন্ন বা সঙ্গত হইতে পারে (*)। আর এরূপ না হইলে 'হে সোম্য ! যেমন একটী মৃৎপিণ্ড দ্বারাই [সমস্ত মৃন্ময় জানা যায়] ;' ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত মৃৎপিণ্ড ও তৎকার্য্যরূপ দৃষ্টান্তের সহিত দার্ষ্টান্তিকেরও [যাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, তাহাকে দার্ষ্টান্তিক বলে,] বিরূপতা বা বৈষম্য হইয়া পড়ে। অতএব, মহর্ষি কপিলোক্ত 'প্রধান'ই জগৎকারণবাদী বাক্যে প্রতিপাদিত হইতেছে। আর প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তদর্শনে বুঝা যায় যে "সদেব" ইত্যাদি বাক্যটী অনুমানেরই অনুরূপ। অতএব আনুমানিকই (প্রধানই) 'সৎ'শব্দের বাচ্যার্থ, ব্রহ্ম নহে। এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—"ঈক্ষতের্নাশব্দম্" (!)। ৩।

(*) তাৎপর্য্য—ছান্দোগ্যোপনিষদে প্রথমতঃ প্রতিজ্ঞাস্থলে বলা হইয়াছে—"উত তমাদেশমপ্রাক্ষ্যঃ, যেন অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি," ইত্যাদি। অর্থাৎ হে সোম্য তুমি কি [তোমার গুরুকে] সেই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে ? যাহাতে অশ্রুত বিষয়ও শ্রুত হয়, ইত্যাদি। এই কথা শ্রবণের পর শিষ্য যখন বলিলেন—এইরূপ হইবে কি প্রকারে ? তদুত্তরে দৃষ্টান্তরূপে অর্থাৎ এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ব-বিজ্ঞানের উদাহরণরূপে বলা হইয়াছে যে, "যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ।" এখানে মৃৎপিণ্ড কারণ, আর মৃন্ময় ঘটাদি তাহার কার্য্য, ঘট ও তৎকারণ মৃত্তিকা, উভয়েরই গুণ ও স্বরূপ এক ; মৃৎপিণ্ডই ঘটের অব্যক্তাবস্থা, আর ঘটই মৃৎপিণ্ডের ব্যক্তাবস্থা বা কার্য্য।

এখন কার্য্যভূত জগৎ ও তৎকারণ যদি একই স্বভাবের হয়, তাহা হইলেই একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের দৃষ্টান্তটী অনুরূপ হইতে পারে ; সাংখ্যোক্ত 'প্রধান'কে জগৎকারণ বলিলে ঐ দৃষ্টান্তটী ঠিক অনুরূপ হয়। কারণ, এই জগৎ সুখ দুঃখ মোহাত্মক ; সেই সুখ, দুঃখ, মোহও আবার যথাক্রমে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণেরই ধর্ম্ম ; সুতরাং প্রধানকেই জগৎকারণ বলা উচিত।

(!) তাৎপর্য্য—এই পঞ্চম সূত্র হইতে দ্বাদশ সূত্রপর্য্যন্ত একটী অধিকরণ ; তাহা এইরূপে রচনা করিতে হইবে,—(১) বিষয়—"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ।" এই শ্রুতিপ্রতিপাদিত 'সৎ' পদার্থ। (২) সংশয়—ঐ 'সৎ' পদার্থটী কি সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি (প্রধান) ? অথবা, নিরতিশয় আনন্দময় ব্রহ্ম ?। (৩) পূর্ব্বপক্ষ—সাংখ্যোক্ত প্রধানই এখানে 'সৎ' পদের প্রতিপাদ্য—অর্থ, কারণ, তাহা হইলেই শ্রুত্যুক্ত একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের-প্রতিজ্ঞা এবং কার্য্য-কারণভাবের উদাহরণস্বরূপ—মৃত্তিকা ঘটাদি দৃষ্টান্ত অনুরূপ হইতে পারে। "তৎ তেজ ঐক্ষত।" 'সেই তেজ দর্শন বা আলোচনা করিয়াছিল,' ইত্যাদি প্রযোগের ন্যায় অত্রত্য 'ঈক্ষণ'ও গৌণার্থক, প্রকৃতপক্ষে উহার অর্থ—জ্ঞান নহে। (৪) উত্তর—"তৎ ঐক্ষত," ইত্যাদি স্থলে স্পষ্টই বহুভাব প্রাপ্তির সংকল্পরূপ ঈক্ষণের উল্লেখ থাকায় এবং মুখ্য ঈক্ষণ সম্ভবে গৌণত্ব কল্পনার অসম্ভাবনা হেতু, বিশেষতঃ তেজঃ প্রভৃতির ঈক্ষণ স্থলেও তেজের অন্তর্য্যামী পরমেশ্বরেরই 'ঈক্ষণ' পরিগ্রহ বশতঃ এখানে গৌণভাবে জড় প্রধানের ঈক্ষণ কল্পনা করা যাইতে পারে না। (৫) প্রয়োজন—ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণকত্বসিদ্ধি এবং তদ্বিজ্ঞানে জীবের মুক্তি লাভ।

যস্মিন্ শব্দ এব প্রমাণং ন ভবতি, তৎ 'অশব্দম্', আনুমানিকং প্রধান মিত্যর্থঃ। 'ন' তৎ জগৎকারণবাদি-বাক্যপ্রতিপাদ্যম্। কুতঃ? 'ঈক্ষতেঃ'— সচ্ছব্দবাচ্যসম্বন্ধি-ব্যাপারবিশেষাভিধায়িন ঈক্ষতের্ধাতোঃ শ্রবণাৎ—"তদৈক্ষত—বহু স্যাং, প্রজায়েয়" ইতি। ঈক্ষণক্রিয়াযোগশ্চাচেতনে প্রধানে ন সম্ভবতি; অত ঈদৃশেক্ষণক্ষমশ্চেতনবিশেষ এব সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিঃ পুরুষোত্তমঃ সচ্ছব্দাভিধেয়ঃ। তথা চ সর্ব্বেষ্বপি সৃষ্টিপ্রকরণেষু 'ঈক্ষা'-পূর্ব্বিকৈব সৃষ্টিঃ প্রতীয়তে। "স ঐক্ষত—লোকান্ নু সৃজা ইতি, স ইমান্ লোকান্ অসৃজত"। [ঐত০ ১।১।২]। "স ঈক্ষাঞ্চক্রে···স প্রাণমসৃজত" [প্রশ্ন০ ৬।৩—৪] ইত্যাদিষু। ৪॥

নন্বু চ, কার্য্যানুগুণেনৈব কারণেন ভবিতব্যম্। সত্যম্; সর্ব্বকার্য্যানুগুণ এব সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিঃ সত্যসংকল্পঃ পুরুষোত্তমঃ সূক্ষ্মচিদচিদ্বস্তুশরীরকঃ। যথাহ—

নিশ্চয়ই যদ্বিষয়ে শব্দ বা আগম প্রমাণের অভাব; তাহাই অশব্দ—আনুমানিক, অর্থাৎ 'প্রধান' কেবলই অনুমান প্রমাণগম্য (*)। সেই 'প্রধান' জগৎকারণবোধক বাক্যের প্রতিপাদ্য নহে। কেন?—ঈক্ষতিহেতু; অর্থাৎ 'তিনি ঈক্ষণ বা আলোচনা করিলেন - আমি বহু হইব—জন্মিব।' এই শ্রুতিতে যে, 'সং'শব্দবাচ্য—'সং'-পদার্থ সম্বন্ধে ব্যাপার বা কার্য্যবিশেষবোধক 'ঈক্ষ' ধাতুর শ্রবণ বা উল্লেখ আছে, তাহাই ইহার হেতু। অচেতন প্রধানে কখনই 'ঈক্ষণ' (আলোচনা) ক্রিয়ার সম্বন্ধ হইতে পারে না; অতএব, তাদৃশ আলোচনা-সমর্থ, সেই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন পুরুষোত্তমই (বাসুদেবই) 'সং' পদের বাচ্যার্থ, [অপর কেহ নহে]। দেখ, 'তিনি আলোচনা করিলেন—আমি লোক সকল সৃষ্টি করিব।' 'তিনি এই সমস্ত লোক সৃষ্টি করিলেন।' 'তিনি ঈক্ষা করিয়াছিলেন।' 'তিনি প্রাণ সৃষ্টি করিলেন।' ইত্যাদি সমস্ত সৃষ্টি-প্রকরণেই ঈক্ষাপূর্ব্বক সৃষ্টির কথা জানা যায়। ৪।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, কার্য্যের অনুগুণ বা অনুকূল পদার্থই কারণ হওয়া আবশ্যক? [তাহা হইলে ত ব্রহ্মের পরিবর্ত্তে প্রধানকেই জড়জগতের কারণরূপে কল্পনা করা সঙ্গত হয়?] হাঁ, একথা সত্য বটে; কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, সত্যসংকল্প এবং সূক্ষ্ম চিৎ ও জড়বস্তুময় শরীরধারী পুরুষোত্তমও

(*) তাৎপর্য্য—বৈদান্তিকগণ বলেন—বেদের কুত্রাপি 'প্রধান' বা 'প্রকৃতি' বোধক কোন শব্দ নাই,—উহা কেবল কার্য্য-কারণের একরূপতা-নিয়মানুসারি অনুমানগম্য-মাত্র। এই কারণে—'প্রধানকে' 'আনুমানিক' বলা হইয়া থাকে।

"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে,
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥" [শ্বেতাশ্ব০ ৬।৮]।

"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।" [মুণ্ড০ ১।১।৯] "যস্যাব্যক্তং শরীরম্,...যস্য মৃত্যুঃ শরীরম্,...এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা অপহতপাপ্মা" [সুবালো০ ৭।৬—৭] ইত্যাদি। তদেতৎ "ন বিলক্ষণত্বাৎ।" [ব্রহ্মসূ০ ২।১।৪] ইত্যাদিষু প্রতিপাদয়িষ্যতে। অতঃ সৃষ্টিবাক্যানি ন প্রধান-প্রতিপাদন-যোগ্যানীত্যুচ্যতে। বস্তুবিরোধস্তু তত্রৈব পরিহরিষ্যতে।

যত্তূক্তং—প্রতিজ্ঞা দৃষ্টান্তযোগাদনুমানরূপমেবেদং বাক্যমিতি। তদসৎ; হেত্বনুপাদানাৎ। "যেনাশ্রুতং শ্রুতম্" ইত্যেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানে প্রতিপিপাদয়িষিতে সর্ব্বাত্মনা তদসম্ভবং মন্বানস্য (*) তৎসম্ভবমাত্রপ্রদর্শনায় হি দৃষ্টান্তোপাদানম্। (†) ঈক্ষত্যাদিশ্রবণাদেব হি অনুমানগন্ধাভাবোঽবগতঃ ॥ ১। ১ ॥ ৫ ॥

সর্ব্বকার্য্যের অনুগুণ বা অনুকূলই বটে। শ্রুতি বলিতেছেন—'ইঁহার (ভগবানের) বিবিধপ্রকার নিরতিশয় শক্তি এবং স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানবল ও ক্রিয়াশক্তি পরিশ্রুত হয়।' 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ এবং জ্ঞানই যাহার তপস্যাস্বরূপ।' 'অব্যক্ত (প্রকৃতি) যাহার শরীর, এবং মৃত্যু যাঁহার শরীর, তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা ও নিষ্পাপ।' ইত্যাদি। [দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে] "ন বিলক্ষণত্বাৎ" ইত্যাদি সূত্রে উল্লিখিত আপত্তির সমাধান করা হইবে। এই কারণেই সৃষ্টি-বোধক বাক্যসমূহকে 'প্রধান' প্রতিপাদনে অযোগ্য বলা হইতেছে। [পূর্ব্বোল্লিখিত] বস্তুবিরোধও সেই স্থানেই ("ন বিলক্ষণত্বাৎ" ইত্যাদি সূত্রেই) পরিহৃত বা মীমাংসিত হইবে।

আর যে, প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের উল্লেখ থাকায় উক্ত বাক্যকে অনুমানেরই অনুরূপ বলা হইয়াছে। তাহাও সঙ্গত হয় নাই; কারণ, এখানে কোন হেতুর (সমর্থক কারণের) উল্লেখ নাই। [অথচ অনুমান মাত্রেই একটী নির্দ্দোষ হেতুর উল্লেখ থাকা, একান্ত আবশ্যক]। বিশেষতঃ 'যাহা দ্বারা অশ্রুত বিষয়ও শ্রুত হয়;' এই কথায় উদ্দালক প্রথমতঃ এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিপাদনের ইচ্ছা করিলে পর, শ্বেতকেতু যখন উহা সর্ব্বতোভাবে অসম্ভব বলিয়া মনে করিলেন; তখন কেবল উহার সম্ভাবনা-প্রদর্শনার্থ বা অসম্ভবাশঙ্কা-নিবাসার্থই উক্ত দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র, (কিন্তু অনুমানের দৃষ্টান্ত স্বরূপে নহে)। এখানে যে, অনুমানের গন্ধমাত্রও নাই; তাহা-'ঈক্ষতি' প্রভৃতি প্রয়োগ শ্রবণেই বেশ প্রতিপন্ন হয়। অর্থাৎ শ্রুত্যুক্ত প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত যদি অনুমানেরই অঙ্গ-স্বরূপ হইত, তাহা হইলে তদুপযুক্ত হেতুবিশেষেরই উল্লেখ থাকিত, কিন্তু, 'ঈক্ষণাদি' শব্দের সাহায্যে প্রতিজ্ঞাতার্থের সমর্থন করিবার আবশ্যক হইত না ॥ ১।১ ॥ ৫ ॥

(*) মত্বা তস্য সম্ভব' ইতি (খ) পাঠঃ। (†) ঐক্ষত ইত্যাদি' ইতি (ঙ) পাঠঃ।

অথ স্যাৎ—ন চেতনগতং মুখ্যমীক্ষণমিহোচ্যতে; অপি তু প্রধানগতং গৌণমীক্ষণম্; "তত্তেজ ঐক্ষত। তা আপ ঐক্ষন্ত", [ছান্দো০ ৬।২।৩—৪] ইতি গৌণেক্ষণসাহচর্য্যাৎ। ভবতি চ অচেতনেষ্বপি চেতনধর্ম্মোপচারঃ। যথা—"বৃষ্টিপ্রতীক্ষাঃ শালয়ঃ।" "বর্ষেণ বীজং প্রতিসঞ্জহর্ষ" [রামায়ণ-সুন্দর০ ২৯।৩] ইতি। অতো গৌণমীক্ষণম্ ইতি, ইমামাশঙ্কামনুভাষ্য পরিহরতি—১

গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাদ্ ॥১।১।৬॥

[পদচ্ছেদঃ—গৌণঃ (মুখ্যার্থবোধক নহে) চেৎ (যদি) [বল]; ন (না—বলা যায় না), আত্মশব্দাৎ ('আত্ম'-শব্দের প্রয়োগ বশতঃ) ॥]

[সরলার্থঃ—আসন্নপতনে অচেতনেঽপি নদীকূলে 'কূলং পিপতিষতি' ইতি চেতনবদুপচারদর্শনাৎ, "তৎ তেজ ঐক্ষত।" ইত্যাদৌ অচেতনগত-গৌণেক্ষণ-সাহচর্য্যাৎ চ "তদ্ ঐক্ষত" ইত্যত্রাপি ঈক্ষতিপ্রয়োগো গৌণঃ (ঔপচারিক এব) ইতি চেৎ? ন; কস্মাৎ? 'আত্ম'-শব্দাৎ। "সদেব সোম্যেদম্" ইত্যত্র 'সৎ'-পদাভিহিতে ঈক্ষিতরি "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং, তৎ সত্যং, স আত্মা" ইতি চেতনবাচিন 'আত্ম'শব্দস্য প্রয়োগদর্শনাৎ। নহি চেতনং শ্বেতকেতুং প্রতি অচেতনস্য প্রধানস্য আত্মত্বেনোপদেশো ন্যায্য ইতি ভাবঃ। "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্", "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ, সৎ চ, ত্যৎ চ অভবৎ," ইত্যাদিভিঃ শ্রুতিভিঃ তেজঃপ্রভৃতীনামপি চেতনাধিষ্ঠিতত্বাবগমাৎ তত্র তদধিষ্ঠিতস্য চেতনস্যৈব মুখ্যমীক্ষণং সংগচ্ছতে; প্রকৃতে তু ন তথা, ইত্যাশয়ঃ ॥ ৬ ॥

অচেতন নদীকূলকে পতনোন্মুখ দর্শন করিয়া 'নদীকূলটী পড়িতে ইচ্ছা করিতেছে', এইরূপে চেতনোচিত 'ইচ্ছার' গৌণপ্রয়োগ করিতে দেখা যায়; তদনুসারে, এবং এই প্রকরণেই 'সেই তেজঃ আলোচনা করিলেন', ইত্যাদি স্থলে অচেতন তেজঃপ্রভৃতিতেও গৌণভাবে ঈক্ষণের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়; তৎসাহচর্য্যপ্রযুক্ত "তৎ ঐক্ষত" (তিনি আলোচনা করিলেন), এই স্থলেও ঈক্ষণের (জ্ঞানার্থক ঈক্ষধাতুর) প্রয়োগকে গৌণ বলা যাইতে পারে? না—তাহা বলা যায় না; কারণ, এখানে আত্ম-শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে। "সদেব সোম্যেদং" স্থলে যাহাকে 'সৎ' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; 'এই সমস্ত জগৎই এতদাত্মক; তিনিই সত্য; তিনিই [তোমার] আত্মা;' এই শ্রুতিতে তাঁহাকেই আবার 'আত্ম'-শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। অথচ, চেতন শ্বেতকেতুকে কখনই 'অচেতন 'প্রধান' তোমার আত্মা' বলিয়া উপদেশ দেওয়া সমুচিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ 'এই সমস্ত জগৎই সেই ব্রহ্মাত্মক; তিনি তেজঃপ্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন; তিনিই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বস্তু হইলেন।' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, তেজঃপ্রভৃতি পদার্থও চেতনাধিষ্ঠিত; সুতরাং তেজঃপ্রভৃতির ঈক্ষণস্থলেও সেই সকল পদার্থে অধিষ্ঠিত চেতনেরই মুখ্য ঈক্ষণ সঙ্গত হয়, কিন্তু প্রকৃতস্থলে (প্রধানে) সেরূপ হইতে পারে না ॥ ৬ ॥]

যদুক্তং—গৌণেক্ষণসাহচর্য্যাৎ সতোঽপীক্ষণব্যপদেশঃ, (*) সর্গনিয়তপূর্ব্বাবস্থাভিপ্রায়ো 'গৌণ' ইতি। তন্ন ; "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং, তৎ সত্যং, স আত্মা", ইতি সচ্ছব্দপ্রতিপাদিতস্যাত্মশব্দেন ব্যপদেশাৎ। ২ ।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, এখানে চেতনগত মুখ্য বা যথার্থ 'ঈক্ষণ' কথিত হইতেছে না ; পরন্তু, প্রধানগত গৌণ ঈক্ষণই কথিত, হইয়াছে ; কারণই ঐ ঈক্ষণটী—'সেই তেজঃ ঈক্ষণ করিল, সেই জল ঈক্ষণ করিল,' ইত্যাদি গৌণ বা অমুখ্য ঈক্ষণের সহপঠিত। অভিপ্রায় এই যে, তেজঃ প্রভৃতির ঈক্ষণ যখন মুখ্য বা যথার্থ ঈক্ষণ (জ্ঞান) নহে, তখন তৎপ্রকরণস্থিত সৎপদার্থের 'ঈক্ষণ'ই বা গৌণ বা অমুখ্য হইবে না কেন ? [দেখা যায়—] অচেতনেও চেতন-ধর্ম্মের উপচার বা আরোপ হইয়া থাকে ; যথা—'ধান্য সমূহ বৃষ্টির প্রতীক্ষা করিতেছে।' 'বারিবর্ষণের দ্বারা শস্যবীজ হর্ষলাভ করিয়াছিল।' অতএব, উক্ত ঈক্ষণও গৌণই হইবে—মুখ্য নহে। এইরূপ আশঙ্কা উত্থাপনপূর্ব্বক তাহার পরিহারার্থ বলিতেছেন—"গৌণশ্চেৎ ; ন, আত্মশব্দাৎ।" ১।

পূর্ব্বে যে, তেজঃ প্রভৃতির গৌণ 'ঈক্ষণ' দেখিয়া তৎসাহচর্য্য বা সহপাঠনিবন্ধন 'সৎ'পদবাচ্য জগৎ-কারণের ঈক্ষণকেও গৌণ বলা হইয়াছে ; অর্থাৎ তেজঃপ্রভৃতির ন্যায় সৎপদার্থের ঈক্ষণও যথার্থ জ্ঞানাত্মক ঈক্ষণ নহে ; পরন্তু জগৎ-কারণের যে, কার্য্যাকারে পরিণত হইবার প্রাথমিক উদ্যম বা উন্মুখীভাব, যাহার পরেই কার্য্যের বিকাশ হইয়া থাকে ; সেই অবস্থাটীও জ্ঞানেরই মত কার্য্যোৎপাদনের সহায় ; এই গুণে ঐ অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই "তৎ ঐক্ষত" বলা হইয়াছে (†)। না—একথা সত্য নহে ; কারণ, প্রথমে যাহাকে 'সৎ' শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে, তাহাকেই আবার—'এ সমস্তই এতদাত্মক, তিনিই সত্য পদার্থ এবং তিনিই আত্মা।' এই স্থানে 'আত্ম'শব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ২।

(*) সর্গনিয়মেন' ইতি (গ) পাঠঃ

(†) তাৎপর্য্য—কোন কার্য্য উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে সেই কার্য্য-বস্তুটী সূক্ষ্মাবস্থায় তৎকারণে থাকে ; ইহাকে 'প্রাগবস্থা'ও বলা হয়। এই প্রাগবস্থাটী ভাবী কার্য্যেরই অনুরূপ, কর্ত্তার চেষ্টায় পশ্চাৎ অভিব্যক্ত বা প্রকাশ পায় মাত্র। যে কার্য্যের উক্তরূপ প্রাগবস্থা নাই, শত লোকের শত চেষ্টায়ও সে কার্য্যের অভিব্যক্তি বা প্রকাশ হইতে পারে না।

এই যে দৃশ্যমান জগৎ, ইহাও উৎপত্তির পূর্ব্বে সূক্ষ্মভাবে প্রধানে বিলীন ছিল ; এই কারণেই প্রধানের অপর নাম 'অব্যক্ত'। সেই অব্যক্তই চেতন পুরুষের সান্নিধ্য লাভ করিয়া এইস্থূল জগদাকারে অভিব্যক্ত হইয়াছে, সাংখ্যমতে সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর বলিয়া কোন কথা নাই ; পুরুষের সান্নিধ্যই সৃষ্টির কারণ। এই যে, সৃষ্টির পূর্ব্ববর্ত্তী কর্য্যানুরূপ সূক্ষ্মাবস্থার নিয়ম, যাহার ফলে কার্য্যমাত্রই উৎপন্ন বা অভিব্যক্ত হইতে বাধ্য। ঘটাদি কার্য্যের ন্যায় জগতেরও সেই সূক্ষ্ম প্রাগবস্থারূপ গুণটী প্রকৃতিতে আছে ; এই অভিপ্রায়েই প্রকৃতপক্ষে ঈক্ষণ বা আলোচনাত্মক জ্ঞান প্রকৃতিতে না থাকিলেও কার্য্যোপযোগী সেই প্রাগবস্থারূপ গুণটী থাকায়—গৌণ ঈক্ষণশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে ; বস্তুতঃ উহা জ্ঞানাত্মক ঈক্ষণ নহে॥

এতদুক্তং ভবতি,—"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং, স আত্মা" ইতি চেতনাচেতনাত্মকপ্রপঞ্চোদ্দেশেন সত 'আত্মা' ইত্যাত্মত্বোপদেশোঽয়ং নাচেতনে প্রধানে সঙ্গচ্ছতে ইতি। অতঃ তেজোঽবন্নানামপি পরমাত্মৈবাত্মা, ইতি তেজঃপ্রভৃতয়োঽপি শব্দাঃ পরমাত্মন এব বাচকাঃ। তথা হি—"হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনা অনুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি।" [ছান্দো০ ৬। ৩। ২।] ইতি পরমাত্মানুপ্রবেশাদেব তেজঃপ্রভৃতীনাং বস্তুত্বং তত্তন্নামভাক্ত্বঞ্চেতি—"তৎ তেজ ঐক্ষত, তা আপ ঐক্ষন্ত" ইত্যপি মুখ্য এব ঈক্ষণব্যপদেশঃ। অতঃ সাহচর্য্যাদপি "তদৈক্ষত" ইত্যত্র গৌণত্বাশঙ্কা (*)দূরোৎসারিতেতি সূত্রাভিপ্রায়ঃ ॥ ১ । ১ । ৬॥

এই অভিপ্রায় উক্ত হইল যে, 'এ সমস্তই এতদাত্মক, তিনিই সত্য পদার্থ, এবং তিনিই আত্মা।' এই স্থলে চেতনাচেতনাত্মক জগৎপ্রপঞ্চকে উদ্দেশ করিয়া যখন 'আত্মত্ব' উপদেশ করা হইয়াছে; তখন অচেতন প্রধানে কখনই সেই আত্মত্বোপদেশ সঙ্গত হইতে পারে না; অর্থাৎ অচেতন 'প্রধান' কখনই চেতনের আত্মা হইতে পারে না। অতএব, পরমাত্মাই যখন তেজঃ, জল ও পৃথিবীরও আত্মা, তখন তেজঃপ্রভৃতি শব্দও পরমাত্মারই বাচক। দেখ ['পরমাত্মা সংকল্প করিলেন যে,] 'বেশ, আমিই এই জীবরূপে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া এই তিন দেবতাকে (তেজঃ, জল ও পৃথিবীকে) নাম ও আকৃতিতে ব্যক্ত করিব।' এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, পরমাত্মার অভ্যন্তরে প্রবেশ বশতই তেজঃপ্রভৃতি পদার্থনিচয় বস্তুত্ব-লাভে ও বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা-গ্রহণে সমর্থ হইয়াছে। অতএব, 'সেই তেজ আলোচনা করিল, সেই জলসমূহ আলোচনা করিল;' এই সমস্ত ঈক্ষণোল্লেখও মুখ্যই—গৌণ নহে; সুতরাং তেজঃ প্রভৃতির ঈক্ষণের সাহচর্য্যবশতও যে, "তৎ ঐক্ষত" শ্রুতির গৌণত্ব শঙ্কা, তাহাও সুদূর-পরাহত হইল; ইহাই উক্ত সূত্রের অভিপ্রায় বা তাৎপর্য্য (†) ॥ ১। ১ ॥ ৬॥]

(*) দূরত উৎসাহিত' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) অভিপ্রায় এই যে, শ্রুতির জগৎকারণ-বোধক 'সৎ'পদের অর্থ যদি সত্য সত্যই সাংখ্যোক্ত 'প্রধান' হইত, তাহা হইলে কখনই শ্রুতি প্রথমে "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং" (এই চেতনাচেতনাত্মক সমস্ত জগৎ তদাত্মক—সৎস্বরূপ) এইরূপে সমস্ত জগৎকে সৎস্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া আবার সেই জগৎকেই লক্ষ্য করিয়া তাহার আত্মা বলিয়া 'সৎ' পদার্থকে নির্দ্দেশ করিতেন না, কারণ 'আত্মা' বলায় উহার চেতনত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে। বিশেষতঃ সাংখ্যোক্ত প্রধানই যদি সৎপদার্থ হইত; তাহা হইলে সেই জড় পদার্থ প্রধানকে কখনই চেতন শ্বেতকেতুর আত্মা বলিয়া উপদেশ করিতেন না। পক্ষান্তরে, চেতন শ্বেতকেতুকে অচেতন বলিয়া উপদেশ করায় শ্রুতিরই অপ্রামাণ্য হইয়া পড়িত। অতএব প্রধানকে জগৎকারণ 'সৎ' পদার্থ বলা যায় না।

ইতশ্চ ন প্রধানং সচ্ছব্দ-প্রতিপাদ্যম্,—

তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ ॥১।১।৭॥

[পদচ্ছেদঃ—তন্নিষ্ঠস্য (উপদিষ্ট বিষয়ে নিরত ব্যক্তির) মোক্ষোপদেশাৎ (যেহেতু মোক্ষ-প্রাপ্তির উপদেশ) [আছে] ॥]

[সরলার্থঃ—তন্নিষ্ঠস্য—তস্মিন্ 'সৎ'-পদ-বাচ্যে জগৎকারণে নিষ্ঠা—তৎপরতা একাগ্রতা যস্য, তস্য—"তস্য তাবদেব চিরং, যাবৎ ন বিমোক্ষ্যে, অথ সম্পৎস্যে," ইত্যনেন মোক্ষোপদেশাৎ মোক্ষপ্রাপ্তেরবশ্যম্ভাবিত্বোপদেশাদিত্যর্থঃ। প্রধানং ন 'সৎ'-পদবাচ্যং জগৎকারণং ভবিতুমর্হতি; অপিতু তস্মাৎ অন্যৎ—পরং ব্রহ্মৈব জগৎকারণমিত্যর্থঃ।

যদি হি অচেতনং প্রধানমেব 'সৎ'শব্দেন অভিধায় পুনস্তদেব চেতনং শ্বেতকেতুং প্রতি আত্মত্বেন উপদিশ্যেত ; তর্হি শ্বেতকেতুঃ শ্রদ্দধানতয়া তদেব আত্মত্বেন গৃহ্নন্ মোক্ষমার্গাৎ প্রচ্যবেত, অনর্থং চ লভেত! অতঃ 'সৎ'শব্দবাচ্যং কারণং প্রধানং ন, ইত্যাশয়ঃ ॥

'তাঁহার (সেই সৎ-আত্মজ্ঞের) সেই পর্য্যন্তই বিলম্ব বা মোক্ষ-লাভের অপেক্ষা; যাবৎ তিনি দেহ-নির্ম্মুক্ত না হন ; অনন্তর অর্থাৎ দেহ-পাতের পরই তিনি মুক্ত হন।' এই শ্রুতিতে সেই 'সৎ'পদবাচ্য জগৎকারণে আত্মত্ব-নিশ্চয়সম্পন্ন ব্যক্তির মোক্ষ-লাভের উপদেশ থাকায় 'সৎ'পদের অর্থ কখনই 'প্রধান' হইতে পারে না ; পরন্তু পর ব্রহ্মই 'সৎ'পদের প্রকৃত অর্থ।

আর শ্রুতি যদি প্রথমতঃ অচেতন প্রধানকেই 'সৎ'পদে উল্লেখ করিয়া পশ্চাৎ সেই 'সৎ'-পদার্থকেই চেতন শ্বেতকেতুর 'আত্মা' বলিয়া উপদেশ দিতেন; তাহা হইলে সরলহৃদয় শ্বেতকেতুও শ্রদ্ধা বশতঃ সেই অচেতন প্রধানকেই 'আত্মা' রূপে গ্রহণ করিয়া মহাভ্রমে পতিত হইত ; তাহার ফলে মোক্ষ-পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া অনর্থময় সংসারেই নিক্ষিপ্ত হইত; অতএব 'সৎ'পদে কখনই প্রধানকে ধরা যাইতে পারে না॥ ১। ১ ॥ ৭ ॥]

মুমুক্ষোঃ শ্বেতকেতোঃ "তত্ত্বমসি" ইতি সদাত্মকত্বানুসন্ধানমুপদিশ্য তন্নিষ্ঠস্য "তস্য তাবদেব চিরং, যাবন্ন বিমোক্ষ্যে, অথ সম্পৎস্যে," [ছান্দো০ ৬। ১৪। ২] ইতি শরীরপাতমাত্রান্তরায়ো ব্রহ্মসম্পত্তিলক্ষণো মোক্ষ-

---

এই কারণেও সাংখ্যোক্ত 'প্রধান' 'সৎ'-শব্দের প্রতিপাদ্য বা বাচ্যার্থ হইতে পারে না; কারণ, 'তন্নিষ্ঠ ব্যক্তির মোক্ষ-প্রাপ্তির উপদেশ রহিয়াছে।'

প্রথমতঃ "তৎ ত্বম্ অসি" শ্রুতিতে মুমুক্ষু শ্বেতকেতুর নিকট 'সৎ' পদার্থকে 'আত্মা'রূপে অনুসন্ধান করিতে উপদেশ দিয়া—পশ্চাৎ 'তাঁহার (মুমুক্ষুর) সেই পর্য্যন্তই বিলম্ব ; যাবৎ সে দেহনির্ম্মুক্ত না হয় ; অনন্তর (দেহত্যাগের পর) সৎসম্পন্ন হয় অর্থাৎ মুক্ত হয়।' এই শ্রুতিটী তন্নিষ্ঠ ব্যক্তির (যে লোক 'সৎ' পদার্থকে আত্মা বলিয়া অনুসন্ধান বা অনুভূতি করে ; তাহার) ব্রহ্মভাব-প্রাপ্তিরূপ মোক্ষলাভে কেবল দেহপাতকেই অন্তরায় বা ব্যবধান বলিয়া উপদেশ দিতেছেন।

ইত্যুপদিশতি। যদি চ প্রধানমচেতনং কারণমুপদিশ্যেত; তদা তদাত্মকত্বানুসন্ধানস্য (*) মোক্ষসাধনত্বোপদেশো নোপপদ্যতে। "যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি, তথেতঃ প্রেত্য ভবতি" [ছান্দো০ ৩।১৪।১] ইতি তন্নিষ্ঠস্যাচেতনসম্পত্তিরেব স্যাৎ। ন চ মাতাপিতৃসহস্রেভ্যোঽপি বৎসলতরং শাস্ত্রমেবংবিধ-তাপত্রয়াভিহতি-হেতুভূতামচিৎসম্পত্তিমুপদিশতি। প্রধানকারণবাদিনোঽপি হি প্রধাননিষ্ঠস্য মোক্ষং নাভ্যুপগচ্ছন্তি ॥ ১।১ ॥৭॥

ইতশ্চ ন প্রধানম্—

হেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥১।১॥৮॥

[পদচ্ছেদঃ—হেয়ত্বাবচনাৎ (পরিত্যাগের উপদেশ না থাকায়) চ (ও) [প্রধান কখনই সৎ পদার্থ হইতে পারে না।]

[সরলার্থঃ—অত্র যদি প্রধানমেব জগৎ-কারণতয়া বিবক্ষিতং স্যাৎ; তদা খলু অনাত্ম-নিষ্ঠায়া মোক্ষ-বিরোধিত্বাৎ শ্বেতকেতোঃ তন্নিষ্ঠা-বারণায় অবশ্যমেব তস্যা হেয়ত্বমুপদিশ্যেত; ন চ তথা উপদিষ্টম্। ততশ্চ নাত্র প্রধানং জগৎকারণমিত্যাশয়ঃ॥

সাংখ্যোক্ত প্রধানই যদি জগৎকারণ বলিয়া শ্রুতির অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে, প্রধানে আত্মবুদ্ধি-স্থাপন যখন মোক্ষের বিরোধী, তখন নিশ্চয়ই উহা পরিত্যাগের জন্য শ্বেতকেতুকে উপদেশ করা হইত। অথচ, উহার হেয়ত্বজ্ঞাপক কোন উপদেশই নাই; অতএব উহা জগৎকারণ হইতে পারে না ॥ ১।১।৮ ॥]

এখন অচেতন প্রধানকে যদি কারণ বলিয়া উপদেশ করা হইত; তাহা হইলে সেই প্রধানেরই যে, 'আত্মা'রূপে অনুসন্ধান, তাহাকেই মোক্ষ-সাধন বলিয়া উপদেশ করা কখনই সঙ্গত হইত না। [অন্যত্র শ্রুতি বলিয়াছেন যে,] 'পুরুষ ইহলোকে যেরূপ সংকল্প বা অনুধ্যান করে, এই লোক হইতে প্রয়াণের পর (মৃত্যুর পর) সেইরূপই গতি প্রাপ্ত হয়।' সেই অচেতন প্রধানে নিষ্ঠা-সম্পন্ন ব্যক্তির অচেতনভাব প্রাপ্তিই সম্ভব হইতে পারে! কিন্তু সহস্র মাতা পিতা অপেক্ষাও সমধিক বাৎসল্যসম্পন্ন (লোকহিতকর) বেদ-শাস্ত্র কখনই ত্রিতাপের আঘাত বা আক্রমণ-বর্দ্ধক অচেতনভাব প্রাপ্তির উপদেশ করিতে পারেন না। বিশেষতঃ প্রধান-কারণবাদী সাংখ্যমতাবলম্বীরাও প্রধানে আত্মবুদ্ধিসম্পন্নের মোক্ষলাভ-স্বীকার করেন না ॥ ১।১।৭ ॥

(*) 'মোক্ষ-সাধনস্য' ইতি (খ) পাঠঃ।

যদি প্রধানমেব কারণং সচ্ছব্দাভিহিতং ভবেৎ (*); তদা মুমুক্ষোঃ শ্বেতকেতোস্তদাত্মকত্বং (†) মোক্ষবিরোধিত্বাৎ হেয়ত্বেনৈবোপদেশ্যং স্যাৎ। ন চ তৎ ক্রিয়তে; প্রত্যুত উপাদেয়ত্বেনৈব—"তত্ত্বমসি।" "তস্য তাবদেব চিরম্," ইত্যুপদিশ্যতে॥ ১।১॥৮॥

ইতশ্চ ন প্রধানম্,—

প্রতিজ্ঞা-বিরোধাৎ ॥১।১।৯॥(‡)

[পদচ্ছেদঃ—প্রতিজ্ঞাবিরোধাৎ [প্রতিজ্ঞায়াঃ] (প্রতিজ্ঞার) [বিরোধাৎ] (বিরোধ হেতু।]

[সরলার্থঃ—"যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি।" ইত্যাদৌ একবিজ্ঞানেন যা সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা কৃতা; প্রধানকারণবাদে চ সা বিরুধ্যতে। কারণবিজ্ঞানে তৎকার্য্যাণামপি বিজ্ঞানং ভবতীতি হ নিয়মঃ। নহি প্রধানং চেতনাচেতনয়োঃ কারণম্। অচেতনমাত্রস্যৈব প্রধান-কার্য্যত্বাৎ, চেতনস্য তু তৎকার্য্যত্বাভাবাৎ প্রধানবিজ্ঞানেন অচেতনবিজ্ঞানে সত্যপি চেতনবিজ্ঞানাভাবাৎ কুতঃ প্রধানবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানসম্ভবঃ? চেতনাচেতনশরীরকস্য তু জগৎকারণত্বে তদ্বিজ্ঞানেন সর্ব্ব-বিজ্ঞানস্য সুতরাং সম্ভবঃ; অতোঽপি 'সৎ'-শব্দবাচ্যং প্রধানং ন ভবতীত্যর্থঃ॥

'যাহা দ্বারা অশ্রুতও শ্রুত হয়', ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে, এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে; প্রধানকে জগৎকারণ বলিলে সেই প্রতিজ্ঞা বিরুদ্ধ বা অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। কেন না, অচেতন প্রধানকে বিশেষরূপে জানিলেও তদ্দ্বারা কখনই সর্ব্ববিজ্ঞান সম্ভবপর হয় না; কারণ, অচেতন প্রধান অচেতন সর্ব্বপদার্থের কারণ হইলেও চেতন পদার্থের কারণ হইতে পারে না; সুতরাং তদ্বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান হইবে কিরূপে? পক্ষান্তরে, চেতনাচেতনময়-শরীর-ধারী ব্রহ্মকে জগৎকারণ বলিলে অনায়াসেই তদ্বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সম্পন্ন হইতে পারে। এই কারণেও সাংখ্যোক্ত প্রধানকে জগৎকারণ বলিয়া স্বীকার করা যায় না॥ ১।১।৯॥]

এই কারণেও 'সৎ' শব্দের অর্থ প্রধান হইতে পারে না; যেহেতু হেয়ত্ব-বচন নাই; অর্থাৎ প্রধানই 'সৎ' পদার্থ হইলে নিশ্চয়ই তাহার আত্মত্ব ধারণা পরিত্যাগের উপদেশও থাকিত; তাহা না থাকায় বুঝা যায় যে, উক্ত 'সৎ' পদার্থ প্রধান নহে।

এখানে প্রধানই যদি 'সৎ'-পদ-বাচ্য জগৎকারণ হইত; তাহা হইলে মুমুক্ষু শ্বেতকেতুর পক্ষে তদাত্মকত্ব অর্থাৎ প্রধানকে আত্মা বলিয়া অবধারণ করা যখন মোক্ষলাভের প্রতিকূল, তখন নিশ্চয়ই সেই প্রধানাত্মভাবকে পরিত্যাজ্য (হেয়) বলিয়াই উপদেশ করা হইত; অথচ সেরূপ করা হয় নাই; বরং "তৎ ত্বম্ অসি," "তস্য তাবদেব চিরম্," ইত্যাদি বাক্যে তাহার উপাদেয়-তাই (গ্রহণযোগ্যতাই) উপদেশ করা হইয়াছে॥ ১।১।৮॥

(*)—হিতং তদা' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) সদাত্মকত্বম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

‡ সূত্রমিদং শঙ্কর নিম্বার্ক-শ্রীনিবাস-কেশবকাশ্মীরিভট্ট-বলদেবানন্দতীর্থাদিভিরপরিগৃহীতম্।

প্রধানকারণত্বে প্রতিজ্ঞাবিরোধশ্চ ভবতি। বাক্যোপক্রমে হ্যেক-বিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞাতম্। তচ্চ কার্য্যকারণয়োরনন্যত্বেন কারণভূত-সদ্বিজ্ঞানাৎ (*) তৎকার্যভূত-চেতনাচেতনপ্রপঞ্চস্য জ্ঞাতত-য়ৈবোপপাদনীয়ম্। তত্তু প্রধানকারণত্বে চেতনবর্গস্য প্রধানকার্যত্বাভাবাৎ প্রধানবিজ্ঞানেন চেতনবর্গবিজ্ঞানাসিদ্ধের্ব্বিরুধ্যতে ॥১।১।৯॥

ইতশ্চ ন প্রধানম্—

স্বাপ্যয়াৎ ॥১।১।১০॥

[পদচ্ছেদঃ—স্বাপ্যয়াৎ [স্বস্মিন্] (স্ব-স্বরূপে) [অপ্যয়াৎ] (বিলয় হেতু)।]

[সরলার্থঃ—সুষুপ্ত্যবস্থা-নিরূপকপ্রকরণে "সতা সোম্য! তদা সম্পন্নো ভবতি—স্বমপীতো ভবতি।" ইতি সুষুপ্তস্য জীবস্য 'স্বাপ্যয়'-শ্রবণাৎ অচেতনাৎ প্রধানাদন্যদেব 'সৎ'-পদবাচ্য-মিতি বিজ্ঞায়তে। স্ব-কারণে লয়ো হি স্বাপ্যয়ঃ; জীবং প্রতি প্রধানস্য অকারণত্বাৎ তস্মিন্ জীবপ্রলয়াসম্ভবাৎ প্রধানকারণবাদে স্বাপ্যয়-শ্রুতির্বিরুধ্যতে। তস্মাদপি প্রধানং ন 'সৎ'-পদবাচ্যং; অপিতু চেতনাচেতনশরীরকং ব্রহ্মৈবেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১।১।১০ ॥

সুষুপ্তি অবস্থা বর্ণন-স্থানে 'হে সোম্য তখন (সুষুপ্তি কালে) জীব সতের সহিত সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ সৎস্বরূপ প্রাপ্ত হয়।' এই বাক্যে সুষুপ্ত জীব সম্বন্ধে 'স্বাপ্যয়' কথা থাকায় 'সৎ'পদার্থ যে অচেতন প্রধান হইতে পৃথক্ পদার্থ, ইহা বেশ বুঝা যায়। কারণ, 'স্বাপ্যয়' অর্থ—স্বকারণে লয়; প্রধান যখন জীবের কারণ নহে; তখন তাহাতে কখনই জীবের বিলয় সম্ভবে না; সুতরাং প্রধানকে 'সৎ' পদার্থ বলিলে উক্ত 'স্বাপ্যয়' শ্রুতির বিরোধ ঘটে; অতএব প্রধানকে 'সৎ' বলা যায় না; পরন্তু চিৎ-জড়ময় শরীরধারী ব্রহ্মকেই 'সৎ' বলিতে হইবে ॥১০॥]

এই কারণেও [সৎপদবাচ্য] প্রধান হইতে পারে না; 'যেহেতু [তাহা হইলে] প্রতিজ্ঞার বিরোধ হয়'।

সাংখ্যোক্ত প্রধানকে জগৎকারণ বলিলে প্রতিজ্ঞা-বিরোধও উপস্থিত হয়। কারণ, বাক্যের প্রারম্ভে একবিজ্ঞানে সর্ব্ব-বিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে; কার্য্য ও কারণের অনন্যত্ব বা অভেদ বশতঃ কারণস্বরূপ 'সৎ' পদার্থকে বিশেষরূপে জানিলেই তৎকার্য্যস্বরূপ চেতনাচেতনময় এই জগৎপ্রপঞ্চও বিজ্ঞাত হইয়া যায়; এইভাবেই সেই প্রতিজ্ঞার উপপাদন বা সমর্থন করিতে হইবে। কিন্তু, প্রধানকে কারণ বলিলে, চেতনসমূহ যখন প্রধানের কার্য্যই নহে, তখন প্রধান বিজ্ঞানে [অচেতন সমূহের বিজ্ঞান সিদ্ধ হইলেও] চেতনসমূহের বিজ্ঞানত সিদ্ধ হয় না; সুতরাং একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞাটী বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে ॥ ১।১।৯ ॥

(*) 'তৎকার্য্যভূত-চেতনপ্রপ' ইতি (খ) পাঠস্ত অযুক্তঃ।

তদেব সচ্ছব্দবাচ্যং প্রকৃত্যাহ—"স্বপ্নান্তং মে সোম্য বিজানীহীতি, যত্রৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম, সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি—স্বমপীতো ভবতি; তস্মাদেনং 'স্বপিতি' ইত্যাচক্ষতে, স্বং হ্যপীতো ভবতি।" [ছান্দো° ৬।৮।১।] ইতি সুষুপ্তং জীবং সতা সম্পন্নং 'স্বমপীতঃ—স্বস্মিন্ প্রলীনঃ' ইতি ব্যপদিশতি। প্রলয়শ্চ স্বকারণে লয়ঃ। নচাচেতনং প্রধানং চেতনস্য জীবস্য কারণং ভবতি (*)। "স্বমপীতো ভবতি"—আত্মানমেব জীবোঽপীতো ভবতীত্যর্থঃ। চিদ্বস্তুশরীরকং তদাত্মভূতং ব্রহ্মৈব জীব-শব্দেনাপি (†) অভিধীয়ত ইতি (‡) নামরূপব্যাকরণশ্রুত্যোক্তম্। তৎ জীবশব্দাভিধেয়ং ব্রহ্ম সুষুপ্তিকালেঽপি প্রলয়কাল ইব নাম-রূপপরিষঙ্গা-ভাবাৎ কেবলসচ্ছব্দাভিধেয়মিতি "সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি—স্বমপীতো ভবতি" ইত্যুচ্যতে। তথা সমানপ্রকরণে নাম-রূপবিভাগ-(§)

এই কারণেও প্রধান ['সৎ' পদবাচ্য] হইতে পাবে না ; 'যেহেতু [জীবের] স্বস্বরূপেই অপ্যয় (বিলয় হয়)।'

সেই জগৎকারণ 'সৎ' পদার্থকে উদ্দেশ কবিয়া [শ্রুতি] বলিয়াছেন যে, 'হে সোম্য। (শ্বেতকেতো!) তুমি আমার নিকট স্বপ্নান্ত অর্থাৎ সুষুপ্তিকালীন জীবেব অবস্থা অবগত হও—এইপুরুষ (জীব) যখন সুষুপ্ত হয়, হে সোম্য! [সে] তখন সতের সহিত মিলিত হয়,—স্ব-স্বরূপ প্রাপ্ত হয় ; সেই কাবণে লোকে ইহাকে 'স্বপিতি' বলিয়া থাকে ; কেন না, সে তখন স্ব-স্বরূপ অপীত (প্রাপ্ত) হইয়া থাকে।' এই শ্রুতি সুষুপ্ত জীবকে সতের সহিত সম্পন্ন—স্ব-স্বরূপ প্রাপ্ত, অর্থাৎ স্ব-স্বরূপে (পরমাত্মায়) প্রলীন হয়, বলিয়া নির্দেশ কবিতেছেন। 'প্রলয়' অর্থই স্বীয় কারণে লয়। অথচ, অচেতন প্রধান কখনই চেতন জীবের কারণ হইতে পাবে না। "স্বং অপীতো ভবতি" কথাব অর্থও—জীব স্বীয় আত্মাকে প্রাপ্ত হয়। চিন্ময় বস্তু অর্থাৎ চেতন যাঁহার শরীর, এবং জীবের যিনি আত্মস্বরূপ, সেই ব্রহ্মই যে এখানে 'জীব' শব্দেও অভিহিত হইয়াছে ; ['আমি এই জীবাত্মরূপে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া বস্তুর নাম ও রূপ (আকৃতি) অভিব্যক্ত করিব,' এই] নাম-রূপ ব্যক্তীকরণ শ্রুতি-দ্বারাও উক্ত হইয়াছে। প্রলয়কালের ন্যায় সুষুপ্তি কালেও কোনরূপ নাম বা আকৃতির সম্বন্ধ থাকে না ; এই কারণে সেই 'জীব' শব্দে উল্লেখ-যোগ্য সেই ব্রহ্মও সুষুপ্তি সময়ে কেবলই 'সৎ' পদের অভিধেয় হইয়া থাকেন। এই কারণে, 'হে সোম্য! তৎকালে জীব সৎসম্পন্ন হয়—স্বরূপকে প্রাপ্ত হয়—' বলা হইয়া থাকে। সেইরূপ, এতদনুরূপ অন্য প্রকরণেও বিভক্ত নাম-রূপের সহিত সম্বন্ধ না থাকায়

(*) ভবিতুমর্হতি' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(†) ব্রহ্মশব্দেনাভিধীয়তে' ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) ইতি' শব্দঃ (গ) পুস্তকে নোপলভ্যতে।

(§) বিভাগ' ইতি ন পঠ্যতে (গ ঘ) পুস্তকে।

পরিষ্বঙ্গাভাবেন প্রাজ্ঞেনৈব পরিষ্বঙ্গাৎ "প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্।" [বৃহদা০ ৬।৩।২১] ইত্যুচ্যতে। আমোক্ষাৎ (*) জীবস্য নাম-রূপপরিষ্বঙ্গাদেব হি স্বব্যতিরিক্তবিষয়জ্ঞানোদয়ঃ। সুষুপ্তি-কালেঽপি হি (†) নাম-রূপে বিহায় সতা সম্পরিষ্বক্তঃ পুনরপি জাগ্রদ্দশায়াং নাম-রূপে পরিষ্বজ্য তত্তন্নামরূপো (‡) ভবতীতি শ্রুত্যন্তরে স্পষ্টমভিধীয়তে,—"যদা সুপ্তঃ (§) স্বপ্নং ন কথঞ্চন পশ্যতি, অথাস্মিন্ প্রাণ এব (||) একধা ভবতি।...তস্মাদ্বা (¶) আত্মনঃ প্রাণা যথায়তনং (**) বিপ্রতিষ্ঠন্তে," [কৌষী০৪।১৮।]। "তথা তে ইহ ব্যাঘ্রো বা, সিংহো বা, বৃকো বা, বরাহো বা, দংশো বা, মশকো বা, যদ্যদ্ভবন্তি, তথা (††) ভবন্তি।" [ছান্দো০ ৬।৯।৩] ইতি চ। তথা সুষুপ্তং জীবং "প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষ্বক্তঃ" ইতি চ বদতি।

তখন প্রাজ্ঞ—পরমাত্মার সহিত সম্বন্ধ ঘটে, এবং সেই প্রাজ্ঞ আত্মার সহিত সংশ্লেষ বশতই জীব সম্বন্ধে 'জীব প্রাজ্ঞ আত্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া বাহ্য ও আন্তর কোন বিষয়ই জানিতে পারে না।' এই কথা বলা হইয়া থাকে। বস্তুতই মোক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত কেবল নাম ও রূপের সহিত সম্বন্ধ বশতই জীবের স্ব-ভিন্ন বস্তু-বিষয়ে জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে; [মোক্ষ কালে নাম-রূপসম্বন্ধও থাকে না; সুতরাং অপর কোন বিষয়ে জ্ঞানও জন্মে না]।

জীবগণ সুষুপ্তি কালেও যে, নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া সৎ-সম্মিলিত হয়, এবং জাগ্রৎ-অবস্থায় যে, আবার নাম ও রূপের সহিত সম্বন্ধ লাভ করিয়া পুনশ্চ সেই সেই নাম ও রূপভাগী হইয়া থাকে। এ কথা অপর শ্রুতিতে স্পষ্টাক্ষরে অভিহিত আছে,—'যখন সুপ্ত হইয়া কোনও স্বপ্ন-দর্শন করে না, তখন প্রাণেই (আত্মায়ই) সকলে একীভাব লাভ করে। [প্রবোধ সময়ে আবার] সেই আত্মা হইতেই সমস্ত প্রাণ (ইন্দ্রিয়গণ) নিজ নিজ আয়তন বা আশ্রয় স্থানাভিমুখে প্রস্থান করে।' সেইরূপ আরও আছে—'তাহারা (সুষুপ্ত ব্যক্তিরা) এখানে জাগ্রৎকালে ব্যাঘ্র, কিংবা সিংহ, কিংবা বৃক (নেকড়ে-বাঘ,) অথবা বরাহ, কিম্বা দংশ (ডাঁশ,) কিংবা মশক, যেরূপ থাকে, [তৎকালেও] তাহারা সেইরূপই হয়।' সেইরূপ অপর শ্রুতিও সুষুপ্ত জীবকে 'প্রাজ্ঞ আত্মার সহিত সংপরিষ্বক্ত (সম্মিলিত,)' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(*) আমোক্ষমিতি (গ) পাঠঃ।

(†) সুষুপ্তিকালেঽপি' ইতি (খ) পাঠঃ। (গ) পুস্তকে 'অপিঃ' ন দৃশ্যতে। (ঘ) পুস্তকেতু সুষুপ্তিকালে হি' ইতি পঠ্যতে।

(‡) রূপা ভবন্তীতি' ইতি (ক) পাঠস্তু পূর্ব্বোত্তর বৈরূপ্যাদুপেক্ষিতঃ, (ঘ) পাঠ এব গৃহীতঃ।

(§) সুষুপ্তঃ' ইতি (ক, খ) পাঠস্তু মূলবিরুদ্ধত্বাদুপেক্ষিতঃ, (খ) পাঠ এব সন্নিবেশিতঃ।

(||) এব হ্যেকধা' ইতি (খ) পাঠঃ।

(¶) এতস্মাৎ' ইতি (ক, খ) পাঠঃ তু মূলবিসংবাদাদুপেক্ষ্য মূলানুযায়ী (গ, ঘ) পাঠঃ পরিগৃহীতঃ।

(**) যথাযথং' ইতি (ঘ) পাঠস্তু শ্রুতিবিরুদ্ধঃ।

(††) [illegible] তথা তথা ভবন্তীতি (গ) পাঠঃ। যথেতি (খ) পাঠঃ।

তস্মাৎ সচ্ছব্দবাচ্যং পরং ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞঃ পরমেশ্বরঃ পুরুষোত্তম এব। তদাহ বৃত্তিকারঃ—"সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি" ইতি, সম্পত্ত্যসম্পত্তিভ্যামেতদধ্যবসীয়তে—"প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তঃ" ইতি চাহ ইতি ॥১।১।১০॥

ইতশ্চ ন প্রধানম্,—

গতিসামান্যাৎ ॥১।১।১১॥

[পদচ্ছেদঃ—গতি-সামান্যাৎ [গতেঃ] (কারণতাবগতির) [সামান্যাৎ] (একরূপতা হেতু)]।

[সরলার্থঃ—"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। স ঐক্ষত লোকান্ নু সৃজৈ।" "তস্মাদ্বা এতস্মাদ্ আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ।" "স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিৎ জনিতা নচাধিপঃ।" ইত্যাদিষু শ্রুতিষু যা চেতনকারণত্বাবগতিঃ, তৎসামান্যাৎ তৎসমানার্থত্বাদিত্যর্থঃ। ইহাপি চেতনং ব্রহ্মৈব জগৎকারণং, নান্যৎ প্রধানাদিকমিতি বিজ্ঞায়তে, ইতি বাক্যশেষঃ॥

'অগ্রে (সৃষ্টিরপূর্ব্বে) এই জগৎ এক আত্মস্বরূপেই ছিল। তিনি সংকল্প করিলেন যে, আমি সমস্ত লোক সৃষ্টি করিব।' 'সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সমুৎপন্ন হইল।' তিনিই সর্ব্ব-কারণ, এবং করণবর্গের (ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সাধন সমূহের) অধিপতিরও অধিপতি। তাহার জনকও কেহ নাই এবং অধিপতি বা প্রভুও কেহ নাই।' ইত্যাদি শ্রুতিতে একমাত্র চেতন ব্রহ্মেরই কারণত্ব অবগত হওয়া যায়। তাহারই সমানার্থক অর্থাৎ "সদেব" ইত্যাদি বাক্যও জগৎ-কারণেরই প্রতিপাদক; সুতরাং বুঝিতে পারা যায় যে, এখানেও চেতন ব্রহ্মকেই জগৎকারণ বলা হইয়াছে—অচেতন প্রধান প্রভৃতিকে নহে॥ ১।১।১১ ॥]

"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ, নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। স ঈক্ষত(*) লোকান্ নু সৃজা ইতি; স ইমান্ লোকানসৃজত" [ঐত০ ১।১]। "তস্মাদ্বা

অতএব, সর্ব্বজ্ঞ, পরমেশ্বর পর-ব্রহ্ম পুরুষোত্তমই (বাসুদেবই) 'সৎ'-পদের বাচ্যার্থ, [প্রধান নহে]। বৃত্তিকারও সে কথা বলিয়াছেন,—'হে সোম্য—শ্বেতকেতো! তৎকালে (সুষুপ্তি-সময়ে) [জীব] সতের সহিত সম্পন্ন (একীভাব) প্রাপ্ত হয়।' এই যে, সতের সহিত জীবের সম্পত্তি ও অসম্পত্তি (একীভাব ও পৃথক্‌ভাব), তাহা দ্বারা ইহাই নিশ্চিত হয় যে, জীব [তৎকালে] প্রাজ্ঞ আত্মার সহিতই সম্মিলিত হইয়া থাকে।' ইতি॥ ১।১।১০ ॥

এই কারণেও 'প্রধান' জগৎকারণ হইতে পারে না; যেহেতু গতি-সামান্য দৃষ্ট হয়,—'অগ্রে এই জগৎ এক আত্মস্বরূপেই ছিল, স্পন্দমান অপর কিছুই ছিল না। সেই আত্মা ইচ্ছা করি-লেন—লোকসমূহ সৃষ্টি করিব; তিনি লোকসমূহ সৃষ্টি করিলেন।' 'সেই এই আত্মা হইতে

(*) 'ঐক্ষত' ইতি (ক, খ) পাঠস্তু মূল শ্রুতিবিরুদ্ধত্বাদুপেক্ষিতঃ।

এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী" [তৈত্তি০, আন০, ১]। "তস্য হ বা এতস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ—যদ্ ঋগ্বেদঃ", [সুবালো০, ২] ইত্যাদিসৃষ্টিবাক্যানাং যা গতিঃ—প্রবৃত্তিঃ, তৎ-'সামান্যাৎ'—তৎসমানার্থত্বাৎ অস্য; তেষু চ সর্ব্বেষু সর্ব্বেশ্বরঃ কারণমবগম্যতে। তস্মাদত্রাপি সর্ব্বেশ্বর এব কারণমিতি নিশ্চীয়তে ॥ ১।১।১১ ॥

ইতশ্চ ন প্রধানম্—

শ্রুতত্বাচ্চ ॥ ১।১।১২ ॥

[পদচ্ছেদঃ—শ্রুতত্বাৎ [উপনিষদে] (শ্রবণহেতু) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—অস্যামেব চ্ছান্দোগ্যোপনিষদি "আত্মনঃ প্রাণঃ, আত্মন আকাশঃ।" ইত্যাদৌ সাক্ষাদেব সৎপদবাচ্যস্য আত্মনঃ কারণত্বস্য শ্রুতত্বাৎ চ—শ্রবণাদপি ব্রহ্মৈব জগৎকারণং, ন প্রধানমিতি বিজ্ঞায়তে ॥

এই চ্ছান্দোগ্যোপনিষদেও 'আত্মা হইতে প্রাণ হইল, আত্মা হইতে আকাশ হইল।' ইত্যাদি স্থলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 'সৎ' পদবাচ্য আত্মার কারণত্ব শ্রবণ হেতুও ব্রহ্মই যে, জগৎকারণ, প্রধান নহে, ইহা জানা যায় ॥ ১।১।১২ ॥]

শ্রুতমেব হি অস্যাম্ (*) উপনিষদি অস্য সচ্ছব্দবাচ্যস্যাত্মত্বেন নাম-রূপয়োর্ব্ব্যাকর্ত্তৃত্বং (†) সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বশক্তিত্বং সর্ব্বাধারত্বমপহতপাপ্মত্বা-

আকাশ সমুদ্ভূত হইল, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবী [সম্ভূত হইল]। 'এই যে, ঋগ্বেদ, ইহা সেই মহৎ ভূত বা স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মের নিঃশ্বাস-স্বরূপ অর্থাৎ অযত্ন-প্রসূত।' ইত্যাদি সৃষ্টি-বোধক বাক্যসমূহে গতি অর্থাৎ যে প্রকার অর্থ-প্রকাশন-শক্তি; তৎসামান্য হেতু, অর্থাৎ যেহেতু এই বাক্যও তাহারই সমান বা অনুরূপ অর্থপ্রকাশক। সৃষ্টি-প্রতিপাদক পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বাক্যেই সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মের কারণতা জানা যায়; সেই কারণে এখানেও সেই সর্ব্বেশ্বরেরই কারণতা নিশ্চিত হইতেছে ॥ ১।১।১১ ॥

এই কারণেও সাংখ্যোক্ত 'প্রধান' জগৎকারণ হইতে পারে না; 'যেহেতু ব্রহ্মেরই কারণত্ব-বোধক শ্রুতি আছে।'

এই 'সৎ' পদার্থই যে, আত্ম-রূপে নাম ও রূপের কর্ত্তা বা অভিব্যঞ্জক, এবং সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি,

(*) শ্রুতমেবমস্যাম্' ইতি (খ) পাঠঃ।　　(†) নামরূপব্যাকর্ত্তৃত্বম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

দিকং সত্যকামত্বং সত্যসঙ্কল্পত্বঞ্চ ;—"অনেন জীবেনাত্মনা অনুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি" [ছান্দো০, ৬।৩।২]। "সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ। ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং, তৎ সত্যং, স আত্মা," [ছান্দো০, ৬।৮।৬-৭]। "যচ্চাস্যেহাস্তি, যচ্চ নাস্তি, সর্ব্বং তদস্মিন্ (*) সমাহিতম্। তস্মিন্ কামাঃ সমাহিতাঃ।" [ছান্দো০, ৮।১।৩-৫]। "এষ আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্য-সংকল্পঃ।" [ছান্দো০, ৮।১।৫] ইতি।

তথা চ শ্রুত্যন্তরাণি—

"ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে,
ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্।
স কারণং করণাধিপাধিপো
নচাস্য কশ্চিজ্জনিতা নচাধিপঃ॥" [শ্বেতাশ্ব০, ৬।৯]।
"সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরো
নামানি কৃত্বাভিবদন্ যদাস্তে।"
[তৈত্তি০ আরণ্যক-ব্রহ্মমেধে পুরুষসূক্তং০-৩।১২।১৩]।

সর্ব্বাশ্রয়; অপহতপাপ্মা (নির্দ্দোষ), সত্যকাম ও সত্যসংকল্প ; ইহা এই ছান্দোগ্যোপনিষদেই জানা যায় ;—'এই জীবাত্ম-রূপে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ বিস্তার করিব।' 'হে সোম্য! 'সৎ' পদার্থই এই সকল প্রজার মূল, আশ্রয় ও প্রতিষ্ঠা বা বিলয় স্থান।' 'এই সমস্ত বস্তুই এই সদাত্মক ; তিনিই (সৎই) সত্য, এবং] তিনিই আত্মা।' 'এই জগতে যাহা কিছু বিদ্যমান আছে, এবং যাহা কিছু বিদ্যমান নাই (অতীত), তৎসমস্তই উঁহাতে সমাহিত বা অন্তর্নিবিষ্ট আছে। সমস্ত কাম বা অভিলাষও তাঁহাতেই নিহিত আছে।' 'এই আত্মা পাপ, জরা, মৃত্যু, শোক, ক্ষুধা ও পিপাসারহিত এবং সত্যকাম ও সত্যসংকল্প [কাম অর্থ—অভিলাষ, আর সংকল্প অর্থ—অনুকূল-প্রতিকূল চিন্তা]।

দেখ, আরও শ্রুতি আছে, —'জগতে তাঁহার কেহ পতি (প্রভু) নাই, ঈশিতাও (শাসন-কর্ত্তাও) নাই, কোনরূপ লিঙ্গ বা জ্ঞাপক চিহ্নও নাই। তিনিই কারণ এবং করণাধিপতিরও অধিপতি, এবং তাঁহার কেহ জনকও নাই, এবং অধিপতি বা পরিচালকও নাই।' যেহেতু ধীর (অবিকৃতাত্মা) ঈশ্বর সমস্ত রূপ অর্থাৎ আকৃতিসম্পন্ন বস্তু বিস্তার করিয়া সেই সকল বস্তুর নাম (সংজ্ঞা) করিয়া এবং নিজেই সেই সকল নামে ব্যবহার করিয়া অবস্থান করিতে-

---

(*) 'অস্মিন্' ইতি (গ) পাঠঃ।

"অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্ব্বাত্মা।" [তৈত্তি০ আরণ্য-চিত্তি০, ৩।১১।২১]। "বিশ্বাত্মানং পরায়ণং ; পতিং বিশ্বস্যাত্মেশ্বরম্। (*)
যচ্চ কিঞ্চিজ্জগত্যস্মিন্ দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা।
অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ॥" [মহানারা০ ৩। ১১-১২।]
"এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা অপহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ।" (†) [সুবালো০ ৭] ইত্যাদীনি। তস্মাৎ জগৎকারণবাদি-বাক্যম্ ন প্রধানাদি-প্রতিপাদনযোগ্যম্ (‡)। অতঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিঃ সর্ব্বেশ্বরো নিরস্ত-সমস্তদোষগন্ধোঽনবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়কল্যাণগুণগণৌঘমহার্ণবঃ (§) পুরু-ষোত্তমো নারায়ণ এব নিখিলজগদেককারণং জিজ্ঞাস্যং ব্রহ্মেতি চ স্থিতম্॥ ১॥

অত এব নির্ব্বিশেষ-চিন্মাত্রব্রহ্মবাদোঽপি সূত্রকারেণ আভিঃ শ্রুতিভির্নিরস্তো বেদিতব্যঃ। পারমার্থিক-মুখ্যেক্ষণাদিগুণযোগি জিজ্ঞাস্যং ব্রহ্মেতি স্থাপনাৎ। নির্ব্বিশেষবাদে হি সাক্ষিত্বমপ্যপারমার্থিকম্, বেদান্ত-বেদ্যং ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্যতয়া প্রতিজ্ঞাতম্ (||)। তচ্চ চেতনমিতি

ছেন।' 'তিনি লোকসমূহের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া শাসন করেন এবং সর্ব্বাত্মক।' 'বিশ্বের আত্মা ও পরম আশ্রয়কে, এবং জগতের পতি আত্মার ঈশ্বরকে [জানিবে]।' 'এই জগতে যে কিছু পদার্থ দৃষ্ট বা শ্রুত হয়, নারায়ণ সেই সকল বস্তুর অন্তরে ও বাহিরে ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন।' 'এই নারায়ণই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, নিষ্পাপ, অলৌকিক, প্রকাশময় ও এক।' ইত্যাদি। অতএব, জগৎকারণবাদী বাক্যটী 'সাংখ্যোক্ত প্রধান'-প্রতিপাদনে সমর্থ হয় না। অতএব ইহাই স্থির হইল যে, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বপ্রকার দোষস্পর্শশূন্য, নিরবধি নিরতিশয় এবং অসংখ্য কল্যাণকর গুণের মহাসমুদ্রস্বরূপ সেই পুরুষোত্তম নারায়ণই সমস্ত জগতের কারণস্বরূপ জিজ্ঞাস্য (জিজ্ঞাসার বিষয়ীভূত) ব্রহ্ম॥ ১॥

অতএব, জিজ্ঞাস্য ব্রহ্মে পারমার্থিক (প্রকৃত সত্য) মুখ্য ঈক্ষণ (আলোচনা) প্রভৃতি গুণসম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ায় ইহাও বুঝিতে হইবে যে, সূত্রকারকর্তৃক উক্ত শ্রুতিসমূহ দ্বারা নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মবাদও (শঙ্করমতও) প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। কেন না, নির্ব্বিশেষবাদে ঈশ্বরের সাক্ষিত্ব ধর্ম্মও অপারমার্থিক বা অসত্য ; (সুতরাং গৌণ)। বেদান্ত-বেদ্য ব্রহ্মই এখানে

(*) শাশ্বতং শিবমচ্যুতম্' ইতি (খ) পুস্তকে অধিকঃ পাঠ উপলভ্যতে।

(†) (খ) পুস্তকেতু 'এষ নিখিলজগদেককারণং' ইত্যধিকঃ পাঠ উপলভ্যতে।

(‡)—বাদিনী বাক্যানি ন প্রধানপ্রতিপাদন-যোগ্যানি' ইতি (ক, খ) পাঠঃ।

(§) গুণগণমহার্ণবঃ' ইতি (খ) পাঠঃ।

(||) প্রতিজ্ঞাতঞ্চ' ইতি (গ, ঙ) পাঠঃ।

"ঈক্ষতের্নাশব্দম্" ইত্যাদিভিঃ সূত্রৈঃ প্রতিপাদ্যতে। চেতনত্বং নাম চৈতন্য-গুণযোগঃ। অত ঈক্ষণগুণবিরহিণঃ প্রধানতুল্যত্বমেব। ২।

কিঞ্চ, নির্ব্বিশেষ-প্রকাশমাত্র-ব্রহ্মবাদে তস্য প্রকাশত্বমপি দুরুপপাদম্ (*)। প্রকাশো হি নাম স্বস্য পরস্য চ ব্যবহারযোগ্যতামাপাদয়ন্ বস্তুবিশেষঃ। নির্ব্বিশেষস্য বস্তুনস্তদুভয়রূপত্বাভাবাৎ ঘটাদিবদচিত্ত্বমেব। তদুভয়রূপত্বাভাবেঽপি তৎক্ষমত্বমস্তীতি চেৎ; তন্ন, তৎক্ষমত্বং হি তৎসামর্থ্যমেব। সামর্থ্য-গুণযোগে হি নির্ব্বিশেষবাদঃ পরিত্যক্তঃ স্যাৎ ॥ ৩ ॥

অথ শ্রুতিপ্রামাণ্যাদয়মেকো বিশেষোঽভ্যুপগম্যত ইতি চেৎ; হন্ত তর্হি তত এব সর্ব্বজ্ঞতা, (†) সর্ব্বশক্তিত্বং সর্ব্বেশ্বরেশ্বরত্বং সর্ব্বকল্যাণ-গুণাকরত্বং সকলহেয়-প্রত্যনীকতেত্যাদয়ঃ সর্ব্বেঽভ্যুপগন্তব্যাঃ। শক্তিমত্ত্বঞ্চ কার্য্য-বিশেষানুগুণত্বম্। তচ্চ কার্য্যবিশেষৈকনিরূপণীয়ম্। কার্য্যবিশেষস্য নিষ্প্রামাণকত্বে তদেকনিরূপণীয়ং শক্তিমত্ত্বমপি নিষ্প্রামাণকং স্যাৎ। কিঞ্চ,

---

জিজ্ঞাস্যরূপে প্রতিজ্ঞাত হইয়াছেন; সেই ব্রহ্ম যে চেতন বস্তু, ইহাই "ঈক্ষতেঃ নাশব্দম্।" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে। চেতনত্ব অর্থই চৈতন্যগুণের যোগ বা সম্বন্ধ; অতএব, ঈক্ষণ-গুণহীন পদার্থ ত (ব্রহ্ম ত) সাংখ্যোক্ত প্রধানেরই সমান ॥ ২ ॥

আরও এক কথা, ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ প্রকাশমাত্রস্বরূপ বলিলে, তাঁহার 'প্রকাশত্ব'ই উপপাদন বা সমর্থন করা যায় না; কারণ, [অন্যের নিকট] নিজের ও অপরের ব্যবহার-যোগ্যতা (ব্যবহার্য্যতা) সম্পাদক বস্তুবিশেষই প্রকাশ পদবাচ্য; নির্ব্বিশেষ বস্তুতে সেই উভয়ই অসম্ভব; সুতরাং ঘটাদি পদার্থের ন্যায় তাহার অচিদ্রূপতাই (জড়তা) সিদ্ধ হইতে পারে। যদি বল, স্ব-পর ব্যবহার্য্যতারূপ উক্ত অবস্থাদ্বয় না থাকিলেও নিশ্চয়ই তদ্বিষয়ে তাহার ক্ষমতা আছে। না—তাহা হয় না; কারণ, তদ্বিষয়ে ক্ষমতা অর্থ—তদ্বিষয়ে সামর্থ্য; ব্রহ্মে এই সামর্থ্যরূপ গুণের সম্বন্ধ স্বীকার করিলেইত নির্ব্বিশেষবাদ পরিত্যক্ত হইয়া পড়ে ॥ ৩ ॥

যদি বল, শ্রুতিপ্রামাণ্যানুসারে ঐ একটী মাত্র বিশেষই স্বীকার করা হইয়া থাকে, (অপর কোনও বিশেষ গুণ নহে)। ভাল, সেই শ্রুতি-প্রামাণ্যবলেই সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বশক্তিত্ব, সর্ব্বেশ্বরত্ব, সমস্ত কল্যাণগুণাকরত্ব এবং সর্ব্বপ্রকার হেয়গুণের বিরোধিতা প্রভৃতি বিশেষ ধর্ম্মগুলিও অবশ্য স্বীকার করা উচিত। শক্তিমত্ব (শক্তিশালিত্ব) অর্থ—কার্য্য-বিশেষের অনুকূলতা, তাহাও কেবল সেই সকল বিশেষ বিশেষ কার্য্যদর্শনেই নিরূপণ করিতে পারা যায়, অর্থাৎ কাহার কোন্ কার্য্যে শক্তি, তাহা তাহার কার্য্যদর্শনেই নির্দ্ধারিত হয়। কিন্তু সেই সকল কার্য্যই যদি

(*) দুরুপপাদ্যম্' ইতি (গ) পাঠঃ।   (†) সর্ব্বসত্ত্বা' ইতি খ০।

নির্ব্বিশেষবস্তুবাদিনো বস্তুত্বমপি নিষ্প্রমাণম্। 'প্রত্যক্ষানুমানাগমস্বানুভবাঃ সবিশেষগোচরাঃ' (*) ইতি পূর্ব্বমেবোক্তম্। তস্মাদ্বিচিত্রচেতনাচেতনাত্মকজগদ্রূপেণ "বহু স্যাম্" ইতীক্ষণক্ষমঃ পুরুষোত্তম এব জিজ্ঞাস্যং ব্রহ্মেতি সিদ্ধম্ ॥ ১।১।১২ ॥ [পঞ্চমং ঈক্ষত্যধিকরণং সমাপ্তম্] ॥

এবং জিজ্ঞাসিতস্য (†) তস্য ব্রহ্মণশ্চেতনভোগ্যভূত-জড়রূপ-সত্ত্বরজস্তমোময়-প্রধানাদ্ ব্যাবৃত্তিরুক্তা ; ইদানীং কর্ম্মবশাৎ ত্রিগুণাত্মক-প্রকৃতি-

নিষ্প্রমাণক বা প্রমাণ-হীন হয় ; তাহা হইলে একমাত্র কার্য্যানুসারে নিরূপণীয় সেই শক্তিমত্তাও (শক্তিও) অপ্রমাণ বা প্রমাণশূন্য হইতে পারে। (‡)। অপিচ, পূর্ব্বেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, সবিশেষ বা সগুণ বস্তুই প্রত্যক্ষ, অনুমান, আগম (শাস্ত্র) ও স্বীয় অনুভবের বিষয় হইয়া থাকে ; সুতরাং নির্ব্বিশেষ বস্তুবাদীর পক্ষে [নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের] বস্তুত্বও নিষ্প্রমাণক বা প্রমাণশূন্য (§)। অতএব, বিচিত্র চেতনাচেতনময় জগদাকারে 'বহু হইব' এইরূপ সংকল্প-সমর্থ পুরুষোত্তমই (বাসুদেবই) যে, জিজ্ঞাস্য ব্রহ্ম পদার্থ, ইহা সিদ্ধ হইতেছে ॥ ১।১।১২ ॥

॥ পঞ্চম ঈক্ষত্যধিকরণ সমাপ্ত ॥

এ পর্য্যন্ত চেতনভোগ্য, জড়স্বভাব, সত্ত্বরজস্তমোময় প্রধান হইতে পূর্ব্বজিজ্ঞাসিত ব্রহ্মের ব্যাবৃত্তি বা পার্থক্য অভিহিত হইল ; ব্রহ্ম যে, শুভাশুভ কর্ম্মের বশীভূত এবং ত্রিগুণাত্মক

(*) গমস্বানুভবাঃ সবিশেষবিষয়াঃ' ইতি (খ) পাঠস্তু টীকাবিরুদ্ধঃ।

(†) জিজ্ঞাস্যস্য' ইতি (খ) পাঠঃ। জিজ্ঞাসিতব্যস্য' ইতি (গ) পাঠস্তু টীকাসম্মতঃ।

(‡) তাৎপর্য্য—ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তি, অর্থাৎ সমস্ত কার্য্যোৎপাদনে তাঁহার ক্ষমতা আছে। কাহার কোন কার্য্যোৎপাদনে ক্ষমতা আছে, বা নাই ; তাহা তাহার কার্য্যদর্শনেই জানা যায়। ব্রহ্মও যে, সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, তাহাও তাঁহার কার্য্য-দর্শনেই স্থির করিতে হয়। তোমার মতে নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের সেই কার্য্য বিষয়েই যখন কোন প্রমাণ নাই, অর্থাৎ তাহা যখন কাহারো ব্যবহারগোচর হয় না ; তখন সেই কার্য্যমাত্র-নিরূপ্য শক্তিটীও অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। সুতরাং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তি, এই কথার কোন অর্থই হয় না।

(§) তাৎপর্য্য—নির্ব্বিশেষ বস্তুবাদীর মতে যাহা তুচ্ছ বা অসত্য নহে, তাহাই 'বস্তু', তদ্ভিন্ন সমস্তই অবস্তু—মিথ্যা। ব্রহ্ম কখনই তুচ্ছ বা অসত্য নহে ; সুতরাং তিনিই একমাত্র 'বস্তু' পদবাচ্য, তদ্ভিন্ন সমস্ত জগৎই তুচ্ছ—'অবস্তু' পদবাচ্য। কেহ কেহ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগমাতিরিক্ত স্বানুভবকেও একটী প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন ; তাহাদের মতানুসারেই এখানে প্রত্যক্ষাদির উল্লেখ সত্ত্বেও স্বানুভবের পৃথক্ উল্লেখ করা হইয়াছে। ফলকথা—যে বস্তুর কোনরূপ গুণ বা ধর্ম্ম নাই, তদ্বিষয়ে প্রত্যক্ষ, অনুমান, আগম কিংবা স্বীয় অনুভব, ইহাদের মধ্যে কাহারো প্রবৃত্তি হয় না বা হইতে পারে না ; সুতরাং ব্রহ্ম যখন নির্ব্বিশেষ, তাঁহাতে কোনপ্রকার ধর্ম্ম বা গুণের সম্বন্ধ নাই ; তখন তদ্বিষয়ে উক্ত কোন প্রমাণেরই গতি নাই, কাজেই ব্রহ্মের বস্তুত্ব (সত্যত্ব) বিষয়েও কোন প্রমাণ নাই, বলা যাইতে পারে।

সংসর্গনিমিত্ত-নানাবিধানন্তদুঃখসাগর-নিমজ্জনেন অশুদ্ধাৎ শুদ্ধাচ্চ প্রত্যগাত্মনোঽন্যৎ নিখিলহেয়প্রত্যনীকং নিরতিশয়ানন্দং ব্রহ্মেতিপ্রতিপাদ্যতে—

আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ ॥ ১।১।১৩ ॥

[পদচ্ছেদঃ 'আনন্দময়ঃ' (আনন্দময়) পদবাচ্য—[ব্রহ্ম], অভ্যাসাৎ (যেহেতু তাহারই পুনঃপুনঃ উল্লেখ) [আছে] ॥]

[সরলার্থঃ—"তস্মাদ্বা এতস্মাৎ আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ।" ইতি প্রকৃত্য তৈত্তিরীয়কে "তস্মাদ্ বা এতস্মাদ্ বিজ্ঞানময়াদন্যঃ অন্তর আত্মা 'আনন্দময়ঃ" ইতি পঠ্যতে। তত্র সংশয়ঃ—কিমত্র 'আনন্দময়' শব্দেন প্রত্যাগাত্মা জীবঃ পরামৃষ্যতে? অথবা পরমাত্মা? তত্র অচেতনস্য প্রধানস্য ঈক্ষণপূর্ব্বক-সৃষ্ট্যসম্ভবেঽপি চেতনস্য জীবস্য তৎসম্ভবাৎ "তস্য এষ এব শারীর আত্মা" ইত্যত্র আনন্দময়স্য শারীরত্বশ্রবণাচ্চ জীব এব আনন্দময়ো ভবিতুমর্হতীতি প্রাপ্তে উচ্যতে—'আনন্দময়ঃ' পরমাত্মা ভবিতুমর্হতি, ন তু জীবঃ। "কুতঃ?—"অভ্যাসাৎ,—তে যে শতং প্রজাপতেরানন্দাঃ, স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ," ইত্যেবং মানুষানন্দমারভ্য উত্তরোত্তরোৎকর্ষেণ পরমাত্মনি এব নিরতিশয়ানন্দস্য পর্য্যবসানং ব্যবস্থাপিতং—"সৈষা আনন্দস্য মীমাংসা ভবতি," ইত্যাদিনা। নহ্যেবং নিরতিশয় আনন্দো ব্রহ্মণোঽন্যত্র জীবে বা সম্ভবতি। অতঃ পরমাত্মৈব 'আনন্দময়ঃ', নতু জীব ইত্যর্থঃ ॥

'সেই এই আত্মা' হইতে আকাশ সমুৎপন্ন হইল।' এই প্রকরণেই 'সেই এই বিজ্ঞানময় হইতেও সূক্ষ্ম অপর আত্মা আছে, তাহার নাম 'আনন্দময়', এই শ্রুতিতে ' আনন্দময়' শব্দের উল্লেখ আছে। এখন সংশয় হইতেছে যে, এই আনন্দময় শব্দের অর্থ কি জীব? না পরমাত্মা? যদিও অচেতন প্রধানের ঈক্ষণপূর্ব্বক সৃষ্টির সম্ভব হয় না বটে, কিন্তু জীবে ত তাহার সম্ভব হইতে পারে; অতএব, জীবই 'আনন্দময়' শব্দের অর্থ। তদুত্তরে বলা হইতেছে যে, পরমাত্মাই এখানে 'আনন্দময়' শব্দের অর্থ—জীব নহে। কারণ?—অভ্যাস বা পুনঃপুনঃ আনন্দের উল্লেখই ইহার কারণ। অর্থাৎ মনুষ্যের আনন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া শত গুণিত আনন্দ নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—'প্রজাপতির যে, শত আনন্দ, তাহা এই আনন্দময়ের একটী মাত্র আনন্দ।' পরিশেষে বলা হইয়াছে যে, 'ইহাই আনন্দের মীমাংসা বা শেষ।' অর্থাৎ ইহাতেই নিরতিশয় আনন্দ, তদপেক্ষা অধিক আনন্দ অন্য কোথাও নাই। উক্ত নিরতিশয় আনন্দ যখন ব্রহ্ম ভিন্ন অন্যত্র একেবারেই অসম্ভব এবং জীবের আনন্দ যখন সাতিশয় বা সীমাবদ্ধ ভিন্ন হইতেই পারে না; তখন এখানে 'আনন্দময়' শব্দে ব্রহ্ম ভিন্ন জীবকে কখনই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না॥ ১।১।১৩ ॥]

প্রকৃতির সম্বন্ধ-নিবন্ধন নানাপ্রকার অপার দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন, অশুদ্ধ (সংসারী) ও শুদ্ধ (মুক্ত) জীব হইতেও পৃথক্, সর্ব্বপ্রকার হেয়গুণরহিত ও নিরতিশয় আনন্দময়; এখন তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে—"আনন্দময়ঃ অভ্যাসাৎ। (*)

(*) তাৎপর্য্য—'আনন্দময়' অধিকরণটী "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" হইতে "অস্মিন্ অস্য চ তদ্যোগং শাস্তি।"

তৈত্তিরীয়া অধীয়তে—"স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ" [তৈত্তি—আন০ ১] ইতি প্রকৃত্য "তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াদন্যোঽন্তর আত্মা আনন্দময়ঃ" ইতি। তত্র সন্দেহঃ,—কিময়মানন্দময়ো বন্ধ-মোক্ষভাগিনঃ প্রত্যগাত্মনো জীবশব্দাভিলপনীয়াদন্যঃ পরমাত্মা? উত স এব? ইতি। কিং যুক্তং? প্রত্যগাত্মেতি। কুতঃ?—"তস্য এষ এব শারীর আত্মা" [তৈত্তি-আন০ ৫] ইত্যানন্দময়স্য শারীরত্বশ্রবণাৎ; শারীরো হি শরীরসম্বন্ধী জীবাত্মা।১।

নন্বু চ জগৎকারণতয়া প্রতিপাদিতস্য ব্রহ্মণঃ সুখপ্রতিপত্ত্যর্থমন্নময়াদীন্ অনুক্রম্য তদেব জগৎকারণম্ 'আনন্দময়ঃ' ইত্যুপদিশতি। জগৎকারণঞ্চ "তদৈক্ষত" ইতি (*) 'ঈক্ষণ'- শ্রবণাৎ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বেশ্বর ইত্যুক্তম্।২।

তৈত্তিরীয় শাখীরা 'সেই এই পুরুষ অন্ন-রসময় অর্থাৎ অন্ন রসের পরিণাম।' এইরূপ উপক্রম করিয়া বলিয়াছেন যে, 'সেই এই বিজ্ঞানময় আত্মা অপেক্ষাও 'আনন্দময়' আত্মা অন্তর অর্থাৎ অন্তর্ব্বর্ত্তী—সূক্ষ্ম।' ইহাতে সংশয় এই যে, এই আনন্দময় আত্মা কি বন্ধ-মোক্ষভাগী 'জীব'পদবাচ্য প্রত্যক্ আত্মা হইতে পৃথক্—পরমাত্মা? অথবা সেই জীবই? কোনটা যুক্তি-সম্মত হয়? না—প্রত্যক্—জীবাত্মা। কারণ?—'এই 'শারীর'ই তাহার আত্মা,' এই শ্রুতিতে 'আনন্দময়'কে 'শারীর' বলা হইয়াছে। শরীরের সহিত সম্বন্ধ থাকায় জীবাত্মাই 'শারীর'-পদবাচ্য ॥ ১ ॥

সাংখ্যমতে পূর্ব্বপক্ষ ;

ভাল, জিজ্ঞাসা করি—জগৎকারণরূপে প্রতিপাদিত ব্রহ্মকেই অনায়াসে বুঝাইবার নিমিত্ত শ্রুতি প্রথমে [অনাত্মা] 'অন্নময়াদি' কোষগুলির উপক্রম করিয়া শেষে সেই জগৎকারণকেই 'আনন্দময়' বলিয়া উপদেশ দিতেছেন এবং সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মই যে, সেই জগৎকারণ, তাহাও ত "তৎ ঐক্ষত" এই ঈক্ষণবোধক শ্রুতি অনুসারে [পূর্ব্বেই] প্রতিপাদিত হইয়াছে। [তবে এখন আর সংশয় কেন?] ॥ ২ ॥

পর্য্যন্ত আটটী সূত্রে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। এখানে এইরূপে অধিকরণ রচিত হইয়াছে। (১) বিষয়—তৈত্তিরীয়-উপনিষদে "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ" এই প্রকরণে পূর্ব্বোক্ত 'বিজ্ঞানময়' হইতেও সূক্ষ্ম অন্য আত্মা আছে, যাহার নাম 'আনন্দময়'। (২) সংশয়—ঐ বাক্যে জগৎ-কারণরূপে যে আনন্দময়ের উল্লেখ আছে; সেই 'আনন্দময়' কি জীব? অথবা পরমাত্মা? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—"অস্য এষ এব শারীর আত্মা," অর্থাৎ এই শারীরই (জীবই) তাহার (সেই আনন্দময়ের) আত্মা, এই বাক্যে উক্ত আনন্দময়ের শারীরত্ব নির্দ্দেশ বশতঃ 'আনন্দময়' শব্দে জীবাত্মাই বুঝিতে হইবে, কেন না, শরীর-সম্বন্ধী—শারীর আত্মা জীব ভিন্ন আর কেহ হইতে পারে না। জীবাত্মা যখন চেতন, তখন তাহার পক্ষে ঈক্ষাপূর্ব্বক সৃষ্টিও অসম্ভব হয় না। (৪) সিদ্ধান্ত—"সৈষা আনন্দস্য মীমাংসা ভবতি।" অর্থাৎ এখানেই আনন্দের শেষসীমা বলায় এই 'আনন্দময়' ব্রহ্মভিন্ন আর কেহ হইতে পারে না। কেন না, জীবের আনন্দত সীমাবদ্ধ, এবং তারতম্যযুক্ত। "তস্মাৎ বা এতস্মাদাত্মনঃ" এই স্থানে জগৎকারণরূপে যে আত্মা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; পর পর তাহাকেই 'শারীর' শব্দে উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রয়োজন—পূর্ব্ববৎ।

(*) ইতি শ্রবণাৎ' ইতি (খ) পাঠঃ।

সত্যমুক্তম্ ; স তু জীবাৎ নাতিরিচ্যতে—"অনেন জীবেনাত্মনা অনুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি" [ছান্দো০ ৬।৩।২]। "তত্ত্বমসি (*) শ্বেতকেতো," [ছান্দো০ ৬।৮।৭] ইতি কারণতয়া তির্দ্দিষ্টস্য জীবসামানাধিকরণ্যনির্দ্দেশাৎ। সামানাধিকরণ্যং হি একত্বপ্রতিপানপরম্ ; যথা—'সোঽয়ং দেবদত্তঃ' ইত্যাদৌ। ঈক্ষাপূর্ব্বিকা চ সৃষ্টিশ্চেতনস্য জীবস্যোপপদ্যত এব। অতঃ "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" ইতি জীবস্যাচিৎ-সংসর্গবিযুক্তং স্বরূপং প্রাপ্যতয়োপক্রান্তম্ 'আনন্দময়ঃ (†) ইত্যুপদিশ্যতে। অচিদ্বিযুক্তস্য (‡) স্বরূপস্য লক্ষণমিদমুচ্যতে—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইতি। তদ্রূপপ্রাপ্তিরেব হি মোক্ষঃ। "ন হ বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি। অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ" [ছান্দো০৮।১২।১] ইতি। অতো জীবস্যাবিদ্যাবিযুক্তং স্বরূপং প্রাপ্যতয়া প্রক্রান্তমানন্দময় ইত্যু-

---

হাঁ, কথিত হইয়াছে সত্য ; কিন্তু, 'আমি এই জীবরূপে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ প্রকটিত করিব।' 'হে শ্বেতকেতো ! তুমি তৎস্বরূপই।' ইত্যাদি স্থলে কারণরূপে অভিহিত ব্রহ্মেরই জীবের সহিত সামানাধিকরণ্য বা অভেদ নির্দ্দেশ হইতে জানা যায় যে, সেই জগৎকারণ ঈশ্বরও জীব হইতে অতিরিক্ত বা পৃথক্ পদার্থ নহে। 'এই সেই দেবদত্ত' ইত্যাদির ন্যায় একত্ব প্রতিপাদন করাই সামানাধিকরণ্যের উদ্দেশ্য। ঈক্ষণপূর্ব্বক যে সৃষ্টি করা, তাহা ত জীবের পক্ষে উত্তমরূপেই উপপন্ন হইতে পারে। অতএব, 'ব্রহ্মবিৎ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন' এই শ্রুতিতে জড়পদার্থের সহিত সম্পর্করহিত জীবের যে, স্বরূপটি প্রথমে প্রাপ্তব্যরূপে কথিত হইয়াছে ; পশ্চাৎ তাহাই 'আনন্দময়' বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। সেই অচিৎ বা জড় সম্বন্ধশূন্য স্বরূপেরই লক্ষণ কথিত হইয়াছে—'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ।' সেই ব্রহ্ম স্বরূপ প্রাপ্তিই মোক্ষ। কেননা, [শ্রুতি বলিয়াছেন—] সশরীর অর্থাৎ শরীরাভিমানী হইলে কখনই তাহার প্রিয় ও অপ্রিয় অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ-সম্বন্ধ ব্যাহত হয় না।' পক্ষান্তরে, 'অশরীর হইলে, প্রিয় ও অপ্রিয় তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।' অতএব, প্রাপ্তব্যরূপে অভিহিত জীবের অবিদ্যাবিরহিত স্বরূপকেই 'আনন্দময়' শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে।

দেখ,—[শ্রুতি] প্রকৃত আত্মস্বরূপটী বুদ্ধ্যারূঢ় বা বুদ্ধিগম্য করিবার উদ্দেশে 'শাখা-চন্দ্র'

(*) তত্ত্বমসীতি কারণতয়া' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) উপক্রান্তমানন্দময়ঃ' ইত্যংশঃ খ-গ-পুস্তকয়োর্নোপলভ্যতে।

(‡) অচিদ্বিযুক্তস্বরূপস্য' ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

পদিশ্যতে। তথা হি—শাখাচন্দ্রন্যায়েনাত্মস্বরূপং দর্শয়িতুম্ 'অন্নময়ঃ পুরুষঃ' (*) ইতি প্রথমং শরীরং নির্দ্দিশ্য তদন্তরভূতং (†) তস্য ধারকং পঞ্চবৃত্তিপ্রাণং, তস্যাপ্যন্তরভূতং মনঃ, তদন্তরভূতাঞ্চ বুদ্ধিং, 'প্রাণময়ো মনোময়ো বিজ্ঞানময়ঃ", [তৈত্তি-আনন্দ০, ২-৪] ইতি তত্র তত্র বুদ্ধ্যবতরণক্রমেণ নির্দ্দিশ্য, সর্ব্বান্তরভূতং জীবাত্মানম্ "অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ" [তৈত্তি, আনন্দ০ ৫।২] ইত্যুপদিশ্য অন্তরাত্মপরম্পরাং সমাপয়তি। অতো জীবাত্মস্বরূপমেব "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি" [তৈত্তি-আনন্দ০, ১।] ইতি প্রক্রান্তং ব্রহ্ম, তদেব 'আনন্দময়ঃ' ইত্যুপদিষ্টমিতি নিশ্চীয়তে ॥ ৩ ॥

ন্যায়ে (‡) 'পুরুষ অন্নময়' এই বলিয়া প্রথমতঃ স্থূল শরীরের নির্দ্দেশ করিয়া—পরে 'অন্য অন্তরাত্মা—'প্রাণময়' 'মনোময়', ও 'বিজ্ঞানময়', এই কথা বলিয়া তদপেক্ষাও অন্তরভূত বা সূক্ষ্ম, শরীর-ধারক পঞ্চবৃত্তি (প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান, এই পাঁচটী বৃত্তি বা ব্যাপার বিশিষ্ট) প্রাণ; তদপেক্ষা অন্তরভূত সূক্ষ্ম মনঃ, এবং তদপেক্ষাও আভ্যন্তরীণ সূক্ষ্ম বুদ্ধিকে নির্দ্দেশ করিয়া, সর্ব্বশেষে [এতদপেক্ষাও] অন্তরভূত অন্য একটী আত্মা [আছে, যিনি] 'আনন্দময়,' এই বলিয়া সর্ব্বান্তরভূত জীবাত্মার নির্দ্দেশ করিয়া অন্তরাত্মার পারম্পর্য্য অর্থাৎ উত্তরোত্তর পৃথক্ পৃথক্ অন্তরাত্ম-কথনের প্রসঙ্গ পরিসমাপ্ত করিতেছেন। অতএব নিশ্চয় জানা যাইতেছে যে; 'ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি পরম বস্তু প্রাপ্ত হন', এই শ্রুতিতে জীবাত্ম-স্বরূপে যে ব্রহ্ম উল্লিখিত হইয়াছেন ; তিনিই এখানে 'আনন্দময়' বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছেন ; জীবাতিরিক্ত ব্রহ্ম নহে (§) ॥ ৩ ॥

(*) শ্রুতৌ তু "অন্নরসময়ঃ... পুরুষঃ" ইত্যেবং পাঠ উপলভ্যতে, তস্মাৎ অর্থ-কথনমাত্রমেতদ্ ইতি মন্তব্যম্।

(†) 'অন্তরভূতম্' ইত্যত্র 'অন্তর্ভূতম্' ইতি (ক) পাঠস্তু ন সমীচীনঃ।

(‡) তাৎপর্য্য—'চন্দ্র' কাহাকে বলে, তাহা জানে না, কিন্তু 'বৃক্ষের শাখা' জানে, এরূপ কোন বালককে যদি 'চন্দ্র' বুঝাইতে হয়, তাহা হইলে, (যে সময় কোন বৃক্ষের মধ্য দিয়া চন্দ্র দেখা যায়, সেই সময়) 'ঐ চন্দ্র' বলিয়া প্রথমেই বৃক্ষের শাখার উপর তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে হয় ; পরিজ্ঞাত বৃক্ষ-শাখায় দৃষ্টি স্থির হইলে পর ঐ শাখার উপর বা অন্তরালে জ্যোতির্ম্ময় যে পদার্থটী দৃষ্ট হইতেছে, তাহার নাম 'চন্দ্র' ; এইরূপে ক্রমে প্রকৃত চন্দ্রটী বুঝাইতে হয়। এইরূপ কোন অবাস্তব পদার্থের সাহায্যে যে, প্রকৃত বস্তুতে বোধ উৎপাদন প্রণালী, তাহাকেই 'শাখাচন্দ্র ন্যায়' বলা হয়।

আলোচ্য স্থলেও দুর্ব্বিজ্ঞেয় আত্ম-বিষয়ে প্রথমেই কাহারো বোধ সমুৎপাদন করা সম্ভবপর হয় না, এই কারণে লোকহিতৈষিণী শ্রুতি প্রথমে স্থূল দেহকে 'আত্মা' বলিয়া উপদেশ দিলেন ; পরে তদপেক্ষা সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর সূক্ষ্মতম ক্রমে উপদেশ দ্বারা শ্রোতার বুদ্ধিকে অন্তর্মুখী করিয়া পরিশেষে প্রকৃত আত্মস্বরূপের উপদেশ দিয়াছেন, ; কারণ, শিষ্যগণ এইরূপ উপদেশেই ক্রমে বুদ্ধির স্থিরতা সম্পাদন দ্বারা দুর্ব্বিজ্ঞেয় আত্মস্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইতে পারে।

(§) তাৎপর্য্য—এপর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, এ সমস্তই সাংখ্য সিদ্ধান্ত। সাংখ্যবাদীর পক্ষে যুক্তি এই যে, 'আমি এই জীবাত্মরূপে নাম ও রূপ প্রকটিত করিব,' জগৎকারণের এইরূপে আপনাকে জীবাভিন্নভাবে নির্দ্দেশ করা, এবং "তৎ ত্বম্ অসি" বাক্যে সেই জগৎকারণকেই জীবের সহিত সামানাধিকারণ্যে নির্দ্দেশ করা। 'সামানাধিকরণ্য' অর্থই উভয়ের অভেদ, তাহা জগৎকারণের জীবভাবেরই গ্রাহক। তাঁহার পর "তস্য এষ এব শারীর আত্মা", এই শ্রুতিতে শারীর জীবকেই আনন্দময়ের আত্মা বা স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অবিশুদ্ধ আত্মা যখন জ্ঞানবলে বিশুদ্ধ স্বরূপ লাভ করিয়া থাকে, তখন "ব্রহ্মবিৎ আপ্নোতি পরম্।" শ্রুতিও সঙ্গত হইতে পারে, ইত্যাদি কারণে 'আনন্দময়' পদে জীবাত্মাই বুঝিতে হইবে, তদতিরিক্ত কিছু নহে।

নম্বু "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" [তৈত্তি-আনন্দ০ ৫] ইত্যানন্দময়াদন্যদ্ ব্রহ্মেতি প্রতীয়তে। নৈবম্; ব্রহ্মৈব স্বস্বভাববিশেষেণ (*) পুরুষবিধত্ব-রূপিতং শিরঃ-পক্ষ-পুচ্ছরূপেণ ব্যপদিশ্যতে। যথা অন্নময়ো দেহোঽবয়বী স্বস্মাদনতিরিক্তৈঃ স্বাবয়বৈরেব (†) "তস্যেদমেব শিরঃ" ইত্যাদিনা শিরঃ-পক্ষ-পুচ্ছবত্তয়া (‡) নিদর্শিতঃ; তথা আনন্দময়ং ব্রহ্মাপি স্বস্মাদনতিরিক্তৈঃ প্রিয়াদিভির্নিদর্শিতম্। তত্রাবয়বত্বেন রূপিতানাং প্রিয়-মোদ-প্রমোদানন্দা-নামাশ্রয়তয়া অখণ্ডরূপমানন্দময়ং (§) ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেত্যুচ্যতে। যদি চানন্দময়াদন্যৎ ব্রহ্মাভবিষ্যৎ, 'তস্মাদ্বা এতস্মাদানন্দময়াদন্যোঽন্তর আত্মা ব্রহ্ম' ইত্যপি নিরদেক্ষ্যৎ; নচৈবং নির্দ্দিশ্যতে।

ভাল, "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা", (ব্রহ্ম, পুচ্ছ ও প্রতিষ্ঠা—আশ্রয়), এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্ম উক্ত 'আনন্দময়' হইতে পৃথক্ বস্তু, (উভয়ে এক নহে); না—এরূপ হইতে পারে না; কারণ, স্বীয় স্বভাববিশেষানুসারে [আকৃতিসম্পন্ন] পুরুষরূপে রূপিত বা প্রকাশমান ব্রহ্মই শিরঃ, পক্ষ ও পুচ্ছবিশিষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। অন্নময় বা অন্নপুষ্ট এই দেহ অবয়বী বা অবয়বসমষ্টি হইয়াও যেমন আপনা হইতে অনতিরিক্ত বা অপৃথক্ স্বীয় অবয়বসমূহ দ্বারাই আবার 'ইহাই তাহার (দেহের) শিরঃ' ইত্যাদি বাক্যে শিরঃ, পক্ষ ও পুচ্ছাদি বিশিষ্ট রূপে [ভেদ] ব্যবহার প্রাপ্ত হয়, তেমনি আনন্দময় ব্রহ্মও আপনার অনতিরিক্ত প্রিয়াদি-বিশিষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছেন, [কিন্তু ঐ 'প্রিয়' 'মোদ,' 'প্রমোদ' ও ব্রহ্ম পৃথক্ পদার্থ নহে]। অবয়বরূপে কল্পিত প্রিয়, মোদ ও প্রমোদ, সকলেই আনন্দাশ্রিত; এই কারণে অখণ্ড আনন্দময় ব্রহ্মই পুচ্ছরূপী প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন (‖)। ব্রহ্ম যদি আনন্দময় হইতে পৃথক্—স্বতন্ত্র পদার্থ ই হইতেন, তাহা হইলে 'সেই এই আনন্দময় হইতেও অন্য একটী অন্তরাত্মা—আছেন; যাহার নাম ব্রহ্ম', ইহাও নির্দ্দেশ করিতেন; কিন্তু সেরূপ ত নির্দ্দেশ করেন নাই।

(*) স্বভাববিশেষেণ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) দেহ এব স্বস্মাদনতিরিক্ত-স্বাবয়বৈরিব' ইতি (খ) পাঠস্তু অসাধীয়ান্।

(‡) শিরঃপক্ষপুচ্ছা অবয়ববত্তয়া' ইতি (খ) পাঠস্তু প্রামাদিক এব।

(§) অখণ্ডমানন্দময়ঃ' ইতি (খ) পাঠঃ।

(‖) তৈত্তিরীয় উপনিষদে এইরূপ একটী শ্রুতি আছে যে, "তস্য প্রিয়মেব শিরঃ, মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ, প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ।" অর্থাৎ 'আনন্দময়' যেন একটী পক্ষী; প্রিয়—অভীষ্ট বস্তুর দর্শন জনিত প্রীতি তাহার শির, মোদ—অভীষ্টবস্তুর প্রাপ্তিজনিত প্রীতি তাহার দক্ষিণ পক্ষ, আর প্রমোদ—অভীষ্ট বস্তুর ভোগজাত প্রীতি তাহার উত্তর পক্ষ, ব্রহ্ম তাহার প্রতিষ্ঠা—স্থিতিসাধন আশ্রয়স্বরূপ পুচ্ছ। সেখানে এইরূপে আনন্দময়কে অবয়বী বা সমষ্টিরূপে কল্পনা করিয়া প্রিয় মোদ ও প্রমোদকে তাহারই অবয়ব বা অংশরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। অবয়ব সমূহ যেরূপ অবয়বী হইতে পৃথক্ ভিন্ন পদার্থ নহে, সেইরূপ প্রিয়মোদাদি ভাবগুলিও আনন্দময় হইতে অতিরিক্ত নহে; সুতরাং এখানে আনন্দময়-বাক্যে জীবের অতিরিক্ত ব্রহ্ম কল্পনার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না।

এতদুক্তং ভবতি—"ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্," (*) ইতি প্রক্রান্তং ব্রহ্ম "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম," ইতি লক্ষণতঃ সকলেতরব্যাবৃত্তাকারং প্রতিপাদ্য, তদেব (†) "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ" ইত্যাত্মশব্দেন নির্দিশ্য তস্য সর্ব্বান্তরাত্মত্বেন (‡) আত্মত্বং ব্যঞ্জয়দ্ বাক্যম্ অন্নময়াদিষু তত্তদন্তরতয়া আত্মত্বেন (§) নির্দ্দিষ্টান্ প্রাণময়াদীনতিক্রম্য "অন্যোঽন্তর আত্মা আনন্দময়ঃ" ইত্যাত্মশব্দেন নির্দ্দেশমানন্দময়ে সমাপয়তি। অত আত্মশব্দেন প্রক্রান্তং (‖) ব্রহ্ম আনন্দময়মিতি নিশ্চীয়ত ইতি ॥ ৪ ॥

নন্বু চ "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" ইত্যুক্ত্বা—
"অসন্নেব স ভবতি অসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ ।
অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ সন্তমেনং ততো বিদুঃ ॥" [তৈত্তি-আন০ ৬।১]

এই কথা উক্ত হইতেছে যে, 'ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি পরমকে প্রাপ্ত হন,' এই শ্রুতিবাক্যে যে ব্রহ্ম বর্ণিত হইয়াছেন, 'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ', এইরূপ লক্ষণ দ্বারা তাহাকেই আবার অপর সমস্ত পদার্থ হইতে পৃথক্‌রূপে নির্দ্দেশ করিয়া 'সেই এই আত্মা হইতে', ইত্যাদি বাক্যে পুনশ্চ তাহাকেই আবার 'আত্মা' শব্দে উল্লেখ করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা আভ্যন্তরীণত্ব-নিবন্ধন এই আত্মারই প্রকৃত আত্মত্ব জ্ঞাপনার্থ পূর্ব্বোক্ত 'অন্নময়' প্রভৃতি যে সমস্ত আত্মা আপেক্ষিক অন্তর-রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ; সেই (আপেক্ষিক অন্তরভূত) 'প্রাণময়' প্রভৃতি আত্মাকে অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ উহাদের কথা শেষ করিয়া 'অন্য অন্তরাত্মা—আনন্দময়,' এই বাক্যে 'আনন্দময়ে'ই আত্ম-শব্দ উল্লেখের পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। অতএব, ইহা নিশ্চয় হইতেছে যে, 'আত্ম'-শব্দ দ্বারা যে ব্রহ্মের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা 'আনন্দময়' ভিন্ন আর কিছুই নহে। অর্থাৎ উপক্রম বাক্যস্থ ব্রহ্ম, আর অন্তিম বাক্যস্থ 'আনন্দময়', উভয়ই এক পদার্থ ॥ ৪ ॥

প্রশ্ন হইতেছে যে,—'ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা' এই কথা বলিয়া পরেই—'ব্রহ্মকে যদি 'অসৎ' (মিথ্যা) বলিয়া জানে, [তাহা হইলে] সে নিজেই 'অসৎ' হইয়া পড়ে, আর ব্রহ্মকে যদি সৎ' বলিয়া জানে ; [তাহা হইলে, সুধীগণ] ইহাকেও 'সৎ' বলিয়া জানেন। (¶)' এই

(*) ব্রহ্মবিদ্' ইত্যারভ্য "স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ" ইত্যেতদন্তাঃ শ্রুত্যংশাঃ তৈত্তিরীয়োপনিষদি ব্রহ্মানন্দবল্ল্যাং প্রথমতঃ ষট্‌সু কণ্ডিকাসু অনুসন্ধেয়াঃ।

(†) তদ্বদ্' ইতি (গ) পাঠঃ। (‡) সর্ব্বান্তরাত্মকত্বেন' ইতি (খ) পাঠঃ।

(§) তত্তদন্তরাত্মকত্বেন' ইতি (খ, গ) পাঠঃ।

(‖) নির্দ্দেশমিত্যাদিঃ প্রক্রান্তমিত্যন্তঃ পাঠঃ (গ) পুস্তকে ন দৃশ্যতে।

(¶) তাৎপর্য্য—ব্রহ্মই জীবরূপে অবস্থান করিতেছেন ; সুতরাং আত্মাও ব্রহ্ম একই পদার্থ, এখন যে লোক সেই ব্রহ্মকেই অসৎ বা মিথ্যা বলিয়া মনে করে ; প্রকৃত পক্ষে সে লোক আত্মাকেই (আপনাকেই) অসৎ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। আর যে লোক ব্রহ্মকে সৎ (আছেন) বলিয়া মনে করেন, তাহার পক্ষে, সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও সত্তা বা অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়া থাকে, সুতরাং ঐরূপ প্রতীতি দ্বারা তাহার আত্ম-সত্তাই প্রমাণিত হয়।

ইতি ব্রহ্মজ্ঞানাজ্ঞানাভ্যামাত্মনঃ সদ্ভাবাসদ্ভাবৌ দর্শয়তি; নানন্দময়-জ্ঞানাজ্ঞানাভ্যাম্। ন চানন্দময়স্য প্রিয়-মোদাদিরূপেণ সর্ব্বলোকবিদিতস্য সদ্ভাবাসদ্ভাবজ্ঞানাশঙ্কা (*) যুক্তা। অতো নানন্দময়মধিকৃত্যায়ং শ্লোক উদাহৃতঃ। তস্মাদানন্দময়াদন্যদ্ ব্রহ্ম।

নৈবম্; "ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা, পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা, অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা, মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা," [তৈত্তি°, আন° ১—৪] ইত্যেবমুক্ত্বা তত্র তত্রোদাহৃতাঃ—"অন্নাদ্বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে," ইত্যাদয়ঃ শ্লোকা যথা ন পুচ্ছমাত্রপ্রতিপাদনপরাঃ, অপি তু অন্নময়াদিপুরুষ-মাত্রপ্রতিপাদনপরাঃ; এবমত্রাপ্যানন্দময়স্যায়ম্ "অসন্নেব" ইতি শ্লোকো নানন্দময়ব্যতিরিক্তস্য পুচ্ছস্য। আনন্দময়স্যৈব ব্রহ্মত্বেঽপি প্রিয়মোদাদি-রূপেণ রূপিতস্যাপরিচ্ছিন্নানন্দস্য সদ্ভাবাসদ্ভাবজ্ঞানাশঙ্কা (†) যুক্তৈব। পুচ্ছব্রহ্মণোঽপ্যপরিচ্ছিন্নানন্দতয়ৈব হ্যপ্রসিদ্ধতা। ৫।

শ্রুতিতে ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানেই আত্মারও সদ্ভাব বা অস্তিত্ব, আর ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানের অসদ্ভাবেই আত্মারও অসদ্ভাব বা নাস্তিত্ব প্রদর্শিত হইতেছে; কিন্তু, আনন্দময়ের জ্ঞানে বা অজ্ঞানে নহে। বিশেষতঃ, প্রিয়-মোদাদিরূপে আনন্দময় যখন সর্ব্বজনবিদিত, তখন তাহার আর সদ্ভাব ও অসদ্ভাব-জ্ঞানের আশঙ্কা করা যুক্তিসম্মত হইতে পারে না। অতএব, ['অসন্নেব স ভবতি'] এই শ্লোকটী আনন্দময়াধিকারে অর্থাৎ আনন্দময়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয় নাই; সুতরাং ব্রহ্ম 'আনন্দময়' হইতে পৃথক্ বা ভিন্ন পদার্থ।

না—এরূপ হইতে পারে না; 'ইহাই (কটীর অধোভাগই) [তাহার] পুচ্ছরূপ প্রতিষ্ঠা—বসিবার আধার; পৃথিবী পুচ্ছরূপ প্রতিষ্ঠা; অথর্ব্বাঙ্গিরস (অথর্ব্বা ও অঙ্গিরা ঋষিকর্তৃক দৃষ্ট মন্ত্র বা ব্রাহ্মণ) পুচ্ছরূপ প্রতিষ্ঠা; মহঃ (প্রকাশ—বুদ্ধিগত চিদাভাস) প্রতিষ্ঠা,' এই প্রকার উক্তির পর সেই সকল স্থানে উল্লিখিত 'অন্ন হইতেই প্রজাসমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে।' ইত্যাদি শ্লোকসমূহ যেরূপ কেবল পুচ্ছমাত্রেরই প্রতিপাদক নহে, পরন্তু, কেবল অন্নময়াদি শব্দোল্লিখিত পুরুষেরই প্রতিপাদনে তৎপর, সেইরূপ এখানেও "অসন্ এব স ভবতি" শ্লোকটীও কেবল আনন্দময়ের প্রতিপাদক; কিন্তু আনন্দময়াতিরিক্ত পুচ্ছ-প্রতিপাদক নহে। পক্ষান্তরে, পুচ্ছ ব্রহ্মও যে, অপরিচ্ছিন্ন আনন্দস্বরূপ, ইহা যখন প্রসিদ্ধ নাই, তখন কেবল আনন্দময়ে ব্রহ্মত্ব হইলেও প্রিয়-মোদাদিরূপে কল্পিত অপরিচ্ছিন্ন আনন্দের অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব বিষয়ে আশঙ্কা করা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে॥ ৫॥

(*) সদ্ভাবজ্ঞানাজ্ঞানশঙ্কেতি (খ) পাঠঃ।　(†) সদ্ভাবজ্ঞানাজ্ঞানশঙ্কা' ইতি (ক) পাঠঃ।

শিরঃপ্রভৃত্যবয়বিত্বাভাবাদ্ ব্রহ্মণো নানন্দময়ো (*) ব্রহ্মেতি চেৎ; ব্রহ্মণঃ পুচ্ছত্বপ্রতিষ্ঠাত্বাভাবাৎ পুচ্ছমপি ব্রহ্ম ন ভবেৎ। অথাবিদ্যা-পরিকল্পিতস্য বস্তুনস্তস্যাপ্যাশ্রয়ভূতত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি রূপণমাত্র-মিত্যুচ্যেত। হন্ত তর্হি অসুখাদ্ ব্যাবৃত্তস্যানন্দময়স্য ব্রহ্মণঃ প্রিয়-শিরস্ত্বাদি-রূপণং ভবিষ্যতি। এবঞ্চ, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইতি বিকারাস্পদ-জড়-পরিচ্ছিন্নবস্ত্বন্তরাদ্ ব্যাবৃত্তস্যাসুখাদ্ ব্যাবৃত্তিঃ 'আনন্দময়ঃ' ইত্যুপদিশ্যতে। ততশ্চাখণ্ডৈকরসানন্দরূপে (†) ব্রহ্মণি 'আনন্দময়ঃ' ইতি ময়ট্ 'প্রাণময়ে' ইব স্বার্থিকো দ্রষ্টব্যঃ। তস্মাদবিদ্যাপরিকল্পিত-বিবিধবিচিত্র-দেবাদিভেদভিন্নস্য জীবাত্মনঃ স্বাভাবিকং (‡) স্বরূপমখণ্ডৈকরসং সুখৈকতানম্ 'আনন্দময়ঃ' ইত্যুচ্যতে, ইতি 'আনন্দময়ঃ' প্রত্যগাত্মা ইতি ॥ ৬ ॥

[সিদ্ধান্তঃ—]

এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—"আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ।" 'আনন্দময়ঃ' পরমাত্মা; কুতঃ? 'অভ্যাসাৎ'—"সৈষা আনন্দস্য মীমাংসা ভবতি," [তৈত্তি০

যদি বল, ব্রহ্মের শিরঃ প্রভৃতি অবয়ব না থাকায় ব্রহ্ম 'আনন্দময়' পদবাচ্য হইতে পারেন না; তাহা হইলে [ব্রহ্মের] পুচ্ছত্ব ও প্রতিষ্ঠাত্বরূপ অবয়ব ধর্ম্ম না থাকায় 'পুচ্ছ'ও ত ব্রহ্ম হইতে পারে না। যদি বল, অবিদ্যা-পরিকল্পিত সেই যে, অবয়ব বস্তু, ব্রহ্মই তাহার আশ্রয়, তন্নিবন্ধন ব্রহ্মসম্বন্ধে 'পুচ্ছপ্রতিষ্ঠা' শব্দ দ্বারা রূপক-কল্পনা করা হইয়াছে মাত্র, (বস্তুতঃ উহা ব্রহ্মের অবয়ব নহে)। বেশ কথা, তাহা হইলে অসুখব্যাবৃত্ত বা দুঃখ হইতে পৃথগ্‌ভূত আনন্দময় ব্রহ্মেরও প্রিয়-শিরঃ প্রভৃতি অবয়বের কল্পনা করা যাইতে পারে। এইরূপ হইলে, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" শ্রুতিতেও বিকারশীল, জড়, পরিচ্ছিন্ন পদার্থ হইতে পৃথগ্‌ভূত [ব্রহ্মের [যে, অসুখ বা সুখের অভাব হইতে ব্যাবৃত্তি, তাহাকেই (সেই পার্থক্যকেই) আনন্দময়' বলিয়া উপদেশ করা হইতেছে [বুঝিতে হইবে]। সেই হেতু, অখণ্ড, একরস আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে যে, ময়ট্ প্রত্যয়, তাহা 'প্রাণময়' শব্দের ন্যায় স্বার্থে বিহিত (আনন্দশব্দের যাহা অর্থ, সেই অর্থেই বিহিত) বলিয়া বুঝিতে হইবে। অতএব, অবিদ্যা দ্বারা পরিকল্পিত নানাবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ দেবাদিভেদে বিভিন্নপ্রকার জীবাত্মার যে, অখণ্ডৈকরস, একমাত্র সুখোন্মুখ স্বভাবসিদ্ধ স্বরূপ, তাহাই 'আনন্দময়' বলিয়া কথিত হয়; অতএব 'আনন্দময়' অর্থ—প্রত্যক্ আত্মা (জীব) ॥ ৬ ॥

এইরূপ প্রাপ্তিতে আমরা বলিতেছি—'আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ।" 'আনন্দময়' অর্থ—পরমাত্মা;

(*) 'আনন্দময়ঃ ব্রহ্ম' ইতি (ক) পাঠঃ।

(†) অতশ্চাখণ্ডানন্দৈকরসরূপে' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) জীবাত্মন একরূপম্' ইতি (গ) পাঠঃ। স্বাভাবিকং রূপম্' ইতি (ঙ) পাঠঃ।

আন০ ৮।১] ইত্যারভ্য "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে", [তৈত্তি০ আন০ ৯।১] ইত্যেবমন্তেন বাক্যেন শতগুণিতোত্তরক্রমেণ নিরতিশয়দশাশিরস্কোঽভ্যস্যমান আনন্দোঽনন্তদুঃখমিশ্র-পরিমিতসুখলবভাগিনি জীবাত্মন্যসম্ভবন্ নিখিলহেয়-প্রত্যনীক-কল্যাণৈকতান-সকলেতরবিলক্ষণং পরমাত্মানমেব স্বাশ্রয়মাবেদয়তি। (*) যথাহ—"তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াদন্যোঽন্তর-আত্মানন্দময়ঃ" [তৈত্তি০ আন০ ৫।২] ইতি। বিজ্ঞানময়ো হি জীবঃ, ন বুদ্ধিমাত্রং; ময়ট্প্রত্যয়েন ব্যতিরেকপ্রতীতেঃ। প্রাণময়ে ত্বগত্যা স্বার্থিকতাশ্রীয়তে। ইহ তু তদ্বতো জীবস্য সম্ভবান্নানর্থকত্বং ন্যায্যম্। বদ্ধো মুক্তশ্চ প্রত্যগাত্মা জ্ঞাতৈব, (†) ইত্যভ্যধাস্মহি। প্রাণময়াদৌ তু ময়ড়র্থসম্ভবোঽনন্তরমেব বক্ষ্যতে। কথং তর্হি বিজ্ঞানময়-বিষয়শ্লোকে "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে" ইতি কেবলবিজ্ঞানশব্দোপাদানমুপপদ্যতে? জ্ঞাতুরেবাত্মনঃ স্বরূপমপি স্বপ্রকাশতয়া বিজ্ঞানমিত্যুচ্যত ইতি ন দোষঃ, জ্ঞানৈকনিরূপণীয়ত্বাচ্চ জ্ঞাতুঃ স্বরূপস্য। স্বরূপনিরূপণ-ধর্ম্মশব্দা হি ধর্ম্মমুখেন

কিহেতু?—অভ্যাসহেতু;—'সেই ইহাই আনন্দের মীমাংসা হয়', এই বাক্য হইতে আরম্ভ করিয়া—'যাঁহা হইতে বাক্যসমূহ নিবৃত্ত হয় বা ফিরিয়া আইসে' এই পর্য্যন্ত বাক্যে পর পর শতগুণে বৃদ্ধিক্রমে নিরতিশয় দশা বা অবস্থাকে যাহার মস্তকরূপে কল্পনা করা হইয়াছে; অভ্যস্যমান (যাহার পুনঃপুনঃ উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই) আনন্দ কখনই অনন্ত দুঃখসম্বলিত বিন্দুমাত্র সুখভাগী জীবাত্মাতে সম্ভবপর হইতে পারে না; আর পারে না বলিয়াই সর্ব্বপ্রকার হেয়গুণবিরোধী, কেবলই কল্যাণময়, এবং অপর সর্ব্বপদার্থ-বিলক্ষণ পরমাত্মাকেই নিজের আশ্রয় বলিয়া জ্ঞাপন করে। দেখ, সেখানেই এই প্রকার কথিত হইয়াছে—'সেই এই বিজ্ঞানময়' হইতে অপর অন্তরাত্মা, যিনি আনন্দময়।' [এখানে] 'বিজ্ঞানময়' অর্থ—নিশ্চয়ই জীবাত্মা,—কেবল বুদ্ধিমাত্র নহে, কারণ, ময়ট্ প্রত্যয় দ্বারা উভয়ের ব্যতিরেক বা পার্থক্য প্রতীত হইতেছে। উপায়ান্তর না থাকায় 'প্রাণময়' স্থলে [ময়ট্ প্রত্যয়ে] স্বার্থিকতা অবলম্বন করা হয়; কিন্তু এখানে যখন জীবেরই বিজ্ঞানবত্তা সম্ভব আছে, তখন [ময়টের] আনর্থক্য কল্পনা করা সমুচিত হয় না। বদ্ধ এবং মুক্ত জীবাত্মাই যে জ্ঞাতা, ইহা বলিয়াছি; আর প্রাণময়াদি স্থলে যে, ময়ট্প্রত্যয়ের অর্থ সম্ভবপর হয় না, ইহা অব্যবহিত পরেই কথিত হইবে। ভাল, তাহা হইলে বিজ্ঞানময়-প্রতিপাদক 'বিজ্ঞানই যজ্ঞ বিস্তার করেন' এই শ্লোকে কেবল 'বিজ্ঞান' পদের উপাদান উপপন্ন হয় কিরূপে? না—ইহাতে দোষ হয় না; কারণ, বিজ্ঞাতা আত্মার স্বরূপটীও স্বপ্রকাশ, এই জন্য উহা 'বিজ্ঞান' বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ জ্ঞাতার স্বরূপটীও একমাত্র জ্ঞান দ্বারাই নিরূপণীয় বা নির্দ্ধারণের যোগ্য; এই কারণে ধর্ম্মীর স্বরূপ-নিরূপক যে সকল শব্দ ধর্ম্মবাচক হয়,

---

(*) যদাহ' ইতি (খ) পাঠঃ। তথা হীতি (গ) পাঠঃ। (†) জ্ঞোঽতএব' ইতি (খ) পাঠস্তু অসমীচীনঃ।

ধর্ম্মিস্বরূপমপি প্রতিপাদয়ন্তি, গবাদিশব্দবৎ। "কৃত্যল্যুটো বহুলম্" [অষ্টাধ্যায়ী০ ৩।৩।১১৩।] ইতি বা কর্ত্তরি ল্যুট্ আশ্রীয়তে। নন্দ্যাদিত্বং বা আশ্রিত্য "নন্দিগ্রহি" [অষ্টাধ্যায়ী০ ৩।১।১৩৪] ইত্যাদিনা কর্ত্তরি ল্যুঃ। অত এবচ; "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে, কর্ম্মাণি তনুতেঽপি [তৈত্তি০ আন০ ৫।] ইতি যজ্ঞাদিকর্তৃত্বং বিজ্ঞানস্য শ্রূয়তে। বুদ্ধিমাত্রস্য হি ন কর্তৃত্বং (*) সম্ভবতি। অচেতনেষু হি চেতনোপকরণভূতেষু বিজ্ঞানময়াৎ

গো প্রভৃতি শব্দের ন্যায় সেই সকল শব্দও ধর্ম্ম-প্রতিপাদন দ্বারা ধর্ম্মীকেও প্রতিপাদন করিয়া থাকে (†)। অথবা, 'কৃত্য প্রত্যয় (তব্য, অনীয়, ক্যপ, ঘ্যণ্, য) এবং ল্যুট্ (অনট্) প্রত্যয় বহুলার্থে – অর্থাৎ সূত্রোল্লিখিত অর্থ ভিন্ন অর্থেও হইয়া থাকে'। এই সূত্রানুসারে কর্তৃবাচ্যেও 'ল্যুট্' প্রত্যয় অবলম্বন করা যাইতে পারে। অথবা, নন্দ্যাদি ধাতুর মধ্যে ('জ্ঞা'ধাতুর) পাঠ স্বীকার করিয়া 'নন্দি-গ্রহি' ইত্যাদি সূত্র দ্বারাও কর্তৃবাচ্যে 'ল্যু' (যু বা অন) প্রত্যয় [করা যাইতে পারে] (‡)। এই কারণেই 'বিজ্ঞানই যজ্ঞ বিস্তার করেন, এবং কর্ম্মসমূহ বিস্তার (প্রকাশ) করেন,' এই শ্রুতিতে বিজ্ঞানের যজ্ঞাদি-কর্তৃত্ব পরিশ্রুত হয়। শুধু বুদ্ধির ত আর কর্তৃত্ব সম্ভব

(*) ন চ বুদ্ধিমাত্রস্য কর্তৃত্বং ইতি খ০ পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—আপত্তি হইয়াছিল যে, 'বিজ্ঞানময়' শব্দের অর্থ যদি জীবাত্মা হয়, তাহা হইলে কেবল 'বিজ্ঞান, শব্দে আবার তাহার উল্লেখ হয় কিরূপে? একই জীব ত আর বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানবিশিষ্ট (বিজ্ঞানময়) হইতে পারে না? তদুত্তরে প্রথম বলা হইল যে, জ্ঞাতা বা জ্ঞানবান্ জীবাত্মা নিজেও স্বপ্রকাশ—জ্ঞানেরই অনুরূপ; এই কারণে জীবকে শুধু 'বিজ্ঞান' শব্দেও অভিহিত করা হইয়া থাকে। তাহার পর বলা হইল যে, একমাত্র জ্ঞানই জ্ঞাতার স্বভাবিক ধর্ম্ম, সেই জ্ঞানের দ্বারাই জ্ঞাতার স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে; নচেৎ জ্ঞাতার স্বরূপ পরিজ্ঞাত হওয়ার আর উপায় নাই। যেসকল শব্দ কোন বস্তুর স্বাভাবিক ধর্ম্ম-বোধক এবং সেই ধর্ম্মীরও পরিচায়ক; ধর্ম্মবোধক সেইসকল শব্দ যেমন ধর্ম্মকে বুঝায়, তেমনি ধর্ম্মীকেও বুঝাইয়া থাকে; গো প্রভৃতি শব্দগুলি ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। গোজাতির স্বভাবসিদ্ধ যে, আকৃতি বিশেষ, তাহাই 'গোশব্দের' মুখ্য অর্থ; সেই 'গো'শব্দে যেমন আকৃতি বুঝায়, তেমন সেই আকৃতিমান্ 'গো'প্রাণীকেও বুঝাইয়াথাকে, এই কারণেই বলা হইয়া থাকে যে, 'জাত্যাকৃতিব্যক্তয়শ্চ পদার্থঃ।" অর্থাৎ জাতি, আকৃতি ও ব্যক্তি, এই তিনই পদের প্রতিপাদ্য অর্থ। সেইরূপ এই আলোচ্য স্থানেও জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম—জ্ঞানের প্রতিপাদক 'বিজ্ঞান' শব্দে যেমন জ্ঞানকে বুঝায়, তেমনি সেই জ্ঞানবান্—জীবকেও বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং জীবকে 'বিজ্ঞান' বলায় কোন দোষ হইতে পারে না।

(‡) তাৎপর্য্য—বিপূর্ব্বক 'জ্ঞা'ধাতুর পর ভাববাচ্যে 'লুট্' প্রত্যয় করিয়া 'বিজ্ঞান' পদটী নিষ্পন্ন হয়। বি+জ্ঞানের অর্থ—জ্ঞান, আর ল্যুট্-প্রত্যয়েও সেই অর্থই প্রকাশ করিতেছে; সুতরাং 'বিজ্ঞান' অর্থ জ্ঞান ভিন্ন আর কিছু নহে। এই নিমিত্ত প্রথমে বলিয়াছেন যে, যদিও 'বিজ্ঞান' শব্দের অর্থ—জ্ঞান হউক; তথাপি সেই জ্ঞান দ্বারাই জ্ঞানবান্—জ্ঞাতা আত্মাকেও বুঝিতে হইবে। এখন বলিতেছেন যে, যদিও সাধারণতঃ ভাববাচ্যেই 'লুট্' প্রত্যয়ের বিধান থাকুক, তথাপি "কৃত্যল্যুটো বহুলং" সূত্রানুসারে কর্তৃবাচ্যেও 'ল্যুট্' প্রত্যয় করা যাইতে পারে। কর্তৃবাচ্যে 'ল্যুট্' প্রত্যয় করিলে 'বিজ্ঞান' শব্দের অর্থ হয় বিজ্ঞান-কর্ত্তা—জ্ঞাতা; সুতরাং এপক্ষে 'বিজ্ঞান' শব্দটী সহজেই আত্মাকে বুঝাইতে পারে। আর যদি কর্তৃবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয় করিতে নিতান্তই অমত

প্রাচীনেষন্নময়াদিষু ন চেতনধর্ম্মভূতং কর্ত্তৃত্বং শ্রূয়তে। অত এব, চেতনমচেতনঞ্চ স্বাসাধারণৈর্নিলয়নত্বানিলয়নত্বাদিভির্ধর্ম্মবিশেষৈর্বিভজ্য নির্দ্দিশদ্বাক্যং "বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ" ইতি বিজ্ঞানশব্দেন তদ্‌গুণং চেতনং বদতি। তথা 'অন্তর্যামিব্রাহ্মণে' [বৃহদা০, ৬।৭।২২] "যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্" ইত্যস্য কাণ্বপাঠগতস্য পর্যায়স্য স্থানে "য আত্মনি তিষ্ঠন্" ইতি পর্যায়মধীয়ানা মাধ্যন্দিনাঃ কাণ্বপাঠগতং বিজ্ঞানশব্দনির্দ্দিষ্টং জীবাত্মেতি স্ফুটীকুর্ব্বন্তি। বিজ্ঞানমিতি চ নপুংসকলিঙ্গং বস্তুত্বাভিপ্রায়ম্। তদেবং বিজ্ঞানময়াৎ জীবাদন্যস্তদন্তরঃ (*) পরমাত্মা 'আনন্দময়ঃ'। যদ্যপি "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে" ইতি শ্লোকে (†) জ্ঞানমাত্রমেবোপাদীয়তে, ন জ্ঞাতা; তথাপি "অন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ" ইতি তদ্বান্ জ্ঞাতৈবোপদিশ্যতে;

হয় না; কারণ, বিজ্ঞানময়ের পূর্ব্ববর্ত্তী অচেতন অন্নময়াদিতে ত চেতন-ধর্ম্ম কর্ত্তৃত্বের কোন কথাই নাই। এই কারণেই (বিজ্ঞান শব্দের চেতন-বাচিত্ব হেতুই) নিলয়নত্ব (বিশ্বাধারত্ব) ও অনিলয়নত্ব (বিশ্বের অনাধারত্ব) প্রভৃতি স্বীয় অসাধারণ ধর্ম্মবিশেষ দ্বারা বিভাগপূর্ব্বক চেতন ও অচেতনের নির্দ্দেশকারী 'বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান, অর্থাৎ চেতন ও অচেতন', এই বাক্যটী 'বিজ্ঞান' শব্দে বিজ্ঞান-গুণসম্পন্ন চেতনকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। সেইরূপ, কাণ্বশাখার অন্তর্যামী ব্রাহ্মণে 'যিনি বিজ্ঞানে অবস্থান করেন', বলিয়া যাহা বিজ্ঞানশব্দে অভিহিত হইয়াছে; তাহারই সমানার্থ প্রকাশক স্থানে মাধ্যন্দিন শাখীরা 'যিনি আত্মাতে অবস্থান করেন,' বলিয়া বিজ্ঞানস্থানে 'আত্ম'-শব্দের পাঠ করিয়া কাণ্ব-শাখাগত 'বিজ্ঞান' অর্থ যে জীবাত্মা, তাহা পরিস্ফুট করিতেছেন। বিজ্ঞান শব্দে ক্লীবলিঙ্গ-নির্দ্দেশের অভিপ্রায় এই যে, উহা বস্তু বোধক, [বস্তু শব্দ ক্লীবলিঙ্গ, এই কারণে তদ্বোধক বিজ্ঞান শব্দও ক্লীবলিঙ্গ হইয়াছে]। অতএব, এই প্রকারে [জানা যায় যে,] 'বিজ্ঞানময়' জীব অপেক্ষাও অন্তরতম পরমাত্মাই 'আনন্দময়' (অপর কেহ নহে)।

যদিও 'বিজ্ঞানই যজ্ঞ বিস্তার করেন', এই শ্লোকে কেবলই বিজ্ঞানের উপাদান আছে, জ্ঞাতার উপাদান নাই সত্য, তথাপি 'অপর অন্তরাত্মা, যিনি বিজ্ঞানময়।' এখানে সেই

হয়. তাহা হইলেও 'নন্দি' প্রভৃতি কতগুলি অনির্দ্দিষ্ট ধাতুর উত্তর যে, কর্ত্তৃবাচ্যে 'ল্যু' প্রত্যয়ের বিধান আছে; সেই 'ল্যু' প্রত্যয় করিলেও 'বিজ্ঞান' শব্দে বিজ্ঞাতা—আত্মাকেই বুঝাইতে পারে। পক্ষান্তরে, 'বিজ্ঞান' শব্দে জ্ঞানসাধন 'বুদ্ধি' অর্থ গ্রহণ করিলে "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে" ইত্যাদি স্থলে বিজ্ঞানের কর্ত্তৃত্বোক্তি সঙ্গত হইতে পারে না; কারণ, অচেতন অন্তঃকরণরূপা বুদ্ধি জ্ঞানের সাধন বৈ কখনই কর্ত্তা—জ্ঞাতা হইতে পারে না। অতএব 'বিজ্ঞান' শব্দে বিজ্ঞাতা আত্মাই বুঝিতে হইবে; জ্ঞান বা বুদ্ধি নহে।

(ছ) তদন্তরঃ' ইতি ন পঠ্যতে (গ) পুস্তকে। (জ) শ্লোকেন' ইতি (গ) পাঠঃ।

যথা—"অন্নাদ্বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে" ইত্যত্র শ্লোকে কেবলান্নোপাদানেঽপি "স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ" ইত্যত্র নান্নমাত্রং নির্দ্দিষ্টম্; অপি তু তন্ময়স্তদ্বিকারঃ। এতৎ সর্ব্বং হৃদি নিধায় সূত্রকারঃ স্বয়মেব "ভেদব্যপদেশাৎ" [ব্রহ্মসূ০ ১।১।১৮] ইত্যনন্তরমেব বদতি ॥ ৭ ॥

যদুক্তং—জগৎকারণতয়া নির্দ্দিষ্টস্য "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য" [ছান্দো০ ৬।৩।২], "তৎ ত্বম্ অসি" [ছান্দো০ ৬।৮।৭] ইতি জীবসামানাধিকরণ্যনির্দ্দেশাৎ জগৎকারণমপি জীবস্বরূপান্নাতিরিচ্যতে, ইতি কৃত্বা জীবস্যৈব স্বরূপম্ "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" ইতি প্রক্রান্তম্ অসুখাদ্ ব্যাবৃত্তত্বেনানন্দময় ইত্যুপদিশ্যত ইতি। তদযুক্তম্; জীবস্য চেতনত্বে সত্যপি "তদৈক্ষত—বহু স্যাং, প্রজায়েয় ইতি, তত্তেজোঽসৃজত" ইতি স্বসংকল্পপূর্ব্বকানন্ত- (*) বিচিত্র-সৃষ্টিযোগানুপপত্তেঃ। শুদ্ধাবস্থস্যাপি হি তস্য সর্গাদিজগদ্ব্যাপারাসম্ভবঃ, "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং" [ব্রহ্মসূ০, ৪।৪।২১]। "ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাৎ" [ব্রহ্মসূ০ ৪।৪।১৭] ইত্যত্রোপপাদয়িষ্যতে ॥৮॥

বিজ্ঞানবান্ জ্ঞাতাই (জীবই) উপদিষ্ট হইয়াছে, [বুঝিতে হইবে]। 'অন্ন হইতে প্রজাসমূহ জন্মলাভ করে,' এই শ্লোকে কেবল অন্নের উল্লেখ থাকিলেও 'সেই এই পুরুষ অন্নরসময়', এই স্থানে যেমন কেবল অন্নের উল্লেখ হয় নাই, পরন্তু তন্ময় (অন্নময়)—তাহার বিকার দেহের উল্লেখ হইয়াছে, [বিজ্ঞানময় স্থলেও তেমনি বুঝিতে হইবে]। এই সমস্ত বিষয় হৃদয়ে চিন্তা করিয়া স্বয়ং সূত্রকারই অব্যবহিত পরে "ভেদব্যপদেশাৎ" সূত্র বলিতেছেন ॥ ৭ ॥

যিনি [পূর্ব্বে] জগৎ কারণরূপে উক্ত হইয়াছেন, 'আমি এই জীবাত্মরূপে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া,' এবং 'তুমিই সেই কারণস্বরূপ', ইত্যাদি স্থলে তাঁহারই আবার জীবের সহিত সামানাধিকরণ্য বা অভেদসম্বন্ধ নির্দ্দেশ করায় প্রমাণ হয় যে, জগৎকারণও জীব হইতে অতিরিক্ত নহে [জীবস্বরূপই বটে]। এইরূপ [যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া] যে, 'ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি পরমকে প্রাপ্ত হন', এই স্থলে [পরম শব্দে] জীবেরই স্বরূপ উক্ত হইয়াছে, এবং তাহাকেই [আবার] অসুখ বা দুঃখ হইতে পৃথক্ বলিয়া 'আনন্দময়' শব্দে উপদেশ করা হয়, বলা হইয়াছে; তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, জীবের চেতনত্ব থাকিলেও 'তিনি আলোচনা করিলেন বহু হইব—জন্মিব, তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন।' এই শ্রুতিতে যে, স্বীয় সংকল্প-বলে অনন্তপ্রকার বিবিধ সৃষ্টির কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা উপপন্ন হয় না। [জীব] বিশুদ্ধাবস্থাপন্ন হইলেও যে, তাহার পক্ষে জগৎ-নির্ম্মাণাদি ব্যাপার সম্ভব হয় না; তাহা "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম্," ও "ভোগমাত্র-সাম্যলিঙ্গাৎ।" এই সূত্রদ্বয়ে উপপাদিত হইবে ॥ ৮ ॥

(*) 'বিবিধবিচিত্র' ইতি (গ) পাঠঃ।

কারণভূতস্য ব্রহ্মণো জীবস্বরূপত্বানভ্যুপগমে "অনেন জীবেনাত্মনা," "তত্ত্বমসি" ইতি সামানাধিকরণ্যনির্দ্দেশঃ কথমুপপদ্যত ইতি চেৎ ; কথং বা নিরস্তনিখিলদোষগন্ধস্য সত্যসংকল্পস্য সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্বশক্তেরনবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়কল্যাণগুণস্য সকলকারণভূতস্য (*) ব্রহ্মণো নানাবিধানন্তদুঃখাকর-কর্ম্মাধীন-চিন্তিত-নিমিষিতাদিসকলপ্রবৃত্তি-জীবস্বরূপত্বম্ ? অন্যতরস্য মিথ্যাত্বেনোপপদ্যত ইতি চেৎ ? কস্য ভোঃ ?—কিং হেয়সম্বন্ধস্য ? কিংবা হেয়প্রত্যনীক-কল্যাণৈকতানস্বভাবস্য ? হেয়-প্রত্যনীক-কল্যাণৈকতানস্য ব্রহ্মণোঽনাদ্যবিদ্যাশ্রয়ত্বেন হেয়সম্বন্ধ-প্রতিভাসো মিথ্যারূপ ইতি চেৎ ; বিপ্রতিষিদ্ধমিদমভিধীয়তে,—ব্রহ্মণো হেয়প্রত্যনীক-কল্যাণৈকতানত্বমনাদ্যবিদ্যাশ্রয়ত্বেনানন্তদুঃখবিষয়-মিথ্যাপ্রতিভাসাশ্রয়ত্বঞ্চেতি। অবিদ্যাশ্রয়ত্বং তৎকার্য্য-দুঃখপ্রতিভাসাশ্রয়ত্বঞ্চৈব হি হেয়সম্বন্ধঃ ; তৎসম্বন্ধিত্বং তৎপ্রত্যনীকত্বঞ্চ (†) বিরুদ্ধমেব। তথাপি তস্য মিথ্যাত্বাৎ ন বিরোধ ইতি মা বোচঃ। মিথ্যাভূতমপ্যপুরুষার্থ এব, যন্নিরসনায় সর্ব্বে বেদান্তা আরভ্যন্তে ইতি

যদি বল, কারণরূপী ব্রহ্মের জীবস্বরূপত্ব স্বীকার না করিলে 'এই জীবাত্মারূপে—' এবং 'তুমি তৎস্বরূপ', এই সামানাধিকরণ্য বা জীব ও জগৎকারণের অভেদ নির্দ্দেশ উপপন্ন হয় কিরূপে ? [ভাল,] সর্ব্বপ্রকার দোষগন্ধবর্জ্জিত, সত্যসংকল্প, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, যাহার অবধি ও যদপেক্ষা অধিক নাই, এরূপ অসংখ্য কল্যাণময় গুণসম্পন্ন এবং সর্ব্বকারণরূপী ব্রহ্মের, যাহার চিন্তা [এমন কি] নিমেষাদি সমস্ত ব্যাপারই নানাবিধ অনন্ত দুঃখোৎপাদক [প্রাক্তন] কর্ম্মের অধীন, তাদৃশ জীবস্বরূপত্ব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? যদি বল, অন্যতরের অর্থাৎ এতদুভয়ের মধ্যে একের মিথ্যাত্ব দ্বারাই উহা উপপন্ন হইতে পারে ? তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, মিথ্যাত্ব কাহার ?—কি হেয়গুণ সম্বন্ধের ? কিংবা হেয়গুণের প্রতিপক্ষ কেবল কল্যাণময় গুণের প্রতি পক্ষপাত-স্বভাবের ? যদি বল, ব্রহ্ম যখন হেয়বিরোধী কেবলই কল্যাণময়গুণপূর্ণ, তখন তৎসম্বন্ধে অনাদি অবিদ্যা-কল্পিত বলিয়া হেয়সম্বন্ধের প্রতিভাস-প্রতীতিই মিথ্যা। একই ব্রহ্মের যে, হেয়প্রতিপক্ষ কল্যাণময় গুণতৎপরতা, আর অনাদি অবিদ্যাশ্রিতত্বনিবন্ধন অনন্তদুঃখবিষয়ক মিথ্যাপ্রতীতির আশ্রয়তা, ইহা বিরুদ্ধ কথা বলা হইতেছে। কেন না অবিদ্যাশ্রয়ত্ব এবং তজ্জনিত দুঃখপ্রতীতির আশ্রয়ত্বই প্রকৃত হেয়সম্বন্ধ ; সুতরাং [একই স্থলে] হেয়সম্বন্ধ ও তৎপ্রতিকূলত্ব নিশ্চয়ই বিরুদ্ধ। তথাপি মিথ্যা বলিয়াই যে উহা বিরুদ্ধ হইতে পারে না, এ কথাও বলিতে পার না ; কেন না, মিথ্যা হইলেও উহা অপুরুষার্থ বা পুরুষের অপ্রার্থনীয়ই বটে, যাহার অপনয়নার্থ সমস্ত

(*) সকলভূতকারণস্য' ইতি (গ) পাঠঃ

(†) তৎপ্রত্যনীকঞ্চেতি (গ)। হেয়প্রত্যনীকত্বঞ্চ' ইতি (ঙ) পাঠঃ।

ত্রাষে। নিরসনীয়াপুরুষার্থযোগশ্চ হেয়-প্রত্যনীক-কল্যাণৈকতানতয়া বিরুধ্যতে। কিং কুর্ম্মঃ? "যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি" [ছান্দো০ ৬।১।৩] ইত্যেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞায়, "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" [ছান্দো০ ৬।২।১] ইত্যাদিনা নিখিলজগদেককারণতাং, "তদৈক্ষত—বহু স্যাম্" [ছান্দো০ ৬।২।৩] ইতি সত্যসঙ্কল্পতাঞ্চ (*) ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদ্য তস্যৈব ব্রহ্মণঃ "তত্ত্বমসি" ইতি সামানাধিকরণ্যেনানন্তদুঃখাশ্রয়-জীবৈক্যং প্রতিপাদিতম্; তদন্যথানুপপত্ত্যা ব্রহ্মণ এবাবিদ্যাশ্রয়ত্বাদি পরিকল্পনীয়ম্ (†) ইতি চেৎ; শ্রুতোপপত্ত্যেঽপ্যনুপপন্নং বিরুদ্ধঞ্চ ন কল্পনীয়ম্। অথ হেয়সম্বন্ধ এব পারমার্থিকঃ, কল্যাণৈকতানস্বভাবতা তু মিথ্যাভূতা; হন্তৈবং তাপত্রয়াভিহতচেতনোজ্জিজীবিষয়া প্রবৃত্তং শাস্ত্রং 'তাপত্রয়াভিহতিরেবাস্য পারমার্থিকী, কল্যাণৈকতানস্বভাবস্তু ভ্রান্তিপরিকল্পিতঃ' ইতি বোধয়ৎ সম্যগুজ্জীবয়তি!॥ ৯॥

বেদান্ত শাস্ত্র আরব্ধ হইয়া থাকে, ইহা তুমিই বলিতেছ; নিরসনযোগ্য বা পরিহার্য্য অপুরুষার্থ-সম্বন্ধ ত হেয় প্রতিপক্ষ কল্যাণময়-গুণপ্রবণতা ধর্ম্মের সহিত নিশ্চয়ই বিরুদ্ধ হইয়া থাকে। যদি বল, কি করি, 'যাহা দ্বারা অশ্রুতও শ্রুত হয়,' এখানে একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করিয়া পরে—'হে সোম্য! এই জগৎ অগ্রে সৎই ছিল,' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ব্রহ্মের সর্ব্বজগৎকারণতা এবং 'তিনি ঈক্ষা করিলেন' এই শ্রুতিতে সত্যসংকল্পত্বও প্রতিপাদন করিয়া পুনশ্চ "তৎ ত্বমসি" বাক্যে আবার সেই ব্রহ্মেরই সামানাধিকরণ্য নির্দ্দেশ দ্বারা যে, অনন্তদুঃখাশ্রয় জীবের সহিত ঐক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে, প্রকারান্তরে সে কথার উপপত্তি বা সঙ্গতি হয় না বলিয়াই ব্রহ্মের অবিদ্যাশ্রয়ত্বাদি ধর্ম কল্পনা করিতে হয়। তাহা হইলেও তাদৃশ উপপত্তির জন্য যুক্তিবিগর্হিত ও প্রমাণবিরুদ্ধ কল্পনা করা যাইতে পারে না। পক্ষান্তরে, যদি বল, হেয়-সম্বন্ধই পারমার্থিক বা সত্য, আর [ব্রহ্মের] একমাত্র কল্যাণপরতা স্বভাবটীই মিথ্যাভূত বা অসত্য; তাহা হইলে অর্থাৎ শাস্ত্রে যদি জীবের তাপত্রয়-সম্বন্ধকে পারমার্থিক, আর কল্যাণপ্রবণতা স্বভাবকেই ভ্রান্তি-কল্পিত মিথ্যা বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়া থাকে, তাহা হইলেও ত্রিতাপ-তাপিত চেতনের—জীবগণের শান্তিবিধানার্থ আরব্ধ শাস্ত্রকে ত খুবই শান্তি-বিধায়ক বলিতে হয়! (‡) ॥৯॥

(*) সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্বশক্তেরনবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়-কল্যাণস্য সকলকারণভূতস্য' ইতি (খ,গ) পাঠঃ।

(†) পরিকল্পিতম্' ইত্যধিকঃ (খ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য—অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্ম কেবলই কল্যাণময় গুণগণ-সম্পন্ন, আর জীব তদ্বিপরীত প্রাক্তন কর্ম্মাধীন বিবিধ দুঃখযুক্ত, কর্ম্মেরও নিদান অবিদ্যা; সুতরাং জীবে অবিদ্যাও আশ্রিত রহিয়াছে। এখন জীব ও ব্রহ্ম যদি এক অভিন্ন হয়, তাহা হইলে একত্র উক্ত বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের সমাবেশ হইতে পারে না; এই ভয়ে অভেদ-বাদী বলিতেছেন যে, না ঐরূপ বিরোধ হইতে পারে না; কারণ জীবগত হেয় গুণ দুঃখ ও ব্রহ্মগত কল্যাণগুণ-

অথৈতদ্দোষ-পরিজিহীর্ষয়া ব্রহ্মণো নির্ব্বিশেষচিন্মাত্রস্বরূপাতিরিক্ত-(*) জীবত্ব-দুঃখিত্বাদিকং, সত্যসংকল্পত্ব-কল্যাণগুণাকরত্ব-জগৎকারণত্বাদ্যপি মিথ্যাভূতমিতি কল্পনীয়মিতি চেৎ; অহো ভবতাং বাক্যার্থপর্য্যালোচন-(†) কুশলতা! এক-বিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞানং (‡) সর্ব্বস্য মিথ্যাত্বে সর্ব্বস্য জ্ঞাতব্যস্যাভাবাৎ ন সম্পৎস্যতে। যথৈক-বিজ্ঞানং পরমার্থবিষয়ং, তথৈব সর্ব্ববিজ্ঞানমপি যদি পরমার্থবিষয়ং তদন্তর্গতঞ্চ, তদা তজ্‌জ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানমিতি শক্যতে বক্তুম্। ন হি পরমার্থশুক্তিকা-জ্ঞানেন তদাশ্রয়মপরমার্থরজতং জ্ঞাতং (§) ভবতি ॥ ১০ ॥

আর যদি উক্ত দোষ-পরিহারের মানসে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ চৈতন্যস্বরূপাতিরিক্ত যে, জীবত্ব ও দুঃখিত্বাদি ধর্ম্ম, এবং সত্যসংকল্পত্ব, কল্যাণগুণাকরত্ব ও জগৎকারণত্বাদি ধর্ম্ম, তৎসমস্তই মিথ্যা বা অসত্য বলিয়া কল্পনা করিতে হয়, তাহা হইলেও তোমাদের বাক্যার্থ-বিচার-কৌশল অতি চমৎকার! কারণ, সমস্তই মিথ্যা হইলে কোনই জ্ঞাতব্য বিষয় না থাকায় পূর্ব্বে যে, এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, সে প্রতিজ্ঞা ত উপপন্ন হইতে পারে না। প্রতিজ্ঞাত এক-বিজ্ঞান যেরূপ সত্যবস্তুবিষয়ক, সর্ব্ববিজ্ঞানও যদি ঠিক সেইরূপই পরমার্থবিষয়ক এবং নিজেও যদি পারমার্থিক হয়, তাহা হইলেই সেই একবিজ্ঞান দ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞান সম্পন্ন হয়; ইহা বলা যাইতে পারে। কেন না, যথার্থ শুক্তিবিষয়ক জ্ঞান দ্বারা কখনই সেই শুক্তিকায় অসত্য রজত বিজ্ঞাত হয় না (||) ॥১০॥

সম্বন্ধ, এই উভয়ের মধ্যে একটীকে মিথ্যা বলিলেই বিরোধের পরিহার হইতে পারে। কেন না, মিথ্যার সহিত সত্য পদার্থের কখনই বিরোধ হইতে পারে না। একথার উপর জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, মিথ্যা হইবে কোনটী?- জীবগত হেয় গুণ সম্বন্ধ? কিংবা ব্রহ্মগত কল্যাণ গুণসম্বন্ধ? তন্মধ্যে জীবগত হেয় গুণসম্বন্ধটী—অবিদ্যা কল্পিত হইলেও উহা যখন অপুরুষার্থ, পরিত্যাগই, এবং অবিদ্যামূলক ঐ হেয় দুঃখ-সম্বন্ধ-নিরাসার্থই যখন সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্রের প্রবৃত্তি বা আরম্ভ, তখন অবিদ্যা ও অবিদ্যাজনিত হেয় গুণকে মিথ্যা বলিলেও অবিরোধের কারণ কি আছে? পরন্তু বিরোধনিবন্ধনই উহার মিথ্যাত্ব কখনই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না।

(*) স্বরূপতাতিরিক্তেতি (গ) পাঠঃ।　　(†) বাক্যার্থালোচন' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) সর্ব্বজ্ঞানং প্রতিজ্ঞানম্' ইতি (গ) পাঠঃ।　　(§) রজতজ্ঞানম্' ইতি (খ, গ) পাঠঃ।

(||) তাৎপর্য্য—অভিপ্রায় এই যে, সত্য, মিথ্যা কখনও একজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না; যথার্থ শুক্তি বিষয়ে যে জ্ঞান হয়, শুক্তিকায় ভ্রমকল্পিত রজত কখনই সেই জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় না। এই দৃষ্টান্তানুসারে বুঝিতে হইবে যে, একবিজ্ঞানে যে সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, সেই 'এক' পদার্থটীই যদি সত্য হয়, আর তদতিরিক্ত 'সর্ব্ব' পদবাচ্য সমস্ত পদার্থই যদি অসত্য হয়, তাহা হইলে যথার্থ-সত্য সেই 'এক' পদার্থটীর জ্ঞানে কখনই তদাশ্রিত মিথ্যাময় অপর 'সর্ব্ব' পদার্থের জ্ঞান হইতে পারে না। কারণ প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, সত্য ও মিথ্যা কখনই একটী জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। সুতরাং এপক্ষে এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা রক্ষা পায় না।

অথোচ্যেত—এক-বিজ্ঞানেন সর্ব্ব-বিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞায়া অয়মর্থঃ,—নির্ব্বিশেষ-সন্মাত্রমেব (*) সত্যমন্যদসত্যমিতি। ন তর্হি "যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্" ইতি শ্রূয়েত; যেন শ্রুতেনা-শ্রুতমপি শ্রুতং ভবতীতি হ্যস্য (†) বাক্যস্যার্থঃ। কারণতয়োপলক্ষিত-নির্ব্বিশেষ-বস্তুমাত্রস্যৈব সদ্ভাবশ্চেৎ প্রতিজ্ঞাতঃ, "যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতম্" ইতি দৃষ্টান্তোঽপি ন ঘটতে। মৃৎপিণ্ড-বিজ্ঞানেন হি তদ্বিকারস্য জ্ঞাততা নিদর্শিতা। তত্রাপি বিকারস্য সত্যতাভিহিতেতি (‡) চেৎ; মৃদ্বিকারস্য রজ্জু সর্পাদিবদসত্যত্বং শুশ্রূষোরসিদ্ধ (§) মিতি প্রতিজ্ঞাতার্থ-সম্ভাবনাপ্রদর্শনায় (||) "যথা সোম্য" ইতি প্রসিদ্ধবদুপন্যাসো ন যুজ্যতে। নচ 'তত্ত্বমস্যাদিবাক্যজন্য-জ্ঞানোৎ-পত্তেঃ প্রাগ্ বিকারজাতস্যাসত্যতামাপাদয়ৎ (¶) তর্কানুগৃহীতমননুগৃহীতং বা প্রমাণমুপলভামহ ইতি। অয়মর্থঃ "তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" [ব্রহ্ম সূ , ২।১।১৫] ইত্যত্র বক্ষ্যতে। তথা "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবা-

---

পক্ষান্তরে যদি বল, 'একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান' কথার অর্থ এই যে, নির্ব্বিশেষ সৎপদার্থ ই একমাত্র সত্য, অপর সমস্তই অসত্য। তাহা হইলে যাহা দ্বারা অশ্রুতও শ্রুত হয়, অমতও মত (চিন্তিত) হয়, এবং অবিজ্ঞাতও বিজ্ঞাত হয়', ইহা কখনই পরিশ্রুত হইত না; 'যাহা শ্রুত হইলে অশ্রুত পদার্থও পরিশ্রুত হয়', ইহাই এই বাক্যের প্রকৃত অর্থ। আর যদি কারণতা-বিশিষ্ট-বস্তুরই কেবল সত্যতা প্রতিজ্ঞাত হইত, তাহা হইলে, 'হে সোম্য! যেমন একটী মাত্র মৃৎপিণ্ড দ্বারাই সমস্ত মৃন্ময় পদার্থ বিজ্ঞাত হয়', এই দৃষ্টান্তের উল্লেখও সঙ্গত হয় না। কেন না, মৃৎপিণ্ডের জ্ঞানে তদ্বিকার—মৃন্ময় বিজ্ঞাত হয়, ইহাই দৃষ্টান্তে প্রদর্শিত হইয়াছে। যদি বল, সেখানেও মৃত্তিকা-বিকারের অসত্যতাই অভিহিত হইয়াছে; তাহা হইলেও, মৃদ্বিকার ঘটাদি পদার্থ যে, রজ্জু-সর্পের ন্যায় অসত্য, ইহা যখন শ্রোতার প্রতীতিগম্য নহে; তখন প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের সত্যতা-প্রতিপাদনার্থ 'হে সোম্য যেমন—' এই দৃষ্টান্তটীর প্রসিদ্ধবৎ উল্লেখ করা যুক্তি-সঙ্গত হয় না। আর "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্য-সমুৎপাদিত জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে বিকার-সমূহের অসত্যতা-প্রতিপাদক যে, তর্কানুমোদিত বা তর্কবিরহিত কোনও প্রমাণ দেখা যায় না তাহা "তদনন্যত্বম্ আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ," এই সূত্রে বলা হইবে। আর 'হে

(*) বস্তুমাত্রম্' ইতি (গ) পাঠঃ।　(†) তস্য' ইতি (গ) পাঠঃ।
(‡) অভিপ্রেতা' ইতি (খ) পাঠঃ।　(§) অপ্রসিদ্ধম্' ইতি (খ, গ) পাঠঃ।
(||) প্রতীতার্থসম্ভাবনায়' ইতি (গ) পাঠঃ　(¶) তর্কেণানুগৃহীতম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

দ্বিতীয়ং, তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি, তত্তেজোঽসৃজত", [ছান্দো০, ৬।২।১।১,৩]। "হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি" [ছান্দো০, ৬।৩।২]। "সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ,...ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" [ছান্দো০, ৬।৮।৬] ইত্যাদিনাস্য জগতঃ সদাত্মকতা, সৃষ্টেঃ পূর্ব্বকালে নাম-রূপবিভাগাগ্রহণং, জগদুৎপত্তৌ সচ্ছব্দ-বাচ্যস্য ব্রহ্মণঃ স্বব্যতিরিক্তনিমিত্তান্তরানপেক্ষত্বম্। সৃষ্টিকালে অহমেবানন্ত-স্থিরত্রসরূপেণ (*) বহু স্যাম্, ইত্যনন্যসাধারণঃ সংকল্পবিশেষঃ, যথাসংকল্পমনন্তবিচিত্রতত্ত্বানাং বিলক্ষণক্রমবিশেষবিশিষ্টা সৃষ্টিঃ, সমস্তেষ্বচেতনেষু বস্তুষু স্বাত্মকজীবানুপ্রবেশেন অনন্তনাম-রূপ-ব্যাকরণং, স্বব্যতিরিক্তস্য সমস্তস্য স্বমূলত্বং স্বায়তনত্বং স্বপ্রবর্ত্ত্যত্বং স্বেনৈব জীবনং স্বপ্রতিষ্ঠত্বমিত্যাদ্যনন্তবিশেষাঃ প্রতিপাদিতাঃ। তৎসম্বন্ধিতয়া প্রকরণান্তরেষ্বপ্যপহতপাপ্মত্বাদি-নিরস্তনিখিলদোষতা-সর্ব্বজ্ঞতা-সর্ব্বেশ্বরত্ব-সত্যকামত্ব-সত্যসংকল্পত্ব-সর্ব্বানন্দকরণ-নিরতিশয়ানন্দযোগাদয়ঃ সকলেতর-প্রমাণাবিষয়াঃ সহস্রশঃ প্রতিপাদিতাঃ। এবমনন্যগোচরানন্তবিশেষণ-

---

সোম্য! এই জগৎ অগ্রে এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপই ছিল।' 'তিনি আলোচনা করিলেন—বহু হইব—জন্মিব, 'তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন।' 'আমি এই জীবাত্ম-রূপে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া এই তিন দেবতাকে (তেজঃ, জল ও পৃথিবীকে) নাম ও রূপে অভিব্যক্ত করিব।' 'হে সোম্য! এই সমস্ত প্রজাই (পদার্থই) সৎ হইতে উৎপন্ন (সন্মূলক) সতে অবস্থিত এবং সৎ-প্রতিষ্ঠ অর্থাৎ সতেই বিলীন হয়।' 'এই সমস্তই এতদাত্মক।' ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা একমাত্র শাস্ত্রগম্য এই সকল বিষয়রাশি প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, এই জগৎ সদাত্মক বা সৎস্বরূপ, সৃষ্টির পূর্ব্বে নাম-রূপ-বিভাগের অপ্রতীতি এবং 'সৎ'-পদার্থ ব্রহ্মের জগদুৎপাদনকার্য্যে অতিরিক্ত কোন নিমিত্তের অপেক্ষা নাই এবং সৃষ্টিকালেও অনন্ত স্থাবর-জঙ্গমরূপে আমিই 'বহু হইব এই-রূপ অনন্যসাধারণ (অন্যত্র যাহা নাই, এরূপ) কামনাবিশেষ, সংকল্পানুসারে অনন্ত নানাবিধ বস্তুসমূহের বিভিন্নক্রমে বিশিষ্টপ্রকার সৃষ্টি, সমস্ত অচেতন বস্তুর অভ্যন্তরে স্বাত্মক (ব্রহ্মস্বরূপ) জীবের অনুপ্রবেশ দ্বারা অনন্ত নাম-রূপের প্রকটীকরণ, ব্রহ্মাতিরিক্ত সমস্ত পদার্থেরই ব্রহ্মমূলকত্ব, ব্রহ্মাশ্রিতত্ব, ব্রহ্মপ্রবর্ত্ত্যত্ব এবং ব্রহ্মের দ্বারাই জীবন ধারণ, কিন্তু তিনি নিজে স্বপ্রতিষ্ঠ, ইত্যাদি। অপরাপর প্রকরণেও অপর সর্ব্ববিধ প্রমাণের অবিষয় (একমাত্র শাস্ত্রগম্য) অপহতপাপ্মত্বাদি ধর্ম্ম এবং সর্ব্বদোষসম্বন্ধাভাব, সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বেশ্বরতা, সত্যকামতা, সত্যসংকল্পতা, সর্ব্বানন্দহেতুভূত নিরতিশয় আনন্দ-সম্বন্ধ প্রভৃতি সহস্র সহস্র ধর্ম্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব, এইরূপে অসাধারণ

(*) 'স্থিরচররূপেণ' ইতি (গ) পাঠঃ।

বিশিষ্ট-প্রকৃতব্রহ্মপরামর্শি-তচ্ছব্দস্য নির্ব্বিশেষ বস্তুমাত্রোপদেশপরত্বম-সঙ্গতত্বেনোন্মত্তপ্রলপিতায়িতম্(*)। (†)ত্বং-পদঞ্চ সংসারিত্ববিশিষ্টজীববাচি, তস্যাপি নির্ব্বিশেষস্বরূপোপস্থাপনপরত্বে স্বার্থঃ পরিত্যক্তঃ স্যাৎ। নির্ব্বিশেষপ্রকাশস্বরূপস্য চ বস্তুনো হ্যবিদ্যয়া তিরোধানং স্বরূপনাশপ্রসঙ্গাদিভিঃ ন সম্ভবতীতি পূর্ব্বমেবোক্তম্। এবঞ্চ সতি, সমানাধিকরণপ্রবৃত্তয়োস্তত্ত্বমিতি পদয়োর্দ্বয়োরপি মুখ্যার্থ-পরিত্যাগেন লক্ষণা চ সমাশ্রয়ণীয়া ॥ ১১ ॥

অথোচ্যেত,—সমানাধিকরণপ্রবৃত্তানাম্ একার্থ প্রতিপাদনপরতয়া বিশেষণাংশে তাৎপর্যাসম্ভবাদেব বিশেষণনিবৃত্তের্ব্বস্তুমাত্রৈকত্বপ্রতিপাদনাৎ ন লক্ষণাপ্রসঙ্গঃ। যথা 'নীলমুৎপলম্' ইতি পদদ্বয়স্য বিশেষ্যৈকত্ব-প্রতিপাদনপরত্বেন নীলত্বোৎপলত্বরূপ-বিশেষণদ্বয়ং ন বিবক্ষ্যতে। তদ্বিবক্ষায়াং হি নীলত্ববিশিষ্টাকারেণ উৎপলত্ববিশিষ্টাকারস্যৈকত্ব-প্রতিপাদনং প্রসজ্যেত; তত্তু ন সম্ভবতি, নহি নৈল্যবিশিষ্টাকারেণ তদ্বস্তু

অনন্ত বিশেষণবিশিষ্ট যে প্রস্তাবিত ব্রহ্ম, তাঁহার বোধক 'তৎ'পদের যে, নির্ব্বিশেষ বস্তু-বোধকতা কল্পনা, অসঙ্গতত্ব হেতু তাহা উন্মত্তপ্রলাপের ন্যায় হয়। 'ত্বং' (তুমি) পদটী সাধারণতঃ সংসারিত্ববিশিষ্ট জীববোধক; তাহারও যদি নির্ব্বিশেষ স্বরূপ-বোধকত্ব কল্পনা করা হয়, তাহা হইলে ঐ শব্দের প্রকৃত অর্থ পরিত্যাগ করা হয়। আর, স্বরূপ-বিনাশ-সম্ভাবনা-দোষে যে, নির্ব্বিশেষ প্রকাশস্বরূপ ব্রহ্মবস্তুর অবিদ্যা দ্বারা তিরোধান বা আবরণ হইতে পারে না; ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। তাহার উপর আবার, সমানাধিকরণভাবে প্রযুক্ত 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদদ্বয়ের মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করায় লক্ষণা বৃত্তির স্বীকার করিতে হয় ॥ ১১ ॥

যদি বল, সমানাধিকরণরূপে প্রযুক্ত শব্দসমূহের একার্থ বা অভেদ প্রতিপাদনেই তাৎপর্য্য; সুতরাং সেস্থলে বিশেষণাংশে তাৎপর্য্য থাকিতে পারে না; এই কারণে আপনা হইতেই বিশেষণাংশ নিবৃত্ত হইয়া যায়, এবং কেবল বস্তুগত একত্ব মাত্রই প্রতীত হয়; অতএব, সে স্থলে আর লক্ষণার সম্ভাবনাই নাই। দৃষ্টান্ত এই যে,—'নীলবর্ণ উৎপল' বলিলে এস্থলে বিশেষণ ও বিশেষ্য, উভয় পদেরই একমাত্র বিশেষ্য-বোধনে তাৎপর্য্য থাকায় 'নীলত্ব' ও 'উৎপলত্ব' এই দুইটী বিশেষণ আর পৃথগ্‌ভাবে বক্তার অভিপ্রেত হয় না। আর যদি নীলত্ব ও উৎপলত্বের পৃথক্ প্রতীতিই হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উৎপলত্ব ধর্ম্মবিশিষ্ট পদার্থ টীর (উৎপলের) নীলত্ব ধর্ম্ম-বিশিষ্টরূপে অভেদ প্রতীতি অপরিহার্য্য হইত; অথচ তাহা ত সম্ভব হয় না; কারণ, উৎপল পদার্থ টী কখনই উৎপল পদ দ্বারা নীলত্ববিশিষ্টরূপে বিশেষিত হয় না; কেন না, তাহা হইলে জাতি

(*) প্রলপিতম্' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) ত্বেন' ইত্যধিকঃ (খ) পাঠঃ।

উৎপলপদেন বিশিষ্যতে, জাতি-গুণয়োরন্যোন্যসমবায়প্রসঙ্গাৎ। অতো নীলত্বোৎপলত্বোপলক্ষিত-বস্ত্বৈক্যমাত্রং সামানাধিকরণ্যেন প্রতিপাদ্যতে। তথা (*) 'সোঽয়ং দেবদত্তঃ' ইতি (†) অতীতকাল-বিপ্রকৃষ্টদেশবিশিষ্টস্য তেনৈব রূপেণ সন্নিহিতদেশ-বর্ত্তমানকালবিশিষ্টতয়া প্রতিপাদনানুপপত্তেরুভয়-দেশকালোপলক্ষিতস্বরূপমাত্রৈক্যং সামানাধিকরণ্যেন প্রতিপাদ্যতে। যদ্যপি নীলমিত্যাদ্যেকপদশ্রবণে প্রতীয়মানং বিশেষণং সামানাধি-

---

ও গুণের মধ্যে পরস্পর সমবায় সম্বন্ধের সম্ভাবনা হইয়া পড়ে। অতএব, বুঝিতে হইবে যে, নীলত্ব ও উৎপলত্ব ধর্ম্মদ্বয়বিশিষ্ট বস্তুর কেবল একত্বই উক্ত সামানাধিকরণ্য দ্বারা প্রতিপাদিত হয় (‡)। 'এই সেই দেবদত্ত' এই স্থলেও অতীতকালীন ও ব্যবহিতদেশবর্ত্তী পুরুষের সেইরূপেই অর্থাৎ অতীতকালীনত্ব ও ব্যবহিতদেশবর্ত্তিত্বরূপেই সন্নিহিত দেশবর্ত্তিত্ব ও বর্ত্তমানকালীনত্ব-ধর্ম্মের প্রতিপাদন করা কখনই সম্ভব হয় না ; এই কারণে সেস্থলে সামানাধিকরণ্য দ্বারা ঐ উভয় ধর্ম্মোপলক্ষিত পুরুষের একত্ব বা অভেদ মাত্র প্রতিপাদিত হইয়া থাকে (§)। কেবল 'নীল' এই একটীমাত্র পদশ্রবণে যে বিশেষণের প্রতীতি হয়, বিরোধ থাকায় সামানাধিকরণ্যসময়ে

(*) যথেতি (খ) পাঠঃ।　　　　(†) ইতি তৎকালেতি (গ) পাঠঃ।

(‡) অভিপ্রায় এই যে, সামানাধিকরণ্য স্থলে একটী বিশেষ্যকে অবলম্বন করিয়া অপর বিশেষণাংশ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বিশেষণাংশগুলি বিশেষ্যার্থেই আত্ম-সমর্পণ করিয়া থাকে, স্বতন্ত্রভাবে তাহাদের কোন অর্থ প্রতিপাদনে ক্ষমতা নাই। "তৎ ত্বম্ অসি" প্রভৃতি পদের সামানাধিকরণ্য স্থলেও বিশেষণীভূত তৎকালীনত্ব ও পরোক্ষত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের এবং বর্ত্তমানত্ব ও সংসারিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের স্বার্থে তাৎপর্য্য নাই, একমাত্র বিশেষ্যভূত চৈতন্যের একত্বপ্রতিপাদনেই তাৎপর্য্য, সুতরাং সে স্থলে বিশেষণাংশ থাকিলেও যেন নাই, বলিয়াই মনে করিতে হইবে। অতএব আপনা হইতেই বিশেষণভাগ পরিত্যক্ত হওয়ায় এবং একমাত্র বিশেষ্যার্থেরই প্রাধান্য থাকায় এমতে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষভাব অনায়াসেই প্রমাণিত হইতে পারে। 'নীলোৎপল' প্রভৃতি স্থলেও এই নিয়ম। এখন কথা হইতেছে এই যে, বিশেষণভাগের যদি কেবল বিশেষ্যপরতা স্বীকার না করিয়া স্বতন্ত্রভাবেও অর্থ-বোধকতা স্বীকার করা হয়। তাহা হইলে আর উভয়ের মধ্যে একত্ব প্রতীতি হইতে পারে না। এই একত্ব-প্রতীতির ব্যাঘাত প্রদর্শনার্থই 'নীলোৎপলাদি' দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, বিশেষণের যদি স্বতন্ত্র-ভাবে অর্থ-বোধকতা থাকে ; তাহা হইলে 'নীলউৎপল' বলিলে এইরূপ অর্থ বুঝা যাইতে পারে যে, উৎপল বস্তুটীর দুইটী বিশেষণ, একটী নীলত্ববিশিষ্ট নীল, অপরটী স্বীয় উৎপলত্ব। এরূপ হইলে উভয়ের মধ্যে উদ্দেশ্য-বিধেয়-ভাবও নিশ্চয় করা যায় না, অধিকন্তু, নীলত্ববিশিষ্ট বস্তুটীই 'উৎপল' পদ দ্বারা বিশেষিত হইতে পারে ; তাহার ফলে নীলগুণ ও উৎপলত্ব, এই উভয়ই উভয়ে সমবেত সমবায়সম্বন্ধে অবস্থিত হইতে পারে ; একথাও নিয়ম-বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। অতএব, এখানে এইমাত্র বুঝিতে হইবে, যাহাতে নীলত্ব ও উৎপলত্ব আছে বা ছিল ; তাদৃশ বস্তুর একত্বই 'নীল-উৎপল' এই সামানাধিকরণ্য-প্রযোগ দ্বারা প্রতিপাদিত করা হয়, কিন্তু স্বতন্ত্র-ভাবেন। এতদনুসারে আলোচ্য স্থলেও ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষভাব প্রমাণিত হইতে কোনও বাধা নাই॥

(§) তাৎপর্য্য—'সোঽয়ং দেবদত্তঃ', (এই সেই দেবদত্তনামক ব্যক্তি), এই স্থলে 'তৎপদের অর্থ অতীত-কালবর্ত্তী ও ব্যবহিতস্থানবর্ত্তী, আর 'ত্বং' পদের অর্থ বর্ত্তমানকালবর্ত্তী ও সন্নিহিতদেশস্থ। অতীতকালীন

করণ্যবেলায়াং বিরোধাৎ ন প্রতিপাদ্যতে। তথাপি বাচ্যেঽর্থে প্রধানাংশস্য প্রতিপাদনান্ন লক্ষণা; অপি তু বিশেষণাংশস্যাবিবক্ষামাত্রম্, সর্ব্বত্র সামানাধিকণ্যস্যৈষ (*) স্বভাবঃ, ইতি ন কশ্চিদ্দোষ ইতি ॥ ১২ ॥

তদিদমসারম্, সর্ব্বেষ্বেব বাক্যেষু পদানাং ব্যুৎপত্তিসিদ্ধার্থসংসর্গবিশেষমাত্রং প্রত্যায্যম্। (†) তত্র সমানাধিকরণ-প্রবৃত্তানামপি (‡) নীলাদিপদানাং নৈল্যাদিবিশিষ্ট এবার্থো ব্যুৎপত্তিসিদ্ধঃ পদান্তরার্থসংস্পৃষ্টোঽভিধীয়তে। যথা 'নীলমুৎপলমানয়' ইত্যুক্তে নীলিমাদিবিশিষ্টমেবানীয়তে। যথা চ 'বিন্ধ্যাটব্যাং মদমুদিতো মাতঙ্গগণস্তিষ্ঠতি' ইতি পদদ্বয়াবগতবিশেষণবিশিষ্ট এবার্থঃ প্রতীয়তে। এবং বেদান্তবাক্যেষ্বপি সমানাধিকরণনির্দ্দেশেষু তত্তদ্বিশেষণবিশিষ্টমেব ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যম্। নচ বিশেষণ-

---

(নীলবর্ণবিশিষ্ট উৎপল', এইরূপ প্রতীতিকালে) যদিও সেই বিশেষণের প্রতীতি হয় না সত্য; তথাপি বাচ্যার্থে (শব্দের শক্তিগম্য যে অর্থ, তাহাকে বাচ্যার্থ কহে।) প্রধান অংশটীর প্রতিপাদিতব থাকায়, এখানে আর 'লক্ষণা' করার আবশ্যক হয় না, পরন্তু বিশেষণ অংশটীর অবিবক্ষা করা হয় মাত্র; ইহাই যখন সামানাধিকরণ্যের সার্ব্বত্রিক স্বভাব, তখন এমতে কোনও দোষ হইতে পারে না ॥ ১২ ॥

না এ কথা যুক্তিসম্মত হয় না; কারণ, সমস্ত বাক্যেই অর্থাৎ কি সমানাধিকরণ, কি ব্যধিকরণ, সর্ব্বত্রই পদসমূহের কেবল ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থের বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধমাত্রই প্রতীতিগম্য হইয়া থাকে। তদনুসারে সমানাধিকরণভাবে প্রবৃত্ত 'নীল' প্রভৃতি পদসমূহেরও নীলত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট অর্থই ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ; সেই অর্থই অপর পদার্থের সহিত সম্বদ্ধভাবে অভিহিত হইয়া থাকে মাত্র, বুঝিতে হইবে। এ কথার উদাহরণ এই যে, 'নীল উৎপল আনয়ন কর।' এই কথা বলিলে নীলত্বধর্ম্মবিশিষ্ট উৎপলই আনীত হয়, এবং বিন্ধ্যপর্ব্বতে মদ-মুদিত (মদোন্মত্ত) মাতঙ্গসমূহ অবস্থান করে', এই স্থলে [বিন্ধ্যপর্ব্বত'ও 'মদমুদিত' এই] পদদ্বয়-লব্ধ বিশেষণবিশিষ্টরূপেই বিশেষ্যপদার্থের (মাতঙ্গসমূহের) প্রতীতি হইয়া থাকে; (কেবলই বিশেষ্যের নহে)। এইরূপ সমানাধিকরণপ্রয়োগ স্থলে বেদান্ত বাক্যেও বিশেষ বিশেষ বিশেষণ

পদার্থ ও বর্ত্তমান কালীন পদার্থ এক হইতে পারে না, এই কারণে বাধ্য হইয়া 'ঐ বিরুদ্ধ বিশেষণ দ্বয়ে উপলক্ষিত' বলিতে হইবে। অর্থাৎ কোন সময় ঐ ধর্ম্মদ্বয়ের সহিত সম্বন্ধ ছিল মাত্র, কিন্তু বর্ত্তমানে তাহা নাই; সুতরাং এই ভাবে তদুভয়ের ঐক্যে ও কোন বাধা ঘটিতে পারে

(*) এবেতি (গ) পাঠঃ।　　(†) প্রত্যায্যম্' ইতি (ক খ) পাঠঃ।

(‡) সামানাধিকরণ্যপ্রবৃত্তানাম্' ইতি (খ. গ) পাঠঃ।

বিবক্ষায়ামিতরবিশিষ্টাকারং বস্ত্বন্যেন বিশেষিতব্যম্ (*) ; অপি তু সর্ব্বৈর্ব্বিশেষণৈঃ স্বরূপমেব বিশেষ্যম্।

তথাহি "ভিন্ন-প্রবৃত্তিনিমিত্তানাং শব্দানামেকস্মিন্নর্থে বৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্যম্।" [কৈয়ট বৃদ্ধ্যাহ্নিকে]। (†) অন্বয়েন নিবৃত্ত্যা বা পদান্তর-প্রতিপাদ্যাকারাদাকারান্তরযুক্ততয়া তস্যৈব, বস্তুনঃ পদান্তরপ্রতিপাদ্যত্বং সামানাধিকরণ্যকার্য্যম্। যথা 'দেবদত্তঃ শ্যামো যুবা লোহিতাক্ষোঽদীনোঽকৃপণোঽনবদ্যঃ' ইতি। যত্র ত্বেকস্মিন্ বস্তুনি সমন্বয়াযোগ্যং বিশেষণদ্বয়ং

বিশিষ্টরূপেই ব্রহ্মের প্রতীতি করা আবশ্যক (‡)। আর বিশেষণের বিবক্ষা হইলেই যে, অন্য-ধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তুকে অন্য দ্বারা অবশ্যই বিশেষিত করিতে হইবে; এ কথাও বলা যায় না; পরন্তু, সমস্ত বিশেষণ দ্বারা একই বস্তুস্বরূপ বিশেষিত করিতে হয়।

দেখ, বিভিন্নার্থ-বোধক শব্দসমূহের যে, একটী মাত্র অর্থ-বোধকতা, তাহারই নাম 'সামানাধিকরণ্য।' এখন, অন্বয় (সম্বন্ধ) দ্বারাই হউক বা অন্যার্থবাধ নিবন্ধনই হউক, যাহাতে পদান্তর-প্রতিপাদ্য হওয়ায় অর্থগত পার্থক্য না ঘটে, এরূপভাবে যে, সেই একই বস্তুকে বিভিন্ন পদে প্রতিপাদন করা, তাহাই সামানাধিকরণ্যের কার্য্য বা ফল। উদাহরণ যথা—'দেবদত্ত শ্যামবর্ণ, যুবা, লোহিতলোচন, অদীন (দরিদ্র নহে), অকৃপণ ও অনবদ্য বা অনিন্দনীয়'। (§) আর যেখানে একই বস্তুতে অন্বয়ের অযোগ্য দুইটী বিশেষণ সমানাধিকরণভাবে প্রযুক্ত হয়,

---

(*) বিশেষ্টব্যম্' ইতি (ঘ) পাঠঃ। (†) অত্র ইতি' শব্দঃ (ঘ) পুস্তকে দৃশ্যতে।

(‡) তাৎপর্য্য—যে সকল পদ স্বভাবতই বিভিন্নার্থ-বোধক, সেই সকল পদও সমানাধিকরণরূপে প্রযুক্ত হইলে আর পৃথক্ পৃথক্ অর্থের প্রতীতি না করিয়া একটীমাত্র বিশেষ্যকেই আশ্রয় করে, স্বতন্ত্রভাবে অর্থ প্রতিপাদন করে না। 'নীল উৎপল' বলিলে বুঝিতে হয় যে, নীল গুণটী বিশেষণ, আর উৎপল তাহার আশ্রয় বিশেষ্য। নীল' শব্দটী বর্ণবাচক হইলেও এখানে পৃথগ্‌ভাবে স্বার্থ প্রতীতি না করিয়া নীলগুণবিশিষ্ট-রূপে উৎপলার্থেই স্বার্থসমর্পণ করিয়া থাকে। "তৎ ত্বম্ অসি" প্রভৃতি স্থানেও সেইরূপই বিশেষণবিশিষ্ট একটী-মাত্র অর্থের প্রতীতি হইবে, কিন্তু তা' বলিয়া বিশেষণভাগগুলি নিরর্থক হইয়া যাইতে পারে না; কারণ সর্ব্বত্রই কল্পনার প্রণালী একরূপ। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারে কল্পনা করিতে হইলে দোষ ঘটে। এই কারণে আচার্য্যগণ বলিয়াছেন যে, "কৢপ্ত-কল্প-বিরোধে তু যুক্তঃ কৢপ্তপরিগ্রহঃ।" অর্থাৎ কোন একটী প্রসিদ্ধ নিয়মের সহিত অপর একটী বিরুদ্ধ নিয়মের কল্পনা করা অপেক্ষা প্রসিদ্ধ নিয়ম স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত। কারণ, তাদৃশ-স্থলে সেই কৢপ্ত নিয়মটীই বলবত্তর হইয়া থাকে। অতএব, ব্রহ্মসম্বন্ধে নির্ব্বিশেষভাবস্থাপনের অনুকূলে বিপক্ষগণ যে কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা অযৌক্তিক—ভিত্তিহীন।

(§) তাৎপর্য্য—এখানে শ্যাম ও যুবা প্রভৃতি প্রত্যেক পদেরই পৃথক্ পৃথক্ অর্থ আছে; কিন্তু তাহা হইলেও এখানে সমস্ত পদগুলি পৃথক্‌ভাবে প্রতীতি সমুৎপাদন না করিয়া বিশেষ্যভূত এক দেবদত্তের সহিতই সমুদিতভাবে সম্বন্ধ হইয়াছে।

সমানাধিকরণপদ-নির্দ্দিষ্টং, তত্রাপ্যন্যতরৎ পদমমুখ্যবৃত্তমাশ্রীয়তে; ন দ্বয়ম্। যথা 'গৌর্ব্বাহীকঃ' ইতি। নীলোৎপলাদিষু তু বিশেষণ-দ্বয়াম্বয়াবিরোধাদেকমেবোভয়বিশিষ্টং প্রতিপাদ্যতে ॥ ১৩ ॥

অথ মনুষে—একবিশেষণ-প্রতিসম্বন্ধিত্বেন নিরূপ্যমাণং বস্তু বিশেষণান্তর-প্রতিসম্বন্ধিত্বাদ্বিলক্ষণম্, ইতি ঘট-পটয়োরিবৈকবিভক্তিনির্দ্দেশেঽপ্যৈক্যপ্রতিপাদনাসম্ভবাৎ সমানাধিকরণশব্দস্য ন বিশিষ্ট-প্রতিপাদন-পরত্বম্; অপি তু বিশেষণমুখেন স্বরূপমুপস্থাপ্য তদৈক্যপ্রতিপাদনপরত্ব-মেবেতি।

সেখানেও একটীমাত্র পদেরই গৌণার্থ গ্রহণ করিতে হয়; দুইটীর নহে। উদাহরণ যথা—[এই] 'ভারবাহী ব্যক্তি গো' (*)। কিন্তু, 'নীল উৎপল' ইত্যাদি স্থলে বিশেষণদ্বয়ের অন্বয়বোধে কোন বিরোধ না থাকায়, উভয় বিশেষণবিশিষ্টরূপে একই বস্তু প্রতিপাদিত হয় ॥ ১৩ ॥

যদি মনে কর,—কোন বস্তু একটী বিশেষণে বিশেষিত হইলেই অপর বিশেষণবিশিষ্ট বস্তু হইতে বিলক্ষণ বা বিভিন্ন হইয়া পড়ে; অর্থাৎ বিশেষণ-ভেদেই বিশেষ্যেরও ভেদ হইয়া থাকে; এই কারণেই ঘট-পটের ন্যায় অর্থাৎ ঘটত্ববিশিষ্ট ঘট ও পটত্ববিশিষ্ট পট, এতদুভয়ের যেমন সমান বিভক্তি নির্দ্দেশ সত্ত্বেও ঐক্য বা অভেদের সম্ভব হয় না, তেমনি অন্যত্রও সমান বিভক্তি দ্বারা নির্দ্দেশ হইলেও যেহেতু বিভিন্ন বিশেষণাক্রান্ত পদার্থের ঐক্য সম্ভব হয় না; সেই হেতুই সমানাধিকরণ বা সমানবিভক্তিবিশিষ্ট শব্দের বিশিষ্টার্থ প্রতিপাদনে তাৎপর্য্য নাই; পরন্তু, বিশেষণরূপে বস্তুর উপস্থাপন বা বোধ সম্পাদন করিয়া তৎসমস্তের ঐক্য প্রতিপাদনেই উহার তাৎপর্য্য। (†)

(*) তাৎপর্য্য—কোন একটী ভারবহনপটু পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া 'গৌর্বাহীকঃ' বাক্যটী প্রযুক্ত হইয়াছে। এখানে একই ব্যক্তির দুইটী বিশেষণ—একটী 'গোত্ব', অপরটী 'বাহীকত্ব'। তন্মধ্যে 'গোত্ব' বিশেষণটী অসঙ্গত হইতেছে, কেন না পুরুষ কখনই 'গো' হইতে পারে না। এইকারণে, ঐ 'গো' পদটীর মুখ্য অর্থ পরিত্যাগ করিয়া 'গোসদৃশ' এইরূপ গৌণার্থ গ্রহণ করিতে হয়।

(†) তাৎপর্য্য—বিশেষণের ভেদ হইলেই তদ্বিশিষ্ট পদার্থেরও ভেদ হইয়া যায়; যেমন ঘট ও পট, এখানে ঘটের বিশেষণ—ঘটত্ব, আর পটের বিশেষণ পটত্ব; এই ঘটত্ব ও পটত্বরূপ বিশেষণদ্বয়ের ভেদ থাকায় 'ঘট' ও 'পট' শব্দে সমান বিভক্তি নির্দ্দেশ করিলেও কখনই ঘট-পটের ঐক্য বা অভেদ প্রতীত হয় না; সুতরাং কেবল বিভক্তির ঐক্যই যে, পদার্থের ঐক্য প্রতিপাদনের কারণ, তাহা নহে; পরন্তু একমাত্র সামানাধিকরণ্যই পদার্থের ঐক্যপ্রতিপাদক। অভিপ্রায় এই যে, বিশেষণভেদে যখন বিশিষ্টের ভেদ অনিবার্য্য, তখন কেবল বিশিষ্টতা-প্রতিপাদন করাই সামানাধিকরণ্যের কার্য্য নহে; কারণ, তাহা হইলেও বিশিষ্ট বস্তুর ভেদ থাকিয়াই যায়। অতএব, বিশেষণরূপে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে প্রত্যেক পদের উপস্থিতি করিয়া শেষে সমস্ত বিশেষণবিশিষ্ট বস্তুর একত্ব প্রতিপাদন করাই উহার মুখ্য কার্য্য; সুতরাং "তৎ ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্যে সগুণভাব থাকিতেই পারে না।

স্যাদেতদেবম্; যদি বিশেষণদ্বয়-প্রতিসম্বন্ধিত্বমাত্রমেবৈক্যং নিরুন্ধ্যাৎ; ন চৈতদস্তি; একস্মিন্ ধর্ম্মিণ্যুপসংহর্ত্তুমযোগ্য-ধর্ম্মদ্বয়বিশিষ্টত্বমেব হ্যেকত্বং নিরুণদ্ধি। অযোগ্যতা চ প্রমাণান্তর-সিদ্ধা ঘটত্ব-পটত্বয়োঃ। 'নীলমুৎপলম্' ইত্যাদিষু তু দণ্ডিত্ব-কুণ্ডলিত্ববৎ রূপবত্ত্ব-রসবত্ত্ব-গন্ধবত্ত্বাদিবচ্চ বিরোধো নোপলভ্যতে। ন কেবলমবিরোধ এব, প্রবৃত্তি-নিমিত্তভেদেনৈকার্থবোধকত্ব-রূপং (*) সামানাধিকরণ্যমুপপাদয়ত্যেব ধর্ম্মদ্বয়বিশিষ্টতাম্। অন্যথা স্বরূপ-মাত্রৈক্যে অনেকপদপ্রবৃত্তৌ নিমিত্তাভাবাৎ (†) সামানাধিকরণ্যমেব ন স্যাৎ। বিশেষণানাং স্বসম্বন্ধানাদরেণ বস্তুস্বরূপোপলক্ষণপরত্বে (‡) সতি একেনৈব বস্তু উপলক্ষিতম্, ইত্যুপলক্ষণান্তরমনর্থকমেব। উপলক্ষণান্তরোপ-লক্ষ্যাকারভেদাভ্যুপগমে তেনাকারেণ সবিশেষত্বপ্রসঙ্গঃ।

হাঁ, ইহা এইরূপ হইতে পারিত বটে; যদি কেবল বিশেষণদ্বয়ের সম্বন্ধই একমাত্র অভেদ-বাধক হইত; কিন্তু, এরূপ ত হয় না; কারণ, একটী ধর্ম্মীতে বা বিশেষ্যে স্বভাবতঃ অন্বয়-লাভের অযোগ্য যে ধর্ম্মদ্বয়, তাদৃশ ধর্ম্মদ্বয়-সম্বন্ধই একত্বের বাধা করিয়া থাকে। ঘটত্ব ও পটত্বের যে অযোগ্যতা, তাহা [প্রত্যক্ষাদি] প্রমাণেই সিদ্ধ হয়; কিন্তু, 'নীল উৎপল' ইত্যাদি স্থলে দণ্ডিত্ব-কুণ্ডলিত্বের ন্যায় এবং রূপবত্তা, রসবত্তা ও গন্ধবত্তার ন্যায় বিভিন্ন ধর্ম্মের একত্র স্থিতিতে কোন বিরোধ দেখা যায় না; অর্থাৎ একই ব্যক্তিতে যেমন দণ্ডিত্ব ও কুণ্ডলিত্ব থাকিতে পারে, এবং একই বস্তুতে যেমন রূপ, রস ও গন্ধ থাকিতে পারে, তেমনি একই বস্তুতে নীলত্ব ও উৎপলত্ব ধর্ম্ম দুইটী অবিরোধেই থাকিতে পারে। কেবল বিরোধাভাবই নহে; পরন্তু, প্রবৃত্তি-নিমিত্তের ভেদানুসারে যে সামানাধিকরণ্য, তাহাও নিশ্চয়ই ধর্ম্মদ্বয়বিশিষ্টতার উপপাদন করিয়া থাকে। নচেৎ, কেবলই বস্তুস্বরূপের একত্ব-বোধনার্থ বহুপদের প্রয়োগ হইলেও উপযুক্ত কারণ না থাকায় সামানাধি-করণ্যই হইতে পারে না। আর বিশেষ্যের সহিত বিশেষণসমূহের সম্বন্ধ স্বীকার না করিয়া যদি কেবল বস্তুর স্বরূপমাত্র-বোধকতাই স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ত একটী বিশেষণ দ্বারাই যখন সেই উপলক্ষিতত্ব বা বিশেষিতকরণ সম্পাদিত হইয়া যায়; তখন অপর বিশেষণগুলি অনর্থকই হইতে পারে। [পক্ষান্তরে] উপলক্ষণান্তর বা অপর বিশেষণ দ্বারা যদি উপলক্ষ্য বস্তুর আকারভেদই স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ত ঐরূপ আকারভেদেই [বস্তুর] সবিশেষত্ব সম্ভাবিত হইতে পারে ॥ (§)

(*) ঐকার্থ্যনিষ্ঠত্বরূপম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) প্রবৃত্ত্যভাবাৎ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) ণ-রূপত্বে' ইতি (গ) পাঠঃ।

(§) তাৎপর্য্য—নির্ব্বিশেষবাদী বলিলেন যে, যেখানে যেখানে ব্রহ্মবিষয়ে সামানাধিকরণ্য আছে, সেই সকল স্থানেই বিশেষণ পদ গুলি বিশেষ্যের বিশিষ্টতাবোধক হয় না, উপলক্ষণ হয় মাত্র, অর্থাৎ সেই সকল বিশেষণ

'সোঽয়ং দেবদত্তঃ' ইত্যত্রাপি লক্ষণাগন্ধো ন বিদ্যতে, বিরোধাভাবাৎ। দেশান্তর-সম্বন্ধিতয়া অতীতস্য সন্নিহিত-দেশসম্বন্ধিতয়া বর্ত্তমানত্বা-বিরোধাৎ। অতএব হি 'সোঽয়ম্' ইতি প্রত্যভিজ্ঞয়া কালদ্বয়-সম্বন্ধিনো বস্তুন ঐক্যমুপপাদ্যতে বস্তুনঃ স্থিরত্ববাদিভিঃ। অন্যথা প্রতীতি-বিরোধে সতি সর্ব্বেষাং ক্ষণিকত্বমেব স্যাৎ। দেশদ্বয়-সম্বন্ধবিরোধস্তু কালভেদেন পরিহ্রীয়তে ॥ ১৪ ॥

যতঃ সমানাধিকরণ-পদানাম্ অনেক-বিশেষণবিশিষ্টৈকার্থবাচিত্বম্;

আর 'সোঽয়ং দেবদত্তঃ' (এই সেই দেবদত্ত), এই স্থলেও কোনরূপ লক্ষণার সম্ভাবনা নাই; কারণ, [এখানে লক্ষণার কারণীভূত] কোন প্রকার বিরোধ নাই। কেননা, অতীত কালের ও দেশান্তরের সহিত সম্বন্ধ ব্যক্তির সন্নিহিত দেশে সম্বন্ধ হইয়া থাকিতে ত কোনও বিরোধ বা বাধাই নাই, [বিরোধ না থাকায় লক্ষণাও হইতে পারে না]। এই হেতুতেই বস্তুর স্থিরত্ববাদিগণ 'সোঽয়ং' ('এই সে') ইত্যাদি স্থলে 'প্রত্যভিজ্ঞা' দ্বারা কালদ্বয়বর্ত্তী (অতীত ও বর্ত্তমানকাল-সম্বন্ধী) বস্তুর একত্ব বা অভেদ উপপাদন করিয়া থাকেন (*)। নচেৎ প্রতীতি অনুসারে পার্থক্য স্বীকার করিতে হইলে সমস্ত বস্তুর ক্ষণিকত্বই সিদ্ধ হইতে পারে। এক বস্তুর বিভিন্ন দেশে স্থিতিতে যে বিরোধ আশঙ্কিত হয়, তাহাও কালভেদ দ্বারা পরিহৃত হইয়া থাকে, অর্থাৎ একই বস্তু একই কালে দুইটী স্থানে অবস্থান করিতে না পারিলেও বিভিন্ন কালে থাকিতে পারে ॥ ১৪ ॥

যেহেতু, সমানাধিকরণ পদসমূহ অনেক বিশেষণবিশিষ্ট একার্থের বোধক হয়, সেই হেতুতেই

বিশেষ্যতে সম্বদ্ধ থাকে না, কেবল বিশেষ্যকে অপর পদার্থ হইতে পৃথক্ করিয়া পরিচিত করিয়া দেয় মাত্র; সুতরাং "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম," ইত্যাদি স্থলে বহু বিশেষণ থাকিলেও তদ্দ্বারা ব্রহ্মের সবিশেষত্ব হইতে পারে না। এখন ভাষ্যকার সে কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন যে, বিশেষণ পদ গুলি যদি উপলক্ষণই হয় অর্থাৎ বিশেষ্যের কেবল পরিচায়কই হয়, তাহা হইলে একটী মাত্র বিশেষণের প্রয়োগেই যখন বিশেষ্যের পরিচয় প্রদান হইতে পারে, তখন অপর বিশেষণপদগুলির প্রয়োগের কোনই প্রয়োজন থাকিতে পারে না। আর যদি উপলক্ষণভেদে উপলক্ষ্য বিশেষ্যেরও স্বরূপগত ভেদ হয় স্বীকার কর, তাহা হইলে ত আমাদের অভিমত সেই সবিশেষভাবই স্বীকার করা হইল। অতএব, উপলক্ষণ বিশেষণস্বীকার করা অপেক্ষা, আমাদের ন্যায় বিশিষ্টবিশেষণ স্বীকার করাই শ্রেয়ঃ।

(*) তাৎপর্য্য—পূর্ব্বে যাহা অনুভূত হইয়াছে, পরে যদি তাহারই প্রত্যক্ষ করিয়া সেই পূর্ব্বানুভূতরূপে জ্ঞান হয়, তাহা হইলে সেই অনুভূত বিষয়ক জ্ঞানকে 'প্রত্যভিজ্ঞা' বলা হয়। পদার্থ যদি ক্ষণিক হইত, অর্থাৎ প্রতিক্ষণেই প্রত্যেক বস্তু উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইত, তাহা হইলে 'ইহা সেই বস্তু' বলিয়া কখনই 'প্রত্যভিজ্ঞা' হইতে পারিত না। কারণ, (ক্ষণিকবাদে) সেই বস্তু ত সেই সময়ই বিনষ্ট হইয়াগিয়াছে; বিনষ্ট বস্তুর আর প্রত্যক্ষ হইবে কিরূপে? এই যুক্তিবলে প্রমাণকরা হয় যে, বস্তুমাত্রই প্রতিক্ষণে উৎপন্ন-প্রধ্বংসশীল নহে, পরন্তু স্থির—কালান্তর-স্থায়ী।

অতএব "অরুণয়ৈকহায়ন্যা পিঙ্গাক্ষ্যা সোমং ক্রীণাতি।" [যজুঃ০ ৬।১।৬] ইত্যারুণ্যাদিবিশিষ্টৈকহায়ন্যা ক্রয়ঃ সাধ্যতয়া বিধীয়তে। তদুক্তম্—"অর্থৈকত্বে দ্রব্য-গুণয়োরৈককর্ম্ম্যাৎ নিয়মঃ স্যাৎ।" [পূর্ব্বমীমাংসা০ ৩।১।১২] ইতি। তত্রৈবং পূর্ব্বপক্ষী মন্যতে,—যদ্যপ্যরুণয়েতি পদম্ আকৃতেরিব গুণস্যাপি দ্রব্যপ্রকারতৈকস্বভাবত্বাৎ দ্রব্যপর্য্যন্তমেবারুণিমানমভিদধাতি; তথাপ্যেকহায়ন্যন্বয়-নিয়মোঽরুণিম্নো ন সম্ভবতি; 'একহায়ন্যা ক্রীণাতি,' 'তচ্চ অরুণয়া,' ইত্যর্থদ্বয়বিধানাসম্ভবাৎ।

ততশ্চ, অরুণয়েতি বাক্যং ভিত্বা প্রকরণ-বিহিতসর্ব্বদ্রব্যপর্য্যন্তমেবারুণিমানমবিশেষেণাভিদধাতি। অরুণয়েতি স্ত্রীলিঙ্গনির্দ্দেশঃ প্রকরণ-বিহিত-সর্ব্বলিঙ্গক-দ্রব্যানাং প্রদর্শনার্থঃ। তস্মাদ্‌একহায়ন্যন্বয়-নিয়মোঽরুণিম্নো ন স্যাদিতি ॥১৫॥

'অরুণবর্ণ পিঙ্গাক্ষী এক বৎসরবয়স্ক (গো) দ্বারা সোম ক্রয় করিবে।' ইত্যাদি স্থলে অরুণত্বাদিবিশিষ্ট একহায়নী দ্বারা সোমক্রয়ের কর্ত্তব্যতা বিহিত হইতেছে। [মীমাংসাদর্শনে] এইরূপ উক্ত আছে যে, 'অর্থ' (প্রয়োজন) যদি এক হয়, তাহা হইলে একই কার্য্যে প্রযোজ্যত্ব-বিধায়ক দ্রব্য এবং গুণ, এতদুভয়েরই নিয়ম অর্থাৎ ক্রিয়াতে অবশ্য প্রযোজ্যতা হইয়া থাকে।' সেখানে পূর্ব্বপক্ষবাদী এইরূপ মনে করেন যে, আকৃতির ন্যায় গুণও যখন দ্রব্যের প্রকার বা বিশেষণীভূত; সুতরাং আকৃতি ও গুণ, উভয়ই একস্বভাবাক্রান্ত; এই কারণে 'অরুণয়া' এই পদটী যদিও অরুণবর্ণ দ্রব্যপর্য্যন্ত অর্থ প্রতিপাদন করে সত্য; তথাপি অরুণবর্ণের সহিত 'একহায়নীত্ব' ধর্ম্মের অন্বয়ের আবশ্যকতা সম্ভবপর হয় না; কেননা 'একহায়নী' (একবর্ষীয়া গো) দ্বারা ক্রয় করিবে, তাহাও আবার অরুণবর্ণবিশিষ্ট দ্বারা, এইরূপ দুইটী অর্থের বিধান করা কখনই সঙ্গত হয় না।

তাহার ফলে 'অরুণয়া' ইত্যাদি বাক্যটী তৎপ্রকরণবিহিত সমস্ত দ্রব্যেই অরুণবর্ণের সম্বন্ধ প্রকাশ করিতেছে। তবে যে, 'অরুণয়া' এই স্ত্রীলিঙ্গ নির্দ্দেশ রহিয়াছে; বুঝিতে হইবে, তাহা (প্রকরণস্থ অপরাপর) সমস্ত বস্তুরই প্রকাশকমাত্র। অতএব, অরুণিমার সহিত যে, একহায়নীত্বের অবশ্যই সম্বন্ধ হইবে, এরূপ নিয়ম হইতে পারে না (*) ॥ ১৫ ॥

(*) তাৎপর্য্য.—"অর্থৈকত্বে" ইত্যাদি সূত্রটী জৈমিনিকৃত মীমাংসাদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে স্থিত 'অরুণন্যায়' বা 'অরুণাধিকরণ' নামে প্রসিদ্ধ। অধিকরণমাত্রেই একটী পূর্ব্বপক্ষ, আর একটী সিদ্ধান্ত পক্ষ থাকে। তদনুসারে সেখানেও ভাষ্যকার প্রথমে "অত্র এবং পূর্ব্বপক্ষবাদীমন্যতে," বলিয়া পূর্ব্বপক্ষের অভিপ্রায় প্রদান করিয়াছেন। তাহার স্থূলমর্ম্ম এইরূপ—'জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের প্রকরণে সোম-ক্রয় সম্বন্ধে এইরূপ বিধি আছে যে, "অরুণয়া পিঙ্গাক্ষ্যা একহায়ন্যা সোমং ক্রীণাতি," অর্থাৎ 'অরুণ-বর্ণ পিঙ্গলাক্ষী এবং একাহায়নী বা এক-বর্ষবয়স্কা গো দ্বারা সোম ক্রয় করিবে।

অত্রাভিধীয়তে—"অর্থৈকত্বে দ্রব্য-গুণয়োরৈককর্ম্ম্যাৎ নিয়মঃ স্যাৎ।" "অরুণয়ৈকহায়ন্যা" ইত্যারুণ্য-বিশিষ্টদ্রব্যৈকহায়নী-দ্রব্যবাচি-পদয়োঃ সামানাধিকরণ্যেন অর্থৈকত্বে সিদ্ধে সতি একহায়নী-দ্রব্যারুণ্য-গুণয়োরুরুণয়েতি পদেনৈব বিশেষণ-বিশেষ্যভাবেন সম্বন্ধিতয়াভিহিতয়োঃ ক্রয়াখ্যৈককর্ম্মান্বয়াবিরোধাদ্ অরুণিম্নঃ ক্রয়সাধনীভূতৈকহায়ন্যন্বয়-নিয়মঃ স্যাৎ।

যথৈকহায়ন্যাঃ ক্রয়সম্বন্ধবদ্ অরুণিম-সম্বন্ধোঽপি বাক্যাবসেয়ঃ স্যাৎ;

এতদুত্তরে বলা যাইতেছে—'প্রয়োজনের ঐক্য সম্ভব হইলে অর্থাৎ একই প্রয়োজনে বিহিত হইলে একই কর্ম্মের সাধকত্বনিবন্ধন দ্রব্য ও গুণের নিয়ম অর্থাৎ অবিশেষে সম্বন্ধ হইয়া থাকে।' "অরুণয়া একহায়ন্যা" এই স্থলে অরুণত্ববিশিষ্ট দ্রব্যবাচী 'অরুণ'পদের এবং 'একহায়নী' দ্রব্যবাচী 'একহায়নী' পদের সামানাধিকরণ্য-নিবন্ধন যখন একার্থত্ব অর্থাৎ একার্থ-প্রতিপাদকত্ব সিদ্ধ হইতেছে, তখন 'অরুণয়া' এই পদ দ্বারাই বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাব-সম্বন্ধবিশিষ্টরূপে অভিহিত (কথিত) 'একহায়নী' দ্রব্যের ও অরুণত্ব-গুণের 'ক্রয়'নামক একই কর্ম্মে বা কার্য্যে অন্বয়লাভে কোন বিরোধ না থাকায় ক্রয়ের সাধনীভূত 'একহায়নী' দ্রব্যের সহিত 'অরুণত্ব' গুণের অন্বয় বা সম্বন্ধ আবশ্যক হইয়া থাকে।

ক্রয়ের সহিত 'একহায়নী' দ্রব্যের যেরূপ সম্বন্ধ হইয়াছে, 'অরুণিমা' গুণের সহিত সম্বন্ধটীও

এখানে, 'একহায়নী' পদটী যখন ক্রয়ের সন্নিধানে আছে, তখন উহার ক্রয়-সাধনতা সম্বন্ধে কোনও আপত্তি নাই, এখন সংশয় হইতেছে যে, 'অরুণা' বিশেষণটী কি ঐ প্রকরণোক্ত সমস্ত দ্রব্যেরই বিশেষণ? অথবা ক্রয় সাধনীভূত কেবল 'একহায়নী' দ্রব্যের বিশেষণ? সংশয়ের প্রধান কারণ এই যে, 'অরুণ' পদটী যখন গুণবাচক গুণমাত্রই যখন অমূর্ত্ত-নিরাকার; অথচ দ্রব্যভিন্ন কোন অমূর্ত্তপদার্থেরই ক্রিয়াসাধনতা সম্ভবপর হইতে পারে না; তখন 'অরুণ' পদটী 'একহায়নীর' সহিত অন্বিত না হইয়া ঐ প্রকরণোক্ত সমস্ত পদার্থের সহিতই অন্বিত হইতে পারে। অর্থাৎ ঐ প্রকরণে যে সকল দ্রব্যের উল্লেখ আছে; তৎসমস্তই 'অরুণ'গুণ সম্পন্ন হইতে পারে। আর 'অরুণ' পদের যদি কেবল 'একহায়নী' দ্রব্যের সহিতই সম্বন্ধ হয়, তাহা হইলে ঐ শ্রৌত বিধিতে বাক্যভেদ দোষ উপস্থিত হইতে পারে; কেননা,—প্রথম একটী বাক্য হইবে—'একহায়নী দ্বারা ক্রয় করিবে,' দ্বিতীয়বাক্য হইবে—'অরুণা দ্বারা সোম ক্রয় করিবে'। শাস্ত্রকারগণ এরূপ অযথা বাক্যভেদকে দোষাবহ বলিয়া মনে করেন। অতএব, 'অরুণয়া' পদটীর প্রকরণস্থ সমস্ত পদার্থেই অন্বিত হওয়া সঙ্গত। এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে জৈমিনি মুনি সূত্র করিলেন—"অর্থৈকত্বে দ্রব্য-গুণয়োরৈককর্ম্ম্যাৎ নিয়মঃ স্যাৎ"। অর্থাৎ যেখানে দ্রব্য ও তদাশ্রিত গুণ একই উদ্দেশ্য সাধনার্থ-নির্দ্দিষ্ট হয়, সেখানে অবশ্যই দ্রব্য ও তদাশ্রিত গুণের একত্র ব্যবহার করিতে হইবে। আলোচ্য স্থলেও অরুণত্ব গুণ ও একহায়নী, এতদুভয় একই সোমক্রয়ের সাধনরূপে অভিহিত, অর্থাৎ সোম-ক্রয়ই ঐ উভয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য; সুতরাং 'অরুণয়া' পদটীর কেবল 'একহায়নী' দ্রব্যের সহিতই সম্বন্ধ হইবে, কিন্তু প্রকরণস্থ সমস্ত দ্রব্যের সহিত নহে। অর্থাৎ সোমক্রয়ে একহায়নীর যেরূপ প্রয়োজন, অরুণ গুণেরও সেইরূপই প্রয়োজন।

তদা বাক্যস্যার্থদ্বয়বিধানং স্যাৎ। নচৈতদস্তি; অরুণয়েতি পদেনৈব অরুণিম-বিশিষ্ট-দ্রব্যমভিহিতম্। 'একহায়নী'পদসামানাধিকরণ্যেন তস্যৈকহায়নীত্ব-মাত্রমবগম্যতে; ন গুণসম্বন্ধঃ। বিশিষ্টদ্রব্যৈক্যমেব হি সামানাধি-করণ্যস্যার্থঃ; "ভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্তানাং শব্দানামেকস্মিন্নর্থে বৃত্তিঃ সামানাধি-করণ্যম্।" [কৈয়ট-বৃদ্ধ্যাহ্নিকে] ইতি হি (*) সামানাধিকরণ্যলক্ষণম্।

অতএব হি (†) 'রক্তঃ পটো ভবতি' ইত্যাদিষু ঐকার্থ্যাদেকবাক্যত্বম্। পটস্য ভবন-ক্রিয়াসম্বন্ধে হি বাক্যব্যাপারঃ; (‡) রাগ-সম্বন্ধস্তু 'রক্ত'পদে-নৈবাভিহিতঃ; 'রাগসম্বন্ধি দ্রব্যং পটঃ' ইত্যেতাবন্মাত্রং সামানাধিকরণ্যাব-সেয়ম্। এবমেকেন গুণেন দ্বাভ্যাং বহুভির্ব্বা তেন তেন পদেন সমস্তেন ব্যস্তেন বা (§) বিশিষ্টমুপস্থাপ্য সামানাধিকরণ্যেন সর্ব্ববিশেষণবিশিষ্টোঽর্থ একইতি জ্ঞাপয়িত্বা তস্য ক্রিয়াসম্বন্ধাভিধানমবিরুদ্ধম্,—'দেবদত্তঃ শ্যামো যুবা লোহিতাক্ষো দণ্ডী কুণ্ডলী তিষ্ঠতি;' 'শুক্লেন বাসসা যবনিকাং

যদি সেইরূপই বাক্য-লভ্য হইত, তাহা হইলে ঐ একটী বাক্যেরই দুইটী অর্থ বিধেয় হইত; অথচ সেরূপ হইতেছে না; কেননা, "অরুণয়া" এই পদ দ্বারাই অরুণিম-বিশিষ্ট বা অরুণবর্ণযুক্ত দ্রব্য অভিহিত হইয়াছে, 'একহায়নী' পদের সহিত সামানাধিকরণ্যে কেবল সেই দ্রব্যেরই এক-হায়নীত্ব (একবর্ষীয় গোত্ব) ধর্ম্ম প্রতীত হয় মাত্র; কিন্তু, গুণসম্বন্ধ প্রতীত হয় না; কারণ, বিশিষ্ট বা বিশেষণসম্বন্ধ দ্রব্যের ঐক্য বা অভেদ প্রতিপাদন করাই সামানাধিকরণ্যের অর্থ; কেননা, যে সকল শব্দের প্রয়োগ-প্রয়োজক নিমিত্ত পৃথক্ পৃথক্, সেই সকল শব্দের একার্থ-বোধকতার নাম 'সামানাধিকরণ্য'; ইহাই সামানাধিকরণ্যের লক্ষণ।

এই কারণেই, 'রক্তবর্ণ বস্ত্র হইতেছে', ইত্যাদি স্থলে অর্থগত ঐক্য থাকায় একবাক্যতা হইয়া থাকে। এখানে বস্ত্রের যে, ভবন বা উৎপত্তিক্রিয়া, তদ্বিষয়েই বাক্যের ব্যাপার বা বোধোপযোগী সম্বন্ধ; কিন্তু, বস্ত্রে যে লৌহিত্য-সম্বন্ধ, তাহা সেই 'রক্ত'পদেই অভিহিত হইয়াছে। আর লৌহিত্যযুক্ত দ্রব্যটী যে পট (বস্ত্র), কেবল এই অর্থটুকুই সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধ দ্বারা অবধারণ করিতে পারা যায়। এইরূপ অন্যান্য সামানাধিকরণ্য স্থলেও প্রযুক্ত পদগুলি সমষ্টিরূপেই হউক কিংবা পৃথক্ পৃথক্ রূপেই হউক, এক, দুই বা বহু গুণ দ্বারা বিশেষিত বস্তুটী মাত্র বুঝাইয়া পশ্চাৎ সামানাধিকরণ্য দ্বারা সমস্ত বিশেষণবিশিষ্ট বস্তুটী যে এক, ইহাই জ্ঞাপন করিয়া থাকে; সুতরাং সেই সমস্ত বিশেষণবিশিষ্ট বস্তুর যে, ক্রিয়াবিশেষের সহিত সম্বন্ধ প্রতিপাদন, তাহা বিরুদ্ধ হইতে পারে না। 'শ্যামবর্ণ, যুবা, লোহিতলোচন এবং দণ্ড ও কুণ্ডলধারী দেবদত্ত অবস্থান করিতেছে',

---

(*) তল্লক্ষণম্' ইতি (খ, গ) পাঠঃ। (†) অতএব রক্তঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।
(‡) সম্বন্ধো হি বাক্যস্যার্থঃ' ইতি (গ) পাঠঃ। (§) ব্যস্তেন বা' ইতি (গ) পুস্তকে ন পঠ্যতে।

সম্পাদয়েৎ ;' 'নীলমুৎপলমানয় ;' 'নীলোৎপলমানয় ;' (*) 'গামানয় শুক্লাং শোভনাক্ষীম্ ;' "অগ্নয়ে পথিকৃতে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপেৎ।" [যজুঃ০ ২।২] ইতি। এবম্ "অরুণয়ৈকহায়ন্যা পিঙ্গাক্ষ্যা সোমং ক্রীণাতি" ইতি।

এতদুক্তং ভবতি—যথা 'খাদিরৈঃ শুষ্কৈঃ (†) কাষ্ঠৈঃ স্থাল্যামোদনং পচেৎ,' ইত্যনেক-কারকবিশিষ্টৈকা ক্রিয়া যুগপৎ প্রতীয়তে ; তথা সমানাধিকরণ-পদসঙ্ঘাতাভিহিতমেকৈকং কারকং তত্তৎকারক-প্রতিপত্তি-বেলায়ামেব অনেকবিশেষণবিশিষ্টং যুগপৎ প্রতিপন্নং ক্রিয়ায়ামন্বেতীতি ন কশ্চিদ্ বিরোধঃ—'খাদিরৈঃ শুষ্কৈঃ কাষ্ঠৈঃ সমপরিমাণে ভাণ্ডে পায়সং শাল্যোদনং সমর্থঃ পাচকঃ পচেৎ' ইত্যাদিষু, ইতি ॥১৬॥

'শুক্ল বস্ত্র দ্বারা যবনিকা নির্ম্মাণ করিবে', 'নীলবর্ণ উৎপল আনয়ন কর' ; নীলোৎপল আনয়ন কর, 'শোভনাক্ষী শুক্লা গো আনয়ন কর' ; 'পথিকৃৎ অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল (আটটী পাত্রে শোধিত) পুরোডাশ (পিষ্টকের ন্যায় এক প্রকার খাদ্যদ্রব্য) দান করিবে।' এই সকল স্থলের ন্যায় "অরুণয়া একহায়ন্যা" ইত্যাদি স্থলেও সামানাধিকরণ্যবিশিষ্টের একত্বই প্রতিপাদন করিতে হইবে (‡)।

এই অভিপ্রায় উক্ত হইল যে, 'কাষ্ঠ দ্বারা স্থালীতে (পাকপাত্রে) অন্ন পাক করিবে', এই স্থলে যেমন একসঙ্গেই কাষ্ঠাদি অনেক কারকবিশিষ্ট একটী ক্রিয়া প্রতীত হয়, তেমনি সমানাধিকরণস্থলেও সেই সেই কারকের প্রতীতি-সমকালেই পদসমষ্টি দ্বারা যে, এক একটী কারক অভিহিত হয়, তাহাও অনেকবিশেষণে বিশেষিতভাবে একসঙ্গে একই ক্রিয়ার সহিত অন্বয় লাভ করে ; এই কারণেই 'উপযুক্ত পাচক খদির কাষ্ঠ দ্বারা সমপরিমাণ পাত্রে শালী-তণ্ডুলের পায়স পাক করিবে।' ইত্যাদি স্থলে [একক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধে] কোনই বিরোধ হইতে পারে না ॥ ১৬ ॥

(*) নীলোৎপলমানয়' ইত্যংশঃ (খ, গ) পুস্তকয়োর্নাস্তি।

(†) 'খাদিরৈঃ শুষ্কৈঃ' ইতি পদদ্বয়ং (খ, গ, ঘ,) পুস্তকেষু নোপলভ্যতে।

(‡) তাৎপর্য্য,—যে সমস্ত পদ লইয়া সামানাধিকরণ্য হয়, সেই পদগুলি প্রথমতঃ নিজ নিজ বাচ্যার্থ বুঝাইয়া—অবশেষে সেই সমস্ত বিশেষণ বিশেষিত বস্তুটীর একত্বমাত্র প্রতিপাদন করিয়া থাকে। প্রযুক্ত বিশেষণের মধ্যে এক, দুই বা বহু পদের সন্নিবেশ থাকিতে পারে ; কিন্তু, সেই সমস্ত গুলিই একটীমাত্র বিশেষ্যের অধীন হইয়া তাহা দ্বারাই ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হইয়া থাকে। অধিকন্তু, তদ্ঘটক পদগুলি কখনও প্রথমান্ত হইতে পারে, কখনও বা কারক-বিভক্তিযুক্ত হইতে পারে, কখন বা একও হইতে পারে, কখন বা বহুও হইতে পারে। ইহা জ্ঞাপনার্থই ভাষ্যে বহু উদাহরণের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে, 'শ্যামো দেবদত্তঃ,' এইটী প্রথমান্ত বহু বিশেষণের উদাহরণ ; "শুক্লেন বাসসা" এইটী কারকবিভক্ত্যন্ত (তৃতীয়ান্ত) অসমস্ত পদদ্বয়ের উদাহরণ ; 'নীলমুৎপলমানয়' এইটী অ-সমস্ত কর্ম্ম-কারকের উদাহরণ ; "নীলোৎপলমানয়" এইটী

যত্তু (*) উপাত্তদ্রব্যক-বাক্যস্থ-(†) গুণশব্দঃ কেবলগুণাভিধায়ী, ইতি অরুণয়েতিপদেন কেবলগুণস্যৈবাভিধানমিতি ; তন্নোপপদ্যতে,— লোক-বেদয়োর্দ্রব্যবাচিপদসমানাধিকরণস্য গুণবাচিনঃ ক্বচিদপি কেবল-গুণাভিধানাদর্শনাৎ। উপাত্তদ্রব্যক-বাক্যস্থং গুণপদং কেবলগুণাভি-ধায়ীত্যপ্যসঙ্গতম্, 'পটঃ শুক্লঃ' ইত্যাদিষু উপাত্তদ্রব্যকেঽপি গুণবিশিষ্ট-স্যৈবাভিধানাৎ (‡)। 'পটস্য শুক্লঃ' ইত্যত্র শৌক্ল্যবিশিষ্টপটাপ্রতি-পত্তিরসমান-বিভক্তিনির্দ্দেশকৃতা, ন পুনরুপাত্তদ্রব্যকত্বকৃতা। তত্রৈব 'পটস্য শুক্লো ভাগঃ' ইত্যাদিষু সমানবিভক্তিনির্দ্দেশে শৌক্ল্যবিশিষ্টদ্রব্যং প্রতীয়তে।

যৎ পুনঃ ক্রয়স্যৈকহায়ন্যবরুদ্ধতয়া (§) অরুণিম্নঃ (¶) ক্রয়ান্বয়ো ন

আরও যে বলা হইয়াছে—যে বাক্যে দ্রব্যবাচক পদের উল্লেখ থাকে, সেই বাক্যস্থ গুণ-বাচক শব্দে কেবল সেই গুণকেই বুঝায় ; সুতরাং "অরুণয়া" ইত্যাদি বাক্যস্থ 'অরুণয়া'-পদেও কেবল গুণকেই বুঝাইবে। তাহাও সঙ্গত হয় না ; কেননা, লোক-ব্যবহারে, কিংবা বৈদিক-প্রয়োগে কোথাও দ্রব্যবাচক পদের সহিত সমানাধিকরণরূপে প্রযুক্ত গুণবাচক শব্দের কেবল গুণমাত্র-বোধকতা দৃষ্ট হয় না ; কাজেই দ্রব্যবাচক পদঘটিত বাক্যস্থ গুণ-বাচক পদের কেবল গুণবোধকতার কথাও সঙ্গত হইতে পারে না। দেখা যায়, দ্রব্যবাচক পদঘটিত 'শুক্ল পট' ইত্যাদি বাক্যেও গুণবিশিষ্টার্থেরই প্রতিপাদন হইয়াছে। আর 'পটস্য শুক্লঃ' (পটের শুক্লবর্ণ), এই স্থলে যে, শুক্ল-গুণবিশিষ্ট পটের প্রতীতি হয় না, অসমান বিভক্তি-নির্দ্দেশই তাহার কারণ ; কিন্তু, দ্রব্যসম্বন্ধ তাহার কারণ নহে। কেন না, সেই স্থলেই 'পটের শুক্ল ভাগ' ইত্যাদি প্রয়োগে সমান বিভক্তি নির্দ্দেশ করিলে শুক্লগুণ-বিশিষ্ট দ্রব্যেরই প্রতীতি হইয়া থাকে।

পুনশ্চ যে বলা হইয়াছে,—সান্নিধ্যবশতঃ 'একহায়নী' পদের সহিত 'ক্রয়ের' সম্বন্ধ হওয়ায় 'অরুণিম' পদের সহিত আর ক্রয়ের সম্বন্ধ হইতে পারে না। তাহাও সঙ্গত হইতেছে না ;

(*) যত্তূক্তম্' ইতি (খ, গ) পাঠঃ।

(†) দ্রব্যবাক্যস্থে' ইতি (গ) পাঠঃ। দ্রব্যৈকবাক্যস্থ' ইতি (ঙ) পাঠঃ।

(‡) উপাত্তদ্রব্যৈকবাক্যস্থং গুণপদং কেবলগুণাভিধায়ীত্যস্যৈবাভিধানাৎ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(§)—হায়ন্যবিরুদ্ধতয়া' ইতি (খ, গ)।

(¶) ক্রিয়ান্বয়ঃ' ইতি (ক, খ) পাঠঃ।

সমাসযুক্ত (সমস্ত) পদান্বয়ের উদাহরণ। 'গামানয় শুক্লাম্' এইটী কর্ম্মকারক বিভক্ত্যন্ত (দ্বিতীয়ান্ত) অনেক পদান্বয়ের উদাহরণ ; 'অগ্নয়ে পথিকৃতে' এইটী সম্প্রদান কারকবিষয়ের বৈদিক উদাহরণ। উল্লিখিত উদাহরণ-সমূহে যেরূপ অনেক বিশেষণবিশিষ্ট একটীমাত্র বস্তুর প্রতীতি হইতেছে ; সেইরূপ "অরুণয়া একহায়ন্যা" ইত্যাদি স্থলেও বহুবিশেষণ-বিশিষ্ট একই দ্রব্যের প্রতীতিতে কোন প্রকার বিরোধ নাই।

সম্ভবতীতি; তদপি বিরোধিগুণরহিত-দ্রব্যবাচিপদ-সমানাধিকরণ-গুণ-পদস্য তদাশ্রয়-গুণাভিধানেন ক্রিয়াপদান্বয়াবিরোধাদসঙ্গতম্। রাদ্ধান্তে চোক্তন্যায়েনারুণিম্নঃ শাব্দে দ্রব্যান্বয়ে সিদ্ধে দ্রব্য-গুণয়োঃ ক্রয়সাধনত্বানুপপত্ত্যা অর্থাৎ পরস্পরান্বয়ঃ সিধ্যতীত্যপ্যসঙ্গতম্। অতো যথোক্ত এবার্থঃ।

তস্মাৎ তত্ত্বমস্যাদিসামানাধিকরণ্যে পদদ্বয়াভিহিত-বিশেষণাপরিত্যাগেনৈবৈক্যপ্রতিপাদনং বর্ণনীয়ম্। তত্তু অনাদ্যবিদ্যোপহিতানবধিক-দুঃখভাগিনঃ শুদ্ধ্যশুদ্ধ্যুভয়াবস্থাৎ চেতনাদর্থান্তরভূতমশেষহেয়-প্রত্যনীকানবধিক-কল্যাণগুণগণৈকতানং পরমাত্মানমনভ্যুপগচ্ছতো ন সম্ভবতি। অভ্যুপগচ্ছতোঽপি সমানাধিকরণপদানাং যথাবস্থিত-বিশেষণবিশিষ্টৈক্য-প্রতিপাদনপরত্বাশ্রয়ণে (*) 'ত্বং'-পদপ্রতিপন্ন-সকলদোষভাগিত্বং পরস্য

কারণ, গুণবাচক কোন পদের সহিত যদি দ্রব্যবাচক কোন পদের সামানাধিকরণ্য ঘটে, এবং সেই দ্রব্যে যদি অপর কোনও বিরুদ্ধ গুণের সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে সামানাধিকরণ্য-বিশিষ্ট সেই গুণবাচক পদটী যে, সেই আশ্রয়ীভূত দ্রব্যে গুণসম্বন্ধ প্রতিপাদন করিয়া সেই দ্রব্যের সহযোগেই দ্রব্যান্বয়ী ক্রিয়ার সহিতও অন্বয় লাভকরিবে, তাহাতে কিছুমাত্র বিরোধের সম্ভাবনা নাই (†)। সিদ্ধান্তে দেখায়ায় যে, উল্লিখিত নিয়মানুসারে যখন 'অরুণিম' পদের সহিত দ্রব্যবাচক শব্দের অন্বয় বা সম্বন্ধ সুসিদ্ধ হইতে পারে, তখন 'দ্রব্য ও গুণ, এতদুভয়ের ক্রয় সাধনতা উপপন্ন হইতে পারে না বলিয়াই যে, অনুপপত্তিনিবন্ধন উভয়ের পরস্পর অন্বয় স্বীকার করিতে হয়', বলাহইয়াছে; তাহাও অসঙ্গত হইতেছে। অতএব [আমাদের প্রদর্শিত] পূর্ব্বোক্ত অর্থই যথার্থ বা সঙ্গত।

এই কারণেই "তৎ ত্বমসি" প্রভৃতি অভেদোক্তিস্থলেও 'তৎ ও ত্বম্' এই পদদ্বয়ে যে, বিশেষণভাব অভিহিত আছে, তাহা পরিত্যাগ না করিয়া ঐ বিশেষণসহকারেই [বাক্যার্থের] একত্ব-প্রতিপাদনের সমর্থন করিতে হইবে; কিন্তু অনাদি অবিদ্যা দ্বারা উপস্থাপিত অপার দুঃখভাগী এবং শুদ্ধি, অশুদ্ধি, এতদুভয়াবস্থাপন্ন চেতন—জীব হইতে পৃথক্ বস্তু পরমাত্মাকে সর্ব্বপ্রকার হেয়বিরোধী বা অত্যুৎকৃষ্ট অনন্ত কল্যাণ গুণের একমাত্র আশ্রয় বলিয়া স্বীকার না করিলে কখনই তাহা সম্ভবপর হইতে পারে না। যদি বল, [জীব হইতে পৃথগ্ভূত তাদৃশ গুণবিশিষ্ট পরমাত্মার অঙ্গীকার করিলেও সমানাধিকরণ পদসমূহের যদি সমস্ত বিশেষণবিশিষ্ট পদার্থের ঐক্য বা অভেদ স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে 'ত্বং'-পদার্থ-জীবগত দোষসমূহ

(*) পরত্বাশ্রয়ণাৎ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) অভিপ্রায় এই যে, যদিও কোন গুণবাচক শব্দের সাক্ষাৎসম্বন্ধে ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না সত্য, তথাপি, বিশেষণীভূত সেই গুণটী যে দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে, প্রথমে সেই দ্রব্যের সহিত অন্বিত হয়, পরে সেই গুণান্বিত দ্রব্যের সঙ্গে থাকিয়া নিজেও সেই দ্রব্যান্বিত ক্রিয়ার সহিত অন্বয় বা সম্বন্ধ লাভকরে। সুতরাং সমানাধিকরণভাবে গুণবোধক পদের যে ক্রিয়ার সহিত অন্বয় হইতেই পারে না, তাহা নহে।

প্রসজ্যেত ইতি চেৎ; নৈতদেবম্; ত্বংপদেনাপি জীবান্তর্যামিণঃ পরস্যৈবাভিধানাৎ ।

এতদুক্তং ভবতি—সচ্ছব্দাভিহিতং নিরস্তনিখিলদোষগন্ধং সত্যসংকল্পত্ব-মিশ্রানবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়কল্যাণগুণগণং (*) সমস্তকারণভূতং পরং ব্রহ্ম 'বহু স্যাম্' ইতি সংকল্প্য তেজোঽবন্নপ্রমুখং কৃৎস্নং জগৎ সৃষ্ট্বা তস্মিন্ দেবাদিবিচিত্রসংস্থান-সংস্থিতে জগতি চেতনং জীববর্গং স্বকর্ম্মানুগুণেষু শরীরেষ্বাত্মতয়া প্রবেশ্য (†) স্বয়ঞ্চ স্বেচ্ছয়ৈব জীবান্তরাত্মতয়া অনুপ্রবিশ্য এবম্ভূতেষু স্বপর্য্যন্তেষু দেবাদ্যাকারেষু সঙ্ঘাতেষু নাম-রূপে ব্যাকরোৎ; এবং রূপ-সঙ্ঘাতস্যৈব বস্তুত্বং শব্দবাচ্যত্বঞ্চাকরোদিত্যর্থঃ। 'অনেন জীবে-নাত্মনা—জীবেন ময়া' (‡) ইতি নির্দ্দেশো জীবস্য ব্রহ্মাত্মকত্বং প্রদর্শয়তি। ব্রহ্মাত্মকত্বঞ্চ জীবস্য জীবান্তরাত্মতয়া ব্রহ্মণোঽনুপ্রবেশাদিত্যবগম্যতে, "ইদং সর্ব্বমসৃজত—যদিদং কিঞ্চ। তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ। তদনু-

---

পরমাত্মায়ও প্রসক্ত হইতে পারে? না—এরূপ দোষ-প্রসঙ্গ হইতে পারে না; কারণ, এখানে 'ত্বং'পদেও জীবের অন্তর্যামী পরমাত্মাই অভিহিত হইয়াছেন, অর্থাৎ ঐ 'ত্বং' পদের অর্থ শুধু জীব নহে, পরন্তু, জীবান্তর্যামী পরমাত্মাও বটে; সুতরাং অভেদপক্ষেও পরমাত্মার জীবগত দোষ-সংক্রমণের সম্ভাবনা নাই ।

এই কথা উক্ত হইতেছে যে, সর্ব্বপ্রকার দোষসম্পর্করহিত, যাহার অবধি ও সংখ্যা নাই, এবং যদপেক্ষা অধিকও নাই, সেই সত্যসংকল্পপ্রভৃতি কল্যাণময় গুণগণসমন্বিত ও সর্ব্ব কারণস্বরূপ ব্রহ্মই 'সং' শব্দে অভিহিত হইয়াছেন, এবং সেই ব্রহ্মই 'আমি বহু হইব,' এইরূপ ইচ্ছাবলে তেজঃ-জলপ্রভৃতি সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়া দেবতাদিভেদে বিভিন্নপ্রকার আকৃতিসম্পন্ন সেই জগতে নিজ নিজ কর্ম্মানুরূপ ভিন্ন-ভিন্ন দেহে চেতন জীবসমূহকে 'আত্মা'-রূপে নিবেশিত করিলেন এবং নিজেও স্বেচ্ছাপূর্ব্বকই জীবের 'অন্তরাত্মা'রূপে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, পশ্চাৎ উক্তপ্রকার দেবাদি বিবিধাকার দেহে—অধিক কি, আপনাতেও নাম ও রূপ প্রকটিত করিলেন। তিনি এইরূপে রূপ-সংঘাতের অর্থাৎ চেতন, অচেতন ও ঈশ্বরাত্মক জগৎসমষ্টির বস্তুত্ব (সত্তা) ও শব্দ-বাচ্যত্ব বা পদার্থত্ব সম্পাদন করিলেন। আর 'এই জীবাত্মরূপে' অর্থাৎ 'জীবরূপী আমি', এই শ্রুতিনির্দ্দেশও জীবের ব্রহ্মভাবই প্রদর্শন করিতেছে। 'জীবান্তরাত্মা'রূপে ব্রহ্মের অনুপ্রবেশ বশতই জীবের ব্রহ্মভাবও জানিতে পারা যায়; কারণ, 'এই যে-কিছু পদার্থ, (তিনি তৎসমুদয় সৃষ্টি করিলেন; তাহা সৃষ্টিকরিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন; তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া 'সং' ও 'ত্যং' হইলেন।'

(*) দোষগন্ধ-সত্যসংকল্পমিশ্রানবধিকাতিশয়কল্যাণ—' ইতি (খ) পাঠঃ।—সংখ্যেয় কল্যাণগুণং' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(†) অনুপ্রবেশ্য' ইতি (গ) পাঠঃ।　　(‡) জীবেন ময়া' ইতি (গ) পুস্তকে নোপলভ্যতে।

প্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ” ইতি, অত্র “ইদং সর্ব্বম্” ইতি নির্দ্দিষ্টং চেতনা-চেতনং বস্তুদ্বয়ং ‘সৎ-ত্যৎ’-শব্দাভ্যাং বিজ্ঞানাবিজ্ঞানশব্দাভ্যাঞ্চ বিভজ্য নির্দ্দিশ্য চিদ্বস্তুন্যপি ব্রহ্মণোঽনুপ্রবেশাভিধানাৎ। অত এবং (*) নাম-রূপ-ব্যাকরণাৎ সর্ব্বে বাচকাঃ শব্দা অচিজ্জীববিশিষ্টপরমাত্মবাচিনঃ, (*) ইত্যবগতমিতি ॥ ১৭ ॥

কিঞ্চ, “ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্” ইতি চেতনমিশ্রং প্রপঞ্চম্ “ইদং সর্ব্বম্” ইতি নির্দ্দিশ্য “তস্যৈষ আত্মা” ইতি প্রতিপাদিতম্। এবঞ্চ সর্ব্বং চেতনাচেতনং প্রতি ব্রহ্মণ আত্মত্বেন সর্ব্বং সচেতনং জগৎ তস্য শরীরঞ্চ ভবতি। তথা চ শ্রুত্যন্তরাণি—“অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্ব্বাত্মা” [যজুঃ, আরণ্যক০ ৩। ১১]। “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরঃ, যং পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি ; স ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ” [বৃহদা০ ৫।৭।৩] ইতি প্রারভ্য “য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোঽন্তরঃ, যমাত্মা ন বেদ, যস্যাত্মা শরীরং, য আত্মানমন্তরো যময়তি ; স ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ” [বৃহদা০ মাধ্য০ ৫।৭।২২] ইত্যাদি, “যঃ

এই স্থলে ‘‘ইদং সর্ব্বং” কথায় চেতন ও অচেন সমস্ত পদার্থ নির্দ্দেশ করিয়া এবং বিজ্ঞান (চেতন) ও অবিজ্ঞান (অচেতন) বোধক ‘সং’ ও ‘ত্যং’ পদ দ্বয়ে আবাব পূর্ব্বোক্ত চেতনাচেতন-রূপ দ্বিবিধ বস্তুকে পৃথগ্‌ভাবে নির্দ্দেশ কবিয়া চেতনেব অভ্যন্তরেও ব্রহ্মের অনুপ্রবেশের কথা অভিহিত কবা হইয়াছে। অতএব, উক্তপ্রকাবে নাম ও রূপ প্রকটন কবায় জানা যায় যে, বাচক বা বস্তুবোধক সমস্ত শব্দই অচেতন ও জীব-বিশিষ্ট পবমাত্মাব প্রতিপাদক হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

অপিচ, ‘এই সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক,’ এখানে ‘ইদং সর্ব্বং’ কথায় চেতনাচেতন সমস্ত জগতের নির্দ্দেশ দ্বাবা প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, ‘ইনিই তাহাব (জগতের) আত্মা’। এইরূপে চেতনাচেতন সমস্ত জগতের সম্বন্ধে ব্রহ্মেরই আত্মত্বনিবন্ধন চেতনসহকৃত সমস্ত-জগৎই তাঁহার শরীরস্থানীয় হইল। [বক্ষ্যমাণ] অপবাপব শ্রুতিও সেইরূপই চেতনাচেতনময় জগৎকে ব্রহ্মের শরীররূপে নির্দ্দেশ করিয়া পরমাত্মাকেই তাহার আত্মা বলিয়া উপদেশ দিতেছেন—‘তিনিই জনসমূহের অন্তঃস্থ শাসনকর্ত্তা ও সর্ব্বাত্মা’, ‘যিনি পৃথিবীকে অভ্যন্তরে নিয়মিত করেন,’ অমৃতস্বরূপ তিনিই তোমার অন্তর্যামী আত্মা।’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া [বলা হইয়াছে [illegible] হইতে পৃথক্, আত্মা যাহাকে

পৃথিবীমন্তরে সঞ্চরন্, যস্য পৃথিবী শরীরং। যোঽপামন্তরে সঞ্চরন, যস্যাপঃ শরীরম্” ইত্যারভ্য, “যোঽক্ষরমন্তরে সঞ্চরন্, যস্যাক্ষরং শরীরং, যমক্ষরং ন বেদ। এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মাপহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ” [সুবাল০ ৭] ইত্যাদীনি সচেতনং জগৎ তস্য শরীরত্বেন নির্দ্দিশ্য তস্যাত্মত্বেন পরমাত্মানমুপদিশন্তি। অতশ্চেতনবাচিনোঽপি (*) শব্দাশ্চেতনস্যাপ্যাত্মভূতং চেতনশরীরকং পরমাত্মানমেবাভিদধতি। যথা অচেতনদেবাদিসংস্থান-পিণ্ডবাচিনঃ শব্দাঃ তত্তচ্ছরীরক (†) জীবাত্মন এব বাচকাঃ “চত্বারঃ পঞ্চদশরাত্রা (‡) দেবত্বং গচ্ছন্তি” ইত্যাদিষু, দেবা ভবন্তীত্যর্থঃ। শরীরস্য শরীরিণং প্রতি প্রকারত্বাৎ প্রকারবাচিনাং শব্দানাং প্রকারিণ্যেব পর্য্যবসানাৎ শরীরাভিধায়িনাঞ্চ শব্দানাং শরীরিপর্য্যবসানং ন্যায্যম্। প্রকারো হি নাম 'ইদমিত্থম্' ইতি প্রতীয়মানে বস্তুনি 'ইত্থম্' ইতি প্রতীয়মানোঽংশঃ। তস্য তদ্বস্ত্বপেক্ষত্বেন তৎপ্রতীতেস্তদপেক্ষত্বাৎ তস্মিন্নেব পর্য্যবসানং যুক্তমিতি তস্য প্রতিপাদকোঽপি শব্দঃ তস্মিন্নেব পর্য্য-

---

অমৃতস্বরূপ তিনি তোমার অন্তর্যামী আত্মা,' ইত্যাদি। 'যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন, পৃথিবী যাঁহার শরীর।' 'যিনি জলের অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন, জল যাঁহার শরীর,' এই হইতে আরম্ভ করিয়া [কথিত হইয়াছে যে,] 'যিনি অক্ষরের (আত্মার) অভ্যন্তরে বিচরণ করেন, অক্ষর যাঁহার শরীর, অক্ষর যাঁহাকে জানে না, সেই নারায়ণই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, নিষ্পাপ, অলৌকিক, দ্যোতমান এবং এক বা অদ্বিতীয়।' ইত্যাদি। এই কারণে অচেতনবাচক শব্দ সমূহও চেতন শরীরধারী এবং চেতনেরও আত্মভূত পরমাত্মারই অভিধায়ক হইয়া থাকে। 'পঞ্চদশরাত্রানুষ্ঠাতা চারিজন দেবত্ব লাভ করেন', অর্থাৎ তাহারা দেবতা হন; ইত্যাদি স্থলে অচেতন শরীরসংস্থানবাচক দেবাদি শব্দ যেরূপ তত্তৎ-শরীরধারী জীবাত্মারই বোধক হইয়া থাকে, তদ্রূপ। আর শরীর যখন শরীরীরই (আত্মারই) প্রকার বা বিশেষণীভূত, এবং প্রকারবাচক শব্দের যখন প্রকারীতে (বিশেষ্যে) পর্য্যবসান হওয়াই নিয়মসিদ্ধ, তখন শরীরবাচক শব্দসমূহের শরীরীতে (স্বীয় ধর্ম্মীভূত আত্মা অর্থে) পর্য্যবসিত হওয়াই ন্যায্য। কারণ, 'ইহা এই প্রকার' এইরূপে প্রতীতির বিষয়ীভূত বস্তুতে, যে অংশটী 'ইদং' (এই প্রকার) প্রতীতির বিষয়, তাহারই নাম 'প্রকার'। সেই প্রকারাংশটী সেই বিশেষ্যেরই অপেক্ষিত; সুতরাং তদ্বিষয়ক প্রতীতিরও সেই ধর্ম্মী বস্তুতেই পর্য্যবসিত বা বিশ্রান্ত হওয়া যুক্তিসঙ্গত; এইজন্য তৎপ্রতিপাদক শব্দও সেই বস্তুতেই বিশ্রান্ত হইয়া থাকে।

(*) চেতনাচেতনবাচিনোঽপ' ইতি (খ) পাঠঃ। (†) তচ্ছরীরক' ইতি (গ) পাঠঃ।

বস্যতি। অতএব 'গৌরশ্বো মনুষ্যঃ' ইত্যাদিপ্রকারভূতাকৃতিবাচিনঃ শব্দাঃ প্রকারিণি পিণ্ডে পর্য্যবস্যন্তঃ পিণ্ডস্যাপি চেতন-শরীরত্বেন তৎপ্রকারত্বাৎ পিণ্ডশরীরক-চেতনস্যাপি পরমাত্মপ্রকারত্বাচ্চ পরমাত্মন্যেব পর্য্যবস্যন্তীতি (*) সর্ব্বশব্দানাং পরমাত্মৈব বাচ্যঃ, ইতি পরমাত্ম-বাচকশব্দেন সামানাধিকরণ্যং মুখ্যমেব (†) ॥ ১৮ ॥

ননু 'ষণ্ডো গৌঃ, ষণ্ডঃ শুক্লঃ' ইতি জাতি-গুণবাচিনামেব পদানাং দ্রব্যবাচিপদৈঃ সহ সামানাধিকরণ্যং দৃষ্টম্ ; দ্রব্যাণান্তু দ্রব্যান্তর-প্রকারত্বে মত্বর্থীয়প্রত্যয়ো দৃষ্টঃ, যথা 'দণ্ডী, কুণ্ডলী' ইতি। নৈবম্ ; জাতির্বা গুণো বা দ্রব্যং বা নৈতেম্বেকমেব সামানাধিকরণ্যে (‡) প্রযোজকম্, অন্যোন্যস্মিন্ ব্যভিচারাৎ, যস্য পদার্থস্য কস্যচিৎ প্রকারতয়ৈব সদ্ভাবঃ, তস্য তদপৃথক্‌সিদ্ধি-স্থিতি-প্রতীতিভিঃ (§) তদ্বাচকানাং শব্দানাং স্বাভিধেয়-বিশিষ্টদ্রব্যবাচিত্বাৎ ধর্ম্মান্তরবিশিষ্ট-তদ্দ্রব্যবাচিনা শব্দেন সামানাধিকরণ্যং

এই জন্যই আকৃতিবোধক 'গো, অশ্ব, মনুষ্য' প্রভৃতি শব্দসমূহ প্রকারবাচক হইয়াও তৎপ্রকারীভূত দেহপিণ্ড অর্থে পর্য্যবসিত হয়, সেই দেহপিণ্ডও যখন চেতনেরই শরীর ; সুতরাং তাহারই প্রকারস্বরূপ, এবং সেই দেহবিশিষ্ট চেতনও আবার পরমাত্মারই 'প্রকার' বা ধর্ম্মস্বরূপ ; এইজন্য ঐ সকল শব্দ পরমাত্মাতেই পরিসমাপ্ত হয়। এইরূপে পরমাত্মাই সমস্ত শব্দের মুখ্যার্থ ; সুতরাং পরমাত্ম-বাচক শব্দের সহিত যে, সামানাধিকরণ্য, তাহা মুখ্যই (গৌণ নহে) ॥ ১৮ ॥

প্রশ্ন হইতেছে যে,—'ষণ্ডটী (ষাঁড়টী) গো, ষণ্ডটী শুক্লবর্ণ' ইত্যাদি স্থলে দ্রব্যবাচক 'ষণ্ড' পদের সহিত জাতি ও গুণ-বাচক (গো ও শুক্লাদি) পদেরই সামানাধিকরণ্য পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু দ্রব্যবাচক পদসমূহ অপর দ্রব্যের প্রকার বা বিশেষণীভূত হইলে তাহার উত্তর মত্বর্থীয় প্রত্যয়ই হইতে দেখা যায় ; যথা—'দণ্ডী', 'কুণ্ডলী' প্রভৃতি, [এখানে দণ্ড ও কুণ্ডল দ্রব্য দুইটী পুরুষরূপ অপর দ্রব্যের ধর্ম্ম হইয়াছে]। না—ইহা এরূপ নহে ; কারণ, পরস্পরের মধ্যে ব্যভিচার রহিয়াছে। যে পদার্থ অপর পদার্থের প্রকার বা বিশেষণ না হইয়া কখনও থাকিতে পারে না, সেই পদার্থের সত্তা, অনুবৃত্তি এবং প্রতীতিও সেই প্রকারীভূত পদার্থ হইতে পৃথক্ হয় না ; এই কারণে, সেই শব্দগুলিও স্বার্থবিশিষ্ট দ্রব্যের বাচক হইয়া থাকে ; তন্নিবন্ধন অন্যধর্ম্মবিশিষ্ট সেই দ্রব্যবাচক শব্দের সহিত উক্ত পরানুগত পদার্থবাচক শব্দসমূহের সামানাধিকরণ্য যুক্তিসম্মতই হয়। আর যেখানে পৃথক্‌সিদ্ধ বা স্বাধীন-সত্তাসম্পন্ন ও স্বার্থে বিশ্রান্ত কোন্ দ্রব্যের কদাচিৎ

(*) অত এব' ইত্যধিকঃ পাঠঃ (গ) পুস্তকে।
(†) মুখ্যবৃত্তমেব' ইতি (খ) পাঠঃ।
(‡) সামানাধিকরণ্য-প্র' ইতি (খ গ) পাঠঃ।
(§) প্রতিপত্তিভিঃ' ইতি (খ, গ) পাঠঃ।

যুক্তমেব। যত্র পুনঃ পৃথক্‌সিদ্ধস্য (*) স্বনিষ্ঠস্যৈব দ্রব্যস্য (†) কদাচিৎ ক্বচিৎ দ্রব্যান্তর-প্রকারত্বমিষ্যতে (‡); তত্র মত্বর্থীয় প্রত্যয় ইতি নিরবদ্যম্ ॥

তদেবং পরমাত্মনঃ শরীরতয়া তৎপ্রকারত্বাদচিদ্বিবিশিষ্টস্য (§) জীবস্যাপি জীবনির্দ্দেশবিশেষরূপা (¶) 'অহং ত্বম্' ইত্যাদিশব্দাঃ পরমাত্মানমেবাচক্ষতে, (||) ইতি 'তত্ত্বমসি' ইতি সামানাধিকরণ্যেনোপসংহৃতম্; এবঞ্চ সতি পরমাত্মানং প্রতি জীবস্য শরীরতয়া অন্বয়াৎ জীবগতা ধর্ম্মাঃ পরমাত্মানং ন স্পৃশন্তি যথা স্বশরীরগতা বালত্বযুবত্বাদয়ো ধর্ম্মা জীবং ন স্পৃশন্তি। অতস্তত্ত্বমসীতি সামানাধিকরণ্যে 'তৎ'-পদং জগৎকারণভূতং সত্যসংকল্পং সর্ব্বকল্যাণগুণাকরং নিরস্তসমস্তহেয়গন্ধং পরমাত্মানমাচষ্টে। 'ত্বম্'

অপর দ্রব্যে প্রকারতা প্রতীত হয়, সেথানেই মত্বর্থীয় প্রত্যয় হইয়া থাকে; ইহাই নির্দ্দোষ কল্পনা (**)।

অতএব, এইরূপে [জানা যায় যে,] অচিদ্বিশিষ্ট (জড়সহকৃত) জীবও যখন পরমাত্মার শরীর বলিয়াই তাঁহার প্রকার বা ধর্ম্মস্বরূপ; তখন অচিদ্বিশিষ্ট জীব-নির্দ্দেশক 'আমি, তুমি' ইত্যাদি শব্দগুলিও পরমাত্মারই বোধক হয়; সুতরাং "তৎ ত্বমসি" এই সামানাধিকরণ্যেও তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিতে হইবে, এইরূপে জীবাত্মা পরমাত্মার শরীরস্থানীয় হওয়ায় স্বীয় শরীরগত বালত্ব, যুবত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মনিচয় যেরূপ জীবকে স্পর্শ করে না, সেইরূপ জীবগত ধর্ম্মসমূহও পরমাত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না। অতএব, "তৎ ত্বম্ অসি" এই সামানাধিকরণ্য স্থলে 'তৎ' পদটী সত্যসংকল্প, সমস্তকল্যাণময়গুণের আকর এবং সর্ব্বপ্রকার হেয়সম্বন্ধশূন্য জগৎ-কারণ পরমাত্মাকেই প্রতিপাদন করিতেছে; আর 'ত্বং' পদেও অচেতন-শরীরসম্পন্ন জীব যাঁহার শরীর, সেই পরমাত্মাকে প্রতিপাদন করিতেছে, সুতরাং উভয়ের সামানাধিকরণ্য অবাধেই

(*) সিদ্ধার্হস্য' ইতি (গ) পাঠঃ।　　(†) কস্যচিৎ' ইতি (খ, গ) পুস্তকয়োঃ পাঠঃ।

(‡) মবগম্যতে' ইতি (খ) পাঠঃ।

(§) অচিদ্বিশিষ্টস্য জীবস্য' ইতি (খ) পাঠঃ। অচিন্মাত্রবিশিষ্টস্য' ইতি (গ) পাঠঃ।

(¶) বিশেষনির্দ্দেশরূপাঃ' ইতি (খ) পাঠঃ। (||) অনাত্মানমেবাচক্ষতে' ইতি (খ, গ) পাঠঃ।

(**) তাৎপর্য্য – উক্ত নিয়মের ব্যভিচার প্রদর্শনার্থ 'যস্য' ইত্যাদি বাক্য আরব্ধ হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, যে সকল পদার্থ অপর কোন পদার্থের সহিত সম্বদ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না, পরন্তু পরানুগতভাবেই থাকে; সেই সকল পদার্থের অস্তিত্ব, অবস্থিতি ও প্রতীতি, এ সমস্তই অপর পদার্থের অপেক্ষিত, সুতরাং তাহারা নিয়তই কোন না কোনও পদার্থের বিশেষণ হইয়া থাকে; কাজেই তদ্বোধক শব্দগুলিও সেই বিশেষণ-বিশিষ্ট দ্রব্যের বোধক হইয়া থাকে। অতএব সেই স্থলেই পরানুগত জাতি-গুণাদি-বাচক শব্দের সহিত তদ্বিশিষ্ট দ্রব্যবাচক শব্দের সামানাধিকরণ্য বা অভেদ সম্বন্ধে অন্বয় হইয়া থাকে, সর্ব্বত্র নহে। আর যে সকল দ্রব্য পৃথক্‌সত্ত্ব, পৃথক্ প্রতীতিগম্য ও স্বপ্রতিষ্ঠ; অথচ কখন কখন অপর দ্রব্যের বিশেষণও হয়; সেই সকল পদার্থের উত্তরই মত্বর্থীয় প্রত্যয় হইয়া থাকে। অতএব, কেবল জাতি, গুণ বা দ্রব্যমাত্রই সামানাধিকরণ্যের কারণ নহে

ইতি চ তমেব সশরীর-জীবশরীরকমাচষ্টে, ইতি সামানাধিকরণ্যং মুখ্যবৃত্তম্। প্রকরণাবিরোধঃ সর্ব্বশ্রুত্যবিরোধো ব্রহ্মণি নিরবদ্যে কল্যাণৈকতানেঽবিদ্যাদিদোষগন্ধাভাবশ্চ। অতো জীব-সামামাধিকরণ্যমপি বিশেষণভূতাজ্জীবাদন্যত্বমেবাপাদয়তীতি বিজ্ঞানময়াৎ জীবাদন্য এবানন্দময়ঃ পরমাত্মা ॥ ১৯ ॥

যদুক্তং "তস্যৈষ এব শারীর আত্মা" ইত্যানন্দময়স্য শারীরত্বশ্রবণাজ্জীবাৎ (*) অন্যত্বং ন সম্ভবতীতি; তদযুক্তম্; অস্মিন্ প্রকরণে সর্ব্বত্র "তস্যৈষ এব শারীর আত্মা, যঃ পূর্ব্বস্য" ইতি পরমাত্মন এব শারীরাত্মত্বাভিধানাৎ (†)। কথং? "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাকাশাদিস্রজ্যবর্গস্য পরমকারণত্বেন (‡) প্রজ্ঞাতজীবব্যতিরেকস্য পরস্য ব্রহ্মণ আত্মত্বেন ব্যপদেশাৎ তদ্ব্যতিরিক্তাকাশাদীনামন্নময়পর্য্যন্তানাং তচ্ছরীরত্বমবগম্যতে। "যস্য পৃথিবী শরীরং, যস্যাপঃ শরীরং, যস্য তেজঃ শরীরং, যস্য বায়ুঃ শরীরং, যস্যাকাশঃ শরীরং, যস্যাক্ষরং শরীরং, যস্য মৃত্যুঃ শরীরম্, এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মাপহতপাপ্মা

উপপন্ন হইতে পাবে; নির্দ্দোষ ও সর্ব্বকল্যাণপ্রবণ ব্রহ্মবিষয়ে কোন প্রকার প্রকরণ বিরোধ কিংবা শ্রুতি বিরোধও হইতেছে না, এবং অবিদ্যাদি-দোষ- সংস্পর্শেব গন্ধমাত্রও থাকিতেছে না। অতএব, উক্ত সামানাধিকবণ্যও বিশেষণীভূত জীব হইতে পরমাত্মাব ভেদই প্রতিপাদন করিয়া থাকে। অতএব, বিজ্ঞানময় জীব হইতে পৃথগ্‌ভূত পরমাত্মাই 'আনন্দময়' শব্দের অর্থ ॥ ১৯ ॥

আর যে, 'এই শারীরই (জীবই) তাহাব আত্মা,' এই স্থলে আনন্দময়ের শারীরত্ব শ্রবণ হেতু তাহার আর জীবাতিরিক্তত্ব সম্ভাবিত হইতে পারে না, বলা হইয়াছে; তাহাও যুক্তি যুক্ত হয় নাই; কারণ, এই প্রকবণে 'ইহাই তাহাব শারীব (শরীরাভিমানী) আত্মা, যাহা পূর্ব্বতনের আত্মা,' এইরূপে সর্ব্বত্র পবমাত্মারই শারীবত্ব অভিহিত হইয়াছে। [সর্ব্বত্র যে, পরমাত্মারই শারীরত্ব অভিহিত হইয়াছে, তাহা জানা যায়] কি প্রকারে?—'সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সমুৎপন্ন হইয়াছে,' এই স্থলে স্রজ্যমান আকাশাদির পরম কারণরূপে পূর্ব্বাবগত জীব হইতে অতিরিক্ত বা পৃথগ্‌ভূত পরব্রহ্মকে 'আত্মা'রূপে নির্দ্দেশ করায় তদতিরিক্ত আকাশাদি অন্নময় পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থই যে, তাঁহার শরীর, ইহা জানা যায়। বিশেষতঃ, 'পৃথিবী যাহার শরীর, জল যাহার শরীর, তেজঃ যাহার শরীর, বায়ু যাহার শরীর, আকাশ যাহার শরীর, অক্ষর যাহার শরীর, মৃত্যু যাহার শরীর, তিনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, নিষ্পাপ, অলৌকিক, দ্যোতমান অদ্বিতীয়

(*) বিশেষণভূতজীবাৎ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) ত্বাভিধানে' ইতি (ঘ) পাঠঃ।　　(‡) প্রতিজ্ঞাতজীব' ইতি (ক, খ) পাঠঃ

দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ" [সুবাল০ ৭] ইতি সুবালশ্রুত্যা সর্ব্বতত্ত্বানাং পরমাত্মশরীরত্বং স্পষ্টমভিধীয়তে। অতঃ "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ" ইত্যত্রৈবান্নময়স্য পরমাত্মৈব শারীর আত্মেত্যবগতঃ। প্রাণময়ং প্রস্তুত্যাহ—"তস্যৈষ এব শারীর আত্মা, যঃ পূর্ব্বস্য" ইতি। পূর্ব্বস্যান্নময়স্য যঃ শারীর আত্মা শ্রুত্যন্তরসিদ্ধঃ পরমকারণভূতঃ পরমাত্মা, স এব তস্য প্রাণময়স্যাপি শারীর আত্মেত্যর্থঃ। এবং মনোময়-বিজ্ঞানময়য়োর্দ্রষ্টব্যম্। আনন্দময়ে তু 'এষ এব' ইতি নির্দ্দেশঃ তস্যানন্যাত্মত্বং দর্শয়িতুম্ তৎ কথং? বিজ্ঞানময়স্যাপি পূর্ব্বোক্তয়া নীত্যা পরমাত্মৈব শারীর আত্মেত্যবগতঃ (*)। এবং সতি বিজ্ঞানময়স্য যঃ শারীর আত্মা, স এবানন্দময়স্যাপি শারীর আত্মা, ইত্যুক্তে আনন্দময়স্যাভ্যাসাবগত-পরমাত্মভাবস্য পরমা

নারায়ণ।' এই সুবাল শ্রুতিতে সমস্ত বস্তুই পরমাত্মার শরীর বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে অভিহি হইয়াছে। অতএব, পরমাত্মাই যে, অন্নময়ের শারীর আত্মা, ইহা 'সেই এই আত্মা হইতে' এ শ্রুতিতেই [আত্মশব্দ থাকায়] জানা গিয়াছে। 'প্রাণময়' কোষের উপক্রম করিয়া বলিয়া ছেন—'পূর্ব্বের যাহা [শারীর আত্মা], তাহারও (প্রাণময়েরও) ইহাই শারীর আত্মা ইহার অর্থ এই যে, অন্যশ্রুতি-প্রসিদ্ধ পরমকারণ, যে পরমাত্মা পূর্ব্ববর্ত্তী অন্নময় কোষের শারী আত্মা, তিনিই সেই 'প্রাণময়' কোষেরও শারীর আত্মা। 'মনোময়' ও 'বিজ্ঞানময়' সম্বন্ধে এইরূপই বুঝিতে হইবে। কিন্তু, 'আনন্দময়ে' যে "এষ এব" (ইনিই) কথার উল্লে হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় এই যে, 'আনন্দময়ের' শারীর আত্মাটী 'আনন্দময়' হইতে অন্য পৃথক্ নহে। এই অভিপ্রায়-প্রদর্শনার্থই "এষ এব" কথার নির্দ্দেশ হইয়াছে। [এখন প্র হইতেছে যে,] তাহাই বা হয় কি প্রকারে ? [উত্তর —] পূর্ব্বকথিত প্রণালী অনুসারে জা যায় যে, পরমাত্মাই বিজ্ঞানময়েরও শারীর আত্মা, এইরূপ হইলে, 'বিজ্ঞানময়ের যাহা শারী আত্মা, 'আনন্দময়েরও তাহাই শারীর আত্মা' ; এই কথা হইতে বুঝা যায় যে, আনন্দময়ের (আন শব্দের) অভ্যাস বা পুনঃ পুনঃ উক্তি দ্বারা যাহার পরমাত্মত্ব জানা গিয়াছে ; সেই পরমাত্মা নিজে নিজের আত্মস্বরূপ [তাঁহার আর পৃথক্ আত্মা নাই] (†)। এইরূপ সিদ্ধান্তানুসারে জানা য

(*) ত্যবগতম্ ইতি (খ,গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—অভ্যাস অর্থ পুনঃ পুনঃ উক্তি, যদিও সর্ব্বত্র 'আনন্দময়' শব্দের অভ্যাস পরিদৃষ্ট হয় না কেবল, 'আনন্দ' শব্দেরই অধিকাংশ স্থলে উল্লেখ দৃষ্ট হয় সত্য, তথাপি, পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় 'আনন্দ' ও 'আনন্দময়' একই পদার্থ। দেখা যায়, "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" (আনন্দকে ব্রহ্ম বলি জানিয়াছিলেন); ইত্যাদি স্থলে 'আনন্দ' শব্দে যাহার উল্লেখ হইয়াছে ; তাঁহাকেই আবার "এতমানন্দম মাত্মানমুপসংক্রম্য," (এই আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া) ইত্যাদি স্থলে 'আনন্দময়' শব্দে অভিহিত ব হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, আনন্দময়ের পরমাত্মত্ব জ্ঞাপনার্থ বহুস্থানেই উপদেশ রহিয়াছে, সুতরাং আনন্দ শব্দাভিহিত পরমাত্মার আর পৃথক্ আত্মা নাই, নিজেই নিজের আত্মা ; সুতরাং শঙ্করাভিমত 'পুচ্ছব্রহ্ম' এখানে পরিগৃহীত হইতে পারে না।

ত্মনঃ স্বয়মেবাত্মেত্যবগম্যতে। এবঞ্চ স্বব্যতিরিক্তং চেতনাচেতনবস্তুজাতং স্বশরীরমিতি স এব নিরুপাধিকঃ শারীর আত্মা। অতএবেদং পরং ব্রহ্মাধিকৃত্য প্রবৃত্তং শাস্ত্রং 'শারীরকম্' ইত্যভিযুক্তৈরভিধীয়তে। অতো বিজ্ঞানময়াজ্জীবাদন্য এব পরমাত্মানন্দময়ঃ ॥ ১৩ ॥

আহ—নায়মানন্দময়ো জীবাদন্যঃ, বিকারশব্দস্য ময়ট্প্রত্যয়স্য শ্রবণাৎ। "ময়ড্‌বৈতয়োঃ" ইতি প্রকৃত্য, "নিত্যং বৃদ্ধ-শরাদিভ্যঃ" [অষ্টা০ ৪।৩।১৪৪] ইতি বিকারার্থে ময়ট্ স্মর্যতে। বৃদ্ধশ্চায়মানন্দশব্দঃ।

ননু প্রাচুর্য্যেঽপি ময়ড়স্তি "তৎপ্রকৃতবচনে ময়ট্" [অষ্টা০ ৫।৪।২১] ইতি স্মৃতেঃ; যথা 'অন্নময়ো যজ্ঞঃ' ইতি; স এবায়ং ভবিষ্যতি। নৈবম্; 'অন্নময়ঃ' ইত্যুপক্রমে বিকারার্থত্বং দৃষ্টম্; অত ঔচিত্যাদস্যাপি বিকারার্থত্বমেব যুক্তম্।

যে,] পরমাত্মাতিরিক্ত চেতনাচেতন সমস্ত বস্তুই তাঁহার নিজের শরীরস্থানীয়; অতএব, তিনিই নিরুপাধি (স্বাভাবিক) শারীর আত্মা; [অপর কেহ নহে] এই নিমিত্তই পণ্ডিতগণ, পরমব্রহ্ম প্রতিপাদনার্থ আরব্ধ এই শাস্ত্রকে [ব্রহ্মসূত্রকে] 'শারীরক' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। অতএব, নিশ্চয়ই 'বিজ্ঞানময়' জীব হইতে পৃথগ্ভূত পরমাত্মাই 'আনন্দময়' শব্দের অর্থ ॥ ১৩ ॥

প্রশ্ন হইতেছে যে, এই 'আনন্দময়' জীব হইতে পৃথক্ হইতে পারে না; বিকারবাচী 'ময়ট্' প্রত্যয়ের শ্রবণই তাহার হেতু। 'এই উভয়ের উত্তর বিকল্পে ময়ট্ প্রত্যয় হয়,' এই প্রকরণেই 'বৃদ্ধ ও শরাদি শব্দের উত্তর [ময়ট্ হয়]', এই সূত্রে বিকারার্থে 'ময়ট্' প্রত্যয় বিহিত আছে। এই 'আনন্দ' শব্দটীও 'বৃদ্ধ' সংজ্ঞাভুক্ত; (*) [সুতরাং এখানে বিকারার্থে ময়ট্প্রত্যয় হওয়াই উচিত]।

ভাল, 'তৎপ্রকৃতবচনে অর্থাৎ তাহার প্রাচুর্য্যাভিধানে ময়ট্ প্রত্যয় হয়,' এই সূত্রানুসারে 'প্রাচুর্য্যার্থেও ত 'ময়ট্' প্রত্যয়ের বিধান রহিয়াছে। যেমন 'অন্নময় যজ্ঞ'। এখানেও সেই ময়ট্ প্রত্যয়ই হইতে পারে? না—এরূপ হইতে পারে না; কারণ, এখানে প্রারম্ভেই (প্রথমেই)

(*) সম্পূর্ণ সূত্রটী এইরূপ—'ময়ট্ বা এতযোর্ভাষায়াম্ অভক্ষ্যাচ্ছাদনযোঃ'। [অষ্টাধ্যায়ী—৪।৩।১৪৩] ইহার অর্থ এইরূপ—ভক্ষণার্থ ও আচ্ছাদনার্থ ভিন্ন যে বিকার ও অবয়ববাচক শব্দ, তাহার উত্তর বিকল্পে 'ময়ট্ প্রত্যয়' হয়। "নিত্যং বৃদ্ধ-শরাদিভ্যঃ।" অষ্টাধ্যায়ী—৪।৩।১৪৪], ইহার অর্থ এইরূপ—'বৃদ্ধ' শব্দ ও শরাদিগণের অন্তর্গত শব্দের উত্তর নিত্যই 'ময়ট্' প্রত্যয় হয়। যে শব্দের আদি স্বরটী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, তাহাকে 'বৃদ্ধ' বলা হইয়াছে। 'আনন্দ' শব্দের ও আদিস্বরটী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বা দীর্ঘ, সুতরাং 'বৃদ্ধ' সংজ্ঞান্তর্গত। অতএব আনন্দ শব্দের উত্তর বিকারার্থেই 'ময়ট্' প্রত্যয় হওয়া উচিত।

কিঞ্চ, প্রাচুর্য্যার্থত্বেঽপি জীবান্যত্বং(*) ন সিধ্যতি। তথাহি—'আনন্দপ্রচুরঃ' ইত্যুক্তে দুঃখমিশ্রত্বমবর্জ্জনীয়ম্। আনন্দস্য হি প্রাচুর্য্যং দুঃখস্যাল্পত্বমবগময়তি। দুঃখমিশ্রত্বমেব হি জীবত্বম্; অত ঔচিত্যপ্রাপ্তবিকারার্থত্বমেব যুক্তম্।

কিঞ্চ, লোকে 'মৃন্ময়ং, হিরণ্ময়ং, দারুময়ম্' ইত্যাদিষু, বেদে চ "পর্ণময়ী জুহূঃ, শমীময্যঃ স্রুচঃ, দর্ভময়ী রশনা" ইত্যাদিষু ময়টো বিকারার্থে প্রয়োগবাহুল্যাৎ স এব প্রথমতরং ধিয়মধিরোহতি। জীবস্য চানন্দবিকারত্বমস্ত্যেব। তস্য স্বত আনন্দরূপস্য সতঃ সংসারিত্বাবস্থা তদ্বিকার এবেতি অতো বিকারবাচিনো ময়ট্প্রত্যয়স্য শ্রবণাদানন্দময়ো জীবাদনতিরিক্ত ইতি তদেতদনুভাষ্য পরিহরতি—

'অন্নময়' শব্দের বিকারার্থত্ব দৃষ্ট হইয়াছে অতএব, ঔচিত্যানুসারে (প্রথম প্রাপ্ত অর্থ-গ্রহণে ন্যায্যতা হেতু) এখানেও বিকারার্থ হওয়াই যুক্তিসম্মত (†)।

আরও এক কথা, প্রাচুর্য্যার্থ হইলেও [আনন্দময় যে,] জীব হইতে ভিন্ন; ইহা সি হইতেছে না। দেখ, [ব্রহ্ম] 'আনন্দপ্রচুর' এই কথা বলিলে তাঁহাকে দুঃখসংস্পর্শরহিত ব যায় না, অর্থাৎ তাঁহাতে অল্পপরিমাণে দুঃখসম্বন্ধও স্বীকার করিতেই হয়; কেনন আনন্দের প্রাচুর্য্যই [তাঁহাতে] অল্পপরিমাণে দুঃখেরও অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিয়া থাকে। আ সেই দুঃখসম্বন্ধই জীবের জীবত্ব; অতএব, ঔচিত্যলব্ধ বিকারার্থই যুক্তিযুক্ত।

অপিচ, 'মৃণ্ময়, হিরণ্ময়, দারুময়,' ইত্যাদি লৌকিক প্রয়োগে এবং 'পর্ণময়ী জুহূ (পা বিশেষ), শমীময়ী স্রুক্‌সমূহ, দর্ভময়ী রশনা (কাঞ্চী—চন্দ্রহার)' ইত্যাদি বৈদিক প্রয়োগে বিকারার্থে ময়ট্প্রত্যয়ের ব্যবহার-বাহুল্যনিবন্ধন সেই বিকারার্থটীই প্রথমতঃ বুদ্ধি-পথে আ হইয়া থাকে; জীবের পক্ষে ত আনন্দ-বিকারত্ব সুনিশ্চিতই আছে; কারণ, আনন্দরূপত তাহার স্বাভাবিক অবস্থা, আর সংসারিত্ব অবস্থাটা তাহার আনন্দবিকার মাত্র। অতএ বিকারবাচী ময়ট্ প্রত্যয়ের শ্রবণ হেতু 'আনন্দময়' শব্দের অর্থ জীব হইতে অতিরিক্ত হই পারে না। এই আপত্তির উল্লেখপূর্ব্বক সমাধান করিতেছেন—"বিকার-শব্দাৎ" ইত্যাদি।

(*) অন্য' ইতি (খ, গ) পাঠঃ।

(†) যদিও প্রাচুর্য্যার্থে 'ময়ট্' প্রত্যয়ের বিধান আছে সত্য, তথাপি আলোচ্য স্থলে প্রথমেই 'অন্নময়' শব্দে বিকারার্থে 'ময়ট' প্রত্যয় দেখা যাইতেছে, এবং উপক্রমোপাত্ত অর্থ গ্রহণ করাই যখন যুক্তি সং তখন 'আনন্দময়' শব্দে বিকারার্থেই 'ময়ট্' স্বীকার করিতে হয়, প্রাচুর্য্যার্থে নহে।

বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ ॥ ১।১।১৪ ॥

[পদচ্ছেদঃ—বিকারশব্দাৎ (বিকারবাচক শব্দ হেতু), ন (না), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) [বল] ; ন (না), প্রাচুর্য্যাৎ (আধিক্যহেতু) ॥]

[সরলার্থঃ—'বিকারশব্দাৎ' ময়ট্‌প্রত্যয়স্য বিকারবাচিত্বাৎ 'আনন্দময়ঃ' পরমাত্মা ন ভবিতুমর্হতি, ইতি চেৎ ; ন ; কুতঃ ? প্রাচুর্য্যাৎ, ময়ট্‌প্রত্যয়স্য প্রাচুর্য্যার্থেঽপি বিহিতত্বাৎ, অত্রাপি চ তস্যৈব গ্রহণাদিত্যর্থঃ।

যদ্যপি বিকারার্থকান্নময়াদিপ্রকরণপঠিতত্বেন আনন্দময়স্যাপি বিকারার্থতা, ততশ্চ জীবপরতা প্রসজ্যতে ; তথাপি "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" ইত্যাদিভিঃ শ্রুতিশতৈর্জীবস্যাপি অবিকারত্বাভিধানাৎ প্রাচুর্য্যার্থে চ ময়টো বিহিতত্বাৎ তদর্থস্যৈব চাত্র পরিগ্রহাৎ ন জীব আনন্দময়ঃ, কিন্তু পরমাত্মৈব, ইত্যাশয়ঃ ॥

যদি বল, 'আনন্দময়' শব্দের পরবর্ত্তী ময়ট্‌ প্রত্যয়টা বিকারার্থে বিহিত ; সুতরাং অবিকার পরমাত্মা 'আনন্দময়' পদবাচ্য হইতে পারেন না ; না—তাহা বলা যায় না ; কারণ, এখানে ময়টের অর্থ—প্রাচুর্য্য (নিরতিশয়ত্ব), কিন্তু বিকার নহে।

অভিপ্রায় এই যে, যদিও বিকারার্থক 'ময়ট্‌'-প্রত্যয়ান্ত 'অন্নময়া'দির প্রকরণে পঠিত বলিয়া 'আনন্দময়' শব্দেও সেই বিকারার্থই পরিগৃহীত হইতে পারে, এবং তাহার ফলে 'আনন্দময়' শব্দের অর্থ পরমাত্মা না হইয়া জীবই হইতে পারে, সত্য ; কিন্তু 'বিপশ্চিৎ (আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ) জন্মে না, মরে না,' ইত্যাদি শত শত শ্রুতিবাক্যে যখন জীবেরও বিকারধর্ম্ম নিষিদ্ধ হইয়াছে, তখন বিকারার্থ গ্রহণ করিলেও 'আনন্দময়' শব্দে জীবকে বুঝাইতে পারে না ; পক্ষান্তরে প্রাচুর্য্যার্থেও ময়টের বিধান থাকায়, ব্রহ্মে আনন্দপ্রাচুর্য্যের সম্ভব হওয়ায় এবং দুঃখবহুল জীবে আনন্দ-প্রাচুর্য্যের অভাব থাকায়ও এখানে পরমাত্মাই 'আনন্দময়' শব্দের অর্থ—জীব নহে ॥ ১।১।১৪ ॥]

নৈতদ্যুক্তম্ ; কুতঃ ? 'প্রাচুর্য্যাৎ'—পরস্মিন্ ব্রহ্মণ্যানন্দপ্রাচুর্য্যাৎ ; প্রাচুর্য্যার্থে চ (*) ময়টঃ সম্ভবাৎ। এতদুক্তং ভবতি—শতগুণিতোত্তরক্রমেণাভ্যস্যমানস্যানন্দস্য জীবাশ্রয়ত্বাসম্ভবাৎ ব্রহ্মাশ্রয়োঽয়মানন্দ ইতি নিশ্চিতে সতি, তস্মিন্ ব্রহ্মণি বিকারাসম্ভবাৎ প্রাচুর্য্যেঽপি ময়ড়্‌বিধি-

['আনন্দময়'কে যে জীবস্বরূপ বলা হইয়াছে,] ইহা যুক্তিযুক্ত হয় নাই ; কারণ ?—পরব্রহ্মে আনন্দ-প্রাচুর্য্যই তাহার কারণ। এই অভিপ্রায়ে উক্ত হইতেছে যে, উত্তরোত্তর শত-গুণক্রমে বর্দ্ধিত বলিয়া পুনঃ পুনঃ যে, আনন্দের উল্লেখ আছে, জীবে অসম্ভববশতই ঐ আনন্দকে ব্রহ্মাশ্রিত বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে ; সুতরাং সেই আনন্দের যখন ব্রহ্মাশ্রিতত্বই নিশ্চিত হইল, তখন সেই ব্রহ্মে বিকারের অসম্ভব হওয়ায় এবং প্রাচুর্য্যার্থেও 'ময়ট্‌' প্রত্যয়ের বিধান থাকায়

(*) প্রাচুর্য্যার্থেঽপি ময়ট সম্ভবাৎ' (খ) পাঠোঽসমীচীনঃ।

সদ্ভাবাচ্চ আনন্দময়ঃ পরং ব্রহ্মেতি। ঔচিত্যাৎ প্রয়োগপ্রৌঢ্যা (*) চ ময়টো বিকারার্থত্বমর্থবিরোধান্ন সম্ভবতি।

কিঞ্চ, ঔচিত্যং প্রাণময় এব পরিত্যক্তং, তত্র বিকারার্থত্বাসম্ভবাৎ। অতস্তত্র পঞ্চবৃত্তের্বায়োঃ প্রাণবৃত্তিমত্তামাত্রেণ প্রাণময়ত্বম্, প্রাণাপানাদিষু পঞ্চসু বৃত্তিষু প্রাণবৃত্তেঃ প্রচুরত্বাদ্বা। নচ প্রাচুর্য্যে ময়ট্প্রত্যয়স্য প্রৌঢ়ির্নাস্তি; 'অন্নময়ো যজ্ঞঃ' (†) 'শকটময়ী যাত্রা' ইত্যাদিদর্শনাৎ।

যদুক্তম্, আনন্দ-প্রাচুর্য্যমল্পদুঃখসদ্ভাবমবগময়তীতি; তদসৎ; তৎপ্রচুরত্বং হি তৎপ্রভূতত্বমেব; তচ্চেতরস্য সত্তাং নাবগময়তি; অপি তু তস্যাল্পত্বং নিবর্ত্তয়তি। ইতরসদ্ভাবাসদ্ভাবৌ তু প্রমাণান্তরাবসেয়ৌ; ইহ চ প্রমাণান্তরেণ তদভাবোঽবগম্যতে "অপহতপাপ্মা" ইত্যাদিনা। তত্রে-

---

পরব্রহ্মই 'আনন্দময়' (আনন্দময় শব্দের অর্থ)। বিকারার্থটী বিরুদ্ধ হওয়ায় ঔচিত্য কিংবা প্রয়োগ-দার্ঢ্যের অনুরোধেও [এখানে] 'ময়ট্' প্রত্যয়ের বিকারার্থতা সম্ভবপর হইতেছে না (‡)।

অপিচ, প্রকরণের অনুরোধ ত 'প্রাণময়' শব্দেই পরিত্যক্ত হইয়াছে; কারণ, সেখানে বিকারার্থের সম্ভব নাই; অতএব, সেখানে [প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান, এই] পঞ্চপ্রকার বৃত্তিবিশিষ্ট বায়ুরই কেবল প্রাণন-বৃত্তির (জীবনধারণরূপ ব্যাপারে) অনুসারে, অথবা প্রাণাপানাদি পাঁচটী বৃত্তিতেই প্রাণবৃত্তির প্রাচুর্য্যের অনুরোধেই 'প্রাণময়ত্ব' বুঝিতে হইবে। অন্নময় (অন্নবহুল) যজ্ঞ,' 'শকটময়ী (শকটবহুল) যাত্রা (উৎসব)' ইত্যাদি স্থলে যখন [প্রাচুর্য্যার্থেও ময়ট্ প্রত্যয়ের প্রয়োগ] দেখা যায়, তখন এ কথাও বলা যায় না যে, প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্ প্রত্যয়ের প্রৌঢ়ি বা প্রয়োগবাহুল্য নাই।

আর আনন্দ-প্রাচুর্য্য শব্দে যে অল্পপরিমাণে দুঃখ-সদ্ভাবও প্রতীতি করায় বলা হইয়াছে; তাহাও উত্তম কথা নহে; কারণ, আনন্দ-প্রচুরত্ব অর্থ—আনন্দেরই প্রভূতত্ব (আধিক্যমাত্র), তাহা কখনই অপরের (দুঃখের) সদ্ভাব প্রতিপাদন করে না; পরন্তু, তাহার (নিজেরই) অল্পত নিবারণ করে মাত্র। সেখানে অপর পদার্থের সদ্ভাব ও অসদ্ভাব অপর প্রমাণ দ্বারা অবধার করিতে হয়; অথচ এখানে 'তিনি নিষ্পাপ' ইত্যাদি প্রমাণান্তর দ্বারা আনন্দাতিরিক্ত পদার্থের

(*) প্রৌঢ্যাচ্চ, ইতি (গ) পাঠঃ।　　(†) 'শরময়ী সেনা' ইত্যধিকঃ' (খ) পাঠঃ।

(‡) এই প্রকরণে 'অন্নময়', 'প্রাণময়' প্রভৃতি স্থলে বিকারার্থে 'ময়ট্' প্রত্যয় হইয়াছে; প্রকরণপ্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণ করাই যুক্তিসিদ্ধ; সুতরাং তৎপ্রকরণস্থিত 'আনন্দময়' শব্দগত 'ময়ট্' প্রত্যয়েও বিকারার্থ গ্রহণ করাই উচিত। 'প্রয়োগপ্রৌঢ়ি' অর্থ—প্রয়োগ বাহুল্য—প্রসিদ্ধি; বিকারার্থেই 'ময়ট্' প্রত্যয়ের প্রয়োগবাহুল্য দর্শনে 'আনন্দময়' শব্দেও বিকারার্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত। অভিপ্রায় এই যে, যেখানে প্রমাণান্তরের সহিত বিরোধ না ঘটে, সেখানেই প্রকরণৌচিত্য ও প্রসিদ্ধির আদর করা হয়, এখানে যখন বিকারার্থ গ্রহণ করিলে শ্রুতির সহিত বিরোধ ঘটে, তখন এখানে প্রকরণ ও প্রসিদ্ধি, উভয়ই পরিত্যাজ্য।

তাবদেব বক্তব্যম্, ব্রহ্মানন্দস্য প্রভূতত্বমন্যানন্দস্যাল্পত্বমপেক্ষত (*) ইতি। উচ্যতে চ তৎ "স একো মানুষ আনন্দঃ" ইত্যাদিনা জীবানন্দাপেক্ষয়া ব্রহ্মানন্দো নিরতিশয়দশাপন্নঃ প্রভূত ইতি।

যচ্চোক্তং, জীবস্যানন্দবিকারত্বং সম্ভবতীতি; তদপি নোপপদ্যতে, জীবস্য জ্ঞানানন্দৈকস্বরূপস্য কেনচিদাকারেণ মৃদ ইব ঘটাদ্যাকারেণ পরিণামঃ সকলশ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায়বিরুদ্ধঃ। সংসারদশায়ান্তু কর্ম্মণা (†) জ্ঞানানন্দৌ সঙ্কুচিতাবিত্যুপপাদয়িষ্যতে। অতশ্চানন্দময়ো জীবাদন্যঃ পরং ব্রহ্ম ॥ ১।১।১৪ ॥

ইতশ্চ জীবাদন্য আনন্দময়ঃ পরং ব্রহ্ম —

তদ্ধেতু-ব্যপদেশাচ্চ ॥ ১।১।১৫ ॥

[পদচ্ছেদঃ—তদ্ধেতু ব্যপদেশাৎ (তাহার—জীবানন্দের হেতুরূপে উল্লেখ বশতঃ) চ (ও)
[জীব আনন্দময় নহে।]

[সরলার্থঃ—তস্য হেতুঃ, তদ্ধেতুঃ, তদ্ধেতুত্বেন ব্যপদেশঃ, তদ্ধেতুব্যপদেশঃ, তস্মাৎ; "এষ হি এব আনন্দয়াতি" ইত্যাদিশ্রুত্যা তস্য জীবানন্দস্য হেতুত্বেন আনন্দময়স্য ব্যপদেশাৎ নির্দ্দেশাদপি, যো হি অন্যান্ সর্ব্বান্ আনন্দয়তি, স খলু তেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যোঽপি প্রচুরানন্দ ইত্যধ্যবসীয়তে, ইত্যতোঽপি অয়ম্ 'আনন্দময়ঃ' পরং ব্রহ্ম বেদিতব্যঃ, নতু প্রত্যগাত্মা, ইত্যাশয়ঃ ॥

'ইনিই অপর সকলকে আনন্দিত করেন', এই শ্রুতিতে ব্রহ্মকেই জীবগত আনন্দের হেতুরূপে উল্লেখ করায় ব্রহ্মেরই আনন্দপ্রচুরত্ব প্রমাণিত হয়; সুতরাং 'আনন্দময়' অর্থ—পরব্রহ্ম—জীব নহে ॥ ১।১।১৫ ॥]

অসদ্ভাবই পরিজ্ঞাত হইতেছে। উক্ত স্থলে এইমাত্র বক্তব্য যে, ব্রহ্মানন্দের যে প্রভূতত্ব (সর্ব্বাধিক্য), তাহা কেবল অপরাপর আনন্দের অল্পতাকেই অপেক্ষা করে; আর ব্রহ্মানন্দ যে, জীবগত আনন্দ অপেক্ষা নিরতিশয়ভাবাপন্ন—প্রভূত, তাহা 'তাহা মানুষের একটী আনন্দস্বরূপ' ইত্যাদি শ্রুতিতেও উক্ত হইতেছে।

আরও যে, জীবের আনন্দ-বিকারত্ব সম্ভব হয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে; তাহাও উপপন্ন হইতেছে না। কারণ, মৃত্তিকার যেরূপ ঘটাদি আকারে পরিণাম হয়, একমাত্র জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ জীবের যে, সেইরূপ কোন প্রকারে পরিণাম, তাহা সমস্ত শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তি বিরুদ্ধ। সংসারী অবস্থায় যে, তাহার জ্ঞান ও আনন্দের সংকোচ ঘটে, পরে তাহার উপপাদন করা যাইবে। এই কারণেও জীব হইতে অতিরিক্ত পরব্রহ্মই আনন্দময় ॥ ১।১।১৪ ॥

বক্ষ্যমাণ কারণেও 'আনন্দময়' অর্থ—জীবাতিরিক্ত—পরব্রহ্ম; 'যেহেতু [ব্রহ্মকেই] জীবগত আনন্দের হেতুস্বরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে।'

(*) 'অল্পত্বাপেক্ষম্' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) 'তৎকর্ম্মণা' ইতি (খ) পাঠঃ।

"কো হ্যেবান্যাৎ, কঃ প্রাণ্যাৎ, যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি [তৈত্তি° আন° ৭] ইতি। এষ এব জীবানানন্দয়তীতি জীবানামানন্দহেতুঃ (*) অয়ং ব্যপদিশ্যতে। অতশ্চানন্দয়িতব্যাজ্জীবাদানন্দয়িতা অয়মন্য আনন্দময়ঃ পরমাত্মেতি বিজ্ঞায়তে। আনন্দময় এবাত্রানন্দশব্দেনোচ্যত ইতি চানন্তরমেব বক্ষ্যতে (†) ॥ ১।১।১৫ ॥

ইতশ্চ জীবাদন্য আনন্দময়ঃ—

মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে ॥ ১।১।১৬ ॥

[পদচ্ছেদঃ—মান্ত্রবর্ণিকং (মন্ত্রে কথিত) এব (নিশ্চয়) চ (ও) গীয়তে (কথিত হইতেছে) ॥]

[সরলার্থঃ—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদিমন্ত্রবর্ণেন অভিহিতং ব্রহ্মৈব "তস্মাদ্বা এতস্মাৎ" ইত্যাদৌ 'আনন্দময়' শব্দেন গীয়তে অভিধীয়তে ইত্যর্থঃ ॥

'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ' এই মন্ত্রে, যে ব্রহ্ম অভিহিত হইয়াছেন, 'সেই এই 'অন্নময়' হইতে' ইত্যাদি শ্রুতিতেও সেই ব্রহ্মই কথিত হইয়াছেন (জীব নহে) ॥ ১।১।১৬ ॥]

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" [তৈত্তি° আন° ১] ইতি মন্ত্রবর্ণোদিতং ব্রহ্মৈবানন্দময় ইতি 'গীয়তে'। তত্তু জীবস্বরূপাদন্যৎ পরং ব্রহ্ম। তথাহি—"ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" [তৈত্তি° আন° ১] ইতি জীবস্য প্রাপ্যতয়া ব্রহ্ম

'যদি এই 'আকাশ' (ব্রহ্ম) আনন্দস্বরূপ না হইতেন, [তাহা হইলে] কে-ই বা চেষ্টা করিত, আর কে-ই বা প্রাণধারণ করিত ? ইনিই [অপরকে] আনন্দিত করেন।' অর্থাৎ ইনিই (ব্রহ্মই) জীবগণকে আনন্দিত করেন ; এই কথায় ইহাঁকে জীবগণের আনন্দোৎপাদক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে। ইহা হইতে জানা যায় যে, আনন্দয়িতা বা আনন্দের হেতু-ভূত এই 'আনন্দময়' নিশ্চয়ই আনন্দয়িতব্য (যাহাকে আনন্দিত করিতে হইবে, সেই) জীব হইতে ভিন্ন। এখানে (উক্ত শ্রুতিতে) যে, 'আনন্দ' শব্দে 'আনন্দময়'ই অভিহিত হইয়াছেন তাহা অব্যবহিত পরেই কথিত হইবে ॥ ১।১।১৫ ॥

এই হেতুও 'আনন্দময়' অর্থ জীব হইতে পৃথক্—'[যেহেতু] মন্ত্রবর্ণোক্ত ব্রহ্মই অভিহিত হইতেছে।' 'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ' এই মন্ত্রোক্ত ব্রহ্মই এখানে 'আনন্দময়' বলিয়া গীত হইতেছেন। সেই ব্রহ্ম কিন্তু জীব হইতে পৃথক্ পরব্রহ্ম। দেখ, 'ব্রহ্মবিৎ পরমকে প্রাপ্ত হন', এ

(*) জীবানন্দহেতুঃ' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(†) 'উচ্যতে' ইতি (গ, ঙ) পাঠঃ। আচক্ষাত ইতি (গ) পাঠঃ।

নির্দ্দিষ্টম্। "তদেষাভ্যুক্তা" ইতি—তদ্ ব্রহ্ম অভিমুখীকৃত্য প্রতিপাদ্যতয় পরিগৃহ্য, ঋগেষা অধ্যেতৃভিরুক্তা—ব্রাহ্মণোক্তস্যার্থস্য বৈশদ্যমনেন মন্ত্রেণ ক্রিয়ত ইত্যর্থঃ। জীবস্যোপাসকস্য প্রাপ্যং ব্রহ্ম তস্মাদ্বিলক্ষণমেব অনন্তরঞ্চ "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" [তৈত্তি০ আন০ ১] ইত্যারভ্য উত্তরোত্তরৈর্ব্রাহ্মণৈর্মন্ত্রৈশ্চ তদেব বিশদীক্রিয়তে। অতো জীবাদন্য আনন্দময়ঃ ॥ ১।১।১৬ ॥

অত্রাহ—যদ্যপ্যুপাসকাৎ প্রাপ্যস্য ভেদেন ভবিতব্যম্; তথাপি ন বস্তুস্তরং জীবাত্মান্তর্বর্ণিকং ব্রহ্ম; কিন্তু তস্যৈবোপাসকস্য নিরস্তসমস্তাবিদ্যাগন্ধং (৬৩) নির্বিশেষচিন্মাত্রৈকরসং শুদ্ধং স্বরূপং; (*) তদেব "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইতি মন্ত্রেণ বিশোধ্যতে। তদেব চ "যতো বাচো

শ্রুতিতে জীবের প্রাপ্যরূপে ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। [শ্রুতিতে আছে---] "তদেষাভ্যুক্তা" (তৎ+এষা+অভি+উক্তা)। 'তৎ' অর্থ—ব্রহ্ম; 'অভি' অর্থ—অভিমুখী করিয়া অর্থাৎ প্রতিপাদ্য বা বর্ণনীয়রূপে পরিগ্রহ করিয়া; 'এষা' অর্থ—এই ঋক্; 'উক্তা'—পাঠকগণ কর্তৃক উক্তা, অর্থাৎ এই মন্ত্র দ্বারা ব্রাহ্মণোক্ত অর্থই পরিস্ফুট করা হইতেছে। জীবের প্রাপ্য ব্রহ্ম নিশ্চয়ই জীব হইতে বিভিন্ন প্রকার। পরেও 'সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সমুৎপন্ন হইল', এই হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ দ্বারা সেই বিষয়টীই বিশদীকৃত হইতেছে। অতএব, 'আনন্দময়' নিশ্চয়ই জীব হইতে ভিন্ন ॥ ১। ১। ১৬ ॥

এ স্থলে প্রশ্ন হইতেছে যে, যদিও উপাসক হইতে তৎপ্রাপ্য উপাস্য বস্তুর ভেদ থাকা আবশ্যক; তথাপি মন্ত্রোক্ত ব্রহ্ম কখনই জীব হইতে পৃথক্ বস্তু নহে; পরন্তু, সেই উপাসকেরই যে, সর্ব্বপ্রকার অবিদ্যা সম্বন্ধরহিত, নির্ব্বিশেষ, একমাত্র চিন্ময় ও বিশুদ্ধস্বরূপ, তাহারই 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' এই মন্ত্রে বিশেষভাবে শোধন—সংস্কার করা হইতেছে,—অর্থাৎ তাহার দোষ-সম্বন্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্দ্দোষ স্বরূপটী প্রতিপাদন করা হইতেছে মাত্র; তাহাই আবার

(*) শব্দস্বরূপমিতি (ক,খ) পাঠ।

(৬৩) তাৎপর্য্য—কারণাবিদ্যা, কার্য্যাবিদ্যা, বিক্ষেপিকা অবিদ্যা চ বিবক্ষিতা 'সমস্ত'-শব্দেন। 'গন্ধ'শব্দেন অপারমার্থ্যং ফলিতং, অপুনঃ সম্ভবো বা অভিপ্রেতঃ। 'শুদ্ধং'—কর্ম্ম-তৎফলাম্বয়রাহিত্যম্। (শ্রুতপ্রকাশিকা)।

অভিপ্রায় এই যে, অবিদ্যার তিনটী অবস্থা (১) কারণাবিদ্যা, (২) কার্য্যাবিদ্যা, (৩) বিক্ষেপিকা অবিদ্যা। তন্মধ্যে, ঈশ্বরাশ্রিত অবিদ্যা—কারণাবিদ্যা, জীবাশ্রিত অবিদ্যা—কার্য্যাবিদ্যা, আর ভ্রমাদি সৃষ্টির উপাদানভূতা অবিদ্যা বিক্ষেপিকা অবিদ্যা, এই অবস্থাত্রয় বুঝাইবার উদ্দেশে মূলে 'সমস্ত' পদটী প্রদত্ত হইয়াছে। আর গন্ধ' শব্দে অবিদ্যার অসত্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। অথবা, যেরূপ নিবৃত্তি হইলে আর পুনরুৎপত্তি না হয়, তাদৃশ নিবৃত্তি বোধনার্থ 'গন্ধ'শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। 'শুদ্ধ অর্থ—যাহাতে কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের সহিত সম্বন্ধ নাই।

নিবর্ত্তন্তেঽপ্রাপ্য মনসা সহ” [তৈত্তি০ আন০ ৯] ইতি বাঙ্মনসাগোচরতয়া নির্ব্বিশেষমিতি গম্যতে। অতস্তদেব মান্ত্রবর্ণিকমিতি তস্মাদনতিরিক্ত আনন্দময় ইতি। অত উত্তরং পঠতি—

নেতরোঽনুপপত্তেঃ ॥১।১।১৭॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) ইতরঃ (অপর —মুক্ত আত্মা) অনুপপত্তেঃ (অসঙ্গতি হেতু) ॥]

[সরলার্থঃ—ইতরো জীব এব মান্ত্রবর্ণিক ইতি নাশঙ্কনীয়ম্, কুতঃ?—অনুপপত্তেঃ, “সোঽকাময়ত – বহুস্যাং, প্রজায়েয়” ইতি সংকল্পমাত্রেণ চরাচরনিখিলজগৎস্রষ্টৃত্বং বদ্ধস্য মুক্তস্য বা জীবস্য নোপপদ্যতে, অতঃ জীবোঽপি নায়ং মান্ত্রবর্ণিকত্বেন আনন্দময় ইত্যভিপ্রায়ঃ।

ব্রহ্মেতর জীবই যে এখানে মান্ত্রবর্ণিক, এরূপ আশঙ্কা করা যাইতে পারে না ; কারণ ?—ইচ্ছামাত্রে যে চরাচর সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করা, তাহা বদ্ধ কিংবা মুক্ত, কোন জীবের পক্ষেই উপপন্ন হইতে পারে না ; অতএব জীবকে মান্ত্রবর্ণিক বলিয়া আনন্দময় বলা যাইতে পারে না। ১।১।১৭ ॥]

পরমাত্মন ‘ইতরঃ’ জীবশব্দাভিলপ্যো (*) মুক্তাবস্থোঽপি ‘ন’ ভবতি মান্ত্রবর্ণিকঃ। কুতঃ ? ‘অনুপপত্তেঃ’; তথাবিধস্যাত্মনো নিরুপাধিকং বিপশ্চিত্ত্বং নোপপদ্যতে। ইদমেব হি নিরুপাধিকং বিপশ্চিত্ত্বং “সোঽকাময়ত—বহু স্যাং—প্রজায়েয়” [তৈত্তি০ আন০৬] ইতি সত্যসঙ্কল্পত্বপ্রদর্শনেন বিবরিষ্যতে (†)। বিবিধং পশ্যচ্চিত্ত্বং হি বিপশ্চিত্ত্বম্। পৃষোদরাদিত্বাৎ পশ্যচ্ছব্দাবয়বস্য যচ্ছব্দস্য লোপং কৃত্বা ব্যুৎপাদিতো ‘বিপশ্চিৎ’-

‘যাহাকে প্রকাশ করিতে না পারিয়া বাক্য সমূহ মনের সহিত প্রতিনিবৃত্ত হয়।’ এই শ্রুতিবাক্যেও মনের অগোচর নির্ব্বিশেষ স্বরূপ বলিয়া প্রতিপাদিত হইতেছে ; অতএব, তাহাই ‘মান্ত্রবর্ণিক ; সুতরাং ‘আনন্দময়’ পদার্থও তাঁহা হইতে অতিরিক্ত নহে—তৎস্বরূপই বটে। এই আপত্তি অনুসারে উত্তর বলিতেছেন—‘কিন্তু অনুপপত্তি বশতঃ অপরও (জীবও) নহে।’

পরমাত্মা ভিন্ন জীবপদবাচ্য মুক্তাত্মাও মান্ত্রবর্ণিক হইতে পারেন না ; কারণ ? যেহেতু উপপত্তি বা সঙ্গতি হয় না। কেন না, তাদৃশ অবস্থাপন্ন মুক্তাত্মারও নিরুপাধিক (স্বাভাবিক) বিপশ্চিত্ত্ব (জ্ঞানবত্তা) উপপন্ন হয় না। ‘তিনি কামনা করিলেন—বহু হইব, জন্মিব’, এস্থলেও সত্যসংকল্পত্বপ্রদর্শনপূর্ব্বক এই নিরুপাধিক বিপশ্চিত্ত্বই বিবৃত করা হইবে। নানাপ্রকার দর্শন করেন বলিয়াই, চেতনের ‘বিপশ্চিত্ত্ব,’ (বি=বিবিধ, পশ্যৎ=জ্ঞাতা, চিত্ত্ব=চৈতন্য)। ‘পৃষোদরাদি’ নিয়মানুসারে ‘পশ্যৎ’ শব্দের ‘যৎ’ অংশ লোপ করিয়া ‘বিপশ্চিৎ’ শব্দ নিষ্পন্ন করা

(*) শব্দাভিধেয়ঃ’ ইতি (খ) পাঠঃ। (†) ‘ব্যপদিশ্যতে’ ইতি (খ), বিবিচ্যতে’ ইতি (গ) পাঠঃ

শব্দঃ। যদ্যপি মুক্তস্য বিপশ্চিত্ত্বং সম্ভবতি; তথাপি তস্যৈবাত্মনঃ সংসারদশায়াম্ (*) অবিপশ্চিত্ত্বমপ্যস্তীতি নিরুপাধিকং বিপশ্চিত্ত্বং নোপপদ্যতে। নির্বিশেষ-চিন্মাত্রতাপন্নস্য মুক্তস্য বিবিধদর্শনাভাবাৎ (†) সুতরাং বিপশ্চিত্ত্বং ন সম্ভবতীতি ন কেনাপি প্রমাণেন নির্বিশেষং বস্তু প্রতিপাদ্যত-ইতি চ পূর্ব্বমেবোক্তম্।

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" ইতি চ বাক্যং যদি বাঙ্মনসয়োর্ব্রহ্মণো নিবৃত্তিমভিদধীত; ন ততো নির্বিশেষতাং বস্তুনোঽবগময়িতুং শক্নুয়াৎ; অপি তু বাঙ্মনসয়োস্তত্রাপ্রমাণতাং বদেৎ; তথা চ সতি তস্য তুচ্ছত্বমেবাপদ্যতে। "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি" ইত্যারভ্য ব্রহ্মণো বিপশ্চিত্ত্বং, জগৎকারণত্বমানন্দৈকতানত্বমিতরান্ প্রত্যানন্দয়িতৃত্বং, কামাদেব চিদচিদাত্মকস্য কৃৎস্নস্য স্রষ্টৃত্বং, সৃজ্যবর্গানুপ্রবেশকৃত-তদাত্মকত্বং, ভয়াভয়হেতুত্বং, বায্বাদিত্যাদীনাং প্রশাসিতৃত্বং, শতগুণিতোত্তরক্রমেণ নিরতিশয়ানন্দত্বমন্যচ্চানেকং প্রতিপাদ্য বাঙ্মনসয়োর্ব্রহ্মণি প্রবৃত্ত্যভাবেন নিষ্প্রামাণকং ব্রহ্মেত্যুচ্যত-ইতি ভ্রান্তজল্পিতম্।

হইয়াছে। যদিও মুক্ত পুরুষের বিপশ্চিদ্ভাব সম্ভব হয় বটে, তথাপি নিরুপাধিক (স্বতঃসিদ্ধ) বিপশ্চিদ্ভাব উপপন্ন হয় না; কারণ, সংসারদশায় সেই আত্মার অবিপশ্চিদ্ভাবও বিদ্যমান থাকে। আর নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রভাবাপন্ন মুক্ত পুরুষের পক্ষেত বিবিধ দর্শন একেবারেই অসম্ভব; সুতরাং তাঁহার পক্ষে 'বিপশ্চিত্ত্ব'ও সম্ভবপর হয় না। অতএব, কোন প্রমাণেই যে, নির্ব্বিশেষ বস্তু (ব্রহ্ম) প্রতিপাদন করা যাইতে পারে না; ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

'যাহা হইতে বাক্যসমূহ নিবৃত্ত হয়' এই বাক্যটী যদি ব্রহ্ম হইতে বাক্য ও মনের নিবৃত্তিই প্রকাশ করিত; তাহা হইলে ত ব্রহ্ম-বস্তুর নির্ব্বিশেষভাব কখনই প্রতিপাদন করিতে পারিত না; পরন্তু ব্রহ্মবিষয়ে বাক্য ও মনের অপ্রামাণ্যই প্রকাশ করিত; তাহার ফলে তাঁহার (ব্রহ্মের) তুচ্ছতাই (মিথ্যাত্বই) আসিয়া পড়িত। 'ব্রহ্মবিৎ পুরুষ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন' এই হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মের বিপশ্চিত্ত্ব, জগৎকারণত্ব, আনন্দৈকরসত্ব, অপরের প্রতি আনন্দপ্রদত্ব, ইচ্ছামাত্রে চেতনাচেতনাত্মক সমস্ত জগৎস্রষ্টৃত্ব, সৃজ্যপদার্থ সমূহে অনুপ্রবেশ বশতঃ তত্তৎস্বরূপত্ব, ভয়াভয়হেতুত্ব, অর্থাৎ আশ্রিতের প্রতি অভয়দাতৃত্ব, আর অনাশ্রিতের প্রতি ভয়ঙ্করত্ব, বায়ু-আদিত্য প্রভৃতির উপর শাসনকর্তৃত্ব, উত্তরোত্তর শতগুণ বৃদ্ধিক্রমে নিরতিশয় আনন্দস্বরূপত্ব এবং আরও অনেক বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম প্রতিপাদন করিয়া অবশেষে যে, ব্রহ্মবিষয়ে বাক্য ও মনের প্রবৃত্তি (গতি—অধিকার) না থাকায় ব্রহ্মকে অপ্রমাণক অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়ে কোন প্রমাণ নাই বলা; ইহা ত ভ্রান্তের কথা।

(*) সংসারিত্বদশায়াম্' ইতি (গ) পাঠঃ।   (†) দর্শনাসম্ভবাৎ' ইতি (খ) পাঠঃ।

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" ইতি যচ্ছব্দনির্দ্দিষ্টমর্থম্ "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ [তৈত্তি০ আন০ ৯] ইত্যানন্দশব্দেন প্রতিনির্দ্দিশ্য তস্য ব্রহ্ম-সম্বন্ধিত্বং 'ব্রহ্মণঃ' ইতি ব্যতিরেকনির্দ্দেশেন প্রতিপাদ্য তদেব বাঙ্মনসা-গোচরং 'বিদ্বান্' ইতি তদ্বেদনমভিদধদ্ বাক্যং জরদ্গবাদিবাক্যবদনর্থকং বাচ্যানন্তর্গতং (*) চ স্যাৎ। অতঃ শতগুণিতোত্তরক্রমেণ ব্রহ্মানন্দস্যাতি-শয়েয়ত্তাং (†) বক্তুমুদ্যম্য তস্য ইয়ত্তায়া (‡) অভাবাদেব বাঙ্মনসয়োস্ততো নিবৃত্তিঃ "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" ইত্যুচ্যতে। এবমিয়ত্তারহিতং 'ব্রহ্মণ আনন্দং বিদ্বান্ কুতশ্চন ন বিভেতি' ইত্যুচ্যতে।

'যাঁহা হইতে বাক্যসমূহ নিবৃত্ত হয়' এই স্থলে 'যৎ' পদে যাহার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্" (ব্রহ্মের আনন্দকে যে জানে) এই বাক্যে আবার আনন্দ শব্দে তাহারই প্রতিনির্দ্দেশ করা হইয়াছে; পুনশ্চ 'ব্রহ্মণঃ' এই ভেদনির্দ্দেশক পদে সেই আনন্দকেই আবার 'ব্রহ্ম-সম্বন্ধী' বলিয়া প্রতিপাদন করিয়া এখন যদি উক্ত বাক্যই আবার 'বাক্য ও মনের অগোচর সেই ব্রহ্মকেই যিনি জানেন', এইরূপ অর্থই প্রতিপাদন করে, তাহা হইলে ত 'জরদ্গবাদি' বাক্যের ন্যায় উক্ত বাক্যটীও অর্থহীন এবং বাচ্যের অনন্তর্গত হইয়া পড়ে (§)। অতএব, [বুঝিতে হইবে যে,] উত্তরোত্তর শতগুণ বৃদ্ধিক্রমে সর্ব্বাধিক ব্রহ্মানন্দের পরিমাণ অবধারণার্থ উদ্যম করিয়া ব্রহ্মানন্দের ইয়ত্তা (পরিমাণ) না থাকায় তাঁহা হইতে বাক্য ও মন নিবৃত্ত হয়, ইহাই "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" শ্রুতিতে উক্ত হইতেছে। 'এইরূপ ইয়ত্তারহিত (অপরিমিত) ব্রহ্মানন্দাভিজ্ঞ পুরুষ কোথা হইতেও ভীত হন না।' "আনন্দং ব্রহ্মণঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতেও

(*) বাচ্যানন্তর্গতম্' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(†) অতিশয়িতাম্' ইতি (খ) পাঠঃ। অতিশয়েন ইয়ত্তাম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) ইয়ত্তাভাবাৎ' ইতি (খ, গ) পাঠঃ।

(§) তাৎপর্য্য—জরদ্গবাদি বাক্যটী এইরূপ—

"জরদ্গবঃ কোমল-পাদুকাভ্যাং দ্বারি স্থিতো গায়তি মঙ্গলানি।
তং ব্রাহ্মণী পৃচ্ছতি পুত্রকামা রাজন্, রুমায়াং লবণস্য কোঽর্ঘঃ॥"

অর্থ—'জরদ্গব' অর্থ—বৃদ্ধ বৃষ বা ইন্দ্রিয়শক্তিশূন্য বৃদ্ধ। জরদ্গব কোমল পাদুকা পরিধান করিয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া মঙ্গল গান করিতেছে। পুত্রাভিলাষিণী ব্রাহ্মণী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, হে রাজন্, লবণের খনির মূল্য কত?' এখানে, জরদ্গবের পাদুকা পরিধান ও মঙ্গলগীতি; আর পুত্রাভিলাষিণী ব্রাহ্মণীর পক্ষেও তাহাকে 'রাজন্' শব্দে সম্বোধন এবং লবণের খনির মূল্য জিজ্ঞাসা করা, অসম্বদ্ধপ্রলাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এইরূপ ব্রহ্মকেও প্রথমে আনন্দ প্রভৃতি গুণে বিশেষিত করিয়া পশ্চাৎ তাহাকেই যদি বাক্য ও মনের অগোচর বলিয়া প্রতিপাদন করা হয়; তাহা হইলে বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদন হেতু উক্ত জরদ্গবাদি বাক্যের ন্যায় এই শ্রুতিবাক্যও অর্থহীন অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। অতএব, ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষবাদ বা অবিষয়তাবাদ শ্রুতিবাক্যের অভিপ্রেত নহে।

কিঞ্চ, অস্য মান্ত্রবর্ণিকস্য বিপশ্চিতঃ "সোঽকাময়ত" ইত্যারভ্য বক্ষ্যমাণ-স্বসংকল্পাবকৢপ্ত-জগজ্জন্ম-স্থিতি-জগদন্তরাত্মত্বাদের্মুক্তাত্মস্বরূপাদন্যত্বং সুস্পষ্টমেব ॥ ।১।১৭॥

এই অর্থই কথিত হইতেছে। অপিচ, এই মন্ত্রোক্ত 'বিপশ্চিৎ' যে, মুক্তাত্মা হইতে ভিন্ন, তাহা 'তিনি কামনা করিয়াছিলেন', এই হইতে আরম্ভ করিয়া বক্ষ্যমাণ (যাহা পরে বলা হইবে) স্বীয় সংকল্পবলে সম্পাদিত জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও অন্তরাত্মত্বাদি হেতু দ্বারা অতি স্পষ্টরূপেই প্রমাণিত হইতে পারে ॥ ১ । ১ । ১৭ ॥

ইতশ্চোভয়াবস্থাৎ প্রত্যগাত্মনোঽন্য আনন্দময়ঃ—

ভেদব্যপদেশাচ্চ ॥১।১।১৮॥

[পদচ্ছেদঃ—ভেদব্যপদেশাৎ (ভেদোল্লেখহেতু) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—"তস্মাদ্বা এতস্মাদ্ বিজ্ঞানময়াদ্ অন্যোঽন্তর আত্মা আনন্দময়ঃ।" ইত্যত্র 'বিজ্ঞানময়' শব্দবাচ্যাৎ জীবাৎ আনন্দময়স্য ভেদেন ব্যপদেশাৎ নির্দ্দেশাদপি আনন্দময়ো ন জীবস্বরূপঃ, অপিতু তদতিরিক্তঃ পরমাত্মা—ব্রহ্ম এবেত্যর্থঃ ॥

"তস্মাৎ" ইত্যাদি শ্রুতিতে 'বিজ্ঞানময়' জীব হইতে আনন্দময়ের ভেদনির্দ্দেশ হেতুও 'আনন্দময়' পদের অর্থ—জীব নহে, পরন্তু তদতিরিক্ত পরমাত্মা। অভিন্ন হইলে কখনই বিজ্ঞানময় হইতে আনন্দময়ের ভেদনির্দ্দেশ থাকিত না। ॥ ১ । ১ । ১৮ ॥]

"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ" [তৈত্তি° আন° ১] ইত্যারভ্য মান্ত্রবর্ণিকং ব্রহ্ম ব্যঞ্জয়দ্বাক্যমন্ন-প্রাণ-মনোভ্য ইব জীবাদপি তস্য ভেদং ব্যপদিশতি—"তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াদন্যোঽন্তর আত্মা আনন্দময়ঃ" [তৈত্তি° আন°৫] ইতি। অতো জীবাৎ ভেদস্য ব্যপদেশাচ্চ অয়ং মান্ত্রবর্ণিক আনন্দময়োঽন্য এবেতি বিজ্ঞায়তে ॥১।১।১৮॥

এই কারণেও 'আনন্দময়' [বদ্ধ-মুক্ত] উভয়াবস্থাপন্ন জীব হইতে ভিন্ন—'যেহেতু ভেদোল্লেখও রহিয়াছে।

'সেই এই আত্মা হইতে আকাশ (সম্ভূত হইল)', এই হইতে আরম্ভ করিয়া মান্ত্রবর্ণিক ব্রহ্মবোধক 'সেই এই 'আনন্দময়' আত্মা বিজ্ঞানময় অপেক্ষাও অন্তর—' এই বাক্যটী 'অন্নময়' 'প্রাণময়' ও 'মনোময়' হইতে যেমন ব্রহ্মের ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন, তেমনি জীব হইতেও তাঁহার ভেদ নির্দ্দেশ করিতেছেন। অতএব জীব হইতেও ভেদোল্লেখ থাকায় এই মন্ত্রবর্ণোক্ত আনন্দময় নিশ্চয়ই [জীব হইতে] পৃথক্ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে ॥ ১।১।১।১৮ ॥

ইতশ্চ (*) জীবাদন্যঃ—

কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা ॥১।১।১৯॥

[পদচ্ছেদঃ—কামাৎ (কামনা—ইচ্ছা হেতু) চ (ও) ন (নাই) অনুমানাপেক্ষা (অনুমান-কল্পিত প্রধানাদির অপেক্ষা)।]

[সরলার্থঃ—"সঃ অকাময়ত—বহু স্যাং—প্রজায়েয়" ইতি, "ইদং সর্ব্বমসৃজত" ইতি চ কামাৎ ইচ্ছামাত্রাদেব কেবলাৎ জগৎসর্জ্জনশ্রবণাৎ অপি [আনন্দময়স্য জগৎসর্জ্জনবিধৌ] আনুমানস্য অনুমানগম্যস্য সাংখ্যোক্তপ্রধানস্য অপেক্ষা নাস্তি। জীবস্য হি স্বকার্য্যসম্পাদনে প্রকৃত্যপেক্ষা নিয়তা, ততশ্চ আনন্দময়ঃ ন জীবঃ, অপিতু পরমাত্মৈব, ইত্যভিপ্রায়ঃ॥

'তিনি কামনা করিলেন—বহু হইব—জন্মিব,' 'তিনি এই সমস্ত সৃষ্টি করিলেন'। এই সকল শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, আনন্দময়ের ইচ্ছামাত্রে জগৎ সৃষ্টি হয়; সুতরাং সৃষ্টিকার্য্যে তাহার অনুমানকল্পিত সাংখ্যোক্ত প্রধানের অপেক্ষা নাই ; অথচ জীবের পক্ষে কার্য্যমাত্রেই প্রকৃতির সাহায্য অপেক্ষিত আছে ; সুতরাং এখানে প্রকৃতি-নিরপেক্ষ আনন্দময়কে জীব বলা যাইতে পারে না॥ ১। ১। ১৯॥]

জীবস্যাবিদ্যাপরবশস্য জগৎকারণত্বে হ্যবর্জ্জনীয়া আনুমানিক-প্রধানাদি-শব্দাভিধেয়াচিদ্বস্তুসংসর্গাপেক্ষা ; তথৈব হি চতুর্মুখাদীনাং কারণত্বম্। ইহ চ "সোঽকাময়ত, বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইত্যচিৎসংসর্গরহিতস্য স্বকামাদেব বিচিত্রচিদচিদ্বস্তুনঃ সৃষ্টিঃ "ইদং সর্ব্বমসৃজত, যদিদং কিঞ্চ" ইত্যাম্নায়তে। অতোঽস্যানন্দময়স্য জগৎ সৃজতো নানুমানিকাচিদ্বস্তুসংসর্গাপেক্ষা প্রতীয়তে। অতশ্চ জীবাদন্য আনন্দময়ঃ॥ ১।১।১৯॥

এই কারণেও জীব হইতে পৃথক্—'কামনা হইতে [সৃষ্টি হয়] বলিয়াও অনুমানপরিকল্পিত প্রধানাদির অপেক্ষা নাই।'

অবিদ্যার অধীন জীব জগৎকারণ হইলে প্রধানাদি-শব্দবাচ্য আনুমানিক জড়পদার্থের সাহায্যাপেক্ষা অনিবার্য্য হইয়া পড়িত, এবং চতুর্মুখ ব্রহ্মা প্রভৃতির কারণত্বও অপরিত্যাজ্য হইত। এখানে কিন্তু 'তিনি কামনা করিলেন—বহু হইব—জন্মিব', এই শ্রুতিতে জড়সংস্পর্শরহিত কেবল ব্রহ্মের স্বেচ্ছানুসারেই চিৎ-জড়াত্মক বিচিত্র সৃষ্টির কথা 'এই যা' কিছু, তৎসমস্তই সৃষ্টি করিলেন,' এই শ্রুতিতে পঠিত হইতেছে। এই কারণে এই আনন্দময়ের জগৎ-সৃষ্টি কার্য্যে অনুমানকল্পিত কোন জড়পদার্থের অপেক্ষা নাই বলিয়া জানা যাইতেছে। এই কারণেও 'আনন্দময়' বস্তুটী জীব হইতে স্বতন্ত্র॥ ১। ১। ১৯॥

এই কারণেও—'যেহেতু এই আনন্দময়েই ইহার (জীবের) আনন্দসম্বন্ধ উপদেশ করিয়া থাকেন।'

(*) অতশ্চ' ইতি (গ) পাঠঃ

ইতশ্চ—

অস্মিন্নস্য চ তদ্যোগং শাস্তি ॥১।১।২০॥

[পদচ্ছেদঃ—অস্মিন্ (ইহাতে—আনন্দময়ে) অস্য (ইহার—জীবের) চ (ও) তদ্যোগং (আনন্দসম্বন্ধ) শাস্তি (উপদেশ করিতেছেন) [শাস্ত্র]।]

[সরলার্থঃ—"রসো বৈ সঃ, রসং হেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি।" ইত্যত্র 'রস' শব্দনির্দ্দিষ্টে অস্মিন্ আনন্দময়ে অস্য—'অয়ং'—শব্দনির্দ্দিষ্টস্য জীবস্য তদ্যোগং তল্লাভাদানন্দযোগং শাস্তি উপদিশতি শাস্ত্রমিতিশেষঃ। যল্লাভাদ্ জীবস্য আনন্দযোগঃ, স খলু জীবাদন্যঃ পরমাত্মৈবেত্যাশয়ঃ॥

'তিনি 'রস' স্বরূপ, এই জীব সেই রসকে লাভ করিয়া আনন্দিত হয়।' এখানে 'রস'-পদবাচ্য আনন্দময়ের লাভে জীবের আনন্দ-সম্বন্ধ বলা হইতেছে ; অথচ লব্ধা ও লভ্য কখনই এক হইতে পারে না ; কাজেই আনন্দময়কে জীবস্বরূপ বলা যাইতে পারে না॥ ১। ১। ২০॥ ষষ্ঠ আনন্দময় অধিকরণ সমাপ্ত॥]

'অস্মিন্'—আনন্দময়ে 'অস্য চ'—জীবস্য 'তদ্যোগম্' আনন্দযোগং 'শাস্তি' শাস্ত্রম্—"রসো বৈ সঃ, রসং হেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি [তৈত্তি০ আন০ ৭-১] ইতি রসশব্দাভিধেয়ানন্দময়লাভাৎ (*) অয়ং জীবশব্দাভিলপনীয়ঃ আনন্দীভবতীত্যুচ্যমানে যল্লাভাদ্ য আনন্দী ভবতি, স স এবেত্যনুন্মত্তঃ কো ব্রবীতীত্যর্থঃ।

এবমানন্দময়ঃ পরং ব্রহ্মেতি নিশ্চিতে সতি "যদেষ আকাশ আনন্দঃ", "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইত্যাদিষ্বানন্দশব্দেনানন্দময় এব পরামৃশ্যতে। যথা

'তিনি রসস্বরূপ, এই জীব সেই রস লাভ করিয়াই আনন্দিত হয়,' এই শাস্ত্র এই আনন্দময়ে এই জীবের 'তদ্যোগ' অর্থাৎ আনন্দযোগ বা আনন্দ-সম্বন্ধের উপদেশ করিতেছেন। এখানে 'রস' অর্থ—আনন্দময়, আর 'অয়ং' অর্থ—জীব ; এই 'জীব'-পদবাচ্য আত্মা 'রস'-পদবাচ্য আনন্দময় লাভে আনন্দবান্ হয় ; এই কথা বলিলে, যে যাহার লাভে আনন্দিত হয়, সে যে তৎস্বরূপই, অর্থাৎ সেই লাভকারী ও লভ্য, উভয়ই যে এক, ইহা উন্মত্ত ভিন্ন আর কে বলিতে পারে ?

এইরূপে 'আনন্দময়' যখন পরব্রহ্ম বলিয়াই নিশ্চিত হইল, তখন 'বিজ্ঞান' শব্দে যেমন 'বিজ্ঞানময়' অর্থ অভিহিত হয়, তেমনি 'যদি এই আনন্দস্বরূপ আকাশ,' 'ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দ-

(*) 'আনন্দলাভাৎ' ইতি (গ) পাঠঃ।

'বিজ্ঞান'শব্দেন বিজ্ঞানময়ঃ। অতএব "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্" ইতি "ব্যতিরেক-নির্দ্দেশঃ। অতএব এতম্যানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি" ইতি ফলনির্দ্দেশশ্চ। উত্তরে চানুবাকে পূর্ব্বানুবাকোক্তানামন্নময়াদীনাম্ "অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ", "প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" "মনো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" "বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ [তৈত্তি০ ভৃগু০ ২—৫] ইতি প্রতিপাদনাৎ "আনন্দো ব্রহ্ম" ইত্যপ্যানন্দময়স্যৈব প্রতিপাদনমিতি বিজ্ঞায়তে; তত এব চ (*) তত্রাপি "আনন্দময়মাত্মানমুপসংক্রম্য" [তৈত্তি০ আন০ ১০-৫] ইত্যুপসংহৃতম্। অতঃ প্রধানশব্দাভিলপ্যাদর্থান্তরভূতস্য পরস্য ব্রহ্মণো জীবশব্দাভিলপনীয়াদপি বস্তুনোঽর্থান্তরত্বং সিদ্ধম্ ॥১।১।২০॥ [ষষ্ঠং আনন্দ-ময়াধিকরণং সমাপ্তম্॥]

স্বরূপ।' ইত্যাদি স্থলেও 'আনন্দ' শব্দে 'আনন্দময়' অর্থই অভিহিত হইতেছে [বুঝিতে হইবে]। এই কারণেই 'যিনি ব্রহ্মের আনন্দ জানেন,' এই স্থলে [ব্রহ্ম ও আনন্দের] ভেদ নির্দ্দেশ, এবং এই কারণেই 'এই আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হন' এইরূপ ফলনির্দ্দিশও উপপন্ন হইয়া থাকে। আব পববর্ত্তী অনুবাকেও (পরিচ্ছেদেও) পূর্ব্ব পরিচ্ছেদোক্ত অন্নময়াদিকেই 'অন্নই ব্রহ্ম, ইহা জানিয়াছিলেন', 'প্রাণই ব্রহ্ম, ইহা জানিয়াছিলেন,' 'মনই ব্রহ্ম, ইহা জানিয়া-ছিলেন' এইরূপে প্রতিপাদন করায় বেশ বুঝা যাইতেছে যে, 'আনন্দই ব্রহ্ম', এইটি সেই আনন্দময়েরই প্রতিপাদন (†)। আর এই কারণেই সেই স্থানেও 'আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া' এইরূপ উপসংহার করা হইয়াছে। এতএব, প্রধান-শব্দে উল্লেখযোগ্য (প্রকৃতি) হইতে পৃথগ্ভূত যে পর ব্রহ্ম, 'জীব' শব্দাভিধেয় পদার্থ হইতেও (জীব হইতেও) তাহার পৃথক্ পদার্থত্ব সিদ্ধ হইল ॥ ১ । ১ । ২০ ॥ ষষ্ঠ আনন্দময়াধিকরণ সমাপ্ত ॥

(*) অতএব' ইতি (খ, গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—আশঙ্কা হইতেছে যে, প্রকরণের প্রারম্ভে "অন্যঃ অন্তর আত্মা আনন্দময়ঃ" কেবল এইস্থলেই একমাত্র 'আনন্দময়' শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, পরে আনন্দময়ের পরিবর্ত্তে 'আনন্দ' শব্দেরই ভূরি-প্রয়োগ দেখা যায়। অতএব, আনন্দকে ব্রহ্মের গুণ বা স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিলেও 'আনন্দময়'কে ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না, পক্ষান্তরে আনন্দময়কে জীবস্বরূপ বলিবার অনেক কারণ আছে। তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না—এ আশঙ্কা সমীচীন হয় না, তাহার কারণ এই যে, ঐ প্রকরণেই প্রারম্ভে 'ময়ট্' প্রত্যয় সংযোগে 'অন্নময়' 'প্রাণময়' ও 'মনোময়' শব্দে যাহাদের নির্দ্দেশ হইয়াছে; উপসংহারসময়ে সেই সকলকেই 'ময়ট্' প্রত্যয় রহিত করিয়া "অন্নং ব্রহ্ম" ইত্যাদিরূপে প্রতিনির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সেইরূপ বাক্যোপক্রমে যাহাকে 'আনন্দময়' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; উপসংহারে যে, 'আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" এখানে সেই আনন্দময়েরই ব্রহ্মানন্দরূপে প্রতিনির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাতে আর সংশয় নাই। অতএব, 'আনন্দময়' ও 'আনন্দ' একই পদার্থ এবং সেই পদার্থটী জীব নহে—ব্রহ্ম।

যদ্যপি মন্দপুণ্যানাং জীবানাং কামাজ্জগৎসৃষ্টিরতিশয়িতানন্দযোগো ভয়াভয়হেতুত্বমিত্যাদি ন সম্ভবতি; তথাপি বিলক্ষণপুণ্যানামাদিত্যেন্দ্র-প্রজাপতিপ্রভৃতীনাং সম্ভবত্যেব, ইতীমামাশঙ্কাং নিরাকরোতি—

অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ ॥১।১।২১॥

[পদচ্ছেদ :—অন্তঃ (অভ্যন্তরস্থ) তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ (তাহার—পরমাত্মার ধর্ম্মের উপদেশহেতু)।]

[সরলার্থঃ—"য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে; হিরণ্যশ্মশ্রুঃ হিরণ্যকেশঃ, আ প্রণখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ,...উদেতি হ বৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যঃ, য এবং বেদ" ইত্যাদি শ্রূয়তে। অত্র চ আদিত্যে অক্ষিণি চ অন্তঃস্থিতত্বেন শ্রূয়মাণঃ পুরুষাকারঃ পরমাত্মা, নান্যঃ; কুতঃ? তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ, তস্য পরমাত্মনো যে ধর্ম্মা অপহতপাপ্মত্ব-সর্ব্বলোকেশিতৃত্ব-সর্ব্বকামপ্রদত্বাদয়ঃ "স এষ সর্ব্বেষাং লোকানামীশঃ সর্ব্বেষাং কামানাম্।" ইত্যাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধাঃ, তেষামস্মিন্ নির্দ্দেশাদিত্যর্থঃ।

'এই যে, আদিত্যের অভ্যন্তরে হিরণ্ময় পুরুষ দৃষ্ট হইতেছে; যাহার সুবর্ণাভ শ্মশ্রু, সুবর্ণ সদৃশ কেশ এবং নখাগ্র হইতে সমস্তই সুবর্ণ বর্ণ' ইত্যাদি। এখানে যে, আদিত্য ও অক্ষির অন্তস্থ একটী পুরুষাকৃতি শ্রুত হইতেছেন; তিনি পরমাত্মা ভিন্ন অপর কেহ নহে; কারণ?—পরমাত্মার যে, শ্রুতি-প্রসিদ্ধ নিষ্পাপত্ব, সর্ব্বলোকেশ্বরত্ব ও সর্ব্বকামপ্রদত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম, এই পুরুষেও সেই সকল ধর্ম্মেরই উল্লেখ রহিয়াছে; অতএব নিশ্চয়ই এই পুরুষ পরমাত্মা ॥ ১।১।২১ ॥]

ইদমাম্নায়তে চ্ছান্দোগ্যে—"য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে, হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্যকেশ আ প্রণখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ, তস্য যথা

যদিও অল্পপুণ্যসম্পন্ন জীবগণের পক্ষে ইচ্ছামাত্রে জগৎ সৃষ্টি, সর্ব্বাতিশয় আনন্দসম্বন্ধ ও ভয়াভয়হেতুত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহ সম্ভবপর হয় না, সত্য; তথাপি বিশেষ সুকৃতিসম্পন্ন আদিত্য, ইন্দ্র ও প্রজাপতি প্রভৃতির পক্ষে ত নিশ্চয়ই সম্ভব হয়; এই আশঙ্কা অপনয়নার্থ বলিতেছেন—'অন্তঃস্থ বস্তুটী পরমাত্মা, কারণ, তাঁহারই ধর্ম্মসমূহের উপদেশ রহিয়াছে।' (৬৬)

ছান্দোগ্যোপনিষদে এইরূপ পঠিত আছে যে, 'এই যে আদিত্যমণ্ডল মধ্যে হিরণ্ময় পুরুষ

---

(৬৬) তাৎপর্য্য—"এই অধিকরণের নাম 'অন্তরধিকরণ'। অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ। ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ।" এই দুইটী সূত্র লইয়া এই অধিকরণটী রচিত হইয়াছে; তাহা এইরূপ - (১) বিষয় বাক্য—"য এষঃ অন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষঃ" ইত্যাদি। (২) সংশয়—এই আদিত্য ও অক্ষিমধ্যস্থ পুরুষ কি জীব? অথবা তদধিষ্ঠিত দেবতা? কিংবা পরমাত্মা? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—যখন রূপবিশেষ ও গুণবিশেষ বর্ণিত আছে, তখন ঐ পুরুষ জীব কিংবা অধিষ্ঠাত্রী দেবতাই হইবে, পরমাত্মা নহে। (৪) সিদ্ধান্ত—ঐ পুরুষ জীব কিংবা দেবতা হইতে পারে না; কারণ, অপহতপাপ্মত্ব প্রভৃতি পরমাত্ম-ধর্ম্মসমূহের উল্লেখ রহিয়াছে; অতএব, পরমাত্মাই ঐ পুরুষপদের প্রতিপাদ্য। (৫) প্রয়োজন—আদিত্য ও অক্ষি অবলম্বনে পরমেশ্বরের উপাসনা। এবং তাহা দ্বারা মুক্তি লাভ।

কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী, তস্যোদিতি নাম, স এষ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্য উদিতঃ, উদেতি হ বৈ সর্ব্বেভ্য পাপ্মভ্যো য এবং বেদ। তস্য ঋক্ চ সাম চ গেষ্ণৌ, ইত্যধিদৈবতম্।"(*) "অথাধ্যাত্মম্-অথ য এষোঽন্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে, সৈব ঋক্, তৎ সাম, তদুক্থং, তদ্ যজুঃ, তদ্ ব্রহ্ম, তস্যৈতস্য তদেব রূপং, যদমুষ্য রূপং, যাবমুষ্য গেষ্ণৌ তৌ গেষ্ণৌ, যন্নাম তন্নাম" [ছান্দো০ ১।৬—৮] ইতি ।

দৃষ্ট হইতেছে, হিরণ্যশ্মশ্রু, হিরণ্যকেশ, [অধিক কি,] নখাগ্র হইতে সমস্তই যাঁহার সুবর্ণময়। কপ্যাস অর্থাৎ আদিত্য দ্বারা প্রকাশিত পুণ্ডরীক (পদ্ম) (১) যেরূপ রমণীয়, ইহার চক্ষু দুইটীও সেইরূপই (রমণীয়) ; তাঁহার নাম 'উৎ' ; কারণ, তিনি সমস্ত পাপ হইতে উত্তীর্ণ (নিষ্পাপ), যিনি এইরূপ [পুরুষকে] জানেন, তিনি সমস্ত পাপ হইতে উদিত (বিমুক্ত) হন, ঋগ্বেদ ও সামবেদ তাঁহার দুইটী গেষ্ণ (গীতি বিশেষ) ; ইহা অধিদৈবত বা দেবতাসম্বন্ধী রূপ।' 'অনন্তর অধ্যাত্ম রূপ [কথিত হইতেছে], আর এই যে, অক্ষিমধ্যে পুরুষ দৃষ্ট হইয়া থাকে ; ঋক্, সাম, উক্থ (সামবেদীয় স্তোত্র বিশেষ), যজুঃ ও ব্রহ্ম, সমস্তই পূর্ব্ববৎ ; পূর্ব্ববর্ত্তী পুরুষের যাহা রূপ, ইহারও তাহাই রূপ ; তাহার যাহা গেষ্ণ, [ইহারও] তাহাই গেষ্ণ, এবং তাহার যাহা নাম, ইহারও তাহাই নাম' ইতি।

(*) (গ) পুস্তকে তু নামেত্যাদিঃ অধ্যাত্মমিত্যন্তঃ পাঠো ন দৃশ্যতে।

(১) তাৎপর্য্য—'শ্রুতপ্রকাশিকা' টীকায় 'কপ্যাস' শব্দের নিম্ন লিখিত তিন প্রকার অর্থ লিখিত আছে—(১) "কং পিবতীতি কপিঃ—আদিত্যঃ, তেন অস্যতে ক্ষিপ্যতে বিকাশ্যতে ইতি কপ্যাসং, তথাহ বাক্যকারঃ—'আদিত্যক্ষিপ্তং বা শ্রীমত্ত্বাৎ' ইতি। (২) কং পিবতীতি কপিঃ নালং, তস্মিন্ আস্তে ইতি কপ্যাসং, অপচিতাদপি পঙ্কজাৎ নালস্থস্য শোভাতিশয়োঽস্তি, ইতি সোঽত্র বিবক্ষিতঃ। (৩) কং জলং, তত্র আস্তে ; 'আস্ উপবেশনে' ইতি ধাতুরপিপূর্ব্বকঃ—"বষ্টি ভাগুরিরল্লোপমবাপ্যোরুপসর্গয়োঃ" ইতি বচনাদপেরকারলোপঃ ; কপ্যাসং সলিলস্থমিত্যুক্তং ভবতি।'

ইহার মর্ম্মার্থ এইরূপ (১) 'ক' অর্থ জল, সেই জল বিক্ষিপ্ত করে বলিয়া সূর্য্যকে 'কপি' বলা যায়, পদ্ম সেই কপিকর্ত্তৃক বিকাশিত হয়, এইজন্য পুণ্ডরীকের বিশেষণরূপে 'কপ্যাস' (কপি+আস) শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে। অতএব, 'কপ্যাস' পদে প্রস্ফুটিত অর্থ বুঝিতে হইবে। (২) 'ক' অর্থ জল, তাহা পান করে বলিয়া পদ্মনালকে 'কপি' বলা যাইতে পারে, সেই নালের উপর অবস্থান করে বলিয়া পদ্মকে 'কপ্যাস' বলা হইয়াছে ; সুতরাং এ পক্ষেও 'কপ্যাস' পদটী পুণ্ডরীকেরই বিশেষণ। (৩) 'ক' অর্থ জল, তাহার মধ্যে অবস্থান করে বলিয়া জলস্থ পদ্মকে 'কপ্যাস' বলা যাইতে পারে। ক+অপি+আস্ ধাতু হইতে 'অপির' 'অ' লোপ করিয়া 'কপ্যাস' পদটী নিষ্পন্ন করা হইয়াছে। অতএব, এপক্ষে 'কপ্যাস' অর্থ জলস্থিত ; উহা ঐ পুণ্ডরীকেরই বিশেষণ।

কিন্তু শঙ্করাচার্য্য এই 'কপ্যাস' পদের অর্থ করিয়াছেন—কপি (বানর) যে অংশ দ্বারা বসিয়া থাকে ; সেই পুচ্ছাধোভাগ ; তাহা স্বভাবতঃ রক্তবর্ণ, এই কারণে 'পুণ্ডরীক' শব্দটী কপ্যাস বিশেষণে বিশেষিত হওয়ায় 'রক্তপদ্ম' এইরূপ অর্থ সম্পন্ন হইয়াছে। কেহ কেহ আবার 'কপ্যাস' পদে 'আদিত্য-মণ্ডল' এবং 'পুণ্ডরীক' পদে 'হৃদয়-পুণ্ডরীক' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন ; সুতরাং তাহাদের মতে 'কপ্যাস' ও 'পুণ্ডরীক' এই দুইটী পৃথক্ পৃথক্ দৃষ্টান্ত।

তত্র সন্দিহ্যতে—কিময়মক্ষ্যাদিত্যমণ্ডলান্তর্বর্ত্তী পুরুষঃ পুণ্যোপচয়-নিমিত্তৈশ্বর্য্য আদিত্যাদিশব্দাভিলপ্যো জীব এব ? আহোস্বিৎ তদতিরিক্তঃ পরমাত্মেতি। কিং যুক্তম্ ? উপচিতপুণ্যো জীব এবেতি। কুতঃ ? সশরীরত্ব-শ্রবণাৎ। শরীরসম্বন্ধো হি জীবানামেব সম্ভবতি ; কর্ম্মানুগুণপ্রিয়াপ্রিয়-যোগায় হি শরীরসম্বন্ধঃ। অতএব হি কর্ম্মসম্বন্ধরহিতস্য মোক্ষস্য প্রাপ্যত্বম-শরীরত্বেনোচ্যতে—"ন হ বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি। অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ" [ছান্দো০ ৮।১২।১] ইতি। সম্ভবতি চ পুণ্যাতিশয়াৎ জ্ঞানাধিক্যং, শক্ত্যাধিক্যঞ্চ। অতএব লোক-কামেশত্বাদি (*) তস্যৈবোপপদ্যতে। তত এব চোপাস্যত্বং, ফলদায়িত্বং, পাপক্ষপণকরত্বেন মোক্ষোপযোগিত্বঞ্চ। মনুষ্যেষ্বপ্যুপচিতপুণ্যাঃ কেচিৎ জ্ঞানশক্ত্যাদিভিরধিকতরা দৃশ্যন্তে ; ততশ্চ সিদ্ধগন্ধর্ব্বাদয়ঃ ; ততশ্চ দেবাঃ ; ততশ্চেন্দ্রাদয়ঃ। অতো ব্রহ্মাদিষ্বন্যতম এব একৈকস্মিন্ কল্পে পুণ্যবিশেষেণৈবং প্রভূতমৈশ্বর্য্যং প্রাপ্তো জগৎসৃষ্ট্যাদ্যপি করোতীতি জগৎ-

---

এস্থলে সংশয় হইতেছে যে, এই যে অক্ষি ও আদিত্যমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী পুরুষ, এই পুরুষ কি সমধিক পুণ্যবলে ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত আদিত্যাদি শব্দবাচ্য জীবই ? অথবা তদতিরিক্ত পরমাত্মা ? এখানে কোনটী যুক্তিযুক্ত ? প্রভূত-পুণ্যসম্পন্ন জীবই [যুক্তিযুক্ত]। কারণ কি ?—সশরীরত্ব শ্রবণই কারণ ; কেন না, জীবগণের সম্বন্ধেই শরীর-সম্বন্ধ সম্ভবপর হয় ; কারণ, কর্ম্মানুযায়ী প্রিয়া-প্রিয়-ভোগের জন্যই শরীরের সহিত সম্বন্ধ হয় ; এইজন্যই কর্ম্মসংস্পর্শশূন্য মোক্ষকেও 'অশরীর' শব্দে উল্লেখিত করা হইয়াছে—'শরীরাভিমানসম্পন্ন থাকিলে কখনই তাহার প্রিয়াপ্রিয় সম্বন্ধ বিধ্বস্ত হয় না। পক্ষান্তরে, শরীরাভিমান-শূন্য হইলে প্রিয় বা অপ্রিয় অর্থাৎ সুখ বা দুঃখ কখনই তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।' অথচ পুণ্যাধিক্যের ফলে জ্ঞান ও শক্তির আতিশয্যও অসম্ভব নহে। অতএব, লোকেশিতৃত্ব ও কামেশ্বরত্বাদি ধর্ম্মও জীবের পক্ষেই উপপন্ন হয় ; আর সেই কারণেই উপাস্যত্ব, ফলদায়িত্ব এবং পাপক্ষয়ের হেতু বলিয়া মোক্ষোপযোগিত্বও তাহারই পক্ষে সুসঙ্গত হয়। মনুষ্যের মধ্যেও সমধিক পুণ্যসম্পন্ন কোন কোন লোককে জ্ঞান-ও শক্তি প্রভৃতি দ্বারা অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষসম্পন্ন দেখিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু তদপেক্ষাও সিদ্ধ-গন্ধর্ব্বগণকে, তদপেক্ষাও দেবগণকে এবং তদপেক্ষাও ইন্দ্রাদি দেবগণকে [অধিক উৎকর্ষসম্পন্ন দেখিতে পাওয়া যায়]। অতএব [বুঝিতে হইবে যে,] ব্রহ্মাদির মধ্যেই এক এক জন এক এক কল্পে সঞ্চিত পুণ্যবিশেষের ফলে এইরূপ প্রচুরতর ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া জগৎ-সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন ; সুতরাং জগৎকারণত্ব ও জগদন্তরাত্মত্বাদি-বোধক বাক্যও ঈদৃশ

(*) কামেশিতৃত্বাদি' ইতি (গ) পাঠঃ।

কারণত্ব-জগদন্তরাত্মত্বাদিবাক্যমস্মিন্নেব উপচিতপুণ্যবিশেষে সর্ব্বজ্ঞে সর্ব্বশক্তৌ বর্ত্ততে। অতো ন জীবাদতিরিক্তঃ পরমাত্মা নাম কশ্চিদস্তি। এবঞ্চ সতি "অস্থূলমনণ্বহ্রস্বম্" [বৃহদা০ ৫।৮।৮] ইত্যাদয়ো জীবাত্মন এব স্বরূপাভিপ্রায়া ভবন্তি; মোক্ষশাস্ত্রাণ্যপি তৎস্বরূপ তৎপ্রাপ্ত্যুপায়োপদেশপরাণীতি। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

"অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ।" অন্তরাদিত্যে অন্তরক্ষিণি চ যঃ পুরুষঃ প্রতীয়তে, স জীবাদন্যঃ পরমাত্মৈব। কুতঃ? 'তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ', জীবেষ্বসম্ভবন্(*) তদতিরিক্তস্যৈব পরমাত্মনো ধর্ম্মোঽয়মপহতপাপ্মত্বাদিঃ "স এষ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্য উদিতঃ" ইত্যাদিনোপদিশ্যতে। অপহতপাপ্মত্বং হ্যপহতকর্ম্মত্বং – কর্ম্মবশ্যতাগন্ধরহিতত্বমিত্যর্থঃ। কর্ম্মাধীনসুখদুঃখভাগিত্বেন কর্ম্মবশ্যা হি জীবাঃ। অতোঽপহতপাপ্মত্বং জীবাদন্যস্য পরাত্মন এব ধর্ম্মঃ। তৎপূর্ব্বকং স্বরূপোপাধিকং লোককামেশত্বং (†) সত্যসঙ্কল্পত্বাদিকং সর্ব্বভূতান্তরাত্মত্বঞ্চ তস্যৈব ধর্ম্মঃ। যথাহ (‡)—"এষ আত্মাপ-

---

সমধিক পুণ্যশালী সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি সম্পন্ন পুরুষেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অতএব জীবাতিরিক্ত পরমাত্মা বলিয়া কেহ নাই। এইরূপ যদি হইল; তাহা হইলে 'তিনি স্থূল নহেন, অণু নহেন এবং হ্রস্বও নহেন,' ইত্যাদি বাক্য সমূহকেও জীবাত্মার স্বরূপ-নিরূপণেই তাৎপর্য্যবিশিষ্ট বলিতে হইবে। আর মোক্ষোপদেশক শাস্ত্রসমূহকেও জীবের স্বরূপ-নির্দ্দেশক এবং তৎপ্রাপ্তির উপায় বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে।

সিদ্ধান্ত আরম্ভ

এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে, "অন্তঃ তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ।" অর্থাৎ আদিত্যমণ্ডলের ও অক্ষির অভ্যন্তরে যে পুরুষ প্রতীত হইতেছেন, তিনি নিশ্চয়ই জীব হইতে অতিরিক্ত—পরমাত্মা। কারণ?—যেহেতু [এখানে] পরমাত্মার ধর্ম্ম উপদিষ্ট রহিয়াছে। 'সেই এই পরমাত্মা সমস্ত পাপ হইতে উদিত অর্থাৎ সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্ত' ইত্যাদি শ্রুতিতে যে অপহত-পাপ্মত্বাদি ধর্ম্ম উপদিষ্ট আছে, তাহা জীবসমূহে সম্ভবপর হয় না, পরন্তু পরমাত্মার পক্ষেই সম্ভবপর হয়। 'অপহতপাপ্মত্ব' অর্থ—কর্ম্মহীনত্ব অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকারে কর্ম্মসম্বন্ধরাহিত্য। কর্ম্মানুযায়ী সুখ-দুঃখভাগী জীবগণ নিশ্চয়ই কর্ম্মের বশীভূত; অতএব 'অপহতপাপ্মত্ব' ধর্ম্মটী জীবের হইতেই পারে না; উহা পরমাত্মারই ধর্ম্ম। এই 'অপহতপাপ্মত্ব' হইতে আরম্ভ করিয়া লোকেশ্বরত্ব, কামেশ্বরত্ব, সত্যসংকল্পত্ব এবং সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মত্ব প্রভৃতি [যে

(*) ষসম্ভবাৎ' ইতি (খ) পাঠঃ।　　(†) লোকানামীশত্বম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) যদপ্যাহ' ইতি (গ) পাঠঃ।

হতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্ব্বিশোকোঽবিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ" [ছান্দো০ ৮।১।৫] ইতি, তথা "এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মাপ-হতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ" [সুবাল০ ৭] ইতি, "সোঽ-কাময়ত—বহু স্যাং—প্রজায়েয়েতি," [তৈত্তি০ আন০ ৬] ইত্যাদি সত্য-সংকল্পত্বপূর্ব্বক-সমস্তচিদচিদ্বস্তুসৃষ্টিযোগো নিরুপাধিক-ভয়াভয়হেতুত্বং, বাঙ্মনসপরিমিতিকৃত-পরিচ্ছেদ-রহিতানবধিকাতিশয়ানন্দযোগ ইত্যাদয়োঽকর্ম্ম-সম্পাদ্যাঃ স্বাভাবিকা ধর্ম্মা জীবস্য ন সম্ভবন্তি।

যত্তু শরীরসম্বন্ধাৎ ন জীবাতিরিক্ত ইত্যুক্তম্; তদসৎ, (*) ন হি সশরীরত্বং (+) কর্ম্মবশ্যতাং সাধয়তি, সত্যসংকল্পস্যেচ্ছয়াপি শরীরসম্বন্ধ-সম্ভবাৎ। অথোচ্যেত—শরীরং নাম ত্রিগুণাত্মক-প্রকৃতিপরিণামরূপ-ভূত সঙ্ঘাতঃ; তৎসম্বন্ধশ্চাপহতপাপ্মনঃ সত্যসংকল্পস্য পুরুষস্যেচ্ছয়া ন সম্ভবতি, অপুরুষার্থত্বাৎ। কর্ম্মবশ্যস্য তু স্ব-স্বরূপানভিজ্ঞস্য কর্ম্মানুগুণ-ফলোপভোগায় অনিচ্ছতোঽপি তৎসম্বন্ধোঽবর্জ্জনীয় ইতি। স্যাদে-

---

সমস্ত ধর্ম্ম উক্ত আছে, তৎসমস্ত] এই পরমাত্মারই স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম (জীবের নহে)। যেমন [শ্রুতি] যাহা বলিয়াছেন—'ইনি অপহতপাপ্মা, জরা, মৃত্যু ও শোক রহিত, ভোজনেচ্ছা ও পিপাসাশূন্য এবং সত্যকাম ও সত্যসংকল্প" ইতি। সেইরূপ 'ইনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, পাপ-বিরহিত, দিব্য, প্রকাশমান নারায়ণ' ইতি, 'তিনি কামনা করিলেন—আমি বহু হইব—জন্মিব' ইত্যাদি। উল্লিখিত শ্রুতি-কথিত 'সত্যসংকল্পত্ব' হইতে আরম্ভ করিয়া চিৎ-জড়াত্মক সমস্ত বস্তুর সৃষ্টি-সম্বন্ধ, স্বভাবসিদ্ধ ভয় ও অভয়-হেতুত্ব, বাক্য ও মনের দ্বারা অপরিমেয় বা পরিচ্ছেদশূন্য অসীম আনন্দ-সম্বন্ধ প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহ কর্ম্ম-সাধ্য নহে; সুতরাং জীবের পক্ষে উক্ত ধর্ম্মগুলি স্বাভাবিকভাবে সম্ভবপর হইতেই পারে না, আর শরীরসম্বন্ধের উল্লেখ থাকায় [উক্ত পুরুষ যে,] জীব ভিন্ন কেহই হইতে পারে না, বলা হইয়াছে; তাহাও সঙ্গত হয় নাই, কারণ, সশরীরত্ব বা শরীরসম্বন্ধ কখনই কর্ম্মাধীনতা সাধন করে না, অর্থাৎ কর্ম্মবশেই যে, কেবল শরীর সম্বন্ধ হয়, তাহা নহে; কারণ, যিনি সত্যসংকল্প, তাঁহার ইচ্ছামাত্রেও শরীর-সম্বন্ধ সম্ভবপর হইতে পারে। যদি বল, শরীর অর্থ—ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির পরিণামভূত ভূত-সমষ্টির অবস্থাবিশেষ; অপহতপাপ্মা ও সত্যসংকল্প পুরুষের যখন কোন প্রকার ভোগ নাই, তখন তাঁহার পক্ষে ত উক্তপ্রকার দেহসম্বন্ধ হইতেই পারে না; পরন্তু আত্ম-স্বরূপানভিজ্ঞ, কর্ম্মাধীন জীব ইচ্ছা না করিলেও তাহার পক্ষে কর্ম্মানুরূপ ফলোপভোগার্থ দেহ-সম্বন্ধ পরিহার্য্য হইতে পারে না। হাঁ, ইহার দেহও যদি ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির পরিণামভূত হইত, তাহা

(*) তদযুক্তং ইতি (ক) পাঠঃ। (+) শরীরবত্ত্বং ইতি (খ) পাঠঃ।

তদেবং ; যদি গুণত্রয়ময়ঃ (*) প্রাকৃতোঽস্য দেহঃ স্যাৎ ; স তু স্বাভিমতঃ স্বানুরূপোঽপ্রাকৃত এবেতি সর্ব্বমুপপন্নম্।

এতদুক্তং ভবতি—পরস্যৈব ব্রহ্মণো নিখিলহেয়-প্রত্যনীকানন্তজ্ঞানানন্দৈকস্বরূপতয়া সকলেতরবিলক্ষণস্য স্বাভাবিকানবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়-কল্যাণগুণগণাশ্চ সন্তি। তদ্বদেব স্বাভিমতানুরূপৈকরূপাচিন্ত্য-দিব্যাদ্ভুত-নিত্য-নিরবদ্য-নিরতিশয়ৌজ্জ্বল্য-সৌন্দর্য্য-সৌগন্ধ্য-সৌকুমার্য্য-লাবণ্য-যৌবনাদ্যনন্ত-গুণগণনিধি-দিব্যরূপমপি স্বাভাবিকমস্তি। তদেবোপাসকানুগ্রহেণ তত্তৎপ্রতিপত্ত্যনুরূপসংস্থানং করোতি, অপারকারুণ্য-সৌশীল্য-বাৎসল্যৌদার্য্যজলধিঃ নিরস্তনিখিলহেয়গন্ধোঽপহতপাপ্মা পরমাত্মা পরং ব্রহ্ম পুরুষোত্তমো নারায়ণ ইতি।

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" [তৈত্তি০ ভৃগু০ ১], "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" [ছান্দো০ ৬।২।১], "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ [ঐত০ ১।১।১], "একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ, ন ব্রহ্মা নেশানঃ" [মহোপ০ ১।১] ইত্যাদিষু নিখিলজগদেককারণতয়াবগতস্য

হইলে ঐরূপ আপত্তি হইতে পারিত সত্য, কিন্তু, তাহার সেই দেহটা ত তাহারই অভিপ্রায় ও ইচ্ছার অনুরূপ এবং অপ্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতিসম্বন্ধশূন্য, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত দোষের সম্ভাবনা হইতে পারে না।) অতএব এই মতে সমস্তই উপপন্ন হইতেছে।

অভিপ্রায় এই যে, সর্ব্বপ্রকার হেয়-প্রতিপক্ষ এবং অনন্ত জ্ঞান ও আনন্দ একমাত্র স্বরূপ হওয়ায় অপর সর্ব্ব পদার্থ হইতে বিলক্ষণস্বরূপ পরব্রহ্মেরই নিরবধি ও নিরতিশয় অসংখ্যেয় স্বাভাবিক কল্যাণময় গুণরাশি রহিয়াছে, ঠিক সেইরূপ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ দিব্য রূপও আছে ; সেই রূপটী আবার স্বীয় অভিপ্রায়ানুরূপ ও একবিধ অচিন্তনীয় অলৌকিক অদ্ভুত, নিত্য, নির্দ্দোষ ও সর্ব্বাতিশায়ী ঔজ্জ্বল্য, সৌন্দর্য্য, সৌগন্ধ্য (সুগন্ধ), সুকুমারতা, লাবণ্য ও যৌবনাদি অনন্ত গুণগণের আকর, অপার করুণা, সুশীলতা, বাৎসল্য ও ঔদার্য্য গুণের সমুদ্র স্বরূপ, এবং সমস্ত হেয়গুণের গন্ধমাত্রও রহিত, নিষ্পাপ, পরমাত্মরূপী পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম নারায়ণ সেই রূপকেই উপাসকগণের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তির অনুরূপ সংস্থানসম্পন্ন করিয়া থাকেন।

'যাহা হইতে এই সমস্ত ভূতবর্গ সম্ভূত হয়', 'হে সোম্য, সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ সৎস্বরূপ ছিল,' 'অগ্রে এই জগৎ এক আত্মস্বরূপই ছিল।' 'এক নারায়ণই ছিলেন—ব্রহ্মা ছিলেন না, এবং ঈশানও ছিলেন না।' ইত্যাদি শ্রুতিতে সমস্ত জগতের অদ্বিতীয় কারণরূপে যে পরব্রহ্ম

(*) ত্রিগুণময়ঃ' ইতি (খ), পাঠঃ।

পরস্য ব্রহ্মণঃ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" [তৈত্তি° আন° ১], "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" [বৃহদা° ৫ ৯।২৮] ইত্যাদিষ্বেবম্ভূতং স্বরূপমিত্যবগম্যতে। "নির্গুণং" "নিরঞ্জনম্" "অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকোঽবিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ", [ছান্দো° ৮।৫।১]

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥"
"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দৈবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্ ।"
"স কারণং করণাধিপাধিপো নচাস্য কশ্চিজ্জনিতা নচাধিপঃ ॥"
[শ্বেতাশ্ব° ৬।৭—৯]
"সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরঃ, নামানি কৃত্বাভিবদন্ যদাস্তে ।"
"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥"

[যজুঃ, আরণ্য° পুরুষ সূ° ৩।১২], "সর্ব্বে নিমেষা জজ্ঞিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি" [মহানারা° ১।৮] ইত্যাদিষু পরস্য ব্রহ্মণঃ প্রাকৃতহেয়-গুণান্ প্রাকৃতহেয়দেহসম্বন্ধং তন্মূলকর্ম্মবশ্যতাসম্বন্ধঞ্চ প্রতিষিধ্য কল্যাণগুণান্ কল্যাণরূপঞ্চ বদন্তি। তদিদং স্বাভাবিকমেব রূপমুপা-

---

পরিজ্ঞাত হইয়াছেন ; 'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ,' 'ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ', ইত্যাদি স্থলেও তাঁহারই তাদৃশ স্বরূপ প্রতীত হইতেছে। '[ব্রহ্ম] নির্গুণ ও নিরঞ্জন (নির্লেপ)', অপহতপাপ্মা, জরা, মৃত্যু ও শোক রহিত, বুভুক্ষা ও পিপাসা-শূন্য এবং সত্যকাম ও সত্যসংকল্প।' 'তাঁহার কার্য্য—দেহ এবং করণ—ইন্দ্রিয় বিদ্যমান নাই, তাঁহার সমান কিংবা অধিকও দৃষ্ট হয় না। ইঁহার নানাবিধ পরা শক্তি এবং স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানবল ও ক্রিয়াশক্তি শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে।' 'ঈশ্বরগণেরও পরম মহান্ ঈশ্বর এবং দেবতাগণেরও পরম দৈবতস্বরূপ তাঁহাকে [উপাসনা করিয়া মৃত্যু অতিক্রম করে]।' 'তিনিই সকলের কারণ এবং করণবর্গের অধিপতিরও অধিপতি। তাঁহার জনকও কেহ নাই এবং অধিপতিও কেহ নাই।' 'যিনি ধীরভাবে সমস্ত রূপ (আকৃতি) বিস্তার করিয়া এবং নাম নির্দ্দেশ করিয়া সেই নামে ব্যবহার করতঃ অবস্থান করিতেছেন, অজ্ঞানের অতীত, আদিত্যবর্ণ সেই মহান্ পুরুষকে জানি।' 'সমস্ত নিমেষ ও বিদ্যুৎসমূহ পুরুষ হইতে জন্মলাভ করিয়াছে।' ইত্যাদি স্থলেও পরব্রহ্মের প্রাকৃত তুচ্ছ গুণসমূহ এবং প্রাকৃত হেয় দেহসম্বন্ধ ও তদধীন কর্ম্মবশ্যতাসম্বন্ধও প্রত্যাখ্যান করিয়া কল্যাণময় গুণ ও কল্যাণময় রূপের সম্বন্ধই প্রতিপাদন করিতেছেন। পরম করুণাময় ভগবান্ আপনার উপাসক-

সকানুগ্রহেণ তৎপ্রতিপত্ত্যনুগুণাকারং দেব-মনুষ্যাদিসংস্থানং করোতি স্বেচ্ছয়ৈব পরমকারুণিকো ভগবান্। তদিদমাহ শ্রুতিঃ—"অজায়মানো বহুধা বিজায়তে" [পুরুষ সূ°] ইতি। স্মৃতিশ্চ—

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥" [গীতা° ৪।৬]

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।" [গীতা° ৪।৮] ইতি। সাধবো হ্যুপাসকাঃ; তৎপরিত্রাণমেবোদ্দেশ্যম্; আনুষঙ্গিকস্তু দুষ্কৃতাং বিনাশঃ, সংকল্পমাত্রেণাপি তদুপপত্তেঃ। 'প্রকৃতিং স্বাম্' ইতি প্রকৃতিঃ—স্বভাবঃ। স্বমেব স্বভাবমাস্থায়, ন সংসারিণাং স্বভাবমিত্যর্থঃ। "আত্ম-মায়য়া" ইতি স্বসংকল্পরূপেণ জ্ঞানেনেত্যর্থঃ। "মায়া বয়ুনং জ্ঞানম্" ইতি জ্ঞানপর্য্যায়মপি মায়াশব্দং নৈঘণ্টুকা অধীয়তে। আহ চ ভগবান্ পরাশরঃ—

"সমস্তাঃ শক্তয়শ্চৈতা নৃপ যত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ।
(*) তদ্বিশ্বরূপবৈরূপ্যং রূপমন্যদ্ধরের্মহৎ ॥
সমস্তশক্তিরূপাণি তৎ করোতি জনেশ্বর।

বর্গের প্রতি দয়াবশতঃ নিজের ইচ্ছায়ই আপনার সেই স্বভাবসিদ্ধ রূপটীকে উপাসকগণের বুদ্ধিগম্য হইবার উপযুক্ত আকারে দেবতা ও মনুষ্যাদি আকৃতি সম্পন্ন করিয়া থাকেন। শ্রুতিও ইহা বলিয়াছেন—'যিনি জায়মান (উৎপন্ন) না হইয়াও বহুপ্রকারে জাত হন।' স্মৃতিও বলি-য়াছেন—'অপ্রচ্যুতস্বভাব আমি জন্মহীন হইয়াও এবং ভূতসমূহের ঈশ্বর হইয়াও স্বীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া নিজ মায়াবলে সম্ভূত হইয়া থাকি।' 'সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য এবং দুর্জ্জন-গণের বিনাশের জন্য [* * * যুগে যুগে সম্ভূত হইয়া থাকি]।' অভিপ্রায় এই যে, উপাসক-গণই সাধুপদবাচ্য, তাঁহাদের পরিত্রাণ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য, দুষ্কর্মকারিগণের বিনাশ করা তাহার আনুষঙ্গিক কার্য্য মাত্র; কেননা, তাহা ত তাঁহার ইচ্ছামাত্রেও সম্পন্ন হইতে পারে। "প্রকৃতিং স্বাং" কথার অর্থ—স্বীয় স্বভাব; স্বীয় স্বভাবকেই অবলম্বন করিয়া, কিন্তু সংসারিগণের স্বভাবকে অব লম্বন করিয়া নহে। "আত্মমায়য়া" অর্থ—নিজের সংকল্পাত্মক জ্ঞান দ্বারা। নৈঘুণ্টকগণ (বৈদিক অভিধানকর্ত্তারা) 'মায়া, বয়ুন, জ্ঞান' এইবাক্যে 'মায়া' শব্দকে জ্ঞান শব্দের সমানার্থক বলিয়া পাঠ করিয়া থাকেন। ভগবান্ পরাশরও বলিয়াছেন—'হে নৃপ, এই সমস্ত শক্তি যাহাতে প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাই হরির জগদ্বিলক্ষণ অপর মহৎ রূপ। হে জনাধিপ, তিনি স্বীয় লীলাবলে দেবতা,

(*) তদ্বি স্বরূপ' ইতি (খ, গ) পাঠঃ।

দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাখ্যাচেষ্টাবন্তি স্বলীলয়া ॥
জগতামুপকারায় ন সা কর্ম্মনিমিত্তজা॥" [বিষ্ণুপু০ ৬।৭।৭০]

ইতি (*); মহাভারতে চ (†) অবতাররূপস্যাপ্যপ্রাকৃতত্বমুচ্যতে—"ন ভূতসঙ্ঘসংস্থানো দেহোঽস্য পরমাত্মনঃ" [উদ্যোগপর্ব্ব০] ইতি। অতঃ পরস্যৈব ব্রহ্মণ (ক) এবংরূপ-রূপবত্ত্বাদয়মপি তস্যৈব ধর্ম্মঃ। অত আদিত্য-মণ্ডলাক্ষ্যধিকরণ আদিত্যাদিজীবব্যতিরিক্তঃ পরমাত্মৈব ॥ ১।১।২১॥

ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ। ১।১।২২॥

[পদচ্ছেদঃ—ভেদব্যপদেশাৎ (ভেদের উল্লেখ বশতঃ) চ (ও) অন্যঃ (জীব হইতে পৃথক্)।]

[সরলার্থঃ—ইতশ্চ আদিত্যাদ্যন্তঃস্থঃ হিরণ্ময়রূপঃ পুরুষঃ পরমেশ্বরঃ। কুতঃ ? "য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যাদন্তরঃ, য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোঽন্তরঃ, যমাদিত্যো ন বেদ" ইত্যাদ্যন্তর্যামিব্রাহ্মণোক্ত্যা তত্তদন্তর্যামিতয়া তত্তন্নিয়ন্তৃতয়া চ আদিত্যাদি-ক্ষেত্রজ্ঞবর্গাৎ পরমাত্মনো 'ভেদেন 'ব্যপদেশাৎ'। অতএব অপহতপাপ্মত্বাদিবিশিষ্টো নারায়ণঃ প্রধানাৎ প্রত্যগাত্মনশ্চ 'অন্যঃ' অর্থান্তরভূতো নিখিলজগদেককারণমিতি সিদ্ধম্ ॥

এই কারণেও আদিত্যাদির অন্তঃস্থ হিরণ্ময় পুরুষকে পরমাত্মা বলিতে হয়; কারণ—যিনি আদিত্যে থাকিয়াও আদিত্য হইতে ভিন্ন এবং যিনি আত্মাতে থাকিয়াও আত্মা হইতে অন্য; আদিত্য যাঁহাকে জানেন না' ইত্যাদি অন্তর্যামি-ব্রাহ্মণবাক্যে আদিত্যাদি জীব হইতে পরমাত্মার ভেদোল্লেখ রহিয়াছে। অতএব, আদিত্যাদির অভ্যন্তরস্থ হিরণ্ময় পুরুষ প্রকৃতি ও জীববর্গ হইতে পৃথক্ নারায়ণ ভিন্ন আর কেহ নহে। ১।১।২২।]

আদিত্যাদিজীবেভ্যো ভেদো ব্যপদিশ্যতে অস্য পরমাত্মনঃ—"য আদিত্যে তিষ্ঠন্ আদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ, যস্যাদিত্যঃ শরীরং, য আদিত্য-

তির্য্যক্ ও মনুষ্যাদি চেষ্টাসম্পন্ন সমস্ত শক্তিময় রূপসমূহ প্রকটিত করেন; উহা কেবল জগতের উপকারার্থই হয়, কিন্তু কোন কর্ম্মফলে উৎপন্ন হয় না। মহাভারতে অবতাররূপকে পর্য্যন্ত অপ্রাকৃত বলা হইয়াছে,—'পরমাত্মার এই যে শরীর, ইহা ভূতসমূহে সংঘটিত নহে।' অতএব, পরব্রহ্মেরই এবংবিধ রূপ থাকায় ইহাও তাঁহারই ধর্ম্ম; অতএব, আদিত্যমণ্ডল ও অক্ষিমধ্যে অধিষ্ঠিত পুরুষ আদিত্যাদি জীব হইতে পৃথক্ পরমাত্মাই (অপর কেহ নহে) ॥ ১।১।২১ ॥

আদিত্যাদি জীব হইতে এই পরমাত্মার পার্থক্য উপদিষ্ট আছে,—'যিনি (পরমাত্মা) আদিত্যে থাকিয়াও আদিত্য হইতে পৃথক, আদিত্য যাঁহাকে জানে না; আদিত্য যাঁহার শরীর এবং

(*) অবতাররূপস্যাপ্রাকৃতত্বমুচ্যতে' ইত্যধিকঃ (খ) পাঠঃ। (†) অর্চাবতার' ইতি (খ) পুস্তকে পাঠঃ।
(ক) এবং রূপবত্ত্বাৎ' ইতি (খ,গ) পাঠঃ।

মন্তরো যময়তি" [বৃহদা০ ৫ ।৭। ৯], "য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোঽন্তরো যমাত্মা ন বেদ, যস্যাত্মা শরীরং, য আত্মানমন্তরো যময়তি" [বৃহদা০৫।৭।২২], "যোঽক্ষরমন্তরে সঞ্চরন্, যস্যাক্ষরং শরীরং, যমক্ষরং ন বেদ, যো মৃত্যুমন্তরে সঞ্চরন্, যস্য মৃত্যুঃ শরীরং, যং মৃত্যুর্ন বেদ, এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা অপহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ" [সুবাল০ ৭] ইতি চ অস্যাপহতপাপ্মনঃ (*) পরমাত্মনঃ সর্ব্বান্ জীবান্ শরীরত্বেন ব্যপদিশ্য তেষামন্তরাত্মত্বেনৈনং ব্যপদিশতি। অতঃ সর্ব্বেভ্যো হিরণ্যগর্ভাদিজীবেভ্যোঽন্য এব পরমাত্মেতি সিদ্ধম্ ॥ ১ । ১ । ২২ ॥ [সপ্তমং অন্তরধিকরণং সমাপ্তম্ ।]

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" [তৈত্তি০ ভৃগু০ ১] ইতি জগৎকারণং ব্রহ্মেত্যবগম্যতে। কিং তজ্জগৎকারণমিত্যপেক্ষায়াং "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ", "তৎ তেজোঽসৃজত" [ছান্দো০৬।২।১,৩], "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ", "স ইমান্ লোকানসৃজত" [ঐত০ ১।১। ১,২], "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" [তৈত্তি০ আন০ ১] ইতি সাধারণৈঃ শব্দৈর্জগৎকারণে নির্দিষ্টে ঈক্ষণবিশেষানন্দবিশেষরূপবিশেষার্থস্বভা-

---

যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া আদিত্যকে নিয়মিত করেন।' 'যিনি আত্মাতে আছেন, অথচ আত্মা হইতে পৃথক্, আত্মা যাহাকে জানে না ; আত্মা যাহার শরীর এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া আত্মাকে নিয়মিত করেন।' 'যিনি অক্ষরের (পুরুষের) অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন, অক্ষর যাহার শরীর এবং অক্ষর যাহাকে জানে না।' 'যিনি মৃত্যুর অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন, মৃত্যু যাহার শরীর, মৃত্যু যাহাকে জানে না, তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, নিষ্পাপ, অলৌকিক ও অদ্বিতীয় দেব নারায়ণ।' এই শ্রুতিও সর্ব্বজীবকে অপহতপাপ পরমাত্মার শরীররূপে উল্লেখ করিয়া 'সেই সকলের অন্তরাত্মা' রূপে ইহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব, এই পরমাত্মা যে, হিরণ্যগর্ভাদি সর্ব্ব জীব হইতে ভিন্ন, ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ২২ ॥ ৭ম অন্তরধিকরণ সমাপ্ত ॥

'যাহা হইতে এই সমস্ত ভূত জন্মলাভ করে', এই শ্রুতিতে ব্রহ্মকেই জগতের কারণ বলিয়া অবগত হওয়া যায়। সেই জগৎকারণ ব্রহ্ম কে ? এই আকাঙ্ক্ষায় 'হে সোম্য, অগ্রে এই জগৎ সংস্বরূপই ছিল, তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন।' 'অগ্রে এই জগৎ একমাত্র আত্মস্বরূপ ছিল, তিনি এই সকল লোক সৃষ্টি করিলেন।' 'সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সমুৎপন্ন হইল,' এইরূপে, যে সকল শব্দের কোন সুস্পষ্ট অর্থবিশেষ বিনির্দ্দিষ্ট নাই, সেই সকল 'সাধারণ' শব্দ দ্বারা জগৎকারণ নির্দ্দিষ্ট হইবার পর 'ঈক্ষণবিশেষ', আনন্দবিশেষ ও রূপ-

---

(*) অস্যাদপ্যপহতপাপ্মনঃ' ইত্যধিকঃ (খ) পাঠো ন সমীচীনঃ।

যাৎ প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞাদিব্যতিরিক্তং ব্রহ্মেত্যুক্তম্। ইদানীমাকাশাদিবিশেষ-(*) শব্দৈর্নির্দিশ্য (†)জগৎকারণত্ব-জগদৈশ্বর্যাদিবাদেঽপ্যাকাশাদিশব্দাভিধেয়তয়া প্রসিদ্ধচিদচিদ্বস্তুনোঽর্থান্তরমুক্তলক্ষণমেব ব্রহ্মেতি প্রতিপাদ্যতে—"আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ" ইত্যাদিনা পাদশেষেণ—

৮ আকাশাধিকরণম্

আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ ॥১।১।২৩॥ (‡)

[পদচ্ছেদঃ—আকাশঃ (আকাশ শব্দের অর্থ) [ব্রহ্ম], তল্লিঙ্গাৎ (যেহেতু তাঁহার সূচক চিহ্ন আছে)।]

[সরলার্থঃ—"সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে, আকাশং প্রত্যস্তং যন্তি" ইত্যাদিষু 'আকাশ-শব্দেন পরমাত্মৈব নির্দ্দিষ্টঃ। কুতঃ ? 'তল্লিঙ্গাৎ'; তস্য পরব্রহ্মণ এব সর্ব্বকারণত্ব-জ্যায়স্ত্ব-পরায়ণত্বাদের্লিঙ্গাৎ জ্ঞাপকাদিত্যর্থঃ, ভূতাকাশস্য বায্বাদিকারণত্ব-সম্ভবেঽপি 'আকাশাদেব' ইত্যেবকারেণ 'সর্ব্বাণি' ইতি সর্ব্বপদেন চ অভিহিতানাং সর্ব্বকারণত্বাদিলিঙ্গানাং ন তত্র সম্ভবঃ, তস্মাদাকাশাদিশব্দবাচ্যঃ পরমাত্মৈবেতি সিদ্ধম্ ॥

'এই সমস্ত ভূত আকাশ হইতেই সমুৎপন্ন হয় এবং আকাশেই বিলীন হয়', এই শ্রুতিতে 'আকাশ' শব্দের অর্থ—পরমাত্মা,—ভূতাকাশ নহে। কারণ ? এখানে সর্ব্বকারণত্ব, জ্যায়স্ত্ব (পরমমহত্ত্ব) এবং পরায়ণত্ব প্রভৃতি পরমাত্ম-গ্রাহক ধর্ম্মের উক্তি আছে। ভূতাকাশ বায়ু প্রভৃতির কারণ হইলেও তাহাতে সর্ব্বকারণত্বাদি ধর্ম্মের কথনই উপপত্তি হইতে পারে না ॥২৩॥]

বিশেষ-প্রকাশক শব্দের সাহায্যে উক্ত ব্রহ্ম যে, প্রধান ও ক্ষেত্রজ্ঞ প্রভৃতি হইতে পৃথক্ বস্তু, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এখন, জগৎকারণত্ব ও জগদৈশ্বর্য্যাদিবাদেও আকাশাদি শব্দের প্রতিপাদ্যরূপে প্রসিদ্ধ ও চেতনাচেতন পদার্থ হইতে বিভিন্নপ্রকার ব্রহ্ম যে, উক্ত প্রকারই বটে, তাহাই এই পাদের অবশিষ্ট অংশে "আকাশঃ তল্লিঙ্গাৎ" ইত্যাদি সূত্রে আকাশাদি বিশেষ বিশেষ শব্দ নির্দ্দেশ দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন—

(*) বিশেষেতি (গ) পুস্তকে নোপলভ্যতে। (†) বিশেষঃ নির্দ্দিশ্যেতি (গ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য—"আকাশঃ তল্লিঙ্গাৎ" এই সূত্রের অধিকরণ রচনাপ্রণালী এইরূপ—(১) বিষয় বাক্য—ছান্দোগ্যোপনিষদে শালাবত্য ও জৈবলির সংবাদে শালাবত্য জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "অস্য লোকস্য কা গতিঃ ?" এই লোকের গতি (উৎপত্তি ও প্রলয় স্থান) কি ? তদুত্তরে জৈবলি বলিলেন "আকাশ ইতি", অর্থাৎ আকাশই এই লোকের গতি ; কেন না, "সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে, আকাশং প্রত্যস্তং যন্তি।" অর্থাৎ সমস্তভূতই আকাশ হইতে সমুৎপন্ন হয় এবং আকাশেই বিলীন হয়।' (২) সংশয় হইতেছে যে, এই 'আকাশ' অর্থ কি ভূতাকাশ ? অথবা পরব্রহ্ম ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—ভূতাকাশই আকাশ শব্দের অর্থ, কারণ 'আকাশ' শব্দের ঐ অর্থই প্রসিদ্ধ। (৪) উত্তর—না—'আকাশ' শব্দের অর্থ ভূতাকাশ নহে—পরমাত্মা। কারণ ? এখানে সর্ব্বকারণত্ব প্রভৃতি পরমাত্মগ্রাহক লিঙ্গ রহিয়াছে। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—পরমাত্মাই 'আকাশ' শব্দের যথার্থ অর্থ, এবং তদ্বিজ্ঞানে মুক্তিলাভই ইহার ফল।

ইদমাম্নায়তে চ্ছান্দোগ্যে—"অস্য লোকস্য কা গতিরিতি? আকাশ ইতি হোবাচ; সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে, আকাশং প্রত্যস্তং যন্তি, আকাশো হ্যেবৈভ্যো ভূতেভ্যো জ্যায়ান্, আকাশঃ পরায়ণম্" [ছান্দো০ ১। ৯। ১] ইতি।

তত্র সন্দেহঃ—কিং প্রসিদ্ধাকাশ এবাত্র আকাশশব্দেনাভিধীয়তে? উত উক্তলক্ষণমেব ব্রহ্ম? ইতি। কিং প্রাপ্তম্? প্রসিদ্ধাকাশ ইতি। কুতঃ? শব্দৈকসমধিগম্যে বস্তুনি য এবার্থো ব্যুৎপত্তিসিদ্ধঃ শব্দেন প্রতীয়তে, স এব গ্রহীতব্যঃ। অতঃ প্রসিদ্ধাকাশ এব চরাচরাত্মকভূতজাতস্য কৃৎস্নস্য কারণম্। অতঃ, তস্মাদনতিরিক্তং ব্রহ্ম।

ননু, ঈক্ষাপূর্ব্বকস্রষ্ট্যাদিভিরচেতনাৎ জীবাচ্চ ব্যতিরিক্তং ব্রহ্মেত্যুক্তম্। সত্যমুক্তম্; দুরুক্তন্তু (*) তৎ। তথাহি;—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে,...তদ্ ব্রহ্ম" ইত্যুক্তে, কুত ইমানি ভূতানি জায়ন্তে? ইত্যাদিবিশেষাকাঙ্ক্ষায়াং "সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে" ইত্যাদিনা বিশেষপ্রতীতের্জগজ্জন্মাদিকারণমাকাশ এবেতি নিশ্চিতে সতি

ছান্দোগ্যোপনিষদে ইহা পঠিত আছে যে, 'এই লোকের গতি কি? [উত্তর—] তিনি বলিলেন—আকাশ; কারণ, এই সমস্ত ভূত আকাশ হইতেই উৎপন্ন হয় এবং আকাশেই বিলীন হয়; এই সমস্ত ভূত অপেক্ষা আকাশই পরম মহৎ এবং আকাশই পরম আশ্রয়।'

এইবাক্যে সংশয় হইতেছে যে, এখানে 'আকাশ' শব্দে কি প্রসিদ্ধ ভূতাকাশই অভিহিত হইয়াছে অথবা পূর্ব্বোক্ত লক্ষণান্বিত পরব্রহ্মই অভিহিত হইয়াছে? কোনটী পাওয়া গেল? লোকপ্রসিদ্ধ ভূতাকাশ। কারণ?—একমাত্র শব্দগম্য বিষয়ে শব্দের ব্যুৎপত্তি অনুসারে যে অর্থটী শব্দ দ্বারা প্রতীত হয়, সেই অর্থই গ্রহণ করা উচিত। অতএব প্রসিদ্ধ আকাশই চরাচর সমস্ত জগতের কারণ; অতএব এই ব্রহ্ম পদার্থ ভূতাকাশ হইতে পৃথক্ নহে।

ভাল, উক্ত ব্রহ্ম যে, অচেতন ও চেতন জীব হইতে পৃথক্, ইহাত ঈক্ষণপূর্ব্বক সৃষ্টি প্রভৃতি হেতু দ্বারাই সমর্থিত ও কথিত হইয়াছে। হাঁ, কথিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা ত ভাল কথা হয় নাই। কেন না, 'যাঁহা হইতে এই সমস্ত ভূত জন্ম লাভ করে,.. তাহা ব্রহ্ম,' এই কথার পর আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল যে, এই সমস্ত ভূত কোন কারণবিশেষ হইতে জন্ম লাভ করে?' ইত্যাদি, রূপে কারণ বিষয়ে বিশেষ জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইবার পর 'এই সমস্ত ভূতবর্গ আকাশ হইতেই উৎপন্ন হয়,' ইত্যাদি বাক্যে কারণ-বিশেষ প্রতীত হওয়ায় আকাশই যে, জগতের জন্মাদি-কারণ,

(*) অযুক্তমিতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদিষ্বপি 'সৎ'-আদিশব্দাঃ সাধারণাকারাস্তমেব বিশেষমাকাশমভিদধতি। "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ" ইত্যাদিষু (*) আত্মশব্দোঽপি তত্রৈব বর্ত্ততে। তস্যাপি হি চেতনৈকান্তত্বং ন সম্ভবতি; যথা 'মৃদাত্মকো ঘটঃ' ইতি। 'আপ্নোতীত্যাত্মা' ইতি ব্যুৎপত্ত্যা সুতরামাকাশেঽপ্যাত্মশব্দো বর্ত্ততে। অত এবমাকাশ এব কারণং ব্রহ্মেতি নিশ্চিতে সতি ঈক্ষণাদয়স্তদনুগুণা গৌণা বর্ণনীয়াঃ। যদি হি সাধারণশব্দৈরেব সদাদিভিঃ কারণমভ্যধায়িষ্যত; ঈক্ষণাদ্যর্থানুরোধেন চেতনবিশেষ এব কারণমিতি নিরচেষ্যত (†)। আকাশশব্দেন তু বিশেষ এব নিশ্চিত ইতি নার্থস্বাভাব্যাৎ নির্ণেতব্যমস্তি।

ননু "আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাকাশস্যাপি কার্য্যত্বং প্রতীয়তে। সত্যম্; সর্ব্বেষামেবাকাশ-বায্বাদীনাং সূক্ষ্মাবস্থা স্থূলাবস্থা চেত্যবস্থাদ্বয়মস্তি। তত্রাকাশস্য সূক্ষ্মাবস্থা কারণং, স্থূলাবস্থা তু কার্য্যম্ (‡)। "আত্মন আকাশঃ

ইহাই নিশ্চিত হয়; সুতরাং 'হে সোম্য, এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে সৎস্বরূপই ছিল,' ইত্যাদি বাক্যস্থ 'সৎ' প্রভৃতি শব্দগুলিও সেই কারণ বিশেষ আকাশেরই প্রতিপাদক হইতেছে। আর, 'এই জগৎ অগ্রে এক আত্ম-স্বরূপই ছিল,' ইত্যাদি বাক্যগত আত্মা শব্দও সেই অর্থেরই প্রতিপাদন করিয়া থাকে। বিশেষতঃ, সেই আত্ম-শব্দটী যে, সর্ব্বদাই চেতনবাচক হইয়া থাকে, তাহাও নহে; উদাহরণ—যেমন মৃত্তিকাত্মক ঘট, [এখানে অচেতন মৃত্তিকায়ও আত্মশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে]। আর, যাহা অপরকে প্রাপ্ত হয় বা অন্যত্র ব্যাপ্ত থাকে, তাহাই আত্মা, এরূপ অর্থ করিলে ত অনায়াসেই 'আত্মা' শব্দটী আকাশ-বোধক হইতে পারে। অতএব, আকাশই জগতের কারণীভূত ব্রহ্ম; এইরূপ স্থির হইলে পর কারণ-গত ঈক্ষণাদি ধর্ম্মগুলিকেও সেই অর্থেরই অনুরূপ—গৌণার্থক বলিয়া বর্ণনা করিতে হইবে। আর যদি কেবল 'সৎ' প্রভৃতি সাধারণার্থ-বোধক শব্দেই কারণ পদার্থ অভিহিত হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ঈক্ষণাদির অনুরোধে চেতনবিশেষকেই কারণ বলিয়া নিশ্চয় করা যাইত; আকাশ শব্দের কিন্তু বিশেষার্থই নিশ্চিত হইয়াছে; সুতরাং শব্দের স্বাভাবিক অর্থ হইতে অতিরিক্ত আর কিছু নির্ণয় করিবার উপায় নাই।

প্রশ্ন হইতেছে যে, 'আত্মা হইতে আকাশ সমুৎপন্ন হইয়াছে।' এই শ্রুতিতে ত আকাশেরও উৎপত্তি জানা যাইতেছে; [সুতরাং আকাশকে ত সর্ব্বকারণ বলা যাইতে পারে না ?] হাঁ, এ কথা সত্য; কিন্তু জানিতে হইবে যে, আকাশ বায়ু প্রভৃতি সমস্ত পদার্থেরই দুইটী অবস্থা আছে, একটী সূক্ষ্মাবস্থা, অপরটী স্থূলাবস্থা। তন্মধ্যে আকাশের সূক্ষ্মাবস্থাটী কারণ, আর স্থূলাবস্থাটী

(*) ইত্যাদিষ্বপীতি (খ) পাঠঃ। (†) নিরদেক্ষ্যত' ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) স্থূলাবস্থা কার্য্যং' ইতি (গ) পাঠঃ।

সম্ভূতঃ” ইতি স্বস্মাদেব সূক্ষ্মরূপাৎ স্বয়ং স্থূলরূপঃ সম্ভূত ইত্যর্থঃ। “সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে” ইতি সর্ব্বস্য জগত আকাশাদেব প্রভবাপ্যয়াদিশ্রবণাৎ তদেব জগৎকারণং ব্রহ্মেতি নিশ্চিতম্। যত এবং প্রসিদ্ধাকাশাদনতিরিক্তং ব্রহ্ম; অত এব চ “যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ” “আকাশো হ বৈ নাম-রূপয়োর্নির্বহিতা” ইত্যেবমাদিনির্দ্দেশোঽপ্যুপপন্নতরঃ। অতঃ প্রসিদ্ধাকাশাদনতিরিক্তং ব্রহ্মেতি।

[সিদ্ধান্তঃ—]

এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—“আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ”—আকাশশব্দাভিধেয়ঃ প্রসিদ্ধাকাশাদচেতনাদর্থান্তরভূতো যথোক্তলক্ষণঃ পরমাত্মৈব। কুতঃ ? ‘তল্লিঙ্গাৎ’—নিখিলজগদেককারণত্বং সর্ব্বস্মাৎ জ্যায়স্ত্বং, পরায়ণত্বম্ ইত্যাদীনি পরমাত্মলিঙ্গান্যুপলভ্যন্তে। নিখিলকারণত্বং (*) হি অচিদ্বস্তুনঃ প্রসিদ্ধাকাশশব্দাভিধেয়স্য নোপপদ্যতে, চেতনবস্তুনস্তৎকার্যত্বাসম্ভবাৎ। পরায়ণত্বঞ্চ (†) চেতনানাং পরমপ্রাপ্যত্বং; তচ্চাচেতনস্য হেয়স্য সকলপুরুষার্থ-

---

তাহার কার্য্য। ‘আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হইল,’ এ কথার অর্থ—স্বীয় সূক্ষ্মরূপ হইতে আকাশ স্থূলরূপ সমুৎপন্ন হইল। [এখানে ‘আত্মা’ অর্থ -পরমাত্মা নহে—স্বয়ং—আপনি অর্থ]। আকাশ হইতেই এই সমস্ত ভূত উৎপন্ন হইয়া থাকে,’ এই স্থলে আকাশ হইতেই সমস্ত জগতের উৎপত্তি-প্রলয়াদি শ্রবণ হেতু স্থির হইতেছে যে, সেই আকাশই জগতের কারণীভূত ব্রহ্ম। যে হেতু, এইরূপে ব্রহ্ম পদার্থটী প্রসিদ্ধ আকাশ হইতে অতিরিক্ত হইতেছে না; অতএব, ‘যদি আনন্দস্বরূপ এই আকাশ না থাকিত,’ ‘আকাশই জাগতিক নাম ও রূপের নির্ব্বাহক,’ ইত্যাদি নির্দ্দেশও অপেক্ষাকৃত সুসঙ্গত হইতেছে। অতএব, এই ব্রহ্ম-পদার্থটী লোক-প্রসিদ্ধ আকাশ হইতে অতিরিক্ত নহে।

এইরূপ সিদ্ধান্তসম্ভাবনায় আমরা বলিতেছি—“আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ”—প্রসিদ্ধ ভূতাকাশ হইতে পৃথক্, পূর্ব্বোক্তলক্ষণান্বিত পরমাত্মাই এখানে ‘আকাশ’ শব্দের অর্থ। কি হেতু? তল্লিঙ্গই হেতু,—সমস্ত জগতের একমাত্র কারণত্ব, সর্ব্বাপেক্ষা মহত্ব ও পরমাশ্রয়ত্ব, ইত্যাদি পরমাত্ম-গ্রাহক ধর্ম্মসমূহ এখানে প্রতীত হইতেছে; প্রসিদ্ধ ‘আকাশ’-পদবাচ্য জড়বস্তুর পক্ষে কখনই সর্ব্বজগৎ-কারণত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম যুক্তিসিদ্ধ হয় না; কারণ,* [অচেতন বস্তুগুলি আকাশ-জন্য হইতে পারিলেও] চেতন বস্তু কখনই আকাশ-জন্য হইতে পারে না। আর ‘পরায়ণ’ শব্দের অর্থও সর্ব্বচেতনের উৎকৃষ্ট প্রাপ্য স্থান;

সিদ্ধান্ত।

(*) নখিলজগদেককারণত্বং’ ইতি (খ) পাঠঃ।　　(†) (গ) পুস্তকে চকারো নোপলভ্যতে।

বিরোধিনো ন সম্ভবতি। সর্ব্বস্মাজ্জ্যায়স্ত্বঞ্চ নিরুপাধিকং সর্ব্বৈঃ কল্যাণ-গুণৈঃ সর্ব্বেভ্যো নিরতিশয়োৎকর্ষঃ; তদপ্যচিতো নোপপদ্যতে।

যচ্চুক্তং, জগৎকারণবিশেষাকাঙ্ক্ষায়ামাকাশশব্দেন বিশেষসমর্পণাদন্যৎ সর্ব্বং তদনুরূপমেব বর্ণনীয়মিতি; তদযুক্তম্, "সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে" ইতি প্রসিদ্ধবন্নির্দ্দেশাৎ। প্রসিদ্ধ-বন্নির্দ্দেশো হি প্রমাণান্তরপ্রাপ্তিমপেক্ষতে। প্রমাণান্তরাণি চ "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যেবমাদীন্যেব বাক্যানি। তানি চ যথোদিত-প্রকারেণৈব ব্রহ্ম প্রতিপাদয়ন্তীতি তৎপ্রতিপাদিতং ব্রহ্ম আকাশ-শব্দেন প্রসিদ্ধবন্নির্দিশ্যতে। সম্ভবতি চ পরস্য ব্রহ্মণঃ প্রকাশকত্বাদাকাশ-শব্দা-ভিধেয়ত্বম্,—আকাশতে, আকাশয়তি চেতি।

কিঞ্চ, অনেনাকাশশব্দেন বিশেষসমর্পণক্রমেণাপি চেতনাংশং প্রতি অসম্ভাবিতকারণভাবমচেতনবিশেষমভিদধানেন "তদৈক্ষত—বহু—স্যাং প্রজায়েয়" [ছান্দো০৬।২।৩] ইতি, "সোঽকাময়ত—বহু স্যাং—প্রজায়েয়"

তাহাও সমস্ত পুরুষার্থপরিপন্থী তুচ্ছ অচেতনের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। নিরপেক্ষ সর্ব্বজ্যায়স্ত্ব শব্দেরও অর্থ—সর্ব্বাপেক্ষা নিরতিশয় কল্যাণগুণোৎকর্ষ; তাহাও অচেতনের পক্ষে উপপন্ন হয় না।

আরও যে বলা হইয়াছে, যেহেতু বিশেষরূপে জগৎকারণের স্বরূপ-নিরূপণাভিপ্রায়েই 'আকাশ'শব্দে বিশেষার্থ সমুল্লিখিত হইয়াছে। অতএব [কারণবাচক] অপরাপর পদগুলিরও আকাশ-কারণের অনুকূলভাবেই ব্যাখ্যা করিতে হইবে। সে কথাও যুক্তিযুক্ত হয় নাই; কারণ, 'এই সমস্ত ভূত আকাশ হইতেই উৎপন্ন হয়', এই শ্রুতিতে প্রসিদ্ধের ন্যায় আকাশের নির্দ্দেশ রহিয়াছে। প্রসিদ্ধবৎ নির্দ্দেশমাত্রই প্রমাণান্তরসম্বন্ধকে অপেক্ষা করিয়া থাকে; অর্থাৎ যাহা প্রমাণান্তরে সমর্থিত নহে, প্রসিদ্ধের ন্যায় কখনই তাহার নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। 'হে সোম্য, অগ্রে এই জগৎ কেবলই সৎস্বরূপ ছিল,' এইপ্রকার বাক্যসমূহই এখানে প্রমাণান্তররূপে গ্রাহ্য। সেই সকল বাক্যও পূর্ব্বোক্তপ্রকারেই অর্থাৎ জগৎকারণ-রূপেই ব্রহ্মের প্রতিপাদন করিয়া থাকে; কাজেই বলিতে হয় যে, সেই বাক্য-প্রতিপন্ন ব্রহ্মই 'আকাশ' শব্দে প্রসিদ্ধের ন্যায় নির্দ্দিষ্ট হইতেছেন। আর 'আ'—সম্যক্, 'কাশতে'—প্রকাশ পায়, অথবা অপরকে প্রকাশিত করে, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে প্রকাশ-ধর্ম্মের সারূপ্য থাকায় পর ব্রহ্মকেও 'আকাশ' শব্দে অভিহিত করা সম্ভবপর হইতে পারে।

অপিচ, অর্থবিশেষ- (ভূতাকাশ-) প্রতিপাদনে সমর্থ হইলেও চেতনাংশের প্রতি যাহার কারণতা একেবারেই অসম্ভব, সেই অচেতনবিশেষের—আকাশের প্রতিপাদক এই আকাশ-শব্দ দ্বারা যে, 'তিনি আলোচনা করিলেন—আমি বহু হইব—জন্মিব', 'তিনি কামনা করিলেন

[তৈত্তি° আন° ৬] ইত্যাদি (*) বাক্য-শেষাবধারিতসার্ব্বজ্ঞ্য-সত্য-সঙ্কল্পত্বাদিবিশিষ্টাপূর্ব্বার্থপ্রতিপাদনসমর্থবাক্যার্থান্যথাকরণং ন প্রমাণ-পদবীমধিরোহতি। এবমপূর্ব্বানন্তবিশেষণবিশিষ্টাপূর্ব্বার্থ-প্রতিপাদন-সমর্থানেকবাক্যগতিসামান্যঞ্চ একেনানুবাদস্বরূপেণান্যথা কর্ত্তুং ন শক্যতে।

যত্তু, আত্ম-শব্দশ্চেতনৈকান্তো ন ভবতি; 'মৃদাত্মকো ঘটঃ' ইত্যাদিষু দর্শনাদিত্যুক্তম্; তত্রোচ্যতে—যদ্যপি চেতনাদন্যত্রাপি ক্বচিদাত্মশব্দঃ প্রযুজ্যতে; তথাপি শরীরপ্রতিসম্বন্ধিনি আত্মশব্দস্য প্রয়োগপ্রাচুর্য্যাৎ, "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ," [ঐ ৩০১।১।১] "আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" [তৈত্তি° আন° ১।২] ইত্যাদিষু শরীরপ্রতিসম্বন্ধি-(†) চেতন এব প্রতীয়তে। যথা গোশব্দস্যানেকার্থবাচিত্বেঽপি প্রয়োগ-প্রাচুর্য্যাৎ সাস্নাদিমানেব স্বতঃ প্রতীয়তে; অর্থান্তর-প্রতীতিস্তু তত্তদসাধারণ-

---

—বহু হইব—জন্মিব' ইত্যাদি বাক্য-শেষ হইতে অবধারিত—সর্ব্বজ্ঞতা ও সত্যসংকল্পতাদিবিশিষ্ট অলৌকিক পদার্থ প্রতিপাদন-সমর্থ বাক্যার্থের অন্যথাকরণ, (অচেতনে অসম্ভাবনানিবন্ধন গৌণার্থ কল্পনাকরণ, তাহা) কখনই প্রমাণপথে আরোহণ করিতে সমর্থ হয় না। আর, অনন্তবিশেষণবিশিষ্ট অপূর্ব্ব (যাহা অন্য প্রমাণে প্রমাণিত হয় নাই; সেই) অর্থ প্রতিপাদনক্ষম বহুবাক্যের যে গতি-সামান্য, অর্থাৎ একার্থবোধনে তাৎপর্য্য, তাহা কখনই অনুবাদস্বরূপ (যাহার স্বার্থে তাৎপর্য্য নাই, সেই) একটীমাত্র [আকাশ] পদ দ্বারা কখনই অন্যথা (বাধিত) করিতে পারা যায় না।

পুনশ্চ যে কথিত হইয়াছে, 'মৃত্তিকাত্মক ঘট' ইত্যাদি প্রয়োগে চেতনবাচিতা না থাকায় [জানা যায় যে,] 'আত্ম'-শব্দ কেবলই চেতনবাচক নহে। তদুত্তরে বলা যাইতেছে—যদিও কোনস্থলে চেতনাতিরিক্ত অর্থেও 'আত্ম'-শব্দ প্রযুক্ত হয় সত্য, তথাপি শরীর-সম্বন্ধবিশিষ্ট চেতনেই আত্মশব্দের প্রয়োগ-বাহুল্য হেতু 'এই জগৎ অগ্রে একমাত্র আত্মস্বরূপেই ছিল।' 'আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হইল।' ইত্যাদি স্থলেও শরীরসম্বন্ধবিশিষ্ট চেতনই আত্ম-শব্দের অর্থ বলিয়া প্রতীত হয়। যেমন, গো শব্দ অনেকার্থবাচক হইলেও প্রয়োগবাহুল্যবশতঃ সাস্নাদিমান্ প্রাণীই (গলকম্বলাদিযুক্ত প্রসিদ্ধ গো-ই) স্বভাবতঃ প্রতীত হইয়া থাকে; [গোশব্দ হইতে যে,] অর্থান্তরের প্রতীতি, তাহা তত্তৎস্থানীয় বিশেষ বিশেষ নির্দ্দেশসাপেক্ষ; অর্থাৎ প্রকরণাদি বিশেষ বিশেষ কারণে অর্থান্তরের প্রতীতি হইয়া থাকে। তেমনি আত্মশব্দের

(*) বাক্যবিশেষ' ইতি (গ) পাঠঃ।　　(†) সম্বন্ধো' ইতি (গ) পাঠঃ।

নির্দ্দেশাপেক্ষা; তথা স্বতঃ প্রাপ্তং শরীরপ্রতিসম্বন্ধিচেতনাভিধানমেব "স ঐক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি" "সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইত্যাদি-তত্তদ্বাক্যশেষা এব স্থিরীকুর্ব্বন্তি। এবং বাক্যশেষাবধারিতানন্য-সাধারণানেকাপূর্ব্বার্থবিশিষ্টং নিখিলজগদেককারণং "সদেব সোম্যেদমগ্র-আসীৎ" ইত্যাদিবাক্যসিদ্ধং ব্রহ্মৈব আকাশশব্দেন প্রসিদ্ধবৎ "সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি" ইত্যাদিবাক্যেন নির্দিশ্যতইতি সিদ্ধম্ ॥ ১।১।২৩॥
[অষ্টমং আকাশাধিকরণং সমাপ্তম্।]

৯ প্রাণাধিকরণঃ।

অত এব প্রাণঃ ॥ ১।১।২৪ ॥ (*)

[পদচ্ছেদঃ—অতঃ (এইহেতু) এব (নিশ্চয়) প্রাণঃ (প্রাণ অর্থ—ব্রহ্ম)।]

[সরলার্থঃ—ছান্দোগ্যে "প্রস্তোতঃ, যা দেবতা প্রস্তাবমন্বায়ত্তা', ইত্যুপক্রম্য 'কতমা সা দেবতা? ইতি, প্রাণ ইতি হোবাচ।' ইত্যত্র 'প্রাণ' শব্দঃ পরমাত্মপরঃ; কুতঃ? 'অতএব'—পূর্ব্বসূত্রোক্তাৎ 'তল্লিঙ্গাৎ' এব হেতোঃ; অত্রাপি বাক্যশেষে "সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণ-মেবাভিসংবিশন্তি, প্রাণমভ্যুজ্জিহতে।" ইতি প্রাণাধীন-সকলজগৎপ্রবেশ-নিষ্ক্রমণাদীনি হি পরমাত্মলিঙ্গানি ন পঞ্চবৃত্ত্যাত্মকে প্রাণে উপপদ্যন্তে; অত আকাশ-শব্দবৎ প্রাণশব্দোঽপি পরমাত্মপরো মন্তব্য ইত্যাশয়ঃ।

ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে—'হে প্রস্তোতঃ—স্তুতিপাঠকারিন্। এই 'প্রস্তাবে' যে দেবতা অনুগত আছেন, সেই দেবতাটী কে? তিনি বলিলেন—সেই দেবতাটী প্রাণ, এখানে 'প্রাণ' শব্দের অর্থ—পরমাত্মা; কেননা, এই বাক্যেরই শেষাংশে যে, সর্ব্বভূতের প্রাণ হইতে উৎপত্তি এবং প্রাণেই বিলয়ের উল্লেখ রহিয়াছে, তাহা পরমাত্মারই লিঙ্গ বা গ্রাহক; কারণ, পরমাত্মা ভিন্ন পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক প্রাণে কখনই ভূতসমূহের উৎপত্তি ও বিলয়ের কথা উপপন্ন হইতে পারে না। অতএব, প্রাণ-শব্দে পরমাত্মাকেই বুঝিতে হইবে॥ ১।১।২৪॥ নবম প্রাণাধিকরণ সমাপ্ত॥]

স্বভাবসিদ্ধ যে, শরীরসম্বন্ধী চেতনবাচকত্ব, 'তিনি আলোচনা করিলেন—লোকসমূহ সৃষ্টি করিব।' 'তিনি কামনা করিলেন—বহু হইব—জন্মিব।' ইত্যাদি বিভিন্ন বাক্যগত নির্দ্দেশ-বিশেষই তাহা স্থির করিয়া দিতেছে। এই প্রকারে এবং বাক্যশেষ দ্বারা অবধারিত অনন্যসাধারণ বহু-বিধ অলৌকিকার্থবোধক 'হে সোম্য, অগ্রে এই জগৎ সৎস্বরূপই ছিল', এই বাক্য-প্রসিদ্ধ যে, সমস্ত জগতের একমাত্র কারণরূপী ব্রহ্ম; 'এই সমস্ত ভূত আকাশ হইতেই' ইত্যাদি বাক্যে আকাশ শব্দেও যে, সেই ব্রহ্মই প্রসিদ্ধের ন্যায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, ইহা সিদ্ধ বা প্রামাণিত হইল॥ ১।১।২৩॥ অষ্টম আকাশাধিকরণ সমাপ্ত॥

(*) তাৎপর্য্য—এই সূত্রের অধিকরণ রচনা এইরূপ—(১) বিষয় বাক্য—"প্রস্তোতঃ, যা দেবতা" ইত্যাদি। (২) সংশয়—প্রাণ অর্থ লোকপ্রসিদ্ধ পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক প্রাণ? অথবা পরমাত্মা? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—পঞ্চবৃত্তি প্রাণ

ইদমাম্নায়তে চ্ছান্দোগ্যে--"প্রস্তোতর্যা দেবতা প্রস্তাবমন্বায়ত্তা" ইতি প্রস্তুত্য "কতমা সা দেবতা ? ইতি, প্রাণ ইতি হোবাচ ; সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশন্তি, প্রাণমভ্যুজ্জিহতে, সৈষা দেবতা প্রস্তাবমন্বায়ত্তা, তাঞ্চেদবিদ্বান্ প্রাস্তোষ্যো মূর্ধা তে ব্যপতিষ্যৎ" [ছান্দো॰ । ১ । ১১ । ৪, ৫] ইতি ।

অত্র প্রাণশব্দোঽপ্যাকাশশব্দবৎ প্রসিদ্ধপ্রাণব্যতিরিক্তে পরস্মিন্নেব ব্রহ্মণি বর্ত্ততে, তদসাধারণনিখিলজগৎপ্রবেশ-নিষ্ক্রমণাদিলিঙ্গাৎ প্রসিদ্ধবৎ

ছান্দোগ্যোপনিষদে এইরূপ পঠিত আছে যে, 'হে প্রস্তোতঃ ! (স্তোত্রপাঠক !) যে দেবতা প্রস্তাবে অনুগত আছেন ;' এইরূপ ভূমিকার পর জিজ্ঞাসা হইয়াছে যে, 'সেই দেবতাটী কে' ? [তত্তুত্তরে উষস্তি ঋষি প্রস্তোতাকে] বলিলেন যে, 'প্রাণ', অর্থাৎ সেই দেবতাটীর নাম প্রাণ ; কারণ, এই সমস্ত ভূত প্রাণেই প্রবেশ করে, এবং প্রাণ হইতেই উদ্ভূত হইয়া থাকে ; সেই এই প্রাণদেবতাই প্রস্তাবে অনুগত আছেন। তাহাকে না জানিয়া যদি স্তোত্র পাঠ করিতে, তাহা হইলে তোমার মস্তক পড়িয়া যাইত।' (*)

অত্রত্য 'প্রাণ' শব্দটীও পূর্ব্বোক্ত 'আকাশ' শব্দেরই মত প্রসিদ্ধ প্রাণার্থ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তদতিরিক্ত পর ব্রহ্মেই বৃত্তিমান্, অর্থাৎ প্রসিদ্ধ প্রাণবোধক না হইয়া পরব্রহ্মবোধক হইয়াছে। কেন না, নিখিল জগতের যে প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণ, ইহা পরব্রহ্মেরই অসাধারণ লিঙ্গ

অর্থ গ্রহণ করাই উচিত ; কারণ, ঐ অর্থই লোকপ্রসিদ্ধ। (৪) উত্তর—না—প্রাণ অর্থ পঞ্চবৃত্তি বিশিষ্ট অচেতন প্রাণ নহে, পরন্তু চেতন পরমাত্মা ; কারণ, সমস্ত ভূতের যে, প্রাণে প্রবেশ ও তাহা হইতে নিষ্ক্রমণ, তাহা পরমাত্মা ভিন্ন প্রসিদ্ধ প্রাণে উপপন্ন হইতে পারে না। (৫) নির্ণয় ও ফল—পরমাত্মাই প্রাণ শব্দের অর্থ ; এবং প্রাণশব্দিত সেই পরমাত্মার আরাধনায় জীবের মুক্তিলাভই তাহার ফল।

(*) তাৎপর্য্য—ছান্দোগ্যোপনিষদে এইরূপ একটী গল্প আছে যে, উষস্তিনামক কোনও ঋষি স্বদেশে দুর্ভিক্ষ ঘটায় অন্নসংস্থানার্থ দেশান্তরে গমন করিলেন, বালিকা পত্নীকেও সঙ্গে লইলেন। তাহারা কোন এক গ্রামে উপস্থিত হইয়া উভয়েই ভিক্ষায় বাহির হইলেন এবং ভিক্ষালব্ধ অন্নে সেই দিন অতিবাহিত করিলেন। পরদিন প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া তদ্দেশীয় রাজার দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞক্ষেত্রে গমন করিলেন, গমনের উদ্দেশ্য—সেখানে কিঞ্চিৎ অর্থলাভ। উষস্তি সেই যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যাজ্ঞিকগণের সমীপে উপবেশন করিলেন এবং একে একে প্রস্তোতা, উদ্গাতা প্রভৃতিকে তাহাদের কর্ত্তব্য বিষয়ে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন ; তন্মধ্যে, যিনি সামবেদীয় প্রস্তাব ভাগ পাঠ করেন, প্রথমে তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে প্রস্তোতঃ ! তুমি যে 'প্রস্তাব' ভাগ পাঠ করিতেছ, ইহার দেবতা কে ? তাহা তুমি জান কি ? দেবতা না জানিয়া পাঠ করিলে তোমার মস্তক খসিয়া পড়িবে। তত্রত্য প্রস্তোতা প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়া উষস্তিকেই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি আমাকে যে, প্রস্তাব-দেবতার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ; আমি তাহা জানি না ; আপনিই বলিয়া দিন যে, সেই দেবতাটী কে ? তদুত্তরে উষস্তি বলিলেন, 'সেই দেবতাটী প্রাণ ; তাহাকে না জানিয়া প্রস্তাব পাঠ করিলে তোমার মস্তক পড়িয়া যাইত। অপরাপর যাজ্ঞিকগণকেও তাহাদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন।

নির্দ্দিষ্টাৎ (*)। অধিকাশঙ্কা তু—(†) কৃৎস্নভূতজাতস্য প্রাণাধীনস্থিতি-প্রবৃত্ত্যাদিদর্শনাৎ প্রসিদ্ধ এব প্রাণো জগৎকারণতয়া নির্দ্দেশমর্হতীতি।

পরিহারস্তু—শিলা-কাষ্ঠাদিষু চেতনস্বরূপে চ তদভাবাৎ "সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশন্তি, প্রাণমভ্যুজ্জিহতে" ইতি নোপপদ্যত-ইতি। অতঃ প্রাণয়তি সর্ব্বাণি ভূতানীতি কৃত্বা (‡) পরং ব্রহ্মৈব প্রাণ-শব্দেনাভিধীয়তে। অতঃ প্রসিদ্ধাকাশ প্রাণাদেরন্যদেব নিখিলজগদেককারণম্ অপহতপাপ্মত্ব-সার্ব্বজ্ঞ্য-সত্যসঙ্কল্পত্বাদ্যনন্তকল্যাণগুণগণং পরং ব্রহ্মৈবাকাশ-প্রাণাদিশব্দাভিধেয়মিতি সিদ্ধম্ ॥১।১।২৪॥ [সমাপ্তম্ নবমং প্রাণাধিকরণং]।

অতঃ পরং জগৎকারণত্বব্যাপ্তেন যেন কেনাপি নিরতিশয়োৎকৃষ্টগুণেন জুষ্টং জ্যোতিরিন্দ্রাদিশব্দৈরর্থান্তরপ্রসিদ্ধৈরপ্যভিধীয়মানং পরং ব্রহ্মৈবেতি প্রতিপাদ্যতে (§) 'জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ' ইত্যাদিনা—

(জ্ঞাপক ধর্ম্ম); এখানে তাহা প্রসিদ্ধবৎ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এখানে এইরূপ অতিরিক্ত আশঙ্কা হইয়াছিল যে, দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্ত ভূতেরই স্থিতি ও চেষ্টা প্রভৃতি কার্য্য সমূহ প্রাণের অধীন; সুতরাং প্রসিদ্ধ প্রাণই এখানে জগৎকারণরূপে নির্দ্দিষ্ট হইবার যোগ্য, (অপর কেহ নহে)।

[এই আশঙ্কার] পরিহার এইরূপ—যেহেতু শিলা-কাষ্ঠাদি অচেতন পদার্থে এবং শুদ্ধ চেতনেও প্রাণাধীন স্থিতি প্রভৃতির অভাব রহিয়াছে, অর্থাৎ 'সমস্ত ভূত প্রাণেই অবস্থান করে এবং প্রাণ হইতে উদ্গত হয়', এ কথা উপপন্ন হয় না; [কারণ, দগ্ধ বা খণ্ডিত প্রস্তরে ও শুষ্ক বা ছিন্ন কাষ্ঠাদির অবস্থানে লোক-প্রসিদ্ধ প্রাণের কিছুমাত্র আবশ্যক হয় না]। অতএব, 'যিনি সর্ব্বভূতকে প্রাণিত করেন, তিনি 'প্রাণ', এইরূপ ব্যুৎপত্তিযোগে পরব্রহ্মও 'প্রাণ' শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। অতএব প্রসিদ্ধ আকাশ ও প্রাণ হইতে ভিন্ন—জগদেক-কারণত্ব, অপহতপাপ্মত্ব, সত্যসংকল্পত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্বাদি অনন্ত গুণরাশিপূর্ণ পরব্রহ্মই যে, আকাশ ও প্রাণাদি শব্দের অভিধেয় বা বাচ্যার্থ, তাহা সিদ্ধ হইল॥ ১। ১। ২৪॥ [নবম প্রাণাধিকরণ]।

জগৎকারণের পক্ষে যে গুণ থাকা নিতান্ত আবশ্যক, অর্থাৎ যাহার অভাবে জগৎকারণত্বই সম্ভবপর হয় না, তাদৃশ যে কোনও গুণবিশেষ-সম্পন্ন বস্তুটী অর্থান্তরে প্রসিদ্ধ জ্যোতিঃ ও ইন্দ্র প্রভৃতি শব্দে অভিহিত হইলেও উহা যে, নিশ্চয়ই পরব্রহ্ম, তদ্ভিন্ন নহে; অতঃপর "জ্যোতিঃ চরণাভিধানাৎ" ইত্যাদি সূত্র (¶) দ্বারা তাহা প্রতিপাদিত হইতেছে—

(*) নির্দ্দিশাদিতি (গ) পাঠঃ। (†) অত্র' ইতি (খ, গ) পুস্তকয়োঃ অধিকং পঠ্যতে।

(‡) কৃত্বা' ইতি পাঠঃ (খ, গ) পুস্তকে নোপলভ্যতে। (§) অভিধীয়তে' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(¶) তাৎপর্য্য—এই জ্যোতিরধিকরণটী "জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ" হইতে "উপদেশভেদাৎ" ইত্যাদি চারিটী সূত্রে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। এই অধিকরণের রচনা-প্রণালী এইরূপ—(১) বিষয় বাক্য—"অথ যদতঃ পরো

১০ জ্যোতিরধিকরণং। **জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ ॥ ১।১।২৫ ॥**

[পদচ্ছেদঃ—জ্যোতিঃ (জ্যোতিঃশব্দের অর্থ) [পর ব্রহ্ম], চরণাভিধানাৎ (যেহেতু চরণের বা পাদের উক্তি আছে) ॥]

[সরলার্থঃ—"অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে, * * * ইদং বাব তৎ, যদিদমস্মিন্নন্তঃ পুরুষে জ্যোতিঃ", ইত্যত্র 'জ্যোতিঃ'শব্দেন কিং আদিত্যাদিজ্যোতিঃ পরামৃশ্যতে' ? উত পরং ব্রহ্ম? এবং সংশয়ে ইদমুচ্যতে—'জ্যোতিঃশব্দেন পরং ব্রহ্মৈব নির্দ্দিশ্যতে, ন তু আদিত্যাদি জ্যোতিঃ। কুতঃ ? 'চরণাভিধানাৎ'। তথাহি—জ্যোতির্ব্বাক্যাৎ পূর্ব্ববাক্যে "পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" ইত্যত্র সর্ব্বভূতানি চরণত্বেন ব্যপদিশ্যন্তে ; তচ্চ পরব্রহ্মণ এব উপপদ্যতে। এবঞ্চ "যদতঃ পরঃ" ইত্যত্র যচ্ছব্দস্য সর্ব্বনামত্বেন প্রসিদ্ধার্থবাচকত্বাৎ পূর্ব্ববাক্যে দ্যুসম্বন্ধিত্বেন প্রসিদ্ধং যৎ ব্রহ্ম, অত্রাপি দ্যুসম্বন্ধাবিশেষাৎ তদেব প্রত্যভিজ্ঞায়তে ইত্যাশয়ঃ।

'এই যে, দ্যুলোকের উপর জ্যোতিঃ দীপ্তি পাইতেছে, * * * ইহাই তাহা, যাহা পুরুষের অভ্যন্তরস্থ জ্যোতিঃ'। এখানে এই জ্যোতিঃ শব্দের অর্থ কি আদিত্যাদি জ্যোতিঃ ? কিংবা পরব্রহ্ম ? এই আশঙ্কায় বলিলেন যে, পরব্রহ্মই জ্যোতিঃশব্দের অর্থ—আদিত্যাদি জ্যোতিঃ নহে। কারণ ? এই জ্যোতির চারিটী পাদের (অংশের) কথা আছে। ব্রহ্মই চতুষ্পাদ বলিয়া প্রসিদ্ধ, অতএব এখানে পরব্রহ্মই জ্যোতিঃ শব্দের অর্থ ॥ ১।১।২৫ ॥]

ইদমাম্নায়তে ছান্দোগ্যে—"অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু সর্ব্বতঃ পৃষ্ঠেষ্বনুত্তমেষূত্তমেষু লোকেষু, ইদং বাব তৎ, যদিদমস্মিন্নন্তঃ পুরুষে জ্যোতিঃ" [ছান্দো° ৩।১৩।৭] ইতি। তত্র সন্দেহঃ—কিময়ং জ্যোতিঃশব্দনির্দ্দিষ্টো (*) নিরতিশয়দীপ্তিযুক্তোঽর্থঃ

ছান্দোগ্যোপনিষদে ইহা পঠিত আছে যে, দ্যুলোকের উপরে ও বিশ্বের উপরে এবং উত্তমাধম সমস্ত লোকের উপরে যে জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতেছে, ইহাই সেই জ্যোতিঃ, যাহা পুরুষের অভ্যন্তরস্থ জ্যোতিঃ।' এখানে সংশয় হইতেছে এই যে, নিরতিশয় দীপ্তিযুক্ত এই যে, জ্যোতিঃশব্দ-নির্দ্দিষ্ট পদার্থ, লোকপ্রসিদ্ধ এই আদিত্যাদি জ্যোতিই কি সেই কারণস্বরূপ ব্রহ্ম ?

(*) জ্যোতিঃশব্দেন নির্দ্দিষ্টঃ' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

দিবো জ্যোতিঃ" ইত্যাদি। (২) সংশয়—জ্যোতিঃ শব্দের অর্থ কি লোকপ্রসিদ্ধ আদিত্যাদি জ্যোতিঃ? অথবা পরব্রহ্ম? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—প্রসিদ্ধার্থ গ্রহণ করাই ন্যায্য; সুতরাং জ্যোতিঃশব্দে আদিত্যাদি জ্যোতিঃ পদার্থই বুঝিতে হইবে। (৪) উত্তর- না—জ্যোতিঃশব্দে পরব্রহ্মই বুঝিতে হইবে, আদিত্যাদি জ্যোতিঃ নহে; কারণ, ব্রহ্মের যে চারিটী চরণ বা অংশ শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ, এখানে তৎসমুদয়ের উল্লেখ রহিয়াছে। (৫) সিদ্ধান্ত ও প্রয়োজন—অতএব, উক্ত শ্রুতিস্থ জ্যোতিঃশব্দের অর্থ পরব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। ঐরূপ উপাসনায় মুক্তিলাভই ইহার ফল।

প্রসিদ্ধমাদিত্যাদিজ্যোতিরেব কারণভূতং ব্রহ্ম ? উত সমস্তচিদচিদ্বস্তুজাত-বিসজাতীয়ঃ পরমকারণভূতোঽমিতভাঃ সর্ব্বজ্ঞঃ (*) সত্যসঙ্কল্পঃ পুরুষোত্তমঃ ? ইতি। কিং যুক্তং ? প্রসিদ্ধমেব জ্যোতিরিতি। কুতঃ ? প্রসিদ্ধবন্নির্দ্দেশেঽপ্যাকাশ-প্রাণাদিবৎ স্ববাক্যোপাত্ত-পরমাত্মব্যাপ্ত-লিঙ্গ-বিশেষাদর্শনাৎ, পরমপুরুষ-প্রত্যভিজ্ঞানাসম্ভবাৎ, (†) কৌক্ষেয়জ্যোতি-ষৈক্যোপদেশাচ্চ প্রসিদ্ধমেব জ্যোতিঃ কারণত্বব্যাপ্ত-নিরতিশয়দীপ্তিযোগাৎ জগৎকারণং ব্রহ্মেতি।

[সিদ্ধান্তঃ—]

এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—'জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ'—দ্যুসম্বন্ধিতয়া নির্দ্দিষ্টং নিরতিশয়দীপ্তিযুক্তং জ্যোতিঃ পরমপুরুষ এব। কুতঃ ? (‡) "পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" [ছান্দো০ ৩।১২।৬] ইত্যস্যৈব দ্যুসম্বন্ধিনশ্চরণত্বেন সর্ব্বভূতানামভিধানাৎ।

এতদুক্তং ভবতি—যদ্যপি "অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে"

অথবা, চিৎ-জড় সমস্ত বস্তুর বিজাতীয়, পরম কারণস্বরূপ অসীম জ্যোতির্ম্ময় সর্ব্বজ্ঞ ও সত্যসংকল্প পুরুষোত্তম (নারায়ণ) ?। কোনটী যুক্তিযুক্ত হয়? প্রসিদ্ধ জ্যোতিই [যুক্তিযুক্ত হয়]। কারণ? প্রসিদ্ধবৎ নির্দ্দেশ থাকিলেও 'আকাশ' ও 'প্রাণ' শব্দের ন্যায় এই বাক্যে পরমাত্মগ্রাহক কোন লিঙ্গ বা হেতুবিশেষের উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে না ; সুতরাং পরমপুরুষবিষয়ক প্রত্যভিজ্ঞারও সম্ভব নাই, অর্থাৎ এই বাক্যেও যে, পরব্রহ্মেরই নির্দ্দেশ হইয়াছে, তাহা বুঝিবার কোন উপায় নাই। বিশেষতঃ কুক্ষিস্থ (উদরস্থ) জ্যোতির সহিত ইহার একত্বোপদেশও রহিয়াছে ; অতএব কারণত্বসহচর নিরতিশয় দীপ্তিমান্ প্রসিদ্ধ জ্যোতিই এখানে ব্রহ্মপদবাচ্য জগৎকারণ, (পরব্রহ্ম নহে)।

এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—"জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ।" অর্থাৎ দ্যুলোকের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট জ্যোতিঃপদার্থটী পরমপুরুষ (পুরুষোত্তম) ভিন্ন অন্য কেহ নহে। কারণ? যেহেতু 'সমস্ত ভূত ইঁহার একপাদ (চরণ বা অংশ), ইঁহার অমৃতস্বরূপ অপর তিনটী পাদ দ্যুলোকে আছে ;' এই শ্রুতিতে সমস্ত ভূতবর্গকে দ্যু-সম্বন্ধবিশিষ্ট উক্ত জ্যোতির চরণরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

সিদ্ধান্ত।

ইহা উক্ত হইতেছে যে, 'এই দ্যুলোকের উপরে যে জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতেছে,' এই

(*) অমিতভাঃ সর্ব্বজ্ঞঃ' ইতি (গ) পুস্তকে নোপলভ্যতে।

(†) কৌক্ষেয়কজ্যোতিষঃ' ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) এতাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ' ইত্যধিকঃ (গ) পাঠঃ।

ইত্যস্মিন্ বাক্যে পরমপুরুষাসাধারণলিঙ্গং নোপলভ্যতে; তথাপি পূর্ব্ববাক্যে দ্যুসম্বন্ধিতয়া পরমপুরুষস্য নির্দ্দেশাদিদমপি দ্যুসম্বন্ধি জ্যোতিঃ স এবেতি প্রত্যভিজ্ঞায়ত ইতি। কৌক্ষেয়জ্যোতিষৈক্যোপদেশশ্চ ফলায় তদাত্মকত্বানুসন্ধানবিধিরিতি ন কশ্চিদ্দোষঃ। কৌক্ষেয়জ্যোতিষশ্চ তদাত্মকত্বং ভগবতা স্বয়মেবোক্তম্—"অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।" [গীতা০ ১৫।৪] ইতি ॥ ১।১।২৫ ॥

ছন্দোঽভিধানান্নেতি চেন্ন, তথা চেতোঽর্পণনিগমাৎ, তথাহি দর্শনম্ ॥ ১।১।২৬ ॥

[পদচ্ছেদঃ—ছন্দোঽভিধানাৎ (ছন্দের কথন থাকায়) ন (না—বলিতে পার না) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) [বল] ; ,ন (না), তথা (সেইরূপে) চেতোঽর্পণ-নিগমাৎ (চিত্ত-সমর্পণের উপদেশ বশতঃ), তথাহি (সেইরূপই) দর্শনং (দেখা যায়—উদাহরণ আছে) ॥]

[সরলার্থঃ—পূর্ব্বস্মিন্ "গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং" ইত্যস্মিন্ বাক্যে গায়ত্র্যাখ্যস্য ছন্দসঃ অভিধানাৎ নির্দ্দেশাৎ অত্র জ্যোতিঃপদেন পরমপুরুষাভিধানং ন সম্ভবতীতি চেৎ ; ন ; কস্মাৎ ? তথা চেতোঽর্পণনিগমাৎ—তত্র পরমপুরুষস্যৈব গায়ত্রী-সাদৃশ্যেন চিত্ত-সমর্পণাভিধানাদিত্যর্থঃ। অন্যথা ছন্দোমাত্রস্য তস্য সর্ব্বভূতপাদবত্তা ন কথমপ্যুপপদ্যতে ইতি ভাবঃ। তথাহি—তথৈব অন্যত্রাপি ছন্দঃসাদৃশ্যাৎ ছন্দঃশব্দনির্দ্দেশো দৃশ্যতে—"তে বা এতে পঞ্চান্যে পঞ্চান্যে" ইত্যুপক্রমে "সৈষা বিরাট্" ইত্যাদৌ ॥

যদি বল, 'গায়ত্রীই এতৎ সমস্ত স্বরূপ' এই পূর্ব্ববাক্যে যখন ছন্দের উল্লেখ রহিয়াছে ; তখন এখানে জ্যোতিঃ শব্দে ব্রহ্ম প্রতিপাদন হইতেই পারে না ; না—তাহা নহে ; কারণ, এখানে ঐরূপেই (ছন্দোরূপেই) মনোনিবেশের উপদেশ অভিহিত হইয়াছে। নচেৎ অক্ষরাত্মক গায়ত্রীর পক্ষে সর্ব্বভূতাত্মকতা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। আর অন্যত্রও এইরূপ ছন্দঃসাদৃশ্য বশতঃ ছন্দঃ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় ॥ ১। ১। ২৬ ॥]

বাক্যে যদিও পরমপুরুষের গ্রাহক কোনও বিশেষ লিঙ্গ (ধর্ম্ম) দৃষ্ট হইতেছে না, সত্য ; তথাপি পূর্ব্ববাক্যে যখন দ্যুসম্বন্ধিরূপে পরমপুরুষের নির্দ্দেশ রহিয়াছে, তখন দ্যু-সম্বন্ধবিশিষ্ট এই জ্যোতিঃ-পদার্থও সেই পরম পুরুষ বলিয়াই প্রত্যভিজ্ঞাত হইতেছে। আর কুক্ষিস্থ জ্যোতির সহিত যে, এই জ্যোতির ঐক্য বা অভেদোপদেশ করা হইয়াছে, তাহাও দোষাবহ হয় নাই ; কারণ, এখানে ফলবিশেষ লাভের জন্য কুক্ষিস্থ জ্যোতির সহিত ঐক্য ভাবনার বিধান করা হইয়াছে। ভগবান্ নিজেই কুক্ষিস্থ জ্যোতির ব্রহ্মাত্মকতা বলিয়া গিয়াছেন,—'আমি বৈশ্বানর (অগ্নি) হইয়া প্রাণিগণের দেহ আশ্রয় করতঃ' ইত্যাদি ॥ ১। ১। ২৫ ॥

পূর্ব্বস্মিন্ বাক্যে "গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বম্" [ছান্দো০ ৩।১২।১] ইতি গায়ত্র্যাখ্যং ছন্দোঽভিধায় "তদেতদৃচাভ্যনূক্তম্" ইত্যুদাহৃতায়াঃ "তাবানস্য মহিমা" ইত্যস্যা ঋচোঽপি ছন্দোবিষয়ত্বাৎ নাত্র পরমপুরুষাভিধানমিতি চেৎ ; ন, (*) 'তথা চেতোঽর্পণনিগমাৎ', ন গায়ত্রীশব্দেন ছন্দোমাত্র-মিহাভিধীয়তে, ছন্দোমাত্রস্য সর্ব্বাত্মকত্বানুপপত্তেঃ ; অপি তু, ব্রহ্মণ এব গায়ত্রী-চেতোঽর্পণমিহ নিগম্যতে। ব্রহ্মণি গায়ত্রীসাদৃশ্যানুসন্ধানং ফলায়োপদিশ্যত ইত্যর্থঃ।

সম্ভবতি চ "পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি। ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি"ইতি চতুষ্পদো ব্রহ্মণঃ চতুষ্পদয়া গায়ত্র্যা চ সাদৃশ্যম্। চতুষ্পদা চ গায়ত্রী ক্বচিৎ দৃশ্যতে। তদ্‌যথা—"ইন্দ্রঃ শচীপতিঃ, বলেন পীড়িতঃ, দুশ্চ্যবনো

যদি বল, পূর্ব্ববর্ত্তী 'গায়ত্রীই এই সমস্ত' এই বাক্যে গায়ত্রীনামক ছন্দের উল্লেখ করিয়া পরে 'ইহা মন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে' বলিয়া 'এই সমস্তই তাঁহার (পুরুষের) মহিমা বা বিভূতি' এই মন্ত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই উল্লিখিত মন্ত্রটী যখন ছন্দোবিষয়ে প্রযুক্ত, তখন [তৎপ্রসঙ্গাগত] এই বাক্যে পরম পুরুষের (পরম ব্রহ্মের) প্রতিপাদন হইতেই পারে না। না—এ আপত্তি সঙ্গত হয় না ; কারণ, ঐরূপেই চিত্ত-সমর্পণ বিহিত হইয়াছে, অর্থাৎ এখানে 'গায়ত্রী' শব্দে যে কেবল ছন্দোমাত্রকেই বুঝাইয়াছে, তাহা নহে ; পরন্তু গায়ত্রী-বুদ্ধিতে ব্রহ্মেই চিত্তসমর্পণ উপদিষ্ট হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, ফলবিশেষ লাভের জন্য ব্রহ্মেই গায়ত্রীর সাদৃশ্য মাত্র চিন্তার উপদেশ করা হইয়াছে ; নচেৎ কেবল অক্ষরময় ছন্দের কখনই সর্ব্বাত্মকতা সম্ভব হইতে পারে না।

আর, এই সমস্ত ভূতবর্গ ইঁহার (পরম পুরুষের) এক পাদ, এবং স্বরূপাবস্থিত অপর পাদত্রয় দ্যুলোকে অবস্থিত।' এই শ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, ব্রহ্ম চতুষ্পাদ ; সুতরাং চতুষ্পাদ ব্রহ্মের চতুষ্পদা গায়ত্রীর সহিত সাদৃশ্য থাকা সম্ভবপরও বটে। কোন কোন স্থলে চতুষ্পদা গায়ত্রীও দৃষ্ট হয় (†)। যথা—প্রথম পাদ—"ইন্দ্রঃ শচীপতিঃ"। দ্বিতীয়পাদ—"বলেন

(*) তন্ন' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—শ্রুতিতে সাধারণতঃ গায়ত্রীর তিনটী মাত্র পাদ বা চরণই প্রসিদ্ধ আছে ; সুতরাং গায়ত্রীকে চতুষ্পদা বলা যাইতে পারে না। আর গায়ত্রী চতুষ্পদা না হইলেও চতুষ্পদ ব্রহ্মের সহিত তাহার সাদৃশ্য থাকে না। এই আশঙ্কায় ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, 'চতুষ্পদা চ গায়ত্রী ক্বচিৎ দৃশ্যতে।' অর্থাৎ গায়ত্রী ত্রিপদা বলিয়া প্রসিদ্ধ থাকিলেও স্থলবিশেষে তাহার চারি চরণের ব্যবহারও দেখা যায়। বস্তুতঃ আট অক্ষরে এক এক চরণ গণনা করিলে চতুর্ব্বিংশতি অক্ষরান্বিত গায়ত্রী (ছন্দঃ) এখানেও ত্রিপদা বৈ চতুষ্পদা হয় না ; কিন্তু ছয় অক্ষরে চরণ গণনা করিলেই চতুষ্পদা হয়। এই কারণেই প্রসিদ্ধ বৈদিক গায়ত্রীটীর চতুষ্পদত্ব রক্ষা করিবার জন্য ছয় অক্ষরে চরণ গণনা করা হয় ; নচেৎ উহাও ত্রিপদা ভিন্ন চতুষ্পদা হইতে পারে না।

বৃষা, সমিৎসু সাসহিঃ” ইতি। তথাহি অন্যত্রাপি সাদৃশ্যাৎ ছন্দোঽভিধায়ী শব্দোঽর্থান্তরে প্রযুজ্যমানো দৃশ্যতে। যথা সংবর্গবিদ্যায়াং “তে বা এতে পঞ্চান্যে পঞ্চান্যে দশ (*) সম্পদ্যন্তে” [ছান্দো০ ৪।৩।৮] ইত্যারভ্য “সৈষা বিরাড়ন্নাদী” (†) ইত্যুচ্যতে ॥১।১।২৬॥

ইতশ্চ গায়ত্রীশব্দেন ব্রহ্মৈবাভিধীয়তে—

ভূতাদিপাদব্যপদেশোপপত্তেশ্চৈবম্ ॥১।১।২৭॥

[পদচ্ছেদঃ—ভূতাদি-পাদব্যপদেশোপপত্তেঃ (ভূত প্রভৃতির পাদরূপে নির্দ্দেশের সঙ্গতি হেতু) চ (ও) এবং (এইরূপ—গায়ত্রী শব্দেব ব্রহ্মার্থতা ॥]

[সবলার্থঃ—ভূতাদিপাদ-ব্যপদেশোপপত্তেশ্চ ভূত-পৃথিবী-শরীর-হৃদয়ানাং এতস্য পাদরূপেণ যো ব্যপদেশঃ নির্দ্দেশঃ, তস্য উপপত্তেরপি 'গায়ত্রী' শব্দস্য ব্রহ্মপরত্বমিত্যর্থঃ। অন্যথা অক্ষর-সন্নিবেশরূপায়া গায়ত্র্যা ভূতাদিপাদবত্তা ন কথমপি আঞ্জস্যেন উপপদ্যতে। অনুপপত্তিস্তু সর্ব্বথা পবিহবণীয়েতি ভাবঃ।

শ্রুতিতে ভূতবর্গ, পৃথিবী, শবীব ও হৃদয়, এই চাবিটী পদার্থকে গায়ত্রীর চাবিটী পাদ বলিয়া নির্দ্দেশ কবা আছে। গায়ত্রী শব্দের অর্থ ব্রহ্ম হইলেই ঐরূপ পাদোল্লেখ সঙ্গত হইতে পাবে; নচেৎ কেবলই অক্ষরমাত্ররূপা গায়ত্রীর সম্বন্ধে ভূতাদির পাদরূপে উল্লেখ কবা কখনই সঙ্গত হইতে পাবে না। অতএব, 'গায়ত্রী' শব্দে ব্রহ্ম অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে॥ ১।১।২৭ ॥]

পীড়িতঃ।” তৃতীয় পাদ—“দুশ্চ্যবনো বৃষা”। চতুর্থ পাদ—“সমিৎসু সাসহিঃ”। দেখ, অন্যত্রও কেবলই সাদৃশ্য নিবন্ধন ছন্দোবোধক শব্দেব অন্য অর্থে প্রয়োগ হইতে দেখা যায়। যথা—ছান্দোগ্যোপনিষদে সংবর্গবিদ্যাপ্রকরণে 'সেই এই অগ্ন্যাদি পঞ্চ ভূত আব বাগাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয় [মিলিত হইয়া] দশ হয়।' 'সেই এই বিরাট্ই অন্ন হইতে উৎপন্ন অথবা অন্নভক্ষক।' (‡) বলিয়া কথিত হইয়াছে॥ ১।১।২৬ ॥

এই কারণেও গায়ত্রী শব্দে ব্রহ্মই অভিহিত হইয়াছেন—'যেহেতু এইরূপ হইলে ভূতাদিকে তাহার পাদ বা অংশরূপে উল্লেখ করা সঙ্গত হইতে পাবে।'

(*) দশ সন্তস্তৎকৃতম্' ইত্যেব উপনিষৎপাঠঃ, রঙ্গরামানুজীয়েঽপি এবমেব পাঠো দৃশ্যতে।

(†) অন্নাদি' ইতি (ক, ঘ) পাঠস্তু উপনিষদ্বিরুদ্ধঃ।

(‡) তাৎপর্য্য—ছান্দোগ্যোপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে 'সংবর্গবিদ্যা' নামে একটী প্রকরণ আছে। 'সংবর্গ' অর্থ—যাহা অপরকে সংবৃত করে বা গ্রাস করে। সেই স্থলে কথিত হইয়াছে যে, অগ্নি প্রভৃতি পাঁচটী ভূত, আর বাগাদি পাঁচটী ইন্দ্রিয়, এই দশটী সম্মিলিত ভাবে একটী 'কৃত' হয়। কৃত অর্থ—অক্ষক্রীড়ার দশ অঙ্কবিশিষ্ট অক্ষ। উভয়ের সমান সংখ্যা থাকায় ভূতেন্দ্রিয় দশককেও 'কৃত' সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। পুনশ্চ সেই দশককেই আবার 'বিরাট্' ছন্দঃ বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন; বিরাট্ছন্দে অক্ষর দশটী, ইহারাও মিলিত ভাবে দশটী, এইরূপ সংখ্যাগত সাদৃশ্য থাকায় ভূতেন্দ্রিয় দশককে 'বিরাট্' ছন্দের সহিত অভিন্নভাবে উপাসনার উপদেশ করা হইয়াছে।

ভূত-পৃথিবী-শরীর-হৃদয়ানি নির্দ্দিশ্য "সৈষা চতুষ্পদা" ইতি ব্যপদেশো ব্রহ্মণ্যেব গায়ত্রীশব্দাভিধেয় উপপদ্যতে ॥১।১।২৭॥

উপদেশভেদান্নেতি চেন্নোভয়স্মিন্নপ্যবিরোধাৎ ॥১।১।২৮॥

[পদচ্ছেদঃ--উপদেশভেদাৎ (উপদেশের প্রভেদ হেতু) ন (না—ব্রহ্ম অর্থ হইতে পারে না), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি বল) ; ন (না—বলিতে পার না), উভয়স্মিন্ (উভয় পক্ষেই) অবিরোধাৎ (যে হেতু বিরোধের অভাব) ॥]

[সরলার্থঃ—উপদেশ-ভেদাৎ—পূর্ব্ববাক্যে "ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" ইত্যত্র দ্যৌরধিকরণত্বেন, ইহ চ "যদতঃ পরো দিবঃ" ইতি দ্যৌরবধিত্বেন উপদিশ্যতে ; অত উপদেশস্য ভিন্নতয়া পূর্ব্ববাক্য-নির্দ্দিষ্টং ব্রহ্ম তু পরস্মিন্ বাক্যে ন প্রত্যভিজ্ঞায়তে, ইতি চেৎ ; ন—নৈবং বাচ্যমিত্যর্থঃ, যতঃ উভয়স্মিন্ অপি—সপ্তম্যন্ত-পঞ্চম্যন্ততয়া উপদেশেঽপি অবিরোধাৎ, 'বৃক্ষাগ্রে পক্ষী, বৃক্ষাগ্রাৎ পরতঃ পক্ষী' ইত্যাদাবিব সপ্তমী-পঞ্চম্যোঃ সমানার্থতয়া বিরোধাভাবাদিত্যর্থঃ।

যদি বল, 'ইহার তিন পাদ দ্যুলোকে আছে', এই বাক্যে যে দ্যুলোককে পাদের অধিকরণ বলা হইয়াছে, 'এই দ্যুলোকের পরে (বাহিরে),' এই বাক্যে আবার সেই দ্যুলোককেই তাহার অবধি বা সীমা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; সুতরাং একরূপ উপদেশ না থাকায় পূর্ব্ববাক্যোক্ত ব্রহ্মই যে, উত্তর বাক্যেও অভিহিত হইয়াছেন, তাহা ত বুঝা যাইতে পারে না ; না—এ আপত্তি হইতে পারে না ; কারণ, উভয়রূপ উপদেশেও কোন বিরোধ নাই। দেখা যায়—[বৃক্ষের অগ্রভাগের উপরে পাখী উড়িতেছে, দেখিয়া লোকে বলিয়া থাকে—] 'বৃক্ষের অগ্রভাগে পক্ষী; কিংবা বৃক্ষের অগ্রভাগের পর পক্ষী।' এইরূপ উভয় প্রকারেই যেরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে; এখানেও সেইরূপই বুঝিতে হইবে ॥১।১।২৮॥]

পূর্ব্ববাক্যে "ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" ইতি দিবোঽধিকরণত্বেন নির্দ্দেশাৎ, ইহ চ "দিবঃ পরঃ" ইত্যবধিত্বেন নির্দ্দেশাৎ উপদেশস্য ভিন্নরূপত্বেন পূর্ব্ব-

---

ভূত, পৃথিবী, শরীর ও হৃদয়ের নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন যে, 'ইহাই সেই চতুষ্পদা'। ব্রহ্মই যদি গায়ত্রী শব্দের অর্থ হয়, তাহা হইলেই ঐ চতুষ্পদত্ব নির্দ্দেশ উপপন্ন হইতে পারে, (ছন্দঃপক্ষে নহে) ॥ ১।১।২৭ ॥

যদি বল, পূর্ব্ববর্ত্তী 'ইহাঁর অমৃতস্বরূপ পাদত্রয় দ্যুলোকে'; এ বাক্যে দ্যুলোককে পাদত্রয়ের অধিকরণরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, আর এখানে 'দ্যুলোকের পরে' বলিয়া দ্যুলোককেই অবধিরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; অতএব, উপদেশের প্রভেদ থাকায়, অর্থাৎ পূর্ব্ববাক্যে

বাক্যোক্তং ব্রহ্ম পরস্মিন্ ন প্রত্যভিজ্ঞায়ত ইতি চেৎ; ন, উভয়স্মিন্নপি-উপদেশেঽর্থস্বভাবৈক্যেন প্রত্যভিজ্ঞায়া অবিরোধাৎ; যথা 'বৃক্ষাগ্রে শ্যেনঃ, বৃক্ষাগ্রাৎ পরতঃ শ্যেনঃ' ইতি। তস্মাৎ পরমপুরুষ এব নিরতিশয়-তেজস্কো "দিবঃ পরো জ্যোতির্দ্দীপ্যতে" ইতি প্রতিপাদ্যতে। "এতাবানস্য মহিমা, অতো জ্যায়াংশ্চ পূরুষঃ। পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি, ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" [যজুঃ০ আরণ্যক০ ৩।১২ পুরুষসূক্তং] ইতি প্রতিপাদিতস্য চতুষ্পদঃ পরমপুরুষস্য—"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসস্তু পারে।" [যজুঃ, আরণ্য০ ৩।১২ পুরুষসূ০] ইত্যভিহিতা- (*) প্রাকৃতরূপস্য তেজোঽপ্যপ্রাকৃতমিতি তদ্বত্তয়া স এব জ্যোতিঃশব্দাভিধেয় ইতি নিরবদ্যম্ ॥১।১।২৮॥ [দশমং জ্যোতিরধিকরণং সমাপ্তম্]।

নিরতিশয়দীপ্তিযুক্তং জ্যোতিঃশব্দাভিধেয়ং প্রসিদ্ধবন্নির্দিষ্টং পরম-পুরুষ এব † ইত্যুক্তম্। ইদানীং কারণত্বব্যাপ্তামৃতত্বপ্রাপ্ত্যুপায়তয়া উপাস্যত্বেন শ্রুত ইন্দ্রপ্রাণাদি‡শব্দাভিধেয়োঽপি পরমপুরুষ এবেত্যাহ—

সপ্তম্যন্ত আর উত্তর বাক্যে পঞ্চম্যন্ত 'দিব্' শব্দ থাকায় পূর্ব্ববাক্যোক্ত ব্রহ্মই যে, পরবর্ত্তী বাক্যেও প্রত্যভিজ্ঞাত হইতেছেন, তাহা নহে। না—একথা বলিতে পার না; কারণ, [সপ্তম্যন্ত ও পঞ্চম্যন্ত, এই] উভয়প্রকার উপদেশেই বাক্যার্থের ঐক্য থাকায় প্রত্যভিজ্ঞাসম্বন্ধে কোনই বিরোধ বা বাধা নাই; যেমন 'বৃক্ষের অগ্রে শ্যেন (পক্ষিবিশেষ), আর বৃক্ষাগ্রের উপরে শ্যেন;' [এই উভয় কথারই তাৎপর্য্যার্থ এক; তদ্রূপ]। অতএব, সর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় জ্যোতিঃসম্পন্ন পরম পুরুষ ভগবান্ই "পরো দিবো জ্যোতিঃ" ইত্যাদি বাক্যে প্রতিপাদিত হইয়াছেন। আর 'ইঁহার এই পরিমাণ মহিমা, পুরুষ এতদপেক্ষাও মহান্, সমস্ত ভূত ইঁহার একপাদ, ইঁহার অমৃতস্বরূপ পাদত্রয় দ্যুলোকে আছে', এই শ্রুতিতে যে পরম পুরুষ চতুষ্পাদরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছেন, 'আদিত্যবর্ণ (জ্যোতির্ময়) এবং অজ্ঞানের অতীত এই মহাপুরুষকে [আমি] জানি,' এই বাক্যে তিনিই আবার অপ্রাকৃত (অলৌকিক) রূপসম্পন্ন বলিয়া কথিত হইয়াছেন। অতএব, অপ্রাকৃতরূপসম্পন্ন তাঁহার তেজও (জ্যোতিও) অপ্রাকৃত; সুতরাং সেই জ্যোতিঃসমন্বিত থাকায় সেই পরম পুরুষই যে, জ্যোতিঃ শব্দের অর্থ, ইহা প্রমাণিত হইতেছে—ইহা নির্দ্দোষ ॥১।১।২৮॥ [দশম জ্যোতিরধিকরণ সমাপ্ত ॥]

প্রসিদ্ধবৎ নির্দ্দেশ থাকায় সর্ব্বাধিকদীপ্তিযুক্ত জ্যোতিঃপদার্থটী যে, পরম পুরুষ হইতে ভিন্ন নহে; ইহা কথিত হইয়াছে। কারণের অনুগত ধর্ম্ম অমৃতত্ব-প্রাপ্তির উপায়রূপে উপাস্যভাবে

(*) ইত্যপ্রাভিহিতেতি (খ) পাঠঃ। † পুরুষ ইতি' ইতি খ পাঠঃ। ‡ প্রাণ' ইতি (খ, গ) পাঠঃ।

১১ইন্দ্র-প্রাণাধিকরণম্।

প্রাণস্তথানুগমাৎ ॥১।১।২৯॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রাণঃ (প্রাণ শব্দের অর্থ—[ব্রহ্ম], তথানুগমাৎ (যেহেতু সেই প্রকারেই সমন্বয় হয়) ॥]

[সরলার্থঃ—দিবোদাসপুত্রেণ প্রতর্দ্দনেন আত্মনো হিততম-বরপ্রদানায় প্রার্থিত ইন্দ্রঃ তং প্রত্যাহ—"প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা, তং মাম্ আয়ুরমৃতমিত্যুপাসস্ব," ইতি। অত্র উপাস্যতয়া নির্দ্দিষ্ট ইন্দ্র-প্রাণ-শব্দাভিধেয়ঃ পদার্থঃ পরমাত্মৈব, নতু দেহাভিমানী জীবঃ; কুতঃ? তথানুগমাৎ—যতঃ "স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা আনন্দোঽজরোঽমৃতঃ" ইত্যানন্দাদিধর্ম্মাণাং জীবেঽসম্ভবাৎ পরমাত্মন্যেব অনুগম আঞ্জস্যেন সম্বন্ধো ভবতি ॥

দিবোদাসনন্দন প্রতর্দ্দন দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করিলেন যে, 'তুমি আমাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হিতোপদেশ প্রদান কর। ইন্দ্র তাহার প্রার্থনানুসারে বলিলেন যে, 'আমিই প্রজ্ঞাত্মক প্রাণ, সেই আমাকে অমৃত আয়ুঃস্বরূপে উপাসনা কর।' এখানে প্রাণাদি শব্দের অর্থ—পরমাত্মা, কিন্তু জীব—ইন্দ্র নহে। কারণ, অনন্তরোক্ত 'আনন্দ অজর' প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি পরমাত্মাতেই নিয়ত বর্ত্তমান থাকে; জীবের পক্ষে সে সকলের সম্ভাবনা নাই ॥ ১।১।২৯ ॥]

কৌষীতকীব্রাহ্মণে প্রতর্দ্দনবিদ্যায়াং "প্রতর্দ্দনো হ বৈ দৈবোদাসিরিন্দ্রস্য প্রিয়ং ধামোপজগাম যুদ্ধেন চ পৌরুষেণ চ", [কৌষী০ ৩ ১] ইত্যারভ্য "বরং বৃণীষ্ব" ইতি বক্তারমিন্দ্রং প্রতি "ত্বমেব মে বরং বৃণীষ্ব, যং ত্বং মনুষ্যায় হিততমং মন্যসে," ইতি প্রতর্দ্দনেনোক্তে "স হোবাচ প্রাণোঽস্মি

শ্রুত যে, ইন্দ্র ও প্রাণাদি পদার্থ, তাহাও যে পরম পুরুষই, তদতিরিক্ত নহে; ইহা প্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন— 'প্রাণপদার্থটী ব্রহ্ম; কারণ, সেইরূপ হইলেই তত্রত্য ধর্ম্মগুলির সঙ্গতি হইতে পারে (*)।'

কৌষীতকী ব্রাহ্মণ গ্রন্থে প্রতর্দ্দন-বিদ্যা-প্রকরণে এইরূপ (আখ্যায়িকা) শ্রবণ করা যায় যে, 'দিবোদাসনন্দন প্রতর্দ্দন যুদ্ধ ও পুরুষকার প্রদর্শনপুরঃসর ইন্দ্রের প্রিয় ভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন।' এই হইতে আরম্ভ করিয়া 'তুমি বর প্রার্থনা কর' ইন্দ্র এই কথা বলিলে পর সে ইন্দ্রকে বলিয়াছিল 'মনুষ্যের পক্ষে যাহা বিশেষ হিতকর মনে কর, তুমিই সেইরূপ একটী

(*) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণের নাম 'ইন্দ্রপ্রাণাধিকরণ।' ২৯ হইতে ৩২ পর্য্যন্ত চারিটী সূত্র লইয়া এই অধিকরণ বিরচিত হইয়াছে। তাহার রচনা প্রণালী এইরূপ—(১) বিষয়বাক্য—"প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা", ইত্যাদি। (২) সংশয়—প্রাণাদি শব্দের অর্থ কি জীব? না—পরমাত্মা? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—জীবরূপী ইন্দ্র যখন আপনাকে প্রাণাদি শব্দে নির্দ্দেশ করিয়া উপাসনা করিতে বলিয়াছেন, তখন প্রাণাদি শব্দের অর্থ জীবই, পরমাত্মা নহে। (৪) উত্তর—না—প্রাণাদি শব্দের অর্থ পরমাত্মা না হইলে পশ্চাদুল্লিখিত 'আনন্দ অজর' প্রভৃতি ধর্ম্মগুলির সঙ্গতি হয় না; কারণ ঐ ধর্ম্মগুলি পরমাত্মারই অনুগত। (৫) সিদ্ধান্ত—আলোচ্য বাক্যানুসারে পরমাত্মারই উপাসনা বিহিত হইয়াছে; জীবের নহে।

প্রজ্ঞাত্মা, তং মাম্ আয়ুরমৃতমিত্যুপাস্স্ব" [কৌষী০ ৩।১] ইতি শ্রূয়তে। তত্র সংশয়ঃ—কিময়ং হিততমোপাসন-কর্ম্মতয়া ইন্দ্র-প্রাণশব্দনির্দ্দিষ্টো জীব এব; উত তদতিরিক্তঃ পরমাত্মেতি। কিং যুক্তম্? জীব এবেতি। কুতঃ? ইন্দ্রশব্দস্য জীববিশেষ এব প্রসিদ্ধেঃ, তৎসমানাধিকরণস্য প্রাণশব্দস্যাপি তত্রৈব বৃত্তেঃ। অয়মিন্দ্রাভিধানো হি (*) জীবঃ প্রতর্দ্দনেন "ত্বমেব মে বরং বৃণীষ্ব, যং ত্বং মনুষ্যায় (†) হিততমং মন্যসে" ইত্যুক্তঃ "মাম্ উপাস্স্ব" ইতি স্বাত্মোপাসনং হিততমমুপদিদেশ। হিততমশ্চামৃতত্বপ্রাপ্ত্যুপায় এব। জগৎকারণোপাসনস্যৈবামৃতত্বপ্রাপ্ত্যুপায়তা (‡) "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে" [ছান্দো০ ৬।১৪।২] ইত্যবগতা। অতঃ প্রসিদ্ধ-জীবভাব ইন্দ্র এব কারণং ব্রহ্ম, ইত্যাশঙ্কায়ামভিধীয়তে—'প্রাণস্তথানুগমাৎ' ইতি।

অয়ম্ ইন্দ্র-প্রাণশব্দনির্দ্দিষ্টো ন জীবমাত্রম্; অপিতু জীবাদর্থান্তরভূতং পরং ব্রহ্ম। "স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা আনন্দোঽজরোঽমৃতঃ" [কৌষী০

বর আমার জন্য বরণ কর, অর্থাৎ ঐরূপ একটী বর প্রদান কর।' প্রতর্দ্দন এই কথা বলিলে পর 'ইন্দ্র বলিলেন—আমিই প্রজ্ঞাত্মক (জ্ঞানস্বভাব) প্রাণ; সেই আমাকে অমৃত আয়ুঃ বলিয়া উপাসনা কর।'

এ স্থলে সংশয় এই যে, এই হিততম উপাস্যরূপে ইন্দ্র ও প্রাণাদি শব্দে নির্দ্দিষ্ট পদার্থটী কি জীবই? অথবা তদতিরিক্ত পরমাত্মা? কোন অর্থটী যুক্তিসম্মত? জীবই; কারণ? যে হেতু ইন্দ্র শব্দটী জীববিশেষেই (দেবরাজেই) প্রসিদ্ধ; সুতরাং তাহার সহিত সমানাধিকরণভাবে প্রযুক্ত 'প্রাণ' শব্দও সেই অর্থেরই বোধক। 'তুমিই মনুষ্যের পক্ষে যাহা হিততম বলিয়া মনে কর, আমাকে সেইরূপ বর প্রদান কর'; প্রতর্দ্দন এই কথা বলিলে পর ইন্দ্রসংজ্ঞক জীব, অর্থাৎ জীবরূপী ইন্দ্র 'আমাকে উপাসনা কর', বলিয়া নিজের উপাসনাকেই হিততম 'উপাসনা' বলিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন। অমৃতত্ব-লাভের যাহা উপায়, তাহা নিশ্চয়ই হিততম। 'তাহার সেই পর্য্যন্তই বিলম্ব, যাবৎ দেহ-বিমুক্ত না হয়, অনন্তর (দেহপাতের পর) সংসম্পন্ন হয়।' এই শ্রুতি বাক্যে জগৎকারণের উপাসনাই যে, মুক্তিহেতু, তাহা জানা গিয়াছে। অতএব, যাহার জীবত্ব প্রসিদ্ধই আছে; সেই ইন্দ্রই জগৎকারণীভূত ব্রহ্ম; এইরূপ আশঙ্কায় বলা হইতেছে—"প্রাণঃ তথানুগমাৎ।"

এই ইন্দ্র ও প্রাণ শব্দে নির্দ্দিষ্ট পদার্থটী কেবল জীব নহে; পরন্তু, জীব হইতে পৃথক্ পর ব্রহ্ম। আর এইরূপ অর্থ হইলেই 'সেই এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মক, আনন্দ, অজর ও অমৃত-

---

(*) হীতি (গ, ঘ) পুস্তকে নোপলভ্যতে।　(†) মনুষ্যায়েতি ন পঠ্যতে (গ) পুস্তকে।
(‡) প্রাপ্তিহেতুতা' ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ। প্রাপ্ত্যুপায়তয়া ইতি (খ) পাঠস্তু প্রামাদিকঃ।

৩১] ইতীন্দ্র-প্রাণশব্দাভ্যাং প্রস্তুতস্যানন্দাজরামৃতশব্দ-সামানাধিকরণ্যে-নানুগমো হি তথা সত্যেবোপপদ্যতে ॥১।১।২৯॥

ন বক্তুরাত্মোপদেশাদিতি চেৎ; অধ্যাত্মসম্বন্ধ-ভূমা হ্যস্মিন্ ॥১।১।৩০॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না), বক্তুঃ (বক্তার—ইন্দ্রের), আত্মোপদেশাৎ (আপনাকে উপদেশ করায়), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) [বল]; [না], অধ্যাত্মসম্বন্ধভূমা (আত্মসম্বন্ধীয় উপদেশ-বাহুল্য), হি (যেহেতু) অস্মিন্ (এখানে)।]

[সরলার্থঃ—যদুক্তং—প্রাণো ব্রহ্মেতি; তৎ ন। কুতঃ? "বক্তুরাত্মোপদেশাৎ"—উপক্রমে তাবৎ "মামেব বিজানীহি" ইত্যাদিনা প্রজ্ঞাতজীবভাবস্য বক্তুরিন্দ্রস্য স্বাত্মন উপাস্যত্বোপদেশোঽস্তি। অত উপসংহারোঽপি তদনুগুণো নেতব্য 'ইতি চেৎ'; নৈবং বাচ্যং; হি যস্মাৎ অস্মিন্ প্রকরণে অধ্যাত্মসম্বন্ধস্য ভূমা বাহুল্যমুপলভ্যত ইত্যর্থঃ। আত্মগ্যাধেয়তয়া সম্বধ্যমানানাং তদসাধারণধর্ম্মাণাং তথা চিদচিতোশ্চ বহুত্বেন সম্বন্ধবহুত্বস্য বক্তুঃ পরমাত্মত্বে সত্যেব সম্ভবাদিতি ভাবঃ॥

যদি বল, প্রাণাদি শব্দের যে, ব্রহ্ম অর্থ করা হইয়াছে, তাহা হইতে পারে না। কারণ, এখানে বক্তা ইন্দ্র 'আমাকে উপাসনা কর' এই কথায় আপনাকে উপাস্য বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন; ইন্দ্র যে একটী জীব, ইহা প্রসিদ্ধই আছে। অতএব, পরবর্ত্তী বাক্যগুলিও এই অর্থেরই অনুরূপ বলিয়া বুঝিতে হইবে। [না—ইহা হইতে পারে না], যেহেতু এই প্রকরণে পরমাত্ম-সম্বন্ধের বাহুল্য পরিদৃষ্ট হয়। অতএব, এই ইন্দ্র-প্রাণাদি শব্দের অর্থও পরব্রহ্মই বুঝিতে হইবে ॥১।১।৩০॥]

যদুক্তম্—ইন্দ্র-প্রাণশব্দনির্দ্দিষ্টস্য "আনন্দোঽজরোঽমৃতঃ" ইত্যনেনৈকার্থ্যাদয়ং পরং ব্রহ্মেতি। তৎ ন উপপদ্যতে, "মামেব বিজানীহি," "প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা, তং মামায়ুরমৃতমিত্যুপাস্স্ব" ইতি বক্তা হি ইন্দ্রঃ "ত্রিশীর্ষাণং ত্বাষ্ট্রমহনম্" ইত্যেবমাদিনা ত্বাষ্ট্রবধাদিভিঃ প্রজ্ঞাতজীবভাবস্য (*) স্বাত্মন এবোপাস্যতাং প্রতর্দনায়োপদিশতি। অত উপক্রমে

স্বরূপ'। [পূর্ব্বে] ইন্দ্র ও প্রাণশব্দে যাহার উল্লেখ করা হইয়াছে; তাহার সহিত উক্ত আনন্দাদি শব্দের সামানাধিকরণ্য প্রয়োগও সম্যক্‌রূপে উপপন্ন হইতে পারে। ১।১।২৯॥

এই যে, বলা হইয়াছে—'আনন্দ, অজর, অমৃত' এই বাক্যার্থের সহিত সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধে একার্থ-বোধক হওয়ায় পরব্রহ্মই উক্ত ইন্দ্র ও প্রাণাদি শব্দের অর্থ; সে কথা উপপন্ন হয় না। কারণ, বক্তা ইন্দ্র এক জন প্রসিদ্ধ জীব; সেই ইন্দ্রই 'আমি ত্রিশিরা ত্বাষ্ট্রকে (ত্বষ্টার—সূর্য্যের পুত্রকে) বধ করিয়াছি' ইত্যাদি বাক্যে ত্বাষ্ট্র বধাদি দ্বারা [আপনার প্রশংসা খ্যাপন করিয়া] 'আমিই প্রজ্ঞাত্মক প্রাণ, সেই আমাকে অমৃত আয়ু বলিয়া উপাসনা কর', এই ভাবে

(*) প্রজ্ঞাতেতি নোপলভ্যতে (গ) পুস্তকে।

জীববিশেষ ইত্যবগতে সতি "আনন্দোঽজরোঽমৃতঃ" ইত্যাদিভিরুপসংহারস্তদনুগুণ এব বর্ণনীয় 'ইতি চেৎ';

পরিহরতি—'অধ্যাত্মসম্বন্ধভূমা হ্যস্মিন্'—আত্মনি যঃ সম্বন্ধঃ, সোঽধ্যাত্মসম্বন্ধঃ, তস্য ভূমা ভূয়স্ত্বং বহুত্বমিত্যর্থঃ। আত্মন্যাধেয়তয়া সম্বধ্যমানানাং বহুত্বেন সম্বন্ধবহুত্বং; তচ্চাস্মিন্ বক্তরি পরমাত্মন্যেব হি সম্ভবতি। "তদযথা রথস্যারেষু নেমিরর্পিতা, নাভাবরা অর্পিতাঃ, এবমেবৈতা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞামাত্রাস্বর্পিতাঃ, প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণেঽর্পিতাঃ, স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মানন্দোঽজরোঽমৃতঃ", [কৌষী° ৩।৯] ইতি ভূতমাত্রাশব্দেন (*) অচেতনবস্তুজাতমভিধায় প্রজ্ঞামাত্রাশব্দেন তদাধারতয়া চেতনবর্গঞ্চাভিধায় তস্যাপ্যাধারতয়া প্রকৃতমিন্দ্র-প্রাণশব্দাভিধেয়ং নির্দ্দিশ্য তমেব "আনন্দোঽজরোঽমৃতঃ" ইত্যুপদিশতি। তদেতচ্চেতনাচেতনাত্মক-কৃৎস্নবস্ত্বাধারত্বং জীবাদর্থান্তরভূতেঽস্মিন্ পরমাত্মন্যেবোপপদ্যত ইত্যর্থঃ।

নিজেরই উপাসনার উপদেশ করিয়াছেন। ইন্দ্রের জীবভাব ত সুপ্রসিদ্ধ; অতএব, উপক্রমে যখন [উপাস্যের] জীবত্ব অবধারিত হইতেছে, তখন উপক্রমের অনুসারেই 'আনন্দ অজর' ইত্যাদি উপসংহার বাক্যেরও ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ইহাই যদি হয়, অর্থাৎ এইরূপ আশঙ্কায় পরিহার করিতেছেন—

যে হেতু এখানে অধ্যাত্ম-সম্বন্ধের বাহুল্য রহিয়াছে; অভিপ্রায় এই যে, আত্মাতে যে সম্বন্ধ, তাহারই নাম অধ্যাত্ম-সম্বন্ধ, তাহারই ভূমা—বাহুল্য। আত্মাতে আধেয়রূপে যে সকল ধর্ম্ম সম্বদ্ধ বা বর্ত্তমান আছে, সে সকলের বহুত্ব নিবন্ধন তৎসম্বন্ধেরও বহুত্ব [হইয়া থাকে]। এই বক্তা পরমাত্মা হইলেই তাহাতে সেই সম্বন্ধ-বহুত্ব সম্ভবপর হইতে পারে, [নচেৎ নহে]। [দেখ,] 'নেমি (চক্রের প্রান্তভাগ) যেরূপ রথের শলাকায় অর্পিত থাকে, এবং শলাকা সমূহ আবার নাভিতে অর্পিত থাকে; ঠিক সেইরূপ এই সূক্ষ্ম ভূত সমূহ প্রজ্ঞামাত্রায় (বুদ্ধিবৃত্তিতে) অর্পিত, এবং প্রজ্ঞামাত্রা সকল আবার প্রাণে অর্পিত আছে। সেই এই প্রাণই প্রাজ্ঞাত্মক অজর অমৃত ও আনন্দস্বরূপ।' এই শ্রুতি 'ভূতমাত্রা' শব্দে অচেতন বস্তুরাশির উল্লেখ করিয়া 'প্রজ্ঞামাত্রা' শব্দে আবার সমস্ত চেতনকে সেই ভূতমাত্রার অধিকরণ বা আশ্রয়-রূপে নির্দ্দেশ করিয়া পুনশ্চ আলোচ্য 'ইন্দ্র ও প্রাণ' শব্দবাচ্য পদার্থকে সেই চেতনবর্গেরও আশ্রয়রূপে নির্দ্দেশ করিয়া তাহাকেই (ইন্দ্রাদি শব্দবাচ্যকেই) আবার 'আনন্দ অজর ও অমৃত' বলিয়া উপদেশ করিতেছেন। এই যে, চেতনাচেতন সর্ব্বপদার্থের আশ্রয়ত্ব (ধারকতা), তাহা জীব হইতে পৃথক্ পদার্থ পরমাত্মাতেই সম্ভব হয়, (জীবে হয় না)।

(*) অচেতনেতি ন পঠ্যতে (গ) পুস্তকে।

অথবা, 'অধ্যাত্মসম্বন্ধভূমা হ্যস্মিন্'—পরমাত্মাসাধারণধর্ম্মসম্বন্ধোঽধ্যাত্ম-সম্বন্ধঃ, তস্য ভূমা বহুত্বং হি অস্মিন্ প্রকরণে বিদ্যতে। তথা হি—প্রথমং "ত্বমেব মে বরং বৃণীষ্ব, যং ত্বং মনুষ্যায় হিততমং মন্যসে" ইতি, "মামুপাস্স্ব" ইতি চ পরমাত্মাসাধারণ-মোক্ষসাধনোপাসনকর্ম্মত্বং প্রাণশব্দ-নির্দ্দিষ্টস্যেন্দ্রস্য প্রতীয়তে। তথা "এষ এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং, যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতি, এষ এবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং, যমধো নিনীষতি" ইতি সর্ব্বস্য কর্ম্মণঃ কারয়িতৃত্বঞ্চ পরমাত্মধর্ম্মঃ। তথা, "তদ্যথা রথস্যারেষু নেমিরর্পিতা, নাভাবরা অর্পিতাঃ, এবমেবৈতা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞামাত্রাস্বর্পিতাঃ, প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণেঽর্পিতাঃ" ইতি সর্ব্বাধারত্বঞ্চ তস্যৈব ধর্ম্মঃ। তথা "স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মানন্দোঽজরোঽমৃতঃ" ইত্যেতেঽপি পরমাত্মন এব ধর্ম্মাঃ। "এষ লোকাধিপতিরেষ সর্ব্বেশঃ" ইতি চ পরমাত্মন্যেব সম্ভবতি। তদেবমধ্যাত্মসম্বন্ধভূম্নোঽত্র বিদ্যমানত্বাৎ পরমাত্মৈবাত্রেন্দ্র-প্রাণশব্দনির্দ্দিষ্টঃ ॥১।১।৩০॥

অথবা, "অধ্যাত্ম-সম্বন্ধভূমা হ্যস্মিন্" কথার অর্থ এইরূপ—যে সকল ধর্ম্ম পরমাত্মার অসাধারণ—পরমাত্মা ভিন্ন অন্যত্র নাই বা থাকিতে পারে না ; সেই সমস্ত ধর্ম্মের যে সম্বন্ধ, তাহাই অধ্যাত্ম-সম্বন্ধ, এই প্রকরণে তাহার ভূমা—বাহুল্য বিদ্যমান রহিয়াছে। দেখ, প্রথমতঃ 'তুমি মনুষ্যের পক্ষে যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হিত বলিয়া মনে কর, তুমিই আমার জন্য সেইরূপ বর প্রার্থনা কর।' তাহার পর, 'আমাকে উপাসনা কর', ইন্দ্রকৃত এইরূপ উপদেশ হইতে জানা যায় যে, একমাত্র পরমাত্মারই বিশেষ ধর্ম্ম যে মোক্ষ-সাধনীভূত উপাসনা-কর্ম্মত্ব (উপাস্যত্ব); 'প্রাণ' শব্দে উল্লিখিত ইন্দ্রের সম্বন্ধেও সেই উপাসনা-কর্ম্মত্বই বিহিত হইয়াছে। বিশেষতঃ 'তিনিই তাহাকে অসাধু কর্ম্ম করান, যাহাকে অধোগামী করিতে ইচ্ছা করেন, এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, সমস্ত কর্ম্মে প্রেরণ করা পরমাত্মারই ধর্ম্ম (অপরের নহে)। সেইরূপ, 'রথের শলাকা সমূহে যেরূপ নেমি সন্নিবেশিত থাকে, এবং শলাকাসমূহ আবার যেরূপ নাভিতে সমর্পিত থাকে, সেইরূপ এই ভূতমাত্রা সমূহ প্রজ্ঞামাত্রাতে এবং প্রজ্ঞামাত্রা সমুদয় (বুদ্ধি-বিজ্ঞান) আবার প্রাণে সমর্পিত আছে।' এই শ্রুত্যুক্ত যে, সর্ব্বাধারত্ব, তাহাও পরমাত্মারই নিজস্ব ধর্ম্ম। আর 'সেই প্রজ্ঞাত্মক প্রাণই আনন্দ ও জরা-মরণ রহিত ;' এই সকল ধর্ম্ম নিশ্চয়ও পরমাত্মারই নিজস্ব। আর 'ইনি লোকাধিপতি ও সর্ব্বেশ্বর,' এ কথাও পরমাত্মার সম্বন্ধেই সম্ভবপর হয়। অতএব, এখানে অধ্যাত্ম-সম্বন্ধের প্রাচুর্য্য বিদ্যমান থাকায় [বুঝিতে হইবে] পরমাত্মাই ইন্দ্র ও প্রাণাদি শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন ॥১।১।৩০॥

কথং তর্হি প্রজ্ঞাতজীবভাবস্যেন্দ্রস্য স্বাত্মন উপাস্যত্বোপদেশঃ সংগচ্ছতে, তত্রাহ—

শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ ॥১।১।৩১॥

[পদচ্ছেদঃ—শাস্ত্রদৃষ্ট্যা (শাস্ত্রীয় উপদেশ দর্শনে) তু (কিন্তু—পরন্তু) উপদেশঃ (উপদেশ) বামদেববৎ (বামদেবের ন্যায়) ॥]

[সরলার্থঃ—জীবস্যাপি সত ইন্দ্রস্য "প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা" ইতি "মামুপাস্স্ব" ইতি চ প্রাণাত্মত্বোপাস্যত্বোপদেশঃ শাস্ত্রদৃষ্ট্যা—"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং, স আত্মা, তৎ ত্বমসি" ইত্যাদি শাস্ত্রোক্ত্যা ব্রহ্মাত্মকত্ব-দৃষ্ট্যা প্রবর্ত্ততে ইতি শেষঃ। 'বামদেববৎ' ইতি দৃষ্টান্তপ্রদর্শনং—যথা বামদেবঃ কিল স্বস্য সর্ব্বাত্মকত্বং পশ্যন্ 'অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ' ইত্যাহ ; তদ্বদিত্যর্থঃ।

ইন্দ্র জীব হইলেও নিজেকে যে, প্রাণস্বরূপে এবং উপাস্যরূপে উপদেশ করিয়াছেন ; তাহা কেবল 'এই সমস্তই ব্রহ্মাত্মক, তিনিই আত্মা, তুমিও তৎস্বরূপ' ; ইত্যাদি শাস্ত্রোক্ত উপদেশানুসারে হইয়াছে। উদাহরণ—বামদেব ঋষি যেমন আত্মার সর্ব্বাত্মভাব উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছিলেন—'আমিই মনু হইয়াছিলাম, এবং আমিই সূর্য্য হইয়াছিলাম।' ইহাও সেইরূপ ॥১।১।৩১॥]

প্রজ্ঞাতজীবভাবেনেন্দ্রেণ "মামেব বিজানীহি" "মামুপাস্স্ব" ইতি উপাস্যস্য ব্রহ্মণঃ স্বাত্মত্বেনোপদেশোঽয়ং ন প্রমাণান্তরপ্রাপ্ত-স্বাত্মাবলোকনকৃতঃ, অপি তু শাস্ত্রেণ স্বাত্মদৃষ্টিকৃতঃ।

এতদুক্তং ভবতি—"অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি", "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্", "অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্ব্বাত্মা", "য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোঽন্তরো, যমাত্মা ন বেদ, যস্যাত্মা শরীরং, য

ভাল, তাহা হইলে যাহার জীবভাব নিশ্চিতরূপে বিজ্ঞাত আছে, সেই ইন্দ্রের পক্ষে আপনাকে উপাস্যরূপে উপদেশ করা সঙ্গত হয় কিরূপে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—'বামদেব ঋষির ন্যায় শাস্ত্রলব্ধ জ্ঞানানুসারে [ঐরূপ] উপদেশ [হইয়াছে]'।

প্রসিদ্ধ জীবভাবাপন্ন ইন্দ্র যে, 'আমাকেই জানিও, আমাকে উপাসনা কর' বলিয়া আপনাকে উপাস্য ব্রহ্মস্বরূপে উপদেশ করিয়াছেন, তাহার কারণ - প্রমাণান্তরলব্ধ আত্ম-দর্শন নহে, পরন্তু শাস্ত্রলব্ধ আত্মদর্শন মাত্র।

এই কথা বলা হইতেছে যে, 'এই জীবাত্মরূপে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ অভিব্যক্ত করিব,' 'এই সমস্তই এতদাত্মক,' 'সর্ব্বাত্মা (পরব্রহ্ম) জনসমূহের অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক শাসন করিয়া থাকেন,' 'যিনি আত্মাতে অবস্থান করিয়াও আত্মা হইতে পৃথক্, আত্মা যাহাকে জানে না,'

আত্মানমন্তরো যময়তি”, “এষ (*) সর্ব্বভূতান্তরাত্মাপহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ” ইত্যেবমাদিনা শাস্ত্রেণ জীবাত্ম-শরীরকং পরমাত্মান-মবগম্য জীবাত্মবাচিনাম্ অহংত্বমাদিশব্দানাং পরমাত্মন্যেব পর্য্যবসানং জ্ঞাত্বা “মামেব বিজানীহি, মামুপাস্স্ব” ইতি স্বাত্মশরীরকং পরমাত্মানমেবো পাস্যত্বেনোপদিদেশ ইতি। ‘বামদেববৎ’—যথা বামদেবঃ পরস্য ব্রহ্মণঃ সর্ব্বান্তরাত্মত্বং সর্ব্বস্য চ তচ্ছরীরত্বং শরীরবাচিনাং চ শব্দানাং শরীরিণি পর্য্যবসানং পশ্যন্ ‘অহম্’ ইতি স্বাত্মশরীরকং (†) পরং ব্রহ্ম নির্দ্দিশ্য তৎ-সামানাধিকরণ্যেন মনু-সূর্যাদীন্ ব্যপদিশতি—“তদ্ধৈতৎ পশ্যন্ ঋষির্বাম-দেবঃ প্রতিপেদে—অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ, অহং কক্ষীবান্ (‡) ঋষিরস্মি বিপ্র” (§) ইত্যাদিনা। যথা চ প্রহ্লাদঃ—

“সর্ব্বগত্বাদনন্তস্য স এবাহমবস্থিতঃ। মত্তঃ সর্ব্বমহং সর্ব্বং ময়ি সর্ব্বং সনাতনে।” [বিষ্ণুপু০ ১।১৯।৮৯] ইত্যাদি (¶) বদতি ॥১।১।৩১॥

‘আত্মা যাঁহার শরীর,’ ‘নিষ্পাপ, দিব্য প্রকাশমান অদ্বিতীয় এই এক নারায়ণই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা’, ইত্যাদি শাস্ত্রানুসারে জানা যায় যে, জীবাত্মা যাঁহার শরীর, সেই পরমাত্মাকে অবগত হইলে পর জীবাত্মবাচক ‘আমি, তুমি’ (অহং, ত্বং) প্রভৃতি শব্দগুলি পরমাত্মাতেই পর্য্যবসিত হয় ; অর্থাৎ সেই সকল শব্দে প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মাকেই বুঝায়। ইন্দ্রও ইহা অবগত হইয়াই ‘আমাকেই জান, আমাকেই উপাসনা কর,’ এইরূপে স্বীয় আত্মা (জীব) যাঁহার শরীর, সেই পরমাত্মাকেই উপাস্য বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। বামদেবই ইহার দৃষ্টান্ত; বামদেব যেমন পরব্রহ্মের সর্ব্বান্তরাত্মভাব, সমস্ত বস্তুর ব্রহ্মশরীরত্ব এবং শরীরবাচক শব্দ সমূহেরও শরীরাভি-মানী জীব-বোধকত্ব অবগত থাকিয়া স্বীয় আত্মা যাঁহার শরীর, সেই পরব্রহ্মকে ‘অহং’ শব্দে নির্দ্দেশ করিয়া তাহার সহিত অভিন্নভাবে মনু ও সূর্য্য প্রভৃতির উল্লেখ করিতেছেন—‘বামদেব ঋষি সেই এই প্রসিদ্ধ ব্রহ্ম সন্দর্শন করতঃ বুঝিয়াছিলেন যে, আমিই মনু ও সূর্য্য হইয়াছিলাম এবং আমিই কক্ষীবান্ ঋষি [হইয়াছিলাম]’ ইত্যাদি। প্রহ্লাদও যেমন ‘অনন্ত ব্রহ্ম সর্ব্বগত, অতএব, আমিও তদ্রূপে অবস্থিত আছি, আমা হইতেই সমস্ত [জন্মিয়াছে], আমি সর্ব্বাত্মক, এবং নিত্যস্বরূপ আমাতেই সমস্ত বস্তু [অবস্থিত আছে]।’ ইত্যাদি বাক্য বলিয়াছেন, ইহাও তদ্রূপ ॥১।১।৩১॥

(*) এষঃ’ ইত্যস্মাৎ প্রাক্ “স ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ, য আত্মনি সঞ্চরন্ যস্যাত্মা শরীরং যমাত্মা ন বেদ” ইতি (গ, ঙ) পুস্তকয়োরধিকঃ পাঠঃ।

(†) শরীরম্’ ইতি (গ) পাঠঃ। (‡) কক্ষীবানিতি (গ) পুস্তকে নোপলভ্যতে।

(§) যথা বামদেব ইতি প্রসিদ্ধো রুদ্রঃ সোঽব্রবীৎ। অহমেকঃ প্রথমমাস, বর্ত্তামি চ ভবিষ্যামি চ। নান্যঃ কশ্চিন্মত্তো ব্যতিরিক্ত ইত্যাদিবৎ’ ইত্যধিকঃ (গ) পুস্তকে পাঠো দৃশ্যতে। অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ’ ইত্যন্তঃ পাঠো বৃহদারণ্যকে (৩।৪।১০) দৃশ্যতে। ‘অহং’ ইত্যাদিঃ ‘বিপ্র’ ইত্যন্তঃ পাঠস্তু ঋক্ সংহিতায়াং ৩।৬।১৫।৪,৩।২৬।১) দৃশ্যত। ভাষ্যে তু সর্ব্বত্রৈব অংশদ্বয়মেকীকৃত্য লিখিতমস্তি। (¶) ইত্যাদিবৎ’ ইতি (খ) পাঠঃ।

অস্মিন্ প্রকরণে জীববাচিভিঃ শব্দৈরচিদ্বিশেষাভিধায়িভিশ্চোপাস্য-ভূতস্য ব্রহ্মণোঽভিধানে কারণং চোদ্যপূর্ব্বকমাহ—

জীব-মুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেৎ; ন, উপাসা-ত্রৈবিধ্যা-দাশ্রিতত্বাদিহ তদ্যোগাৎ ॥১।১।৩২॥

[পদচ্ছেদঃ—জীব-মুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ (জীব ও প্রধান প্রাণগ্রাহক চিহ্ন থাকায়), ন (না—প্রাণ অর্থ ব্রহ্ম নহে), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) [বল], ন (না—বলিতে পার না), উপাসাত্রৈবিধ্যাৎ (যেহেতু উপাসনা তিন প্রকার), আশ্রিতত্বাৎ (গ্রহণ করা হেতু), ইহ (এখানে) চ (ও) তদ্যোগাৎ (যেহেতু তাহারই সম্বন্ধ আছে) ॥]

[সরলার্থঃ—জীব-মুখ্যপ্রাণ-লিঙ্গাৎ—"ত্রিশীর্ষাণং ত্বাষ্ট্রমহনম্" ইতি জীবলিঙ্গাৎ, "যাবদস্মিন্ শরীরে প্রাণো বসতি, তাবদায়ুঃ" ইতি চ মুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ অত্র পরমাত্ম-নিশ্চয়ো ন ভবতি, ইতি চেৎ; ন; কুতঃ? উপাসা-ত্রৈবিধ্যাৎ—পরমাত্মন এব স্বাকারেণ, জীবশরীরকত্বেন, প্রাণ-শরীরকত্বেন চ উপাসনায়াঃ ত্রিবিধত্বাৎ হেতোঃ। অন্যত্রাপি চ পরমাত্মোপাসনত্রৈবিধ্যস্য আশ্রিতত্বাৎ—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যত্র স্বাকারেণ, "সচ্চ ত্যচ্চ অভবৎ" ইত্যত্র ভোগ্য-শরীরকত্বেন, ভোক্তৃ শরীরকত্বেন চ সংগ্রহাৎ। ইহ প্রতর্দ্দনপ্রকরণে চ তদ্যোগাৎ—তস্য উপাসনা-ত্রৈবিধ্যস্য সম্ভবাদিত্যর্থঃ, অত্র পরমাত্ম-নিশ্চয়ঃ সম্ভবতীতিভাবঃ ॥

আলোচ্য স্থলে যখন জীব ও মুখ্যপ্রাণের লিঙ্গ (গ্রাহক ধর্ম্ম) রহিয়াছে; তখন ইন্দ্র ও প্রাণাদি শব্দের অর্থ পরমাত্মা হইতে পারে না, ইহা যদি বল; না—তাহা বলিতে পার না; কারণ, পরমাত্মার উপাসনা ত্রিবিধ—পরমাত্মভাবে, জীবভাবে এবং প্রাণাধিষ্ঠাতৃভাবে বিহিত আছে। অন্যত্রও এই ত্রিবিধ উপাসনাই স্বীকৃত হইয়াছে, এখানেও তাহাই সম্ভবপর হইতেছে। [অতএব, এখানে পরমাত্মাই ইন্দ্র ও প্রাণাদি শব্দের প্রতিপাদ্য অর্থ ॥১।১।৩২॥
ইতি শ্রীব্রহ্মসূত্রবিবৃতৌ সরলায়াং প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥১॥১॥]

এই প্রকরণে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, জীববাচক ও অচেতন-বিশেষবাচক শব্দ সমূহ দ্বারা উপাস্য ব্রহ্মই অভিহিত হইয়াছেন। এখন আপত্তি উত্থাপনপূর্ব্বক তাহারই কারণ নির্দ্দেশ করিতেছেন—"জীব-মুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ" ইত্যাদি। (*)

(*) তাৎপর্য্য—জীব স্বতই পরিচ্ছিন্নভাবাপন্ন; সুতরাং আত্মার ব্যাপকত্ব ও সর্ব্বময়ত্ব বুঝিতে পারে না; বুঝিতে পারে না বলিয়াই পরস্পরের মধ্যে ভেদ দর্শন করে এবং তজ্জন্য অনিত্য সুখ-দুঃখ ভোগে হর্ষ-বিষাদ অনুভব করিয়া থাকে। ইন্দ্রও যখন জীব-ভাবাপন্ন সংসারী, তখন তাহার পক্ষেও সর্ব্বাত্মভাবস্ফূর্ত্তি অসম্ভব; বিশেষতঃ এখানে এমন কতকগুলি কথা আছে, যাহা দ্বারা ইন্দ্রপ্রোক্ত উপাসনাকে পরমাত্মার উপাসনা না বলিয়া জীব-ইন্দ্রের কিংবা প্রাণের উপাসনা বলিয়াই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। 'বাক্যকে জানিবে না, বক্তাকে জানিবে।' জীবই প্রধানতঃ বক্তা; সুতরাং উক্ত শ্রুতি অনুসারে বুঝা যায় যে, এখানে জীবোপাসনার উপদেশ

"ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত, বক্তারং বিদ্যাৎ," [কৌষী০ ১।৮] "ত্রিশীর্ষাণং ত্বাষ্ট্রমহনম্, অরুন্মুখান্ যতীন্ শালাবৃকেভ্যঃ প্রাযচ্ছম্" [কৌষী০ ৩।১] ইত্যাদি-জীবলিঙ্গাৎ, "যাবদস্মিন্ শরীরে প্রাণো বসতি, তাবদায়ুঃ।" "অথ খলু প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা ইদং শরীরং পরিগৃহ্যোত্থাপয়তি" (*) [কৌষী০ ৩।১] ইতি মুখ্যপ্রাণলিঙ্গাচ্চ নাধ্যাত্মসম্বন্ধভূমেতি চেৎ ; ন, উপাসা-ত্রৈবিধ্যাৎ হেতোঃ, উপাসনাত্রৈবিধ্যমুপদেষ্টুং তত্তচ্ছব্দেনাভিধানম্—নিখিল-কারণভূতস্য ব্রহ্মণঃ স্বরূপেণানুসন্ধানং, ভোক্তৃবর্গশরীরকত্বানুসন্ধানং, ভোগ্য-ভোগোপকরণশরীরকত্বানুসন্ধানঞ্চেতি ত্রিবিধম্ অনুসন্ধানমুপ-দেষ্টুমিত্যর্থঃ। তদিদং ত্রিবিধং ব্রহ্মানুসন্ধানং প্রকরণান্তরেষ্বপ্যাশ্রিতম্—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" [তৈত্তি০ আন০ ১] ; "আনন্দো (†) ব্রহ্ম"

যদি বল, 'বাক্যবিষয়ে জিজ্ঞাসা করিবে না, বক্তাকে জানিবে।' 'ত্রিশীর্ষ ত্বাষ্ট্রকে বধ করিয়াছি ; বেদানভিজ্ঞ যতিগণকে গৃহপালিত কুক্কুরগণ উদ্দেশে দান করিয়াছি' ইত্যাদি জীবলিঙ্গ বশতঃ অর্থাৎ জীবগ্রাহক চিহ্ন থাকায়, এবং 'এই শরীরে যে পর্য্যন্ত প্রাণ বাস করে, সেই পর্য্যন্তই আয়ুঃ বা জীবন', 'প্রজ্ঞাত্মক প্রাণই এই শরীরকে গ্রহণ করিয়া উত্থাপন করে।' এই-রূপ মুখ্যপ্রাণ-গ্রাহক লিঙ্গ থাকায় অধ্যাত্ম-সম্বন্ধের ত বাহুল্য নাই। না—তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, উপাসনার ত্রৈবিধ্যই ইহার হেতু ; অর্থাৎ উপাসনার ত্রৈবিধ্য উপদেশ করিবার নিমিত্তই বিশেষ বিশেষ শব্দে উল্লেখ করা হইয়া থাকে, অর্থাৎ সর্ব্বজগতের কারণভূত ব্রহ্মের স্বস্বরূপে অনুসন্ধান, ভোক্তৃবর্গ—জীবসমূহরূপ শরীরবিশিষ্টরূপে অনুসন্ধান, এবং ভোগ্য ও ভোগোপকরণভূত শরীরধারিরূপে অনুসন্ধান, এই তিনপ্রকার উপাসনা উপদেশ করিবার জন্যই [ঐরূপে নির্দ্দেশ হইয়াছে]। এই ত্রিবিধ ব্রহ্মোপাসনা অন্য প্রকরণেও পরিগৃহীত হইয়াছে—'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ,' 'ব্রহ্ম আনন্দ স্বরূপ।' ইত্যাদি স্থলে [ব্রহ্মের]

করা ইন্দ্রের অভিপ্রেত। তাহার পর, ইন্দ্র বলিয়াছেন 'আমিই প্রজ্ঞাত্মক প্রাণ, সেই আমাকে আয়ুঃ বলিয়া উপাসনা কর.'। 'দেহে যতক্ষণ প্রাণ থাকে, ততক্ষণই আয়ুঃ' এই শ্রুতি হইতে বুঝা যায় যে, প্রাণ ও আয়ুঃ অভিন্ন বা অবিযুক্ত পদার্থ ; সুতরাং ইন্দ্রপ্রোক্ত প্রাণ অর্থ পরমাত্মা না হইয়া পঞ্চবৃত্তি প্রাণ হওয়াই উচিত। এই সমস্ত আশঙ্কা উত্থাপনপূর্ব্বক সূত্রকার নিজেই মীমাংসা করিলেন যে, যদিও আপাত দৃষ্টিতে ইন্দ্রোপদেশে জীব ও মুখ্যপ্রাণের গ্রাহক বাক্যবিশেষ দৃষ্ট হয় সত্য ; কিন্তু জীব কিংবা প্রাণমাত্র প্রতিপাদনে ঐ সকল বাক্যের তাৎপর্য্য নাই। তাহার কারণ এই যে, তিন প্রকারে পরমাত্মার উপাসনা বিহিত আছে ; (১) স্ব-স্বরূপে ; যথা—"সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম।" (২) ভোক্তা—জীবস্বরূপে, যথা—"তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" ইত্যাদি। (৩) অচেতন ভোগ্য ও ভোগোপকরণভাবাপন্নরূপে, যথা—"তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চ অভবৎ।" ইত্যাদি। এখানে 'সৎ' পদে চেতন জীব সমূহ, আর 'ত্যৎ' পদে অচেতন জড় সমূহ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অধিকারীর যোগ্যতার তারতম্যানুসারে একই ব্রহ্মের উক্ত ত্রিবিধ উপাসনা বিহিত হইয়াছে ; সুতরাং ইন্দ্রের উপদেশে পরমাত্মারই বিভিন্নরূপ উপাসনা বুঝিতে হইবে, জীব কিংবা অচেতন প্রাণের উপাসনা নহে ॥

(*) উত্থাপয়তীতি (গ) পাঠঃ। (†) আনন্দ' ইত্যত্র বিজ্ঞানমানন্দম্' ইতি (গ) পাঠঃ।

[তৈত্তি° ভৃগু° ৬] ইত্যাদিষু স্বরূপানুসন্ধানম্; "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানু-প্রাবিশৎ; তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ, নিরুক্তঞ্চানিরুক্তঞ্চ, নিলয়নঞ্চা-নিলয়নঞ্চ, বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ, সত্যঞ্চানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ" [তৈত্তি° আন° ৬।২] ইত্যাদিষু ভোক্তৃশরীরতয়া ভোগ্য-ভোগোপকরণশরীরতয়া চানু-সন্ধানম্। ইহাপি প্রকরণে তৎ ত্রিবিধমনুসন্ধানং যুজ্যত এবেত্যর্থঃ।

এতদুক্তং ভবতি—যত্র হিরণ্যগর্ভাদিজীববিশেষাণাং প্রকৃত্যাদ্যচেতন-বিশেষাণাঞ্চ পরমাত্মাসাধারণধর্ম্মযোগঃ, তদভিধায়িনাং শব্দানাং পরমাত্ম-বাচিশব্দৈঃ সামানাধিকরণ্যং বা দৃশ্যতে; তত্র পরমাত্মনস্তত্তচ্চিদচিদ্বিশেষান্ত-রাত্মত্বানুসন্ধানং প্রতিপিপাদয়িষিতমিতি। অতোঽত্র ইন্দ্র-প্রাণশব্দ-নির্দ্দিষ্টো জীবাদর্থান্তরভূতঃ পরমাত্মৈবেতি সিদ্ধম্ ॥১।১।৩২॥ [একাদশম্ ইন্দ্র-প্রাণাধিকরণং সমাপ্তম্ ॥]

ইতি শ্রীভগবদ্‌রামানুজাচার্য্যবিরচিতে (*) শারীরকমীমাংসাভাষ্যে
প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ ॥১।১॥

স্বরূপানুসন্ধান; আর 'সেই সত্যরূপী ব্রহ্ম সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন; তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সৎ ও ত্যৎ অর্থাৎ পরোক্ষ ও অপরোক্ষ, নিরুক্ত ও অনিরুক্ত, আশ্রিত ও অনাশ্রিত, বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান (চেতন ও অচেতন), সত্য ও অসত্য স্বরূপ হইলেন'; ইত্যাদি স্থলে ভোক্তৃ-শরীররূপে এবং ভোগ্য ও ভোগোপকরণ-শরীরধারিরূপেও অনুসন্ধান [অভিহিত হইয়াছে]। [অতএব] এই প্রকরণেও নিশ্চয়ই সেই ত্রিবিধ ব্রহ্মানুসন্ধানই সঙ্গত হইতেছে।

ইহা বলা হইতেছে যে, যে স্থলে পরমাত্মার অসাধারণ ধর্ম্মের সহিত হিরণ্যগর্ভাদি বিশেষ বিশেষ জীবনিবহের কিংবা প্রকৃতি প্রভৃতি অচেতন বিশেষের যোগ দৃষ্ট হয়, অথবা হিরণ্য-গর্ভাদি জীববিশেষের বাচক, কিংবা প্রকৃত্যাদি অচেতনবোধক শব্দসমূহের সহিত পরমাত্মবাচক শব্দনিবহের সামানাধিকরণ্য (অভেদে বিশেষণ-বিশেষ্যভাব) পরিলক্ষিত হয়; [বুঝিতে হইবে], সেই স্থলেই পরমাত্মার সেই সেই চিৎ-জড়ময় অপরাপর পদার্থের সহিত অভেদচিন্তা প্রতিপাদন করা অভীষ্ট। অতএব, এখানেও জীব হইতে পৃথগ্‌ভূত পরমাত্মাই যে, ইন্দ্র ও প্রাণ-শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, ইহা প্রমাণিত হইল ॥ ৩২ ॥ [একাদশ ইন্দ্রপ্রাণাধিকরণ সমাপ্ত]

শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্যবিরচিত শারীরকমীমাংসা ভাষ্যানুবাদে প্রথমাধ্যায়ে প্রথম পাদ সমাপ্ত ॥

(*) শ্রীমদ্রামানুজবিরচিতে ইতি (গ)। রামানুজাচার্যাভয়বেদান্তাচার্যবিরচিতে' ইতি (ঙ) পাঠঃ।

দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

প্রথমে পাদে অধীতবেদঃ পুরুষঃ কর্ম্মমীমাংসা-শ্রবণাধিগতকর্ম্ম-যাথাত্ম্যবিজ্ঞানঃ কেবলকর্ম্মণামল্পাস্থিরফলত্বম্ (*) অবগম্য, বেদান্তবাক্যেষু চ আপাতপ্রতীতানন্তস্থিরফল-ব্রহ্মস্বরূপ--তদুপাসনসমুপজাত--পরমপুরুষার্থ--লক্ষণ-মোক্ষাপেক্ষঃ অবধারিতপরিনিষ্পন্নবস্তু-বোধনশব্দশক্তির্বেদান্তবাক্যানাং পরস্মিন্ (†) ব্রহ্মণি নিশ্চিতপ্রমাণভাবঃ তদিতিকর্ত্তব্যতারূপ-শারীরক-মীমাংসাশ্রবণমারভেতেত্যুক্তম্ শাস্ত্রারম্ভসিদ্ধয়ে।

অনন্তবিচিত্রস্থিরত্রসরূপ-ভোক্তৃ-ভোগ্য-ভোগোপকরণ-ভোগস্থানলক্ষণ-নিখিলজগদুদয়-বিভব-লয়-মহানন্দৈককারণং (‡) পরং ব্রহ্ম "যতো বা ইমানি" ইত্যাদি বাক্যং বোধয়তীতি চ প্রত্যপাদি।

জগদেককারণং পরং ব্রহ্ম সকলেতরপ্রমাণাবিষয়তয়া শাস্ত্রৈকপ্রমাণক-মিত্যভ্যধায়ি (§)। শাস্ত্রৈকপ্রমাণকত্বঞ্চ (¶) ব্রহ্মণঃ প্রবৃত্তি-নিবৃত্ত্যন্বয়-

---

প্রথম পাদে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, পুরুষ প্রথমতঃ বেদাধ্যয়নের পর কর্ম্মমীমাংসা শ্রবণে কর্ম্ম সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান লাভ করতঃ উপাসনাবিহীন কর্ম্মফলের অল্পত্ব ও অস্থিরত্ব অবগত হইয়া এবং বেদান্তবাক্যে সাধারণভাবে অনন্ত ও স্থিরতর ফলসাধক ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়া তাঁহারই উপাসনার ফলীভূত পরমপুরুষার্থ মোক্ষাকাঙ্ক্ষী হয়। অনন্তর, স্বতঃসিদ্ধ বস্তু-বোধনেও যে, শব্দের শক্তি বা ক্ষমতা আছে, ইহা অবধারণ করতঃ পরব্রহ্ম প্রতিপাদনে বেদান্ত বাক্যনিচয়ের প্রামাণ্য নিশ্চয় করিয়া তাহারই ইতিকর্ত্তব্যতাত্মক (সাধক-বাধক যুক্তিপ্রদর্শক) 'শারীরক-মীমাংসা' (ব্রহ্মসূত্র) শ্রবণে প্রবৃত্ত হয়; ইহাও এই শাস্ত্র প্রণয়নের আবশ্যকতা প্রদর্শন-প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে। তাহার পর 'যাহা হইতে এই সমস্ত' ইত্যাদি বাক্যও যে, অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ বিবিধ ভোগ্য, ভোক্তা, ভোগোপকরণ ও ভোগ-স্থানময় নিখিল জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, লয় ও অসীম আনন্দের একমাত্র কারণভূত পরব্রহ্মকে জ্ঞাপন করিতেছে; ইহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে।

জগতের একমাত্র কারণস্বরূপ পরব্রহ্ম অপর কোনও প্রমাণের বিষয়ীভূত হন না বলিয়া তদ্বিষয়ে শাস্ত্রই যে, একমাত্র প্রমাণ; এ কথাও অভিহিত হইয়াছে। আর প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির

(*) অস্থিরচরত্বম্' ইতি (গ) পাঠঃ। (†) পরস্মিন্নিত্যত্র যস্মিন্নিতি (গ) পাঠঃ।

(‡) উদয়লয়প্রহাণান্যৈককারণম্' ইতি (গ) পাঠঃ। (§) অভ্যধায়' ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ।

(¶) শাস্ত্রপ্রমাণকত্বঞ্চ' ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

বিরহেঽপি স্বরূপেণৈব পরমপুরুষার্থভূতে পরস্মিন্ ব্রহ্মণি বেদান্তবাক্যানাং সমন্বয়াৎ নিরূহ্যত ইত্যক্রম।

নিখিলজগদেককারণতয়া বেদান্তবেদ্যং ব্রহ্ম চ ঈক্ষণাদ্যন্বয়াদানুমানিক-প্রধানাদর্থান্তরভূতশ্চেতনবিশেষ এবেত্যুপাপীপদাম (*)। স চ স্বাভাবিকা-নবধিকাতিশয়ানন্দবিপশ্চিত্ত্ব-নিখিলচেতন-ভয়াভয়হেতুত্ব-সত্যসংকল্পত্ব-সমস্ত-চেতনাচেতনান্তরাত্মত্বাদিভির্বদ্ধমুক্তোভয়াবস্থাৎ জীবশব্দাভিলপনীয়াচ্চার্থা-ন্তরভূতঃ, ইতি চ সমাদধীমহি (†)। স চাপ্রাকৃতাকর্ম্মনিমিত্ত-স্বাসাধা-রণদিব্যরূপঃ, ইত্যুদৈরিরাম।

আকাশ-প্রাণাদ্যচেতনবিশেষাভিধায়িভির্জগৎকারণতয়া প্রসিদ্ধবন্নির্দিশ্য-মানঃ সকলেতরচেতনাচেতনবিলক্ষণঃ স এবেতি সমগরিষ্মহি। পরতত্ত্বা-সাধারণ-নিরতিশয়দীপ্তিযুক্ত-জ্যোতিঃশব্দাভিধেয়ো দ্যুসম্বন্ধিতয়া প্রত্যভি-জ্ঞানাৎ (‡) স এবেত্যাতিষ্ঠামহি।

সম্বন্ধ না থাকিলেও স্বতঃই পরমপুরুষার্থস্বরূপ পরব্রহ্মবোধক বেদান্তবাক্যসমূহের সমন্বয় বা তাৎপর্য্যাবধারণ হইতে যে, ব্রহ্মের শাস্ত্রৈকগম্যত্ব প্রমাণিত হয়, তাহাও কথিত হইয়াছে।

সমস্ত জগতের একমাত্র কারণরূপে বেদান্তশাস্ত্র-বিজ্ঞেয় ব্রহ্ম যে, অনুমানকল্পিত প্রধান হইতে পৃথক্ নিশ্চয়ই চেতনবিশেষ, [জগৎ-কারণের] ঈক্ষণাদি সম্বন্ধ দ্বারা তাহাও প্রতিপাদন করিয়াছি। (§) আর যে, স্বভাবতই নিরবধি ও নিরতিশয় আনন্দ, বিপশ্চিত্ত্ব, সমস্ত চেতনের ভয় ও অভয়হেতুত্ব, সত্যসংকল্পত্ব এবং সমস্ত চেতনাচেতনের অন্তরাত্মত্বাদি হেতু বশতঃ সেই চেতনবিশেষ যে, বদ্ধ-মুক্ত, এতদুভয়াবস্থাসম্পন্ন জীব হইতে পৃথক্ পদার্থ, ইহারও সমাধান করিয়াছি। আর সেই পদার্থটী যে, অপ্রাকৃত ও শুভাশুভ কর্ম্মাধীন নহে, এবং অনন্যসাধারণ দিব্যরূপসম্পন্ন; ইহারও উল্লেখ করিয়াছি।

অচেতনবাচক আকাশ ও প্রাণ প্রভৃতি শব্দে জগৎকারণরূপে প্রসিদ্ধবৎ নির্দ্দিষ্ট এবং চেতন ও অচেতনাত্মক অপর সর্ব্ব পদার্থ-বিলক্ষণ পদার্থটীও যে তাহাই (ব্রহ্মই); ইহাও বলিয়াছি। আর পরব্রহ্মের অসাধারণ নিরতিশয় দীপ্তিযুক্ত জ্যোতিঃপদার্থটীও যে, সেই পরম-পুরুষই, ইহাও দ্যু-সম্বন্ধনিবন্ধন ব্যবস্থাপিত করিয়াছি।

(*) উপাপিপদামেতি অপপাঠোঽয়ং (গ) পুস্তকে।

(†) সমার্ত্থিথামহি' ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।　　　(‡) প্রত্যভিধানাদিতি (খ) পাঠঃ।

(§) তাৎপর্য্য—"ঈক্ষতের্নাশব্দম্।" এই পঞ্চম সূত্রে দেখান হইয়াছে যে, "যতো বা ইমানি" ইত্যাদি শ্রুতিতে যে, জগৎকারণের উল্লেখ আছে; সেই কারণ বস্তুটী সাংখ্যপরিকল্পিত অচেতন প্রধান (প্রকৃতি) কিংবা অন্য কোনও জড় পদার্থ নহে; কারণ?—এই জগৎকারণকে 'ঈক্ষিতা' (আলোচনা-কর্ত্তা) বলা হইয়াছে। আলোচনা কার্য্যটী চেতনেরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম, অচেতনের নহে; সুতরাং অচেতন প্রকৃতিতে চেতন ধর্ম্ম 'ঈক্ষণ' কখনই সম্ভবপর হয় না; হয় না বলিয়াই অচেতন প্রকৃতিকে জগৎকারণ বলিতে পারা যায় না। সেখানে এইরূপে ঈক্ষণান্বয় প্রতিপাদিত হইয়াছে॥

পরমকারণাসাধারণামৃতত্বপ্রাপ্তিহেতুভূতঃ পরমপুরুষ এব শাস্ত্রদৃষ্ট্যা ইন্দ্রাদিশব্দৈরভিধীয়ত ইত্যক্রমহি।

তদেবমতিপতিতসকলেতরপ্রমাণসম্ভাবনাভূমিঃ সার্ব্বজ্ঞ্য-সত্যসংকল্পত্বাদ্যপরিমিতোদারগুণসাগরতয়া স্বেতরসমস্তবস্তুবিলক্ষণঃ পরং ব্রহ্ম পুরুষোত্তমো নারায়ণ এব বেদান্তবেদ্যঃ, ইত্যুক্তম্।

অতঃ পরং দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থেষু পাদেষু যদ্যপি বেদান্তবেদ্যং ব্রহ্মৈব, তথাপি কানিচিৎ বেদান্তবাক্যানি প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞান্তর্ভূতবস্তুবিশেষস্বরূপ-প্রতিপাদনপরাণ্যেব, ইত্যাশঙ্ক্য তন্নিরসনমুখেন তত্তদ্বাক্যোদিতকল্যাণগুণাকরত্বং ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদ্যতে।

তত্রাস্পষ্টজীবাদিলিঙ্গকানি বাক্যানি দ্বিতীয়ে পাদে বিচার্য্যন্তে; স্পষ্ট-লিঙ্গকানি তৃতীয়ে; তত্তৎপ্রতিপাদনচ্ছায়ানুসারীণি চতুর্থে।

পবম কাবণ পবব্রহ্মেব অসাধাবণ ধর্ম্ম যে অমৃতত্বপ্রাপ্তি, তাহাবও হেতুভূত পরমপুরুষই শাস্ত্রীয় দৃষ্টি অনুসারে ইন্দ্র প্রভৃতি শব্দে অভিহিত হন, ইহাও বলিয়াছি।

তিনি এইরূপে অপব সমস্ত প্রমাণ-সম্ভাবনারও অতীত, (অবিষয়) সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সত্যসংকল্পত্ব প্রভৃতি অপবিমিত উদারগুণের সাগব, এই কাবণে তদ্ভিন্ন সমস্ত বস্তুবিলক্ষণ পরব্রহ্ম পরমপুরুষ নারায়ণই একমাত্র বেদান্তবেদ্য; ইহাও কথিত হইয়াছে।

ইতঃপর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পাদে যদিও বেদান্তবেদ্য ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য হউক, তথাপি [দেখা যায়] কতকগুলি বেদান্ত-বাক্য [সত্য সত্যই যেন] প্রকৃতি ও ক্ষেত্রজ্ঞের (জীবেব) অন্তর্ভুক্ত বিশেষ বিশেষ বস্তুস্বরূপবোধক; এই আশঙ্কা কবিয়া তন্নিবসনপূর্ব্বক ব্রহ্মই যে, সেই সমস্ত বাক্যোক্ত কল্যাণময় গুণের আকর, তাহা প্রতিপাদিত হইতেছে।

তন্মধ্যে অস্পষ্টভাবে জীবগ্রাহক বাক্যনিচয় দ্বিতীয় পাদে, স্পষ্টরূপে জীবগ্রাহক বাক্যনিচয় তৃতীয় পাদে এবং জীবাদি প্রতিপাদকেব ন্যায় প্রতিভাসমান বাক্যসমূহ চতুর্থ পাদে বিচারিত হইতেছে। (*)

(*) তাৎপর্য্য—শঙ্কা হইতে পারে যে, প্রথম পাদেই যখন ব্রহ্মের কারণত্ব, স্বরূপগত বিশেষ এবং তৎপ্রসঙ্গে আরও যাহা কিছু বক্তব্য, তৎসমস্তই একে একে কথিত হইয়াছে, তখন আর অবশিষ্ট পাদত্রয় আরম্ভের প্রয়োজন কি? সেই শঙ্কা অপনয়নার্থ ভাষ্যকার প্রথম পাদোক্ত এক একটী বিষয় উল্লেখপূর্ব্বক দেখাইতেছেন যে, প্রথম পাদে যে সমস্ত বিষয় উল্লিখিত ও মীমাংসিত হয় নাই, অবশ্যবক্তব্য সেই সমস্ত বিষয় প্রতিপাদনার্থই এই দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পাদ আরব্ধ হইতেছে। তন্মধ্যে, যে সমস্ত বাক্যে স্পষ্টাক্ষরে ব্রহ্মের উল্লেখ না থাকায় গৌণভাবে জীব প্রভৃতিও বুঝা যাইতে পারে, প্রকৃত পক্ষে কিন্তু পরমাত্ম-প্রতিপাদনেই তাৎপর্য্য; সেই সমস্ত অস্পষ্ট জীবাদিলিঙ্গক বাক্য দ্বিতীয় পাদে বিচারিত হইয়াছে। এবং তদুদ্দেশেই দ্বিতীয় পাদ আরব্ধ হইতেছে।

আর যে সমস্ত বাক্যে স্পষ্টাক্ষরে জীবাদি ধর্ম্মের উল্লেখ আছে, অথচ প্রকৃত পক্ষে পর ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য,

সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধাধিকরণম্। **সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ ॥১।২।১॥**

[পদচ্ছেদঃ—সর্ব্বত্র (সকল স্থানে) প্রসিদ্ধোপদেশাৎ (প্রসিদ্ধ পদার্থের উপদেশ হেতু)।]

[সরলার্থঃ—ছান্দোগ্যে শ্রূয়তে—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ; 'তজ্জলান্' ইতি শান্ত উপাসীত।" অত্র সর্ব্বং খল্বিদমিতি সর্ব্বাত্মকত্বেন নির্দ্দিষ্টং ব্রহ্ম পরমাত্মৈব, ন তু জীবঃ। কুতঃ? সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ'—যতঃ "সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম" ইতি সর্ব্বাত্মকত্বং, "তজ্জলান্" ইতি চ জগজ্জন্ম-স্থিতি-লয়হেতুত্বং প্রসিদ্ধবৎ উপদিশ্যমানং পরমাত্মনি এব নিতরাং উপপদ্যতে, নতু জীবে। পরস্মাদেব ব্রহ্মণঃ জগতো জন্ম-স্থিতি-লয়াঃ সর্ব্বত্র উপনিষৎসু প্রসিদ্ধাঃ—'তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়, স তপোঽতপ্যত, স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত, যদিদং কিঞ্চ" ইত্যাদিষু॥

ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে—'এই সমস্তই ব্রহ্ম, সমস্তই তাঁহা হইতে জাত, তাঁহাতে স্থিত এবং তাঁহাতে বিলীন হয়; অতএব শান্ত হইয়া উপাসনা করিবে।' এখানে সর্ব্বাত্মক ও সর্ব্বকারণভাবে নির্দ্দিষ্ট ব্রহ্ম-পদার্থটী পরমাত্মাই—জীব নহে। কেন না, পরমাত্মাই সর্ব্বত্র সর্ব্বাত্মক ও সর্ব্ব-কারণরূপে প্রসিদ্ধ; এখানেও ব্রহ্মের সর্ব্বাত্মকতা ও সর্ব্বকারণতা প্রসিদ্ধবৎ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব, এই ব্রহ্মপদার্থ পরমাত্মা ভিন্ন অপর কিছু হইতে পারে না॥ ১।২।১ ॥]

ইদমাম্নায়তে চ্ছান্দোগ্যে—"অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষঃ, যথাক্রতু-রস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি, তথেতঃ প্রেত্য ভবতি, স ক্রতুং কুর্বীত—মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ" [ছান্দো০ ৩।১৪।১] ইত্যাদি। অত্র "স ক্রতুং কুর্বীত" ইতি প্রতিপাদিতস্য উপাসনস্য উপাস্যঃ "মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ" ইতি নির্দ্দিশ্যত ইতি প্রতীয়তে।

অত্র সংশয়ঃ—কিং মনোময়ত্বাদিগুণকঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ? উত পরমাত্মা? ইতি। কিং যুক্তং? ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি। কুতঃ? মনঃপ্রাণয়োঃ ক্ষেত্রজ্ঞোপ-

ছান্দোগ্যোপনিষদে এইরূপ পঠিত আছে,—'পুরুষ নিশ্চয়ই ক্রতুময় (সংকল্পপ্রধান); পুরুষ ইহলোকে যাদৃশ সংকল্পশালী হয়, এখান হইতে প্রয়াণের পর (মৃত্যুর পর) সেইরূপই হইয়া থাকে। [অতএব] সেই পুরুষ [আপনাকে] মনোময়, প্রাণশরীরবিশিষ্ট এবং জ্যোতিরূপ বলিয়া চিন্তা করিবে' ইত্যাদি। এখানে বুঝা যাইতেছে যে, 'সে ক্রতু করিবে' বলিয়া যে উপাসনা বিহিত হইয়াছে, 'মনোময়, প্রাণশরীর' ইত্যাদি বাক্যে তাহারই উপাস্য বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

তাহাতে সংশয় হইতেছে যে, এই 'মনোময়ত্বাদি গুণযুক্ত পদার্থটী কি ক্ষেত্রজ্ঞ—জীব? অথবা পরমাত্মা? কোন্‌টী সমীচীন?—ক্ষেত্রজ্ঞ। কি হেতু?—যেহেতু মন ও প্রাণ, উভয়ই ক্ষেত্রজ্ঞের

সেই সমস্ত স্পষ্টলিঙ্গক বাক্য তৃতীয় পাদে বিচারিত হইয়াছে। আর যে সমস্ত বাক্যে, অতি গৌণভাবে জীবাদি ধর্ম্ম বোধক শব্দেরই অনুরূপ শব্দ প্রযুক্ত আছে; অথচ সেই সকল শব্দের প্রকৃত অর্থ পর ব্রহ্ম; সেই সমস্ত বাক্য চতুর্থ পাদে বিচারিত হইয়াছে।

করণত্বাৎ, পরমাত্মনস্তু "অপ্রাণো হ্যমনাঃ" ইতি তৎপ্রতিষেধাচ্চ। নচ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইতি পূর্ব্বনির্দ্দিষ্টং ব্রহ্ম(*)অত্রোপাস্যতয়া সংবদ্ধুং শক্যতে, "শান্ত উপাসীত" ইত্যুপাসনোপকরণশান্তিনির্ব্বৃত্ত্যুপায়ভূত-ব্রহ্মাত্মকত্বোপদেশায়োপাত্তত্বাৎ। নচ "স ক্রতুং কুর্ব্বীত" ইত্যুপাসনস্যোপাস্যসাকাঙ্ক্ষত্বাদ্ বাক্যান্তরস্থমপি ব্রহ্ম সম্বধ্যত ইতি শক্যং (†) বক্তুং, স্ববাক্যোপাত্তেন মনোময়ত্বাদিগুণকেন নিরাকাঙ্ক্ষত্বাৎ, "মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ" ইত্যনন্যার্থতয়া নির্দ্দিষ্টস্য বিভক্তিবিপরিণামমাত্রেণোভয়াকাঙ্ক্ষানিবৃত্তিসিদ্ধেঃ।

এবং নিশ্চিতে জীবত্বে 'এতদ্ ব্রহ্ম' ইত্যুপসংহারস্থং ব্রহ্ম-পদমপি (‡)জীব এব পূজার্থং প্রযুক্তমিত্যধ্যবসীয়ত ইতি। এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—

উপকরণ বা ভোগসাধন ; অধিকন্তু, 'অপ্রাণ, অমনাঃ' ইত্যাদি শ্রুতিতে পরমাত্মার সম্বন্ধে তাহা প্রতিষিদ্ধও হইয়াছে। 'এ সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ,' এই পূর্ব্ববাক্যনির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মই যে, এখানে উপাস্যরূপে সম্বন্ধলাভ করিতে পারে, তাহাও নহে ; কারণ, 'শান্ত হইয়া উপাসনা করিবে', এই বাক্যে উপাসনার উপকরণ বা সহায়ভূত যে শান্তি অভিহিত হইয়াছে, সেই শান্তি সম্পাদনেরই উপায়স্বরূপ ব্রহ্মাত্মৈকত্ব উপদেশের নিমিত্ত ঐ কথা পরিগৃহীত হইয়াছে। আর এ কথাও বলিতে পার না যে, 'সে ক্রতু করিবে', এই শ্রুতিতে (§) যে উপাসনা বিহিত হইয়াছে, তাহা উপাস্য-সাপেক্ষ, অর্থাৎ উপাসনা করিতে হইলেই উপাস্যের অপেক্ষা আছে ; অতএব ব্রহ্ম ভিন্ন-বাক্য-নির্দ্দিষ্ট হইলেও এখানে তাহার সম্বন্ধ ঘটিতে পারে ; কেননা, স্ববাক্যলব্ধ 'মনোময়ত্বাদি' গুণ দ্বারাই তাহার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত বা পরিসমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ একই অর্থের প্রতিপাদনাভিপ্রায়ে 'মনোময় ও প্রাণশরীর' বাক্যে নির্দ্দিষ্ট পদের কেবলমাত্র বিভক্তি-বিপরিণাম দ্বারাই (প্রথমা স্থানে দ্বিতীয়া বিভক্তি করিলেই) উপাস্য, উপাসনা, এই উভয়াকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি সুসিদ্ধ হইতে পারে।

এইরূপে জীব অর্থ নির্দ্ধারিত হইলে পর 'ইহা ব্রহ্ম' এই উপসংহার বাক্যস্থ 'ব্রহ্ম' শব্দটীও যে, উৎকর্ষ খ্যাপনার্থ জীবেই প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহাও অবধারিত হইতে পারে। এইরূপ সম্ভাবনায় আমরা বলিতেছি—'যে হেতু সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধের উপদেশ।' (¶)

(*) ব্রহ্মোপাস্যতয়া' ইতি (গ)পাঠঃ। (†) যুক্তং' ইতি (ঘ)পাঠঃ। (‡) উপসংহারস্থব্রহ্মপদমপি' ইতি (গ,ঘ) পাঠঃ।

(§) তাৎপর্য্য—'তত্তৎপ্রতিপাদনচ্ছায়ানুসারীণি চতুর্থে' ইতি ; তত্তৎপ্রতিপাদনং—জীবাদিলিঙ্গিপ্রতিপাদনং, নতু তল্লিঙ্গপ্রতিপাদনং। অস্পষ্ট-স্পষ্ট-স্পষ্টতর-পূর্ব্বপক্ষোত্থান-হেতুভেদেন ভিন্নাঃ ত্রয়ঃ পাদা ইত্যর্থঃ। ইতি শ্রুতপ্রকাশিকা। ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, ভাষ্যে 'তত্তৎপ্রতিপাদন' কথার অর্থ জীবাদি-বোধক কোনও বিশিষ্ট ধর্ম্মের প্রতিপাদন নহে, পরন্তু, তাদৃশ ধর্ম্মসম্পন্ন জীবাদিরই প্রতিপাদন। পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপনের হেতুগুলি অস্পষ্ট, স্পষ্ট ও স্পষ্টতর হওয়ার ভিন্ন ভিন্ন তিনটী পাদের সৃষ্টি হইয়াছে।

(¶) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণটী ৮সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পাঁচটী অঙ্গ এইরূপ—(১) বিষয়

'সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ'—মনোময়ত্বাদিগুণকঃ পরমাত্মৈব। কুতঃ? সর্ব্বত্র—বেদান্তবাক্যেষু পরস্মিন্নেব ব্রহ্মণি প্রসিদ্ধস্য মনোময়ত্বাদেরুপদেশাৎ। প্রসিদ্ধং হি মনোময়ত্বাদি ব্রহ্মণঃ। যথা—"মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা" [মুণ্ড০ ২।২।৭], "স এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ, তস্মিন্নয়ং পুরুষো মনোময়ঃ, অমৃতো হিরণ্ময়ঃ" [তৈত্তি০ শিক্ষা০ ৬।৩], "হৃদা মনীষা মনসাভিকৢপ্তঃ, য এনং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।" [শ্বেতাশ্ব০ ৩।১৩], "ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা" [মুণ্ড০ ৩।১।৮], "মনসা তু বিশুদ্ধেন।" তথা "প্রাণস্য প্রাণঃ।" [কেন০ ।২], "অথ খলু প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মেদং শরীরং পরিগৃহ্যোত্থাপয়তি (*)।" [কৌষী০ ৩।২] "সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশন্তি প্রাণমভ্যুজ্জিহতে" [ছান্দো০ ১।১১।৫] ইত্যাদিষু। মনোময়ত্বং—বিশুদ্ধেন মনসা গ্রাহ্যত্বং। প্রাণশরীরত্বং—

মনোময়ত্বাদি গুণসম্পন্ন বস্তুটী নিশ্চয়ই পরমাত্মা; কারণ? সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রে পরব্রহ্মের ধর্ম্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ যে মনোময়ত্বাদি গুণ, এখানে সেই সমুদয় ধর্ম্মেরই উপদেশ রহিয়াছে। মনোময়ত্বাদি গুণ যে, ব্রহ্মেব ধর্ম্ম, তাহা প্রসিদ্ধই আছে। যথা—'মনো ময় পরমাত্মাই প্রাণ ও শবীবেব নেতা বা পবিচালক।' 'হৃদয়মধ্যে সেই যে এই আকাশ, তাহাতেই মনোময়, হিরণ্ময় (জ্যোতির্ম্ময়) ও অমৃত স্বরূপ এই পুরুষ বর্ত্তমান আছেন।' 'তিনি ভক্তি ও ধৃতিসম্পন্ন মনের গ্রাহ্য, (†) যাহারা ইহা জানেন, তাহাবা মুক্তিলাভ করেন।' '[তিনি] চক্ষু দ্বারা গৃহীত হন না, এবং বাক্য দ্বারাও বচনীয় হন না, পরন্তু, বিশুদ্ধ মন দ্বারা [গৃহীত—জ্ঞাত হন]।' সেইরূপ 'প্রাণেরও প্রাণ।' 'প্রজ্ঞাত্মক (চৈতন্যস্বভাব) প্রাণই এই শবীরকে গ্রহণ করিয়া পরিচালিত কবেন।' 'সমস্ত ভূতই প্রাণকে উদ্দেশ করিয়া প্রবেশ করে এবং প্রাণ হইতেই পুনরুত্থিত হইয়া থাকে।' ইত্যাদি স্থলে। মনোময়ত্ব অর্থ—বিশুদ্ধ মনোগ্রাহ্যত্ব,

---

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ ভারূপঃ।" (২) সংশয়—মনোময়াদি-গুণবিশিষ্ট পদার্থটী কি জীব? না—পরমেশ্বর? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—মনোময়ত্বাদিগুণবিশিষ্ট পদার্থটী জীবই, পরমাত্মা নহে। (৪) উত্তর—না—পরমাত্মাই মনোময়ত্বাদিগুণবিশিষ্ট, জীব নহে। কেন না, সমস্ত বেদান্ত-শাস্ত্রে পরমাত্মার মনোময়ত্বাদি যে সমুদয় গুণ প্রসিদ্ধ আছে; এখানেও সেই সমুদয়গুণেরই উপদেশ করা হইয়াছে। প্রসিদ্ধের গ্রহণ করাই সমীচীন। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—উল্লিখিত কারণবশতঃ পরমাত্মাই মনোময়ত্বাদি গুণযুক্ত, এবং তদুপাসনাই এখানে প্রধানতঃ উপদিষ্ট হইয়াছে॥　　(*) উত্থাপ্য যাতীতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—'হৃৎ' ইতি ভক্তিরুচ্যতে, 'মনীষা' ইতি ধৃতিঃ। + + + "ভক্ত্যা চ সমাহিতাত্মা, জ্ঞানস্বরূপং পরিপশ্যতীহ" ইতি মহাভারতে উক্তত্বাৎ। অভিকৢপ্তঃ—গ্রাহ্যঃ। ইতি শ্রুত প্রকাশিকা।

এখানে 'হৃৎ' (হৃদা) শব্দে ভক্তি ও 'মনীষা' শব্দে ধৃতি (ধৈর্য্য) অর্থ কথিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কারণ, সমাহিতচিত্ত ব্যক্তি 'ইহলোকে ভক্তি ও ধৃতি দ্বারা জ্ঞানস্বরূপকে দর্শন করিয়া থাকেন।' মহাভারতে এইরূপই উক্ত আছে। অভিকৢপ্ত অর্থ গ্রহণীয়।

প্রাণস্যাপ্যাধারত্বং নিয়ন্তৃত্বঞ্চ। এবং চ (*) সতি "এষ মে আত্মান্তর্হৃদয়ে, এতদ্‌ব্রহ্ম" ইতি ব্রহ্ম-শব্দোঽপি মুখ্য এব ভবতি। "অপ্রাণো হ্যমনাঃ" ইতি মনআয়ত্তং জ্ঞানং, প্রাণায়ত্তাং স্থিতিঞ্চ ব্রহ্মণো নিষেধতি।

অথবা, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত" ইত্যত্রৈবোপাসনং (†) বিধীয়তে,—সর্ব্বাত্মকং ব্রহ্ম শান্তঃ সন্নুপাসীতেতি। "স ক্রতুং কুর্ব্বীত" ইতি তস্যৈব গুণোপাদানার্থোঽনুবাদঃ। উপাদেয়াশ্চ গুণা মনোময়ত্বাদয়ঃ; অতঃ সর্ব্বাত্মকং ব্রহ্ম মনোময়ত্বাদিগুণকমুপাসীতেতি বাক্যার্থঃ।

তত্র সন্দেহঃ–কিমিহ ব্রহ্ম-শব্দেন প্রত্যগাত্মা নির্দ্দিশ্যতে? উত পরমাত্মা? ইতি। কিং যুক্তম্? প্রত্যগাত্মেতি। কুতঃ? তস্যৈব সর্ব্বপদ-সামানাধিকরণ্যনির্দ্দেশোপপত্তেঃ। সর্ব্ব-শব্দনির্দ্দিষ্টং হি ব্রহ্মাদি-

---

প্রাণ-শরীরত্ব অর্থ—প্রাণাধারত্ব এবং প্রাণনিয়ন্তৃত্ব। এইরূপ হইলেই 'এই যে হৃদয়াভ্যন্তরস্থ আত্মা, ইহাই ব্রহ্ম', এই 'ব্রহ্ম' শব্দটীও মুখ্যার্থক হইতে পারে। আর 'অপ্রাণ' ও 'অমনা' শব্দ দুইটীও মনের অধীন জ্ঞান ও প্রাণাধীন স্থিতির প্রতিষেধ করিতেছে মাত্র, [বস্তুতঃ মনঃপ্রাণশূন্য অর্থ বুঝাইতেছে না]।

অথবা 'এই সমস্তই ব্রহ্ম, [সমস্তই] ব্রহ্ম হইতে জাত, ব্রহ্মে স্থিত ও ব্রহ্মে বিলয়নশীল; এই কারণে শান্তভাবে উপাসনা করিবে', এই শ্রুতিতেই 'সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মকে শান্তভাবে উপাসনা করিবে', এইরূপ উপাসনা বিহিত হইয়াছে। আর 'সেই উপাসক ক্রতু (চিন্তা) করিবে', এই বাক্যটী সেই উপাস্য ব্রহ্মের গুণ প্রকাশের নিমিত্ত অনুবাদরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে মাত্র (‡)। ব্রহ্মের মনোময়ত্ব প্রভৃতি গুণগণই উপাদেয় অর্থাৎ গ্রহণীয়, (অন্য গুণ নহে); অতএব সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মকে মনোময়ত্বাদি গুণবিশিষ্টরূপেই উপাসনা করিবে। ইহাই উক্ত বাক্যের প্রকৃত অর্থ।

তাহাতে সংশয় এই যে, এখানে ব্রহ্ম শব্দে কি জীবাত্মা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে? অথবা পরমাত্মা? কোন্‌টী যুক্তিযুক্ত? জীবাত্মাই [যুক্তিযুক্ত]। কারণ কি? 'সর্ব্ব' শব্দের সহিত সামানাধিকরণ্য নির্দ্দেশটী তাঁহার সম্বন্ধেই উপপন্ন হইতেছে। ব্রহ্ম হইতে তৃণটী পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎই

(*) 'এবম্ সতি' ইতি (খ) পাঠঃ। (†) 'ইতোবোপাসনম্' ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য—অপর প্রমাণে যাহা প্রমাণিত হইয়াছে, তাহার পুনরুল্লেখকে 'অনুবাদ' বলে। "তজ্জলান্ ইতি শান্ত উপাসীত" এই বাক্যে ইতঃ পূর্ব্বেই যে উপাসনা বিহিত হইয়াছে, "স ক্রতুং কুর্ব্বীত" এই বাক্যে আবার তাহারই পুনরুল্লেখ করা হইতেছে; সুতরাং "ক্রতুং কুর্ব্বীত" এইটী বিধি নহে, পরন্তু পূর্ব্বোক্ত বিধির অনুবাদ মাত্র। অনুবাদ বাক্যের স্বার্থে প্রামাণ্য নাই।

স্তম্বপর্যন্তং কৃৎস্নং জগৎ। ব্রহ্মাদিভাবশ্চ প্রত্যগাত্মনোঽনাদ্যবিদ্যামূল-কর্ম্মবিশেষোপাধিকো বিদ্যত এব; পরস্য তু ব্রহ্মণঃ সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্বশক্তে-রপহতপাপ্মনো নিরস্তসমস্তাবিদ্যাদিদোষগন্ধস্য সমস্তহেয়াকর-সর্ব্বভাবো নোপপদ্যতে। প্রত্যগাত্মন্যপি ক্বচিৎ ক্বচিদ্ ব্রহ্ম-শব্দঃ প্রযুজ্যতে। অত এব, পরমাত্মা পরং ব্রহ্মেতি পরমেশ্বরস্য ক্বচিৎ সবিশেষণো নির্দ্দেশঃ। প্রত্যগাত্মনশ্চ নির্ম্মুক্তোপাধের্ব্বৃহত্বঞ্চ (*) বিদ্যতে। "স চানন্ত্যায় কল্পতে" ইতি শ্রুতেঃ। অবিদুষস্তস্যৈব কর্ম্মনিমিত্তত্বাৎ (†) জন্ম-স্থিতি-লয়ানাং "তজ্জলানিতি" ইতি হেতুনির্দ্দেশোঽপ্যুপপদ্যতে। তদয়মর্থঃ—অয়ং জীবাত্মা স্বতোঽপরিচ্ছিন্নস্বরূপত্বেন ব্রহ্মভূতঃ সন্ অনাদ্যবিদ্যয়া দেবতির্যঙ্মনুষ্য-স্থাবরাত্মনা অবতিষ্ঠত ইতি।

[সিদ্ধান্তঃ—]

অত্র প্রতিবিধীয়তে—'সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ'। সর্ব্বত্র—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইতি নির্দ্দিষ্টে সর্ব্বস্মিন্ জগতি ব্রহ্ম-শব্দেন তদাত্মতয়া বিধীয়মানং

এখানে 'সর্ব্ব' শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আর অনাদি অবিদ্যামূলক বিশেষ বিশেষ কর্ম্মনিবন্ধন জীবের যে ব্রহ্মাদি ভাব, তাহাও বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু, যাহার কোনরূপ অবিদ্যা-সম্বন্ধ নাই, সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি, নিষ্পাপ পরব্রহ্ম সম্বন্ধে হেয় (পরিত্যাগযোগ্য) কোন কর্ম্মেরই সম্বন্ধ উপপন্ন হয় না। কখন কখন জীবেও ব্রহ্ম শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে; এই কারণেই কোন কোন স্থলে 'পরমাত্মা, পরব্রহ্ম' ইত্যাদি বিশেষণসহযোগে পরমেশ্বরের নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। বিশেষতঃ প্রত্যেক জীবও যখন উপাধিনির্ম্মুক্ত হয়, তখন তাঁহাদেরও 'বৃহত্ব' [যাহা হইতে ব্রহ্ম শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, সেই ধর্ম্ম] বিদ্যমানই থাকে; কেননা, 'তিনি আনন্ত্যলাভে সমর্থ হন,' এইরূপ শ্রুতি রহিয়াছে। জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয় নিশ্চয়ই কর্ম্মজনিত; এই নিমিত্তই জ্ঞানরহিত সেই জীবের পক্ষেই যে আবার 'যে হেতু তাহা হইতে জাত, তাহাতে লীন ও তাহা দ্বারা জীবিত,' এইরূপ হেতুর (উপাসনার কারণের) নির্দ্দেশ, তাহাও সঙ্গত হইতেছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, এই জীবাত্মা স্বভাবতই অপরিচ্ছিন্ন (সীমাবদ্ধ নহে); সুতরাং ব্রহ্মস্বরূপ; কিন্তু সেরূপ হইয়াও অনাদি অবিদ্যাবশে দেবতা, তির্য্যক্ (পশুপক্ষী প্রভৃতি), মনুষ্য ও স্থাবর ভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকে মাত্র।

সিদ্ধান্ত। ইহার সমাধান করা যাইতেছে—'যেহেতু সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ধর্ম্মের উপদেশ।' অর্থাৎ 'এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ' এই শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট 'ব্রহ্ম' শব্দ দ্বারা জগদভিন্ন বলিয়া যাহার নির্দ্দেশ হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই ব্রহ্ম, কখনই জীব নহে। কারণ? যেহেতু

(*) ব্রহ্মত্ব' ইতি গ) পাঠঃ।　　(†) জগজ্জন্মস্থিতি' ইতি (গ) পাঠঃ।

পরং ব্রহ্মৈব, ন প্রত্যগাত্মা। কুতঃ ? 'প্রসিদ্ধোপদেশাৎ', "তজ্জলানিতি" হেতুতঃ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইতি প্রসিদ্ধবন্নির্দ্দেশাৎ (*)। ব্রহ্মণো জাতত্বাৎ ব্রহ্মণি লীনত্বাৎ ব্রহ্মাধীনজীবনত্বাচ্চ হেতোর্ব্রহ্মাত্মকং সর্ব্বং খল্বিদং জগদিত্যুক্তে, যস্মাজ্জগজ্জন্ম-স্থিতি-লয়াঃ বেদান্তেষু প্রসিদ্ধাঃ, তদেবাত্র ব্রহ্মেতি প্রতীয়তে। তচ্চ পরমেব ব্রহ্ম ; তথা হি—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ ব্রহ্ম" [তৈত্তি, ভৃগু০ ১] ইতি প্রক্রম্য (†) "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" [তৈত্তি, ভৃগু০ ৬] ইত্যাদিনা পূর্ব্বানুবাক-(‡) প্রতিপাদিতানবধিকাতিশয়ানন্দ-যোগিনো বিপশ্চিতঃ পরস্মাদ্ ব্রহ্মণ এব জগদুৎপত্তি-স্থিতি-লয়া নির্দ্দিশ্যন্তে। তথা—"স কারণং করণাধিপাধিপো নচাস্য কশ্চিজ্জনিতা নচাধিপঃ॥" [শ্বেতাশ্ব০৬।৯] ইতি করণাধিপস্য জীবস্যাধিপঃ পরং ব্রহ্মৈব কারণং ব্যপদিশ্যতে। এবং হি (§) সর্ব্বত্র পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ কারণত্বং প্রসিদ্ধম্। অতঃ পরব্রহ্মণো জাতত্বাৎ তস্মিন্ লীনত্বাৎ তেন প্রাণনাৎ তদাত্মকতয়া তাদাত্ম্য-

---

ইহা প্রসিদ্ধোপদেশ ; অর্থাৎ যেহেতু, "তজ্জলান্" এই হেতুনির্দ্দেশব অনন্তর "সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম" এই বাক্যে প্রসিদ্ধবৎ ব্রহ্মোপদেশ বহিয়াছে। যেহেতু [সমস্ত জগৎ] ব্রহ্ম হইতে জাত, ব্রহ্মে বিলীন এবং ব্রহ্মাশ্রয়ে জীবিত ; এই কাবণে এই সমস্ত জগৎই ব্রহ্মাত্মক (ব্রহ্ম হইতে অনতিরিক্ত), এই কথা বলিলে পব প্রতীতি হয় যে, বেদান্ত শাস্ত্রে যাহা হইতে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয় প্রসিদ্ধ, তিনিই এখানে ব্রহ্মশব্দের অর্থ—পরব্রহ্ম। দেখ, তদনুরূপ শ্রুতি এই—'যাহা হইতে দৃশ্যমান ভূতসমূহ জন্মলাভ করে ; জাত হইয়া যাহা দ্বাবা জীবনধাবণ করে, এবং প্রয়াণকালেও যাহাতে প্রবেশ করে ; তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনি ব্রহ্ম', এইরূপ উপক্রমের পব 'ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ; ইহা বিশেষরূপে জানিয়াছিলেন। আনন্দ হইতেই এই সমস্ত ভূত জন্মলাভ করে,' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা পূর্ব্ববাক্যোক্ত যে, নিরবধি ও নিবতিশয় আনন্দসম্পন্ন বিশেষদর্শী পরব্রহ্ম, তাঁহা হইতেই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয় নির্দ্দেশ করা হইতেছে। সেইরূপ—'তিনিই কারণ, এবং করণাধিপগণেরও অধিপতি, তাঁহার জনকও কেহ নাই এবং অধিপতিও কেহ নাই।' এখানে করণাধিপতি (ইন্দ্রিয়স্বামী) জীবেরও অধিপতি পরব্রহ্মই কারণরূপে অভিহিত হইতেছেন। এইরূপে পরব্রহ্মেরই কারণতা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। অতএব, পর ব্রহ্ম হইতে জাত, তাঁহাতে লীন এবং তাঁহা দ্বারা জীবিত

(*) প্রসিদ্ধবদুপদেশাদ্' ইতি (ঘ) পাঠঃ। (†) উপক্রম্যোতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

(‡) পূর্ব্বানুবাকেন প্রতিপাদিতা' ইতি (ঘ) পাঠঃ। (§) হি শব্দঃ (গ, ঘ) পুস্তকয়োঃ নোপলভ্যতে।

মুপপন্নম্। অতঃ 'সর্ব্বপ্রকারং সর্ব্বশরীরং সর্ব্বাত্মভূতং পরং ব্রহ্ম শান্তো ভূত্বা উপাসীত' ইতি শ্রুতিরেব পরস্য ব্রহ্মণঃ সর্ব্বাত্মকত্বমুপপাদ্য তস্যোপাসনমুপদিশতি। পরং ব্রহ্ম হি কারণাবস্থং কার্য্যাবস্থং সূক্ষ্ম-স্থূল-চিদচিদ্বস্তুশরীরতয়া সর্ব্বদা (*) সর্ব্বাত্মভূতম্। এবম্ভূততাদাত্ম্যস্য (†) প্রতিপাদনে পরস্য ব্রহ্মণঃ সকলহেয়-প্রত্যনীক-কল্যাণগুণাকরত্বং ন বিরুধ্যতে, প্রকারভূতশরীরগতানাং দোষাণাং প্রকারিণ্যাত্মন্যপ্রসঙ্গাৎ; প্রত্যুত নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যাপাদনেন গুণায়ৈব ভবতীতি পূর্ব্বমেবোক্তম্।

যত্তুক্তং, জীবস্য সর্ব্বতাদাত্ম্যমুপপদ্যত ইতি; তদসৎ; জীবানাং প্রতিশরীরং ভিন্নানামন্যোন্যতাদাত্ম্যাসম্ভবাৎ। মুক্তস্য অনবচ্ছিন্নস্বরূপস্যাপি জগত্তাদাত্ম্যং জগজ্জন্ম-স্থিতি-প্রলয়কারণত্বনিমিত্তং ন সম্ভবতীতি

থাকে বলিয়া [সমস্তই] ব্রহ্মাত্মক; সুতরাং [তদুভয়ের] তাদাত্ম্য বা অভেদ নির্দ্দেশ অসঙ্গত হইতেছে না। অতএব 'সর্ব্ববিশেষণান্বিত, সর্ব্বশরীরধারী ও সকলের আত্মভূত পরব্রহ্মকে শান্ত হইয়া উপাসনা করিবে', এই শ্রুতিই পরব্রহ্মের সর্ব্বাত্মভাব সমর্থনপূর্ব্বক তাঁহার উপাসনা বিধান করিতেছেন। পরব্রহ্মই কার্য্য-কারণাত্মক উভয়াবস্থাবিশিষ্ট, এবং সূক্ষ্ম ও স্থূল, চেতন ও অচেতন বস্তুময় শরীরধারী; সুতরাং তিনি সকলেরই আত্মস্বরূপ। এবংবিধ সর্ব্বাত্মভাব প্রতিপাদন করায় পরব্রহ্মের যে, হেয় বা তুচ্ছ গুণরাশির বিরোধী স্বভাবসিদ্ধ কল্যাণময় গুণাকরত্ব তাহাও বিরুদ্ধ হইতেছে না। কেননা, উক্ত শরীর তাঁহারই প্রকার বা বিশেষণস্বরূপ; সুতরাং বিশেষণগত দোষরাশি কখনই প্রকারী বা বিশেষ্যভূত আত্মায় সম্ভাবিত হইতে পারে না. বরং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্য্যের (বিভূতির) সম্ভাবনা প্রতিপাদন দ্বারা গুণেরই প্রতিপাদক হইতে পারে, ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে।

আর যে, জীবের সম্বন্ধেও তাদাত্ম্য বা অভেদ উপপন্ন হইতে পারে, বলা হইয়াছে; তাহা ভাল কথা নহে; কারণ, জীবগণ যখন প্রত্যেক শরীরভেদে ভিন্ন ভিন্ন, তখন তাহাদের পরস্পরের সহিত অভেদভাব হওয়া অসম্ভব। যাহার স্বরূপগত পরিচ্ছিন্নভাব বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই মুক্ত আত্মারও যে, জগতের সহিত তাদাত্ম্য, সেই তাদাত্ম্যও জগতের জন্ম, স্থিতি ও প্রলয়সাধনের

(*) সর্ব্বদা' ইতি পদং (খ) পুস্তকে নোপলভ্যতে। (†) এবম্ভূততাদাত্ম্যপ্রতিপাদনে' ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য—"জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং" সূত্রটী এই গ্রন্থেরই চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ-পাদস্থিত সপ্তদশসংখ্যক সূত্র। তাহাতে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, মুক্ত পুরুষের সর্ব্বপ্রকার বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, তখন সে ঈশ্বরেরই অনুরূপ শক্তি ও জ্ঞান লাভ করে; কিন্তু তাহা হইলেও—ঈশ্বরের ন্যায় শক্তি ও জ্ঞান লাভ সত্ত্বেও জগৎ সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যে তাহার অধিকার থাকে না; তাহাতে ঈশ্বরেরই একমাত্র অধিকার। অতএব জীবগণ যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন; জগৎসৃষ্টি বিষয়ে কস্মিন্ কালেও তাহাদের অধিকার জন্মে না বা জন্মিতে পারে না॥

"জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম্" [ব্রহ্মসূ০ ৪।৩।১৭] ইত্যত্র বক্ষ্যতে। জীবকর্ম্ম-নিমিত্তত্বাৎ জগজ্জন্ম-স্থিতি-লয়ানাং স এব কারণমিত্যপি ন সাধীয়ঃ, তৎকর্ম্মনিমিত্তত্বেঽপি ঈশ্বরস্যৈব জগৎকারণত্বাৎ। অতঃ পরমাত্মৈবাত্র ব্রহ্ম-শব্দাভিধেয়ঃ। ইমমেব সূত্রার্থমভিযুক্তা বহু মন্বতে। যদাহ বৃত্তি-কারঃ—"সর্ব্বং খল্বিতি—সর্ব্বাত্মা ব্রহ্মেশঃ" ইতি ॥১।২।১॥

বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ ॥ ১।২।২ ॥

[পদচ্ছেদঃ—বিবক্ষিতগুণোপপত্তেঃ (শ্রুতির অভিপ্রেত গুণসমূহের উপপত্তি বা সঙ্গতি হেতু) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—"মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ ভারূপঃ" ইত্যাদৌ বিবক্ষিতা যে মনোময়ত্বাদয়ো গুণাঃ, তেষাং পরমাত্মন্যেব উপপত্তেশ্চ—সম্যক্ সম্বন্ধাদপি মনোময়ত্বাদিগুণকং ব্রহ্ম পরমাত্মৈব, নতু জীব ইতি শেষঃ ॥

'মনোময়, প্রাণশরীর' ইত্যাদি স্থলে যে সমস্ত গুণ বিবক্ষিত বা শ্রুতির অভিপ্রেত, সেই গুণরাশি পরমাত্মাতেই যথার্থরূপে উপপন্ন হয়; এই হেতুতেও মনোময়ত্বাদি গুণবিশিষ্ট পদার্থ টা নিশ্চয়ই পরমাত্মা, জীব নহে ॥ ১।২।২ ॥]

বক্ষ্যমাণাশ্চ গুণাঃ পরমাত্মন্যেবোপপদ্যন্তে। "মনোময়ঃ প্রাণ-শরীরো ভারূপঃ সত্যসংকল্প আকাশাত্মা সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদরঃ" [ছান্দো০ ৩।১৪।২] ইতি। মনো-

---

কারণ হইতে পারে না; ইহা "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম্" অর্থাৎ 'জগৎ সৃষ্টি প্রভৃতির অতিরিক্ত কার্য্যে [মুক্ত আত্মার অধিকার জন্মে],' এই সূত্রে কথিত হইবে (‡)। আর ইহাও উত্তম কথা নয় যে, জীবের কর্ম্মই যখন জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের নিমিত্ত কারণ, তখন সেই জীবই জগৎজন্মাদির মূল কারণ; কেননা, জীবের কর্ম্মানুসারে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় হইলেও [প্রকৃত পক্ষে] পরমেশ্বরই জগতের কারণ, [কর্ম্ম তাহার সহকারী মাত্র]; অতএব, পরমাত্মাই এখানে 'ব্রহ্ম' শব্দের অভিধেয় বা বাচ্যার্থ। অভিযুক্তগণ (পণ্ডিতবর্গ) আমাদের কথিত সূত্রার্থকেই সমধিক আদর করিয়া থাকেন। বৃত্তিকার (এই সূত্রের অন্যতম ব্যাখ্যাকর্ত্তা) যাহা বলিয়া-ছেন—"সর্ব্বং খলু" এই শ্রুতিতে সর্ব্বাত্মভাবে প্রতিপাদিত ব্রহ্মশব্দের অর্থ—পরমেশ্বর (জীব নহে) ॥ ১।২।১ ॥

বক্ষ্যমাণ গুণসমুদয়ও পরমাত্মাতেই সুসঙ্গত হয়। নিম্নোল্লিখিত 'মনোময়, প্রাণশরীর, জ্যোতিরূপ, সত্যসংকল্প, আকাশাত্মা, সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, সমস্ত জগদ্ব্যাপী, বাক্যহীন ও আদরশূন্য,' এই বাক্যে যে-সমস্ত গুণরাশি বিবক্ষিত বা শ্রুতির অভিপ্রেত,

ময়ঃ—পরিশুদ্ধেন মনসৈকেন গ্রাহ্যঃ; বিবেকবিমোকাদি-সাধনসপ্তকানুগৃহীত-পরমাত্মোপাসন-নির্ম্মলীকৃতেন হি মনসা গৃহ্যতে। অনেন হেয়প্রত্যনীক-কল্যাণৈকতানতয়া সকলেতরবিলক্ষণস্বরূপতোচ্যতে; মলিনমনোভির্ম্মলিনানামেব গ্রাহ্যত্বাৎ। প্রাণশরীরঃ—জগতি সর্ব্বেষাং প্রাণানাং ধারকঃ; প্রাণো যস্য শরীরমাধেয়ং বিধেয়ং শেষভূতঞ্চ, স প্রাণশরীরঃ। আধেয়ত্ব-বিধেয়ত্ব-শেষত্বানি শরীরশব্দপ্রবৃত্তিনিমিত্তানীত্যুপপাদয়িষ্যতে। ভারূপঃ—ভাস্বররূপঃ, অপ্রাকৃত-স্বাসাধারণনিরতিশয়কল্যাণ-দিব্যরূপত্বেন নিরতিশয়দীপ্তিযুক্ত ইত্যর্থঃ। সত্যসংকল্পঃ—অপ্রতিহতসংকল্পঃ। আকাশাত্মা —আকাশবৎ সূক্ষ্ম-স্বচ্ছস্বরূপঃ, সকলেতরকারণভূতস্যাকাশস্যাত্মভূত ইতি বা আকাশাত্মা; স্বয়ঞ্চ প্রকাশতে অন্যাংশ্চ প্রকাশয়তীতি বা আকাশাত্মা। সর্ব্বকর্ম্মা—ক্রিয়তে ইতি কর্ম্ম, সর্ব্বং জগৎ যস্য কর্ম্ম, অসৌ সর্ব্বকর্ম্মা; সর্ব্বা বা ক্রিয়া যস্য, অসৌ সর্ব্বকর্ম্মা। কর্ব্বকামঃ—কাম্যন্ত ইতি কামাঃ—ভোগ্য-ভোগোপকরণাদয়ঃ, তে পরিশুদ্ধাঃ সর্ব্ববিধাঃ তস্য সন্তীত্যর্থঃ। সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ—"অশব্দমস্পর্শম্"

পরমাত্মাতেই সে সমুদয় গুণ যথাযথভাবে উপপন্ন হইয়া থাকে। 'মনোময়' অর্থ—একমাত্র বিশুদ্ধ মনের দ্বারা গ্রাহ্য; কেন না, বিবেক-বিমোকাদি যে সপ্তপ্রকার সাধন, তৎসহকৃত আত্মোপাসনা দ্বারা নির্ম্মলীভূত মনের দ্বারাই তাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়। ইহা দ্বারা হেয় (বর্জ্জনীয়) গুণ-বিরোধী কেবলই কল্যাণময় গুণগণে বিভূষিত থাকায় তাঁহার স্বরূপ যে, অপর সর্ব্বপদার্থ-বিলক্ষণ, তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে। মলিন মন সমূহ দ্বারা মলিন পদার্থ সমূহই গ্রহণ করা যাইতে পারে; [সুতরাং বিশুদ্ধ ব্রহ্মকে জানিতে হইলে অগ্রে মনের বিশুদ্ধি সম্পাদন করা আবশ্যক।] 'প্রাণশরীর' কথার অর্থ—জগতে তিনিই সমস্ত প্রাণের ধারণকর্ত্তা, প্রাণ যাঁহার আধেয় (রক্ষণযোগ্য), বিধেয় (আজ্ঞাবহ—অনুগত), এবং অঙ্গস্বরূপ, তিনিই 'প্রাণশরীর' পদবাচ্য। এই আধেয়ত্ব, বিধেয়ত্ব ও শেষত্বই যে 'শরীর' শব্দ ব্যবহারের নিদান, তাহা পরে উপপাদন করা যাইবে। 'ভারূপ' অর্থ—উজ্জ্বল রূপসম্পন্ন, অর্থাৎ তাঁহার নিজরূপটী অপ্রাকৃত, অসাধারণ (যাহা অপরের নাই,) ও নিরতিশয় কল্যাণময়, এইজন্য তিনি সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক দীপ্তিযুক্ত। 'সত্যসংকল্প' অর্থ—যাঁহার ইচ্ছা ব্যাহত হয় না। 'আকাশাত্মা' অর্থ—আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম ও নির্ম্মল স্বরূপ; অথবা, অপর সর্ব্বপদার্থের কারণস্বরূপ আকাশেরও তিনিই আত্মা; অথবা, তিনি নিজেও প্রকাশ পান এবং অপরকেও প্রকাশিত করেন, এইজন্য তিনি আকাশাত্মা। 'সর্ব্বকর্ম্মা' অর্থ—যাহা করা যায়, তাঁহার নাম কর্ম্ম, সমস্ত জগৎ যাঁহার কর্ম্মভূত, অথবা সমস্ত ক্রিয়াই (ব্যাপারই) যাঁহার কর্ম্ম, তিনি সর্ব্বকর্ম্মা। 'সর্ব্বকাম' অর্থ—যে সমস্ত বিষয় কামনা করা যায়, সেই বিষয় সমূহ 'কাম' পদবাচ্য—ভোগ্য ও ভোগসাধন সমূহ; তাঁহার সেই সমস্ত বিষয় অতি বিশুদ্ধ। 'সর্ব্বগন্ধ'

ইত্যাদিনা প্রাকৃতগন্ধরসাদিনিষেধাদপ্রাকৃতাঃ স্বাসাধারণা নিরবদ্যা নিরতিশয়াঃ কল্যাণাঃ স্বভোগ্যভূতাঃ সর্ব্ববিধাঃ গন্ধরসাস্তস্য সন্তীত্যর্থঃ। সর্ব্বমিদমভ্যাত্তঃ—উক্তং রসপর্যন্তং সর্ব্বমিদং কল্যাণগুণজাতং স্বীকৃতবান্। অভ্যাত্ত ইতি 'ভুক্তা ব্রাহ্মণাঃ' ইতিবৎ কর্ত্তরি ক্তঃ প্রতিপত্তব্যঃ। অবাকী—বাক উক্তিঃ, সাস্য নাস্তীতি অবাকী। কুতঃ? ইত্যাহ—অনাদর ইতি—অবাপ্তসমস্তকামত্বেনাদর্ত্তব্যাভাবাৎ আদররহিতঃ। অত এব অবাকী—অজল্পাকঃ (*); পরিপূর্ণৈশ্বর্য্যত্বাদ্‌ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্তং নিখিলং জগৎ তৃণীকৃত্য জোষমাসীন ইত্যর্থঃ। (†) ত এতে গুণা বিবক্ষিতাঃ পরমাত্মন্যে-বোপপদ্যন্তে ॥ ১।২।২॥

অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ ॥ ১।২।৩ ॥

[পদচ্ছেদঃ—অনুপপত্তেঃ (অসঙ্গতি হেতু) তু (পুনঃ) ন (না) শারীরঃ (জীব)।]

[সরলার্থঃ—তদেবং সত্যসংকল্পত্বাদীনাং ব্রহ্মণি সঙ্গতিং উপপাদ্য, ইদানীং জীবে তেষাম্ অসঙ্গতিমাহ—'অনুপপত্তেঃ' ইত্যাদিনা। 'তু' শব্দঃ অপ্যর্থে; সত্যসংকল্পত্বাদীনাং গুণানাং অনন্ত-দুঃখোপেত-পরিচ্ছিন্ন সুখলেশভাগিনি অজ্ঞপ্রায়ে শারীরে (জীবে) অনুপপত্তেঃ—অসঙ্গতেঃ অপি শারীরঃ সত্যসংকল্পত্বাদিগুণকঃ ন [ভবিতুমর্হতি, অপি তু ব্রহ্মৈব ইত্যাশয়ঃ]।

উক্ত সত্যসংকল্পত্বাদি গুণসমুদয় দুঃখবহুল ও অজ্ঞপ্রায় শরীরাভিমানী জীবে উপপন্ন হয় না; এই কারণেও 'মনোময়াদি'শব্দের অর্থ জীব হইতে পারে না॥ ১।২।৩॥]

ও 'সর্ব্বরস' অর্থ—'তিনি শব্দ ও স্পর্শ রহিত' ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা তাঁহার সম্বন্ধে প্রাকৃত গন্ধ-রসাদির প্রতিষেধ নিবন্ধন [বুঝা যায় যে,] তাঁহার নিজস্ব ও ভোগোপযোগী নির্দ্দোষ নিরতিশয়, কল্যাণময়, সর্ব্বপ্রকার অপ্রাকৃত ও অসাধারণ স্বীয় গন্ধ-রসাদি বিদ্যমান আছে। 'এই সমস্ত অভ্যাত্ত' কথার অর্থ এই যে, পূর্ব্বোক্ত রসপর্য্যন্ত কল্যাণময় গুণ সমুদয় তিনি স্বীকার করিয়াছেন। 'এই ব্রাহ্মণগণ ভুক্ত হইয়াছেন—ভোজন করিয়াছেন' ইত্যাদি প্রয়োগের ন্যায় 'অভ্যাত্ত' পদেও কর্ম্ম-কর্ত্তৃবাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয় হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। 'অবাকী' অর্থ—বাক অর্থ—উক্তি বা বচন, তাহা তাঁহার নাই, এই কারণে তিনি 'অবাকী'। [অবাকী] কেন? এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন—'অনাদর, অর্থাৎ কামনা-যোগ্য সমস্ত বিষয়ই তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহার আর আদর করিবার কিছু নাই; এই কারণে তিনি আদর রহিত, এবং এই নিমিত্তই অবাকী—জল্পাক নহে (কথা বলেন না), অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ থাকায় ব্রহ্মা হইতে তৃণপর্য্যন্ত সমস্ত জগৎকে তুচ্ছ জ্ঞানে উপেক্ষা করিয়া তুষ্ণীম্ভাবে অবস্থিত আছেন। অতএব, শ্রুতির অভিপ্রেত উক্ত গুণনিচয় পরমাত্মাতেই সম্যক্ উপপন্ন হয় (জীবে নহে) ॥১।২।২॥

(*) অজল্পক' ইতি (খ) পাঠঃ। (†) অতঃ' ইতি (খ) পাঠঃ।

তমিমং গুণসাগরং পর্য্যালোচয়তাং খদ্যোতকল্পস্য শরীরসম্বন্ধনিবন্ধনা-পরিমিতদুঃখসম্বন্ধযোগ্যস্য বদ্ধ-মুক্তাবস্থস্য জীবস্য প্রস্তুতগুণলেশ-সম্বন্ধগন্ধোঽপি নোপপদ্যতে, ইতি নাস্মিন্ প্রকরণে শারীর-পরিগ্রহশঙ্কা জায়ত ইত্যর্থঃ ॥১।২।৩॥

কর্ম্ম-কর্ত্তৃব্যপদেশাচ্চ ॥১।২।৪॥

[পদচ্ছেদঃ—কর্ম্মকর্ত্তৃব্যপদেশাৎ (কর্ম্ম ও কর্ত্তার—উপাস্য ও উপাসকের নির্দ্দেশ হেতু) চ (ও) [জীব নহে] ।]

[সরলার্থঃ—ইতশ্চ মনোময়ত্বাদিগুণকং পরং ব্রহ্মৈব ; যতঃ "এতম্ ইতঃ প্রেত্য অভি-সংভবিতাস্মি" ইত্যত্র কর্ত্তৃত্বেন—প্রাপকত্বেন জীবং, কর্ম্মত্বেন—প্রাপ্যত্বেন চ পরং ব্রহ্ম ব্যপদিশতি শ্রুতিঃ। ন হি প্রাপক এব প্রাপ্যত্বেন ব্যপদেশমর্হতীতিভাবঃ ॥

যেহেতু 'এখান হইতে প্রয়াণের পর ইহাকে (মনোময়ত্বাদি গুণবিশিষ্টকে) প্রাপ্ত হইব,' এইস্থলে উপাসক জীবকে প্রাপ্তিরকর্ত্তৃরূপে, আর মনোময়ত্বাদিগুণবিশিষ্টকে কর্ম্মরূপে—প্রাপ্য-রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। একই বস্তু যখন প্রাপ্য ও প্রাপক হইতে পাবে না, তখন এখানে পরব্রহ্মই মনোময়ত্বাদি গুণবিশিষ্ট, জীব নহে ॥ ১ । ২ । ৪ ॥]

"এতমিতঃ প্রেত্যাভিসম্ভবিতাস্মি" [ছান্দো০ ৩।২৪।৪] ইতি প্রাপ্য-তয়া পরং ব্রহ্ম ব্যপদিশ্যতে, প্রাপ্তৃতয়া চ জীবঃ। অতঃ প্রাপ্তা জীব উপাসকঃ, প্রাপ্যং পরং ব্রহ্মোপাস্যমিতি প্রাপ্তুরন্যদেবেদমিতি বিজ্ঞায়তে ॥১।২।৪॥

সেই এই গুণসাগরকে (পরমেশ্বরকে) যাহারা পর্য্যালোচনা করেন, তাহাদের নিকট খদ্যোত-সদৃশ (জোনাকিপোকার মত) এবং শরীর-সম্বন্ধ থাকায় অপবিমিত দুঃখভোগের যোগ্য বদ্ধ-মুক্ত—অবস্থাদ্বয়সম্পন্ন জীবের সম্বন্ধে পূর্ব্বকথিত গুণসমূহের বিন্দুমাত্রও সম্ভবপর হইতে পারে না ; এই কারণে এই প্রকরণে শারীর জীবের গ্রহণবিষয়ে আশঙ্কাই হইতে পারে না ॥১।২।৩॥

'এখান হইতে প্রয়াণের পর (মৃত্যুব পর) ইহাকে (মনোময়ত্বাদি গুণবিশিষ্টকে) প্রাপ্ত হইব,' এই শ্রুতিতে পরব্রহ্মকেই প্রাপ্যরূপে (প্রাপ্তির কর্ম্মরূপে) এবং জীবকে (উপাসককে) তৎপ্রাপকরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অতএব প্রাপ্য জীবই উপাসনাকর্ত্তা, আর পরব্রহ্ম তাহার উপাস্য ; সুতরাং তিনি যে প্রাপক জীব হইতে নিশ্চয়ই পৃথক্ ; ইহা বিশেষরূপে জানা যাইতেছে ॥ ১ । ২ । ৪ ॥

শব্দবিশেষাৎ ॥১।২।৫॥

[পদচ্ছেদঃ—শব্দবিশেষাৎ (যেহেতু শব্দগতও বিশেষ আছে।]

[সরলার্থঃ—"এষ মে আত্মা অন্তর্হৃদয়ে" ইত্যত্র উপাসকঃ শারীরঃ ষষ্ঠ্যা, তদুপাস্যশ্চ প্রথময়া নির্দ্দিষ্টঃ ; অতশ্চ শব্দগত-বৈশিষ্ট্যাৎ হেতোঃ মনোময়ত্বাদিগুণকঃ পরমাত্মৈব, নতু জীবঃ॥

'এই আত্মা আমার হৃদয় মধ্যে [আছেন]' এই স্থলে উপাসক জীবকে ষষ্ঠী বিভক্তি দ্বারা আর তাহার উপাস্যকে প্রথমা বিভক্তি দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এইরূপ শব্দগত পার্থক্য থাকায় বুঝিতে হইবে যে, মনোময়ত্বাদি গুণবিশিষ্ট পদার্থটী পরমাত্মা ভিন্ন জীব নহে ॥১।২।৫ ॥]

"এষ ম আত্মান্তর্হৃদয়ে" [ছান্দো০ ।৩.১৪।৩] ইতি শারীরঃ ষষ্ঠ্যা নির্দ্দিষ্টঃ, উপাস্যস্তু প্রথময়া। এবং সমানপ্রকরণে বাজিনাং চ শ্রুতৌ শব্দবিশেষঃ শ্রূয়তে জীব-পরয়োঃ ; "যথা ব্রীহির্ব্বা যবো বা শ্যামাকো বা শ্যামাকতণ্ডুলো বা, এবময়মন্তরাত্মন্ পুরুষো হিরণ্ময়ো যথা জ্যোতির-ধুমম্" [শতপথব্রাহ্মণ০ ১।৬।৩] ইতি। অত্র "অন্তরাত্মন্" ইতি সপ্তম্যন্তেন শারীরো নির্দ্দিশ্যতে ; "পুরুষো হিরণ্ময়ঃ" ইতি প্রথময়োপাস্যঃ ; অতঃ পর এব উপাস্যঃ ॥ ১।২।৫॥

ইতশ্চ শারীরাদন্যঃ—

স্মৃতেশ্চ ॥১।২।৬॥

[পদচ্ছেদঃ—স্মৃতেঃ (যেহেতু স্মৃতিশাস্ত্র) চ (ও) [আছে]।]

[সরলার্থঃ—"সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ।" "যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।" "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি" ইত্যাদেঃ জীবেশ্বরয়োঃ উপাসকোপাস্যাদি-ভেদবোধকস্মৃতেশ্চাপি শারীরস্য উপাসকত্বং ঈশ্বরস্য চ তদুপাস্যত্বং অবগম্যতে।

'আমিই সকলের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছি।' 'যে অমূঢ়লোক পুরুষোত্তম আমাকে এইরূপে জানে।' 'হে অর্জ্জুন, ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয় দেশে অবস্থান করেন।' ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্র হইতেও জানা যায় যে, জীব উপাসক আর ঈশ্বর তাহার উপাস্য ; সুতরাং মনোময়াদিভাবে উপাস্য ঈশ্বর ভিন্ন অপর কেহ হইতে পারে না ॥ ১। ২ ॥ ৬ ॥]

'এই আত্মা আমার হৃদয় মধ্যে [আছেন],' এই স্থলে শারীর (জীব) ষষ্ঠী বিভক্তি দ্বারা আর উপাস্য প্রথমা বিভক্তি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। এইরূপ বাজসনেয় শ্রুতিতে ইহারই অনুরূপ প্রকরণে জীবও পরমাত্মার বাচক শব্দ-বিশেষ শ্রুত হইতেছে। 'যথা—ব্রীহি, যব, শ্যামাক বা শ্যামাকতণ্ডুল যেরূপ [সূক্ষ্ম] ; অন্তরাত্মায় অবস্থিত নির্ধূম জ্যোতির ন্যায় (উজ্জ্বল) এই হিরণ্ময় পুরুষও তদ্রূপ।' এখানে 'অন্তরাত্মন্' এই সপ্তমী বিভক্ত্যন্ত -পদে শরীরাভিমানী

"সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ" [গীতা০ ১৫।১৫], "যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্" [গীতা০।১৫।১৯], "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া। তমেব শরণং গচ্ছ" [গীতা০ ১৮।৬১।] ইতি শারীরমুপাসকং, পরমাত্মানং চোপাস্যং স্মৃতির্দ্দর্শয়তি ॥১।২।৬॥

অর্ভকৌকস্ত্বাৎ তদ্ব্যপদেশাচ্চ নেতি চেৎ, ন, নিচায্যত্বাদেবং ; ব্যোমবচ্চ ॥১।২।৭॥

[পদচ্ছেদঃ—অর্ভকৌকস্ত্বাৎ (অল্পস্থানে অধিষ্ঠান হেতু), তদ্ব্যপদেশাৎ (সেইরূপ --অল্পপরিমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ হেতু) চ (ও) ন (না); ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) [বল]; ন (না—বলিতে পাব না; নিচায্যত্বাৎ (উপাস্যত্ব হেতু) এবং (এইরূপে), ব্যোমবৎ (আকাশের ন্যায়) চ (ও) [বটে]।]

[সরলার্থঃ—অর্ভকং—অল্পং ওকঃ—স্থানং যস্য, তস্য ভাবঃ, তস্মাৎ—অর্ভকৌকস্ত্বাৎ, অল্পায়তনত্বাদিত্যর্থঃ।

"এষ ম আত্মান্তর্হৃদয়ে অণীয়ান্ ব্রীহের্ব্বা" ইত্যাদিনা চ তদ্ব্যপদেশাৎ অল্পায়তনত্বোপদেশাদপি নায়ং পব ইতি চেৎ; ন, এবং উক্তপ্রকারেন নিচায্যত্বাৎ—উপাস্যত্বাদ্ধেতোস্তথা ব্যপদেশঃ, নতু স্বরূপাল্পত্বেন। ব্যোমবৎ—স্বরূপমহত্ত্বং চ অত্রৈব ব্যপদিশ্যতে—"জ্যায়ান্ পৃথিব্যাঃ জ্যায়ানন্তরিক্ষাৎ" ইত্যাদৌ।

অল্পায়তনত্ব হেতু এবং 'আমার হৃদয়স্থ এই আত্মা ব্রীহি অপেক্ষাও সূক্ষ্মতম' ইত্যাদি শ্রুতিতেও অল্পপরিমাণত্ব নির্দ্দেশ হেতু ইহা যে, পবমেশ্বর হইতে পারে না; ইহা বলিতে পার না; কারণ, এটী ঐরূপেই উপাসনার বিধানমাত্র, কিন্তু ঐরূপ পরিমাণের নির্দ্দেশ নহে। কেন না, অন্যত্র আকাশের ন্যায় অতি মহৎ বলিয়াও তাঁহাব উল্লেখ রহিয়াছে; অতএব উক্তরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না ॥ ১ ॥ ২ ॥ ৭ ॥]

জীবকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; আর 'হিরণ্ময় পুরুষ' এই প্রথমা বিভক্তি দ্বারা উপাস্যের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অতএব, পরমাত্মাই এখানে উপাস্য, (জীব নহে) ॥ ১ । ২ । ৫ ॥

'আমি সকলের হৃদয়ে অবস্থিত আছি। আমা হইতেই স্মৃতি (স্মরণ), জ্ঞান ও তদ্বিপর্য্যয় হইয়া থাকে।' 'হে অর্জ্জুন ঈশ্বর মায়া দ্বারা সর্ব্বভূতকে যন্ত্রারূঢ় পুতুলের ন্যায় বিভ্রান্ত করত সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। তুমি তাঁহারই শরণাপন্ন হও।' এই স্মৃতিশাস্ত্র শারীরের উপাসকভাব আর পরমাত্মার উপাস্যভাব প্রদর্শন করিতেছেন ॥ ১ ॥ ২ ॥ ৬ ॥

"অল্পায়তনত্বং অর্ভকৌকস্ত্বম্ ; তদ্ব্যপদেশঃ—অল্পত্বব্যপদেশঃ। "এষ ম আত্মান্তর্হৃদয়ে" [ছান্দো০ ৩।১৪।৩] ইত্যণীয়সি হৃদয়ায়তনে স্থিতত্বাৎ "অণীয়ান্ ব্রীহের্ব্বা যবাদ্বা" [ছান্দো০ ৩।১৪।৩] ইত্যাদিনা অণীয়স্ত্বস্য স্বরূপেণ ব্যপদেশাচ্চ নায়ং পরমাত্মা, অপি তু জীব এব ; "সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ" [মুণ্ড০ ১।১৬] ইত্যাদিভিঃ পরমাত্মনোঽপরিচ্ছিন্নত্বাবগমাৎ, জীবস্য চারাগ্রমাত্রত্বব্যপদেশাদিতি চেৎ —

নৈতদেবম্, পরমাত্মৈব হ্যণীয়ানিত্যেবং নিচায্যত্বেন ব্যপদিশ্যতে ; এবং নিচায্যত্বেন—এবং দ্রষ্টব্যত্বেন এবমুপাস্যত্বেনেতি যাবৎ। ন পুনরণীয়স্ত্বমেবাস্য স্বরূপমিতি ; ব্যোমবচ্চায়ং ব্যপদিশ্যতে, স্বাভাবিকং মহত্ত্বং চাত্রৈব ব্যপদিশ্যতে—"জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরিক্ষাৎ জ্যায়ান্ দিবো জ্যায়ানেভ্যো লোকেভ্যঃ" [ছান্দো০ ৩।১৪।১,৪।] ইতি। অত উপাসনার্থমেবাল্পত্বব্যপদেশঃ।

তথাহি "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত" [ছান্দো০

অর্ভকৌকস্ত্ব অর্থ—অল্পায়তনত্ব, অর্থাৎ অল্পস্থানবর্ত্তিত্ব। তদ্ব্যপদেশ অর্থ--অল্পত্ব কথন। এই আত্মা আমার হৃদয় মধ্যে [অবস্থিত]; অতি সূক্ষ্ম হৃদয়ে অবস্থিতি হেতু, এবং 'ব্রীহি ও যব অপেক্ষাও অতি সূক্ষ্ম,' ইত্যাদি শ্রুতিতে স্বরূপতও তাহার অণীয়স্ত্ব নির্দ্দেশ হেতু ইহা পরমাত্মা নহে, পরন্তু নিশ্চয়ই জীব। 'ধীরপ্রকৃতি লোকেরা যে ভূতযোনিকে (সর্ব্বভূতের কারণকে) দর্শন করিয়া থাকেন; তিনি সর্ব্বগত, এবং অতি সূক্ষ্ম ও অব্যয় (অবিকারী)'; ইত্যাদি বাক্যে পরমাত্মার অপরিচ্ছিন্নভাব জানা যায়; অথচ আরাগ্রের ন্যায় (চর্ম্মবেধক সূক্ষ্মাগ্র যন্ত্রের অগ্রভাগের ন্যায়) জীবের পরিমাণ উল্লিখিত আছে। ইহা যদি বল; না— উহার তাৎপর্য্য এরূপ নহে। কেন না, অতি সূক্ষ্মরূপে উপাসনার্থ পরমাত্মারই ঐরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। 'এইরূপে নিচায্যত্ব' অর্থ—এই প্রকারে দ্রষ্টব্যত্ব অর্থাৎ এই প্রকারে উপাসনার জন্য। আর কেবল অণীয়স্ত্বই (অতিসূক্ষ্মত্বই) যে, ইহার প্রকৃত স্বরূপ, তাহা নহে; পরন্তু আকাশের ন্যায়ও ইহাকে নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। তাঁহার যে স্বভাবসিদ্ধ মহত্ত্ব, তাহা এখানেই উল্লিখিত আছে, যথা—'তিনি পৃথিবী হইতে বৃহৎ, অন্তরিক্ষ হইতে মহৎ, দ্যুলোক হইতে মহৎ, এই সমস্ত লোক হইতেই মহৎ।' অতএব, উপাসনার সৌকর্য্যার্থই তাঁহার ঐরূপ অল্পত্ব নির্দ্দেশ [হইয়াছে]।

দেখ,—'এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ, এবং সমস্তই তাঁহা হইতে জাত, তাঁহা দ্বারা জীবিত এবং তাঁহাতেই বিলয় প্রাপ্ত হয়; অতএব শান্ত হইয়া—অর্থাৎ রাগ দ্বেষাদিশূন্য হইয়া তাঁহার

৩।১৪।১,৪] ইতি সর্ব্বোৎপত্তি-প্রলয়কারণত্বেন সর্ব্বস্যাত্মতয়া অনুপ্রবেশকৃত-জীবয়িতৃত্বেন চ সর্ব্বাত্মকং ব্রহ্মোপাসীতেত্যুপাসনং বিধায় "অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষঃ, যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি, তথেতঃ প্রেত্য ভবতি" [ছান্দো০ ৩।১৪।১,৪] ইতি যথোপাসনং প্রাপ্যসিদ্ধিমভিধায় "স ক্রতুং কুর্ব্বীত" [ছান্দো০ ৩।১৪।১,৪] ইতি গুণবিধানার্থমুপাসনমনূদ্য "মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্প আকাশাত্মা সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদরঃ" [ছান্দো০ ৩।১৪।১,৪] ইতি জগদৈশ্বর্য্যবিশিষ্টস্য স্বরূপগুণাং শ্চোপাদেয়ান্ প্রতিপাদ্য "এষ ম আত্মান্ত-র্হৃদয়েঽণীয়ান্ ব্রীহের্ব্বা যবাদ্বা সর্ষপাদ্বা শ্যামাকাদ্বা শ্যামাকতণ্ডুলাদ্বা" [ছান্দো০ ৩।১৪।১,৪] ইত্যুপাসকস্য হৃদয়েঽণীয়স্ত্বেন তদাত্মতয়োপাস্যস্য পরমপুরুষস্য উপাসনার্থমবস্থানমুক্ত্বা "এষ ম আত্মান্তর্হৃদয়ে জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরিক্ষাজ্জ্যায়ান্ দিবো জ্যায়ানেভ্যো লোকেভ্যঃ সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদরঃ" [ছান্দো০৩ ১৪।১,৪] ইত্যন্তর্হৃদয়েঽবস্থিতস্যোপাস্যমানস্য প্রাপ্যাকারং নির্দ্দিশ্য "এষ ম আত্মান্ত-

উপাসনা করিবে।' এই শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে যে, তিনিই সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণীভূত; সুতরাং তিনি সকলেরই আত্মস্বরূপ; এবং তন্নিবন্ধনই ব্রহ্ম সর্ব্বভূতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতঃ জীবনধারণের হেতুভূত ও সর্ব্বাত্মকতা লাভ করিয়াছেন। 'সেই সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মের উপাসনা করিবে,' এইরূপে তাঁহার উপাসনা বিধান করিয়া তাহার পর 'পুরুষ ক্রতুময় (সংকল্পপ্রধান), পুরুষ ইহলোকে যাদৃশ চিন্তাশীল হয়, এস্থান হইতে প্রয়াণের পরও সেই প্রকার হয়,' এই শ্রুতিতে উপাসনার অনুরূপ প্রাপ্য ফললাভের কথা বলা হইয়াছে। তাহার পর আবার 'সেই পুরুষ সংকল্প করিবে,' এই বাক্যে [উপাসনার উৎকর্ষের জন্য] গুণবিধানার্থ উপাসনার অনুবাদ করিয়া (পুনরুল্লেখ করিয়া) 'তিনি মনোময়, প্রাণশরীর, দীপ্তিমান্, সত্যসংকল্প, আকাশাত্মা, সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, সর্ব্বব্যাপী, বাক্য ও আদর রহিত', এই শ্রুতিতে এই জগদাত্মক ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট সেই ঈশ্বরের স্বরূপভূত উৎকৃষ্ট গুণরাশি প্রতিপাদন করা হইয়াছে। তাহার পর, 'আমার হৃদয় মধ্যে অবস্থিত এই আত্মা ব্রীহি হইতে, যব হইতে, সর্ষপ হইতে, শ্যামাক হইতে কিংবা শ্যামাক তণ্ডুল হইতেও অতিশয় সূক্ষ্ম,' এখানেও উপাসনার্থ কথিত হইয়াছে যে, উপাস্য পরম পুরুষ ভগবান্ অতি সূক্ষ্মরূপে উপাসকের হৃদয়মধ্যে অভিন্নভাবে অবস্থান করেন। ইহার পরই—'আমার হৃদয়-মধ্যগত এই আত্মা পৃথিবী হইতে বৃহৎ, অন্তরীক্ষ হইতে বৃহৎ, দ্যুলোক হইতে বৃহৎ এবং এই সমস্ত লোক হইতেই বৃহৎ, তিনি সর্ব্বকর্ম্মা' ইত্যাদি বাক্যে আবার হৃদয়স্থ উপাস্যমান পরমেশ্বরের যে রূপটী উপাসকের প্রাপ্য; তাহার নির্দ্দেশ করিয়া 'আমার হৃদয়মধ্যে যে আত্মা আছেন, তিনিই ব্রহ্ম'

হৃদয় এতদ্ব্রহ্ম" [ছান্দো০৩।১৪।১,৪] ইত্যেবম্ভূতং পরং ব্রহ্ম পরমকারুণ্যে-নাস্মদুজ্জিজীবয়িষয়া অস্মদ্ধৃদয়ে সন্নিহিতমিতীদম্ অনুসন্ধানং বিধায় "এতমিতঃ প্রেত্যাভিসম্ভবিতাস্মি" [ছান্দো০ ৩।১৪।৪] ইতি যথোপাসনং প্রাপ্তিনিশ্চয়ানুসন্ধানং চ বিধায় "ইতি যস্য স্যাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাস্তি" [ছান্দো০ ৩।১৪।৪] ইত্যেবম্বিধপ্রাপ্য-প্রাপ্তিনিশ্চয়োপেতস্যোপাসকস্য প্রাপ্তৌ ন সংশয়োঽস্তীত্যুপসংহৃতম্। অত উপাসনার্থমর্ভকৌকস্ত্ব-মণীয়স্ত্বঞ্চ ॥১।২।৭ ॥

সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতিচেৎ, ন, বৈশেষ্যাৎ ॥১।২।৮॥

[পদচ্ছেদঃ—সম্ভোগ-প্রাপ্তিঃ (সুখ-দুঃখভোগের সম্ভাবনা), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) [বল]; ন (না—) বৈশেষ্যাৎ (যেহেতু প্রভেদ আছে)।]

[সরলার্থঃ—পরোঽপ্যন্তঃ শরীরে বসতি চেৎ ; জীববৎ তস্যাপি সুখদুঃখোপভোগ-প্রাপ্তিঃ স্যাদিতি চেৎ ; ন, বৈশেষ্যাৎ ; হেতুভেদাদিত্যর্থঃ। ন হি শরীরবর্ত্তিত্বমেব সুখ-দুঃখোপভোগ-হেতুঃ, অপিতু পুণ্য-পাপময়-কর্ম্মবশ্যত্বং। অপহতপাপ্মনস্তু ঈশ্বরস্য চ্ছন্দতো জীবরক্ষায়ৈ শরীরান্তর্বাসঃ, অতঃ তদসম্ভবাৎ নাস্তি সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতি ভাবঃ ॥

পরমাত্মাও যদি শরীরবর্ত্তী হন, তাহা হইলে জীবের ন্যায় তাঁহারও ত সুখ-দুঃখাদি ভোগ হইতে পারে ? না ; কারণ ? ভোগ হেতুর পার্থক্যই তাহার কারণ। কেবল শরীরাবস্থিতিই যে, ভোগের কারণ, তাহা নহে ; পরন্তু পাপপুণ্যাধীনত্বই ভোগের কারণ ; নিষ্পাপ ঈশ্বরের পক্ষে কর্ম্মবশ্যতা সম্ভব হয় না ; সুতরাং তাহার ভোগেরও সম্ভাবনা নাই ॥ ১ । ২ ॥ ৮ ॥]

জীবস্যেব পরস্যাপি ব্রহ্মণঃ শরীরান্তর্ব্বর্ত্তিত্বমভ্যুপগতং চেৎ ; তদ্বদেব শরীরসম্বন্ধপ্রযুক্ত-সুখদুঃখোপভোগপ্রাপ্তিরিতি চেৎ ; তন্ন, হেতু-বৈশেষ্যাৎ,

---

এই বাক্যে কথিত হইয়াছে যে, পরব্রহ্ম করুণাপরবশ হইয়া আমাদের উদ্ধারার্থ আমাদের হৃদয়মধ্যে সন্নিহিত রহিয়াছেন। এইরূপ আত্মানুসন্ধান বিধানের পর 'এস্থান হইতে প্রয়াণের পর (মৃত্যুর পর) ইহাকে প্রাপ্ত হইব,' এইরূপে উপাসনার অনুরূপ ফল প্রাপ্তি বিষয়ে নিশ্চয়-জ্ঞানোপদেশের পর উপসংহার করা হইয়াছে যে, 'যাহার এইরূপ নিশ্চয় বুদ্ধি হয় এবং কোন প্রকার সংশয় না থাকে।' এইরূপে প্রাপ্যের প্রাপ্তি বিষয়ে যাহার এইরূপ নিশ্চয় বুদ্ধি থাকে ; সেই উপাসকের পক্ষে প্রাপ্য পরমেশ্বরের প্রাপ্তিতে আর সংশয় নাই, অর্থাৎ সেই উপাসক নিশ্চয়ই পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হন ; অতএব, উপাসনার উদ্দেশেই অর্ভকৌকস্ত্ব (অল্পায়তনত্ব) ও অণীয়স্ত্বের নির্দ্দেশ, [স্বরূপ নিরূপণার্থ নহে] ॥১।২।৭ ॥

জীবের ন্যায় পরব্রহ্মেরও যদি শরীর মধ্যে অবস্থিতি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেত [জীবের ন্যায় তাঁহারও] শরীর সম্বন্ধ থাকায় জীবের ন্যায় তাঁহারও নিশ্চয়ই সুখ-দুঃখ ভোগ হইতে

ন হি শরীরান্তর্ব্বর্ত্তিত্বমেব সুখদুঃখোপভোগহেতুঃ; অপি তু পুণ্যপাপরূপ-কর্ম্মপরবশ্যত্বম্; তত্তু অপহতপাপ্মনঃ পরমাত্মনো ন সম্ভবতি। তথাচ শ্রুতিঃ—"তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি" [মুণ্ড০৩।১।১] ইতি ॥ ১।২।৮ ॥ [প্রথমং সর্ব্বত্রপ্রসিদ্ধ্যধিকরণম্ সমাপ্তম্]।

যদি পরমাত্মা ন ভোক্তা, এবং তর্হি সর্ব্বত্র ভোক্তৃতয়া প্রতীয়মানো জীব এব স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—

অত্রধিকরণম্।

অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ ॥ ১।২।৯॥

[পদচ্ছেদঃ—অত্তা (ভোক্তা) [ব্রহ্ম], চরাচরগ্রহণাৎ (যেহেতু চরাচর সমস্ত বস্তুকে ভোজ্যরূপে গ্রহণকরা হইয়াছে।]

[সরলার্থঃ—"যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে ভবত ওদনঃ, মৃত্যুর্যস্যোপসেচনম্" ইত্যাদি-কাঠক-শ্রুতৌ এবং প্রতীয়তে—যথা কশ্চিৎ ভোক্তা ব্যঞ্জনেন দধ্যাদিনা বা ওদনং উপসিচ্য—আর্দ্রীকৃত্য ভুঙ্‌ক্তে, তথা অত্রাপি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়রূপং অন্নং মৃত্যুরূপেণ উপসেচনেন সরসং কৃত্বা ভুঞ্জানঃ কশ্চিৎ অত্তা (ভোক্তা) অস্তীতি। স কিং জীবঃ? উত পরমাত্মা? ইতি ভবতি চাত্র সংশয়ঃ। তত্রোচ্যতে—অত্র 'অত্তা' (অদন-কর্ত্তা ভোক্তা) পরমাত্মা এব, ন তু জীবঃ। কুতঃ? চরাচর-গ্রহণাৎ, যতঃ অত্র ব্রহ্ম-ক্ষত্রপদাভ্যাং চরাচরাত্মকং কৃৎস্নমেব জগৎ পরিগৃহ্যতে, নতু ব্রহ্ম-ক্ষত্রমাত্রং; নহি মৃত্যুরূপং উপসেচনং ব্রহ্ম-ক্ষত্রমাত্রে পরিসমাপ্তং, অবিশেষেণ তস্য সর্ব্বত্রাধিকারাৎ। অত্তৃত্বং চাত্র ন ভোক্তৃত্বং, অপিতু জগৎ-সংহারকত্বং, তচ্চাবিশিষ্টং, সর্ব্বত্রোপলব্ধেঃ। ততশ্চ সর্ব্বসংহর্ত্তৃত্বস্য জীবে অসম্ভবাৎ পরমাত্মৈবাত্র অত্তা বোদ্ধব্যঃ, ন তু জীবঃ, অন্যো বা কশ্চিদিত্যাশয়ঃ।

'ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, এই উভয় (অর্থাৎ সমস্ত জগৎ) যাহার ওদন (অন্ন), এবং মৃত্যু (মরণ) যাহার উপসেচন—অন্নোপকরণ—দধি প্রভৃতি স্বরূপ।' এই শ্রুতিতে জানা যাইতেছে যে, কোন লোক যেমন ব্যঞ্জন বা দধি প্রভৃতি দ্বারা অন্ন মাখিয়া ভোজন করে, তেমনি এখানে একজন ভোক্তা আছেন, যিনি মৃত্যুরূপী ব্যঞ্জন দ্বারা উপসিক্ত করিয়া (মাখিয়া) ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতিকে (অর্থাৎ সমস্ত জগৎকে) ভক্ষণ করেন। এখন সংশয় হইতেছে যে, সেই ভোক্তাটী কে?—জীব? না - পরামাত্মা? এতদুত্তরে বলা হইতেছে যে, পরমাত্মাই এই ভোক্তা, কখনই জীব নহে; কারণ, চরাচর (স্থাবর-জঙ্গমাত্মক) সমস্ত জগৎকে ভক্ষণ করা জীবের অসাধ্য; পরন্তু পরমাত্মার পক্ষে সর্ব্বসংহারকর্ত্তৃত্বরূপ ভোক্তৃত্ব স্বতই উপপন্ন হইতে পারে; অতএব পরমাত্মাই অত্তা, জীব নহে ॥১।২।৯ ॥]

কঠবল্লীম্বাম্নায়তে—"যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে ভবত ওদনঃ। মৃত্যু-র্যস্যোপসেচনং, ক ইত্থা বেদ, যত্র সঃ" [কঠ০ ১। ২। ২৫] ইতি। অত্র ওদনোপসেচন-সূচিতোঽত্তা কিং জীব এব ? উত পরমাত্মা ? ইতি সন্দিহ্যতে। কিং যুক্তম্ ? জীব ইতি। কুতঃ ? ভোক্তৃত্বস্য কর্ম্মনিমিত্তত্বাজ্জীবস্যৈব তৎ-সম্ভবাৎ।

অত্রোচ্যতে—'অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ'—অত্তা পরমাত্মৈব ; কুতঃ ? চরা-চরগ্রহণাৎ—চরাচরস্য কৃৎস্নস্য অত্তৃত্বং হি তস্যৈব সম্ভবতি। ন চেদং কর্ম্ম-নিমিত্তং ভোক্তৃত্বম্ ; অপি তু জগজ্জন্ম-স্থিতি-লয়-হেতুভূতস্য পরস্য

পারে ; ইহা যদি বল ; না—তাহা বলিতে পার না ; কারণ, ভোগ-হেতুর বিশেষত্ব বা পার্থক্য রহিয়াছে। কেবল শরীর মধ্যে অবস্থিতিই যে, সুখ-দুঃখ ভোগের হেতু, তাহা নহে ; পরন্তু পুণ্য পাপময় কর্ম্মাধীনত্ব, অর্থাৎ পাপ বা পুণ্য বশে যাহার দেহ ধারণ হয়, তাহারই সুখ-দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে ; কিন্তু অপহতপাপ্মা (নিষ্পাপ) পরমাত্মার সম্বন্ধে তাহা কখনই সম্ভব পর হয় না। সেইরূপ শ্রুতিও আছে 'তাহাদের উভয়ের মধ্যে একজন স্বাদু কর্ম্মফল ভোগ করে, অপরে ভোগ না করিয়া কেবল দর্শন করে মাত্র' ॥১।২।৮॥ [১ম সর্ব্বত্রপ্রসিদ্ধ্যধিকরণ সমাপ্ত।]

ভাল পরমাত্মা যদি ভোক্তা না হইলেন, তাহা হইলে সর্ব্বত্র 'ভোক্তা' রূপে প্রতীয়মান জীবই ভোক্তা হউক ; এই আশঙ্কায় বলিতেছেন '[ব্রহ্মই] ভোক্তা, যেহেতু চরাচরের গ্রহণ হইয়াছে।' (৮৩)

কঠোপনিষদে পঠিত আছে যে, 'ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, এই উভয় যাহার অন্ন, এবং মৃত্যু যাহার উপসেচন অর্থাৎ অন্নোপকরণব্যঞ্জনস্বরূপ ; তিনি যেখানে আছেন, তাহা কে জানে ?' এখানে 'ওদন' শব্দ দ্বারা একজন 'অত্তা' (ভোজনকর্ত্তা) সূচিত হইতেছে। এখন সংশয় হইতেছে যে, জীবই কি এই অত্তা ? অথবা পরমাত্মা ? কোনটী যুক্তিসম্মত ?—জীবই। কারণ ?—ভোক্তৃত্ব যখন কর্ম্মের ফল, তখন জীবেই তাহা সম্ভবপর।

এতদুত্তরে "অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ" সূত্র কথিত হইতেছে। পরমাত্মাই এখানে 'অত্তা' (ভোক্তা) ; কারণ, এখানে চরাচর সমস্ত জগৎকে [ওদনরূপে] গ্রহণ করা হইয়াছে ; চরাচরাত্মক সর্ব্বজগৎ ভোজন করা তাঁহার পক্ষেই সম্ভব হয়। আর ইহা যে কর্ম্মনিবন্ধন ভোক্তৃত্ব, তাহাও নহে ; পরন্তু ইহা হইতেছে জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয়ের হেতুভূত পরব্রহ্ম বিষ্ণুর সংহার-কর্ত্তৃত্ব ;

---

(৮৩) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণ চারটী সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার রচনা প্রণালী এইরূপ—(১) বিষয় বাক্য—"যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে ভবত ওদনঃ" ইত্যাদি। (২) সংশয়—এই অত্তা (ভক্ষণকারী) কি জীব ? না—পরমাত্মা ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—জীবই এই অত্তা ; কেন না, জীবের সম্বন্ধেই ভক্ষণ কার্য্য প্রসিদ্ধ। (৪) উত্তর—না—এখানে জীব অত্তা নহে—পরন্তু পরমাত্মাই ; কারণ, চরাচরাত্মক সমস্ত জগৎকে অন্ন বলিয়া এবং ব্রহ্মকে তাহার ভক্ষণকর্ত্তা—সংহারকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সর্ব্বসংহারকর্ত্তৃত্ব ব্রহ্ম ভিন্ন জীবের সম্বন্ধে কখনই উপপন্ন হইতে পারে না। (৫) নির্ণয় ও ফল—অতএব পরমাত্মাই অত্তা ; তাঁহার উপাসনায় প্রবর্ত্তিত করাই উপদেশের প্রয়োজন।

ব্রহ্মণো বিষ্ণোঃ সংহর্তৃত্বম্ ; "সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" [কঠ০ ১।৩।৯] ইত্যত্রৈব দর্শনাৎ। তথাচ "মৃত্যুর্যস্যোপসেচনম্" ইতি বচনাৎ "ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ" ইতি কৃৎস্নং চরাচরং জগদিহাদনীয়োদনত্বেন গৃহ্যতে। উপসেচনং হি নাম স্বয়মদ্যমানং সৎ অন্যস্যাদনহেতুঃ। অত উপ-সেচনত্বেন মৃত্যোরপ্যদ্যমানত্বাৎ তদুপসিচ্যমানস্য কৃৎস্নস্য ব্রহ্মক্ষত্রপূর্বকস্য জগতশ্চরাচরস্য অদনমত্র বিবক্ষিতমিতি গম্যতে। ঈদৃশং চাদনমুপসংহার এব। তস্মাদীদৃশং জগদুপসংহারিত্বরূপং ভোক্তৃত্বং পরমাত্মন এব ॥১॥২॥৯॥

প্রকরণাচ্চ ॥১।২।১০ ॥

[পদচ্ছেদঃ — প্রকরণাৎ (যেহেতু প্রকরণ) চ (ও) [পরমাত্মার]।]

[সরলার্থঃ—"মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি।" "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন", ইত্যাদি প্রকরণং চ পরমাত্মন এব। প্রকৃত-পরিগ্রহশ্চ ন্যায্যঃ ; তস্মাদপি পরমাত্মা এব অত্র 'অত্তা' প্রত্যেতব্যঃ, নতু জীবঃ।

'ধীর ব্যক্তি এই মহৎ বিভু পরমাত্মাকে জানিবার পর আর দুঃখানুভব করে না।' 'কেবল শাস্ত্র-ব্যাখ্যা দ্বারা এই আত্মাকে লাভ করা যায় না, এবং কেবল মেধা (ধারণাক্ষম বুদ্ধি) দ্বারা কিংবা বহুতর শাস্ত্রপাঠ দ্বারাও লাভ করা যায় না', ইত্যাদি প্রকরণও পরমাত্মারই—জীবের নহে ; । প্রকৃতার্থ গ্রহণ করাই ন্যায়-সম্মত ; অতএব পরমাত্মাই এখানে 'অত্তা', জীব নহে ॥ ১।২।১০ ॥]

প্রকরণং চেদং পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ—"মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি" [কঠ০ ১।২।২২।২৩], "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে

কেন না, 'তিনিই সংসার-পথের পারস্বরূপ বিষ্ণুর সেই পরম পদ প্রাপ্ত হন।' এই স্থলে ঐরূপ ভাবই দৃষ্ট হয়। দেখ, 'মৃত্যু যাহার উপসেচন' এইরূপ কথা থাকায় 'ব্রাহ্মণ' ও 'ক্ষত্রিয়' পদে চরাচরাত্মক সমস্ত জগৎই পরিগৃহীত হইতেছে। উপসেচন কি না, যাহা নিজে ভক্ষ্য হইয়া অপর বস্তু ভক্ষণের সহায় হয় ; অতএব, উপসেচনভূত স্বয়ং মৃত্যুও যখন ভক্ষণীয় হইতেছে, তখন বুঝা যাইতেছে যে, মৃত্যু দ্বারা উপসিক্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চরাচরাত্মক সমস্ত জগতেরই ভক্ষণ এখানে শ্রুতির অভিপ্রেত। এবংবিধ 'অদন' অর্থ সংহার ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব, এবংবিধ জগৎ-সংহারিত্বরূপে ভোক্তৃত্ব নিশ্চয়ই পরমাত্মার ধর্ম্ম (জীবের নহে) ॥১।২।৯ ॥

বিশেষতঃ এই প্রকরণটীও পরব্রহ্মেরই (জীবের নহে), 'ধীর ব্যক্তি এই মহৎ বিভু আত্মাকে অবগত হইয়া আর শোক করেন ন', এই আত্মাকে কেবল শাস্ত্রব্যাখ্যা দ্বারা লাভ করা যায় না, এবং কেবল মেধা (ধারণাবতী বুদ্ধি) দ্বারা কিংবা বহুতর শাস্ত্রপাঠ দ্বারাও লাভ

তনুং স্বাম্” [কঠ০ ১।২।২২,২৩] ইতি হি (ক)প্রকৃতম্। “ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ” ইত্যপি হি তৎপ্রসাদাদৃতে তস্য দুরববোধত্বমেব পূর্ব্বপ্রস্তুতং (খ) প্রত্যভিজ্ঞায়তে ॥১।২।১০ ॥

অথ স্যাৎ—নায়ং ব্রহ্মক্ষত্রৌদনসূচিতঃ পুরুষোঽপহতপাপ্মা পরমাত্মা; অনন্তরং “ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে। ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ।” [কঠ০ ১।৩।১] ইতি কর্ম্মফলভোক্তুরেব সদ্বিতীয়স্যাভিধানাৎ। দ্বিতীয়শ্চ প্রাণো বুদ্ধির্বা স্যাৎ। ঋতপানং হি কর্ম্মফলভোগ এব; সচ পরমাত্মনো ন সম্ভবতি; বুদ্ধি-প্রাণয়োস্তু ভোক্তুর্জীবস্য উপকরণভূতয়োঃ যথাকথঞ্চিৎ পানেঽন্বয়ঃ

করা যায় না; কিন্তু তিনি যাহাকে প্রাপ্যরূপে বরণ করেন, তিনিই তাঁহাকে পাইতে পারেন; তিনি তাহারই নিকট আপনার স্বরূপ প্রকটিত করেন।' ইহাই সেখানে প্রস্তাবিত হইয়াছে। আর 'তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত তাঁহাকে অবগত হওয়া দুষ্কর', পূর্ব্বোক্ত এই দুর্জ্ঞেয়ত্বই 'তিনি যেখানে আছেন, তাহা কে জানে?' এই বাক্যে প্রত্যভিজ্ঞাত হইতেছে ॥ ১ ॥ ২। ১০ ॥

আশঙ্কা হইতে পারে যে, এই ব্রহ্মক্ষত্ররূপ ওদন দ্বারা যে পুরুষটী সূচিত হইয়াছেন, সেই পুরুষটী পরমাত্মা হইতে পারে না; কেন না, ইহার পরেই 'ব্রহ্মবিদ্গণ, পঞ্চাগ্নিগণ (*) এবং যাহারা তিনবার করিয়া নাচিকেত অগ্নি চয়ন করিয়াছেন, (†) তাহারাও বলিয়া থাকেন যে, 'জগতে উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভোক্তা (ঋতপানকারী) এবং অত্যুৎকৃষ্ট মহনীয় গুহায় (বুদ্ধিতে) প্রবিষ্ট উভয়েই ছায়া ও আলোকের ন্যায় (পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মসম্পন্ন)', এই শ্রুতিতে কর্ম্মফলোপভোক্তা সদ্বিতীয় আত্মা অভিহিত হইয়াছে। এই দ্বিতীয় পদার্থটী প্রাণ কিংবা বুদ্ধিই হইতে পারে। 'ঋতপান অর্থ—নিশ্চয়ই কর্ম্মফল ভোগ; তাহা ত আর পরমাত্মার পক্ষে সম্ভব হয় না। পক্ষান্তরে, বুদ্ধি ও প্রাণ, উভয়ই ভোক্তা—জীবের উপকরণ স্বরূপ (ভোগ-সাধন); সুতরাং কর্ম্মফল পানে তাহাদের কথঞ্চিৎ সম্বন্ধ হইতেও পারে, অতএব উহাদের মধ্যেই একটীকে লইয়া জীবের সদ্বিতীয়তা প্রতিপাদন করা হইতেছে [বুঝিতে হইবে]। সেই

(ক) ক'পুস্তকে 'হি' শব্দো নোপলভ্যতে। (খ) প্রস্তুতং পূর্ব্বং' ইতি (ক) পাঠঃ।

(*) তাৎপর্য্য—মৃত্যুর পর কর্ম্মিগণ চন্দ্রমণ্ডলে গমন করে, পুনশ্চ কর্ম্মক্ষয়ে প্রত্যাগমনের সময় তাহারা ক্রমে অন্তরিক্ষে মিলিত হয়, সেখান হইতে পর্জ্জন্যে (মেঘে) মিলিত হয়, পরে বৃষ্টির সহিত পৃথিবীতে পতিত হইয়া শস্যরূপে পরিণত হয়; তাহার পর খাদ্য অন্নরূপে পুরুষের শরীরে প্রবেশ করে; অনন্তর শুক্ররূপে স্ত্রী-শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া স্থূল শরীর গ্রহণপূর্ব্বক জন্মগ্রহণ করে। অন্তরীক্ষ, পর্জ্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ ও যোষিৎ, এই পাঁচটীকে অগ্নিরূপে চিন্তা করিবার বিধান আছে; এইজন্য ঐ পাঁচটীর চিন্তাপরায়ণকে 'পঞ্চাগ্নি' সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়া থাকে। ছান্দোগ্যোপনিষদে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে।

(†) তাৎপর্য্য—নচিকেতা নামক ঋষিকুমার যমরাজের নিকট যে অগ্নির তত্ত্ব জানিয়াছিলেন, সেই অগ্নিকে 'নাচিকেত অগ্নি' নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। নচিকেতার উপাখ্যান কঠোপনিষদে দ্রষ্টব্য ॥

সম্ভবতীতি তয়োরন্যতরেন সদ্বিতীয়ো জীব এব প্রতিপাদ্যতে ; তদেক-প্রকরণত্বাৎ পূর্ব্বপ্রস্তুতোঽত্তাপি স এব ভবিতুমর্হতি—ইতি।

(*) অত্রোচ্যতে—

গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ ॥ ১।২।১১ ॥

[পদচ্ছেদঃ—গুহাং (বুদ্ধিতে) প্রবিষ্টৌ (প্রবিষ্ট দুইটী) হি (নিশ্চয়ে) আত্মানৌ (দুইটী আত্মা), তদ্দর্শনাৎ (যেহেতু সেইরূপই দৃষ্ট হয়)।]

[সরলার্থঃ—"ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধ্যে।" ইত্যাদিষু গুহাং প্রবিষ্টৌ (গুহাপ্রবিষ্টত্বেন নির্দ্দিষ্টৌ) আত্মানৌ জীব-পরমাত্মানৌ, নতু বুদ্ধি-জীবৌ, প্রাণ-জীবৌ বা। কুতঃ ? তদ্দর্শনাৎ—অন্যত্রাপি "গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং" ইত্যাদৌ তস্য পরমাত্মন এব গুহাপ্রবিষ্টত্ব-দর্শনাদিত্যর্থঃ ॥

'জগতে তাহারা উভয়ে সুকৃত কর্ম্মের ফলভোক্তা এবং সর্ব্বোত্তম গুহায় প্রবিষ্ট,' এই স্থানে 'গুহা প্রবিষ্ট' কথায় জীব ও পরমাত্মাই বুঝিতে হইবে, কিন্তু বুদ্ধিও জীব কিংবা প্রাণ ও জীব নহে ; কারণ, অন্যত্র—'গুহা প্রবিষ্ট ও গহ্বরস্থ শাশ্বত আত্মাকে—' ইত্যাদি স্থলে পরমাত্মারই গুহা প্রবেশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ; অতএব, জীব ও পরমাত্মাই 'গুহা-প্রবিষ্ট' কথার প্রতিপাদ্য ; অপর নহে ॥ ১ ॥ ২ ॥ ১১ ॥]

ন প্রাণ-জীবৌ বুদ্ধি-জীবৌ বা গুহাং প্রবিষ্টৌ "ঋতং পিবন্তৌ" ইত্যুচ্যেতে ; অপি তু জীব-পরমাত্মানৌ (†) হি তথা ব্যপদিশ্যেতে। কুতঃ ? তদ্দর্শনাৎ—অস্মিন্ প্রকরণে জীব-পরয়োরেব গুহাপ্রবেশ-ব্যপদেশো দৃশ্যতে।

পরমাত্মনস্তাবৎ "তং দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্। অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষ-শোকৌ জহাতি"

একই প্রকরণে পঠিত হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত 'অত্তা'ও সেই জীবই হইতে পারে (পরমেশ্বর নহে)। এই শঙ্কা নিরাসার্থ কথিত হইতেছে—"গুহাং প্রবিষ্টৌ" ইত্যাদি।

প্রাণ ও জীব কিংবা বুদ্ধি ও জীব, কখনই গুহাপ্রবিষ্ট, ঋতপান কর্ত্তা বলিয়া উক্ত হইতেছে না ; পরন্তু, জীব ও পরমাত্মাই ঐরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। কারণ ?—সেইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়,—এই প্রকরণে জীব ও পরমাত্মারই গুহা প্রবেশের উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে। প্রথমতঃ 'ধীর ব্যক্তি অধ্যাত্ম-যোগ অধিগত হইয়া দুর্দ্দর্শ (যাহাকে দুঃখে দেখা যাইতে পারে), গূঢ়, সর্ব্ব-

---

* তত্র ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(†) জীবাত্ম-পরমাত্মানৌ' ইতি (ক) পাঠঃ।

[কঠ০ ১।২।১২] ইতি। জীবস্যাপি "যা প্রাণেন সম্ভবত্যদিতির্দ্দেবতাময়ী। গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তী যা ভূতেভির্ব্যজায়ত" [কঠ০ ২।৪।৭] ইতি। কর্ম্মফলান্যত্তীতি অদিতির্জীব উচ্যতে। প্রাণেন সম্ভবতি(*)—প্রাণেন সহ বর্ত্ততে। দেবতাময়ী—ইন্দ্রিয়াধীনভোগা। গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তী—হৃদয়পুণ্ডরীকোদরবর্ত্তিনী। (†) ভূতেভির্ব্যজায়ত—পৃথিব্যাদিভির্ভূতৈঃ সহিতা দেবাদিরূপেণ বিবিধা জায়তে। এবং চ সতি "ঋতং পিবন্তৌ" ইতি ব্যপদেশঃ 'ছত্রিণো-গচ্ছন্তি' ইতিবৎ প্রতিপত্তব্যঃ। যদ্বা, প্রযোজ্য-প্রযোজকরূপেণ পানে কর্তৃত্বং জীব-পরয়োরুপপদ্যতে ॥১।২।১১॥

ভূতে অনুপ্রবিষ্ট, গুহাস্থিত, সুতরাং দুর্জ্ঞেয়, সেই নিত্যসিদ্ধ প্রকাশময় পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া হর্ষ বিষাদ, উভয়ই ত্যাগ করেন।' এ স্থানে পরমাত্মার গুহাহিতত্ব নির্দ্দেশ আছে; তাহার পর 'সর্ব্বদেবময়ী যে অদিতি প্রাণের সহিত সম্ভূত হয়, এবং গুহায় প্রবেশপূর্ব্বক অবস্থিতি করে, এবং যিনি ভূতবর্গের সহিত জন্মলাভ করিয়া থাকে।' এখানে জীবেরও পৃথক নির্দ্দেশ রহিয়াছে। কর্ম্মফল ভক্ষণ করে বলিয়া জীবই এখানে 'অদিতি' পদে কথিত হইতেছে। 'প্রাণের সহিত সম্ভূত হয়' অর্থ—প্রাণের সহিতবর্ত্তমান থাকে। 'দেবতাময়ী' অর্থ—যাহার ভোগ ইন্দ্রিয়াধীন। 'গুহাতে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিত' কথার অর্থ—হৃৎপদ্মমধ্যে বর্ত্তমান। "ভূতেভিঃ ব্যজায়ত" অর্থ—পৃথিবী প্রভৃতি ভূতবর্গের সহিত দেবাদি নানাবিধ আকারে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। এইরূপ অর্থই যখন স্থির হইল, তখন "ঋতং পিবন্তৌ" (উভয়ে কর্ম্মফল পান করে), এই দ্বিবচন নির্দ্দেশও 'ছত্রধারী লোক সমূহ গমন করিতেছে' ইহার ন্যায় বুঝিতে হইবে। অথবা, প্রযোজকরূপে অর্থাৎ পরমাত্মার প্রেরণায়ই জীবগণ ভোগ করিয়া থাকে, এইজন্য জীব ও পরমাত্মা উভয়েতেই কর্তৃত্ব উপপন্ন হইতে পারে (‡) ॥ ১ ॥ ২ ॥ ১১ ॥

(*) সম্ভবতীতি' ইতি (ক) পাঠঃ।   (†) ভূতৈভিঃ' ইতি (ক) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য—"ঋতং পিবন্তৌ" এখানে "পিবন্তৌ" এই দ্বিবচন থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, উক্ত বাক্যে নির্দ্দিষ্ট উভয়েই কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে। এখন ঐ বাক্যে দ্বিবচনের সাহায্যে যদি জীব ও পরমাত্মা, উভয়েরই গ্রহণ করা হয়; তাহা হইলে জীবের পক্ষে পানকর্তৃত্ব সম্ভবপর হইলেও পরমাত্মার পক্ষে ত পানকর্তৃত্ব সম্ভব হইতে পারে না; কেন না, "অনশ্নন্ অন্যঃ অভিচাকশীতি" এই শ্রুতি পরমাত্মার পানকর্তৃত্ব নিষেধ করিতেছেন। এই আপত্তিখণ্ডনার্থ ভাষ্যকার 'ছত্রী' ন্যায়ের উল্লেখ করিয়াছেন। সেই ন্যায়টী এইপ্রকার—একসঙ্গে বহুলোক যাইতেছে, তন্মধ্যে অনেকের মস্তকে ছত্র আছে, কিন্তু সকলের মস্তকে নাই। এ অবস্থায়ও লোকে 'ছত্রিগণ যাইতেছে' বলিয়া ছত্রধারী ও তদ্ভিন্ন সকলকেই একসঙ্গে 'ছত্রী' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে; তদ্রূপ এখানেও জীবই কেবল পানকর্ত্তা হইলেও আর পরমাত্মা পান না করিলেও জীবের কর্ত্তৃত্ব লইয়াই একসঙ্গে উভয়কে পানের কর্ত্তা—'পিবন্তৌ' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে॥

প্রকারান্তরেও দ্বিবচনের উপপত্তিসাধনোদ্দেশে ভাষ্যকার যুক্তি দিতেছেন যে, পরমাত্মা স্বয়ং কর্ম্মফল পান করেন না সত্য, কিন্তু জীবকে তিনিই কর্ম্মফল ভোগ করান, তাহার নিয়োগানুসারেই জীব স্বীয় কর্ম্মফল ভোগে সমর্থ হয়; সুতরাং জীবের ভোগে পরমাত্মাই প্রযোজক; প্রযোজককেও কর্ত্তা বলা যাইতে পারে, এই কারণে দ্বিবচনের দ্বারা জীব ও পরমাত্মা, উভয়কেই পানের কর্ত্তা (পিবন্তৌ) বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

বিশেষণাচ্চ ॥১।২।১২॥

[পদচ্ছেদঃ বিশেষণাৎ (বিশেষরূপে কথন হেতু) চ (ও) [ব্রহ্মই অত্তা] ।]

[সরলার্থঃ—ইতশ্চ গুহাং প্রবিষ্টৌ জীব-পরমাত্মানৌ, ন পুনঃ বুদ্ধি-জীবৌ ; প্রাণ-জীবৌ বা ; কুতঃ ? বিশেষণাৎ "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" ইত্যাদৌ জীবস্য, "সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি, তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।" ইত্যাদৌ পরমাত্মনশ্চ বিশেষ্য নির্দ্দেশাৎ । অতঃ 'অত্তা' অত্র পরমাত্মৈব গ্রাহ্য ইত্যাশয়ঃ।

[এই কারণেও গুহাপ্রবিষ্ট দুইটীকে জীব ও পরমাত্মা বলিয়াই বুঝিতে হইবে ;] কারণ ? 'বিপশ্চিৎ (জ্ঞানী পুরুষ) জন্মেও না, মরেও না ;' ইত্যাদি স্থলে জীবের এবং 'সেই লোকই বিষ্ণুর সেই পরম পদরূপ সংসার-পথের শেষ প্রাপ্ত হয়।' ইত্যাদি স্থলে পরমাত্মার বিশেষভাবে নির্দ্দেশ রহিয়াছে। অতএব এখানে 'অত্তা' পদে পরমাত্মাকেই বুঝিতে হইবে ॥ ১ ॥ ২ ॥ ১২ ॥]

অস্মিন্ প্রকরণে জীব-পরমাত্মানাবেব উপাস্যত্বোপাসকত্ব-প্রাপ্যত্বপ্রাপ্তৃত্ব-বিশিষ্টৌ সর্ব্বত্র প্রতিপাদ্যেতে। (*)তথাহি—"ব্রহ্মজজ্ঞং দেবমীড্যং বিদিত্বা নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি" [কঠ০ ১।১।১৩] ইতি। ব্রহ্মজজ্ঞঃ—জীবঃ, ব্রহ্মণো জাতত্বাৎ জ্ঞত্বাচ্চ। তং দেবমীড্যং বিদিত্বা—জীবাত্মানমুপাসকং ব্রহ্মাত্মকত্বেনাবগম্যেত্যর্থঃ। তথা—"যঃ সেতুরীজানানামক্ষরং ব্রহ্ম যৎ পরং। অভয়ং তিতীর্ষতাং পারং নাচিকেতং শকেমহি" [কঠ০ ১।৩।২] ইত্যুপাস্যঃ পরমাত্মোচ্যতে। নাচিকেতং—নাচিকেতস্য কর্ম্মণঃ প্রাপ্যমিত্যর্থঃ। "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ" [কঠ০ ১।৩।৩] ইত্যাদিনোপাসকো জীব উচ্যতে। তথা "বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃ-

---

এই প্রকরণে পরমাত্মাই উপাস্য ও প্রাপ্যরূপে, আর জীবাত্মাই তাহার উপাসক ও প্রাপকরূপে সর্ব্বত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। দেখ,—'স্তবনীয়, প্রকাশমান, ব্রহ্মজজ্ঞানী—জীবকে অবগত হইয়া এবং উপাসনা করিয়া নিরতিশয় শান্তি লাভ করেন" ইতি। 'ব্রহ্মজজ্ঞ' অর্থ—জীব ; কারণ, জীব ব্রহ্ম হইতে জাত এবং জ্ঞাতা বা জ্ঞানবান্। 'স্তবনীয় সেই দেবকে জানিয়া' ইহার অর্থ—উপাসক জীবকে ব্রহ্মস্বরূপে অবগত হইয়া। সেইরূপ 'যিনি যজ্ঞকারিগণের সেতু স্বরূপ (বিভিন্ন প্রকার ফলপ্রদাতা), এবং যিনি ভবসাগরের পারগমনেচ্ছুকদিগের অভয়প্রদ, অক্ষর পরব্রহ্ম ; 'নাচিকেত' কর্ম্মলভ্য সেই ব্রহ্মকেও আমরা জানিতে সমর্থ হইতে পারি।' এখানে পরমাত্মাই উপাস্যরূপে উক্ত হইতেছেন। 'নাচিকেত' অর্থ—নাচিকেত কর্ম্মের ফলরূপে প্রাপ্য। 'আত্মাকে রথী (রথে অধিষ্ঠিত) এবং শরীরকে রথ বলিয়াই জানিবে।' ইত্যাদি বাক্যে উপাসক জীবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সেইরূপ 'বিজ্ঞান (বুদ্ধি) যাহার সারথি, এবং মন যাহার প্রগ্র

(*) 'ক'পুস্তকে 'তথাহি' পাঠো নাস্তি।

প্রগ্রহবান্ নরঃ। সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি—তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" [কঠ০ ১।৩।৯] ইতি প্রাপ্যপ্রাপ্তারৌ অভিধীয়েতে জীব-পরমাত্মানৌ। ইহাপি "চ্ছায়াতপৌ" [কঠ০ ১।৩।১] ইত্যজ্ঞত্ব-সর্ব্বজ্ঞত্বাভ্যাং তাবেব বিশিষ্য ব্যপদিশ্যেতে।

অথ স্যাৎ, "যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে" [কঠ০ ১।১।২০] ইতি জীবস্বরূপ-যাথাত্ম্যপ্রশ্নোপক্রমত্বাৎ সর্ব্বমিদং প্রকরণং জীবপরমিতি প্রতীয়তে—ইতি। নৈতদেবম্, ন হি জীবস্য দেহাতিরিক্তস্যাস্তিত্ব-নাস্তিত্বশঙ্কয়ায়ং প্রশ্নঃ, তথা সতিপূর্ব্ববরদ্বয়-বরণানুপপত্তেঃ।

তথা হি—পিতুঃ সর্ব্ববেদস-দক্ষিণক্রতুসমাপ্তিবেলায়াং দীয়মানদক্ষিণা-বৈগুণ্যেন ক্রতুবৈগুণ্যং মন্যমানেন কুমারেণ নচিকেতসা আস্তিকাগ্রেসরেণ স্বাত্মদানেনাপি পিতুঃ ক্রতুসাদ্গুণ্যমিচ্ছতা "কস্মৈ মাং দাস্যসি" [কঠ০ ১।১।৪] ইত্যসকৃৎ পিতরং পৃষ্টবতা স্বানর্ব্বন্ধরুষ্টপিতৃবচনাৎ মৃত্যু সদনং প্রবিষ্টেন স্বসদনাৎ প্রোষুষি যমে তদদর্শনাৎ তত্র তিস্রো রাত্রীরুপোষ্য

(লাগাম), সেই পুরুষই বিষ্ণুর পরম পদস্বরূপ পথের শেষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।' এই শ্রুতি জীবকে প্রাপক এবং ঈশ্বরকে তৎপ্রাপ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। এখানেও 'ছায়া' ও 'আতপ' শব্দ দ্বারা অজ্ঞত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব বিশিষ্টরূপে সেই জীব ও পরমাত্মাকেই বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করা হইতেছে।

শঙ্কা হইতে পারে যে, 'মনুষ্য মরিলে পর একটা সংশয় হইয়া থাকে—কেহ বলেন, আত্মা থাকে, আবার কেহ বলেন, না—আত্মা থাকে না, (দেহের সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হইয়া যায়)।' এইরূপে জীবের স্বরূপগত যথাযথভাব বিষয়ে যখন প্রশ্নের উপক্রম করা হইয়াছে; তখন বেশ বুঝা যাইতেছে যে, এই সমস্তটা প্রকরণই জীবনিরূপণপর, (পরমাত্মপর নহে)। না—ইহা এরূপ নহে; কেন না, দেহাতিরিক্ত জীবাত্মার অস্তিত্ব নাস্তিত্ব শঙ্কায় যে, এই প্রশ্ন হইয়াছে; তাহা নহে; কারণ, তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী বরদ্বয়ের প্রার্থনা উপপন্ন হয় না।

দেখ, পিতার সর্ব্বস্ব-দক্ষিণাত্মক 'বিশ্বজিৎ' যজ্ঞের সমাপ্তি সময়ে—যে সমস্ত দক্ষিণা প্রদত্ত হইতেছিল, তাহাতে যজ্ঞের বৈগুণ্য (অঙ্গহানি) মনে করিয়া আস্তিকাগ্রগণ্য কুমার নচিকেতা আপনাকেও দক্ষিণারূপে দান করিয়া যজ্ঞের সদ্গুণতা বা পূর্ণাঙ্গতা সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করিলেন, এবং 'আমাকে কাহার উদ্দেশে দান করিবেন', অত্যন্ত আগ্রহসহকারে এই কথা পুনঃ পুনঃ পিতাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। [তাহার আগ্রহাতিশয় দর্শনে পিতা ক্রুদ্ধ

স্বোপবাসভীত-তৎপ্রতিবিধানপ্রবৃত্ত-মৃত্যুপ্রদত্তে বরত্রয়ে আস্তিক্যাতিরেকাৎ প্রথমেন বরেণ স্বাত্মানং প্রতি পিতুঃ প্রসাদো বৃতঃ; এতচ্চ সর্ব্বং দেহাতিরিক্তমাত্মানমজানতো নোপপদ্যতে। দ্বিতীয়েন চ বরেণোত্তীর্ণ-দেহাত্মানুভাব্যফল-সাধনভূতাগ্নিবিদ্যা বৃতা; তদপি দেহাতিরিক্তাত্মানভিজ্ঞস্য ন সম্ভবতি। অতস্তৃতীয়েন বরেণ যদিদং ব্রিয়তে "যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে, অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে। এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ" [কঠ০ ১।১।২০] ইতি; অত্র পরমপুরুষার্থ-স্বরূপ-ব্রহ্মপ্রাপ্তিলক্ষণ-মোক্ষযাথাত্ম্যবিজ্ঞানায় তদুপায়ভূত-পরমাত্মোপাসন-পরাবরাত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসয়ায়ং প্রশ্নঃ ক্রিয়তে। এবং চ "যেয়ং প্রেতে" ইতি ন শরীরবিয়োগমাত্রাভিপ্রায়ং, অপি তু সর্ব্ববন্ধবিনির্মোক্ষাভিপ্রায়ম্। যথা "ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি" ইতি। অয়মর্থঃ—মোক্ষাধিকৃতে মনুষ্যে প্রেতে সর্ব্ববন্ধবিনির্মুক্তে তৎস্বরূপবিষয়া বাদিবিপ্রতিপত্তিনিমিত্তা অস্তি-

---

হইয়া বলিলেন, 'তোমাকে যমের উদ্দেশে দান করিলাম'।] তাহার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে ক্রুদ্ধ পিতার আদেশানুসারে নচিকেতা যমালয়ে গমন করিলেন, এবং প্রবাসগত যমকে সেখানে দেখিতে না পাইয়া ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া রহিলেন। শেষে স্বগৃহে প্রত্যাগত যমরাজ তাহার উপবাস বার্ত্তা শ্রবণে ভীত হইয়া তৎপ্রতিকার মানসে নচিকেতাকে তিনটি বর প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তখন নচিকেতা আস্তিক্যাতিশয় হেতু প্রথম বরে আপনার প্রতি পিতার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিলেন। যে লোক দেহাতিরিক্ত আত্মাকে জানে না, তাহার পক্ষে কখনই এ সমস্ত ব্যাপার উপপন্ন হইতে পারে না। দ্বিতীয় বরেও—দেহোত্তীর্ণ আত্মার [লোকান্তরে] অনুভব-যোগ্য ফলের সাধনীভূত অগ্নিবিদ্যা প্রার্থিত হইয়াছে; তাহাও দেহাতিরিক্ত আত্মানভিজ্ঞের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। আর তৃতীয় বরে যে, 'মনুষ্য মরিলে পর এই যে একটা সংশয়—কেহ কেহ বলেন আত্মা আছে; কেহ কেহ বলেন, আত্মা নাই; তোমার উপদেশপ্রাপ্ত হইয়া আমি ইহা জানিতে চাই; ইহাই আমার বরত্রয়ের মধ্যে তৃতীয় বর।' এই বিষয় প্রার্থিত হইয়াছে, ইহাও কেবল পরম পুরুষার্থ ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ যে মোক্ষ, তাহারই যথার্থতা অবগতির নিমিত্ত সেই মোক্ষপ্রাপ্তির উপায়ভূত ব্রহ্মোপাসনার্থই পরাবর আত্মতত্ত্ব বিষয়ে প্রশ্ন করা হইয়াছে। এইরূপ সিদ্ধান্তই যদি স্থির হইল, তাহা হইলে কেবল শরীর-সম্বন্ধ বিয়োগেই যে, "যেয়ং প্রেতে" এই কথার অভিপ্রায়, তাহা নহে; পরন্তু জীবের সর্ব্বপ্রকার বন্ধধ্বংসেই উহার প্রকৃত অভিপ্রায়। 'প্রয়াণের পর আর সংজ্ঞা (বিশেষ জ্ঞান) থাকে না'। এই বাক্যই ঐরূপ অভিপ্রায় নির্ণয়ের দৃষ্টান্ত স্থল। [ঐ বাক্যের অর্থ এইরূপ—মোক্ষলাভে অধিকারী পুরুষ প্রেত হইলে সর্ব্ব-প্রকার বন্ধ হইতে নির্ম্মুক্ত হইলে তাহার স্বরূপ-বিষয়ে বাদিগণের যে পরস্পর মতভেদ

নাস্ত্যাত্মিকা যেয়ং বিচিকিৎসা, তদপনোদনায় তৎস্বরূপ-যাথাত্ম্যং ত্বয়া অনুশিষ্টোঽহং বিদ্যাং—জানীয়াম্—ইতি। তথা হি বহুধা বিপ্রতিপদ্যন্তে—

কেচিৎ বিত্তিমাত্রস্যাত্মনঃ স্বরূপোচ্ছিত্তিলক্ষণং মোক্ষমাচক্ষতে। অন্যে বিত্তিমাত্রস্যৈব সতোঽবিদ্যাস্তময়ম্। অপরে পাষাণকল্পস্যাত্মনো জ্ঞানাদ্যশেষবৈশেষিকগুণোচ্ছেদলক্ষণং কৈবল্যরূপম্। অপরে তু—অপহতপাপ্মানং পরমাত্মানমভ্যুপগচ্ছন্তস্তস্যৈবোপাধিসংসর্গনিমিত্ত-জীবভাবস্যোপাধ্যপগমেন তদ্ভাবলক্ষণং মোক্ষমাতিষ্ঠন্তে। ত্রয্যন্ত-নিষ্ণাতাস্তু—নিখিলজগদেককারণস্যাশেষহেয়-প্রত্যনীকানন্তজ্ঞানানন্দৈকস্বরূপস্য স্বাভাবিকানবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়-কল্যাণগুণাকরস্য সকলেতরবিলক্ষণস্য সর্ব্বাত্মভূতস্য পরস্য ব্রহ্মণঃ শরীরতয়া প্রকারভূতস্য অনুকূলাপরিচ্ছিন্ন-জ্ঞানস্বরূপস্য পরমাত্মানুভবৈকরসস্য জীবস্যানাদিকর্ম্মরূপাবিদ্যা-তিরোহিত-স্বরূপস্য অবিদ্যোচ্ছেদপূর্ব্বকস্বাভাবিক-পরমাত্মানুভবমেব মোক্ষমাচক্ষতে। তত্র মোক্ষস্বরূপং তৎসাধনং চ ত্বৎপ্রসাদাদ্ বিদ্যামিতি নচিকেতসা পৃষ্টো

নিবন্ধন অস্তিত্ব-নাস্তিত্বাদি সংশয় রহিয়াছে, সেই সংশয় নিবারণার্থ তোমার উপদেশ লাভ করিয়া আমি তাহার স্বরূপগত যথার্থ তত্ত্ব জানিব। দেখ, [এ বিষয়ে বাদিগণ] বহুবিধ বিরোধ করিয়া থাকেন।]

কেহ কেহ কেবলই জ্ঞানস্বরূপ আত্মার স্বরূপোচ্ছেদকে মোক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অপর সকলে, বলেন আত্মা জ্ঞানস্বরূপই বটে, তাহার অবিদ্যা-ধ্বংসই মোক্ষ। অপর সকলে বলেন, আত্মা পাষাণসদৃশ (অবিকারী), তাহার জ্ঞানাদি বিশেষ গুণ সমূহের সমুচ্ছেদই কৈবল্য (মোক্ষ)। আবার অপর কেহ কেহ পরমাত্মাকে 'অপহতপাপ্মা' স্বীকার করিয়া আবার তাহারই উপাধি বিগমের সঙ্গে সঙ্গে ঔপাধিক জীবভাব নিবৃত্তির পর যে সেই পরমাত্মভাব প্রাপ্তি, তাহাকে মোক্ষ বলিয়া অঙ্গীকার করেন। কিন্তু, যাহাদের বুদ্ধি বেদান্তশাস্ত্রানুশীলনে পরিপক্কতা লাভ করিয়াছে; তাহারা (স্বসম্প্রদায়গণ) বলেন, জীব হইতেছে সর্ব্বজগতের একমাত্র কারণ, সর্ব্বপ্রকার হেয়গুণবিরোধী সর্ব্বাধিক জ্ঞান ও আনন্দমাত্রস্বরূপ, যাহার অবধি (সীমা) ও অতিশয় নাই, স্বভাবসিদ্ধ তাদৃশ অসংখ্য কল্যাণময় গুণের আকর স্বরূপ, অপর সর্ব্বপদার্থবিলক্ষণ, এবং সকলের আত্মস্বরূপ পরব্রহ্মের শরীর; সুতরাং প্রকার বা বিশেষণ স্বরূপ; অনুকূল ও অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানস্বরূপ এবং একমাত্র পরমাত্মানুভবপরায়ণ সেই জীবের প্রকৃত স্বরূপটী অনাদি কর্ম্মময় অবিদ্যা দ্বারা তিরোহিত হইয়া থাকে; আবার অবিদ্যা-সমুচ্ছেদে যে, তাহার সেই স্বাভাবিক পরমাত্মভাবের অনুভব, সেই অনুভবই মোক্ষ।

তন্মধ্যে 'মোক্ষের প্রকৃত স্বরূপ ও তাহার সাধনতত্ত্ব তোমার অনুগ্রহে জানিব' এই কথা—

মৃত্যুঃ তস্যার্থস্য দুরববোধত্বপ্রদর্শনেন বিবিধভোগবিতরণ-প্রলোভনেন চ এনং পরীক্ষ্য যোগ্যতামভিজ্ঞায় পরাবরাত্মতত্ত্ব-বিজ্ঞানং পরমাত্মোপাসনং তৎপদপ্রাপ্তিলক্ষণং মোক্ষং চ "তং দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টম্" [কঠ০ ১।২।১২] ইত্যারভ্য "সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" [কঠ০ ১।৩।৯] ইত্যন্তেনোপদিশ্য তদপেক্ষিতাংশ্চ বিশেষান্ উপদিদেশ, ইতি সর্ব্বং সমঞ্জসম্। অতঃ পরমাত্মৈবাত্তেতি সিদ্ধম্ ॥ ১।২।১২ ॥

[দ্বিতীয়ম্ 'অত্রধিকরণং' সমাপ্তম্।]

[অন্তরাধিকরণম্]

অন্তর উপপত্তেঃ ॥ ১ ॥ ২ ॥ ১৩ ॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্তরঃ (অভ্যন্তরে অবস্থিত) [পরমাত্মা], উপপত্তেঃ (যেহেতু উপপত্তি হয়)।]

[সবলার্থঃ—"য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে ; এষ আত্মেতি হোবাচ—এতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্ম।" ইতি ছান্দোগ্যশ্রুতৌ য এষঃ অক্ষ্যন্তরঃ পুরুষঃ শ্রূয়তে, এষ কিং প্রতিবিম্বরূপঃ ? উত চক্ষুরধিষ্ঠাত্রী দেবতা ? কিংবা জীবাত্মা ? অথবা পরমাত্মা ? ইতি সংশয়ে উত্তরমাহ—অন্তরঃ অক্ষিমধ্যস্থঃ পুরুষঃ পরমাত্মা এব, ন পুনঃ প্রতিবিম্বাদিঃ। কুতঃ ? তত্রোক্তানাং অমৃতাভয়ত্বাদীনাং ধর্ম্মাণাং পরমাত্মন্যেবোপপত্তেঃ, প্রতিবিম্বাদিষু চানুপপত্তেঃ। নহি প্রতিবিম্বাদয়ঃ অমৃতাভয়ধর্ম্মাণো ভবিতুমর্হন্তি ; পরমাত্মা তু নিতরামেব তত্রোক্তান্ ধর্ম্মান্ অধিকরোতি ; অতঃ পরমাত্মৈব অক্ষ্যন্তরঃ পুরুষঃ, নান্যইতি ভাবঃ।

তিনি বলিলেন—'এই যে অক্ষিমধ্যে পুরুষ দৃষ্ট হইতেছে, ইহাই আত্মা, ইহাই অমৃত ও অভয়স্বরূপ এবং ইহাই ব্রহ্ম।' এই বাক্যে যে, অক্ষিমধ্যে পুরুষ পরিশ্রুত হইতেছে, ইনি কি চক্ষুর মধ্যে পতিত বাহ্য বস্তুর প্রতিবিম্ব ? কিংবা চক্ষুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ? অথবা জীব ? অথবা পরমাত্মা ? এই সংশয়ের উত্তরে বলিতেছেন যে, চক্ষুর মধ্যস্থ এই পুরুষ নিশ্চয়ই পরমাত্মা, প্রতিবিম্বাদি নহে ; কারণ, এখানে অমৃতত্ব ও অভয়ত্ব প্রভৃতি যে সমুদয় ধর্ম্মের উল্লেখ আছে ; পরমাত্মাতেই তৎসমুদয়ের উপপত্তি হইতে পারে ; প্রতিবিম্ব প্রভৃতিতে পারে না ; অতএব পরমাত্মাই অক্ষিমধ্যস্থ পুরুষ, অপর নহে ॥১॥২॥১৩॥]

নচিকেতাকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া—মৃত্যু (যম) প্রথমতঃ জিজ্ঞাসিত বিষয়ের দুর্জ্ঞেয়তা প্রদর্শন ও বিবিধ ভোগপ্রদানের প্রলোভন দ্বারা পরীক্ষা করিয়া (নচিকেতা যথার্থই তত্ত্বজিজ্ঞাসু কি না, ইহা পরীক্ষা করিয়া) নচিকেতার যোগ্যতা অবগত হইলেন ; অনন্তর, পর ও অবর আত্মতত্ত্বজ্ঞান, ব্রহ্মোপাসনা এবং ব্রহ্মপদপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষের উপযোগী, 'দুর্দ্দর্শ (দুঃখে যাহাকে দর্শন করা যায়) সর্ব্বানুস্যূত ও নিগূঢ় সেই আত্মাকে,' এই হইতে—'সেই লোকই পথের শেষ বিষ্ণুর সেই পরম পদ লাভ করেন' এই পর্য্যন্ত গ্রন্থ দ্বারা উপদেশ করিয়া সেই মোক্ষপ্রাপ্তির পক্ষে অপেক্ষিত বা আবশ্যকীয় অগ্নিবিদ্যাদি বিশেষ বিশেষ বক্তব্য সমূহ উপদেশ করিয়াছিলেন। এইরূপ অর্থে বেশ সামঞ্জস্যও রক্ষা হয়। অতএব এখানে পরমাত্মাই যে 'অত্তা' শব্দের অর্থ, তাহা প্রমাণিত হইল ॥ ১।২।১২ ॥ [দ্বিতীয় অত্রধিকরণ সমাপ্ত।]

ইদমামনন্তি চ্ছন্দোগাঃ—"য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে। এষ আত্মেতি হোবাচ, এতদমৃতম্ (*)অভয়মেতদ্ ব্রহ্ম" [ছান্দো০ ৪। ১৫। ১] ইতি। তত্র সন্দেহঃ—কিময়মক্ষ্যাধারতয়া নির্দ্দিশ্যমানঃ পুরুষঃ প্রতিবিম্বাত্মা, উত চক্ষুরিন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবতাবিশেষঃ, উত জীবাত্মা, অথ পরমাত্মা? ইতি। কিং যুক্তম্? প্রতিবিম্বাত্মেতি। কুতঃ? প্রসিদ্ধবন্নির্দ্দেশাৎ; 'দৃশ্যতে' ইত্যপরোক্ষাভিধানাচ্চ; জীবাত্মা বা; তস্যাপি হি চক্ষুষি বিশেষেণ সন্নিধানাৎ প্রসিদ্ধিরুপপদ্যতে। উন্মীলিতং হি চক্ষুরুদ্বীক্ষ্য জীবাত্মনঃ শরীরে স্থিতি-গতী নিশ্চিন্বন্তি। "রশ্মিভিরেষোঽস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ" [বৃহদা০ ৭।৫।১] ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ্যা চক্ষুঃপ্রতিষ্ঠো দেবতাবিশেষো বা; এষ্বেব প্রসিদ্ধবন্নির্দ্দেশোপপত্তেরেষামন্যতমঃ, ইতি প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—"অন্তর উপপত্তেঃ।"

অক্ষ্যন্তরঃ পরমাত্মা। কুতঃ? "এষ আত্মেতি হোবাচ এতদমৃতম্ (†)অভয়-

ছন্দোগগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন—'এই যে চক্ষুর মধ্যে পুরুষ দৃষ্ট হইতেছে; ইনি আত্মা, ইনি অমৃত ও অভয়স্বরূপ এবং ইনিই ব্রহ্ম।' তাহাতে সন্দেহ এই যে, এই অক্ষিমধ্যগতরূপে নির্দ্দিষ্ট পুরুষটী কি প্রতিবিম্ব? কিংবা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা কোনও দেবতাবিশেষ? অথবা জীবাত্মা? কিংবা পরমাত্মা? কোন অর্থটী যুক্তিযুক্ত? প্রতিবিম্বই। কাবণ? যেহেতু প্রসিদ্ধের ন্যায় নির্দ্দেশ হইয়াছে; বিশেষতঃ "দৃশ্যতে" (দেখা যায়) এইরূপ প্রত্যক্ষেরও উল্লেখ রহিয়াছে। অথবা, জীবাত্মাও হইতে পারে; কেন না, চক্ষুতেই তাহার বিশেষভাবে সান্নিধ্য থাকায় [চক্ষুর্গতত্ব] প্রসিদ্ধি উপপন্ন হইতে পাবে; কাবণ, সকলে চক্ষুর উন্মীলন দর্শন করিয়াই দেহে জীবাত্মার স্থিতি ও নিষ্ক্রমণ (জীবন-মরণ) নিশ্চয় করিয়া থাকে। অথবা, 'এই সূর্য্য রশ্মি সমূহ দ্বারা ইহাতে (চক্ষুতে) অবস্থিত আছেন,' এই শ্রুতি প্রসিদ্ধি অনুসারে চক্ষুঃস্থিত দেবতাবিশেষও [এই পুরুষ] হইতে পারেন। [ফলকথা] ইহাদের পক্ষেই যখন প্রসিদ্ধবং নির্দ্দেশ সঙ্গত হয়, তখন ইহাদের মধ্যেই কোন একটী [অক্ষিপুরুষ] হইবে। এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলিতেছি—"অন্তরঃ উপপত্তেঃ" (‡)।

অক্ষির অভ্যন্তরস্থ পুরুষটী পরমাত্মা; কারণ? 'তিনি বলিলেন—ইহাই আত্মা, ইহাই

(*) এতদভয়' ইতি (ক) পাঠঃ।

(†) এতদভয়' ইতি (ক) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণটী ত্রয়োদশ হইতে অষ্টাদশ পর্য্যন্ত আট সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার রচনা প্রণালী এইরূপ--(১) বিষয় বাক্য—"য এষোঽক্ষিণি পুরুষঃ দৃশ্যতে" ইত্যাদি। (২) সংশয়—এই অক্ষিগত পুরুষ কি প্রতিবিম্ব? দেবতা? জীব? অথবা পরমাত্মা? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—প্রতিবিম্বাদির মধ্যেই একটী হওয়া উচিত। (৪) উত্তর—না—পরমাত্মাই ঐ অক্ষি-পুরুষ, প্রতিবিম্বাদি নহে; কারণ; পরমাত্মার পক্ষেই অমৃতাভয়ত্বাদি ধর্ম্মের সঙ্গতি হয়; অন্যের পক্ষে হয় না। (৫) সিদ্ধান্ত ও প্রয়োজন—অতএব পরমাত্মাই ঐ অক্ষি-পুরুষ, এবং তাঁহার উপাসনায় মোক্ষ লাভই তাহার ফল।

মেতদ্‌ব্রহ্মেতি, এতং সংযদ্বাম ইত্যাচক্ষতে। এতং হি সর্ব্বাণি বামান্যভি-সংযন্তি, এষ উ এব বামনিঃ; এষ হি সর্ব্বাণি বামানি নয়তি। এষ উ এব ভামনিঃ; এষ হি সর্ব্বেষু লোকেষু ভাতি" [ছান্দো০ ৪।১৫।৩] ইত্যেষাং গুণানাং পরমাত্মন্যেবোপপত্তেঃ ॥ ১।২।১৩ ॥

স্থানাদিব্যপদেশাচ্চ ॥ ১ ॥ ২ ॥ ১৪ ॥

[পদচ্ছেদঃ—স্থানাদিব্যপদেশাৎ (যেহেতু [পরমাত্মার] স্থানাদির উল্লেখ) চ (ও) [আছে]।]

[সবলার্থঃ---"যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠন্" ইত্যাদৌ পরমাত্মন এব স্থিতি-নিয়মনাদিধর্ম্মাণাং ব্যপদেশা-দপি অয়ং অক্ষিপুরুষঃ পরমাত্মৈব, নত্বন্য ইত্যর্থঃ।

বিশেষতঃ 'যিনি চক্ষুতে অবস্থান করত [চক্ষুকে নিয়মিতরূপে পরিচালিত করেন]', ইত্যাদি স্থলে চক্ষুতে অবস্থান ও নিয়মিত করণ প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহ পরমাত্মাতে নির্দ্দিষ্ট থাকায়, এই অক্ষিপুরুষও পরমাত্মাই, অপর কেহ নহে ॥১॥২॥১৪॥]

চক্ষুষি স্থিতি-নিয়মনাদয়ঃ পরমাত্মন এব "যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠন্" [বৃহদা০ ৫।৭।১৮] ইত্যেবমাদৌ ব্যপদিশ্যন্তে। অতশ্চ "য এষোঽক্ষিণি পুরুষঃ" [ছান্দো০ ৪।১৫।১] ইতি স এব প্রতীয়তে। অতঃ প্রসিদ্ধবন্নির্দ্দেশশ্চ পরমাত্মনি উপপদ্যতে। তত এব 'দৃশ্যতে' ইতি সাক্ষাৎকারব্যপদেশোঽপি যোগিভির্দৃশ্যমানত্বাদুপপদ্যতে ॥ ১।২।১৪ ॥

অমৃত ও অভয়স্বরূপ এবং ইহাই ব্রহ্ম। ইহাকে 'সংযদ্বাম' বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন; সমস্ত বাম অর্থাৎ প্রতিকূল কর্ম্ম ইহাতে বিলীন হয়। ইহাই 'বামনি'; কারণ, ইহাই সমস্ত প্রতিকূল কর্ম্ম প্রাপ্ত করান। ইহাই 'ভামনি'; কেন না, ইহাই সমস্ত লোকে দীপ্তি পাইয়া থাকেন।' পরমাত্মাতেই উক্ত গুণসমূহের উপপত্তি হয় ॥১॥২॥১৩॥

'যিনি চক্ষুতে অবস্থান করত [চক্ষুকে নিয়মিত করেন]', ইত্যাদিস্থলে পরমাত্মারই চক্ষুতে অবস্থিতি ও নিয়মিতকরণ প্রভৃতি ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে। এই কারণেও প্রতীতি হইতেছে যে, 'এই যে অক্ষিমধ্যে পুরুষ', এই বাক্যে সেই পরমাত্মাই [নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন]। এই কারণেই প্রসিদ্ধবৎ নির্দ্দেশও পরমাত্মাতেই উপপন্ন হইতেছে, এবং সেই নিমিত্তই যোগিজনের দৃশ্য হন বলিয়া "দৃশ্যতে" (দেখা যায়) এই সাক্ষাৎকারের উল্লেখও উপপন্ন হইতেছে ॥১॥২॥১৪॥]

সুখবিশিষ্টাভিধানাদেব চ ॥ ১ ॥ ২ ॥ ১৫ ॥

[পদচ্ছেদঃ—সুখবিশিষ্টাভিধানাৎ (সুখবিশিষ্ট বা সুখ বলিয়া কথন হেতু) এব (অবধারণে) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—"প্রাণো ব্রহ্ম, কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম" ইত্যাদৌ প্রকৃতস্য অক্ষিস্থস্য পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ সুখবিশিষ্টতয়া উপাস্যত্বাভিধানাদপি পরমাত্মৈবায়ম্ অক্ষ্যাধারঃ পুরুষ ইতি অবধার্য্যতে, নত্বন্যঃ।

'প্রাণই ব্রহ্ম, ক—সুখস্বরূপী ব্রহ্ম, খ—আকাশরূপী ব্রহ্ম', ইত্যাদি স্থলে প্রস্তাবিত অক্ষিগত পরমাত্মাকেই সুখবিশিষ্টরূপে উপাসনা করিতে বলা হইয়াছে ; এই কারণেও পরমাত্মা ভিন্ন আর কেহই এই অক্ষিগত পুরুষ হইতে পারে না ॥১।২।১৫ ॥]

ইতশ্চাক্ষ্যাধারঃ পুরুষোত্তমঃ "কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম" [ছান্দো০ ৪।১০।৫] ইতি প্রকৃতস্য সুখবিশিষ্টস্য ব্রহ্মণ উপাসনস্থানবিধানার্থং সংযদ্বামত্বাদিগুণবিধানার্থং চ "য এষোঽক্ষিণি পুরুষঃ" [ছান্দো০ ৪।১৫।১] ইত্যভিধানাৎ। এবকারো নৈরপেক্ষ্যং হেতোর্দ্যোতয়তি।

ননু, অগ্নিবিদ্যাব্যবধানাৎ "কং ব্রহ্ম" (*) ইতি প্রকৃতং ব্রহ্ম নেহ সন্নিধত্তে। তথা হি—অগ্নয়ঃ "প্রাণো ব্রহ্ম, কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম" ইতি ব্রহ্মবিদ্যামুপদিশ্য "অথ হৈনং গার্হপত্যোঽনুশশাস" ইত্যারভ্যাগ্নীনামুপাসন-

---

এই কারণেও পুরুষোত্তমই (ভগবানই) অক্ষিগত পুরুষ ; কেন না, 'ব্রহ্ম ক-স্বরূপ (সুখবিশিষ্ট), এবং ব্রহ্ম খ আকাশস্বরূপ' (৮৭) এই স্থলে সুখবিশিষ্টরূপে অভিহিত ব্রহ্মেরই উপাসনাযোগ্য স্থানবিধানার্থ এবং 'সংযদ্বামত্ব' প্রভৃতি (উপাসনানুকূল) গুণবিধানার্থ—'এই যে অক্ষিমধ্যে পুরুষ,' এই বাক্য কথিত হইয়াছে। 'এব' শব্দটী হেতুর নিরপেক্ষত্ব প্রকাশ করিতেছে ; অর্থাৎ একমাত্র এই 'সুখবিশিষ্টত্ব' হেতু দ্বারাই অক্ষিপুরুষের পরম পুরুষত্ব প্রমাণিত হইতে পারে।

ভাল, অগ্নিবিদ্যা দ্বারা ব্যবহিত হওয়ায় "কং ব্রহ্ম" বাক্যোপদিষ্ট ব্রহ্ম ত এখানে সন্নিহিত হইতে পারেন না। দেখ—অগ্নিত্রয় প্রথমতঃ 'ব্রহ্ম প্রাণস্বরূপ, ব্রহ্ম কস্বরূপ, ব্রহ্ম খস্বরূপ,' এইরূপে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিয়া 'অনন্তর গার্হপত্য অগ্নি ইহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন,'

(*) খং ব্রহ্ম'ইত্যধিকঃ (ক) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—'ক' অর্থ - সুখ—আনন্দ। 'খ' অর্থ—আকাশ। প্রথমে 'ক' শব্দে ব্রহ্মকে সুখবিশিষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া শ্রুতি মনে করিলেন যে, সাধারণ লোকে এই 'ক' শব্দে লৌকিক সুখ—ইন্দ্রিয়-জনিত আনন্দ অর্থও বুঝিতে পারে, তাই পুনর্ব্বার 'খ' শব্দের প্রয়োগ করিলেন। আকাশ স্বভাবতই অপরিচ্ছিন্ন মহান্, লৌকিক সুখ সাময়িক ও সীমাবদ্ধ ; সুতরাং 'খ' দ্বারা বিশেষিত হওয়ায় ঐ 'ক' শব্দোক্ত সুখ কখনই লৌকিক সুখ হইতে পারে না। অতএব, ইহাকে নিত্য আনন্দ স্বরূপই বুঝিতে হইবে।

মুপদিদিশুঃ। নচাগ্নিবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যাঙ্গমিতি শক্যং বক্তুম্; ব্রহ্মবিদ্যা-ফলানন্তর্গত-তদ্বিরোধিসর্ব্বায়ুঃপ্রাপ্তি-সন্তত্যবিচ্ছেদাদিফলশ্রবণাৎ।

উচ্যতে—"প্রাণো ব্রহ্ম," "এতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্ম" [ছান্দো০ ৪।১৫। ৩] ইত্যুভয়ত্র ব্রহ্মসংশব্দনাৎ, "আচার্য্যস্তু তে গতিং বক্তা" [ছান্দো০ ৪।১৫।১] ইত্যগ্নিবচনাচ্চ গত্যুপদেশাৎ পূর্ব্বং ব্রহ্মবিদ্যায়া অসমাপ্তেঃ, তন্মধ্যগতাগ্নিবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যাঙ্গমিতি নিশ্চীয়তে। "অথ হৈনং গার্হপত্যোঽনুশশাস" [ছান্দো০ ৪।১১।১] ইতি ব্রহ্মবিদ্যাধিকৃতস্যৈবাগ্নিবিদ্যোপদেশাচ্চ।

এই হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্নিসমূহের উপাসনাই উপদেশ করিয়াছিলেন। (†) আর এই অগ্নিবিদ্যা যে, ব্রহ্মবিদ্যারই অঙ্গ, তাহাও বলিতে পারা যায় না; কেন না, অগ্নিবিদ্যায় সম্পূর্ণ আয়ুঃপ্রাপ্তি ও সন্ততির অবিচ্ছেদরূপ যে ফল শ্রুত হইতেছে, তাহা ব্রহ্মবিদ্যা-ফলের অন্তর্গত নহে, বরং তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী; অথচ অঙ্গ ও অঙ্গীর ফল কখনই বিভিন্ন বা বিরুদ্ধ হইতে পাবে না; [কাজেই প্রকরণের ব্যবধান ঘটিতেছে]।

ইহার উত্তর বলা যাইতেছে—যেহেতু 'প্রাণই ব্রহ্ম', 'ইহাই অমৃত ও অভয়স্বরূপ এবং ইহাই ব্রহ্ম', এই উভয়স্থলেই 'ব্রহ্ম' শব্দের উল্লেখ হইতে এবং 'আচার্য্য তোমাকে গতি (ব্রহ্ম লাভের উপায়, উপদেশ করিবেন,' এই অগ্নিবাক্য হইতেও জানা যাইতেছে যে, 'গতির' উপদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত ব্রহ্মবিদ্যা সমাপ্ত হয় নাই; সুতরাং তন্মধ্যবর্ত্তী অগ্নিবিদ্যা যে, ঐ প্রস্তাবিত ব্রহ্মবিদ্যারই অঙ্গ, ইহা নিশ্চিত হইতেছে। বিশেষতঃ অনন্তর গার্হপত্যনামক অগ্নি তাহাকে উপদেশ দিলেন,' এখানেও ব্রহ্মবিদ্যাধিকারীর সম্বন্ধেই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

(†) তাৎপর্য্য—ছান্দোগ্যোপনিষদের চতুর্থ প্রপাঠকের দশম খণ্ডে এই অগ্নি-বিদ্যা ও ব্রহ্ম-বিদ্যা বর্ণিত আছে—উপকোসলনামক একজন ঋষিকুমার সত্যকাম জাবাল ঋষির নিকট আসিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করত অগ্নিসেবা করিতে লাগিলেন। এইরূপে দ্বাদশ বৎসর চলিয়া গেল; অপরাপর শিষ্যগণ ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত করিয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন; কিন্তু উপকোসল সেই ভাবেই থাকিয়া অগ্নির পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন; গুরু তাহাকে গৃহে যাইবার অনুমতি না দিয়াই প্রবাসে চলিয়া গেলেন, উপকোসল খিন্নমনে আশ্রমেই রহিলেন।

এই অবস্থায় তাহার পরিচর্য্যায় পরিতুষ্ট অগ্নিত্রয় (গার্হপত্য, অন্বাহার্য্যপচন (দক্ষিণাগ্নি) ও আহবনীয়) উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিতে লাগিলেন—উপকোসল! তুমি উত্তমরূপে আমাদের পরিচর্য্যা করিয়াছ; অতএব তোমাকে আমরা তত্ত্বোপদেশ দিতেছি; এই বলিয়া তাহারা 'প্রাণ ব্রহ্ম, ক ব্রহ্ম ও খ ব্রহ্ম,' এই উপদেশ দিলেন। পরে অগ্নিত্রয় প্রত্যেকে আবার পৃথক্ পৃথক্ উপদেশ করিয়া শেষে বলিলেন যে, 'হে উপকোসল, আমরা এ পর্য্যন্ত তোমাকে যাহা বলিলাম, তাহা আমাদের বিদ্যাও (অগ্নি-বিদ্যাও) বটে, এবং আত্মবিদ্যাও বটে; কিন্তু "আচার্য্যস্তে গতিং বক্তা." অর্থাৎ আচার্য্য তোমাকে প্রকৃত গতি (গন্তব্য পথ) উপদেশ করিবেন। অনন্তর, গুরুদেব গৃহে আসিয়া "য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে" ইত্যাদি বাক্যে প্রকৃত গতির উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

কিঞ্চ, "ব্যাধিভিঃ (*) প্রতিপূর্ণোঽস্মি" [ছান্দো০ ৪। ১০। ৩] ইতি ব্রহ্মপ্রাপ্তিব্যতিরিক্ত-নানাবিধ--কামোপহতিপূর্ব্বক--গর্ভজন্ম-জরা-মরণাদি-ভবাময়াভিতপ্তায় (†) উপকোসলায় "এষা সোম্য তেঽস্মদ্বিদ্যা অত্মবিদ্যা চ" [ছান্দো০ ৪। ১৫। ১] ইতি সমুচ্চিত্যোপদেশাৎ মোক্ষৈকফলাত্মবিদ্যাঙ্গত্ব-মগ্নিবিদ্যায়াঃ প্রতীয়তে। এবং চাঙ্গত্বেঽবগতে সতি ফলানুকীর্ত্তনমর্থবাদ ইতি গম্যতে। নচাত্র মোক্ষবিরোধি ফলং কিঞ্চিৎ শ্রূয়তে, "অপহতে পাপ-কৃত্যাং, লোকী ভবতি, সর্ব্বমায়ুরেতি, জ্যোগ্‌জীবতি, নাস্যাবরপুরুষাঃ ক্ষীয়ন্তে, উপ বয়ং তং ভুঞ্জামোঽস্মিংশ্চ লোকেঽমুষ্মিংশ্চ" [ছান্দো০৪।১৩। ২] ইত্যমীষাং ফলানাং মোক্ষাধিকৃতস্যানুগুণত্বাৎ। "অপহতে পাপকৃত্যাং" ব্রহ্মপ্রাপ্তিবিরোধি পাপং কর্ম্ম অপহন্তি। "লোকীভবতি"—তদ্‌বিরোধিনি পাপে নিরস্তে ব্রহ্মলোকং প্রাপ্নোতি। "সর্ব্বমায়ুরেতি"---ব্রহ্মোপাসনপরি-সমাপ্তের্যাবদায়ুরপেক্ষিতং, তৎসর্ব্বমেতি। জ্যোগ্ জীবতি"—ব্যাধ্যাদিভি-রনুপহতঃ যাবৎব্রহ্মপ্রাপ্তি জীবতি। "নাস্যাবরপুরুষাঃ ক্ষীয়ন্তে"—অস্য

আরও এক কথা, ব্রহ্মপ্রাপ্তির অভাবে নানাপ্রকার কামনায় আক্রান্ত হইয়া গর্ভজন্ম, জরা, মরণাদিজনিত ব্যাধি ভোগ করিতে হয়, এই ভয়ে পরিতাপগ্রস্ত উপকোসলকে একসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, 'হে সোম্য, তোমার নিকট কথিত এই বিদ্যা অগ্নিবিদ্যাও বটে এবং আত্মবিদ্যাও বটে।' এইরূপে একত্রোপদেশ থাকায় বেশ বুঝা যাইতেছে যে, উক্ত অগ্নিবিদ্যাটি একমাত্র মোক্ষফলপ্রদ আত্মবিদ্যারই অঙ্গ, (তাহা হইতে পৃথক্ নহে)। এইরূপে অগ্নিবিদ্যার ব্রহ্মবিদ্যাঙ্গত্ব অবধারিত হইলে বুঝিতে হইবে যে, অগ্নিবিদ্যার যে, পৃথক্ ফলকীর্ত্তন, তাহা কেবল অর্থবাদমাত্র (বিদ্যার প্রশংসাপর বাক্যমাত্র)। তা' ছাড়া, এখানে যে মোক্ষ-বিরোধী কোন ফলের শ্রুতি আছে, তাহাও নহে; কেন না, '[বিদ্বান্] পাপ কর্ম্ম ধ্বংস করেন, প্রশস্ত লোক লাভ করেন, সম্পূর্ণ আয়ুঃ প্রাপ্ত হন, উজ্জ্বল জীবন লাভ করেন, ইহার অধস্তন পুরুষেরা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, আমরা তাহাকে উপভোগ করিয়া থাকি।' এই সমস্ত ফল ত মোক্ষাধিকারী পুরুষের পক্ষে অনুকূল বৈ প্রতিকূল নহে। "অপহতে পাপকৃত্যাং" কথার অর্থ—ব্রহ্ম প্রাপ্তির প্রতিকূল পাপকর্ম্ম বিনষ্ট করিয়া ফেলে। "লোকী ভবতি" কথার অর্থ—প্রতিকূল পাপ বিনষ্ট হইয়া গেলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। "সর্ব্বম্ আয়ুঃ এতি" কথার অর্থ—ব্রহ্মোপাসনা সমাপ্ত করিবার জন্য যে পরিমাণ আয়ুর প্রয়োজন, সেই পরিমাণ সম্পূর্ণ আয়ু লাভ করে। "জ্যোগ্ জীবতি" কথার অর্থ—ব্রহ্মলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত ব্যাধি প্রভৃতি দ্বারা

(*) পরিপূর্ণো' ইতি (ক) পাঠঃ।

(†) ভবভয়োপতপ্তায়'ইতি (ঘ) পাঠঃ। ভয়াভিতপ্তায়'ইতি (খ) পাঠঃ।

শিষ্যপ্রশিষ্যাদয়ঃ পুত্রপৌত্রাদয়োঽপি ব্রহ্মবিদ এব ভবন্তি। "নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি" [মুণ্ড০ ৩।২।৯] ইতি চ শ্রুত্যন্তরে ব্রহ্মবিদ্যাফলত্বেন শ্রূয়তে। "উপ বয়ং তং ভুঞ্জামোঽস্মিংশ্চ লোকেঽমুষ্মিংশ্চ"—বয়ম্ অগ্নয়স্তমেনমুপভুঞ্জামঃ—যাবদ্ব্রহ্মপ্রাপ্তি বিঘ্নেভ্যঃ পরিপালয়াম ইতি। অতোঽগ্নিবিদ্যায়া ব্রহ্মবিদ্যাঙ্গত্বেন তৎসন্নিধানাবিরোধাৎ সুখবিশিষ্টং প্রকৃতমেব ব্রহ্ম উপাসনস্থান-বিধানার্থং গুণবিধানার্থং চ উচ　।

ননু "আচার্য্যস্তু তে গতিং বক্তা" ইতি গতিমাত্রপরিশেষণাদাচার্য্যেণ গতিরেবোপদেশ্যেতি (চ) গম্যতে; তৎ কথং স্থান-গুণবিধ্যর্থতোচ্যতে। তদভিধীয়তে—"আচার্য্যস্তু তে গতিং বক্তা," ইত্যস্যায়মভিপ্রায়ঃ—ব্রহ্মবিদ্যামনুপদিশ্য প্রোষুষি গুরৌ তদলাভাদনাশ্বাসমুপকোসলমুজ্জীবয়িতুং স্বপরিচরণপ্রীতা গার্হপত্যাদয়ো গুরোরগ্নয়স্তস্মৈ ব্রহ্মস্বরূপমাত্রং তদঙ্গভূতাং চাগ্নিবিদ্যামুপদিশ্য "আচার্য্যাদ্ধৈব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং প্রাপৎ" [ছান্দো০ ৪।৯।৩] ইতি শ্রুত্যর্থমালোচ্য সাধুতমত্বপ্রাপ্ত্যর্থমাচার্য্য এবাস্য সংয-

---

আক্রান্ত না হইয়া জীবনধারণ করে। "ন অস্য অবরপুরুষাঃ ক্ষীয়ন্তে" কথার অর্থ—ইহার শিষ্য প্রশিষ্য (শিষ্যের শিষ্য), এবং পুত্র, পৌত্র প্রভৃতিরা নিশ্চয়ই ব্রহ্মবিৎ হইয়া থাকেন। কারণ, 'ইহার বংশে অব্রহ্মবিৎ জন্মে না,' ইত্যাদি অপর শ্রুতিতে ঐরূপ অর্থই ব্রহ্মবিদ্যার ফলরূপে শ্রুত আছে। "উপ বয়ং তং ভুঞ্জামঃ অস্মিন্ চ লোকে অমুষ্মিন্ চ" ইহার অর্থ এই যে, আমরা অগ্নিগণ তাহাকে উপভোগ করি, অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তির যতপ্রকার বিঘ্ন আছে, তৎসমস্ত হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকি।' অতএব [বুঝিতে হইবে,] অগ্নিবিদ্যা যখন ব্রহ্মবিদ্যারই অঙ্গ, তখন তাহার সান্নিধ্য থাকায় কিছুমাত্র বিরোধ নাই; অতএব, উপাসনার উপযুক্ত স্থান বিধানার্থ এবং তদুপযোগী গুণবিধানার্থ প্রস্তাবিত সুখবিশিষ্ট ব্রহ্মই (কং ব্রহ্ম) এই স্থানে অভিহিত হইতেছেন।

ভাল, 'আচার্য্যই তোমাকে প্রকৃত গতি (ব্রহ্ম) উপদেশ করিবেন,' এই কথা হইতে জানা যায় যে, একমাত্র গতিবিষয়ক উপদেশই অবশিষ্ট রহিল, আচার্য্য কেবল তাহারই উপদেশ করিবেন; তবে আবার স্থান ও গুণবিধানের বিষয় বলা হইতেছে কিপ্রকারে? তাহার উত্তর কথিত হইতেছে—'আচার্য্যই তোমাকে গতি বলিবেন,' এ কথার অভিপ্রায় এইরূপ—[উপকোসলের] গুরু তাহাকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ না দিয়াই প্রবাসে চলিয়া গেলে পর ব্রহ্মবিদ্যা লাভ না করায় উপকোসল নিরাশ হইলেন, তখন তাহার পরিচর্য্যায় প্রীত, গুরুর গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয় তাহাকে কেবলই ব্রহ্মের স্বরূপটুকু এবং তাহারই অঙ্গস্বরূপ অগ্নিবিদ্যার উপদেশ করিয়া তাহারা 'আচার্য্য

(চ) পদিশুতে'ইতি' ইতি (ক) পাঠঃ।

দ্বামত্বাদিগুণকং পরং ব্রহ্ম তদুপাসনস্থানমর্চিরাদিকাং চ গতিমুপদিশত্বিতি মত্বা "আচার্য্যস্তু তে গতিং বক্তা" ইত্যবোচন্। গতিগ্রহণমুপদেশ্যবিদ্যা-শেষপ্রদর্শনার্থম্। অতএব আচার্য্যোঽপি "অহং তু তে তদ্ বক্ষ্যামি—যথা-পুষ্কর-পলাশ আপো ন শ্লিষ্যন্তে, এবমেবংবিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে" [ছান্দো° ৪। ১৪। ৩] ইত্যুপক্রম্য সংযদ্বামত্বাদি-কল্যাণগুণবিশিষ্টং ব্রহ্ম অক্ষিস্থানোপাস্যমর্চিরাদিকাং চ গতিমুপদিদেশ। অতঃ "কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম" [ছান্দো° ৪। ১০। ৫] ইতি সুখবিশিষ্টস্য প্রকৃতস্যৈব ব্রহ্মণোঽত্রা-ভিধানাদয়মক্ষ্যাধারঃ পরমাত্মা ॥ ১।২।১৫

ননু চ "কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম" ইতি পরং ব্রহ্মাভিহিতমিতি কথমব-গম্যতে—যস্যেহ অক্ষ্যাধারতয়াভিধানং ক্রিয়তে; যাবতা "কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম" ইতি প্রসিদ্ধাকাশ-লৌকিকসুখয়োরেব ব্রহ্মদৃষ্টির্বিধীয়তে ইতি প্রতি-ভাতি, "নাম ব্রহ্ম" [ছান্দো° ৭। ১। ৫] "মনো ব্রহ্ম" [ছান্দো° ৭। ৩। ২] ইত্যাদি বচনসারূপ্যাৎ। তত্রাহ—

হইতে অধিগত ব্রহ্মবিদ্যাই উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে,' এইরূপ শ্রুতির তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া মনে মনে স্থির করিলেন যে, বিদ্যার সাধুত্ব সম্পত্তির জন্য 'স্বয়ং আচার্য্যই ইহাকে সংযদ্বামত্ব প্রভৃতি গুণযুক্ত ব্রহ্ম, ব্রহ্মোপাসনার স্থান এবং অর্চ্চিরাদি গতি (উত্তরায়ণ পথ) উপদেশ করুন, এই মনে করিয়াই তাহারা 'আচার্য্য তোমাকে গতির উপদেশ দিবেন' বলিয়াছিলেন। উপদেষ্টব্য বিদ্যা বিষয়ে যাহা কিছু বক্তব্য, তৎসমস্তের উপদেশ প্রদানার্থই 'গতি' শব্দটীর প্রয়োগ হইযাছে, (কেবলই গতির উপদেশার্থ নহে)। আর আচার্য্যও—'আমি তোমাকে তাহা বলিব, পদ্মপত্রে যেরূপ জল লাগে না, ঠিক তদ্রূপ এইপ্রকার জ্ঞানীকেও পাপকর্ম্মে সংস্পর্শ করিতে পারে না,' এইরূপ ভূমিকা করিয়া সংযদ্বামত্ব প্রভৃতি কল্যাণময় গুণসম্পন্ন ব্রহ্ম, অক্ষিস্থানে তাহার উপাসনা এবং অর্চ্চিরাদি গতি তাহাকে উপদেশ করিয়াছিলেন। অতএব, "কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম" এইস্থলে সুখবিশিষ্টরূপে যে ব্রহ্মের প্রস্তাব বা প্রসঙ্গ করা হইয়াছে, এখানে সেই প্রকৃত ব্রহ্মেরই নির্দ্দেশ হেতু বুঝিতে হইবে যে, এই অক্ষিগত পুরুষ পরমাত্মাই (অপর কেহ নহে) ॥১॥২॥১৫॥

ভাল, তুমি যাহাকে অক্ষিগত বলিয়া বলিতেছ, সেই পরব্রহ্মই যে, "কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম," বাক্যে অভিহিত হইয়াছেন, ইহা কিসে জানা যাইতেছে? যেহেতু "কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম" এই বাক্যে লোকপ্রসিদ্ধ সুখ ও আকাশেই ব্রহ্মদৃষ্টি বিহিত হইতেছে, বলিয়া বোধ হইতেছে; কারণ, এই বাক্যটি 'নামই ব্রহ্ম', 'মনই ব্রহ্ম' ইত্যাদি ব্রহ্মদৃষ্টিবিধায়ক বাক্যেরই অনুরূপ। এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন——"অতএব" ইত্যাদি।

অতএব চ স ব্রহ্ম ॥ ১ । ২ । ১৬ ॥

[পদচ্ছেদঃ—অতঃ (এই হেতু), এব (নিশ্চয়ে), চ (ও), সঃ (তাহা), ব্রহ্ম (পরমাত্মা)।]

[সরলার্থঃ—যতঃ অত্র জন্ম-মরণাদিভয়ভীতায় উপকোসলায় "কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম" ইত্যভিধায় পুনশ্চ "যদেব কং, তদেব খং, যদেব খং, তদেব কং" ইত্যন্যোন্যব্যবচ্ছেদকতয়া অপরিচ্ছিন্নানন্দ-স্বরূপং ব্রহ্ম ইত্যুক্তং, অতএব চ হেতোঃ সঃ তৎপ্রকরণান্তর্গতঃ অক্ষিপুরুষঃ ব্রহ্ম এব, ইত্যবধার্য্যতে ইত্যর্থঃ।

যেহেতু, জন্ম-মরণাদিভয়ে ভীত উপকোসলকে প্রথমতঃ 'ক ব্রহ্ম, খ ব্রহ্ম' উপদেশ করিয়া পুনর্ব্বার 'যাহা ক, তাহাই খ, এবং যাহাই খ, তাহাই ক', এইরূপে পরস্পর-বিশেষিত নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের উপদেশ দিয়াছেন ; অতএব, তৎপ্রকরণান্তর্গত অক্ষিপুরুষও ঐ প্রকৃত ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কিছু নহে ॥১॥২॥১৬॥]

যতস্তত্র "যদেব কং, তদেব খম্" ইতি সুখবিশিষ্টস্যাকাশস্যাভিধানম্, অতএব 'খ'-শব্দাভিধেয়ঃ স আকাশঃ পরং ব্রহ্ম। এতদুক্তং ভবতি—অগ্নিভিঃ "প্রাণো ব্রহ্ম, কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম," ইত্যুক্তে উপকোসল উবাচ "বিজানাম্যহং যৎ প্রাণো ব্রহ্ম, কং চ তু ব্রহ্ম, খং চ ন বিজানামি" ইতি।

অস্যায়মভিপ্রায়ঃ—ন তাবৎ প্রাণাদিপ্রতীকোপাসনমগ্নিভিরভিহিতম্, জন্মজরামরণাদিভব-ভয়ভীতস্য মুমুক্ষোর্ব্রহ্মোপদেশায় প্রবৃত্তত্বাৎ। অতো ব্রহ্মৈবোপাস্যমুপদিষ্টম্। তত্র প্রসিদ্ধৈঃ প্রাণাদিভিঃ সমানাধিকরণং

যেহেতু সেখানে 'যাহাই ক, তাহাই খ', এই বাক্যে সুখবিশিষ্ট আকাশের অভিধান হইয়াছে, সেই হেতুই 'খ' শব্দে অভিহিত সেই আকাশও পরব্রহ্মস্বরূপ। ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, অগ্নিত্রয় 'প্রাণ ব্রহ্ম, ক ব্রহ্ম, খ ব্রহ্ম,' এই কথা বলিলে পর উপকোসল বলিলেন, প্রাণ যে, ব্রহ্ম, তাহা আমি জানি ; কিন্তু ক, খ যে কিরূপে ব্রহ্ম, তাহা বিশেষরূপে বুঝিতেছি না।'

ইহার অভিপ্রায় এই যে, অগ্নিত্রয় যে, প্রাণাদি প্রতীকরূপে (*) ব্রহ্মোপাসনা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা নহে ; কারণ, তাহারা জন্ম-জরামরণাদি সংসারভয়ে ভীত—মুমুক্ষুর সম্বন্ধে ব্রহ্মোপদেশ দানার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন, (প্রতীকোপাসনায় সম্পূর্ণরূপে সে ভয় নিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই) ; সুতরাং [বুঝিতে হইবে,] সেখানে ব্রহ্মই সাক্ষাৎ উপাস্যরূপে উপদিষ্ট হইয়াছেন। আর

(*) তাৎপর্য্য—'প্রতীক' একপ্রকার উপাসনার নাম। কোন একটী বস্তুকে যে, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট অপর বস্তুর সহিত এক বলিয়া—তদভিন্নভাবে উপাসনা করা, তাহাকে 'প্রতীক' বলা হয়। শালগ্রামে বিষ্ণুর উপাসনাও এই 'প্রতীক' উপাসনা অন্তর্গত।

ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্টম্; তেষু চ (*) প্রাণবিশিষ্টত্বং জগদ্বিধরণযোগেন বা প্রাণশরীরতয়া প্রাণস্য নিয়ন্তৃত্বেন বা ব্রহ্মণ উপপদ্যত ইতি "বিজানাম্যহং যৎ প্রাণো ব্রহ্ম" ইত্যুক্তবান্। তথা সুখাকাশয়োরপি ব্রহ্মণঃ শরীরতয়া তন্নিয়াম্যত্বেন বিশেষণত্বম্? উতান্যোন্যব্যবচ্ছেদকতয়া নিরতিশয়ানন্দ-রূপব্রহ্মস্বরূপ-সমর্পণপরত্বেন বা। তত্র পৃথগ্‌ভূতয়োঃ শরীরতয়া বিশেষণত্বে বৈষয়িক-সুখ-ভূতাকাশয়োর্নিয়ামকত্বং ব্রহ্মণঃ স্যাদিতি স্বরূপাব-গতির্ন স্যাৎ, অন্যোন্য-ব্যবচ্ছেদকত্বে অপরিচ্ছিন্নানন্দৈকস্বরূপত্বং ব্রহ্মণঃ স্যাদিত্যন্যতরপ্রকার-নির্দ্ধিধারয়িষয়া "কং চ তু খং চ ন বিজানামি" ইত্যুক্তবান্। উপকোসলস্যেমমাশয়ং জানন্তোঽগ্নয়ঃ "যদ্বাব কং তদেব খং, যদেব খং তদেব কম্" ইত্যূচিরে। ব্রহ্মণঃ সুখস্বরূপত্বমেবাপরিচ্ছিন্নমি-ত্যর্থঃ। অতঃ প্রাণশরীরতয়া প্রাণবিশিষ্টং যদ্ব্রহ্ম, তদেবাপরিচ্ছিন্নসুখ-রূপং চেতি নিগমিতং "প্রাণং চ হাস্মৈ তদাকাশং চোচুঃ" [ছান্দো০ ৪।১০।৫] ইতি। অতঃ "কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম" ইত্যত্রাপরিচ্ছিন্নসুখং ব্রহ্ম

সেই সমস্ত বাক্যে প্রাণাদির সহিত সমানাধিকরণভাবেও ব্রহ্মের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ব্রহ্মই জগৎকে ধারণ করেন, এইজন্য; অথবা, প্রাণও ব্রহ্মেরই শরীরস্থানীয়; সুতরাং তিনিই প্রাণের নিয়ামক বা পরিচালক, এইজন্যও ব্রহ্মের প্রাণবিশিষ্টত্ব ধর্ম্ম উপপন্ন হইতেছে; এইকারণেই 'প্রাণ যে ব্রহ্ম, তাহা আমি জানি,' [উপকোসল] এই কথা বলিয়াছিলেন। সেইরূপ, সুখ ও আকাশ (ক ও খ) যে ব্রহ্মের বিশেষণীভূত, সেই সুখ ও আকাশ ব্রহ্মেরই শরীর; সুতরাং ব্রহ্মেরই নিয়মা-ধীন, এই কারণে,—অথবা পরস্পর দ্বারা বিশেষিত, নিরতিশয় আনন্দরূপী ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকে, এইজন্যই সেই বিশেষণভাব হইয়াছে। তন্মধ্যে, পৃথগ্‌ভূত শরীরদ্বয় ব্রহ্মের বিশে-ষণীভূত হইলে বিষয়জাত সুখ ও ভূতাকাশ, এতদুভয়েরও ব্রহ্মনিয়াম্যত্ব সম্ভব হইতে পারে; সুতরাং ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপের অবগতি হইতে পারে না। আর পরস্পরের ব্যবচ্ছেদকত্ব পক্ষে ব্রহ্মের এক-মাত্র অপরিচ্ছিন্ন আনন্দস্বরূপত্বই সিদ্ধ হইতে পারে; এইরূপ সংশয়ে উক্ত উভয় পক্ষের মধ্যে একটী পক্ষ অবধারণার্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, 'ক ও খ যে, ব্রহ্ম, তাহা আমি বিশেষরূপে বুঝিতে পারি-তেছি না।' অগ্নিত্রয় উপকোসলের উল্লিখিত অভিপ্রায় অবগত হইয়াই বলিয়াছেন যে, 'যাহাই ক, তাহাই খ, এবং যাহাই খ, তাহাই ক'। অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মের সুখস্বরূপটীই অপরিচ্ছিন্ন; এইজন্যই প্রাণ-শরীরত্বনিবন্ধন যে ব্রহ্ম প্রাণবিশিষ্ট, সেই ব্রহ্মকেই আবার 'ইহাকে সেই প্রাণ ও আকাশের তত্ত্ব বর্ণনা বলিয়াছিলেন', এই বাক্যে অপরিচ্ছিন্ন সুখস্বরূপ বলিয়া প্রতিনির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব, "কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম" এইস্থলে অপরিচ্ছিন্ন সুখস্বরূপ ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছেন; সুতরাং পরব্রহ্মই সেস্থানের প্রকৃত বিষয়; এখানেও সেই ব্রহ্মকেই আবার অক্ষিগত

(*) তেষু প্রাণ' ইত্যাদিঃ (ক) পাঠঃ।

প্রতিপাদিতমিতি পরং ব্রহ্মৈব তত্র প্রকৃতম্, তদেব চাত্র অক্ষ্যাধারতয়াভি-ধীয়তইত্যক্ষ্যাধারঃ পরমাত্মা ॥ ১॥২॥১৬ ॥

শ্রুতোপনিষৎক-গত্যভিধানাচ্চ ॥১॥২॥১৭॥

[পদচ্ছেদঃ—শ্রুতোপনিষৎক-গত্যভিধানাৎ (যে লোক উপনিষদের তত্ত্ব অবগত আছে, তাহাব যেরূপ গতি, সেইরূপ গতির বিধান হেতু) চ (ও) [পরমাত্মাই অক্ষি-পুরুষ।]

[সবলার্থঃ—শ্রুতোপনিষৎক-গত্যভিধানাৎ,—শ্রুতা অধিগতা উপনিষৎ—ব্রহ্মাত্ম-তত্ত্বং যৈঃ, তেষাং যা গতিঃ—অর্চ্চিরাদিমার্গঃ [প্রাপ্যতয়া নির্দ্দিষ্টা অস্তি, ইহ অক্ষিপুরুষবিদোঽপি] তস্যা এব গতেঃ প্রাপ্যতয়া "তে অর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তি" ইত্যত্র অভিধানাৎ কথনাৎ অপি অয়ং অক্ষিপুরুষঃ পরমাত্মা ভবিতুমর্হতি। অন্যথা উপাস্যভেদে ফলভেদাবশ্যম্ভাবঃ স্যাদিত্যাশয়ঃ।]

যাহাবা উপনিষৎ অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, তাহাদের সম্বন্ধে যাদৃশ গন্তব্য পথ নির্দ্দিষ্ট আছে ; এই অক্ষিপুরুষাভিজ্ঞেব সম্বন্ধেও সেই গতিই নিরূপিত হইয়াছে ; সুতরাং তুল্যপথ দর্শনে বুঝা যাইতেছে যে, পবমাত্মাই এই অক্ষিপুরুষ, অপর কেহ নহে ॥১।২।১৭॥]

শ্রুতোপনিষৎকস্যাধিগতপরমপুরুষ-যাথাত্ম্যস্যানুসন্ধেয়তয়া শ্রুত্যন্তর-প্রতিপাদ্যমানার্চ্চিরাদিকা গতির্যা, তামপুনরাবৃত্তিলক্ষণপরমপুরুষপ্রাপ্তিকরী-মুপকোসলায় অক্ষিপুরুষং শ্রুতবতে "তে অর্চিষমভিসম্ভবন্তি, অর্চিষোঽহরহ্নঃ আপূর্যমাণপক্ষম্" [ছান্দো০ ৪।১৫।৫] ইত্যারভ্য "চন্দ্রমসো বিদ্যুতং, তৎপুরুষোঽমানবঃ স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি ; এষ দেবপথো ব্রহ্মপথঃ,

---

বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ; অতএব, এই অক্ষিগত পুরুষ পরমাত্মাই—(জীব নহে)॥ ১ । ২ । ১৬ ॥

যে লোক শ্রুতোপনিষৎক, অর্থাৎ জ্ঞাতব্যরূপে পরমপুরুষ ভগবানের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়াছে, অপরাপর শ্রুতিতে তাহাব সম্বন্ধে যে অর্চ্চিরাদি গতি প্রতিপাদিত হইয়াছে ; অক্ষি-পুরুষ-পরিজ্ঞাতা উপকোসলের সম্বন্ধেও পুনরাবৃত্তিরহিত পরমপুরুষ-প্রাপক সেই গতিই এখানে কথিত হইয়াছে—'তাহারা অর্চ্চিকে (জ্যোতিকে) প্রাপ্ত হয়, অর্চ্চি হইতে অহঃ, এবং অহঃ হইতে আপূর্য্যমান পক্ষ (শুক্লপক্ষ) প্রাপ্ত হন,' এই হইতে আরম্ভ করিয়া 'চন্দ্রলোক হইতে বিদ্যুৎলোক প্রাপ্ত হয়, তত্রত্য অমানবদেহধারী পুরুষ আসিয়া তিনিই ইহাদিগকে [সেখান হইতে] ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। ইহাই দেবপথ ও ব্রহ্মপথ, এই পথে যাঁহারা [ব্রহ্মলোক] লাভ করেন, তাহারা আর এই মানবীয় জন্ম-মরণ প্রবাহে ফিরিয়া আইসে না।'

এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে” ইত্যন্তেনোপদিশতীতি ; (*) অতোঽপ্যয়মক্ষিপুরুষঃ পরমাত্মা ॥ ১।২।১৭ ॥

অনবস্থিতেরসম্ভবাচ্চ নেতরঃ ॥১॥২॥১৮॥

[পদচ্ছেদঃ—অনবস্থিতেঃ [ছায়া প্রভৃতির চক্ষুতে] (অবস্থানের নিয়ম না থাকায়), অসম্ভবাৎ (সম্ভাবনারও অভাবহেতু), চ (এবং), ন (না) ইতরঃ (অপর—জীব)।]

[সরলার্থঃ—প্রতিবিম্বাদীনাং অক্ষিণি অনবস্থিতেঃ—নিয়মেন অবস্থানাভাবাৎ অমৃতত্বাদীনাং চ ধর্ম্মাণাং মুখ্যতঃ প্রতিবিম্বাদিষু অসম্ভবাৎ অপি ইতরঃ—পরমেশ্বরাৎ অন্যঃ—ছায়াদিঃ ন অক্ষিপুরুষঃ প্রত্যেতব্যঃ ; অপিতু পরমেশ্বর এবেত্যর্থঃ ॥

যেহেতু প্রতিবিম্বাদি পদার্থগুলির চক্ষুতে সর্ব্বদা অবস্থিতির কোন নিয়ম নাই, এবং যেহেতু প্রতিবিম্বাদিপক্ষে অত্রোক্ত অমৃতত্বাদি ধর্ম্মেরও সম্ভাবনা নাই, অতএব পরমাত্মা ভিন্ন অপর কেহ এই অক্ষিপুরুষ হইতে পারে না ॥১।২॥১৮॥]

প্রতিবিম্বাদীনাম্ অক্ষিণি নিয়মেনানবস্থানাদমৃতত্বাদীনাং চ নিরুপাধিকানাং তেষ্বসম্ভবাৎ ন পরমাত্মন ইতরঃ ছায়াদিরক্ষিপুরুষো ভবিতুমর্হতি। প্রতিবিম্বস্য তাবৎ পুরুষান্তরসন্নিধানায়ত্তত্বাৎ ন নিয়মেনাবস্থানসম্ভবঃ, জীবস্যাপি সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপারানুগুণতায় সর্ব্বেন্দ্রিয়কন্দভূতে স্থানবিশেষে বৃত্তিরিতি চক্ষুষি নাবস্থানং ; দেবতায়াশ্চ “রশ্মিভিরেষোঽস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ” ইতি রশ্মিদ্বারেণাবস্থিতিবচনাদ্দেশান্তরাবস্থিতস্যাপীন্দ্রিয়াধিষ্ঠানোপপত্তের্ন

এই পর্য্যন্ত শ্রুতি বাক্যে তুল্যপথ নির্দ্দেশ করিতেছেন। এই কারণেও অক্ষিপুরুষকে পরমাত্মা [বলিতে হইবে] ॥১।২।১৭॥

যেহেতু চক্ষুতে প্রতিবিম্বাদির অবশ্য স্থিতির কোন নিয়ম নাই, এবং যেহেতু যথার্থ অমৃতত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মেরও প্রতিবিম্বাদিতে সম্ভব নাই ; সেই হেতুই পরমাত্মা ভিন্ন অপর কেহ অক্ষিপুরুষ হইতে পারে না। প্রথমতঃ সন্নিধানে অপর কোনও পুরুষ না থাকিলে কখনই প্রতিবিম্ব পতিত হইতে পারে না ; সুতরাং অবশ্যই প্রতিবিম্ব স্থিতির নিয়ম হইতে পারে না। জীবের পক্ষেও, কার্য্যসৌকর্য্যার্থ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মূলভূত স্থানবিশেষেই (হৃদয়েই) অবস্থিতি হইয়া থাকে ; সুতরাং তাহার পক্ষেও চক্ষুতে অবস্থান সম্ভবপর হয় না। চক্ষুর দেবতা সম্বন্ধেও কথা এই যে, এই সূর্য্যদেব রশ্মি দ্বারা ইহাতে (চক্ষুতে) অবস্থিত আছেন,’ এই শ্রুতিতে রশ্মি দ্বারা চক্ষুতে অবস্থিতির নির্দ্দেশ থাকায় [বুঝিতে হইবে,] সূর্য্যের দেশান্তরস্থ হইয়াও যখন রশ্মি দ্বারা ইন্দ্রিয়ের পবি-

(১) দিশতি। অতঃ’ ইতি (খ) পাঠঃ।

চক্ষুষ্যবস্থানম্। সর্ব্বেষামেবৈষাং নিরুপাধিকামৃতত্বাদয়ো ন সংভবন্ত্যেব ; তস্মাদক্ষিপুরুষঃ পরমাত্মা ॥১।২।১৮॥ [ইতি তৃতীয়ম্ অন্তরাধিকরণম্]

"স্থানাদিব্যপদেশাচ্চ" ইত্যত্র "যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠন্" ইত্যাদিনা প্রতিপাদ্যমানং চক্ষুষি স্থিতিনিয়মনাদিকং পরমাত্মন এবেতি সিদ্ধং কৃত্বা অক্ষিপুরুষস্য পরমাত্মত্বং সাধিতম্ ; ইদানীং তদেব সমর্থয়তে—

অন্তর্য্যামাধিকরণম্।

অন্তর্য্যাম্যধিদৈবাধিলোকাদিষু তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ ॥১।২।১৯॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্তর্যামী ('অন্তর্যামী' শব্দের অর্থ—) অধিদৈবাধিলোকাদিষু (অধিদৈবত ও অধিলোক প্রভৃতিতে), তদ্ধর্ম্ম-ব্যপদেশাৎ (তাহার—পরমাত্মার ধর্ম্মের নির্দ্দেশ হেতু)।]

[সরলার্থঃ—"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরঃ, যং পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি, এষ তে আত্মা অন্তর্যাম্যমৃতঃ" ইত্যাদি বৃহদারণ্যকবাক্যেষু অধিদৈবাধিলোকাদিষু যোঽয়ম্ অন্তর্যামী শ্রূয়তে, স কিং জীবাত্মা? উত পরমাত্মা? ইতি সংশয়ে প্রত্যুচ্যতে—পরমাত্মৈব অয়মন্তর্যামী, নতু জীবঃ। কুতঃ? তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ—তস্য পরমাত্মনঃ যে ধর্ম্মাঃ—সর্ব্বান্তরত্ব-সর্ব্বাবিদিতত্ব-সর্ব্বশরীরত্বাদয়ঃ, তেষাং অস্মিন্ অন্তর্যামিনি নির্দ্দেশাৎ। নহি পরমাত্মনোঽন্যত্র জীবাদৌ সর্ব্বান্তরত্বাদয়ো ধর্ম্মাঃ সম্ভবন্তীতি ভাবঃ ॥

'যিনি পৃথিবীতে থাকেন, অথচ পৃথিবী হইতে পৃথক্, পৃথিবী যাহাকে জানে না, পৃথিবী যাহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে নিয়মিত করেন, ইনিই তোমার আত্মা অন্তর্যামী অমৃতস্বরূপ।' বৃহদারণ্যকোপনিষদে অধিদৈব ও অধিলোকাদিতে শ্রূয়মাণ এই অন্তর্যামী কি জীবাত্মা? অথবা পরমাত্মা? এই সংশয়ের উত্তরে বলিতেছেন যে, এই অন্তর্যামী পরমাত্মা ভিন্ন অপর কেহ নহে, কেন না, সর্ব্বান্তরত্ব সর্ব্বাত্মকত্ব প্রভৃতি যে সমুদয় ধর্ম্ম পরমাত্মার সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ আছে ; এই অন্তর্য্যামীতে সেই সমুদয় ধর্ম্মেরই উল্লেখ রহিয়াছে ; সুতরাং এই অন্তর্য্যামী পদে পরমাত্মা ভিন্ন জীব বুঝিতে হইবে না ॥ ১ । ২ ॥ ১৯ ॥]

চালনা করা সম্ভব, তখন তাহারও [সাক্ষাৎ সম্বন্ধে] চক্ষুতে অবস্থান সম্ভব হয় না। বিশেষতঃ, ইহাদের কাহারও নিরুপাধিক অমৃতত্বাদি ধর্ম্ম নিশ্চয়ই সম্ভবপর হয় না ; অতএব, পরমাত্মাই উক্ত অক্ষিপুরুষ ॥ ১ । ২ । ১৮ ॥ [তৃতীয় অন্তরাধিকরণ সমাপ্ত ॥]

'যিনি চক্ষুতে থাকেন' ইত্যাদি বাক্যে চক্ষুতে যে, স্থিতি-নিয়মনাদি ধর্ম্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে ; তাহা পরমাত্মারই ধর্ম্ম, ইহা 'স্থানাদি ব্যপদেশাচ্চ" এইস্থলে প্রমাণসিদ্ধ করিয়া অক্ষিপুরুষের পরমাত্মত্ব সাধন করা হইয়াছে ; এখন আবার তাহারই সমর্থনার্থ বলিতেছেন— "অন্তর্যাম্যধিদৈবাধিলোকাদিষু" ইত্যাদি।

কাণ্বা মাধ্যন্দিনাশ্চ বাজসনেয়িনঃ সমান —"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি, এষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ" [বৃহদা০ ৫।৮।৩] ইতি। এবম্ অম্বগ্ন্যন্তরিক্ষ-বায়্বাদিত্য-দিক্-চন্দ্র-তারকাকাশ-তমস্তেজস্সু দৈবতেষু (*) চ সর্ব্বেষু ভূতেষু াণ-বাক্-চক্ষুঃশ্রোত্র-মনস্ত্বগ্-বিজ্ঞান-রেতঃসু আত্মাত্মীয়েষু চ তিষ্ঠন্তং তত্তদন্তরভূতং তত্তদবেদ্যং তত্তচ্ছরীরকং তত্তদ্ যময়ন্তং কঞ্চিন্নির্দ্দিশ্য "এষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ" ইত্যুপদিশ্যতে। মাধ্যন্দিনপাঠে তু "যঃ সর্ব্বেষু লোকেষু তিষ্ঠন্", "যঃ সর্ব্বেষু বেদেষু" "যঃ সর্ব্বেষু যজ্ঞেষু" ইতি চ পর্য্যায়াঃ। "যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্" ইত্যস্য পর্য্যায়স্য স্থানে "য আত্মনি তিষ্ঠন্" ইতি পর্য্যায়ঃ। "স ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ" ইতি চ বিশেষঃ। তত্র সংশয্যতে—কিময়মন্তর্যামী প্রত্যগাত্মা ? উত পরমাত্মা ? ইতি। কিং যুক্তং ? প্রত্যগাত্মেতি। কুতঃ ?

(†) যজুর্ব্বেদীয় কাণ্ব ও মাধ্যন্দিনশাখীরা এইরূপ পাঠ করিয়া থাকেন যে, 'যিনি পৃথিবীতে থাকেন, অথচ পৃথিবী হইতে পৃথক্, পৃথিবী যাহাকে জানে না, পৃথিবী যাহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে নিয়মিত করেন, অন্তর্য্যামী অমৃতস্বরূপ তিনিই তোমার আত্মা; ইতি। এই প্রকার, জল, অগ্নি, অন্তরিক্ষ, বায়ু, আদিত্য, দিক্, চন্দ্র, তারা, আকাশ, তমঃ, ও তেজোরূপ দেবতায়, সমস্ত ভূতে এবং আত্মা ও আত্মীয় প্রাণ, বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মন, ত্বক্, বুদ্ধিবিজ্ঞান ও শুক্রে অবস্থিত, তাহাদের অভ্যন্তরস্থ অথচ তাহাদের অজ্ঞেয়, সেই সকল শরীরধারী অথচ তাহাদেরই নিয়মনকারী কোন একটীকে নির্দ্দেশ করিয়া 'ইহাই তোমার অন্তর্য্যামী অমৃতস্বরূপ আত্মা' এইরূপ উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে। মাধ্যন্দিন পাঠে আবার 'যিনি সমস্ত লোকে অবস্থিত,' 'যিনি সমস্ত যজ্ঞে, যিনি সমস্ত বেদে [অবস্থিত]' এইরূপ অনুরূপ নির্দ্দেশ রহিয়াছে। 'যিনি বিজ্ঞানে আছেন,' এই পাঠের স্থানে 'যিনি আত্মাতে আছেন' এইরূপ পর্য্যায় অনুরূপশব্দ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। 'সেই অমৃতস্বরূপ অন্তর্য্যামীই তোমার আত্মা,' ইহাও বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে সংশয় হইতেছে যে, এই অন্তর্যামী কি জীব ? অথবা পরমাত্মা ? কোনটী যুক্ত ?—জীবাত্মা হওয়াই যুক্তিযুক্ত ; কারণ ? যেহেতু এই বাক্যের

(*) দৈবেষু' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—উনিশ হইতে একুশ পর্য্যন্ত চারি সূত্রে এই **অধিকরণ** সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পাঁচটী অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয় বাক্য—"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্" ইত্যাদি। (২) সংশয়—এই **অন্তর্যামী** কি **জীবাত্মা** ? **অথবা পরমাত্মা** ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—"দ্রষ্টা শ্রোতা" ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে **জীবাত্মাই অন্তর্যামী**। (৪) উত্তর—**পরমাত্মাই অন্তর্যামী—জীব** নহে ; **কারণ**, **অত্রত্য** সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বাদি ধর্ম্মসমূহ **পরমাত্মাতেই সম্ভব হয়, জীবে** নহে। **(৫) সিদ্ধান্ত—অতএব পরমাত্মাই অন্তর্যামী এবং তদুপাসনায় মোক্ষলাভ তাহার ফল।**

বাক্যশেষে "দ্রষ্টা শ্রোতা" ইতি করণায়ত্তজ্ঞানতাশ্রুতেঃ। এবং দ্রষ্টু-রেবান্তর্য্যামিত্বোপদেশাৎ, "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা" ইতি দ্রষ্ট্রন্তরনিষেধাচ্চেতি।

এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—"অন্তর্য্যাম্যধিদৈবাধিলোকাদিষু তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ।" অধিদৈবাধিলোকাদিপদচিহ্নিতেষু বাক্যেষু শ্রূয়মাণোঽন্তর্যামী অপহতপাপ্মা পরমাত্মা নারায়ণঃ। কাণ্বপাঠসিদ্ধেভ্যোঽধিদৈবাদিমদ্ভ্যো বাক্যেভ্যোঽধিকান্যধিলোকাদিমন্তি বাক্যানি মাধ্যন্দিনপাঠে সন্তীতি জ্ঞাপনার্থমধিদৈবাধিলোকাদিষু ইত্যুভয়োরুপাদানম্। তদেবমুভয়েষ্বপি বাক্যেষন্তর্য্যামী পরমাত্মেত্যর্থঃ। কুতঃ? তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ—পরমাত্মধর্ম্মো হ্যয়ং, যদেক এব সন্ সর্ব্বলোক-সর্ব্বভূত-সর্ব্বদেবাদীন্নিয়ময়তীতি।

তথা হি (*) উদ্দালকপ্রশ্নঃ—"য ইমং চ লোকং পরং চ লোকং সর্ব্বাণি চ ভূতানি যোঽন্তরো যময়তি" [বৃহদা০ ৫।৭।১] ইত্যুপক্রম্য "তমন্তর্য্যামিণং ব্রূহি" ইতি। তস্য চোত্তরং—"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্" ইত্যারভ্যোক্তম্। তদেতৎ সর্ব্বান্ লোকান্ সর্ব্বাণি চ ভূতানি সর্ব্বাণি চ দৈব-

---

শেষভাগে, তাহার জ্ঞান যে ইন্দ্রিয়াধীন (ইন্দ্রিয়-জন্য), ইহা 'দ্রষ্টা শ্রোতা' ইত্যাদি কথায় প্রকাশিত হইতেছে। এই প্রকারে দ্রষ্টারই অন্তর্যামিত্ব নির্দ্দেশ একটি হেতু এবং 'ইহা হইতে অপর কোনও দ্রষ্টা নাই,' ইত্যাদি বাক্যে অপর দ্রষ্টার প্রতিষেধও [ইহার] অপর হেতু।

এইরূপ সিদ্ধান্তসম্ভাবনায় বলা হইতেছে—'অন্তর্যাম্যধিদৈবাধি' ইত্যাদি। 'অধিদৈব' ও 'অধিলোক' প্রভৃতি শব্দ সংযুক্ত বাক্যে যে অন্তর্যামী শ্রুত হইতেছে, তিনি নিশ্চয়ই অপহতপাপ্মা পরমাত্মা নারায়ণ। কাণ্বশাখীয় পাঠ অনুসারে প্রাপ্ত অধিদৈবাদিযুক্ত বাক্য অপেক্ষা মাধ্যন্দিনশাখীয় পাঠে অধিলোকাদিযুক্ত আরও অধিক বাক্য রহিয়াছে; তৎসমস্ত-সংগ্রহার্থ সূত্রে অধিদৈবের উল্লেখের পরও আদিশব্দসহকারে 'অধিলোক' শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব, এই প্রকারে উভয় স্থানেই 'অন্তর্যামী' শব্দে পরমাত্মা বুঝিতে হইবে। কারণ? যেহেতু তাঁহারই ধর্ম্মের উল্লেখ রহিয়াছে; স্বয়ং এক হইয়াও যে, সমস্ত লোক, সমস্ত ভূত এবং সমস্ত দেবতা প্রভৃতিকে নিয়মিতভাবে পরিচালিত করা, ইহা নিশ্চয়ই পরমাত্মার ধর্ম্ম।

দেখ, উদ্দালকের প্রশ্নও এইরূপ—'যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া এই লোক ও পরলোক এবং সমস্ত ভূতকে সংযমিত করেন', এইরূপ উপক্রম করিয়া—'সেই অন্তর্যামীর বিষয় বলুন।' 'যিনি পৃথিবীতে থাকিয়া' এই হইতে আরম্ভ করিয়া ঐ প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। অতএব, এইরূপে অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক যে, সমস্ত লোককে, সমস্ত ভূতকে, সমস্ত দেবতাকে এবং সমস্ত

(*) হি' শব্দঃ (খ) পুস্তকে নাস্তি।

তানি (*) সর্ব্বান্ বেদান্ সর্ব্বাংশ্চ যজ্ঞান্ অন্তঃপ্রবিশ্য সর্ব্বপ্রকারনিয়মনং, সর্ব্বশরীরতয়া সর্ব্বস্যাত্মত্বং চ সর্ব্বজ্ঞাৎ সত্যসঙ্কল্পাৎ পুরুষোত্তমাদন্যস্য ন সম্ভবতি। তথা হি (†)"অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্ব্বাত্মা", "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ, তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ" [তৈত্তি° আন° ৬] ইত্যাদীন্যৌপনিষদানি বাক্যানি পরমাত্মন এব সর্ব্বস্য প্রশাসিতৃত্বং সর্ব্বস্যাত্মত্বমিত্যাদীনি বদন্তি। তথা সুবালোপনিষদি—"নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আসীৎ, অমূলমনাধারম্ (‡) ইমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে ; দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ। চক্ষুশ্চ দ্রষ্টব্যং চ নারায়ণঃ, শ্রোত্রং চ শ্রোতব্যং চ নারায়ণঃ" [সুবাল° ৬] ইত্যারভ্য "অন্তঃশরীরে নিহিতো গুহায়ামজ একো নিত্যঃ, যস্য পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীমন্তরে সঞ্চরন্, যং পৃথিবী ন বেদ, যস্যাপঃ শরীরম্" ইত্যাদি, "যস্য মৃত্যুঃ শরীরং, যো মৃত্যুমন্তরে সঞ্চরন্ যং মৃত্যুর্ন বেদ, এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা অপহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ" ইতি পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ সর্ব্বাত্মত্বং সর্ব্বশরীরকত্বং সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বং (§) চ প্রতিপাদ্যতে ; স্বাভাবিকং চামৃতত্বং পরমাত্মন এব ধর্ম্মঃ। ন চ পরস্যাত্মনঃ

যজ্ঞকে সর্ব্বপ্রকারে নিয়মিত করা, এবং সর্ব্বশরীরের অধিষ্ঠাতৃত্ব নিবন্ধন যে সর্ব্বাত্মভাব, তাহা সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, সত্যসংকল্প পুরুষোত্তম ভিন্ন অপর কাহারও পক্ষেই সম্ভবপর হয় না। দেখ, 'সর্ব্বাত্মভূত পরমেশ্বর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত লোককে শাসন করিয়া থাকেন।' তিনি তাহা সৃষ্টি করিয়া তাহারই মধ্যে প্রবেশ করিলেন,' তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, উভয়ই হইলেন।' ইত্যাদি উপনিষদ্বাক্যসমূহও পরমেশ্বরেরই সর্ব্বশাসনকর্তৃত্ব ও সর্ব্বাত্মত্বাদি ধর্ম্ম প্রতিপাদন করিতেছে। সেইরূপ সুবালোপনিষদেও ['সৃষ্টির] পূর্ব্বে কিছুমাত্র ছিল না, এই সমস্ত প্রজা, অর্থাৎ জায়মান বস্তুরাশি নির্ম্মূল ও নিরাধারভাবে জন্মলাভ করে; অলৌকিক-প্রকাশসম্পন্ন এক নারায়ণই ছিলেন। নারায়ণই, চক্ষু ও তাহার দ্রষ্টব্য, এবং নারায়ণই শ্রোত্র ও তাহার শ্রোতব্য,' এই হইতে উপক্রম করিয়া 'জন্মরহিত একটী নিত্যবস্তু এই শরীর মধ্যে বুদ্ধি-গুহায় নিহিত আছেন ; পৃথিবী যাহার শরীর, যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন, পৃথিবী যাহাকে জানে না ; জল যাহার শরীর' ইত্যাদি, এবং 'মৃত্যু যাহার শরীর, যিনি মৃত্যুর অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন, মৃত্যু যাহাকে জানে না ; তিনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, অপহতপাপ্মা, দিব্য, দ্যুতিমান্, এক—অদ্বিতীয় নারায়ণ,' এই শ্রুতিতে পরব্রহ্মেরই সর্ব্বাত্মত্ব, সর্ব্বশরীরাধিষ্ঠাতৃত্ব, এবং সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব ধর্ম্ম প্রতিপাদিত হইতেছে। আর স্বভাবসিদ্ধ অমৃতত্বও পরমাত্মারই ধর্ম্ম।

(*) সর্ব্বান্ দেবান্' ইতি (ঘ) পাঠঃ। (†) হি' শব্দঃ (ক) পুস্তকে নাস্তি।

(‡) অনাধারাঃ' ইতি (ক) পাঠস্তু উপনিষদ্বিরুদ্ধত্বাদুপেক্ষিতঃ।

(§) সর্ব্বস্য নিয়ন্তৃত্বং' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

করণায়ত্তং দ্রষ্টৃত্বাদিকম্, অপিতু স্বভাবত এব সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ সত্যসংকল্পত্বাচ্চ স্বতএব। তথা চ শ্রুতিঃ—"পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ, অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা" [শ্বেতাশ্ব০ ৩।১১ ইতি।

ন চ দর্শন-শ্রবণাদি-শব্দাশ্চক্ষুরাদিকরণজন্মনো জ্ঞানস্য বাচকাঃ; অপিতু রূপাদিসাক্ষাৎকারস্য। স চ রূপাদিসাক্ষাৎকারঃ কর্ম্মতিরোহিত-স্বাভাবিক-জ্ঞানস্য জীবস্য চক্ষুরাদিকরণজন্মা; পরস্য তু স্বত এব। "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা" ইত্যেতদপি পূর্ব্ববাক্যোদিতান্নিয়ন্তুর্দ্রষ্টুরন্যো দ্রষ্টা নাস্তীতি বদতি। "যং পৃথিবী ন বেদ" "যমাত্মা ন বেদ" ইত্যেবমাদিভির্ব্বাক্যৈঃ পৃথিব্যাত্মাদিনিয়াম্যৈরনুপলভ্যমান এব নিয়ময়তীতি যৎ পূর্ব্বমুক্তং, তদেব "অদৃষ্টো দ্রষ্টা অশ্রুতঃ শ্রোতা" ইতি নিগময্য "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা" ইত্যাদিনা তস্য নিয়ন্তুর্নিয়ন্ত্রন্তরং নিষিধ্যতে। "এষ তে আত্মা", "স তে আত্মা" ইতি চ "তে" ইতি ব্যতিরেকবিভক্তিনির্দ্দিষ্টস্য জীবস্যাত্মতয়োপ-দিশ্যমানোঽন্তর্য্যামী ন প্রত্যগাত্মা ভবিতুমর্হতি ॥১।২।১৯॥

পরমাত্মার দ্রষ্টৃত্বাদি (দর্শনাদি) ধর্ম্মগুলি যে, কোন ইন্দ্রিয় বা অন্তঃকরণের অধীন, তাহা নহে; পরন্তু, তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সত্যসংকল্প; সুতরাং তাহার দ্রষ্টৃত্বাদি ধর্ম্মগুলি নিশ্চয়ই স্বভাবসিদ্ধ। সেইরূপ শ্রুতিও আছে—'তিনি চক্ষুহীন, অথচ দর্শন করেন; কর্ণহীন, শ্রবণ করেন; হস্তপদবিহীন অথচ দ্রুতগামী ও গ্রহণ করেন।' ইতি।

আর দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি শব্দগুলি যে, কেবল চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-জন্য জ্ঞানেরই বোধক, তাহাও নহে; পরন্তু, রূপাদি বিষয়ের সাক্ষাৎকার-বোধক মাত্র। জীবের স্বাভাবিক জ্ঞানশক্তি স্বীয় কর্ম্ম-সংস্কার দ্বারা আবৃত থাকে, সেই জন্যই তাহার রূপাদিবিষয় প্রত্যক্ষ করিতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা হয়; কিন্তু পরমেশ্বরের উহা স্বতই হইয়া থাকে; [কারণ, তাহার জ্ঞান কিছুতেই আবৃত নহে]। আর 'ইহা হইতে ভিন্ন কোন দ্রষ্টা নাই,' এই শ্রুতিও এই অর্থই প্রকাশ করিতেছে যে, পূর্ব্ব বাক্যোক্ত নিয়ন্তা ও দ্রষ্টার অপর কেহ দ্রষ্টা নাই।' 'পৃথিবী যাহাকে জানে না,' 'আত্মা যাহাকে জানে না,' ইত্যাদি বাক্য সমূহ দ্বারা পূর্ব্বে যাহাকে 'নিয়মনীয় পৃথিবী ও আত্মাদি কর্ত্তৃক অবিজ্ঞাত থাকিয়াই নিয়মিত করেন' বলা হইয়াছে; 'নিজে দৃষ্ট না হইয়া দর্শন করেন, এবং শ্রুত না হইয়া শ্রবণ করেন' এই বাক্যে তাহারই পুনরুল্লেখ করিয়া 'ইহা হইতে পৃথক্ অপর দ্রষ্টা নাই' ইত্যাদি বাক্যে সেই নিয়ন্তার সম্বন্ধেই অপর নিয়ন্তার প্রতিষেধ করা হইয়াছে। 'ইনি তোমার আত্মা,' 'তিনি তোমার আত্মা' ইত্যাদি স্থলে ভেদ বোধক বিভক্তি (ষষ্ঠী) দ্বারা নির্দ্দিষ্ট জীবের আত্মস্বরূপে উপদিষ্ট অন্তর্যামী কখনই প্রত্যক্ আত্মা—জীব হইতে পারে না। [অন্তর্যামী ও জীব এক পদার্থ হইলে কখনই 'এই অন্তর্যামীই তোমার (জীবের) আত্মা' এইরূপে ভেদ-নির্দ্দেশও হইতে পারিত না] ॥ ১ । ২ । ১৯ ॥

ন চ স্মার্ত্তমতদ্ধর্ম্মাভিলাপাচ্ছারীরশ্চ ॥১।২।২০॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না), চ (ও), স্মার্ত্তং (প্রকৃতি), অতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ (যে সমস্ত ধর্ম্ম তাহাদের নয়, সেই সমস্ত ধর্ম্মের উল্লেখ হেতু), শারীরঃ (শরীরাভিমানী জীব), চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—স্মার্ত্তং—সাংখ্যস্মৃত্যুক্তং প্রধানং, শারীরঃ জীবশ্চ (অপি) ন অন্তর্যামী ভবিতুমর্হতি। কুতঃ? অতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ—তয়োঃ প্রধান-শারীরয়োঃ ধর্ম্মাঃ তদ্ধর্ম্মাঃ, ন তদ্ধর্ম্মাঃ অতদ্ধর্ম্মাঃ, তেষাং সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব-সর্ব্বশক্তিমত্ত্বাদীনাং অভিলাপাৎ নির্দ্দেশাৎ। নহি পরমাত্মানমপহায় অচেতনে প্রধানে, দেহাভিমানিনি বা জীবে সর্ব্বেশ্বরত্বাদয়ো ধর্ম্মা উপপদ্যন্তে ইতি ভাবঃ॥

সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত (স্মার্ত্ত) প্রকৃতি কিংবা শরীরাভিমানী জীবও অন্তর্যামী হইতে পারে না; কারণ, এখানে সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বেশ্বরত্ব প্রভৃতি যে সমস্ত ধর্ম্মের উল্লেখ আছে, সেগুলি পরমাত্মার সম্বন্ধেই সম্ভবপর হয়, কিন্তু জীব কিংবা প্রকৃতির পক্ষে সম্ভবপর হয় না॥ ১। ২। ২০॥]

স্মার্ত্তং প্রধানম্; শারীরো জীবঃ; স্মার্ত্তং চ শারীরশ্চ নান্তর্য্যামী, অতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ—তয়োরসম্ভাবিতধর্ম্মাভিলাপাৎ। স্বভাবত এব সর্ব্বস্য দ্রষ্টৃত্বং, সর্ব্বস্য নিয়ন্তৃত্বং, সর্ব্বস্যাত্মত্বং, স্বত এবামৃতত্বং চ তয়োর্ন সম্ভাবনাগন্ধমর্হতি। এতদুক্তম্ভবতি—যথা স্মার্ত্তমচেতনং সর্ব্বজ্ঞত্ব-সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব-(*) সর্ব্বাত্মত্বাদিকং নার্হতি, তথা জীবোঽপি, অতদ্ধর্ম্মত্বাদিতি। অমীষাং গুণানাং পরমাত্মন্যন্বয়ঃ, প্রত্যগাত্মনি ব্যতিরেকশ্চ সূত্রদ্বয়েন দর্শিতঃ॥১।২।২০॥

স্মার্ত্ত অর্থ—প্রধান (সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি) (†১); আর শারীর অর্থ—জীব। স্মার্ত্ত কিংবা শারীরও অন্তর্যামী নহে; যেহেতু অতদ্ধর্ম্মের অভিলাপ রহিয়াছে, অর্থাৎ প্রকৃতি ও জীবে অসম্ভাবিত ধর্ম্ম সমূহের উল্লেখ রহিয়াছে। স্বভাবতই যে, সর্ব্বদ্রষ্টৃত্ব, সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব, সর্ব্বাত্মত্ব এবং স্বতই যে অমৃতত্ব, তাহা জীব ও প্রকৃতিতে বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা-যোগ্য হইতে পারে না। ইহাই কথিত হইতেছে যে, অচেতন প্রকৃতি যেমন সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব ও সর্ব্বাত্মত্বাদি ধর্ম্মলাভ করিতে পারে না; তেমনি জীবও [পারে না]; যেহেতু ঐ সমস্ত ধর্ম্ম জীবের ধর্ম্ম নহে। উক্ত সূত্রদ্বয়ে উল্লিখিত ধর্ম্মসমূহের পরমাত্মায় (অনুবৃত্তি) অন্বয় এবং জীবে ব্যতিরেক বা অভাবও প্রদর্শিত হইল॥ ২। ২। ২০॥

(*) জ্ঞত্ব-নিয়ন্তৃত্ব'ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ বেদকে বলা হয় 'শ্রুতি', আর বেদমূলক শাস্ত্রকে বলা হয় 'স্মৃতি'। স্মৃতি অর্থ—যাহা দ্বারা শ্রুতির স্মরণ হয়; অর্থাৎ স্মৃতি দেখিলেই তাহার মূলস্বরূপ শ্রুতিবাক্যের স্মরণ হয়। শ্রুতির কথা লইয়াই স্মৃতিশাস্ত্র বিরচিত হইয়াছে; সুতরাং স্মৃতিবাক্য দেখিয়াই আমাদের মনে হয় যে, নিশ্চয়ই এতদনুরূপ শ্রুতিবাক্য আছে। শ্রুতি নিজেই প্রমাণ; অন্যশাস্ত্রও শ্রুতিমূলক (শ্রুতিসম্ভূত) হইলে প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হয়। সেইজন্য শ্রুতিভিন্ন বিশ্বস্ত শাস্ত্রমাত্রকেই 'স্মৃতি' নামে অভিহিত করা হয়। সাংখ্যশাস্ত্রও শ্রুতি নহে—শ্রুতিমূলক; সুতরাং 'স্মৃতি' পদবাচ্য। প্রকৃতি (প্রধান) পদার্থ টী সাংখ্যেরই সম্পত্তি; সুতরাং প্রকৃতিকে 'স্মার্ত্ত' বলা অসঙ্গত হয় নাই।

নিরপেক্ষং চ হেত্বন্তরমাহ—

উভয়েঽপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে ॥১॥২॥২১ ॥

[পদচ্ছেদঃ—উভয়ে (কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন উভয় সম্প্রদায়), অপি (সমুচ্চয়ে), হি (এব), ভেদেন (ভিন্নরূপে) এনং (ইহাকে—জীবকে) অধীয়তে (পাঠ করিয়া থাকেন)।]

[সরলার্থঃ—সাক্ষাদপি হেত্বন্তরমাহ—"উভয়ে অপি কাণ্বা মাধ্যন্দিনাশ্চ ভেদেন অন্তর্যামি-নিয়াম্যতয়া পৃথক্ত্বেন এনং (শারীরং) অধীয়তে—কাণ্বাস্তাবৎ—"যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্" ইত্যাদি, মাধ্যন্দিনাস্তু 'য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোঽন্তরঃ" ইত্যাদি পঠন্তি। অতোঽপি জীবঃ নান্তর্যামী ভবিতুমর্হতি ; অপিতু পরমাত্মৈবেতি ভাবঃ ॥

যেহেতু কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন শাখী, ইহারা উভয়েই এই জীবকে অন্তর্যামী হইতে পৃথক্ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন ; সেই হেতুও জীব কখনই অন্তর্যামী হইতে পাবে না ॥ ১ । ২ । ২১ ॥]

উভয়ে—মাধ্যন্দিনাঃ কাণ্বাশ্চ অন্তর্যামিণো নিয়াম্যত্বেন বাগাদিভির-চেতনৈঃ সমমেনং শারীরমপি বিভজ্যাধীয়তে—"য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্ম-নোঽন্তরো যমাত্মা ন বেদ যস্যাত্মা শরীরং, য আত্মানমন্তরো যময়তি, স ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ [বৃহদা০ ৫।৭।২২] ইতি মাধ্যন্দিনাঃ, "যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্" ইত্যাদি চ কাণ্বাঃ পরমাত্ম-নিয়াম্যতয়া তস্মাদ্বিলক্ষণত্বেন এন-মধীয়ত ইত্যর্থঃ। অতোঽন্তর্য্যামী প্রত্যগাত্মনো বিলক্ষণোঽপহতপাপ্মা পরমাত্মা নারায়ণ ইতি সিদ্ধম্ ॥ ১।২।২১ ॥

[চতুর্থমন্তর্য্যাম্যধিকরণম্ সমাপ্তম্।]

[অন্তর্যামীর ধর্ম্ম সমূহ জীবে সম্ভব হয় না, এই অনুপপত্তি হেতু পরমাত্মাকে অন্তর্যামী বলিয়া অবধারণ করা হইয়াছে, এখন] সাক্ষাৎসম্বন্ধেই [অন্তর্যামীর পরমাত্মত্ব-গ্রাহক] হেতুর নির্দ্দেশ করিতেছেন—"উভয়ে" ইত্যাদি।

মাধ্যন্দিন শাখী ও কাণ্বশাখী, ইহারা উভয়েই অচেতন বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সহিত এই শারীর জীবকেও অন্তর্যামীর নিয়াম্যরূপে (শাসনাধীনরূপে) [জীব ও অন্তর্যামীকে] পৃথক্ করিয়া পাঠ করিয়া থাকেন। মাধ্যন্দিনগণ পাঠ করেন—'যিনি আত্মাতে (জীবে) অবস্থান করেন, অথচ আত্মারও অন্তর, আত্মা যাহাকে জানে না ; আত্মা যাহার শরীর ; যিনি আত্মার মধ্যে থাকিয়া আত্মাকে সংযমিত করেন, সেই অমৃত অন্তর্যামীই তোমার আত্মা' ইতি। কাণ্বশাখীরাও পাঠ করেন যে, 'যিনি বিজ্ঞানে অবস্থান করেন' ইত্যাদি। অভিপ্রায় এই যে, তাহারা যখন পরমাত্মার নিয়াম্য—শাসনাধীন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তখন জীব নিশ্চয়ই পরমাত্মা হইতে ভিন্ন ; [অতএব] জীব হইতে বিলক্ষণ (অন্যপ্রকার) নিষ্পাপ, পরমাত্মা নারায়ণই যে, অন্তর্যামী, ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ১ । ২।২১ ॥ [চতুর্থ অন্তর্যামী অধিকরণ।]

অদৃশ্যত্বাধিকরণম্।] **অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ ॥১।২।২২॥**

[পদচ্ছেদঃ—অদৃশ্যত্বাদিগুণকঃ (অদৃশ্যত্ব প্রভৃতি গুণযুক্ত) [পদার্থটী পরমাত্মা,] ধর্ম্মোক্তেঃ (যেহেতু তাঁহারই ধর্ম্মের উক্তি রহিয়াছে)।]

[সরলার্থঃ—"অথ পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে, যৎ তদদ্রেশ্যং" ইত্যারভ্য "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" ইত্যাদৌ অদৃশ্যত্বাদিগুণবত্তয়া কিং প্রধানং, উত জীবঃ, অথবা পরমাত্মা প্রতিপাদ্যতে? ইতি সংশয়ঃ। তত্রোত্তরং—অদৃশ্যত্বাদিগুণকঃ ন জীবঃ প্রধানং বা, অপিতু পরমাত্মা এব। কুতঃ? ধর্ম্মোক্তেঃ; উত্তরত্র—"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ," "তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নং চ জায়তে" ইত্যাদৌ প্রধানে জীবে চ অসম্ভবতাং পরমাত্মৈকনিষ্ঠানাং ধর্ম্মাণাং নির্দ্দেশাদিত্যর্থঃ।

'অনন্তর পরা বিদ্যা কথিত হইতেছে, যাহা দ্বারা সেই 'অক্ষর' পরিজ্ঞাত হয়, যিনি সেই অদৃশ্য', এই হইতে আরম্ভ করিয়া 'যিনি পর অক্ষর হইতেও পর', ইত্যাদি স্থলে অদৃশ্যত্বাদি গুণবিশিষ্টরূপে যাহার উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি কি প্রকৃতি? কিংবা জীব? অথবা পরমাত্মা? এইরূপ সংশয়ের উত্তরে বলা হইতেছে যে, অদৃশ্যত্বাদিগুণযুক্ত বস্তটী নিশ্চয়ই পরমাত্মা, প্রকৃতি কিংবা জীব নহে। কারণ? 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি' ইত্যাদি পরবর্ত্তী বাক্যে পরমাত্মধর্ম্ম সর্ব্বজ্ঞত্বাদির উল্লেখ রহিয়াছে। উক্ত সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মনিচয় কখনই জীবে উপপন্ন হয় না ॥ ১। ২। ২২ ॥]

আথর্ব্বণিকা অধীয়তে—"অথ পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে। যৎ তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদং। নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ" [মুণ্ড০ ১।১।৫—৬] ইতি; তথোত্তরত্র—"অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" ইতি।

(*) অথর্ব্বশাখীরা পাঠ করিয়া থাকেন যে, 'অনন্তর পরা বিদ্যা [কথিত হইতেছে], যাহা দ্বারা অক্ষর পুরুষ পরিজ্ঞাত হন'; 'যিনি সেই অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, গোত্র ও বর্ণ (ব্রাহ্মণত্বাদি জাতি-) হীন এবং চক্ষুঃ ও কর্ণশূন্য; তিনি হস্ত-পদরহিত, নিত্য, বিভু (ব্যাপক), সর্ব্বগত অতি সূক্ষ্ম এবং অব্যয় (নির্ব্বিকার); যে ভূতযোনিকে ধীরগণ দর্শন করিয়া থাকেন' ইতি। সেইরূপ

(*) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণটী বাইশ হইতে চব্বিশসূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পাঁচটী অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয় বাক্য—"অথ পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে" ইত্যাদি। (২) সংশয়—এখানে অদৃশ্যত্বাদিগুণবিশিষ্ট বলিয়া যাহার উল্লেখ হইয়াছে, তাহা কি প্রকৃতি ও পুরুষ? অথবা পরমাত্মা? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—তাহা প্রকৃতি ও পুরুষই বটে। (৪) উত্তর—না, প্রকৃতি ও পুরুষ এখানে অদৃশ্যত্বাদিগুণযুক্ত বলিয়া কথিত হয় নাই; কারণ, 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ' ইত্যাদি পরমাত্মার ধর্ম্মই এখানে উক্ত হইয়াছে; উক্ত ধর্ম্মগুলি প্রকৃতি ও পুরুষে সঙ্গত হয় না। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব পরমাত্মাই অদৃশ্যত্বাদিগুণযুক্ত, অপর কেহ নহে; তাহার উপাসনায় মুক্তি লাভই প্রয়োজন।

তত্র সন্দিহ্যতে—কিমিহ অদৃশ্যত্বাদিগুণকমক্ষরম্ অক্ষরাৎ পরতঃ পরশ্চ প্রকৃতি-পুরুষৌ? অথ উভয়ত্র পরমাত্মৈব? ইতি। কিং প্রাপ্তং? প্রকৃতি-পুরুষাবিতি। কুতঃ? অস্যাক্ষরস্য "অদৃষ্টো দ্রষ্টা" ইত্যাদাবিব ন দ্রষ্টৃত্বাদিশ্চেতনধর্ম্মবিশেষ ইহ শ্রূয়তে, "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" ইতি চ সর্ব্বস্মাদ্বিকারাৎ পরভূতাদক্ষরাদস্মাৎ পরঃ ক্ষেত্রজ্ঞ-সমষ্টিপুরুষঃ প্রতিপাদ্যতে।

এতদুক্তম্ভবতি—রূপাদিমৎস্থূলরূপাচেতনপৃথিব্যাদিভূতাশ্রয়ং দৃশ্যত্বাদিকং প্রতিষিধ্যমানং পৃথিব্যাদিসজাতীয়-সূক্ষ্মরূপাচেতনমেবোপস্থাপয়তি, তচ্চ প্রধানমেব; তস্মাৎ পরত্বঞ্চ সমষ্টিপুরুষস্যৈব প্রসিদ্ধম্। তদধিষ্ঠিতঞ্চ প্রধানং মহদাদিবিশেষপর্য্যন্তং বিকারজাতং প্রসূতে ইতি। তত্র দৃষ্টান্তা উপন্যস্যন্তে—"যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ, যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি। যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি, তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্" [মুণ্ড০ ১।১।৭] ইতি। অতোঽস্মিন্ প্রকরণে প্রধান-পুরুষাবেব প্রতিপাদ্যেতে ইতি।

পরেও আছে—'পর অক্ষর হইতেও তিনি পর (শ্রেষ্ঠ)।' এখন সংশয় হইতেছে যে, এখানে এই যে অদৃশ্যত্বাদিগুণযুক্ত অক্ষর, এবং পর অক্ষর হইতেও যাহা পর, তাহা কি প্রকৃতি ও পুরুষ? অথবা উভয় স্থলেই পরমাত্মা? কি প্রাপ্ত হওয়া গেল?—প্রকৃতি ও পুরুষ। হেতু কি?—যেহেতু 'তিনি দৃষ্ট হন না, অথচ দ্রষ্টা' ইত্যাদি স্থলে যেমন চেতনধর্ম্ম দ্রষ্টৃত্বাদি পরিশ্রুত হইয়া থাকে, এখানে তেমন কোনরূপ চেতনগত ধর্ম্মবিশেষ পরিশ্রুত হইতেছে না। বিশেষতঃ, 'পর অক্ষর অপেক্ষাও পর' এই শ্রুতি ত সমস্ত বিকার হইতে পরভূত বা শ্রেষ্ঠস্বরূপ অক্ষর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া দেহাধিপতি পুরুষ সমষ্টির প্রতিপাদন করিতেছেন।

ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে,—রূপাদিগুণবিশিষ্ট স্থূল অচেতন পৃথিব্যাদি ভূতবিষয়ক যে দৃশ্যত্বাদি ধর্ম্ম, সেই দৃশ্যত্বাদি ধর্ম্মের প্রতিষেধ হওয়ায় পৃথিব্যাদিরই সমানজাতীয় যে অচেতন অপর সূক্ষ্ম ভূতের [অদৃশ্যত্বাদিগুণ] বুঝাইতেছে; নিশ্চয়ই তাদৃশ বস্তুটি প্রধান বা প্রকৃতি। জীবসমষ্টিরই তদপেক্ষা পরত্ব (শ্রেষ্ঠত্ব) প্রসিদ্ধ; প্রধান সেই পুরুষকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত (প্রেরিত) হইয়া মহত্তত্ত্ব হইতে স্থূলভূত পর্য্যন্ত সমস্ত বিকার অর্থাৎ কার্য্যবর্গ প্রসব করিয়া থাকে। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়া থাকে যে, 'ঊর্ণনাভি (মাকড়শা) নিজেই যেরূপ [সূত্রের] সৃষ্টি ও সংহার করে, পৃথিবী হইতে যেরূপ তৃণ-লতা সমূহ সমুৎপন্ন হয়, এবং পুরুষ-দেহ হইতে যেরূপ কেশ ও লোম প্রাদুর্ভূত হয়, সেইরূপ অক্ষর হইতে এই জগৎ সমুদ্ভূত হইয়া থাকে।' অতএব, [বুঝিতে হইবে] এই প্রকরণে প্রকৃতি ও পুরুষই প্রতিপাদিত হইতেছে, অন্য নহে।

এবং প্রাপ্তে অভিধীয়তে (*)—অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্মোক্তেঃ—অদৃশ্যত্বাদিগুণকঃ অক্ষরাৎ পরতঃ পরশ্চ পরমপুরুষ এব; কুতঃ? তদ্ধর্মোক্তেঃ—"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" ইত্যাদিনা সর্ব্বজ্ঞত্বাদিকাস্তস্যৈব ধর্ম্মা উচ্যন্তে। তথা হি—"যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে" ইত্যাদিনা অদৃশ্যত্বাদিগুণকমক্ষরমভিধায় "তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্" ইতি তস্মাদ্বিশ্বসম্ভবঞ্চাভিধায় "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ, যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ। তস্মাদেতদ্ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে" [মুণ্ড০ ১।১।৯] ইতি ভূতযোনেরক্ষরস্য সর্ব্বজ্ঞত্বাদি প্রতিপাদ্যতে। পশ্চাৎ "অক্ষরাৎপরতঃ পরঃ" ইতি প্রকৃতমদৃশ্যত্বাদিগুণকং ভূতযোন্যক্ষরম্ সর্ব্বজ্ঞমেব পরত্বেন ব্যপদিশ্যতে। অতঃ "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" ইত্যক্ষরশব্দঃ পঞ্চম্যন্তঃ প্রকৃতমদৃশ্যত্বাদিগুণকমক্ষরং নাভিধত্তে, তস্য সর্ব্বজ্ঞস্য বিশ্বযোনেঃ সর্ব্বস্মাৎ পরত্বেন তস্মাদন্যস্য পরত্বাসম্ভবাৎ। অতোঽত্রাক্ষর-শব্দো ভূতসূক্ষ্মমচেতনং ব্রূতে ॥ ১।২।২২ ॥

এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে যে, 'ধর্ম্মের উক্তি হেতু অদৃশ্যত্বাদি গুণযুক্ত বস্তুটি [পরমেশ্বরই]।' পরমপুরুষ পরমাত্মাই এখানে অদৃশ্যত্বাদিগুণযুক্ত এবং পর অক্ষর হইতেও পর। কারণ? যেহেতু তাহারই ধর্ম্মের উক্তি আছে, 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ' ইত্যাদি বাক্যে তাহার সম্বন্ধেই সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্ম সমূহ কথিত হইতেছে। দেখ, 'যাহা দ্বারা সেই অক্ষর অধিগত হওয়া যায়,' ইত্যাদি বাক্যে অদৃশ্যত্বাদি গুণযুক্ত অক্ষরকে নির্দ্দেশ করিয়া—'অক্ষর হইতেই জগৎ সমুদ্ভূত হয়' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা আবার তাহা হইতেই জগতের সমুৎপত্তি বলিয়া—'যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ, জ্ঞানই যাহার তপস্যা, তাহা হইতেই ব্রহ্ম, নাম, রূপ ও অন্ন (পৃথিবী) জন্মলাভ করিয়া থাকে।' এইরূপে সমস্ত ভূতের কারণীভূত অক্ষরের সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে। পশ্চাৎ 'পর অক্ষর হইতেও পর' এই বাক্যেও সেই অদৃশ্যত্বাদিগুণবিশিষ্ট,—প্রস্তাবিত সেই ভূতযোনি সর্ব্বজ্ঞ অক্ষরকেই 'পরতত্ত্ব' রূপে উল্লেখিত করা হইতেছে। অতএব, উক্ত শ্রুতিতে "অক্ষরাৎ" এই পঞ্চম্যন্ত 'অক্ষর' শব্দটী প্রস্তাবিত অদৃশ্যত্বাদিগুণসম্পন্ন অক্ষরের অভিধায়ক নহে; কেন না, সেই সর্ব্বজ্ঞ বিশ্বকারণ অপর সমস্ত বস্তু হইতেই পর; সুতরাং তদপেক্ষা অপর কোনও পর থাকা সম্ভবপর হইতে পারে না। অতএব এই পঞ্চম্যন্ত 'অক্ষর' শব্দটী অচেতন সূক্ষ্ম ভূতেরই বাচক, (পরমেশ্বরের নহে) ॥ ১।২।২২ ॥

(*) ক্রমঃ' ইতি (খ) পাঠঃ।

ইতশ্চ ন প্রধান-পুরুষৌ—

বিশেষণ-ভেদব্যপদেশাভ্যাঞ্চ নেতরৌ ॥১॥২॥২৩॥

[পদচ্ছেদঃ—বিশেষণ-ভেদব্যপদেশাভ্যাং (বিশেষণ ও ভেদ নির্দ্দেশহেতু) চ (ও) ন (না), ইতরৌ (অপরদ্বয়—প্রকৃতি ও পুরুষ)।]

[সরলার্থঃ—বিশেষণ-ভেদব্যপদেশাভ্যাং—একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞাদিনা বিশে-ষণাৎ প্রকৃতেরপি বিশেষ্য ভূতযোনেরক্ষরস্য অভিধানাৎ ন প্রকৃতিঃ; "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ"ইত্যত্র প্রধানাদপি পরো যঃ পুরুষঃ, তস্মাদপি ভূতযোন্যক্ষরস্য পরত্বাভিধানেন ভেদনির্দ্দেশাদপি পুরুষঃ প্রকৃতির্ব্বা নাত্র ভূতযোন্যক্ষরমিত্যর্থঃ।

এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান হয়, এইরূপ প্রতিজ্ঞা দ্বারা প্রকরণটিকে বিশেষিত করায়, এবং অক্ষর পদবাচ্য প্রকৃতি অপেক্ষাও পর—জীব হইতে ভেদ নির্দ্দেশ হেতু প্রকৃতি ও পুরুষ এখানে ভূতযোনি নহে ॥ ১। ২। ২৩ ॥]

বিশিনষ্টি হি প্রকরণং—প্রধানাচ্চ পুরুষাচ্চ ভূতযোন্যক্ষরং ব্যাবর্ত্তয়-তীত্যর্থঃ; একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞোপপাদনাদিভিঃ (*)। তথা তাভ্যামস্য (†) অক্ষরস্য ভেদশ্চ ব্যপদিশ্যতে "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" ইত্যাদিনা। তথা হি—"স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ" [মুণ্ড০ ১।১।১] ইতি সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাভূতা ব্রহ্মবিদ্যা প্রক্রান্তা; পরবিদ্যৈব চ সর্ব্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠা; তামিমাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাং বিদ্যাং চতুর্ম্মুখাথর্ব্বাদিগুরুপরম্পরয়া অঙ্গিরসা প্রাপ্তাং জিজ্ঞাসুঃ "শৌনকো হ বৈ মহাশালোঽঙ্গিরসং বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ—কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্ব-

---

এই কারণেও প্রধান ও পুরুষ অক্ষর-শব্দবাচ্য নহে। কারণ, এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞার উপপাদনার্থ আবদ্ধ এই প্রকরণও তাহা বিশেষ করিয়া বলিতেছে, অর্থাৎ প্রধান ও পুরুষ হইতে ভূতযোনি অক্ষরের পার্থক্য সাধন করিতেছে। এইরূপ "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" ইত্যাদি বাক্যে আবার সেই প্রধান এবং পুরুষ হইতেও অক্ষরের ভেদ প্রতিপাদন করিতেছে। দেখ, 'তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বকে সর্ব্ববিদ্যার প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়ভূত ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়াছিলেন।' এইরূপে সমস্ত বিদ্যার আশ্রয়ভূত ব্রহ্মবিদ্যার উপক্রম করা হইয়াছে। পরমাত্মবিষয়ক বিদ্যাই সর্ব্ববিদ্যার প্রতিষ্ঠা; ব্রহ্মা ও অথর্ব্ব ঋষি প্রভৃতি গুরুপরম্পরাক্রমে অঙ্গিরাকর্ত্তৃক লব্ধ সেই এই সর্ব্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠাত্মক বিদ্যা জানিতে ইচ্ছুক হইয়া 'অভিজাত শৌনক বিহিতবিধানে অঙ্গিরার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ভগবন্, কোন একটী পদার্থ জানিলে এই সমস্ত জগৎ

(*) সর্ব্ববিজ্ঞানোপপাদনাদিভিঃ' ইতি (ক) পাঠঃ।   (†) অস্য, ইতি (ঘ) পুস্তকে নোপলভ্যতে।

মিদং বিজ্ঞাতং ভবতি" ইতি। ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ সর্ব্ববিদ্যাশ্রয়ত্বাৎ ব্রহ্মবিজ্ঞানেন সর্ব্বং বিজ্ঞাতং ভবতীতি কৃত্বা ব্রহ্মস্বরূপমনেন পৃষ্টম্; "তস্মৈ স হোবাচ —দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ব্রহ্মবিদো বদন্তি—পরা চৈবাপরা চ" [মুণ্ড০ ১।১।৪] ইতি। ব্রহ্মপ্রেপ্সুনা দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে—ব্রহ্মবিষয়ে পরোক্ষাপরোক্ষরূপে দ্বে বিজ্ঞানে উপাদেয়ে ইত্যর্থঃ। তত্র (ঠ) পরোক্ষং শাস্ত্রজন্যং জ্ঞানম্, অপরোক্ষং যোগজন্যং জ্ঞানং, (ড)তয়োর্ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যুপায়ভূতমপরোক্ষং জ্ঞানম্; তচ্চ ভক্তিরূপাপন্নং, "যমেবৈষ বৃণুতে, তেন লভ্যঃ" ইত্যত্রৈব বিশেষ্যমাণত্বাৎ; তদুপায়শ্চাগমজন্যং বিবেকাদিসাধনসপ্তকানুগৃহীতং জ্ঞানং, "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন" [বৃহদা০ ৬।৪।২২] ইতি শ্রুতেঃ। আহ চ ভগবান্ পরাশরঃ,—

"তৎপ্রাপ্তিহেতুর্জ্ঞানং চ কর্ম্ম চোক্তং মহামুনে!
আগমোত্থং বিবেকাচ্চ দ্বিধা জ্ঞানং তথোচ্যতে।।"
[বিষ্ণুপু০ ৬।৫।৬০] ইতি।

বিজ্ঞাত হইয়া থাকে,' ইতি। ব্রহ্মবিদ্যাই সমস্ত বিদ্যার প্রতিষ্ঠাস্থল; সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানেই সর্ব্ববিজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া থাকে, এইরূপ মনে করিয়া শৌনক ব্রহ্মস্বরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তদুত্তরে 'তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, দুইটী বিদ্যা জানিতে হইবে, ব্রহ্মবিদ্‌গণ যাহাকে পরা ও অপরা বিদ্যা বলিয়া থাকেন।' ইহার অর্থ এই যে, ব্রহ্মলাভেচ্ছু ব্যক্তির দুইটী বিদ্যা জ্ঞাতব্য—ব্রহ্মবিষয়ক পরোক্ষ ও অপরোক্ষ উভয় প্রকার বিজ্ঞানই গ্রহণ করা আবশ্যক। তন্মধ্যে, কেবল শাস্ত্র-শ্রবণে যে জ্ঞান হয়, তাহা পরোক্ষ, আর যোগ হইতে যে জ্ঞান লব্ধ হয়, তাহা অপরোক্ষ। সেই উভয়বিধ জ্ঞানের মধ্যেও আবার অপরোক্ষ জ্ঞানই (সাক্ষাৎ উপলব্ধিই) ব্রহ্মলাভের উপায়স্বরূপ, তাহাও আবার ভক্তিভাবাপন্ন হওয়া চাই। যেহেতু, 'ইনি যাহাকে বরণ করেন, তাহারই লভ্য হন,' এই স্থলে তাহাই বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে। শাস্ত্রোপদেশলব্ধ এবং বিবেকাদি সপ্তবিধ সাধনসমন্বিত জ্ঞানই তাহার উপায়। 'ব্রাহ্মণগণ বেদপাঠ, যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও বিষয়াসক্তি ত্যাগ দ্বারা সেই এই আত্মাকে অবগত হইয়া থাকেন,' এই শ্রুতিই উক্তার্থে প্রমাণ। ভগবান্ পরাশরও বলিয়াছেন 'হে মহামুনে, জ্ঞান ও কর্ম্ম, উভয়ই তাহার প্রাপ্তির উপায় বলিয়া কথিত। জ্ঞানও দুইপ্রকার উক্ত হইয়াছে—শাস্ত্রজনিত ও বিবেকজাত।'

(ঠ) অত্র' ই (ক, খ) পাঠঃ। (ড) জ্ঞানম্' ইতি (খ) পুস্তকে নোপলভ্যতে।

"তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ" ইত্যাদিনা "ধর্ম্মশাস্ত্রাণি" ইত্যন্তেন আগমোত্থং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারহেতুভূতং পরোক্ষজ্ঞানমুক্তম্। সাঙ্গস্য সেতিহাসপুরাণস্য সধর্ম্মশাস্ত্রস্য সমীমাংসস্য বেদস্য ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তিহেতুভূতত্বাৎ "অথ পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে" ইত্যুপাসনাখ্যং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারলক্ষণং ভক্তিরূপাপন্নং জ্ঞানমুচ্যতে (*), "যত্তদদ্রেশ্যম্" ইত্যাদিনা পরোক্ষাপরোক্ষরূপজ্ঞানদ্বয়বিষয়স্য পরস্য ব্রহ্মণঃ স্বরূপমুচ্যতে। "যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ" ইত্যাদিনা যথোক্তস্বরূপাৎ পরস্মাদ্ ব্রহ্মণোঽক্ষরাৎ কৃৎস্নস্য চেতনাচেতনাত্মকপ্রপঞ্চস্যোৎপত্তিরুক্তা, বিশ্বমিতি বচনাৎ নাচেতনমাত্রস্য; "তপসা চীয়তে ব্রহ্ম, ততোঽন্নমভিজায়তে, অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্ম্মসু চামৃতম্" ইতি ব্রহ্মণো বিশ্বোৎপত্তিপ্রকার উচ্যতে। তপসা—জ্ঞানেন, "যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ" ইতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ ; চীয়তে—উপচীয়তে ; "বহু স্যাম্" ইতি সঙ্কল্পরূপেণ জ্ঞানেন ব্রহ্ম স্রষ্ট্যুন্মুখং ভবতীত্যর্থঃ। ততোঽন্নমভিজায়তে—অদ্যত ইত্যন্নম্, বিশ্বস্য ভোক্তৃবর্গস্য ভোগ্যভূতং

'তন্মধ্যে, ঋগ্বেদ ও যজুর্ব্বেদ প্রভৃতি বিদ্যা অপরা' ইত্যাদি এবং 'ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ' এতদন্ত গ্রন্থে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের হেতুভূত, আগম-জন্য পরোক্ষ জ্ঞান অভিহিত হইয়াছে। [তাহার পর] ইতিহাস, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র ও মীমাংসাশাস্ত্র সহকৃত বেদই ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তির হেতু ; এই নিমিত্ত 'অনন্তর পরা বিদ্যা কথিত হইতেছে—যাহা দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে জানিতে পারা যায়,' এই বাক্যে ব্রহ্মানুভূতিরূপ ভক্তিভাবাপন্ন 'উপাসনা' নামক জ্ঞানকেই 'যিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য' ইত্যাদি বাক্যে আবার পরোক্ষ ও অপরোক্ষ, এই দ্বিবিধ জ্ঞানের বিষয়ীভূত পরব্রহ্মেরই স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তাহার পর, 'ঊর্ণনাভি (মাকড়শা) যেমন সৃষ্টি ও গ্রহণ (সংহার) করে' ইত্যাদি বাক্যে বিশ্বশব্দের উল্লেখ থাকায় পূর্ব্ববর্ণিত অক্ষর পরব্রহ্ম হইতে চেতনাচেতনাত্মক সমস্ত জগতেরই উৎপত্তি অভিহিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে ; কেবলই অচেতনের [উৎপত্তি] নহে। 'ব্রহ্ম তপস্যা (চিন্তা) দ্বারাই পুষ্টি—সৃষ্টি-সামর্থ্য লাভ করিয়া থাকেন। তাহা হইতে অন্ন সৃষ্টি হয়, এবং সেই অন্ন হইতেই প্রাণ, মন, সত্য, সমস্ত লোক, কর্ম্মফল ও অমৃত (স্বর্গাদি) সমুৎপন্ন হইয়া থাকে।' এই শ্রুতিতে ব্রহ্ম হইতেই বিশ্বের (সমস্ত প্রপঞ্চের) উৎপত্তি প্রণালী কথিত হইতেছে। 'তপসা' অর্থ—জ্ঞান দ্বারা ; কারণ, পরেই বলা হইবে যে, 'জ্ঞানই যাঁহার তপস্যা'। "চীয়তে" অর্থ—উপচিত হন, অর্থাৎ 'আমি বহু হইব' এই প্রকার জ্ঞানবলেই ব্রহ্ম বিশ্বসৃষ্টির দিকে উন্মুখ (উদ্যোগী) হইয়া থাকেন। "ততোঽন্নম্ অভিজায়তে" অর্থ—যাহা ভক্ষণীয়, তাহাই 'অন্ন' ; সমস্ত ভোক্তৃবর্গের ভোগ্যস্বরূপ অব্যাকৃত (অপঞ্চীকৃত)

(*) উচ্যতে' ইত্যংশঃ (ঘ) পুস্তকে নাস্তি।

ভূতসূক্ষ্মমব্যাকৃতং পরস্মাদ্ ব্রহ্মণো জায়ত ইত্যর্থঃ। প্রাণ-মনঃ-প্রভৃতি চ স্বর্গাপবর্গরূপফল-সাধনভূতকর্ম্মপর্যন্তং সর্ব্বং বিকারজাতং তস্মাদেব জায়তে। "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্" ইত্যাদিনা সৃষ্ট্যুপকরণভূতং সার্ব্বজ্ঞ্য-সত্য-সঙ্কল্পত্বাদিকমুক্তম্। সর্ব্বজ্ঞাৎ সত্যসঙ্কল্পাৎ পরস্মাদ্ ব্রহ্মণোঽক্ষরাদেতৎ কার্য্যাকারং ব্রহ্ম নাম-রূপবিভক্তং ভোক্তৃভোগ্যরূপং চ জায়তে। "তদেতৎ সত্যম্" ইতি পরস্য ব্রহ্মণো নিরুপাধিকসত্যত্বমুচ্যতে। "মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি কবয়ো যান্যপশ্যন্, তানি ত্রেতায়াং বহুধা সন্ততানি। তান্যাচরত নিয়তং সত্যকামাঃ" ইতি সার্ব্বজ্ঞ্যসত্যসঙ্কল্পত্বাদি-কল্যাণগুণাকরমক্ষরং পুরুষং স্বতঃ সত্যং কাময়মানাস্তৎপ্রাপ্তয়ে ফলান্তরেভ্যো বিরক্তা ঋগ্-যজুঃসামাথর্ব্বসু কবিভির্দৃষ্টানি বর্ণাশ্রমোচিতানি ত্রেতাগ্নিষু বহুধা সন্ততানি কর্ম্মাণ্যাচরতেতি, "এষ বঃ পন্থাঃ" ইত্যারভ্য "এষ বঃ পুণ্যঃ সুকৃতো

(*) সূক্ষ্মভূত (তন্মাত্ররূপ—অন্ন) পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রাণ ও মন প্রভৃতি, এবং স্বর্গলাভ ও মুক্তিপ্রাপ্তিরূপ ফলের সাধনীভূত কর্ম্মপর্য্যন্ত সমস্ত বিকারই সেই পরব্রহ্ম হইতে জন্মলাভ করিয়া থাকে। 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ' ইত্যাদি বাক্যে তাঁহার সৃষ্টিকার্য্যো-পযোগী সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সত্যসংকল্পত্বাদি গুণ উক্ত হইয়াছে। কার্য্যভাবাপন্ন ব্রহ্ম (কার্য্য-ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ) এবং নাম ও রূপ হইতে পৃথগ্ভূত এই ভোক্তা (জীব) এবং ভোগ্য জড় জগৎও সেই সর্ব্বজ্ঞ, সত্যসংকল্প 'অক্ষর' পরব্রহ্ম হইতেই জন্মলাভ করিয়া থাকে। 'ইহাই সেই সত্য' এই বাক্যে পরব্রহ্মের নিরুপাধিক সত্যতা উক্ত হইতেছে। কবিগণ অর্থাৎ তত্ত্বদর্শিগণ মন্ত্রা-ভ্যন্তরে যে সমস্ত কর্ম্ম দর্শন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ যে সমস্ত কর্ম্ম অবগত হইয়া-ছিলেন, ত্রেতাতে (গার্হপত্যাদি অগ্নিতে) সেই সমস্ত কর্ম্ম বহুপ্রকারে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল; হে সত্যাভিলাষিগণ, তোমরা নিরন্তর সেই সমস্ত কর্ম্ম আচরণ কর।' এইস্থলে [বলা হইতেছে যে,] সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সত্যসংকল্পত্বাদি কল্যাণকর গুণের আকরস্বরূপ স্বতঃসত্য অক্ষর পুরুষকে পাইতে ইচ্ছুক এবং তাঁহাকে পাইবার উদ্দেশেই অপরাপর ফল হইতে বিরক্ত (বীতস্পৃহ) তোমরা ঋক্ যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ববেদে ঋষি-পরিজ্ঞাত, এবং ত্রেতা অগ্নিতে বহু প্রকারে বিস্তৃতি প্রাপ্ত বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মসমূহ আচরণ কর। 'ইহাই তোমাদের পথ', এই হইতে আরম্ভ করিয়া 'ইহাই তোমাদের পুণ্যলব্ধ পবিত্র ব্রহ্মলোক' এতদন্ত গ্রন্থ দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রণালী; আর

(*) তাৎপর্য্য—ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত দুই প্রকার—(১) পঞ্চীকৃত, (২) অপঞ্চীকৃত। পঞ্চীকৃত ভূতসমূহ স্থূল, আর অপঞ্চীকৃত ভূতসমূহ সূক্ষ্ম এবং তন্মাত্র সংজ্ঞায় অভিহিত। পঞ্চীকৃত ভূতের প্রত্যেকের মধ্যেই অপর চারিটী ভূতের দুই আনা করিয়া অংশ আছে; কিন্তু অপঞ্চীকৃত ভূতে তাহা নাই, উহা বিশুদ্ধ—অবিমিশ্রিত; এইজন্য 'তন্মাত্র' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

ব্রহ্মলোক” ইত্যন্তেন কর্ম্মানুষ্ঠানপ্রকারং, শ্রুতিস্মৃতিচোদিতেষু কর্ম্মস্বেক-তরকর্ম্মবৈধুর্য্যেঽপি ইতরেষামনুষ্ঠিতানামপি নিষ্ফলত্বম্, অযথানুষ্ঠিতস্য চাননুষ্ঠিতসমত্বমভিধায় “প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম। এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি” ইত্যা-দিনা ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বকত্বেন জ্ঞানবিধুরতয়া চাবরং কর্ম্মাচরতাং পুনরাবৃত্তি-মুক্ত্বা “তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্তি” ইত্যাদিনা পুনরপি ফলাভিসন্ধিরহিতং জ্ঞানিনা অনুষ্ঠিতং কর্ম্ম ব্রহ্ম-প্রাপ্তয়ে ভবতীতি প্র স্য “পরীক্ষ্য লোকান্” ইত্যাদিনা কেবলকর্ম্মফলেষু বিরক্তস্য যথোদিতকর্ম্মানুগৃহীতং ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যু-পায়ভূতং জ্ঞানং জিজ্ঞাসমানস্য চ আচার্য্যোপসদনং বিধায় “তদেতৎ সত্যম্” “যথা সুদীপ্তাৎ” [মুণ্ড০ ২।১।১] ইত্যাদিনা “সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সোম্য” [মুণ্ড০ ২।১।১০] ইত্যন্তেন পূর্ব্বোক্তস্যাক্ষরস্য ভূতযোনেঃ পরস্য ব্রহ্মণঃ পরমপুরুষস্য অনুক্তৈঃ স্বরূপগুণৈঃ সহ সর্ব্বভূতান্তরাত্মতয়া বিশ্ব-শরীরত্বেন বিশ্বরূপত্বং, তস্মাদ্বিশ্বসৃষ্টিং চ বিস্পষ্টমভিধায় “আবিঃ সন্নি-হিতম্” ইত্যাদিনা তস্যৈবাক্ষরস্যাব্যাকৃতাৎ পরতোঽপি পুরুষাৎ পরভূতস্য

শ্রুতি ও স্মৃতিবিহিত কর্ম্মসমূহের মধ্যে কোন একটী মাত্র কর্ম্মের হানি হইলেই অনুষ্ঠিত অপরাপর কর্ম্মসমূহেরও বিফলতা হয়, এবং বিধি-লঙ্ঘনপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হইলেও তাহার অননুষ্ঠানতুল্যতা নির্দ্দেশ করিয়া ‘এই যজ্ঞরূপ প্লব সমূহ (ভেলা সকল) দৃঢ় নহে, অষ্টাদশ ঋত্বিক্-সাধ্য যে সমস্ত যজ্ঞে অতুৎকৃষ্ট কর্ম্ম বিহিত আছে, যে সকল মূঢ়ব্যক্তি সেই কর্ম্মকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া আদর করে, তাহারা পুনঃ পুনঃ জরা ও মৃত্যু প্রাপ্ত হয় (মুক্তিলাভ করিতে পারে না)।’ ইত্যাদি বাক্যে, ফলাভিলাষপূর্ব্বক যে সমস্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তত্ত্বজ্ঞানবিহীন বলিয়া সেই সমস্ত কর্ম্মকে ‘অবর’ কর্ম্ম বলা হইয়াছে। সেই অবর কর্ম্মের অনুষ্ঠাতৃগণের পুনর্ব্বার সংসারপ্রাপ্তির কথা বলিয়া ‘যাহারা তপস্যা ও শ্রদ্ধার উপাসনা করে’, ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞানিগণের অনুষ্ঠিত ফলাভিসন্ধানবর্জ্জিত কর্ম্মও ব্রহ্ম-প্রাপ্তির সহায় হইয়া থাকে ; এইজন্য নিষ্কাম কর্ম্মের প্রশংসা করিয়াছেন। তাহার পর ‘কর্ম্মলব্ধ ফল সমূহ পরীক্ষা করিয়া, অর্থাৎ নিত্য কি অনিত্য, ইহা বিচার করিয়া’ ইত্যাদি বাক্যে আবার কর্ম্মফলে বিরক্ত অথচ ব্রহ্মলাভের উপায়ীভূত শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মসহকৃত জ্ঞান-লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তির পক্ষে গুরুসমীপে গমনের বিধান করিয়া—‘ইহাই সেই সত্য ; প্রজ্জ্বলিত [অগ্নি] হইতে যেমন—’ ইত্যাদি এবং ‘হে সোম্য, সেই পুরুষই অবিদ্যা-গ্রন্থি ছিন্ন করে’ ইত্যন্ত বাক্যে আবার পূর্ব্বোক্ত অক্ষর পদবাচ্য ভূতযোনি, পরমপুরুষ পরব্রহ্মসম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে অনুক্ত স্বীয় রূপ ও গুণসমূহ এবং তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, সমস্ত জগৎ তাঁহার শরীর, এই নিমিত্ত তাঁহার বিশ্বরূপত্ব এবং তাঁহা হইতেই জগদুৎপত্তিও প্রতিপাদন করি-

পরস্য ব্রহ্মণঃ পরমব্যোম্নি প্রতিষ্ঠিতস্যানবধিকাতিশয়ানন্দস্বরূপস্য হৃদয়-গুহায়ামুপাসনপ্রকারমুপাসনস্য চ পরভক্তিরূপত্বমুপাসীনস্যাবিদ্যাবিমোক-পূর্ব্বকং ব্রহ্মসমং ব্রহ্মানুভবফলং চোপদিশ্যোপসংহৃতম্। অত এবং বিশেষণাৎ ভেদব্যপদেশাচ্চ নাস্মিন্ প্রকরণে প্রধান-পুরুষৌ প্রতিপাদ্যেতে।

ভেদব্যপদেশোঽপি হি তাভ্যাং পরস্য ব্রহ্মণোঽত্র বিদ্যতে, "দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ। অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" [মুণ্ড০ ২।১।২] ইত্যাদিভিঃ অক্ষরাদব্যাকৃতাৎ পরো যঃ সমষ্টিপুরুষঃ, তস্মাদপি পরভূতোঽদৃশ্যত্বাদিগুণোঽক্ষরশব্দাভিহিতঃ পর-মাত্মেত্যর্থঃ। অশ্নুত ইতি বা, ন ক্ষরতীতি বা অক্ষরং, তৎ অব্যাকৃতেঽপি স্ববিকারব্যাপ্ত্যা বা মহদাদিবৎ নামান্তরাভিলাপযোগ্য-ক্ষরণাভাবাদ্বা অক্ষরত্বং কথঞ্চিদুপপদ্যতে ॥ ১ ॥ ২ ॥২৩॥

য়াছেন। অনন্তর 'আবিঃ সন্নিহিতং' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা অব্যাকৃত প্রকৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরুষ হইতেও শ্রেষ্ঠতর, পরম ব্যোমে অবস্থিত, নিরবধি ও নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ সেই অক্ষর-পদবাচ্য পরম পুরুষ পরব্রহ্মেরই হৃদয়-পুণ্ডরীকে উপাসনার প্রণালী, উপাসনার পরা ভক্তিরূপত্ব এবং উপাসকেরও অবিদ্যা-নিবৃত্তিপূর্ব্বক ব্রহ্মতুল্যতা ও ব্রহ্মানুভব-ফলের উপদেশ করিয়া উপসংহার করিয়াছেন। অতএব এবংবিধ বিশেষ নির্দ্দেশ এবং ভেদনির্দ্দেশ হেতুও [বুঝিতে হইবে যে,] এই প্রকরণে প্রকৃতি ও পুরুষ (আত্মা) প্রতিপাদিত হইতেছে না।

বিশেষতঃ এই প্রকরণে প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে পরব্রহ্মের ভেদনির্দ্দেশও রহিয়াছে। 'সেই দিব্য (অলৌকিক) অমূর্ত্ত (মূর্ত্তিরহিত) পুরুষই বাহিরে ও অভ্যন্তরে অবস্থিত, জন্মরহিত, প্রাণ ও মনোরহিত, শুভ্র এবং পর (শ্রেষ্ঠ) অক্ষর হইতেও পর (উৎকৃষ্ট)' ইত্যাদি বাক্যে অভিহিত হইয়াছে যে, অব্যাকৃতপদবাচ্য অক্ষর হইতেও পর (উৎকৃষ্ট) যে পুরুষ সমষ্টি, অদৃশ্যত্বাদি গুণযুক্ত 'অক্ষর'-শব্দোক্ত পরমাত্মা তদপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। 'অক্ষর' অর্থ—যিনি সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া থাকেন, অথবা যিনি স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হন না। অব্যাকৃত প্রকৃতি স্বীয় কার্য্য সমূহ ব্যাপিয়া থাকে এবং মহত্তত্ত্ব প্রভৃতির ন্যায় নামান্তর-গ্রহণরূপ ক্ষরণ (রূপান্তর) লাভ করে না, এই কারণে কোন প্রকারে তাহারও 'অক্ষরত্ব' উপপাদন করা যাইতে পারে ॥ ১। ২। ২৩॥

রূপোপন্যাসাচ্চ ॥১॥২॥২৪॥

[পদচ্ছেদঃ— রূপোপন্যাসাৎ (যেহেতু ব্রহ্মরূপের উল্লেখ), চ (ও) [রহিয়াছে]।]

[সরলার্থঃ—"অগ্নির্মূর্ধা, চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ" ইত্যাদৌ অগ্নিমূর্ধত্বাদীনাং পারমেশ্বর-রূপাণাং উপন্যাসাৎ অপি অত্র ভূতযোনি অক্ষরং পরমাত্মৈব, নতু প্রধানং পুরুষো বা ইত্যর্থঃ॥

[ইতি পঞ্চমং অদৃশ্যত্বাদিগুণকং অধিকরণম্।]

'অগ্নি যাহার শির, চন্দ্র ও সূর্য্য যাহার দুই চক্ষু' ইত্যাদি স্থলে যে অগ্নিমূর্ধত্বাদি রূপের উল্লেখ হইয়াছে; তাহা পরমেশ্বর ভিন্ন অপরের পক্ষে উপপন্ন হয় না; অতএব ঈদৃশ রূপের উল্লেখ হইতেও অবধারিত হইতেছে যে, উক্ত ভূতযোনি অক্ষর পরমেশ্বর ভিন্ন অপর কেহ নহে॥ ১। ২। ২৪॥]

"অগ্নির্মূর্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ। বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্‌ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" [মুণ্ড০২।১।৪] ইতি, ঈদৃশং রূপং সর্ব্বভূতান্তরাত্মনঃ পরমাত্মন এব সম্ভবতি; অতশ্চ পরমাত্মা॥ ১।২।২৪॥ [পঞ্চমং অদৃশ্যত্বাদিগুণকাধিকরণং সমাপ্তম্।]

বৈশ্বানরাধিকরণম্]

বৈশ্বানরঃ সাধারণশব্দ-বিশেষাৎ॥১॥২॥২৫॥

[পদচ্ছেদঃ—বৈশ্বানরঃ (বৈশ্বানর শব্দের অর্থ) [ব্রহ্ম], সাধারণশব্দ-বিশেষাৎ (সাধারণ-বোধক শব্দাপেক্ষা বিশেষ হেতু)।]

[সরলার্থঃ—"আত্মানম্ এব ইমং বৈশ্বানরং সম্প্রত্যধ্যেষি" ইত্যাদৌ 'বৈশ্বানর'-শব্দস্য জাঠরাগ্নৌ, ভূতাগ্নৌ, দেবতাবিশেষে, পরমাত্মনি চ প্রয়োগদর্শনাৎ ভবতি সংশয়ঃ—অত্র বৈশ্বানরঃ কিং জাঠরাগ্নিঃ? কিংবা ভূতাগ্নিঃ? উত দেবতাবিশেষঃ? অথবা পরং ব্রহ্ম? ইতি। অশক্যনির্ণয়তয়া এষামেব অন্যতমঃ কশ্চিৎ বৈশ্বানর ইত্যেবং প্রাপ্তে উচ্যতে—বৈশ্বানরঃ বৈশ্বানর-শব্দবাচ্যঃ পরমাত্মা; কুতঃ? সাধারণ-শব্দবিশেষাৎ—যদ্যপ্যয়ং বৈশ্বানর-শব্দঃ জাঠরাদিসাধারণঃ, তথাপি বিশেষোঽত্র উপলভ্যতে—'কো ন আত্মা, কিং ব্রহ্ম'? ইত্যুপক্রমে ব্রহ্ম-শব্দশ্রবণম্, "আত্মানং বৈশ্বানরং" ইত্যুপসংহারে চ বৈশ্বানরস্য আত্মত্ব-কথনং; তস্মাৎ বৈশ্বানরঃ অত্র পরমাত্মা এব বেদিতব্য ইত্যর্থঃ॥

'সম্প্রতি তুমি এই বৈশ্বানর আত্মাকে অবগত আছ.' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে সংশয় হইতেছে যে, এই বৈশ্বানর শব্দের অর্থ কি জাঠরাগ্নি? কিংবা ভূতাগ্নি? না—দেবতাবিশেষ? অথবা পরমাত্মা?। বৈশ্বানর শব্দটী যখন জাঠরাগ্নি প্রভৃতির সাধারণ অর্থাৎ বাচক, তখন ঐরূপ সংশয় হওয়া অসঙ্গত নহে। এখানে যখন কোন একটী অর্থ বিশেষ নির্ধারণের উপায় নাই, তখন যে কোন একটী অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে। এইরূপ সিদ্ধান্তসম্ভাবনায় বলিতেছেন যে, না—এখানে বৈশ্বানর শব্দে পরমাত্মাই বুঝিতে হইবে; কারণ, সাধারণ শব্দাপেক্ষা কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে। প্রথমতঃ 'আমাদের আত্মস্বরূপ সেই ব্রহ্ম কে'? পরমাত্ম-বিষয়ে এইরূপ প্রশ্ন রহিয়াছে। তাহার পর 'বৈশ্বানর আত্মাকে অবগত আছ' বলিয়া আত্মশব্দ দ্বারা তাহার উপসংহার করা হইয়াছে। অতএব, পরমাত্মাই এখানে বৈশ্বানর শব্দের অর্থ, অপর কেহ নহে॥১॥২॥২৫॥]

ইদমামনন্তি চ্ছন্দোগাঃ "আত্মানমেবেমং বৈশ্বানরং সম্প্রত্যধ্যেষি, তমেব নো ব্রূহি" [ছান্দো০ ৫।১১।৬] ইতি প্রক্রম্য "যস্ত্বেতমেবং প্রাদেশমাত্রমভিবিমানমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে" [ছান্দো০৫ ১৮।১] ইতি। তত্র সন্দেহঃ—কিময়ং বৈশ্বানর আত্মা পরমাত্মেতি শক্যনির্ণয়ঃ? উত ন? ইতি। কিং প্রাপ্তম্? অশক্যনির্ণয় ইতি। কুতঃ? বৈশ্বানরশব্দস্য চতুর্ষ্ অর্থেষু প্রয়োগদর্শনাৎ—জাঠরাগ্নৌ তাবৎ "অয়মগ্নির্বৈশ্বানরো যেনেদমন্নং পচ্যতে, যদিদমদ্যতে, তস্যৈষ ঘোষো ভবতি, যমেতৎ (ক) কর্ণাবপিধায় শৃণোতি, স যদোৎক্রমিষ্যন্ ভবতি, নৈনং ঘোষং শৃণোতি" [বৃহদা০৭।৯।১]। ইতি মহাভূত-তৃতীয়ে চ "বিশ্বস্মা অগ্নিং ভুবনায় দেবা

অগ্নি ইহার মস্তক, চন্দ্র ও সূর্য্য দুই চক্ষু, দিক্‌সমূহ কর্ণবিবর, বেদসমূহ বাগ্‌ব্যাপার (শব্দ), বায়ু ইহার প্রাণ, সমস্ত জগৎ ইহার হৃদয় এবং পৃথিবী ইহার পাদদ্বয়; ইনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা।' এবংবিধ রূপটী সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা পরমাত্মার পক্ষেই সম্ভব হয়; এই কারণেও [ভূতযোনি অক্ষর] পরমাত্মা [বুঝিতে হইবে] ॥ ১ ॥ ২ ॥ ২৪ ॥

['অদৃশ্যত্বাদিগুণক' পঞ্চম অধিকরণ।]

(৯৪) ছন্দোগগণ এইরূপ পাঠ করিয়া থাকেন যে, 'সম্প্রতি তুমিই এই বৈশ্বানর আত্মাকে জান; অতএব, তাহাই আমাদিগকে বল,' এইরূপ উপক্রম করিয়া বলিয়াছেন যে, 'যে লোক প্রাদেশপরিমিত স্থানে অবস্থিত এই ব্যাপক আত্মাকে বৈশ্বানর বলিয়া উপাসনা করে' ইতি। তাহাতে সংশয় এই যে, এই বৈশ্বানর আত্মাকে পরমাত্মা বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় কি না। কি প্রাপ্ত হওয়া গেল? [না কোন অর্থবিশেষ] নির্ণয় করিতে পারা যায় না। কারণ? যেহেতু চারিপ্রকার অর্থেই 'বৈশ্বানর' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়—প্রথমতঃ জাঠরাগ্নিতে প্রয়োগ—'ইহাই বৈশ্বানর অগ্নি, যাহা দ্বারা এই ভুক্ত অন্ন পরিপাক পায়; তাহা হইতেই এই শব্দ হইয়া থাকে, কর্ণ আচ্ছাদন করিলে যাহা শ্রবণ করা যায়; জীব যখন নির্গমনোন্মুখ হয়, তখন এই শব্দ শ্রবণ করিতে পায় না' ইতি। তৃতীয় মহাভূতেও (অগ্নিতেও) প্রয়োগ আছে

(ক) যাবদেতৎ' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(৯৪) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণের নাম 'বৈশ্বানরাধিকরণ'। ইহা পচিশ হইতে তেত্রিশ পর্য্যন্ত নয়টী সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার রচনাপ্রণালী এইরূপ—(১) বিষয় বাক্য—"আত্মানমেব ইমং বৈশ্বানরং সম্প্রত্যধ্যেষি" ইত্যাদি। (২) সংশয়—বৈশ্বানর অর্থ কি জাঠরাগ্নি, কিংবা ভৌতিক অগ্নি, অথবা পরমাত্মা? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—জাঠরাগ্নি প্রভৃতিই হইবে; কেননা, পরমাত্মা-অর্থ গ্রহণের বিশেষ কোন হেতু নাই। (৪) উত্তর—না পরমাত্মাই বৈশ্বানর শব্দের অর্থ, অপর কিছু নহে; কারণ, পরমাত্মারই গ্রাহক হেতুবিশেষ আছে। (৫ নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব পরমাত্মাই বৈশ্বানর, এবং ঐরূপ তাহার উপাসনা উপদেশ করাই ইহার প্রয়োজন।

বৈশ্বানরং কেতুমহ্নামকৃণ্বন্” ইতি; দেবতায়াং চ “বৈশ্বানরস্য সুমতৌ স্যাম রাজা হি কং ভুবনানামভিশ্রীঃ” [যজুঃ, কাণ্ড০ ১।৫।১১] ইতি; পরমাত্মনি চ “তদাত্মন্যেব হৃদয়েঽগ্নৌ বৈশ্বানরে প্রাস্যৎ” [অষ্ট০৮। প্রশ্ন০১১। অনু০৮] ইতি; “স এষ বৈশ্বানরো বিশ্বরূপঃ প্রাণোঽগ্নিরুদয়তে” [প্রশ্ন০ ১।৭] ইতি চ। বাক্যোপক্রমাদিষু উপলভ্যমানান্যপি লিঙ্গানি সর্ব্বানুগুণতয়া নেতুং শক্যানীতি।

এবং প্রাপ্তে অভিধীয়তে “বৈশ্বানরঃ সাধারণশব্দবিশেষাৎ” বৈশ্বানরঃ পরমাত্মা (*)। কুতঃ? সাধারণশব্দবিশেষাৎ—বিশেষ্যত ইতি বিশেষঃ, সাধারণস্য বৈশ্বানর-শব্দস্য পরমাত্মাসাধারণৈর্ধর্ম্মৈর্ব্বিশেষ্যমাণত্বাদিত্যর্থঃ।

—‘দেবগণ সমস্ত জগতের জন্য বৈশ্বানরকে দিবসের কেতু বা চিহ্ন স্বরূপ করিয়াছেন,’ ইতি; দেবতা বিষয়ে প্রয়োগ যথা —‘আমরা যেন বৈশ্বানরের সুদৃষ্টিতে থাকি; কারণ, তিনিই সমস্ত জগতের সুখ-সমৃদ্ধি সম্পাদক,’ ইতি; পরমাত্ম বিষয়েও প্রয়োগ আছে—‘হৃদয়স্থ আত্মস্বরূপ বৈশ্বানর অগ্নিতে তাহা প্রক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন’ ইতি, এবং ‘সেই এই প্রাণস্বরূপ, বৈশ্বানর অগ্নি বহুপ্রকারে উদগত হইয়া থাকে’ ইতি। বাক্যের উপক্রমে বা প্রারম্ভে বিশেষার্থ-জ্ঞাপক যে সমস্ত চিহ্ন রহিয়াছে, সেগুলিকে উক্ত সমস্ত অর্থেই অনুকূলভাবে সংযোজিত করা যাইতে পারে।

এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় “বৈশ্বানরঃ সাধারণশব্দ-বিশেষাৎ” এই সূত্র কথিত হইতেছে। পরমাত্মাই বৈশ্বানর; কারণ? সাধারণ শব্দাপেক্ষা বিশেষ দর্শনই তাহার কারণ। ‘বিশেষ’ অর্থ—যাহা দ্বারা বিশেষিত করা হয়, অর্থাৎ ‘বৈশ্বানর’ শব্দ সাধারণার্থবোধক হইলেও পরমাত্মার অসাধারণ ধর্ম্মসমূহ থাকায় তাহাকেই বিশেষিত করিয়া বলিতেছে (৯৫)। দেখ—ঔপমন্যব

(*) পর এবাত্মা’ ইতি ঘ পাঠঃ।

(৯৫) তাৎপর্য্য—ছান্দোগ্যোপনিষদে এইরূপ একটী আখ্যায়িকা আছে যে, উপমন্যুনন্দন প্রাচীনশাল, পুলুষপুত্র সত্যযজ্ঞ, ভাল্লবিপুত্র ইন্দ্রদ্যুম্ন, শর্করাক্ষের পুত্র জন এবং অশ্বতরাশ্বের পুত্র বুড়িল, এই পাঁচজন ঋষি মিলিত হইয়া আত্মা কি, ব্রহ্ম কি, এ বিষয়ে মীমাংসা করিতে বসিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য না হইয়া স্থির করিলেন যে, অরুণনন্দন উদ্দালক ঋষি এই বৈশ্বানর আত্মার তত্ত্ব অবগত আছেন; অতএব, চল, আমরা তাঁহার নিকটেই যাই। অনন্তর তাঁহারা উপস্থিত হইলে পর উদ্দালক বুঝিলেন যে, আমা দ্বারা ইঁহাদের প্রশ্নের মীমাংসা হইবে না; অতএব তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, কেকয়-দেশাধিপতি রাজা অশ্বপতি এই বৈশ্বানর আত্মার বিষয় উত্তমরূপে অবগত আছেন; চলুন, আমরা তাঁহারই নিকট গমন করি। অনন্তর, তাঁহারা ছয়জনই অশ্বপতির নিকট উপস্থিত হইলেন, অশ্বপতি তাঁহাদের আদর অভ্যর্থনা করিলেন এবং নিজে একটি যজ্ঞ করিবেন, সেই যজ্ঞে তাঁহাদিগকে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা সেই ধন-লাভের আশায় সন্তুষ্ট না হইয়া আপনাদের আগমনের উদ্দেশ্য তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন। অনন্তর, ‘কল্য প্রাতঃকালে বলিব’, বলিয়া অশ্বপতি তাঁহাদিগকে আশ্বাসিত করিলেন। অনন্তর, প্রাতঃকালে জিজ্ঞাসু ঋষিগণ শিষ্যভাবে উপস্থিত হইলে পর অশ্বপতি মনে মনে স্থির করিলেন যে, ইঁহারা যখন বৈশ্বানর আত্মার তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক, তখন নিশ্চয়ই তদ্বিষয়ে কিছু কিছু খবর জানেন। যে যে অংশ জানা আছে, তাহা বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন; সুতরাং ইঁহারা কি পর্য্যন্ত জানেন, তাহা আদৌ জানা আবশ্যক; এইজন্য তিনি তাঁহাদিগকে একে একে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, এবং পরিশেষে তাঁহাদিগকে প্রকৃত বৈশ্বানর বিদ্যার উপদেশ দিলেন।

তথা হি—ঔপমন্যবাদয়ঃ পঞ্চ ইমে মহর্ষয়ঃ সমেত্য ‘কো ন আত্মা, কিং ব্রহ্ম’ ইতি বিচার্য্য “উদ্দালকো হ বৈ ভগবন্তোঽয়মারুণিঃ সম্প্রতীমমাত্মানং বৈশ্বানরমধ্যেতি, তং হন্তাভ্যাগচ্ছাম” [ছান্দো० ৫।১১।১,২] ইত্যুদ্দালকস্য বৈশ্বানরাত্মাবজ্ঞানমবগম্য তমভ্যাজগ্মুঃ। স চোদ্দালক এতান্ বৈশ্বানরাত্মজিজ্ঞাসূনভিলক্ষ্য আত্মনশ্চ তত্রাকৃৎস্নবেদিত্বং মত্বা “তান্ হোবাচ অশ্বপতির্বৈ ভগবন্তোঽয়ং কেকয়ঃ সম্প্রতীমমাত্মানং বৈশ্বানরমধ্যেতি, তং হন্তাভ্যাগচ্ছাম” ইতি। তে চোদ্দালকষষ্ঠাস্তমশ্বপতিমভ্যাজগ্মুঃ। স চ তান্ মহর্ষীন্ যথার্হং পৃথগভ্যর্চ্য “ন মে স্তেনঃ” ইত্যাদিনা “যক্ষ্যমাণো হ বৈ ভগবন্তোঽহমস্মি” ইত্যন্তেনাত্মনো ব্রতস্থতয়া প্রতিগ্রহযোগ্যতাং জ্ঞাপয়ন্নেব ব্রহ্মবিদ্ভিরপি প্রতিষিদ্ধপরিহরণীয়তাং বিহিতকর্ম্ম-কর্ত্তব্যতাং চ প্রজ্ঞাপ্য “যাবদেকৈকস্মা ঋত্বিজে ধনং দাস্যামি, তাবদ্ ভগবদ্ভ্যো দাস্যামি; বসন্তু ভবন্তঃ” ইত্যবোচৎ। তে চ মুমুক্ষবো বৈশ্বানরমাত্মানং জিজ্ঞাসমানাস্তমেবাত্মানমস্মাকং ব্রূহীত্যবোচন্। তদেবং “কো ন আত্মা, কিং ব্রহ্ম” ইতি

প্রভৃতি এই পাঁচজন ঋষি একত্রিত হইয়া ‘আমাদের আত্মা কি? এবং ব্রহ্ম কি?’ এইরূপ বিচার করিয়া [বলিলেন যে,] ‘হে মহাশয়গণ, অরুণ-তনয় উদ্দালক ঋষিই সম্প্রতি এই বৈশ্বানর আত্মাকে জানেন; চলুন, আমরা তাঁহার নিকট গমন করি,’ ‘এইরূপে উদ্দালকের বৈশ্বানর আত্মাভিজ্ঞতা অবগত হইয়া তাঁহারই নিকট গমন করিয়াছিলেন। সেই উদ্দালক উপস্থিত ঋষিগণকে বৈশ্বানর আত্মজিজ্ঞাসু বুঝিতে পারিয়া এবং আপনাকেও বৈশ্বানর আত্মা সম্বন্ধে অসম্পূর্ণজ্ঞ মনে করিয়া তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, ‘মহাশয়গণ! সম্প্রতি কেকয়দেশীয় রাজা অশ্বপতিই এই বৈশ্বানর আত্মাকে জানেন; আসুন, আমরা তাঁহারই নিকট গমন করি।’ এইরূপ স্থির করিয়া উদ্দালক সহকারে তাহারা ছয়জন অশ্বপতির নিকট গমন করিয়াছিলেন। সেই অশ্বপতি সেই মহর্ষিদিগকে যথাযোগ্য অর্চ্চনা করিয়া ‘আমার রাজ্যে চোর নাই’ ইত্যাদি এবং ‘হে মহাশয়গণ, আমি যজ্ঞ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি’ এইপর্য্যন্ত বাক্যে আপনার ব্রতস্থতা-নিবন্ধনদাতৃ-জ্ঞাপনের উদ্দেশেই ‘ব্রহ্মবিদ্‌গণের পক্ষেও নিষিদ্ধ কর্ম্মের ত্যাগ ও বিহিতকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, ইহা জ্ঞাপন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ‘এক একজন ঋত্বিক্‌কে (ব্রতীকে) যে পরিমাণ ধন প্রদান করিব, আপনাদিগকেও সেই পরিমাণেই প্রদান করিব; আপনারা এখানে অবস্থান করুন’ ইতি। সেই মুমুক্ষু ঋষিগণ, বৈশ্বানর আত্মাকে জানিতে ইচ্ছুক হইয়া বলিয়াছিলেন, ‘সেই বৈশ্বানর আত্মাকেই আমাদের নিকট প্রকাশ কর।’ অতএব, আমাদের আত্মা কি? এবং ব্রহ্মই বা কি? এইরূপে জীবগণের আত্মস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছুক হইয়া যখন তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ লোকের অনুসন্ধান করিতে করিতে সেই বৈশ্বানর আত্মাভিজ্ঞ ব্যক্তির সমীপে উপস্থিত হইয়া-

জীবাত্মনামাত্মভূতং ব্রহ্ম জিজ্ঞাসমানৈস্তজ্জ্ঞমন্বিচ্ছদ্ভির্বৈশ্বানরাত্মজ্ঞসকাশ-মাগম্য পৃচ্ছ্যমানো বৈশ্বানরাত্মা পরমাত্মেতি বিজ্ঞায়তে; আত্ম-ব্রহ্ম-শব্দাভ্যামুপক্রম্য পশ্চাৎ সর্ব্বত্রাত্ম-বৈশ্বানরশব্দাভ্যাং ব্যবহারাচ্চ ব্রহ্ম-শব্দ-স্থানে নির্দ্দিশ্যমানো বৈশ্বানর-শব্দো ব্রহ্মৈবাভিধত্ত ইতি বিজ্ঞায়তে। কিঞ্চ, "স সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বেষ্বাত্মস্বন্নমত্তি", "তদযথেষীকতূল-মগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েত, এবং হাস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে" [ছান্দো০ ৫।২৪ ৩] ইতি চ বক্ষ্যমাণং বৈশ্বানরাত্মবিজ্ঞানফলং বৈশ্বানরাত্মানং পরং ব্রহ্মেতি জ্ঞাপয়তি ॥১।২।২৫॥

ইতশ্চ বৈশ্বানরঃ পরমাত্মা—

স্মর্য্যমাণমনুমানং স্যাদিতি ॥১॥২॥২৬॥

[পদচ্ছেদঃ—স্মর্য্যমাণং (স্মরণের বিষয়ীভূত—যাহার প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে, তাহা) অনুমান (লিঙ্গ—জ্ঞাপক) স্যাৎ (হইতে পারে) ইতি (এই প্রকারে)।]

[সরলার্থঃ—স্মর্য্যমাণং—প্রত্যভিজ্ঞায়মাণং; অনুমানং- অনুমীয়তে অনেনেতি লিঙ্গং জ্ঞাপকমিত্যর্থঃ; ইতি শব্দঃ প্রকারবাচী, তথাচ "অগ্নির্মূর্দ্ধা, চক্ষুষী চন্দ্র-সূর্য্যৌ" ইত্যাদি প্রকারেণ স্মর্য্যমাণং বৈশ্বানরস্য রূপং পরমাত্মপরিগ্রহে অনুমানং লিঙ্গং স্যাৎ ভবেদিত্যর্থঃ। নহি পরমাত্মনোঽন্যত্র ঈদৃশং রূপং সম্ভবতীত্যাশয়ঃ ॥

'অগ্নি যাঁহার মস্তক এবং চন্দ্র ও সূর্য্য যাঁহার চক্ষুদ্বয়' ইত্যাদি প্রকারে বৈশ্বানর আত্মার যে রূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই বৈশ্বানরের পরমাত্মত্ব-নিশ্চয়ের অনুমাপক হইবে; কারণ, ঐরূপ রূপ পরমাত্মা ভিন্ন আর কাহারও পক্ষেই সম্ভবপর হয় না ॥ ১ । ২ । ২৬ ॥]

ছিলেন, এবং উপস্থিত হইয়া যখন সেই বৈশ্বানর আত্মার বিষয়ই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন নিশ্চয়ই জানা যাইতেছে যে, তাহা ব্রহ্মভিন্ন অপর কেহ নহে। বিশেষতঃ উপক্রমে আত্মশব্দ ও ব্রহ্মশব্দের উল্লেখ এবং পশ্চাৎ সর্ব্বত্র আত্মশব্দ ও বৈশ্বানর শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়; তাহা হইতেও বেশ বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্মশব্দের পরিবর্ত্তে নির্দ্দিষ্ট বৈশ্বানর শব্দের অর্থ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। আরও এক কথা—'সেই বৈশ্বানরাত্মবিৎ পুরুষ সমস্ত লোকে, সমস্তভূতে এবং সমস্ত আত্মাতে অন্ন ভোগ করিয়া থাকেন'; এবং 'অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত ঈষীকাতুলা (শরতৃণের ফুল) যেমন দগ্ধ হয়, তেমনি ইহারও সমস্ত পাপ দগ্ধ হইয়া যায়।' বৈশ্বানর আত্ম-বিজ্ঞানের উক্তপ্রকার ফল নির্দ্দেশও বৈশ্বানর আত্মার পরব্রহ্মত্ব জ্ঞাপন করিতেছে ॥১।২।২৫ ॥

দ্যুপ্রভৃতি-পৃথিব্যন্তমবয়ববিভাগেন বৈশ্বানরস্য রূপমিহোপদিশ্যতে; তচ্চ শ্রুতিস্মৃতিষু পরমপুরুষরূপতয়া প্রসিদ্ধম্। তদিহ তদেবেদমিতি স্মর্য্যমাণং—প্রত্যভিজ্ঞায়মানং বৈশ্বানরস্য পরমপুরুষত্বে অনুমানং লিঙ্গমিত্যর্থঃ। ইতি—শব্দঃ প্রকারবচনঃ; ইত্থম্ভূতং রূপং প্রত্যভিজ্ঞায়মানং বৈশ্বানরস্য পরমাত্মত্বে অনুমানং স্যাৎ। শ্রুতিস্মৃতিষু হি পরমপুরুষস্যেত্থং রূপং প্রসিদ্ধম্। যথা আথর্ব্বণে "অগ্নির্মূর্ধা, চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ, দিশঃ শ্রোত্রে, বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ। বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য, পদ্ভ্যাং পৃথিবী, হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" [মুণ্ড০ ২।১।৪] ইতি। অগ্নিরিহ দ্যুলোকঃ, "অসৌ বৈ লোকোঽগ্নিঃ" [বৃহদা০ ৮।২।৯] ইতি শ্রুতেঃ। স্মরন্তি চ মুনয়ঃ "দ্যাং মূর্ধানং যস্য বিপ্রা বদন্তি, খং বৈ নাভিং চন্দ্রসূর্যৌ চ নেত্রে। দিশঃ শ্রোত্রে বিদ্ধি পাদৌ ক্ষিতিং চ, সোঽচিন্ত্যাত্মা সর্ব্বভূতপ্রণেতা" ইতি, "যস্যাগ্নিরাস্যং দ্যৌর্মূর্ধা খং নাভিশ্চরণৌ ক্ষিতিঃ। সূর্য্যশ্চক্ষুর্দিশঃ শ্রোত্রং তস্মৈ লোকাত্মনে নমঃ" [মহাভা০ শান্তি০ রাজধর্ম্ম০ ৪৭।৭০] ইতি চ। ইহ চ দ্যুপ্রভৃতয়ো বৈশ্বানরস্য মূর্ধাদ্যবয়বত্বেনোচ্যন্তে।

এই প্রকরণে দ্যুলোক হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত এক একটী অবয়ব ক্রমে বৈশ্বানর আত্মার রূপ (আকৃতি) উপদিষ্ট হইয়াছে; শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রে কিন্তু পরমপুরুষ পরমাত্মারই ঐরূপ রূপ প্রসিদ্ধ আছে; অতএব এখানে যখন ইহাও তাঁহারই সেই রূপ বলিয়া স্মরণের বষয়ীভূত অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞাত হইতেছে, তখন অবশ্যই ইহা উক্ত বৈশ্বানরের পরম পুরুষত্ব বিষয়ে অনুমান অর্থাৎ জ্ঞাপক হেতু [হইবে]। [সূত্রস্থ] 'ইতি'শব্দের অর্থ 'প্রকার' (বিশেষণভাব), [সুতরাং অর্থ হইতেছে যে, ইহা তাঁহারই একপ্রকার রূপ, এই ভাবে] প্রত্যভিজ্ঞার বিষয়ীভূত এবম্ভূত রূপই বৈশ্বানর-শব্দের পরমাত্মত্ব বিষয়ে জ্ঞাপক হইবে। শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রে পরম পুরুষ পরমাত্মারই এবংবিধ রূপ প্রসিদ্ধ আছে। যথা অথর্ব্ববেদীয় [মুণ্ডকোপনিষদে]—'অগ্নি যাঁহার মস্তক, চন্দ্র ও সূর্য্য যাঁহার চক্ষুদ্বয়, দিক্সমূহ যাঁহার কর্ণদ্বয়, বেদসমূহ যাঁহার বাক্য স্বরূপ, বায়ুমণ্ডল যাঁহার প্রাণ, জগৎ যাঁহার হৃদয়, পৃথিবী যাঁহার পাদদ্বয়, তিনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা', ইতি। এখানে অগ্নি অর্থ—দ্যুলোক; কারণ, 'এই দ্যুলোক অগ্নিস্বরূপ' এইরূপ শ্রুতি রহিয়াছে। মুনিগণও স্মরণ করিয়া থাকেন যে, 'বিপ্রগণ দ্যুলোককে যাঁহার মস্তক বলিয়া বর্ণনা করেন, আকাশকে নাভি, চন্দ্র ও সূর্য্যকে চক্ষুদ্বয়, দিক্ সমূহকে দুই কর্ণ, এবং ক্ষিতিকে তাঁহার পাদদ্বয় বলিয়া জানিবে; সেই অচিন্ত্য আত্মাই সমস্তভূতের পরিচালক বা নিয়ামক' ইতি। আরও আছে—'অগ্নি যাঁহার মুখ, দ্যুলোক যাঁহার মস্তক, আকাশ যাঁহার নাভি, পৃথিবী যাঁহার চরণদ্বয়, সূর্য্য যাঁহার চক্ষু, দিক্ সমূহ যাঁহার শ্রোত্রদ্বয়, সেই সর্ব্বলোকাত্মকের উদ্দেশে নমস্কার।' এখানেও দ্যুলোক প্রভৃতি পদার্থগুলিই বৈশ্বানরের মস্তকাদি অবয়বরূপে উক্ত হইতেছে।

তথাহি—তৈরৌপমন্যবপ্রভৃতিভির্মহর্ষিভিঃ "আত্মানমেবৈমং বৈশ্বানরং সংপ্রত্যধ্যেষি, তমেব নো ব্রূহি" ইতি পৃষ্টঃ কেকয়স্তেভ্যো বৈশ্বানরাত্মানমুপদিদিক্ষুর্বিশেষপ্রশ্নান্যথানুপপত্ত্যা বৈশ্বানরাত্মন্যেতৈঃ কিঞ্চিৎ জ্ঞাতং কিঞ্চিদজ্ঞাতমিতি বিজ্ঞায় জ্ঞাতাজ্ঞাতাংশবুভুৎসয়া তানেকৈকং পপ্রচ্ছ। তত্র "ঔপমন্যব কং ত্বমাত্মানমুপাসেসে" [ছান্দো০ ৫।১২।১] ইতি পৃষ্টে "দিবমেব ভগবো রাজন্" ইতি তেন চোক্তে দিবি তস্য পূর্ণবৈশ্বানরাত্মবুদ্ধিং নিবর্ত্তয়ন্ বৈশ্বানরস্য দ্যৌর্মূর্ধেতি চোপদিশন্ তস্যা বৈশ্বানরাংশভূতায়া দিবঃ'সুতেজাঃ' ইতি গুণনামধেয়ং প্রাচিখ্যপৎ। এবং সত্যযজ্ঞাদিভিরাদিত্যবায়্বাকাশাপ্পৃথিবীনামেকৈকেন একৈকমুপাস্যমানতয়া কথিতানাং "বিশ্বরূপঃ, পৃথগ্‌বর্ত্মা, বহুলঃ, রয়িঃ, প্রতিষ্ঠা," ইত্যেকৈকগুণনামধেয়ানি বৈশ্বানরাত্মনশ্চক্ষুঃপ্রাণ-সন্দেহ-বস্তি-পাদাবয়বত্বং চোপদিষ্টম্। সন্দেহো মধ্যকায় উচ্যতে। অতএবম্ভূত-দ্যুমূর্ধত্বাদিবিশিষ্টং পরমপুরুষস্যৈব রূপমিতি বৈশ্বানরঃ পরমপুরুষ এব ॥ ১॥২॥২৬ ॥

দেখ, সেই ঔপমন্যব প্রভৃতি মহর্ষিগণ কেকয়-রাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, 'সম্প্রতি তুমিই এই বৈশ্বানর আত্মাকে অবগত আছ, অতএব তাহা আমাদিগকে বল।' জিজ্ঞাসিত কেকয় রাজ বৈশ্বানর আত্মার উপদেশেচ্ছু হইয়া [মনে করিলেন যে,] কিয়ৎ পরিমাণে জ্ঞান না থাকিলে যখন বিশেষ বিষয়ে প্রশ্নই উপস্থিত হইতে পারে না; তখন নিশ্চয়ই এবিষয় ইহাদের কিয়ৎ পরিমাণে জানা আছে; কোন অংশ ইহাদের জ্ঞাত, আর কোন অংশ বা অজ্ঞাত, ইহা বুঝিবার অভিপ্রায়ে তাহাদের এক এক জনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। অনন্তর ঔপমন্যবকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'ঔপমন্যব, তুমি কাহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা করিয়া থাক?' জিজ্ঞাসিত ঔপমন্যব বলিলেন—ভগবন্ রাজন্! দ্যুলোককেই [আত্মা বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকি।'] এই কথার পর, দ্যুলোকেই যে তাহার সংপূর্ণ বৈশ্বানরত্ব বুদ্ধি আছে, তন্নিবারণার্থ 'দ্যুলোক মস্তক' এইরূপ উপদেশ করিয়া বৈশ্বানরের অংশভূত সেই দ্যুলোকের গুণানুযায়ী 'সুতেজাঃ' নাম নির্দ্দেশ করিলেন। এই প্রকার আদিত্য, বায়ু, আকাশ, জল ও পৃথিবীর এক একটীকে সত্য, যজ্ঞ প্রভৃতিরূপে উপাস্যমান বলিয়া উপদেশ করিয়া তাহাদেরই এক একটীর আবার 'বিশ্বরূপ, পৃথগ্‌বর্ত্তাত্মা (পৃথগ্‌বর্ত্মা—বায়ু যাহার আত্মা), বহুল (বহুব্যাপক আকাশ), রয়ি ও প্রতিষ্ঠা', গুণানুযায়ী এই সকল নাম এবং বৈশ্বানর আত্মার চক্ষু, প্রাণ, সন্দেহ, বস্তি (মলমূত্রাশয়) ও চরণ, এই কয়েকটী অবয়বেরও উপদেশ করিলেন। 'সন্দেহ' শব্দে দেহের মধ্যভাগ উক্ত হইয়া থাকে। অতএব, এবংপ্রকার দ্যুমূর্ধত্বাদিবিশিষ্ট রূপটী যখন পরম পুরুষ পরমাত্মারই প্রসিদ্ধ; তখন বৈশ্বানর অর্থ নিশ্চয়ই পরম পুরুষ পরমাত্মা, অপর কেহ নহে ॥ ১ । ২ । ২৬ ॥

পুনরপ্যনির্ণয়মেবাশঙ্ক্য পরিহরতি—

শব্দাদিভ্যোঽন্তঃপ্রতিষ্ঠানাচ্চ নেতি চেৎ, ন, তথাদৃষ্ট্যুপদেশাদসম্ভবাৎ পুরুষমপি চৈনমধীয়তে ॥ ১।২।২৭ ॥

[পদচ্ছেদঃ—শব্দাদিভ্যঃ (শব্দ প্রভৃতি কারণে) ; অন্তঃ-প্রতিষ্ঠানাৎ (অভ্যন্তরে অবস্থিতি হেতু) চ (ও) ন (না), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) [বল,] ন (না—বলিতে পার না), তথা (সেই প্রকার) দৃষ্ট্যুপদেশাৎ (দৃষ্টির—উপাসনার উপদেশহেতু) ; অসম্ভবাৎ [অন্যের পক্ষে] (অসম্ভবহেতু), পুরুষম্ (পুরুষ বলিয়া) অপি (ও) চ (এবং) এনং (ইহাকে) অধীয়তে (বলিয়া থাকেন)।]

[সরলার্থঃ—শব্দাদিভ্যঃ হেতুভ্যঃ, অন্তঃপ্রতিষ্ঠানাৎ চ হেতোঃ। বৈশ্বানরশব্দস্য ব্রহ্মপরত্বং শঙ্কাপূর্ব্বকং সমর্থয়তি। শব্দস্তাবৎ "স এষোঽগ্নিঃ বৈশ্বানরঃ" ইত্যত্র বৈশ্বানর শব্দ-সমানাধিকরণঃ অগ্নিশব্দঃ, "স যো হ বৈতমেবমগ্নিং বৈশ্বানরং পুরুষবিধং পুরুষেঽন্তঃ প্রতিষ্ঠিতম্ বেদ" ইত্যাদৌ বৈশ্বানরস্যাগ্নেঃ শরীরাভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিতত্বং চ শ্রূয়তে; এভিঃ হেতুভিঃ বৈশ্বানরঃ পরমেশ্বরো ন, ইতি চেৎ—যদি উচ্যেতে ; ন—ন তৎ বক্তব্যম্ ; কুতঃ ? তথা দৃষ্ট্যুপদেশাৎ—জাঠরাগ্নিপ্রভৃতিরূপতয়া উপাসনাবিধানাৎ, কেবলজাঠরাগ্ন্যাদৌ তু তত্রোক্ত-ত্রৈলোক্য-শরীরাত্মত্বস্যাপি অসম্ভবাৎ। বাজসনেয়িনস্তু এনং বৈশ্বানরং পুরুষং অপি অধীয়তে পঠন্তীত্যর্থঃ। পুরুষস্তু তত্র পরমাত্মৈব "পুরুষ এব ইদং সর্ব্বম্" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। তস্মাৎ পরমাত্মৈব বৈশ্বানর-পদবাচ্য ইত্যাশয়ঃ।

যদি বল, শ্রুতিতে বৈশ্বানর ও অগ্নি শব্দের সামানাধিকরণ্যে (অভেদ বিশেষণ-বিশেষ্যভাবে) প্রয়োগ থাকায় এবং দেহাভ্যন্তরে অবস্থিতির উল্লেখ থাকায়ও বৈশ্বানর অর্থ পরমাত্মা হইতে পারে না ; না—তাহা বলিতে পার না ; কারণ ঐরূপেই দেহাভ্যন্তরস্থ জাঠরাগ্নিপ্রভৃতিরূপেই বৈশ্বানর পরমাত্মার উপাসনার বিধান হইয়াছে ; শুদ্ধ জাঠরাগ্নিতে তত্রত্য ধর্ম্ম সমূহের সম্ভবও হয় না। বিশেষতঃ বাজসনেয়-শাখীরা এই বৈশ্বানরকে 'পুরুষ' বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সেখানে পুরুষ অর্থে ত পরমাত্মা ভিন্ন অপর কেহ নহে ॥ ১। ২। ২৭ ॥]

যত্তুক্তং বৈশ্বানরঃ পরমাত্মেতি নিশ্চীয়ত ইতি, তন্ন, শব্দাদিভ্যোঽন্তঃ-প্রতিষ্ঠানাচ্চ জাঠরস্যাপ্যগ্নেরিহ প্রতীয়মানত্বাৎ। শব্দস্তাবৎ বাজিনাং বৈশ্বা-

---

পূর্ব্বে যে কথিত হইয়াছে, বৈশ্বানর অর্থে পরমাত্মাই নিশ্চিত হইতেছে ; তাহা হইতে পারে না ; কারণ, সেখানে শব্দাদি ও শরীরাভ্যন্তরে অবস্থান হেতুতে জাঠরাগ্নিও প্রতীতির

নরবিদ্যাপ্রকরণে "স এষোঽগ্নির্বৈশ্বানরঃ" [প্রশ্ন০ ১।৭] ইতি বৈশ্বানর-সমানাধিকরণতয়া অগ্নিরিতি শ্রূয়তে; অস্মিন্ প্রকরণে চ "হৃদয়ং গার্হপত্যো মনোঽন্বাহার্যপচন আস্যমাহবনীয়ঃ" [ছান্দো০ ৫।১৮।২] ইতি বৈশ্বানরস্য হৃদয়াদিস্থস্যাগ্নিত্রয়কল্পনং ক্রিয়তে। "তদ্ যদ্ভক্তং প্রথমমাগচ্ছেৎ তদ্ধোমীয়ং, স যাং প্রথমামাহুতিং, জুহুয়াৎ তাং জুহুয়াৎ প্রাণায় স্বাহা" [ছান্দো০৫।১৯।১] ইত্যাদিনা প্রাণাহুত্যাধারত্বং চ বৈশ্বানরস্যাবগম্যতে। তথা বৈশ্বানরস্যাস্মিন্ পুরুষেঽন্তঃ প্রতিষ্ঠানং বাজসনেয়িনঃ সমামনন্তি "স যো হৈতমেবমগ্নিং বৈশ্বানরং পুরুষবিধং পুরুষেঽন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদ" ইতি। অতোঽগ্নি-শব্দসামানাধিকরণ্যাদগ্নিত্রেতাপরিকল্পনাৎ প্রাণাহুত্যাধারভাবাদন্তঃপ্রতিষ্ঠানাচ্চ বৈশ্বানরস্য জাঠরত্বমপি প্রতীয়ত ইতি নৈকান্ততঃ পরমাত্মত্বমিতি চেৎ—

তন্ন, তথা দৃষ্ট্যুপদেশাৎ—পূর্ব্বোক্তস্য ত্রৈলোক্যশরীরস্য পরস্য ব্রহ্মণো বৈশ্বানরস্য জাঠরাগ্নিশরীরতয়া তদ্বিশিষ্টোপাসনস্যোপদেশাৎ। অগ্নি-শব্দা-

---

বিষয় হইতেছে। শঙ্কা এই যে, বাজসনেয় প্রশ্নোপনিষদে বৈশ্বানর-বিদ্যার প্রকরণে 'সেই এই অগ্নিই বৈশ্বানর', এস্থলে বৈশ্বানর শব্দের সহিত অগ্নি শব্দের সামানাধিকরণ্যে অভেদ নির্দ্দেশ পরিশ্রুত হইতেছে। এই প্রকরণেও 'হৃদয়ই গার্হপত্য, মনই অন্বাহার্য্যপচন (দক্ষিণাগ্নি), এবং মুখই আহবনীয় (যে অগ্নিতে হোম করা হয়)', এইরূপে হৃদয়স্থ বৈশ্বানরের অগ্নিত্রয়রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। 'ভোজনার্থ প্রথমে যে অন্ন উপস্থিত হয়, তাহা হোমীয় (তাহা দ্বারা হোম করা আবশ্যক)', সেই লোক প্রথমে যাহা হোম করিবে, 'প্রাণায় স্বাহা' বলিয়া সেই হোম করিবে ; অর্থাৎ ঐ মন্ত্র দ্বারা মুখে দিবে,' ইত্যাদি বাক্যে বৈশ্বানর আত্মাকেই প্রাণাহুতির অধিকরণ বলিয়া জানা যাইতেছে। সেইরূপ বাজসনেয়শাখিগণ এই বৈশ্বানর আত্মার জীবশরীরাভ্যন্তরে অবস্থিতিও বলিয়া থাকেন—'সেই যে লোক, পুরুষের (জীবদেহের) অভ্যন্তরে অবস্থিত পুরুষাকৃতি এই বৈশ্বানর অগ্নিকে এই প্রকারে অবগত হয়,' ইতি। অতএব অগ্নির সহিত অভেদ নির্দ্দেশ, অগ্নিত্রয়রূপে কল্পনা, প্রাণাহুতির অধিকরণতা এবং অভ্যন্তরে অবস্থিতি হেতু বশতঃ বৈশ্বানরের জাঠরাগ্নিত্বও প্রতীত হইতেছে—কেবলই যে পরমাত্মত্ব, তাহা নহে। ইহা যদি বল—

না—তাহাও বলিতে পার না ; যেহেতু সেইরূপই দৃষ্টির উপদেশ, অর্থাৎ পূর্ব্বে ত্রৈলোক্যশরীরধারী বলিয়া যে পরব্রহ্ম বৈশ্বানর উক্ত হইয়াছেন, জঠরাগ্নিও তাহার শরীরস্থানীয় ; এই

দিভির্হি ন কেবলো জাঠরঃ প্রতিপাদ্যতে ; অপি তু জাঠরাগ্নিবিশিষ্টঃ পরমাত্মা। কথমিদমবগম্যতে ? ইতি চেৎ, অসম্ভবাৎ—জাঠরস্য কেবলস্য ত্রৈলোক্যশরীরত্বাসম্ভবাৎ। ত্রৈলোক্যশরীরতয়া প্রতিপন্নবৈশ্বানরসমানাধিকরণো জাঠরবিষয়তয়া প্রতীয়মানোঽগ্নি-শব্দো জাঠর-শরীরতয়া তদ্বিশিষ্টং পরমাত্মানমেবাভিদধাতীত্যর্থঃ। যথোক্তং ভগবতা—

"অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।

"প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্ ॥" [গীতা০ ১২।১৪] ইতি জাঠরানলশরীরো ভূত্বেত্যর্থঃ। অতঃ তদ্বিশিষ্টস্যোপাসনমত্রোপদিশ্যতে। কিঞ্চ, পুরুষমপি চৈনমধীয়তে বাজসনেয়িনঃ—"স এষোঽগ্নির্বৈশ্বানরো যৎপুরুষঃ" ইতি ; ন হি জাঠরস্য কেবলস্য পুরুষত্বং, পরমাত্মন এব হি নিরুপাধিকং পুরুষত্বং, যথা "সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ", "পুরুষ এবেদং সর্ব্বম্" [পুরুষ সূ০] ইত্যাদৌ ॥ ১।২।২৭ ॥

জন্য জাঠরাগ্নি-বিশিষ্টরূপেই তাহার উপাসনার উপদেশ করা হইয়াছে। আর অগ্নি প্রভৃতি শব্দ দ্বারা যে কেবল জাঠরাগ্নিই প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা নহে ; পরন্তু পরমাত্মাও। যদি বল, ইহা জানিবার উপায় কি ? অসম্ভবই তাহার উপায় অর্থাৎ শুধু জাঠরাগ্নির সম্বন্ধে ত্রৈলোক্য শরীরত্ব কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। ত্রৈলোক্য শরীরবিশিষ্টরূপে প্রতিপন্ন বৈশ্বানরের সহিত সমানাধিকরণরূপে প্রযুক্ত কোন শব্দ যদি জাঠরাগ্নি অর্থে প্রতীয়মান ও হয়, তাহা হইলেও [বুঝিতে হইবে যে,] জাঠরাগ্নিও যখন পরমাত্মার শরীর ; তখন সেই অগ্নি শব্দও জাঠরাগ্নিবিশিষ্ট পরমাত্মারই বোধক হইয়া থাকে। ভগবান্‌ও যাহা বলিয়াছেন—'আমি বৈশ্বানর (জাঠরাগ্নি) হইয়া প্রাণিগণের দেহকে আশ্রয় করত প্রাণ ও অপান বায়ুর সহযোগে চতুর্ব্বিধ অন্ন পরিপাক করিয়া থাকি'—অর্থাৎ জাঠরানলস্বরূপ শরীর ধারণ করিয়া। অতএব, এখানে সেই জাঠরাগ্নিবিশিষ্টের উপাসনাই উপদিষ্ট হইতেছে। আরও এক কথা,—বাজসনেয়শাখীরা ইহাকে পুরুষ-শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন। 'সেই এই অগ্নিই বৈশ্বানর, যাহা পুরুষ [বলিয়া কথিত]' ইতি। কিন্তু কেবলই জাঠরাগ্নির কখনই পুরুষত্ব হইতে পারে না ; পরন্তু, একমাত্র পরমাত্মারই নিরুপাধিক বা স্বাভাবিক পুরুষত্ব স্থানান্তরে 'প্রসিদ্ধ আছে ; যথা—'পুরুষ সহস্র মস্তকযুক্ত,' 'পুরুষই এই সর্ব্বজগৎস্বরূপ', ইত্যাদি স্থলে [পরমাত্মাকেই 'পুরুষ'শব্দে উল্লেখিত করা হইয়াছে ॥ ১। ২ ॥ ২৭ ॥

অতএব ন দেবতা ভূতং চ ॥ ১।২।২৮ ॥

[পদচ্ছেদঃ—অতএব (এইহেতু) ন (না) দেবতা (অগ্নিদেবতা), ভূতং (ভূতাগ্নি) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—অতএব—উক্তেভ্য এব হেতুভ্যঃ, দেবতা ভূতং (অগ্নিঃ) চাপি ন বৈশ্বানরশব্দেন অভিলপ্যতে ইত্যর্থঃ ॥
উক্ত হেতুতেই এখানে বৈশ্বানর অর্থ দেবতা কিংবা ভূতাগ্নি নহে, পরন্তু পরমাত্মাই ॥১।২। ২৮॥]

উক্তেভ্য এব হেতুভ্যো দেবতায়াশ্চ তৃতীয়স্য মহাভূতস্যাপি ন বৈশ্বানরত্বপ্রসঙ্গঃ ॥১।২।২৮॥

সাক্ষাদপ্যবিরোধং জৈমিনিঃ ॥ ১।২।২৯ ॥

[পদচ্ছেদঃ—সাক্ষাৎ অপি (সাক্ষাৎ সম্বন্ধেও) অবিরোধং (বিরোধাভাব) জৈমিনিঃ (জৈমিনিনামক আচার্য্য) [বলিয়া থাকেন।]

[সরলার্থঃ—বিশ্বেষাং নরাণাং নেতৃত্বাৎ বৈশ্বানর-শব্দো যথা ব্রহ্মণি বর্ত্ততে, তথা অগ্রনয়নাৎ অগ্নিশব্দস্যাপি সাক্ষাৎ—অব্যবধানেন বাচকতয়া পরমাত্মনি বৃত্তৌ অবিরোধং বিরোধাভাবং জৈমিনিঃ আচার্য্যঃ মন্যতে ইতিশেষঃ ॥
সমস্ত নরের (জীবের) নেতা বলিয়া বৈশ্বানর শব্দ যেমন পরমাত্মার বোধক হয়, তেমনি অগ্রনয়ন অর্থাৎ উৎকর্ষ বা ফল সম্পাদন গুণ থাকায় অগ্নি শব্দও যে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই পরমাত্মার বোধক হইবে, ইহাতে জৈমিনি আচার্য্য কোন প্রকার বিরোধ মনে করেন না ॥ ১ । ২ । ২৯ ॥]

বৈশ্বানর-সমানাধিকরণস্যাগ্নি-শব্দস্য জাঠরাগ্নিশরীরতয়া তদ্বিশিষ্টস্য পরমাত্মনো বাচকত্বং, তথৈব পরমাত্মন উপাস্যত্বং চোক্তম্। জৈমিনিস্ত্বাচার্য্যো বৈশ্বানর-শব্দবদগ্নি-শব্দস্যাপি পরমাত্মন এব সাক্ষাৎ—অব্যবধানেন বাচকত্বে ন কশ্চিদ্বিরোধ ইতি মন্যতে।

উক্ত হেতুবশতই দেবতা এবং তৃতীয় মহাভূত অগ্নিরও বৈশ্বানরত্ব সম্ভাবনা নাই ॥১॥২॥২৮॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্রে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, অগ্নি শব্দটী বৈশ্বানর শব্দের সহিত অভেদ ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইলেও, জাঠরাগ্নিও যখন পরমাত্মার শরীর, তখন তদ্বিশিষ্ট পরমাত্মার বাচক হইতে পারে, এবং ঐরূপেই পরমাত্মার উপাসনা করিতে হইবে। কিন্তু জৈমিনি আচার্য্য মনে করেন যে, বৈশ্বানর শব্দের ন্যায় অগ্নিশব্দেরও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রহ্মবাচকতায়ও অর্থাৎ ঐরূপ অর্থের কোন প্রকার বিরোধ নাই।

এতদুক্তং ভবতি—যথা বৈশ্বানর-শব্দঃ সাধারণোঽপি পরমাত্মাসাধারণ-ধর্ম্মবিশেষিতো বিশ্বেষাং নরাণাং নেতৃত্বাদিনা গুণেন পরমাত্মানমেবাভি-দধাতীতি নিশ্চীয়তে, এবমগ্নি-শব্দোঽপ্যগ্র-নয়নাদিনা যেনৈব গুণেন যোগাৎ জ্বলনে বর্ত্ততে, তস্যৈব গুণস্য নিরুপাধিকস্য কাষ্ঠাগতস্য পরমাত্মনি সম্ভবাদস্মিন্ প্রকরণে পরমাত্মাসাধারণধর্ম্মবিশেষিতঃ পরমাত্মানমেবাভি-ধত্ত ইতি ॥ ১।২।২৯ ॥

"যস্ত্বেতমেবং প্রাদেশমাত্রমভিবিমানম্" ইত্যপরিচ্ছিন্নস্য পরস্য ব্রহ্মণো দ্যুপ্রভৃতি-পৃথিব্যন্তপ্রদেশসম্বন্ধিন্যা মাত্রয়া পরিচ্ছিন্নত্বং কথমুপপদ্যতে ? তত্রাহ—

অভিব্যক্তেরিত্যাশ্মরথ্যঃ ॥ ১।২।৩০ ॥

[পদচ্ছেদঃ—অভিব্যক্তেঃ (অভিব্যক্তি হেতু), ইতি (ইহা) আশ্মরথ্যঃ (আশ্মরথ্যনামক আচার্য্য) [মনে করেন ।]

[সরলার্থঃ—"যস্ত এতমেবং প্রাদেশমাত্রমভিবিমানং" ইত্যাদৌ যৎ অনবচ্ছিন্নস্যাপি পরমাত্মনঃ প্রাদেশমাত্রত্বেন গ্রহণম্, তৎ প্রাদেশপরিমিত-হৃদয়দেশে অভিব্যক্তিনিমিত্তম্ ; অভিব্যজ্যতে হি পরমাত্মা প্রাদেশপরিমিতে হৃদয়দেশে উপাসকানাং কৃতে, ইতি আশ্মরথ্য আচার্য্যো মন্যতে।

পরমাত্মা স্বরূপতঃ অনবচ্ছিন্ন (অপরিমিত) হইলেও উপাসকগণের হৃদয়প্রদেশেই অভিব্যক্ত (প্রকাশিত) হন। হৃদয়ের পরিমাণ একপ্রাদেশ ; সুতরাং শ্রুতিতে তদভিব্যক্ত পরমাত্মাকেও প্রাদেশমাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; ইহা আশ্মরথ্যনামক আচার্য্যের মত ॥১॥২॥৩০॥]

ইহাই বলা হইতেছে যে,—'বৈশ্বানর' শব্দটী সাধারণ বা অবিশেষিত হইলেও যেমন পরমাত্মার অসাধারণ বা বিশেষ গুণ দ্বারা বিশেষিত হইয়া—নিখিল নরের (জীবের) নেতৃত্ব-গুণে পরমাত্মার বাচক বলিয়া অবধারিত হইতেছে; তেমনি 'অগ্নি'শব্দও অগ্রে লইয়া যাওয়া প্রভৃতি গুণের সম্বন্ধানুসারে অগ্নির বোধক হইয়া থাকে। নিরুপাধিক বা স্বভাবসিদ্ধ সেই গুণই পরমাত্মাতে সর্ব্বাধিক উৎকর্ষ প্রাপ্ত হওয়ায় এই প্রকরণেও পরমাত্মার অসাধারণ অপরাপর গুণ দ্বারা বিশেষিত হইয়া পরমাত্মারই অভিধায়ক হইতেছে ॥ ১ । ২ । ২৯ ॥

[ভাল, পরব্রহ্মই যদি বৈশ্বানর হইলেন, তাহা হইলে] 'যে লোক এই প্রাদেশমাত্র অথচ অপরিমিত', এই শ্রুতিকথিত অপরিচ্ছন্ন পরব্রহ্মের দ্যুলোকাদি পৃথিবীপর্য্যন্ত প্রদেশ-বিশেষগত মাত্রা বা পরিমাণ দ্বারা পরিচ্ছিন্নতা প্রতিপাদিত হয় কি প্রকারে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—"অভিব্যক্তেঃ" ইত্যাদি।

উপাসকাভিব্যক্ত্যর্থং প্রাদেশমাত্রত্বং পরমাত্মন ইত্যাশ্মরথ্য আচার্য্যো মন্যতে। "দ্যৌর্মূর্দ্ধা, আদিত্যশ্চক্ষুঃ, বায়ুঃ প্রাণঃ, আকাশো মধ্যকায়ঃ, আপো বস্তিঃ, পৃথিবী পাদৌ" ইতি দ্যুপ্রভৃতিপ্রদেশসম্বন্ধিন্যা মাত্রয়া পরিচ্ছিন্নত্বং কৃৎস্নমিদম্ (*) অভিব্যাপ্তবতো বিগতমানস্য হ্যভিব্যক্তেরেব হেতোর্ভবতি ॥ ১।২।৩০ ॥

মূর্দ্ধপ্রভৃত্যবয়ববিশেষৈঃ পুরুষবিধত্বং পরস্য ব্রহ্মণঃ কিমর্থম্? ইতি চেৎ; তত্রাহ—

অনুস্মৃতের্বাদরিঃ ॥ ১।২।৩১ ॥

[পদচ্ছেদঃ—অনুস্মৃতেঃ (অনুগত উপলব্ধি স্থান বলিয়া), ইতি (ইহা) বাদরিঃ (বাদরিনামক আচার্য্য) [মনে করেন।]

[সরলার্থঃ—অনবচ্ছিন্নস্যাপি পরমাত্মনঃ অনুস্মৃতেঃ, অনুস্মৃতিঃ উপাসনং, তন্নিমিত্তমিত্যর্থঃ; দ্যু-মূর্দ্ধত্বাদি-কল্পনম্, ইতি বাদরিঃ আচার্য্যঃ মন্যতে।

বাদরিনামক আচার্য্য মনে করেন যে, উপাসনার নিমিত্তই অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মকেও পূর্ব্বোক্ত দ্যু-মূর্দ্ধত্বাদিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। ১। ২। ৩১ ॥]

তথোপাসনার্থমিতি বাদরিরাচার্য্যো মন্যতে। "যস্ত্বেতমেবমভিবিমানমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে, স সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বেষ্বাত্মস্বন্নমত্তি" ইতি ব্রহ্মপ্রাপ্তয়ে হ্যুপাসনমুপদিশ্যতে। এতমেবমিতি—উক্ত-

---

আশ্মরথ্যনামক আচার্য্য মনে করেন যে, [উপাসনাকালে পরমাত্মা] উপাসকদিগের নিকট অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন; এই কারণেই তাঁহার প্রাদেশ-মাত্র পরিমাণ [কথিত হইয়াছে]। আর 'দ্যুলোক যাহার মস্তক, আদিত্য যাহার চক্ষু, বায়ু যাহার প্রাণ, আকাশ যাহার দেহমধ্য, জল যাহার বস্তি (মূত্রাশয়), পৃথিবী যাহার পাদ,' ইত্যাদি প্রকারে দ্যুলোক প্রভৃতি প্রদেশগত পরিমাণ দ্বারা যে, সর্ব্বব্যাপী অপরিমেয় পরমাত্মার পরিচ্ছিন্নতা উক্ত হইয়াছে, [ঐ সমস্ত প্রদেশে] অভিব্যক্তিই তাহার হেতু। ১। ২ ॥ ৩০ ॥

যদি বল, তাহা হইলে শিরঃ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ অবয়ব-যোগে পরব্রহ্মকে পুরুষাকারে কল্পনাকরার প্রয়োজন কি? তদুত্তরে বলা হইতেছে—"অনুস্মৃতেঃ" ইত্যাদি।

বাদরিনামক আচার্য্য মনে করেন যে, পরব্রহ্মের ঐ প্রকারে উপাসনার্থই [পুরুষাকার কল্পিত হইয়াছে]। কেনমা, 'যে লোক সর্ব্বতোভাবে অপরিমিত এই বৈশ্বানর আত্মাকে উক্তপ্রকার পুরুষাকারে উপাসনা করে, সে লোক সমস্ত লোকে, সমস্ত ভূতে, সমস্ত আত্মাতে (দেহে) অন্নভোগ করে', এই শ্রুতি উক্তপ্রকার উপাসনাকেই ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় বলিয়া উপদেশ

(*) কৃৎস্নমভিব্যাপ্ত' ইতি (খ) পাঠঃ।

প্রকারেণ পুরুষাকারমিত্যর্থঃ। সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বেষ্বাত্মসু বর্ত্তমানং যদন্নং ভোগ্যং, তদত্তি—সর্ব্বত্র বর্ত্তমানং স্বত এবানবধিকাতিশয়ানন্দং ব্রহ্ম অনুভবতি। যত্তু সর্ব্বৈঃ কর্ম্মবশ্যৈরাত্মভিঃ প্রত্যেকমনন্যসাধারণমন্নং ভুজ্যতে, তন্মুমুক্ষুভিস্ত্যাজ্যত্বাদিহ ন গৃহ্যতে॥ ১।২।৩১॥

যদি পরমাত্মা বৈশ্বানরঃ, কথং তর্হি উরঃপ্রভৃতীনাং বেদ্যাদিত্বোপদেশঃ? যাবতা জাঠরাগ্নিপরিগ্রহ এবৈতদুপপদ্যত ইতি। অত্রাহ—

সম্পত্তেরিতি জৈমিনিস্তথা হি দর্শয়তি॥ ১।২।৩২॥

[পদচ্ছেদঃ—সম্পত্তেঃ ('সম্পৎ উপাসনার জন্য) [ঐরূপ অর্থ,] ইতি (ইহা) (জৈমিনি আচার্য্য) [মনে করেন]।

[সরলার্থঃ—"উর এব বেদিলোমানি বর্হিঃ, হৃদয়ং গার্হপত্যঃ" ইত্যাদিনা উপাসকস্য উর আদীনাং বেদ্যাদিভাব-কল্পনং বিদ্যাঙ্গভূতায়াঃ প্রাণাহুতেঃ অগ্নিহোত্রত্বসম্পাদনার্থম্, ইতি জৈমিনিরাচার্য্যঃ মন্যতে। তথাহি শ্রুতিরপি এতৎ দর্শয়তি—"য এতদেবং বিদ্বান্ অগ্নিহোত্রং জুহোতি" ইত্যাদ্যা।

জৈমিনি আচার্য্য মনে করেন যে, বক্ষঃস্থলই বেদি, লোমই বর্হিঃ, হৃদয়ই গার্হপত্য অগ্নি' ইত্যাদি বাক্যে প্রাণাহুতির অগ্নিহোত্রত্ব সম্পাদনার্থ ই উপাসকের বক্ষঃপ্রভৃতিকে বেদিপ্রভৃতিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। 'যে লোক ইহাকে এইরূপে জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করে' ইত্যাদি শ্রুতিও এইরূপ অর্থ ই প্রদর্শন করিতেছে॥ ১। ২। ৩২॥]

অস্য পরমাত্মন এব বৈশ্বানরস্য দ্যুপ্রভৃতি-পৃথিব্যন্তশরীরস্য সমারাধনভূতায়া উপাসকৈরহরহঃ ক্রিয়মাণায়াঃ প্রাণাহুতেরগ্নিহোত্রত্ব-সম্পাদনায়

করিয়াছেন। 'এতম্ এবম্' অর্থ—উক্তপ্রকার পুরুষাকারকে। সর্ব্বলোকে, সর্ব্বভূতে ও সর্ব্ব আত্মায় বর্ত্তমান যে অন্ন অর্থাৎ ভোগ্য, তাহা ভোগ করেন,—সর্ব্বত্রাবস্থিত, নিরতিশয় ও অসীম আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে অনুভব করিয়াথাকেন। কর্ম্মাধীন আত্মগণকর্ত্তৃক সর্ব্বত্র অনন্যসাধারণ (অর্থাৎ যাহা অপরের নাই, এমন) যে অন্ন উপভুক্ত হইয়া থাকে, এখানে তাহার গ্রহণ হইতে পারে না; কারণ, মুমুক্ষুগণের পক্ষে তাহা পরিত্যাজ্য॥ ১। ২। ৩১॥

ভাল, যদি পরমাত্মাই বৈশ্বানর হন, তাহা হইলে উরঃপ্রভৃতি অবয়বের বেদিপ্রভৃতিরূপে উপদেশ কেন? বরং জঠরাগ্নির পক্ষেই ঐ সমস্ত উপদেশ সুসঙ্গত হইতে পারে। তদুত্তরে বলিতেছেন—"সম্পত্তেঃ" ইত্যাদি।

জৈমিনি আচার্য্য মনে করেন যে, দ্যুলোক হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত যাঁহার শরীর, উপাসকগণ বৈশ্বানরসংজ্ঞক সেই পরমাত্মারই প্রত্যহ যে প্রাণাহুতিরূপে উপাসনা করিয়া থাকে, সেই

অয়ম্ উরঃপ্রভৃতীনাং বেদিত্বাদ্যুপদেশ ইতি জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে। তথা হি—পরমাত্মোপাসনোচিতমেব ফলং প্রাণাহুত্যা অগ্নিহোত্রসম্পত্তিং চ দর্শয়তীয়ং শ্রুতিঃ (*) "স য ইদমবিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি, যথাঙ্গারানপোহ্য ভস্মনি জুহুয়াৎ, তাদৃক্ তৎ স্যাৎ। অথ য এতদেবং বিদ্বান্ অগ্নিহোত্রং জুহোতি, তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বেষ্বাত্মসু হুতং ভবতি, তদ্‌যথেষীকতূলমগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েত এবং হাস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে" [ছান্দো০ ৫।২৪।১] ইতি ॥ ১।২।৩২ ॥

আমনন্তি চৈনমস্মিন্ ॥১।২॥৩৩॥

[পদচ্ছেদঃ—আমনন্তি (বলিয়া থাকেন), চ (ও), এনং (ইহাকে—আত্মাকে) অস্মিন্ (উপাসকের শরীরমধ্যে)।]

[সরলার্থঃ—অস্মিন্ উপাসক-শরীরে এনং পরমাত্মানং উপাস্যত্বেন আমনন্তি কথয়ন্তি চ শ্রুতয়ঃ—"তস্য হ বা এতস্য * * * মূর্দ্ধৈব সুতেজাঃ" ইত্যাদ্যাঃ।

'এই উপাসকের মস্তকই পরমাত্মার মস্তক' ইত্যাদি শ্রুতিও পরমাত্মাকে এই উপাসকের দেহমধ্যে অবস্থিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ১। ১। ৩৩ ॥]

আরাধনারূপ প্রাণাহুতির 'অগ্নিহোত্র'ত্ব সম্পাদনের নিমিত্তই উরঃপ্রভৃতি অবয়বের বেদিপ্রভৃতি-রূপে উপদেশ করা হইয়াছে (†)। দেখ, 'যে লোক ইহা না জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করে; তাহার সেই হোম জ্বলৎ অঙ্গার পরিত্যাগ করিয়া ভস্মে আহুতির সমান হয়। পক্ষান্তরে, যে লোক উক্তপ্রকার তত্ত্ব অবগত হইয়া অগ্নিহোত্র হোম করে; সমস্ত লোকে, সমস্ত ভূতে ও সমস্ত আত্মায়ই তাহার সেই হোমকরা হয়। ঈষীকার (শরতৃণের) তুলা যেমন অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইবামাত্র দগ্ধ হইয়া যায়, তেমনি তাহারও সমস্ত পাপ ভস্মীভূত হইয়া যায়।' এই শ্রুতিও পরমাত্মোপাসনার উপযুক্ত ফল এবং প্রাণাহুতির অগ্নিহোত্রত্ব সম্পাদনই প্রদর্শন করিতেছেন ॥ ১। ২। ৩২ ॥

(*) দর্শয়তি শ্রুতিরিয়ং' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—'অগ্নিহোত্র' একপ্রকার যজ্ঞ; প্রত্যহ তাহার অনুষ্ঠান করিতে হয়; কিন্তু জ্ঞানীর পক্ষে দ্রব্যময় যজ্ঞের বিশেষ প্রয়োজন হয় না; উপাসনারই বিশেষ আবশ্যক। তাই তাহারা বেদবিহিত যজ্ঞকে জ্ঞানাকারে পরিণত করিয়া তাহারই উপাসনা করিয়া থাকেন; এইরূপই শ্রৌত বিধান রহিয়াছে। 'সম্পৎ' একপ্রকার উপাসনা; একের উৎকৃষ্ট গুণ লইয়া অপরকে তদ্রূপে উপাসনা করা। 'প্রাণাহুতি' অর্থ—আমরা প্রত্যহ যে, আহার করিয়া থাকি, তাহা দ্বারা প্রাণের পরিতৃপ্তি সাধন করা হয়, এই প্রাত্যহিক আহারকেই 'প্রাণাহুতি' বলা হইয়া থাকে। এই জন্যই ছান্দোগ্যোপনিষদে ক্ষুধা ও তৃষ্ণাকে প্রাণের ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আলোচ্য স্থলে উপাসক ঘৃত প্রভৃতি দ্রব্য-সাধ্য 'অগ্নিহোত্র' যজ্ঞ না করিয়া উক্ত প্রাণাহুতিকেই অগ্নিহোত্র-রূপে চিন্তা করিবে; সুতরাং অগ্নিহোত্র-যজ্ঞীয় বেদি ও কুশ প্রভৃতিরও চিন্তা করা আবশ্যক হয়; তাই তাহাকে প্রাণাহুতির অগ্নিহোত্রত্ব এবং উরঃ (বক্ষঃস্থল) প্রভৃতি অবয়বসমূহের যজ্ঞীয় বেদিপ্রভৃতি রূপত্ব সম্পাদন করিয়া লইতে হয়; এইজন্য এই জাতীয় উপাসনাকে 'সম্পৎ'উপাসনা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে।

এনং পরমপুরুষং দ্যুমূর্ধত্বাদিবিশিষ্টং বৈশ্বানরমস্মিন্ উপাসক-শরীরে প্রাণাহুত্যাধারত্বায় আমনন্তি চ "তস্য হ বা এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজাঃ" [ছান্দো০ ৫।১৮।২] ইত্যাদিনা। অয়মর্থঃ—"যস্ত্বেতমেবং প্রাদেশমাত্রমভিবিমানমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে" ইতি ত্রৈলোক্যশরীরস্য পরমাত্মনো বৈশ্বানরস্যোপাসনং বিধায় "সর্ব্বেষু লোকেষু" ইত্যাদিনা ব্রহ্মপ্রাপ্তিং চ ফলমুপদিশ্য অস্যৈবোপাসনস্যাঙ্গভূতং প্রাণাগ্নিহোত্রং "তস্য হ বা এতস্য" ইত্যাদিনোপদিশতি; যঃ পূর্ব্বমুপাস্যতয়োপদিষ্টো বৈশ্বানরঃ, তস্যাবয়বভূতানগ্ন্যাদিত্যাদীন্ সুতেজোবিশ্বরূপাদিনামধেয়ান্ উপাসক-শরীরে মূর্ধাদি-পাদান্তেষু সম্পাদয়তি। মূর্দ্ধৈব সুতেজাঃ—উপাসকস্য মূর্দ্ধৈব পরমাত্ম-মূর্ধভূতা দ্যৌরিত্যর্থঃ। চক্ষুর্ব্বিশ্বরূপঃ—আদিত্য ইত্যর্থঃ। প্রাণঃ পৃথগ্‌বর্ত্মা—বায়ুরিত্যর্থঃ। সন্দেহো বহুলঃ—উপাসকস্য মধ্যকায় এব পরমাত্ম-মধ্যকায়ভূত আকাশ ইত্যর্থঃ। বস্তিরেব রয়িঃ—অস্য বস্তিরেব তদবয়বভূতা আপ ইত্যর্থঃ (*)। পৃথিব্যেব পাদৌ—অস্য পাদাবেব তৎপাদভূতা পৃথিবীত্যর্থঃ। এবমুপাসকঃ স্বশরীর এব পরমাত্মানং

'সুতেজাঃ দ্যুলোকই সেই এই বৈশ্বানর আত্মার মস্তক', ইত্যাদি শ্রুতিও দ্যুলোকাদিরূপ মস্তকাদি-বিশেষণে বিশেষিত সেই এই পরমপুরুষ বৈশ্বানরকে এই উপাসক-শরীরে প্রাণাহুতির অধিকরণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। অভিপ্রায় এই যে, 'যে লোক এই সর্ব্বব্যাপী বৈশ্বানর আত্মাকে প্রাদেশমাত্র-পরিমিতভাবে উপাসনা করে,' এই শ্রুতিতে ত্রৈলোক্য-শরীরধারী বৈশ্বানর পরমাত্মার উপাসনা উপদেশ করিয়া "সর্ব্বেষু লোকেষু" ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ উপাসনা-ফলের উল্লেখ করিয়া "তস্য হ বা এতস্য" ইত্যাদি বাক্যে আবার সেই উপাসনারই অঙ্গরূপে প্রাণাগ্নিহোত্র-ক্রিয়ার উপদেশ করিতেছেন। [এইরূপে] পূর্ব্বে যে বৈশ্বানর উপাস্যরূপে উপদিষ্ট হইয়াছেন, তাহারই অবয়বস্থানীয় সুতেজাঃ ও বিশ্বরূপাদিনামক অগ্নি ও আদিত্য প্রভৃতিকে উপাসকদেহে মস্তক হইতে পদ পর্য্যন্ত অবয়বসমূহরূপে সম্পাদন করিতেছেন; অর্থাৎ বৈশ্বানরের দ্যুলোকাদি অবয়বগুলিকে উপাসকের অবয়বরূপে কল্পনা করিতেছেন।

"মূর্দ্ধৈব সুতেজাঃ"—অর্থ—উপাসকের মস্তকই পরমাত্মার মস্তকস্থানীয় দ্যুলোক। "চক্ষুঃ বিশ্বরূপঃ" অর্থ—[উপাসকের] চক্ষুই [পরমাত্মার চক্ষুস্থানীয়] আদিত্য। "প্রাণঃ পৃথগ্বর্ত্মা" অর্থ—[উপাসকের প্রাণই পরমাত্মার প্রাণস্থানীয়] বায়ু। "সংদেহঃ বহুলং" অর্থ—উপাসকের দেহমধ্যই পরমাত্মার দেহমধ্যভূত আকাশ। 'পৃথিবীই পাদদ্বয়' অর্থ—এই উপাসকের পাদদ্বয়ই

(*) 'বস্তিরেব' ইত্যাদিঃ "ইত্যর্থঃ" ইত্যন্তঃ পাঠঃ 'ঘ' পুস্তকে নোপলভ্যতে।

ত্রৈলোক্যশরীরং বৈশ্বানরং সন্নিহিতমনুসংধায় স্বকীয়ানি উরোলোমহৃদয়-মন-আস্যানি প্রাণাহুত্যাধারস্য পরমাত্মনো বৈশ্বানরস্য বেদি-বর্হির্গার্হপত্যা-ম্বাহার্যপচনাহবনীয়ান্ অগ্নিহোত্রোপকরণভূতান্ পরিকল্প্য প্রাণাহুতেশ্চাগ্নি-হোত্রত্বং পরিকল্প্য এবংবিধেন প্রাণাগ্নিহোত্রেণ পরমাত্মানং বৈশ্বানর-মারাধয়েদিতি "উর এব বেদিঃ, লোমানি বর্হিঃ, হৃদয়ং গার্হপত্যঃ", ইত্যাদিনোপদিশ্যতে। অতঃ পরমাত্মা পুরুষোত্তম এব বৈশ্বানর ইতি সিদ্ধম্ ॥ ১।২।৩৩॥ [সমাপ্তং ষষ্ঠং বৈশ্বানরাধিকরণম্ ॥]

ইতি শ্রীভগবদ্‌রামানুজবিরচিতে শারীরকমীমাংসা-ভাষ্যে প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ২ ॥

তাঁহার পাদদ্বয়স্থানীয় পৃথিবী। উপাসক এইরূপে ত্রৈলোক্যশরীর বৈশ্বানর পরমাত্মাকে স্বশরীরেই সন্নিহিতভাবে অনুসন্ধান করিয়া—স্বীয় বক্ষঃ, লোম, হৃদয়, মন প্রভৃতিকে প্রাণাহুতির অধিকরণস্থানীয় বৈশ্বানর পরমাত্মার বেদি, বর্হিঃ, গার্হপত্য, আহবনীয় ও অন্বাহার্য্য-পচনরূপে (দক্ষিণাগ্নিরূপে) অগ্নিহোত্র-যজ্ঞীয় উপকরণরূপে পরিকল্পনা করিয়া এবং প্রাণাহুতিরও অগ্নিহোত্রত্ব কল্পনা করিয়া উক্তপ্রকার প্রাণাহুতি দ্বারা বৈশ্বানর পরমাত্মার আরাধনা করিবে, ইহাই 'বক্ষই বেদি, লোমসমূহই বর্হিঃ (কুশ), এবং হৃদয়ই গার্হপত্য অগ্নি' ইত্যাদি বাক্যে উপদিষ্ট হইতেছে। অতএব পুরুষোত্তম পরমাত্মাই যে বৈশ্বানর, ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ১। ২। ৩৩ ॥ [ষষ্ঠ 'বৈশ্বানরাধিকরণ' সমাপ্ত।]

ইতি শ্রীরামানুজাচার্য্যবিরচিত শ্রীভাষ্যের প্রথমাধ্যায়ে
দ্বিতীয় পাদের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

[প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়ঃ পাদ আরভ্যতে—]

দ্যুভ্বাদ্যধিকরণম্] **দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ ॥ ১৷৩৷১ ॥**

[পদচ্ছেদঃ—দ্যুভ্বাদ্যায়তনং (দ্যুলোক ও ভূলোক প্রভৃতির আশ্রয়) [ব্রহ্ম], স্বশব্দাৎ (যেহেতু তদ্বোধক শব্দ রহিয়াছে)।]

[সরলার্থ :—"যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চ অন্তরীক্ষম্", ইত্যত্র দ্যুভ্বাদীনাম্ আয়তনত্বেন শ্রূয়মাণঃ কিং জীবঃ ? অথবা পরমাত্মা ? ইতি সংশয়ঃ। তত্রোচ্যতে—পরমাত্মৈব অত্র দ্যু-পৃথিব্যাদীনাম্ আয়তনং ভবিতুমর্হতি, নতু জীবঃ। কস্মাৎ ? স্বশব্দাৎ—"তমেব একং জানথ আত্মানম্" ইত্যাত্ম-শব্দশ্রবণাৎ; অবিশেষেণ হি শ্রূয়মাণ আত্মশব্দঃ পরমাত্মানমেব অবগময়তি, নতু জীবমিত্যাশয়ঃ।

'দ্যুলোক, পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ যাহাতে অবস্থিত' ইত্যাদি বাক্যে দ্যুলোকাদির অধিকরণ-রূপে শ্রূয়মাণ পদার্থটি কি জীব ? অথবা পরমাত্মা ? [উত্তর—] দ্যুলোকাদির আশ্রয় পদার্থটি পরমাত্মাই বটে, জীব নহে। কারণ ? এই শ্রুতিরই শেষাংশে 'একমাত্র সেই আত্মাকেই জান' এইরূপ 'আত্ম'-শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে। বিশেষ কোন কারণ না থাকিলে 'আত্মা' শব্দে সাধারণতঃ পরমাত্মাকেই বুঝাইয়া থাকে ॥ ১। ৩। ১ ॥]

আথর্ব্বণিকা অধীয়তে "যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ। তমেবৈকং জানথাত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ, অমৃতস্যৈষ সেতুঃ" [মুণ্ড০২৷২৷৫,৬] ইতি। তত্র সংশয়ঃ—কিময়ং দ্যুপৃথিব্যাদীনামায়-তনত্বেন শ্রূয়মাণো জীবঃ ? উত পরমাত্মা ? ইতি। কিং যুক্তং ? জীব ইতি। কুতঃ ? "অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাড্যঃ, স এষোঽন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ" ইতি পরস্মিন্ শ্লোকে পূর্ব্ববাক্যপ্রস্তুতং দ্যুপৃথিব্যা-দ্যায়তনং 'যত্র' ইতি পুনরপি সপ্তম্যন্তেন পরামৃশ্য তস্য নাড্যাধারত্বমুক্তং,

---

অথর্ব্ববেদীয়গণ পাঠ করিয়া থাকেন যে, 'দ্যুলোক (স্বর্গ), পৃথিবী, অন্তরিক্ষ এবং সমস্ত নামের সহিত (বাচক শব্দের সহিত) মনঃ যাহাতে আশ্রিত রহিয়াছে; একমাত্র সেই আত্মাকেই অবগত হও, অপর সমস্ত উপদেশ বাক্য ত্যাগ কর; কারণ, তিনিই অমৃত বা মোক্ষলাভের সেতুস্বরূপ।' এখানে সংশয় এই যে, এখানে দ্যুলোক প্রভৃতির আয়তন বা আশ্রয়রূপে শ্রূয়মাণ পদার্থটি কি জীব ? অথবা পরমাত্মা ? কোন্‌টি যুক্তিযুক্ত ? জীবই। কারণ ? 'রথ-নাভিতে অর (শলাকা) সমূহের ন্যায় সমস্ত নাড়ী যাহাতে সংহত বা একত্রিত আছে, তাহাই বহুরূপে প্রকাশিত হইয়া অভ্যন্তরে অবস্থান করিতেছে।' এই পরবর্ত্তী শ্লোকে পূর্ব্বোক্ত দ্যু-ভূ প্রভৃতির আয়তনকেই আবার "যত্র" (যাহাতে) এইরূপে সপ্তমীবিভক্তি দ্বারা নির্দ্দেশপূর্ব্বক নাড়ীর

পুনরপি "স এষোঽন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ" ইতি তস্য বহুধা জায়মানত্ব-ঞ্চোচ্যতে ; নাড়ীসম্বন্ধো দেবাদিরূপেণ বহুধা জায়মানত্বঞ্চ জীবস্যৈব ধর্ম্মঃ। অস্মিন্নপি শ্লোকে "ওতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ" ইতি প্রাণপঞ্চকস্য মনসশ্চাশ্রয়ত্বমুচ্যমানং জীবধর্ম্ম এব। এবং জীবত্বে নিশ্চিতে সতি দ্যুপৃথিব্যাদ্যায়তনত্বাদিকং যথাকথঞ্চিৎ সঙ্গময়িতব্যমিতি। এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে —"দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ"।

[সিদ্ধান্তঃ—]

দ্যুপৃথিব্যাদীনামায়তনং পরং ব্রহ্ম ; কুতঃ ? স্বশব্দাৎ—পরব্রহ্মাসাধারণ-শব্দাৎ। "অমৃতস্যৈষ সেতুঃ" ইতি পরস্য ব্রহ্মণোঽসাধারণঃ শব্দঃ। "তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি। নান্যঃ পন্থা অয়নায় বিদ্যতে" [পুরুষ সূ° ২] ইতি সর্ব্বত্রোপনিষৎসু স এবামৃতত্বপ্রাপ্তিহেতুঃ (*) শ্রূয়তে। সিনো-

---

আশ্রয়রূপে উল্লেখ করিয়া পুনশ্চ "বহুধা জায়মানঃ" বাক্যে তাহারই বহুপ্রকারে প্রকাশন নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই যে নাড়ীর সহিত সম্বন্ধ এবং দেবাদি ভেদে বহুপ্রকারে জন্মধারণ, তাহা জীবেরই ধর্ম্ম বা স্বভাব, (পরমাত্মার নহে)। আর এখানেও যে, "ওতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ" এইরূপে মন ও প্রাণের আশ্রয়ত্ব কথিত হইতেছে, তাহাও জীবেরই ধর্ম্ম, (পরমাত্মার নহে)। এইরূপে যদি জীবত্বই নিশ্চিত হইল, তাহা হইলে দ্যুলোকাদির আশ্রয়ত্ব প্রভৃতি কথাগুলিকেও যে-কোনরূপে এতদনুযায়ী করিয়া লইতেই হইবে। এইরূপ সিদ্ধান্ত-সম্ভাবনায় আমরা বলিতেছি—"দ্যুভ্বাদ্যায়তনম্" ইত্যাদি। (†)

পরব্রহ্মই দ্যুলোক ও ভূলোক প্রভৃতির আয়তন বা আশ্রয় ; কারণ কি ?– স্বশব্দই কারণ, অর্থাৎ যেহেতু পরব্রহ্ম-বোধোপযোগী শব্দ ('অমৃত'শব্দ) রহিয়াছে।

সিদ্ধান্ত।

'তিনিই অমৃতলাভের সেতুস্বরূপ', এটি পরব্রহ্মের অসাধারণ (এক-মাত্র বোধক) শব্দ, অর্থাৎ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কেহই অমৃতের সেতু হইতে পারে না। 'তাঁহাকে এইরূপে জানিলে ইহলোকেই অমৃত (মুক্ত) হইয়া থাকে। গমনের আর অপর পথ নাই;' এইরূপে সমস্ত উপনিষদে পরব্রহ্মই অমৃতপ্রাপ্তির হেতু বলিয়া পরিশ্রুত হইয়া থাকেন। 'সিঞ্'

(*) হেতুশ্চ' ইতি (ক) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণটির নাম 'দ্যুভ্বাদ্যধিকরণ'। ইহার রচনাপ্রণালী এইরূপ—(১) বিষয়-বাক্য—"যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী" ইত্যাদি। (২) সংশয়—এখানে যাহাকে দ্যুলোক ও ভূলোক প্রভৃতির আশ্রয় বলা হইয়াছে, তাহা কি জীব ? না—পরমাত্মা ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—মনপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় বলায় ইন্দ্রিয়াধীশ্বর জীবই দ্যুভূপ্রভৃতির অধিকরণ। (৪) উত্তর—না—জীব দ্যুভূপ্রভৃতির আশ্রয় হইতে পারে না ; কারণ, জীবের সম্বন্ধে নির্ব্বিশেষ 'আত্মা', 'অমৃত' ও 'সেতু' শব্দের প্রয়োগ করা সঙ্গত হয় না, পরন্ত পরমাত্মার পক্ষেই সঙ্গত হয়। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—ঐরূপেই পরব্রহ্মের উপাসনা করা এবং তাহা হইতেই মুক্তিলাভ করা।

তেশ্চ বন্ধনার্থত্বাৎ সেতুঃ অমৃতস্য প্রাপক ইত্যর্থঃ। সেতুরিব বা সেতুঃ, নদ্যাদিষু সেতুর্হি কূলস্য প্রতিলম্ভকঃ, সংসারার্ণব-পারভূতস্যামৃতস্যৈষ-প্রতিলম্ভক ইত্যর্থঃ। আত্ম-শব্দশ্চ নিরুপাধিকঃ পরস্মিন্ ব্রহ্মণি মুখ্যবৃত্তঃ; আপ্নোতীতি হ্যাত্মা; স্বেতরসমস্তস্য নিয়ন্তৃত্বেন ব্যাপ্তিস্তস্যৈব সম্ভবতি। অতঃ সোঽপি তস্যৈব শব্দঃ। "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্" ইত্যাদয়শ্চোপরিতনাঃ পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ শব্দাঃ। নাড্যাধারত্বং তস্যাপি সম্ভবতি, "সন্ততং শিরাভিস্তু (*) লম্বত্যা কোশসন্নিভম্" ইত্যারভ্য— "তস্যাঃ শিখায়া মধ্যে পরমাত্মা ব্যবস্থিতঃ" [মহানারা০ ১১।৯, ১৩] ইতি শ্রবণাৎ। "বহুধা জায়মানঃ" ইত্যপি পরস্মিন্ ব্রহ্মনি সঙ্গচ্ছতে। "অজায়মানো বহুধা বিজায়তে। তস্য ধীরাঃ পরিজানন্তি যোনিম্" ইতি

ধাতুর অর্থ বন্ধন; সুতরাং সেতু অর্থ—অমৃতপ্রাপ্তির উপায়; অথবা, সেতু অর্থ—সেতুর ন্যায়; নদী প্রভৃতির সেতু যেরূপ পরপার লাভ করাইয়া দেয়, তদ্রূপ তিনিও সংসার-সাগরের পারস্বরূপ মোক্ষলাভ সম্পাদন করিয়া দেন। আর অবিশেষে প্রযুক্ত আত্মশব্দের পরব্রহ্মই মুখ্য অর্থ। কেননা, 'আত্মা' অর্থ—[যিনি সমস্ত] প্রাপ্ত হন; স্বেতর সমস্ত পদার্থের যে, নিয়ন্তারূপে প্রাপ্তি, তাহাও তাঁহাতেই (পরব্রহ্মেই) সম্ভবপর। সুতরাং 'আত্ম' শব্দও তাহারই বাচক। আর ইহার পরেও 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ' ইত্যাদি যে সমস্ত শব্দ রহিয়াছে, সে সমুদয়ও পরব্রহ্মেরই বাচক। আর পরব্রহ্মের পক্ষেও নাড়ীর অভ্যন্তরে অবস্থিতি অসম্ভব হয় না। কারণ, 'হৃদয় স্থানটী পদ্মকলিকার ন্যায় শিরাসমূহ দ্বারা বেষ্টিত অর্থাৎ শিরা-আধারে লম্বমান আছে।' এই বাক্যারম্ভের পর 'সেই নাড়ীর অগ্রভাগমধ্যে পরমাত্মা অবস্থিত আছেন', এইরূপ কথাও শুনিতে পাওয়া যায় (†)। বহুরূপে জায়মানতাও (উৎপত্তিও) পরব্রহ্মে সঙ্গত হইতে পারে; কারণ, দেবতা প্রভৃতি জীবগণের অনায়াসে আশ্রয়যোগ্য হইবার জন্য পরম পুরুষ পরমেশ্বর যে স্বীয় স্বভাব পরিত্যাগ না করিয়াই স্বেচ্ছাবশে বিভিন্ন জাতীয় রূপ, আকৃতি, গুণ ও কর্ম্মসমন্বিত হইয়া বহুরূপে জন্ম পরিগ্রহ করেন; ইহা অন্যত্রও শ্রুতিতে অভিহিত হইয়াছে, 'তিনি জন্মহীন হইয়াও বহুরূপে জন্ম বা অভিব্যক্তি লাভ করেন। ধীর ব্যক্তিরা তাঁহার অভিব্যক্তির নিদান অবগত

(*) সততং তু 'শিরাভিস্তু' ইত্যুপনিষৎ-সম্মতঃ পাঠঃ। অস্যার্থস্তু—সততং নিরন্তরং শিরাভিঃ লম্বতি আ— আলম্বতি—আলম্বতে শিরাধারে অবলম্বতে ইত্যর্থঃ। অথবা, সতং শতচ্ছিদ্রং বংশচর্ম্মাদিনির্ম্মিতং পাত্রং যবনেষু প্রসিদ্ধম্, তস্য সতস্য তন্তব ইব আতানবিতানাত্মিকাঃ শিরাঃ, তাভিরুপলক্ষিতমিত্যর্থঃ। কোশসন্নিভং কদলী-পুষ্পসন্নিভমিত্যর্থঃ। ইতি শঙ্করানন্দ-'দীপিকা'।

(†) তাৎপর্য্য—অথর্ব্ববেদীয় 'মহানারায়ণ' নামক উপনিষদের একাদশ খণ্ডে ব্রহ্ম-নারায়ণের অবস্থিতি স্থান বলিয়া প্রথমতঃ নাভির উপরিভাগস্থিত হৃদয়ের নির্দ্দেশ করিয়াছেন; পরে বলিয়াছেন যে, শিরাসমষ্টি-বেষ্টিত সেই হৃদয়ের মধ্যে একটী ছিদ্র আছে, সেই ছিদ্রমধ্যে অবস্থিত অগ্নির যে উজ্জ্বল সূক্ষ্ম শিখা, সেই শিখার মধ্যে পরমাত্মা অবস্থিত আছেন। পরমাত্মার আশ্রয়ভূত হৃদয় যখন নাড়ীসমষ্টিতে আশ্রিত, তখন হৃদয়াশ্রিত পরমাত্মাকেও নাড়ী মধ্যে অবস্থিত—'নাড্যাধার' বলা অসঙ্গত হয় নাই।

দেবাদীনাং সমাশ্রয়ণীয়ত্বায় তত্তজ্জাতীয়রূপ-সংস্থান-গুণ-কর্ম্মসমন্বিতঃ স্বকীয়ং স্বভাবমজহদেব স্বেচ্ছয়া বহুধা বিজায়তে পরঃ পুরুষ ইত্যভিধানাৎ। স্মৃতিরপি—

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥" [গীতা০ ৪।৬] ইতি।

মনঃপ্রভৃতিজীবোপকরণাধারত্বং চ সর্ব্বাধারস্য পরস্যৈবোপপদ্যতে ॥১॥৩॥১॥

ইতশ্চ পরমপুরুষঃ—

মুক্তোপসৃপ্য-ব্যপদেশাচ্চ ॥১॥৩॥২॥

[পদচ্ছেদঃ—মুক্তোপসৃপ্য-ব্যপদেশাৎ (মুক্তপুরুষের প্রাপ্যরূপে নির্দ্দেশ হেতু), চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—"তদা বিদ্বান্ পুণ্য-পাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" ইত্যাদিশ্রুতিভিঃ পুণ্য-পাপবিনির্ম্মুক্তানাং মুক্তানাং উপসৃপ্যতয়া প্রাপ্যতয়া ব্যপদেশাৎ—নির্দ্দেশাদপি ইদং দ্যু-ভ্বাদ্যায়তনং পরমেব ব্রহ্ম বেদিতব্যমিত্যর্থঃ।

'ব্রহ্মবিৎ পুরুষ তখন (আত্মদর্শনের পর) পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরঞ্জন হইয়া অত্যন্ত ব্রহ্ম-সাম্য লাভ করেন' ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যে পুণ্যপাপবিবর্জ্জিত জ্ঞানী পুরুষের প্রাপ্যরূপে নির্দ্দেশ করায়ও এই দ্যু-ভূ প্রভৃতির আয়তনকে পর ব্রহ্ম বলিয়াই জানিতে হইবে ॥ ১। ৩। ২ ॥]

অয়ং দ্যুপৃথিব্যাদ্যায়তনভূতঃ পুরুষঃ সংসারবন্ধাদ্ মুক্তৈরপি প্রাপ্যতয়া ব্যপদিশ্যতে—

"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পণ্য-পাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥

আছেন।' স্মৃতিশাস্ত্রেও আছে—'অবিকারী পরমাত্মরূপী আমি জন্মরহিত হইয়াও এবং সর্ব্ব-ভূতের অধীশ্বর হইয়াও স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক নিজ মায়াপ্রভাবে সম্ভূত হইয়া থাকি।' এইরূপ জীবের ভোগোপকরণ মনঃপ্রভৃতির আশ্রয়ত্বও সর্ব্বাধার পরমাত্মায়ই উপপন্ন হইতে পারে ॥ ১। ৩। ১ ॥

এই কারণেও পরমপুরুষ [দ্যুভূ-প্রভৃতির আয়তন],—'যেহেতু মুক্তপুরুষের প্রাপ্যত্বেরও উক্তি আছে।'

যাহারা সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্তিলাভ করেন, দ্যুলোক ও পৃথিব্যাদির আশ্রয়ভূত উক্ত পুরুষ তাহাদিগেরও প্রাপ্য বলিয়া অভিহিত আছেন। [নিম্নলিখিত শ্রুতিতে কথিত আছে—] 'পরমার্থবিৎ পুরুষ যখন সুবর্ণবর্ণ, ব্রহ্মযোনি (ব্রহ্মারও কারণ) জগৎকর্ত্তা ঈশ্বর পুরুষকে দর্শন করেন, তখন সেই বিদ্বান্ পুরুষ পাপ-পুণ্য বিসর্জ্জনপূর্ব্বক নিরঞ্জন (নির্দ্দোষ) হইয়া নিরতিশয়

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে ঽস্তং গচ্ছন্তি নাম-রূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্ নাম-রূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥"
[মুণ্ড০ ৩। ১। ৩॥ ৩।২।৮] ইতি।

সংসার-বন্ধনাদ্বিমুক্তা এব হি বিধুতপুণ্য-পাপা নিরঞ্জনা নাম-রূপাভ্যাং বিনির্মুক্তাশ্চ। পুণ্য-পাপনিবন্ধনাচিৎসংসর্গপ্রযুক্ত-নামরূপভাক্ত্বমেব হি সংসারঃ। অতো বিধুতপুণ্য-পাপৈর্নিরঞ্জনৈঃ প্রকৃতিসংসর্গরহিতৈঃ পরেণ ব্রহ্মণা পরমং সাম্যমাপন্নৈঃ প্রাপ্যতয়া নির্দিষ্টো দ্যু-পৃথিব্যাদ্যায়তনভূতঃ পুরুষঃ পরং ব্রহ্মৈব ॥১।৩।২॥

পরব্রহ্মাসাধারণ-শব্দাদিভিঃ পরমেব ব্রহ্মেতি প্রসাধ্য প্রত্যগাত্মা-সাধারণ-শব্দাভাবাচ্চায়ং পর এবেত্যাহ—

নানুমানমতচ্ছব্দাৎ প্রাণভৃচ্চ ॥ ১।৩।৩ ॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) অনুমানং (অনুমানগম্য প্রকৃতি), অতচ্ছব্দাৎ (তদ্বাচক শব্দের অভাবহেতু), প্রাণভৃৎ (জীব) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—অতচ্ছব্দাৎ তদ্বোধক-শব্দাভাবাৎ হেতোঃ অনুমানং প্রধানং [যথা দ্যুভ্বাদ্যায়তনং] ন, [তথা] প্রাণভৃৎ জীবোঽপি ন, অতচ্ছব্দাদেবেত্যাশয়ঃ ॥

অনুমান অর্থাৎ সাংখ্য-পরিকল্পিত প্রকৃতি এবং প্রাণভৃৎ জীবও দ্যুভূপ্রভৃতির আয়তন নহে; কারণ, তদ্বোধক কোন শব্দ নাই ॥ ১।৩।৩ ॥]

ব্রহ্ম সাম্য লাভ করেন। প্রবহমান নদীসমূহ যেমন স্বীয় নাম ও রূপ (আকৃতি) পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সমুদ্রে মিশিয়া যায়, তেমনি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষও নাম-রূপ পরিত্যাগ করিয়া পরাৎপর দিব্যপুরুষকে (ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

যাহারা সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হন, তাহারাই পুণ্য-পাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরঞ্জন হন, এবং নাম-রূপ হইতেও বিমুক্ত হন। পুণ্য-পাপ নিবন্ধন যে জড়পদার্থের সহিত সংসর্গ, অর্থাৎ 'ইহা আমার' ইত্যাকার অভিমান, সেই জড়সংসর্গ বশতঃ যে নামে ও রূপে আসক্তি, তাহাই জীবের সংসার, (তদতিরিক্ত নহে)। অতএব, পুণ্য-পাপবর্জ্জিত, নিরঞ্জন, প্রকৃতি-সংসর্গশূন্য এবং পর ব্রহ্মের সহিত অত্যন্ত সাম্যপ্রাপ্ত পুরুষগণের প্রাপ্যরূপে যাহার নির্দ্দেশ হইয়াছে; দ্যু ও ভূলোক প্রভৃতির আশ্রয়ভূত সেই পুরুষ নিশ্চয়ই পর ব্রহ্ম, (অপর কিছু নহে) ॥ ১। ৩। ২ ॥

বিশেষরূপে পরমাত্মাভিধায়ক শব্দাদিরূপ হেতুপ্রদর্শন দ্বারা দ্যু ও ভূপ্রভৃতির আয়তনভূত ভূমার পরব্রহ্মত্ব স্থাপন করা হইয়াছে, জীবাভিধায়ক কোন বিশেষ শব্দ না থাকায়ও যে ঐ ভূমা নিশ্চয়ই পরব্রহ্ম, এখন তাহা বলিতেছেন—"অনুমানম্" ইত্যাদি।

যথা অস্মিন্ প্রকরণে প্রতিপাদক-শব্দাভাবাৎ প্রধানং ন প্রতিপাদ্যম্; এবং প্রাণভৃদপীত্যর্থঃ। অনুমীয়ত ইত্যনুমানং পরোক্তং প্রধানমুচ্যতে, অনুমানপ্রমিতত্বাদ্ আনুমানমিতি বা; অতচ্ছব্দাৎ—তদ্বাচিশব্দাভাবাদিত্যর্থঃ। "অর্থাভাবে যদব্যয়ম্" ইত্যব্যয়ীভাবঃ ॥১॥৩॥৩॥

ইতশ্চায়ং ন প্রত্যগাত্মা—

ভেদব্যপদেশাৎ ॥১॥৩॥৪॥

[পদচ্ছেদঃ—ভেদব্যপদেশাৎ (ভেদের উল্লেখ হেতু) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—"অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যতি অন্যমীশং" ইত্যাদিনা পরমাত্মনঃ সকাশাৎ জীবস্য ভেদব্যপদেশাৎ ভেদেন সমুল্লেখাৎ চ (অপি) জীবো ন দ্যুভ্বাদ্যায়তনমিতি শেষঃ।

'জীব অবিদ্যা দ্বারা বিমোহিত হইয়া দুঃখানুভব করিয়া থাকে। সে যখন আপনা হইতে পৃথক্ ও প্রীয়মাণ বা আনন্দময় ঈশ্বরকে (পরমাত্মাকে) দর্শন করে,' ইত্যাদি বাক্যে পরমাত্মা হইতে জীবের ভেদ নির্দ্দেশ হেতুও [বুঝিতে হইবে যে,] এই দ্যুভূপ্রভৃতির আশ্রয় পদার্থটি জীব নহে, নিশ্চয়ই পরমাত্মা ॥ ১।৩।৪ ॥]

"সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নঃ অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।

এই প্রকরণে প্রধান-বোধক কোন শব্দ না থাকায় প্রধান (প্রকৃতি) যেরূপ এই প্রকরণের প্রতিপাদ্য নহে, প্রাণভৃৎ—জীবও তদ্রূপ। অনুমিত হয় বলিয়া অথবা অনুমান-কল্পিত বলিয়া সাংখ্যোক্ত প্রধানকে (প্রকৃতিকে) 'অনুমান' বা 'আনুমান' বলা হইয়া থাকে। "অতচ্ছব্দাৎ" অর্থ—তদ্বাচক অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষবাচক শব্দের অভাব হেতু। "অর্থাভাবে যদব্যয়ং "এই নিয়মানুসারে ["অতচ্ছব্দাৎ" এই স্থানে] 'অব্যয়ীভাব' সমাস হইয়াছে। (*) ॥১॥৩॥৩॥

এই কারণেও জীবাত্মা 'ভূমা' হইতে পারে না,—'যে হেতু ভেদোল্লেখ রহিয়াছে।'

'একই বৃক্ষে (দেহে) অবস্থিত (জীবাত্মা) অনীশায়—ঈশ্বরত্বের অভাবে বা অবিদ্যাপ্রভাবে

(*) তাৎপর্য্য—'অর্থাভাবে যদব্যয়ম্' এটা ব্যাকরণের সূত্র নহে—সূত্রার্থ কথনমাত্র। এই সূত্রার্থ-সমুত্থানের অভিপ্রায় এই যে, 'অতচ্ছব্দাৎ' পদের অন্য কোন প্রকার সমাস হইতে পারে না; হইলেও অভিপ্রেত অর্থ সিদ্ধ হয় না; কারণ, বহুব্রীহি সমাস করিলে অর্থ হয়—তদ্বাচক শব্দ যাহার বা যাহাতে নাই; অর্থাৎ যাহা তদ্বাচক শব্দরহিত; ইহাতেও প্রধান ও পুরুষবোধক শব্দের অভাব বুঝা যায় না। এইরূপ তৎপদার্থ-ঘটিত অন্যান্য সমাসেও প্রকৃতার্থ লাভ হয় না। এইজন্যই এখানে অর্থাভাবে অব্যয়ীভাব সমাস স্বীকার করিতে হইয়াছে।

জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥"

[শ্বেতাশ্ব০ ৪।৭]

ইত্যাদিভির্জীবাদ্ বিলক্ষণত্বেনায়ং ব্যপদিশ্যতে। অনীশয়া—ভোগ্যভূতয়া প্রকৃত্যা মুহ্যমানঃ শোচতি জীবঃ; অয়ং যদা স্বস্মাদন্যং সর্ব্বস্যেশং প্রীয়মাণম্; অস্য--ঈশ্বরস্য মহিমানং চ নিখিলজগন্নিয়মনরূপং পশ্যতি; তদা বীতশোকো ভবতি ॥১॥৩॥৪॥

প্রকরণাৎ ॥১॥৩॥৫॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রকরণাৎ (প্রকরণহেতুও) [পরমাত্মা]।]

[সরলার্থঃ—"অথ পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে", "যৎ তদদ্রেশ্যং" ইত্যাদি প্রকরণং চ পরমাত্মনঃ, তস্মাদপি [পরমাত্মনোঽন্যঃ কশ্চিৎ দ্যুভ্বাদ্যায়তনং ন ভবিতুমর্হতি]।

পরমাত্মার প্রকরণে পঠিত বলিয়াও [ইহা পরমাত্মা ভিন্ন অপর কিছু হইতে পারে না] ॥ ১।৩।৫ ॥]

প্রকরণঞ্চেদং পরস্য ব্রহ্মণঃ, ইতি "অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ"

(*) মুহ্যমান (মোহগ্রস্ত) হইয়া শোক (দুঃখ) করিয়া থাকে। কিন্তু, যখন প্রীতিসম্পন্ন অপর ঈশ্বরকে দর্শন করে ও তাঁহার (ঈশ্বরের) মহিমা সাক্ষাৎকার করে, তখন (জীব) শোকাতীত হয়।' ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যও এই দ্যু-ভূ প্রভৃতির আয়তনকে জীব হইতে বিলক্ষণ বা পৃথগ্‌ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। 'অনীশয়া' অর্থ—জীব স্বীয় ভোগ্য প্রকৃতিকর্তৃক বিমোহিত হইয়া দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। এই জীব যখন আপনা হইতে ভিন্ন ও প্রীতিময় সর্ব্বেশ্বরকে এবং তাহার সর্ব্বজগৎনির্ম্মাণ মহিমা সন্দর্শন করে, তখন শোক বিমুক্ত হন॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

আর ইহা যে পর ব্রহ্মেরই প্রকরণ, তাহাও "অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ" এই সূত্রেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এখানে কেবল, নাড়ীসম্বন্ধ, বহুপ্রকারে জন্ম, মনঃ-প্রাণাধারত্ব প্রভৃতি

(*) তাৎপর্য্য—'অনীশয়া' ইতি স্ত্রীলিঙ্গসামর্থ্যাৎ প্রকৃতেবিশেষ্যত্বমুক্তম্। 'অন্য'-শব্দসামর্থ্যলব্ধং প্রতিযোগিনং নির্দ্দিশতি—স্বস্মাদিতি। 'ঈশ'-শব্দসামর্থ্যপ্রাপ্তমীশিতব্যং মানান্তরানুরোধেনাহ—সর্ব্বস্যেতি। 'জুষ্ট'-শব্দং ব্যাচষ্টে—প্রীয়মাণমিতি, আদিকর্ম্মণি ক্তঃ। সমুচ্চেতব্য-সামর্থ্যপ্রাপ্তঃ 'চ' শব্দঃ, ইত্যভিপ্রায়েণাহ—মহিমানং চেতি। 'ইতি'-শব্দার্থমাহ নিখিল-জগন্নিয়মনরূপম্ ইতি। 'ইতি'শব্দো বুদ্ধিস্থ-প্রকারপরঃ; 'ঈশ'-শব্দ-শ্রবণাৎ নিয়মনপ্রকারো বুদ্ধিস্থ ইতি ভাবঃ। ইতি শ্রুতপ্রকাশিকা।

ইত্যত্রৈব প্রদর্শিতম্। নাড়ীসম্বন্ধ--বহুধাজায়মানত্ব-মনঃপ্রাণাধারত্বৈশ্চ প্রকরণবিচ্ছেদাশঙ্কামাত্রমত্র পর্য্যহাস্মি ॥১॥৩॥৫॥

স্থিত্যদনাভ্যাং চ ॥১॥৩॥৬॥

[পদচ্ছেদঃ—স্থিত্যদনাভ্যাং (স্থিতি—ঔদাসীন্য ও ভোগ হেতু) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—"তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি, অনশ্নন্নন্যঃ অভিচাকশীতি।" ইত্যত্র পরমাত্মনঃ স্থিতিঃ—ঔদাসীন্যেন অবস্থানং, সাক্ষিমাত্রত্বমিত্যর্থঃ। জীবস্য চ অদনং—কর্ম্মফলোপভোগঃ শ্রূয়তে; তাভ্যামপি হেতুভ্যাং পরমাত্মৈবাত্র দ্যুভ্বাদ্যায়তনং সিদ্ধমিত্যর্থঃ॥

যেহেতু, 'তাহাদের উভয়ের মধ্যে একটি উদাসীন—সাক্ষিরূপে অবস্থিত. এবং অপরটি (জীব) কর্ম্মফল উপভোগ করিয়া থাকে, সেই হেতুও পরমাত্মাই দ্যুভূপ্রভৃতির আয়তন, অন্যে নহে ॥ ১৷৩৷৬ ॥ [প্রথম দ্যুভ্বাদ্যধিকরণ।]

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি" ॥ [শ্বেতাশ্ব০ ৪।৬]
ইত্যেকস্য কর্ম্মফলাদনম্, অন্যস্য চ কর্ম্মফলমনশ্নত এব দীপ্যমানতয়া শরীরান্তঃস্থিতিমাত্রং প্রতিপাদ্যতে। তত্র কর্ম্মফলমনশ্নন্ দীপ্যমান এব সর্ব্বজ্ঞোঽমৃতসেতুঃ সর্ব্বাত্মা দ্যুভ্বাদ্যায়তনং ভবিতুমর্হতি, ন পুনঃ কর্ম্মফলমদন্ শোচন্ প্রত্যগাত্মা; অতো দ্যুভ্বাদ্যায়তনং পরমাত্মেতি সিদ্ধম্ ॥১॥৩॥৬॥ [প্রথমং দ্যুভ্বাদ্যধিকরণং সমাপ্তম্]

কতকগুলি ধর্ম্মদর্শনে যে, জীবাত্মা বলিয়া আশঙ্কা হইয়াছিল, কেবল তাহারই পরিহার করা হইল মাত্র ॥১৷৩৷৫॥

[দুইটি পক্ষী,] তাহারা পরস্পর সহচর ও সমান-স্বভাব; তাহারা উভয়ে একই বৃক্ষে (দেহে) অবস্থান করে; তদুভয়ের মধ্যে একটি প্রিয় কর্ম্মফল ভোগ করে, অপরটি ভোগ না করিয়া কেবল দর্শন করে মাত্র।' এই শ্রুতিতে একের (জীবের) কর্ম্মফল ভোগ, আর অপরের (পরমাত্মার) ভোগাভাব এবং কেবল স্বপ্রকাশভাবে দেহাভ্যন্তরে অবস্থিতি মাত্র প্রতিপাদিত হইতেছে। তন্মধ্যে, যিনি কর্ম্মফল ভোগ না করিয়া কেবলই স্বপ্রকাশরূপে অবস্থিত আছেন, সর্ব্বজ্ঞ ও মোক্ষসেতু সেই সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বরই দ্যুভূপ্রভৃতির আয়তন হইবার উপযুক্ত; কিন্তু কর্ম্মফলভোক্তা ও শোকান্বিত জীবাত্মা উপযুক্ত নহে। অতএব, পরমাত্মাই যে, দ্যুভ্বাদির আয়তন, ইহা সিদ্ধ হইতেছে। ১॥৩॥৬॥ [প্রথম 'দ্যুভ্বাদ্যায়তন' অধিকরণ]

ভূমাধিকরণম্] **ভূমা সংপ্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ ॥১॥৩॥৭॥**

[পদচ্ছেদঃ—ভূমা ('ভূমা' অর্থ) [পরমাত্মা,] সম্প্রসাদাৎ (সুষুপ্তি অবস্থার) অধি (উপরে অর্থাৎ পরে) উপদেশাৎ (উপদেশহেতু)।]।

[সরণার্থঃ—"যত্র নান্যৎ পশ্যতি, নান্যৎ শৃণোতি, নান্যদ্বিজানাতি, স ভূমা', ইতি শ্রূয়তে। তত্র সংশয়ঃ—অত্র ভূমা কিং জীবঃ? উত পরমাত্মা? ইতি। তত্রোচ্যতে—অত্র পরমাত্মা এব 'ভূমা', ন তু জীবঃ। কুতঃ? সম্প্রসাদাৎ অধি উপদেশাৎ—সম্প্রসাদঃ—জীবঃ, "এষ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য" ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধেঃ, সমাধি-সুষুপ্ত্যোঃ সম্যক্ প্রসীদতি ইতি নির্ব্বচনাচ্চ। "এষ তু বা অতিবদতি, যঃ সত্যেন অতিবদতি," ইত্যাদৌ তস্মাদপি সম্প্রসাদশব্দবাচ্যাৎ জীবাৎ অধি—অধিকতয়া—ভেদেন ভূম্ন উপদেশাৎ। অতিবাদিত্বং হি স্বোপাস্যাধিক্যবর্ণনং; নহি স এব তস্মাদ্ অধিকতয়া উপদেষ্টুং শক্যতে ইতি ভাবঃ।

'[সাধক] যাঁহাতে অন্য বিষয় দর্শন করে না, শ্রবণ করে না, এবং অন্য বিষয় জানিতে পাবে না, তাহাই 'ভূমা'। এখন সংশয় হইতেছে যে, এই 'ভূমা' অর্থ কি জীবাত্মা? অথবা পরমাত্মা? এতদুত্তরে বলিতেছেন যে, না—এখানে ভূমা অর্থ জীব নহে, পরমাত্মা। কারণ, 'যে লোক সত্য বলিয়া থাকেন, তিনি অতিবাদী', ইত্যাদি স্থলে 'সম্প্রসাদ' শব্দবাচ্য জীব হইতে এই ভূমাকে অতিরিক্ত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ ১।৩।৭ ॥]

ইদমামনন্তি চ্ছন্দোগাঃ "যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি, স ভূমা। অথ যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যৎ শৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি, তদল্পম্" [ছান্দো° ৩।২৪।১] ইতি। অত্রায়ং ভূম-শব্দো ভাবপ্রত্যয়ান্তো ব্যুৎপাদ্যতে। তথাহি—পৃথ্বাদিষু 'বহু'-শব্দঃ পঠ্যতে, ততঃ "পৃথ্বাদিভ্য ইমনিজ্বা" [অষ্টা° ৫।১।১২২] ইতি ইমনিচ্‌প্রত্যয়ে কৃতে "বহোর্লোপো

---

(১) ছন্দোগগণ এইরূপ পাঠ করিয়া থাকেন যে, সাধক যাঁহাতে অন্য বিষয় দর্শন করে না, অন্য বিষয় শ্রবণ করে না, এবং অন্য বিষয় বিশেষরূপে জানিতেও পারে না; তাহাই 'ভূমা'; পক্ষান্তরে, যেখানে অন্য বিষয় দর্শন করে, শ্রবণ করে, এবং অন্য বিষয় বিশেষরূপে অবগত হয়; তাহাই অল্প, (ভূমা নহে)।' এখানে এই 'ভূমন্' (ভূমা) শব্দটি ভাববিহিত তদ্ধিত প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন করা হইয়াছে। দেখ, 'বহু' শব্দটি 'পৃথ্বাদি' (পৃথু আদি) গণের মধ্যে পঠিত আছে; তাহার পর 'পৃথু' প্রভৃতি শব্দের উত্তর বিকল্পে ইমনিচ্ প্রত্যয় করিলে পর 'বহু'র

---

(১) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণের নাম 'ভূমাধিকরণ'। ইহা সপ্তম ও অষ্টম, এই দুই সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার রচনাপ্রণালী এইরূপ—(১) বিষয় বাক্য—"যত্র নান্যৎ পশ্যতি ....স ভূমা" ইত্যাদি। (২) সংশয়—'ভূমা' অর্থ কি প্রাণশব্দার্পিত জীবাত্মা? অথবা 'সত্য' শব্দার্পিত পরমাত্মা? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—জীবাত্মাই 'ভূমা' শব্দের অর্থ, পরমাত্মা নহে। (৪) উত্তর—না—'ভূমা' অর্থ পরমাত্মা, জীবাত্মা নহে। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—'ভূমা', রূপে পরমাত্মারই উপাসনা এবং তাহার উপাসনারই মুক্তি লাভ করা।

ভূ চ বহোঃ” [অষ্টা০ ৬।৪।১৫৮] ইতি প্রকৃতি-প্রত্যয়য়োর্ব্বিকারে ভূমেতি ভবতি। ভূমা—বহুত্বমিত্যর্থঃ। অত্র চায়ং বহু-শব্দো বৈপুল্যবাচী, ন সংখ্যাবাচী; “যত্রান্যৎ পশ্যতি…তদল্পম্” ইতি অল্পপ্রতিযোগিত্বশ্রবণাৎ। অল্পশব্দ-নির্দ্দিষ্ট-ধর্ম্মিপ্রতিযোগি-প্রতিপাদনপরত্বাদেব ধর্ম্মিপরশ্চ নিশ্চীয়তে; ন ধর্ম্মমাত্রপরঃ। তদেবং ভূমেতি বিপুল ইত্যর্থঃ; বৈপুল্যবিশেষ্যশ্চেহাত্মেত্যবগতঃ, “তরতি শোকমাত্মবিৎ” ইতি প্রক্রম্য ভূম-বিজ্ঞানমুপদিশ্য “আত্মৈবেদং সর্ব্বম্” [ছান্দো০ ৭।২৫।২] ইতি তস্যৈবোপসংহারাৎ।

অত্র সংশয্যতে—কিময়ং ভূমগুণবিশিষ্টঃ প্রত্যগাত্মা? উত পরমাত্মা? ইতি। কিং যুক্তং? প্রত্যগাত্মেতি। কুতঃ? “শ্রুতং হ্যেব মে ভগবদ্দৃশেভ্যঃ—তরতি শোকমাত্মবিৎ” [ছান্দো০ ৭।১।৩] ইত্যাত্মজিজ্ঞাসয়োপসেদুষে নারদায় নামাদিপ্রাণপর্যন্তেষু উপাস্যতয়োপদিষ্টেষু “অস্তি ভগবো নাম্নো ভূয়ঃ”, “অস্তি ভগবো বাচো ভূয়ঃ?” [ছান্দো০ ৭।১৫

লোপ এবং ‘বহু’স্থানে ‘ভূ’ হয়, এই নিয়মানুসারে প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের বিকার করিলে (রূপান্তর করিলে) ‘ভূমন্’ পদটী নিষ্পন্ন হয়। ‘ভূমা’ অর্থ—বহুত্ব; এখানে ‘বহু’ শব্দটী বিপুলতা-অর্থ বোধক, কিন্তু সংখ্যা-বোধক নহে; কেন না, ‘যেখানে অন্য বিষয় দর্শন করে, * * * তাহা অল্প,’ এই শ্রুতি হইতে ‘ভূমা’ শব্দের অল্পত্বভিন্ন অর্থই শ্রুত হইতেছে। আর ‘অল্প’ শব্দে যখন ধর্ম্মী অর্থাৎ অল্পত্ববিশিষ্ট পদার্থ বুঝাইতেছে, এবং এই ‘ভূমা’ শব্দে যখন তাহারই প্রতিযোগী বা প্রতিপক্ষ অর্থই প্রতিপাদন করিতেছে, তখন নিশ্চয়ই বুঝা যাইতেছে যে, ধর্ম্মিবোধনেই (অর্থাৎ বিপুলতাবিশিষ্ট অর্থ প্রতিপাদনেই) এই ‘ভূমা’ শব্দের তাৎপর্য্য, কেবল ধর্ম্মমাত্র প্রতিপাদনে নহে। অতএব, ‘ভূমা’ অর্থ বিপুল; আত্মাই এখানে সেই বিপুলতাধর্ম্মের বিশেষ্য বা আশ্রয়রূপে প্রতীত হইতেছে। কেননা, প্রথমে ‘আত্মজ্ঞ পুরুষ শোক অতিক্রম করেন,’ এইরূপে ‘ভূমা’ আত্মার বিষয়ে জ্ঞানোপদেশ করিয়া ‘আত্মাই এই সমস্ত’, এইরূপে তাহারই উপসংহার করিয়াছেন।

এখন এখানে সংশয় হইতেছে যে, এই ভূম-গুণবিশিষ্ট কি প্রত্যক্-আত্মা (জীব)? অথবা পরমাত্মা? কোন অর্থটী যুক্তিযুক্ত? প্রত্যাগাত্মাই [যুক্তিযুক্ত]। কারণ? ‘ভবাদৃশ লোকদিগের নিকটেই আমরা শুনিয়াছি যে, আত্মবিৎ পুরুষ শোক অতিক্রম করেন’, এইরূপে আত্মজ্ঞান লাভেরই আশায় আগত নারদকে ‘নাম’ (শব্দ) হইতে ‘প্রাণ’ পর্য্যন্ত এক একটীর উপাসনা উপদেশ করিলে পর, প্রাণের পূর্ব্বে যে সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে, তদ্বিষয়ে ‘ভগবন্ নাম অপেক্ষা বৃহৎ কিছু আছে কি?’ ইত্যাদি প্রশ্নসমূহ, এবং ‘নাম (শব্দ) অপেক্ষা বাক্যই

২।২] ইত্যাদয়ঃ প্রশ্নাঃ, "বাগ্বাব নাম্নো ভূয়সী", "মনো বাব বাচো ভূয়ঃ" ইত্যাদীনি চ প্রতিবচনানি প্রাণাৎ প্রাচীনেষু দৃশ্যন্তে; প্রাণে তু ন পশ্যামঃ। অতঃ প্রাণপর্যন্ত এবায়মাত্মোপদেশ ইতি প্রতীয়তে; তেনেহ প্রাণ-শব্দনির্দ্দিষ্টঃ প্রাণসহচারী প্রত্যগাত্মৈব ন বায়ুবিশেষমাত্রম্। "প্রাণো হ পিতা প্রাণো হ মাতা" [ছান্দো° ৭।২৫।১] ইত্যাদয়শ্চ প্রাণস্য চেতনতামবগময়ন্তি; "পিতৃহা…মাতৃহা" ইত্যাদিনা সপ্রাণেষু পিতৃপ্রভৃতিষু উপমর্দ্দকারিণি হিংসকত্বনিমিত্তোপক্রোশবচনাৎ, তেষ্বেব বিগতপ্রাণেষ্বত্যন্তোপমর্দ্দকারিণ্যপি উপক্রোশাভাববচনাচ্চ হিংসাযোগ্যশ্চেতন এব প্রাণ-শব্দনির্দ্দিষ্টঃ। অপ্রাণেষু স্থাবরেষ্বপি চেতনেষু উপমর্দ্দভাবাভাবয়োঃ হিংসা-তদভাবদর্শনাদয়ং হিংসাযোগ্যতয়া নির্দ্দিষ্টঃ প্রাণঃ প্রত্যগাত্মৈবেতি নিশ্চীয়তে; অত এব চ অর-নাভিদৃষ্টান্তাদ্যুপন্যাসেন প্রাণ-শব্দনির্দ্দিষ্টঃ পর ইতি ন ভ্রমিতব্যম্, পরস্য হিংসাপ্রসঙ্গাভাবাৎ, জীবাদিতরস্য তদ্‌ভোগ্যভোগোপকরণভূতস্য কৃৎস্নস্যাচিদ্বস্তুনো জীবায়ত্তস্থিতিত্বেন প্রত্যগাত্মন্যেব অর-নাভিদৃষ্টান্তোপপত্তেশ্চ। অয়মেব চ প্রাণ-শব্দনির্দ্দিষ্টো ভূমা; 'অস্তি ভগবঃ প্রাণাদ্ ভূয়ঃ' ইতি প্রশ্নস্য 'অদো বাব প্রাণাদ্ ভূয়ঃ' ইতি প্রতিবচনস্য চাভাবাদ্ ভূমসংশব্দনাৎ প্রাক্ প্রাণপ্রকরণস্যাবিচ্ছেদাৎ।

বড়', এবং 'বাক্য অপেক্ষাও মন বড়' ইত্যাদি প্রত্যুত্তর বাক্য সমূহ পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু প্রাণ বিষয়ে [আর কোনরূপ প্রশ্ন বা প্রতিবচনই দৃষ্ট হয়] না। ইহা হইতেই প্রতীতি হইতেছে যে, প্রাণেই উক্ত আত্মোপদেশ পরিসমাপ্ত হইয়াছে; [তাহার পর আর আত্মোপদেশের প্রসঙ্গ নাই]। অতএব, প্রাণের সহচর জীবাত্মাই 'প্রাণ' শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; কেবল বায়ুবিশেষ (প্রাণবায়ু) নহে। তাহার পর 'প্রাণই পিতা, প্রাণই মাতা', ইত্যাদি শ্রুতিসমূহও প্রাণের চেতনত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। 'পিতৃঘাতী…মাতৃঘাতী' ইত্যাদি বাক্যে, পিতা প্রভৃতি যতক্ষণ প্রাণ সমন্বিত (জীবিত) থাকেন, ততক্ষণই তাহাদের প্রতি হিংসাকারীর হিংসানিমিত্ত নিন্দা-বচন থাকায় অথচ সেই পিতা প্রভৃতিই যখন প্রাণহীন হন, তখন তাহাদের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলেও নিন্দা-বচনের অভাব থাকায় বুঝিতে হইবে যে, হিংসাযোগ্য চেতনই প্রাণশব্দের যথার্থ অর্থ। অতএব, শ্রুত্যুক্ত 'অর-নাভির (রথচক্রের নাভিগর্ত্তে প্রবিষ্ট শলাকার) দৃষ্টান্তোল্লেখ বশতঃ 'প্রাণশব্দে পরমাত্মাই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন', এইরূপ ভ্রম করা উচিত নহে; কারণ, পরমাত্মার পক্ষে হিংসার সম্ভাবনাই নাই; জীব হইতে পৃথক্ অথচ জীবেরই ভোগ্য ও ভোগোপকরণ নিখিল জড়জগৎই জীবের অধীনে অবস্থিত; সুতরাং জীবের সম্বন্ধেই 'অর-নাভি' দৃষ্টান্ত সুসঙ্গত হইতে পারে। বিশেষতঃ, 'ভগবন্, প্রাণ অপেক্ষাও বৃহৎ আছে কি?'

কিঞ্চ, প্রাণবেদিনোঽতিবাদিত্বমুক্ত্বা তমেব "এষ তু বা অতিবদতি" ইতি প্রত্যভিজ্ঞাপ্য "যঃ সত্যেনাতিবদতি" ইতি তস্য সত্যবদনং প্রাণোপাসনাঙ্গতয়োপদিশ্য উপাদেয়স্য সত্যবদনস্য শেষিতয়া পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট-প্রাণ-যাথাত্ম্যবিজ্ঞানং "যদা বৈ বিজানাত্যথ সত্যং বদতি" ইত্যুপদিশ্য তৎসিদ্ধ্যর্থং চ মনন-শ্রদ্ধা-নিষ্ঠাপ্রযত্নান্ উপদিশ্য তদারম্ভায় চ প্রাপ্যভূত-প্রাণশব্দনির্দ্দিষ্টপ্রত্যগাত্মস্বরূপস্য সুখরূপতাজ্ঞানমুপদিশ্য, তস্য চ সুখস্য বিপুলতা "ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" ইত্যুপদিশ্যতে। তদেবং প্রত্যগাত্মন এবাবিদ্যাবিযুক্তং রূপং বিপুলসুখমিত্যুপদিষ্টমিতি "তরতি শোকমাত্মবিৎ" ইত্যুপক্রমাবিরোধশ্চ; অতো ভূমগুণবিশিষ্টঃ প্রত্যগাত্মা। যত এবং ভূমগুণ-বিশিষ্টঃ প্রত্যগাত্মা, অত এব অহমর্থে প্রত্যগাত্মনি "অহমেবাধস্তাদহ-মুপরিষ্টাৎ" ইত্যারভ্য "অহমেবেদং সর্ব্বম্" ইতি প্রত্যগাত্মনো বৈভব-

---

এইরূপ প্রশ্ন, এবং 'অমুকই প্রাণ অপেক্ষা বৃহৎ', এইরূপ প্রত্যুত্তরও না থাকায় [বুঝিতে হয় যে,] 'ভূমা'-শব্দের প্রসঙ্গ সমুল্লেখ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রাণের অর্থাৎ প্রাণ-বর্ণনার প্রস্তাব পরিসমাপ্ত হয় নাই; [সুতরাং তৎপ্রকরণান্তর্গত] এই জীবই 'প্রাণ'শব্দনির্দ্দিষ্ট ভূমা, (অপর কেহ নহে)।

অপিচ, প্রথমতঃ প্রাণবিৎ পুরুষকে 'অতিবাদী' শব্দে নির্দ্দেশ করিয়া তাহার পর, 'যিনি সত্যবাদী, তিনিই অতিবাদী', এই বাক্যে আবার সেই অতিবাদীরই প্রত্যভিজ্ঞাপন (তাহারই পুনরুল্লেখ) করিয়া পুনশ্চ সেই সত্যবাদিতাকেই প্রাণোপাসনার অঙ্গরূপে উপদেশ করিয়াছেন। অনন্তর, 'যখন বিশেষরূপে জানিতে পারে, তখনই সত্য বলিতে থাকে,' এই বাক্যে অবলম্বনীয় সত্যবাদিতার অঙ্গিরূপে পূর্ব্বোক্ত প্রাণের যথার্থ তত্ত্ব-বিজ্ঞানের উপদেশ করিয়া সেই সত্যবাদিতা-সাধনার্থ উপযুক্ত মনন, শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা বা তৎপরতা এবং প্রযত্ন বা চেষ্টাবিশেষের উপদেশ করিয়াছেন। অনন্তর তাহারই আরম্ভের উদ্দেশে তৎপ্রাপ্য 'প্রাণ'-শব্দোল্লেখিত প্রত্যক্-আত্মার (জীবের) সুখময় স্বরূপ-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের উপদেশ করিয়া 'ভূমাই জিজ্ঞাস্য' এই বাক্যে আবার সেই সুখেরই ভূমতা বা বৃহত্ত্ব উপদেশ করিতেছেন। অতএব, উক্তপ্রকার যুক্তি অনুসারে বুঝা যায় যে, জীবাত্মারই অবিদ্যাবিরহিত রূপটিকে বিপুল সুখাত্মক বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে। এইরূপ সিদ্ধান্ত হইলেই 'আত্মবিৎ পুরুষ শোক-দুঃখ অতিক্রম করে', এই উপক্রম বাক্যেরও অবিরোধ সম্পন্ন হয়। অতএব ভূমগুণবিশিষ্ট পদার্থটি জীবই; যেহেতু ভূমত্ব বা বিপুলতা গুণবিশিষ্ট পদার্থটি নিশ্চই জীবাত্মা, সেই হেতুই অহংপদার্থ জীবাত্মাতে 'আমিই অধে, আমিই ঊর্দ্ধে' এই হইতে 'আমিই সর্ব্ব' এইপর্য্যন্ত বাক্যে জীবাত্মার বিভুত্বের (ভূমরূপতার) উপদেশ করিয়াছেন। এইরূপে 'ভূমা' শব্দের প্রত্যগাত্মা-অর্থ নিশ্চিত হইলে বাক্যের

মুপদিশতি। এবং প্রত্যগাত্মত্বে নিশ্চিতে সতি তদনুগুণতয়া বাক্যশেষো নেতব্য ইতি। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—"ভূমা সংপ্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ।"

[সিদ্ধান্তঃ -]

সংপ্রসাদঃ ভূমগুণবিশিষ্টো ন প্রত্যগাত্মা, অপি তু পরমাত্মা ; কুতঃ ? সংপ্রসাদাদ্ অধ্যুপদেশাৎ ; সংপ্রসাদঃ—প্রত্যগাত্মা "এষ সংপ্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" [ছান্দো০ ৮।১২।২] ইত্যুপনিষৎপ্রসিদ্ধেঃ। সংপ্রসাদাৎ প্রত্যগাত্মনোঽধিকতয়া ভূমবিশিষ্টস্য সত্য-শব্দাভিধেয়স্যোপদেশাদিত্যর্থঃ। সত্য-শব্দাভিধেয়ং চ পরং ব্রহ্ম। এতদুক্তং ভবতি—যথা নামাদিষু প্রাণপর্যন্তেষু পূর্ব্বপূর্ব্বাধিকতয়া উত্তরোত্তরাভিধানাৎ পূর্ব্বেভ্য উত্তরেষাম্ অর্থান্তরত্বম্, এবং প্রাণ-শব্দনির্দ্দিষ্টাৎ প্রত্যগাত্মনোঽধিকতয়া নির্দ্দিষ্টঃ সত্যশব্দাভিধেয়স্তস্মাদর্থান্তরভূত এব ; সত্য-শব্দনির্দ্দিষ্ট এব ভূমেতি সত্যাখ্যং পরং ব্রহ্মৈব ভূমেত্যুপদিশ্যতে ইতি। তদাহ বৃত্তিকারঃ—'ভূমা ত্বেবেতি ভূমা ব্রহ্ম, নামাদিপরম্পরয়া আত্মন ঊর্দ্ধমস্যোপদেশাৎ' ইতি।

শেষাংশও তদনুগতরূপেই সঙ্গতার্থ করিতে হইবে। এতদুত্তরে কথিত হইতেছে—"ভূমা সম্প্রসাদাদ্‌অধ্যুপদেশাৎ।"

ভূমার পরমাত্মত্ব-স্থাপন।

ভূমগুণবিশিষ্ট পদার্থটি জীব নহে, পরন্তু পরমাত্মা। কারণ ? যেহেতু সম্প্রসাদ হইতে অধিক বা পৃথক্ পদার্থ বলিয়া ভূমার উপদেশ রহিয়াছে। সম্প্রসাদ অর্থ প্রত্যগাত্মা (জীব) ; কেন না, 'সেই এই সম্প্রসাদ (জীব) এই শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া পর জ্যোতিকে (পরমাত্মাকে) লাভ করিয়া স্বস্বরূপে পরিনিষ্পন্ন হয়, অর্থাৎ স্বীয় রূপ প্রাপ্ত হয়।' এই উপনিষদে জীবই 'সম্প্রসাদ' নামে প্রসিদ্ধ ; অর্থাৎ যেহেতু ভূমগুণবিশিষ্ট সত্য পদার্থকে সম্প্রসাদসংজ্ঞক জীবাত্মা হইতে অধিক বা পৃথক্ করিয়া উপদেশ করা হইয়াছে, এবং 'সত্য' শব্দেরও প্রকৃত অর্থ—পরব্রহ্ম ; অতএব পরব্রহ্মই (পরমাত্মাই) 'ভূমা' শব্দের প্রতিপাদ্য বা অর্থ। এই কথা বলা হইতেছে যে, 'নাম' হইতে 'প্রাণ' পর্য্যন্ত যাহারা উপদিষ্ট হইয়াছে ; তাহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা পর পর পদার্থ সমূহকে উৎকৃষ্ট বলিয়া উপদেশ করায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদার্থ অপেক্ষা পর পর পদার্থ সমূহের যেরূপ পৃথক্-পদার্থত্ব সিদ্ধ হইয়াছে ; তদ্রূপ 'প্রাণ' শব্দে নির্দ্দিষ্ট প্রত্যগাত্মা জীব হইতে অধিক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট 'সত্য' পদার্থও নিশ্চই তাহা হইতে স্বতন্ত্র হইবে। 'সত্য' শব্দে যাহার নির্দ্দেশ হইয়াছে, তাহাই 'ভূমা' ; এইজন্য 'সত্য'-সংজ্ঞক পর ব্রহ্মই 'ভূমা' বলিয়া উপদিষ্ট হইতেছেন। বৃত্তিকারও সে কথা বলিয়াছেন—'ভূমাকেই জিজ্ঞাসা করা উচিত' এই শ্রুতিতে যে, 'ভূমা' শব্দ আছে, তাহার অর্থ ব্রহ্ম ; কেন না, পর-পর নামাদি পদার্থ নির্দ্দেশ করিয়া আত্মারও পরে ইহার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে,' ইতি।

প্রাণ-শব্দনির্দ্দিষ্টাদ্ অধিকতয়া সত্যস্যোপদেশঃ কথমবগম্যতে ? ইতি চেৎ ; "স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নতিবাদী ভবতি" [ছান্দো০ ৭।১৫।৪] ইতি প্রাণবিদোঽতিবাদিত্বমুক্ত্বা "এষ তু বা অতিবদতি, যঃ সত্যেনাতিবদতি" [ছান্দো০ ৭।১৬।১] ইতি সত্য-বেদিত্বেনাতিবাদিনং 'তু'-শব্দেন পূর্ব্বস্মাদতিবাদিনো ব্যাবর্ত্তয়তি। অতএব "এষ তু বা অতিবদতি" ইত্যত্র প্রাণাতিবাদিনো ন প্রত্যভিজ্ঞা। অতোঽস্যাতিবাদিত্বনিমিত্তং সত্যং পূর্ব্বাতিবাদিত্বনিমিত্তাৎ প্রাণাদধিকমিতি বিজ্ঞায়তে।

ননু চ প্রাণবেদিন এব সত্যবদনমঙ্গত্বেনোপদিষ্টম্, অতঃ প্রাণপ্রকরণা-বিচ্ছেদ ইত্যুক্তম্। নৈতদ্ যুক্তম্—'তু'-শব্দেন হ্যতিবাদ্যেবান্যঃ প্রতীয়তে, ন তস্যৈবাতিবাদিনঃ সত্যবদনাঙ্গবিশিষ্টতামাত্রম্। "এষ তু বা অগ্নিহোত্রী, যঃ সত্যং বদতি" ইত্যাদিষ্বগ্নিহোত্র্যন্তরাপ্রতীতেঃ, প্রতীতস্যৈবাগ্নিহোত্রিণঃ সত্যবদনাঙ্গবিধানমিতি ক্লিষ্টা গতিরাশ্রীয়তে। অত্র ত্বতিবাদ্যন্তরত্বনিমিত্তং

যদি বল 'প্রাণ'-শব্দাভিহিত পদার্থ অপেক্ষা 'সত্য' পদার্থের যে, আধিক্যোপদেশ করা হইয়াছে, ইহা জানা যায় কি প্রকারে ? [তাহার উত্তর এই যে,] 'সেই এই পুরুষ এই প্রকার দর্শন করত, এই প্রকার মনন করত এবং এই প্রকার বিজ্ঞান লাভ করত, অতিবাদী হন।' এই শ্রুতিতে প্রাণবিদ্ ব্যক্তির অতিবাদিত্ব ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া তাহার পর 'কিন্তু ইনিই অতিবাদী—যিনি সত্যবাদী', এই শ্রুতিতে আবার 'তু' শব্দ দ্বারা পূর্ব্বোক্ত অতিবাদী হইতে এই 'সত্য'-বিজ্ঞানলব্ধ অতিবাদীকে পৃথক্ করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই কারণেই 'ইনিই কিন্তু অতিবাদী', এই স্থলে পূর্ব্বোক্ত প্রাণাতিবাদীর আর প্রত্যভিজ্ঞা বা প্রতীতি হইতেছে না। এই কারণে বিশেষরূপে বুঝা যাইতেছে যে, এই অতিবাদিত্বের নিমিত্তস্বরূপ 'সত্য' পদার্থটি পূর্ব্বকথিত অতিবাদিতার কারণীভূত 'প্রাণ' পদার্থ হইতে অধিক বা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

ভাল, উক্ত সত্য-কথন বা সত্যবাদিতা ত প্রাণবেদীরই অঙ্গ বা অধীনরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে ; অতএব প্রাণপ্রকরণ বা প্রাণপ্রস্তাবের যে, বিচ্ছেদ হয় নাই, ইহাত পূর্ব্বেই অবধারিত হইয়াছে। না—একথা যুক্তিযুক্ত হয় না ; কেন না, ['এষ তু বা' এই স্থলে] 'তু' শব্দ থাকায় পৃথক্ অতিবাদীই প্রতীত হইতেছে ; কিন্তু সেই অতিবাদীরই (প্রাণবিদেরই) অঙ্গরূপে যে, এই সত্যকথনরূপ একটি বিশেষ ধর্ম্মের প্রতীতি হইতেছে, তাহা নহে। কেন না, 'ইনিই যথার্থ অগ্নিহোত্রী, যিনি সত্যবাদী' ইত্যাদি স্থলে অপর কোনও অগ্নিহোত্রীর প্রসঙ্গ না থাকায় অগত্যা সেই অগ্নিহোত্রীর সম্বন্ধেই 'সত্য-কথনরূপ অঙ্গ-বিধানার্থ কষ্টকল্পনা স্বীকার করিতে

সত্যশব্দাভিধেয়ম্ পরং ব্রহ্ম প্রতীয়তে। সত্য-শব্দশ্চ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" [তৈত্তি০ আন০ ১] ইত্যাদিষু পরস্মিন্ ব্রহ্মণি প্রযুক্তঃ ; অতস্ত-ন্নিষ্ঠস্যাতিবাদিনঃ পূর্ব্বস্মাদধিকত্বং সম্ভবতীতি বাক্যস্বরসসিদ্ধমন্যত্বং ন বাধিতব্যম্। অতিবাদিত্বং হি বস্ত্বন্তরাৎ পুরুষার্থতয়া অতিক্রান্তস্বোপাস্যবস্তু-বাদিত্বম্ ; নামাদ্যাশাপর্যন্তোপাস্যবস্ত্বতিক্রান্ত-স্বোপাস্যপ্রাণ-শব্দনির্দ্দিষ্ট-প্রত্যগাত্মবাদিত্বাৎ প্রাণবিদোঽতিবাদিত্বং ; তস্যাপি সাতিশয়-পুরুষার্থত্বাৎ নিরতিশয়পুরুষার্থতয়োপাস্য-পরব্রহ্মবাদিন এব সাক্ষাদতিবাদিত্বমিতি "এষ তু বা অতিবদতি, যঃ সত্যেনাতিবদতি" ইত্যুক্তম্। 'সত্যেন' ইতীত্থ-ম্ভূতলক্ষণে তৃতীয়া ; সত্যেন পরেণ ব্রহ্মণোপাস্যেনোপলক্ষিতো যোঽতি-বদতীত্যর্থঃ। অত এবৈবং শিষ্যঃ প্রার্থয়তে—"সোঽহং ভগবঃ সত্যেনাতি-বদানি" [ছান্দো০ ৭।১৬।১] ইতি। আচার্যশ্চ "সত্যং ত্বেব বিজিজ্ঞাসি-তব্যম্" [ছান্দো০ ৭।১৬।১] ইত্যাহ। "আত্মনঃ প্রাণঃ" ইতি চ প্রাণ-শব্দনির্দ্দিষ্টস্যাত্মন উৎপত্তিরুচ্যতে। অতঃ "তরতি শোকমাত্মবিৎ" ইতি প্রক্রান্ত আত্মা প্রাণ-শব্দনির্দ্দিষ্টাদন্য ইতি গম্যতে।

হয়, এখানে কিন্তু 'সত্য' শব্দাভিহিত পর ব্রহ্মই পৃথক্ অতিবাদিতার কারণরূপে প্রতীত হইতেছেন ; কারণ, 'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ' ইত্যাদি স্থলে পর-ব্রহ্মেই 'সত্য' শব্দ প্রযুক্ত রহিয়াছে ; অতএব, পূর্ব্বোক্ত [প্রাণবিদ্] অতিবাদী হইতে তদ্বিষয়ক অতিবাদীর পার্থক্যই সম্ভবপর হইতেছে ; সুতরাং বাক্যের মুখ্যার্থ-সিদ্ধ যে, [উভয় অতিবাদীর] অন্যত্ব বা ভেদ, তাহার বাধা করা উচিত নহে। 'অতিবাদিত্ব' অর্থ—অপরাপর বস্তু অপেক্ষা নিজের উপাস্য বস্তুর সমধিক উৎকর্ষ খ্যাপন করা। প্রথমতঃ 'নাম' হইতে দিক্ পর্য্যন্ত অন্য যে সমস্ত পদার্থ উপাস্যরূপে কথিত হইয়াছে ; তন্মধ্যে অন্যান্য উপাস্য পদার্থ অপেক্ষা 'প্রাণ' শব্দোক্ত জীবাত্মার উৎকর্ষবাদী প্রাণবিৎ ব্যক্তির অতিবাদিত্ব, এবং প্রাণবিদের অতিবাদিত্ব ধর্ম্মও আবার আপেক্ষিক পুরুষার্থ, (পরম পুরুষার্থ নহে); এই কারণে নিরতিশয় পুরুষার্থরূপে যাহারা পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, সেই উপাস্য পর-ব্রহ্মবাদী পুরুষগণের অতিবাদিত্বই যে, সাক্ষাৎ বা প্রকৃত অতিবাদিত্ব, তাহাই 'ইনিই অতিবাদী, যিনি সত্যবাদী' এই শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। 'সত্যেন' এই তৃতীয়া বিভক্তি 'ইত্থম্ভূত' অর্থে হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, সত্যরূপে উপাসনীয় পরব্রহ্মোপলক্ষিত ; অর্থাৎ উপাসক আপনাকে সেই পরব্রহ্মরূপাপন্ন মনে করিয়া অতিবাদী হন। এইজন্য শিষ্যও এইরূপেই প্রার্থনা করিয়া থাকে যে, 'ভগবন্ আমি যেন সেই সত্যোপলক্ষিত হইয়া অতিবাদী হইতে পারি।' [তদুত্তরে] আচার্য্যও বলিলেন—'সত্যই বিশেষরূপে জিজ্ঞাসিতব্য'। 'আত্মা হইতে প্রাণ' এই শ্রুতিতেও আত্মা হইতেই 'প্রাণ'-শব্দ-নির্দ্দিষ্ট পদার্থটির (প্রাণের) উৎপত্তি কথিত হইতেছে। অতএব, 'আত্মবিৎ পুরুষ

যত্তূক্তম্ (*) "অস্তি ভগবঃ প্রাণাদ্ভূয়ঃ" ইতি প্রশ্নস্য "অদো বাব প্রাণাদ্ভূয়ঃ" ইতি প্রতিবচনস্য চ অদর্শনাৎ প্রক্রান্ত আত্মোপদেশঃ প্রাণোপদেশপর্যবসানো গম্যত ইতি। তদযুক্তম্; ন হি প্রশ্ন-প্রতিবচনাভ্যামেবার্থান্তরত্বং গম্যতে; প্রমাণান্তরেণাপি তৎসম্ভবাৎ; উক্তং চ প্রমাণান্তরম্। "অস্তি ভগবঃ প্রাণাদ্ ভূয়ঃ" ইত্যপৃচ্ছতোঽয়মভিপ্রায়ঃ—নামাদিষ্বাশাপর্য্যন্তেষ্বচেতনেষু পুরুষার্থভূয়স্তয়া পূর্ব্বপূর্ব্বমতিক্রান্তেষ্বপ্যুত্তরোত্তরেষূপদিষ্টেষু তত্তদ্বেদিন আচার্যেণাতিবাদিত্বং নোক্তম্; প্রাণশব্দ-নির্দ্দিষ্ট-প্রত্যগাত্ম-যাথাত্ম্যবেদিনস্তু পুরুষার্থভূয়স্ত্বাতিশয়ং মন্বানেন "স বা এষ এবং পশ্যন্ এবং মন্বান এবং বিজানন্নতিবাদী ভবতি" ইত্যতিক্রান্ত-বস্তুবাদিত্বমুক্তম্; অতোঽত্রৈবাত্মোপদেশঃ সমাপ্ত ইতি মত্বা শিষ্যো ভূয়ো ন পপ্রচ্ছ। আচার্যস্তু ইদমপি সাতিশয়ং মত্বা নিরতিশয়পুরুষার্থভূতং সত্য-শব্দাভিধেয়ং পরং ব্রহ্ম "এষ তু বা অতিবদতি যঃ সত্যেনাতিবদতি,"

শোক হইতে ত্রাণ পায়' এই শ্রুতি-প্রস্তাবিত আত্মা যে, প্রাণ-পদার্থ হইতে অন্য বা পৃথক্, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে।

আর যে বলা হইয়াছে, 'ভগবন্, প্রাণ অপেক্ষাও বৃহৎ আছে কি?' এইপ্রকার প্রশ্ন, এবং 'ইহাই প্রাণ অপেক্ষা বৃহৎ,' এইরূপ প্রতিবচন বা উত্তর বাক্য যখন দৃষ্ট হইতেছে না, তখন এই প্রস্তাবিত আত্মোপদেশটি প্রাণোপদেশেই পর্য্যবসিত হইয়াছে, অর্থাৎ উক্ত আত্মোপদেশটি প্রাণোপদেশেরই নামান্তর মাত্র। একথা ও যুক্তি সম্মত নহে; কারণ, কেবল প্রশ্ন ও প্রতিবচন দ্বারাই যে, পার্থক্য প্রমাণিত হইয়া থাকে, তাহা নহে; কেন না, অন্য প্রমাণ দ্বারাও তাহা সিদ্ধ হইতে পারে। পূর্ব্বেই এ বিষয়ে প্রমাণান্তর প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রশ্ন-কর্ত্তার 'ভগবন্, প্রাণ অপেক্ষা বৃহৎ আছে কি?' এরূপ প্রশ্ন না করিবার অভিপ্রায় এই যে, 'নাম' হইতে আশা পর্য্যন্ত যে সমস্ত অচেতন পদার্থ উপদিষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুরুষার্থরূপে নির্দ্দিষ্ট পরবর্ত্তী পদার্থ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেই যে, আচার্য্যকর্ত্তৃক অতিবাদিত্ব কথিত হইয়াছে, তাহা নহে; পরন্তু, 'প্রাণ' শব্দাভিহিত জীবাত্ম-যাথার্থ্যাভিজ্ঞের যে, পুরুষার্থ, তাহাই প্রচুর; এইরূপ মনে করিয়া তিনি 'সেই (প্রাণবিৎ) ব্যক্তি এইপ্রকার দর্শন, এইপ্রকার মনন, এবং এই প্রকার জ্ঞান লাভ করত 'অতিবাদী' হন,' এই শ্রুতিতে অতীত বিষয় সম্বন্ধেই 'অতিবাদিত্ব' অভিহিত করিয়াছেন। অতএব এখানেই আত্মোপদেশ সমাপ্ত হইয়াছে, এইরূপ মনে করিয়া শিষ্য আর পৃথক্ প্রশ্ন করেন নাই সত্য; কিন্তু আচার্য্য নিজেই উল্লিখিত পুরুষার্থকেও সাতিশয় বা আপেক্ষিক পুরুষার্থ মনে করিয়া [প্রশ্ন ব্যতিরেকেই] নিরতিশয় পুরুষার্থরূপী 'সত্য'-পদার্থ পরব্রহ্মের উল্লেখ করিয়াছেন। 'ইনিই কিন্তু অতিবাদী, যিনি

(*) যত্তুক্তম্' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

ইতি স্বয়মেবোপচিক্ষেপ। শিষ্যোঽপি পরমপুরুষার্থরূপে পরস্মিন্ ব্রহ্মণ্যুপক্ষিপ্তে তৎস্বরূপ-তদুপাসন-যাথাত্ম্যবুভুৎসয়া "সোঽহং ভগবঃ সত্যেনাতিবদানি" ইতি প্রার্থয়ামাস। ততো ব্রহ্মসাক্ষাৎকারনিমিত্তাতিবাদিত্বসিদ্ধয়ে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারোপায়ভূতং ব্রহ্মোপাসনং "সত্যং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্" ইত্যুপদিশ্য তদুপায়ভূতং ব্রহ্মমননং "মতিস্ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যা" ইত্যুপদিশ্য শ্রবণপ্রতিষ্ঠার্থত্বাদ্ মননস্য মননোপদেশেন শ্রবণমর্থসিদ্ধং মত্বা শ্রবণোপায়ভূতাং ব্রহ্মণি শ্রদ্ধাং "শ্রদ্ধা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যা" [ছান্দো০ ৪।৭।১৯] ইত্যুপদিশ্য তদুপায়ভূতাং চ তন্নিষ্ঠাং "নিষ্ঠা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যা" ইত্যুপদিশ্য তদুপায়ভূতাং চ তদুদ্যোগ-প্রযত্নরূপাং কৃতিমপি "কৃতিস্ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যা" ইত্যুপদিশ্য শ্রবণাদ্যুপক্রমরূপকৃতিসিদ্ধয়ে প্রাপ্যভূতস্য সত্যশব্দাভিহিতস্য ব্রহ্মণঃ সুখরূপতা জ্ঞাতব্যেতি "সুখং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্" ইত্যুপদিশ্য নিরতিশয়বিপুলমেব সুখং পরমপুরুষার্থরূপং ভবতীতি তস্যৈব ব্রহ্মণঃ সুখরূপস্য নিরতিশয়বিপুলতা জ্ঞাতব্যেতি "ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" ইত্যুপদিশ্য নিরতিশয়বিপুলসুখরূপস্য ব্রহ্মণো লক্ষণমিদমুচ্যতে—

সত্যবাদী', এইরূপে পরম পুরুষার্থরূপী পর ব্রহ্ম আচার্য্যকর্ত্তৃক উল্লেখিত হইলে পর, তাহার স্বরূপ ও উপাসনার যথার্থ তত্ত্ব অধিগত হইবার ইচ্ছায় শিষ্য প্রার্থনা করিলেন—'ভগবন্, সেই আমি সত্যবাদী হইতে ইচ্ছা করি।' অনন্তর ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-সম্পাদ্য অতিবাদিত্ব-সিদ্ধির জন্য 'সত্যই বিশেষরূপে জিজ্ঞাস্য', এই বাক্যে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের উপায়ভূত ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ করিয়া, মতিই বিশেষরূপে জিজ্ঞাসিতব্য' এই বাক্যে আবার তাহারও উপায়ভূত ব্রহ্মবিষয়ক মননের উপদেশ করিলেন। শ্রবণের বা শ্রুতার্থের দৃঢ়তা সম্পাদনই মননের উদ্দেশ্য; এই কারণে মননের উপদেশেই ফলতঃ শ্রবণের উপদেশও সিদ্ধ হইয়াছে; এই জন্য 'নিষ্ঠাই (শ্রদ্ধাই) জিজ্ঞাস্য', এই বাক্যে আবার শ্রবণের উপায়ভূত ব্রহ্মবিষয়ক শ্রদ্ধার উপদেশ করিয়াছেন। পুনশ্চ, 'নিষ্ঠাই বিশেষরূপে জিজ্ঞাস্য' এই বাক্যে সেই শ্রদ্ধালাভেরও উপায়ভূত ব্রহ্মনিষ্ঠার উপদেশ করিয়া কৃতি অর্থাৎ যত্নই বিশেষভাবে জিজ্ঞাসিতব্য' এই স্থলে আবার সেই নিষ্ঠাসিদ্ধিরও উপায়ভূত তদ্বিষয়ক উদ্যোগ বা প্রযত্নরূপ 'কৃতি'র উপদেশ করিয়া, তাহার পরেও শ্রবণাদিবিষয়ে প্রবৃত্তি-সাধনার্থ আবার 'সত্য' শব্দনির্দ্দিষ্ট প্রাপ্তব্য ব্রহ্মের সুখরূপতাজ্ঞাপনের জন্য 'সুখই বিশেষরূপে জিজ্ঞাস্য' এই প্রকার উপদেশ করিয়াছেন। তাহার পর বলিয়াছেন, যাহা অপেক্ষা অধিক নাই, ঈদৃশ বিপুল সুখই পরম পুরুষার্থ; এই জন্য সেই সুখস্বরূপ ব্রহ্মেরই নিরতিশয় বিপুলতাও (মহত্ত্বও) অবগত হওয়া আবশ্যক; এই উদ্দেশে 'ভূমাকেই জিজ্ঞাসা করিতে হইবে' এইরূপ উপদেশ করিয়া সেই নিরতিশয় বিপুল সুখাত্মক ব্রহ্মের এইরূপ লক্ষণ নির্দেশ করিতেছেন যে,

"যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি, স ভূমা" [ছান্দো০ ৭।২৪।১] ইতি। অয়মর্থঃ—অনবধিকাতিশয়সুখরূপে ব্রহ্মণ্যনুভূয়মানে ততোঽন্যৎ কিমপি ন পশ্যত্যনুভবিতা, ব্রহ্মস্বরূপ-তদ্বিভূত্যন্তর্গতত্বাচ্চ কৃৎস্নস্য বস্তুজাতস্য; অত ঐশ্বর্যাপরপর্যায়-বিভূতিগুণবিশিষ্টং নিরতিশয়সুখরূপং ব্রহ্মানুভবন্ তদ্ব্যতিরিক্তস্য বস্তুনোঽভাবাদেব কিমপ্যন্যৎ ন পশ্যতি; অনুভাব্যস্য সর্ব্বস্য সুখরূপত্বাদেব দুঃখং চ ন পশ্যতি; তদেব হি সুখং, যদনুভূয়মানং পুরুষানুকূলং ভবতি।

ননু চেদমেব জগদ্ ব্রহ্মণোঽন্যতয়া অনুভূয়মানং দুঃখরূপং পরিমিতসুখরূপং চ ভবৎ কথমিব ব্রহ্মবিভূতিত্বেন তদাত্মকতয়া অনুভূয়মানং সুখরূপমেব ভবেৎ ?

উচ্যতে—কর্ম্মবশ্যানাং ক্ষেত্রজ্ঞানাং ব্রহ্মণোঽন্যত্বেনানুভূয়মানং কৃৎস্নং জগৎ তত্তৎকর্ম্মানুরূপং দুঃখং চ পরিমিতসুখং চ ভবতি। অতো ব্রহ্মণোঽন্যতয়া (*) পরিমিতসুখত্বেন দুঃখত্বেন চ জগদনুভবস্য কর্ম্মনিমিত্ত-

---

['মুমুক্ষু পুরুষ] যাহাতে অন্যকিছু দর্শন করে না, অন্য কিছু শ্রবণ করে না, অন্য কিছু জানে না, তাহাই 'ভূমা'। অভিপ্রায় এই যে, অসীম নিরতিশয় সুখস্বরূপ ব্রহ্ম অনুভূত হইলে পর অনুভবকর্ত্তা অপর কিছুই দর্শন করেন না; কেন না, সমস্ত বস্তুরাশিই ব্রহ্ম ও তাঁহার বিভূতির অন্তর্গত; সুতরাং তৎকালে ঐশ্বর্য্যসংজ্ঞক-বিভূতিবিশিষ্ট, নিরতিশয় সুখস্বরূপ কেবল ব্রহ্মকে অনুভব করিতে থাকেন, এবং তদতিরিক্ত কোন বস্তু থাকে না বলিয়াই অন্য কোনও বস্তু দর্শন করে না। আর অনুভব-গোচর সমস্তই সুখস্বরূপে প্রতিভাত হয়; কাজেই তখন দুঃখও দর্শন করেন না; [কেন না,] তাহাই প্রকৃত সুখ, যাহা অনুভব সমকালে অনুভবিতৃ-পুরুষের অনুকূল বা প্রিয় বলিয়া প্রতীত হয়।

প্রশ্ন হইতেছে যে, এই জগৎই যখন দুঃখময় ও পরিমিতসুখাত্মক এবং ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন পদার্থ বলিয়া অনুভূত হইতেছে; তখন এই জগৎই আবার সুখময় এবং ব্রহ্মাত্মক বলিয়া অনুভূত হইবে কিরূপে ?

[উত্তর] কথিত হইতেছে—স্বকৃত কর্ম্মাধীন ক্ষেত্রজ্ঞ জীবগণের সম্বন্ধেই দৃশ্যমান সমস্ত জগৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বস্তু বলিয়া প্রতীত হয় এবং তাহাদেরই নিজনিজ কর্ম্মানুসারে দুঃখ ও পরিমিত সুখবিশিষ্ট বলিয়াও অনুভূত হইয়া থাকে। অতএব, এই জগৎ যে, ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে এবং তন্নিবন্ধন যে, দুঃখময় ও পরিমিত সুখবিশিষ্ট বলিয়াও মনে হইয়া থাকে, জীবের কর্ম্মই তাহার একমাত্র কারণ। জীব যখন কর্ম্মরূপ অবিদ্যা-বিনির্ম্মুক্ত

(*) ব্রহ্মণোঽন্যত্বেনানুভূয়মানং' ইত্যধিকঃ (ক) পাঠঃ।

ত্বাৎ কর্ম্মরূপাবিদ্যাবিমুক্তস্য তদেব জগদ্বিভূতিগুণবিশিষ্ট-ব্রহ্মানুভবান্তর্গতং সুখমেব ভবতি। যথা পিত্তোপহতেন পীয়মানং পয়ঃ পিত্ততারতম্যেনাল্পসুখং বিপরীতং চ ভবতি; তদেব পয়ঃ পিত্তানুপহতস্য সুখায়ৈব ভবতি; যথৈব রাজপুত্রস্য পিতুর্লীলোপকরণমতথাত্বেনানুসন্ধীয়মানং প্রিয়ত্বমনুপগতং তথাত্বানুসন্ধানে প্রিয়তমং ভবতি; তথা নিরতিশয়ানন্দস্বরূপস্য ব্রহ্মণোঽনবধিকাতিশয়াসঙ্খ্যেয়-কল্যাণগুণাকরস্য লীলোপকরণং তদাত্মকং চানুসন্ধীয়মানং জগৎ নিরতিশয়প্রীতয়ে ভবত্যেব। অতো জগদৈশ্বর্য্যবিশিষ্টমনবধিকাতিশয়সুখরূপং ব্রহ্ম অনুভবন্ ততোঽন্যৎ কিমপি ন পশ্যতি; দুঃখং চ ন পশ্যতি। এতদেবোপপাদয়তি বাক্যশেষঃ "স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ, স স্বরাট্ ভবতি, তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি, অথ যেঽন্যথাতো বিদুরন্যরাজানঃ, তে ক্ষয্যলোকা ভবন্তি; তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু অকামচারো ভবতি" [ছান্দো० ৭।২৫।২] ইতি। স্বরাট্—অকর্ম্মবশ্যঃ। অন্যরাজানঃ—কর্ম্মবশ্যাঃ। তথা—

হয়, তখন তাহার পক্ষে সেই জগৎই আবার বিভূতিবিশিষ্ট বা ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ব্রহ্মবিষয়ক অনুভবের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া কেবলই সুখরূপে প্রতিভাত হইতে থাকে। যেমন, পিত্তবিকারগ্রস্ত লোক যদি দুগ্ধ পান করে, [তাহা হইলে যেমন তাহারই] পিত্তের তারতম্যানুসারে পানকরা দুগ্ধ অল্পপরিমাণে সুখের বা দুঃখের কারণীভূত হইয়া থাকে; সেই দুগ্ধই আবার পিত্তরোগরহিত লোককর্ত্তৃক পিত হইলে সুখাবহ হইয়া থাকে; বালক রাজপুত্রের নিকট যেমন পিতার বিলাস-সামগ্রী সমূহ যথাযথরূপে পরিজ্ঞাত না থাকায় প্রীতিকর না হইলেও যথাযথরূপে পরিজ্ঞানের পর অতিশয় প্রীতিকর হইয়া থাকে; তেমনি নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ এবং নিরবধি ও নিরতিশয় অসংখ্যকল্যাণকর গুণের আকরস্বরূপ ব্রহ্মের লীলোপকরণ ও তদাত্মক বলিয়া জ্ঞানোদয়ের পর এই জগৎও নিশ্চয়ই নিরতিশয় প্রীতি-সাধন হইয়া থাকে। অতএব যে লোক জগৎ-রূপ-বিভূতিবিশিষ্ট নিরবধি ও নিরতিশয় সুখস্বরূপ ব্রহ্মকে অনুভব করেন, তিনি তাঁহা হইতে পৃথক্ কিছুই দেখিতে পান না এবং দুঃখও অনুভব করেন না। 'সে এই পুরুষে এইরূপ দর্শন করতঃ (ব্রহ্মোপলব্ধি করত) এবং এইরূপ মনন করত, এইরূপ বিজ্ঞান লাভ করত আত্মরতি (আত্মাতেই যাহার প্রীতি), আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন (কিন্তু স্ত্রী-পুরুষসাধ্য মিথুন নহে), আত্মানন্দ এবং স্বরাট্ হন; পক্ষান্তরে, যাহারা ইহা হইতে পৃথক্ বস্তু দর্শন করে, এবং অন্যের অধীন বলিয়া মনে করে, তাহারা ক্ষয়শীল লোকে গমন করে; সমস্ত লোকেই তাহাদের কামনা ব্যাহত হইয়া থাকে'; এই পরবর্ত্তী বাক্যাংশও উক্ত অর্থেরই সমর্থন করিতেছে। [শ্রুতির] "স্বরাট্" অর্থ—অ-কর্ম্মবশ্য অর্থাৎ সে লোক পাপপুণ্যময় কর্ম্মের অধীন নহে। "অন্যরাজানঃ"

"ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি ন রোগং নোত দুঃখতাম্।
সর্ব্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্ব্বমাপ্নোতি সর্ব্বশঃ ॥"

[ছান্দো° ৭।২৬।২] ইতি চ।

নিরতিশয়-সুখরূপত্বং চ ব্রহ্মণঃ "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" [ব্রহ্মসূ° ১।১।১২] ইত্যত্র প্রপঞ্চিতম্। অতঃ প্রাণশব্দনির্দ্দিষ্টাৎ প্রত্যগাত্মনোঽর্থান্তরভূতস্য সত্য-শব্দাভিধেয়স্য ব্রহ্মণো ভূমেত্যুপদেশাদ্ ভূমা পরং ব্রহ্ম ॥১॥৩॥৭॥

ধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ॥১॥৩॥৮॥

[পদচ্ছেদঃ—ধর্ম্মোপপত্তেঃ ([ঐ প্রকরণোল্লিখিত] ধর্ম্মসমূহের উপপত্তি হেতু) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—'ভূম-'শব্দাভিহিতে বস্তুনি শ্রূয়মাণানাং স্বাভাবিকামৃতত্ব-স্বমহিমপ্রতিষ্ঠিতত্ব-সর্ব্বাত্মকত্বাদীনাং ধর্ম্মাণাং পরমাত্মন্যেব উপপত্তেরপি পরমাত্মৈব 'ভূমা', নতু জীব ইত্যর্থঃ ॥

স্বভাবসিদ্ধ অমৃতত্ব, স্বমহিমপ্রতিষ্ঠিতত্ব ও সর্ব্বাত্মকত্ব প্রভৃতি যে সমস্ত ধর্ম্ম ভূমার সম্বন্ধে শ্রুত হইতেছে, পরমাত্মাতেই সেই সমস্ত ধর্ম্মের যথাযথভাবে সঙ্গতি হয়; অতএব পরমাত্মাই 'ভূমা' শব্দের অর্থ, জীব নহে ॥ ১।৩।৮ ॥]

অস্য ভূম্নো যে ধর্ম্মা আম্নায়ন্তে, তেঽপি পরস্মিন্নেবোপপদ্যন্তে। "এতদমৃতম্" ইতি স্বাভাবিকমমৃতত্বম্, "স্বে মহিম্নি" ইত্যনন্যাধারত্বং, "স এবাধস্তাৎ" ইত্যাদি "স এবেদং সর্ব্বম্" ইতি সর্ব্বাত্মকত্বম্, "আত্মতঃ

অর্থ—কর্ম্ম-বশ্য, অর্থাৎ তাহারা কর্ম্মানুযায়ী ফল ভোগ করিতে বাধ্য। সেইরূপ [আরও শ্রুতি আছে—] 'যথোক্ত তত্ত্বদর্শী মৃত্যু দর্শন করেন না, এবং রোগ কিংবা দুঃখও ভোগ করেন না। যথোক্তদর্শী লোক নিশ্চয়ই সর্ব্বদর্শী হন, এবং সর্ব্বপ্রকার সমস্ত বিষয় প্রাপ্ত হন,' ইতি। ব্রহ্ম যে স্বভাবতই নিরতিশয় সুখস্বরূপ, তাহা "আনন্দময়ঃ অভ্যাসাৎ" এই সূত্রে বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অতএব, প্রাণশব্দোক্ত জীবাত্মা হইতে পৃথগ্‌ভূত 'সত্য'-শব্দাভিধেয় ব্রহ্মকেই 'ভূমা' শব্দে উপদেশ করা হইয়াছে; সুতরাং পর ব্রহ্মই 'ভূমা' শব্দের অর্থ, জীব নহে ॥ ১ ॥ ৩ । ৭ ॥

এই ভূমার সম্বন্ধে যে সমস্ত ধর্ম্ম অভিহিত হইয়াছে, তৎসমস্ত পরমাত্মাতেই উপপন্ন বা সুসঙ্গত হয়। [দেখ—] 'ইহাই অমৃত (নিত্যমুক্ত)', এই যে স্বভাবসিদ্ধ অমৃতভাব; 'স্বীয় মহিমায় [প্রতিষ্ঠিত]', এই যে অনন্যাধারত্ব (অপরকে আশ্রয় না করিয়া থাকা); 'তিনিই অধে' এবং 'তিনিই এতৎ সমস্ত', ইত্যাদি যে সর্ব্বাত্মকভাব; আর 'আত্মা হইতে প্রাণ [উৎপন্ন

প্রাণঃ” ইত্যাদি প্রাণপ্রভৃতিসর্ব্বস্যোৎপাদকত্বম্, ইত্যাদয়ো হি ধর্ম্মাঃ পরমাত্মন এব। যত্তু “অহমেবাধস্তাৎ” ইত্যাদিনা সর্ব্বাত্মকত্বমুপদিষ্টং, তদ্ ভূমবিশিষ্টস্য ব্রহ্মণোঽহংগ্রহেণোপাসনমুপদিশ্যতে “অথাতোঽহঙ্কারাদেশঃ” ইত্যহংগ্রহোপদেশোপক্রমাৎ। অহমর্থস্য প্রত্যগাত্মনোঽপি হি আত্মা পরমাত্মা, ইতি অন্তর্যামি-ব্রাহ্মণাদিষু উক্তম্। অতঃ প্রত্যগর্থস্য পরমাত্মপর্য্যবসানাদ্ অহংশব্দোঽপি পরমাত্মপর্য্যবসায়ীতি প্রত্যগাত্মশরীরকত্বেন পরমাত্মানুসন্ধানার্থোঽয়মহংগ্রহোপদেশঃ। পরমাত্মনঃ সর্ব্বশরীরতয়া সর্ব্বাত্মত্বাৎ প্রত্যগাত্মনোঽপ্যাত্মা পরমাত্মা; তদেব “অথাত আত্মাদেশঃ” ইত্যাদিনা “আত্মৈবেদং সর্ব্বম্” ইত্যন্তেনোচ্যতে। এতদেবোপপাদয়িতুং প্রত্যগাত্মনোঽপ্যাত্মভূতাৎ পরমাত্মনঃ সর্ব্বস্যোৎপত্তিরুচ্যতে, “তস্য হ বা এতস্যৈবং পশ্যত এবং মন্বানস্যৈবং বিজানত আত্মতঃ প্রাণ আত্মত আকাশঃ” [ছান্দো০ ৭।২৬।১] ইত্যাদিনা। উপাসকস্যান্তর্যামিতয়া অবস্থিতাৎ পরমাত্মনঃ সর্ব্বস্যোৎপত্তিরিত্যর্থঃ। অতঃ পরমাত্মনঃ প্রত্যগাত্মশরীরকত্ব-জ্ঞানপ্রতিষ্ঠার্থমহংগ্রহোপাসনং

হয়].’ ইত্যাদি যে প্রাণাদি-পদার্থোৎপাদকতা; এ সমস্ত পরমাত্মারই ধর্ম্ম। তবে, ‘আমিই অধে’ ইত্যাদি বাক্যে যে, [অহঙ্কারবিশিষ্টের] সর্ব্বাত্মকতা উপদিষ্ট হইয়াছে; বুঝিতে হইবে, তাহা কেবল অহংকার-ধর্ম্ম সহকারে উপাসনার্থ বিপুলতাবিশিষ্ট পর ব্রহ্মেরই উপদেশ করা হইয়াছে মাত্র। কেন না, ‘অতঃপর অহঙ্কারোপদেশ [আরব্ধ হইতেছে’], এই শ্রুতিতে অহঙ্কারাভিমানেরই উপক্রম করা হইয়াছে। পরমাত্মাই যে, অহংপদার্থ-জীবেরও আত্মা, তাহা অন্তর্য্যামি-ব্রাহ্মণে (বৃহদারণ্যকোপনিষদের ৩য় অধ্যায় ৭ম ব্রাহ্মণে) কথিত আছে। অতএব, যেহেতু ‘প্রত্যক্’-পদার্থ (জীব) পরমাত্মায়ই পরিসমাপ্ত, অর্থাৎ পরমাত্মা ও প্রত্যক্-পদার্থ প্রকৃত পক্ষে অভিন্ন; সেই হেতু তদ্বোধক ‘অহং’শব্দও প্রকৃত পক্ষে পরমাত্মাতেই পর্য্যবসিত হয়; এই কারণে জীবাত্মরূপি শরীরের স্বামিরূপে পরমাত্মার অনুসন্ধান বা প্রতীতির জন্যই উক্ত অহংজ্ঞানের উপদেশ হইয়াছে, (জীবের স্বতন্ত্র প্রতীতির জন্য নহে); তাহার পর ‘অতঃপর [আত্মোপদেশ কথিত হইতেছে]’ এই হইতে ‘আত্মাই এই সমস্ত জগৎ’ এই পর্য্যন্ত বাক্যেও ঐ অর্থই অভিহিত হইতেছে। এইরূপ অর্থের উপপাদন করিবার অভিপ্রায়েই—‘এইরূপ দর্শন, শ্রবণ, মনন ও বিজ্ঞানসম্পন্ন সেই আত্মা হইতে প্রাণ এবং সেই আত্মা হইতেই আকাশ [উৎপন্ন হয়]’ ইত্যাদি বাক্যে প্রত্যগাত্মারও আত্মস্বরূপ পরমাত্মা হইতে প্রাণাদি সর্ব্বপদার্থের উৎপত্তি কথিত হইতেছে। [ঐ শ্রুতির] অভিপ্রায় এই যে, উপাসকের অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত পরমাত্মা হইতে সর্ব্ব পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে। অতএব, প্রত্যক্‌পদার্থ জীবাত্মা যে,

কর্ত্তব্যম্। তস্মাদ্ ভূমবিশিষ্টঃ পরমাত্মেতি সিদ্ধম্ ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৮ ॥
[দ্বিতীয়ং ভূমাধিকরণম্ ।]

অক্ষরাধিকরণম্]　　**অক্ষরমম্বরান্তধৃতেঃ ॥১॥৩॥৯॥**

[পদচ্ছেদঃ—অক্ষরং ('অক্ষর' পদের অর্থ—) [পরমাত্মা], অম্বরান্তধৃতেঃ (যেহেতু আকাশ পর্য্যন্ত সর্ব্ব পদার্থের ধারণ [উক্ত আছে] ।]

[সরলার্থঃ—"এতদ্ বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি অস্থূলম্ অনণু" ইত্যাদিনা অভিহিতং অক্ষরং কিং প্রধানম্ ? উত জীবঃ ? অথবা পরমাত্মা ? ত্রিষ্বপি লিঙ্গদর্শনাৎ এবং ভবতি সংশয়ঃ । তত্র প্রধানং জীবো বা ভবেদিতি । এবং পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে উত্তরমুচ্যতে—

এতৎ অক্ষরং—অক্ষরশব্দনির্দ্দিষ্টং বস্তু পরমাত্মৈব, নতু জীবঃ, প্রধানং বা; কুতঃ ? অম্বরান্তধৃতেঃ—অম্বরং আকাশঃ, তস্য কারণং অব্যাকৃতং প্রধানং, তস্য ধৃতেঃ ধারণাৎ, প্রধানস্যাপি কারণভূতত্বাদিত্যর্থঃ, অক্ষরং পরমাত্মৈব ইতিশেষঃ ।

'হে গার্গি ! ব্রাহ্মণগণ এই অক্ষরকে অস্থূল, অনণু ইত্যাদিরূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন ।' এই শ্রুতি-কথিত 'অক্ষর' অর্থ কি প্রকৃতি ? কিংবা জীব ? অথবা পরমাত্মা ? এই সংশয়ের উত্তরে বলিতেছেন যে, না—'অক্ষর' অর্থ পরমাত্মা ; কারণ, যে হেতু এই অক্ষর আকাশেরও কারণী-ভূত প্রকৃতির বিধারক । অভিপ্রায় এই যে, পরমাত্মা ভিন্ন আর কেহই প্রকৃতি পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থের বিধারক হইতে পারে না, অতএব পরমাত্মাই এই 'অক্ষর'পদের অর্থ ॥ ১ । ৩ । ৯ ॥]

বাজসনেয়িনো গার্গিপ্রশ্নে সমামনন্তি "স হোবাচ—এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি, অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়ম্" [বৃহদা০ ৫।৮।৮] ইত্যাদি । তত্র সংশয়ঃ—কিমেতদক্ষরং প্রধানম্ ?

পরমাত্মারই শরীরস্থানীয়, এই জ্ঞানের দৃঢ়তাসম্পাদনার্থই অহংজ্ঞানপূর্ব্বক উপাসনা করা আবশ্যক। অতএব 'ভূম' বিশিষ্ট পদার্থ যে পরমাত্মা, (তদতিরিক্ত নহে) ; ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৮ ॥

বাজসনেয়িগণ (*) গার্গীর প্রশ্ন প্রসঙ্গে পাঠকরিয়া থাকেন যে, 'তিনি বলিয়াছিলেন—হে গার্গি, ব্রাহ্মণগণ এই অক্ষরকে অস্থূল, অনণু (সূক্ষ্ম নহে), অহ্রস্ব, অদীর্ঘ, অলোহিত, স্নেহ ও ছায়ারহিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন' ইত্যাদি । তাহাতে সংশয় এই যে,—এই 'অক্ষর'

(*) তাৎপর্য্য—এই 'অক্ষরাধিকরণ'টি নবম হইতে একাদশ পর্য্যন্ত তিন সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে। তাহার অবয়ব পাঁচটি এইরূপ—(১) বিষয় বাক্য—"স হোবাচ এতদক্ষরং গার্গি" ইত্যাদি । (২) সংশয়—অক্ষর অর্থ কি প্রকৃতি ? না জীব ? অথবা পরমাত্মা ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—প্রকৃতি কিংবা জীবই 'অক্ষর', পরমাত্মা নহে। (৪) উত্তর—না—প্রকৃতি কিংবা জীব 'অক্ষর' নহে ; কারণ, এই অক্ষরই আকাশেরও কারণীভূত 'অব্যাকৃত'-পদবাচ্য প্রকৃতিরও বিধারক ; প্রকৃতিকে পর্য্যন্ত ধারণ করা পরমাত্মা ভিন্ন অন্যের কার্য্য হইতে পারে না ।

এখানে 'বাজসনেয়ী' পদে প্রধানতঃ যজুর্ব্বেদীয় 'কাণ্ব' ও 'মাধ্যন্দিন' শাখাবলম্বিদিগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে ।

জীবো বা? উত পরমাত্মা? ইতি। কিং যুক্তম্? প্রধানমিতি। কুতঃ? "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" [মুণ্ড০ ২।১।২] ইত্যাদিষু অক্ষরশব্দস্য প্রধানে প্রয়োগদর্শনাৎ, অস্থূলত্বাদীনাং চ তত্র সমন্বয়াৎ। "যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে" [মুণ্ড০ ১।১।৫] ইত্যাদিষু পরস্মিন্নপ্যক্ষরশব্দো দৃশ্যত ইতি চেৎ; ন, প্রমাণান্তরপ্রসিদ্ধ-শ্রুতিপ্রসিদ্ধয়োঃ প্রমাণান্তরপ্রসিদ্ধস্য প্রথমপ্রতীতেঃ; প্রতীত-পরিগ্রহে বিরোধাভাবাৎ।

কিং চ, (*) "যদূর্দ্ধং গার্গি দিবো যদর্ব্বাক্ পৃথিব্যাঃ" ইত্যারভ্য সর্ব্বস্য কালত্রিতয়বর্ত্তিনঃ কারণভূতাকাশাধারত্বে প্রতিপাদিতে "কস্মিন্ নু খল্বাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ" ইত্যাকাশস্যাপি কারণং তদাধারভূতং কিম্? ইতি পৃষ্টে প্রত্যুচ্যমানমক্ষরং সর্ব্ববিকারকারণতয়া তদাধারভূতং প্রমাণান্তরপ্রসিদ্ধং (†) প্রধানমিতি প্রতীয়তে, অতোঽক্ষরং প্রধানম্। ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

"অক্ষরমম্বরান্তধৃতেঃ"—অক্ষরং পরং ব্রহ্ম; কুতঃ? অম্বরান্তধৃতেঃ;

শব্দার্থ কি প্রকৃতি? কিংবা জীব? অথবা পরমাত্মা? কোন অর্থটী যুক্তিযুক্ত? প্রকৃতি অর্থ। কারণ? যেহেতু "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" (অক্ষর-প্রকৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—পুরুষ অপেক্ষাও উত্তম), এই স্থলে প্রকৃতিতে 'অক্ষর' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়; আর অস্থূলত্বাদি ধর্ম্মেরও তাহাতেই সম্ভব হয়। যদি বল, [কেন?] 'যাহা (যে বিদ্যা) দ্বারা সেই অক্ষর (ব্রহ্ম) অধিগত বা জ্ঞাত হন' ইত্যাদি স্থলেত পরব্রহ্মেও অক্ষর শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হইতেছে? না—এ কথা বলিতে পার না; কারণ, প্রমাণান্তরলব্ধ অর্থ আর যে শ্রুতি-প্রসিদ্ধ অর্থ, এতদুভয়ের মধ্যে প্রমাণান্তর-লব্ধ অর্থই প্রথমে প্রতীতির বিষয় হয়; অথচ প্রথম-প্রতীত অর্থের গ্রহণে কোনরূপ বিরোধেরও সম্ভাবনা থাকে না। বিশেষতঃ, 'হে গার্গি! যাহা দ্যুলোকের ঊর্দ্ধে এবং যাহা পৃথিবীরও নীচে [আছেন]', এই হইতে আরম্ভ করিয়া কালত্রয়বর্ত্তী সমস্ত পদার্থের আধার বা আশ্রয়রূপে আকাশ-প্রতিপাদনের পর আকাশ আবার কোথায় ওত-প্রোতভাবে রহিয়াছে?' এইরূপে আকাশেরও কারণ এবং আশ্রয় কি? ইহা জিজ্ঞাসার পর যখন তাহারই প্রত্যুত্তরভাবে সর্ব্বপ্রকার বিকারের কারণত্বনিবন্ধন আকাশাধার বলিয়া অক্ষরের নির্দ্দেশ হইয়াছে, তখন তাহাত "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" এই প্রমাণান্তরসিদ্ধ 'প্রকৃতি' বলিয়াই বোধ হইতেছে; অতএব প্রকৃতিই 'অক্ষর'-পদবাচ্য। এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় কথিত হইতেছে— অক্ষরম্ অম্বরান্তধৃতেঃ।"

[এখানে] 'অক্ষর' অর্থ নিশ্চয়ই পরব্রহ্ম; কারণ? অম্বরান্তধৃতিই কারণ। 'অম্বর'

(*) কিঞ্চ'ইতি 'খ' পুস্তকে নাস্তি।　　(†) প্রমাণান্তরকৃতং প্রসিদ্ধম্" ইতি (ক) পাঠঃ।

অম্বরস্য — আকাশস্য, অন্তঃ—পারভূতম্ অব্যাকৃতম্—অম্বরান্তঃ, তস্য ধৃতেঃ তদাধারতয়া অস্যাক্ষরস্যোপদেশাদিতি যাবৎ। অয়মর্থঃ—"কস্মিন্নু খল্বাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ" ইত্যত্রাকাশ-শব্দনির্দ্দিষ্টং ন বায়ুমদম্বরম্, অপি তু তৎপারভূতমব্যাকৃতম্; অতস্তস্যাব্যাকৃতস্যাপি আধারত্বেনোচ্যমানমক্ষরং ন অব্যাকৃতং ভবিতুমর্হতীতি।

ননু আকাশ-শব্দনির্দ্দিষ্টো ন বায়ুমান্, ইতি কথমবগম্যতে? উচ্যতে—"যদূর্দ্ধং গার্গি দিবো যদর্বাক্ পৃথিব্যাঃ, যদন্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে, যদ্ ভূতং চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চ ইত্যাচক্ষতে, আকাশ এব তদোতং চ প্রোতং চ" [বৃহদা০ ৫।৮।৭] ইত্যুক্তে ত্রৈকাল্যবর্ত্তিনো বিকারজাতস্যাধারতয়া নির্দ্দিষ্ট আকাশো ন বায়ুমদাকাশো ভবিতুমর্হতি; তস্যাপি বিকারান্তর্গতত্বাৎ। অতোঽত্রাকাশ-শব্দনির্দ্দিষ্টং ভূতসূক্ষ্মমিতি প্রতীয়তে। ততস্তস্যাপি ভূতসূক্ষ্মস্যাধারভূতং কিম্, ইতি পৃচ্ছ্যতে "কস্মিন্নু খল্বাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ" ইতি। অতস্তদাধারতয়া নির্দ্দিশ্যমানমক্ষরং ন প্রধানং ভবিতুমর্হতি।

সিদ্ধান্ত। অর্থ—আকাশ; 'অন্ত' অর্থ—পার বা চরমসীমা; সুতরাং অব্যাকৃত অর্থাৎ অনভিব্যক্ত প্রকৃতিই 'অম্বরান্ত'; তাহার ধারণহেতু, অর্থাৎ শ্রুতিতে সেই আকাশেরও আশ্রয়রূপে অক্ষরের উপদেশ হেতু (উল্লেখ থাকায়)। অভিপ্রায় এই যে, 'আকাশ আবার কোথায় ওত-প্রোত আছে', এই 'আকাশ' অর্থ—প্রসিদ্ধ বায়ুযুক্ত আকাশ নহে; পরন্তু আকাশেরও পার বা শেষ সীমা—অনভিব্যক্ত প্রকৃতি; অতএব, সেই অব্যাকৃত প্রকৃতিরও আশ্রয়রূপে অভিহিত 'অক্ষর' কখনই 'অব্যাকৃত' (প্রকৃতি) হইতে পারে না।

ভাল, আকাশ-শব্দোল্লেখিত পদার্থ টী যে বায়ুমণ্ডলাশ্রয় আকাশ নহে, তাহা কিসে জানা যাইতেছে? বলা হইতেছে—'হে গার্গি! যাহা দ্যুলোকের উপরে এবং পৃথিবীর নিম্নে, এবং দ্যুলোক ও পৃথিবী যাহার অভ্যন্তরে; [পণ্ডিতগণ] যাহাকে 'ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বলিয়া উল্লেখ করেন, তাহা আকাশেই ওত-প্রোত', এই স্থলে কালত্রয়বর্ত্তী জন্য-পদার্থমাত্রেরই আশ্রয়রূপে অভিহিত 'আকাশ' কখনই বায়ুবিশিষ্ট আকাশ হইতে পারে না; কেননা, সেই আকাশও উক্ত বিকাররাশিরই (জন্য শ্রেণীরই) অন্তর্গত, (তাহা হইতে পৃথক্ নহে)। অতএব, এখানে 'আকাশ শব্দে যে, ভূতসূক্ষ্মই অভিহিত হইয়াছে, তাহা বুঝা যাইতেছে। অতএব [বুঝিতে হইবে,] 'হে গার্গি, এই আকাশ আবার কোথায় ওত-প্রোত [রহিয়াছে]?' এইস্থলে, সেই ভূতসূক্ষ্মেরই আশ্রয়স্বরূপ কোনও বস্তুবিশেষই জিজ্ঞাসিত হইতেছে। অতএব সেই অব্যাকৃতেরও আধার বা আশ্রয়রূপে নির্দ্দিষ্ট এই 'অক্ষর' কখনই প্রকৃতি হইতে পারে না।

যত্তু, শ্রুতিপ্রসিদ্ধাৎ প্রমাণান্তরপ্রসিদ্ধম্ প্রথমং প্রতীয়ত ইতি, তন্ন, অক্ষর-শব্দস্যাবয়বশক্ত্যা স্বার্থপ্রতিপাদনে প্রমাণান্তরানপেক্ষণাৎ; সম্বন্ধ-গ্রহণদশায়াম্ অর্থস্বরূপং যেন প্রমাণেনাবগম্যতে, ন তৎ প্রতিপাদনদশায়ামপেক্ষণীয়ম্ ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৯ ॥

এবং তর্হি অক্ষর-শব্দনির্দ্দিষ্টো জীবোঽস্তু, তস্য ভূতসূক্ষ্মপর্য্যন্তস্য কৃৎস্নস্যাচিদ্বস্তুন আধারত্বোপপত্তেঃ; অস্থূলত্বাদ্যুচ্যমানবিশেষণোপপত্তেশ্চ; "অব্যক্তমক্ষরে লীয়তে" [সুবাল০ ২], "যস্যাব্যক্তং শরীরং···যস্যাক্ষরং শরীরং" [সুবাল০ ৭], "ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে" [গীতা০ ১৫।১৬] ইত্যাদিষু প্রত্যগাত্মন্যপ্যক্ষরশব্দপ্রয়োগদর্শনাদিতি। অত্রোত্তরম্—

সা চ প্রশাসনাৎ ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১০ ॥

[পদচ্ছেদঃ—সা (তাহা—ধারণ করা) চ (ও) প্রশাসনাৎ (শাসন—নিয়মিত করণ হেতুতে)।]

[সরলার্থঃ—সাচ অম্বরান্তধৃতিঃ "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি, সূর্য্যা-চন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" ইত্যুক্তাৎ প্রশাসনাৎ অবগম্যতে। প্রশাসনং চ—প্রকৃষ্টং শাসনং—অপ্রতিহতাজ্ঞতা। ন চ পরিমিতশক্তেঃ জীবস্য অপ্রতিহতাজ্ঞতারূপা ধৃতিঃ সম্ভবতি; পরমাত্মনি তু সম্ভবতি; অতঃ পরমাত্মৈব অক্ষরং, নতু জীব ইত্যাশয়ঃ ॥

সেই যে অম্বরান্ত ধারণ, তাহাও 'হে গার্গি, সূর্য্য ও চন্দ্র, উভয়েই এই 'অক্ষর' ব্রহ্মের

আর যে, শ্রুতিপ্রসিদ্ধ অর্থ অপেক্ষা প্রমাণান্তরলব্ধ অর্থই প্রথমে প্রতীতিগোচর হয় বলা হইয়াছে, তাহাও সত্য নহে; কারণ, 'অক্ষর' শব্দের যে অবয়বশক্তি বা প্রকৃতিপ্রত্যয়বিভাগের বলে স্বার্থপ্রতিপাদন, তাহাতে প্রমাণান্তরের কিছুমাত্র অপেক্ষা নাই; আর শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ-গ্রহণ কালে, যে প্রমাণের দ্বারা অর্থ বিশেষ প্রতীত হইয়া থাকে, অর্থ-প্রতিপাদন কালে সেই প্রমাণের কিছুমাত্র অপেক্ষা থাকে না। [সুতরাং অক্ষর-শব্দের যোগার্থলব্ধ অর্থ গ্রহণে শ্রুতিসিদ্ধ অর্থবিশেষও বাধক হইতে পারে না] ॥ ১। ৩। ৯ ॥

প্রকৃতির অক্ষরত্ব যদি অসম্ভবই হয়,] তাহা হইলে জীবই অক্ষর হউক, কারণ, সূক্ষ্মভূত পর্য্যন্ত সমস্ত অচেতন পদার্থের আধারত্ব জীবে উপপন্ন হইতে পারে, এবং অত্রোক্ত অস্থূলত্বাদি বিশেষণও জীবে সঙ্গত হইতে পারে। বিশেষতঃ 'অব্যক্ত (প্রকৃতি বা ভূতসূক্ষ্ম) অক্ষরে লীন হয়,' 'অব্যক্ত যাহার শরীর,' 'অক্ষর যাহার শরীর,' 'ক্ষর' শব্দে সমস্ত ভূত, আর 'অক্ষর' শব্দে কূটস্থ অভিহিত হন,' ইত্যাদি বাক্যে প্রত্যক্-আত্মা জীবেও 'অক্ষর' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়; এই আপত্তির উত্তর—"সা চ প্রশাসনাৎ।"

সা চাম্বরান্তধৃতিরস্যাক্ষরস্য প্রশাসনাদেব ভবতীত্যুপদিশ্যতে, "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ, এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবা-পৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ, এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণ্যর্দ্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সম্বৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি" [বৃহদা০ ৫।৮।৯] ইত্যাদিনা। প্রশাসনং—প্রকৃষ্টং শাসনম্ ; ন চেদৃশং শাসনং (*) স্বশাসনাধীনসর্ব্ববস্তু-বিধরণং বদ্ধমুক্তোভয়াবস্থস্যাপি প্রত্যগাত্মনঃ সম্ভবতি। অতঃ পুরুষোত্তম এব প্রশাসিতৃ অক্ষরম্ ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১০ ॥

অন্যভাব-ব্যাবৃত্তেশ্চ ॥১॥৩॥১১॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্যভাবব্যাবৃত্তেঃ (অন্য ভাবের অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে ভেদের ব্যাবৃত্তি বা নিষেধ হেতু) চ (ও)।]

শাসনে নিয়মিত হইয়া রহিয়াছেন', এই শ্রুতিপ্রতিপাদিত 'শাসন' হইতে অবগত হওয়া যায়। জীবের শক্তি যখন পরিমিত, তখন তাহার পক্ষে কখনই এরূপ ধারণ-কার্য্য সম্ভবপর হইতে পারে না ; অতএব পরমাত্মাই 'অক্ষর', জীব নহে ॥ ১ । ৩ । ১০ ॥]

[সরলার্থঃ—অস্য চ অক্ষরস্য পরমপুরুষাৎ পরমাত্মনো যঃ অন্যভাবঃ অন্যত্বং—ভেদঃ, তস্য ব্যাবৃত্তেঃ নিষেধাদপি পরমাত্মৈব তদক্ষরং, নান্যঃ।

শ্রুতিতে পরমপুরুষ পরমাত্মা হইতে এই অক্ষরের ভেদও ব্যাবৃত্ত বা প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে ; এই কারণেও পরমাত্মাই 'অক্ষর' শব্দের অর্থ ; জীব নহে ॥ ১।৩।১১ ॥]

'হে গার্গি, এই অক্ষরের তীব্র শাসনেই সূর্য্য ও চন্দ্র বিধৃত রহিয়াছে ; হে গার্গি, এই অক্ষরের শাসনেই দ্যুলোক ও ভূলোক বিশেষরূপে ধৃত রহিয়াছে, হে গার্গি ; এই অক্ষরের শাসনেই নিমেষ, মুহূর্ত্ত, অহোরাত্র, অর্দ্ধমাস, মাস ঋতু, সংবৎসর, ইহারা বিশেষরূপে ধৃত হইয়া রহিয়াছে' ইত্যাদি শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে যে, উক্ত অম্বরান্ত-ধারণ কার্য্যটী এই অক্ষরের শাসনেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রশাসন অর্থ—প্রকৃষ্টরূপে শাসন করা (নিয়মিত করিয়া রাখা)। বদ্ধ কিংবা মুক্ত কোন জীবের পক্ষেই ঈদৃশ স্বীয় শাসনাধীনভাবে সমস্ত বস্তুকে ধারণ করা সম্ভবপর হয় না ; অতএব পুরুষোত্তমই (পরমাত্মাই) উক্ত অক্ষর-পদবাচ্য প্রশাসিতা (জীব নহে) ॥ ১ । ৩ । ১০ ॥

(*) শাসনং' ইত্যধিকঃ পাঠঃ 'খ' পুস্তকে নাস্তি।

অন্যাভাবঃ—অন্যত্বং, প্রধানাদিভাবঃ। অস্যাক্ষরস্য পরমপুরুষাদন্যত্বং বাক্যশেষে ব্যাবর্ত্ত্যতে, "তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্টৃ অশ্রুতং শ্রোতৃ অমতং মন্তৃ অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ, নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ নান্যদতোঽস্তি শ্রোতৃ নান্যদতোঽস্তি মন্তৃ নান্যদতোঽস্তি বিজ্ঞাতৃ, এতস্মিন্ নু খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ" [বৃহদা০ ৫।৮।১১] ইতি। অত্র দ্রষ্টৃত্ব-শ্রোতৃত্বাদ্যুপদেশাদস্যাক্ষরস্যাচেনতভূতপ্রধানভাবো ব্যাবর্ত্ত্যতে; সর্ব্বৈরদৃষ্টস্যৈব সতঃ সর্ব্বস্য দ্রষ্টৃত্বাদ্যুপদেশাচ্চ প্রত্যগাত্মভাবো ব্যাবর্ত্ত্যতে। অত ইয়মন্যভাব-ব্যাবৃত্তিরস্যাক্ষরস্য পরমপুরুষতাং দ্রঢ়য়তি।

এবং বা অন্যভাবব্যাবৃত্তিঃ—অন্যস্য সদ্ভাবব্যাবৃত্তিঃ—অন্যভাবব্যাবৃত্তিঃ; যথৈতদক্ষরমন্যৈরদৃষ্টং সৎ অন্যেষাং দ্রষ্টৃ চ সৎ স্বব্যতিরিক্তস্য সমস্তস্যাধারভূতম্, এবমনেনাদৃষ্টমেতস্য দ্রষ্টৃ চ সদ্ এতস্যাধারভূতমন্যং নাস্তি, ইতি বদন্ "নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ" ইত্যাদিবাক্যশেষোঽন্যস্য সদ্ভাবং ব্যাবর্ত্তয়ন্ অস্যাক্ষরস্য প্রধানভাবং প্রত্যগাত্মভাবং চ প্রতিষেধতি।

কিঞ্চ, "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দদতো মনুষ্যাঃ প্রশংসন্তি,

---

অন্যভাব অর্থ—অন্যত্ব (পার্থক্য) অর্থাৎ প্রধানাদিরূপত্ব। 'হে গার্গি, সেই এই 'অক্ষর' দৃষ্ট নহে—দ্রষ্টা, শ্রবণের বিষয় নহে—শ্রোতা, মননের অবিষয়—মননকর্ত্তা, অবিজ্ঞাত অথচ বিজ্ঞাতা; ইহা হইতে অপর শ্রোতা নাই, ইহা হইতে অপর মননকর্ত্তা নাই, এবং ইহা হইতে অন্য কোন বিজ্ঞাতাও নাই। হে গার্গি, এই অক্ষরেই আকাশ ওত-প্রোত [রহিয়াছে]। এই পরবর্ত্তী বাক্যে পরমপুরুষ হইতে এই অক্ষরের ভেদ বা পার্থক্য প্রতিষিদ্ধ হইতেছে। এখানে দ্রষ্টৃত্ব-শ্রোতৃত্বাদি ধর্ম্মের উপদেশ থাকায় 'অক্ষর'-পদার্থের অচেতনত্ব (জড়ত্ব) ব্যাবৃত্ত হইতেছে; অপর সকলের অদৃষ্ট অক্ষরের দ্রষ্টৃত্বোপদেশ থাকায় অক্ষরের জীবভাবও (জীবত্বও) নিবারিত হইতেছে। অতএব, এই অন্যভাবব্যাবৃত্তিই অক্ষরের' পরমপুরুষত্ব সুদৃঢ় করিতেছে।

অথবা, 'অন্যভাবব্যাবৃত্তি' কথার অর্থ এইরূপ—অন্যভাবব্যাবৃত্তির অর্থ—অন্য পদার্থের সদ্ভাবনিবৃত্তি। 'ইহা হইতে অন্য কোনও দ্রষ্টা নাই' ইত্যাদি বাক্যশেষ যেমন অপরকর্ত্তৃক অদৃষ্ট অথচ সমস্ত বস্তুর দ্রষ্টা এই অক্ষরকে তদতিরিক্ত সমস্ত পদার্থের আশ্রয়স্বরূপ বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছে, তেমনি ইহাকর্ত্তৃক অদৃষ্ট অথচ ইহার দ্রষ্টা ও আশ্রয়ভূত পদার্থের অসদ্ভাবও প্রতিপাদন করিতেছে; সুতরাং অন্য পদার্থের সদ্ভাব প্রতিষেধ দ্বারাই উল্লিখিত বাক্যাংশটী অক্ষরের প্রাধান্য ও জীবত্ব ধর্ম্মের প্রতিষেধ, এই উভয়ই প্রতিপাদন করিতেছে।

আরও এক কথা, 'হে গার্গি, এই অক্ষরের শাসনেই মানবগণ দাতার প্রশংসা করিয়া থাকে,

যজমানং দেবাঃ, দর্ব্বীং পিতরোঽন্বায়ত্তাঃ" [বৃহদা০ ৫।৮।১] ইতি শ্রৌতং স্মার্ত্তঞ্চ যাগ-দান-হোমাদিকং সর্ব্বং কর্ম্ম যস্যাজ্ঞয়া প্রবর্ত্ততে, তদক্ষরং পরব্রহ্মভূতঃ পুরুষোত্তম এবেতি বিজ্ঞায়তে।

অপি চ, "যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মিন্ লোকে জুহোতি, যজতে, তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষসহস্রাণি, অন্তবদেবাস্য তদ্ ভবতি। যো বা এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বা অস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ" [বৃহদা০ ৫।৮।১০] ইতি যদজ্ঞানাৎ সংসারপ্রাপ্তিঃ, যজ্জ্ঞানাচ্চামৃতত্বপ্রাপ্তিঃ, তদক্ষরং পরং ব্রহ্মৈবেতি সিদ্ধম্ ॥১॥৩॥১১॥ [তৃতীয়ম্ অক্ষরাধিকরণং সমাপ্তম্।]

ঈক্ষতিকর্ম্মাধিকরণম্] **ঈক্ষতিকর্ম্ম ব্যপদেশাৎ সঃ॥১।৩।১২॥**

[পদচ্ছেদঃ—ঈক্ষতিকর্ম্ম (ঈক্ষণের—দর্শনের কর্ম্ম—বিষয়), ব্যপদেশাৎ (উল্লেখহেতু), সঃ (পরমাত্মা)।]

[সরলার্থঃ -"যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণ 'ওম্' ইত্যনেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত", ইত্যারভ্য "স এতস্মাৎ জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে" ইত্যত্র ধ্যায়তেঃ ঈক্ষতেশ্চ (দর্শনস্য চ) কর্ম্ম—ঈক্ষণবিষয়ঃ সঃ পরমাত্মা এব ইত্যর্থঃ। কুতঃ? উত্তরত্র—"তম্ ওঙ্কারেণৈবায়তনেন অন্বেতি বিদ্বান্, যত্তৎ শান্তমজরমমৃতমভয়ং পরং চ" ইতি পরমপুরুষস্য অসাধারণধর্ম্মাণাং ব্যপদেশাৎ, "যৎ তৎ কবয়ো বেদয়ন্তে" ইতি তদীয়স্থানস্য সূরিভিদৃশ্যত্বেন ব্যপদেশাচ্চ ইত্যর্থঃ।

'যিনি [অ, উ, ম এই] ত্রিমাত্রাত্মক ওঙ্কার অক্ষরস্বরূপে ইঁহার ধ্যান করেন,' এই হইতে আরম্ভ করিয়া, 'তিনি এই শ্রেষ্ঠ জীবভাব অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর হৃদয়স্থ পুরুষকে দর্শন করেন', এই স্থলে ধ্যানকার্য্য ঈক্ষণের কর্ম্ম বা বিষয়ীভূত পদার্থটী নিশ্চয়ই সেই পরমাত্মা; কারণ, তাহার পরেই, 'বিদ্বান্ পুরুষ ওঙ্কার অবলম্বনেই সেই শান্ত, অজর, অমর, অভয় পরম পুরুষকে লাভ করেন' এইরূপে পরমপুরুষের ধর্ম্মসমূহ উপদিষ্ট হইয়াছে, এবং 'কবিগণ সেই যে স্থান অনুভব করিয়া থাকেন' এই স্থলে পরমপুরুষের স্থানকে জ্ঞানিদৃশ্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব, পরমপুরুষই ঈক্ষতির কর্ম্ম, অপর কেহ নহে॥ ১।৩।১২॥]

দেবগণ যজমানের (যজ্ঞকারীর) এবং পিতৃগণ দর্বীর (চরুপাকের হাতার) প্রশংসা করিয়া থাকেন।' এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায় যে, শ্রুতিস্মৃতিবিহিত যাগ-দান-হোমাদি কর্ম্মসমূহ যাহার আজ্ঞায় প্রবৃত্ত (আরব্ধ) হইয়া থাকে, সেই 'অক্ষর' নিশ্চয়ই পরব্রহ্মস্বরূপ পুরুষোত্তম, (অপর নহে)।

অপিচ, 'হে গার্গি, যে লোক ইহলোকে এই অক্ষরকে না জানিয়া হোম করে, যজ্ঞ করে, কিংবা বহুসহস্র বৎসরও তপস্যা করে, তাহার সে সমস্তই বিনাশশীল হইয়া থাকে। হে গার্গি,

আথর্ব্বণিকাঃ সত্যকামপ্রশ্নেঽধীয়তে—"যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণ 'ওম্'ইত্যনেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত, স তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নঃ। যথা পাদোদরস্ত্বচা বিনির্মুচ্যতে, এবং হ বৈ স পাপ্মনা বিনির্মুক্তঃ, স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকম্, স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎ পরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে" [প্রশ্ন০ ৫।৫] ইতি। অত্র 'ধ্যায়তীক্ষতি'-শব্দাবেকবিষয়ৌ, ধ্যানফলত্বাদীক্ষণস্য; "যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষঃ" ইতি ন্যায়েন ধ্যানবিষয়স্যৈব প্রাপ্যত্বাৎ "পরং পুরুষম্" ইত্যুভয়ত্র কর্ম্মভূতস্যার্থস্য প্রত্যভিজ্ঞানাচ্চ।

যে লোক এই অক্ষরকে না জানিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করে, সে লোক কৃপণ (দয়ার পাত্র), আর যে লোক এই অক্ষরকে জানিয়া এই লোক হইতে প্রয়াণ করে (দেহ ত্যাগ করে), সেই লোকই ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ।' এই [শ্রুতি অনুসারে জানা যায়,] যাহার (অক্ষরের) জ্ঞানাভাবে সংসার-প্রাপ্তি, আর যাহার জ্ঞানে অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভ হয়, সেই 'অক্ষর' পদার্থ নিশ্চয়ই পরব্রহ্ম ॥ ১। ৩। ১১ ॥ [তৃতীয় অক্ষরাধিকরণ সমাপ্ত।]

(*) অথর্ব্ববেদীয়গণ 'সত্যকামের (সত্যকাম একজন মুনিকুমারের নাম,) প্রশ্নপ্রসঙ্গে পাঠ করিয়া থাকেন যে, 'যিনি [অ, উ, ম, এই] ত্রিমাত্রাত্মক 'ওম্' এই অক্ষররূপে পরমপুরুষকে ধ্যান করেন, তিনি তেজোময় সূর্য্যে সম্পন্ন হন, অর্থাৎ তদ্ভাব লাভ করেন। সর্প যেরূপ ত্বক্-বিনির্ম্মুক্ত হয় (খোলস্ ত্যাগ করে), তদ্রূপ তিনিও পাপবিনির্ম্মুক্ত হন; তিনি সামগণকর্ত্তৃক ব্রহ্মলোকে নীত হন; যিনি [অন্যাপেক্ষায়] উৎকৃষ্ট এই জীবভাব হইতেও শ্রেষ্ঠতর হৃদয়স্থ পুরুষকে দর্শন করেন।' এখানে ধ্যান ও দর্শন, উভয়েরই বিষয় (কর্ম্ম) এক; কেননা, দর্শন বা সাক্ষাৎকার কার্য্যটী ধ্যানেরই ফল; কারণ, 'পুরুষ ইহলোকে যেরূপ চিন্তাপরায়ণ হয়, [এখান হইতে প্রয়াণের পরও সেইরূপই হইয়া থাকে]' এই নিয়মানুসারে ধ্যানের বিষয়টিই [উপাসকের] প্রাপ্য হইয়া থাকে; বিশেষতঃ [ধ্যান ও দর্শন, এই] উভয় স্থলেই কর্ম্মরূপে 'পরপুরুষের' প্রত্যভিজ্ঞা রহিয়াছে।

(*) তাৎপর্য্য—'ঈক্ষতিকর্ম্ম'নামক এই অধিকরণের পাঁচটী অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়বাক্য—"যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণ" ইত্যাদি। (২) সংশয়—অত্রত্য ব্রহ্মলোক শব্দের অর্থ কি চতুর্মুখ ব্রহ্মার লোক? এবং চতুর্মুখ ব্রহ্মাই কি সেখানে দ্রষ্টব্য 'পুরুষ'? অথবা পরব্রহ্ম? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—ব্রহ্মলোক অর্থ—কার্য্যব্রহ্ম চতুর্মুখের লোক, এবং সেই স্থানে ঈক্ষণীয় বা দ্রষ্টব্য পুরুষও সেই চতুর্মুখ ব্রহ্মা, পর ব্রহ্ম নহে। (৪) উত্তর—না—সেখানে পরব্রহ্মই 'পর পুরুষ' শব্দের অর্থ; কার্য্যব্রহ্ম নহে; সুতরাং ব্রহ্মলোক শব্দের অর্থও চতুর্মুখের স্থান নহে; পরন্তু "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত স্থান। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব ওঙ্কার অবলম্বনে ধ্যানদ্বারা পরব্রহ্ম দর্শন করা এবং তাহার ফলে মুক্তি লাভ করা।

তত্র সংশয্যতে—কিমিহ "পরং পুরুষম্" ইতি নির্দ্দিষ্টো জীবসমষ্টি-রূপোঽণ্ডাধিপতিশ্চতুর্মুখঃ? উত সর্ব্বেশ্বরঃ পুরুষোত্তমঃ? ইতি। কিং যুক্তম্? সমষ্টিক্ষেত্রজ্ঞ ইতি। কুতঃ? "স যো হ বৈ তদ্ ভগবন্ মনুষ্যেষু প্রায়ণান্তমোঙ্কারমভিধ্যায়ীত, কতমং বাব স তেন লোকং জয়তি" [প্রশ্ন০ ৫।১] ইতি প্রক্রম্যৈকমাত্রং প্রণবমুপাসীনস্য মনুষ্যলোক-প্রাপ্তিমভিধায়, দ্বিমাত্রমুপাসীনস্যান্তরিক্ষলোকপ্রাপ্তিমভিধায়, ত্রিমাত্রমুপাসীনস্য প্রাপ্যতয়া অভিধীয়মানো ব্রহ্মলোকোঽন্তরিক্ষাৎ পরো জীবসমষ্টিরূপস্য চতুর্মুখস্য লোক ইতি বিজ্ঞায়তে (*); তদ্‌গতেন চেক্ষ্যমাণস্তল্লোকাধিপতিশ্চতুর্মুখ এব। "এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎ পরম্" ইতি চ দেহেন্দ্রিয়াদিভ্যঃ পরাৎ দেহেন্দ্রিয়াদিভিঃ সহ ঘনীভূতাজ্জীব-ব্যষ্টিপুরুষাৎ ব্রহ্মলোক-বাসিনঃ সমষ্টিপুরুষস্য চতুর্মুখস্য পরত্বেনোপপদ্যতে। অতোঽত্র নির্দ্দিশ্যমানঃ পরঃ পুরুষঃ সমষ্টিপুরুষশ্চতুর্মুখ এব। এবং চতুর্মুখত্বে নিশ্চিতে অজরত্বাদয়ো যথাকথঞ্চিৎ নেতব্যাঃ। ইতি প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—"ঈক্ষতিকর্ম্ম ব্যপদেশাৎ সঃ ॥"

এখানে সংশয় হইতেছে যে, এখানে 'পর পুরুষ' শব্দে কি ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি জীবসমষ্টিরূপ চতুর্মুখ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন? অথবা সর্ব্বেশ্বর পুরুষোত্তম? কোন্‌টী যুক্তিযুক্ত? জীবসমষ্টিই যুক্তিযুক্ত। কারণ? [কারণ এই যে,] 'হে ভগবন্, মনুষ্যগণের মধ্যে সেই যে লোক মরণকাল পর্য্যন্ত ওঙ্কারের অভিধ্যান করিতে পারে, সে তাহা দ্বারা কোন লোক জয় করে?' এইরূপ উপক্রমের পর, একমাত্রাযুক্ত প্রণবোপাসকের মনুষ্যলোকপ্রাপ্তিরূপ ফল নির্দ্দেশ করিয়া, দ্বিমাত্রাযুক্ত প্রণবোপাসকের অন্তরিক্ষলোকপ্রাপ্তি-ফলের উল্লেখের পর ত্রিমাত্রাযুক্ত প্রণবোপাসকের প্রাপ্যরূপে নির্দ্দিশ্যমান ব্রহ্মলোক যে, অন্তরিক্ষ লোকাপেক্ষাও উৎকৃষ্ট জীবসমষ্টি-রূপ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মারই লোক বা বাসস্থান, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে; সুতরাং সেই ব্রহ্ম-লোকগত ব্যক্তির দৃশ্যমানও যে, সেই লোকেরই অধিপতি চতুর্ম্মুখ, ইহাও নিশ্চিত হইতেছে। আর যে, 'এই শ্রেষ্ঠ জীবঘন অপেক্ষাও পর' কথা আছে, তাহাও দেহেন্দ্রিয়াদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অথচ দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত ঘনীভূত ব্যষ্টিভূত জীবপুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব নিবন্ধনই ব্রহ্মলোকবাসী জীবসমষ্টিরূপ চতুর্মুখ ব্রহ্মার সম্বন্ধে উপপন্ন হইতে পারে। অতএব, এখানে নির্দ্দিষ্ট 'পর পুরুষ' নিশ্চয়ই জীবসমষ্টিরূপ চতুর্ম্মুখ। এইরূপে চতুর্ম্মুখ অর্থই নিশ্চিত হইলে 'অজরত্ব' প্রভৃতি ধর্ম্মগুলিরও [তদনুকূলভাবেই] কোন প্রকারে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় [আমরা] বলিতেছি যে, "ঈক্ষতিকর্ম্ম ব্যপদেশাৎ সঃ।"

(*) বিজ্ঞাপয়তে' ইতি (ক) পাঠঃ।

[সিদ্ধান্ত :—]

ঈক্ষতিকর্ম্ম সঃ—পরমাত্মা। কুতঃ? ব্যপদেশাৎ—ব্যপদিশ্যতে হি ঈক্ষতিকর্ম্ম পরমাত্মত্বেন। তথা হি—ঈক্ষতি-কর্ম্মবিষয়তয়োদাহৃতে শ্লোকে "তমোঙ্কারেণৈবায়তনেন (*) অন্বেতি বিদ্বান্, যৎ তৎ শান্তমজরমমৃতমভয়ং পরং চ" [প্রশ্ন° ৫।৭] ইতি। পরং শান্তমজরমভয়মমৃতমিতি হি পরমাত্মন এবৈতদ্ রূপম্, "এতদমৃতমেতদভয়মেতদ্ ব্রহ্ম" [ছান্দো° ৪।১৫।১] ইত্যেবমাদিশ্রুতিভ্যঃ। "এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎ পরম্" ইতি চ পরমাত্মন এব ব্যপদেশঃ, ন চতুর্মুখস্য, তস্যাপি জীবঘনশব্দগৃহীতত্বাৎ। যস্য হি কর্ম্মনিমিত্তং দেহিত্বং, স জীবঘন ইত্যুচ্যতে; চতুর্মুখস্যাপি তৎ শ্রূয়তে— "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বম্" [শ্বেতাশ্ব° ৬·১৮] ইত্যাদৌ। যৎ পুনরুক্তম্, অন্তরিক্ষলোকস্যোপরি নির্দ্দিশ্যমানো ব্রহ্মলোকশ্চতুর্মুখলোক ইতি প্রতীয়তে, অতস্তত্রস্থশ্চতুর্মুখ ইতি; তদযুক্তম্; "যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ম্" [প্রশ্ন ৫।৭] ইত্যাদিনা ঈক্ষতি-কর্ম্মণঃ পরমাত্মত্বে নিশ্চিতে

সেই পরমাত্মাই ঈক্ষতির কর্ম্ম অর্থাৎ আলোচ্য দর্শনের বিষয়ীভূত। কারণ কি? ব্যপদেশই কারণ,—যেহেতু পরমাত্মাকেই ঈক্ষণের কর্ম্মরূপে নির্দ্দেশ করা হইতেছে। দেখ,—ঈক্ষণের কর্ম্ম-প্রদর্শনার্থ উদাহৃত 'বিদ্বান্-পুরুষ ওঙ্কাররূপ আলম্বন দ্বারাই সেই শান্ত, অজর, অমর ও অক্ষয়স্বরূপ সেই 'পরকে' প্রাপ্ত হন,' এই শ্লোকে [উল্লিখিত যে,] পর, শান্ত, অজর ও অমৃতাদি ধর্ম্ম; ইহা যে, পরমাত্মারই রূপ, তাহা 'ইহাই অমৃত, ইহাই অভয় এবং ইহাই ব্রহ্ম' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে [অবধারিত হইতেছে]। আর 'এতস্মাৎ জীবঘনাৎ পরাৎ পরম্', এই 'পরং'শব্দেও পরমাত্মারই নির্দ্দেশ—চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার নহে; কেননা, 'জীবঘন' শব্দে চতুর্মুখও পরিগৃহীত হইয়া থাকেন, [কারণ, তিনিও জীবসমষ্টি হইতে অতিরিক্ত নহেন]। যাহার দেহ-পরিগ্রহ কর্ম্মের অধীন, তাহাকেই 'জীবঘন' বলা হইয়া থাকে; 'যিনি (ঈশ্বর) প্রথমে ব্রহ্মার উৎপাদন করিয়া থাকেন' ইত্যাদি স্থলে চতুর্ম্মুখেরও তাহা (কর্ম্মাধীন দেহধারণ) পরিশ্রুত হইতেছে। আরও যে বলা হইয়াছে, অন্তরিক্ষ লোকের উপরে নির্দ্দিষ্ট 'ব্রহ্মলোক' শব্দে যখন চতুর্ম্মুখ-লোকই প্রতীত হইতেছে, তখন সেখানে দর্শনীয় পুরুষও চতুর্ম্মুখই; তাহাও যুক্তিসম্মত নহে; কেননা 'সেই যে শান্ত, অজর, অমৃত, অভয়,'

সিদ্ধান্ত।

(*) তমোঙ্কারেণৈবায়নেন' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

সতি ঈক্ষিতুঃ স্থানতয়া নির্দ্দিষ্টো ব্রহ্মলোকো ন ক্ষয়িষ্ণুশ্চতুর্মুখলোকো ভবিতুমর্হতি।

কিঞ্চ, "যথা পাদোদরস্ত্বচা বিনির্মুচ্যতে, এবং হ বৈ স পাপ্মনা বিনির্মুক্তঃ, স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকম্" [প্রশ্ন০ ৫।২] ইতি সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তস্য প্রাপ্যতয়োচ্যমানং ন চতুর্মুখস্থানম্; অতএব চ উদাহরণশ্লোকে ইমমেব ব্রহ্মলোকমধিকৃত্য শ্রূয়তে—"যত্তৎ কবয়ো বেদয়ন্তে" [সুবাল০ ৬] ইতি। কবয়ঃ—সূরয়ঃ; সূরিভির্দৃশ্যং চ বৈষ্ণবং পদমেব, "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ" [প্রশ্ন০ ৫।২] ইত্যেবমাদিভ্যঃ। ন চান্তরিক্ষাৎ পরশ্চতুর্মুখলোকঃ, মধ্যে স্বর্গলোকাদীনাং বহূনাং সদ্ভাবাৎ; অতঃ "এতদ্বৈ সত্যকাম পরং চাপরং চ ব্রহ্ম, যদোঙ্কারঃ, তস্মাদ্ বিদ্বানেতেনৈবায়তনেনৈকতরমন্বেতি" [সুবাল০ ৬] ইতি প্রতিবচনে যৎ অপরং কার্য্যং ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্টং, তদৈহিকামুষ্মিকত্বেন দ্বিধা বিভজ্য একমাত্রং প্রণবমুপাসীনানামৈহিকং মনুষ্যলোকাবাপ্তিরূপং ফলমভিধায়, দ্বিমাত্রমুপাসীনানামামুষ্মিকমন্তরিক্ষশব্দোপলক্ষিতং ফলং চাভিধায়, ত্রি-

---

ইত্যাদি বাক্যে ঈক্ষণ-কর্ম্মের (দর্শনীয়ের) যখন পরমাত্মত্বই নিশ্চিত হইতেছে, তখন ঈক্ষণকর্ত্তার (দ্রষ্টার) স্থান বা আশ্রয়রূপে নির্দ্দিষ্ট লোকটী কখনই ক্ষয়শীল চতুর্ম্মুখ-লোক হইতে পারে না।

আরও এক কথা, 'পাদোদর (উদরই যাহার পাদ, সেই পাদোদর—সর্প) যেমন ত্বক্-বিনির্ম্মুক্ত হয়, তেমনি তিনিও পাপবিনির্ম্মুক্ত হন; সামগণ তাহাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়,' এই স্থলে সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত পুরুষের প্রাপ্যরূপে অভিহিত লোক কখনই চতুর্ম্মুখের বাসস্থান হইতে পারে না। এই কারণে ইহার উদাহরণশ্লোকে এই ব্রহ্মলোকাধিকারে (তৎপ্রসঙ্গে) 'কবিগণ (জ্ঞানিগণ) সেই যে স্থান অনুভব করিয়া থাকেন', এইরূপ কথা শ্রুত হইতেছে। 'কবি' অর্থ—সূরি (পণ্ডিত); 'সূরিগণ সর্ব্বদা বিষ্ণুর সেই পরম পদ দর্শন করিয়া থাকেন,' ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ হইতেও [জানা যায় যে,] বৈষ্ণব পদই (স্থানই) সূরিগণের একমাত্র দৃশ্য, (চতুর্ম্মুখ-লোক নহে)। আর অন্তরিক্ষের পরবর্ত্তী লোকই যে ব্রহ্মলোক, তাহাও নহে; কেন না, ইহাদের মধ্যস্থলেও স্বর্গাদি বহুতর লোক বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব, বুঝিতে হইবে যে, 'হে সত্যকাম, এই যে ওঙ্কার, ইহাই পর ও অপর ব্রহ্ম, অতএব বিদ্বান্ ব্যক্তি এই উপায়েই একতর (দুইয়ের মধ্যে একটী) লোক লাভ করেন।' এই প্রতিবচন বাক্যে যে, 'অপর'সংজ্ঞক কার্য্য ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, তাহাকেই আবার ঐহিক ও আমুষ্মিকরূপে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া একমাত্রাযুক্ত প্রণবোপাসকদিগের জন্য ঐহিক—মনুষ্যলোক-ফলের নির্দ্দেশ করিয়া দ্বিমাত্রাযুক্ত প্রণবোপাসকদিগের পক্ষে আমুষ্মিক—অন্তরিক্ষ লোক প্রাপ্তিরূপ

মাত্রেণ পরব্রহ্মবাচিনা প্রণবেন পরং পুরুষং ধ্যায়তাং পরমেব ব্রহ্ম প্রাপ্যতয়োপদিশতীতি সর্ব্বং সমঞ্জসম্, অত ঈক্ষতি-কর্ম্ম পরমাত্মা ॥১॥৩॥১২॥

[চতুর্থং ঈক্ষতিকর্ম্মাধিকরণং সমাপ্তম্।]

দহরাধিকরণম্]

দহর উত্তরেভ্যঃ ॥ ১॥৩॥১৩ ॥

[পদচ্ছেদঃ—দহরঃ (দহর-শব্দের অর্থ) [ব্রহ্ম], উত্তরেভ্যঃ (পরবর্ত্তী হেতু সমূহ হইতে)।]

[সরলার্থঃ—"অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম, দহরোঽস্মিন্ অন্তর আকাশঃ, তস্মিন্ যদন্তঃ তদন্বেষ্টব্যম্, তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্" ইত্যত্র হৃদয়পুণ্ডরীক-মধ্যবর্ত্তিত্বেন শ্রূয়মাণঃ দহরাকাশঃ কিং ভূতাকাশঃ? উত জীবঃ? অথ পরমাত্মা? ইতি সংশয়ঃ। তত্র 'আকাশ'-শব্দস্য ভূতাকাশে প্রসিদ্ধত্বাৎ পরিমাণস্য অল্পত্বাৎ, আকাশমধ্যবর্ত্তিনঃ অন্যস্য চ অন্বেষ্টব্যস্য অপ্রতীতেঃ ভূতাকাশঃ জীবো বা দহরাকাশঃ স্যাদিতি; এবং প্রাপ্তে অভিধীয়তে—দহরঃ পরমাত্মা; কুতঃ? উত্তরেভ্যঃ—"এষ আত্মা অপহতপাপ্মা" ইত্যাদি "সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ" ইত্যন্তবাক্যশেষগতেভ্যঃ অতিমহত্ত্ব-প্রাণাধারত্বাপহতপাপ্মত্বাদিভ্যো হেতুভ্য ইত্যর্থঃ।

এই যে, এই ব্রহ্মপুরে অল্পপরিমাণ (দহর) হৃৎপদ্ম-গৃহ, ইহার মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র আকাশের মধ্যে যাহা, তাহা অন্বেষণ করিবে, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিবে', এই শ্রুতিতে হৃৎপদ্মের মধ্যবর্ত্তী যে দহর আকাশ পরিশ্রুত হইতেছে, তাহা কি ভূতাকাশ? না জীব? অথবা পরমাত্মা? 'আকাশ' শব্দ ভূতাকাশেই সমধিক প্রসিদ্ধ এবং পরিমাণেও যখন অল্প, তখন এই 'আকাশ' শব্দটী ভূতাকাশ কিংবা জীবেরই বোধক, কিন্তু পরমাত্মার নহে। এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন, না—'দহর' শব্দে পরমাত্মাই বুঝিতে হইবে; কারণ, বাক্যশেষগত—'এই আত্মা নিষ্পাপ' 'সত্যকাম ও সত্যসংকল্প' ইত্যাদি নির্দ্দেশই তাহার হেতু॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১৩ ॥]

ফলের নির্দ্দেশ করিয়াছেন; পরে পরব্রহ্মবাচক ত্রিমাত্রাযুক্ত প্রণব অবলম্বনে পরমপুরুষ পরব্রহ্মোপাসকদিগের পক্ষে পর ব্রহ্মকেই প্রাপ্যরূপে (ফলরূপে) উপদেশ করিতেছেন; সুতরাং এইরূপে সমস্তই সুসঙ্গত হইতেছে; অতএব পরমাত্মাই শ্রুত্যুক্ত ঈক্ষণের (দর্শনের) কর্ম, (অপর নহে)॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১২ ॥ [চতুর্থ 'ঈক্ষতি-কর্ম্ম' অধিকরণ সমাপ্ত ॥]

ইদমামনন্তি ছন্দোগাঃ—"অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম, দহরোঽস্মিন্নন্তর আকাশঃ, তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্" [ছান্দো° ৮।১।১] ইতি। তত্র সন্দেহঃ—কিমসৌ হৃদয়-পুণ্ডরীকমধ্যবর্ত্তী দহরাকাশো মহাভূতবিশেষঃ ? উত প্রত্যগাত্মা ? অথ পরমাত্মা ? ইতি। কিং তাবদ্ যুক্তম্ ? মহাভূতবিশেষ ইতি। কুতঃ ? আকাশ-শব্দস্য ভূতাকাশে ব্রহ্মণি চ প্রসিদ্ধত্বেঽপি অস্মিন্ ভূতাকাশে প্রসিদ্ধিপ্রকর্ষাৎ, "তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যম্" ইত্যন্বেষ্টব্যান্তরস্যাধারতয়া প্রতীতেশ্চ, ইত্যেবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

'দহর উত্তরেভ্যঃ''—দহরাকাশঃ পরং ব্রহ্ম ; কুতঃ ? উত্তরেভ্যো বাক্যগতেভ্যো হেতুভ্যঃ। "এষ আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যু-র্বিশোকোঽবিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" [ছান্দো° ৮।১।৫] ইতি নিরুপাধিকাত্মত্বমপহতপাপ্মত্বাদিকং সত্যকামত্বং সত্যসঙ্কল্পত্বং চেতি দহরাকাশে শ্রূয়মাণা গুণা দহরাকাশং পরং ব্রহ্মেতি জ্ঞাপয়ন্তি।

(*) ছন্দোগগণ এইরূপ পাঠ করিয়া থাকেন যে, 'এই যে, ব্রহ্মপুরে ক্ষুদ্র (দহর) পুণ্ডরীক (হৃৎপদ্ম) গৃহ, ইহার মধ্যে ক্ষুদ্র একটী আকাশ আছে, তাহার অভ্যন্তরে যাহা আছে, তাহা অন্বেষণ করিবে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে।' সে স্থানে সংশয় এই যে, হৃদয়-পুণ্ডরীকমধ্যবর্ত্তী এই দহরাকাশ কি মহাভূতবিশেষ (আকাশ)? কিংবা জীবাত্মা? অথবা পরমাত্মা? কোন অর্থ টী যুক্ত? মহাভূতবিশেষ। কারণ? যদিও আকাশ শব্দটি ভূতাকাশ ও ব্রহ্ম উভয়েই প্রসিদ্ধ, তথাপি ভূতাকাশে প্রসিদ্ধিরই উৎকর্ষ আছে। বিশেষতঃ, 'তাহার মধ্যে যাহা, তাহাকে অন্বেষণ করিবে' এই স্থলে অন্য একটী অন্বেষ্টব্যের আধাররূপে 'দহরাকাশ' প্রতীত হইতেছে ; এইরূপ সিদ্ধান্ত-সম্ভাবনায় বলিতেছেন—

দহরঃ উত্তরেভ্যঃ।" পর ব্রহ্মই দহরাকাশ ; কারণ? উত্তরবর্ত্তী অর্থাৎ বাক্য-শেষগত হেতুই ইহার কারণ।' এই আত্মা অপহতপাপ্মা (নিষ্পাপ), জরা, মৃত্যু, শোক, ক্ষুধা ও পিপাসারহিত, সত্যকাম ও সত্যসংকল্প', এই শ্রুতিতে দহরাকাশে যে সমস্ত গুণ শ্রুত হইতেছে, সেগুলি দহরাকাশের পর-ব্রহ্মত্বই জ্ঞাপন করিতেছে।

(*) তাৎপর্য্য—এই 'দহরাধিকরণটী ত্রয়োদশ হইতে দ্বাবিংশ পর্য্যন্ত দশটী সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পাঁচটী অবয়ব এই :—(১) বিষয় "অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে" ইত্যাদি। (২) সংশয়—উক্ত বাক্যস্থ 'দহরাকাশ' অর্থ কি ভূতাকাশ? কিংবা জীব? অথবা পরমাত্মা? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—ভূতাকাশ অথবা জীব। (৪) উত্তর—'দহরাকাশ' পদের পরমাত্মা অর্থই গ্রাহ্য। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব পরমাত্মাই 'দহরাকাশ' শব্দের প্রতিপাদ্য, ভূতাকাশ বা জীব নহে, এবং পরমাত্মার উপাসনাই উপদেশের প্রয়োজন।

"অথ য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামান্, তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি" [ছান্দো০ ৮।১।৬] ইত্যাদিনা "যং কামং কাময়তে সোঽস্য সঙ্কল্পাদেব সমুত্তিষ্ঠতি, তেন সম্পন্নো মহীয়তে" [ছান্দো০ ৮।২।১০] ইত্যন্তেন দহরাকাশবেদিনঃ সত্যসঙ্কল্পত্বপ্রাপ্তিশ্চোচ্যমানা দহরাকাশং পরং ব্রহ্মেত্যবগময়তি। "যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ" [ছান্দো০ ৮।১।৩] ইত্যুপমানোপমেয়ভাবশ্চ দহরাকাশস্য ভূতাকাশত্বে নোপপদ্যতে। হৃদয়াবচ্ছেদনিবন্ধন উপমানোপমেয়ভাব ইতি চেৎ; তথা সতি হৃদয়াবচ্ছিন্নস্য দ্যাবাপৃথিব্যাদিসর্ব্বাশ্রয়ত্বং নোপপদ্যতে।

ননু চ, দহরাকাশস্য পরমাত্মত্বেঽপি বাহ্যাকাশোপমেয়ত্বং ন সম্ভবতি, "জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরিক্ষাৎ" [ছান্দো০ ৩।১৪।৩ ইত্যাদৌ সর্ব্বস্মাৎ জ্যায়স্ত্ব-শ্রবণাৎ। নৈবম্, দহরাকাশস্য হৃদয়পুণ্ডরীক-মধ্যবর্ত্তিত্ব-প্রাপ্তাল্পত্বস্য নিবৃত্তিপরত্বাদস্য বাক্যস্য; যথা অধিকজবেঽপি সবিতরি 'ইষুবদ্ গচ্ছতি সবিতা' ইতি বচনং গতিমান্দ্য-নিবৃত্তিপরম্।

আর 'যাহারা ইহলোকে আত্মাকে এবং এই সমস্ত সত্যকাম অবগত হইয়া [পরলোকে] গমন করে, সমস্ত লোকে তাহাদের স্বচ্ছন্দ-গতি হয়' ইত্যাদি—'[তিনি] যাহা কামনা করেন, তাহা তাহার ইচ্ছামাত্রে উপস্থিত হইয়া থাকে; সেই বিষয় প্রাপ্ত হইয়া তিনি প্রমুদিত হন,' এই পর্য্যন্ত বাক্যে দহরাকাশবিৎ ব্যক্তির সম্বন্ধে যে, সত্যসংকল্পত্বাদি ধর্ম্ম উক্ত হইতেছে, তৎসমুদয়ও দহরাকাশের পরব্রহ্মত্বই প্রতিপাদন করিতেছে। আর ভূতাকাশই দহরাকাশ হইলে 'এই বাহ্য আকাশের যাহা পরিমাণ, হৃদয়-মধ্যবর্ত্তী এই আকাশেরও ঠিক তদনুরূপ পরিমাণ,' এই উপমানোপমেয়ভাবও উপপন্ন হয় না। যদি বল, হৃদয়রূপ অবচ্ছেদনিবন্ধন অর্থাৎ আকাশ স্বভাবতঃ এক হইলেও হৃদয়াবচ্ছিন্ন আকাশের সহিত উহার পার্থক্য ধরিয়া উভয়ের মধ্যে উপমানোপমেয়ভাব করা যাইতে পারে; তাহা হইলেও হৃদয়াবচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র আকাশের কথনই দ্যুলোক ও ভূলোকাশ্রয়ত্ব উপপন্ন হইতে পারে না।

ভাল, '[পরমাত্মা] পৃথিবী অপেক্ষা মহৎ, এবং অন্তরিক্ষ হইতেও মহৎ' ইত্যাদি স্থলে [পরমাত্মার] সর্ব্বাপেক্ষা মহত্ত্ব শ্রবণহেতু দহরাকাশের পরমাত্মত্ব পক্ষেও ত উহা বাহ্য—ভূতাকাশের উপমেয় হইতে পারে না। না—এরূপ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, হৃদয়-পুণ্ডরীকের মধ্যবর্ত্তিত্ব নিবন্ধন যে, দহরাকাশের অল্পত্ব সম্ভাবিত হইয়াছিল; তাহার নিবৃত্তি করাই এই বাক্যের (উপমানোপমেয়ভাব-বোধক বাক্যের) উদ্দেশ্য। [সূর্য্য স্বভাবতঃ] অধিক বেগবান্ হইলেও যেমন সূর্য্যের মৃদুগতি-নিষেধের জন্য 'সূর্য্য বাণবৎ গমন করিতেছেন' এইরূপ বাক্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে, ইহাও তদ্রূপ।

অথ স্যাৎ—"এষ আত্মাপহতপাপ্মা" ইত্যাদিনা দহরাকাশো ন নির্দ্দিশ্যতে; "দহরোঽস্মিন্নন্তর আকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যম্" ইতি দহরাকাশান্তর্ব্বর্ত্তিনস্ততোঽন্যস্যান্বেষ্টব্যত্বেন প্রকৃতত্বাৎ, ইহ "এষ আত্মাপহতপাপ্মা" ইতি তস্যৈবান্বেষ্টব্যস্য নির্দ্দেষ্টুং যুক্তত্বাৎ।

স্যাদেতদেবম্, যদি শ্রুতিরেব দহরাকাশং তদন্তর্ব্বর্ত্তিনং চ ন ব্যভাঙ্ক্ষ্যৎ, ব্যভাঙ্ক্ষীৎ তু সা; তথা হি—"অথ যদস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম, দহরোঽস্মিন্নন্তর আকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যম্" ইতি ব্রহ্মপুর-শব্দেনোপাস্যতয়া সন্নিহিত-পরব্রহ্মণঃ পুরত্বেনোপাসকশরীরং নির্দ্দিশ্য তন্মধ্যবর্ত্তি চ তদবয়বভূতং পুণ্ডরীকাকারমল্পপরিমাণং হৃদয়ং পরস্য ব্রহ্মণো বেশ্মতয়া অভিধায় সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তিম্ আশ্রিতবাৎসল্যৈকজলধিমুপাসকানুগ্রহায় তস্মিন্ বেশ্মনি সন্নিহিতং সূক্ষ্মতয়া ধ্যেয়ং দহরাকাশ-শব্দেন নির্দ্দিশ্য তদন্তর্ব্বর্ত্তি চাপহতপাপ্মত্বাদিস্বভাবতো নিরস্তনিখিলহেয়ত্ব-সত্যকামত্বাদি-স্বাভাবিকানবধিকাতিশয়-কল্যাণগুণজাতং চ ধ্যেয়ং "তদ্ অন্বেষ্টব্যম্" ইত্যুপদিশ্যতে। অত্র 'তদন্বেষ্টব্যম্" ইতি তচ্ছব্দেন

আপত্তি হইতে পারে যে, 'ইহার অভ্যন্তরে যে ক্ষুদ্র আকাশ আছে, তাহার অভ্যন্তরে যাহা আছে, তাহা অন্বেষণ করিবে, তাহা জানিবে,' এই স্থলে দহরাকাশাভ্যন্তরস্থ, অথচ দহরাকাশ হইতে স্বতন্ত্র বস্তুর অন্বেষণই প্রকৃত বা প্রস্তাবিত; সুতরাং 'এই আত্মা নিষ্পাপ' এই বাক্যে তাহারই নির্দ্দেশ হওয়া উচিত; অতএব [বুঝিতে হইবে যে,] 'এই আত্মা নিষ্পাপ' ইত্যাদি বাক্যে দহরাকাশ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে না।

হাঁ, এইরূপ আপত্তি হইতে পারিত সত্য; যদি স্বয়ং শ্রুতিই দহরাকাশ ও তদভ্যন্তরস্থ পদার্থের বিভাগ না করিতেন; শ্রুতি কিন্তু বিভাগ করিয়াছেন। দেখ, 'এই ব্রহ্মপুরে এই যে, দহর (ক্ষুদ্র) পুণ্ডরীক গৃহ, ইহার মধ্যে ক্ষুদ্র আকাশ আছে, তাহার মধ্যে যাহা, তাহার অন্বেষণ করিবে', এই শ্রুতি উপাস্যত্বনিবন্ধন সন্নিহিত, অথাৎ প্রথমেই বুদ্ধির বিষয়ীভূত পর-ব্রহ্মের পুরস্বরূপ উপাসক-শরীরকে 'ব্রহ্মপুর' শব্দে নির্দ্দেশ করিয়া এবং তন্মধ্যবর্ত্তী অথচ তাহারই অবয়বস্বরূপ অল্পপরিমাণ পুণ্ডরীক-সদৃশ হৃদয়কে পর-ব্রহ্মের বাসস্থান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; তাহার পর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, আশ্রিতবাৎসল্যের একমাত্র জলধিস্বরূপ, এবং উপাসকানুগ্রহার্থ সেই বাসস্থানেই সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত ধ্যেয় পদার্থকে 'দহরাকাশ' শব্দে নির্দ্দেশ করিয়া অপহতপাপত্বাদিগুণ থাকায় স্বভাবতই সর্ব্বপ্রকার হেয়গুণবিবর্জ্জিত, তন্মধ্যগত স্বভাবসিদ্ধ সত্যাদিগুণনিবহই 'তদন্বেষ্টব্যম্' শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে। এখানে 'তৎ'পদে

দহরাকাশং, তদন্তর্ব্বর্ত্তিনং গুণজাতং চ পরামৃশ্য তদুভয়মন্বেষ্টব্যমিত্যুপদিশ্যতে; "যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম" ইত্যনূদ্য তস্মিন্ দহরপুণ্ডরীক-বেশ্মনি যো দহরাকাশঃ, যচ্চ তদন্তর্ব্বর্ত্তি গুণজাতং, তদুভয়মন্বেষ্টব্যমিতি বিধীয়ত ইত্যর্থঃ।

দহরাকাশ-শব্দনির্দ্দিষ্টস্য পরব্রহ্মত্বং "তস্মিন্ (*) যদন্তঃ" ইতি নির্দ্দিষ্টস্য চ তদ্‌গুণত্বং, তচ্ছব্দেনোভয়ং পরামৃশ্য উভয়স্যাপ্যন্বেষ্টব্যতয়া বিধানং চ কথমবগম্যতে? ইতি চেৎ; তদবহিতমনাঃ শৃণু—"যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ" [ছান্দো০ ৮।১।৩] ইতি দহরাকাশস্যাতিমহত্ত্বমভিধায় "উভে অস্মিন্ দ্যাবা-পৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে, উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রাণি" [ছান্দো০ ৮।১।৩] ইতি প্রকৃতমেব দহরাকাশম্ 'অস্মিন্' ইতি নির্দ্দিশ্য তস্য সর্ব্বজগদাধারত্বমভিধায় "যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি, সর্ব্বং তদস্মিন্ সমাহিতম্" [ছান্দো০ ৮।১।৩] ইতি পুনরপি 'অস্মিন্' ইতি তমেব দহরাকাশং পরামৃশ্য তস্মিন্ অস্যোপাসকস্যেহ লোকে যদ্ ভোগ্যজাতমস্তি, যচ্চ মনো-

---

দহরাকাশ ও তদন্তর্গত গুণ সমূহ, এই উভয়েরই অন্বেষণ উপদিষ্ট হইয়াছে। আর 'এই ব্রহ্মপুরে যে, এই ক্ষুদ্রায়তন পুণ্ডরীক গৃহ', এই শ্রুতিতে পুনরুল্লেখপূর্ব্বক সেই দহর-পুণ্ডরীক-গৃহে যে দহরাকাশ এবং তন্মধ্যগত যে সমস্ত গুণগণ, তদুভয়ের অন্বেষণই বিহিত হইতেছে।

যদি বল, এই স্থানে দহরাকাশ-শব্দোল্লিখিত পদার্থের পরব্রহ্মত্ব এবং "তস্মিন্ যৎ অন্তঃ" এই শ্রুতিকথিত পদার্থের তদ্‌গুণত্ব, 'তৎ'শব্দে এই উভয়ের পরামর্শ করিয়া যে, সেই উভয়েরই অন্বেষণ বিহিত করিয়াছে, তাহা জানা যাইতেছে কিসে? সাবধানচিত্তে শ্রবণ কর;—'এই বাহ্য আকাশ যে পরিমাণ, এই অন্তরাকাশও সেই পরিমাণ', এই বাক্যে দহরাকাশের অতিমহত্ত্ব বলিয়া 'দ্যুলোক ও ভূলোক, এতদুভয়; অগ্নি ও বায়ু, এতদুভয়; সূর্য্য ও চন্দ্র, এতদুভয়, এবং বিদ্যুৎ ও নক্ষত্র সমূহ ইহারই অভ্যন্তরে অবস্থিত, বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এখানে 'অস্মিন্' পদে প্রস্তাবিত দহরাকাশের উল্লেখ করিয়া তাহাকেই আবার সমস্ত জগদাধাররূপে নির্দ্দেশ করিয়া, পুনশ্চ 'এখানে ইহার যাহা আছে এবং যাহা নাই, অর্থাৎ বর্ত্তমান না থাকিলেও কেবল মনোরথের বিষয়ীভূত হইয়া আছে, তৎসমস্তই ইহার মধ্যে সমাহিত রহিয়াছে,' এই শ্রুতিতে "অস্মিন্" পদে সেই দহরাকাশেরই উল্লেখপূর্ব্বক বলা হইল যে, 'ইহলোকে এই উপাসকের সেই দহরাকাশে যে সমস্ত ভোগ্য বস্তু আছে, এবং যাহা কেবল

(*) তদস্মিন্'ইতি 'ক' পাঠঃ।

রথমাত্রগোচরম্—ইহ নাস্তি, সর্ব্বং তদ্ ভোগ্যজাতমস্মিন্ দহরাকাশে সমা-হিতমিতি নিরতিশয়ভোগ্যত্বং দহরাকাশস্যাভিধায় তস্য দহরাকাশস্য দেহা-বয়বভূত-হৃদয়ান্তর্ব্বর্ত্তিত্বেঽপি দেহস্য জরাপ্রধ্বংসাদৌ সত্যপি পরমকারণ-তয়া অতিসূক্ষ্মত্বেন নির্ব্বিকারত্বমুক্ত্বা তত এব "এতৎ সত্যং ব্রহ্মপুরম্" ইতি তমেব দহরাকাশং সত্যকারণতয়া (*) সত্যভূতং ব্রহ্মাখ্যং পুরং নিখিলজগদাবাসভূতমিত্যুপপাদ্য—"অস্মিন্ কামাঃ সমাহিতাঃ" [ছান্দো০ ৮।১।৫] ইতি দহরাকাশম্ 'অস্মিন্' ইতি নির্দ্দিশ্য কাম্যভূতাংশ্চ গুণান্ "কামাঃ" ইতি নির্দ্দিশ্য তেষাং দহরাকাশান্তর্ব্বর্ত্তিত্বমুক্ত্বা তদেব দহরাকাশস্য কাম্যভূত-কল্যাণগুণবিশিষ্টত্বং তস্যাত্মত্বং চ "এষ আত্মাপহতপাপ্মা" ইত্যাদিনা "সত্যসঙ্কল্পঃ" ইত্যন্তেন স্ফুটীকৃত্য "যথা হ্যেবেহ প্রজা অন্বাবি-শন্তি" ইত্যারভ্য "তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি" ইত্যন্তেন তদিদং গুণাষ্টকং তদ্বিশিষ্টং দহরাকাশ-শব্দনির্দ্দিষ্টমাত্মানং চ অবিদুষামেব (†) তদ্ব্যতিরিক্তভোগ্যসিদ্ধয়ে চ কর্ম্ম কুর্ব্বতামন্তবৎ-ফলাবাপ্তিম্ অসত্য-সঙ্কল্পত্বং চাভিধায় "অথ য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামান্,

---

অভিলাষের বিষয়ীভূত—এখানে বর্ত্তমান নাই, সেই সমস্ত ভোগ্য বস্তুই এই দহরাকাশের নিরতিশয়-ভোগ্যতা প্রতিপাদন করিতেছে। দেহাবয়বভূত হৃদয়ের মধ্য-গত হইলেও এবং দেহের জরা-ধ্বংসাদি সত্ত্বেও পরমকারণত্ব নিবন্ধন অতি সূক্ষ্মতাহেতু সেই দহরাকাশের নির্ব্বিকারত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন; সেই হেতুতেই 'ইহাই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মপুর' এই শ্রুতিতে সেই দহরাকাশকেই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মনামক 'পুর' (আশ্রয় স্থান) এবং সকল জগতের আধার বলিয়া উপপাদন করিয়া "অস্মিন্ কামাঃ সমাহিতাঃ" বলিয়া 'কাম' পদে প্রার্থনীয় গুণসমূহের নির্দ্দেশপূর্ব্বক সেই কাম সমূহকেই দহরাকাশমধ্যবর্ত্তী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাহার পর 'এই আত্মা অপহতপাপ্মা' ইত্যাদি এবং 'সত্যসংকল্প' ইত্যন্ত বাক্য দ্বারা দহরাকাশেরই কাম্যভূত-কল্যাণময়গুণাশ্রয়ত্ব এবং আত্মত্ব স্পষ্টীকৃত করিয়া, 'প্রাণিগণ ইহ লোকে যেরূপ ইহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে,' এই হইতে আরম্ভ করিয়া 'সমস্ত লোকে তাহাদের কামচার বা অব্যাহত ইচ্ছা হইয়া থাকে' এই পর্য্যন্ত গ্রন্থ দ্বারা প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, সেই প্রসিদ্ধ অষ্টবিধ গুণ এবং সেই গুণবিশিষ্ট 'দহরাকাশ'-শব্দোল্লিখিত আত্মাকে যাহারা জানে না, এবং আত্মাতিরিক্ত ভোগ্যলাভের উদ্দেশে কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহাদের পক্ষে বিনাশশীল ফলপ্রাপ্তি এবং সত্যসংকল্পত্বেরও অভাব অভিহিত করিয়া, পক্ষান্তরে, 'যাহারা ইহলোকে আত্মাকে অবগত

(*) সত্যকারণতয়া' ইত্যংশঃ (ঘ, ঙ) পুস্তকয়োর্নাস্তি।

(†) মেতদ্ব্যতি' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি” ইত্যাদিনা দহরাকাশ-শব্দ-নির্দ্দিষ্টম্ আত্মানং তদন্তর্ব্বর্ত্তিনশ্চ কাম্যভূতান্ অপহতপাপ্মত্বাদিকান্ গুণান্ বিজানতাম্ উদারগুণসাগরস্য তস্য পরমপুরুষস্য প্রসাদাদেব সর্ব্বকামাবাপ্তিঃ সত্যসঙ্কল্পতা চোচ্যতে। অতো দহরাকাশঃ পরং ব্রহ্ম, তদন্তর্ব্বর্ত্তি চাপহত-পাপ্মত্বাদি কাম্যগুণজাতং, তদুভয়মন্বেষ্টব্যং বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি চোচ্যতে, ইতি নিশ্চীয়তে। তদেতদ্ বাক্যকারোঽপি স্পষ্টয়তি—“তস্মিন্ যদন্তঃ” ইতি কামব্যপদেশঃ’ ইত্যাদিনা। অত এভ্যো (*) হেতুভ্যো দহরাকাশঃ পরমেব ব্রহ্ম ॥ ১।৩।১৩ ॥

(†) ইতশ্চ দহরাকাশঃ পরং ব্রহ্ম—

গতি-শব্দাভ্যাং, তথাহি দৃষ্টং লিঙ্গং চ ॥১।৩।১৪॥

[পদচ্ছেদঃ—গতি-শব্দাভ্যাং (গতি—ফলপ্রাপ্তি ও শব্দ হেতুতে,) তথাহি (সেইরূপই) দৃষ্টং (দৃষ্ট হইতেছে) লিঙ্গং (জ্ঞাপক চিহ্ন) চ ও) ॥]

[সরলার্থঃ—“এবমেব ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্তি” ইত্যত্র অস্মিন্ দহরাকাশে সর্ব্বাসাং প্রজানাং অহরহঃ যা অজ্ঞানপূর্ব্বিকা গতিঃ, যশ্চ দহরাকাশ-পরামর্শ‘কৈতৎ’-শব্দসামানাধিকরণ্যেন প্রযুক্তঃ ‘ব্রহ্মলোক’-শব্দঃ, আভ্যাং হেতুভ্যাং দহরাকাশঃ পরং ব্রহ্ম; তথাহি—তদ্বদেব লিঙ্গং পরব্রহ্মত্বজ্ঞাপকং [অন্যত্র] দৃষ্টম্ চ—“এবমেব খলু সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ, সতি সম্পদ্যামহে” ইত্যত্র।

“ঠিক এই প্রকারই এই সমস্ত প্রাণী প্রত্যহ এই ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াও বুঝিতে পারে না যে, [আমরা ব্রহ্মলোক লাভ করিতেছি]’, এই শ্রুতিতে ব্রহ্মলোকে জীবগণের গমন শ্রবণ এবং দহরাকাশ-বোধক ‘এতৎ’শব্দের সহিত ‘ব্রহ্মলোক’ শব্দের সামানাধিকরণ্য বা অভেদনির্দ্দেশ, এই উভয় হেতুতেও ‘দহরাকাশ’ অর্থ পর ব্রহ্ম; কারণ, ‘হে সোম্য, এই সমস্ত প্রজাও ঠিক তদ্রূপ সৎ-ব্রহ্মে সম্পন্ন হইয়া বুঝিতে পারে না যে, আমরা সতে মিলিত হইতেছি,’ এই অপর শ্রুতিতেও সৎ-ব্রহ্মে জীবগণের গমন পরিদৃষ্ট হইতেছে। বিশেষতঃ, এই প্রকরণে পরিশ্রুত যে, প্রজাগণের প্রত্যহ দহরাকাশপ্রাপ্তি এবং ‘ব্রহ্মলোক’ শব্দ, তাহাও দহরাকাশের পরব্রহ্মত্ব পক্ষে যথেষ্ট লিঙ্গ বা গ্রাহক হেতু ॥ ১। ৩। ১৪ ॥]

হইয়া এই সমস্ত গুণ প্রাপ্ত হন, সমস্ত লোকে তাহাদের কামচার অর্থাৎ ইচ্ছার অনভিঘাত হইয়া থাকে’ ইত্যাদি বাক্যে আবার দহরাকাশ-শব্দনির্দ্দিষ্ট আত্মা ও তদন্তর্গত অপহতপাপ্মত্ব প্রভৃতি প্রার্থনীয় গুণসমূহ যাহারা অবগত হয়, উদারগুণ-সাগর সেই পরম পুরুষের (পর ব্রহ্মের) প্রসাদলাভই তাহাদের সর্ব্বাভীষ্টপ্রাপ্তি ও সত্যসংকল্পতা লাভ ফল বলিয়া অভিহিত হইতেছে।

(*) এতেভ্যঃ’ ইতি (ঘ) পাঠঃ। (†) অয়মংশঃ (ঘ, ঙ) পুস্তকয়োঃ সূত্রাধস্তাদুপলভ্যতে।

"তদ্‌যথা হিরণ্যনিধিং নিহিতমক্ষেত্রজ্ঞা উপর্য্যুপরি সঞ্চরন্তো ন বিন্দেয়ুরেবমেবেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্তি, অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ" [ছান্দো০ ৮।৩।২] ইতি 'এতম্' ইতি প্রকৃতং দহরাকাশং নির্দ্দিশ্য তত্রাহরহঃ সর্ব্বেষাং ক্ষেত্রজ্ঞানাং গমনং, গন্তব্যস্য তস্য দহরাকাশস্য ব্রহ্মলোক-শব্দনির্দ্দেশশ্চ দহরাকাশস্য পরব্রহ্মতাং গময়তঃ। কথমনয়োরস্য পরব্রহ্মত্ব-সাধকত্বম্ ? ইত্যত আহ—"তথা হি — দৃষ্টম্" ইতি। পরস্মিন্ ব্রহ্মণি সর্ব্বেষাং ক্ষেত্রজ্ঞানামহরহঃ সুষুপ্তিকালে গমনমন্যত্রাভিধীয়মানং দৃষ্টম্—"এবমেব খলু সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সতি সংপদ্য ন বিদুঃ সতি সংপদ্যামহ (*) ইতি" ইতি, "সত আগম্য ন বিদুঃ সত আগচ্ছামহ ইতি" [ছান্দো০ ৬।৯।২] ইতি চ। তথা ব্রহ্মলোক-

---

অতএব, পর ব্রহ্মের, 'দহরাকাশত্ব' এবং তাহার অন্তর্নিবিষ্ট অপহতপাপ্মত্ব প্রভৃতি কাম্য গুণ সমূহ, এই উভয়কেই যে, এখানে অন্বেষ্টব্য ও জিজ্ঞাসিতব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, ইহা অবধারিত হইতেছে। 'কাম্য গুণরাশির উল্লেখ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা বাক্যকারও (বাক্যকার এই ব্রহ্মসূত্রের একজন ব্যাখ্যাকর্ত্তা,) 'তাঁহার অভ্যন্তরে যাহা' এই কথার উক্ত প্রকার অর্থই স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। অতএব উল্লিখিত হেতুতে পর ব্রহ্মই দহরাকাশ, [ভূতাকাশ বা জীব নহে] ॥ ১ । ৩ । ১৩ ॥

এই কারণেও 'দহরাকাশ' শব্দে পরব্রহ্ম [বুঝিতে হইবে]; কেন না 'ভূ-বিদ্যাবিহীন লোক সমূহ যেমন ভূমির উপরে উপরে বিচরণ করিলেও অন্তর্নিহিত সুবর্ণময় নিধি লাভ করিতে পারে না, ঠিক তেমনি এই প্রজাগণ প্রত্যহ গমন করিয়াও এই ব্রহ্মলোক লাভ করিতে পারে না; কারণ, তাহারা অজ্ঞানে আবৃত।' এই শ্রুতিতে কথিত "এতং" পদে প্রস্তাবিত ব্রহ্মলোকের নির্দ্দেশের অনন্তর সমস্ত প্রজাগণের যে, সেখানে প্রত্যহ গমন এবং 'দহরাকাশ' শব্দে যে, ব্রহ্মলোকের নির্দ্দেশ, এই উভয় হেতুই দহরাকাশের পরব্রহ্মত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। ভাল, উক্ত হেতুদ্বয়ই বা দহরাকাশের পরব্রহ্মত্ব-সাধক হয় কিরূপে ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন— 'সেইরূপ লিঙ্গ দৃষ্টও আছে।' অর্থাৎ প্রতিদিন সুষুপ্তিসময়ে সমস্ত জীবগণের পরব্রহ্মে গমন বা বিলয়-প্রাপ্তিরূপ ব্রহ্মলিঙ্গ অন্য শ্রুতিতেও দৃষ্ট হয়। যথা—'হে সোম্য, ঠিক এইরূপই এই সমস্ত প্রজা প্রত্যহ সৎ-ব্রহ্মে সম্পন্ন (মিলিত) হইয়া জানিতে পারে না যে, সতে (ব্রহ্মে) মিলিত হইতেছি।' এবং 'সৎ-ব্রহ্ম হইতে প্রত্যাগত হইয়াও বুঝিতে পারে না যে, সৎ হইতে আগত হইতেছি।' সেইরূপ 'ব্রহ্মলোক' শব্দ পর ব্রহ্মেও প্রযুক্ত দেখা যায়; যথা—'তিনি বলিলেন,

---

(*) সম্পৎস্যামহে' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

শব্দশ্চ পরস্মিন্ ব্রহ্মণি দৃষ্টঃ—"এষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাড়িতি হোবাচ" [বৃহদা০ ৬। ৩। ৩৩] ইতি মা ভূদন্যত্র ব্রহ্মণি গমনদর্শনম্; এতদেব তু দহরাকাশে সর্ব্বেষাং ক্ষেত্রজ্ঞানাং প্রলয়কাল ইব নিরস্তনিখিলদুঃখানাং সুষুপ্তিকালেঽবস্থানং শ্রূয়মাণমস্য পরব্রহ্মত্বে পর্য্যাপ্তং লিঙ্গম্; তথা ব্রহ্ম-লোক-শব্দশ্চ সমানাধিকরণবৃত্ত্যা অস্মিন্ দহরাকাশে প্রযুজ্যমানোঽস্য ব্রহ্মত্বে প্রয়োগান্তরনিরপেক্ষং পর্য্যাপ্তং লিঙ্গম্, ইত্যাহ—"লিঙ্গং চ" ইতি। নিষাদ-স্থপতিন্যায়াচ্চ ষষ্ঠীসমাসাৎ সমানাধিকরণসমাসো ন্যায্যঃ।

অথবা, "অহরহর্গচ্ছন্ত্যঃ" ইতি ন সুষুপ্তিবিষয়ং গমনমুচ্যতে; অপি তু অন্তরাত্মত্বেন সর্ব্বদা বর্ত্তমানস্য দহরাকাশস্য পরমপুরুষার্থভূতস্য উপর্য্যুপরি অহরহর্গচ্ছন্ত্যঃ সর্ব্বস্মিন্ কালে বর্ত্তমানাঃ তমজানত্যস্তং ন বিন্দন্তি (*)

হে সম্রাট্, ইহাই ব্রহ্মলোক' ইতি। ব্রহ্মগমনের দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্য আর অন্যশ্রুতির আবশ্যক নাই; পরন্তু এই যে, প্রলয়কালের ন্যায় সুষুপ্তি-কালেও সমস্ত জীবগণের সর্ব্ববিধ দুঃখবিমুক্তভাবে দহরাকাশে অবস্থান পরিশ্রুত হইতেছে, তাহাই দহরাকাশের পরব্রহ্মত্বপক্ষে যথেষ্ট কারণ; আর সমানাধিকরণভাবে দহরাকাশে প্রযুক্ত 'ব্রহ্ম-লোক' শব্দও দহরাকাশের পরব্রহ্মত্বপক্ষে এমনই পর্য্যাপ্ত কারণ যে, ইহার জন্য আর অপর দৃষ্টান্তের অপেক্ষা করে না। সূত্রস্থ "লিঙ্গং চ" কথাটীও এই অভিপ্রায়েই প্রযুক্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ, নিষাদ-স্থপতি ন্যায়ানুসারেও (†) ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসাপেক্ষা কর্ম্মধারয় সমাস করাই ন্যায়সম্মত।

অথবা, 'প্রাণিগণ প্রত্যহ গমন করতঃ' এই শ্রুতিতে সুষুপ্তিকালীন গমন অভিহিত হইতেছে না; পরন্তু, তাহারা যেমন সেই নিধিস্থানের উপরি ভাগে সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকিয়াও অন্তর্নিহিত নিধি লাভ করিতে পারে না; তেমনি, অন্তরাত্মা বলিয়াই সর্ব্বদা সন্নিধানে বর্ত্তমান পরমপুরুষার্থ-স্বরূপ দহরাকাশের উপরে উপরে নিরন্তর বর্ত্তমান থাকিয়াও তদ্বিষয়ক জ্ঞানহীন প্রজাগণ

(*) বিদন্তি' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—'নিষাদ-স্থপতি' ন্যায়টি এইরূপ—নিষাদ অর্থ—ব্যাধ; স্থপতি অর্থ—রাজা; নিষাদ-স্থপতি বলিলে দুইরকম সমাস হইতে পারে, (১) নিষাদের স্থপতি, এই ষষ্ঠীতৎপুরুষ, আর নিষাদজাতীয় স্থপতি, এইরূপ কর্ম্মধারয়। বলা বাহুল্য যে, সমাসভেদে অর্থেরও বিলক্ষণ পার্থক্য ঘটিয়া থাকে; ষষ্ঠীতৎপুরুষে অর্থ হয়—নিষাদের রাজা—যে কোন জাতীয় হইতে পারে; আর কর্ম্মধারয় পক্ষে অর্থ হয়—রাজা নিজেই নিষাদজাতীয়; তন্মধ্যে ষষ্ঠীতৎপুরুষে 'নিষাদের স্থপতি' অর্থ করিলে 'লক্ষণা' করিতে হয়, অথচ অর্থান্তর সম্ভব থাকিলে কখনই 'লক্ষণা' স্বীকার করা যাইতে পারে না; পক্ষান্তরে কর্ম্মধারয় সমাসে—'নিষাদ জাতীয় স্থপতি' অর্থ করিলে লক্ষণাও করিতে হয় না; অথচ রুদ্রযাগে নিষাদেরও যখন অধিকার রহিয়াছে, তখন "নিষাদ-স্থপতিং যাজয়েৎ।" শ্রুতির অর্থও বাধিত হয় না। 'নিষাদ-স্থপতি'র ন্যায় 'ব্রহ্ম-লোক' শব্দেও ষষ্ঠীতৎপুরুষ (ব্রহ্মার লোক) না করিয়া (ব্রহ্মই লোক) এইরূপ কর্ম্মধারয় সমাসই করিতে হইবে। 'নিষাদ-স্থপতি' ন্যায় মীমাংসাদর্শনের ৬।১। ৫১—৫২ সূত্রে দ্রষ্টব্য।

ন লভন্তে ; যথা হিরণ্যনিধিং নিহিতং তৎস্থানমজানানাস্তদুপরি সর্ব্বদা বর্ত্তমানা অপি ন লভন্তে, তদ্বদিত্যর্থঃ। সেয়মেবম্ অন্তরাত্মত্বেন স্থিতস্য দহরাকাশস্যোপরি তন্নিয়মিতানাং সর্ব্বাসাং প্রজানামজানতীনাং সর্ব্বদা গতিরস্য দহরাকাশস্য পরব্রহ্মতাং গময়তি। তথা হি—অন্যত্র পরস্য ব্রহ্মণোঽন্তরাত্মতয়া অবস্থিতস্য স্বনিয়াম্যাভিঃ স্বস্মিন্ বর্ত্তমানাভিঃ প্রজাভিরবেদনং দৃষ্টম্। যথা অন্তর্যামিব্রাহ্মণে—"য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোঽন্তরো যমাত্মা ন বেদ, যস্যাত্মা শরীরং, য আত্মানম্ অন্তরো যময়তি [বৃহদা০ মাধ্যন্দিনী ৫।৭।২২] ইতি, "অদৃষ্টো দ্রষ্টা, অশ্রুতঃ শ্রোতা" ইতি চ। মা ভূদন্যত্র দর্শনম্ ; স্বয়মেব ত্বিয়ং নিধিদৃষ্টান্তাবগত-পরমপুরুষার্থভাবস্যাস্য হৃদয়স্থস্যোপরি তদাধারতয়া অহরহঃ সর্ব্বদা সর্ব্বাসাং প্রজানামজানতীনাং গতিরস্য পরব্রহ্মত্বে পর্য্যাপ্তং লিঙ্গম্ ॥ ১।৩।১৪ ॥

ইতশ্চ দহরাকাশঃ পরং ব্রহ্ম—

ধৃতেশ্চ মহিম্নোঽস্যাস্মিন্নুপলব্ধেঃ ॥ ১।৩।১৫ ॥

[পদচ্ছেদঃ—ধৃতেঃ (ধারণহেতু) চ (ও) মহিম্নঃ (মহিমার) অস্য (ইহার) অস্মিন্ (ইহাতে) উপলব্ধেঃ (যেহেতু প্রতীতি হয়)]।

[সরলার্থঃ—অস্য পরমাত্মনঃ ধৃতেঃ জগদ্বিধরণরূপস্য "এষ সেতুঃ বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়" ইত্যুক্তলক্ষণস্য মহিম্নঃ বিভুতেঃ অস্মিন্ দহরাকাশে উপলব্ধেরপি দহরাকাশঃ পরমাত্মা ইতি নিশ্চীয়তে। উপলভ্যতে চ জগদ্বিধরণমস্মিন্ "অথ য আত্মা, স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায়" ইত্যাদৌ॥

এই দহরাকাশে শ্রুতিপ্রসিদ্ধ জগৎ-ধারণরূপ পরমাত্ম-মহিমার উপলব্ধিবশতও এই দহরাকাশ পরমাত্মা বলিয়া নিশ্চিত হইতেছে ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১৫ ॥]

তাহাকে লাভ করিতে পারে না।' এই যে, অন্তরাত্মরূপে অবস্থিত দহরাকাশের উপরিভাগে তাহারই নিয়মাধীন অজ্ঞ প্রজাগণের নিরন্তর গতি বা অবস্থিতি, তাহাই দহরাকাশের ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। দেখ, অন্যত্রও অন্তরাত্মরূপে অবস্থিত পর ব্রহ্মের নিয়মাধীন অথচ পরমাত্মাতেই অবস্থিত প্রজাগণকর্ত্তৃক পর ব্রহ্মের অনুভবাভাব দৃষ্ট হইতেছে। যথা 'অন্তর্য্যামি ব্রাহ্মণে'–'যিনি আত্মাতে অবস্থিত, আত্মা হইতে পৃথক্, আত্মা যাহাকে জানে না, আত্মা যাহার শরীর, এবং যিনি অন্তরে থাকিয়া আত্মাকে নিয়মিত করেন' ইতি, এবং 'যিনি [অপরের] অদৃষ্ট, অথচ দ্রষ্টা, অশ্রুত অথচ শ্রোতা' ইতি। অন্যত্র দর্শনের (দৃষ্টান্তের) প্রয়োজন নাই ; এই যে, নিধিদৃষ্টান্তানুসারে যাহার পরম পুরুষার্থভাব বিজ্ঞাত হইতেছে, হৃদয়স্থ সেই দহরাকাশের উপরে তদাশ্রিত প্রজাগণের যে, অজ্ঞানপূর্ব্বক সর্ব্বদা গতি (প্রাপ্তি), তাহাই ইহার (দহরাকাশের) পরব্রহ্মত্ব-গ্রাহক যথেষ্ট লিঙ্গ বা জ্ঞাপক হেতু ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১৪ ॥

"অথ য আত্মা" [ছান্দো০ ৮।৪।১] ইতি প্রকৃতং দহরাকাশং নির্দ্দিশ্য "স সেতুর্ব্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায়" ইত্যস্মিন্ জগদ্বিধরণং শ্রূয়মানং দহরাকাশস্য পরব্রহ্মতাং গময়তি ; জগদ্বিধরণং হি পরস্য ব্রহ্মণো মহিমা "এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্ব্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়" [বৃহদা০ ৬।৪।২২] ইতি, "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" [বৃহদা০ ৫।৮।৯] ইত্যাদিভ্যঃ। স চায়ং তস্য পরস্য ব্রহ্মণো ধৃত্যাখ্যো মহিমা অস্মিন্ দহরাকাশ উপলভ্যতে ; অতো দহরাকাশঃ পরং ব্রহ্ম ॥ ১।৩।১৫ ॥

প্রসিদ্ধেশ্চ ॥ ১।৩।১৬ ॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রসিদ্ধেঃ (প্রাসিদ্ধিহেতু) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—"যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ" ইত্যাদৌ 'আকাশ'শব্দস্য পরস্মিন্ ব্রহ্মণি প্রসিদ্ধেঃ চ অপি পরব্রহ্মৈব দহরাকাশমিত্যর্থঃ। সত্যসংকল্পত্বাদিগুণোপবৃংহিতা প্রসিদ্ধিঃ ভূতাকাশ-প্রসিদ্ধেঃ বলীয়সীইতি ভাবঃ।

'এই আকাশ যদি আনন্দস্বরূপ না হইত' ইত্যাদি স্থলে আকাশ শব্দের পরব্রহ্মে প্রসিদ্ধি নিবন্ধনও পরব্রহ্মই 'দহরাকাশ', অপর কেহ নহে ॥ ১। ৩। ১৬ ॥]

আকাশ শব্দশ্চ পরস্মিন্ ব্রহ্মণি প্রসিদ্ধঃ "কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ, যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ" [তৈত্তি০ আন০ ৭], "সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে" [ছান্দো০ ১।৯।১] ইত্যা-

'যাহা আত্মা' এইরূপে প্রস্তাবিত দহরাকাশ-নির্দ্দেশের অনন্তর 'এই সমস্ত জগতের সম্ভেদ বা সাঙ্কর্য্য পরিহারার্থ তিনিই জগদ্বিধারক সেতু স্বরূপ' ; এই বাক্যে শ্রূয়মান জগৎ-ধারণ কার্য্যই দহরাকাশের পরব্রহ্মভাব প্রতিপাদন করিতেছে। জগৎ-ধারণ করা যে, পর ব্রহ্মেরই মহিমা, তাহা 'ইনিই সর্ব্বেশ্বর, ইনিই ভূতাধিপতি, ইনিই ভূতপালক, এবং ইনিই জগৎ-পার্থক্য-রক্ষার হেতুভূত সেতুস্বরূপ।' 'হে গার্গি, সূর্য্য ও চন্দ্র এই অক্ষরের (ব্রহ্মের) শাসনে বিশেষরূপে ধৃত হইয়াই অবস্থিত রহিয়াছেন।' ইত্যাদি শ্রাত হইতে [জানা যাইতেছে যে,] এই জগৎধারণ করা সেই পর ব্রহ্মেরই মহিমা, এই দহরাকাশেও যখন তাহাই উপলব্ধ হইতেছে, তখন এই দহরাকাশ নিশ্চয়ই পর ব্রহ্ম ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১৫ ॥

'এই আকাশ (ব্রহ্ম) যদি আনন্দস্বরূপ না হইত, তাহা হইলে কে ই বা বাঁচিত, কে ই বা চেষ্টা করিত।' 'এই সমস্ত পদার্থ আকাশ হইতেই সমুৎপন্ন হয়' ইত্যাদি শ্রুতিতে 'আকাশ' শব্দও পর ব্রহ্মে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, অপহতপাপ্মত্বাদিগুণ সহকারে যে

দিষু। অপহতপাপ্মত্বাদি-গুণসনাথা প্রসিদ্ধির্ভূতাকাশপ্রসিদ্ধের্বলীয়সীত্যভি-প্রায়ঃ ॥ ১।৩।১৬ ॥

এবং তাবৎ দহরাকাশস্য ভূতাকাশত্বং প্রতিক্ষিপ্তম্। অথেদানীং দহ-রাকাশস্য প্রত্যগাত্মত্বমাশঙ্ক্য নিরাকর্তুমুপক্রমতে—

ইতরপরামর্শাৎ স ইতি চেন্নাসম্ভবাৎ ॥ ১।৩।১৭ ॥

[পদচ্ছেদঃ—ইতরপরামর্শাৎ (অপর পদার্থের সম্বন্ধ বশতঃ) সঃ (তাহাই), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) [বল]; ন (না—বলিতে পার না), অসম্ভবাৎ (অসম্ভব হেতু)।]

[সরলার্থঃ—"অথ য এষ সম্প্রসাদঃ" ইত্যত্র 'সম্প্রসাদ'পদেন ইতরস্য জীবস্য পরামর্শাৎ স এব দহরাকাশ, ইতি চেৎ; ন; কুতঃ? অসম্ভবাৎ অপহতপাপ্মত্বাদীনাং প্রাগুক্তধর্ম্মাণাং তস্মিন্ অসম্ভবাদিত্যর্থঃ।

যদি বল 'এই যে সম্প্রসাদ জীব' এই স্থলে 'সম্প্রসাদ' পদে জীবই গ্রহণীয়; না—তাহা বলিতে পার না; কারণ, অপহতপাপ্মত্বাদি যে সমস্ত ধর্ম্ম দহরাকাশে কথিত আছে, জীবে সে সমুদয়ের সম্ভব নাই। ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১৭ ॥]

যত্তুক্তং বাক্যশেষবশাৎ দহরাকাশঃ পরং ব্রহ্মেতি; তদযুক্তম্; বাক্য-শেষে পরস্মাদিতরস্য জীবস্যৈব সাক্ষাৎ পরামর্শাৎ "অথ য এষ সম্প্রসা-দোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে, এষ আত্মেতি হোবাচ; এতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্ম" [ছান্দো০ ৮।৩।৪] ইতি। যদ্যপি দহরোঽস্মিন্নন্তর আকাশ ইতি হৃদয়-পুণ্ডরীকমধ্যবর্ত্তিতয়োপদিষ্টস্যা-কাশস্য উপমানোপমেয়ভাবাদ্যসম্ভবাদ্ ভূতাকাশত্বং ন সম্ভবতি, তথাপি বাক্যশেষবশাৎ প্রত্যগাত্মত্বং যুক্তমাশ্রয়িতুম্। আকাশ-শব্দোঽপি প্রকা-

---

প্রসিদ্ধি, তাহা ভূতাকাশপ্রসিদ্ধি অপেক্ষা সমধিক বলবতী। [সুতরাং, ভূতাকাশে প্রসিদ্ধি নিবন্ধন এখানে 'আকাশ' শব্দের ভূতাকাশ অর্থ হইতে পারে না] ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১৬ ॥

আর যে, বাক্যশেষ বলে 'দহরাকাশ' অর্থে পর ব্রহ্ম কথিত হইয়াছে; তাহাও যুক্তিযুক্ত হয় নাই; কেননা, বাক্যশেষে পরব্রহ্ম হইতে ইতর (পৃথক্‌ভূত) জীবেরই পরামর্শ বা সমুল্লেখ রহিয়াছে। 'তিনি বলিলেন, এই যে 'সম্প্রসাদ' এই শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া পরম জ্যোতিঃ (পরমাত্মাকে) প্রাপ্ত হইয়া স্বস্বরূপে পরিনিষ্পন্ন হয়; ইহাই আত্মা, ইহাই অমৃত ও অভয় এবং ইহাই ব্রহ্ম স্বরূপ।' বাহ্যাকাশের সহিত উপমানোপমেয়ভাবের সম্ভব হয় না বলিয়া যদিও হৃদয়-পুণ্ডরীক-মধ্যবর্ত্তিরূপে উপদিষ্ট দহরাকাশের ভূতাকাশত্ব সম্ভব হয় সত্য, তথাপি বাক্যশেষানুসারে তাহাকে জীবাত্মা বলিয়াই গ্রহণ করা উচিত। আর যদি বল; প্রকাশময়ত্বাদি ধর্ম্মের সম্বন্ধ

শাদিযোগাৎ জীব এব বর্ত্তিষ্যত ইতি চেৎ; (*) তত্রোত্তরং—নাসম্ভবাৎ ইতি; নায়ং জীবঃ; ন হি অপহতপাপ্মত্বাদয়ো গুণা জীবে সম্ভবন্তি ॥ ১।৩।১৭ ॥

উত্তরাচ্চেদাবির্ভূতস্বরূপস্তু ॥ ১।৩।১৮ ॥

[পদচ্ছেদঃ—উত্তরাৎ (পরবর্ত্তী বাক্য হইতে) চেৎ (যদি), আবির্ভূতস্বরূপঃ (যাহার প্রকৃত স্বরূপ অভিব্যক্ত হইয়াছে), তু (পুনঃ কিন্তু)।]

[সরলার্থঃ—উত্তরাৎ "য আত্মা অপহতপাপ্মা" ইত্যাদিরূপাৎ প্রজাপতিবাক্যাৎ জীব ইতি চেৎ—উচ্যেত; তন্ন; তু পুনঃ আবির্ভূতস্বরূপঃ; জীবঃ খলু অবিদ্যা-কাম-কর্ম্মাদিবশাৎ তিরোহিত-পাপ্মত্বাদিগুণকঃ পশ্চাৎ পরং জ্যোতিঃ প্রাপ্য আবির্ভূতং স্বরূপং অপহতপাপ্মত্বাদিলক্ষণং যস্য, তথাবিধঃ প্রতিপাদিতঃ; দহরাকাশঃ পুনঃ নিত্যং অতিরোহিতকল্যাণগুণকঃ, ইতি নায়ং জীব ইত্যর্থঃ ॥

যদি বল, পরবর্ত্তী 'যে আত্মা অপহতপাপ্মা' ইত্যাদি বাক্যানুসারে জীবই দহরাকাশ হইতে পারে, তাহা নহে; কারণ, প্রথমে অবিদ্যা ও কামনাদি বশতঃ জীবের স্বরূপ তিরোহিত থাকে, পশ্চাৎ সেই অপহতপাপ্মত্বাদি স্বরূপটী অভিব্যক্ত হয়; দহরাকাশ কিন্তু সর্ব্বদাই কল্যাণময় গুণে পরিপূর্ণ থাকে; সুতরাং জীব কখনই উক্ত 'দহরাকাশ' হইতে পারে না। ১। ৩। ১৮ ॥]

উত্তরাৎ প্রজাপতিবাক্যাৎ জীবস্যৈবাপহতপাপ্মত্বাদিগুণযোগো নিশ্চীয়তে ইতি চেৎ; এতদুক্তং ভবতি—প্রজাপতিবাক্যং জীবপরমেব; তথাহি—"য আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্ব্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ, সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ, স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্, যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতি" [ছান্দো০ ৮।৭।১] ইতি প্রজাপতিবচনম্ ঐতিহ্যরূপেণোপশ্রুত্য অন্বেষ্টব্যাত্মস্বরূপ-

---

থাকায় 'আকাশ' শব্দও জীবেই প্রবৃত্ত হইবে, [তাহার উত্তর—] না—জীব দহরাকাশ হইতে পারে না; যেহেতু অসম্ভব, অর্থাৎ জীবও এই দহরাকাশ নহে; কেন না, অপহতপাপ্মত্বাদি গুণ সমূহ জীবে কখনই সম্ভবপর হয় না ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১৭ ॥

যদি বল, উত্তরবর্ত্তী প্রজাপতি বাক্য হইতে জীবের সম্বন্ধেই অপহতপাপ্মত্বাদিগুণের সম্বন্ধ নিশ্চিত হইতেছে। এই কথা উক্ত হইতেছে যে, প্রজাপতি-বাক্যটী জীবেরই প্রতিপাদক (পর ব্রহ্মের নহে)। দেখ, 'অপহতপাপ, জরা, মৃত্যু, শোক, ক্ষুধা ও পিপাসারহিত, সত্য-কাম, সত্যসংকল্প যে আত্মা, তাহাই অন্বেষণীয়, তাহাই জিজ্ঞাস্য; যে লোক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সেই আত্মাকে অবগত হয়, সে লোক সমস্ত কাম (ভোগ্য বিষয়) ও সমস্ত লোক লাভ করিয়া থাকে।' এই প্রজাপতি বাক্য ঐতিহ্য বা জনশ্রুতিরূপে শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র অন্বেষণীয় আত্মস্বরূপ-

---

(*) 'অত্রোত্তরম্' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

জিজ্ঞাসয়া প্রজাপতিমুপসেদুষে মঘবতে প্রজাপতির্জাগরিত-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যবস্থং জীবাত্মানং সশরীরং ক্রমেণ শুশ্রূষু-যোগ্যতাপরীচিক্ষিষয়া উপদিশ্য তত্র তত্র ভোগ্যমপশ্যতে পরিশুদ্ধাত্মস্বরূপোপদেশ-যোগ্যায় তস্মৈ মঘবতে "মঘবন্ মর্ত্ত্যং বা ইদং শরীরমাত্তং মৃত্যুনা, তদস্যামৃতস্য (*) অশরীরস্যাত্মনোঽধিষ্ঠানম্" [ছান্দো০ ৮।১২।১] ইতি শরীরস্যাধিষ্ঠানতামাত্মনশ্চাধিষ্ঠাতৃতামশরীরস্য চ তস্যামৃতত্বস্বরূপতাং চোক্ত্বা "ন হ বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি, অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ" ইতি কর্ম্মারব্ধশরীরযোগিনঃ তদনুগুণ সুখদুঃখভাগিত্বরূপানর্থং তদ্বিমোক্ষে চ তদভাবমভিধায় "এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" ইতি জীবাত্মনঃ স্বরূপমেব শরীরবিযুক্তমুপদিদেশ। "স উত্তমঃ পুরুষঃ, স তত্র পর্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্বা যানৈর্বা জ্ঞাতিভির্বা নোপজনং স্মরন্নিদং শরীরম্ [ছান্দো০ ৮।১২।৩] ইতি প্রাপ্যস্য পরস্য জ্যোতিষঃ পুরুষোত্তমত্বং, নিবৃত্ত-তিরোধানস্য পরং জ্যোতিরুপসম্পন্নস্য প্রত্যগাত্মনো ব্রহ্মলোকে যথেষ্টভোগাবাপ্তিং,

---

জিজ্ঞাসার্থ প্রজাপতি সমীপে উপস্থিত হইলে পর প্রজাপতি প্রথমতঃ জিজ্ঞাসুর যোগ্যতা পরীক্ষার জন্য, ক্রমে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়সংপন্ন, সশরীর জীবাত্মাকে উপদেশ করিয়া [যখন বুঝিলেন,] ইন্দ্র উপদিষ্ট বিষয় সমূহের মধ্যে ভোগযোগ্য কিছু দর্শন করিতেছে না; অতএব, ইনি বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপ উপদেশের যোগ্য; [তখন] ইন্দ্রের নিকট 'হে মঘবন্ ইন্দ্র, এই শরীর মর্ত্ত্য (মরণশীল) ও মৃত্যু-গ্রস্ত; এই শরীরই অমৃত ও অশরীর আত্মার অধিষ্ঠান বা আশ্রয় স্থান।' এইরূপে শরীরের অধিষ্ঠানতা, আত্মার অধিষ্ঠাতৃতা এবং অশরীর আত্মার অমৃতস্বরূপতা বলিয়া, 'শরীরাভিমানী হইলে তাহার সুখ-দুঃখের বিরাম হয় না; অথচ অশরীর অর্থাৎ শরীরাভিমানহীন ব্যক্তিকে প্রিয় ও অপ্রিয় অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না।' এই শ্রুতিতে [পুণ্য-পাপময়] কর্ম্মোৎপাদিত শরীরধারী ব্যক্তির কর্ম্মানুসারে সুখদুঃখ ভোগ জ্ঞাপনার্থ তাদৃশ শরীরোপরমে সুখ-দুঃখাভাব নির্দ্দেশ করিয়া, 'এই সম্প্রসাদ' এই প্রকারেই এই শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া পরম জ্যোতিঃ লাভ করতঃ স্ব-স্বরূপে পরিনিষ্পন্ন হয়', এইবাক্যে শরীরবিমুক্ত জীবাত্মার স্বরূপই উপদেশ করিয়াছেন। 'তাহাই উত্তম পুরুষ; সে সেখানে ভক্ষণ, ক্রীড়া এবং স্ত্রীগণ ও যানের কিংবা জ্ঞাতিগণের সহিত সন্নিহিত এই মানব শরীর স্মরণ না করিয়া বিচরণ করে', এই বাক্যে আবার তৎপ্রাপ্য পরম জ্যোতির পুরুষোত্তমত্ব, [অবিদ্যাকৃত] স্বরূপ-তিরোধন নিবৃত্তির পর পরম জ্যোতিঃসম্পন্ন জীবাত্মার ব্রহ্মলোকে যথেষ্ট

(*) 'তদস্যামৃতস্য' ইতি 'ক' পাঠঃ।

প্রিয়াপ্রিয়াবিযুক্ত-কর্ম্মনিমিত্তশরীরাদ্যপুরুষার্থাননুসন্ধানং চাভিধায় "স যথা প্রযোগ্য আচরণে যুক্তঃ, এবমস্মিন্ শরীরে প্রাণো যুক্তঃ" ইতি যথোক্ত-স্বরূপস্যৈব সংসারদশায়াং কর্ম্ম-তন্ত্রং শরীরযোগং যুগ্য-শকটযোগদৃষ্টান্তে-নাভিধায় "অথ যত্রৈতদাকাশমনুবিষণ্ণং চক্ষুঃ, স চাক্ষুষঃ পুরুষঃ, দর্শনায় চক্ষুঃ; অথ যো বেদেদং জিঘ্রাণীতি, স আত্মা, গন্ধায় ঘ্রাণম্; অথ যো বেদেদমভিব্যাহরাণীতি, স আত্মা, অভিব্যাহারায় বাক্; অথ যো বেদেদং শৃণবানীতি, স আত্মা, শ্রবণায় শ্রোত্রম্; অথ যো বেদেদং মন্বানীতি, স আত্মা, মনোঽস্য দৈবং চক্ষুঃ" [ছান্দো° ৮।১২।৪,৫] ইতি চক্ষুরাদীনাং করণত্বম্, রূপাদীনাং জ্ঞেয়ত্বম্, অস্য চ জ্ঞাতৃত্বং প্রদর্শ্য, তত এব শরী-রেন্দ্রিয়েভ্যোঽস্য ব্যতিরেকমুপপাদ্য "স বা এষ এতেন দিব্যেন চক্ষুষা মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে, য এতে ব্রহ্মলোকে" [ছান্দো° ৮।১২।৬]

ভোগ প্রাপ্তি, এবং প্রিয় ও অপ্রিয় সংযোগ সহকৃত কর্ম্ম হইতে সমুৎপন্ন শরীরাদির অপুরুষার্থত্ব চিন্তার উল্লেখ করিয়া 'সেই প্রযোগ্য অর্থাৎ অশ্ব বা ষাঁড় যেরূপ রথ বা শকট চালনে নিযুক্ত হয়, তদ্রূপ প্রাণও এই শরীরে সংযুক্ত রহিয়াছে' (*)। এখানে ক্ষুদ্র শকটের দৃষ্টান্ত দ্বারা পূর্ব্বোক্তপ্রকার জীবেরই সংসার-দশায় কর্ম্মাধীন শরীরসম্বন্ধ প্রতিপাদন করিয়া 'আকাশসদৃশ এই আত্মা যখন চক্ষুঃসন্নিকৃষ্ট হয়, তখন সে 'চাক্ষুষ পুরুষ' হয়, চক্ষু তাহার দর্শনের সহায় হয়; আবার, 'আমি আঘ্রাণ করিব' ইহা যে জানে, সে-ই আত্মা, ঘ্রাণেন্দ্রিয় তাহার গন্ধগ্রহণের সাধন; আবার 'আমি বাক্য বলিব' বলিয়া যে জানে, তাহাই আত্মা, বাগিন্দ্রিয় তাহার বাক্য-প্রয়োগের সহায় হয়; পুনশ্চ, 'আমি শ্রবণ করিব' ইহা যে জানে, তাহাই আত্মা; কর্ণই তাহার শব্দশ্রবণের সাধন; আবার 'আমি ইহা চিন্তা করিব' বলিয়া যে জানে, তাহাই আত্মা, মন তাহার জ্যোতির্ম্ময় চক্ষুঃ। 'এইরূপে চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের করণত্ব, রূপাদিবিষয়সমূহের জ্ঞেয়ত্ব, এবং ইহার (আত্মার) জ্ঞাতৃত্ব প্রদর্শন করিয়া আবার সেই শরীর ও ইন্দ্রিয়সমূহ হইতেও তাহার ব্যতিরেক বা পার্থক্য উপপাদন করিয়া এই যে-সমস্ত উৎপন্ন বস্তু ব্রহ্মলোকে

(*) তাৎপর্য্য—প্রযুজ্যতে ইতি প্রযোগঃ—অশ্বো বলীবর্দ্দো বা। যথা লোকে, আচরত্যনেন ইতি আচরণঃ—রথঃ, অনো বা, তস্মিন্ আচরণে যুক্তস্তদাকর্ষণায়, এবং অস্মিন্ শরীরে রথস্থানীয়ে প্রাণঃ পঞ্চবৃত্তিরিন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধিসংযুক্তঃ প্রজ্ঞাত্মা বিজ্ঞান-ক্রিয়াশক্তিদ্বয়-সম্মূর্চ্ছিতাত্মা যুক্তঃ—স্বকর্ম্মফলোপভোগনিমিত্তং নিযুক্তঃ। ইতি শাঙ্করভাষ্যম্।

বহনাদি কার্য্যে নিযুক্ত হয় বলিয়া অশ্ব বা ষাঁড়কে 'প্রয়োগ' বলা হয়। যাহা দ্বারা আচরণ—গমনাদি ব্যবহার করা হয়, তাহার নাম 'আচরণ'— রথ বা শকট। অশ্ব বা ষাঁড় যেমন রথ বা শকট-চালনে নিযুক্ত হইয়া থাকে, তেমনি অপানাদি-প্রাণভেদযুক্ত প্রাণও ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতির সহযোগে রথস্থানীয় শরীরের পরিচালন কার্য্যে নিযুক্ত আছে।

ইতি তস্যৈব বিধূতকর্ম্মনিমিত্ত-শরীরেন্দ্রিয়স্য মনঃশব্দাভিহিতেন দিব্যেন স্বাভাবিকেন জ্ঞানেন সর্ব্বকামানুভবমুক্ত্বা "তং বা এতং দেবা আত্মানমুপাসতে, তস্মাৎ তেষাং সর্ব্বে চ লোকা আপ্তাঃ, সর্ব্বে চ কামাঃ" ইত্যেবংবিধমাত্মানং জ্ঞানিনো জানন্তি, ইত্যভিধায় "সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্, যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতীতি হ প্রজাপতিরুবাচ" ইত্যেবংবিধমাত্মানং বিদুষঃ সর্ব্বলোক-সর্ব্বকামাবাপ্ত্যুপলক্ষিতং ব্রহ্মানুভবং ফলমভিধায়োপসংহৃতম্। অতস্তত্র অপহতপাপ্মত্বাদিগুণকো জ্ঞাতব্যতয়া প্রক্রান্তো জীব এবেত্যবগতম্। অতো জীবস্যাপহতপাপ্মত্বাদয়ঃ সম্ভবন্তি। অতো দহরবাক্যশেষে শ্রূয়মাণস্য জীবস্যাপহতপাপ্মত্বাদিগুণসম্ভবাৎ স এব দহরাকাশ ইতি নিশ্চীয়ত ইতি চেদিতি। তত্রাহ—"আবির্ভূতস্বরূপস্তু" ইতি।

[সিদ্ধান্তঃ—]

পূর্ব্বমনৃততিরোহিতাপহতপাপ্মত্বাদিগুণকস্বরূপঃ (*) পশ্চাদ্ বিমুক্তকর্ম্মবন্ধঃ শরীরাৎ সমুত্থিতঃ পরং জ্যোতিরুপসম্পন্ন আবির্ভূতস্বরূপঃ

বর্ত্তমান আছে,' 'সেই এই আত্মা এই মনোময় দিব্য চক্ষু দ্বারা সেই-সমস্ত কার্য্য-বিষয় দর্শন করত রমণ করে, এই শ্রুতিতে কর্ম্মজনিত শরীরেন্দ্রিয়সম্বন্ধ পরিত্যাগের পর সেই আত্মারই আবার মনঃশব্দোক্ত স্বভাবসিদ্ধ দিব্যজ্ঞান দ্বারা সমস্ত জন্য-বিষয়ের অনুভব নির্দ্দেশ করিয়া 'দেবগণ সেই এই আত্মার উপাসনা করিয়া থাকেন, সেই কারণে তাহারা সমস্ত লোক ও সমস্ত কাম্য বিষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।' এই বাক্যে জ্ঞানিগণ এবংবিধ আত্মাকে জানেন, ইহা প্রতিপাদন করিয়া 'যিনি সেই আত্মাকে অনুভব করিয়া জানেন, তিনি সমস্ত 'লোক' লাভ করেন এবং সমস্ত কাম্য বিষয় প্রাপ্ত হন,' প্রজাপতি এ কথা বলিয়াছিলেন। এবংবিধ আত্মাভিজ্ঞ ব্যক্তির সর্ব্বলোক ও সর্ব্বকাম প্রাপ্তি দ্বারা বিশেষিত ব্রহ্মানুভবাত্মক ফলোল্লেখপূর্ব্বক প্রকরণের উপসংহার করা হইয়াছে। অতএব, অপহতপাপ্মত্বাদি গুণসম্পন্ন জীবই যে, এখানে জ্ঞাতব্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে, ইহা বুঝা যাইতেছে। এই কারণেই জীবের সম্বন্ধে অপহতপাপ্মত্বাদি গুণও সম্ভবপর হইতেছে। অতএব, যেহেতু দহরবাক্যশেষে শ্রূয়মাণ জীবের সম্বন্ধে অপহতপাপ্মত্বাদি গুণের সম্ভব হইতেছে, সেই হেতু সেই জীবই যে, 'দহরাকাশ'-পদবাচ্য, ইহাও নিশ্চিত হইতেছে; এ কথা যদি বল; তাহার উত্তরে বলা হইতেছে—'আবির্ভূত-স্বরূপস্তু' ইতি।

উক্ত প্রজাপতিবাক্যে অভিহিত হইতেছে যে, জীবের যে অপহতপাপ্মত্বাদি স্বভাবসিদ্ধ গুণ, তাহা মিথ্যা-জ্ঞানে আবৃত ছিল, পশ্চাৎ কর্ম্ম-বন্ধন ছিন্ন হইবার পর শরীর হইতে সমুত্থিত

(*) পাপ্মত্বাদিগুণকঃ স্বস্বরূপ ইতি 'ক' পাঠঃ।

সন্ অপহতপাপ্মত্বাদিগুণবিশিষ্টস্তত্র প্রজাপতিবাক্যেঽভিধীয়তে; দহর-বাক্যে তু অতিরোহিতস্বভাবাঽপহতপাপ্মত্বাদিবিশিষ্ট এব দহরাকাশঃ প্রতীয়তে। আবির্ভূতস্বরূপস্যাপি জীবস্যাসম্ভাবনীয়াঃ সেতুত্ব-সর্ব্বলোক-বিধরণত্বাদয়ঃ সত্যশব্দনির্ব্বচনাবগতং চেতনাচেতনয়োর্নিয়ন্তৃত্বং দহরাকাশস্য পরব্রহ্মতাং সাধয়ন্তি। সেতুত্ব-সর্ব্বলোকবিধরণত্বাদয় আবির্ভূতস্বরূপ-স্যাপি ন সম্ভবন্তীতি—"জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম্" [ব্রহ্মসূ° ৪।৪।১৭] ইত্য-ত্রোপপাদয়িষ্যামঃ ॥ ১॥৩॥১৮ ॥

যদ্যেবং, দহরবাক্যে "অথ য এষ সম্প্রসাদঃ" ইত্যাদিনা জীবপ্রস্তাবঃ কিমর্থঃ? ইতি চেৎ, তত্রাহ—

অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ ॥ ১॥৩॥১৯ ॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্যার্থঃ (অন্য উদ্দেশে) চ (ও) পরামর্শঃ (সম্বন্ধ)।]

[সরলার্থঃ—"অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে" ইতি জীবস্য দহরাকাশ-সম্পত্ত্যা স্বরূপাবির্ভাবাপাদনার্থো হ্যত্র জীবপরামর্শঃ, নতু তস্য দহরাকাশত্ব-প্রতিপাদনার্থঃ ॥

'জীব এই শরীর হইতে সমুত্থানের পর, পর জ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া স্বরূপে নিষ্পন্ন হয়,' এই শ্রুতিতে দহরাকাশরূপে উপাসনা দ্বারা জীবের স্বরূপাবির্ভাব সম্পাদনার্থই জীবের উল্লেখ হইয়াছে; কিন্তু জীবের দহরাকাশত্ব প্রতিপাদনার্থ নহে ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১৯ ॥]

দহরাকাশস্যৈবাপহতপাপ্মত্ব-জগদ্বিধরণত্বাদিবৎ মুক্তস্য তদুপসম্পত্ত্যা

এবং পরজ্যোতিঃ পরমাত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া। তাহার প্রকৃত স্বরূপটি প্রকটীকৃত হয়, তখনই জীব অপহতপাপ্মত্বাদি গুণবিশিষ্ট হয়, [কিন্তু তৎপূর্ব্বে হয় না]; দহরবাক্য-শেষের দহরাকাশ কিন্তু, অনাবৃতস্বভাব ও অপহতপাপ্মত্বাদি-গুণবিশিষ্ট স্বরূপেই প্রতীত হইতেছে। আর আবির্ভূতস্বরূপ জীবের পক্ষেও অসম্ভাবনীয় সেতুত্ব ও সর্ব্বলোক-বিধারকত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি এবং দহরাকাশের 'সত্য'-শব্দগত ব্যুৎপত্তিও তাহার চেতনাচেতন-নিয়ন্তৃত্ব ও পরব্রহ্মত্ব সাধন করিতেছে। সেতুত্ব ও সর্ব্বলোকবিধারকত্বাদি ধর্ম্মগুলি যে, আবির্ভূতস্বরূপ জীবের পক্ষেও সম্ভব হয় না; তাহা 'জগদ্ব্যাপার-বর্জ্জম্' এই সূত্রে উপপাদন করিব ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১৮ ॥

যদি বল, এইরূপই যদি সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে, দহর প্রকরণের শেষে, 'এই যে সম্প্রসাদ (জীব)' ইত্যাদি বাক্যে জীবের প্রস্তাব কিসের জন্য? এই আশঙ্কায় বলা হইতেছে—'অন্য উদ্দেশে জীবের পরামর্শ।

দহরাকাশেরই যেমন অপহতপাপ্মত্বাদি ও জগদ্বিধারণাদি ধর্ম্ম আছে, তেমনি মুক্ত

অপহতপাপ্মত্বাদি-কল্যাণগুণবিশিষ্টস্বাভাবিকরূপপ্রাপ্তিকথনেন তদ্ধেতু-স্বরূপং পরমপুরুষাসাধারণং গুণমুপদেষ্টুং প্রজাপতিবাক্যোক্তস্য জীবস্যাত্র পরামর্শঃ ; প্রজাপতিবাক্যে চ মুক্তাত্মস্বরূপ-যাথাত্ম্যবিজ্ঞানং দহরবিদ্যোপ-যোগিতয়োক্তম্ ; ব্রহ্ম প্রেপ্সোর্হি জীবাত্মনঃ স্বস্বরূপং চ জ্ঞাতব্যমেব ; স্বয়মপি কল্যাণগুণ এব সন্ অনবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়-কল্যাণগুণগণং পরং ব্রহ্ম অনুভবিষ্যতীতি ব্রহ্মোপাসনফলান্তর্গতত্বাৎ স্বস্বরূপযাথাত্ম্যবিজ্ঞানস্য । "সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্", "স তত্র পর্য্যেতি জক্ষৎ (*) ক্রীড়ন্" ইত্যাদিকং প্রজাপতিবাক্যে কীর্ত্ত্যমানং ফলমপি দহরবিদ্যা-ফলমেব ॥ ১॥৩॥১৯ ॥

অল্পশ্রুতেরিতি চেৎ, তদুক্তম্ ॥ ১॥৩॥২০ ॥

[পদচ্ছেদঃ—অল্পশ্রুতেঃ (অল্পত্ব-শ্রবণ হেতু) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি); তৎ (তাহা—তাহার উত্তর) উক্তং (উক্ত হইয়াছে) ।]

[সরলার্থঃ—"দহরোঽস্মিন্" ইতি অল্পপরিমাণত্বশ্রুতেঃ আরাগ্রমাত্রঃ জীব এব দহরাকাশ ইতি চেৎ ; তদুক্তম্—তত্র যদুত্তরং বক্তব্যম্, তৎ "নিচায্যত্বাদেবং ব্যোমবচ্চ [ব্রহ্মসূত্র• ১।২।৭] ইত্যত্রৈবোক্তম্, নাতঃ পরং কিঞ্চিৎ বক্তব্যমস্তীতি ভাবঃ ॥

'ইহার মধ্যে দহর [আকাশ]' এই শ্রুতিতে অল্পপরিমাণের শ্রবণহেতু জীবই এখানে দহরাকাশ-পদবাচ্য, ইহা যদি বল ; তাহার উত্তর—"নিচায্যত্বাৎ এবং ব্যোমবৎ চ" এই দ্বিতীয় পাদের সপ্তম সূত্রে উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ ঐরূপে উপাসনার্থই ঐরূপ অল্পত্বোপদেশ করা হইয়াছে ॥ ১ । ৩ । ২০ ॥]

পুরুষেরও দহরাকাশোপাসনা দ্বারা অপহতপাপ্মত্বাদি কল্যাণময় গুণবিশিষ্ট স্বভাবসিদ্ধ স্বরূপের প্রাপ্তি হয় ; এই কথা দ্বারা পরমপুরুষের অসাধারণ গুণই যে, স্বরূপ-প্রাপ্তির একমাত্র হেতু, ইহা উপদেশ করিবার জন্য এখানে প্রজাপতি-বাক্যোক্ত জীবের পরামর্শ করা হইয়াছে। আর প্রজাপতিবাক্যেও, দহরবিদ্যায় উপযোগী হইবে বলিয়াই মুক্তাত্মার স্বরূপগত যথাযথ বিজ্ঞান অভিহিত হইয়াছে ; কেন না, ব্রহ্মলাভেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে জীবাত্মার প্রকৃত স্বরূপও অবশ্য-জ্ঞাতব্য ; কারণ, জীব নিজেও কল্যাণময় গুণসম্পন্নই বটে, তথাপি নিরবধি ও নিরতিশয় কল্যাণগুণোপেত পর ব্রহ্ম অনুভব করিয়া থাকে ; অতএব যথাযথরূপে আত্মস্বরূপ-বিজ্ঞানও সেই ব্রহ্মোপাসনা-ফলেরই অন্তর্গত। আর প্রজাপতি-বাক্যে যে, 'সমস্ত লোক ও সমস্ত কাম্য ফল লাভ করিয়া থাকেন,' 'হাস্য ও ক্রীড়া করত সেখানে বিচরণ করেন' ইত্যাদি ফলের উল্লেখ রহিয়াছে, তাহাও দহর-বিদ্যারই ফল (স্বতন্ত্র নহে) ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১৯ ॥

(*) যদ্যপি সর্ব্বপুস্তকেষু 'জক্ষন্ ক্রীড়ন্'ইত্যেব পাঠ উপলভ্যতে, তথাপি 'জক্ষত্যাদয়ঃ ষট্'ইত্যাদিনা অভ্যস্ততাবিধানাৎ নুম্ ন ভবতীতি 'জক্ষৎ'ইত্যেব যুক্তঃ পাঠো মন্যতে।

"দহরোঽস্মিন্" ইত্যল্পপরিমাণ-শ্রুতিরারাগ্রোপমিতস্য জীবস্যৈবোপপদ্যতে, ন তু সর্ব্বস্মাৎ জ্যায়সো ব্রহ্মণ ইতি চেৎ; তত্র যদুত্তরং বক্তব্যম্, তৎ পূর্ব্বমেবোক্তং "নিচায্যত্বাদেবম্" ইত্যনেন। অতো দহরাকাশোঽনাঘ্রাতাবিদ্যাদ্যশেষদোষগন্ধঃ স্বাভাবিকনিরতিশয়-জ্ঞানবলৈশ্বর্য্যবীর্য্যশক্তি-তেজঃপ্রভৃত্যপরিমিতোদারগুণসাগরঃ পুরুষোত্তম এব। প্রজা পতিবাক্য-(*) নির্দ্দিষ্টস্তু "ঘ্নন্তি ত্বেবৈনং বিচ্ছাদয়ন্তি" [ছান্দো০ ৮।১০।২] ইত্যেবমাদিভিরবগতকর্ম্মনিমিত্ত-দেহপরিগ্রহঃ পশ্চাৎ পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্যাবির্ভূতাপহতপাপ্মত্বাদিগুণক-স্বস্বরূপঃ, ইতি ন দহরাকাশঃ॥ ১॥৩॥২০ ॥

ইতশ্চৈতদেবম্—

অনুকৃতেস্তস্য চ ॥ ১॥৩॥২১॥

[পদচ্ছেদঃ—অনুকৃতেঃ (অনুকরণহেতু) তস্য (তাহার) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—অনুকৃতিঃ অনুকরণং; তস্য দহরাকাশস্য পরজ্যোতিষঃ "স তত্র পর্য্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ" ইত্যাদৌ জীবকর্ত্তৃকানুকরণশ্রবণাৎ জীবো ন দহরাকাশঃ; নহি অনুকর্ত্তা অনুকার্য্যশ্চৈকঃ ভবিতুমর্হতীতি ভাবঃ॥

অনুকৃতি অর্থ—অনুকরণ; শ্রুতিতে দহরাকাশের উপাসনায় তৎসাদৃশ্যলাভের শ্রবণ হেতু এখানে জীব কখনই দহরাকাশ হইতে পারে না; কেন না, অনুকরণকারী ও অনুকার্য্য কখনই এক পদার্থ হয় না॥ ১॥ ৩। ২১॥]

যদি বল, দহরাকাশের অল্পপরিমাণত্বপ্রতিপাদক "দহরোঽস্মিন্" ইত্যাদি শ্রুতি আরাগ্র-সদৃশ জীবের পক্ষেই উপপন্ন হয়, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ ব্রহ্মের পক্ষে নহে; [চর্ম্মবেধক সূক্ষ্মাগ্র অস্ত্রের নাম 'আরা।'] এ সম্বন্ধে যে উত্তর বলা উচিত, তাহা পূর্ব্বেই "নিচায্যত্বাৎ এবং" ইত্যাদি সূত্রে উক্ত হইয়াছে। অতএব, অবিদ্যাপ্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার দোষে অনাঘ্রাত, এবং স্বভাবসিদ্ধ নিরতিশয় জ্ঞান, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, শক্তি ও তেজঃ প্রভৃতি অপরিমিত উদার গুণের সাগরস্বরূপ পুরুষোত্তমই 'দহরাকাশ,' [অন্য নহে]। 'ইহাকে (আত্মাকে) যেন হতই করে এবং বিতাড়িতই করে' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানাযায় যে, প্রথমে প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে দেহধারী থাকে, পশ্চাৎ পরজ্যোতিঃ স্বরূপ ব্রহ্মকে জানিলে পর অপহতপাপ্মত্বাদি-গুণসম্পন্ন জৈব স্বরূপেরই অভিব্যক্তি হইয়া থাকে; এইজন্য সেই জীবই প্রজাপতিবাক্যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু দহরাকাশ হয় নাই॥ ১॥ ৩॥ ২০॥

এই কারণেও ইহা এইরূপই—'যেহেতু তাহারই অনুকরণ।'

(*) বাক্যে' ইতি (ক) পাঠঃ।

তস্য দহরাকাশস্য পরস্য ব্রহ্মণোঽনুকারাদ্ অয়মপহতপাপ্মত্বাদিগুণকো বিমুক্তবন্ধঃ প্রত্যগাত্মা ন দহরাকাশঃ। তদনুকারঃ—তৎসাম্যম্। তথাহি—প্রত্যগাত্মনো বিমুক্তস্য পরব্রহ্মানুকারঃ শ্রূয়তে—

"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্য-পাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি"॥

[মুণ্ড০ ৩।১।৩] ইতি।

অতোঽনুকর্ত্তা প্রজাপতিবাক্যনির্দ্দিষ্টঃ; অনুকার্য্যং ব্রহ্ম দহরাকাশঃ॥ ১॥৩॥২১॥

অপি স্মর্য্যতে ॥ ১॥৩॥২২॥

[পদচ্ছেদঃ—অপি (ও), স্মর্য্যতে (স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত আছে)।]

[সরলার্থঃ—"ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥"

ইত্যাদৌ পরমাত্মোপাসনয়া তদনুরূপ-স্বরূপাপত্তিঃ স্মর্য্যতেঽপি চ; অতঃ পরমাত্মৈব দহরাকাশঃ, নতু জীব ইত্যাশয়ঃ॥

'এইরূপ জ্ঞানাবলম্বনে আমার সমান ধর্ম্ম-প্রাপ্ত ব্যক্তিরা সৃষ্টিকালেও উৎপন্ন হয় না, এবং প্রলয়কালেও দুঃখানুভব করে না।' ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্রেও পরমাত্মোপাসনায় জীবের তৎসাদৃশ্য-প্রাপ্তিরূপ ফল উক্ত হইয়াছে; অতএব পরমাত্মাই এই দহরাকাশ, জীব নহে॥ ১॥৩।২২॥]

সংসারিণোঽপি মুক্তাবস্থায়াং পরমসাম্যাপত্তিলক্ষণঃ পরব্রহ্মানুকারঃ স্মর্যতে—

"ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥"

[ভগবদ্গীতা০ ১৪।২] ইতি।

প্রত্যগাত্মা জীব যখন সেই দহরাকাশ-শব্দিত পর-ব্রহ্মের অনুকরণে অপহতপাপত্বাদি গুণসম্পন্ন এবং বন্ধনবিমুক্ত হয়, তখন দহরাকাশ জীব হইতে পারে না। 'তদনুকার' অর্থ—তাহার সমতা বা সাদৃশ্য। দেখ, বিমুক্তাবস্থ জীবের ব্রহ্ম-সাদৃশ্য লাভ পরিশ্রুত হইতেছে—'দ্রষ্টা যখন সুবর্ণবর্ণ, জগৎকর্ত্তা জগদীশ্বর ব্রহ্মারও কারণীভূত পুরুষকে দর্শন করেন, তখন সেই বিদ্বান্ পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরঞ্জন (সর্ব্বপ্রকার দোষ রহিত) হইয়া পরম-সাম্য প্রাপ্ত হন,' ইতি। অতএব প্রজাপতি-বাক্যে জীবই অনুকরণকারীরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; আর তাহার অনুকার্য্য ব্রহ্মপদার্থই 'দহরাকাশ' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে॥ ১॥৩॥ ২১॥

কেচিৎ "অনুকৃতেস্তস্য চ", "অপি স্মর্যতে" ইতি সূত্রদ্বয়মধিকরণান্তরং "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি [মুণ্ড০ ২।২।১০]" ইত্যস্যাঃ শ্রুতেঃ পরব্রহ্মপরত্বনির্ণয়ায় প্রবৃত্তং বদন্তি। তত্তু "অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ" [ব্রহ্মসূ০ ১।২।২২], "দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ" [ব্রহ্মসূ০ ১।৩।১] ইত্যধিকরণদ্বয়েন তস্য প্রকরণস্য পরব্রহ্মবিষয়ত্বপ্রতিপাদনাৎ "জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ" [ব্রহ্মসূ০ ১।১।২৫] ইত্যাদিষু পরস্য ব্রহ্মণো ভারূপত্বাবগতেশ্চ পূর্ব্বপক্ষানুত্থানাদ্ অযুক্তম্, সূত্রাক্ষরবৈরূপ্যং চ॥ ১॥৩॥২২ ॥ [পঞ্চমং দহরাধিকরণং সমাপ্তম্ ॥]

প্রমিতাধিকরণম্।] **শব্দাদেব প্রমিতঃ ॥ ১॥৩॥২৩ ॥**

[পদচ্ছেদঃ—শব্দাৎ (শ্রুতিবাক্যরূপ হেতুতেই) প্রমিতঃ (পরিমিত বা পরিচ্ছিন্ন)।]

[সরলার্থঃ—"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি। ঈশানো ভূত-ভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে।" ইত্যেবংজাতীয়া আত্মনঃ অঙ্গুষ্ঠমাত্রত্ববোধিকাঃ বহ্ব্যঃ শ্রুতয়ঃ কঠবল্লীষু উপলভ্যন্তে। তত্র সংশয়ঃ—কিময়ং অঙ্গুষ্ঠপরিমিতো জীবাত্মা? উত পরমাত্মেতি। উপাধিপরিচ্ছিন্নঃ জীব এব অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ, ইতি প্রতীয়তে, ন তু জীবঃ। এবং প্রাপ্তে উচ্যতে—শব্দাৎ এব "ঈশানো ভূত-ভব্যস্য" ইতিশ্রুতিবাক্যাদেব প্রমিতঃ অঙ্গুষ্ঠপরিমিতঃ পরমাত্মৈব, ন তু জীবঃ; তস্য নিরঙ্কুশ-ভূত-ভব্যেশানত্বানুপপত্তেরিতি ভাবঃ॥

'অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ আত্মার মধ্যে অবস্থিত আছেন, তিনিই অতীত ও অনাগত [সর্ব্বপদার্থের] ঈশ্বর; তাঁহা হইতে কিছু নিন্দিত হয় না।' কঠোপনিষদে আত্মার অঙ্গুষ্ঠমাত্রত্ববোধক এই জাতীয় বহুতর শ্রুতি দৃষ্ট হয়। তাহাতে সংশয় হইতেছে যে, এই অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষটি কি জীবাত্মা? অথবা পরমাত্মা? আপাততঃ মনে হয়, জীব যখন উপাধিপরিচ্ছিন্ন, তখন সেই জীবই এই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ, পরমাত্মা নহে। এইরূপ সম্ভাবনার উত্তরে বলা হইতেছে যে, "ঈশানো ভূত-ভব্যস্য" এই শ্রুতি-বাক্যানুসারেই [জানা যায় যে,] পরমাত্মাই এই অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ, জীব নহে। কেন না, সর্ব্বতোমুখী শাসন-ক্ষমতা জীবের পক্ষে কখনই সম্ভব হয় না॥ ১।৩।২৩॥]

কঠবল্লীষু শ্রূয়তে—

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো ভূত-ভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে। এতদ্বৈ তৎ॥

কঠবল্লীতে শ্রুত হয় যে, "অঙ্গুষ্ঠমাত্র (অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলী-পরিমিত) পুরুষ আত্মার অভ্যন্তরে অবস্থিত আছেন, তিনিই ভূত (অতীত) ও ভব্যের (অনাগতের) ঈশান শাসনকর্তা;

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ।
ঈশানো ভূত-ভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ ॥ এতদ্বৈ তৎ ॥"
[কঠ০ ১ ৪।১২, ১৩]

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাম্
ধৈর্যেণ, তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতম্। [কঠ০ ২।৬।১৭] ইতি ॥

তত্র সন্দিহ্যতে—কিময়মঙ্গুষ্ঠমাত্রপ্রমিতঃ প্রত্যগাত্মা ? উত পরমাত্মেতি ? কিং যুক্তম্ ? প্রত্যগাত্মেতি। কুতঃ ? জীবস্য অন্যত্রাঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বশ্রুতেঃ, "প্রাণাধিপঃ (*) সঞ্চরতি স্বকর্মভিঃ। অঙ্গুষ্ঠমাত্রো রবিতুল্যরূপঃ সঙ্কল্পাহঙ্কারসমন্বিতো যঃ" [শ্বেতাশ্ব০ ৫।৮-৭] ইতি। ন চান্যত্রোপাসনার্থতয়াপি পরমাত্মনোঽঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বং শ্রূয়তে। এবং নিশ্চিতে জীবত্বে ঈশানত্বং শরীরেন্দ্রিয়-ভোগ্য-ভোগোপকরণাপেক্ষয়াপি ভবিষ্যতি ; ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—"শব্দাদেব প্রমিতঃ।"

তাহা হইতে কেহ নিন্দা লাভ করে না। ইহাই সেই বস্তু [যাহা তুমি জানিতে চাহিয়াছ]।' 'অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ ধূমহীন অগ্নির ন্যায় [উজ্জ্বল], ভূত ও ভব্যের ঈশান ; তিনিই অদ্য এবং তিনিই কল্য [থাকিবেন] ; ইহাই সেই বস্তু।' 'অঙ্গুষ্ঠপরিমিত অন্তরাত্মা পুরুষ সর্ব্বদা জনগণের হৃদয়ের মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছেন। মুঞ্জ (শরতৃণ) হইতে ঈষীকার (গর্ভপত্রের) ন্যায় ধৈর্য্যসহকারে তাহাকে স্বীয় শরীর হইতে পৃথক্ করিবে ; তাহাকেই উজ্জ্বল অমৃতস্বরূপ বলিয়া জানিবে।'

এখানে সংশয় হইতেছে যে, এই অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষটি কি জীবাত্মা ? অথবা পরমাত্মা ? কোনটি যুক্তিযুক্ত ? জীবাত্মা। কারণ ? অন্যস্থলে জীবের অঙ্গুষ্ঠমাত্রপরিমাণবোধক-শ্রুতিই কারণ ; যথা—'যিনি সূর্য্যসদৃশ রূপসম্পন্ন, এবং সংকল্প ও অহঙ্কারসমন্বিত, তিনিই অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ প্রাণাধিপতি হইয়া সঞ্চরণ করেন।' বিশেষতঃ উপাসনার জন্যও যে, পরমাত্মার অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ নির্দ্দেশ হইতে পারে, তাহাও অন্য কোন স্থানে পরিশ্রুত হইতেছে না। এইরূপে [অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষের] জীবত্ব ধর্ম্মই নিশ্চিত হইলে শরীর, ইন্দ্রিয়, ভোগ্য ও ভোগোপকরণ বিষয়ে

(*) বিশ্বাধিপঃ' ইতি (খ) পাঠঃ।

অঙ্গুষ্ঠপ্রমিতঃ পরমাত্মা ; কুতঃ? "ঈশানো ভূত-ভব্যস্য" ইতি শব্দাদেব; ন চ ভূত-ভব্যস্য সর্ব্বস্যেশিতৃত্বং কর্ম্মপরবশস্য জীবস্যোপপদ্যতে॥১॥৩॥২৩॥

কথং তর্হি পরমাত্মনোঽঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বম্ ? ইত্যত্রাহ—.

হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ ॥১॥৩॥২৪॥

[পদচ্ছেদঃ—হৃদ্যপেক্ষয়া (হৃদয়ের তুলনায়) [অঙ্গুষ্ঠমাত্রত্ব], তু (কিন্তু) মনুষ্যাধিকারত্বাৎ (যে হেতু মনুষ্য বিষয়েই) [শাস্ত্রের উপদেশ।]

[সরলার্থঃ—সর্ব্বব্যাপিনোঽপি পরমাত্মন উপাসনার্থং উপাসকহৃদয়ে বর্ত্তমানত্বাৎ হৃদয়স্য চ অঙ্গুষ্ঠপরিমিতত্বাৎ তদপেক্ষয়া পুনঃ ইদং অঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বম্। অবিশেষেণ প্রবৃত্তমপি শাস্ত্রং মনুষ্যানেব অধিকরোতি; সুতবাং তদপেক্ষয়া ইদম্ উক্তম্ ইত্যাশয়ঃ॥

উপাসনাবিধায়ক শাস্ত্র সাধারণতঃ মনুষ্যেব পক্ষেই প্রযুক্ত; মনুষ্য-হৃদয় অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত। সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মা উপাসনাকালে উপাসক মনুষ্যের হৃদয়ে প্রকটিত হন; এই কারণে উপাসক-হৃদয়ের পবিমাণানুসারে তদভিব্যক্ত পবমাত্মারও অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ উক্ত হইয়াছে॥ ১। ৩। ২৪॥]

পরমাত্মন উপাসনার্থম্ উপাসক-হৃদয়ে বর্ত্তমানত্বাদ্ উপাসক-হৃদয়স্যাঙ্গুষ্ঠপ্রমাণত্বাৎ তদপেক্ষয়েদম্ অঙ্গুষ্ঠপ্রমিতত্বমুপপদ্যতে; জীবস্যাপি

তাহার ঈশানত্বও সম্ভব হইতে পারে। এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রাপ্তিতে বলা হইতেছে—"শব্দাৎ এব প্রমিতঃ।" (*)

পরমাত্মাই অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ; কারণ? 'ভূত ও ভব্য পদার্থের ঈশ্বর' এই শব্দই (শ্রুতি-বাক্যই) তাহার কারণ; কেন না, [প্রাক্তন] কর্ম্মাধীন জীবের কখনই ভূত-ভব্য সর্ব্ব পদার্থের শাসনকর্তৃত্ব সম্ভবপর হয় না॥ ১। ৩। ২৩॥

যেহেতু পরমাত্মা উপাসনার্থ উপাসক-হৃদয়ে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, এবং যে হেতু উপাসকের হৃদয়ও অঙ্গুষ্ঠপরিমিত; [সেই হেতুই পরমাত্মার পক্ষে] সেই উপাসক-হৃদয়াপেক্ষায় অঙ্গুষ্ঠপরিমিতত্ব উপপন্ন হইতেছে; আর জীবেরও যে, অঙ্গুষ্ঠপরিমিতত্ব, তাহাও হৃদয়মধ্যে

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম 'প্রমিতাধিকরণ।' এই অধিকরণটী প্রকৃত পক্ষে তেইশ হইতে উনত্রিশ পর্য্যন্ত সাত সূত্রে পরিসমাপ্ত হইলেও পাঁচসূত্র হইতে আবার 'দেবতাধিকরণ' নামে অপর একটী পৃথক্ অধিকরণ কল্পিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ঐ দেবতাধিকরণকে এই প্রমিতাধিকরণেরই গর্ভাধিকরণ বলিলে অন্যায় হয় না। যাহা হউক, আমরাও তদনুসারে ২৩—২৪ সূত্রে এই 'প্রমিতাধিকরণ' নির্দ্দেশ করিলাম।

এই প্রমিতাধিকরণের পাঁচটী অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়বাক্য—"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ" ইত্যাদি। (২) সংশয়—অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ কি জীবাত্মা? অথবা পরমাত্মা?। (৩) পূর্ব্বপক্ষ—উপাধি পরিচ্ছিন্ন জীবই অঙ্গুষ্ঠপরিমিত; ব্যাপক পরমাত্মা নহে। (৪) উত্তর—না—অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ পরমাত্মাই; জীব নহে; শ্রুতিবাক্য হইতেই তাহার পরিমিতত্ব নিশ্চয় হয়। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—পরমাত্মাই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ, এবং ঐরূপে তাহার উপাসনাই ঐরূপ নির্দ্দেশের প্রয়োজন।

অঙ্গুষ্ঠপ্রমিতত্বং হৃদয়ান্তর্বর্ত্তিত্বাৎ তদপেক্ষমেব ; তস্যারাগ্রমাত্রত্বশ্রুতেঃ। মনুষ্যাণামেব উপাসকত্বসম্ভাবনয়া শাস্ত্রস্য মনুষ্যাধিকারত্বাৎ মনুষ্যহৃদয়স্য চ তত্তদঙ্গুষ্ঠ-প্রমিতত্বাৎ খর-তুরগ-ভুজগাদীনামনঙ্গুষ্ঠপ্রমিতত্বেঽপি ন কশ্চিদ্দোষঃ, স্থিতং তাবদুত্তরত্র সমাপয়িষ্যতে ॥১॥৩॥২৪॥ [ইতি প্রমিতাধিকরণম্]

দেবতাধিকরণম্] **তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ ॥১॥৩॥২৫॥**

[সরলার্থঃ—ব্রহ্মোপাসনাশাস্ত্রং মনুষ্যাধিকারে প্রবৃত্তম্, ইত্যুক্তম্; ইদানীং তৎপ্রসঙ্গেন দেবাদীনামপি ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারোঽস্তি নবা ইতি চিন্ত্যতে। তদুপরি—তেভ্যঃ মনুষ্যেভ্যঃ উপরি বর্ত্তমানানাং দেবাদীনামপি অস্তি ব্রহ্মবিদ্যায়াম্ অধিকারঃ। যদ্বা, তৎ—উপাসনং, উপরি—মনুষ্যেভ্য উপরি—দেবাদিষ্বপি ইত্যর্থঃ; ইতি বাদরায়ণ আচার্য্যো মন্যতে। কুতঃ? সম্ভবাৎ—অর্থিত্ব-সমর্থত্ব-দেহবত্ত্বাদীনাং অধিকারহেতূনাং তেষ্বপি সম্ভবাৎ। মন্ত্রার্থবাদেতিহাসাদিভ্যো হি দেবাদীনামপি বিদ্যার্থিত্বাদিকমবগম্যতে ॥

উপাসনাবিধায়ক শাস্ত্র যে মনুষ্যসম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা ইতঃপূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে। দেবতাপ্রভৃতিরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে কি না, এখন তাহাই আলোচিত হইতেছে—

বাদরায়ণ আচার্য্য মনে করেন যে, মনুষ্যের উপরেও অর্থাৎ দেবতাপ্রভৃতিরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে; কারণ, তাহারাও ব্রহ্মবিদ্যাগ্রহণে সমর্থ, অর্থী ও তদুপযোগী শরীরসম্পন্ন; অতএব ব্রহ্মবিদ্যায় তাহাদেরও অধিকার থাকা সম্ভব হয় ॥ ১। ৩। ২৫ ॥]

পরস্য ব্রহ্মণোঽঙ্গুষ্ঠপ্রমিতত্বোপপত্তয়ে মনুষ্যাধিকারং ব্রহ্মোপাসনশাস্ত্রমিত্যুক্তম্। তৎপ্রসঙ্গেনেদানীং ব্রহ্মবিদ্যায়াং দেবাদীনামপ্যধিকারোঽস্তি, নাস্তীতি বিচার্য্যতে। কিং তাবদ্ যুক্তম্? নাস্তি দেবাদীনাম-

---

অবস্থিতিনিবন্ধন সেই হৃদয়ের পরিমাণানুসারেই হইয়াছে; যে হেতু তাহার আরাগ্রমাত্র পরিমাণবোধক অপর শ্রুতিও রহিয়াছে। উপাসনায় মনুষ্যগণেরই কর্তৃত্ব সম্ভব হয়, এইজন্য মনুষ্যাধিকারেই উপাসনাশাস্ত্র; মনুষ্যহৃদয়ও সাধারণতঃ নিজ-নিজ অঙ্গুষ্ঠপরিমিত; সুতরাং গর্দ্দভ, অশ্ব ও সর্প প্রভৃতির অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ অসম্ভব হইলেও কোন দোষ হইতেছে না। অবশিষ্ট বক্তব্যগুলি পরে পরিসমাপ্ত করা হইবে ॥ ১। ৩। ২৪ ॥ [ইতি ষষ্ঠ 'প্রমিতাধিকরণ']।

পরব্রহ্মের অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণ উপপাদন করিবার অভিপ্রায়ে ব্রহ্মোপাসনাবিধায়ক শাস্ত্রকে মনুষ্যাধিকারে প্রবৃত্ত বলা হইয়াছে। সেই প্রসঙ্গে ব্রহ্মবিদ্যায় দেবতাপ্রভৃতিরও অধিকার আছে, কি না, তাহাই এখন বিচারিত হইতেছে। এখন কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত? দেবতাপ্রভৃতির অধিকার নাই, [ইহাই যুক্তিসম্মত]; কারণ? সামর্থ্যের অভাবই কারণ; কেন না,

ধিকার ইতি। কুতঃ? সামর্থ্যাভাবাৎ; নহ্যশরীরাণাং দেবাদীনাং বিবেক-বিমোকাদি-সাধনসপ্তকানুগৃহীত-ব্রহ্মোপাসনোপসংহারসামর্থ্যমস্তি। নচ দেবাদীনাং সশরীরত্বে প্রমাণমুপলভামহে। যদ্যপি পরিনিষ্পন্নেঽপি বস্তুনি ব্যুৎপত্তিসম্ভাবনয়া বেদান্তবাক্যানি পরে ব্রহ্মণি প্রমাণভাবমনুভবন্তি, তথাপি দেবাদীনাং বিগ্রহবত্ত্ব-প্রতিপাদনপরং ন কিঞ্চিদপি বাক্যমুপ-লভ্যতে। মন্ত্রার্থবাদাস্তু কর্ম্মবিধিশেষতয়া অন্যপরত্বাৎ ন দেবাদিবিগ্রহসাধনে প্রভবন্তি। কর্ম্মবিধয়শ্চ স্বাপেক্ষিতোদ্দেশ্য-কারকত্বাতিরেকি দেবতাগতং কিমপি ন সাধয়ন্তি; অতএব তাসামর্থিত্বমপি ন সম্ভবতি। অতঃ সামর্থ্যার্থিত্বয়োরভাবাদ্ দেবাদীনামনধিকার ইতি। এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

"তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ"। তদুপর্য্যপি—তৎ—ব্রহ্মোপাসনম্,

---

দেবতাগণের শরীর নাই; সুতরাং তাহাদের পক্ষে বিবেক-বিমোকাদি সপ্তবিধ সাধনের সাহায্যে ব্রহ্মবিদ্যাগ্রহণের সামর্থ্যও নাই। আর দেবগণের সশরীরত্ববিষয়ে কোন প্রমাণও দেখিতেছি না। যদিও, শব্দ দ্বারা স্বতঃসিদ্ধ (ক্রিয়া সম্বন্ধ রহিত) বস্তুবিষয়েরও ব্যুৎপাদন করা সম্ভব হয় বলিয়া, বেদান্তবাক্যসমূহ পরব্রহ্ম বিষয়ে প্রামাণ্য লাভ করিয়া থাকে সত্য, তথাপি দেবতাপ্রভৃতির শরীরসত্তা-প্রতিপাদক প্রমাণস্বরূপ কোনরূপ বাক্যই দৃষ্ট হইতেছে না। মন্ত্র এবং 'অর্থবাদ' বাক্যসমূহও যখন কর্ম্ম-বিধিরই অঙ্গ, তখন তৎসমস্তই অন্যপর, অর্থাৎ অন্যার্থ-বোধক (স্বার্থে প্রামাণ্যহীন); সুতরাং সে সমুদয়ও দেবগণের শরীরাস্তিত্ব প্রমাণ করিতে সমর্থ হইতেছে না। কর্ম্মবিধিসমূহও দেবতা সম্বন্ধে কর্ম্মাপেক্ষিত উদ্দেশ্যত্ব বা সম্প্রদানত্বমাত্র প্রতিপাদন ভিন্ন অতিরিক্ত আর কিছুই প্রমাণ করিতেছে না (*)। এই কারণেই (শরীর না থাকাতেই) তাহাদের অর্থিত্বও (প্রার্থনা করাও) সম্ভব হয় না; অতএব, সামর্থ্য ও অর্থিত্ব না থাকায় দেবতাপ্রভৃতির অধিকার নাই। এই প্রকার সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলিতেছি— "তদুপর্য্যপি" ইত্যাদি।

তদুপর্য্যপি—তৎ অর্থ—ব্রহ্মোপাসনা, উপরি অর্থ—দেবতাপ্রভৃতিতেও, সম্ভব হয়, ইহা ভগবান্ বাদরায়ণ আচার্য্য মনে করেন; কারণ, তাহাদেরও অর্থিত্ব ও সামর্থ্যের সম্ভব আছে। প্রথমতঃ দুঃসহ আধ্যাত্মিকাদি দুঃখে

সিদ্ধান্ত

(*) তাৎপর্য্য—আশঙ্কা হইয়াছিল, কর্ম্মবিধায়ক যে সমস্ত বাক্য দেবতার উল্লেখ আছে, সেই সমস্ত বিধি-বাক্যই দেবতার বিগ্রহ-সদ্ভাবও প্রতিপাদন করিবে? সুতরাং দেবতার বিগ্রহসদ্ভাবে প্রমাণের অভাব নাই। তদুত্তরে বলিতেছেন যে, না—দেবতাসম্বন্ধে কর্ম্মবিধির এইমাত্র কার্য্য যে, কোন দেবতা কোন কর্ম্মের সম্প্রদান কারক, অর্থাৎ কোন ক্রিয়াতে কোন দেবতার উদ্দেশ্যে হবি দান করিতে হইবে, তাহারই নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া; কিন্তু সম্প্রদানভূত সেই দেবতার শরীর আছে কি না, এবং কোন প্রকার গুণরূপাদি আছে কি না। তাহা প্রতি-পাদন করা উহার উদ্দেশ্যের বহির্ভূত।

উপরি—দেবাদিষ্বপি, সম্ভবতীতি ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে, তেষামর্থিত্ব-সামর্থ্যয়োঃ সম্ভবাৎ। অর্থিত্বং তাবৎ আধ্যাত্মিকাদি-দুর্ব্বিষহ-দুঃখাভিতাপাৎ পরস্মিন্ ব্রহ্মণি চ নিরস্তনিখিলদোষগন্ধে অনবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়কল্যাণ-গুণগণে নিরতিশয়ভোগ্যত্বাদিজ্ঞানাচ্চ সম্ভবতি ; সামর্থ্যমপি পটুতরদেহে-ন্দ্রিয়াদিমত্তয়া সম্ভবতি। দেহেন্দ্রিয়াদিমত্ত্বং চ ব্রহ্মাদীনাং সকলোপনিষৎসু সৃষ্টিপ্রকরণেষু উপাসনপ্রকরণেষু চ শ্রূয়তে। তথা হি—"সদেব সোম্যেদমগ্র-আসীৎ", "তদৈক্ষত—বহু স্যাং—প্রজায়েয়েতি, তৎ তেজোঽসৃজত" [ছান্দো০ ৬।২।১, ৩] ইত্যারভ্য সর্ব্বমচেতনং তেজোঽবন্নপ্রমুখাবস্থাবিশেষ-বদ্ ব্যাকৃত্য "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি" [ছান্দো০ ৬।৩।২] ইতি সঙ্কল্প্য ব্রহ্মাদি-স্থাবরান্তং চতুর্ব্বিধং ভূতজাতং তত্তৎকর্ম্মোচিত-শরীরং (*) তদুচিত-নামভাক্ চায়মকরোদিত্যুক্তম্।

এবং সর্ব্বত্র সৃষ্টিবাক্যেষু দেব-তির্য্যঙ্মনুষ্য-স্থাবরাত্মনা চতুর্ব্বিধা সৃষ্টিরাম্নায়তে। দেবাদিভেদশ্চ তত্তৎকর্ম্মানুগুণব্রহ্মলোকপ্রভৃতি-চতুর্দ্দশ-লোকস্থ-ফলভোগযোগ্য-দেহেন্দ্রিয়ান্দ্রিযোগায়ত্তঃ, আত্মনাং স্বতো দেবা-দিত্বাভাবাৎ। তথা "তদ্ধোভয়ে দেবাসুরা অনুবুবুধিরে, তে হোচুঃ···ইন্দ্রো

অভিতপ্ত হওয়ায় এবং সর্ব্ববিধ দোষ-সংস্পর্শবর্জ্জিত, অবধি ও অতিশয়রহিত, অসংখ্য কল্যাণময় গুণগণোপেত পর ব্রহ্মেও নিরতিশয় ভোগ-সদ্ভাব জানা থাকায় তাহাদেরও [ব্রহ্মোপাসনায়] অর্থিত্ব সম্ভবপর হইয়া থাকে; কার্য্যক্ষম উৎকৃষ্ট দেহেন্দ্রিয়াদি বিদ্যমান থাকায় তাহাদের সামর্থ্যও সম্ভবপর হইয়া থাকে। সমস্ত উপনিষদের সৃষ্টিপ্রকরণে ও উপাসনাপ্রকরণেও 'ব্রহ্মা' প্রভৃতি দেবতাগণের দেহেন্দ্রিয়াদি-সত্তা পরিশ্রুত হইয়া থাকে। দেখ; 'হে সোম্য, সৃষ্টির অগ্রে এই জগৎ সৎস্বরূপ ছিল;' 'তিনি ইচ্ছা করিলেন - বহু হইব—জন্মিব, তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন' এই হইতে আরম্ভ করিয়া অব্যক্ত তেজঃ ও জলপ্রভৃতি সমস্ত অচেতনকে ব্যাকৃত বা অভিব্যক্ত করিয়া—'এই জীবাত্মরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ ব্যক্ত করিব' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনিই ব্রহ্মাদি স্থাবরপর্য্যন্ত চতুর্ব্বিধ ভূতবর্গকে বিশেষ বিশেষ কর্ম্মানুরূপ শরীর ও তদুপযুক্ত নাম-রূপভাগী করিয়াছেন, ইত্যাদি কথা উক্ত হইয়াছে। এইপ্রকার সমস্ত সৃষ্টিবাক্যেই দেবতা, তির্য্যক্ (পশু পক্ষি প্রভৃতি), মনুষ্য ও স্থাবরাত্মক চতুর্ব্বিধ প্রাণীর সৃষ্টি কথিত হইয়াছে। স্বরূপতঃ কোন আত্মারই যখন দেবাদিভাব নাই, তখন ঐ দেবাদিভাব কেবল ব্রহ্মলোক প্রভৃতি চতুর্দ্দশ লোকে বিশেষ বিশেষ কর্ম্মানুযায়ী ফলভোগযোগ্য দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত

(*) 'ভূতশরীরং' ইতি (ক) পাঠঃ।

হ বৈ দেবানামভিপ্রবব্রাজ বিরোচনোঽসুরাণাং, তৌ হাসম্বিদানাবেব সমিৎপাণী প্রজাপতিসকাশমাজগ্মতুঃ", "তৌ হ দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি ব্রহ্মচর্য্যমূষতুঃ, তৌ হ প্রজাপতিরুবাচ" [ছান্দো০ ৮।৭।২, ৩] ইত্যাদিনা স্পষ্টমেব শরীরেন্দ্রিয়বত্ত্বং দেবাদীনাং প্রতীয়তে।

কর্ম্মবিধিশেষভূত-মন্ত্রার্থবাদেষ্বপি "বজ্রহস্তঃ পুরন্দরঃ" [অষ্টক০ ২।৬।৭।৩৪], তেনেন্দ্রো বজ্রমুদযচ্ছৎ" [কাণ্ড০ ২।৪।১২] ইত্যাদিভিঃ প্রতীয়মানং বিগ্রহাদিমত্ত্বং প্রমাণান্তরাবিরুদ্ধং তৎপ্রমেয়মেব। ন চানুষ্ঠেয়ার্থপ্রকাশন-স্তুতিপরত্বাভ্যাং প্রতীয়মানার্থান্তরাবিবক্ষা শক্যতে বক্তুম্; স্তুত্যাদ্যুপযোগিত্বাৎ (*) তেন বিনা স্তুত্যাদ্যনুপপত্তেশ্চ। গুণকথনেন হি স্তুতিত্বং, গুণানামসদ্ভাবে স্তুতিত্বমেব (†) হীয়তে। ন চাসতি গুণে কথিতে তেন (‡) প্ররোচনা জায়তে; অতঃ কর্ম্ম প্ররোচয়ন্তো গুণসদ্ভাবং বোধয়ন্ত্যেবার্থবাদাঃ। মন্ত্রাশ্চ কর্ম্মসু বিনিযুক্তাঃ তত্র তত্র কিঞ্চিৎকরত্বায় অনুষ্ঠেয়মর্থং (§) প্রকাশয়ন্তো দেবতাদিগত-বিগ্রহাদিগুণবিশেষমভিদধত

সম্বন্ধ নিবন্ধনই কল্পিত হইয়া থাকে মাত্র। সেইরূপ, 'দেবতা ও অসুর, উভয়েই [লোকপরম্পরাগত প্রজাপতির উপদেশ] অবগত হইয়াছিলেন; তাহারা বলিয়াছিলেন...; দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, আর অসুরগণের মধ্যে বিরোচন, এই দুইজন প্রজাপতির উদ্দেশে গমন করিয়াছিলেন; তাহারা পরস্পরের ফললাভে একমত না হইয়া অর্থাৎ ঈর্ষাপরবশভাবে সমিৎপাণি হইয়া প্রজাপতি সমীপে সমাগত হইয়াছিলেন'; 'তাহারা বত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক বাস করিয়াছিলেন; পজাপতি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন', ইত্যাদি বাক্য হইতে দেবতাপ্রভৃতিরও শরীরেন্দ্রিয়-সম্বন্ধ স্পষ্টাক্ষরে প্রতীত হইতেছে।

আর কর্ম্মবিধির অঙ্গস্বরূপ মন্ত্র ও অর্থবাদ প্রভৃতিতেও 'পুরন্দর (ইন্দ্র) বজ্রহস্ত,' 'ইন্দ্র বজ্র উত্তোলন করিয়াছিলেন', ইত্যাদি বাক্যে যে, শরীরাস্তিত্ব প্রতীত হইতেছে, তাহা যখন প্রমাণান্তর-বিরুদ্ধ নহে, তখন নিশ্চয়ই সত্য। আর মন্ত্র ও অর্থবাদাদির ও কর্ম্মানুষ্ঠান-প্রকাশন ও প্রশংসা পরত্বনিবন্ধন যে, প্রতীতি সত্বেও অন্য অর্থ বিবক্ষিত হইবে না, ইহাও বলিতে পারা যায় না; কেন না, প্রতীয়মান সেই অর্থান্তরও স্তুতিবাদ প্রভৃতিরই উপযোগী। বিশেষতঃ অর্থান্তর-বিবক্ষাস্বীকার না করিলে স্তুতিবাদত্বই উপপন্ন হইতে পারে না। কারণ, গুণ-কথন আছে বলিয়াই [ঐ সকল বাক্যের] স্তুতিত্ব; গুণের অসদ্ভাবে স্তুতিত্বই নষ্ট হইতে পারে; আর অবিদ্যমান গুণ কথিত হইলেও তদ্দ্বারা লোকের প্ররোচনা (প্রবৃত্তির উত্তেজনা)

(*) 'পযোগাৎ' ইতি 'ক' পাঠঃ।
(†) 'মপি' ইতি 'ক' পাঠঃ।
(‡) ন চাসতা গুণেন কথিতেন' ইতি 'খ' পাঠঃ।
(§) অনুষ্ঠেয়ার্থং' ইতি 'ক, গ' পাঠঃ।

এব তত্র কিঞ্চিৎকুর্ব্বন্তি; অন্যথা ইন্দ্রাদিস্মৃত্যনুপপত্তেঃ; ন চ নির্ব্বিশেষা দেবতা ধিয়মধিরোহতি। তত্র প্রমাণান্তরাপ্রাপ্তান্ গুণান্ স্বয়মেব বোধয়িত্বা তৈঃ কর্ম্ম প্ররোচয়ন্তি; গুণবিশিষ্টং বা প্রকাশয়ন্তি; দেবতাদিগতবিগ্রহাদি-গুণবিশেষমভিদধতঃ তত্র (*) প্রাপ্তাংশ্চানূদ্য তৈঃ প্ররোচন-প্রকাশনে (†) কুর্ব্বন্তি; বিরুদ্ধত্বে তু তদ্বাচিভিঃ শব্দৈরবিরুদ্ধান্ গুণান্ লক্ষয়িত্বা কুর্ব্বন্তি। কর্ম্মবিধেশ্চ দেবতায়াঃ প্রমাণান্তরপ্রাপ্তম্ (‡) ঐশ্বর্য্যমপেক্ষিত-মেব। কামিনঃ কর্ত্তব্যতয়া কর্ম্ম বিধীয়মানং স্বয়ং ক্ষণপ্রধ্বংসি কালান্তর-ভাবিনঃ ফলস্য স্বর্গাদেঃ সাধকমপেক্ষতে। মন্ত্রার্থবাদয়োশ্চ—"বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা বায়ুমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি, স এবৈনং ভূতিং গময়তি" [যজুঃ০২।১।১।১], "যদনেন হবিষা আশাস্তে, তদশ্যাৎ তদৃদ্ধ্যাৎ তদস্মৈ দেবা রাধন্তাম্" [অষ্ট০ প্রশ্ন০ ০] ইত্যাদিষু দেবতায়াঃ কর্ম্ম-ণারাধিতায়াঃ ফলদায়িত্বং তদনুগুণৈশ্চৈশ্বর্য্যং প্রতীয়মানমপেক্ষিতত্বেন

জন্মিতে পাবে না। অতএব কর্ম্ম বিষয়ে রুচিজনক অর্থবাদসমূহও নিশ্চয়ই বর্ণনীয় গুণের সদ্ভাব বোধক। মন্ত্রসমূহও কর্ম্মে বিনিযুক্ত বিশেষ বিশেষ বিষয়ে কিঞ্চিৎ উপকারসাধনের জন্যই কর্ম্মা-নুষ্ঠেয় অর্থের প্রতিপাদন করিয়া থাকে; সুতরাং মন্ত্রসমূহ দেবতাপ্রভৃতির শরীরাদি গুণবিশেষ প্রতিপাদন করিয়াই উপকারী হইয়া থাকে; নচেৎ কার্য্যকালে ইন্দ্রাদির স্মরণই হইতে পারে না; কেন না, নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ শরীরাদি বিশেষভাববর্হিত কেবলই শব্দময় দেবতা কখনই বুদ্ধ্যারূঢ় (স্মৃত) হইতে পারে না। তাহাতে [এইমাত্র বিশেষ যে,] যে সমস্ত গুণ প্রমাণান্তরে পাওয়া যায় নাই, নিজেই সেই সমস্ত গুণরাশি প্রতিপাদন করত তদ্দ্বারা কর্ম্মে রুচি উৎপাদন করে; অথবা গুণ দ্বারা বিশেষিত করিয়া কর্ম্মবিশেষ প্রতিপাদন করে। আর যে সমস্ত গুণ প্রমাণান্তর-লব্ধ, তৎসমুদয়ের অনুবাদ বা পুনরুল্লেখ মাত্র করিয়া লোকের প্ররোচনা ও কর্ম্মের স্বরূপ প্রকাশন, উভয়ই করিয়া থাকে। [প্রমাণান্তরের সহিত] বিরোধ উপস্থিত হইলে সেই গুণবাচক শব্দ দ্বারা অবিরুদ্ধ গুণসমূহ লক্ষিত করিয়া প্রতিপাদন করিয়া থাকে। দেবতার ঐশ্বর্য্য বা বিভূতিও নিশ্চয়ই কর্ম্ম বিধিতে অপেক্ষিত। সকাম ব্যক্তির কর্ত্তব্যরূপে বিধীয়মান কর্ম্ম নিজে ক্ষণধ্বংসী; সুতরাং তাহা কালান্তরভাবি-স্বর্গাদি ফলের সাধক অপর কিছু সাধনের অপেক্ষা করে; [অর্থবাদ-প্রকাশিত ঐশ্বর্য্যাদিই সেই সাধক প্রমাণ]। 'বায়ু বড় ক্ষিপ্রগামিনী দেবতা, উপাসক স্বীয় ভাগ্যবলে বায়ু অভিমুখে ধাবিত হয়, সেই বায়ুই ইহাকে সম্পৎ প্রাপ্ত করাইয়া থাকে', 'যজমান এই হবিঃ দ্বারা যাহা পাইতে ইচ্ছা করে, তাহা অর্পিত হউক, তাহা বৃদ্ধি পাউক, দেবগণ তাহা সম্পন্ন করুন', ইত্যাদি মন্ত্রে ও অর্থবাদবাক্যে যে, প্রতীয়মান—কর্ম্মারাধিত

(*) দেবতাদিগত-বিগ্রহাদিগুণবিশেষমভিদধত এব তত্র' ইত্যধিকঃ 'ক' পাঠস্তু প্রামাদিক ইতি প্রতীয়তে।
(†) প্ররোচন-প্রকাশনং' ইতি 'ক' পাঠঃ।
(‡) প্রমাণান্তরপ্রাপ্তম্' ইত্যংশঃ 'ক' পুস্তকে নোপলভ্যতে।

বাক্যার্থে সমন্বীয়তে। দেবপূজাভিধায়িনো যজিধাতোশ্চ যাগাখ্যং কর্ম্ম স্বারাধ্যদেবতাপ্রধানং প্রতীয়তে। তদেবং কৃৎস্নবাক্যপর্য্যালোচনয়া বাক্যাদেব বিধ্যপেক্ষিতং সর্ব্বমবগতমিতি নাপূর্ব্বাদিকং ব্যুৎপত্তিসময়ানবগতং কর্ম্ম-বিধিষ্বভিধেয়তয়া কল্প্যতয়া বা আশ্রয়িতব্যম্। তথা সঙ্কীর্ণব্রাহ্মণ-মন্ত্রার্থবাদ-মূলেষু ধর্ম্মশাস্ত্রেতিহাসপুরাণেষু ব্রহ্মাদীনাং দেবাসুরপ্রভৃতীনাং চ দেহেন্দ্রিয়াদয়ঃ স্বভাবভেদাঃ স্থানানি ভোগাঃ কৃত্যানি চ, ইত্যেবমাদয়ঃ সুব্যক্তাঃ প্রতিপাদ্যন্তে। অতো বিগ্রহাদিমত্ত্বাদ্ দেবাদীনামপ্যধিকারোঽস্ত্যেব ॥১॥৩॥২৫॥

বিরোধঃ কর্ম্মণীতি চেৎ, নানেকপ্রতিপত্তের্দর্শনাৎ ॥ ১॥৩॥২৬ ॥

[পদচ্ছেদঃ —বিরোধঃ (বিরোধ) কর্ম্মণি (কর্ম্মেতে) [হয়,] ইতি (ইহা) চেৎ [যদি বল,] ন (না—বলিতে পার না], অনেক প্রতিপত্তেঃ (অনেকপ্রকার উপপত্তির) দর্শনাৎ (দর্শনহেতু)।]

[সরলার্থঃ—দেবাদীনাং বিগ্রহাদিমত্ত্বে একস্য অনেকত্র যুগপৎ সন্নিধানাসম্ভবাৎ হেতোঃ বিদ্যায়াং বিরোধাভাবেঽপি কর্ম্মণি বিরোধঃ প্রসজ্যতে, ইতি চেৎ; তৎ ন; কুতঃ? অনেক-প্রতিপত্তেঃ দর্শনাৎ—সৌভরিপ্রভৃতীনাং শক্তিবিশেষবশাৎ যুগপৎ অনেকশরীরস্য প্রতিপত্তেঃ গ্রহণস্য দৃষ্টত্বাৎ। যদ্বা, অনেকধা প্রতিপত্তেঃ সমাধানস্য সম্ভবাৎ; যথা বিগ্রহাদিমানপি কশ্চিৎ যুগপৎ বহুভিঃ নমস্যতে, নতু ভোজয়িতুং শক্যতে, এবমিত্যর্থঃ।

যদি বল দেবতা প্রভৃতির শরীর-সদ্ভাব স্বীকার করিলে বিদ্যায় বিরোধ না হইলেও কর্ম্মেতে নিশ্চয়ই বিরোধ সম্ভাবিত হইতেছে, কেন না; শরীরধারী একই ইন্দ্র একই সময়ে কখনই বিভিন্ন স্থানবর্ত্তী বিভিন্ন যজ্ঞাদিতে সন্নিহিত থাকিতে পারেন না; না—তাহাও বলা যায় না; কারণ, যোগশক্তিসম্পন্ন সৌভরি প্রভৃতি মুনির একই সময়ে বহু শরীরধারণপূর্ব্বক বহুকার্য্য করিতে দেখা যায়; সুতরাং ইন্দ্রাদি দেবগণের পক্ষেও তাহা সম্ভবপর ॥ ১ । ৩ । ২৬ ॥]

দেবতার ফলদাতৃত্ব এবং ফলদানের উপযুক্ত ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধ জানা যাইতেছে, অপেক্ষণীয় বা আবশ্যকীয় বলিয়াই সে সমুদয়ের সহিত বাক্যার্থের সম্বন্ধ হইয়া থাকে। 'যজ' ধাতুর অর্থ দেবতার পূজা; সেই দেবপূজাবাচক যজধাতুর কর্ম্মভূত যাগেও আরাধ্য দেবতারই প্রাধান্য প্রতীত হইয়া থাকে। অতএব এইরূপে সমস্ত বাক্য পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, বিধিবাক্যে যাহা যাহা অপেক্ষিত, শ্রুতিবাক্য হইতেই তৎসমুদয় অবগত হইতে হয়; অতএব শব্দ-ব্যুৎপত্তির (শব্দজ্ঞানের) নিয়মানুসারে যাহা অবগত হয় না, এরূপ অপূর্ব্ব বা অদৃষ্টাদি কিছুই কর্ম্মবিধিতে বাক্যার্থরূপে কিংবা কল্পনীয়রূপে আশ্রয় করিতে পারা যায় না। সেইরূপ, সমস্ত ব্রাহ্মণ (বেদের অংশবিশেষ), মন্ত্র ও অর্থবাদমূলক ধর্ম্মশাস্ত্র, ইতিহাস ও পুরাণ শাস্ত্রে ব্রহ্মাপ্রভৃতির এবং দেবতা ও অসুরগণের দেহেন্দ্রিয়াদিপ্রভেদ, স্বভাবভেদ, বিশেষ বিশেষ স্থান, ভোগ ও কর্ত্তব্যভেদ সুস্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত আছে। অতএব বিগ্রহাদির সদ্ভাব নিবন্ধন দেবগণেরও নিশ্চয়ই অধিকার আছে ॥ ১ ॥ ৩ । ২৫॥

দেবাদীনাং বিগ্রহাদিমত্ত্বাভ্যুপগমে কর্ম্মণি বিরোধঃ প্রসজ্যেত, বহুষু যাগেষু যুগপদেকস্যেন্দ্রস্য বিগ্রহবত্ত্বে "অগ্নিমগ্ন আবহ" [যজুঃ অষ্ট০ ৩।৫], "ইন্দ্র আগচ্ছ হরিব আগচ্ছ" [যজুঃ আরণ্য০ ১।১২] ইত্যাদিনা আহূতস্য তস্য সন্নিধানানুপপত্তেঃ। দর্শয়তি চাগ্ন্যাদীনাং তত্র তত্রাগমনং "কস্য বা হ দেবা যজ্ঞমাগচ্ছন্তি, কস্য বা ন ; বহূনাং যজমানানাং যো বৈ দেবতাঃ পূর্ব্বঃ পরিগৃহ্ণাতি, স এনাঃ শ্বো ভূতে যজতে" [যজুঃ, কাণ্ব০ ১।৬।৭।২১] ইতি। অতো বিগ্রহাদিমত্ত্বে কর্ম্মণি বিরোধঃ প্রসজ্যেত ইতি চেৎ, তন্ন—অনেকপ্রতিপত্তের্দর্শনাৎ—দৃশ্যতে হি সৌভরিপ্রভৃতীনাং শক্তিমতাং যুগপদনেকশরীরপ্রতিপত্তিঃ ॥ ১॥৩॥২৬ ॥

শব্দ ইতি চেৎ, নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ ॥১॥৩॥২৭॥

[পদচ্ছেদঃ—শব্দে (বৈদিকশব্দে) [বিরোধ] ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) [বল], না (না—) অতঃ (ইহা হইতে) প্রভবাৎ (উৎপত্তি হেতু), প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং (প্রত্যক্ষ—শ্রুতি ও অনুমান স্মৃতি প্রমাণে)।]

[সরলার্থঃ—মা ভূৎ কর্ম্মণি বিরোধঃ, শব্দে তু বৈদিকে বিরোধঃ প্রসজ্যেত এব ইতি চেৎ, বিগ্রহাদিমত্ত্বে হি তেষামুৎপত্তি-বিনাশাবশ্যম্ভাবাৎ—উৎপত্তেঃ প্রাক্, বিনাশাচ্চ ঊর্দ্ধং বেদোক্তানাং ইন্দ্রাদি-শব্দানাং অর্থশূন্যত্বমনিত্যত্বং দোষঃ প্রসজ্যেত এব, ইতি চেৎ ; তন্ন ; কুতঃ ? অতঃ প্রভবাৎ—অস্মাৎ বৈদিকাদেব শব্দাৎ ইন্দ্রাদেঃ উৎপত্তেঃ। পূর্ব্বপূর্ব্বেন্দ্রাদি-বিনাশোত্তরং পুনঃ সৃষ্টিসময়ে প্রজাপতিঃ ইন্দ্রাদ্যাকৃতিবিশেষবাচিন ইন্দ্রাদি-শব্দাৎ ইন্দ্রাদ্যাকৃতিবিশেষং মনসি সংকলয্য তদাকারম্ অপরম্ ইন্দ্রাদিকং সৃজতি, অতঃ বৈদিকশব্দপ্রভবত্বম্ ইন্দ্রাদীনামুচ্যতে; ততশ্চ শব্দে ন বিরোধপ্রসঙ্গ ইতি ভাবঃ ॥

ভাল, কর্ম্মে বিরোধ না হয় না হউক, বৈদিক শব্দে ত বিরোধের সম্ভাবনাই আছে; কেন না, দেবতাগণের যদি শরীরই থাকে, তাহা হইলে তাহাদের উৎপত্তি বিনাশও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, এবং উৎপত্তির পূর্ব্বে ও বিনাশের পরে দেবতাবাচক 'ইন্দ্র'প্রভৃতি বৈদিক শব্দ যে তৎকালে অর্থশূন্য ছিল, একথাও বলিতেই হইবে ; পক্ষান্তরে, বৈদিক শব্দের অনিত্যত্বও স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপে উভয়প্রকারেই বৈদিক শব্দে দোষ প্রসক্ত হইতেছে, ইহা যদি বল, তদুত্তরে বলিতেছি যে, না—সে দোষ হয় না; কারণ, শব্দ হইতেই দেবাদি জগতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। দেখ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব ইন্দ্রাদি দেবতা বিনষ্ট হইয়া গেলে পর প্রজাপতি প্রথমে তদাকৃতিবাচক ইন্দ্রাদি শব্দ বুদ্ধিস্থ করিয়া—স্মরণ করিয়া পশ্চাৎ তদাকার অপরাপর ইন্দ্রাদির সৃষ্টি করিয়া থাকেন ; অতএব ইন্দ্রাদির শব্দপ্রভবত্ব হেতু শব্দ সম্বন্ধে আরোপিত পূর্ব্বোক্ত দোষ হইতে পারে না ॥১॥৩॥২৭॥]

বিরোধ ইতি বর্ত্ততে। মা ভূৎ কর্ম্মণি বিরোধোঽনেকশরীরপ্রতিপত্তেঃ; শব্দে তু বৈদিকে বিরোধঃ প্রসজ্যতে, অনিত্যার্থসংযোগাৎ। বিগ্রহবত্ত্বে হি সাবয়বত্বেনেন্দ্রাদেরর্থস্যানিত্যত্বমনিবার্য্যম্; ততো দেবদত্তাদিশব্দবৎ ইন্দ্রাদ্যর্থজন্মনঃ প্রাক্, বিনাশাদূর্দ্ধঞ্চ ইন্দ্রাদিশব্দানাং বৈদিকানামর্থশূন্যত্বম্, অনিত্যত্বং বা বেদস্য স্যাদিতি চেৎ, ন, (*) অতঃ প্রভবাৎ—অস্মাদিন্দ্রাদি-শব্দাদেব পুনঃপুনরিন্দ্রাদ্যর্থস্য প্রভবাৎ। এতদুক্তম্ভবতি—ন হি দেব-দত্তাদিশব্দবদ্ ইন্দ্রাদিশব্দা বৈদিকা ব্যক্তিবিশেষমাত্রে সঙ্কেতপূর্ব্বকাঃ প্রবৃত্তাঃ; অপি তু স্বভাবত এব গবাদিশব্দবদ্ আকৃতিবিশেষবাচিত্বেন। ততশ্চৈকস্যাম্ ইন্দ্রব্যক্তৌ বিনষ্টায়াম্ অত এব বৈদিকাদ্ ইন্দ্র-শব্দাৎ মনসি বিপরিবর্ত্তমানাদবগত-তদ্বাচ্যভূতেন্দ্রাদ্যর্থাকারো ধাতা তদাকারমেবা-

---

দেবতা প্রভৃতির শরীর-সদ্ভাব স্বীকার করিলে কর্ম্মেতে বিরোধ সম্ভাবিত হয়; কারণ, ইন্দ্র একটি ব্যক্তি; শরীরবান্ হইলে "অগ্নিং অগ্নে আবহ" "ইন্দ্র আগচ্ছ, হরিব আগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা বহুযাগে একসঙ্গে আহূত ইন্দ্রের কখনই সন্নিধান হইতে পারে না। অথচ শাস্ত্র কিন্তু নানাস্থানে অগ্নি প্রভৃতির আগমন জ্ঞাপন করিতেছেন,—'দেবগণ কাহার যজ্ঞে আগমন করেন, কাহার যজ্ঞে বা [আগমন করেন] না? বহু যজমানের মধ্যে যিনি প্রথমে দেবতাগণকে গ্রহণ করেন, তিনিই পরাহ-কর্ত্তব্য যজ্ঞে তাহাদিগের যজন (পূজা) প্রদান করেন।' অতএব বিগ্রহাদি স্বীকার করিলে যজ্ঞাদিকর্ম্মে বিরোধ প্রসক্ত হয়, এরূপ যদি আশঙ্কা কর; না—তাহাও করিতে পার না; কারণ, 'অনেক প্রতিপত্তি' দেখা যায়, যোগশক্তি-সম্পন্ন সৌভরি প্রভৃতি ঋষির একদা অনেক শরীর পরিগ্রহ দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১। ৩ ॥ ২৬ ॥

[পূর্ব্ব সূত্র হইতে এখানেও] 'বিরোধ' শব্দটী আসিয়াছে। অনেক শরীরের প্রতিপত্তি-নিবন্ধন কর্ম্মে বিরোধ না হউক; কিন্তু অনিত্য পদার্থ বোধক ইন্দ্রাদি বৈদিক শব্দে ত বিরোধ সম্ভাবিতই হইতেছে। কেন না, শরীর-সম্বন্ধ স্বীকার করিলেই ইন্দ্রাদি দেবতার সাবয়বত্ব হইয়া পড়ে; সাবয়বত্ব নিবন্ধন তৎপ্রতিপাদ্য ইন্দ্রাদিরও অনিত্যত্ব অনিবার্য্য হয়। অতএব ইন্দ্রাদি পদার্থের উৎপত্তির পূর্ব্বে ও বিনাশের পর [প্রতিপাদ্য অর্থ না থাকায়] বেদোক্ত ইন্দ্রাদি শব্দেরও অর্থশূন্যত্ব (নিরর্থকত্ব), অথবা বেদেরই অনিত্যত্ব হইতে পারে; ইহা যদি বল; [তাহার উত্তর—] না—তাহা বলিতে পার না; ইহা হইতে প্রভবই তাহার হেতু—যেহেতু এই ইন্দ্রাদি শব্দ হইতেই ইন্দ্রাদি পদার্থের পুনঃপুনঃ উদ্ভব হয়। ইহাই উক্ত হইতেছে যে, বেদোক্ত ইন্দ্রাদি শব্দ যে, দেবদত্তাদি শব্দের ন্যায় আধুনিক সঙ্কেত দ্বারা কোন এক ব্যক্তিবিশেষে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা নহে; পরন্তু গবাদি শব্দের ন্যায় স্বভাবতই আকৃতি-বিশেষের বাচকরূপে

(*) 'তন্ন' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

পরমিন্দ্রং সৃজতি; যথা কুলালো ঘট-শব্দাৎ মনসি বিপরিবর্ত্তমানাৎ তদাকারমেব ঘটম্; ইতি।

কথমিদমবগম্যতে? প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং— শ্রুতি-স্মৃতিভ্যামিত্যর্থঃ। শ্রুতিস্তাবৎ "বেদেন রূপে ব্যাকরোৎ সতা-সতী প্রজাপতিঃ" [অষ্ট০ ২।৬।২।৭] ইতি; তথা "স ভূরিতি ব্যাহরৎ, স ভূমিমসৃজত; স ভুব ইতি ব্যাহরৎ, সোঽন্তরিক্ষমসৃজত" [অষ্ট০ ২।২।৪।২২] ইত্যাদি। বাচক-শব্দপূর্ব্বকং তত্তদর্থসংস্থানং স্মরন্ তত্তৎসংস্থানবিশিষ্টং তং তমর্থং সৃষ্টবানিত্যর্থঃ। স্মৃতিরপি—

[প্রযুক্ত] রহিয়াছে (*)। অতএব, এক ইন্দ্র বিনষ্ট হইলে পর বিধাতা বুদ্ধিস্থ বৈদিক ইন্দ্রাদি শব্দ হইতে সেই শব্দবাচ্য ইন্দ্রাদি পদার্থ অনুধ্যান করত পূর্ব্বের অনুরূপই অপর ইন্দ্রাদি সৃষ্টি করিয়া থাকেন; কুম্ভকার যেরূপ বুদ্ধিতে বর্ত্তমান 'ঘট' শব্দ হইতে কল্পনানুরূপ ঘটের [সৃষ্টি করে], তদ্রূপ। (†)

[জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে,] ইহা জানা যায় কিরূপে? প্রত্যক্ষ ও অনুমান হইতে; অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণ হইতে। [তন্মধ্যে] শ্রুতি এই যে, প্রজাপতি বেদ দ্বারা (শব্দ দ্বারা) সৎ ও অসৎ, এই দ্বিবিধ রূপ প্রকাশিত করিলেন,' সেইরূপ 'তিনি 'ভূ' শব্দ করিয়া ভূমি সৃষ্টি করিলেন, তিনি 'ভুবঃ' শব্দ উচ্চারণ করিয়া অন্তরিক্ষ সৃষ্টি করিলেন' ইত্যাদি। অর্থাৎ পদার্থবাচক শব্দ স্মরণপূর্ব্বক বিশেষ বিশেষ পদার্থের সংস্থান বা আকৃতি বিশেষ স্মরণ করতঃ সেই সেই আকৃতিবিশিষ্ট সেই সেই পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন। স্মৃতিশাস্ত্রও আছে 'স্বয়ম্ভু প্রথমে

(*) তাৎপর্য্য—কোন অর্থবিশেষ-বোধনের জন্য যে শব্দবিশেষের প্রয়োগ, তাহার নাম 'সংকেত', 'সংজ্ঞা' ইহারই নামভেদ মাত্র। সংকেত দ্বিবিধ—আজানিক (অনাদিকাল-প্রবৃত্ত) ও আধুনিক (অস্মদাদি-কৃত)। যে সংকেত কোনও ব্যক্তিবিশেষকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত নহে, অথচ চিরপ্রসিদ্ধ, তাহাই আজানিক সংকেত, যেমন—দেব, মনুষ্য, গো প্রভৃতি। আর যে সংকেত আমাদের প্রবর্ত্তিত, অনাদিসিদ্ধ নহে, তাহা 'আধুনিক' যেমন—পুত্রাদির নামকরণ—রাম, শ্যাম, যদু দেবদত্ত প্রভৃতি। দেবরাজে যে 'ইন্দ্র' শব্দের সংকেত, তাহা ঐ 'আজানিক' সংকেত, অস্মদাদি কৃত দেবদত্ত প্রভৃতির ন্যায় আধুনিক নহে। অন্যান্য দেবতা সম্বন্ধেও এই নিয়ম। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, অগ্রে ইন্দ্রের উৎপত্তি, পশ্চাৎ যে, তাহার 'ইন্দ্র' নাম দেওয়া হইয়াছে, তাহা নহে; পরন্তু ঐ শব্দটী চিরন্তন। আর দেবরাজ ইন্দ্র উৎপত্তি-বিনাশশালী-অনিত্য হইলেও তাহার শরীর-সংস্থান—আকৃতিটী চিরস্থায়ী, কর্ম্মফলে যখনই যিনি দেবরাজ হন, তখনই তাহার সেই পূর্ব্বকল্পীয় ইন্দ্রের অনুরূপ আকৃতি লাভ হয়, এবং তদনুসারে তিনি 'ইন্দ্র' সংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং 'ইন্দ্র' শব্দ ও দেবরাজের আকৃতি, উভয়েই অনাদি হওয়ায় শব্দ সম্বন্ধে আশঙ্কিত বিবাদের সম্ভাবনা হইতে পারে না।

(১১) এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, আমরা যখনই কোন একটি বস্তু নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হই, তৎপূর্ব্বেই সেই বস্তুটীর আকৃতি ও নাম মনে মনে চিন্তা করিয়া থাকি; এরূপ কোন বস্তুই আমার নির্ম্মাণ করিতে পারি না, যাহার নাম ও আকৃতি আমরা মনে মনে স্মরণ না করি। নাম-রূপ স্মরণপূর্ব্বক কার্য্য করাই সৃষ্টি-তত্ত্বের চিরন্তন প্রথা।

"অনাদিনিধনা হ্যেষা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা।
আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রসূতয়ঃ" (*) [মনু০ ১।২১] ইতি;
"সর্ব্বেষান্তু স নামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে" ইতি।
সংস্থাঃ—সংস্থানানি রূপাণীতি যাবৎ; তথা—
"নাম রূপঞ্চ ভূতানাং কৃত্যানাং চ প্রপঞ্চনম্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ দেবাদীনাং চকার সঃ" ॥ [বিষ্ণুপু০পু০ ১।৫।৬৩]
ইতি। অতো দেবাদীনাং বিগ্রহবত্ত্বেঽপি (†) বৈদিকশব্দানামানর্থক্যং, বেদস্যাদিমত্ত্বং চ ন প্রসজ্যতে ॥১॥৩॥২৭॥

অত এব চ নিত্যত্বম্ ॥১॥৩॥২৮॥

[পদচ্ছেদঃ—অতঃ (এই হেতু) এব (নিশ্চয়) চ (ও) নিত্যত্বং (নিত্যত্ব)।]

[সরলার্থঃ—যতঃ প্রজাপতিঃ বৈদিকাৎ শব্দাদর্থাকৃতিং স্মৃত্বা তদাকারমেব সর্ব্বং সৃজতি; অতশ্চ হেতোঃ বসিষ্ঠাদীনাং মন্ত্রসূক্তাদিকারিত্বেঽপি মন্ত্রাদিময়স্য বেদস্য নিত্যত্বমেব ব্যবতিষ্ঠতে, নতু জন্যত্বম্।

প্রজাপতির্হি নৈমিত্তিকপ্রলয়াবসানে "মন্ত্রকৃতো বৃণীতে" "বিশ্বামিত্রস্য সূক্তং ভবতি" ইত্যাদি-বেদশব্দেভ্য এব অধ্যয়নমন্তরেণাপি মন্ত্রদর্শনসমর্থং বসিষ্ঠবিশ্বামিত্রাদ্যাকৃতিবিশেষং স্মৃত্বা তদাকৃতিবিশিষ্টান্ বসিষ্ঠবিশ্বামিত্রাদীন্ সৃজতি; তে চ অনধীত্যৈব বেদান্ পূর্ব্বসংস্কারবশেন যথাযথং স্মরন্তি; তস্মাৎ তেষাং মন্ত্রাদিকারিত্বেঽপি বেদস্য নিত্যত্বমব্যাহতমেবেতি ভাবঃ।

যেহেতু প্রজাপতি ব্রহ্মা বেদোক্ত শব্দ হইতেই তৎপ্রতিপাদ্য অর্থের আকৃতি স্মরণপূর্ব্বক তাদৃশ আকৃতিবিশিষ্ট সর্ব্ব জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, সেই হেতুই বসিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রাদি ঋষিগণের মন্ত্রকর্তৃত্ব ও সূক্তাদিকর্তৃত্ব উক্ত থাকিলেও মন্ত্রাদিময় বেদের নিত্যত্ব নষ্ট হয় না।

অভিপ্রায় এই যে, নৈমিত্তিক প্রলয়কাল শেষ হইলেই ব্রহ্মা "মন্ত্রকৃতো বৃণীতে" ইত্যাদি বেদশব্দ হইতে, অধ্যয়ন ব্যতিরেকেও যাহারা মন্ত্রদর্শনে সমর্থ, তাদৃশ শক্তিসম্পন্ন বসিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষিগণের বিভিন্নপ্রকার আকৃতি স্মরণ করিয়া সেইরূপ আকৃতিবিশিষ্ট বসিষ্ঠ বিশ্বামিত্র-প্রভৃতি ঋষিগণকে সৃষ্টি করেন, তাহারাও অধ্যয়ন না করিয়াই যথাযথরূপে বেদ স্মরণ করিতে সমর্থ হন; এই কারণে বসিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঐরূপে মন্ত্রকর্ত্তা (মন্ত্রদ্রষ্টা) হইলেও ফলতঃ বেদের নিত্যত্ব ব্যাহত হয় না ॥ ১।৩।২৮ ॥]

অনাদি, নিধন, বেদময় দিব্য বাক্য (শব্দ) প্রকাশ করিয়াছিলেন, যাহা হইতে এই সমস্ত সৃষ্টি হইয়াছে,' ইতি। 'তিনি (আদিপুরুষ) প্রথমে বৈদিকশব্দ হইতেই সকলের পৃথক্ পৃথক্ নাম, কর্ম্ম এবং বিভিন্নপ্রকার সংস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।' ইতি। সংস্থা অর্থ—সংস্থান অর্থাৎ নানাবিধ রূপ (আকৃতি)। আরও, 'তিনি দেবাদি সমস্ত ভূতের নাম, রূপ এবং বহুবিধ কর্ত্তব্য বিষয় বেদশব্দ হইতেই সৃষ্টি করিয়াছিলেন।' অতএব দেবতা প্রভৃতির শরীর থাকিলেও বেদোক্ত শব্দের আনর্থক্য কিংবা বেদের অনিত্যতা দোষের সম্ভাবনা হইতেছে না ॥ ১ ॥ ৩ । ২৭ ॥

(*) প্রবৃত্তয়ঃ' ইতি কচিৎ পাঠঃ।

(†) 'ক' পুস্তকে তু অত্র 'ন' শব্দোঽস্তি, উত্তরত্র তু নাস্তি।

যত এবেন্দ্র-বসিষ্ঠাদিশব্দানাং দেব-ঋষিবাচিনাং (*) তত্তদাকারবাচিত্বং তত্তচ্ছব্দেন তত্তদর্থস্মৃতিপূর্ব্বিকা চ তত্তদর্থসৃষ্টিঃ; তত এব "মন্ত্রকৃতো বৃণীতে", "নম ঋষিভ্যো মন্ত্রকৃদ্ভ্যঃ" [আরণ্য০, প্র০৭।১।১], "অয়ং সোঽগ্নিরিতি বিশ্বামিত্রস্য সূক্তম্ভবতি" [যজুঃ০ কা০ প্র০ ৫।২।৩।৩] ইত্যাদিভির্ব্বসিষ্ঠাদীনাং মন্ত্রকৃত্ত্ব-কাণ্ডকৃত্ত্ব-ঋষিত্বাদৌ প্রতীয়মানেঽপি বেদস্য নিত্যত্বমুপপদ্যতে। এভিরেব "মন্ত্রকৃতো বৃণীতে" ইত্যাদিভির্ব্বেদশব্দৈঃ তত্তৎকাণ্ড-সূক্ত-মন্ত্রকৃতামৃষীণাম্ আকৃতিশক্ত্যাদিকং পরামৃশ্য তত্তদাকারান্ তত্তচ্ছক্তি-যুক্তাংশ্চ সৃষ্ট্বা প্রজাপতিস্তানেব তত্তন্মন্ত্রাদিস্মরণে (†) নিযুঙ্ক্তে; তে চ প্রজাপতিনা আহিতশক্তয়স্তত্তদনুগুণং তপস্তপ্ত্বা নিত্যসিদ্ধান্ (‡) পূর্ব্ব-পূর্ব্ববসিষ্ঠাদিদৃষ্টান্ (§) তানেব মন্ত্রাদীন্ অনধীত্যৈব স্বরতো বর্ণতশ্চাস্খলিতান্ পশ্যন্তি। অতশ্চ বেদানাং নিত্যত্বমেষাঞ্চ মন্ত্রকৃত্ত্বমুপপদ্যতে ॥১।৩।২৮॥

অথ স্যাৎ—নৈমিত্তিক-প্রলয়াদিষু ইন্দ্রাদ্যুৎপত্তৌ বেদশব্দেভ্যঃ পূর্ব্ব-পূর্ব্বেন্দ্রাদিস্মরণেন প্রজাপতিনা দেবাদিসৃষ্টিরুপপদ্যতাং নাম; প্রাকৃত-প্রলয়ে তু স্রষ্টুঃ প্রজাপতেঃ ভূতাদ্যহঙ্কারপরিণাম-শব্দস্য চ বিনষ্টত্বাৎ কথং

যেহেতু দেবতা ও ঋষিবাচক ইন্দ্র ও বসিষ্ঠ প্রভৃতি শব্দসমূহ প্রকৃতপক্ষে সেই সেই আকৃতি-বিশেষেরই বাচক, এবং যেহেতু সেই সেই পদার্থের স্মরণপূর্ব্বকই সেই সেই পদার্থের সৃষ্টি হইয়া থাকে; সেই হেতুই "মন্ত্রকৃতো বৃণীতে", "নম ঋষিভ্যো মন্ত্রকৃদ্ভ্যঃ", "অয়ং সোঽগ্নিরিতি বিশ্বামিত্রস্য সূক্তং ভবতি" ইত্যাদি বেদবাক্যে বসিষ্ঠ প্রভৃতির মন্ত্রকর্তৃত্ব, কাণ্ড (অংশবিশেষ-) কর্তৃত্ব এবং ঋষিত্বাদি প্রতীত হইলেও বেদের নিত্যত্ব উপপন্ন হয়; কারণ, "মন্ত্রকৃতো বৃণীতে" ইত্যাদি শব্দ হইতেই প্রজাপতি সেই সেই মন্ত্র, সূক্ত ও কাণ্ডকর্তা ঋষিগণের আকৃতি ও শক্তিসমূহ স্মরণ করিয়া সেই সেই আকৃতিবিশিষ্ট ও সেই সেই শক্তিযুক্তরূপে সৃষ্টি করিয়া পশ্চাৎ তাহাদিগকেই সেই সেই মন্ত্রাদিকার্য্য-সম্পাদনে নিযুক্ত করেন। প্রজাপতি হইতে লব্ধশক্তি তাহারাও স্বস্বকর্ত্তব্যানুকূল তপস্যা করিয়া অধ্যয়ন ব্যতিরেকেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বসিষ্ঠাদিদৃষ্ট নিত্যসিদ্ধ সেই সমস্ত মন্ত্ররাশি যথাযথ স্বর ও বর্ণানুসারে অবিকলভাবে দর্শন করিয়া থাকেন; এই কারণেই বেদের নিত্যত্ব এবং বসিষ্ঠাদিরও মন্ত্রকর্তৃত্ব উপপন্ন হইতেছে ॥ ১।৩।২৮ ॥

(*) দেবর্ষিবাচিনাং' ইতি (খ) পাঠঃ।

(†) করণে' ইতি 'খ' পাঠঃ।

(‡) বীর্যসিদ্ধান্' ইতি (ক) পাঠঃ

(§) সৃষ্টান্ মন্ত্র' ইতি (ক,ঙ) পাঠঃ।

প্রজাপতেঃ শব্দপূর্ব্বিকা সৃষ্টিরুপপদ্যতে? কথমুত্তরাং বিনষ্টস্য বেদস্য নিত্যত্বম্? অতো বেদনিত্যত্ববাদিনা দেবাদীনাং বিগ্রহবত্ত্বাভ্যুপগমেঽপি লোকব্যবহারস্য প্রবাহানাদিতা আশ্রয়ণীয়েতি। অত উত্তরং পঠতি—

সমাননামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধো দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ ॥১॥৩॥২৯॥

[পদচ্ছেদঃ—সমাননামরূপত্বাৎ (নাম ও রূপ—আকৃতি সমান হওয়ায়) চ (ও) আবৃত্তৌ (পুনঃপুনঃ আগমনে) অপি (ও) অবিরোধঃ (বিরোধাভাব), দর্শনাৎ (শ্রুতিদর্শনহেতু), স্মৃতেঃ (স্মৃতিশাস্ত্রহেতু) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—সমাননাম-রূপত্বাৎ—সমানং নাম রূপঞ্চ যেষাং—স্রষ্টব্যানাং, তে সমাননাম-রূপাঃ, তেষাং ভাবঃ—তত্ত্বং, তস্মাৎ চ হেতোঃ আবৃত্তৌ বেদ-চতুর্ম্মুখয়োরপি বিনাশাত্মক-প্রাকৃতপ্রলয়-পরম্পরায়ামপি অবিরোধঃ বিরোধাভাবঃ। পরমপুরুষো হি পূর্ব্বসংস্থানানুরূপং সর্ব্বং জগৎ বুদ্ধৌ আকলয্য তদাকারমেব চতুর্মুখাদিকং সর্ব্বং জগৎ সৃষ্ট্বা পূর্ব্বানুপূর্ব্বীবিশিষ্টান্ বেদাংশ্চ স্মরন্ চতুর্মুখায় প্রযচ্ছতি। দর্শনাৎ—শ্রুতেঃ, স্মৃতেশ্চ এতদবগম্যতে; শ্রুতিস্তাবৎ "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ" ইত্যাদিঃ, তথা স্মৃতিশ্চ—যথর্ত্তুষ্বৃতুলিঙ্গানি নানারূপাণি পর্য্যয়ে। দৃশ্যন্তে তানি তান্যেব তথা ভাবা যুগাদিষু" ইত্যাদিকা। এতদেব বেদস্য নিত্যত্বং যৎ পূর্ব্বপূর্ব্বোচ্চারণক্রমানুরূপমেব উচ্চার্য্যত্বমিতি ভাবঃ।

যখন চতুর্ম্মুখাদি সমস্ত জগৎ বিলীন হইয়া যায়, সেই প্রাকৃতপ্রলয়েও সমান অর্থাৎ পূর্ব্ব-কল্পের অনুরূপ নাম ও রূপের (আকৃতির) সৃষ্টি হইয়া থাকে; সুতরাং তাহাতেও কোন বিরোধ নাই; শ্রুতি ও স্মৃতি হইতেই সমানাকার নামরূপ সৃষ্টির কথা জানা যায়। শ্রুতি যথা—'বিধাতা পূর্ব্বকল্পের অনুরূপ সূর্য্য ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন,' ইত্যাদি। স্মৃতি যথা—'পর্য্যায়ক্রমে বিভিন্ন ঋতুতে যেমন সমানভাবেই ঋতুচিহ্ন সমূহ আবির্ভূত হয়, তেমনি যুগের আদিতেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের অনুরূপই নানাবিধ পদার্থ সৃষ্ট হইতে দেখা যায়' ইত্যাদি ॥ ১।৩।২৯ ॥]

আচ্ছা, ব্রহ্মার দিবসাবসানরূপ 'নৈমিত্তিক' প্রলয়াদি সময়ে যে, ইন্দ্রাদির উৎপত্তি, তাহাতে বরং প্রজাপতিকর্তৃক বেদশব্দসমূহ হইতে পূর্ব্বপূর্ব্ব ইন্দ্রাদির স্মরণপূর্ব্বক ইন্দ্রাদি দেবতার সৃষ্টি উপপন্ন হয় হউক; কিন্তু প্রাকৃত প্রলয়ে সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি এবং ভূতোপাদান অহঙ্কারের পরিণামস্বরূপ শব্দেরও যখন বিনাশ হয়, তখন প্রজাপতির শব্দানুস্মরণপূর্ব্বক সৃষ্টি উপপন্ন হয় কিরূপে? আর বিনষ্ট বেদেরইবা নিত্যত্ব রক্ষা হয় কি প্রকারে? অতএব, বেদ-নিত্যত্ববাদী, দেবতাপ্রভৃতির শরীরসত্তা স্বীকার করিলেও লোকব্যবহারের যে, অনাদিপ্রবাহ-রূপতা, তাহা সমর্থন করিবে কিরূপে? এ আপত্তির উত্তরে বলিতেছেন—"সমাননামরূপত্বাৎ" ইত্যাদি।

কৃৎস্নোপসংহারে জগদুৎপত্ত্যাবৃত্তাবপি পূর্ব্বোক্তাৎ সমাননামরূপত্বা-দেব ন কশ্চিদ্বিরোধঃ। তথা হি—স ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ প্রলয়াবসানসময়ে পূর্ব্বসংস্থানং জগৎ স্মরন্ "বহু স্যাম্" ইতি সঙ্কল্প্য ভোগ্য-ভোক্তৃজাতং স্বস্মিন্ শক্তিমাত্রাবশেষং প্রলীনং বিভজ্য মহদাদি ব্রহ্মাণ্ডং (*) হিরণ্যগর্ভ-পর্য্যন্তং সৃষ্ট্বা বেদাংশ্চ পূর্ব্বানুপূর্ব্বীবিশেষ-সংস্থিতান্ আবিষ্কৃত্য হিরণ্য-গর্ভায় উপদিশ্য পূর্ব্ববদেব দেবাদ্যাকারজগৎসর্গে তং নিযুজ্য স্বয়মপি তদন্তরাত্মতয়া অবতস্থে; অতো যথোক্তং সর্ব্বমুপপন্নম্। এতদেব চ বেদস্যা-পৌরুষেয়ত্বং নিত্যত্বঞ্চ—যৎ পূর্ব্বপূর্ব্বোচ্চারণক্রম-জনিতসংস্কারেণ তমেব ক্রমবিশেষং স্মৃত্বা তেনৈব ক্রমেণোচ্চার্য্যত্বম্; তদস্মাসু সর্ব্বেশ্বরেঽপি

ত্রিলোক-প্রলয় সময়েও পুনঃপুনঃ জগদুৎপত্তিতে পূর্ব্বকথিত সমাননাম-রূপত্ব হেতুতেই কোন বিরোধ নাই। দেখ, সেইরূপই কথিত আছে—'সেই ভগবান্ পুরুষোত্তম (পরমেশ্বর) প্রলয়াবসান সময়ে পূর্ব্বকল্পীয় সংস্থানবিশেষবিশিষ্ট (বিশেষবিশেষ নাম ও রূপাদি সম্পন্ন) জগৎ স্মরণ করত 'আমি বহু হইব' ইত্যাকার সংকল্প করিয়া কেবলই শক্তিরূপে (বীজাবস্থায়) আপনাতে বিলীন ভোগ্য ও ভোক্তৃসমূহ পৃথক্ পৃথক্ করিয়া, [আদিপুরুষ] মহত্তত্ত্ব (সাংখ্যোক্ত বুদ্ধিতত্ত্ব) হইতে হিরণ্যগর্ভ পর্য্যন্ত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে পূর্ব্ববৎ সৃষ্টি করিয়া এবং পূর্ব্বতন আনুপূর্ব্বীবিশিষ্ট (ক্রমাদিযুক্ত) বেদ সমূহ আবিষ্কৃত বা উদ্ভাবিত করিয়া হিরণ্যগর্ভকে তাহা উপদেশ করিলেন, এবং তাহাকে পূর্ব্বকল্পের ন্যায় যথাযথ আকৃতি সম্পন্ন দেবাদি জগৎ-সৃষ্টি কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া নিজেও অন্তরাত্মরূপে তন্মধ্যে অবস্থান করিলেন'; অতএব যাহা যাহা কথিত হইল, তৎসমস্তই যুক্তিযুক্ত। ইহাই বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ও নিত্যত্ব যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব উচ্চারণক্রমে যে সংস্কার উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই বিশিষ্ট সংস্কারানুসারে পৌর্ব্বাপর্য্য-ক্রম স্মরণপূর্ব্বক সেই ক্রমানুসারেই উচ্চারণ করা (†); আমাদের এবং পরমেশ্বরের, সকলের

(*) ব্রহ্মাণ্ড-হিরণ্য' ইতি (ক) পাঠঃ।

† প্রলয়াবসানে আদি পুরুষ যখন সৃষ্টি কার্য্যে ব্যাপৃত হন, তখন তিনিও বেদোক্ত ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, বায়ু প্রভৃতি নাম ও তাহাদের পূর্ব্বপূর্ব্বকল্পীয় আকৃতি মনোমধ্যে সংকলন করিয়া তাহার পর পূর্ব্বকল্পের অনুরূপ ইন্দ্রাদি দেবতা ও অন্যান্য পদার্থের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। শ্রুতি ও এই কথা বলিয়াছেন—"সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ" অর্থাৎ বিধাতা পূর্ব্বকল্পের অনুরূপ সূর্য্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন।' এই কারণেই জগৎকে 'শব্দপ্রভব' বলা হইয়া থাকে; প্রকৃত পক্ষে কিন্তু ব্রহ্মই জগতের মূল কারণ। আকৃতির সহিতই শব্দের সম্বন্ধ, সুতরাং আকৃতিই শব্দের মুখ্য অর্থ, কাজেই শব্দের আনর্থক্য আশঙ্কা যুক্তিসহ নহে॥

সমানম্। ইয়াংস্তু বিশেষঃ—সংস্কারানপেক্ষমেব স্বয়মেবানুসন্ধত্তে পুরুষোত্তমঃ।

কুত ইদং যথোক্তমবগম্যত ইতি চেৎ; তত্রাহ—দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ। দর্শনং তাবৎ "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ" [শ্বেতাশ্ব০ ১৬। ৮] ইতি। স্মৃতিরপি মানবী—"আসীদিদং তমোভূতম্" ইত্যারভ্য—

"সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপ এব সসর্জাদৌ তাসু বীর্যমপাসৃজৎ॥
তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশু-সমপ্রভম্।
তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ"। [মনু০ ১।৫, ৮, ৯],

ইতি। তথা পৌরাণিকী—(*)

"তত্র সুপ্তস্য দেবস্য নাভৌ পদ্মমজায়ত।
তস্মিন্ পদ্মে মহাভাগ বেদবেদাঙ্গপারগঃ।
ব্রহ্মোৎপন্নঃ স তেনোক্তঃ প্রজাঃ সৃজ মহামতে॥"

তথা—"পরো নারায়ণো দেবস্তস্মাজ্জাতশ্চতুর্মুখঃ"॥ ইতি।

পক্ষেই এই নিয়ম সমান। এই মাত্র বিশেষ যে, পুরুষোত্তম ভগবান্ পূর্ব্বসংস্কার-নিরপেক্ষভাবে স্বয়ংই অনুসন্ধান বা স্মরণ করেন, [আর আমরা পূর্ব্বসংস্কারানুসারে স্মরণ করিয়া থাকি]।

যদি বল, উক্তপ্রকার সিদ্ধান্ত জানা যায় কি প্রকারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—দর্শন হইতে এবং স্মৃতি হইতে। [দর্শন অর্থ শ্রুতি;] তাহা এই—'যিনি প্রথমে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন, এবং যিনি তাহার উদ্দেশে বেদসমূহ প্রেরণ করেন' ইতি। মনুক্তস্মৃতিও এই—'এই জগৎ [সৃষ্টির পূর্ব্বে] তমোভূত অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন ছিল'; এই হইতে আরম্ভ করিয়া 'তিনি বিবিধ প্রজাসৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রথমে স্বীয় শরীর হইতে জল সৃষ্টি করিলেন, এবং তাহাতে বীর্য্য বা সৃষ্টি-শক্তি সন্নিবেশিত করিলেন। সেই বীর্য্যই সহস্র সূর্য্যের সমান প্রভাসম্পন্ন হিরণ্ময় ডিম্বরূপে পরিণত হইল; তাহা হইতেই সর্ব্বলোকের পিতামহ (কারণ-কারণ) স্বয়ং ব্রহ্মা জন্ম পরিগ্রহ করিলেন।' সেইরূপ পৌরাণিক স্মৃতিও আছে—'ক্ষীর-সমুদ্রে শয়ান দেবের (নারায়ণের) নাভিদেশে একটী পদ্ম জন্মিয়াছিল; হে মহাভাগ, সেই পদ্ম মধ্যে বেদ-বেদাঙ্গপারদর্শী ব্রহ্মা সমুৎপন্ন হইলেন; সেই নারায়ণ তাঁহাকে বলিলেন, হে মহামতে, তুমি প্রজা সৃষ্টিকর।' আরও আছে—'প্রকাশমান নারায়ণই সর্ব্বোত্তম; তাঁহা

(*) 'পৌরাণিকাঃ' ইতি (ক, খ) পাঠঃ।

তথা—"আদিসর্গমহং বক্ষ্যে" ইত্যারভ্যোচ্যতে—

"সৃষ্ট্বা নারং তোয়মন্তঃ স্থিতোঽহম্ যেন স্যান্মে নাম নারায়ণেতি।
কল্পে কল্পে তত্র শয়ামি ভূয়ঃ সুপ্তস্য মে নাভিজং স্যাদ্ যথাব্জম্ ॥
এবং ভূতস্য মে দেবি নাভিপদ্মে চতুর্ম্মুখঃ ॥
উৎপন্নঃ স ময়া প্রোক্তঃ (*) প্রজাঃ সৃজ মহামতে" ॥ ইতি।

অতো দেবাদীনামপ্যর্থিত্ব-সামর্থ্যযোগাদ্ ব্রহ্মবিদ্যায়াং (†) অধিকারোঽস্তীতি সিদ্ধম্ ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ২৯ ॥ [সপ্তমং দেবতাধিকরণং সমাপ্তম্।]

[পূর্ব্বপক্ষঃ—]

মধ্বধিকরণম্] **মধ্বাদিষ্বসম্ভবাদনধিকারং জৈমিনিঃ ॥১॥৩॥৩০॥**

[পদচ্ছেদঃ—মধ্বাদিষু (মধুবিদ্যা প্রভৃতিতে) অসম্ভবাৎ (অসম্ভব হেতু) অনধিকারং (অধিকারের অভাব) জৈমিনিঃ (জৈমিনিনামক আচার্য্য) [মনে করেন]।]

[সবলার্থঃ —ব্রহ্মবিদ্যায়াং দেবাদীনামপি অধিকারোঽস্তীতি স্থিতম্, ইদানীং "অসৌ বা দেবমধু" ইত্যাদ্যুক্তলক্ষণ-মধুবিদ্যা প্রভৃতিষু বস্বপ্রভৃতীনামপি অধিকারোঽস্তি নাস্তি বা, ইতি সংশয়ঃ। তত্র জৈমিনিস্তু আচার্য্যঃ মধ্বাদিষু "অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু" ইত্যাদ্যুক্তমধুবিদ্যাপ্রভৃতিষু বস্বাদীনামেব উপাস্যত্বাৎ বস্বাদিভাব-প্রাপ্তেশ্চ তৎফলত্বাৎ বস্বপ্রভৃতীনাং চ বস্বাদিভাব-প্রাপ্ত্য-সম্ভবাৎ তদ্ভাবপ্রাপ্তৌ চ কর্ম্ম-কর্ত্তৃবিরোধাৎ নাস্ত্যধিকার ইতি মন্যতে।

ব্রহ্মবিদ্যায় দেবতাপ্রভৃতিরও অধিকার আছে, ইহা পূর্ব্বাধিকরণে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। এখন সংশয় হইতেছে যে, মধুবিদ্যাপ্রভৃতিতে বসুপ্রভৃতির উপাসনায় যখন বসুপ্রভৃতির স্বরূপ-প্রাপ্তিই ফল; অথচ বসুপ্রভৃতি দেবতাগণ যখন সেই উপাসনা দ্বারা আর বস্বাদিভাব প্রাপ্ত হইতে পারে না, তখন সেই সমস্ত বিদ্যায় বসুপ্রভৃতিরও অধিকার আছে কি না, এ বিষয়ে জৈমিনি আচার্য্য মনে করেন যে, মধুপ্রভৃতি বিদ্যায় যখন বসুপ্রভৃতির আর বসুত্বাদি লাভ সম্ভব হয় না, এবং নিজেই নিজের উপাসন করিলে যখন কর্ম্মকর্ত্তৃবিরোধ উপস্থিত হয়; তখন তাহাদের অধিকার নাই ॥১।৩।৩০॥]

হইতে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা সমুৎপন্ন হইলেন'।- অপিচ, 'আদি (প্রথম) সৃষ্টি বলিব' এই হইতে আরম্ভ করিয়া উক্ত হইয়াছে—'নার' (নরসংজ্ঞক, বিষ্ণু হইতে উৎপন্ন) জল সৃষ্টি করিয়া আমি তাহার অভ্যন্তরে অবস্থিত ছিলাম; তাহাতেই আমার 'নারায়ণ' এই নাম হইয়াছে। প্রতিকল্পে বারংবার আমি সেখানে শয়ন করিয়া থাকি, যাহাতে প্রসুপ্ত আমার নাভি হইতে পদ্ম সম্ভূত হইতে পারে। হে দেবি, এবম্ভূত আমার নাভিপদ্মে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলে পর আমি তাহাকে বলিলাম যে, হে মহামতে, তুমি প্রজা সৃষ্টি কর।' অতএব প্রার্থিত্ব ও সামর্থ্য সম্ভাবিত হওয়ায় দেবতাপ্রভৃতিরও যে, ব্রহ্ম-বিদ্যায় অধিকার আছে, ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ১।৩।২৯ ॥ [সপ্তম দেবতাধিকরণ সমাপ্ত।]

(*) চোক্তঃ' ইতি (খ) পাঠঃ। (†) সমাধিকারঃ' ইতি (ক) পাঠঃ।

ব্রহ্মবিদ্যায়াং দেবাদীনামপ্যধিকারোঽস্তীত্যুক্তম্ ; ইদমিদানীং চিন্ত্যতে—যেষু উপাসনেষু যা দেবতা এবোপাস্যাঃ, তেষু তাসামধিকারোঽস্তি ন ? ইতি। কিং প্রাপ্তম্ ? নাস্ত্যধিকারঃ তেষু মধ্বাদিষু, ইতি জৈমিনির্মন্যতে। কুতঃ ? অসম্ভবাৎ—ন হ্যাদিত্যবস্বাদিভিরুপাস্যা আদিত্যবস্বাদয়োঽন্যে সম্ভবন্তি ; ন চ বস্বাদীনাং (*) সতাং বস্বাদিত্বং প্রাপ্যং সম্ভবতি, প্রাপ্তত্বাৎ।

মধুবিদ্যায়ামৃগ্বেদাদিপ্রতিপাদ্য-কর্ম্মনিষ্পাদ্যস্য রশ্মিদ্বারেণ প্রাপ্তস্য (†) রসস্যাশ্রয়তয়া লব্ধমধুব্যপদেশস্যাদিত্যস্য অংশানাং বস্বাদিভিঃ (‡) অভিভুজ্যমানানামুপাস্যত্বং বস্বাদিত্বঞ্চ প্রাপ্যং শ্রূয়তে—"অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু" [ছান্দো০। ৩। ১। ১] ইত্যুপক্রম্য "তদ্ যৎ প্রথমমমৃতং তদ্বসব উপ-

---

(§) পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, দেবতাগণেরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে ; এখন চিন্তার বিষয় হইতেছে যে, যে সমস্ত বিদ্যায় যে সমস্ত দেবতা নিজেই উপাস্য, সেই সমস্ত বিদ্যায় তাহাদের অধিকার আছে কি না? কি প্রাপ্ত হওয়া গেল? জৈমিনি আচার্য্য মনে করেন যে, সেই মধুপ্রভৃতি বিদ্যাতে [তাহাদের] অধিকার নাই ; কারণ? অসম্ভবই কারণ ; কেন না, আদিত্য ও বসুপ্রভৃতি দেবতার উপাস্য ত আর অপর আদিত্য ও বসুপ্রভৃতি দেবতার সম্ভব হয় না ; অথচ স্বয়ং বসুপ্রভৃতি দেবতারও আর পুনর্ব্বার বস্বাদিভাব প্রাপ্য হইতে পারে না ; কারণ, উহা তাহাদের স্বতই প্রাপ্ত রহিয়াছে। মধুবিদ্যায় ঋক্ প্রভৃতি বেদোক্ত কর্ম্মের ফলে সূর্য্যরশ্মি দ্বারা প্রাপ্ত রসের আশ্রয় বলিয়া মধুনামে অভিহিত সূর্য্যের যে সমস্ত অংশ বসুপ্রভৃতি দেবগণকর্ত্তৃক উপভুক্ত হয়, সেই অংশ সমূহই উপাস্য এবং বস্বাদিভাবই তাহার প্রাপ্য বা ফল। 'এই আদিত্যই দেবমধু' এইরূপ উপক্রম করিয়া 'সেখানে যাহা প্রথম অমৃতভাগ, তাহা বসুগণ উপভোগ করেন' এইরূপ বলিয়া 'সেই যে

পূর্ব্বপক্ষ

(*) 'আদিত্যবস্বাদীনাং' ইতি (ক,গ) পাঠঃ।

(†) দ্বারেণাপ্রাপ্তস্য' ইতি (ক) পাঠঃ। (‡) বস্বাদিভিরাদিভিঃ' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(§) তাৎপর্য্য - ত্রিশ হইতে বত্রিশ পর্য্যন্ত তিন সূত্র লইয়া এই মধ্বধিকরণটী রচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটী অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়বাক্য—"অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু" ইত্যাদি। (২) সংশয়—যে সমস্ত বিদ্যায় যে সকল দেবতা উপাস্য, যেমন মধুবিদ্যায় বসুপ্রভৃতি দেবগণ উপাস্য ; সেই সকল দেবতার সেই সমস্ত বিদ্যায় অধিকার আছে কি না ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—বসুগণ যখন নিজেই নিজকে উপাসনা করিতে পারে না, এবং ঐ উপাসনার ফল বসুত্ব প্রাপ্তিও যখন তাহাদের স্বতঃসিদ্ধ, তখন মধুবিদ্যাপ্রভৃতিতে তাহাদের অধিকার নাই। (৪) উত্তর—জৈমিনির মতে অধিকার না থাকিলেও বাদরায়ণের মতে অধিকার আছে, কারণ, ব্রহ্ম যখন কার্য্য ও কারণ, উভয় অবস্থাতেই অবস্থিত, তখন বসুপ্রভৃতিরাও আপনাদিগকে ব্রহ্মভাবে উপাসনা করিতে পারেন, এবং সেই উপাসনার ফলে কল্পান্তরে পুনশ্চ বসুত্ব লাভ করিতে পারেন। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব বসুপ্রভৃতিরাও বসুপ্রভৃতিরূপে অবস্থিত কার্য্যব্রহ্মের উপাসনা করিবে, এবং তাহার ফলে কল্পান্তরে বসুত্ব প্রাপ্ত হইবে।

জীবন্তি"। ছান্দো০ ৩। ৬। ১] ইত্যুক্ত্বা "স য এতদমৃতং বেদ, বসূনামেবৈকো ভূত্বা অগ্নিনৈব মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি" [ছান্দো০ ৩। ৬। ৩] ইত্যাদিনা (*) ॥ ১। ৩। ৩০ ॥

জ্যোতিষি ভাবাচ্চ ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩১॥

[পদচ্ছেদঃ—জ্যোতিষি (জ্যোতিঃশব্দোক্ত ব্রহ্মে) ভাবাৎ [উপাসনার] (সদ্ভাবহেতু) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—"তং দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতে২মৃতম্" ইতি জ্যোতিষি পরস্মিন্ ব্রহ্মণি দেবানাং মনুষ্যাণাঞ্চ অবিশেষেণ অধিকারে সম্ভবত্যপি যৎ 'দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ পরং ব্রহ্ম উপাসতে' ইতি বিশেষবচনং, তৎ খলু বস্বাদীনাং মধুবিদ্যাদিষু অনধিকারং জ্ঞাপয়তীতি ভাবঃ।

সাধারণ নিয়মানুসারে দেবতা ও মনুষ্যের ব্রহ্মবিদ্যায় তুল্য অধিকার থাকিলেও 'দেবগণ জ্যোতির জ্যোতিঃ সেই পরব্রহ্মকে আয়ু ও অমৃত বলিয়া উপাসনা করেন', এইস্থলে যে, 'দেবগণ সেই জ্যোতির জ্যোতিকে উপাসনা করেন' এই বিশেষ উপাসনার উপদেশ, তাহাই বসুপ্রভৃতি দেবতার মধুবিদ্যা প্রভৃতিতে অনধিকার জ্ঞাপন করিতেছে ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩১ ॥]

"তং দেবাঃ জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেঽমৃতম্" ইতি জ্যোতিষি পরস্মিন্ ব্রহ্মণি উপাসনং দেবানাং শ্রূয়তে। দেব-মনুষ্যোভয়সাধারণে পরব্রহ্মোপাসনে দেবানামুপাসকত্বকথনং দেবাদীনামিতরোপাসননিবৃত্তিং দ্যোতয়তি; অত এষু বস্বাদীনামনধিকারঃ ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩১ ॥

লোক এইরূপে এই অমৃতকে জানে, সে লোক বসুগণের মধ্যেই একজন হইয়া অগ্নিরূপ মুখ দ্বারা এই অমৃত দর্শন করিয়াই তৃপ্তিলাভ করেন' ইত্যাদি বাক্যেও ঐরূপ অভিপ্রায়ই শ্রুত হইতেছে ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩০ ॥

'দেবগণ জ্যোতির জ্যোতিঃ সেই ব্রহ্মকে আয়ু ও অমৃত বলিয়া উপাসনা করেন' এই শ্রুতিতে জ্যোতিঃ-শব্দোক্ত পরব্রহ্মবিষয়ে দেবগণের উপাসনাধিকার শ্রুত হইতেছে। পরব্রহ্মের উপাসনায় দেবতা ও মনুষ্য, উভয়ের তুল্যাধিকার সত্ত্বেও দেবগণের জন্য যে, এই পৃথক্ উপাসকত্ব কথন, তাহাই তাহাদের অপর উপাসনায় অধিকার-নিবৃত্তি বিজ্ঞাপিত করিতেছে; সুতরাং এ সমস্ত বিষয়ে (মধুবিদ্যাপ্রভৃতিতে) বসুপ্রভৃতির (দেবগণের) অধিকার নাই ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩১ ॥

(*) ইত্যাদিষু' ইতি ভাষ্যঃ পাঠঃ।

[সিদ্ধান্তঃ—]

ইতি প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

ভাবস্তু বাদরায়ণোঽস্তি হি ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩২ ॥

[পদচ্ছেদঃ—ভাবং (অধিকার-সদ্ভাব) তু (কিন্তু) বাদরায়ণঃ (বাদরায়ণনামক আচার্য্য), অস্তি (আছে) হি (নিশ্চয়)।]

[সরলার্থঃ—বাদরায়ণস্তু আচার্য্যঃ বস্বপ্রভৃতীনামপি মধুবিদ্যাদিষু ভাবং—অধিকারসদ্ভাবং মন্যতে ; হি যস্মাৎ অস্তি বস্বাদীনামপি স্বাত্মরবস্থিতস্য ব্রহ্মণ উপাস্যত্বসম্ভবঃ, পুনরপি কল্পান্তরে বসুত্বাদিপ্রাপ্তিফলসম্ভবশ্চ।

কিন্তু আচার্য্য বাদরায়ণ বসুপ্রভৃতি দেবতাগণেরও মধুবিদ্যাপ্রভৃতিতে উপাসনাধিকার আছে, বলিয়া স্বীকার করেন। কারণ, তাহাদের পক্ষেও স্ব-স্বরূপে অবস্থিত পরমাত্মার উপাসনা করা সম্ভব হয়, এবং ঐ উপাসনার ফলে পুনশ্চ কল্পান্তরে বসুত্বাদি অধিকার লাভ রূপ ফলপ্রাপ্তিরও সম্ভব হয় ॥ ১। ৩। ৩২ ॥]

আদিত্য-বস্বাদীনামপি তেষ্বধিকারভাবং ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে। অস্তি হি আদিত্য-বস্বাদীনামপি স্বাবস্থ-ব্রহ্মোপাসনেন (*) বস্বাদিত্বপ্রাপ্তি-পূর্ব্বক-ব্রহ্মপ্রেপ্সাসম্ভবঃ। ইদানীং বস্বাদীনামপি সতাং কল্পান্তরে (†) বস্বাদিত্বপ্রাপ্তিশ্চাপেক্ষিতা ভবতি। অত্র হি কার্য্য-কারণোভয়াবস্থব্রহ্মোপাসনং বিধীয়তে—"অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু" [ছান্দো০। ৩।১।১] ইত্যারভ্য "অথ তত ঊর্দ্ধ্বম্ (‡) উদেত্য" ইত্যতঃ প্রাক্ আদিত্য-বস্বাদিকার্য্য-

ভগবান বাদরায়ণ আদিত্য ও বসুপ্রভৃতি দেবগণেরও সেই সমস্ত বিদ্যায় অধিকার-সদ্ভাব স্বীকার করেন; কারণ, আদিত্য ও বসুপ্রভৃতি দেবগণেরও আত্ম-স্বরূপে অবস্থিত ব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা বস্বাদিভাব প্রাপ্তিপূর্ব্বক ব্রহ্মপ্রাপ্তির ইচ্ছা সম্ভবপর হয়। আর ইহ জন্মে যাহারা বসুপ্রভৃতি হইয়াছেন, কল্পান্তরেও তাহাদের বসুত্বাদি প্রাপ্তি আকাঙ্ক্ষিত হইতে পারে। এই প্রকরণেও কার্য্যও কারণ, উভয়াবস্থ ব্রহ্মেরই উপাসনা বিহিত হইতেছে, 'এই আদিত্যই দেবমধু' এই হইতে আরম্ভ করিয়া 'অনন্তর তাহার পর ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া' এই কথার পূর্ব্বপর্য্যন্ত আদিত্য ও বসুপ্রভৃতি বিশেষ বিশেষ কার্য্যাবস্থাপন্ন ব্রহ্মের উপাসনা উপদিষ্ট হইতেছে। আর 'অনন্তর তাহারও ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া' ইত্যাদি বাক্যে আদিত্যের

(*) 'বস্বাদিত্যপ্রাপ্তিঃ' ইতি (ক) পাঠঃ। (†) 'কল্পান্তরেঽপি' ইতি (খ) পাঠঃ।
(‡) 'ঊর্দ্ধ্বে' ইতি (খ) পাঠঃ।

বিশেষাবস্থং ব্রহ্মোপাসনম্ ইত্যুপদিশ্যতে (*); "অথ তত ঊর্দ্ধং উদেত্য" ইত্যাদিনা আদিত্যান্তরাত্মতয়াবস্থিতং কারণাবস্থমেব ব্রহ্মোপাস্যমিত্যুপদিশ্যতে (†)। তদেবং কার্য্য-কারণোভয়াবস্থং ব্রহ্মোপাসীনঃ কল্পান্তরে বস্বাদিত্বং প্রাপ্য তদন্তে কারণং পরং ব্রহ্মৈবাপ্নোতি। "ন হ বা অস্মা উদেতি, ন নিম্রোচতি, সকৃদ্দিবা হৈবাস্মৈ (‡) ভবতি, য এতামেবং ব্রহ্মোপনিষদং বেদ" [ছান্দো০ ৩।১১।৩] ইতি কৃৎস্নায়া মধুবিদ্যায়া ব্রহ্মোপনিষত্ত্বশ্রবণাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তিপর্য্যন্ত-বস্বাদিত্বফলশ্রবণাচ্চ, (§) বস্বাদিভোগ্যভূতাদিত্যাংশস্য বিধীয়মানমুপাসনং তদবস্থস্যৈব ব্রহ্মণ ইত্যবগম্যতে। অত এবংবিধমুপাসনম্ আদিত্য-বস্বাদীনামপি সম্ভবতি। এবং চ ব্রহ্মণ এবোপাস্যত্বাৎ "তং দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ ইত্যুপপদ্যতে। তদাহ বৃত্তিকারঃ—"অস্তি হি মধ্বাদিষু সম্ভবো ব্রহ্মণ এব সর্ব্বত্র নিচায্যত্বাৎ" ইতি ॥ ১॥৩॥৩২ ॥

[অষ্টমং মধ্বধিকরণং সমাপ্তম্।]

অন্তরাত্মরূপে অবস্থিত কারণাবস্থ ব্রহ্মের উপসনা উপদিষ্ট হইতেছে। কার্য্য ও কারণ, এতদুভয়াবস্থ ব্রহ্মের উপাসক ব্যক্তি কল্পান্তরে বসুত্বপ্রভৃতি রূপ ফল প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে কারণস্বরূপ পর ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 'যে ব্যক্তি এইপ্রকার এই ব্রহ্মোপনিষৎ জানে, তাহার সম্বন্ধে [সূর্য্য] আর উদিত হয় না, এবং অস্তমিতও হয় না; একবারই ইহার দিবা (চির প্রকাশ) হয়।' এই শ্রুতিতে সমস্ত মধুবিদ্যায় ব্রহ্মোপনিষদ্‌ভাব (ব্রহ্মবিদ্যাত্ব) শ্রবণহেতু এবং বস্বাদিভাব শব্দে ব্রহ্মপ্রাপ্তিপর্য্যন্ত ফলের শ্রুতি হেতুও বুঝা যাইতেছে যে, বসুপ্রভৃতির ভোগ্যস্বরূপ আদিত্যাংশের যে, উপাসনা বিহিত হইয়াছে; [প্রকৃত পক্ষে] তাহা তদবস্থ ব্রহ্মেরই উপাসনা; অতএব, এবংবিধ উপাসনা ত আদিত্য ও বসুপ্রভৃতি দেবতার পক্ষেও সম্ভব হয়; এই কারণে ব্রহ্মেরই উপাস্যত্ব নিবন্ধন "তং দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" এই কথাও উপপন্ন হইতেছে। বৃত্তিকারও তাহা বলিয়াছেন—'সর্ব্বত্র ব্রহ্মেরই উপাস্যত্ব নিবন্ধন মধুবিদ্যাপ্রভৃতিতেও [অধিকারের] সম্ভব আছে।' ইতি ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩২ ॥

[অষ্টম মধ্বধিকরণ সমাপ্ত]

(*) ব্রহ্মোপাস্যমুপদিশ্যতে' ইতি (খ). পাঠঃ।
(†) পাস্যমুপদিশ্যতে' ইতি (খ) পাঠঃ।
(‡) হাস্ত' ইতি (ক) পাঠঃ।
(§) দিত্বফলস্ত শ্রবণাচ্চ' ইতি (খ) পাঠঃ।

অপশূদ্রাধিকরণম্] **শুগস্য তদনাদর-শ্রবণাৎ তদাদ্রবণাৎ সূচ্যতে হি ॥ ১॥৩॥৩৩ ॥**

[পদচ্ছেদঃ—শুক্ (শোক—দুঃখ) অস্য (ইহার) তদনাদরশ্রবণাৎ (তাহার অনাদর—অবজ্ঞা শ্রবণ হেতু) তদা (তখন) আদ্রবণাৎ দ্রবীভূত হওয়ায়), অথবা তদাদ্রবণাৎ (সেই শোককর্তৃক অনুধাবিত হওয়ায়), সূচ্যতে (সূচিত হইতেছে) হি (নিশ্চয়)।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং ব্রহ্মবিদ্যায়াং শূদ্রস্যাপি অধিকারোঽস্তি নবা, ইতি চিন্ত্যতে। "আজহারেমাঃ শূদ্র অনেনৈব মুখেনালাপয়িষ্যথাঃ" ইত্যত্র 'শূদ্র'-শব্দসন্দর্শনাৎ অর্থিত্ব-সামর্থ্যাদি-সম্ভাবাচ্চ অস্তি শূদ্রস্যাপ্যধিকারঃ, ইত্যেবং প্রাপ্তে উচ্যতে—শুগস্যেত্যাদি।

নাস্তি শূদ্রস্য ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারঃ; "শূদ্রশ্চতুর্থো বর্ণ একজাতিঃ" ইত্যাদিশ্রুত্যা শূদ্রস্য উপনয়নসংস্কার-প্রতিষেধেন বেদাধ্যয়ননিষেধাৎ ঔপনিষদ-জ্ঞানে—ব্রহ্মবিদ্যায়াং অধিকারস্য অন্যায্যত্বাৎ। যত্তু শ্রুতৌ 'শূদ্র'শব্দশ্রবণং, ন তত্ জাতিশূদ্রপরং; অপিতু, ব্রহ্মবিদ্যা-বিধুরতয়া তেষাং হংসানাং অনাদরশ্রবণাৎ অস্য জানশ্রুতেঃ শুক্ শোকঃ সংজাতঃ; তদা—তৎকালমেব আচার্য্যং প্রতি আদ্রবণাৎ—দ্রুতং উপসর্পণাৎ। হি যস্মাৎ আচার্য্যবচনেন চ সা শুক্ সূচ্যতে। যস্মাৎ ব্রহ্মজ্ঞানাভাবাৎ অস্য শুক্ সূচ্যতে, তস্মাৎ 'শোচনাৎ শূদ্রঃ' ইতি কৃত্বা আচার্য্যেণ 'জানশ্রুতিঃ' 'শূদ্র'-পদেন আমন্ত্রিত ইত্যভিপ্রায়ঃ।

এখন সংশয় হইতেছে যে, ব্রহ্মবিদ্যায় শূদ্রজাতির অধিকার আছে কি না? শূদ্রের যখন মুক্তিলাভের অভিলাষ এবং তদুপযোগী সামর্থ্য ও আছে, এবং শ্রুতিতেও 'শূদ্র' শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে, তখন ব্রহ্মবিদ্যালাভে শূদ্রেরও অধিকার আছে। এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে যে, শূদ্রজাতির ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই; কারণ, তাহার উপনয়ন সংস্কার নাই, সুতরাং তদধীন বেদাধ্যয়নেও অধিকার নাই; কাজেই ব্রহ্মবিদ্যালাভেও শূদ্রজাতির অধিকার থাকিতে পারে না। তবে শ্রুতিতে যে, 'শূদ্র' শব্দ আছে, তাহার অর্থ শূদ্র-জাতি নহে, পরন্তু হংসগণের অনাদর শ্রবণে তীব্র দুঃখে সেই সময়েই তিনি গুরুর উদ্দেশ দ্রুত গমন করিয়াছিলেন; সেই শোক ও তজ্জন্য দ্রুতগমন সূচনার জন্যই আচার্য্য 'শূদ্র' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছিলেন; অতএব, ইহা দ্বারা শূদ্র-জাতির ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার সিদ্ধ হইতেছে না ॥ ১। ৩। ৩৩ ॥]

ব্রহ্মবিদ্যায়াং শূদ্রস্যাপ্যধিকারোঽস্তি ন বেতি বিচার্য্যতে; কিং যুক্তম্?

(১৩) শূদ্রজাতিরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে কি না, ইহা বিচারিত হইতেছে; কোন

(*) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণের নাম 'অপশূদ্রাধিকরণ'। (১) বিষয় বাক্য—"অহ হারেত্বা শূদ্র" ইত্যাদি। (২) সংশয়—ব্রহ্মবিদ্যায় শূদ্রের অধিকার আছে কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—শূদ্রও যখন জিজ্ঞাসু এবং বিদ্যালাভে সমর্থ, এবং যখন 'শূদ্র' শব্দ ঘটিত শ্রুতিও রহিয়াছে, তখন তাহারও অধিকার আছে। (৪) উত্তর—না শূদ্রের অধিকার নাই; কারণ, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের হেতুভূত বেদাধ্যয়নে তাহার অধিকার নাই। শ্রুত্যুক্ত 'শূদ্র' শব্দ কেবল শোকব্যঞ্জকমাত্র, জাতিবোধক নহে। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—ব্রহ্মবিদ্যালাভে তীব্রবেদনা ও শক্তি অনুসারে দানের আবশ্যকতা জ্ঞাপন করা।

অস্তীতি। কুতঃ? (*) অর্থিত্ব-সামর্থ্যপ্রযুক্তত্বাদধিকারস্য, শূদ্রস্যাপি তৎ-সম্ভবাৎ। যদ্যপি অগ্নিবিদ্যাসাধ্যেষু কর্ম্মসু অনগ্নিবিদ্যত্বাৎ শূদ্রস্যানধিকারঃ; তথাপি মনোবৃত্তিমাত্রত্বাদ্ ব্রহ্মোপাসনস্য তত্রাধিকারোঽস্ত্যেব, শাস্ত্রীয়ক্রিয়া-পেক্ষত্বেঽপি উপাসনস্য তত্তদ্বর্ণাশ্রমোচিতক্রিয়ায়া এব অপেক্ষিতত্বাৎ শূদ্র-স্যাপি স্ববর্ণোচিত-পূর্ব্ববর্ণশুশ্রূষৈব ক্রিয়া ভবিষ্যতি। "তস্মাচ্ছূদ্রো যজ্ঞেঽনবক্লৃপ্তঃ" [যজুঃ-কাণ্ড০ ৭।১।১।১] ইত্যপি অগ্নিবিদ্যাসাধ্য-যজ্ঞাদি-কর্ম্মানধিকার এব ন্যায়সিদ্ধোঽনূদ্যতে।

নন্বনধীতবেদস্যাশ্রুতবেদান্তস্য ব্রহ্মস্বরূপ-তদুপাসনপ্রকারানভিজ্ঞস্য (†) কথং ব্রহ্মোপাসনং সম্ভবতি? উচ্যতে—অনধীতবেদস্যাশ্রুতবেদান্ত-বাক্যস্যাপি ইতিহাস-পুরাণশ্রবণেনাপি ব্রহ্মস্বরূপ-তদুপাসনজ্ঞানং সম্ভবতি। অস্তি চ শূদ্রস্যাপি ইতিহাস-পুরাণশ্রবণানুজ্ঞা "শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্ কৃত্বা ব্রাহ্মণমগ্রতঃ" [মহাভা০ শান্তি০ মোক্ষ০] ইত্যাদৌ। দৃশ্যন্তে চ ইতিহাস-

---

পক্ষটি যুক্তিযুক্ত? 'অস্তি' পক্ষই (অধিকার আছে, এই পক্ষই)। কারণ? অর্থিত্ব ও সামর্থ্যই অধিকারের কারণ; শূদ্রের পক্ষেও তাহা সম্ভবপর। যদিও অগ্নিবিদ্যাবিরহিত শূদ্রের অগ্নি-বিদ্যাসাধ্য কর্ম্মসমূহে অধিকার নাই সত্য; কিন্তু ব্রহ্মোপাসনা যখন কেবলই মনোবৃত্তি বা মানস চিন্তামাত্র, তখন নিশ্চয়ই সেই ব্রহ্মবিদ্যায় তাহাদেরও অধিকার আছে। উপাসনা কার্য্য যদি শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াসাপেক্ষও হয়, তথাপি বুঝিতে হইবে, তত্তৎ বর্ণ ও আশ্রমোচিত ক্রিয়াই সেখানে অপেক্ষিত; সুতরাং শূদ্রের পক্ষেও পূর্ব্ববর্ণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের) শুশ্রূষা-করাই স্বীয় বর্ণ ও আশ্রমোচিত ক্রিয়া বলিয়া পরিগণিত হইবে; আর, 'সেইহেতু শূদ্রজাতি যজ্ঞে অনধিকৃত,' এই নিষেধও বিদ্যাসাধ্য যে, যজ্ঞাদি কর্ম্ম, তদ্বিষয়ক অনধিকার-জ্ঞাপনার্থই অনূদিত হইতেছে মাত্র; (‡) এইরূপ সিদ্ধান্তই যুক্তিসিদ্ধ।

ভাল, যে লোক বেদ অধ্যয়ন করে নাই, বেদান্ত শ্রবণ করে নাই, এবং ব্রহ্মের স্বরূপ ও উপাসনা বিষয়েও অভিজ্ঞ নহে, তাহার (শূদ্রজাতির) ব্রহ্মোপাসনা সম্ভব হয় কি প্রকারে? হাঁ, বলা হইতেছে; যে লোক বেদ অধ্যয়ন করে নাই, এবং বেদান্তও শ্রবণ করে নাই, তাহার পক্ষেও ইতিহাস ও পুরাণ শাস্ত্র শ্রবণ দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ ও তাঁহার উপাসনা-প্রণালী-বিষয়ক জ্ঞান লাভ করা অবশ্যই সম্ভবপর হয়। 'ব্রাহ্মণকে অগ্রবর্ত্তী রাখিয়া চারি বর্ণকেই [বেদ] শ্রবণ

(*) 'ক পুস্তকে কুতঃ' ইতি নাস্তি।

(†) ব্রহ্মস্বরূপোপাসন-প্রকারানভিজ্ঞস্য' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য—শূদ্রের যে, বেদাধ্যয়নে অধিকার নাই, তাহা বহুতর প্রমাণে স্থিরীকৃত হইয়াছে; সুতরাং 'যজ্ঞে শূদ্রের অধিকার নাই', একথা না বলিলেও চলিত; তবে এই সিদ্ধান্তিত বিষয়ের পুনশ্চ নিষেধ করা অনুবাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। অনুবাদ বাক্যের নিজের স্বার্থে প্রামাণ্য নাই।

পুরাণেষু বিদুরাদয়ো ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ। তথা উপনিষৎস্বপি সংবর্গবিদ্যায়াং শূদ্রস্যাপি ব্রহ্মবিদ্যাধিকারঃ প্রতীয়তে—শুশ্রূষুং হি জানশ্রুতিমাচার্য্যো রৈক্বঃ শূদ্রেত্যামন্ত্র্য তস্মৈ ব্রহ্ম-বিদ্যামুপদিশতি—"আজহারেমাঃ শূদ্র অনেনৈব মুখেনালাপয়িষ্যথাঃ" [ছান্দো০ ৪।২।৫] ইত্যাদিনা। অতঃ শূদ্রস্যাপ্যধিকারঃ সম্ভবতীতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

ন শূদ্রস্যাধিকারঃ সম্ভবতি ; কুতঃ ? (*) সামর্থ্যাভাবাৎ ; ন হি ব্রহ্ম-স্বরূপ-তদুপাসনপ্রকারম্ অজানতঃ তদঙ্গভূতবেদানুবচন-যজ্ঞাদিষ্বনধিকৃতস্য উপাসনোপসংহারসামর্থ্যং সম্ভবতি (†) ; অসমর্থস্য চার্থিত্বসদ্ভাবেঽপি অধিকারো ন সম্ভবতি ; অসামর্থ্যং চ বেদাধ্যয়নাভাবাৎ। যথৈব হি ত্রৈবর্ণিকবিষয়াধ্যয়নবিধিসিদ্ধ-স্বাধ্যায়সম্পাদ্য-জ্ঞানলাভেন কর্ম্মবিধয়ো জ্ঞান-তদুপায়াদীন্ অপরান্ ন স্বীকুর্ব্বন্তি, তথা ব্রহ্মোপাসনবিধয়োঽপি। অতোঽ-ধ্যয়নবিধিসিদ্ধ-স্বাধায়াধিগত-জ্ঞানস্যৈব ব্রহ্মোপাসনোপায়ত্বাৎ শূদ্রস্য

করাইবে' ইত্যাদি স্থলে শূদ্রের সম্বন্ধেও ইতিহাস ও পুরাণ শ্রবণের অনুমতি দৃষ্ট হয়, এবং ইতি-হাস ও পুরাণাদি শাস্ত্রে বিদুরপ্রভৃতিরও ব্রহ্মনিষ্ঠার কথা জানা যায়। উপনিষদেও সংবর্গবিদ্যা-প্রকরণে শূদ্রেরও ব্রহ্মবিদ্যাধিকার প্রতীতি-গম্য হইতেছে। যথা—আচার্য্য রৈক্ব ব্রহ্মশুশ্রূষু জান-শ্রুতিকে 'শূদ্র' শব্দে সম্বোধন করিয়া তদুদ্দেশে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিয়াছিলেন—'হে শূদ্র, এই সমস্ত (কন্যা ও গো) [আমার নিমিত্ত] আহরণ করিয়াছ ; এইরূপ উপায়েই [আমাকে] আলাপ করাইতেছ,' ইত্যাদি। অতএব শূদ্রেরও [ব্রহ্মবিদ্যায়] অধিকার আছে। এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—

না—শূদ্রের অধিকার-সম্ভব হয় না ; কারণ ? যেহেতু তাহার সামর্থ্য নাই। কেন না, যে লোক ব্রহ্মের স্বরূপ এবং তাঁহার উপাসনা-প্রণালী জানে না ; সুতরাং তাহারই অঙ্গস্বরূপ বেদানুবচন (বেদপাঠ) ও যজ্ঞাদি কার্য্যেও অনধিকৃত তাহার পক্ষে কখনই উপাসনার অনুকূল সামর্থ্য সম্ভবপর হয় না। বেদাধ্যয়নের অভাবই তাহার সামর্থ্যাভাবের কারণ। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের সম্বন্ধে বেদাধ্যয়ন বিহিত থাকায় তৎসম্পাদ্য জ্ঞানেও অধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায় ; এই জন্য, কর্ম্মবিধি সমূহ যেরূপ জ্ঞান ও তদুপযোগী অপরাপর সাধনের অপেক্ষা করে না, ব্রহ্মোপসনা-বিধি সকলও তদ্রূপ। অতএব অধ্যয়নবিধিলব্ধ বেদাধ্যয়ন-জনিত জ্ঞানই যখন ব্রহ্মোপাসনার প্রধান উপায়, তখন সেই বৈদিক জ্ঞান না থাকায় শূদ্রের

শূদ্রের অনধিকার-সিদ্ধান্ত।

(*) কুতঃ' ইতি পাঠঃ (গ, ঘ) পুস্তকয়োর্নাস্তি। (†) সামর্থ্যসম্ভবঃ' ইতি 'ঘ' পাঠঃ।

ব্রহ্মোপাসনসামর্থ্যাসম্ভবঃ। ইতিহাস-পুরাণে অপি বেদোপবৃংহণং কুর্ব্বতী এব উপায়ভাবমনুভবতঃ, ন স্বাতন্ত্র্যেণ; শূদ্রস্যেতিহাস-পুরাণশ্রবণানুজ্ঞানং পাপক্ষয়াদিফলার্থম্; নোপাসনার্থম্। বিদুরাদয়স্তু ভবান্তরাধিগত-জ্ঞানাপ্রমোষাজ্ জ্ঞানবন্তঃ, প্রারব্ধকর্ম্মবশাচ্চ ঈদৃশজন্মযোগিনঃ, ইতি তেষাং ব্রহ্মনিষ্ঠত্বম্।

যত্তু (*) সংবর্গবিদ্যায়াং শুশ্রূষোঃ শূদ্রেতি সম্বোধনং শূদ্রস্যাধিকারং সূচয়তীতি; তন্ন, ইত্যাহ—'শুগস্য তদনাদরশ্রবণাৎ তদাদ্রবণাৎ সূচ্যতে হি'—শুশ্রূষোর্জানশ্রুতেঃ পৌত্রায়ণস্য ব্রহ্মজ্ঞানবৈকল্যেন হংসোক্তানাদরবাক্যশ্রবণাৎ তদৈব ব্রহ্মবিদো রৈক্বস্য সকাশং প্রতি আদ্রবণাৎ শুক্ অস্য সংজাতেতি হি সূচ্যতে; অতঃ স শূদ্রেতি আমন্ত্র্যতে, ন চতুর্থবর্ণত্বেন। শোচতীতি হি শূদ্রঃ; "শুচের্দশ্চ" [উণাদি সূ০] ইতি র-প্রত্যয়ে ধাতোশ্চ দীর্ঘে চকারস্য চ দকারে 'শূদ্র' ইতি ভবতি। অতঃ শোচিতৃত্বমেবাস্য শূদ্রশব্দপ্রয়োগেণ সূচ্যতে; ন জাতিযোগঃ। জানশ্রুতিঃ কিল পৌত্রায়ণো

সম্বন্ধে ব্রহ্মোপাসনা-সামর্থ্য কখনও সম্ভবপর নহে। আর ইতিহাস এবং পুরাণশাস্ত্রও বেদার্থের পরিপোষণ করে বলিয়াই উপায়তা লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে নহে। শূদ্রের পক্ষে যে, ইতিহাস ও পুরাণপাঠের অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাও কেবল পাপক্ষয়াদি ফলসিদ্ধির জন্যই; কিন্তু উপাসনার্থ নহে। জন্মান্তরাধিগত জ্ঞান অবিলুপ্ত থাকায়ই বিদুর প্রভৃতিরা ব্রহ্ম-জ্ঞানসম্পন্ন এবং প্রারব্ধ কর্ম্ম বশতঃ তাদৃশ শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কাজেই তাহাদের ব্রহ্মনিষ্ঠত্ব হইয়াছিল।

আর যে, সংবর্গবিদ্যায় শুশ্রূষু জানশ্রুতিকে 'শূদ্র'শব্দে সম্ভাষণ করায় শূদ্রেরও অধিকার প্রমাণিত হইতেছে, তাহাও নহে; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন "শুক্ অস্য তদনাদরশ্রবণাৎ" ইত্যাদি। ব্রহ্মবিদ্যা-শুশ্রূষু পৌত্রায়ণ জানশ্রুতি ব্রহ্মজ্ঞানের অভাব নিবন্ধন হংসগণের উক্ত অনাদর-বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎই ব্রহ্মজ্ঞ রৈক্বসকাশে অভিগমন করিয়াছিলেন; ইহা হইতেই বেশ বুঝা যাইতেছে যে, তৎকালে তাহার শোক বা দুঃখ হইয়াছিল, এইরূপে শোক-দ্রুত হওয়ায়ই জানশ্রুতিকে শূদ্র-শব্দে সম্বোধিত করা হইয়াছে; কিন্তু চতুর্থবর্ণ 'শূদ্র-জাতি' অভিপ্রায়ে নহে। শোক করে বলিয়া শূদ্র; "শুচেঃ দশ্চ" এই সূত্রানুসারে 'র' প্রত্যয় নিমিত্তে [শুচ্] ধাতুর উকার দীর্ঘ এবং 'চ' স্থানে 'দ' করিয়া 'শূদ্র' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অতএব, 'শূদ্র' শব্দ দ্বারা ইহার শোকান্বিতভাবই সূচিত হইতেছে, কিন্তু শূদ্রত্ব-জাতির সম্বন্ধ নহে। পৌত্রায়ণ-

---

(*) 'যচ্চ' ইতি 'খ' পাঠঃ।

বহুদ্রব্যপ্রদো বহ্বন্নপ্রদশ্চ বভূব ; তস্য ধার্ম্মিকাগ্রেসরস্য ধর্ম্মেণ প্রীতয়োঃ কয়োশ্চিম্মহাত্মনোরস্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসাম্ উৎপিপাদয়িষতোঃ হংসরূপেণ নিশায়ামস্যাবিদূরে গচ্ছতোরন্যতর ইতরমুবাচ—"ভো ভোয়ি ভল্লাক্ষ ভল্লাক্ষ, জানশ্রুতেঃ পৌত্রায়ণস্য সমং দিবা জ্যোতিরাততং, তন্মা প্রসাঙ্ক্ষীঃ, তৎ ত্বা মা প্রধাক্ষীৎ" [ছান্দো০ ৪।১।২] ইতি। এবং জানশ্রুতিপ্রশংসারূপং বাক্যমুপশ্রুত্যাপরো হংসঃ প্রত্যুবাচ—"কং বর এনমেতৎ সন্তং সযুগ্বানমিব রৈক্বমাত্থ" [ছান্দো০ ৪।১।৩]। ইতি। কং সন্তমেনং জানশ্রুতিং সযুগ্বানং রৈক্বং ব্রহ্মজ্ঞমিব গুণশ্রেষ্ঠম্ এতদাত্থ ; স ব্রহ্মজ্ঞো রৈক্ব এব লোকে গুণবত্তরঃ ; মহতা ধর্ম্মেণ সংযুক্তস্যাপ্যস্য জানশ্রুতেরব্রহ্মজ্ঞস্য কো গুণঃ, যদ্গুণজনিতং তেজো রৈক্বতেজ ইব মাং দহেদিত্যর্থঃ। এবমুক্তেন পরেণ 'কোঽসৌ রৈক্বঃ'? ইতি পৃষ্টঃ 'লোকে যৎ কিঞ্চিৎ সাধ্বনুষ্ঠিতং কর্ম্ম, যচ্চ সর্ব্বচেতনাগতং (*) বিজ্ঞানং, তদুভয়ং যদীয়জ্ঞান-কর্ম্মান্তর্ভূতং, স রৈক্বঃ,' ইত্যাহ। তদেতদ্ হংসবাক্যং ব্রহ্মজ্ঞানবিধুরতয়া আত্মনিন্দাগর্ভং তদ্বত্তয়া চ রৈক্বপ্রশংসারূপং জানশ্রুতিরুপশ্রুত্য

জানশ্রুতি বহুদ্রব্য দাতা ও বহু অন্নপ্রদ ছিলেন ; ধাৰ্ম্মিকাগ্রগণ্য তাহার ধর্ম্মচর্য্যায় পরিতুষ্ট কোনও দুইজন মহাত্মা ইহার ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা সমুৎপাদনার্থ রাত্রিকালে হংসরূপ ধারণ করিয়া ইহার অদূরে (উপরিভাগে) গমন করিতে করিতে একজন অপরকে বলিয়াছিলেন—'ভো ভো ভল্লাক্ষ ভল্লাক্ষ, পৌত্রায়ণ জানশ্রুতির তেজ আকাশে সর্ব্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে; তাহার উপরে যাইও না—দগ্ধ হইও না।' জানশ্রুতির এবংবিধ প্রশংসাসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া অপর হংস বলিলেন—'অরে এইরূপে অবস্থিত কাহাকে তুমি সযুগ্বা রৈক্বের সমান বলিতেছ? [ইহার অর্থ এই যে,] এই সামান্য লোক জানশ্রুতিকে সযুগ্বা—ক্ষুদ্রশকটযুক্ত ব্রহ্মজ্ঞ রৈক্বের সমান গুণি-শ্রেষ্ঠ বলিতেছ! ব্রহ্মজ্ঞ সেই রৈক্বই জগতে সর্ব্বাধিক গুণবান্, এই জানশ্রুতি মহাধাৰ্ম্মিক হইলেও যখন ব্রহ্মজ্ঞানরহিত, তখন ইহার আর কি গুণ আছে? যে গুণজাত তেজে রৈক্বতেজের ন্যায় দগ্ধ করিবে? এইরূপ অভিহিত হইয়া সেই দ্বিতীয় হংস প্রথম হংসকে জিজ্ঞাসা করিলেন—সেই রৈক্ব কে? তদুত্তরে বলিলেন 'এই জগতে যে-কিছু উৎকৃষ্ট কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, এবং সমস্ত চেতনে যাহা কিছু জ্ঞান নিহিত আছে, সেই উভয়ই যাহার জ্ঞান ও কর্ম্মের অন্তর্গত (কবলীকৃত), তিনিই রৈক্ব।' ব্রহ্মজ্ঞানের অভাব নিবন্ধন আপনার নিন্দাপূর্ণ এবং ব্রহ্মজ্ঞানের সদ্ভাব বশতঃ রৈক্বের স্তুতিপর সেই হংসবাক্য শ্রবণ করিয়া জানশ্রুতি তৎক্ষণাৎ রৈক্বের অনুসন্ধানে সারথি প্রেরণ করিলেন ; অনন্তর সারথি

(*) সর্ব্বং চেতনাজং বিজ্ঞানম্' ইতি 'ক' পাঠঃ।

তৎক্ষণাদেব ক্ষত্তারং রৈক্কান্বেষণায় প্রেষ্য তস্মিন্ বিদিত্বা আগতে স্বয়মপি রৈক্কমুপসদ্য গবাং ষট্‌শতং নিষ্কমশ্বতরীরথঞ্চ রৈক্কায়োপহৃত্য রৈক্কং প্রার্থয়া-মাস—"অনু ম এতাং ভগবো দেবতাং শাধি, যাং দেবতামুপাস্সে" ইতি; ত্বদুপাস্যাং পরাং দেবতাং মাম্ অনু শাধীত্যর্থঃ। স চ রৈক্কঃ স্বযোগমহিম-বিদিতলোকত্রয়ো জানশ্রুতেব্র্রহ্মজ্ঞানবিধুরতানিমিত্তানাদরগর্ভ-হংসবাক্য-শ্রবণেন শোকাবিষ্টতাম্ তদনন্তরমেব ব্রহ্মজিজ্ঞাসয়োদ্যোগং চ বিদিত্বা অস্য ব্রহ্মবিদ্যাযোগ্যতাম্ অভিজ্ঞায় চিরকালসেবাং বিনা দ্রব্যপ্রদানেন (*) শুশ্রূষমাণস্যাস্য যাবচ্ছক্তিপ্রদানেন ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিষ্ঠিতা ভবতীতি মত্বা তমনুগৃহ্লন্ তস্য শোকাবিষ্টতামুপদেশযোগ্যতাখ্যাপিকাং শূদ্র-শব্দেনামন্ত্রণেন জ্ঞাপয়ন্নিদমাহ—"অহ হারেত্বা শূদ্র তবৈব সহ গোভিরস্তু" ইতি। সহ গোভিরয়ং রথস্তবৈবাস্তু; নৈতাবতা মহ্যং দত্তেন ব্রহ্মজিজ্ঞাসয়া শোকাবিষ্টস্য তব ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিষ্ঠিতা ভবতীত্যর্থঃ। স চ জানশ্রুতিঃ ভূয়োঽপি স্বশক্ত্যনুগুণমেব গবাদিকং ধনং কন্যাং চ প্রদায় উপসসাদ। স রৈক্কঃ পুনরপি তস্য যোগ্যতামেব খ্যাপয়ন্ শূদ্র-শব্দেনামন্ত্র্যাহ—"আজহারেমাঃ

রৈক্কে অবগত হইয়া আসিলে পর নিজেও রৈক্কসমীপে সমুপাগত হইয়া ছয়শত গো, স্বর্ণহার, অশ্বতরী-রথ উপহার দিয়া রৈক্কের নিকট প্রার্থনা করিলেন, 'ভগবন্ আপনি যে দেবতার উপাসনা করেন, আমাকে সেই দেবতার উপদেশ প্রদান করুন।' অর্থাৎ আপনার উপাস্য পরা দেবতার তত্ত্ব আমাকে শিক্ষা দিন। স্বীয় যোগশক্তিপ্রভাবে ত্রিলোক-তত্ত্বজ্ঞ সেই রৈক্ক, ব্রহ্মজ্ঞানাভাব নিবন্ধন হংসোক্ত অনাদর-বচন শ্রবণে জানশ্রুতির শোকাবেশ ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদ্যম অবগত হইয়া এবং তাহার ব্রহ্মজিজ্ঞাসাযোগ্যতাও সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য ব্যতিরেকেও কেবল দ্রব্যসম্ভার প্রদানেই আবশ্যকীয় শক্তি সঞ্চার দ্বারা ব্রহ্মশুশ্রূষু ইহার হৃদয়ে ব্রহ্মবিদ্যা স্থিরতর হইতে পারে, ইহাও মনে মনে স্থির করিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক 'শূদ্র' সম্বোধন দ্বারা তাহার উপদেশযোগ্যতা-সূচক শোকান্বিতভাব জ্ঞাপনের জন্য বলিলেন—'অহে শূদ্র, তোমার এই সবাহন রথ ও গোসমূহ তোমারই থাকুক, আমাকে কেবল এইমাত্র দ্রব্যপ্রদান করায়ই ব্রহ্ম-জ্ঞানেচ্ছায় শোকবিশিষ্ট তোমার হৃদয়ে ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিষ্ঠিত হইবে না।' সেই জানশ্রুতি পুনশ্চ স্বীয় শক্তি অনুসারেই গো প্রভৃতি ধন এবং কন্যা প্রদান করিয়া উপস্থিত হইলেন; পুনশ্চ সেই রৈক্ক তাহার উপদেশযোগ্যতা জ্ঞাপনার্থই 'শূদ্র'শব্দে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'হে শূদ্র, এই যে সমস্ত দ্রব্য আনয়ন করিয়াছ, এই উপায়েই তুমি আমাকে কথা

(*) অর্থপ্রদানেন' ইতি 'ক' পাঠঃ।

শূদ্রানেনৈব মুখেনালাপয়িষ্যথাঃ” ইতি। ইমানি ধনানি শক্ত্যনুগুণান্যাজহর্থ, অনেনৈব দ্বারেণ চিরসেবয়া বিনাপি মাং ত্বদভিলষিত-ব্রহ্মোপদেশরূপবাক্যম্ আলাপয়িষ্যসি, ইত্যুক্ত্বা তস্মৈ উপদিদেশ। অতঃ শূদ্র-শব্দেন বিদ্যোপদেশ-যোগ্যতাখ্যাপনার্থং শোক এবাস্য সূচিতঃ, ন চতুর্থবর্ণত্বম্ ॥ ১॥৩॥৩৩ ॥

ক্ষত্রিয়ত্বাবগতেশ্চ (*) ॥ ১॥৩॥৩৪ ॥

[পদচ্ছেদঃ—ক্ষত্রিয়ত্বাবগতেঃ (ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতীতি হেতু) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—তস্য জানশ্রুতেঃ ক্ষত্রিয়ত্বাবগতেশ্চ ন জাতিশূদ্রাভিপ্রায়েণ শূদ্রেতি সম্বোধনম্; প্রকরণপ্রারম্ভে হি 'বহুদায়ী' ইত্যাদিনা দানপতিত্বশ্রবণাৎ, সারথি-প্রেষণাচ্চ তস্য ক্ষত্রিয়ত্বমব-গম্যতে ইতি ভাবঃ ॥

ঐ প্রকরণের প্রারম্ভে 'বহুদায়ী' প্রভৃতি কথায় তাহার প্রচুর দান কার্য্য শ্রবণ হেতু এবং সারথি-প্রেরণরূপ ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম দর্শনহেতুও বুঝিতে হইবে যে, 'শূদ্র'শব্দে যে জানশ্রুতির সম্বোধন হইয়াছে, তাহা জাতি-শূদ্রাভিপ্রায়ে নহে ॥ ১। ৩। ৩৪ ॥]

"বহুদায়ী" ইতি দানপতিত্বেন, "বহুপাক্যঃ" ইত্যাদিনা "সর্ব্বত এব-মেতদন্নমৎস্যন্তি" ইত্যন্তেন বহুতরপক্কান্নপ্রদায়িত্ব-প্রতীতেঃ "স হ সংজিহান এব ক্ষত্তারমুবাচ" ইতি ক্ষত্তৃপ্রেষণাদ্ বহুগ্রামপ্রদানাবগত-জনপদাধিপত্যাচ্চ অস্য জানশ্রুতেঃ ক্ষত্রিয়ত্বপ্রতীতেশ্চ, ন চতুর্থবর্ণত্বম্ ॥ ১॥৩॥৩৪ ॥

বলাইতেছ।' অভিপ্রায় এই যে, তুমি যে, স্বীয় শক্তি অনুসারে এই সমস্ত দ্রব্য আহরণ করিয়াছ; তাহার ফলে দীর্ঘকাল গুরুসেবা ব্যতিরেকেও কেবল এই উপায়েই তোমার অভিলষিত ব্রহ্মোপদেশ বিষয়ে আলাপ করাইতে আমাকে বাধ্য করিতেছ; এই কথা বলিয়া তাহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন। অতএব, বিদ্যা-সম্প্রদানের যোগ্যতা-জ্ঞাপনার্থ 'শূদ্র'শব্দে ইহার হৃদয়গত সেই শোকেরই সূচনা করা হইয়াছে; কিন্তু চতুর্থ-বর্ণত্ব (শূদ্রজাতিত্ব) নহে ॥ ১।৩।৩৩ ॥

'বহুদায়ী' এই বাক্যে দান-পতিত্ব শ্রবণহেতু, 'বহুপাক্য' ইত্যাদি—'সর্ব্বত্র এই প্রকার এই অন্ন ভোজন করিবে' ইত্যন্ত বাক্যে বহুতর পক্কান্নদাতৃত্ব প্রতীতি হেতু, 'তিনি (জানশ্রুতি) শয্যাত্যাগ সময়েই ক্ষত্তাকে (সারথিকে) বলিয়াছিলেন,' এই বাক্যোক্ত সারথিপ্রেরণ হেতু এবং বহু গ্রাম প্রদান করায় জনপদ বা প্রদেশাধিপত্য প্রতীতি হেতুও, এই জানশ্রুতির ক্ষত্রিয়ত্ব অবধারিত হইতেছে; সুতরাং তাহার চতুর্থবর্ণত্ব (শূদ্রত্ব) হইতে পারে না ॥ ১।৩।৩৪ ॥

(*) ক্ষত্রিয়ত্বগতেশ্চ' ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

তদেবম্ উপক্রমগতাখ্যায়িকায়াং ক্ষত্রিয়ত্বপ্রতীতিরুক্তা, অধুনা (*) উপসংহারগতাখ্যায়িকায়ামপি ক্ষত্রিয়ত্বমস্য প্রতীয়তে, ইত্যাহ—

উত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ ॥ ১॥৩॥৩৫ ॥

[পদচ্ছেদঃ—উত্তরত্র (পরে) চৈত্ররথেন (চৈত্ররথ পদ দ্বারা) লিঙ্গাৎ (সূচনা হেতু)।]

[সরলার্থঃ—উত্তরত্র প্রকরণে "অথ হ শৌনকঞ্চ কাপেয়ং অভিপ্রতারিণং চ কাক্ষসেনিম্" ইত্যাদৌ চৈত্ররথেন—চিত্ররথবংশীয়েন ক্ষত্রিয়েণ সহযোগাৎ লিঙ্গাৎ জানশ্রুতেঃ ক্ষত্রিয়ত্বম্ অবগম্যতে। অভিপ্রতারিণশ্চ চৈত্ররথত্বং ক্ষত্রিয়ত্বং চ কাপেয়-সহযোগাৎ অবধার্য্যতে ইতিভাবঃ ॥

এই প্রকরণেরই শেষাংশে চৈত্ররথ অভিপ্রতারীর সহিত একযোগে নির্দ্দেশ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, জানশ্রুতিও ক্ষত্রিয়ই বটে, শূদ্র নহে। অভিপ্রতারী যে, চৈত্ররথবংশজাত এবং জাতিতে ক্ষত্রিয়, তাহা 'কাপেয়ের' সহিত একযোগে আহাবাদি নানা উপায়ে অবগত হওয়া যায়॥ ১। ৩। ৩৫ ॥]

অস্য জানশ্রুতেরুপদিশ্যমানায়াম্ অস্যামেব সংবর্গবিদ্যায়াম্ উত্তরত্র কীর্ত্ত্য-মানেন অভিপ্রতারিনাম্না চৈত্ররথেন ক্ষত্রিয়েণাস্য ক্ষত্রিয়ত্বং গম্যতে। কথম্? "অথ হ শৌনকং চ কাপেয়ম্ অভিপ্রতারিণং চ কাক্ষসেনিং পরিবিষ্য-মাণৌ ব্রহ্মচারী বিভিক্ষে" [ছান্দো০ ৪।৩।৫] ইত্যাদিনা "ব্রহ্মচারিন্ নেদ-মুপাস্মহে" ইত্যন্তেন কাপেয়াভিপ্রতারিণোর্ভিক্ষমাণস্য ব্রহ্মচারিণশ্চ সংবর্গ-বিদ্যাসম্বন্ধিত্বং প্রতীয়তে। তেষু চ অভিপ্রতারী ক্ষত্রিয়ঃ, ইতরৌ ব্রাহ্মণৌ; অতোঽস্যাং বিদ্যায়াং ব্রাহ্মণস্য, তদিতরেষু চ ক্ষত্রিয়স্যৈবান্বয়ো দৃশ্যতে, ন

অতএব এই প্রকারে উপক্রমগত উপাখ্যানে ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতীতি কথিত হইল, এখন উপসংহার-গত উপাখ্যানেও ইহার ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতীতি আছে; তজ্জন্য বলিতেছেন—"উত্তরত্র" ইত্যাদি।

এই জানশ্রুতির সম্বন্ধে উপদিষ্ট উক্ত সংবর্গ-বিদ্যাপ্রকরণেই পশ্চাৎ বর্ণনীয় চিত্ররথ-বংশজাত অভিপ্রতারীর ক্ষত্রিয়ত্ব হইতেই ইহারও (জানশ্রুতিরও) ক্ষত্রিয়ত্ব জানা যাইতেছে। কিপ্রকারে? 'পাচক তাহার পরিবেষণ করিতেছে, এমন সময় 'কপিবংশজাত—কাপেয় শৌনক ও কক্ষসেনপুত্র অভিপ্রতারী, এই উভয়ের নিকট ব্রহ্মচারী আসিয়া ভিক্ষা চাহিয়াছিল,' ইত্যাদি—'ব্রহ্মচারিন্ ইহাকে উপাসনা করি না' ইত্যন্ত বাক্যে কাপেয়, অভিপ্রতারী এবং ভিক্ষুক ব্রহ্মচারী, এই তিনেরই সংবর্গবিদ্যায় সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হইতেছে; তন্মধ্যে, অভিপ্রতারী ক্ষত্রিয়, অপর দুইজন ব্রাহ্মণ; সুতরাং এই বিদ্যা-প্রকরণে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণভিন্নের মধ্যে ক্ষত্রিয়ের সম্বন্ধ

(*) 'খ' পুস্তকে তু 'অধুনা' শব্দো নোপলভ্যতে।

শূদ্রস্য; অতোঽস্যাং বিদ্যায়ামন্বিতাদ্ রৈকাদ্ ব্রাহ্মণাদ্ অন্যস্য জানশ্রুতেরপি ক্ষত্রিয়ত্বমেব যুক্তং, ন চতুর্থবর্ণত্বম্। নন্বস্মিন্ প্রকরণেঽভিপ্রতারিণশ্চৈত্ররথত্বং ক্ষত্রিয়ত্বং চ ন শ্রুতম্; তৎ কথমস্যাভিপ্রতারিণশ্চৈত্ররথত্বম্ কথং বা ক্ষত্রিয়ত্বম্? তত্রাহ—"লিঙ্গাৎ" ইতি। "অথ হ শৌনকং চ কাপেয়মভিপ্রতারিণং চ কাক্ষসেনিম্" [ছান্দো° ৪।৩।৫] ইত্যভিপ্রতারিণঃ কাপেয়সাহচর্য্যাৎ লিঙ্গাৎ অস্যাভিপ্রতারিণঃ কাপেয়-সম্বন্ধঃ প্রতীয়তে; অন্যত্র চ "এতেন বৈ চৈত্ররথং কাপেয়া অযাজয়ন্" ইতি কাপেয়সম্বন্ধিনশ্চৈত্ররথত্বং শ্রূয়তে। তথা চৈত্ররস্য ক্ষত্রিয়ত্বং "তস্মাচ্চৈত্ররথো নামৈকঃ ক্ষত্রপতিরজায়ত" ইতি; অতোঽভিপ্রতারিণশ্চৈত্ররথত্বং ক্ষত্রিয়ত্বং চ গম্যতে ॥১॥৩॥৩৫॥

তদেবং ন্যায়বিরোধিনি শূদ্রস্যাধিকারে লিঙ্গং নোপলভ্যত ইত্যুক্তম্; ইদানীং ন্যায়সিদ্ধঃ শূদ্রস্যানধিকারঃ শ্রুতি-স্মৃতিভিরনুগৃহ্যতে, ইত্যাহ—

সংস্কারপরামর্শাৎ তদভাবাভিলাপাচ্চ ॥১॥৩॥৩৬॥

[পদচ্ছেদঃ—সংস্কার-পরামর্শাৎ (উপনয়নসংস্কারের উল্লেখ থাকায়), তদভাবাভিলাপাৎ (সংস্কারাভাবের উল্লেখ থাকায়) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—বিদ্যোপদেশে "উপ গত্বা নেষ্যে" ইত্যুপনয়নসংস্কার-পরামর্শাৎ শূদ্রে চ তদভাবস্য অভিলাপাৎ উল্লেখাৎ অপি [শূদ্রস্য অনধিকারঃ ইতি শেষঃ]।

যেহেতু ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ-প্রসঙ্গে উপনয়ন-সংস্কারের আবশ্যকতা উল্লিখিত হইয়াছে, এবং যেহেতু শূদ্রের পক্ষে উপনয়ন সংস্কার প্রতিসিদ্ধ হইয়াছে, সেই হেতুই ব্রহ্মবিদ্যায় শূদ্রের অধিকার নাই ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩৬ ॥]

দেখা যাইতেছে; কিন্তু শূদ্রের সম্বন্ধ নাই। অতএব, এই প্রকরণসম্বদ্ধ ব্রাহ্মণজাতীয় রৈক হইতে পৃথক্—জানশ্রুতিরও ক্ষত্রিয়ত্ব হওয়াই যুক্তিসম্মত; চতুর্থ বর্ণত্ব (শূদ্রত্ব) নহে।

প্রশ্ন হইতেছে যে, এই প্রকরণে অভিপ্রতারীর চৈত্ররথত্ব কিংবা ক্ষত্রিয়ত্ব ধর্ম্ম ত পরিশ্রুত হয় নাই, অতএব এই অভিপ্রতারীরই বা চৈত্ররথত্ব এবং ক্ষত্রিয়ত্ব [সিদ্ধ হয়] কি প্রকারে? তাহাতে বলিতেছেন—লিঙ্গ 'হইতে', 'শৌনক কাপেয় এবং কাক্ষসেনি অভিপ্রতারীকে' এই স্থানে কাপেয়ের সহিত একযোগে উল্লেখ থাকায় অভিপ্রতারীর কাপেয়-সম্বন্ধ প্রতীতি হইতেছে; 'অন্যত্রও আছে—'কাপেয়গণ ইহা দ্বারাই চৈত্ররথের যাজন করিয়াছিলেন,' এইস্থলে কাপেয় সম্বন্ধীর চৈত্ররথত্ব শুনা যাইতেছে; 'তাহা হইতে চৈত্ররথনামক একজন ক্ষত্রপতি হইয়াছিলেন,' এইস্থলে চৈত্ররথের ক্ষত্রিয়ত্বও জানা যাইতেছে। অতএব অভিপ্রতারীর চৈত্ররথত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব, উভয়ই জানা যাইতেছে ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩৫ ॥

ব্রহ্মবিদ্যোপদেশপ্রদেশেষু (*) উপনয়নসংস্কারঃ পরামৃশ্যতে—"উপ ত্বা নেষ্যে", "তং হোপনিন্যে" [আপস্তম্ব° শ্রৌত সূ°] ইত্যাদিষু। শূদ্রস্য চোপনয়নাদিসংস্কারাভাবোঽভিলপ্যতে—"ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিন্ন চ সংস্কারমর্হতি" [মনু° ১০।১২৬] ইতি, "চতুর্থো বর্ণ একজাতি র্ন চ সংস্কারমর্হতি" [গৌতম স° ১০।৯] ইত্যাদিষু ॥১॥৩॥৩৬॥

তদভাবনির্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ ॥১॥৩॥৩৭॥

[পদচ্ছেদঃ—তদভাব-নির্ধারণে (তাহার—শূদ্রত্বের অভাব নির্দ্ধারণ হইলে পর) চ (ও) প্রবৃত্তেঃ (যেহেতু প্রবৃত্তি) ।]

[সরলার্থঃ—শুশ্রূষোর্জ্জাবালস্য শূদ্রত্বাভাবনিশ্চয়ে সতি "নৈতদ্ অব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি, সমিধং সোম্যাহর, উপ ত্বা নেষ্যে" ইতি বিদ্যোপদেশে প্রবৃত্তেশ্চ ন জাতিশূদ্রস্যাধিকারোঽস্তি ইতি ভাবঃ ॥

ব্রহ্মবিদ্যাগ্রহণেচ্ছু জাবাল শূদ্র নহে, ইহা নিশ্চয় হইলে পরই তাহার উদ্দেশে গুরুর উপদেশ-প্রদানে প্রবৃত্তি হেতুও বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মবিদ্যাগ্রহণে শূদ্রের অধিকার নাই ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩৭ ॥]

"নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি, সমিধং সোম্যাহর" [ছান্দো° ৪।৪।৬] ইতি শুশ্রূষোর্জ্জাবালস্য শূদ্রত্বাভাবনির্ধারণে সত্যেব ব্রহ্ম-(†) বিদ্যোপদেশ-প্রবৃত্তেশ্চ ন শূদ্রস্যাধিকারঃ ॥১॥৩॥৩৭॥

এইরূপে যুক্তিবিরুদ্ধ শূদ্রাধিকার বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই, ইহা উক্ত হইল, এখন বলা হইতেছে যে, শূদ্রের অনধিকারই যুক্তি সম্মত। এবং শ্রুতি-স্মৃতির অনুমোদিত।

'ব্রহ্মবিদ্যোপদেশপ্রকরণে 'তোমাকে উপনীত করিব', 'তাহাকে উপনীত করিয়াছিলেন' ইত্যাদি স্থলে উপনয়ন সংস্কার সম্বন্ধে চিন্তা দৃষ্ট হইতেছে ; অথচ 'শূদ্রে কোন প্রকার পাতক নাই, এবং শূদ্র সংস্কারার্হও নহে' ; 'চতুর্থ বর্ণ (শূদ্র) একজাতি অর্থাৎ উপনয়নসংস্কার-জনিত দ্বিজত্বধর্ম্ম-রহিত, এবং কোন সংস্কারার্হও নহে,' ইত্যাদি স্থলে শূদ্রের উপনয়ন-সংস্কারের অভাবই অভিহিত হইয়াছে ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩৬ ॥

ব্রাহ্মণ না হইলে কথনই ইহা (এরূপ সত্য, বাক্য) বলিতে পারে না,' এইরূপে, শ্রবণেচ্ছু জাবালের শূদ্রত্বাভাব নিশ্চিত হওয়ার পরই ব্রহ্ম-বিদ্যা-বিষয়ক উপদেশ প্রদানে প্রবৃত্তি হইতেও শূদ্রের অধিকারাভাব [সিদ্ধ হইতেছে] ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩৭ ॥

(*) বিদ্যোপদেশেষু' ইতি 'খ' পাঠঃ।

(†) 'খ' পুস্তকে 'ব্রহ্মপদং' নাস্তি।

শ্রবণাধ্যয়নার্থ-প্রতিষেধাৎ ॥১॥৩॥৩৮॥

[পদচ্ছেদঃ—শ্রবণাধ্যয়নার্থ-প্রতিষেধাৎ (যেহেতু শ্রবণ ও অধ্যয়নের নিষেধ রহিয়াছে।] ৩৮

[সরলার্থঃ—"পদ্যু হ বা এতৎ শ্মশানং, যৎ শূদ্রঃ ; তস্মাৎ শূদ্রসমীপে নাধ্যেতব্যম্" ইতি ; যস্য শ্রবণেঽপি নাধিকারঃ, কিমু বক্তব্যম্ তস্যাধ্যয়নে অনধিকার ইতি ; তস্মাৎ শূদ্রস্য নাস্ত্যধিকারঃ ॥

'ইহা একটী গমনশীল (জঙ্গম) শ্মশান, যাহার নাম শূদ্র ; সেইহেতু শূদ্রসমীপে অধ্যয়ন করিবে না'। যাহার বেদশ্রবণেও অধিকার নাই, তাহার যে, অধ্যয়নে অনধিকার, তাহা ত আর বক্তব্যই নহে ; অতএব [ব্রহ্মবিদ্যায়] নিশ্চয়ই শূদ্রের অধিকার নাই ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩৮ ॥]

শূদ্রস্য বেদশ্রবণ-তদধ্যয়ন-তদর্থানুষ্ঠানানি প্রতিষিধ্যন্তে—"পদ্যু হ বা এতচ্ছ্মশানং, যচ্ছূদ্রঃ ; তস্মাচ্ছূদ্রসমীপে নাধ্যেতব্যম্", "তস্মাচ্ছূদ্রো বহুপশুরযজ্ঞীয়ঃ" ইতি। বহুপশুঃ পশুসদৃশ ইত্যর্থঃ। অনুপশৃণ্বতোঽধ্যয়ন-তদর্থজ্ঞান-তদর্থানুষ্ঠানানি ন সম্ভবন্তি ; অতস্তান্যপি প্রতিষিদ্ধান্যেব ॥১॥৩॥৩৮॥

স্মৃতেশ্চ ॥১॥৩॥৩৯॥

[পদচ্ছেদঃ—স্মৃতেঃ (স্মৃতিশাস্ত্রহেতু) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—শূদ্রস্য বেদশ্রবণাদৌ দণ্ডবিধায়িকায়াঃ "অথ হাস্য বেদমুপশৃণ্বতঃ ত্রপু-জতুভ্যাং শ্রোত্রপ্রতিপূরণং, উদাহরণে জিহ্বাচ্ছেদঃ, ধারণে শরীরভেদঃ" ইত্যাদেঃ স্মৃতেশ্চ নাস্তি শূদ্রস্য ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারঃ।

শূদ্রের বেদশ্রবণাদি বিষয়ে, 'শূদ্র বেদ শ্রবণ করিলে গালা ও শিশা দ্বারা তাহার কর্ণবিবর পূর্ণ করিবে, উচ্চারণ করিলে জিহ্বাচ্ছেদন করিবে, ধারণ করিলে শরীর বিদারণ করিবে', ইত্যাদি দণ্ডবিধায়ক স্মৃতিশাস্ত্র হইতেও প্রমাণ হইতেছে যে, শূদ্রের বিদ্যাগ্রহণে অধিকার নাই ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩৯ ॥]

এই যে শূদ্রজাতি, ইহা 'পদযুক্ত অর্থাৎ গমনশীল শ্মশানস্বরূপ ; সেই হেতু শূদ্রসমীপে অধ্যয়ন করিবে না,' 'সেই হেতু 'বহুপশু' অর্থাৎ পশু অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন শূদ্র যজ্ঞার্হ নহে' ; এই সমস্ত শ্রুতিতে শূদ্রের বেদশ্রবণ, বেদাধ্যয়ন ও বেদার্থজ্ঞান, এতৎ সমস্তই প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। 'বহুপশু' অর্থ—পশুর সমান। যাহার বেদ-শ্রবণেও কর্তৃত্ব নাই, তাহার পক্ষে ত বেদাধ্যয়ন, বেদার্থজ্ঞান এবং তদুপদিষ্ট বিষয়ের অনুষ্ঠান করা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না ; অতএব তৎসমস্তও নিশ্চয়ই প্রতিষিদ্ধ হইতেছে ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩৮ ॥

স্মর্যতে চ শ্রবণাদিনিষেধঃ—"অথ হাস্য বেদমুপশৃণ্বতঃ ত্রপু-জতুভ্যাং শ্রোত্রপ্রতিপূরণম্, উদাহরণে জিহ্বাচ্ছেদো ধারণে শরীরভেদঃ" [গৌতম-ধর্ম্ম০ ২।১২।৩] ইতি, "ন চাস্যোপদিশেৎ ধর্ম্মং ন চাস্য ব্রতমাদিশেৎ" [মনু০ ৪।৮০] ইতি চ ; অতঃ শূদ্রস্যানধিকার ইতি সিদ্ধম্ ॥

[শাঙ্করমত-নিরসনম্—]

যে তু নির্ব্বিশেষ-চিন্মাত্রং ব্রহ্মৈব পরমার্থঃ ; অন্যৎ সর্ব্বং মিথ্যাভূতম্ ; বন্ধশ্চাপারমার্থিকঃ ; স চ বাক্যজন্য-বস্তুযাথাত্ম্য-জ্ঞানমাত্রনিবর্ত্ত্যঃ ; তন্নিবৃত্তিরেব মোক্ষঃ, ইতি বদন্তি। তৈর্ব্রহ্মজ্ঞানে শূদ্রাদেরনধিকারো বক্তুং ন শক্যতে ; অনুপনীতস্যানধীতবেদস্য অশ্রুতবেদান্তবাক্যস্যাপি যস্মাৎ কস্মাচ্চিদপি নির্ব্বিশেষচিন্মাত্রং ব্রহ্মৈব পরমার্থঃ, অন্যৎ সর্ব্বং তস্মিন্ মিথ্যাভূতং পরিকল্পিতম্, ইতি বাক্যাদ্ বস্তু-যাথাত্ম্যজ্ঞানোৎপত্তেঃ, তাবতৈব বন্ধনিবৃত্তেশ্চ। ন চ তত্ত্বমস্যাদিবাক্যেনৈব জ্ঞানোৎপত্তিঃ কার্য্যা, ন বাক্যান্তরেণ, ইতি নিয়ন্তুং শক্যম্ ; জ্ঞানস্যাপুরুষতন্ত্রত্বাৎ, সত্যাং সামগ্র্যামনিচ্ছতোঽপি জ্ঞানোৎপত্তেঃ। ন চ বেদবাক্যাদেব বস্তুযাথাত্ম্যজ্ঞানে সতি বন্ধনিবৃত্তির্ভবতীতি বক্তুং শক্যম্ ;

স্মৃতিশাস্ত্রেও বেদশ্রণাদির নিষেধ নিবদ্ধ হইয়াছে ; যথা—'বেদশ্রবণকারী এই (শূদ্রের) কর্ণবিবর গালা ও শিশা দ্বারা পূর্ণ করা, উচ্চারণে জিহ্বাচ্ছেদ, এবং ধারণে শরীর-বিদারণ [কর্ত্তব্য'] ইতি, 'ইহার সম্বন্ধে ধর্ম্মোপদেশ দিবে না, এবং ইহাকে ব্রতানুষ্ঠানেরও উপদেশ দিবে না' ইতি। অতএব [বিদ্যাগ্রহণে যে,] শূদ্রের অধিকার নাই, ইহা সিদ্ধ হইল ॥

শাঙ্করমত-খণ্ডন।

যাহারা বলিয়া থাকেন যে, নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মই পরমার্থ সত্য ; তদ্ভিন্ন সমস্তই মিথ্যা ; বন্ধও অপারমার্থিক বা অসত্য ; কিন্তু ['তত্ত্বমসি' প্রভৃতি] বাক্যজনিত জ্ঞান দ্বারা তাহার নিবৃত্তি করা যায়, এবং তাহার নিবৃত্তিই মোক্ষ। বস্তুতঃ তাহারা ব্রহ্মজ্ঞানে শূদ্রাদির অনধিকার বলিতে পারেন না ; কেন না, যে লোক উপনীত হয় নাই এবং বেদ অধ্যয়ন করে নাই অথবা বেদান্তও শ্রবণ করে নাই, তাহার পক্ষেও 'চিন্মাত্র ব্রহ্মই পরমার্থ সত্য, অন্য সমস্তই তাঁহাতে পরিকল্পিত—স্বরূপতঃ মিথ্যা', এইরূপ যে কোনও বাক্য হইতে বস্তুবিষয়ক যাথাত্ম্য-জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে, এবং কেবল তাহা দ্বারাই বন্ধেরও নিবৃত্তি সাধিত হইতে পারে। আর যে, কেবল "তৎ ত্বম্ অসি" ইত্যাদি বাক্যেই জ্ঞানোৎপাদন করিতে হইবে, বাক্যান্তরে নহে ; এরূপও নিয়ম করা যাইতে পারে না ; কারণ, জ্ঞান কখনই পুরুষতন্ত্র বা জ্ঞাতার অধীন নহে, যেহেতু জ্ঞানোৎপত্তির কারণরাশি উপস্থিত থাকিলে, ইচ্ছা না করিলেও জ্ঞানোৎপত্তি হইয়া থাকে। আর এ কথাও বলিতে পারা যায় না যে, বেদবাক্য হইতেই বস্তু-যাথাত্ম্যজ্ঞান হইলে অবশ্য বন্ধনিবৃত্তি হইবে (নচেৎ হইবে না)।

যেন কেনাপি বস্তুযাথাত্ম্য-জ্ঞানে সতি ভ্রান্তিনিবৃত্তেঃ। পৌরুষেয়াদপি নির্ব্বিশেষ-চিন্মাত্রং ব্রহ্ম পরমার্থঃ, অন্যৎ সর্ব্বং মিথ্যাভূতম্, ইতি বাক্যাৎ জ্ঞানোৎপত্তেঃ, তাবতৈব ভ্রমনিবৃত্তেশ্চ। যথা পৌরুষেয়াদপি আপ্তবাক্যাৎ শুক্তিকা-রজতাদিভ্রান্তিঃ ব্রাহ্মণস্য শূদ্রাদেরপি নিবর্ত্ততে, তদ্বদেব শূদ্রস্যাপি বেদবিৎসম্প্রদায়াগত-(*) বাক্যাদ্ বস্তুযাথাত্ম্যজ্ঞানেন জগদ্ভ্রমনিবৃত্তিরপি ভবিষ্যতি। "ন চাস্যোপদিশেদ্ ধর্ম্মম্" ইত্যাদিনা বেদবিদঃ শূদ্রাদিভ্যো ন বদন্তীতি চ ন শক্যং বক্তুম্, তত্ত্বমস্যাদিবাক্যাবগত-ব্রহ্মাত্মভাবানাং বেদশিরসি বর্ত্তমানতয়া দগ্ধাখিলাধিকারত্বেন নিষেধশাস্ত্রস্য কিঙ্করত্বাভাবাৎ, (†) অতিক্রান্তনিষেধৈর্ব্বা কৈশ্চিদুক্তাদ্ বাক্যাৎ শূদ্রাদের্জ্ঞানমুৎপদ্যত এব।

ন চ বাচ্যম্—শুক্তিকাদৌ রজতাদিভ্রমনিবৃত্তিবৎ পৌরুষেয়-বাক্যজন্য-তত্ত্বজ্ঞানসমনন্তরং শূদ্রস্য জগদ্ভ্রমো ন নিবর্ত্তত ইতি; তত্ত্বমস্যাদিবাক্য-

---

কেননা, যে কোন উপায়ে বস্তুবিষয়ক যথার্থ-জ্ঞান সমুৎপন্ন হইলেই ভ্রান্তির নিবৃত্তি হইতে পারে; যেহেতু 'নির্ব্বিশেষ চিন্ময় ব্রহ্মই যথার্থ সত্য, তদ্ভিন্ন সমস্তই মিথ্যা,' এবংবিধ পৌরুষের (যাহা বেদোক্ত নহে, এমন) বাক্য হইতেও জ্ঞানোৎপত্তি এবং কেবল তাহা দ্বারাই ভ্রান্তিরও নিবৃত্তি হইতে পারে। আপ্ত-পুরুষোক্ত বাক্য হইতে যেমন ব্রাহ্মণের ন্যায় শূদ্রাদিরও শুক্তি-রজতাদি-গত ভ্রমের নিবৃত্তি হইয়া থাকে, ঠিক তেমনি বেদজ্ঞ সম্প্রদায়-পরম্পরাক্রমে সমাগত বাক্য হইতে সমুৎপন্ন বস্তু-যাথার্থ্যজ্ঞানে শূদ্রেরও জগদ্ভ্রান্তি নিবৃত্তি হইবে, (ইহাতে আর বাধা কি?)। আর "নচাস্যোপদিশেৎ ধর্ম্মম্" ইত্যাদি বাক্যানুসারে বেদবিদ্গণ যে, শূদ্রাদিকে উপদেশ প্রদান করেন না, একথাও বলিতে পারা যায় না; কারণ, "তৎ ত্বম্ অসি" ইত্যাদি বাক্য হইতে যাহাদের ব্রহ্মাত্মভাব পরিজ্ঞাত হইয়াছে, তাহারা ত বেদেরও উপরে অবস্থিত অর্থাৎ বেদবিধিরও অতীত; সুতরাং স্বকৃত সমস্ত কর্ম্ম দগ্ধ হইয়া যাওয়ায় তাহারা আর নিষেধশাস্ত্রেরও দাস বা আজ্ঞাবহ থাকেন না; অথবা কেহ যদি নিষেধশাস্ত্র অতিক্রম করিয়াও ঐরূপ বাক্য উচ্চারণ করে, তাহা হইলে, তাহা হইতেও অবশ্যই শূদ্রাদির তত্ত্ব-জ্ঞান সমুৎপন্ন হইতে পারে।

আর এ কথাও বলা যাইতে পারে না যে, শুক্তিকাদিগত রজতভ্রম-নিবৃত্তির ন্যায় পৌরুষেয় বা লৌকিক বাক্য-জন্য তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পরেও শূদ্রের জগদ্ভ্রম নিবৃত্তি হয় না; যেহেতু

(*) দায়াবগত' ইতি (ক, গ) পাঠঃ।

(†) 'শাস্ত্রস্যাকিঙ্কিৎকরত্বাভাবাৎ' ইতি 'ক'পাঠং উপেক্ষ্য প্রমাণান্তরানুগৃহীতঃ পাঠ এবাত্র পরিগৃহীতঃ। তচ্চ প্রমাণম্—"দগ্ধাখিলাধিকারত্বাৎ ব্রহ্মজ্ঞানাগ্নিনা মুনিঃ। বর্ত্তমানঃ শ্রুতের্মূর্দ্ধ্নি নৈব স্যাৎ বেদকিঙ্করঃ॥" ইত্যাদি নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধ্যাদৌ উক্তম্।

শ্রবণসমনন্তরং ব্রাহ্মণস্যাপি জগদ্‌ভ্রমানিবৃত্তেঃ। নিদিধ্যাসনেন দ্বৈতবাসনায়াং নিরস্তায়ামেব তত্ত্বমস্যাদিবাক্যং নিবর্ত্তকজ্ঞানমুৎপাদয়তীতি চেৎ; পৌরুষেয়বাক্যমপি শূদ্রাদেস্তথৈব, ইতি ন কশ্চিদ্বিশেষঃ। নিদিধ্যাসনং হি নাম ব্রহ্মাত্মভাবাভিধায়ি বাক্যং যদর্থপ্রতিপাদনযোগ্যং, তদর্থভাবনা; সৈব বিপরীতবাসনাং নিবর্ত্তয়তীতি দৃষ্টার্থত্বং নিদিধ্যাসনবিধের্ব্রূষে, বেদানুবচনাদীন্যপি বিবিদিষোৎপত্তাবেব উপযুজ্যন্তে, ইতি শূদ্রস্যাপি বিবিদিষায়াং জাতায়াং পৌরুষেয়বাক্যাৎ নিদিধ্যাসনাদিভির্ব্বিপরীতবাসনায়াং নিরস্তায়াং জ্ঞানমুৎপৎস্যতে, তেনৈব অপারমার্থিকো বন্ধো নিবর্ত্তিষ্যতে। অথবা তর্কানুগৃহীতাৎ প্রত্যক্ষাদনুমানাচ্চ নির্ব্বিশেষ-স্বপ্রকাশচিন্মাত্র-প্রত্যগ্‌বস্তুন্যজ্ঞানসাক্ষিত্বং, তৎকৃতবিবিধবিচিত্র-জ্ঞাতৃজ্ঞেয়বিকল্পরূপং কৃৎস্নং জগচ্চ অধ্যস্তমিতি নিশ্চিত্য এবংভূতপরিশুদ্ধ-প্রত্যগ্বস্তুনি অনবরতভাবনয়া বিপরীতবাসনাং নিরস্য তদেব প্রত্যগ্বস্তু সাক্ষাৎকৃত্য শূদ্রাদয়োঽপি বিমোক্ষ্যন্তে, ইতি মিথ্যাভূতবিচিত্রৈশ্বর্য্য-বিচিত্রসৃষ্ট্যাদ্যলৌকিকানন্তবিশেষাবলম্বিনা বেদান্তবাক্যেন ন কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমিহ দৃশ্যতে, ইতি শূদ্রাদী-

---

"তৎ ত্বম্ অসি" বাক্য শ্রবণের অনন্তর অনেক ব্রাহ্মণেরও ত জগদ্‌ভ্রম নিবৃত্তি হয় না। যদি বল, নিদিধ্যাসন (ধ্যেয় বিষয়ে চিত্তের একতানতা) দ্বারা দ্বৈতবাসনা নিবৃত্ত হইলেই "তৎ ত্বম্ অসি" প্রভৃতি বাক্য ভ্রমনিবর্ত্তক জ্ঞান সমুৎপাদন করিয়া থাকে, (তৎপূর্ব্বে নহে); তাহা হইলে শূদ্রের সম্বন্ধে পৌরুষেয় বাক্যও ঠিক তদ্রূপই হইবে, কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 'নিদিধ্যাসন' অর্থ —ব্রহ্মাত্মভাববোধক বাক্য যে অর্থ প্রতিপাদনে সমর্থ, সেই বিষয়ের ভাবনা (চিন্তাপ্রবাহ); সেই ভাবনাই তদ্বিষয়ক বিপরীত বাসনার নিবৃত্তি সাধন করে; এইজন্য নিদিধ্যাসন-বিধির দৃষ্টার্থতা (যাহার প্রয়োজন বা ফল ইহলোকেই দৃষ্ট হয়), বলিয়া থাকে; এবং বেদানুশীলনকেও বিবিদিষা-(জ্ঞানেচ্ছা) উৎপাদনেই উপযোগী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে; সুতরাং পৌরুষেয় বাক্য হইতে শূদ্রেরও বিবিদিষা সমুৎপন্ন হইলে পর নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা [জগৎ-মিথ্যাত্বের] বিপরীত সংস্কার (ধারণা) নিবারিত হইয়া গেলে শূদ্রেরও তত্ত্ব-জ্ঞান উৎপন্ন হইবে এবং তাহা দ্বারাই অসত্য বন্ধও নিবৃত্ত হইয়া যাইবে। অথবা, নির্ব্বিশেষ ও স্বপ্রকাশ চৈতন্যময় পরমাত্মায় বহুবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-কল্পনাত্মক সমস্ত জগৎ সমারোপিত আছে; যুক্তিসম্মত প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণের সাহায্যে এইরূপ অবধারণ হইলে পর, উক্তপ্রকার পরিশুদ্ধ পরমাত্মাতে নিরন্তর ভাবনা দ্বারা জগৎ-সত্যতা সংস্কারকে বিদূরিত করিয়া সর্ব্বব্যাপী সেই প্রত্যক্ষ চৈতন্যকে প্রত্যক্ষ করিয়া শূদ্র প্রভৃতিরাও বিমুক্তিলাভ করিতে পারিবে। অতএব, মিথ্যাভূত বিচিত্র ঐশ্বর্য্য ও সৃষ্টি প্রভৃতি অনন্ত অলৌকিক বিশেষাবগাহী বেদান্ত-

নামেব ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারঃ সুশোভনঃ। অনেনৈব ন্যায়েন ব্রাহ্মণাদীনামপি ব্রহ্মবেদনসিদ্ধেরুপনিষচ্চ তপস্বিনী দত্তজলাঞ্জলিঃ স্যাৎ।

ন চ বাচ্যং—নৈসর্গিকলোকব্যবহারে ভ্রাম্যতোঽস্য কেনচিৎ 'অয়ং লোকব্যবহারো ভ্রমঃ, পরমার্থস্ত্বেবম্' ইতি সমর্পিতে (*) সত্যেব প্রত্যক্ষানুমানবৃত্তবুভুৎসা জায়ত ইতি তৎসমর্পিকা শ্রুতিরপ্যাস্থেয়েতি। যতো ভবভয়ভীতানাং সাঙ্খ্যাদয় এব প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং বস্তুনিরূপণং কুর্ব্বন্তঃ প্রত্যক্ষানুমানবৃত্তবুভুৎসাং জনয়ন্তি; বুভুৎসায়াং জাতায়াং চ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যামেব বিবিক্তস্বভাবাভ্যাং নিত্যশুদ্ধস্বপ্রকাশাদ্বিতীয়কূটস্থ-চৈতন্যমেব সৎ, অন্যৎ সর্ব্বং তস্মিন্ অধ্যস্তম্ ইতি সুবিবেচম্। এবংভূতে স্বপ্রকাশে বস্তুনি শ্রুতিসমধিগম্যবিশেষান্তরং চ নাভ্যুপগম্যতে; অধ্যস্তাতদ্রূপনিবর্ত্তিনী হি শ্রুতিরপি ত্বন্মতে। ন চ সত আত্মন আনন্দরূপতাজ্ঞানায়োপনিষদাস্থেয়া; চিদ্রূপতায়া এব সকলেতরাতদ্রূপব্যাবৃত্তায়াঃ তদ্রূপত্বাৎ (†)।

বাক্যেব আর কিছুমাত্র প্রয়োজন পরিদৃষ্ট হইতেছে না; অতএব শূদ্রাদির পক্ষেই ব্রহ্মবিদ্যাধিকার সমধিক শোভন হইতেছে। ব্রাহ্মণাদিব পক্ষেও উক্ত নিয়মেই ব্রহ্মজ্ঞানসিদ্ধির সম্ভাবনা হেতু উপনিষৎ বেচারীকেও জলাঞ্জলি দেওয়া হয়।

একথাও বলা যাইতে পারে না যে, যে লোক অনাদি কাল হইতে স্বাভাবিক লোকব্যবহারে বিভ্রান্ত, কোন লোক যদি তাহাকে বলে যে, 'এই সমস্ত লৌকিক ব্যবহার ভ্রমাত্মক, পরমার্থ (প্রকৃত সত্য) বস্তুটি এই প্রকাব', এইরূপ উপদেশ প্রদানের পবই তাহার প্রত্যক্ষ ও অনুমানাবগত বিষয়ে বুভুৎসা (জানিতে ইচ্ছা) সমুৎপন্ন হইয়া থাকে; এই কারণে তদনুকূল শ্রুতিরও আশ্রয় গ্রহণ করা আবশ্যক হইয়া থাকে। [ইহার উত্তর—] তাহার হেতু এই যে, প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সাহায্যে বস্তুতত্ত্ব নিরূপণ করতঃ সাংখ্যাদি-দার্শনিকগণই সংসারভয়কাতব লোকদিগেব প্রত্যক্ষ ও অনুমানবিষয়ক ব্যবহারে বুভুৎসা (বোধেচ্ছা) উৎপাদন করিয়া থাকেন। সেই বুভুৎসা সমুৎপন্ন হইলেই ত নির্দোষ প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সাহায্যে 'নিত্যশুদ্ধ, স্বপ্রকাশ অদ্বিতীয় কূটস্থ চৈতন্যই সৎ, অপর সমস্তই তাঁহাতে অধ্যস্ত', ইহা সুন্দররূপে বিবেচনা করা যাইতে পারে। আর এবম্ভূত স্বপ্রকাশ পরমাত্মাতে শ্রুতি-গম্য অন্যান্য বিশেষ ধর্ম্মও স্বীকৃত হয় না; কেননা, তোমার মতে শ্রুতিও কেবল অধ্যস্ত মিথ্যারূপেরই নিবর্ত্তক, (বিশেষ ধর্ম্মবোধক নহে)। সৎস্বরূপ আত্মার আনন্দরূপতা জ্ঞানের জন্য যে, উপনিষদের আশ্রয় করিতেই হইবে, তাহাও নহে; কারণ, মিথ্যাভূত অপর সমস্ত পদার্থ হইতে পৃথগ্‌ভূত যে চৈতন্য, প্রকৃতপক্ষে আনন্দই তাহার স্বাভাবিক রূপ।

(*) সমর্থিতে' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(†) আনন্দরূপত্বাৎ' ইতি 'খ' পাঠঃ।

যস্য তু মোক্ষসাধনতয়া বেদান্তবাক্যৈর্বিহিতং জ্ঞানমুপাসনরূপম্, তচ্চ পরব্রহ্মভূতপরমপুরুষপ্রীণনম্, তচ্চ শাস্ত্রৈকসমধিগম্যম্, উপাসনশাস্ত্রং চোপনয়নাদিসংস্কার-সংস্কৃতাধীতস্বাধ্যায়জনিতং জ্ঞানং বিবেকবিমোকাদি সাধনানুগৃহীতমেব স্বোপায়তয়া স্বীকরোতি; এবংরূপোপাসনপ্রীতঃ পুরুষোত্তম উপাসকং স্বাভাবিকাত্মযাথাত্ম্যজ্ঞানদানেন কর্ম্মজনিতাজ্ঞানং নাশয়ন্ বন্ধাৎ মোচয়তীতি পক্ষঃ; তস্য যথোক্তয়া রীত্যা (*) শূদ্রাদেরনধিকার উপপদ্যতে ॥১॥৩॥৩৯॥ [নবমং অপশূদ্রাধিকরণং সমাপ্তম্]

তদেবং প্রসক্তানুপ্রসক্তাধিকারকথাং পরিসমাপ্য প্রকৃতস্যাঙ্গুষ্ঠপ্রমিতস্য ভূতভব্যেশিতৃত্বাবগত-পরব্রহ্মভাবোত্তম্ভনং হেত্বন্তরমাহ—

প্রমিতাধিকরণশেষঃ।] **কম্পনাৎ ॥১॥৩॥৪০॥**

[পদচ্ছেদঃ—কম্পনাৎ (কম্পন—জগতের পরিস্পন্দন হেতু)।]

[সরলার্থঃ—প্রাসঙ্গিকং অধিকারবিচারং পরিসমাপ্য ইদানীং প্রকৃতমনুসরতি। অঙ্গুষ্ঠমাত্রপরিমিতত্ববোধকপ্রকরণে "যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং, মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্" ইত্যত্র অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিতঃ 'প্রাণ'শব্দনির্দ্দিষ্টঃ কিং পঞ্চবৃত্তিঃ প্রাণঃ, উত পরমাত্মা? ইতি সংশয়ঃ। তত্রোচ্যতে—অঙ্গুষ্ঠপরিমিতঃ প্রাণঃ পরমাত্মা, নতু অন্যঃ। কুতঃ? কম্পনাৎ—এতস্যৈব ভয়াৎ অগ্নি-বায়ু-সূর্য্যেন্দ্র-প্রভৃতি-নিখিলজগতঃ পরিস্পন্দশ্রবণাৎ। নহি পরমাত্মানং অপহায় ঈদৃশানাং মহামহিম্নাং ভয়াৎ পরিচরণং সম্ভবতীতি ভাবঃ॥

প্রাসঙ্গিক অধিকার-বিচার শেষ করিয়া এখন প্রকৃত বিষয়ের আলোচনা করা হইতেছে—অঙ্গুষ্ঠপরিমাণত্ব-প্রতিপাদক প্রকরণের মধ্যে এইরূপ লিখিত আছে যে, 'এই যে-কিছু জগৎ, প্রাণের চেষ্টায়ই তাহারা চেষ্টা বা ক্রিয়া করিয়া থাকে; ইহা উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহাভয়ঙ্কর', এই স্থানে অঙ্গুষ্ঠপরিমিত প্রাণ অর্থ কি পঞ্চবৃত্তি বায়ু? অথবা পরমাত্মা? তদুত্তরে বলিতেছেন—পরমাত্মাই এখানে 'প্রাণ' শব্দের অর্থ, অন্য নহে। কারণ? কম্পন অর্থাৎ অগ্নি বায়ু প্রভৃতি জগতের যথানিয়মে ক্রিয়া সম্পাদনই তাহার কারণ; কেননা, তাদৃশ ক্ষমতাপন্ন অগ্নি প্রভৃতির কখনই পরমাত্মা ভিন্ন অপর কাহারও নিকট ভীত হইয়া কার্য্য করা সম্ভবপর হয় না ॥ ১। ৩। ৪০ ॥]

কিন্তু যাহার মতে—[স্বমতে] মোক্ষ-সাধনরূপে বেদান্তোপদিষ্ট জ্ঞান উপাসনাস্বরূপ; সেই উপাসনাও পরব্রহ্মস্বরূপ পরমপুরুষ ভগবানেরই প্রীতি-সম্পাদনরূপ, তাহাও আবার একমাত্র শাস্ত্রগম্য; সেই উপাসনা-প্রতিপাদক শাস্ত্রও আবার উপনয়নাদি সংস্কারসম্পন্ন পুরুষের অধীত বেদাবগত এবং বিবেক-বিমোকাদি সাধন-পরিশোধিত জ্ঞানকে নিজের মোক্ষোপায়রূপেই স্বীকার

(*) নীত্যা' (গ, ঘ) পাঠঃ।

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি" [কঠ০ ২।৪।১২] "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা" [কঠ০ ২।৬।১৭] ইত্যনয়োর্ব্বাক্যয়োর্ম্মধ্যে

"যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বম্ প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং, য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।
ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ" ইতি। কৃৎস্নস্য জগতোঽগ্নি-সূর্যাদীনাং চাস্মিন্ অঙ্গুষ্ঠমাত্রে পুরুষে প্রাণশব্দনির্দ্দিষ্টে স্থিতানাং সর্ব্বেষাং ততো নিঃসৃতানাং তস্মাৎ সংজাতমহাভয়নিমিত্তম্ এজনং কম্পনং শ্রূয়তে। তচ্ছাসনাতিবৃত্তৌ কিং ভবিষ্যতি, ইতি মহতো ভয়াৎ বজ্রাদিব উদ্যতাৎ কৃৎস্নং জগৎ কম্পত ইত্যর্থঃ; "ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি" ইত্যনেনৈকার্থ্যাৎ।

করা হয়; [সুতরাং] এবম্ভূত উপাসনা-পরিতুষ্ট পুরুষোত্তমই উপাসককে প্রকৃত আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানোপদেশ প্রদান দ্বারা কর্ম্মজনিত অজ্ঞান বিনষ্ট করিয়া বন্ধন হইতে বিমুক্ত করিয়া থাকেন; সুতরাং তাহার মতে [স্বমতে] উক্ত-প্রকার নিয়মানুসারে শূদ্রাদির পক্ষে অনধিকারই উপপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩৯ ॥ [নবম 'অপশূদ্রাধিকরণ সমাপ্ত।]

এইরূপ প্রাসঙ্গিক অধিকার বিচার পরিসমাপ্ত করিয়া এখন প্রস্তাবিত সেই অঙ্গুষ্ঠপরিমিতের ভূত-ভব্যেশ্বরত্ব দ্বারা সমর্থিত ব্রহ্মভাবের সমর্থক আরও হেতু বলিতেছেন—"কম্পনাৎ।" (*)

'অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ এই আত্মার অভ্যন্তরে অবস্থিত আছে,' 'অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষই অন্তরাত্মা' এই দুই বাক্যের মধ্যে 'প্রাণ স্পন্দমান হইলে এই যাহা কিছু জগৎ, তৎসমস্ত নিঃসৃত হয়,' '[ব্রহ্ম] অতিশয় ভয়ঙ্কর বজ্রস্বরূপ অর্থাৎ বজ্রের ন্যায় উদ্যত রহিয়াছেন, যাহারা ইহাকে জানে, তাহারা অমৃত বা মুক্ত হয়।' 'ইহাঁর ভয়ে অগ্নি ও সূর্য্য তাপ দিতেছেন, ইহার ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু ও পঞ্চম মৃত্যুও ধাবমান হইতেছেন, অর্থাৎ নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন।' এই শ্রুতিতে, সমস্ত জগতের—বিশেষতঃ প্রাণ-শব্দাভিহিত এই অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষে অবস্থিত এবং তাহা হইতে বিনিঃসৃত অগ্নি সূর্য্য প্রভৃতি সকলেরই তাহা হইতে সমুৎপন্ন মহাভয়ে 'এজন' অর্থাৎ কম্পন হয়, ইহা শ্রুত হইতেছে। অভিপ্রায় এই যে, তাঁহার শাসনাতিক্রমে অনিষ্ট হইতে পারে; এইজন্য উদ্যত বজ্রের ন্যায় তাঁহার মহাভয়ে সমস্ত জগৎ কম্পিত হইতেছে। 'ইহার ভয়ে অগ্নি তাপ দিতেছে' এই অপর শ্রুতির সহিত একার্থতা রক্ষার জন্য "মহদ্ভয়ং

(*) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণের নাম 'প্রমিতাধিকরণ' ইহার পঞ্চ অবয়ব ১।৩।২৩ সংখ্যক "শব্দাদেব প্রমিতঃ" সূত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। এখানেই সেই অধিকরণ সমাপ্ত হইল, মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে আরও তিনটী অধিকরণ পৃথক্‌ভাবে বিরচিত হইয়াছে।

"মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্" ইতি পঞ্চম্যর্থে প্রথমা। অয়ঞ্চ পরস্য ব্রহ্মণঃ স্বভাবঃ "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" [বৃহদা০ ৫।৮।৯],

"ভীষাস্মাদ্ বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।
ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।" [তৈত্তি০ আন০ ৮।১]

ইতি পরস্য ব্রহ্মণঃ পুরুষোত্তমস্য এবংবিধৈশ্বর্যাবগতেঃ ॥১॥৩॥৪০॥

ইতশ্চাঙ্গুষ্ঠপ্রমিতঃ পুরুষোত্তমঃ—

জ্যোতির্দ্দর্শনাৎ ॥১॥৩॥৪১॥

[পদচ্ছেদঃ—জ্যোতিঃ (জ্যোতিঃ—তেজঃস্বরূপ), দর্শনাৎ [শ্রুত্যন্তরে] (দর্শনহেতু)।]

[সবলার্থঃ—অস্মিন্নেব প্রকরণে "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" ইতি সর্ব্বাভিভাবকস্য নিরতিশয়স্য 'ভাঃ'শব্দাভিহিতস্য পরব্রহ্মভূতস্য জ্যোতিষঃ দর্শনাৎ অঙ্গুষ্ঠপরিমিতঃ পরমাত্মা ইতি নিশ্চীয়তে।

এই প্রকরণেই 'তাহার দীপ্তিতে এই সমস্ত জগৎ দীপ্তি পাইতেছে' ইত্যাদি শ্রুতিতে পরব্রহ্মকেই সর্ব্বতেজোঽভিভাবক জ্যোতিঃস্বরূপ 'ভাস্' শব্দে অভিহিত হইতে দেখা যায়; অতএব অঙ্গুষ্ঠপরিমিত তেজঃও সেই পরব্রহ্ম বলিয়াই অবধারিত হইতেছে ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৪১ ॥]

তয়োর্দ্বয়োরেবাঙ্গুষ্ঠপ্রমিতবিষয়য়োর্ব্বাক্যয়োর্ম্মধ্যে পরব্রহ্মাসাধারণং সর্ব্বতেজসাং ছাদকং সর্ব্বতেজসাং কারণভূতম্ অনুগ্রাহকং চ অঙ্গুষ্ঠপ্রমিতস্য জ্যোতিঃ দৃশ্যতে—

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র-তারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।

বজ্রমুদ্যতম্" এই স্থলে পঞ্চমী বিভক্তির অর্থে প্রথমা বিভক্তি (ভয়ং) হইয়াছে; [বুঝিতে হইবে—'ভয়াৎ'—ভয়হেতু]। 'হে গার্গি, সূর্য্য ও চন্দ্র এই অক্ষর ব্রহ্মেরই শাসনে বিধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছেন,' 'ইহার ভয়ে বায়ু চলিতেছেন, ইহাঁর ভয়ে সূর্য্য উদিত, এবং ইহারই ভয়ে অগ্নি, ইন্দ্র ও পঞ্চম মৃত্যু ধাবিত হইতেছেন।' এই শ্রুতিতে পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমেরই এবংবিধ ঐশ্বর্য্যাবগতি হেতু পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম তাঁহারই স্বভাব [বলিয়া পরিগণিত] ॥ ১ ॥ ৩ ॥৪০ ॥

এই কারণেও অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পদার্থটি পরমপুরুষ পরমাত্মা; যেহেতু তাঁহাকে জ্যোতিঃ-স্বরূপেও [উল্লিখিত] হইতে দেখা যায়।

অঙ্গুষ্ঠপরিমিত বস্তুবোধক সেই বাক্যদ্বয়ের মধ্যেই পরব্রহ্মের অসাধারণ ধর্ম্ম যে, সর্ব্ব-তেজোঽভিভাবক এবং সমস্ত তেজের কারণ ও অনুগ্রাহক জ্যোতিঃ, অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পদার্থের সম্বন্ধেও সেই জ্যোতিরই সমুল্লেখ পরিদৃষ্ট হইতেছে—'সেখানে সূর্য্য প্রকাশ পায় না, চন্দ্র-

তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বম্ তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" [কঠ০ ২।৫।১৫] ইতি। অয়মেব শ্লোক আথর্ব্বণে পরব্রহ্ম অধিকৃত্য শ্রূয়তে; পরজ্যোতিষ্টঞ্চ সর্ব্বত্র পরস্য ব্রহ্মণঃ শ্রূয়তে। যথা—"পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" [ছান্দো০ ৮।১২।২], "তং দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেঽমৃতম্" [বৃহদা০ ৬।৪।১৬], (*) "অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দ্দীপ্যতে" [ছান্দো০ ৩।১৩।৭] ইত্যাদিষু। অতঃ অঙ্গুষ্ঠপ্রমিতং পরং ব্রহ্ম ॥১॥৩॥৪১॥

[ষষ্ঠং প্রমিতাধিকরণং সমাপ্তম্।]

[অর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাধিকরণম্।]

আকাশোঽর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ ॥১॥৩॥৪২॥

[পদচ্ছেদঃ—আকাশঃ (আকাশ অর্থ [পরব্রহ্ম], অর্থান্তরত্বাদি-ব্যপদেশাৎ [বদ্ধ ও মুক্ত হইতে] (পৃথক্ পদার্থ বলিয়া উল্লেখ প্রভৃতি কারণে)।]

[সরলার্থঃ—"আকাশো হ বৈ নাম-রূপয়োর্নির্ব্বহিতা, তে যদন্তরা, তদ্ ব্রহ্ম," ইতি ছান্দোগ্যবাক্যে অভিহিতঃ আকাশঃ মুক্তাত্মা? উত পরমাত্মা? ইতি ভবতি সংশয়ঃ। তত্র অনন্তরবাক্যে "ধূত্বা শরীরমকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামি" ইতি মুক্তাত্মনঃ প্রকৃতত্বাৎ অয়ং মুক্তাত্মা, ইতি প্রতিভাতি। এবংপ্রাপ্তে অভিধীয়তে—আকাশঃ পরমাত্মা; কুতঃ? অর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ—"নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা, তে যদন্তরা" ইত্যত্র বদ্ধ-মুক্তোভয়াবস্থাৎ জীবাৎ অর্থান্তরত্বাদেঃ পৃথক্পদার্থত্বাদেঃ অভিধানাৎ। বদ্ধাবস্থো হি নাম-রূপাভ্যাং সংস্পৃষ্টঃ রাগাদি-দোষোপরক্তশ্চ ন নামরূপয়োঃ নির্ব্বাহক্ষমঃ, মুক্তশ্চ জগদ্ব্যাপাররহিতঃ, অতো ন নামরূপনির্ব্বাহার্হঃ; অতঃ পারিশেষ্যাৎ পরমাত্মৈব 'আকাশ'শব্দ-নির্দ্দিষ্টঃ, নত্বন্য ইতি নিশ্চীয়তে ইত্যর্থঃ ॥ ১ । ৩ । ৪২ ॥]

তারকাও প্রতিভাত হয় না, এবং এই সমস্ত বিদ্যুৎও প্রকাশ পায় না; অগ্নি আর কোথা হইতে [প্রকাশ পাইবে?]।' প্রকাশমান সমস্ত পদার্থ তাঁহারই অনুগত থাকিয়া প্রকাশ পায়, এবং তাঁহারই জ্যোতিতে এই সমস্ত জগৎ প্রতিভাত হয়।' এই শ্লোকটীই আথর্ব্বণ উপনিষদেও পরব্রহ্মাধিকারে শ্রুত আছে। আর পরব্রহ্মেরই পরমজ্যোতির্ম্ময়তা সর্ব্বত্র পরিশ্রুত হয়। যথা—['পুরুষ] পরজ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া স্বস্বরূপে পরিনিষ্পন্ন হয়,' 'দেবগণ তাহাকে জ্যোতির জ্যোতিঃ, অমৃতও আয়ুঃ স্বরূপ বলিয়া উপাসনা করেন,' 'এই যে দ্যুলোকের (অন্তরীক্ষের) উপরে জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতেছে' ইত্যাদি স্থলে। অতএব, পরব্রহ্মই অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পদার্থ ॥ ১ । ৩ । ৪১ ॥ [ষষ্ঠ প্রমিতাধিকরণ সমাপ্ত।]।

(*) অত্র 'ক' পুস্তকে 'ইতি' শব্দঃ পঠ্যতে।

ছান্দোগ্যে শ্রূয়তে "আকাশো হ বৈ নাম-রূপয়োর্নির্ব্বহিতা, তে যদন্তরা, তদ্ ব্রহ্ম, তদমৃতং স আত্মা" [ছান্দো° ৮।১৪।১] ইতি। তত্র সংশয়ঃ—কিময়মাকাশ-শব্দনির্দ্দিষ্টো মুক্তাত্মা ? উত পরমাত্মা ? ইতি। কিং যুক্তম্ ? মুক্তাত্মেতি। কুতঃ ? "অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপং চন্দ্র ইব রাহোর্ম্মুখাৎ প্রমুচ্য। ধূত্বা শরীরমকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামি" [ছান্দো° ৮।১৩।১] ইতি মুক্তস্যানন্তরপ্রকৃতত্বাৎ, "তে যদন্তরা" ইতি চ নাম-রূপবিনির্ম্মুক্তস্য তস্যাভিধানাৎ, "নাম-রূপয়োর্নির্ব্বহিতা" ইতি চ স এব পূর্ব্বাবস্থয়োপলিলক্ষয়িষিতঃ ; স এব হি দেবাদিরূপাণি নামানি চ পূর্ব্বমবিভ্রৎ (*), তস্যৈব নামরূপবিনির্ম্মুক্তা সাম্প্রতিক্যবস্থা "তদ্ ব্রহ্ম তদমৃতম্" ইত্যুচ্যতে। আকাশ-শব্দশ্চ তস্মিন্নপি অসঙ্কুচিতপ্রকাশযোগাদুপপদ্যতে।

ননু দহরবাক্যশেষত্বাদস্য স এব দহরাকাশোঽয়মিতি প্রতীয়তে ; তস্য চ পরমাত্মত্বং নির্ণীতম্ ; নৈবম্ ; প্রজাপতিবাক্যব্যবধানাৎ। প্রজাপতিবাক্যে চ

ছান্দোগ্যোপনিষদে শ্রুত হওয়া যায় যে, 'আকাশই নাম ও রূপের অর্থাৎ সমস্ত জগতের নির্ব্বাহক (কারণ); সেই নাম ও রূপ যাহার মধ্যে, তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই অমৃত, এবং তাহাই আত্মা।' এখানে সংশয় এই যে, এই আকাশ-শব্দে কি মুক্তাত্মা, অথবা পরমাত্মা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কোন্‌টী যুক্তিযুক্ত ? মুক্তাত্মা। কারণ ? যেহেতু 'অশ্ব যেমন রোমসকল [কম্পিত করে,] তেমনি পাপকে বিধূত করিয়া, রাহুর মুখ-নিঃসৃত চন্দ্রের ন্যায় বিমুক্ত হইয়া এবং নশ্বর শরীর পরিত্যাগ করিত কৃতার্থ হইয়া (আত্ম-সাক্ষাৎকার করিয়া) ব্রহ্মলোকে আবির্ভূত হইতেছি,' অব্যবহিত পরেই এইরূপে মুক্তাত্মার প্রসঙ্গ রহিয়াছে। [এখানেও] 'সেই নাম ও রূপ যাহার অভ্যন্তরে' এই বাক্যে নাম-রূপবিনির্ম্মুক্ত তাহারই অভিধান হইয়াছে, আর 'নাম ও রূপের নির্ব্বাহক' এই শ্রুতিতেও সেই পরমাত্মাকেই সৃষ্টির পূর্ব্বকালীন অবস্থাবিশিষ্টরূপে লক্ষিত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করা হইয়াছে; 'তিনিই প্রথমে দেবাদিরূপে বহুতর নাম ধারণ করিয়াছিলেন ; তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত' এই বাক্যে আবার তাহারই নাম-রূপবিরহিত বর্ত্তমান অবস্থাটি অভিহিত করা হইতেছে। অব্যাহতপ্রকাশের সহিত সম্বন্ধ থাকায় তাঁহাতেও 'আকাশ' শব্দের প্রয়োগ উপপন্ন হয়।

ভাল, এই বাক্য যখন পূর্ব্ববর্ণিত 'দহর'-বাক্যেরই শেষাংশ, তখন ইহাত সেই 'দহরাকাশ' বলিয়াই প্রতীত হইতেছে, এবং সেই দহরাকাশের পরমাত্মত্বও ইতঃপূর্ব্বেই নির্ণীত হইয়াছে। না—এরূপ আপত্তি হইতে পারে না ; কারণ, 'প্রজাপতি'-বাক্য দ্বারা সেই দহর-বাক্যের

(*) অবিভঃ' ইতি 'ঘ' পাঠঃ।

প্রত্যগাত্মনো মুক্ত্যবস্থান্তং রূপমভিহিতম্ ; অনন্তরঞ্চ "বিধূয় পাপম্" ইতি স এব মুক্তাবস্থঃ প্রস্তুতঃ। অতোঽত্রাকাশো মুক্তাত্মা, ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—"আকাশোঽর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ" ইতি।

[সিদ্ধান্তঃ—]

আকাশঃ পরং ব্রহ্ম ; কুতঃ ? অর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ। অর্থান্তরত্বব্যপদেশস্তাবৎ "আকাশো হ বৈ নাম-রূপয়োর্নির্ব্বহিতা" ইতি নাম-রূপয়োঃ নির্ব্বোঢ়ৃত্বং বদ্ধ-মুক্তোভয়াবস্থাৎ প্রত্যগাত্মনোঽর্থান্তরত্বমাকাশস্যোপপাদয়তি। বদ্ধাবস্থস্তু অয়ং কর্ম্মবশ্যঃ (*) নাম-রূপে ভজমানো ন নাম-রূপে নির্ব্বোঢ়ুং শক্নুয়াৎ ; মুক্তাবস্থস্য জগদ্ব্যাপারাসম্ভবাৎ ন নিতরাং নামরূপনির্ব্বোঢ়ৃত্বম্ ; ঈশ্বরস্য তু নিখিলজগন্নির্ম্মাণধুরন্ধরস্য নামরূপয়োর্নির্ব্বোঢ়ৃত্বং শ্রুত্যৈব প্রতিপন্নম্ "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি।" [ছান্দো° ৬। ৩। ২],

"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নং চ জায়তে" ॥ [মুণ্ড° ১।১।৯],
"সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরো
নামানি কৃত্বাভিবদন্ যদাস্তে" [তৈত্তি-পু°] ইত্যাদিষু।

ব্যবধান হইয়াছে। 'প্রজাপতি'-বাক্যে, মুক্তিপর্য্যন্ত বিভিন্ন অবস্থাসম্পন্ন জীবাত্মারই স্বরূপ অভিহিত হইয়াছে; তাহার পর 'পাপ বিধুত করিয়া' এই বাক্যেও আবার মুক্তি-অবস্থাপন্ন সেই জীবই বর্ণিত হইয়াছে। অতএব মুক্ত আত্মাই এখানে 'আকাশ' পদের অর্থ; এইরূপ প্রাপ্তিতে বলা হইতেছে—"আকাশোর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ"।

[এখানে] আকাশ অর্থ—পরব্রহ্ম; কারণ? অর্থান্তরত্বাদির ব্যপদেশ বা উপদেশই কারণ। অর্থান্তরত্ব-ব্যপদেশ এই যে, 'আকাশই নাম ও রূপের নির্ব্বাহক বা নিষ্পাদক,' এই যে নাম-রূপনির্ব্বাহকত্ব, ইহাই তাহার বদ্ধ-মুক্ত—উভয়াবস্থাপন্ন জীব হইতে পার্থক্য জ্ঞাপন করিতেছে। বদ্ধাবস্থ জীব নিজেই কর্ম্মবশে নাম ও রূপের অনুসরণ করিয়া থাকে; সুতরাং সে কখনই সেই নাম ও রূপ নিষ্পাদন করিতে পারে না; মুক্তাবস্থ জীবেরও যখন জগৎ-নির্ম্মাণ করা সম্ভবপর হয় না, তখন কাজেই তাহার নাম-রূপনির্ব্বাহকত্বও হইতে পারে না; পরন্তু, সমস্ত জগৎ-নির্ম্মাণ কার্য্যে অগ্রগণ্য ঈশ্বরের যে নাম-রূপনির্ব্বাহকত্ব, তাহা—'এই জীবাত্মরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ প্রকটিত করিব,' 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ (সামান্যাকারে ও বিশেষভাবে সমস্ত জানেন), জ্ঞানই যাঁহার তপস্যা, তাঁহা হইতে এই ব্রহ্ম, (কার্য্যব্রহ্ম),

---

(*) বদ্ধাবস্থঃ স্বয়ং কর্ম্মবশাৎ'ইতি 'খ' পাঠঃ।

অতো নির্ব্বাহ্য-নামরূপাৎ প্রত্যগাত্মনো নামরূপয়োর্নির্ব্বোঢ়া অয়মাকাশোঽর্থান্তরভূতঃ পরমেব ব্রহ্ম। তদেবোপপাদয়তি "তে যদন্তরা" ইতি। যস্মাৎ অয়মাকাশো নামরূপে অন্তরা—তাভ্যাম্ অস্পৃষ্টোঽর্থান্তরভূতঃ, তস্মাৎ তয়োর্নির্ব্বোঢ়া অপহতপাপ্মত্বাৎ সত্যসঙ্কল্পত্বাচ্চ নির্ব্বহিতেত্যর্থঃ। আদি-শব্দেন ব্রহ্মত্বাত্মত্বামৃতত্বানি গৃহ্যন্তে। নিরুপাধিক-বৃহত্ত্বাদয়ো হি পরমাত্মন এব সম্ভবন্তি; তেনাত্রাকাশঃ পরমেব ব্রহ্ম।

যৎ পুনরুক্তং "ধূত্বা শরীরম্" ইতি মুক্তোঽনন্তরঃ প্রকৃত ইতি; তন্ন, "ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামি" ইতি পরস্যৈব ব্রহ্মণোঽনন্তরপ্রকৃতত্বাৎ। যদ্যপি অভিসম্ভবিতুর্মুক্তস্য অভিসম্ভাব্যতয়া পরং ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্টং, তথাপি অভিসম্ভবিতুর্মুক্তস্য নাম-রূপনির্ব্বোঢ়ৃত্বাদ্যসম্ভবাৎ অভিসম্ভাব্যং পরমেব ব্রহ্ম অত্র প্রত্যেতব্যম্।

কিঞ্চ, আকাশ-শব্দেন প্রকৃতস্য দহরাকাশস্য অত্র প্রত্যভিজ্ঞানাৎ, প্রজাপতিবাক্যস্যাপি উপাসকস্বরূপকথনার্থত্বাদ্ উপাস্য এব দহরাকাশঃ প্রাপ্য-

---

নাম, রূপ এবং অন্ন (পৃথিবী) উৎপন্ন হইয়া থাকে।' 'ধীর (স্থিরসংকল্প—পরমেশ্বর) সমস্ত রূপ-বিস্তার (আকৃতি-নির্ম্মাণ) করিয়া এবং তাহাদের নাম [প্রদান] করিয়া সেই নামে ব্যবহার করতঃ অবস্থান করেন,' ইত্যাদি স্থলে শ্রুতিকর্তৃকও অনুমোদিত হইয়াছে। অতএব নাম-রূপনির্ব্বাহক এই আকাশ নিশ্চয়ই তৎকার্য্যভূত নাম-রূপসম্পন্ন জীবাত্মা হইতে পৃথক্ পরব্রহ্ম।' "তে যদন্তরা" এই শ্রুতিও তাহাই সমর্থন করিতেছে। যেহেতু এই আকাশ নাম ও রূপের অন্তরা অর্থাৎ নাম ও রূপ দ্বারা অস্পৃষ্ট পৃথক্ পদার্থ, সেই হেতুই তিনি তদুভয়ের নির্ব্বাহক, অর্থাৎ অপহতপাপ্মত্ব ও সত্যসংকল্পত্ব হেতু [নাম ও রূপ] নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ। সূত্রস্থ 'আদি' শব্দে ব্রহ্মত্ব, আত্মত্ব ও অপহতপাপ্মত্ব প্রভৃতি হেতুসমুদয় পরিগৃহীত হইতেছে। অনাপেক্ষিক মহত্ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহ পরমাত্মাতেই সম্ভব হয়, সেই হেতুতেও পরব্রহ্মই এখানে 'আকাশ' পদের অর্থ।

আরও যে বলা হইয়াছে, "ধূত্বা শরীরং" এই পরবর্ত্তী বাক্যে মুক্ত পুরুষই প্রস্তুত বা বর্ণিত হইয়াছেন। এ কথাও সত্য নহে; কারণ, অব্যবহিত পরেই 'ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইব' এইরূপে ব্রহ্মই বর্ণিত হইয়াছেন। যদিও অভিসম্ভবিতা মুক্তপুরুষের অভিসম্ভাব্য বা প্রাপ্যরূপে পরব্রহ্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন; তথাপি অভিসম্ভবিতা (তদ্ভাবলব্ধা) মুক্ত-পুরুষের যখন নাম-রূপ-সম্পাদকত্ব নাই, তখন সেখানে প্রাপ্য পরব্রহ্মকেই নির্ব্বাহক বুঝিতে হইবে।

অপিচ, এখানে 'আকাশ' শব্দে প্রস্তাবিত দহরাকাশের প্রত্যভিজ্ঞা হওয়ায় [বুঝা যাইতেছে যে,] উপাসকের স্বরূপ-কথনই প্রজাপতি-বাক্যেরও উদ্দেশ্য; অতএব এখানে উপাস্য

তয়া ইহ উপসংহ্রিয়তে, ইতি যুক্তম্। আকাশ-শব্দশ্চ প্রত্যগাত্মনি ন ক্বচিদ্ দৃষ্টচরঃ; অতোহত্রাকাশঃ পরং ব্রহ্ম ॥১॥৩॥৪২॥

অথ স্যাৎ—প্রত্যগাত্মনোঽর্থান্তরভূতমাত্মান্তরমেব নাস্তি, ঐক্যোপদেশাৎ দ্বৈতপ্রতিষেধাচ্চ। শুদ্ধাবস্থ এব হি প্রত্যগাত্মা পরমাত্মা, পরং ব্রহ্ম, পরমেশ্বরঃ, ইতি চ ব্যপদিশ্যতে; অতঃ প্রকৃতাৎ মুক্তাত্মনোঽভিসম্ভবিতুর্নার্থান্তরমভিসম্ভাব্যো ব্রহ্মলোকঃ; অতো নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা আকাশোঽপি স এব ভবিতুমর্হতীতি; অত উত্তরং পঠতি—

সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন ॥১॥৩॥৪৩॥

[পদচ্ছেদঃ—সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোঃ (সুষুপ্তি ও উৎক্রমণাবস্থায়) ভেদেন (জীব ও পরমাত্মার ভেদব্যপদেশহেতু)।]

[সরলার্থঃ - "প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তঃ" ইতি সুষুপ্তৌ, "প্রাজ্ঞেনাত্মনা অন্বারূঢ় উৎসর্জ্জন্ যাতি" ইতি চ উৎক্রমণসময়ে জীব-পরমাত্মনোর্ভেদব্যপদেশাৎ অস্তি প্রত্যগাত্মনঃ পৃথগ্ভূতঃ পরমাত্মা নাম পদার্থান্তরমিত্যর্থঃ।

'প্রাজ্ঞ পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া' এই স্থলে সুষুপ্তি অবস্থায়, আর 'প্রাজ্ঞ আত্মাকর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া' এই স্থলে দেহ হইতে বহির্গমনাবস্থায় জীব ও পরমাত্মার ভেদোল্লেখ হেতু বুঝিতে হইবে যে, জীবাতিরিক্ত পরমাত্মা বলিয়া একটী পৃথক্ পদার্থ আছে ॥১ ॥ ৩ ॥ ৪৩ ॥]

ব্যপদেশাদিত্যনুবর্ত্ততে ইতি। (*) সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোঃ প্রত্যগাত্মনো-

দহরাকাশকে যে, প্রাপ্যরূপে উপসংহার করা হইতেছে, ইহাই যুক্তিসিদ্ধ কথা। আর জীবাত্মবিষয়ে কোথাও 'আকাশ'-শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় নাই, অতএব পরব্রহ্মই এখানে 'আকাশ' শব্দের অর্থ ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৪২ ॥

শঙ্কা হইতে পারে, [শ্রুতিতে] যখন ঐক্যের উপদেশ ও রহিয়াছে এবং দ্বৈতের প্রতিষেধ করা হইয়াছে, অথচ, প্রত্যক্ জীবাত্মা হইতে পৃথগ্ভূত কোন আত্মার অস্তিত্বই নাই। এই প্রত্যক্ আত্মাই (জীবই) যখন শুদ্ধাবস্থ হয়, তখনই পরমাত্মা, পরব্রহ্ম, এবং পরমেশ্বর বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে; অতএব অভিসম্ভবিতা মুক্তাত্মা হইতে অভিসম্ভাব্য ব্রহ্মলোক কখনই পৃথক্ পদার্থ নহে; সুতরাং সেই প্রত্যক্ আত্মাই নামরূপনির্ব্বাহক 'আকাশ' পদেরও বাচ্য হইবার যোগ্য; এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোঃ ভেদেন।"

এখানেও 'ব্যপদেশাৎ' কথার অনুবৃত্তি হইতেছে; অতএব, সুষুপ্তি ও উৎক্রান্তি অবস্থায় (দেহ

(*) ব্যপদেশাদিতি বর্ত্ততে' ইতি 'ঘ' পুস্তকে পাঠঃ।

ঽর্থান্তরত্বেন পরমাত্মনো ব্যপদেশাৎ প্রত্যগাত্মনোঽর্থান্তরভূতঃ পরমাত্মা অস্ত্যেব। তথা হি—বাজসনেয়কে "কতম আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" [বৃহদা০ ৬।৩।৭] ইতি প্রকৃতস্য প্রত্যগাত্মনঃ সুষুপ্ত্যবস্থায়াম্ অকিঞ্চিজ্জ্ঞস্য সর্ব্বজ্ঞেন পরমাত্মনা পরিষ্বঙ্গ আম্নায়তে—"প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্" [বৃহদা০ ৬।৩।২১] ইতি; তথা উৎক্রান্তাবপি—"প্রাজ্ঞেনাত্মনান্বারূঢ় উৎসর্জ্জন্ যাতি" [বৃহদা০৬।৩।৩৫] ইতি। ন চ স্বপত উৎক্রামতো বা অস্য কিঞ্চিজ্জ্ঞস্য তদানীমেব স্বেনৈব সর্ব্বজ্ঞেন সতা পরিষ্বঙ্গান্বারোহৌ সম্ভবতঃ; ন চ ক্ষেত্রজ্ঞান্তরেণ; তস্যাপি সর্ব্বজ্ঞত্বাসম্ভবাৎ ॥১॥৩॥৪৩॥

ইতশ্চ প্রত্যগাত্মনোঽর্থান্তরভূতঃ পরমাত্মা; ইত্যাহ—

পত্যাদিশব্দেভ্যঃ ॥১॥৩॥৪৪॥

[পদচ্ছেদঃ—পত্যাদিশব্দেভ্যঃ (পতি প্রভৃতি শব্দ হইতে)।]

[সরলার্থঃ—"সর্ব্বস্যাধিপতিঃ সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ" ইত্যাদৌ শ্রূয়মাণেভ্যঃ পত্যাদিশব্দেভ্যোঽপি প্রত্যগাত্মনোঽতিরিক্তঃ তৎপ্রভুঃ পরমাত্মাস্তীতি সিদ্ধম্ ॥

তিনি সকলের অধিপতি, সকলের নিয়মনকারী ও সকলের ঈশ্বর' ইত্যাদি শ্রুতিতে পরিশ্রুত 'পতি' প্রভৃতি শব্দ হইতেও জীবাতিরিক্ত পরমাত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে ॥১।৩।৪৪॥]

অয়ং পরিষ্বঞ্জকঃ পরমাত্মা উত্তরত্র পত্যাদিশব্দৈঃ ব্যপদিশ্যতে—"সর্ব্ব-

---

হইতে বহির্গমনের সময়) জীবাত্মা হইতে পরমাত্মার পৃথক্-পদার্থরূপে উল্লেখ থাকায় প্রত্যক্ আত্মা হইতে পৃথগ্ভূত পরমাত্মা বলিয়া যে, একটী স্বতন্ত্র পদার্থ আছে, ইহা নিশ্চিত। দেখ, বাজসনেয় উপনিষদে (যজুর্ব্বেদীয় বৃহদারণ্যকে) আছে, 'আত্মা কতমঃ? কোনটী?') [উত্তর,] 'প্রাণসমূহের মধ্যে যাহা এই 'বিজ্ঞানময়'।' এইরূপে উপক্রমের পর বিশেষজ্ঞানবিহীন প্রত্যক্ আত্মার সুষুপ্তি অবস্থায় সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মার সহিত একীভাব পঠিত আছে—'পরমাত্মায় সম্মিলিত হইয়া বাহ্য কিংবা আন্তর কোন বিষয়ই জানে না'; সেইরূপ উপক্রমাবস্থায়ও—'প্রাজ্ঞ পরমাত্মাকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া (জীব) দেহত্যাগ করত চলিয়া যায়'। সুষুপ্তই হউক কিংবা উৎক্রমণকারীই হউক, তৎক্ষণাৎই অল্পজ্ঞ জীবের পক্ষে স্বীয় সর্ব্বজ্ঞের সহিত সম্মিলিত ও অধিষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর হয় না, এবং ক্ষেত্রজ্ঞের (জীবের) সহিতও হইতে পারে না। কারণ, তাহারও সর্ব্বজ্ঞত্বের সম্ভব হয় নাই ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৪৩ ॥

এই কারণেও জীবাত্মাতিরিক্ত পরমাত্মা আছেন; এজন্য বলিতেছেন—"পত্যাদিশব্দেভ্যঃ।" উক্ত শ্রুতি-প্রদর্শিত জীবসংসৃষ্ট পরমাত্মাই পরবর্ত্তী গ্রন্থে 'পতি'প্রভৃতি শব্দে নির্দ্দিষ্ট

স্যাধিপতিঃ সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ। স ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্ নো এবা সাধুনা (*) কনীয়ান্। এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্ব্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়। তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি।...এতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবতি। এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি" [বৃহদা° ৬।৪।২২]। "স বা এষ মহানজ আত্মান্নাদো বসুদানঃ, *** অজরোঽমৃতোঽভয় আনন্দো ব্রহ্ম" [বৃহদা° ৬।৪।২৪-২৫] ইতি। এতে চ পতিত্ব-জগদ্বিধরণত্ব-সর্ব্বেশ্বরত্বাদয়ঃ প্রত্যগাত্মনি মুক্তাবস্থেঽপি ন কথঞ্চিৎ সম্ভবন্তি; অতো মুক্তাত্মনোঽর্থান্তরভূতো নাম-রূপয়োর্নির্ব্বহিতা আকাশঃ। ঐক্যোপদেশস্তু সর্ব্বস্য চিদচিদাত্মকস্য ব্রহ্মকার্যত্বেন তদাত্মকত্বায়ত্তঃ, ইতি "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্" [ছান্দো° ৩।১৪।১] ইত্যাদিভির্ব্বাক্যৈঃ প্রতিপাদ্যত ইতি পূর্ব্বমেবোক্তম্ (†); দ্বৈত-প্রতিষেধশ্চ তত এব, ইত্যনবদ্যম্ ॥১॥৩॥৪৪॥

[দশমং অর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাধিকরণং সমাপ্তম্ ॥]

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্-রামানুজবিরচিতে শারীরকমীমাংসা-ভাষ্যে প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥১॥৩॥

হইতেছেন। [যথা—] 'তিনি সকলের অধিপতি, সকলের বশকারী এবং সকলের ঈশ্বর। তিনি উত্তম কর্ম্ম দ্বারাও মহান্ হন না, আর মন্দ কর্ম্ম দ্বারাও হীন হন না। ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনি সর্ব্বভূতের অধিপতি, ইনিই ভূতপালক, এবং ইনি এই সমস্ত জগতের বিভাগ-রক্ষার হেতুভূত সেতুস্বরূপ। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা সেই ইহাকে বেদানুবচন (বেদার্থ-পরিশীলন) দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন (জানেন)।...ইহাকেই অবগত হইয়া মুনি হয়। সন্ন্যাসিগণ এই লোকলাভের ইচ্ছায়ই প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাসগ্রহণ) করেন।' 'সেই এই মহান্ অজ আত্মাই অন্নভোক্তা ও ধনদাতা' 'ব্রহ্ম অজর, অমর ও অভয়স্বরূপ,' ইতি। যেহেতু, এই পতিত্ব, (পালন-কর্তৃত্ব) জগদ্বিধারকত্ব ও সর্ব্বেশ্বরত্বাদি ধর্ম্ম-সমূহ মুক্তাবস্থ জীবেও কোনরূপে সম্ভবপর হয় না; অতএব নাম-রূপনির্ব্বাহক এই আকাশ পদার্থটি নিশ্চয়ই মুক্তাত্মা হইতে পৃথক্ পদার্থ। 'এ সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ, [সমস্ত জগৎই] তাঁহা হইতে জাত, তাঁহাতে অবস্থিত ও তাঁহাতে বিলয়নশীল' ইত্যাদি বাক্যে যে ঐক্যোপদেশ, তাহারও, 'চিৎ-জড়াত্মক সমস্ত জগৎই ব্রহ্মকার্য্য; সুতরাং ব্রহ্মাত্মক', এতদুপদেশেই একমাত্র তাৎপর্য্য, ইহা ইতঃপূর্ব্বেই সমর্থিত (যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত) হইয়াছে, দ্বৈত-প্রতিষেধও সেই কারণেই হইয়াছে, এবং; অতএব উক্ত সিদ্ধান্তটী নির্দ্দোষ ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৪৪ ॥ [দশম অর্থান্তরত্বাদি-ব্যপদেশাধিকরণ সমাপ্ত] ॥ ইতি শ্রীমদ্ রামানুজকৃতব্রহ্মসূত্রভাষ্যে প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়-পাদের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

(*) এবাসাধুকর্ম্মণা' ইতি 'ক' পাঠঃ। (†) সমর্থিতম্' ইতি 'খ' পাঠঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

চতুর্থঃ পাদঃ।

[আনুমানিকাধি-করণম্।]

আনুমানিকমপ্যেকেষামিতি চেৎ; ন; শরীর-রূপকবিন্যস্ত-গৃহীতের্দর্শয়তি চ ॥১॥৪॥১॥

[পদচ্ছেদঃ—আনুমানিকং (অনুমান-কল্পিত প্রকৃতি) অপি (ও) একেষাং (কোন কোন শাখীদের), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) [বল;] ন (না—বলিতে পার না); শরীর-রূপকবিন্যস্তগৃহীতেঃ (রূপকভাবে বিন্যস্ত শরীরের গ্রহণহেতু), দর্শয়তি (প্রদর্শন করেন) চ (ও) ॥]

[সরলার্থঃ—একেষাং কঠানাং [শাখাসু কঠোপনিষদি "মহতঃ পরমব্যক্তম্" ইত্যত্র] আনুমানিকং সাংখ্যপরিকল্পিতং প্রধানং [জগৎকারণত্বেন আম্নায়তে] ইতি চেৎ; তন্ন, শরীর-রূপকবিন্যস্তগৃহীতেঃ পূর্ব্বত্র রথি-রথাদিরূপকভাবেন বিন্যস্তেষু আত্মাদিষু মধ্যে রথত্বেন রূপিতস্য শরীরস্যৈব অত্র 'অব্যক্ত'-শব্দেন গ্রহণাদিত্যর্থঃ। দর্শয়তি চ এতমেব অর্থং "যচ্ছেদ্ বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞঃ" ইত্যাদিঃ বাক্যশেষঃ। অতোঽত্র ইন্দ্রিয়াদীনাং বশীকরণার্থং পরত্বস্যোক্তত্বাৎ নাত্র আনুমানিকস্য প্রধানস্য (প্রকৃতেঃ) সংগ্রহ ইতি ভাবঃ ॥

যদি বল, কোন কোন শাখীর শাখাতে অর্থাৎ কঠোপনিষদে 'মহৎ অপেক্ষা অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ' ইত্যাদি স্থলে আনুমানিক অর্থাৎ সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিরও জগৎ-কারণরূপে উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে; না—তাহা হইতে পারে না; কারণ, পূর্ব্বে আত্মা ও শরীর প্রভৃতি যে সমস্তকে রথি-রথাদিভাবে রূপক-কল্পনা করা হইয়াছে; তন্মধ্যে রথরূপে কল্পিত শরীরকেই এখানে 'অব্যক্ত' শব্দে গ্রহণ করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী 'প্রাজ্ঞ লোক বাক্যকে মনে সংযত করিবে, অর্থাৎ বাক্যকে মনের অধীন করিবে।' ইত্যাদি বাক্যাংশও বর্ণিতপ্রকার সিদ্ধান্তই প্রদর্শন করিতেছে। অতএব এখানে 'অব্যক্ত' শব্দে আনুমানিক প্রকৃতির নির্দেশ হয় নাই, পরন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত শরীরেরই প্রতিনির্দ্দেশ করা হইয়াছে মাত্র ॥ ১। ৪। ১ ॥]

উক্তং—পরমপুরুষার্থলক্ষণ-মোক্ষসাধনতয়া জিজ্ঞাস্যং জগজ্জন্মাদিকারণং ব্রহ্ম অচিদ্বস্তুনঃ প্রধানাদেঃ চেতনাচ্চ বদ্ধমুক্তোভয়াবস্থাদ্বিলক্ষণং নিরস্ত-

---

[ইতঃপূর্ব্বে] মোক্ষসিদ্ধির উপায়রূপে যাহাকে জানিতে হইবে, তাহাই যে, জগতের জন্মাদি-কারণ এবং প্রধানাদি অচেতন ও বদ্ধ মুক্ত উভয়াবস্থাপন্ন চেতন হইতে বিলক্ষণ,

সমস্তহেয়গন্ধং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি সত্যসঙ্কল্পং সমস্তকল্যাণগুণাত্মক সর্ব্বান্তরাত্মভূতং নিরঙ্কুশৈশ্বর্য্যমিতি। ইদানীং কাপিলতন্ত্রসিদ্ধাব্রহ্মাত্মক প্রধানপুরুষাদিপ্রতিপাদনমুখেন প্রধানকারণত্বপ্রতিপাদন-চ্ছায়ানুসারীণ্যপি কানিচিৎ বাক্যানি কাসুচিৎ শাখাসু সন্তি, ইত্যাশঙ্ক্য ব্রহ্মৈককারণত্বস্থেম্নে তন্নিরাক্রিয়তে। কঠবল্লীষ্বাম্নায়তে—

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্ব্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ।
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎসা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥" [কঠ০ ১।৩।১০,১১] ইতি।

তত্র সন্দেহঃ—কিং কাপিলতন্ত্রসিদ্ধম্ অব্রহ্মাত্মকং প্রধানমিহ 'অব্যক্ত'-শব্দেনোচ্যতে? উত ন? ইতি। কিং যুক্তম্? প্রধানমিতি। কুতঃ?

সর্ব্ববিধ হেয়সম্বন্ধ বিবর্জ্জিত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, সত্যসংকল্প, সমস্ত শুভগুণাত্মক, সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মস্বরূপ এবং নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্যোপেত পরম পুরুষার্থস্বরূপ ব্রহ্ম, ইহা উক্ত হইয়াছে। এখন কাপিলতন্ত্র-সম্মত অর্থাৎ কপিলকৃত সাংখ্যশাস্ত্রসিদ্ধ অব্রহ্মাত্মক প্রধান ও পুরুষের প্রতিপাদন প্রসঙ্গে কোন কোন বেদশাখায় এরূপ অনেক বাক্য আছে; [দেখিলেই] মনে হয়, সেগুলি যেন প্রধানেরই উক্ত জগৎ-কারণত্ব প্রতিপাদন করিতেছে; এইরূপ আশঙ্কা করিয়া ব্রহ্মৈক-কারণত্ব-সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য তাহার প্রত্যাখ্যান করিতেছেন (*)।

কঠবল্লীতে (কঠোপনিষদে) এইরূপ পঠিত আছে যে, 'ইন্দ্রিয়সমূহ অপেক্ষা অর্থসমূহ (শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়সমূহ) শ্রেষ্ঠ; অর্থসমূহ অপেক্ষাও মন শ্রেষ্ঠ; মন অপেক্ষাও বুদ্ধি উৎকৃষ্ট, বুদ্ধি অপেক্ষা মহৎ আত্মা শ্রেষ্ঠ; মহৎ হইতেও অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ; অব্যক্ত অপেক্ষাও পুরুষ (আত্মা) শ্রেষ্ঠ; পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই, তাহাই শেষ সীমা, এবং তাহাই পরম গতি।' ইহাতে সংশয় এই যে, এখানে 'অব্যক্ত' শব্দে কি কাপিলতন্ত্র-সিদ্ধ (সাংখ্যশাস্ত্রসম্মত) প্রধানই উক্ত হইতেছে? অথবা অপর কিছু? কোনটী যুক্তিসম্মত? [কাপিলতন্ত্র-সম্মত]

(*) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণের নাম আনুমানিকাধিকরণ। ইহা প্রথম হইতে ছয় সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয় বাক্য—"মহতঃ পরমব্যক্তম্" ইত্যাদি। (২) সংশয়—এই 'অব্যক্ত' কি সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত প্রকৃতি (প্রধান)? না—আর কিছু? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত প্রকৃতিই হইবে; কারণ, সাংখ্যসম্মত 'মহৎ' 'অব্যক্ত' প্রভৃতি নাম ও ক্রম এখানে বিদ্যমান রহিয়াছে। (৪) উত্তর—না—এখানে 'অব্যক্ত' প্রভৃতি শব্দের অর্থ—সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি নহে, পরন্তু পরব্রহ্ম; কারণ, "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি" ইত্যাদি শ্লোকে দেহ ও আত্মা প্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থকে রথী ও রথাদিরূপে রূপিত (কল্পিত) করা হইয়াছে; এখানে তন্মধ্যগত দেহকে 'অব্যক্ত' শব্দে উল্লিখিত করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী সূত্রসমূহে এ বিষয়ের সমর্থক আরও হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব, পরব্রহ্মই অব্যক্ত পদের অর্থ; সর্ব্বজগতের তদধীনত্ব-প্রদর্শনই প্রয়োজন।

"মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ" ইতি তন্ত্রসিদ্ধ-তত্ত্ব-প্রক্রিয়া-প্রত্যভিজ্ঞানেন তস্যৈব প্রতীতেঃ, "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ" ইতি পঞ্চবিংশক-পুরুষাতিরিক্ত-তত্ত্বনিষেধাচ্চ। অতোঽব্যক্তং কারণম্, ইতি প্রাপ্তম্। তদিদমুক্তম্—'আনুমানিকমপ্যেকেষাম্, ইতি চেৎ' ইতি। একেষাং শাখিনাং শাখাসু আনুমানিকং প্রধানমপি কারণমাম্নায়তে, ইতি চেৎ ;—

[সিদ্ধান্তঃ—]

অত্রোত্তরং—নেতি ; ন অব্যক্ত-শব্দেনাব্রহ্মাত্মকং প্রধানমিহাভিধীয়তে। কুতঃ? 'শরীর-রূপকবিন্যস্তগৃহীতেঃ', শরীরাখ্য-রূপকবিন্যস্তস্য অব্যক্তশব্দেন গৃহীতেঃ। আত্ম-শরীর-বুদ্ধি-মন-ইন্দ্রিয়বিষয়েষু রথি-রথাদি-ভাবেন রূপিতেষু (*) রথ-রূপণেন বিন্যস্তস্য শরীরস্য অত্রাব্যক্ত-শব্দেন গ্রহণাদিত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি—পূর্ব্বত্র হি—

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥

প্রধানই যুক্তিসম্মত। কারণ? যেহেতু 'মহৎ অপেক্ষা অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত অপেক্ষা পুরুষ শ্রেষ্ঠ', এই স্থলে সাংখ্যসম্মত তত্ত্ব-নির্ণয়ের প্রণালী প্রত্যভিজ্ঞাত হওয়ায় তাহারই প্রতীতি হইতেছে, এবং যেহেতু 'পুরুষ অপেক্ষা আর কিছু শ্রেষ্ঠ নাই, তাহাই শেষ সীমা এবং তাহাই শেষ গন্তব্য স্থল', এই বাক্যে পঞ্চবিংশক তত্ত্ব-পুরুষাতিরিক্ত তত্ত্বের প্রতিষেধও রহিয়াছে। অতএব এখানে অব্যক্তই জগৎকারণরূপে প্রাপ্ত হইতেছে। কথিত এই অভিপ্রায়ই "আনুমানিকমপ্যেকেষামিতি চেৎ" এই বাক্যে উক্ত হইয়াছে; অর্থাৎ যদি বল, কোন শাখীদের শাখাতে (বেদভাগে) অনুমান-কল্পিত প্রকৃতিকেও ত জগৎ-কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে।

এতদুত্তরে বলিতেছেন—"ন,"—এখানে 'অব্যক্ত' শব্দে অব্রহ্ম (অচেতন) প্রধানকে [জগৎকারণরূপে] নির্দ্দেশ করা হইতেছে না; কারণ? [পূর্ব্বোক্ত] রথরূপে কল্পিত শরীরের গ্রহণই কারণ; অর্থাৎ শরীরনামক যে পদার্থটি পূর্ব্বে রূপকভাবে রথরূপে উল্লিখিত হইয়াছে, এখানে 'অব্যক্ত'-শব্দে তাহারই গ্রহণ করা হইতেছে। ইতঃপূর্ব্বে আত্মা, শরীর, বুদ্ধি, মনঃ, ইন্দ্রিয় ও শব্দাদি বিষয়সমূহ রথী ও রথাদিরূপে কল্পিত হইয়াছে, তন্মধ্যে রথরূপে উল্লিখিত শরীরকেই এখানে 'অব্যক্ত' শব্দে গ্রহণ করা হইতেছে। ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, ইতঃপূর্ব্বে 'আত্মাকেই রথী (রথাধিষ্ঠাতা)

সাংখ্যোক্ত-প্রধান-কারণবাদ খণ্ডন।

(*) নিরূপিতেষু' ইতি 'ক' পাঠঃ।

ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।" ইত্যাদিনা—
"সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥"

ইত্যন্তেন সংসারাধ্বনঃ পারং বৈষ্ণবং পদং প্রেপ্সন্তমুপাসকং রথিত্বেন তচ্ছরীরাদীনি চ রথ-রথাঙ্গত্বেন রূপয়িত্বা, যস্যৈতে রথাদয়ো বশে তিষ্ঠন্তি, স এবাধ্বনঃ পারভূতং বৈষ্ণবং পদমাপ্নোতীত্যুক্ত্বা তেষু রথাদিরূপিত-শরীরাদিষু যানি যেভ্যো বশীকার্য্যতায়াম্ প্রধানানি, তান্যুচ্যন্তে—"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থাঃ" ইত্যাদিনা। তত্র হয়ত্বেন রূপিতেভ্য ইন্দ্রিয়েভ্যো গোচরত্বেন রূপিতা বিষয়া বশীকার্য্যত্বে (*) পরাঃ; বশ্যেন্দ্রিয়স্যাপি বিষয়সন্নিধৌ (†) ইন্দ্রিয়াণাং দুর্নিগ্রহত্বাৎ। তেভ্যোঽপি পরং প্রগ্রহত্বরূপিতং (‡) মনঃ; মনসি বিষয়প্রবণে বিষয়াসন্নিধানস্যাপ্য-কিঞ্চিৎকরত্বাৎ। তস্মাদপি সারথিত্বরূপিতা বুদ্ধিঃ পরা; অধ্যবসায়াভাবে মনসোঽপ্যকিঞ্চিৎকরত্বাৎ। তস্যা অপি রথিত্বরূপিত আত্মা কর্ত্তৃত্বেন

বলিয়া জানিবে, এবং শরীরকে রথস্বরূপ ও বুদ্ধিকে সারথিস্বরূপ (রথ-চালক) বলিয়া জানিবে, এবং মনকে প্রগ্রহ (লাগাম) বলিয়া (জানিবে); [জ্ঞানিগণ] ইন্দ্রিয়গণকে অশ্বসমূহ বলিয়া থাকেন, এবং [শব্দাদি] বিষয়সমূহকে তাহাদের গোচর বা বিচরণভূমি (বলিয়া থাকেন)।' ইত্যাদি—'তিনিই সংসার-সাগরের পারস্বরূপ সর্ব্বোত্তম সেই বিষ্ণু-পদপ্রাপ্ত হন' ইত্যন্ত গ্রন্থ দ্বারা সংসার-সাগরের পারস্বরূপ বৈষ্ণব পদ লাভেচ্ছু উপাসককে রথিরূপে এবং তাহার শরীরপ্রভৃতিকে রথ ও রথাঙ্গ—অশ্বাদিরূপে কল্পনা করিয়া, উক্ত রথাদি যাঁহার বশে থাকে, তিনিই সংসার-সাগরের পারভূত সেই বৈষ্ণবপদ লাভ করিতে পারেন,' ইহা বলিয়া, রথাদিরূপে কল্পিত সেই শরীরাদির মধ্যে যাহাদিগকে বশীভূত করিতে হইবে, তন্মধ্যে যদপেক্ষা যাহারা প্রধান, অর্থাৎ যদপেক্ষা যাহার বশীকরণ কার্য্য কষ্ট-সাধ্য, "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাঃ" ইত্যাদি বাক্যে সেই সমুদয়ই 'পর'শব্দে কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বশীকরণ-কার্য্যে অশ্বরূপে কল্পিত ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা গোচররূপে কল্পিত বিষয়সমূহই প্রধান; কারণ, যে লোক ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়াছে, ভোগ্যবিষয় সন্নিহিত হইলে তাহারও ইন্দ্রিয়গণ অসংযত হইয়া পড়ে। (প্রগ্রহরূপে কল্পিত) মন আবার তদপেক্ষাও প্রধান; কারণ, মন যদি বিষয়-নিরত হয়, তাহা হইলে বিষয়ের অসান্নিধ্য বা অভাবও অকিঞ্চিৎকর হইয়া থাকে। সারথিরূপে কল্পিত বুদ্ধি তদপেক্ষাও প্রবল; কেননা, অধ্যবসায় (কর্ত্তব্যনিশ্চয়) না থাকিলে মনও কিছু করিতে পারে না। রথী বা রথস্বামিরূপে কল্পিত আত্মা সর্ব্বকর্তৃত্বনিবন্ধন সেই বুদ্ধি অপেক্ষাও প্রধান; বিশেষতঃ

(*) বশীকার্য্যত্বেন' ইতি 'ক' পাঠঃ। (†) সন্নিধানাৎ' ইতি 'ক' পাঠঃ।
(‡) প্রগ্রহরূপিতং' ইতি 'খ' পাঠঃ।

প্রাধান্যাৎ পরঃ; সর্ব্বস্য চাস্য আত্মেচ্ছায়ত্তত্বাদ্ আত্মৈব 'মহান্' ইতি চ বিশেষ্যতে। তস্মাদপি রথরূপিতং শরীরং পরম্, তদায়ত্তত্বাৎ জীবাত্মনঃ সকলপুরুষার্থসাধনপ্রবৃত্তীনাম্। তস্মাদপি পরঃ সর্ব্বান্তরাত্মভূতোঽন্তর্য্যামী অধ্বনঃ পারভূতঃ পরমপুরুষঃ; যথোক্তস্যাত্মপর্যন্তস্য সমস্তস্য তৎ-সঙ্কল্পায়ত্ত-প্রবৃত্তিত্বাৎ। স খলু অন্তর্যামিতয়া উপাসনস্যাপি নির্ব্বর্ত্তকঃ; "পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ" [ব্রহ্ম সূ° ২।৩।৪০] ইতি হি জীবাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বং পরম-পুরুষায়ত্তমিতি বক্ষ্যতে। বশীকার্যোপাসন-নির্ব্বৃত্ত্যুপায়কাষ্ঠাভূতঃ পরম-প্রাপ্যশ্চ স এব। তদিদমুচ্যতে—"পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ" ইতি। তথা চ অন্তর্যামিব্রাহ্মণে "য আত্মনি তিষ্ঠন্," [বৃহদা° ৫।৭।২২] ইত্যাদিভিঃ সর্ব্বং সাক্ষাৎকুর্ব্বন্ সর্ব্বং নিয়ময়তীত্যুক্ত্বা "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা" (*) ইত্যাদিনা নিয়ন্ত্রন্তরং নিষিধ্যতে। ভগবদ্গীতাসু চ—

"অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণং চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধা চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্॥" [১৮।১৪] ইতি।

উক্ত সমস্ত পদার্থই আত্মার ইচ্ছাধীন; এই কারণে আত্মাকেই (বুদ্ধেরাত্মা 'মহান্' পরঃ এই স্থলে) 'মহান্' শব্দে বিশেষিত করা হইতেছে। রথরূপে কল্পিত শরীর আবার সেই আত্মা অপেক্ষাও প্রধান; কারণ, সেই শরীরই জীবাত্মার সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থ-সাধনে প্রবৃত্তির প্রযোজক; কিন্তু সংসারপথের পারভূত ও সকলের অন্তরাত্মা পরমপুরুষ ভগবান্ তাহা অপেক্ষাও প্রধান; কারণ, পূর্ব্বোক্ত আত্মপর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থের সমস্ত প্রবৃত্তিই তাঁহার ইচ্ছার অধীন; তিনিই আবার অন্তর্য্যামিরূপে উপাসনারও নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। জীবাত্মার কর্তৃত্ব যে পরমপুরুষ পরমাত্মার অধীন, তাহা "পরাৎ তু তচ্ছ্রুতেঃ" এই সূত্রে বলা হইবে। তিনিই বশীকরণ (ইন্দ্রিয়সংযম) ও উপাসনাসিদ্ধির উপায় সমূহের মধ্যে চরম উপায় এবং পরম প্রাপ্য বা পরম পুরুষার্থস্বরূপ, ইহাই 'পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই; তিনই শেষ সীমা ও পরা গতি' এই শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে। সেইরূপ অন্তর্য্যামি-ব্রাহ্মণেও 'যিনি আত্মাতে আছেন' ইত্যাদি বাক্যে 'সমস্ত পদার্থ প্রত্যক্ষ করত সমস্তকে নিয়মিত বা যথাযথরূপে পরিচালিত করেন', এই কথা বলিয়া 'ইহা হইতে ভিন্ন আর দ্রষ্টা নাই' এই বাক্যে অপর নিয়ন্তার প্রতিষেধ করা হইতেছে। ভগবদ্গীতাতেও আছে—'অধিষ্ঠান (দেহ), এবং কর্ত্তা, নানাবিধ করণ (ইন্দ্রিয়বর্গ), পৃথক্ পৃথক্ বিবিধ চেষ্টা এবং পঞ্চম দৈব, ইহারাই ক্রিয়া-প্রবৃত্তির [হেতু]।'

(*) দ্রষ্টা ইতি' ইতি 'ঘ' পাঠঃ।

দৈবমত্র পুরুষোত্তম এব "সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ [গীতা০ ১৫।১৫] ইতি বচনাৎ। তস্য চ বশীকরণং তচ্ছরণাগতিরেব। যথাহ—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥
তমেব শরণং গচ্ছ" [গীতা০ ১৮।৬১-২] ইতি।

তদেবম্ "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি" ইত্যাদিনা রথ্যাদিরূপকবিন্যস্তা ইন্দ্রিয়াদয়ঃ "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থাঃ" ইত্যত্র স্ব-শব্দৈরেব প্রত্যভিজ্ঞায়ন্তে, ন রথরূপিতং শরীরম্, ইতি পরিশেষাৎ তদ্ অব্যক্ত-শব্দেনোচ্যতে, ইতি নিশ্চীয়তে; অতঃ কাপিলতন্ত্রপ্রসিদ্ধস্য প্রধানস্য প্রসঙ্গ এবেহ নাস্তি।

ন চাত্র তৎ-তন্ত্রসিদ্ধ-প্রক্রিয়াপ্রত্যভিজ্ঞা, "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থাঃ"

'আমিই সকলের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছি; আমা হইতেই স্মরণ, বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগজনিত জ্ঞান এবং তদুভয়ের বিষয় (শব্দাদি) হইয়া থাকে।' এই গীতাবাক্য হইতে [জানা যায় যে] এখানে পুরুষোত্তমই 'দৈব' শব্দের অর্থ; তাঁহার শরণাগত হওয়াই 'তাঁহাকে বশীভূত করা' কথার অর্থ। [ভগবান্‌ও] ইহা বলিয়াছেন—'হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর মায়া দ্বারা সর্ব্বভূতকে যন্ত্রারূঢ়ের (পুতুলের) ন্যায় ভ্রমণ করাইয়া সর্ব্বভূতের হৃদয়দেশে অবস্থান করিতেছেন; তুমি তাঁহারই শরণাগত হও।'

অতএব, এইরূপে [জানা যায় যে,] "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি" ইত্যাদি শ্লোকে রথিপ্রভৃতিরূপে কল্পিত ইন্দ্রিয়াদি সমস্ত পদার্থই "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থাঃ" এই স্থলে নিজ নিজ শব্দে প্রত্যভিজ্ঞাত (প্রতীত) হইতেছে, কেবল রথরূপে কল্পিত শরীরটি মাত্র [প্রত্যভিজ্ঞাত হইতেছে] না; অতএব অবশিষ্ট থাকায় তাহাই যে, এখানে 'অব্যক্ত' শব্দে অভিহিত, ইহা নিশ্চিত হইতেছে; সুতরাং এখানে কপিলকৃত সাংখ্যশাস্ত্রসিদ্ধ প্রকৃতির প্রসঙ্গই নাই (*)।

আর এখানে যে, কাপিল শাস্ত্রোক্ত প্রক্রিয়াই [পদার্থ সংকলনই] প্রত্যভিজ্ঞাত হইতেছে,

---

(*) তাৎপর্য্য—কঠোপনিষদে প্রথমে 'আত্মাকে রথী ও শরীরকে রথ বলিয়া জানিবে,' ইত্যাদিপ্রকারে আত্মাপ্রভৃতি সমস্তকেই 'রথী' ও 'রথ' প্রভৃতি রূপকভাবে কল্পনা করা হইয়াছে। উপাসকের পক্ষে স্বীয় দেহেন্দ্রিয়-মনঃ প্রভৃতিকে বশীভূত করা আবশ্যক হয়। এই জন্য কে কাহার অপেক্ষা প্রবল অবাধ্য, তাহা নির্দ্দেশ করাও আবশ্যক হয়; তদনুসারে পূর্ব্বোক্ত রূপককল্পিত ইন্দ্রিয়াদিকেই পুনর্ব্বার পর পর প্রধান বা দুর্গ্রহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে অপর সকলেরই আত্মা, ইন্দ্রিয় ও মনঃ প্রভৃতি নিজ নিজ প্রসিদ্ধ নামে নির্দ্দেশ দেখা যাইতেছে, কেবল শরীর-বাচক কোন স্পষ্ট শব্দ দেখা যাইতেছে না; অথচ এখানে শরীরের নির্দ্দেশ না থাকিলে বক্তব্যের ন্যূনতা থাকিয়া যায়; অতএব, রথী-রথাদিরূপে কল্পিত পদার্থের মধ্যে একমাত্র শরীরই বাকী থাকায় এবং "ন ব্যক্তং অব্যক্তং" এইরূপ যোগার্থবলেও 'অব্যক্ত' শব্দের শরীরার্থ করা সম্ভবপর হওয়ায়, পরম পুরুষ ভগবান্‌ই এই অব্যক্ত শব্দের অর্থ, কিন্তু সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি নহে।

ইতীন্দ্রিয়েভ্যো হি অর্থানাং শব্দাদীনাং পরত্বকীর্ত্তনাৎ; ন হি শব্দাদয় ইন্দ্রিয়াণাং কারণভূতাস্তদ্দর্শনে। "অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ" ইত্যপি ন তত্তন্ত্র-সঙ্গতম্, অকারণত্বাদেব। তথা "বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ" ইত্যপ্য-সঙ্গতম্, বুদ্ধি-শব্দেন মহৎ-তত্ত্বস্যাভিধানাভ্যুপগমাৎ (*)। ন হি মহতো মহান্ পর ইতি সম্ভবতি; মহত আত্ম-শব্দেন বিশেষণং চ ন সঙ্গচ্ছতে; অতো রূপক-বিন্যস্তানামেব গ্রহণম্। দর্শয়তি চ তদেব—

"এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োঽত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥"
যচ্ছেদ্ বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্যচ্ছেজ্জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ তদ্ যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি॥"

[কঠ০ ১৩,১৩] ইতি।

অজিতবাহ্যাভ্যন্তরকরণৈরস্য পরমপুরুষস্য দুর্দ্দর্শত্বমভিধায় হয়াদিরূপিতা-নামিন্দ্রিয়াণাং বশীকরণপ্রকারোঽয়মুচ্যতে,—

তাহাও নহে; কারণ, "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থাঃ" এই স্থলে ত 'অর্থ' শব্দ-বাচ্য শব্দাদি বিষয়-সমূহেরই পরত্ব কথিত হইয়াছে; বিশেষতঃ কপিলের দর্শনে শব্দাদি বিষয়গুলিও ইন্দ্রিয়সমূহের কারণভূত নহে; [সুতরাং ইহা সাংখ্যপ্রক্রিয়া হইতেই পারে না]। আর যে, "অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ", ইহাও সাংখ্যশাস্ত্রের সম্মত কথা নহে; অকারণত্বই তাহার হেতু, [অর্থাৎ মন যখন শব্দাদি-'অর্থের' কারণ নহে, তখন মনের ঐরূপ পরত্বোক্তি কখনই সঙ্গত হইতে পারে না।] সেইরূপ, "বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ", ইহাও [তাহার মতে] সঙ্গত হয় না; কেননা, [তাহার মতে] 'বুদ্ধি' শব্দটি মহত্তত্ত্বেরই নাম বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে; সেই 'মহৎ' কখনই মহৎ অপেক্ষাও 'পর' হইতে পারে না। বিশেষতঃ 'মহৎ'কে 'আত্মা' শব্দে বিশেষিত করাও সঙ্গত হয় না; কাজেই [এখানে] রূপক-কল্পিত আত্মা প্রভৃতিরই গ্রহণ (সাংখ্যোক্ত তত্ত্বের গ্রহণ নহে)। শ্রুতিও তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন, 'এই আত্মা সর্ব্বভূতে নিগূঢ় থাকায় প্রকাশ পায় না; কিন্তু সূক্ষ্মদর্শিগণকর্ত্তৃক প্রশস্ত সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হইয়া থাকে।' 'প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বাক্যকে মনে সংযত করিবেন; সেই মনকে জ্ঞানময় আত্মস্থ বুদ্ধিতে নিয়মিত করিবেন; জ্ঞানকে (বুদ্ধিকে) মহৎ-আত্মাতে অর্থাৎ কর্ত্তৃস্বরূপ জীবাত্মাতে নিয়মিত করিবেন; তাহাকেও আবার শান্ত আত্মাতে (পরমাত্মাতে) নিয়মিত করিবেন।' এই স্থলে, যে লোক বাহ্য ও আভ্যন্তর করণকে জয় করে নাই, তাহার পক্ষে পরমপুরুষ-দর্শন দুষ্কর বলিয়া অশ্বাদিরূপে কল্পিত ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে বশীভূত করিবার জন্য উপায়-বিশেষ নির্দ্দেশ করা হইতেছে মাত্র।

(*) তত্ত্বাভ্যুপগমাৎ' ইতি 'ক' পাঠঃ।

"যচ্ছেদ্ বাঙ্মনসী" ইতি বাচং মনসি নিযচ্ছেৎ—বাক্পূর্ব্বকাণি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চ মনসি নিযচ্ছেদিত্যর্থঃ। বাক্-শব্দে দ্বিতীয়ায়াঃ "সুপাং সুলুক্" [পাণিনি° ৭।১।৩৯] ইতি লুক্। মনসীতি সপ্তম্যাশ্ছান্দসো দীর্ঘঃ। "তদ্ যচ্ছেৎ জ্ঞান আত্মনি"—তৎ মনঃ বুদ্ধৌ নিযচ্ছেৎ। জ্ঞান-শব্দেনাত্র পূর্ব্বোক্তা বুদ্ধিরভিধীয়তে; "জ্ঞানে আত্মনি" ইতি ব্যধিকরণে সপ্তম্যৌ আত্মনি বর্ত্তমানে জ্ঞানে নিযচ্ছেদিত্যর্থঃ। "জ্ঞানম্ আত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ"—বুদ্ধিং কর্ত্তরি মহতি আত্মনি নিযচ্ছেৎ। "তৎ যচ্ছেৎ শান্তে আত্মনি"—তং কর্ত্তারং পরস্মিন্ ব্রহ্মণি সর্ব্বান্তর্য্যামিণি নিযচ্ছেৎ। ব্যত্যয়েন 'তৎ' ইতি নপুংসকলিঙ্গতা। এবম্ভূতেন রথিনা বৈষ্ণবং পদং গন্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ১ ॥

অব্যক্ত-শব্দেন কথং ব্যক্তস্য শরীরস্যাভিধানম্? তত্রাহ—

সূক্ষ্মন্তু তদর্হত্বাৎ ॥১॥৪॥২॥

[পদচ্ছেদঃ—সূক্ষ্মং (সূক্ষ্ম শরীর) তু (পুনঃ) তদর্হত্বাৎ (পুরুষার্থসাধন-যোগ্য বলিয়া।]

[সরলার্থঃ—সূক্ষ্মং—অব্যক্তং ভূতসূক্ষ্মং এব শরীরাবস্থং সৎ ইহ 'অব্যক্ত'-শব্দেন উচ্যতে; কস্মাৎ? তস্যৈব তদর্হত্বাৎ পুরুষোপকারসাধন-ক্ষমত্বাদিত্যর্থঃ।]

অব্যক্ত ভূতসূক্ষ্মই শরীররূপে পরিণত হইয়া পুরুষের উপকার সাধনে সমর্থ; এইজন্য সেই শরীরকেই এখানে 'অব্যক্ত' শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে ॥ ১ । ৪ । ২ ॥]

"যচ্ছেৎ বাঙ্মনসী" অর্থ—বাগিন্দ্রিয়কে মনে নিয়মিত করিবে, অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়ের সহিত কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহকে মনে নিয়মিত করিবে, অর্থাৎ মনোবৃত্তির অধীন করিবে। 'সুপ্ বিভক্তির স্থানে লোপ হয়', এই সূত্রানুসারে 'বাক্' শব্দের দ্বিতীয়া বিভক্তির লোপ হইয়াছে। 'ছান্দস (বৈদিক) প্রয়োগ' বলিয়া "মনসী" এই সপ্তমী বিভক্তির ('ঙি'র) 'ই'কার দীর্ঘ হইয়াছে। "তৎ যচ্ছেৎ জ্ঞানে আত্মনি" কথার অর্থ—সেই মনকে বুদ্ধিতে নিয়মিত করিবে। এখানে 'জ্ঞান' শব্দে পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধিই অভিহিত হইতেছে। "জ্ঞানে আত্মনি" এই সপ্তমী দুইটি ব্যধিকরণ, অর্থাৎ অভেদ বিশেষণ-বিশেষ্যভাববোধক নহে; ইহার অর্থ এই যে, আত্মাতে অবস্থিত জ্ঞানে (বুদ্ধিতে) নিয়মিত করিবে। "জ্ঞানং আত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ" ইহার অর্থ—জ্ঞানকে কর্ত্তৃস্বরূপ মহৎ-আত্মাতে (জীবে) নিয়মিত করিবে। "তৎ যচ্ছেৎ শান্তে আত্মনি," ইহার অর্থ (জীবকে) সেই কর্ত্তাকে আবার সর্ব্বান্তর্য্যামী পরব্রহ্মে নিয়মিত করিবে। "তৎ" এই স্থলে লিঙ্গবিপর্য্যয়ে নপুংসক-লিঙ্গ হইয়াছে, [নচেৎ পুংলিঙ্গে "তং" হওয়া উচিত ছিল]। এবংবিধ বশীকরণসম্পন্ন রথিকর্ত্তৃকই বৈষ্ণব পদ গন্তব্য (প্রাপ্য) হয় ॥ ১ । ৪ । ১ ॥

ভূতসূক্ষ্মমব্যাকৃতং হি অবস্থাবিশেষমাপন্নং শরীরং ভবতি; তদ্ অব্যাকৃতমিহ শরীরাবস্থম্ অব্যক্ত-শব্দেনোচ্যতে; তদর্হত্বাৎ—তস্য অব্যাকৃতস্য অচিদ্বস্তুন এব বিকারাপন্নস্য রথবৎ পুরুষার্থসাধনপ্রবৃত্ত্যর্হত্বাৎ ॥১॥৪॥২॥

যদি ভূতসূক্ষ্মমব্যাকৃতমভ্যুপগম্যতে, কাপিল-তন্ত্রসিদ্ধোপাদানে কঃ প্রদ্বেষঃ? তত্রাপি হি ভূতকারণমেব অব্যক্তমিত্যুচ্যতে। তত্রাহ—

তদধীনত্বাদর্থবৎ ॥১॥৪॥৩॥

[পদচ্ছেদঃ—তদধীনত্বাৎ (তাহার অধীনতাহেতু) অর্থবৎ (সার্থক বা প্রয়োজনীয়) ॥]

[সরলার্থঃ -তদধীনত্বাৎ [অন্তর্যামিরূপেণ] অবস্থিতস্য পরমেশ্বরস্য অধীনত্বাৎ হেতোঃ রথি-রথাদিভাবেন কল্পিতং আত্ম-শরীরাদিকং সর্ব্বং অর্থবৎ সার্থকং উপাসনারূপ-প্রয়োজন সম্পাদকং ভবতীত্যর্থঃ ॥

অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত পরমেশ্বরেরই অধীন বলিয়া রথী ও রথাদিরূপে কল্পিত আত্মা ও শরীরাদি সমস্ত অংশই উপাসনা-কার্য্যে সার্থক (প্রয়োজনীয়) হইয়া থাকে ॥ ১ । ৪ । ৩ ॥]

পরমকারণভূত-পরমপুরুষাধীনত্বাৎ প্রয়োজনবদ্ ভূতসূক্ষ্মম্। এতদুক্তং ভবতি—ন বয়মব্যক্তং তৎপরিণামবিশেষাংশ্চ স্বরূপেণ নাভ্যুপগচ্ছামঃ; অপি তু পরমপুরুষ-শরীরতয়া তদাত্মকত্ববিরহেণ। তদাত্মকত্বেনৈব হি

ভাল, শরীর যখন ব্যক্তীভূত—স্থূল, তখন 'অব্যক্ত' শব্দে তাহার নির্দ্দেশ হয় কিরূপে? তদুত্তরে বলিতেছেন—অব্যাকৃত (অপঞ্চীকৃত) (*) সূক্ষ্মভূতই অবস্থাবিশেষযোগে 'শরীর' হইয়া থাকে। শরীররূপ বিশিষ্ট অবস্থাপ্রাপ্ত সেই অব্যাকৃতই এখানে 'অব্যক্ত' শব্দে অভিহিত হইতেছে। কেন না, বিকারাবস্থাপন্ন (শরীররূপে পরিণত) অচিৎ বস্তু (জড় পদার্থ) সেই অব্যাকৃতই রথের ন্যায় পুরুষের প্রয়োজনীয় সম্পাদনক্ষম চেষ্টার যোগ্য ॥ ১ । ৪ । ২ ॥

ভাল, অব্যাকৃত সূক্ষ্মভূতই যদি 'অব্যক্ত' শব্দে গৃহীত হয়, তবে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতির গ্রহণে বিদ্বেষ কেন? তাহাদের মতেও ত ভূতকারণই অব্যক্ত পদার্থ; তদুত্তরে বলিতেছেন—

পরমকারণ পরম পুরুষের অধীন বলিয়া সূক্ষ্মভূতও প্রয়োজনীয় (সার্থক)। ইহাই উক্ত হইতেছে যে, আমরা যে, অব্যক্ত ও তাহার বিশেষ বিশেষ পরিণামসমূহকে একেবারেই অস্বীকার করিতেছি, তাহা নহে; পরন্তু পরমপুরুষের শরীরস্থানীয়, এইজন্য তাঁহা হইতে অতিরিক্ত বলিয়া [স্বীকার করিতেছি] না। প্রকৃতি প্রভৃতি সর্ব্ব পদার্থই তদাত্মক বা তৎস্বরূপেই

(*) তাৎপর্য্য—সৃষ্টির প্রথমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পাঁচটী সূক্ষ্ম পদার্থ সৃষ্ট হয়। তৎকালে এই পাঁচটি অবিমিশ্রিত—বিশুদ্ধ ও সূক্ষ্ম থাকে, পশ্চাৎ পরস্পরের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া স্থূলতা প্রাপ্ত হয়। এই জন্য প্রথমোৎপন্ন ঐ পাঁচটি ভূতকে তন্মাত্র, অপঞ্চীকৃত ও অব্যাকৃত প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

প্রকৃত্যাদয়ঃ স্বপ্রয়োজনং সাধয়ন্তি ; অন্যথা স্বরূপ-স্থিতি-প্রবৃত্তিভেদাস্তেষাং ন স্যুঃ ; তথানভ্যুপগমাদেব হি তন্ত্রসিদ্ধ-প্রক্রিয়া-নিরসনমিতি।

শ্রুতিস্মৃত্যোর্হি জগদুৎপত্তি-প্রলয়বাদেষু পরমপুরুষ-মহিমবাদেষু চ প্রকৃতি-বিকৃতি-পুরুষাস্তদাত্মকাঃ সঙ্কীর্ত্ত্যন্তে ; যথা (*) "পৃথিব্যপ্সু লীয়তে" [সুবাল° ২] ইত্যারভ্য "তন্মাত্রাণি ভূতাদৌ লীয়ন্তে, ভূতাদির্ম্মহতি লীয়তে, মহান্ অব্যক্তে লীয়তে, অব্যক্তমক্ষরে লীয়তে, অক্ষরং তমসি লীয়তে, তমঃ পরে দেব একীভবতি," তথা "যস্য পৃথিবী শরীরং, যস্যাপঃ শরীরং, যস্য তেজঃ শরীরং, যস্য বায়ুঃ শরীরং, যস্যাকাশঃ শরীরং, যস্যাহঙ্কারঃ শরীরং, যস্য বুদ্ধিঃ শরীরং, যস্যাব্যক্তং শরীরং, যস্যাক্ষরং শরীরং, যস্য মৃত্যুঃ শরীরম্, এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মাপহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ" [সুবাল° ৭], তথা—

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

নিজ নিজ প্রয়োজন সম্পাদন করিয়া থাকে ; নচেৎ কখনই তাহাদের স্বরূপ, অবস্থিতি ও প্রবৃত্তিগত প্রভেদ হইতে পারে না। এই প্রকার প্রণালী স্বীকার করে না বলিয়াই তাহাদের শাস্ত্রোক্ত সিদ্ধান্তের প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে।

শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়-বোধক এবং পরম পুরুষের মহিমা-প্রতিপাদক প্রকরণসমূহে প্রকৃতি, প্রকৃতিকার্য্য ও পুরুষ, এ সমস্তই তদাত্মক অর্থাৎ পরমপুরুষস্বরূপ বলিয়া বর্ণিত আছে। যথা—'পৃথিবী জলে বিলীন হয়,' এই হইতে আরম্ভ করিয়া 'তন্মাত্র সমুদয় ভূতাদি অহঙ্কারে লীন হয়, অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে লীন হয়, মহত্তত্ত্ব অব্যক্তে লীন হয়, অব্যক্ত (প্রকৃতি) অক্ষরে (পুরুষে) বিলীন হয়, অক্ষর পুরুষও তমে (ঐশী প্রকৃতিতে) লীন হয়, তমঃ আবার পরদেবতা পরমাত্মায় যাইয়া একীভূত হয়।' এইরূপ, 'পৃথিবী যাহার শরীর, জল যাহার শরীর, তেজঃ যাহার শরীর, বায়ু যাহার শরীর, আকাশ যাহার শরীর, অহঙ্কার যাহার শরীর, বুদ্ধি যাহার শরীর, অব্যক্ত যাহার শরীর, অক্ষর (পুরুষ) যাহার শরীর, মৃত্যু যাহার শরীর ; তিনিই অপহতপাপ, দিব্য, এক অদ্বিতীয় দেবতা নারায়ণ'। সেইরূপ, 'ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মনঃ, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, এই অষ্টপ্রকার আমার একটি প্রকৃতি আছে; ইহা অপরা প্রকৃতি; জানিও, ইহা হইতে ভিন্ন, আমার জীবরূপা আর একটি প্রকৃতি আছে, যাহা

(*) 'তথা' ইতি 'ক' পাঠঃ।

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয় ।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ।
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় ॥
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব" ॥ [গীতা০ ৭।৪-৭] ইতি,
"ব্যক্তং বিষ্ণুস্তথাব্যক্তং পুরুষঃ কাল এব চ"
[বিষ্ণুপু০ ১।২।১৮] ইতি,

"প্রকৃতির্যা ময়াখ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী ।
পুরুষশ্চাপ্যুভাবেতৌ লীয়েতে পরমাত্মনি ॥
পরমাত্মা চ সর্ব্বেষামাধারঃ পুরুষোত্তমঃ । (*)
বিষ্ণুনামা স বেদেষু বেদান্তেষু চ গীয়তে" ॥ (†)
[বিষ্ণুপু০ ৬।৪।৩৯, ৪০] ইতি চ ॥১॥৪॥৩॥

জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥১॥৪॥৪॥

[পদচ্ছেদঃ—জ্ঞেয়ত্বাবচনাৎ (জ্ঞেয়ত্বেব অনুক্তিহেতু) চ (ও) ।]

[সবলার্থঃ—অত্র অব্যক্তং যদি সাংখ্যসম্মতং স্যাৎ, তর্হি তস্য জ্ঞেয়ত্বমপি অবশ্যমেব ব্রূয়াৎ, নতু ব্রবীতি; ততশ্চ জ্ঞেয়ত্বাবচনাদপি নেদং সাংখ্যসিদ্ধম্; সাংখ্যৈস্তু তস্য "ব্যক্তাব্যক্ত-জ্ঞ-বিজ্ঞানাৎ" ইতি জ্ঞেয়ত্বাভিধানাদিত্যাশয়ঃ ।

এখানে 'অব্যক্ত' যদি সাংখ্যসম্মত অব্যক্তই হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার জ্ঞেয়ত্বও বলা হইত; তাহা না বলাতেই বুঝা যায় যে, ইহা সাংখ্যের অব্যক্ত নহে, পরন্তু রথরূপে কল্পিত শরীর ॥ ১ । ৪ । ৪ ॥]

দ্বারা এই জগৎ বিধৃত হইতেছে। তুমি নিশ্চয় জানিও, এ সমস্ত ভূতই একমাত্র সেই কারণ হইতে সমুদ্ভূত। আমিই সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও বিলয় স্থান। হে ধনঞ্জয়! আমা হইতে অতিরিক্ত আর কিছু নাই। সূত্রে মণিগণের ন্যায় আমাতেই সমস্ত জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে।' ইতি। 'ব্যক্ত (স্থূল), অব্যক্ত (প্রকৃতি), বিষ্ণু, পুরুষ এবং কাল, [এ সমস্তই তৎস্বরূপ]।' 'আমি যে ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপ প্রকৃতি ও পুরুষের নির্দ্দেশ করিয়াছি, তদুভয়ই পরমাত্মাতে বিলীন হয়; পরমাত্মাই সকলের আশ্রয় ও পরম ঈশ্বর, এবং তিনিই বেদ ও বেদান্তে 'বিষ্ণু'-নামে কথিত হন', ইতি ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ৩ ॥

(*) পরমেশ্বরঃ' ইতি 'ঘ' পাঠঃ ।
(†) বিষ্ণুনামা' ইত্যাদ্যংশঃ 'ঘ' পুস্তকে নোপলভ্যতে ।

যদি তন্ত্রসিদ্ধমিহাব্যক্তমবিবক্ষিষ্যৎ, তদা অস্য জ্ঞেয়ত্বমবক্ষ্যৎ (*); ব্যক্তাব্যক্ত-জ্ঞবিজ্ঞানাৎ মোক্ষং বদদ্ভিস্তান্ত্রিকৈস্তেষাং সর্ব্বেষাং জ্ঞেয়ত্বাভ্যুপগমাৎ, ন চাস্য জ্ঞেয়ত্বমুচ্যতে ইতি (†); অতো ন তন্ত্রসিদ্ধস্যেহ গ্রহণম্ ॥১॥৪॥৪॥

বদতীতি চেৎ; ন; প্রাজ্ঞো হি প্রকরণাৎ ॥১॥৪॥৫॥

[পদচ্ছেদঃ—বদতি (বলেন) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) [বল;] ন (না—বলেন না), প্রাজ্ঞঃ (পরমাত্মা) হি (যেহেতু) প্রকরণাৎ (যেহেতু [তাহারই] প্রকরণ বা প্রস্তাব)।]

[সরলার্থঃ—"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" ইত্যাদ্যা শ্রুতির্হি অব্যক্তস্যাপি জ্ঞেয়ত্বং বদতি (উপদিশতি), ইতি চেৎ; ন—নৈবং বাচ্যম্; হি (যস্মাৎ) প্রকরণাৎ প্রাজ্ঞঃ (পরমাত্মা) [অবধার্য্যতে--নির্ণীয়তে]। [সতি হি সংশয়ে প্রকরণমপি অর্থ-বিশেষাবধারণকারণং ভবত্যেবেত্যর্থঃ ॥]

যদি বল, 'প্রকৃতি, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ বিবর্জ্জিত' ইত্যাদি শ্রুতি ত সাংখ্যসম্মত অব্যক্তেরই উল্লেখ করিয়াছেন; না—তাহা নহে, প্রকরণ-পর্য্যালোচনায় জানা যায় যে, প্রাজ্ঞ পরমাত্মাই এই 'অব্যক্ত' শব্দের প্রতিপাদ্য, অপর কিছু নহে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ৫ ॥]

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥"

[কঠ০ ১।৩।১৫],

ইতি অব্যক্তস্য জ্ঞেয়ত্বমনন্তরমেব বদতীয়ং শ্রুতিরিতি চেৎ; তন্ন; প্রাজ্ঞঃ—পরমপুরুষ এব হি অত্র শ্লোকে নিচায্যত্বেন প্রতিপাদ্যতে;—

এখানে যদি সাংখ্যসম্মত অব্যক্তই বিবক্ষিত (শ্রুতির অভিপ্রেত) হইত, তাহা হইলে [ইহার] জ্ঞেয়ত্বও অবশ্যই বলিত; কেননা, ব্যক্ত (স্থূল), অব্যক্ত (প্রকৃতি) ও জ্ঞ (পুরুষ), এতদ্বিষয়ক বিশেষ জ্ঞান হইতে মুক্তিবাদী তান্ত্রিকগণ (সাংখ্যবাদিগণ) সেই সমস্ত পদার্থেরই জ্ঞেয়ত্ব স্বীকার করেন, এখানে কিন্তু তাহার জ্ঞেয়ত্ব কথিত হইতেছে না; অতএব এখানে সাংখ্যসম্মত [অব্যক্তের] গ্রহণ নহে ॥ ১ । ৪ । ৪ ॥

যদি বল, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধবর্জ্জিত, আদি, অন্ত ও ব্যয়রহিত মহৎ-তত্ত্বেরও পরবর্ত্তী সেই স্থির বস্তুকে উপাসনা করিয়া মৃত্যুমুখ হইতে পরিত্রাণ পায়।' এই পরবর্ত্তী শ্রুতিইত অব্যক্তের জ্ঞেয়ত্ব বলিতেছেন? না -তাহা নহে; প্রাজ্ঞ—পরমপুরুষ পরমাত্মাই

(*) অবিবক্ষিষ্যৎ' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(†) 'খ' পুস্তকেতু অত্র 'ইতি' শব্দো নাস্তি।

"বিজ্ঞান-সারথির্যস্তু মনঃ-প্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥"
"এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োঽত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥" [কঠ০ ১।৩।৯, ১২]

ইতি প্রাজ্ঞস্যৈব প্রকৃতত্বাৎ। অত এব "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ" ইতি ন পঞ্চবিংশক-পুরুষাতিরিক্ত তত্ত্বনিষেধঃ; তস্য চ পরমপুরুষস্যাশব্দত্বাদয়ো ধর্ম্মাঃ "যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যম্" ইত্যাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধা। "মহতঃ পরং ধ্রুবম্" ইত্যপি "বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ" ইতি পূর্ব্বপ্রকৃতাজ্জীবাত্মনঃ পরত্বমেব উচ্যতে ॥১॥৪॥৫॥

ত্রয়াণামেব চৈবমুপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ ॥১॥৪॥৬॥

[পদচ্ছেদঃ—ত্রয়াণাং (তিনের) এব (অবধারণে) চ (ও) এবং (এই প্রকার) উপন্যাসঃ (উল্লেখ) প্রশ্নঃ (প্রশ্ন) চ (ও)।

[সরলার্থঃ—অস্মিন্ প্রকরণে হি "যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে" ইত্যারভ্য সমাপ্তি-পর্য্যন্তং ত্রয়াণাং উপেয়োপায়োপেতৄণাং পরমপুরুষ-তদুপাসনপ্রকার-তদুপাসকানাম্ এব চ এবং—জ্ঞেয়ত্বেন উপন্যাসঃ উল্লেখঃ প্রশ্নশ্চ দৃশ্যতে, নতু সাংখ্যসিদ্ধ-প্রকৃত্যাদেঃ; অতশ্চ প্রকৃতিবিষ জ্ঞেয়ত্বেন নোক্তেতি ভাবঃ।

এই প্রকরণে 'মনুষ্য মরিলে পর এই যে সংশয় আছে,' এই হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত, পরমপুরুষ ভগবান্, তাঁহার উপাসনাপ্রণালী, এবং উপাসক, কেবল এই তিনটি মাত্র বিষয়েই জ্ঞানোপদেশ ও প্রশ্ন পরিদৃষ্ট হয়; কিন্তু, সাংখ্যোক্ত প্রকৃত্যাদির উল্লেখমাত্রও দেখা যায় না; অতএব এখানে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতির জ্ঞেয়ত্ব হইতেই পারে না ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ৬ ॥]

অস্মিন্ প্রকরণে হি উপায়োপেয়োপেতৄণাং ত্রয়াণামেব চ এবমুপন্যাসঃ—

এখানে উপাস্যরূপে উপদিষ্ট হইতেছেন, (প্রকৃতি নহে); কারণ, 'বিজ্ঞান যাহার সারথি, এবং মন যাহার লাগাম হয়, তিনিই সংসার-সাগরের পারভূত বিষ্ণুর সেই পরমপদ প্রাপ্ত হন।' এইরূপে প্রাজ্ঞ পরমাত্মাই সেখানে প্রকৃত বা প্রস্তাবিত হইয়াছেন। এইজন্যই 'পুরুষের পর আর কিছু নাই,' ইহাও পঞ্চবিংশতিসংখ্যক পুরুষাতিরিক্ত তত্ত্বের অস্তিত্ব-প্রতিষেধ নহে; সেই পরমপুরুষের যে, অশব্দত্বাদি ধর্ম্ম, তাহাও 'সেই যে অদৃশ্য, অগ্রাহ্য' ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। আর এখানে 'মহৎ অপেক্ষা পর' এই বাক্যেও পূর্ব্বপ্রক্রান্ত জীবাত্মা অপেক্ষাই পরত্ব কথিত হইতেছে (অন্য অপেক্ষা নহে) ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

এই প্রকরণে উপায় (সাধন), উপেয় (প্রাপ্য) ও উপেতা (প্রাপক), কেবল এই তিন

জ্ঞেয়ত্বেনোপন্যাসঃ, তদ্বিষয়শ্চ প্রশ্নো দৃশ্যতে, নান্যস্যাব্যক্তাদেঃ। তথাহি—নচিকেতা নাম মুমুক্ষুঃ সন্ মৃত্যুপ্রদত্তে বরত্রয়ে প্রথমেন বরেণাত্মনঃ পুরুষার্থযোগ্যতাপাদিনীম্ আত্মনি পিতুঃ সুমনস্কতাং প্রতিলভ্য দ্বিতীয়েন বরেণ মোক্ষসাধনভূতাং নাচিকেতাগ্নিবিদ্যাং বব্রে—

"স ত্বমগ্নিং স্বর্গ্যমধ্যেষি মৃত্যো প্রব্রূহি তং শ্রদ্দধানায় মহ্যম্।
স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্তে এতদ্ দ্বিতীয়েন বৃণে বরেণ ॥"

[কঠ০ ১।১।১৩] ইতি।

স্বর্গ-শব্দেনাত্র পরমপুরুষার্থলক্ষণ-মোক্ষোঽভিধীয়তে; "অমৃতত্বং ভজন্তে" ইতি তত্রস্থস্য জন্ম-মরণাভাবশ্রবণাৎ, উত্তরত্র ক্ষয়িফলকর্ম্ম-নিন্দাদর্শনাচ্চ; "ত্রিণাচিকেতস্ত্রিভিরেত্য সন্ধিং ত্রিকর্ম্মকৃৎ তরতি জন্ম-মৃত্যূ" [কঠ০ ১।১।১৭] ইতি চ প্রতিবচনাৎ তৃতীয়েন বরেণ মোক্ষস্বরূপপ্রশ্নদ্বারেণ উপেয়-স্বরূপম্ উপেতৃস্বরূপম্ উপায়ভূতকর্ম্মানুগৃহীতোপাসনস্বরূপঞ্চ (*) পৃষ্টম্—

"যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ ॥" [কঠ০ ১।১।২০] ইতি;

বিষয়েই ঐরূপ উপন্যাস অর্থাৎ জ্ঞেয়ত্বোল্লেখ এবং তদ্বিষক প্রশ্ন পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু, অব্যক্ত প্রভৃতি অন্য কাহারো নহে। সেইরূপই উক্ত আছে—মুমুক্ষু নচিকেতা মৃত্যুপ্রদত্ত বরত্রয়ের মধ্যে প্রথম বরে আপনার পুরুষার্থযোগ্যতা-সাধক আপনার প্রতি পিতার চিত্তপ্রসন্নতা প্রার্থনা করিয়া দ্বিতীয় বরে মোক্ষলাভের উপায়ভূত অগ্নিবিদ্যা প্রার্থনা করিয়াছিলেন—'হে মৃত্যো! সেই তুমি স্বর্গসাধন অগ্নিবিদ্যা অবগত আছ; আমি শ্রদ্ধাবান্, আমার উদ্দেশে তাহা উপদেশ কর; কারণ, স্বর্গলোকগামীরা অমৃতত্ব ভোগ করিয়া থাকেন; আমি দ্বিতীয় বরে ইহাই প্রার্থনা করিতেছি' ইতি। স্বর্গস্থব্যক্তির জন্ম-মরণাভাবরূপ অমৃতত্বের উল্লেখহেতু এবং পরেও ক্ষয়শীল কর্ম্মফলের নিন্দাদর্শনহেতু বুঝিতে হইবে যে, এখানে 'স্বর্গ' শব্দে পরম পুরুষার্থরূপ মোক্ষই অভিহিত হইতেছে, (স্বর্গলোক নহে)। বিশেষতঃ প্রতিবচনও এইরূপই রহিয়াছে—'যে লোক তিনবার নাচিকেত অগ্নি চয়ন করিয়াছে, উত্তম পিতা, মাতা ও আচার্য্য, এই তিনের সহিত সম্বন্ধ লাভ করিয়া ত্রিবিধ কর্ম্ম করিয়াছে, সে লোক জন্ম ও মৃত্যু অতিক্রম করে,' ইতি। তৃতীয় বরে প্রার্থনা করিলেন—'মনুষ্য মরিলে পর কেহ বলে যে, থাকে, কেহ বলে থাকে না, তোমার উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া আমি ইহা বিশেষরূপে জানিব; বরের মধ্যে ইহাই আমার তৃতীয় বর।' এইরূপে মোক্ষের স্বরূপবিষয়ক প্রশ্ন দ্বারা প্রাপ্তব্য, প্রাপক এবং তাহার

(*) উপায়ভূতানুষ্ঠিতকর্ম্মানু' ইত্যাদিঃ 'ক' পাঠঃ।

এবং মোক্ষে পৃষ্টে তদুপদেশযোগ্যতাং পরীক্ষ্যোপদিদেশ—

"তং দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।
অধ্যাত্ম-যোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষ-শোকৌ জহাতি॥"

[কঠ০ ১।২।১২]

ইতি। তদেবং সামান্যেনোপদিষ্টে নচিকেতাঃ প্রীতঃ সন্ 'দেবং মত্বা' ইত্যুপাস্যতয়া নির্দ্দিষ্টস্য প্রাপ্যভূতস্য দেবস্য "অধ্যাত্ম-যোগাধিগমেন" ইতি বেদিতব্যতয়া নির্দ্দিষ্টস্য প্রাপ্তুঃ প্রত্যগাত্মনশ্চ "মত্বা ধীরো হর্ষ-শোকৌ জহাতি" ইতি নির্দ্দিষ্টস্য (*) ব্রহ্মোপাসনস্য চ স্বরূপবিশোধনায় পুনঃ পপ্রচ্ছ—

"অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাদ্ (†) ভব্যাচ্চ যত্তৎ পশ্যসি তদ্বদ॥" [কঠ০ ১।২।১৪] ইতি।

এবং সকলেতরাতীতানাগত-বর্ত্তমানসাধ্য-সাধন-সাধকবিলক্ষণে ত্রয়ে ক্রমেণ পৃষ্টে প্রথমং প্রণবং প্রশস্য তদ্বাচ্যং প্রাপ্যস্বরূপং, তদন্তর্গতঞ্চ প্রাপ্তৃস্বরূপং, বাচকরূপং চোপায়ং পুনরপি সামান্যেন খ্যাপয়ন্ প্রণবং তাবদুপদিদেশ—

উপায়স্বরূপ কর্ম্ম-সম্পাদিত উপাসনার স্বরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে। এইরূপে মোক্ষবিষয়ক প্রশ্ন করিলে পর [যমরাজ] নচিকেতার উপদেশযোগ্যতা পরীক্ষা করিয়া পরে উপদেশ করিলেন যে, 'ধীর পুরুষ, দুর্দ্দর্শ, গূঢ়, সর্ব্বান্তরস্থ, গুহাবস্থিত, হৃদয়কন্দরস্থ সেই পুরাতন (নিত্য) দেবকে (পরমপুরুষকে) অধ্যাত্ম-যোগবলে দর্শন করিয়া সুখ ও দুঃখ ত্যাগ করেন।' এই প্রকার সাধারণভাবে উপদেশ করিলে পর নচিকেতা সন্তুষ্ট হইয়া 'দেবকে মনন করিয়া' এই বাক্যে উপাস্যরূপে নির্দ্দিষ্ট—প্রাপ্তব্য দেব-পদার্থের, 'অধ্যাত্মযোগের (পরমাত্মবিষয়ক যোগের) সাহায্যে উপলব্ধি দ্বারা,' এই বাক্যে বিজ্ঞেয়রূপে নির্দ্দিষ্ট প্রত্যগাত্মার এবং 'ধীর ব্যক্তি মনন করিয়া হর্ষ ও বিষাদ পরিত্যাগ করেন' এইরূপে নির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মোপসনারও স্বরূপগত বিশেষ ভাব নিরূপণার্থ পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'হে যমরাজ! ধর্ম্ম হইতে অন্যত্র, অধর্ম্ম হইতে অন্যত্র, এই কার্য্য ও কারণ হইতেও পৃথক্‌ভূত এবং অতীত ও অনাগত হইতেও অন্যত্র অর্থাৎ এ সমস্তেরই অতীত যাহা তুমি দর্শন করিতেছ, তাহা বল' ইতি।

নচিকেতা এইরূপে অতীত, অনাগত (ভবিষ্যৎ) ও বর্ত্তমান হইতে এবং সাধ্য, সাধন ও সাধক হইতেও বিলক্ষণ তিনটী বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে পর, যমরাজ প্রথমতঃ প্রশংসা করিয়া পুনশ্চ উপাসনালভ্য প্রণবের বাচ্যার্থ, এবং যিনি তাঁহাকে প্রাপ্ত হন, তাহার স্বরূপ এবং প্রাপ্তির উপায়ভূত ব্রহ্মবাচক প্রণবেরও স্বরূপ সামান্যরূপে প্রকাশ করতঃ প্রণবের উপদেশ

(*) প্রাপ্যব্রহ্ম' ইতি 'ক' পাঠঃ। (†) ভূতাচ্চ'ইতি শঙ্করসম্মত উপনিষৎপাঠঃ।

"সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্ বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোম্ ইত্যেতৎ॥"
[কঠ০ ১।২।১৫] ইতি।

এবমুপদিশ্য পুনরপি প্রণবং প্রশস্য প্রথমং তাবৎ প্রাপ্তুঃ প্রত্যগাত্মনঃ স্বরূপমাহ —"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" ইত্যাদিনা। প্রাপ্যস্য পরস্য ব্রহ্মণো বিষ্ণোঃ স্বরূপম্ "অণোরণীয়ান্" ইত্যাদিনা "ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ" ইত্যন্তেনোপদিশন্ মধ্যে "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন" ইত্যাদিনোপায়ভূতস্যোপাসনস্য ভক্তিরূপতামপ্যাহ। "ঋতং পিবন্তৌ" ইতি চ উপাস্যস্যোপাসকেন সহাবস্থানাৎ সুপাসতাম্ (*) উক্ত্বা "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি" ইত্যাদিনা "দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি" ইত্যন্তেন উপাসনপ্রকারম্, উপাসীনস্য চ বৈষ্ণব-পরমপদপ্রাপ্তি-মভিধায় "অশব্দমস্পর্শম্" ইত্যাদিনোপসংহৃতম্। অতঃ ত্রয়াণামেবাত্র জ্ঞেয়ত্বেনোপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ ; তস্মান্নেহ তান্ত্রিকস্যাব্যক্তস্য গ্রহণম্ ॥১॥৪॥৬॥

করিলেন,—'সমস্ত বেদ যে পদ (শব্দ) বলিয়া থাকেন, সমস্ত তপস্যা অর্থাৎ তপস্যাপ্রকাশক শাস্ত্র সমূহও যাহার প্রতিপাদন করিয়া থাকেন, এবং যাহাকে পাইবার ইচ্ছায় ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া থাকেন, আমি [সংক্ষেপে] সেই 'ওম্' পদটি তোমাকে বলিতেছি।' এইরূপ উপদেশের পর পুনশ্চ প্রণবের প্রশংসা করিয়া প্রথমতঃ 'বিদ্বান্ পুরুষ জন্মে না ও মরে না' ইত্যাদি বাক্যে প্রাপক জীবাত্মার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহার পর 'অণু অপেক্ষাও অতিশয় অণু' ইত্যাদি এবং 'তিনি এই প্রকারে যেখানে আছেন, তাহা কে জানে'? ইত্যন্ত বাক্যে উপাসনালভ্য পরব্রহ্ম বিষ্ণুর স্বরূপ উপদেশ করিতে যাইয়া মধ্যে, 'প্রবচন অর্থাৎ শাস্ত্র-ব্যাখ্যা কৌশলে লাভ করা যায় না, মেধা (ধারণাক্ষম বুদ্ধি বৃত্তি) দ্বারাও নহে, অতএব বহু শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারাও নহে,' ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়ভূত উপাসনার ভক্তি-রূপতাও প্রতিপাদন করিয়াছেন। উভয়েই কর্ম্মফল ভোক্তা' এখানে উপাসকের সহিত উপাস্য পদার্থের একত্রা-বস্থিতি হেতু উপাসনার সুগমতা প্রতিপাদন করিয়া 'আত্মাকে রথী ও শরীরকে রথস্বরূপ জানিবে' এই হইতে—'জ্ঞানিগণ তাহাকে দুর্গম পথ বলিয়া থাকেন' এই পর্য্যন্ত বাক্যে উপাসনার প্রকারগত বিশেষভাব এবং উপাসনাকারীর পক্ষেও লাভ-যোগ্য বিষ্ণুর পরম পদ নির্দ্দেশ করিয়া 'অশব্দ ও অস্পর্শ' ইত্যাদি বাক্যে উপসংহার বা বক্তব্য-পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। অতএব [বুঝিতে হইবে,] এখানে তিনের সম্বন্ধেই জ্ঞেয়ত্বোল্লেখ ও প্রশ্ন হইয়াছে ; সুতরাং এখানে সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত 'অব্যক্ত' প্রকৃতির গ্রহণ হইতে পারে না ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ৬ ॥

(*) স্থানাৎ সুপাস্যতাম্' ইতি 'ক' পাঠঃ।

মহদ্বচ্চ ॥১॥৪॥৭॥

[পদচ্ছেদঃ—মহদ্বৎ (মহৎ-তত্ত্বের ন্যায়) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—"বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ" ইত্যত্র 'আত্ম'-শব্দ-সামানাধিকরণ্যাৎ 'মহৎ' পদেন যথা ন সাংখ্যসম্মত মহত্তত্ত্ব-পরিগ্রহঃ, তথা আত্মনঃ পরত্বেন কীর্ত্তনাৎ 'অব্যক্ত'-পদেনাপি ন সাংখ্যোক্ত-প্রধানপরিগ্রহঃ ভবিতুমর্হতীত্যর্থঃ ॥

'বুদ্ধি অপেক্ষাও মহান্ আত্মা উৎকৃষ্ট' এখানে যেমন আত্ম-শব্দের সহিত অভেদপ্রয়োগ থাকায় 'মহৎ' শব্দে সাংখ্যোক্ত মহত্তত্ত্বের গ্রহণ হয় নাই, তেমনি এখানে 'আত্মা অপেক্ষাও পরত্ব বলায় অব্যক্ত শব্দেও সাংখ্যোক্ত প্রকৃতির গ্রহণ হইতে পারে না ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ৭ ॥]

যথা "বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ" ইত্যত্রাত্ম-শব্দসামানাধিকরণ্যাৎ ন তন্ত্র-সিদ্ধম্ মহত্তত্ত্বং গৃহ্যতে, এবমব্যক্তমপ্যাত্মনঃ পরত্বেনাভিধানাৎ ন কাপিল-তন্ত্রসিদ্ধং গৃহ্যত ইতি স্থিতম্ ॥১॥৪॥৭॥ [ইতি আনুমানিকাধিকরণম্ ॥১॥]

চমসাধিকরণম্ ।]

চমসবদবিশেষাৎ ॥১॥৪॥৮॥

[পদচ্ছেদঃ—চমসবৎ (চমসের ন্যায়) অবিশেষাৎ (বিশেষ না থাকায়) ।]

[সরলার্থঃ—"অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ ॥"

ইতি শ্বেতাশ্বতরশ্রুতৌ 'অজা'-শব্দেন কিং সাংখ্যোক্তা প্রকৃতিরভিধীয়তে? উত পরং ব্রহ্ম? ইতি সংশয়ঃ। তত্র অজায়াঃ অকার্য্যত্ব-প্রতীতেঃ বহ্বীনাং প্রজানাং স্বাতন্ত্র্যেণ কারণত্বশ্রুতেশ্চ সাংখ্যসম্মতা প্রকৃতিরেব ইহ 'অজা'-শব্দার্থ ইতি প্রাপ্তম্। তত্রোচ্যতে—ন সাংখ্যসম্মতায়াঃ প্রকৃতেরিহ গ্রহণং ভবিতুমর্হতি। কুতঃ? চমসবদবিশেষাৎ—যথা "ইদং তচ্ছিরঃ" ইত্যাদিমন্ত্রে শ্রূয়মাণস্য 'চমস'শব্দস্য অর্থবিশেষাবধারণে "অর্ব্বাগ্বিলশ্চমস ঊর্দ্ধবুধ্নঃ" ইতি বাক্যশেষগত আচমন-সাধনত্বেন বিশেষনির্দ্দেশোঽস্তি, নৈবং 'অজা'-শব্দস্য প্রকৃতিবিষয়ে; অতো নেয়ম্ 'অজা' সাংখ্যসম্মতা প্রকৃতিরিতি ভাবঃ ॥

'এক, লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ, এবং নিজের অনুরূপ বহুতর প্রজা সৃষ্টিকারিণী অজাকে এক অজ প্রীতিসহকারে অনুসরণ করে, এবং অপর অজ ভোগাবসানে পরিত্যাগ করে,' এই শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে কথিত 'অজা কথনই সাংখ্যসম্মত প্রকৃতি হইতে পারে না; কারণ? চমসের ন্যায় এখানে কোনও বিশেষ ধর্ম্মের উল্লেখ নাই; অর্থাৎ 'ইহাই তাহার শির' ইত্যাদি মন্ত্রোক্ত 'চমস'-শব্দের অর্থবিশেষ নিরূপণে যেরূপ—'নিম্নভাগে গর্ত্ত এবং উপরে বুধ্ন (গোলাকৃতি)', এইরূপ বিশেষ বিবরণ বর্ণিত রহিয়াছে, এখানে তদ্রূপ কোনও বিশেষ বিবরণ দৃষ্ট হইতেছে না; সুতরাং এখানে কেবলই যোগার্থ বলে 'অজা' শব্দে প্রকৃতি-অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে না ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ৮ ॥] .

অত্রাপি তন্ত্রসিদ্ধপ্রক্রিয়া নিরস্যতে, ন ব্রহ্মাত্মকানাং প্রকৃতিমহদহঙ্কারাদীনাং স্বরূপম্ ; শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং ব্রহ্মাত্মকানাং তেষাং প্রতিপাদনাৎ। যথা আথর্ব্বণিকা অধীয়তে—

"বিকার-জননীমজ্ঞামষ্টরূপামজাং ধ্রুবাম্।
ধ্যায়তেঽধ্যাসিতা তেন তন্যতে প্রের্য্যতে পুনঃ॥"
সূয়তে পুরুষার্থং চ তেনৈবাধিষ্ঠিতা জগৎ।
গৌরনাদ্যন্তবতী সা জনিত্রী ভূতভাবিনী॥
সিতাসিতা চ রক্তা চ সর্ব্বকামদুঘা বিভোঃ।
পিবন্ত্যেনামবিষমামবিজ্ঞাতাঃ কুমারকাঃ॥
একস্তু পিবতে দেবঃ স্বচ্ছন্দোঽত্র বশানুগাম্।
ধ্যানক্রিয়াভ্যাং ভগবান্ ভুঙ্ক্তেঽসৌ প্রসভং বিভুঃ॥
সর্ব্বসাধারণীং দোগ্ধ্রীং পীড্যমানাং তু যজ্বভিঃ (*)।

'বুদ্ধি অপেক্ষাও মহান্ আত্মা পর' এখানে 'আত্ম' শব্দের সহিত অভেদে প্রযুক্ত হওয়ায় যেমন সাংখ্যসিদ্ধ মহত্তত্ত্ব গৃহীত হইতেছে না, তেমনি আত্মা (জীব) অপেক্ষাও পরত্বাভিধান হেতু অব্যক্ত শব্দেও কপিলকৃত সাংখ্য-শাস্ত্রসম্মত অব্যক্ত (প্রকৃতি) গৃহীত হইতেছে না, ইহা নিশ্চিত॥ ১॥ ৪॥ ৭॥ [প্রথম আনুমানিকাধিকরণ সমাপ্ত॥ ১॥]

(†) এই সূত্রে কেবল সাংখ্যসম্মত সিদ্ধান্ত-প্রণালীই প্রত্যাখ্যাত হইতেছে; কিন্তু স্বরূপতঃ ব্রহ্মাত্মক প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কার প্রভৃতি তত্ত্বের অস্তিত্বই [প্রত্যাখ্যাত হইতেছে] না। কারণ, ব্রহ্মাত্মক মহৎ প্রভৃতি পদার্থসমূহ শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। উদাহরণ যথা—আথর্ব্বণিক শ্রুতি বলিতেছেন—'সর্ব্বকার্য্যের কারণীভূত, অষ্টরূপা, অচেতন ও নিত্যস্বরূপা 'অজা' (পরমাত্মজ্ঞানে) বিজ্ঞাত হয়; পরমেশ্বর তাহাতে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক তাহাকে স্থূলাদিরূপে পরিণত করেন, কার্য্যোৎপাদনে প্রেরণ করেন, এবং সেই অজাই পরমেশ্বরকর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া এই জগৎ প্রসব করিয়া থাকে। অতীত ও অনাগতস্বরূপা, শ্বেত, কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণা জগজ্জননী সেই আদ্যন্তরহিত অজাই পরমেশ্বরের সর্ব্বকামপ্রসবিনী গোস্বরূপা। জ্ঞানরহিত বালকপ্রকৃতি জীবগণ সর্ব্বত্র সমভাবাপন্ন এই অজা-গোকে ভোগ করিয়া থাকে। এই জগতে একমাত্র সেই দেব পরমেশ্বরই আপনার বশবর্ত্তিনী ইহাকে স্বচ্ছন্দভাবে ভোগ করিয়া থাকেন। বিভু সেই ভগবান্ যাগশীল জনগণকর্ত্তৃক [চোসনের দ্বারা বৎসের ন্যায়] ধ্যান ও যাগাদি ক্রিয়া দ্বারা পীড্যমানা ও সর্ব্বভোগ্যা এই দুগ্ধবতী অজা-গাভীকে বলপূর্ব্বক অর্থাৎ স্বাধীন-

---

(*) ইজ্যমানাং যুবমভিঃ' ইতি কচিৎ উপনিষদি পাঠঃ।

(†) এই অধিকরণের পদাবয়বং দশম সূত্রের শেষে দ্রষ্টব্য।

চতুর্ব্বিংশতিসঙ্খ্যাকমব্যক্তং ব্যক্তমুচ্যতে ।”

[মন্ত্রিকোপনিষৎ ১।৩।৫।২।৩] ইতি ।

অত্র প্রকৃত্যাদীনাং স্বরূপমভিহিতম্ । যদাত্মকাশ্চৈতে প্রকৃত্যাদয়ঃ, স পরমপুরুষোঽপি—

“তং ষড়্‌বিংশকমিত্যাহুঃ সপ্তবিংশমথাপরে ।

পুরুষং নির্গুণং সাংখ্যমথর্ব্বশিরসো বিদুঃ ॥” [মন্ত্রিকো০ ৩।১৩,১৪]

ইতি প্রতিপাদ্যতে । অপরে চ আথর্ব্বণিকাঃ “অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ ষোড়শ-বিকারাঃ” [গর্ভো০ ৫] ইত্যধীয়তে । শ্বেতাশ্বতরাশ্চৈবং প্রকৃতিপুরুষে-শ্বরস্বরূপমামনন্তি—

ভাবে ভোগ করিয়া থাকেন (*) । চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যক অর্থাৎ চতুর্ব্বিংশতিতম (†) এই অব্যক্তই (অনভিব্যক্তই) ব্যক্ততা প্রাপ্ত হইয়া থাকে’ ইতি । এখানে প্রকৃতি প্রভৃতি পদার্থসমূহ যদাত্মক অর্থাৎ যৎস্বরূপ, সেই পরমপুরুষকেও, ‘কেহ কেহ তাহাকে ষড়্‌বিংশ (ঈশ্বর) বলে ; অপরে আবার সপ্তবিংশতিও বলিয়া থাকে (‡) এবং অথর্ব্বশিরা উপনিষৎ আবার সাংখ্যোক্ত পুরুষকেও নির্গুণ বলিয়া জানেন ।’ এইরূপে প্রতিপাদন করিয়া থাকেন । আথর্ব্বণিকগণ আবার ‘অষ্টপ্রকার প্রকৃতি ও ষোড়শপ্রকার বিকার বা প্রকৃতি-কার্য্য’ (§) এই প্রকার নির্দ্দেশ করেন । শ্বেতাশ্বরগণও এই প্রকারই প্রকৃতি, পুরুষ ও ঈশ্বরের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন । [তাহারা

(*) তাৎপর্য্য—বৎসগণ যেরূপ গোর স্তনে আঘাতপূর্ব্বক চোসন দ্বারা দুগ্ধ আহরণ করে, তদ্রূপ যাজ্ঞিকগণও শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়া দ্বারা এই প্রকৃতি হইতে দুগ্ধের ন্যায় উপযুক্ত ভোগ-ফল লাভ করিয়া থাকেন । যাজ্ঞিকগণের যজ্ঞাদি ক্রিয়াই গো-বৎসের চোসনস্থানীয় পীড়ন, তদ্ভিন্ন অন্য কোনরূপ ক্লেশ-প্রদান করা নহে । এই অর্থে প্রকৃতিরূপ গাভীকে ‘পীড্যমানা’ বলা হইয়াছে ।

(†) তাৎপর্য্য—কপিলকৃত সাংখ্যমতে পচিশটিমাত্র পদার্থ,—প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, মন, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পাঁচটি তন্মাত্র, চক্ষুঃ, কর্ণ প্রভৃতি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, হস্তপদাদি পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও পৃথিবী, এই পঞ্চ ভূত, আর পুরুষ বা আত্মা. এই পচিশটি পদার্থ ‘তত্ত্ব’ নামে অভিহিত । এতদনুসারে প্রকৃতিকে ‘চতুর্ব্বিংশ’ ও পুরুষকে ‘পঞ্চবিংশ’ বলা হইয়া থাকে ।

(‡) তাৎপর্য্য—পতঞ্জলির মতে পঞ্চবিংশতি পদার্থের অতিরিক্ত ঈশ্বরনামে আরও একটি পদার্থ আছে, তদনুসারে ঈশ্বরই ‘ষড়্‌বিংশ’ শব্দে উল্লিখিত হইয়াছেন । কেহ কেহ কালকেও একটি অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন, তাহাদের মতে ঈশ্বর ‘সপ্তবিংশ’ হইয়া পড়েন ।

(§) তাৎপর্য্য—পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র, এই আটটি হইতে অপর সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন হয় বলিয়া ঐ আটটিকে ‘প্রকৃতি’ বলে । আর মনঃ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং আকাশাদি পঞ্চভূত, এই ষোড়শটি পদার্থ উক্ত কারণ সমূহ হইতে উৎপন্ন হয়, অথচ অপর কোনও মৌলিক পদার্থ উৎপাদন করে না বলিয়া ‘বিকার’ সংজ্ঞায় অভিহিত হয়

"সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরং চ ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ।
অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে (*) ভোক্তৃভাবাৎ জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ(+)॥"
জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশনীশাবজা হ্যেকা ভোক্তৃভোগার্থযুক্তা।
অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপো হ্যকর্ত্তা ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্ম চৈতৎ॥
ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ।
তস্যাভিধ্যানাদ্ যোজনাৎ তত্ত্বভাবাদ্ (‡)ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ।"

[শ্বেতা০ ১।৮,৯] ইতি;

তথা—"ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা (§) বদন্তি।
অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ॥
মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ॥" [শ্বেতাশ্ব০৪।৯,১০] ইতি;
তথোত্তরত্রাপি—

বলেন—] 'এই বিকারশীল জগৎ ও অক্ষর অর্থাৎ অবিকারী পুরুষ, উভয়েই পরস্পর সম্মিলিত; ঈশ্বর এই ব্যক্তাব্যক্ত জগৎ ধারণ ও পোষণ করেন; ঈশ্বরত্বরহিত আত্মা (জীব) ভোক্তৃত্ব নিবন্ধন আবদ্ধ হয়, এবং স্বপ্রকাশ ঈশ্বরকে অবগত হইয়া আবার সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হয়।' 'অজ—আত্মা দুইটী; একটী (ঈশ্বর) জ্ঞ, অর্থাৎ প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন, অপরটি (জীব) অজ্ঞ, অর্থাৎ অজ্ঞানাভিভূত, এবং একটি ঈশ্বর, অর্থাৎ প্রভু, আর অপরটি ঈশ্বরত্ববিহীন। অজা (জন্মরহিত প্রকৃতি) নিশ্চয়ই এক; এবং ভোক্তা জীবের ভোগসম্পাদনই তাহার প্রয়োজন। বিশ্বরূপ (দেবতির্য্যক্ প্রভৃতি নানা আকারে প্রতিভাত) অনন্ত ও অকর্ত্তা আত্মা যখন উক্ত তিনটিকে লাভ করেন, অর্থাৎ জানিতে পারেন, তখনই ব্রহ্ম হন। প্রধানই (প্রকৃতিই) ক্ষর অর্থাৎ বিকারশীল, আর হর (জীববিশেষ) অমৃত ও অক্ষরস্বরূপ; একই দেবতা (পরমেশ্বর) সেই প্রধান ও পুরুষের শাসনকর্ত্তা; তাঁহার তত্ত্বানুশীলন, তাঁহাতে মনোনিবেশ ও তত্ত্বভাব বা তাঁহার স্বরূপসাক্ষাৎকার হইলে পর অবশেষে সর্ব্ববিধ মায়ার নিবৃত্তি হয়।' সেইরূপ—'বেদে ছন্দঃ, যজ্ঞ, ক্রতু (¶) ব্রত, এবং অতীত ও অনাগত যাহা কিছু উক্ত আছে; মায়াধীশ্বর ঈশ্বর ইহা হইতেই তৎসমস্ত সৃষ্টি করিয়া থাকেন, অপর জীব আবার তাহাতেই মায়া দ্বারা আবদ্ধ হইয়া থাকেন। মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে, এবং মায়ীকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে। তাঁহারই অবয়ব বা অংশসমূহ দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে।' এইরূপ পরেও

(*) অনীশশ্চান্যো বধ্যতে' ইতি 'ক' পাঠঃ। (+) সর্ব্বপাশৈঃ ইতি 'ক' পাঠঃ।
(‡) তৎপ্রভাবাৎ' ইতি 'ক' পাঠঃ। (§) দেবাঃ' ইতি 'ক' পাঠঃ।
(¶) তাৎপর্য্য—ছন্দঃ—অনুষ্টুভ্ জগতী প্রভৃতি। যজ্ঞ—যে সমস্ত যাগে যূপের ব্যবহার আছে। ক্রতু—যে সমস্ত যাগে যূপের ব্যবহার নাই। ব্রত—নিয়মপূর্ব্বক উপবাসাদি কার্য্যানুষ্ঠান।

"প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ"

স্মৃতিরপি— [শ্বেতা০ ৬।১৬] ইতি।

"প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥
কার্য্য-কারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥ [গীতা০ ১৩।১৯-২১]
"সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতি-সম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥" [গীতা০ ১৪।৫] ;

তথা—"সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্।
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্ব্বশাৎ।
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে" [গীতা০ ৯।৭,৮] ইতি।

আছে—'গুণের অধীশ্বর পরমেশ্বরই প্রধান ও ক্ষেত্রজ্ঞের (জীবের) পতি, এবং তিনিই সংসার, মোক্ষ, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ' ইতি। স্মৃতিও আছে—'প্রকৃতি ও পুরুষ, এতদুভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিবে, সমস্ত কার্য্যবর্গ ও গুণাবস্থাকে প্রকৃতিজাত বলিয়া জানিবে। জাগতিক কার্য্য ও কারণের প্রবৃত্তিতে অর্থাৎ যে কোনরূপ কার্য্য-সম্পাদনে প্রকৃতিকে হেতু বলা হয়, আর পুরুষকে সুখদুঃখ-ভোগের হেতু বলা হয়। পুরুষ (আত্মা) প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃতিজাত গুণসমূহকে অর্থাৎ ত্রিগুণ-পরিণাম জগৎকে উপভোগ করিয়া থাকে; এই পুরুষের যে, গুণে অর্থাৎ গুণ-পরিণামভূত শব্দাদি বিষয়ে আসক্তি, তাহাই তাহার সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্মের কারণ। হে মহাবাহো অর্জ্জুন! প্রকৃতিসম্ভূত সত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ই অব্যয় দেহীকে (আত্মাকে) এই দেহে আবদ্ধ করে।' সেইরূপ—'হে কুন্তিনন্দন! কল্পক্ষয়ে অর্থাৎ প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে সমস্ত ভূতই আমার প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হয়, কল্পের আদিতে অর্থাৎ সৃষ্টির প্রারম্ভে আবার আমিই সেই সমস্ত ভূতকে সৃষ্টি করিয়া থাকি। আমি স্বীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে প্রকৃতির অধীন ভূতসমূহকে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিয়া থাকি।' প্রকৃতি আমার অধ্যক্ষতায় অর্থাৎ আমারই প্রেরণায় চরাচর জগৎ প্রসব করিয়া থাকে। হে কুন্তিনন্দন! এই কারণেই জগৎ পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হইয়া থাকে।' ইতি।

তস্মাদ্ অব্রহ্মাত্মকত্বেন কাপিলতন্ত্রসিদ্ধাঃ প্রকৃত্যাদয়ো নিরস্যন্তে। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি [৪।৫] শ্রূয়তে—

"অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥" ইতি।

তত্র সন্দেহঃ—কিমস্মিন্ মন্ত্রে কেবলা তন্ত্রসিদ্ধা প্রকৃতিরভিধীয়তে? উত ব্রহ্মাত্মিকা? ইতি। কিং যুক্তম্? কেবলেতি। কুতঃ? "অজামেকাম্" ইত্যস্যাঃ প্রকৃতেরকার্য্যত্বশ্রবণাৎ, "বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ" ইতি স্বাতন্ত্র্যেণ সরূপাণাং বহ্বীনাং প্রজানাং স্রষ্টৃত্বশ্রবণাচ্চ ইতি। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—"চমসবদবিশেষাৎ" ইতি (*)।

নাত্র তন্ত্রসিদ্ধা প্রকৃতিরভিধীয়তে; কুতঃ? ন জায়তে ইতি—অজা, ইত্যজাত্বমাত্রপ্রতিপাদনাৎ তন্ত্রসিদ্ধাব্রহ্মাত্মকাজাগ্রহণে বিশেষাপ্রতীতেঃ; চমসবৎ—যথা "অর্ব্বাগ্বিলশ্চমস ঊর্দ্ধবুধ্নঃ" [বৃহদা০ ৪।২।৪৩] ইত্যস্মিন্ মন্ত্রে চমসস্য ভক্ষণসাধনত্বমাত্রং চমসশব্দেন প্রতীয়তে, ইতি ন তাবন্মাত্রেণ চমস-বিশেষ প্রতীতিঃ, যৌগিকশব্দানামর্থপ্রকরণাদিভির্ব্বিনা অর্থবিশেষনিশ্চয়া-যোগাৎ। তত্র চ "যথেদং তচ্ছির এষ হ্যর্ব্বাগ্‌বিলশ্চমস ঊর্দ্ধবুধ্নঃ" ইত্যাদিনা বাক্যশেষেণ শিরসশ্চমসত্বনিশ্চয়ঃ; তথা অত্রাপ্যর্থ-প্রকরণাদিভিরেব অজা নির্ণেতব্যা। ন চাত্র তন্ত্রসিদ্ধাজাগ্রহণহেতবোঽর্থ-প্রকরণাদয়ো দৃশ্যন্তে; নচাস্যাঃ (†)স্বাতন্ত্র্যেণ স্রষ্টৃত্বং প্রতীয়তে, "বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাম্" ইতি স্রষ্টৃত্ব-মাত্রপ্রতীতেঃ। অতোঽনেন মন্ত্রেণ ন অব্রহ্মাত্মিকা অজা অভিধীয়তে॥১॥৪॥৮॥

অতএব, কাপিল শাস্ত্রসিদ্ধ প্রকৃতিপ্রভৃতি পদার্থনিচয় অব্রহ্মাত্মক বলিয়াই প্রত্যাখ্যাত হইতেছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে শ্রুত হয় যে, 'এক অজ, অর্থাৎ বদ্ধ জীব প্রীতিসহকারে লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ, এবং নিজের অনুরূপ বহুতর প্রজা সৃষ্টিকারিণী এক অজার অনুসরণ করে; আবার অপর অজ (মুক্ত পুরুষ) ভুক্তভোগা (ভোগাবসানে) এই অজাকে পরিত্যাগ করে' ইতি।

এখানে সংশয় এই যে, এই মন্ত্রে কি সাংখ্যসম্মত কেবল '(স্বতঃসিদ্ধা)' প্রকৃতিই অভিহিত হইতেছে? অথবা ব্রহ্মাত্মিকা প্রকৃতি? কোনটি যুক্তিযুক্ত? কেবল প্রকৃতিই [যুক্তিসিদ্ধ]। হেতু কি? 'অজা একা' এই শ্রুত্যুক্ত প্রকৃতির অকার্য্যতা বা নিত্যত্বশ্রবণই হেতু; বিশেষতঃ 'নিজের অনুরূপ বহুতর প্রজা (জগৎ) সৃষ্টিকারিণী' এই স্থলে নিজের সমানরূপ বহু প্রজার সৃষ্টিকর্তৃত্ব শ্রবণও অপর হেতু (‡) ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ৮ ॥

(*) 'খ' পুস্তকেতু অত্র 'ইতি' শব্দো নাস্তি। (†) 'ক' পুস্তকেতু 'বিশেষগ্রহে' ইত্যধিকঃ পাঠো দৃশ্যতে।

(‡) তাৎপর্য্য—শ্রুতিতে প্রকৃতিকে যখন 'অজা' বলা হইয়াছে, তখন উহাকে নিত্য ভিন্ন অন্য পদার্থ বলা যাইতে পারে না, আর সেই অজাকেই যখন সমস্ত জগৎসৃষ্টির কর্ত্রী বলা হইয়াছে, তখন তাহাকে পরাধীন—ঈশ্বর পরিচালিতও বলা যাইতে পারে না। অতএব উক্ত শ্রুতি প্রতিপাদিত 'অজা' পদার্থ সাংখ্যসম্মত প্রকৃতি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ব্রহ্মাত্মিকাজাগ্রহণে (*) এব বিশেষতো হেতুরস্তি, ইত্যাহ—

জ্যোতিরুপক্রমা তু (†) তথা হ্যধীয়ত একে ॥১॥৪॥৯॥

[সরলার্থঃ—ইতোঽপি ব্রহ্মাত্মিকায়া এব অজায়া গ্রহণম্, ইত্যাহ জ্যোতিরিত্যাদি। 'তু' শব্দঃ অবধারণার্থঃ। জ্যোতিরুপক্রমা—জ্যোতিঃ ব্রহ্ম, উপক্রমঃ কারণং যস্যাঃ, সা তথোক্তা, ব্রহ্মকারণিকৈব অজা বেদিতব্যা ইত্যর্থঃ। একে শাখিনঃ—তৈত্তিরীয়াঃ, তথা হি তথৈব জ্যোতিঃকারণিকৈব অধীয়তে আমনন্তীত্যর্থঃ। "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" ইত্যাদিনা ব্রহ্ম প্রক্রম্য "সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ" ইত্যাদৌ ব্রহ্মাত্মকতয়া কার্য্যবর্গং নিরূপয়ন্তঃ "অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ জনয়ন্তীং সরূপাম্" ইত্যনেন অজায়া অপি ব্রহ্মাত্মকতাং প্রতিপাদয়ন্তি; তৎসামান্যাৎ তৎপ্রত্যভিজ্ঞানাচ্চ ইহাপি (শ্বেতাশ্বতরেষ্বপি) অজা ব্রহ্মাত্মিকৈবেতি নিশ্চীয়তে ইত্যাশয়ঃ ॥

এই কারণেও এখানে ব্রহ্মাত্মক অজার গ্রহণ করিতে হইবে। এই অজা নিশ্চয়ই জ্যোতির্ম্ময়-ব্রহ্মাত্মক ; কারণ, অপর শাখিরা (তৈত্তিরীয়শাখিগণ) সেইরূপেই (ব্রহ্মকারণক বলিয়াই) অজার নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ 'অণু হইতেও অতিশয় অণু' ইত্যাদি বাক্যে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের উপক্রম করিয়া 'তাঁহা হইতেই সপ্ত প্রাণ সমুৎপন্ন হয়' ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মাত্মক কার্য্য সমূহ নিরূপণ সময়ে 'লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণবর্ণা, নিজের সমানরূপ বহু প্রজা সৃষ্টিকারিণী এক অজাকে' ইত্যাদি বাক্যে অজাকেও ব্রহ্মাত্মক বলিয়াই নিরূপণ করিয়াছেন ; অতএব, ঐ অজার সাদৃশ্য ও প্রত্যভিজ্ঞা থাকায় এই শ্বেতাশ্বতরোক্ত অজাও ব্রহ্মাত্মক বলিয়াই নিশ্চিত হইতেছে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ৯ ॥]

তু-শব্দোঽবধারণার্থঃ ; জ্যোতিরুপক্রমৈব এষা অজা ; জ্যোতির্ব্রহ্ম, "তং দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ", "অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে" ইত্যাদিশ্রুতি-প্রসিদ্ধেঃ। জ্যোতিরুপক্রমা ব্রহ্মকারণিকেত্যর্থঃ। "তথা হি অধীয়তে একে"—হীতি হেতৌ, যস্মাদস্যা অজায়া ব্রহ্মকারণকত্বম্ একে

পক্ষান্তরে ব্রহ্মাত্মক 'অজা'-অর্থ পরিগ্রহেরই হেতু রহিয়াছে ; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—"জ্যোতিরুপক্রমা' ইত্যাদি।

সূত্রস্থ 'তু' শব্দের অর্থ অবধারণ ; উক্ত অজা যে, নিশ্চয়ই জ্যোতিরুপক্রমা অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময়-ব্রহ্মাত্মিকা, এবং সেই জ্যোতিঃও যে ব্রহ্মস্বরূপ, তাহা 'দেবগণ জ্যোতিরও জ্যোতিঃস্বরূপ (প্রকাশক) তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) [উপাসনা করেন],' 'এই যে দ্যুলোকের উপরে জ্যোতিঃ দীপ্তি পাইতেছে,' ইত্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধি হইতেই [অবধারিত হয়]। 'জ্যোতিরুপক্রমা' অর্থ—ব্রহ্মকারণিকা অর্থাৎ ব্রহ্ম যাহার কারণ। অপর শাখীরা সেইরূপই বলিয়া থাকেন। ['তথা হি'র] 'হি' শব্দটি হেত্বর্থে প্রযুক্ত ; [বাক্যার্থ এইরূপ—] যেহেতু এক শাখীরা (তৈত্তিরীয়

(*) ব্রহ্মাত্মিকাজাগ্রহণে হি' ইতি 'ক' পাঠঃ। (†) জ্যোতিরুপক্রমাৎ' ইতি 'ক' পাঠঃ প্রামাদিকঃ।

শাখিনঃ তৈত্তিরীয়া [নারা০ ১২] অধীয়তে—"অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ানাত্মা গুহায়াং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ" ইতি (*), নিহিতং গুহায়ামিতি হৃদয়গুহায়ামুপাস্যত্বেন সন্নিহিতং ব্রহ্মাভিধায় "সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ" ইত্যাদিনা সর্ব্বেষাং লোকানাং ব্রহ্মাদীনাঞ্চ তত উৎপত্তিমভিধায় সর্ব্ব-কারণীভূতা অজা তত উৎপন্নাভিধীয়তে—

"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীং প্রজাং জনয়ন্তীং সরূপাম্।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ" [তৈত্তি০ নারা০ ১২]

ইতি সর্ব্বস্য তদ্ব্যতিরিক্তস্য বস্তুজাতস্য তত উৎপত্ত্যা তদাত্মকত্বোপদেশে প্রক্রিয়মাণে অভিধীয়মানত্বাৎ প্রাণ-সমুদ্র-পর্ব্বতাদিবৎ এষাপ্যজা বহ্বীনাং সরূপাণাং প্রজানাং স্রষ্ট্রী কর্ম্মবশ্যেন আত্মনা ভুজ্যমানা, অন্যেন বিদুষা আত্মনা ত্যজ্যমানা চ ব্রহ্মণ উৎপন্না ব্রহ্মাত্মিকাবগন্তব্যেত্যর্থঃ। অতো বাক্যশেষাৎ চমসবিশেষবৎ শাখান্তরীয়াদেতৎসরূপাৎ প্রত্যভিজ্ঞায়মানার্থাদ্ বাক্যাৎ নিয়মিতা অজা ব্রহ্মাত্মিকেতি নিশ্চীয়তে।

শাখিগণ) উক্ত অজার ব্রহ্মকারণকত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মকারণ হইতে উৎপন্নত্ব বলিতেছেন—'অণু-অপেক্ষাও অতিশয় অণু, এবং মহৎ অপেক্ষাও অতিশয় মহান্ আত্মা দৃশ্যমান প্রাণিগণের হৃদয়-গুহায় নিহিত আছেন,' এই স্থলে উপাসনার্থ ব্রহ্মকে হৃদয়রূপ গুহামধ্যে অবস্থিত বলিয়া 'তাঁহা হইতেই সপ্ত প্রাণ (পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি) সমুৎপন্ন হয়', ইত্যাদি বাক্যে সমস্ত লোকের (স্থানের) ও ব্রহ্মা প্রভৃতি জীবনিবহের তাঁহা হইতেই উৎপত্তি বলিয়া, শেষে সর্ব্বকারণীভূতা 'অজা'কেও ব্রহ্ম হইতেই সমুৎপন্ন বলিতেছেন—'লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণরূপা, নিজের সমানরূপ বহুসন্তানপ্রসবিনী এক অজাকে একটি অজ অর্থাৎ বদ্ধ জীব সন্তোষসহকারে সেবা করিয়া থাকে, আবার অপর অজ অর্থাৎ মুক্ত পুরুষ ভোগ শেষ করিয়া সেই অজাকে পরিত্যাগ করেন' ইতি। [অতএব] ব্রহ্ম হইতে তদতিরিক্ত যে সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন হয়, তৎসমস্তই তদাত্মক; এইরূপ উপদেশের প্রসঙ্গে অভিহিত হওয়ায় বহুপ্রজা-সৃষ্টিকারিণী এবং কর্ম্মাধীন জীবের উপভোগ্যা অথচ অপর জ্ঞানী জীবের পরিত্যক্তা ব্রহ্মোৎপন্না এই অজাকেও [পূর্ব্বোক্ত] প্রাণ, সমুদ্র ও পর্ব্বতাদির ন্যায়ই ব্রহ্মাত্মক বলিয়া বুঝিতে হইবে। অতএব, পরবর্ত্তী বাক্য হইতে যেমন 'চমস'-গত বিশেষত্ব অবধারিত হইয়া থাকে; তেমনি অজার স্বরূপপ্রকাশক, এতদনুরূপ শাখান্তরীয় বাক্য হইতে অজাশব্দের অর্থগত বিশেষত্ব ব্যবস্থাপিত হওয়ায় এই অজাও যে, ব্রহ্মাত্মিকা, তাহা নিশ্চিত হইতেছে। আর এই প্রকরণের প্রারম্ভেও

(*) ইতি 'হৃদয়গুহায়াম্' ইতি 'খ' পাঠঃ।

ইহাপি প্রকরণোপক্রমে "কিং কারণং ব্রহ্ম ?" ইত্যারভ্য—

"তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্,

দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্"। [শ্বেতাশ্ব০ ১।৩]

ইতি পরব্রহ্মশক্তিরূপায়া অজায়া অবগতেঃ, উপরিষ্টাচ্চ--

"অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ,

তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ।" [শ্বেতাশ্ব০ ৪।৯]

"মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনস্তু মহেশ্বরম্।"

যো যোনির্যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকঃ"। [শ্বেতাশ্ব০ ৪।১০, ১১] ইতি চ তস্যা এব প্রতীতের্নাস্মিন্ মন্ত্রে তন্ত্রসিদ্ধ-স্বতন্ত্রপ্রকৃতিপ্রতিপত্তিগন্ধঃ ॥১॥৪॥৯॥

কথং তর্হি জ্যোতিরুপক্রমায়া লোহিতশুক্লকৃষ্ণরূপায়া অস্যাঃ প্রকৃতে-রজাত্বম্ ? অজায়া বা কথং জ্যোতিরুপক্রমাত্বম্ ? ইত্যত্রাহ—

কল্পনোপদেশাচ্চ মধ্বাদিবদবিরোধঃ ॥১॥৪॥১০॥

[পদচ্ছেদঃ—কল্পনোপদেশাৎ (রূপক-কল্পনার উপদেশ হেতু) চ (ও) মধ্বাদিবৎ ([মধুবিদ্যায় উক্ত] মধু প্রভৃতির ন্যায়) অবিরোধঃ (বিরোধ হয় না)।

[সরলার্থঃ—একস্যা 'অজাত্বং ব্রহ্মকারণকত্বং চ কথমুপপদ্যতে ? ইত্যাহ– কল্পনেতি। কল্পনা সৃষ্টিঃ ; "অস্মাৎ মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ" ইত্যত্র সৃষ্ট্যুপদেশাৎ, প্রলয়সময়ে চ পরমেশ্বরে শক্তিরূপেণ অবস্থানাৎ, এতৎ নিশ্চীয়তে যৎ, সৃষ্টিকালাপেক্ষয়া জ্যোতিরুপক্রমাত্বং, প্রলয়কালা-পেক্ষয়া চ অস্যা অজাত্বং ; অতো ন কশ্চিদ্বিরোধঃ। মধ্বাদিবৎ—যথা বস্বপ্রভৃতীনাং ভোগ্য-রসাশ্রয়তয়া আদিত্যস্য মধুত্বং "অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু" ইত্যত্র প্রতিপাদ্যতে ; প্রলয়কালে পুনঃ তস্যৈব "অথ তত উর্দ্ধং নৈবোদেতা, নাস্তমেতা" ইত্যাদিনা স্বরূপাবস্থতয়া অমধুত্বং প্রতিপাদ্যতে; অত্রাপি তথা অবিরোধ ইতি ভাবঃ।

ভাল, একই পদার্থের অজাত্ব—জন্মহীনত্ব ও জ্যোতিরুপক্রমত্ব (জায়মানত্ব) উপপন্ন হয় কিরূপে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—'মায়ী ঈশ্বর ইহা হইতেই এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন' এখানে অজারও সৃষ্টি-নির্দ্দেশ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, সৃষ্টিসময়ে ব্রহ্মকারণোৎপন্না ; আর প্রলয় সময়ে সূক্ষ্ম শক্তিরূপে ব্রহ্মে অবস্থিতি বশতঃ অজা শব্দে অভিহিত হয় ; যেমন—'মধুবিদ্যা'প্রকরণে—বসুপ্রভৃতি দেবগণ আদিত্যকে ভোগ করেন বলিয়া 'মধু' (ভোগ্য ও কার্য্য) বলা হইয়াছে, অথচ প্রলয়কালে আবার তাহারই অমধুত্বও কথিত হইয়াছে। এখানেও তেমনি অবস্থাভেদে বিরোধ পরিহার করিতে হইবে ॥ ১।৪।১০ ॥]

প্রসক্তাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থঃ চ-শব্দঃ। অস্যাঃ প্রকৃতেরজাত্বং জ্যোতিরুপক্রমাত্বঞ্চ ন বিরুধ্যতে; কুতঃ? কল্পনোপদেশাৎ, কল্পনং—কৢপ্তিঃ সৃষ্টিঃ জগৎ-সৃষ্ট্যুপদেশাদিত্যর্থঃ। যথা—সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়” ইতি কল্পনং সৃষ্টিঃ, তথা অত্রাপি “অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ” ইতি জগৎসৃষ্টিরুপদিশ্যতে। স্বেনাবিভক্তাদস্মাৎ সূক্ষ্মাবস্থাৎ কারণাৎ মায়ী সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বং জগৎ সৃজতীত্যর্থঃ।

অনেন কল্পনোপদেশেনাস্যাঃ প্রকৃতেঃ কার্য্যকারণরূপেণ অবস্থাদ্বয়ান্বয়ঃ অবগম্যতে। সা হি প্রলয়বেলায়াং ব্রহ্মতাপন্না অবিভক্তনামরূপা (*) সূক্ষ্মরূপেণাবতিষ্ঠতে; সৃষ্টিবেলায়াস্তু উদ্ভূতসত্ত্বাদিগুণা বিভক্তনামরূপা

‘ব্রহ্ম কিরূপ কারণ?’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া ‘তাঁহারা (ঋষিরা) ধ্যানযোগস্থ হইয়া স্বীয় গুণে সমাবৃত (ত্রিগুণাবৃত) স্বপ্রকাশ আত্মার শক্তিকে (অজাকে) দর্শন করিয়াছিলেন।’ এইরূপে ব্রহ্মশক্তিরূপা অজার অবগতি হইতেছে, এবং পরেও ‘মায়াবীশ্বর ব্রহ্ম এই অজা হইতেই এই জগৎ সৃষ্টি করেন, অন্যে (জীব) আবার মায়াবশে তাহাতেই আবদ্ধ হয়’, ‘মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া এবং মায়ীকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে’, এবং ‘যিনি এক হইয়াও প্রত্যেক কারণে অধিষ্ঠান করেন’, ইত্যাদি শ্রুতি হইতে ব্রহ্মাত্মিকা অজারই প্রতীতি হইতেছে; সেই হেতুও এই প্রকরণে সাংখ্যসম্মত স্বতন্ত্র (ঈশ্বরানধিষ্ঠিত) প্রকৃতি-প্রতীতির গন্ধমাত্রও নাই ॥ ১॥৪॥৯ ॥

ভাল, তাহা হইলে জ্যোতিরুপক্রমা অর্থাৎ ব্রহ্মোৎপন্না লোহিতশুক্লকৃষ্ণরূপা এই প্রকৃতির অজাত্ব অর্থাৎ জন্মহীনত্ব সিদ্ধ হয় কিরূপে? এবং অজারই বা জ্যোতিরুপক্রমত্ব হয় কি প্রকারে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—“কল্পনোপদেশাৎ” ইত্যাদি।

উক্ত সম্ভাবিত শঙ্কানিবৃত্তির জন্য ‘চ’ শব্দ [প্রযুক্ত হইয়াছে]। এই প্রকৃতির অজাত্ব (জন্মহীনত্ব) ও জ্যোতিরুপক্রমত্ব বিরুদ্ধ হইতেছে না; কারণ? যেহেতু ইহা কল্পনার উপদেশ। কল্পনা অর্থ রচনা—সৃষ্টি; যেহেতু জগৎ সৃষ্টির উপদেশ। দৃষ্টান্ত যথা—‘বিধাতা ঠিক পূর্ব্বের ন্যায় সূর্য্য ও চন্দ্র কল্পনা করিয়াছিলেন।’ এখানে কল্পনা অর্থ সৃষ্টি। এখানেও (শ্বেতাশ্বতরোপনিষদেও) ‘মায়ী (ঈশ্বর) ইহা হইতেই এই জগৎ সৃষ্টি করেন’ এইরূপে জগৎসৃষ্টি উপদিষ্ট হইতেছে। ইহার অর্থ এই যে, মায়ী অর্থাৎ সকলের ঈশ্বর (ব্রহ্ম) স্বরূপতঃ অবিভক্ত বা অভিন্ন সূক্ষ্মাবস্থায় অবস্থিত এই কারণরূপা প্রকৃতি হইতে জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

উক্ত সৃষ্টি-বাক্য হইতে জানা যায় যে, এই প্রকৃতি দুইপ্রকার অবস্থায় অবস্থিত; তাহার একটি অবস্থা কার্য্যস্বরূপ, আর একটি অবস্থা কারণস্বরূপ; প্রকৃতি সেই উভয় অবস্থাতেই অনুগত। প্রলয়কালে ব্রহ্মে বিলীন সেই প্রকৃতিই নাম ও রূপ-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে; সৃষ্টিসময়ে আবার সত্ত্বাদি গুণরূপে উদ্ভূত বা অভিব্যক্ত হওয়ায় এবং নাম ও

(*) অত্র ‘অব্যক্তাদিশব্দবাচ্যা’ ইত্যধিকঃ ‘ক’ পাঠঃ।

অব্যক্তাদিশব্দবাচ্যা তেজোঽবন্নাদিরূপেণ চ পরিণতা লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাকারা চাবতিষ্ঠতে। অতঃ কারণাবস্থা অজা, কার্য্যাবস্থা চ জ্যোতিরুপক্রমা, ইতি ন বিরোধঃ।

মধ্বাদিবৎ—যথা ঈশ্বরেণাদিত্যস্য কারণাবস্থায়াম্ একস্যৈবাবস্থিতস্য কার্য্যাবস্থায়াম্ ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্ব-প্রতিপাদ্য-কর্ম্মনিষ্পাদ্যরসাশ্রয়তয়া বস্বাদিদেবতাভোগ্যত্বায় মধুত্বকল্পনম্, উদয়াস্তময়কল্পনঞ্চ ন বিরুধ্যতে। তদুক্তং মধুবিদ্যায়াম্, "অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু" ইত্যারভ্য "অথ তত ঊর্দ্ধম্ উদেত্য নৈবোদেতা, নাস্তমেতা, একল এব মধ্যে স্থাতা", ইত্যন্তেন।

রূপ তাহা হইতে পৃথক্‌ভূত হওয়ায় অব্যক্ত প্রভৃতি শব্দবাচ্য সেই প্রকৃতিই তেজ, জল ও পৃথিব্যাদিরূপে পরিণতা হইয়া লোহিত (রজঃ), শুক্ল (সত্ব) ও কৃষ্ণরূপে (তমোগুণরূপে) অবস্থান করে। অতএব, কারণাবস্থায় অজা, আর কার্য্যাবস্থায় জ্যোতিরুপক্রমা (ব্রহ্মোৎপন্না); [সুতরাং একই প্রকৃতির উভয়াবস্থা স্বীকারে] কোন বিরোধ নাই।

[মধুবিদ্যায় উক্ত] মধু প্রভৃতিই ইহার দৃষ্টান্ত—কারণাবস্থায় অবস্থিত একই আদিত্যের কার্য্যাবস্থায় অর্থাৎ আদিত্যরূপে প্রকাশমান অবস্থায় ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব বেদপ্রতিপাদ্য কর্ম্মফলের আশ্রয়ত্ব নিবন্ধন বসুপ্রভৃতি দেবগণের ভোগ্যতাসম্পাদনার্থ মধুরূপে কল্পনা যেরূপ তাহার উদয়াস্তময়রহিতরূপে কল্পনাব বিরুদ্ধ হয় না, ইহাও তদ্রূপ (*)। ইহা মধুবিদ্যায়ও—'এই আদিত্যই দেবগণের মধু,' এই হইতে আরম্ভ করিয়া 'অনন্তর তাহার পর উদিত হইয়া আর উদিত হইবে না, এবং অস্তমিতও হইবে না; একই ভাবে থাকিবে,' এই পর্য্যন্ত বাক্যে উক্ত

(*) তাৎপর্য্য—ছান্দোগ্যোপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমেই "অসৌ বা আদিত্যঃ দেবমধু" ইত্যাদি শ্রুত রহিয়াছে। এখানে বলা হইয়াছে—সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞফল আদিত্যকে আশ্রয় করে, সুতরাং কর্ম্মীরা তাহাকে যজ্ঞফলের ন্যায় উপভোগ করেন। লোকে যেরূপ মধুপানে আমোদ লাভ করে, বসুপ্রভৃতি দেবগণও তদ্রূপ আদিত্যকে ভোগ করিয়া আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন, এইজন্য মোদনের হেতু বলিয়া আদিত্যকে 'মধু' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইহা সৃষ্টিসময়ের কথা, যখন আবার সমস্ত প্রাণীর কর্ম্মফল-ভোগ শেষ হইয়া যায়, প্রলয়কাল উপস্থিত হয়, তখন এই আদিত্যের উদয়ও থাকে না, অস্তও থাকে না, এবং বসুপ্রভৃতি দেবতার ভোগ্যতাও থাকে না; থাকে কেবল স্বস্বরূপে অবস্থিতি মাত্র। ইহাই সূর্য্যের যথার্থ স্বাভাবিক অবস্থা, উদয়াস্ত কেবল আপেক্ষিক মাত্র। বিষ্ণুপুরাণে আছে—

"যৈর্যত্র দৃশ্যতে ভাস্বান্ স তেষামুদয়ঃ স্মৃতঃ। তিরোভাবঃ চ যত্রৈতি তদেবাস্তমনং রবেঃ॥
নৈবাস্তমনমর্কস্য নোদয়ঃ সর্ব্বদা স্বতঃ। উদয়াস্তমনে নাম দর্শনাদর্শনে রবেঃ॥" ইতি।

আদিত্যের যেমন মধুরূপে ভোগ্যতা ও স্বরূপ অবস্থিতি, এই উভয়ই অবস্থাভেদে উপপন্ন হয়, তেমনি প্রকৃতিরও অজাত্ব এবং জ্যোতিরুপক্রমত্ব (ব্রহ্মকারণকত্ব), এই উভয়ই কারণাবস্থা ও কার্য্যাবস্থাভেদে উপপন্ন হইতে পারে। অর্থাৎ কারণাবস্থায় অজাত্ব আর তেজ প্রভৃতি কার্য্যাবস্থায় জ্যোতিরুপক্রমত্ব।

একলঃ একস্বভাবঃ; অতোঽনেন মন্ত্রেণ ব্রহ্মাত্মিকা অজৈবাভিধীয়তে, ন কাপিলতন্ত্রসিদ্ধেতি সিদ্ধম্।

[শাঙ্করমত-খণ্ডনম্]

অন্যে তু অস্মিন্ মন্ত্রে তেজোঽবন্নলক্ষণা অজৈকা অভিধীয়তে, ইতি ব্রুবতে। তে প্রষ্টব্যাঃ—কিং তেজোঽবন্নান্যেব তেজোঽবন্নাত্মিকা অজা একা? উত তেজোঽবন্নরূপং ব্রহ্মৈব? কিং বা তেজোঽবন্নকারণভূতা কাচিৎ? ইতি। প্রথমে কল্পে তেজোঽবন্নানামনেকত্বাৎ "অজামেকাম্" ইতি বিরুদ্ধ্যতে। ন চ বাচ্যং, তেজোঽবন্নানামনেকত্বেঽপি ত্রিবৃৎকরণেনৈকতাপত্তিরিতি। ত্রিবৃৎ করণেঽপি বহুত্বানপগমাৎ, "হন্ত ইমাস্তিস্রো দেবতাঃ।" "তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণি" ইতি প্রত্যেকং ত্রিবৃৎকরণোপদেশাৎ। দ্বিতীয়ঃ কল্পো বিকল্প্যঃ—কিং তেজোঽবন্নরূপেণ বিকৃতং ব্রহ্মৈব অজৈকা? কিংবা

হইয়াছে। 'একল' অর্থ—একই স্বভাবসম্পন্ন। অতএব, ইহাই প্রমাণিত হইল যে, ["অজাং একাম্" ইত্যাদি] মন্ত্রে ব্রহ্মাত্মক অজাই অভিহিত; কিন্তু কপিলকৃত সাংখ্যসম্মত প্রকৃতি নহে।

শাঙ্করমত-খণ্ডন। এ স্থলে অপর সম্প্রদায় বলেন যে, এই মন্ত্রে তেজঃ, জল ও পৃথিবীরূপা একটি 'অজা' অভিহিত হইতেছে। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক যে, তেজঃ, জল ও পৃথিবীই কি তেজঃ, জল ও পৃথিব্যাত্মক একটি অজা? কিংবা তেজঃ, জল ও পৃথিবীস্বরূপ ব্রহ্মই [অজা]? অথবা, তেজঃ, জল ও পৃথিবীর কারণীভূত অন্য কিছু? প্রথম পক্ষে তেজঃ, জল ও অন্ন যখন অনেক, তখন "অজাং একাং" এই একত্বোক্তি বিরুদ্ধ হয়। ইহাও বলিতে পার না যে, তেজ, জল ও অন্ন (পৃথিবী) অনেক হইলেও 'ত্রিবৃৎ' প্রক্রিয়া (*) দ্বারা একত্ব প্রাপ্ত হয়। কারণ, সেই 'ত্রিবৃৎ' (ত্র্যাত্মক) করাতেও তাহাদের বহুত্বের হানি হয় না; কেননা, 'এই তিনটি দেবতাকে', 'তাহাদের এক একটিকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করিব' এই শ্রুতিতে প্রত্যেকেরই 'ত্রিবৃৎ' করার কথা রহিয়াছে। দ্বিতীয় পক্ষটিও বিচার্য্য—কথিত এই অজাটি কি তেজঃ, জল ও পৃথিব্যাদিরূপে বিকৃত (বিকার—অন্যথাভাব প্রাপ্ত) ব্রহ্মই? অথবা স্বরূপাবস্থ অবিকৃত ব্রহ্ম? বহুত্বের অনপগম হেতুই (বর্ত্তমানতা হেতুই)

(*) তাৎপর্য্য—'ত্রিবৃৎকরণ' আর 'পঞ্চীকরণ' শব্দ তুল্যার্থবোধক। ছান্দোগ্যে কেবল ভূতত্রয়ের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে, সেইজন্য তাহারা 'ত্রিবৃৎ' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, আর তৈত্তিরীয়ে পঞ্চভূতের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং তাহারা 'পঞ্চীকরণ' শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন; বস্তুতঃ উভয়েরই অভিপ্রায় এক।

প্রথমতঃ তেজঃ, জল ও পৃথিবী, এই ভূতত্রয় অমিশ্রিতভাবে উৎপন্ন হয়; তখন অতি সূক্ষ্মতাবশতঃ জীবের ভোগোপযোগী হইতে পারে না, এইজন্য জগদীশ্বর সেই প্রত্যেক ভূতকেই অপর প্রত্যেক ভূতের দুই আনা মাত্রার (অংশের) সহিত সংযোজিত করিয়া স্থূলরূপে পরিণত করিয়াছেন। এইরূপ সংযোজনাকেই 'ত্রিবৃৎ' বলে। পঞ্চীকরণে পাঁচ ভূতেরই প্রত্যেকে দুই আনা অংশ যোজনা, এই মাত্র বিশেষ।

স্বরূপেণাবস্থিতমবিকৃতম্ ? ইতি। প্রথমঃ কল্পো বহুস্থানপগমাদেব (*) নিঃ। দ্বিতীয়েঽপি "লোহিতশুক্লকৃষ্ণাম্" ইতি বিরুধ্যতে। স্বরূপেণাবস্থিতং তেজোঽবন্নলক্ষণমিতি বক্তুমপি ন শক্যতে। তৃতীয়ে কল্পেঽপি অজা-শব্দেন তেজোঽবন্নানি নির্দ্দিশ্য তৈস্তৎকারণাবস্থা উপস্থাপনীয়া, ইত্যাস্থেয়ম্। ততো বরম্ অজা-শব্দেন তেজোঽবন্নকারণাবস্থায়াঃ শ্রুতিপ্রসিদ্ধায়া এবাভিধানম্।

যৎ পুনরস্যাঃ প্রকৃতেরজা-শব্দেন চ্ছাগত্বপরিকল্পনমুপদিশ্যত ইতি; তদপ্যসঙ্গতম্, নিষ্প্রয়োজনত্বাৎ। যথা "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি" ইত্যাদিষু ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যুপায়তাখ্যাপনায় শরীরাদিষু রথাদিরূপণং ক্রিয়তে; যথা চাদিত্যে বস্বাদীনাং ভোগ্যত্বখ্যাপনায় মধুত্বকল্পনং ক্রিয়তে; তদ্বদস্যাং প্রকৃতৌ চ্ছাগত্বপরিকল্পনং ক্বোপযুজ্যতে ? ন কেবলমুপযোগাভাব এব, বিরোধশ্চ; কৃৎস্নজগৎকারণভূতায়াঃ স্বস্মিন্ অনাদিকালসম্বদ্ধানাং সর্ব্বেষামেব চেতনানাং নিখিলসুখদুঃখোপভোগাপবর্গসাধনভূতায়া অচেতনায়া অত্যল্প-প্রজাসর্গ-করাগন্তুকসঙ্গম-চেতনবিশেষৈকরূপাত্যল্পপ্রয়োজনসাধন-স্বপরিত্যাগাহেতু-

---

এই প্রথম পক্ষটি পরিত্যক্ত হইল; দ্বিতীয় পক্ষেও (স্বরূপাবস্থিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মপক্ষেও) 'লোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণা' [এই বিশেষাভিধান] বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। কেন না, ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত (নির্ব্বিশেষ); অথচ তেজঃ, জল ও অন্ন স্বরূপ (পৃথিবী); একথা কখনও বলিতে পারা যায় না। তৃতীয় পক্ষেও, 'অজা' শব্দে তেজঃ, জল ও অন্নের নির্দ্দেশ করিলে, সে কথাতেও যে, তাহার কারণাবস্থাই বুঝিতে হইবে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে; সুতরাং উহা অপেক্ষা বরং 'অজা' শব্দেই তেজঃ, জল ও পৃথিবীর শ্রুতিসিদ্ধ কারণাবস্থা নির্দ্দেশ করা ভাল।

আর যে, 'অজা' শব্দে এই প্রকৃতির ছাগত্ব-কল্পনার উপদেশ করা হইতেছে, [বলা হইয়াছে], তাহাও অসঙ্গত ; কারণ, [ঐরূপ কল্পনার কোনও] প্রয়োজন নাই। 'আত্মাকে রথী বলিয়া জানিবে' ইত্যাদি স্থলে ব্রহ্মলাভের উপায়ত্ব-জ্ঞাপনের জন্য শরীর প্রভৃতির রথাদিরূপে কল্পনার ন্যায়, এবং বসুপ্রভৃতি দেবগণের ভোগ্যতা-জ্ঞাপনের জন্য আদিত্যের মধুত্ব কল্পনার ন্যায়, এখানে প্রকৃতির ছাগত্ব কল্পনার উপযোগিতা কি আছে? কেবল যে, উপযোগিতার অভাব, তাহা নহে; পরন্তু এরূপ কল্পনায় বিরোধও ঘটিতেছে। নিখিল জগতের কারণরূপা প্রকৃতি অচেতন হইলেও অনাদি কাল হইতে প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট চেতনসমূহের সর্ব্বপ্রকার সুখ-দুঃখভোগও অপবর্গেরই সাধনস্বরূপ, সুতরাং তাহার যে, অতি অকিঞ্চিৎকর সন্তানসমুৎপাদনার্থ চেতনবিশেষের সহিত অভিনব সঙ্গম, এবং তাহা দ্বারা

(*) বহুস্থানপায়াদেব' ইতি পুস্তকান্তরপাঠঃ।

ভূত-স্বসম্বন্ধিপরিত্যাগসমর্থ-চেতনবিশেষরূপচ্ছাগস্বভাবখ্যাপনায় তদ্রূপত্ব-কল্পনং বিরুদ্ধমেব। "অজামেকাম্, অজো হ্যেকঃ, অজোঽন্যঃ" ইত্যত্রাজা-শব্দস্য বিরূপার্থপরিকল্পনঞ্চ ন শোভনম্। সর্ব্বত্র চ্ছাগত্বং পরিকল্প্যত ইতি চেৎ, "জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ" ইতি বিদুষ আত্যন্তিকপ্রকৃতি-পরিত্যাগং কুর্ব্বতোঽনেন বা অন্যেন বা পুনরপি সম্বন্ধযোগ্য-চ্ছাগত্বপরি-কল্পনমত্যন্তবিরুদ্ধম্ ॥১॥৪॥১০॥ [দ্বিতীয়ং চমসাধিকরণং সমাপ্তম্ ॥২॥]

সংখ্যোপসংগ্রহাধি-করণম্।]

ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি নানাভাবা-দতিরেকাচ্চ ॥১॥৪॥১১॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না), সংখ্যোপসংগ্রহাৎ (সাংখ্যোক্ত সংখ্যা গ্রহণে) অপি (ও), নানা-ভাবাৎ (পার্থক্যবশতঃ) অতিরেকাৎ (আধিক্যহেতু) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—"যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ, তমেবং মন্য আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মামৃতোঽমৃতম্।" ইত্যত্র পঞ্চসংখ্যাবিশেষিতায়াঃ অপরপঞ্চসংখ্যায়াঃ শ্রবণাৎ সন্দিহ্যতে—কিমত্র সাংখ্যোক্তান্যেব পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি উক্তানি? অথবা ন? ইতি। তত্র পঞ্চবিংশতি-সংখ্যাসঙ্কলনাৎ পঞ্চবিংশতিঃ তত্ত্বান্যেব উক্তানি, ইত্যেবং প্রাপ্তে উচ্যতে—সংখ্যায়া উপসংগ্রহাৎ পঞ্চবিংশতিত্বেন সঙ্কলনাদপি নাত্র সাংখ্যোক্তানাং তত্ত্বানাং গ্রহণম্; কুতঃ? নানাভাবাৎ—নানাত্বাৎ, তেভ্যঃ তত্ত্বেভ্য এতেষাং 'পঞ্চজন'পদবাচ্যানাং পৃথক্পদার্থত্বাদিত্যর্থঃ। ন কেবলং নানাভাবাৎ, অতিরেকাচ্চ—'যস্মিন্' ইতি সপ্তম্যা নির্দ্দিষ্টস্যাত্মনঃ, স্বশব্দোপাত্তস্য চ আকাশস্য পঞ্চজনাতিরিক্তত্বম্ অপরো হেতুঃ। ন খলু সাংখ্যাঃ পঞ্চবিংশতিতত্ত্বাতিরিক্তং আত্মানং আকাশং বা স্বীকুর্ব্বন্তি; তয়োস্তদন্তর্ভূতত্বাদেবেতি ভাবঃ॥

'পাঁচটি পঞ্চজন ও আকাশ যাঁহার উপরে প্রতিষ্ঠিত, তাহাকেই আত্মা বলিয়া মনে করি; যিনি সেই অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মকে অবগত হন, তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন।' এখানে যে, এক পঞ্চসংখ্যাযুক্ত অপর পঞ্চসংখ্যা (পঞ্চবিংশতি) শ্রুত হইতেছে, ইহা কি সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব? না আর কিছু? সমান সংখ্যা থাকায় সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব হওয়াই উচিত। না, তাহা উচিত নহে; কারণ, এই পঞ্চসংখ্যাবিশিষ্ট পঞ্চজন আর পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব এক নহে, পৃথক্ পদার্থ। বিশেষতঃ ইহাই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব হইলে 'যস্মিন্' এই সপ্তমী-নির্দ্দিষ্ট আত্মা ও আকাশ যখন এ সকলের অতিরিক্ত হইতেছে; তখন সাংখ্যসম্মত তত্ত্ব এখানে গ্রহণীয় নহে॥ ১ ॥ ৪ ॥ ১১।]

যে, একমাত্র দুগ্ধপ্রদানরূপ প্রয়োজন সাধন করা, আর তৎপরিত্যাগের অহেতুভূত স্বসংবদ্ধ অথচ পরিত্যাগক্ষম-চেতনবিশেষরূপ ছাগের স্বভাবপ্রকাশনার্থ যে, অজরূপ কল্পনা, তাহাও নিশ্চয়ই কল্পনাবিরুদ্ধ। বিশেষতঃ, 'এক অর্জ,' (বদ্ধজীব), আর 'অন্য অজ' (মুক্তজীব), এই

বাজসনেয়িনঃ সমামনন্তি "যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ, তমেবং মন্য আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মামৃতোঽমৃতম্" [বৃহদা০৬।৪।১৭] ইতি। কিময়ং মন্ত্রঃ কাপিলতন্ত্রসিদ্ধ-তত্ত্বপ্রতিপাদনপরঃ? উত ন? ইতি সন্দিহ্যতে। কিং যুক্তম্ তন্ত্রসিদ্ধতত্ত্বপ্রতিপাদনপর ইতি। কুতঃ? পঞ্চ-শব্দবিশেষিতাৎ পঞ্চজন-শব্দাৎ পঞ্চবিংশতিতত্ত্বপ্রতীতেঃ। এদদুক্তং ভবতি—"পঞ্চজনাঃ" ইতি সমাসঃ সমাহারবিষয়ঃ, পঞ্চজনাঃ—পঞ্চানাং জনানাং

স্থলে এক 'অজ' শব্দেরই যে বিভিন্নপ্রকার অর্থ কল্পনা, তাহাও শোভা পায় না (*)। যদি বল, সর্ব্বত্রই অর্থাৎ উল্লিখিত স্থানত্রয়েই [অজ শব্দের] ছাগ অর্থ কল্পনা করা হয়; [তাহা হইলেও] 'অপর অজ কৃতভোগা এই অজাকে ত্যাগ করে' এস্থলে সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতি সম্বন্ধ-পরিত্যাগকারী জ্ঞানী পুরুষের যে, পুনশ্চ প্রকৃতি-সম্বন্ধাধীন ছাগত্ব কল্পনা, তাহা তিনিই করুন, বা অন্যেই করুক, অত্যন্ত বিরুদ্ধ হয় ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ১০ ॥ (†) [দ্বিতীয় চমসাধিকরণ ॥ ২ ॥]

(‡) বাজসনেয়িগণ বলেন—'পাঁচটি পঞ্চজন এবং আকাশ যাঁহার উপরে প্রতিষ্ঠিত, তাহাকেই আত্মা বলিয়া মনে করি; সেই অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মবিৎ পুরুষ অমৃত অর্থাৎ মুক্ত হন'। এখানে সন্দেহ হইতেছে যে, এই মন্ত্রটি কি কাপিল শাস্ত্রসম্মত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের প্রতিপাদক? অথবা নয়? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত? সাংখ্যসিদ্ধ তত্ত্ব প্রতিপাদনেই ইহার তাৎপর্য্য। কারণ? যেহেতু 'পঞ্চ'শব্দ দ্বারা বিশেষিত 'পঞ্চজন' শব্দ হইতে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বেরই প্রতীতি হইতেছে। এই কথা বলা হইতেছে যে, 'পঞ্চজনাঃ' পদে 'সমাহার' সমাসেরই বিষয়,—'পঞ্চপূল্যঃ' এই পদের ন্যায়।

(*) তাৎপর্য্য—একই 'অজ' শব্দের তিন স্থানে প্রয়োগ হইয়াছে, তন্মধ্যে এক স্থানে অজ অর্থ—প্রকৃতি, অন্য স্থানে 'অজ' অর্থ সংসারী জীব, আবার অপর স্থানে সেই 'অজ' শব্দেরই অর্থ -মুক্তজীব। এইরূপ এক শব্দের তিন প্রকার অর্থ কল্পনা করা শব্দশাস্ত্রানুসারে দোষাবহ, কারণ ঐরূপ কল্পনা করিতে হইলেই লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, কিন্তু উপায়ান্তরের সম্ভাবনা থাকিলে লক্ষণাবৃত্তি সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

(†) তাৎপর্য্য—এই চমসাধিকরণটি আট হইতে দশ পর্য্যন্ত তিনসূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—"অজামেকাম্" ইত্যাদি। (২) সংশয়—এই অজা অর্থ কি সাংখ্যোক্ত স্বতন্ত্রা প্রকৃতি? অথবা ব্রহ্ম? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—অবিকৃতি বা অকার্য্যরূপা বলিয়া সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিই অজা বটে। (৪) উত্তর—না অজা অর্থ—সাংখ্যোক্তপ্রকৃতি নহে, পরন্তু জগদ্বীজাধার ব্রহ্ম। নির্ণয় ও প্রয়োজন—ব্রহ্মই অজা, এবং তাঁহাকেই জগৎকারণরূপে চিন্তা করা প্রয়োজন।

(‡) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণের নাম 'পঞ্চজনাধিকরণ'। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয় বাক্য—"যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" ইত্যাদি। (২) সংশয়—পঞ্চ পঞ্চজন (মিলিতভাবে পঞ্চবিংশতি), ইহা কি সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব? বা আর কিছু? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—পঞ্চগুণিত পঞ্চ (পঞ্চবিংশতি) বলিলে সাংখ্যের তত্ত্বই বুঝা যায়। (৪) উত্তর—না ইহা পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব নহে, পরন্তু ব্রহ্মাশ্রিত ও ব্রহ্মাত্মক অপর পদার্থই বটে। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব, সাংখ্যসম্মত তত্ত্বাতিরিক্ত পদার্থই এখানে 'পঞ্চজন' শব্দের অর্থ; তদ্রূপ চিন্তা করাই ইহার প্রয়োজন।

সমূহাঃ পঞ্চজনাঃ, 'পঞ্চপুল্যঃ' ইতিবৎ। পঞ্চজনা ইতি লিঙ্গব্যত্যয়শ্ছান্দসঃ। তে চ সমূহাঃ কতি? ইত্যপেক্ষায়াং পঞ্চজন-শব্দবিশেষণেন প্রথমেন পঞ্চ-শব্দেন সমূহাঃ পঞ্চেতি প্রতীয়ন্তে; যথা 'পঞ্চ পঞ্চপুল্যঃ' ইতি। অতঃ "পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" ইতি পঞ্চবিংশতিপদার্থাবগতৌ তে কতমে? (*) ইত্যপেক্ষায়াম্ মোক্ষাধিকারাৎ মুমুক্ষুভির্জ্ঞাতব্যতয়া স্মৃতিপ্রসিদ্ধাঃ প্রকৃত্যাদয় এব জ্ঞায়ন্তে।

"মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতি-বিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকশ্চ (†) বিকারো ন প্রকৃতির্নবিকৃতিঃ পুরুষঃ।"

ইতি হি কাপিলানাং প্রসিদ্ধিঃ; অতস্তন্ত্রপ্রসিদ্ধ তত্ত্বপ্রতিপাদনপরঃ, ইতি প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—"ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি" ইতি।

পাঁচজনের সমাহার (সমষ্টি), এইরূপ অর্থেই 'পঞ্চজন' পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে (‡)। 'পঞ্চজনাঃ' পদে যে লিঙ্গবিপর্য্যয় অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গ স্থলে পুংলিঙ্গ হইয়াছে, তাহা ছান্দস, [নচেৎ স্ত্রীলিঙ্গে 'পঞ্চজনী' হইতে পারিত]। সেই সমূহ বা সমাহার কতগুলি? এই আকাঙ্ক্ষায় প্রযুক্ত 'পঞ্চজন' শব্দের বিশেষণীভূত অপর পঞ্চ শব্দ দ্বারা বিশেষিত হওয়ায় বুঝা যাইতেছে যে, সেই সমূহ কেবল পাঁচটি মাত্র। 'পঞ্চ পঞ্চপুলী' ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। অতএব 'পঞ্চ পঞ্চজনাঃ' (পাঁচটি পঞ্চজন) এই বাক্যেও পঞ্চবিংশতি পদার্থের প্রতীতি হইলে পর, 'তাহারা কে কে?' এইরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ এই শাস্ত্র যখন মোক্ষাধিকারেই প্রবৃত্ত, তখন মুমুক্ষুগণের জ্ঞাতব্য বিষয় সাংখ্য স্মৃতিপ্রসিদ্ধ প্রকৃতি প্রভৃতি তত্ত্বসমূহই প্রতীতির বিষয় হইতেছে।

কাপিল তত্ত্বসমূহের প্রসিদ্ধি এইরূপ যে, 'মূলকারণীভূতা প্রকৃতি অর্থাৎ প্রধান পদার্থটি অবিকৃতি, অর্থাৎ উহা অপর কোনও কারণ হইতে উৎপন্ন হয় নাই; 'মহৎ' আদি অর্থাৎ মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র, এই সাতটি পদার্থ প্রকৃতিও বটে, বিকৃতিও বটে, অর্থাৎ কারণস্বরূপও বটে, কার্য্য স্বরূপও বটে। আর [একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ ভূত], এই ষোলটি পদার্থ কেবলই বিকৃতি অর্থাৎ কার্য্য-স্বরূপ, (অপর কোন তত্ত্বের কারণ নহে); পুরুষ (আত্মা) কিন্তু কার্য্যও নহে, কারণও নহে; [পরন্তু উদাসীন] (§)। অতএব সাংখ্যসম্মত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব প্রতি-পাদনেই ঐ মন্ত্রের তাৎপর্য্য; এইরূপ সম্ভাবনায় বলিতেছি—'ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি" ইত্যাদি।

(*) তে কতি ইত্যপেক্ষায়াং' ইতি 'ক' পাঠঃ। (†) ষোড়শকস্তু' ইতি কারিকা পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য--'পঞ্চপুলী' অর্থ—একত্র বাঁধা পাঁচটি ঘাসমুষ্টির (পুলার) সমাহার। এক মুটে যতগুলি ঘাস ধরা যায়, সেগুলি একত্র করিয়া বাঁধিলে 'পুল' বলে, আর সেই পাঁচটি ঘাসমুষ্টিকে একত্রিত 'পঞ্চপুলী' বলা হয়। সমাহার দ্বিগু হওয়ায় এখানে স্ত্রীলিঙ্গ হইয়াছে। তদনুসারে 'পঞ্চজন' শব্দেরও 'পঞ্চজনী' হওয়া উচিত ছিল।

(§) তাৎপর্য্য—সাংখ্যশাস্ত্রে পদার্থ সংকলন প্রধানতঃ চারি প্রকার (১) কেবল প্রকৃতি (২) কেবল বিকৃতি (কেবলই কার্য্যস্বরূপ), (৩) প্রকৃতি-বিকৃতি অর্থাৎ কার্য্যকারণ, উভয়াত্মক; (৪) অনুভয়রূপ, অর্থাৎ প্রকৃতিও নহে, বিকৃতিও নহে। প্রকৃতি অর্থ উপাদান, আর বিকৃতি অর্থ তাহার কার্য্য; যেমন—মৃত্তিকা প্রকৃতি, ঘট তাহার বিকৃতি। ঈশ্বরকৃষ্ণ অতি সংক্ষেপে একথা বিবৃত করিয়া বলিয়াছেন—

"মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতি-বিকৃতয়ঃ সপ্ত। ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতি র্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ॥"

[সিদ্ধান্তঃ—]

"পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" ইতি পঞ্চবিংশতিসংখ্যোপসংগ্রহাদপি ন তন্ত্রসিদ্ধতত্ত্ব-প্রতীতিঃ। কুতঃ? নানাভাবাৎ —এষাং পঞ্চসঙ্খ্যাবিশেষিতানাং পঞ্চজনানাং তন্ত্রসিদ্ধেভ্যস্তত্ত্বেভ্যঃ পৃথগ্‌ভাবাৎ। "যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ" ইত্যেতেষাং যচ্ছব্দনির্দ্দিষ্টব্রহ্মাশ্রয়তয়া ব্রহ্মাত্মকত্বং হি প্রতীয়তে, "তমেবং মন্যে আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মামৃতোঽমৃতম্" ইত্যত্র "তম্" ইতি পরামর্শেন যচ্ছব্দনির্দ্দিষ্টং ব্রহ্মেত্যবগম্যতে; অতস্তেভ্যঃ পৃথগ্‌ভূতাঃ (*) পঞ্চজনাঃ, ইতি ন তন্ত্রসিদ্ধা এতে।

"অতিরেকাচ্চ" - তন্ত্রসিদ্ধেভ্যস্তত্ত্বেভ্যোঽত্র তত্ত্বাতিরেকোঽপি ভবতি; যচ্ছব্দনির্দ্দিষ্ট আত্মা আকাশশ্চ অত্রাতিরিচ্যেতে। অতঃ "তং ষড়্‌বিংশক-

---

"পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" এইস্থানে পঞ্চবিংশতি সংখ্যার সংকলন করিলেও তাহা হইতে সাংখ্যসম্মত তত্ত্ব সমূহের প্রতীতি হইতেছে না। কারণ? নানাভাব বা নানাত্বই কারণ; কেননা, সাংখ্য-সিদ্ধ তত্ত্বসমূহ হইতে এই পঞ্চসংখ্যা-বিশেষিত 'পঞ্চজন' পদার্থের পার্থক্য রহিয়াছে। কেননা, 'পাঁচটি পঞ্চজন ও আকাশ যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত,' এই বাক্যে 'যৎ' পদনির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মে আশ্রিত থাকায় উক্ত 'পঞ্চজনে'র ব্রহ্মাত্মকতাই (ব্রহ্মভাবই) প্রতীত হইতেছে। আর 'তাহাকেই এই প্রকার আত্মা বলিয়া মনে করি; যিনি অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মকে জানেন, তিনিও অমৃতত্ব লাভ করেন।' এখানে আবার 'তম্' বলিয়া উল্লেখ করায়ও বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্মই ঐ 'যৎ'পদে উল্লিখিত হইয়াছেন। অতএব এই 'পঞ্চজন' নিশ্চয়ই সাংখ্যোক্ত তত্ত্ব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ।

অতিরেক বা আধিক্যও অপর একটি হেতু—সাংখ্যসিদ্ধ [পঞ্চবিংশতি] তত্ত্বাপেক্ষা এখানে আধিক্যও হইতেছে; "যস্মিন্" এই 'যৎ'শব্দ নির্দ্দিষ্ট আত্মা এবং আকাশই এখানে অতিরিক্ত হইতেছে। অতএব, 'তাঁহাকে ষড়্‌বিংশক বলে, আবার কেহ কেহ সপ্তবিংশকও বলিয়া

অর্থাৎ প্রধাননামক মূলপ্রকৃতিটি অবিকৃতি, অর্থাৎ সে অপর কোনও কারণ হইতে উৎপন্ন হয় নাই, স্বতঃসিদ্ধ। মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ তন্মাত্র, এই সাতটি প্রকৃতি-বিকৃতি, উভয়স্বরূপ, যথা—মহত্তত্ত্ব অহঙ্কারের প্রকৃতি, আবার মূলপ্রকৃতির বিকৃতি, অহঙ্কারতত্ত্ব শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্রের প্রকৃতি, অথচ নিজে মহত্তত্ত্বের বিকৃতি; সেইরূপ পঞ্চতন্মাত্র আবার ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের প্রকৃতি এবং অহঙ্কারতত্ত্বের বিকৃতি। এইরূপে এই সাতটি প্রকৃতি-বিকৃতিভাবাপন্ন। তাহার-পর পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত, জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ, কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচ এবং মন, এই ষোলটি পদার্থ কেবলই বিকৃতি অর্থাৎ কার্য্যস্বরূপ; এ সমস্ত হইতে আর কোন স্বতন্ত্র তত্ত্ব সমুৎপন্ন হয় না। তাহার পর, পুরুষ বা আত্মা উক্ত প্রকার অবস্থার বিপরীত; অর্থাৎ পুরুষ কাহারো প্রকৃতিও নহে এবং কাহারো বিকৃতিও নহে—প্রকৃতি-বিকৃতিভাবশূন্য, শুদ্ধ ও কূটস্থস্বরূপ। মূলপ্রকৃতি হইতে পুরুষপর্য্যন্ত যে পঁচিশটি পদার্থ প্রদর্শিত হইল, ইহাই সাংখ্যশাস্ত্রে 'পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব' নামে অভিহিত হইয়াছে, এতদতিরিক্ত আর কোনও পদার্থ নাই, সমস্তই এতদন্তর্গত॥

(*) পঞ্চ পঞ্চজনাঃ' ইতি 'ক' পাঠঃ।

মিত্যাহুঃ সপ্তবিংশমথাপরে” ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধসর্ব্বতত্ত্বাশ্রয়ভূতঃ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরঃ (*) পরমপুরুষোঽত্রাভিধীয়তে।

“ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি” ইত্যপিশব্দস্য—“পঞ্চ পঞ্চজনাঃ” ইত্যত্র পঞ্চবিংশতিতত্ত্বপ্রতীতিরেব ন সম্ভবতীত্যভিপ্রায়ঃ। কথং? পঞ্চভিরারব্ধ-সমূহপঞ্চকাসম্ভবাৎ; নহি তন্ত্রসিদ্ধতত্ত্বেষু পঞ্চসু পঞ্চসু অনুগতং (†) তত্তৎসঙ্খ্যানিবেশনিমিত্তং জাত্যাদ্যস্তি; ন চ বাচ্যম্, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি, পঞ্চ মহাভূতানি, পঞ্চ তন্মাত্রাণি, অবশিষ্টানি পঞ্চ—ইত্যবান্তরসঙ্খ্যানিবেশনিমিত্তমস্ত্যেব ইতি; আকাশস্য পৃথক্ নির্দ্দেশেন পঞ্চভিরারব্ধ-মহাভূতসমূহাসিদ্ধেঃ। অতঃ “পঞ্চজনাঃ” ইত্যয়ং সমাসো ন সমাহারবিষয়ঃ; অয়ন্তু “দিক্‌সঙ্খ্যে সংজ্ঞায়াম্” ইতি সংজ্ঞাবিষয়ঃ (‡); অন্যথা “পঞ্চজনাঃ” ইতি লিঙ্গব্যত্যয়শ্চ।

থাকে।’ এই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ সর্ব্বভূতাশ্রয় পরমপুরুষ পরমেশ্বরই এখানে ‘যস্মিন্’ পদে অভিহিত হইয়াছেন।

“ন সংখ্যোপসংগ্রহাদ্ অপি” এই ‘অপি’ শব্দের অভিপ্রায় এই যে, এখানে “পঞ্চ পঞ্চজনাঃ” এই স্থলে আদৌ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের প্রতীতিই সম্ভব হয় না। কি প্রকারে? যেহেতু পঞ্চগুণিত অপর পাঁচটি রাশির সম্ভব হইতেছে না; কেননা, সাংখ্যশাস্ত্রীয় পাঁচটি তত্ত্বের জাতিপ্রভৃতি এমন কোনও একটি সাধারণ ধর্ম্ম নাই, যাহার অনুবলে একটি পঞ্চকরাশির মধ্যে অপর পঞ্চসংখ্যা সন্নিবেশিত করা যাইতে পারে। এ কথাও বলা যায় না যে, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ মহাভূত, আর অবশিষ্ট (অহঙ্কারাদি) পাঁচটি, ইহাইত এক পঞ্চের মধ্যে অপর পঞ্চ সংখ্যা-সন্নিবেশের কারণ রহিয়াছে। কেননা, আকাশের পৃথক্ উল্লেখ থাকায় পঞ্চসংখ্যা-ঘটিত মহাভূতের কোনও রাশি সিদ্ধ হইতেছে না। অতএব, “পঞ্চজনাঃ” ‘পদটি’ সমাহার সমাসের স্থল নহে; পরন্তু ইহা “দিক্‌সংখ্যে সংজ্ঞায়াম্” এই সূত্রোক্ত সংজ্ঞাবিষয়ক সমাসেরই স্থল (§); তাহা না হইলে, ‘পঞ্চজন’ শব্দের লিঙ্গবিপর্য্যয়, অর্থাৎ পুংলিঙ্গ না হইয়া স্ত্রীলিঙ্গই হইতে পারিত। [ইহার অর্থ এই যে,] পঞ্চজননামক কতকগুলি পদার্থ আছে,

---

(*) সর্ব্বেশ্বরঃ’ ইতি ‘খ’ পাঠঃ।

(†) তৎসংখ্যা’ ইতি ‘খ’ পাঠঃ।

(‡) সংজ্ঞাবিশেষবিষয়ঃ’ ইতি ‘ক’ পাঠঃ।

(§) তাৎপর্য্য—“দিক্-সংখ্যে সংজ্ঞায়াং”, এটি ব্যাকরণের সূত্র; ইহার অর্থ এই যে, সংজ্ঞা অর্থাৎ নাম বুঝাইলে দিক্‌বাচক ও “সংখ্যাবাচক শব্দের সহিত ‘কর্ম্মধারয়’ সমাস হয়।’ এই সূত্রানুসারে সংখ্যাবাচক ‘পঞ্চ’ শব্দের সহিত ‘জন’ শব্দের কর্ম্মধারয় সমাস হইয়াছে, কিন্তু ‘সমাহার দ্বিগু’ সমাস হয় নাই; সমাহার দ্বিগু হইলে ‘পঞ্চপুলী’শব্দের ন্যায় এখানেও ‘পঞ্চজন’ না হইয়া স্ত্রীলিঙ্গে ‘পঞ্চজনী’ হইয়া যাইত। ঐরূপ না হওয়ায়ই বুঝা যাইতেছে যে, “পঞ্চজনাঃ” স্থলে পঞ্চবিংশতি সংখ্যার উল্লেখ করা হয় নাই, পরন্তু পঞ্চজননামক কোনও সংজ্ঞাবিশেষেরই উল্লেখ করা হইয়াছে।

পঞ্চজনা নাম কেচিৎ সন্তি, তে চ পঞ্চসঙ্খ্যয়া বিশেষ্যন্তে—"পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" ইতি, 'সপ্ত সপ্তর্ষয়ঃ' ইতিবৎ ॥১॥৪॥১১॥

কে পুনস্তে পঞ্চ পঞ্চজনাঃ ? ইত্যত আহ—

প্রাণাদয়ো বাক্যশেষাৎ ॥১॥৪॥১২॥

[পদচ্ছেদঃ —প্রাণাদয়ঃ (প্রাণ প্রভৃতি) বাক্যশেষাৎ (বাক্য শেষ হইতে [জানা যায়।]

[সরলার্থঃ—প্রাণাদয়ঃ প্রাণ-চক্ষুঃ-শ্রোত্রান্নমনোরূপাঃ পঞ্চ পদার্থা এব, ন পুনঃ সাংখ্যোক্তাঃ প্রধানাদয়ঃ 'পঞ্চজন'-সংজ্ঞয়া অভিধীয়ন্তে, ইতি বাক্যশেষাদবগম্যতে। বাক্যশেষে হি "প্রাণস্য প্রাণমুত, চক্ষুষশ্চক্ষুঃ ; শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং, অন্নস্যান্নং, মনসো যে মনো বিদুঃ" ইতি পঞ্চেন্দ্রিয়াণি নির্দ্দিষ্টানি ॥

প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, অন্ন ও মন, এই পাঁচটি পদার্থই যে, 'পঞ্চজন' সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে, ইহা বাক্যের শেষাংশ দৃষ্টে বুঝাযায়। এই 'পঞ্চজন' বাক্যের শেষে আছে যে, 'তিনি প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষুঃ, শ্রোত্রের শ্রোত্র, অন্নের অন্ন এবং মনেরও মন' ইত্যাদি ॥১॥৪॥১২॥]

"প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমন্নস্যান্নং মনসো যে মনো বিদুঃ" [বৃহদা০ ৬।৪।১৮] ইতি বাক্যশেষাৎ ব্রহ্মাশ্রয়াঃ প্রাণাদয় এব "পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" ইতি বিজ্ঞায়ন্তে ॥১॥৪॥১২॥

অথ স্যাৎ—কাণ্বানাং মাধ্যন্দিনানাঞ্চ "যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" ইত্যয়ং মন্ত্রঃ সমানঃ ; "প্রাণস্য প্রাণম্" ইত্যাদিবাক্যশেষে কাণ্বানাম্ অন্নস্য পাঠো

তাহাদিগকেই পঞ্চসংখ্যা দ্বারা বিশেষিত করিয়া বলা হইতেছে—"পঞ্চ পঞ্চজনাঃ", অর্থাৎ 'পঞ্চজন' পাঁচটি ; যেমন 'সপ্তর্ষি সাতজন' বলা হয়, ইহাও তদ্রূপ ॥ ১। ৪। ১১ ॥

সেই পঞ্চসংখ্যক পঞ্চজন কাহারা ? এতদুত্তরে বলিতেছেন—"প্রাণাদয়ঃ" ইত্যাদি।

'[ব্রহ্মকে] যাহারা প্রাণেরও প্রাণ চক্ষুরও চক্ষু, শ্রোত্রেরও শ্রোত্র, অন্নেরও অন্ন এবং মনেরও মন বলিয়া জানেন।' 'পঞ্চজন' বাক্যেরই এই শেষাংশ হইতে জানা যাইতেছে যে, এখানে ব্রহ্মাশ্রিত প্রাণাদি পাঁচটি পদার্থই (প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, অন্ন ও মনঃই) 'পঞ্চজন' শব্দে অভিহিত ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ১২ ॥

এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, "যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" এই মন্ত্রটি কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন, উভয়শাখীরই সমান, সত্য ; কিন্তু, কাণ্বশাখীয় "প্রাণস্য প্রাণম্" এই বাক্যের শেষে যখন অন্নের

ন বিদ্যতে ; তেষাং পঞ্চ পঞ্চজনাঃ প্রাণাদয় ইতি ন শক্যতে বক্তুম্ ইতি ; অত্রোত্তরম্—

জ্যোতিষৈকেষামসত্যন্নে ॥১॥৪॥১৩॥

[পদচ্ছেদঃ—জ্যোতিষা (জ্যোতিঃ দ্বারা) একেষাং (অন্যদিগের কাণ্বশাখীদের) অসতি অবিদ্যমানে) অন্নে (অন্ন)।]

[সরলার্থঃ—একেষাং শাখিনাং কাণ্বানাং অন্নে অসতি "অন্নস্য অন্নং" ইত্যেবম্ অন্নস্য পাঠাভাবে সতি, জ্যোতিষা "তং দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" ইত্যুপক্রমস্থেন জ্যোতিঃশব্দবাচ্যেন ইন্দ্রিয়-পঞ্চকেন পঞ্চত্বসংখ্যা পূরণীয়েত্যর্থঃ। অয়মভিপ্রায়ঃ—যদ্যপি কাণ্বানাং শাখাসু অন্নশব্দ বাচ্যায়াঃ পৃথিব্যাঃ সমুল্লেখো নাস্তি, তথাপি "তং দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" ইত্যুপক্রমবাক্যস্থ-জ্যোতিঃশব্দেন যানি প্রকাশাত্মকানি ইন্দ্রিয়াণি নির্দ্দিষ্টানি ; তান্যেব ইহ "পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" ইতি প্রতিনির্দ্দিশ্যন্তে ॥

যদিও কোন কোন শাখীদের অর্থাৎ কাণ্বশাখীদের মতে অন্ন শব্দের উল্লেখ না থাকায় পঞ্চত্ব সংখ্যার সঙ্গতি হয় না সত্য, তথাপি তাহাদের পক্ষে বাক্যের উপক্রমগত জ্যোতিঃশব্দ-বাচ্য ইন্দ্রিয় দ্বারাই এই পঞ্চত্ব সংখ্যা পূরণ করিতে হইবে, অর্থাৎ সেই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ই 'পঞ্চ পঞ্চজন' বাক্যে উক্ত হইয়াছে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ১৩ ॥]

একেষাং কাণ্বানাং পাঠে অসত্যন্নে জ্যোতিষা "পঞ্চজনাঃ" ইন্দ্রিয়াণীতি বিজ্ঞায়ন্তে ; তেষাং বাক্যশেষঃ প্রদর্শনার্থঃ এতদুক্তস্তবতি—"যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" ইত্যস্মাৎ পূর্ব্বস্মিন্ মন্ত্রে "তং দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেঽমৃতম্" [বৃহদা০ ৪। ১৬] ইতি জ্যোতিষাং জ্যোতিষ্ট্বেন ব্রহ্মণ্যভিধীয়মানে ব্রহ্মাধীনস্বকার্য্যাণি কানিচিৎ জ্যোতীংষি প্রতিপন্নানি ; তানি চ বিষয়াণাং প্রকাশকানীন্দ্রিয়াণি, ইতি "যস্মিন্ পঞ্চ

উল্লেখ নাই, তখন তাহাদের পক্ষে "পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" পদে প্রাণাদি পঞ্চ বলিতে পারা যায় না ; ইহার উত্তর—"জ্যোতিষৈকেষামসতি অন্নে" ॥

কাণ্বশাখীদের পাঠে অন্ন শব্দ না থাকিলেও জ্যোতিঃশব্দে অভিহিত ইন্দ্রিয় সমূহই 'পঞ্চজন' বলিয়া প্রতীত হইতেছে ; উক্তার্থ প্রদর্শনার্থই তাহাদের বাক্যশেষে 'পঞ্চজন' শব্দটি প্রদত্ত হইয়াছে। এই কথা বলা হইতেছে যে, "যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" এই বাক্যের পূর্ব্ববর্ত্তী 'দেবগণ, জ্যোতিঃ সমূহেরও জ্যোতিঃ বা প্রকাশক এবং আয়ু ও অমৃতস্বরূপ তাঁহাকে (পরমেশ্বরকে) উপাসনা করেন।' এই মন্ত্রে জ্যোতিঃ সমূহেরও প্রকাশরূপে ব্রহ্ম অভিহিত হইয়াছেন, এবং যাহাদের নিজ নিজ প্রকাশরূপ কার্য্যগুলি ব্রহ্মের অধীন, এরূপ কতকগুলি জ্যোতিরও প্রতীতি

পঞ্চজনাঃ” ইত্যনির্দ্ধারিতবিশেষনির্দ্দেশেনাবগম্যন্ত ইতি। “প্রাণস্য” ইতি প্রাণ-শব্দেন স্পর্শেন্দ্রিয়ং (*) গৃহ্যতে, বায়ুসম্বন্ধিত্বাৎ স্পর্শনেন্দ্রিয়স্য মুখ্য-প্রাণস্য জ্যোতিঃশব্দেন প্রদর্শনাযোগাৎ। “চক্ষুষঃ” ইতি চক্ষুরিন্দ্রিয়ং ; “শ্রোত্রস্য” ইতি শ্রোত্রেন্দ্রিয়ম্ ; “অন্নস্য” ইতি প্রাণ-রসনয়োঃ তন্ত্রেণোপাদানম্ ; অন্ন-শব্দোদিতপৃথিবীসম্বন্ধিত্বাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয়মনেন গৃহ্যতে, অদ্যতে-অনেনেতি—অন্নমিতি রসনেন্দ্রিয়মপি গৃহ্যতে। “মনসঃ” ইতি মনঃ। ঘ্রাণ-রসনয়োস্তন্ত্রেণোপাদানম্, ইতি পঞ্চত্বমপ্যবিরুদ্ধম্। প্রকাশকানি মনঃপর্য্যন্তা-নীন্দ্রিয়াণি ‘পঞ্চজন’-শব্দনির্দ্দিষ্টানি ; তদবিরোধায় ঘ্রাণ-রসনয়োস্তন্ত্রেণোপা-দানম্। তদেবং “যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ” ইতি পঞ্চজন-শব্দনির্দ্দিষ্টানীন্দ্রিয়াণি আকাশ-শব্দপ্রদর্শিতানি মহাভূতানি চ ব্রহ্মণি প্রতিষ্ঠিতানি, ইতি সর্ব্বতত্ত্বানাং ব্রহ্মাশ্রয়ত্বপ্রতিপাদনাৎ ন তন্ত্রসিদ্ধপঞ্চ-বিংশতিতত্ত্বপ্রসঙ্গঃ। অতঃ সর্ব্বত্র বেদান্তে সংখ্যোপসংগ্রহে তদভাবে বা ন কাপিলতন্ত্রসিদ্ধ-তত্ত্বপ্রতীতিরস্তীতি (†) স্থিতম্ ॥১॥৪॥১৩॥

[তৃতীয়ং সংখ্যোপসংগ্রহাধিকরণম্ ॥৩॥]

হইতেছে ; অতএব “যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনাঃ” এই সামান্যাভিধায়ক বাক্যে কোন অর্থবিশেষ অবধারিত না থাকায় ঐ ইন্দ্রিয়সমূহই এই ‘পঞ্চজন’ শব্দে প্রতীত হইতেছে। শ্রুত্যুক্ত “প্রাণস্য” এই ‘প্রাণ’ শব্দেও স্পর্শনেন্দ্রিয় (ত্বগিন্দ্রিয়) গৃহীত হইয়াছে ; কারণ, স্পর্শনেন্দ্রিয়টি বায়ুর সহিত সম্বদ্ধ ; অথচ ‘জ্যোতিঃ’শব্দেও মুখ্য প্রাণের গ্রহণ করা যাইতে পারে না। আর “চক্ষুষঃ” পদে চক্ষুরিন্দ্রিয়, “শ্রোত্রস্য” পদে শ্রবণেন্দ্রিয়, এবং “অন্নস্য” পদে ঘ্রাণ ও রসনেন্দ্রিয়ের একত্র নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অন্ন অর্থ—পৃথিবী, ঘ্রাণেন্দ্রিয় সেই পৃথিবী-সম্বদ্ধ, অর্থাৎ পৃথিবী হইতেই উৎপন্ন ; অতএব ‘অন্ন’ শব্দে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের গ্রহণ করা হইতেছে। যাহা দ্বারা ভোজন করা হয়, তাহা অন্ন ; এই অর্থে রসনেন্দ্রিয়কেও [‘অন্ন’শব্দে গ্রহণ করা যায়]। ‘মনসঃ’ পদে মনঃ ; ঘ্রাণ ও রসনার এক সঙ্গে নির্দ্দেশ হওয়ায় ; পঞ্চত্ব-সংখ্যাও বিরুদ্ধ হইতেছে না। প্রকাশস্বভাব মন পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়সমূহ ‘পঞ্চজন’ শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এবং তদ্বিষয়ক বিরোধ পরিহারার্থই ঘ্রাণ ও রসনেন্দ্রিয়ের একসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব ‘পাঁচটী পঞ্চজন ও আকাশ যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত,’ এই ‘পঞ্চজন’ শব্দাভিহিত ইন্দ্রিয়সমূহ এবং ‘আকাশ’ শব্দে নির্দ্দিষ্ট মহাভূতসমূহ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত ; এইরূপে সমস্ত তত্ত্বের ব্রহ্মাশ্রিতত্ব প্রতিপাদন হেতু এখানে সাংখ্যসিদ্ধ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সম্ভাবনাই নাই। অতএব, সংখ্যার

(*) ‘স্পর্শনেন্দ্রিয়ম্’ ইতি ‘ঘ’ পাঠ।　　(†) ‘ঘ’ পুস্তকে অস্তি পদং নাস্তি।

কারণত্বাধিকরণম্।]

কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ ॥১॥৪॥১৪॥

[পদচ্ছেদঃ—কারণত্বেন (কারণরূপে) চ (ও) আকাশাদিষু (আকাশ প্রভৃতিতে) যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ (অবধারিত সর্ব্বজ্ঞত্বাদির উক্তি হেতু)।]

[সরলার্থঃ—জগৎকারণত্বাভিধায়কানি "তদৈক্ষত বহু স্যাম্" ইত্যাদীনি বেদান্তবাক্যানি কিং প্রধানকারণতা-পরাণি? উত ব্রহ্মকারণতাপরাণি? ইতি সংশয়ে, "তদ্ধেদং তর্হি অব্যাকৃতমাসীৎ, তং নাম-রূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত" ইত্যব্যাকৃত-ব্যাকরণোক্তেঃ; অব্যাকৃতং চ প্রধানম্ অতঃ প্রধানকারণতাপরাণীতি পূর্ব্বপক্ষঃ। তত্রোত্তরং—আকাশাদিষু আকাশপদচিহ্নিতেষু "তস্মাদ্বা এতস্মাদ্ আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাদিষু ব্রহ্মকারণত্বব্যবস্থাপনাৎ অন্যত্রাপি সৃষ্টিবাক্যেষু যথাব্যপদিষ্টস্য সর্ব্বজ্ঞত্ব-সর্ব্বশক্তিত্বাদিগুণযোগিতয়া অস্মাভিঃ ব্যবস্থাপিতস্যৈব ব্রহ্মণঃ কারণত্বেন উক্তেঃ হেতোঃ ব্রহ্মকারণতাপরত্বম্ উক্তবাক্যানামবধার্য্যতে ইত্যর্থঃ।

'সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হইল,' আকাশাদি পদযুক্ত ইত্যাদি বাক্যে আমরা ব্রহ্মের কারণতা সংস্থাপন করিয়াছি; অতএব, যে সমস্ত স্থলে ব্রহ্মশব্দ নাই, সে সমস্ত স্থলেও সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিরূপে অবধারিত ব্রহ্মেরই কারণতা বুঝিতে হইবে; অতএব সৃষ্টিপ্রতিপাদক সমস্ত বেদান্ত-বাক্যই ব্রহ্মকারণতাবোধক, কিন্তু প্রকৃতিকারণতাবোধক নহে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ১৪ ॥]

পুনঃ প্রধানকারণবাদী প্রত্যবতিষ্ঠতে,—ন বেদান্তেষু একস্মাৎ সৃষ্টিরাম্না-

---

গ্রহণ হউক বা নাই হউক, বেদান্তের কোথাও যে, কাপিল শাস্ত্রসম্মত তত্ত্বের প্রতীতি নাই, ইহা স্থির হইল (*) ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ১৩ ॥ [তৃতীয় সংখ্যোপসংগ্রহাধিকরণ ॥ ৩ ॥]

'প্রধান'কারণবাদী পুনরপি প্রতিপক্ষভাবে দাঁড়াইতেছেন—(†) বেদান্ত শাস্ত্রে একটী মাত্র

(*) তাৎপর্য্য—কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন, এই দুইটী যজুর্ব্বেদীয় শাখা। তন্মধ্যে মাধ্যন্দিন শাখায় "প্রাণস্য প্রাণম্" ইত্যাদি বাক্যে "অন্নস্য অন্নং" এইরূপ পাঠ আছে। এখানে 'অন্ন' অর্থে পৃথিবী—তদ্বিকার ঘ্রাণ ও রসনা গৃহীত হইয়াছে; সুতরাং প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, অন্ন ও মন, এই পাঁচটি লইয়া 'পঞ্চজন' শব্দোক্ত পদার্থের পরিগণনা হইতে পারে; কিন্তু কাণ্বশাখায় যখন "অন্নস্য অন্নং" এইরূপ পাঠ নাই, তখন পঞ্চত্বসংখ্যার পূরণ হইতে পারে না; তদুপপাদনার্থ বলিতেছেন,—যদিও কাণ্বশাখায় অন্নের পাঠ নাই সত্য; তথাপি অসঙ্গতি হইতেছে না; কারণ, সেখানেও 'পঞ্চজন' বাক্যের পূর্ব্বে 'জ্যোতিঃ' শব্দের উপাদান রহিয়াছে; সেই 'জ্যোতিঃ' অর্থ—শব্দাদি বিষয়-প্রকাশক ইন্দ্রিয়সমূহ (পঞ্চ ইন্দ্রিয়); সেই পঞ্চ ইন্দ্রিয়েরই 'পঞ্চজন' বাক্যে বিশেষ ভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। "প্রাণস্য প্রাণম্" ইত্যাদি বাক্যেও পঞ্চ ইন্দ্রিয়েরই উল্লেখ হইয়াছে—প্রাণ অর্থ—স্পর্শনেন্দ্রিয়—ত্বক্; চক্ষু; শ্রোত্র—শ্রবণেন্দ্রিয়; অন্ন অর্থ—পৃথিবী-বিকার ঘ্রাণেন্দ্রিয় এবং রসনেন্দ্রিয়, উভয়েরই একসঙ্গে গ্রহণ, আর মন; জ্যোতিঃস্বভাব এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়পদার্থই 'পঞ্চজন' শব্দে গৃহীত হইয়াছে।

(†) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণের নাম—'জগদ্বাচিত্বাধিকরণ'। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়-বাক্য—"তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ" ইত্যাদি। (২) সংশয়—উক্তপ্রকার সৃষ্টিবোধক বেদান্তবাক্যসমূহ কি ব্রহ্মকারণতাবোধক? অথবা প্রধানকারণতাবোধক? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—'অব্যাকৃত' শব্দ যখন প্রধানবাচক, তখন

য়তে, ইতি জগতো ব্রহ্মৈককারণত্বং ন যুজ্যতে চ বক্তুম্ (*)। তথাহি—"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" [ছান্দো০ ৬।২।১] ইতি সৎপূর্ব্বিকা সৃষ্টিরাম্নায়তে; "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" [তৈত্তি০ আন০ ৭] ইত্যসৎপূর্ব্বিকা চ; অন্যত্র "অসদেবেদমগ্র আসীৎ, তৎ সদাসীত্তৎ সমভবৎ" [ছান্দো০ ৩১।৩৯।১] ইতি চ। অতো বেদান্তেষু স্রষ্টুরব্যবস্থিতের্জ্জগতো ব্রহ্মৈককারণত্বং ন নিশ্চেতুং শক্যম্; প্রত্যুত প্রধানকারণত্বমেব নিশ্চেতুং শক্যতে; "তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতম[illegible]" [বৃহদা০ ৩।৪।৭] ইত্যব্যাকৃতে প্রধানে জগতঃ প্রলয়মভিধায়. "তৎ[illegible]-রূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত" ইত্যব্যাকৃতাদেব জগতঃ সৃষ্টিশ্চাভিধীয়তে। অব্যাকৃতং হি অব্যক্তম্; নামরূপাভ্যাং ন ব্যাক্রিয়তে—ন ব্যজ্যত ইত্যর্থঃ, অব্যক্তং প্রধানমেব; অস্য চ স্বরূপনিত্যত্বেন পরিণামাশ্রয়ত্বেন চ জগৎকারণবাক্যগতৌ সদসচ্ছব্দৌ ব্রহ্মণীবাস্মিন্ ন বিরোৎস্যেতে।

কারণ হইতে সৃষ্টি কথিত হয় না; সুতরাং একমাত্র ব্রহ্ম-কারণ হইতেই জগৎসৃষ্টি বলিতে পারা যায় না। দেখ, 'হে সোম্য! অগ্রে এই জগৎ সৎস্বরূপই ছিল,' এই শ্রুতিতে সৎপূর্ব্বিকা সৃষ্টি পঠিত আছে; 'অগ্রে এই জগৎ অসৎস্বরূপই ছিল' এখানে আবার অসৎপূর্ব্বিকা সৃষ্টি; অন্যত্র আবার 'এই জগৎ অগ্রে অসৎই ছিল 'সেই সৎ ছিল, তাহাই সম্ভূত হইয়াছিল' এইরূপও বর্ণনা আছে। অতএব, বেদান্তে সৃষ্টিকর্ত্তার অব্যবস্থা বা অস্থিরতা হেতু একমাত্র ব্রহ্মই যে, জগতের কারণ, ইহা নিশ্চয় করিতে পারা যায় না; বরং প্রধানকেই জগতের কারণ বলিয়া নিশ্চয় করা যাইতে পারে; কারণ, 'এই জগৎ সে সময় অব্যাকৃত (অনভিব্যক্ত) ছিল,' এই বাক্যে 'অব্যাকৃত'-শব্দবাচ্য প্রকৃতিতে জগতের প্রলয় বলিয়া, 'সেই অব্যাকৃতই নাম ও রূপাকারে ব্যাকৃত (ব্যক্ত) হইল' এই বাক্যে আবার 'অব্যাকৃত' হইতে জগতের সৃষ্টিও অভিহিত হইয়াছে। 'অব্যাকৃত' অর্থ—অব্যক্ত অর্থাৎ [তখনও] নাম ও রূপাকারে ব্যাকৃত হয় নাই—অভিব্যক্ত হয় নাই। অব্যক্ত অর্থ ত প্রধানই বটে। এই প্রধান যখন স্বরূপতঃ নিত্য এবং নিখিল পরিণামের আধার, তখন জগৎকারণ-প্রতিপাদক বাক্যস্থিত 'সৎ' ও 'অসৎ' শব্দদ্বয় ব্রহ্মের ন্যায় প্রকৃতিতেও বিরুদ্ধ হইবে না। এইরূপে যদি অব্যাকৃতেরই কারণত্ব নিশ্চিত

সৃষ্টিপ্রতিপাদক বেদান্তবাক্যসমূহ প্রধানকারণতাবোধকই বটে, ব্রহ্মকারণতাবোধক নহে। (৪) উত্তর—না—সৃষ্টিবাক্যগুলি প্রধানকারণতাবোধক নহে; পরন্তু ব্রহ্মকারণতাবোধকই বটে; কারণ, "তস্মাদ্বা এতস্মাৎ" ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মকেই আকাশাদিরও কারণরূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে; সুতরাং অন্যত্রও তাঁহারই গ্রহণ করা উচিত। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব জগৎকারণতাবোধক সমস্ত সৃষ্টিবাক্যেই ব্রহ্মের কারণতা প্রতিপন্ন হইতেছে।

(*) ন যুজ্যতে। কথং? তথাহি' ইতি 'ঘ' পাঠঃ।

এবমব্যাকৃতকারণত্বে নিশ্চিতে সতি ঈক্ষণাদয়ঃ কারণগতাঃ সৃষ্ট্যৌন্মুখ্যাভিপ্রায়েণ যোজয়িতব্যাঃ। ব্রহ্মাত্ম-শব্দাবপি বৃহত্ত্ব-ব্যাপিত্বাভ্যাং প্রধান এব বর্ত্তেতে; অতঃ স্মৃতিন্যায়প্রসিদ্ধং প্রধানমেব জগৎকারণং বেদান্তবাক্যৈঃ প্রতিপাদ্যতে; ইতি প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—"কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ।"

[সিদ্ধান্তঃ—]

চ-শব্দঃ তু-শব্দার্থে; সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্বেবশ্বরাৎ সত্যসঙ্কল্পান্নিরস্তনিখিলদোষগন্ধাৎ পরস্মাদ্ ব্রহ্মণ এব জগদুৎপদ্যত ইতি নিশ্চেতুং শক্যতে। কুতঃ? আকাশাদিষু কারণত্বেন যথাব্যপদিষ্টস্যোক্তেঃ—সর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্টত্বেন "জন্মাদ্যস্য যতঃ" [সূত্র০ ১।১।২] ইত্যেবমাদিষু প্রতিপাদিতং ব্রহ্ম যথাব্যপদিষ্টমিত্যুচ্যতে, তস্যৈকস্যৈব আকাশাদিষু কারণত্বেনোক্তেঃ। "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" [তৈত্তি০ আন০১], "তত্তেজোঽসৃজত" [ছান্দো০৬।২।৩] ইত্যাদিষু সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্মৈব কারণত্বেনোচ্যতে। তথাহি—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম,...সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" [তৈত্তি০ আন০১] ইতি প্রকৃতং বিপশ্চিদেব ব্রহ্ম "তস্মাদ্বা এতস্মাৎ" ইতি পরামৃশ্যতে। তথা "তদৈক্ষত বহু স্যাম্" ইতি নির্দ্দিষ্টং সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্মৈব

হয়, তাহা হইলে কারণসম্বন্ধে শ্রুত ঈক্ষণাদি ধর্ম্মগুলিরও সৃষ্টিবিষয়ে উন্মুখীভাবাভিপ্রায়ে যোজনা করিতে হইবে। 'ব্রহ্ম'শব্দ এবং 'আত্ম'শব্দও বৃহত্ত্ব ও ব্যাপকত্ব নিবন্ধন প্রধানেও প্রযুক্ত হইতে পারে, অর্থাৎ জগদপেক্ষা বৃহত্ত্বনিবন্ধন ব্রহ্ম, আর ব্যাপকত্ব নিবন্ধন আত্মা। অতএব, সাংখ্য-স্মৃতি-সিদ্ধ ও যুক্তিসম্মত প্রধানকেই বেদান্ত শাস্ত্রসমূহ সৃষ্টিকারণ বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছে; এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় কথিত হইতেছে—'কারণত্বেন চাকাশাদিষু" ইত্যাদি।

[ব্রহ্মের জগৎ কারণত্ব সিদ্ধান্ত]

সূত্রস্থ 'চ' শব্দটি 'তু' শব্দের অর্থে প্রযুক্ত [পূর্ব্বপক্ষ ব্যাবৃত্তিসূচক]। সর্ব্বজ্ঞ, সর্বেশ্বর, সত্যসংকল্প, সর্ব্ববিধ দোষসম্পর্কশূন্য পরব্রহ্ম হইতেই জগৎ উৎপন্ন হয়, ইহা নিশ্চয় করিতে পারা যায়। কারণ? যেহেতু আকাশাদি বিষয়ে কারণরূপে ব্যবস্থিত ব্রহ্মের উল্লেখ রহিয়াছে। "জন্মাদ্যস্য যতঃ" প্রভৃতি সূত্রে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণবিশিষ্টরূপে প্রতিপাদিত ব্রহ্মই 'যথাব্যপদিষ্ট' বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন; যেহেতু আকাশাদি স্থলেও সেই একই ব্রহ্মের কারণতা উক্ত হইয়াছে; অতএব 'সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত' হইল, 'তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন' ইত্যাদি বাক্যেও সেই সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মই জগৎ-কারণরূপে অভিহিত হইতেছেন। দেখ, 'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ', 'তিনি সর্ব্বদর্শী ব্রহ্মের সহিত সমস্ত কাম উপভোগ করেন', এইরূপে যে সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম প্রক্রান্ত হইয়াছেন, 'সেই এই আত্মা হইতে' এই বাক্যে আবার সেই ব্রহ্মই পরামৃষ্ট বা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। সেইরূপ,

"তত্তেজোঽসৃজত" ইতি পরামৃশ্যতে। এবং সর্ব্বত্র সৃষ্টিবাক্যেষু দ্রষ্টব্যম্ ;. অতো ব্রহ্মৈককারণং জগদিতি নিশ্চীয়তে ॥১॥৪॥১৪॥

নমু "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" ইত্যসদেব কারণত্বেন ব্যপদিশ্যতে ; তৎ কথমিব সর্ব্বজ্ঞস্য সত্যসঙ্কল্পস্য ব্রহ্মণ এব কারণত্বং নিশ্চীয়তে ? ইত্যত আহ—

সমাকর্ষাৎ ॥১॥৪॥১৫॥

[পদচ্ছেদঃ—সমাকর্ষাৎ [সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের] সমাকর্ষণ অর্থাৎ সম্বন্ধ হেতু)।

[সবলার্থঃ—পূর্ব্বমুক্তস্য "সোঽকাময়ত, বহু স্যাং, প্রজায়েয়" ইতি বহুভবনসংকল্পপূর্ব্বকং জগৎ সৃজতঃ সর্ব্বজ্ঞস্য ব্রহ্মণ এব "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" ইত্যত্র সমাকর্ষাৎ সম্বন্ধনাৎ হেতোঃ "অসদ্বা" ইত্যাদাবপি সর্ব্বজ্ঞস্য ব্রহ্মণ এব কারণত্বোক্তিঃ, নতু অসতোঽব্যাকৃতস্য। সৃষ্টেঃ প্রাক্ স্থূলভূতনাম-রূপসম্বন্ধাভাবাৎ ব্রহ্মণ এব 'অসৎ'পদেন নির্দ্দেশঃ কৃত ইত্যাশয়ঃ। অন্যত্রাপ্যেবমেব যোজনীয়ম্ ॥

'তিনি কামনা করিয়াছিলেন, আমি বহু হইব' এই পূর্ব্বশ্রুতিতে যে সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের নির্দ্দেশ হইয়াছে ; "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" এই স্থলে সেই সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মেরই সমাকর্ষণ বা সম্বন্ধস্থাপন হেতু এখানেও সেই সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মেরই কারণতা বুঝিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় সৃষ্টির পূর্ব্বে নাম ও রূপ পরিস্ফুট ছিল না ; এই জন্য ব্রহ্মকেও অসৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অন্যান্য সৃষ্টিবাক্যেও এইরূপই যোজনা করিতে হইবে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ১৫ ॥]

"অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" ইত্যত্রাপি বিপশ্চিদানন্দময়ং সত্যসঙ্কল্পং ব্রহ্মৈব সমাকৃষ্যতে। কথম্ ? "তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াদন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ, সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি, ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ, তৎ

'তিনি আলোচনা করিলেন, 'আমি বহু হইব' এই শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মই 'তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন' এই বাক্যে পুনঃ পরামৃষ্ট হইয়াছেন। সমস্ত সৃষ্টিবাক্যই এইপ্রকার বুঝিতে হইবে ; অতএব, ব্রহ্মই যে, জগতের একমাত্র কারণ, ইহা নিশ্চিত হইতেছে ॥ ১॥৪॥১৪ ॥

ভাল, সৃষ্টির পূর্ব্বে 'এই জগৎ অসৎই ছিল,' এই স্থলেও যখন অসৎই কারণরূপে অভিহিত হইতেছে, তখন সর্ব্বজ্ঞ ও সত্যসংকল্প ব্রহ্মের কারণতা নিশ্চিত হইতেছে কিরূপে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—"সমাকর্ষাৎ"।

'অগ্রে এই জগৎ অসৎই ছিল,' এই স্থলেও বিশেষজ্ঞ, সত্যসংকল্প ও আনন্দময় ব্রহ্মই সমাকৃষ্ট বা সম্বদ্ধ হইয়াছেন। কিরূপে ? [উত্তর—] 'সেই এই বিজ্ঞানময় হইতেও অন্তর অপর একটি আত্মা—আনন্দময়।' 'তিনি কামনা করিয়াছিলেন বহু হইব—জন্মিব।' 'এই

সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ, তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ" [তৈত্তি০আন০৬] ইত্যাদিনা ব্রাহ্মণেন আনন্দময়ং ব্রহ্ম সত্যসঙ্কল্পং সর্ব্বস্য স্রষ্টৃ সর্ব্বানুপ্রবেশেন সর্ব্বাত্মভূতমভিধায়, "তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি" ইত্যুক্তস্যার্থস্য সর্ব্বস্য সাক্ষিত্বেন হি উদাহৃতোঽয়ং শ্লোকঃ "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" ইতি। তথা উত্তরত্র—"ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে" ইত্যাদিনা তদেব ব্রহ্ম সমাকৃষ্য সর্ব্বস্য প্রশাসিতৃত্ব-নিরতিশয়ানন্দত্বাদয়োঽভিধীয়ন্তে ; অতোঽয়ং মন্ত্রস্তদ্বিষয় এব। তদানীং নাম-রূপবিভাগাভাবেন তৎসম্বন্ধিতয়া অস্তিত্বাভাবাদ্ ব্রহ্মৈবাসৎশব্দেনোচ্যতে। "অসদেবেদমগ্র আসীৎ" ইত্যত্রাপ্যয়মেব নির্ব্বাহঃ।

যত্তুক্তং, "তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ" [বৃহদা০ ৩।৪।৭] ইত্যত্র প্রধানমেব জগৎকারণত্বেনাভিধীয়তে ইতি; নেত্যুচ্যতে, তত্রাপি অব্যাকৃত-শব্দেন

সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করিলেন, এই যাহা কিছু দৃষ্ট হয়। তাহা সৃষ্টি করিয়া তাহারই অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন; তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সৎ ও ত্যৎ (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ) হইলেন,' এই ব্রাহ্মণবাক্যে আনন্দময়, সত্যসংকল্প ও সর্ব্বস্রষ্টৃ ব্রহ্মকে সর্ব্বানুপ্রবেশ নিবন্ধন সকলের আত্মস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করত, 'উক্তার্থে এই একটি শ্লোকও অর্থাৎ সংক্ষিপ্তার্থক বাক্যও আছে' এই বলিয়া পূর্ব্বোক্ত সর্ব্ববিষয়ের সাক্ষিত্ব-জ্ঞাপক "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" এই শ্লোকটির উল্লেখ করিয়াছেন। পরেও এইরূপ 'ইহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়' ইত্যাদি বাক্যে সেই ব্রহ্মেরই সমাকর্ষণপূর্ব্বক তাঁহারই সর্ব্বশাসনকর্তৃত্ব ও নিরতিশয় আনন্দত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসমুদয় অভিহিত করিয়াছেন; অতএব সেই ব্রহ্ম বিষয়েই এই মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে। সে সময়ে (সৃষ্টির পূর্ব্বসময়ে) নাম-রূপাত্মক বিভাগ না থাকায় নাম-রূপ সম্বন্ধভাবে তাঁহার অস্তিত্বও ছিল না; এই জন্যই তদবস্থ ব্রহ্ম 'অসৎ' শব্দে অভিহিত হইতেছেন (*)। 'সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ অসৎই ছিল,' এখানেও উক্ত প্রকারেই অর্থসঙ্গতি করিতে হইবে।

আর যে, 'তখন সেই এই জগৎ অব্যাকৃত ছিল,' এই স্থলে 'অব্যাকৃত' শব্দে প্রধানই (প্রকৃতিই) অভিহিত হইতেছে, বলা হইয়াছে; আমরা বলিতেছি, না—তাহা হয় নাই; সেখানেও 'অব্যাকৃত' শব্দে অব্যক্তশরীর ব্রহ্মই অভিহিত হইতেছেন; [কেননা,] 'সেই

(*) তাৎপর্য্য—ব্যবহারিক ও পারমার্থিক, উভয় ভাবেই 'সৎ' ও 'অসৎ' শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে। তন্মধ্যে, যাহার নাম ও রূপ (আকৃতি) লৌকিক-ব্যবহারের বিষয়ীভূত হয়, তাহাই সৎ, আর যাহার নাম ও রূপ ব্যবহারের বিষয়ীভূত হয় না; তাহাই 'অসৎ'। ইহাই হইল ব্যবহারিক সৎ ও অসৎ; কিন্তু পারমার্থিক সৎ ও অসৎ, অন্যপ্রকার; যাহার উৎপত্তি, ধ্বংস ও বিকার নাই, তাহাই সৎ, তদ্ভিন্ন সমস্তই অসৎ। অতএব, সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন নাম ও রূপ কিছুমাত্র অভিব্যক্ত ছিল না; জগতের বীজরূপী একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন; উল্লিখিত নিয়মানুসারে তৎকালীন ব্রহ্মকেও 'অসৎ' শব্দে নির্দ্দেশ করা অনুচিত হইতেছে না, পরন্তু, শ্রুতি সেই অভিপ্রায়েই এই 'অসৎ' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

অব্যাকৃতশরীরং ব্রহ্মৈবাভিধীয়তে; "স এষ ইহ প্রবিষ্ট আনখাগ্রেভ্যঃ, পশ্যন্ চক্ষুঃ, শৃণ্বন্ শ্রোত্রং, মন্বানো মনঃ, আত্মেত্যেবোপাসীত," [বৃহদা০ ৩।৪।৭] ইত্যত্র "স এষঃ" ইতি তচ্ছব্দেনাব্যাকৃতশব্দনির্দ্দিষ্টস্যান্তঃ প্রবিশ্য প্রশাসিতৃত্বেনানুকর্ষাৎ "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ", [তৈত্তি০ আন০ ৬] "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি" [ছান্দো০ ৬।৩।২] ইতি স্রষ্টুঃ সর্ব্বজ্ঞস্য পরস্য ব্রহ্মণঃ কার্যানুপ্রবেশ-(*) নামরূপব্যাকরণ-প্রসিদ্ধেশ্চ। "অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্ব্বাত্মা" [আরুণে০১।৬।২১] ইতি নিয়মনার্থত্বাদনুপ্রবেশস্য প্রধানস্যাচেতনস্যৈবংরূপোঽনুপ্রবেশো ন সংভবতি। অতোঽব্যাকৃতম্—অব্যাকৃতশরীরং ব্রহ্ম "তন্নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত" ইতি তদেবাবিভক্তনামরূপং ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞং সত্যসঙ্কল্পং স্বেনৈব বিভক্ত-নামরূপং স্বয়মেব ব্যাক্রিয়ত ইত্যুচ্যতে। এবং চ সতি ঈক্ষণাদয়ো মুখ্যা এব ভবন্তি। ব্রহ্মাত্মশব্দাবপি নিরতিশয়বৃহত্ত্ব-নিয়মনার্থ-ব্যাপিত্বাভাবেন প্রধানে ন কথঞ্চিদুপপদ্যেতে; অতো ব্রহ্মৈককারণং জগদিতি স্থিতম্ ॥১॥৪॥১৫॥

[চতুর্থং কারণত্বাধিকরণম্। ৪ ॥]

এই আত্মা এই শরীরে নখের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট আছেন; দর্শন করেন বলিয়া চক্ষুঃ, শ্রবণ করেন বলিয়া শ্রোত্র, এবং মনন বা চিন্তা করেন বলিয়া মনঃ শব্দ বাচ্য হন; তাহাকে 'আত্মা' বলিয়াই উপাসনা করিবে', এই স্থলে 'তৎ' (সঃ) শব্দ দ্বারা পূর্ব্বোক্ত 'অব্যাকৃত'-শব্দোক্ত পদার্থকেই অন্তঃপ্রবেশপূর্ব্বক প্রশাসিতা বলিয়া আকর্ষণ করা হইয়াছে। বিশেষতঃ, 'তিনি সৃষ্টি করিয়া তাহারই মধ্যে প্রবেশ করিলেন,' এবং 'এই জীবাত্মরূপে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ প্রকাশিত করিব', এই স্থলে জগৎস্রষ্টা, সর্ব্বজ্ঞ পরব্রহ্ম কর্ত্তৃক কার্য্যানুপ্রবেশ এবং নাম ও রূপের অভিব্যক্তি করণই প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। 'সর্ব্বাত্মা ব্রহ্ম অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া সর্ব্বজনের শাসন করেন' ইত্যাদি বাক্যোক্ত যে তাঁহার অনুপ্রবেশ, জগৎ শাসন করাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য; কিন্তু অচেতন প্রধানের পক্ষে সে উদ্দেশ্য কখনই সম্ভবপর হইতেছে না। অতএব অব্যাকৃত অর্থ—যাহার শরীর অভিব্যক্ত হয় নাই, সেই ব্রহ্ম; 'তিনিই নাম ও রূপাকারে ব্যক্ত হইলেন,' এই শ্রুতি বলিতেছেন যে, যাহার নাম ও রূপ বিভক্ত হয় নাই, সেই সর্ব্বজ্ঞ ও সত্যসংকল্প স্বয়ং ব্রহ্মই নাম-রূপাকারে ব্যাকৃত বা অভিব্যক্ত হইলেন। এইরূপ ব্যবস্থা হইলে, 'ঈক্ষণা'দি শব্দগুলিরও মুখ্যার্থ সম্ভবপর হইতে পারে। আর নিরতিশয় বা সর্ব্বাধিক বৃহত্ত্ব এবং সর্ব্বনিয়মনোপযোগী ব্যাপিত্ব না থাকায় প্রধানের সম্বন্ধে ব্রহ্মশব্দ ও আত্মশব্দের প্রয়োগ কোনরূপেই উপপন্ন হয় না। অতএব ব্রহ্মই যে, জগতের একমাত্র কারণ, তাহা সুস্থির হইল ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ১৫ ॥ [চতুর্থ কারণত্বাধিকরণ ॥ ৪ ॥]

(*) 'কার্য্যানুপ্রবেশেন' ইতি 'ক' পাঠঃ।

জগদ্বাচিত্বাধিকরণম্।]

জগদ্বাচিত্বাৎ ॥১॥৪॥১৬॥

[পদচ্ছেদঃ—জগদ্বাচিত্বাৎ (জগতের প্রতিপাদক হেতু)।]

[সরলার্থঃ—কৌষীতকিনা 'ব্রহ্ম তে ব্রবাণি' ইত্যুপক্রম্য "যো বৈ বালাকে এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা, যস্য বৈতৎ কর্ম্ম, স বেদিতব্যঃ", অত্র বেদিতব্যতয়োপদিষ্টঃ পুরুষঃ কিং সাংখ্যোক্তঃ পুরুষঃ? অথবা পরমাত্মা? ইতি সংশয়ঃ। প্রকৃতিরহিতঃ সাংখ্যপুরুষ এবেতি পূর্ব্বপক্ষঃ। অত্রোত্তরং—"যস্য বৈতৎ কর্ম্ম" ইত্যত্র 'কর্ম্ম'-শব্দস্য 'ক্রিয়তে যৎ, তৎ কর্ম্ম',ইতি ব্যুৎপত্ত্যা জগদ্বাচিত্বাৎ জগৎপ্রতিপাদকত্বাৎ কৃৎস্নমেব জগৎ যস্য কর্ম্ম—কার্য্যং, সঃ পরমপুরুষ এব বেদিতব্যতয়া উপদিষ্ট ইত্যর্থঃ ॥

কৌষীতকী ঋষি বালাকির নিকট উপস্থিত হইয়া 'তোমাকে ব্রহ্মোপদেশ দিব' এইরূপ কথার উপক্রম করিয়া বলিয়াছিলেন যে, 'হে বালাকে, যিনি এই সর্ব্ব পুরুষের কর্ত্তা, এই জগৎ যাহার কর্ম্ম, তাহাকে জানিবে।' এখানে সংশয় হইতেছে যে, এখানে জ্ঞাতব্যরূপে যাহার উপদেশ করা হইয়াছে, সেই পুরুষটি কি সাংখ্যোক্ত পুরুষ? অথবা পরমাত্মা? ইহা সাংখ্যোক্ত পুরুষই বটে; এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন যে, না—এখানে পুরুষপদে সাংখ্যোক্ত পুরুষ নহে; কারণ, এখানে 'কর্ম্ম' অর্থ ক্রিয়মাণ জগৎ; পরমাত্মা ভিন্ন আর কাহারো পক্ষে এই সমস্ত জগৎ নির্ম্মাণ করা সম্ভবপর হইতে পারে না; অতএব পরমাত্মাই এই পুরুষ, সাংখ্যোক্ত পুরুষ নহে ॥ ১ । ৪ । ১৬ ॥]

পুনরপি সাংখ্যঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে,—যদ্যপি বেদান্তবাক্যানি চেতনং জগৎকারণত্বেন প্রতিপাদয়ন্তি, তথাপি তন্ত্রসিদ্ধপ্রধানপুরুষাতিরিক্তং বস্তু জগৎকারণং বেদ্যতয়া ন তেভ্যঃ প্রতীয়তে। তথা হি—ভোক্তারমেব পুরুষং কারণং বেদ্যতয়া অধীয়তে কৌষীতকিনো বালাক্যজাতশত্রুসংবাদে

(*) সাংখ্যবাদী পুনশ্চ প্রতিপক্ষভাবেও উপস্থিত হইতেছেন। যদিও বেদান্তবাক্যসমূহ চেতন ব্রহ্মকেই জগৎকারণ বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছেন সত্য, তথাপি সে সমস্ত বাক্য হইতে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি-পুরুষাতিরিক্ত অপর কোন পদার্থ (ব্রহ্ম) জগৎকারণ বলিয়া জ্ঞাতব্যরূপে প্রতীত হইতেছে না। দেখ —কৌষীতকিশাখীরা বালাকি ও অজাতশত্রুর কথোপকথনপ্রস্তাবে

(*) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণের নাম 'জগদ্বাচিত্বাধিকরণ'। ইহা—ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ পর্য্যন্ত তিনসূত্রে সমাপ্ত। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়বাক্য—"যো বৈ বালাকে, এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা * * * সঃ বেদিতব্যঃ"। (২) সংশয়—এই বেদিতব্য পুরুষ কি সাংখ্যশাস্ত্রীয় পুরুষ? অথবা পরমাত্মা? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—পুরুষই বটে; কেননা, বেদান্তসম্মত পরমাত্মার পক্ষে পুণ্য-পাপময় কর্ম্ম সম্ভব হয় না। (৪) উত্তর—না—ইহা সাংখ্যপুরুষ নহে—পরন্তু পরমাত্মাই বটে; কারণ, এখানে 'কর্ম্ম' অর্থ—পুণ্য-পাপ নহে—জগৎ; সমস্ত জগৎকর্তৃত্ব পরমাত্মা ভিন্ন অপর কাহারো সম্ভব হয় না। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—পরমাত্মার উপাসনা, এবং তাহার ফলে মুক্তিলাভ।

"ব্রহ্ম তে ব্রবাণি" ইত্যুপক্রম্য "যো বৈ বালাক এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা, যস্য বৈতৎ (*) কর্ম্ম, স বৈ বেদিতব্যঃ" [কৌষীতকী০ ৪।১৮] ইতি উপক্রমে বক্তব্যতয়া বালাকিনোপক্ষিপ্তং ব্রহ্ম অজানতে তস্মৈ এব অজাতশত্রুণা "স বৈ বেদিতব্যঃ" ইতি ব্রহ্মোপদিশ্যতে। "যস্য বৈতৎ কর্ম্ম" ইতি কর্ম্মসম্বন্ধাৎ প্রকৃত্যধ্যক্ষো ভোক্তা পুরুষো বেদিতব্যতয়োপদিষ্টং ব্রহ্মেতি নিশ্চীয়তে, নার্থান্তরম্, তস্য কর্ম্মসম্বন্ধানভ্যুপগমাৎ। কর্ম্ম চ পুণ্য-পাপলক্ষণং ক্ষেত্রজ্ঞস্যৈব সম্ভবতি।

ন চ বাচ্যং, ক্রিয়ত ইতি কর্ম্ম ইতি ব্যুৎপত্ত্যা প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণোপস্থাপিতং জগৎ এতৎ কর্ম্মেতি নির্দ্দিশ্যতে, যস্যৈতৎ কৃৎস্নং জগৎ কর্ম্ম, স বেদিতব্যঃ, ইতি ক্ষেত্রজ্ঞাদর্থান্তরমেব প্রতীয়ত ইতি; "যো বৈ বালাক

ভোক্তা পুরুষকেই কারণরূপে জ্ঞাতব্য বলিয়া পাঠ করিয়া থাকেন—'তোমাকে ব্রহ্মোপদেশ করিতেছি,' এইরূপ উপক্রম করিয়া বলিলেন—'হে বালাকে, যিনি এই পুরুষসমূহের কর্ত্তা, এবং জগৎ যাঁহার কর্ম্ম বা কার্য্য, তিনিই জ্ঞাতব্য' ইতি। বালাকি প্রথমতঃ বাক্যোপক্রমে যে ব্রহ্মকে বলিবেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন, প্রকৃত পক্ষে বালাকি সেই ব্রহ্মকে জানে না, ইহা দেখিয়া অজাতশত্রু নিজেই তাহাকে সেই ব্রহ্মের সম্বন্ধে উপদেশ করিতে লাগিলেন (†)। 'ইহা যাহার কর্ম্ম' এই বাক্যে কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ থাকায় নিশ্চয় জানা যাইতেছে যে, এখানে জ্ঞাতব্যরূপে উপদিষ্ট ব্রহ্ম-পদার্থটি সাংখ্যসম্মত প্রকৃতি-প্রেরক ভোক্তা পুরুষ ভিন্ন আর কেহ নহে, অর্থাৎ এই ব্রহ্ম পরব্রহ্ম নহে; কেন না, তাঁহার কোনরূপ কর্ম্মসম্বন্ধ স্বীকার করা হয় না। আর পুণ্যাপুণ্যরূপ কর্ম্মসম্বন্ধও ক্ষেত্রজ্ঞ জীবের পক্ষেই সম্ভবপর হয়।

এ কথাও বলিতে পার না যে, কর্ম্ম অর্থ—যাহা ক্রিয়মাণ, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-গ্রাহ্য এই জগৎই 'কর্ম্ম' শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে; এবং 'এই সমস্ত জগৎ যাহার কর্ম্ম, তাহাকে জানিতে হইবে', এইরূপ শ্রুতিও রহিয়াছে; অতএব ক্ষেত্রজ্ঞ জীব হইতে অন্য-পদার্থ পরমাত্মাই এখানে প্রতীত হইতেছে। তাহা হইলে, 'হে বালাকে, যিনি এই পুরুষগণের

(*) যস্য চৈতৎ' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—কৌষীতকী উপনিষদে বালাকি ও অজাতশত্রুর সংবাদ এইরূপ লিখিত আছে—বালাকি-নামক জনৈক পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্রাহ্মণ কাশীরাজ অজাতশত্রুর নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি উপস্থিত হইয়া রাজাকে বলিলেন—"ব্রহ্ম তে ব্রবাণি"—আমি তোমাকে ব্রহ্মতত্ত্ব বলিতে ইচ্ছা করি', এই কথা শুনিয়া অজাতশত্রু বালাকিকে বহু অর্থদান করিতে প্রতিশ্রুতি করিলেন। অনন্তর, বালাকি স্বীয় জ্ঞানানুসারে এক একটি অব্রহ্ম বস্তুকে ব্রহ্ম বলিয়া উপদেশ করিতে লাগিলেন, আর রাজা সে গুলির অব্রহ্মত্ব বুঝাইতে থাকিলেন। তাহার পর বালাকি অপ্রতিভ হইয়া তুষ্ণীভূত হইলেন; তখন অজাতশত্রু বালাকির জ্ঞান-সীমা অবগত হইয়া "যো বৈ বালাকে" ইত্যাদি বাক্যে প্রকৃত ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ করিলেন; বালাকিও যথার্থ ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া অজাতশত্রুর শরণাপন্ন হইলেন।

এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা, যস্য বৈতৎ কর্ম্ম” ইতি পৃথগ্‌নির্দ্দেশবৈয়র্থ্যাৎ, কর্ম্ম-শব্দস্য চ লোক-বেদয়োঃ পুণ্যপাপ-রূপ এব কর্ম্মণি প্রসিদ্ধেঃ। তত্তদ্ভোক্তৃকর্ম্মনিমিত্তত্বাৎ জগদুৎপত্তেঃ এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তেতি চ ভোক্তুরেব উপপদ্যতে।

তদয়মর্থঃ—এতেষামাদিত্যমণ্ডলাদ্যধিকরণানাং ক্ষেত্রজ্ঞভোগ্য-ভোগোপকরণভূতানাং যঃ কারণভূতঃ, এতৎকারণভাবহেতুভূতং পুণ্যাপুণ্যলক্ষণং চ কর্ম্ম যস্য, স বৈ বেদিতব্যঃ—তৎস্বরূপং প্রকৃতের্ব্বিবিক্তং বেদিতব্যম্, ইতি। তথোত্তরত্র “তৌ হ সুপ্তং পুরুষমাজগ্মতুঃ, তং যষ্টিনাচিক্ষেপ” ইতি, সুষুপ্তপুরুষাগমন-যষ্টিঘাতোত্থাপনাদীনি চ ভোক্তৃ-প্রতিপাদন (*) এব লিঙ্গানি (†)। তথোপরিষ্টাদপি ভোক্তৈব প্রাতপাদ্যতে “তদ্‌যথা শ্রেষ্ঠী স্বৈর্ভুঙ্‌ক্তে, যথা বা স্বাঃ শ্রেষ্ঠিনং ভুঞ্জন্তি, এবমেবৈষ প্রজ্ঞাত্মা এতৈরাত্মভির্ভুঙ্‌ক্তে, এবমেবৈত আত্মান এনং ভুঞ্জন্তি” [কৌষীতকী ৪।২০] ইতি। তথা

কর্ত্তা, এবং ইহা যাহার কর্ম্ম’; এইরূপ [কর্ত্তা ও কর্ম্মের] পৃথক্ নির্দ্দেশ করা অনর্থক হইয়া যায় (‡); বিশেষতঃ লোক-ব্যবহার ও বেদপ্রয়োগ, সর্ব্বত্রই পুণ্য-পাপময় কর্ম্মেই ‘কর্ম্ম’ শব্দ প্রসিদ্ধ। অপিচ, বিভিন্ন ভোক্তার কর্ম্মানুসারেই যখন জগতের উৎপত্তি, তখন ‘এই সমস্ত পুরুষের কর্ত্তা’ এই কথাটিও ভোক্তার সম্বন্ধেই উপপন্ন হইতেছে।

অতএব ইহার অর্থ এই যে, যিনি আদিত্যমণ্ডলাদিতে অধিষ্ঠিত এবং জীবের ভোগ্য ও ভোগোপকরণস্বরূপ এই পুরুষগণের কারণস্বরূপ, এবং এই কারণভাবেরও (কারণত্বেরও) হেতুভূত পুণ্য ও পাপ যাহার কর্ম্মস্বরূপ, তাঁহাকেই জানিতে হইবে, অর্থাৎ তাহার স্বরূপটিকে প্রকৃতি হইতে পৃথক্ করিয়া বুঝিতে হইবে। সেইরূপ পরেও আছে—‘তাহারা উভয়ে সুপ্ত পুরুষের নিকট আগমন করিলেন; তাহাকে যষ্টি দ্বারা আঘাত করিলেন।’ এই যে, সুপ্ত পুরুষসমীপে গমন, এবং যষ্টির আঘাতে উত্থাপনাদি কার্য্য, তৎসমুদয়ও ভোক্তৃপ্রতিপাদনেরই লিঙ্গ বা গ্রাহক (‡)। এইরূপ পূর্ব্বেও ভোক্তারই প্রতিপাদন রহিয়াছে, ‘শ্রেষ্ঠী (বণিক্) যেমন ধন ভোগ করে, এবং ধনও যেমন শ্রেষ্ঠীকে ভোগ করে, ঠিক তেমনি এই প্রজ্ঞাত্মাও এই দেহেন্দ্রিয়াদি দ্বারা ভোগ করে, ঠিক সেইরূপ দেহেন্দ্রিয়াদিও আবার ইহাকে ভোগ করে’।

(*) ভোক্তৃত্ব প্রতিপাদনে’ ইতি ‘ক’ পাঠঃ। (†) লিঙ্গানীতি’ ইতি ‘ক’ পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য—প্রকৃত আত্মা যে, দেহেন্দ্রিয়াদির অতিরিক্ত, ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত অজাতশত্রু বালাকিকে লইয়া প্রগাঢ়নিদ্রাভিভূত একটি লোকের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া নিদ্রিত ব্যক্তিকে নানাবিধ নামে ডাকিতে থাকিলেন; যখন তাহাতেও সে উত্তর দিল না, তখন যষ্টি দ্বারা আঘাত করিলেন, তাহার ফলে নিদ্রিতের প্রবোধ জন্মিল। এই আত্মা যদি ভোক্তা না হইত, তাহা হইলে যষ্টিস্পর্শে কখনই তাহার সংজ্ঞাসঞ্চার হইত না। যষ্টিস্পর্শও একপ্রকার ভোগ, তাই সে যষ্টিস্পর্শলাভে সংজ্ঞালাভ করিল।

(*) "ক্বৈষ এতদ্ বালাকে পুরুষোঽশয়িষ্ট, ক্ব বা এতদভূৎ, কুত এতদাগাৎ" ইতি পৃষ্টমর্থমজানতে তস্মৈ স্বয়মেবাজাতশত্রুরুবাচ—"হিতা নাম নাড্যস্তাসু তদা ভবতি, যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কথঞ্চন পশ্যতি, অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি, তদৈনং বাক্ সর্ব্বৈর্নামভিঃ সহাপ্যেতি, মনঃ সর্ব্বৈর্ধ্যানৈঃ সহাপ্যেতি, স যদা প্রতিবুধ্যতে, যথাগ্নের্জ্বলতঃ সর্ব্বা দিশো বিস্ফুলিঙ্গাঃ বিপ্রতিষ্ঠেরন্, এবমেবৈতস্মাদাত্মনঃ প্রাণা যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে, প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো লোকাঃ" [কৌষী০ ৪।১৯] ইতি সুষুপ্ত্যাধারতয়া স্বপ্ন-সুষুপ্তি-জাগরিতাবস্থাসু বর্ত্তমানং বাগাদিকরণাপ্যয়োদ্গমস্থানমেনমেব (†) জীবাত্মানম্ "অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি" ইত্যুক্তবান্।

অস্মিন্ জীবাত্মনি প্রাণভৃত্বনিবন্ধনোঽয়ং প্রাণ-শব্দঃ, "স যদা প্রতিবুধ্যতে" ইতি প্রাণ-শব্দনির্দ্দিষ্টস্য প্রবোধশ্রবণাৎ মুখ্যপ্রাণস্যেশ্বরস্য চ সুষুপ্তি-প্রবোধয়োরসম্ভবাৎ। অথবা "অস্মিন্ প্রাণে" ইতি ব্যধিকরণে-সপ্তম্যৌ; অস্মিন্নাত্মনি বর্ত্তমানে প্রাণে এব একধা ভবতি বাগাদিকরণগ্রাম

সেইরূপ, 'হে বালাকে, এই পুরুষ এইরূপে কোথায় শয়ন করিয়াছিল, কোথায়ই বা এইরূপে ছিল, এবং কোথা হইতেই বা এই ভাবে আসিল?' এইরূপ প্রশ্নের পর, অজাতশত্রু বালাকিকে এ বিষয়ে জ্ঞানহীন দেখিয়া স্বয়ংই বলিয়াছিলেন, 'হিত' নামক কতকগুলি নাড়ী আছে, পুরুষ তখন সেই নাড়ীসমূহের মধ্যে থাকে, যখন সুপ্তপুরুষ কোন স্বপ্নই সন্দর্শন করে না, তখন প্রাণেই সমস্ত একীভূত হইয়া থাকে, তখন বাগীন্দ্রিয় সমস্ত নামের (শব্দের) সহিত ইহাকে প্রাপ্ত হয়, এবং মনও সমস্ত ধ্যানের সহিত (ইহাকে) প্রাপ্ত হয়; আবার সেই আত্মা যখন জাগরিত হয়, তখন—জ্বলৎ অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গসমূহ যেরূপ সর্ব্বদিকে বিক্ষিপ্ত হয়, ঠিক তদ্রূপ প্রাণসমূহ (ইন্দ্রিয়বর্গ) এই আত্মা হইতে যথাস্থানে প্রস্থান করে, প্রাণ হইতে [তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী সমস্ত দেবতা এবং দেবতা হইতে আবার সমস্ত লোক (শব্দাদি বিষয়) [বহির্গত হয়]' ইতি। 'এ সময়ে প্রাণেই একীভূত হইয়া থাকে' এই শ্রুতি স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও জাগরণ, এই অবস্থাত্রয়েই বর্ত্তমান এবং সুষুপ্তির আশ্রয়ত্বনিবন্ধন বাগাদি করণবর্গের বিলয় ও উদ্ভবস্থান জীবাত্মারই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এই জীবাত্মা প্রাণভৃৎ, অর্থাৎ প্রাণের বিধারক; এইজন্য তাহাতে 'প্রাণ' শব্দ [প্রযুক্ত হইয়াছে], কেননা, 'সে যখন প্রবুদ্ধ হয়' এস্থলে 'প্রাণ'শব্দাভিহিত পদার্থেরই প্রবোধ বা জাগরণ পরিশ্রুত আছে। বিশেষতঃ মুখ্যপ্রাণ কিংবা ঈশ্বর, কাহারও সুষুপ্তি ও প্রবোধ সম্ভব হয় না। অথবা, "অস্মিন্ প্রাণে" এই স্থলে যে দুইটি সপ্তমী বিভক্তি আছে, তাহা ব্যধিকরণ,

---

(*) যথা' ইতি 'ক, গ' পাঠঃ।　(†) উদ্গামস্থানম্ ইতি 'ক' পাঠঃ। উদ্গমস্থানমেব' ইতি 'খ' পাঠঃ।

ইতি। প্রাণ-শব্দস্য মুখ্যপ্রাণপরত্বেঽপি জীব এবাস্মিন্ প্রকরণে প্রতিপাদ্যতে, স্বতঃ প্রাণস্য জীবোপকরণত্বাৎ; অতো বক্তব্যতয়োপক্রান্তং ব্রহ্ম পুরুষ এবেতি তদ্ব্যতিরিক্তেশ্বরাসিদ্ধিঃ। কারণগতাশ্চেক্ষণাদয়শ্চেতনধর্ম্মা অস্মিন্নেবোপপদ্যন্ত ইতি—এতদধিষ্ঠিতং প্রধানমেব জগৎকারণম্, ইতি প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—"জগদ্বাচিত্বাৎ।"

[ব্রহ্মকারণত্ব-সিদ্ধান্তঃ—]

অত্র পুণ্যাপুণ্যপরবশঃ ক্ষুদ্রঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ স্বস্মিন্ প্রকৃতিধর্ম্মাধ্যাসেন তৎপরিণামহেতুভূতঃ পুরুষো নাভিধীয়তে; অপি তু নিরস্তসমস্তাবিদ্যাদিদোষগন্ধোঽনবধিকাতিশয়াসঙ্খ্যেয়কল্যাণগুণনিধিঃ (*) নিখিলজগদেককারণভূতঃ পুরুষোত্তমোঽভিধীয়তে। কুতঃ? "যস্য বৈতৎ কর্ম্ম" ইত্যত্র এতচ্ছব্দান্বিতস্য কর্ম্ম-শব্দস্য পরমপুরুষকার্যভূতজগদ্বাচিত্বাৎ। 'এতৎ' শব্দো হি অর্থপ্রকরণাদিভিরসঙ্কুচিতবৃত্তিরবিশেষেণ প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণোপস্থাপিত-নিখিল-

অর্থাৎ এই উভয়ের মধ্যে বিশেষণ-বিশেষ্যভাব নাই, [এ পক্ষে অর্থ এই যে,] 'এই আত্মাতে বর্ত্তমান প্রাণেই বাক্ প্রভৃতি করণসমূহ একধা (একীভাব প্রাপ্ত) হয়।' আর প্রাণশব্দে মুখ্য প্রাণ গ্রহণ করিলেও জীবই এই প্রকরণের প্রতিপাদ্য হইতেছে; কারণ, প্রাণ ত জীবেরই উপকরণ, অর্থাৎ ভোগসাধন; অতএব, প্রথমে বক্তব্যরূপে যে ব্রহ্মের উপক্রম করা হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই পুরুষ (জীব); সুতরাং এখানে তদতিরিক্ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে না। আর কারণগত যে, ঈক্ষণাদি চেতনধর্ম্মসমূহ, সে সমুদয়ও ইহাতেই (জীবেই) উপপন্ন হয়, (ঈশ্বরে নহে); অতএব সেই চেতন পুরুষকর্তৃক অধিষ্ঠিত (পরিচালিত) প্রকৃতিই জগৎকারণ (ঈশ্বর নহে)। এইরূপ প্রাপ্তিসম্ভাবনায় বলিতেছি—"জগদ্বাচিত্বাৎ।"

যিনি পুণ্য ও পাপের অধীন, ক্ষুদ্রশক্তিসম্পন্ন ক্ষেত্রজ্ঞ (দেহস্বামী), এবং আপনাতে প্রকৃতিধর্ম্মসমূহ (কর্তৃত্বাদি) সমারোপপূর্ব্বক সেই প্রকৃতির পরিণাম ঘটান, [সাংখ্যোক্ত] সেই পুরুষ এখানে অভিহিত হইতেছে না; পরন্তু, যিনি অবিদ্যাদি সর্ব্বদোষস্পর্শরহিত, নিরবধি ও সর্ব্বাতিশয় কল্যাণময় গুণগণের নিধিস্বরূপ এবং সর্ব্বজগতের একমাত্র কারণ, সেই পুরুষোত্তমই এখানে অভিহিত হইতেছেন। কারণ?—যেহেতু 'ইহা যাঁহার কর্ম্ম' এই স্থলে 'এতৎ' শব্দের সহযোগে প্রযুক্ত 'কর্ম্ম' শব্দটি পরমপুরুষ পরমেশ্বরের কার্য্যস্বরূপ জগতেরই বাচক, (অন্যের নহে)। অনুপপত্তি কিংবা প্রকরণাদি দ্বারা যখন অর্থের সংকোচ না হয়, তখন সামান্যাকারে প্রযুক্ত 'এতৎ' শব্দে সাধারণতঃ প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ-গৃহীত চেতনাচেতনসমন্বিত

(*) গুণগণনিধিঃ' ইতি 'ক' পাঠঃ।

চিদচিন্মিশ্রজগদ্বিষয়ঃ। ন চ পুণ্যাপুণ্যলক্ষণং কর্ম্মাত্র কর্ম্ম-শব্দাভিধেয়ম্, "ব্রহ্ম তে ব্রবাণি" ইত্যুপক্রম্য ব্রহ্মত্বেন বালাকিনা নির্দ্দিষ্টানামাদিত্য-মণ্ডলাদ্যধিকরণানাং পুরুষাণামব্রহ্মত্বেন "মৃষা বৈ খলু মা সংবাদয়িষ্ঠাঃ" ইতি তমব্রহ্মবাদিনমপোহ্য তেনাবিদিতব্রহ্মজ্ঞাপনায় (*) অজাতশত্রুণেদং বাক্য-মবতারিতম্ "যো বৈ বালাকে" ইত্যাদি। পুণ্যাপুণ্যলক্ষণকর্ম্মসম্বন্ধিন আদিত্যাদ্যধিকরণাস্তৎসজাতীয়াশ্চ পুরুষাস্তেনৈব বিদিতাঃ, ইতি তদবিদিত-পুরুষবিশেষ-জ্ঞাপনপরোঽয়ং কর্ম্ম-শব্দো ন পুণ্যাপুণ্যমাত্রবাচী, ক্রিয়ামাত্র-বাচী বা ; অপি তু কৃৎস্নস্য জগতঃ কার্যত্ববাচী। এবমেব খলু অবিদিতোঽর্থ উপদিষ্টো ভবতি। পুরুষস্য কর্ম্মসম্বন্ধোপলক্ষিত-স্বাভাবিকস্বরূপস্য অজ্ঞাতস্য বেদিতব্যত্বোপদেশে চ লক্ষণা, কর্ম্মসম্বন্ধমাত্রস্যৈব বেদিতব্য-

---

সমস্ত জগতেরই বোধক হইয়া থাকে। আর পুণ্য-পাপাত্মক কর্ম্মই যে, এখানে কর্ম্মশব্দের অর্থ, তাহাও নহে; কারণ, 'তোমাকে ব্রহ্মতত্ত্ব বলিতেছি' বলিয়া আরম্ভ করিয়া বালাকি আদিত্যমণ্ডলাদিতে অধিষ্ঠিত যে সমস্ত পুরুষকে ব্রহ্মরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, সে সমুদয়ের অব্রহ্মত্ব-নিবন্ধন 'তুমি নিশ্চয়ই আমাকে অকারণ আলাপ করাইয়াছ' এই কথা বলিয়া সেই অব্রহ্মবাদী বালাকির নিন্দা করত বালাকির অবিজ্ঞাত ব্রহ্ম জ্ঞাপনের জন্য অজাতশত্রু "যো বৈ বালাকে" ইত্যাদি বাক্যের অবতারণা করিয়াছেন। পুণ্য-পাপসম্বদ্ধ আদিত্যাদির আশ্রয়ভূত এবং তাহাদের সমানজাতীয় পুরুষগণকে বালাকি নিজেই অবগত আছেন; সুতরাং তাহার অবিজ্ঞাত পুরুষবিশেষবাচক উক্ত 'কর্ম্ম'শব্দটি পুণ্যাপুণ্যাত্মক কর্ম্মমাত্রবাচক নহে; কিংবা ক্রিয়ামাত্রবাচকও নহে; পরন্তু, নিখিল জগৎরূপ কার্য্যের বাচক। আর এইরূপ হইলেই প্রকৃতপক্ষে অবিজ্ঞাত বিষয়ের উপদেশ করা সিদ্ধ হয়। যাহার স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপটি সময়বিশেষে কর্ম্মের সহিত সম্বদ্ধ হয় (সর্ব্বদা হয় না); সেই অবিজ্ঞাত পুরুষেরই যদি জ্ঞাতব্যত্বোপদেশ কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে লক্ষণা স্বীকার করিতে হয় (+); কেননা, [এ পক্ষে] কর্ম্মের সহিত

(*) 'ব্রহ্মজ্ঞানায়' ইতি 'ঘ' পাঠঃ।

(+) তাৎপর্য্য—পুরুষ অর্থ জীব, কর্ম্মসম্বদ্ধ অর্থাৎ কর্ম্মের কর্ত্তা, ভোক্তা প্রভৃতিরূপে প্রসিদ্ধ পুরুষকে সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে অবগত আছে; সুতরাং তদ্বিষয়ে জ্ঞানোপদেশ আবশ্যক হইতে পারে না; এই অসঙ্গতি ভয়ে যদি বল যে, কর্ম্মসম্বদ্ধ পুরুষ জ্ঞাতব্য নহে, কিন্তু কর্ম্মোপলক্ষিত পুরুষ; অর্থাৎ জীবপুরুষ যতকাল সংসারে থাকে, ততকালই তাহাতে কর্ম্মের সম্বন্ধ থাকে; মুক্তি দশায় এবং জীবভাবপ্রাপ্তির পূর্ব্বে কোন কর্ম্মের সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকে না, সুতরাং কর্ম্মসম্বন্ধটা জীবের স্বতঃসিদ্ধ বা নিত্য নহে, উহা উপলক্ষণ (সাময়িক) ধর্ম্ম মাত্র, অতএব পুরুষ কর্ম্মসম্বদ্ধরূপে বিজ্ঞাত থাকিলেও কর্ম্মবিরহিতভাবে অবিজ্ঞাতই আছে; সেই অবিজ্ঞাতাংশে জ্ঞানোপদেশ বলিলেই উপদেশের সার্থকতা রক্ষিত হইতে পারে। ইহার বিপক্ষে ভাষ্যকার

স্বরূপলক্ষণত্বাৎ যস্য কর্ম্ম, স বেদিতব্যঃ, ইত্যেতাবতৈব তৎসিদ্ধেঃ; "যস্য বৈতৎ কর্ম্ম" ইত্যেতচ্ছব্দবৈয়র্থ্যং চ।

"য এতেষাং কর্ত্তা, যস্য বৈতৎ কর্ম্ম" ইতি পৃথগ্‌নির্দ্দেশস্য চায়মভিপ্রায়ঃ—যে ত্বয়া ব্রহ্মত্বেন নির্দ্দিষ্টাঃ পুরুষাঃ, তেষাং যঃ কর্ত্তা, তে যৎকার্যভূতাঃ, কিং বিশিষ্যাভিধীয়তে—কৃৎস্নং জগদ্ যস্য কার্যম্, উৎকৃষ্টা অপকৃষ্টাশ্চেতনা অচেতনাশ্চ সর্ব্বে পদার্থা যৎকার্যত্বে তুল্যাঃ, স পরমকারণভূতঃ পুরুষোত্তমো বেদিতব্য ইতি। জগদুৎপত্তের্জীবকর্ম্মনিবন্ধনত্বেঽপি ন জীবঃ স্বভোগ্য-ভোগোপকরণাদেঃ স্বয়মুৎপাদকঃ, অপি তু স্বকর্ম্মানুগুণ্যেনেশ্বরসৃষ্টং সর্ব্বং ভুঙ্ক্তে; অতো ন তস্য পুরুষান্ প্রতি কর্ত্তৃত্বমুপপদ্যতে; অতঃ সর্ব্ববেদান্তেষু পরমকারণতয়া প্রসিদ্ধং পরং ব্রহ্মৈবাত্র বেদিতব্যতয়োপদিশ্যতে ॥১॥৪॥১৬॥

যে সম্বন্ধ, কেবল তাহাই যখন বিজ্ঞেয় পদার্থের যথার্থ স্বরূপ, তখন 'যাহার কর্ম্ম, তাহাকে জানিতে হইবে,' শুধু এইমাত্র বলিলেই সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারিত; বিশেষতঃ, 'ইহা ('এতৎ') যাহার কর্ম্ম, এই 'এতৎ' শব্দেরও কোন সার্থকতা থাকে না।

'যিনি এ সমস্তের কর্ত্তা এবং ইহা যাহার কার্য্য', এই পৃথক্ নির্দ্দেশের (কর্ত্তা ও কর্ম্মের পৃথক্ উল্লেখের) অভিপ্রায় এই যে, ['হে বালাকে।] তুমি ব্রহ্ম বলিয়া যে সমস্ত পুরুষের নির্দ্দেশ করিয়াছ, তাহাদের যিনি কর্ত্তা এবং তাহারা যাহার কর্ম্মস্বরূপ; আর বিশেষ করিয়া কি বলিব—সমস্ত জগৎই যাহার কর্ম্মস্বরূপ, অর্থাৎ চেতন ও অচেতন সমস্ত পদার্থই যাঁহার তুল্য কার্য্য, অর্থাৎ কর্ম্মরূপে সমান, পরম কারণভূত সেই পুরুষোত্তমকে জানিতে হইবে। যদিও জীবের কর্ম্মই (পাপ-পুণ্যই) জগদুৎপত্তির কারণ হউক, তথাপি জীব নিজেই স্বীয় ভোগ্য ও ভোগোপকরণ পদার্থনিচয়ের উৎপাদক নহে; পরন্তু, নিজকর্ম্মানুসারে ঈশ্বরসৃষ্ট পদার্থসমূহই ভোগ করিয়া থাকে মাত্র; সুতরাং জীবগণের প্রতি জীবের কর্ত্তৃত্ব উপপন্ন হয় না। অতএব, [বুঝিতে হইবে] সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রে পরমকারণরূপে প্রসিদ্ধ পরব্রহ্মই এখানে 'বেদিতব্য' বলিয়া উপদিষ্ট হইতেছেন ॥ ১।৪।১৬ ॥

বলিতেছেন যে, কর্ম্মসম্বন্ধোপলক্ষিত পুরুষের জ্ঞাতব্যতা বলিলেও তোমার মতে লক্ষণা স্বীকার করিতে হয়; কারণ, শ্রুতিতে আছে কেবল 'যিনি ইহাদের কর্ত্তা, এবং এই সমস্ত জগৎ যাহার কর্ম্ম', ইহার মধ্যে 'কর্ম্মসম্বন্ধোপলক্ষিত' কথা নাই, এবং তদ্বোধক কোন শব্দও নাই; এমত অবস্থায় ঐরূপ অর্থ কল্পনা করিতে হইলেই 'লক্ষণা' স্বীকার করিতে হয়; অথচ উপায়ান্তর সত্ত্বে 'লক্ষণা' বৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করা কখনই সমীচিন হয় না। অতএব যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত।

জীব-মুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেৎ, তদ্ব্যাখ্যাতম্ ॥১॥৪॥১৭॥

[পদচ্ছেদঃ—জীব-মুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ (জীবের ও পঞ্চবৃত্তিপ্রাণের চিহ্ন থাকায়) ন (না—ব্রহ্ম অর্থ নহে) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি); তৎ (তাহা) ব্যাখ্যাত (উপপাদিত হইয়াছে)।]

[সরলার্থঃ "এবমেব এষ প্রজ্ঞাত্মা এতৈরাত্মভির্ভুঙ্ক্তে" ইত্যাদিভোক্তৃত্বরূপাৎ জীবলিঙ্গাৎ, "অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি" ইতি মুখ্যপ্রাণলিঙ্গাচ্চ নায়ং পরমাত্মেতি চেৎ [উচ্যেত]; তৎ ব্যাখ্যাতং—প্রতর্দ্দনাধিকরণে এব তস্য পরিহারঃ কৃত ইত্যর্থঃ ॥

যদি বল, 'এই প্রজ্ঞাত্মা আত্মসমূহ দ্বারা ভোগ করে,' এই ভোক্তৃত্বরূপ জীবধর্ম্ম থাকায়, এবং 'এই প্রাণেই একীভাব প্রাপ্ত হয়' এইরূপ প্রাণধর্ম্মও উল্লিখিত থাকায় ইহা যে, পরব্রহ্ম নহে; ইহা পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে; অর্থাৎ প্রথম পাদে উনত্রিশ সূত্রেই (প্রতর্দ্দনাধিকরণে) ইহার পরিহার অভিহিত হইয়াছে ॥ ১।৪।১৭ ॥]

অথ যদুক্তং, জীবলিঙ্গাৎ মুখ্যপ্রাণসঙ্কীর্ত্তনাচ্চ লিঙ্গাদ্ ভোক্তৈবাস্মিন্ প্রকরণে প্রতিপাদ্যতে, ন পরমাত্মেতি; তৎ ব্যাখ্যাতং—তস্য নির্ব্বাহঃ প্রতর্দ্দনবিদ্যায়ামভিহিতঃ। এতদুক্তং ভবতি—যত্রোপক্রমোপসংহারপর্যালোচনয়া ব্রহ্মপরং বাক্যমিতি নিশ্চিতং, তত্রান্যলিঙ্গানি তদনুরোধেন বর্ণনীয়ানীতি তত্র প্রতিপাদিতম্। অত্রাপ্যুপক্রমে "ব্রহ্ম তে ব্রবাণি" ইতি ব্রহ্মোপক্ষিপ্তং, মধ্যে চ "যস্য বৈতৎ কর্ম্ম" ইতি নির্দ্দিষ্টং, ন পুরুষমাত্রম্; অপি তু নিখিলজগদেককারণং ব্রহ্মৈবেত্যুক্তম্। উপসংহারে চ "সর্ব্বান্ পাপ্মনোঽপহত্য সর্ব্বেষাং চ ভূতানাং শ্রৈষ্ঠ্যং স্বারাজ্যমাধিপত্যং পর্যেতি, য এবং বেদ" ইতি ব্রহ্মোপাসনৈকান্তং সর্ব্বপাপাপহতি-

---

আর যে বলা হইয়াছে, এখানে জীবলিঙ্গ ও মুখ্যপ্রাণের প্রসঙ্গ বর্ণিত হওয়ায় এই প্রকরণে ভোক্তাই প্রতিপাদিত হইতেছে, পরমাত্মা নহে; তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে; অর্থাৎ প্রতর্দ্দন-বিদ্যায়ই (১।১।২৯ সূত্রে) তাহার পরিহার করা হইয়াছে। ইহাই উক্ত হইতেছে যে, যেখানে উপক্রম (আরম্ভ) ও উপসংহার (শেষ) পর্য্যালোচনা দ্বারা ব্রহ্মবিষয়ে বাক্য-তাৎপর্য্য অবধারিত হয়, সেখানে যে, অপর-পদার্থগ্রাহক শব্দসমূহকেও তাহারই অনুগত করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হয়, একথা সেই প্রতর্দ্দন-বিদ্যায় প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এখানেও বাক্যোপক্রমে 'তোমাকে ব্রহ্ম উপদেশ করিতেছি' বলিয়া ব্রহ্মের উল্লেখ করা হইয়াছে; মধ্যেও 'ইহা যাঁহার কর্ম্ম', এই বাক্যে কেবল পুরুষমাত্র নির্দ্দিষ্ট হয় নাই; পরন্তু সমস্ত জগতের একমাত্র কারণ ব্রহ্মই উক্ত হইয়াছেন; ইহা বলা হইয়াছে। উপসংহারেও 'যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি সমস্ত পাপ বিধ্বস্ত করিয়া সমস্ত ভূতের শ্রেষ্ঠত্বরূপ স্বর্গরাজ্যে আধিপত্য প্রাপ্ত হন', এই বাক্যে সর্ব্বপাপ-

পূর্ব্বকং স্বারাজ্যং চ ফলং শ্রুতম্; অতোঽস্য বাক্যস্য ব্রহ্মপরত্ববিনিশ্চয়েন জীব-মুখ্যপ্রাণ-লিঙ্গান্যপি তৎপরতয়া বর্ণনীয়ানীতি। প্রাতর্দ্দনে হি উপাসা-ত্রৈবিধ্যেন জীব-মুখ্যপ্রাণলিঙ্গানাং ব্রহ্মপরত্বমুক্তম্; অত্রাপি "অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি" ইতি সামানাধিকরণ্যসম্ভবে বৈয়ধিকরণ্যসমাশ্রয়ণাযোগাৎ ব্রহ্মণ্যেব প্রাণ-শব্দপ্রয়োগনিশ্চয়েন চ প্রাণশরীরকব্রহ্মোপাসনার্থং প্রাণ-সঙ্কীর্ত্তনং লিঙ্গং যুজ্যতে ॥১॥৪॥১৭॥

জীবলিঙ্গানাং ব্রহ্মপরত্বং পুনঃ কথম্? ইত্যত্রাহ—

অন্যার্থং তু জৈমিনিঃ প্রশ্ন-ব্যাখ্যানাভ্যামপি চৈবমেকে ॥১॥৪॥১৮॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্যার্থং (অন্য উদ্দেশে—জীবাতিরিক্ত পরমাত্মসত্তা-জ্ঞাপনার্থ) তু (পুনঃ) জৈমিনিঃ (জৈমিনিনামক আচার্য্য) [মনে করেন]। প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যাং (প্রশ্ন ও প্রশ্নোত্তর হেতুতে)। অপিচ (বিশেষতঃ) একে (কোন কোন শাখীরা) এবং (এই প্রকার) [পাঠও করেন।]

[সরলার্থঃ—জৈমিনিঃ তু পুনঃ [আচার্য্যঃ] "তৌ হ সুপ্তং পুরুষমাজগ্মতুঃ" ইত্যত্র তৎ জীবসংকীর্ত্তনং প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যাং হেতুভ্যাং অন্যার্থং—জীবাতিরিক্ত-পরমাত্ম-সদ্ভাব-প্রতিপাদনার্থং মন্যতে। প্রশ্নস্তাবৎ—"ক এষ এতৎ বালাকে! পুরুষোঽশয়িষ্ট' ইত্যাদিকঃ সুষুপ্তজীবা-শ্রয়তয়া পরমাত্মবিষয়ক এব; ব্যাখ্যানং—প্রতিবচনমপি—"অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি" ইত্যাদিকং পরমাত্মবিষয়কমেব। অপিচ, (কিঞ্চ), একে বাজসনেয়িশাখিনঃ এবং—ইদমেব বালাক্যজাতশত্রুসংবাদগতং প্রশ্ন-প্রতিবচনাত্মকং বাক্যং স্পষ্টমেব পরমাত্মবিষয়তয়া অধীয়তে— "কৈষ এতৎ" ইত্যাদি "য এষোঽন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ, তস্মিন্ শেতে" ইত্যেতদন্তম্ ॥ ১॥৪॥১৮॥]

বিনাশপূর্ব্বক স্বারাজ্যপ্রাপ্তিরূপ যে, ব্রহ্মোপাসনার ঐকান্তিক (অব্যভিচারী) ফল, তাহাই পরিশ্রুত হইতেছে। অতএব, ব্রহ্মপ্রতিপাদনেই এই বাক্যের তাৎপর্য্য অবধারিত হওয়ায়, যে সমস্ত বাক্যে জীব ও মুখ্যপ্রাণের চিহ্নপ্রকাশক ধর্ম্ম আছে, সেগুলিকেও ব্রহ্মার্থপর করিয়াই ব্যাখ্যা করিতে হইবে। প্রতর্দ্দনাধিকরণে তিনপ্রকার উপাসনার উপলক্ষে জীব ও মুখ্যপ্রাণের গ্রাহক পদগুলির ব্রহ্মপরত্ব (ব্রহ্ম প্রতিপাদনেই তাৎপর্য্য) কথিত হইয়াছে। এখানেও 'এই প্রাণেই একীভূত হয়' এই "[প্রাণ ও 'ইদম্' পদার্থের] সামানাধিকরণ্য বা অভেদ সম্ভবসত্ত্বে ভেদসম্বন্ধ সম্ভব হইতে পারে না; এই কারণে যখন ব্রহ্মার্থেই 'প্রাণ' শব্দের প্রয়োগ নিশ্চিত হইতেছে, তখন প্রাণরূপ-শরীরধারী ব্রহ্মের উপাসনার্থ প্রাণের উল্লেখরূপ ব্রহ্মচিহ্ন থাকা যুক্তিযুক্তই বটে ॥ ১।৪।১৭ ॥

ভাল, জীবলিঙ্গসমূহের ব্রহ্মপরত্ব হয় কিরূপে? তদুত্তরে বলিতেছেন—"অন্যার্থং তু" ইত্যাদি।

তু-শব্দো জীবসঙ্কীর্ত্তনেন বাক্যস্য তৎপরত্বসম্ভাবনাব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। অন্যার্থং জীবসঙ্কীর্ত্তনং জীবাতিরিক্তব্রহ্মস্বরূপপ্রতিবোধনার্থম্, ইতি জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে (*)। কুতঃ? প্রশ্ন-ব্যাখ্যানাভ্যাম্, প্রশ্নস্তাবৎ—"তৌ হ সুপ্তং পুরুষমাজগ্মতুঃ" ইত্যাদিনা সুপ্তস্য প্রতিবুদ্ধপ্রাণস্যৈব প্রাণনামভিরামন্ত্রণাশ্রবণ-যষ্টিঘাতোত্থাপনাভ্যাং প্রাণাদিব্যতিরিক্তং জীবং প্রতিবোধ্য পুনর্জ্জীব-ব্যতিরিক্ত-ব্রহ্মপ্রতিবোধনপরো দৃশ্যতে—"ক্বৈষ এতদ্বালাকে পুরুষোঽশয়িষ্ট, ক্ব বা এতদভূৎ, কুত এতদাগাৎ" [কৌষীতকী০ ৪। ৮] ইতি। ব্যাখ্যানমপি—"যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কথঞ্চন পশ্যতি, অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি, এতস্মাদাত্মনঃ প্রাণাঃ (†) যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে, প্রাণেভ্যো দেবাঃ, দেবেভ্যো লোকাঃ" [কৌষীতকী০ ৪।১৯], ইতি জীবাদর্থান্তর-ভূত-পরমাত্মপরমেব; সুপ্তস্য হি জীবস্য, যত্রোষিতস্য জাগরিত-স্বপ্নদশা-সম্বন্ধি-বিচিত্র-সুখদুঃখানুভবকালুষ্যবিরহেণ সংপ্রসন্নস্য সুষুপ্তস্য স্বস্থতাপত্তিঃ, পুনরপ্যস্য যস্মাদ্ভোগায় নিষ্ক্রমণম্, সোঽয়ং পরমাত্মা। তথাহি—"সতা

দেহাতিরিক্ত জীবের উল্লেখ থাকায় জীবপ্রতিপাদনেই ঐ বাক্যের তাৎপর্য্য, এই আশঙ্কা-নিবৃত্তির জন্য 'তু'শব্দ [প্রদত্ত হইয়াছে]। জৈমিনি আচার্য্য মনে করেন ঐ বাক্যে যে জীবের উল্লেখ, তাহা অন্যার্থ, অর্থাৎ জীবাতিরিক্ত ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিপাদন করাই তাহার একমাত্র প্রয়োজন। কারণ? প্রশ্ন ও ব্যাখ্যান অর্থাৎ প্রশ্নোত্তরই কারণ। প্রথমতঃ, 'তাহারা উভয়ে সুপ্ত পুরুষ সমীপে গমন করিলেন', ইত্যাদি বাক্যে, পুরুষ সুপ্ত হইলেও তাহার প্রাণ যে, জাগরিতই থাকে, ইহা বুঝাইবার জন্য [প্রথমে] প্রাণবাচক বহু নামে সম্বোধন এবং তাহার অশ্রবণ; [পরে] যষ্টির আঘাতে উত্থাপন অর্থাৎ প্রবোধ-সম্পাদন, এই দুইটি উপায়ে প্রথমতঃ জীবকে প্রাণাদি পদার্থের অতিরিক্ত বলিয়া প্রতিপাদন করা হয়। পরে আবার জীবাতিরিক্ত ব্রহ্মপ্রতিপাদনার্থও প্রশ্ন দৃষ্ট হইতেছে, যথা—'হে বালাকে, এই পুরুষ এইরূপে কোথায় শয়ন করিয়াছিল? এবং কোথা হইতেই বা আসিল?' ইতি। ইহার ব্যাখ্যানে অর্থাৎ প্রতি-বচনেও—'যখন নিদ্রিত হইয়া কোন প্রকার স্বপ্ন দর্শন করে না, তখন এই প্রাণই একীভূত হইয়া থাকে; এই আত্মা হইতেই প্রাণসমূহ যথাস্থানে প্রস্থান করিয়া থাকে, প্রাণসমূহ হইতে দেবতা, এবং দেবতা হইতে লোকসমূহ (বিষয়সমূহ) বহির্গত হইয়া থাকে।' এইরূপে জীবাতিরিক্ত পরমাত্মপ্রতিপাদনেই নিশ্চিতরূপে তাৎপর্য্য [পরিলক্ষিত হইতেছে]। সুষুপ্ত জীব যাহাতে অবস্থান করিয়া জাগরণ ও স্বপ্নকালীন নানাবিধ সুখদুঃখানুভবজনিত কলুষতা পরিহারপূর্ব্বক প্রসন্ন হইয়া সুস্থতা প্রাপ্ত হয়, এবং ভোগের জন্য পুনশ্চ যাহা হইতে বহির্গত হয়, তাহাই এই

(*) মন্যতেস্ম' ইতি 'ক' পাঠঃ।　　(†) যথা যথায়তনং' ইতি 'ক' পাঠঃ।

সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি" [ছান্দো০ ৬।৮।১], "প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ, নান্তরম্" [বৃহদা০ ৬।৩।২১] ইতি সুষুপ্ত্যাধারতয়া প্রসিদ্ধো জীবাদর্থান্তরভূতঃ প্রাজ্ঞঃ পরমাত্মা। অতঃ প্রশ্ন-প্রতিবচনাভ্যাং জীবসঙ্কীর্ত্তনং জীবাদর্থান্তরভূতপরমাত্মপ্রতিপাদনার্থমিতি নিশ্চীয়তে। যদুক্তং, প্রশ্ন-ব্যাখ্যানে জীবপরে, সুষুপ্তিস্থানং চ নাড্য এব, করণগ্রামশ্চ প্রাণশব্দনির্দ্দিষ্টে জীবে এবৈকধা ভবতীতি। তদযুক্তম্, নাড়ীনাং স্বপ্নস্থানত্বাৎ, উক্তরীত্যা ব্রহ্মণ এব সুষুপ্তিস্থানত্বাচ্চ, প্রাণ-শব্দনির্দ্দিষ্টে ব্রহ্মণ্যেব জীবস্য তদুপকরণভূত-বাগাদিকরণগ্রামস্য চৈকতাপত্তি-বিভাগবচনাচ্চ।

অপি চ, এবমেকে বাজসনেয়িনোঽস্মিন্নেব বালাক্যজাতশত্রুসংবাদে সুষুপ্তাদ্বিজ্ঞানময়াৎ ভেদেন তদাশ্রয়ভূতং পরমাত্মানম্ আমনন্তি—"য এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ, কৈষ তদাভূৎ? কুত এতদাগাৎ, যত্রৈষ এতৎ সুপ্তোঽভূৎ? য এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষস্তদৈতেষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানমাদায় য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ, তস্মিন্ শেতে" ইতি। আকাশশব্দশ্চ

পরমাত্মা। দেখ, 'হে সোম্য, তখন সতের সহিত মিলিত হয়।' 'প্রাজ্ঞ পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া জীব বাহ্য বা আভ্যন্তরিক কোন বিষয় অবগত হয় না', ইত্যাদি স্থলে পরমাত্মাই সুষুপ্তির আধার বা আশ্রয়রূপে প্রসিদ্ধ জীবাতিরিক্ত প্রাজ্ঞনামে অভিহিত হইয়াছেন। অতএব, জীববিষয়ক প্রশ্ন ও প্রতিবচন হইতে নিশ্চয় হইতেছে যে, [উক্ত বাক্যে যে,] জীবের উল্লেখ, জীব হইতে পরমাত্মার পার্থক্য-প্রতিপাদনই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। [আরও যে বলা হইয়াছে—] উক্ত প্রশ্ন ও প্রতিবচন, উভয়ই জীবপর অর্থাৎ জীব বিষয়ে, পরমাত্ম-বিষয়ে নহে; নাড়ীসমূহই সুষুপ্তিস্থান (পরমাত্মা নহে), এবং ইন্দ্রিয়সমূহও 'প্রাণ'শব্দোক্ত জীবেই একীভূত হইয়া থাকে, ইতি। তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ, নাড়ীসমূহই যখন স্বপ্নের আশ্রয়-স্থান, তখন পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে ব্রহ্মই সুষুপ্তির আশ্রয় স্থান হইতেছেন; বিশেষতঃ প্রাণশব্দে অভিহিত ব্রহ্মেই জীব ও তাহার ভোগসাধন ইন্দ্রিয়বর্গের একতাপ্রাপ্তি এবং তাঁহা হইতেই বিভাগের কথা শ্রুত্যন্তরেও অভিহিত আছে।

বিশেষতঃ কেহ কেহ অর্থাৎ বাজসনেয়ি শাখীরা এই বালাকি-অজাতশত্রু-সংবাদেই সুষুপ্তি অবস্থাপন্ন জীব হইতে পৃথগ্ ভাবে তদাশ্রয়স্বরূপ পরমাত্মার উল্লেখ করিয়া থাকেন—'এই যে বিজ্ঞানময় পুরুষ (জীব), ইহা তখন কোথায় ছিল, এবং কোথা হইতেই বা আসিল?' [এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে যে,] 'এই ব্যক্তি যখন এইরূপে সুষুপ্ত ছিল, তখন এই বিজ্ঞানময় পুরুষ (জীব) এই প্রাণসমূহের বিজ্ঞানের সহিত স্বীয় বিজ্ঞান গ্রহণ করিয়া, এই যে, হৃদয়াভ্যন্তরস্থ আকাশ, তাহাতে শয়ন করিয়া থাকে' ইতি। 'আকাশ'শব্দ পরমাত্মা অর্থেও

পরমাত্মনি প্রসিদ্ধঃ "দহরোঽস্মিন্নন্তর আকাশঃ" ইতি ; অতোঽত্র জীব-সঙ্কীর্ত্তনম্, তস্মাদর্থান্তরভূতস্য প্রাজ্ঞস্য পরস্য ব্রহ্মণঃ প্রতিবোধনার্থমিত্য-বগম্যতে। তস্মাদস্মিন্ বাক্যে পুরুষাদর্থান্তরভূতস্য নিখিলজগৎকারণস্য পরস্যৈব ব্রহ্মণো বেদিতব্যতয়াভিধানাৎ ন তন্ত্রসিদ্ধস্য পুরুষস্য তদধিষ্ঠিতস্য বা প্রধানস্য কারণত্বং ক্বচিদপি বেদান্তে প্রতীয়ত ইতি স্থিতম্ ॥১॥৪॥১৮॥

[পঞ্চমং জগদ্বাচিত্বাধিকরণং সমাপ্তম্ ॥]

বাক্যান্বয়াধিকরণম্ ।]

বাক্যান্বয়াৎ ॥১॥৪॥১৯॥

[পদচ্ছেদঃ —বাক্যান্বয়াৎ (বাক্যের অন্বয় অর্থাৎ ব্রহ্মার্থে নিয়তবৃত্তি হেতু)।]

[সরলার্থঃ —বৃহদারণ্যকে "ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি" ইত্যারভ্য "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইত্যাদৌ দ্রষ্টব্যতয়া নির্দ্দিষ্ট আত্মা কিং সাংখ্যসম্মতঃ ? উত পরমাত্মা ? ইতি ভবতি সংশয়ঃ। তত্র পতি-জায়াদিপ্রিয়সম্বন্ধকথনাৎ অয়ং আত্মা সাংখ্যোক্তঃ পুরুষ এব ভবিতুমর্হতি, নতু পরমাত্মা ; তস্য পতিজায়াদিসম্বন্ধাসম্ভবাৎ। স এব হি "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদৌ প্রতিপাদ্যতে। এবং পূর্ব্বপক্ষসম্ভবে সিদ্ধান্ত উচ্যতে—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদৌ দ্রষ্টব্যতয়া নির্দ্দিষ্ট আত্মা—পরমাত্মৈব, ইতি নিশ্চীয়তে। কুতঃ ? বাক্যান্বয়াৎ—অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন", "আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে, শ্রুতে, মতে, বিজ্ঞাতে, সর্ব্বমিদং বিদিতম্", "ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা" ইত্যাদীনাং বাক্যানাং পরমাত্মন্যেব সমন্বয়ঃ—একস্মিন্ পরমাত্মনি অর্থে বৃত্তিঃ দৃশ্যতে; অতঃ পরমাত্মৈবাত্র দ্রষ্টব্যতয়া নির্দ্দিষ্টঃ; নতু সাংখ্যোক্তঃ পুরুষ ইতি ভাবঃ।

বৃহদারণ্যকে মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে, 'অরে মৈত্রেয়ি! পতির প্রীতির জন্য পতি প্রিয় হন না, পরন্তু আপনার প্রীতির জন্যই পতি প্রিয় হন'। ইহার পরে আছে—'অরে মৈত্রেয়ি, আত্মাকে দর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে, এবং মনন করিবে'। এখন সংশয় হইতেছে যে, এখানে দ্রষ্টব্যরূপে অভিহিত আত্মা কি সাংখ্যোক্ত জীব ? অথবা পরমাত্মা ? [পূর্ব্বপক্ষ—] পতিজায়াদি প্রিয়সম্পর্ক যখন পরমাত্মার পক্ষে সম্ভব হয় না, অথচ জীবের পক্ষেই সম্ভব হয়, তখন এই আত্মা সাংখ্যসম্মত আত্মাই বটে, পরমাত্মা নহে। এতদুত্তরে সিদ্ধান্ত বলা হইতেছে যে, না—পরমাত্মাই এখানে দ্রষ্টব্যরূপে অভিহিত হইতেছে—জীব নহে ; কারণ, এই প্রকরণে পূর্ব্বাপর যে সমস্ত বাক্য আছে, পরমাত্মাতেই সে সমুদয় বাক্যের তাৎপর্য্য, জীবে নহে ॥১।৪।১৯॥]

প্রসিদ্ধ, যথা—"দহরোঽস্মিন্ অন্তর আকাশঃ" ইতি। অতএব, জীব হইতে পৃথগ্‌ভূত প্রাজ্ঞ পরব্রহ্ম প্রতিপাদনার্থই যে, এখানে জীবের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা জানা যাইতেছে। অতএব, উক্ত বাক্যে পুরুষপদবাচ্য জীব হইতে পৃথক্ পদার্থ, নিখিল জগতের কারণ পরব্রহ্মের জ্ঞেয়ত্ব কথিত হওয়ায় কাপিলশাস্ত্রসম্মত পুরুষ কিংবা পুরুষাধিষ্ঠিত (পুরুষ-পরিচালিত) প্রধানের কারণত্ব কোন বেদান্তবাক্যেই প্রতীত হইতেছে না, ইহা প্রমাণিত হইল ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ১৮ ॥

অত্রাপি কাপিলতন্ত্রসিদ্ধ-পুরুষতত্ত্বাবেদনপরং বাক্যং কচিৎ দৃশ্যতে, ইতি তদতিরিক্ত ঈশ্বরো নাম ন কশ্চিৎ সম্ভবতীত্যাশঙ্ক্য নিরাকরোতি। বৃহদারণ্যকে মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণে শ্রূয়তে—"ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি" [বৃহদা০ ৬।৫।৬] ইত্যারভ্য "ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি", "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ, মৈত্রেয়ি, আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতম্" ইতি। তত্র সংশয়ঃ—কিমস্মিন্ বাক্যে দ্রষ্টব্যতয়োপদিশ্য-মানঃ তন্ত্রসিদ্ধঃ পুরুষ এব? অথবা সর্ব্বজ্ঞঃ সত্যসংকল্পঃ সর্ব্বেশ্বরঃ? ইতি।

পূর্ব্বপক্ষ—প্রকৃতির জগদুপাদানত্বাশঙ্কা।

এখানে আশঙ্কা হইয়াছিল যে, কোন কোন স্থলে কপিলকৃত সাংখ্যসম্মত পুরুষনামক পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের প্রতিপাদনেও বাক্যের তাৎপর্য্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে; অতএব, তদতিরিক্ত ঈশ্বর বলিয়া কোনও পদার্থ থাকিতে পারে না; এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তাহার নিরাস করিতেছেন—

বৃহদারণ্যকোপনিষদে মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণে শ্রুত হয় যে, (*) 'অরে মৈত্রেয়ি, [যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির পত্নীর নাম মৈত্রেয়ী,] নিশ্চয়ই পতির প্রীতির জন্য পতি প্রিয় হন না', এই হইতে আরম্ভ করিয়া 'অরে মৈত্রেয়ি, কাহারো প্রীতির জন্য কেহ প্রিয় হয় না, [পরন্তু আত্মপ্রীতির জন্যই] সকলে প্রিয় হয়,' 'আত্মাকে দর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে, মনন করিবে, এবং নিদিধ্যাসন করিবে (একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিবে); অরে মৈত্রেয়ি, আত্মা দৃষ্ট, শ্রুত, চিন্তিত ও বিজ্ঞাত হইলে এই সমস্তই বিজ্ঞাত হইয়া যায়।' এখানে সংশয় এই যে, এই বাক্যে দ্রষ্টব্যরূপে যাহার উপদেশ করা হইয়াছে, তাহা কি সাংখ্যসম্মত পুরুষ? অথবা সর্ব্বজ্ঞ, সত্যসংকল্প ও সর্ব্বেশ্বর পরমাত্মা?

(*) তাৎপর্য্য—যাজ্ঞবল্ক্য একজন বেদবিদ্যাবিশারদ ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি: তাঁহার দুই পত্নী ছিলেন—একজনের নাম মৈত্রেয়ী, অপরের নাম কাত্যায়নী। তিনি যৌবনাবস্থায় স্বীয় বিদ্যাপ্রভাবে প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হন; শেষে বয়ঃপরিণামে তাঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল; তিনি ভাবিলেন—আর কেন? যথেষ্ট হইয়াছে; এখন সন্ন্যাসগ্রহণ করাই সঙ্গত। সংসার ত্যাগের পূর্ব্বে ধনসম্পদ্ সমূহ বিভাগ করিয়া দেওয়া উচিত; নচেৎ ইহা লইয়া অনেক অনর্থ সংঘটিত হইতে পারে। এইরূপ সংকল্প করিয়া দুই পত্নীকেই আহ্বান করিলেন এবং বলিলেন—আমি সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। তোমাদের শান্তির জন্য আমার ধনসম্পদ্ তোমাদিগকে বিভাগ করিয়া দিয়া যাইতেছি। কাত্যায়নী বড় সরলহৃদয়া, বেশী কিছু বুঝেন না; তিনি সে কথা শুনিয়া কিছু বলিলেন না; কিন্তু মৈত্রেয়ী অতি বুদ্ধিমতী, তিনি স্বামীর কথা শুনিয়াই মনে মনে ভাবিলেন—স্বামী যখন এত ক্লেশার্জ্জিত সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন, তখন নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে কোনও রহস্য আছে, তাহা জানিবার অভিপ্রায়ে ধনসম্পদে প্রকৃত শান্তিলাভ হয় কি না, ইত্যাদি বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ইহাই সেই প্রকরণের প্রতিপাদ্য বিষয়।

কিং যুক্তম্? পুরুষ ইতি। কুতঃ? আদি-মধ্যাবসানেষু পুরুষস্যৈব প্রতীতেঃ উপক্রমে তাবৎ পতিজায়াপুত্রবিত্তপশ্বাদিপ্রিয়ত্বযোগাজ্জীবাত্মৈব প্রতীয়তে; মধ্যেঽপি "বিজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি, ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি" [বৃহদা০ ৬।৫।১৩] ইত্যুৎপত্তি-বিনাশসংযোগাৎ স এবাবগম্যতে ; তথা অন্তে চ "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ" [বৃহদা০ ৬।৫।১৫] ইতি স এব জ্ঞাতা ক্ষেত্রজ্ঞ এব প্রতীয়তে, নেশ্বরঃ ; অতস্তন্ত্র-সিদ্ধপুরুষপ্রতিপাদনপরমিদং বাক্যমিতি নিশ্চীয়তে।

ননু "অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন" ইত্যুপক্রমাৎ অমৃতত্বপ্রাপ্ত্যুপায়োপদেশপরমিদং বাক্যমিত্যবগম্যতে ; তৎ কথং পুরুষপ্রতিপাদন-পরত্বমস্য বাক্যস্য? তদুচ্যতে—অত এব হ্যত্র পুরুষপ্রতিপাদনম্ ; তন্ত্রে হি অচিদ্ধর্ম্মাধ্যাসবিযুক্ত-পুরুষস্বরূপযাথাত্ম্যবিজ্ঞানমেব অমৃতত্বহেতুত্বেনোচ্যতে; অতো জীবাত্মনঃ প্রকৃতিবিযুক্তং স্বরূপমিহামৃতত্বায় "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদিনোপদিশ্যতে। সর্ব্বেষামাত্মনাং প্রকৃতিবিযুক্তং স্বরূপ-

---

কোনটি যুক্তিযুক্ত? পুরুষই (যুক্তিযুক্ত)। কারণ? যেহেতু প্রকরণের আদি, মধ্য ও অবসানে পুরুষেরই প্রতীতি রহিয়াছে। প্রথমতঃ উপক্রমে—পতি, জায়া, পুত্র, বিত্ত ও পশু প্রভৃতি প্রিয়বস্তুর সম্বন্ধ থাকায় জীবাত্মারই প্রতীতি হইতেছে; মধ্যেও, 'বিজ্ঞানঘনই এই পঞ্চভূতের অনুগতভাবে অভিব্যক্ত হইয়া আবার সেই পঞ্চভূতের বিনাশের সঙ্গেসঙ্গেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়; মৃত্যুর পর আর সংজ্ঞা (এ স্থানের বোধ) থাকে না', এইরূপে উৎপত্তি ও বিনাশের যোগ থাকায় সেই জীবাত্মা বলিয়াই বোধ হইতেছে। সেইরূপ অন্তেও, 'অরে মৈত্রেয়ি, বিজ্ঞাতাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে', এইরূপে [ঐন্দ্রিয়িক] বিজ্ঞানকর্ত্তা ক্ষেত্রজ্ঞ জীবই প্রতীতিগম্য হইতেছে, ঈশ্বর নহে; অতএব ইহাই নিশ্চিত হইতেছে যে, সাংখ্যসম্মত পুরুষ-প্রতিপাদনেই উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য; [ঈশ্বর-নিরূপণে নহে]।

ভাল, 'বিত্ত দ্বারা অমৃতত্ব লাভের আশা নাই' এই প্রকার উপক্রম থাকায় অমৃতত্ব লাভের উপায় নির্দ্দেশেই যে, এই বাক্যের তাৎপর্য্য, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে; তবে আর পুরুষ-প্রতিপাদনে এই বাক্যের তাৎপর্য্য হয় কিরূপে? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—এই কারণেই অর্থাৎ মোক্ষলাভের উপায়োপদেশ থাকাতেই এখানে পুরুষের প্রতিপাদন অবধারিত হইতেছে; কেননা, [অজ্ঞান বশতঃ] পুরুষে যে অচিৎজড়পদার্থের (প্রকৃতির) ধর্ম্ম সমূহ (সুখদুঃখাদি) আরোপিত হইয়াছিল, সেই আরোপিত প্রকৃতি-ধর্ম্মবিরহিত পুরুষের যথাযথ স্বরূপ বিজ্ঞানকেই সাংখ্যশাস্ত্রে অমৃতত্ব-লাভের (মোক্ষ-প্রাপ্তির) হেতু বলা হইয়া থাকে; অতএব জীবাত্মার প্রকৃতিবিযুক্ত স্বরূপটিই অমৃতত্বলাভের উদ্দেশে এখানে "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদি

মেকরূপম্, ইতি প্রকৃতিবিযুক্ত-স্বাত্মযাথাত্ম্যবিজ্ঞানেন সর্ব্ব এবাত্মানো বিদিতা ভবন্তি, ইত্যাত্মবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানমুপপন্নম্। দেবাদি-স্থাবরান্তেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু আত্মস্বরূপস্য বিজ্ঞানৈকপ্রকারত্বাৎ "ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা" ইত্যৈকাত্ম্যোপদেশঃ; দেবাদ্যাকারাণামনাত্মাকারত্বাৎ "সর্ব্বং তং পরাদাৎ" ইত্যাদিনা অন্যত্বনিষেধশ্চ; "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি" ইতি চ নানাত্বনিষেধেন একস্বরূপে হি আত্মনি দেবাদিপ্রকৃতিপরিণামভেদেন নানাত্বং মিথ্যেত্যুচ্যতে; "তস্য হ বা এতস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদ্ ঋগ্বেদঃ" ইত্যাদ্যপি প্রকৃতেরধিষ্ঠাতৃত্বেন পুরুষনিমিত্তত্বাজ্জগদুৎপত্তেরুপ-পদ্যতে। এবমস্মিন্ বাক্যে পুরুষপরে নিশ্চিতে সতি তদৈকার্থ্যাৎ সর্ব্বে বেদান্তাস্তন্ত্রসিদ্ধং পুরুষমেবাভিদধতীতি তদধিষ্ঠিতা প্রকৃতিরেব জগদুপা-দানং, নেশ্বর ইতি। এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—"বাক্যান্বয়াৎ" ইতি।

বাক্যে উপদিষ্ট হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে, সমস্ত আত্মাই প্রকৃতিবিযুক্ত, এইরূপে নিজ নিজ আত্মার যথার্থ তত্ত্ব বিজ্ঞাত হইলে তদ্দ্বারা সমস্ত আত্মাই বিজ্ঞাত হইয়া থাকে; সুতরাং আত্মবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানও উপপন্ন হয়। আর দেবাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সমস্ত ভূতেই আত্মার একমাত্র জ্ঞান-স্বরূপত্ব ধর্ম্মটি সমান; এই হেতু 'এই সমস্তই এই আত্মস্বরূপ' এই একাত্মত্বোপদেশ; কিন্তু দেবতাপ্রভৃতির যে, আকার বা শরীর, তাহা ত আত্মস্বরূপ নহে; এইজন্য 'সর্ব্বপদার্থই তাহাকে প্রতারিত করে' ইত্যাদি বাক্যে ভেদবুদ্ধির প্রতিষেধ করা হইয়াছে; এবং 'যখন দ্বৈতেরই মত হয়' এই স্থলেও নানাত্ব-(ভেদ) নিষেধ পূর্ব্বক একস্বভাব আত্মাতে প্রকৃতির পরিণাম-বিশেষ দেবাদিরূপ নানাত্বের মিথ্যাত্ব কথন, এবং প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা পুরুষই যখন জগদুৎপত্তির নিমিত্ত, তখন 'ইহা সেই এই নিত্যসিদ্ধ মহতের (ঈশ্বরের) নিঃশ্বাসস্বরূপ, যাহা ঋগ্বেদ', ইত্যাদি বাক্যও উপপন্ন হয়। এইরূপে আলোচ্য বাক্যটি যদি পুরুষপ্রতিপাদনপর বলিয়াই স্থিরীকৃত হয়, তাহা হইলে ঐ বাক্যের সহিত একার্থত্ব বা (একবাক্যতা) অনুসারে সমস্ত বেদান্ত বাক্যই সাংখ্য-পুরুষ প্রতিপাদক হইতে পারে; সুতরাং পুরুষাধিষ্ঠিত প্রকৃতিই জগতের উপাদান কারণ হইবে, ঈশ্বর নহে। এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছি—"বাক্যান্বয়াৎ" (*) ইতি।

(*) তাৎপর্য্য—এই 'বাক্যান্বয়াধিকরণটি' উনিশ হইতে বাইশ পর্য্যন্ত চারি সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়বাক্য—"ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায়" ইত্যাদি। (২) সংশয়—এখানে 'আত্মা' কি সাংখ্যমত-সম্মত পুরুষ (জীব)? অথবা পরমাত্মা? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—ধনাদি দ্বারা জীবেরই প্রীতি হইয়া থাকে; এখানে সেই প্রিয়াদি কথার উল্লেখ থাকায় 'আত্মা' শব্দে সাংখ্যসম্মত পুরুষই বুঝিতে হইবে, এবং তাহার ফলে পুরুষাধিষ্ঠিত প্রকৃতিরও জগদুপাদানত্ব সিদ্ধ হইবে। (৪) উত্তর—উল্লিখিত বিচার্য্য বাক্যের প্রকরণ পর্য্যালোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, পরমাত্মাই এখানে 'আত্মা' শব্দের প্রকৃত অর্থ, জীব নহে। সুতরাং বেদান্ত-সিদ্ধ পরমাত্মাই (ভগবানই) জগতের উপাদান, প্রকৃতি নহে। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—মোক্ষার্থীর পক্ষে [illegible] তাঁহাকেই বিমুক্তি বলিয়া জীবতত্ত্ব জানাও আবশ্যক।

[ব্রহ্মকারণপরত্ব-সিদ্ধান্তঃ—]

সর্ব্বেশ্বর এবাস্মিন্ বাক্যে প্রতীয়তে। কুতঃ ? এবমেব হি বাক্যাবয়বানামন্যোন্যান্বয়ঃ সমঞ্জসো ভবতি। "অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন ইতি" যাজ্ঞবল্ক্যেনাভিহিতে "যেনাহং নামৃতা স্যাং, কিমহং তেন কুর্য্যাম্ ? যদেব ভগবান্ বেদ, তদেব মে ব্রূহি" ইত্যমৃতত্বানুপায়তয়া বিত্তাদ্যনাদরেণামৃতত্বপ্রাপ্ত্যুপায়মেব প্রার্থয়মানায়ৈ মৈত্রেয়্যৈ তদুপায়তয়া দ্রষ্টব্যতয়োপদিষ্টোঽয়মাত্মা পরমাত্মৈব "তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি", "তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি, নান্যঃ পন্থাঃ" [পুরুষ সূ০] ইত্যাদিভিরমৃতত্বস্য পরমপুরুষবেদনৈকোপায়তয়া প্রতিপাদনাৎ। পরমপুরুষবিভূতিভূতস্য প্রাপ্তুরাত্মনঃ স্বরূপ-যাথাত্ম্যম্ (*) অপবর্গসাধন-পরমপুরুষবেদনোপযোগিতয়া অবগন্তব্যম্ ; ন স্বত এবোপায়ত্বেন। অতোঽত্র পরমাত্মৈবামৃতত্বোপায়তয়া "দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদিনোপদিশ্যতে। তথা "তস্য হ বা এতস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদ্ ঋগ্বেদঃ" ইত্যাদিনা কৃৎস্নস্য জগতঃ কারণত্বমুচ্যমানং

এই আলোচ্য বাক্যে সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মই প্রতীত হইতেছেন, [সাংখ্য-সিদ্ধ পুরুষ নহে]। কারণ ? এইরূপ অর্থ হইলেই বাক্যাংশগুলির পরস্পরের সহিত অন্বয়ের (সম্বন্ধের) সামঞ্জস্য হইতে পারে। 'বিত্ত দ্বারা অমৃতত্বলাভের (মোক্ষপ্রাপ্তির) আশা নাই', যাজ্ঞবল্ক্য এই কথা বলিলে পর, মৈত্রেয়ী বলিলেন— 'আমি যাহা দ্বারা অমৃতা হইতে পারিব না, সেই বিত্ত দ্বারা কি করিব ? [উহাতে আমার প্রয়োজন নাই], পূজনীয় আপনি যে তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, তাহাই আমাকে বলুন', এই বাক্যে মুক্তিলাভের অসাধনীভূত ধনসম্পদে অনাদরপূর্ব্বক মুক্তিলাভের উপায়বিষয়ক উপদেশের জন্য প্রার্থনাকারিণী মৈত্রেয়ীকে মোক্ষোপায় জ্ঞাপনের জন্য দ্রষ্টব্যরূপে যে আত্মার উপদেশ করা হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই পরমাত্মা ; কারণ, পরমপুরুষ পরমাত্মার জ্ঞানই যে, একমাত্র উপায়, তাহা 'তাঁহাকে অবগত হইয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করে, অর্থাৎ মোক্ষলাভ করে', 'তাহাকে এইরূপে অবগত হইয়া ইহলোকে অমৃত হয়, অপর পথ নাই', ইত্যাদি বাক্যে প্রতিপাদিত হইয়াছে। পরমপুরুষ পরমাত্মার বিভূতিস্বরূপ মোক্ষপ্রাপক জীবাত্মার যে, স্বরূপগত যাথার্থ্যবিজ্ঞান, তাহাও কেবল মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়ভূত পরমাত্ম-জ্ঞানের উপযোগী বলিয়াই, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে নহে। অতএব, এখানে 'দ্রষ্টব্য' ইত্যাদি বাক্যে মোক্ষোপায় বলিয়া পরমাত্মাই উপদিষ্ট হইয়াছেন। সেইরূপ, 'এই যে ঋগ্বেদ, ইহা সেই এই নিত্যসিদ্ধ মহতেরই (পরব্রহ্মেরই) নিঃশ্বাসস্বরূপ', ইত্যাদি বাক্যে সমস্ত জগতের যে, কারণত্ব নির্দ্দেশ করা

বেদান্তের ব্রহ্মপরত্ব সিদ্ধান্ত।

(*) যাথাত্ম্যবিজ্ঞানম্' ইতি 'ক' পাঠঃ।

পরমপুরুষাদন্যস্য কর্ম্মপরবশস্য মুক্তস্য নির্ব্যাপারস্য চ পুরুষমাত্রস্য ন সংভবতি; তথা "আত্মনো বা অরে দর্শনেন" ইত্যাদিনৈকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানমভিধীয়মানং সর্ব্বাত্মভূতে পরমাত্মন্যেবাবকল্পতে।

যত্তু, এতদেকরূপত্বাদাত্মনাম্ একাত্মবিজ্ঞানেন সর্ব্বাত্মবিজ্ঞানমুচ্যত ইতি; তদযুক্তম্, অচেতনপ্রপঞ্চজ্ঞানাভাবেন সর্ব্ববিজ্ঞানাভাবাৎ। প্রতিজ্ঞোপপাদনায় চ "ইদং ব্রহ্মেদং ক্ষত্রম্" ইত্যুপক্রম্য "ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা" ইতি প্রত্যক্ষাদিসিদ্ধং চিদচিন্মিশ্রং প্রপঞ্চম্ 'ইদম্' ইতি নির্দ্দিশ্য 'এতদয়মাত্মা' ইত্যৈকাত্ম্যোপদেশশ্চ পরমাত্মন এবোপপদ্যতে। ন হি ইদংশব্দবাচ্যং চিদচিন্মিশ্রং জগৎ পুরুষেণাচিৎসংসৃষ্টেন তদ্বিযুক্তেন স্বরূপেণ বা অবস্থিতেন চৈক্যমুপগচ্ছতি। অত এব "সর্ব্বং তং পরাদাদ্

হইয়াছে, তাহাও কখনই পরমপুরুষ ভিন্ন অপরের—প্রাক্তন শুভাশুভকর্ম্মাধীন (সংসারী) কিংবা সর্ব্বপ্রকার ব্যাপাররহিত মুক্ত পুরুষ, কাহারও পক্ষেই সম্ভব হয় না। সেইরূপ, 'আত্মার দর্শনেই' ইত্যাদি বাক্যে যে, একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের উল্লেখ হইয়াছে, তাহাও সর্ব্বাত্মস্বরূপ পরমাত্মাতেই সঙ্গত হয়।

আর যে, সমস্ত আত্মাই একরূপ—জ্ঞানস্বরূপ; এইজন্যই এক আত্মার জ্ঞানে সমস্ত আত্মার জ্ঞান উক্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ একটি আত্মাকে জানিলেই সমস্ত আত্মা বিজ্ঞাত হইয়া যায়, এই কথা বলা হইয়া থাকে; তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ, তাহাতেও অচেতন জগৎ-প্রপঞ্চের জ্ঞান না হওয়ায় সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হয় না (*)। পক্ষান্তরে, [একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের] প্রতিজ্ঞা সমর্থনের জন্য 'ইহাই ব্রহ্ম, ইহাই ক্ষত্রিয়', এইরূপ উপক্রমের পর 'এই যে সমস্ত, ইহা এই আত্মা, অর্থাৎ এই সমস্তই আত্মস্বরূপ', এই স্থলে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-সিদ্ধ চেতনাচেতনমিশ্রিত জগৎপ্রপঞ্চকে 'ইদং' শব্দে নির্দ্দেশ করিয়া অনন্তর যে, 'ইহা এই আত্ম-স্বরূপ' এই একাত্মত্বোপদেশ, তাহা পরমাত্মার সম্বন্ধেই উপপন্ন হয়, (জীবের পক্ষে নহে)। কেননা, পুরুষ চৈতন্যযুক্তই হউক, কিংবা তদ্বিযুক্তরূপেই অবস্থিত হউক, কোনরূপেই তাহার সহিত চেতনাচেতনসমন্বিত 'ইদং'-পদবাচ্য এই জগৎ একত্ব লাভ করিতে পারে না। এই কারণেই 'যে লোক আত্মার অন্যত্র সর্ব্বপদার্থকে অবগত হয়, অর্থাৎ আত্মা হইতে পৃথক্‌ভাবে

(*) তাৎপর্য্য—সমস্ত আত্মাই চেতন জ্ঞানময়, সুতরাং একটি আত্মার তত্ত্ব অবগত হইলেই অপর সমস্ত আত্মার বিষয়েও অবগত হওয়া যায় যে, সমস্ত আত্মাই একরূপ, স্বরূপতঃ উঁহাদের কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। কিন্তু চেতন আত্মা ভিন্ন অচেতন জড়বর্গ যখন বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন তাহাদের তত্ত্ব না জানিলে পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানকে আর 'সর্ব্বজ্ঞান' বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। কেন না, চেতনের সাদৃশ্যানুসারে চেতনবিষয়েই জ্ঞান হইতে পারে, কখনই অচেতনের জ্ঞান হইতে পারে না, সুতরাং বিপক্ষের মতে একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা উপপন্ন হয় না। অতএব, এখানে 'আত্মা' শব্দে পরমাত্মারই গ্রহণ করিতে হইবে।

যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদ" [বৃহদা০ ৬।৫।৭] ইতি ব্যতিরিক্তত্বেন সর্ব্ব-বেদন-নিন্দা চ; তথা প্রথমে চ মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণে "মহদ্ভূতমনন্তমপারম্" ইতি শ্রুতা মহত্ত্বাদয়ো গুণাঃ পরমাত্মন এব সম্ভবন্তি; অতঃ স এবাত্র প্রতিপাদ্যতে।

যত্তূক্তম্—পতি-জায়া-পুত্র-বিত্ত-পশ্বাদিপ্রিয়ান্বয়িনো জীবাত্মন উপক্রমে তু অন্বেষ্টব্যতয়া প্রতিপাদনাৎ তদ্বিষয়মেবেদং বাক্যমিতি। তদযুক্তম্, "আত্মনস্তু কামায়" ইত্যাত্ম-শব্দেন জীবাত্ম-সংশব্দনে তস্য "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যনেনানন্বয়প্রসঙ্গাৎ। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাত্মনো দ্রষ্টব্যত্বোপযোগিতয়া "আত্মনস্তু কামায়" ইত্যুপদিষ্টমিতি-প্রতীয়তে। "আত্মনস্তু কামায়"—আত্মনঃ কামসম্পত্তয়ে; কাম্যন্ত ইতি কামাঃ, আত্মন ইষ্টসংপত্তয় ইতি যাবৎ। ন চ, 'জীবাত্মন ইষ্টসম্পত্তয়ে 'পত্যাদয়ঃ প্রিয়া ভবন্তি' ইত্যুক্তে সতি তস্য জীবস্য স্বরূপমন্বেষ্টব্যং ভবতি। প্রিয়মেব হি অন্বেষ্টব্যম্; ন তু প্রিয়ং প্রতি শেষিণঃ প্রিয়বিযুক্তং স্বরূপম্। যস্মাদাত্মন ইষ্টসম্পত্তয়ে পত্যাদয়ঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি, তস্মাৎ পত্যাদি প্রিয়ং

অবস্থিত বলিয়া মনে করে; সমস্ত পদার্থই তাহাকে প্রতারিত করে', এই যে, আত্মব্যতিরিক্ত-রূপে সর্ব্বপার্থাবগতির নিন্দা, এবং প্রথমেই মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণে যে, '[তিনি] অনন্ত, অপার ও স্বতঃসিদ্ধ মহান্' এই বাক্যে পরিশ্রুত মহত্ত্বাদি গুণসমূহ, তৎসমস্ত পরমাত্মার সম্বন্ধেই সম্ভবপর হয়। অতএব [বুঝিতে হইবে যে,] সেই পরমাত্মাই এখানে প্রতিপাদিত হইতেছেন; (সাংখ্যোক্ত পুরুষ নহে)।

আরও যে উক্ত হইয়াছে—বাক্যের প্রারম্ভে পতি, পত্নী, পুত্র, বিত্ত ও পশু প্রভৃতি প্রিয়-সম্পর্কিত জীবাত্মার প্রতিপাদন হেতু এই দ্রষ্টব্যত্ব-বিধায়ক বাক্যও তাহারই প্রতিপাদক; না সে কথাও যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ, "আত্মনঃ তু কামায়" এখানে 'আত্মা' শব্দে জীবাত্মার নির্দ্দেশ হইলে "আত্মা বৈ অরে দ্রষ্টব্যঃ" এই বাক্যের সহিত তাহার আর অন্বয়ই (সম্বন্ধই) হইতে পারে না। কারণ, 'অরে মৈত্রেয়ি, আত্মাকে দর্শন করিবে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করিবে', এই বাক্যোক্ত আত্মদর্শনের উপযোগী বলিয়াই যে, 'আত্মার কামের জন্য' ইত্যাদি বাক্য উপদিষ্ট হইয়াছে, এইরূপই প্রতীতি হইতেছে। "আত্মনঃ তু কামায়" কথার অর্থ—আত্মার কামসম্পাদনের জন্য; 'কাম' অর্থ—কামনার (অভিলাষের) বিষয়ীভূত, অর্থাৎ আত্মার অভীষ্ট বিষয়রাশি; কিন্তু 'পতিপ্রভৃতি প্রিয়পদার্থনিচয় জীবাত্মার অভীষ্ট সম্পাদনের উপায়' কেবল এই কথা বলাতেই ত সেই জীবের প্রকৃত স্বরূপ অন্বেষণীয় হইতে পারে না; বরং সেই প্রিয় পদার্থই অন্বেষণীয় হইতে পারে, কিন্তু প্রিয় পদার্থের অঙ্গীভূত আত্মার প্রিয়বিযুক্ত স্বরূপ কখনই [অন্বেষ্টব্য] হইতে পারে না। যেহেতু পতিপ্রভৃতি প্রিয়পদার্থরাশি আত্মার প্রীতিসম্পাদনের

পরিত্যজ্য তদ্বিযুক্তমাত্মস্বরূপমন্বেষ্টব্যমিত্যসঙ্গতং ভবতি; প্রত্যুত ন পত্যাদিশেষতয়া পত্যাদীনাং প্রিয়ত্বম্; অপি তু আত্মনঃ শেষতয়া পত্যাদীনাং প্রিয়ত্বম্, ইত্যুক্তে স্বশেষতয়া ত এবোপাদেয়াঃ স্যুঃ। "আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি" ইত্যস্য পরেণানন্বয়ে বাক্যভেদঃ প্রসজ্যতে। অভ্যুপগম্যমানেঽপি বাক্যভেদে পূর্ব্বস্য বাক্যস্য ন কিঞ্চিৎ প্রয়োজনং দৃশ্যতে; অতঃ পত্যাদি সর্ব্বং প্রিয়ং পরিত্যজ্যাত্মন এবান্বেষ্টব্যত্বং যথা প্রতীয়তে, তথা

সাধন হইয়া থাকে, সেই হেতুই পতি প্রভৃতি প্রিয়পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া প্রিয়াদিবিরহিত আত্মস্বরূপ অন্বেষণ করিবে, এরূপ কল্পনা কখনই সঙ্গত হয় না; ববং এইরূপ কল্পনাই বিশেষ গ্রহণযোগ্য হয় যে, পতিপ্রভৃতিব অঙ্গ বলিয়াই পতিপ্রভৃতি প্রিয় হয় না, পবন্তু, পতিপ্রভৃতি পদার্থগুলি আত্মারই শেষ অর্থাৎ অধীন বা ভোগোপকবণ বলিয়া; সুতরাং আত্মাব ভোগোপকরণ বলিয়া সেই পতিপ্রভৃতিই গ্রহণীয় হইতে পারে। আর 'আত্মাব প্রীতির নিমিত্তই সমস্ত বস্তু প্রিয় হইয়া থাকে', পরবর্ত্তী (দ্রষ্টব্যতাবিধায়ক) বাক্যেব সহিত এই বাক্যেব সম্বন্ধ না হইলে বাক্যভেদও হইয়া পড়ে, অর্থাৎ পরস্পর নিরপেক্ষ দুইটি পৃথক্ বাক্য হইয়া পড়ে। [বাক্যভেদ একটা বিষমদোষ]। আর বাক্যভেদ স্বীকাব কবিলেও পূর্ব্ববাক্যেব কিছুমাত্র উপকার দেখা যাইতেছে না (*)। অতএব, যাহাতে এখানে পত্যাদি প্রিয় পদার্থ পবিত্যাগ-

---

(*) তাৎপর্য্য—বৃহদারণ্যকোপনিষদের মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণে প্রথমতঃ কথিত হইয়াছে যে, "ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি," অর্থাৎ পতির প্রীতির জন্য পতি প্রিয় হন না, আত্মার প্রীতির জন্যই পতি প্রিয় হইয়া থাকেন, ইত্যাদি। তাহার পর কথিত হইয়াছে যে, 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" অর্থাৎ হে মৈত্রেয়ি, আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিবে।' এ স্থলে কেহ কেহ মনে করেন যে, পতি জায়া প্রভৃতি প্রিয় পদার্থের সহিত সম্বন্ধ যখন জীবাত্মা ভিন্ন পরমাত্মার পক্ষে কখনই সম্ভব হয় না; তখন প্রথম বাক্যোক্ত 'আত্মনঃ' শব্দের অর্থ জীবাত্মা ভিন্ন পরমাত্মা হইতেই পারে না; সুতরাং সেই একই প্রসঙ্গে কথিত পরবর্ত্তী দ্রষ্টব্য 'আত্মা' ও জীবাত্মা ভিন্ন পরমাত্মা নহে। অর্থাৎ শ্রুতিতে জীবাত্মারই স্বরূপ সাক্ষাৎকারের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহার বিপক্ষে ভাষ্যকার কতকগুলি দোষের উল্লেখ করিতেছেন। (১) পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী বাক্যদ্বয়ে অর্থের অনুপপত্তি। অভিপ্রায় এই যে, বাক্যের পৌর্ব্বাপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, আত্মার দ্রষ্টব্যত্ব সমর্থনের জন্যই "ন বা অরে" ইত্যাদি বাক্যের অবতারণা করা হইয়াছে, কিন্তু দ্রষ্টব্য আত্মাটিকে জীবাত্মা বলিয়া নির্দ্ধারণের জন্য হয় নাই, তাহা হইলে পূর্ব্ব বাক্য দ্বারা পরবাক্যের কিছুমাত্র সমর্থন সিদ্ধ হইতে পারে না; কেন না, সংসারে প্রিয় বস্তুই প্রার্থনীয় হইয়া থাকে, কিন্তু অপ্রিয় বা প্রিয়বিযুক্ত বস্তু কখনও প্রার্থনীয় হইতে পারে না।, বিশেষতঃ 'পতি জায়াদি পদার্থনিচয় প্রিয়,' শুধু একথায় কখনও জীবের আত্ম-স্বরূপ অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্তি হইতে পারে না; বরং জীবের সুখসাধন ঐ সমস্ত বিষয়েই প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে; অতএব, প্রথম বাক্যোক্ত 'আত্মা'ও জীব নহে, পরন্তু পরমাত্মাই বটে।

দ্বিতীয় দোষ—বাক্যভেদ; মীমাংসাশাস্ত্রের নিয়ম এই যে, কোন প্রকরণোক্ত বাক্যগুলির যদি একই তাৎপর্য্য সঙ্গতি করা যাইতে পারে, তাহা হইলে সে স্থলে কখনই পরস্পর অসম্বদ্ধ ভিন্নার্থকল্পনা করা উচিত হয় না; করিলে একবাক্যতা নষ্ট হয় এবং বাক্যভেদ দোষ ঘটে। মীমাংসকগণ বলিয়াছেন—"সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদো ন যুজ্যতে।" অর্থাৎ একবাক্যতা—একার্থ-পরত্ব সম্ভব থাকিলে বাক্যভেদ কল্পনা সঙ্গত হয় না। এখানে ঐরূপ অর্থ স্বীকার করিলে পূর্ব্ব-বাক্যটি পরবাক্যের সহিত সমানার্থ এককার্য্যকারী না হওয়ায় পরস্পর অসম্বদ্ধ পৃথক্ পৃথক্ দুইটি বাক্য হইয়া পড়ে; সুতরাং তাহা হইলেই 'বাক্যভেদ' দোষ উপস্থিত হয়। অপর দোষগুলি পাঠক নিজেই সংকলন করিয়া লইবেন।

বাক্যার্থো বর্ণনীয়ঃ; সোঽয়মুচ্যতে—"অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন" ইতি বিত্তাদীনাং নিত্যনির্দ্দোষনিরতিশয়ানন্দরূপামৃতত্বপ্রাপ্ত্যনুপায়ত্বমুক্তম্। বিত্তপুত্র-পতিজায়াদীনাং সাতিশয়দুঃখমিশ্র-কাদাচিৎকপ্রিয়ত্বমনুভূয়মানং ন পত্যাদিস্বরূপপ্রযুক্তম্; অপি তু নিরতিশয়ানন্দস্বভাবপরমাত্মপ্রযুক্তম্। অতো য এব (*) স্বয়ং নিরতিশয়ানন্দঃ সন্ অন্যেষামপি প্রিয়ত্বলেশাস্পদত্ব-মাপাদয়তি, স পরমাত্মৈব দ্রষ্টব্যঃ, ইত্যুপদিশ্যতে।

তদয়মর্থঃ—"ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি", ন হি পতিজায়াপুত্র-বিত্তাদয়ো মৎপ্রয়োজনায় 'অহমস্য প্রিয়ঃ স্যাম্' ইতি স্বসঙ্কল্পাৎ প্রিয়া ভবন্তি; অপি ত্বাত্মনঃ কামায় পরমাত্মনঃ স্বারাধকপ্রিয়প্রতিলম্ভন-রূপেষ্টনির্ব্বৃত্তয় ইত্যর্থঃ। পরমাত্মা হি কর্ম্মভিরারাধিতস্তত্তৎকর্ম্মানুগুণং প্রতিনিয়তদেশকালস্বরূপপরিমাণমারাধকানাং তত্তদ্বস্তুগতং প্রিয়ত্বমাপা-

---

পূর্ব্বক একমাত্র পরমাত্মারই অন্বেষণীয়তা-প্রতীতি হইতে পারে, সেইরূপ ভাবেই বাক্যার্থ নিরূপণ করিতে হইবে। এই সেই বাক্যার্থ কথিত হইতেছে—প্রথমতঃ 'বিত্ত দ্বারা মোক্ষলাভের আশা নাই', এই বাক্যে বলা হইয়াছে যে, দৃশ্যমান ধনসম্পদ পদার্থগুলি, নিত্যনির্দ্দোষ ও সর্ব্বাতিশয় পরমানন্দময় মুক্তিলাভের উপায় নহে। কিন্তু, পতি, জায়া ও পুত্রাদি পদার্থের যে, সাতিশয় (তারতম্যযুক্ত) ও দুঃখবিমিশ্রিতভাবে কখন কখন সুখময়তা অনুভূত হইয়া থাকে, প্রকৃতপক্ষে পতিপুত্রাদি পদার্থই তাহার কারণ নহে; পরন্তু সর্ব্বাতিশয়, পরমানন্দস্বভাব পরমাত্মাই তাহার কারণ। অতএব, যাহা নিজে নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ হইয়া অপরকেও কিয়ৎপরিমাণে আনন্দদায়ক করিয়া থাকে, সেই পরমাত্মাই একমাত্র দ্রষ্টব্য, ইহাই উক্ত বাক্যে উপদিষ্ট হইয়াছে, (অতএব ইহাই উক্ত বাক্যের প্রকৃত অর্থ)।

অতএব ইহার তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ—'অরে মৈত্রেয়ি, পতির কামের জন্য পতি প্রিয় হন না', এই বাক্যের এরূপ অর্থ নয় যে, যেহেতু পতি, জায়া, পুত্র ও বিত্তাদি পদার্থ নিচয় আমারই প্রয়োজনসাধক; আমি ইহাদিগের প্রিয়, এইরূপ ভাবনাবলেই পতিজায়াদি বিষয়সমূহ প্রিয় হইয়া থাকে; পরন্তু, [উহার অর্থ এই যে, ঐ সকল পদার্থ] আত্মার প্রীতির জন্য অর্থাৎ পরমাত্মার আরাধনায় প্রিয়সম্পাদনরূপ অভীষ্ট নিষ্পাদন করে বলিয়াই [প্রিয় হইয়া থাকে]। কেননা, আরাধনায় পরিতুষ্ট পরমাত্মা পরমেশ্বরই আরাধকদিগের (উপাসকগণের) বিশেষ বিশেষ কর্ম্মানুসারে নির্দ্ধারিত দেশ, কাল, স্বরূপ, পরিমাণ ও আকৃতিবিশেষযুক্ত বিশেষ বিশেষ

(*) য এবম্' ইতি 'ক' পাঠঃ।

দয়তি, "এষ হ্যেবানন্দয়াতি" ইতি শ্রুতেঃ। ন হি তত্তদ্বস্তু স্বরূপেণ প্রিয়মপ্রিয়ং বা; যথোক্তম্—

"তদেব প্রীতয়ে ভূত্বা পুনর্দ্দুঃখায় জায়তে।
তদেব কোপায় যতঃ প্রসাদায় চ জায়তে।
তস্মাদ্ দুঃখাত্মকং নাস্তি ন চ কিঞ্চিৎ সুখাত্মকম্" ইতি।

"আত্মনস্তু কামায়" ইত্যস্য জীবাত্মপরত্বেঽপি "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইতি তু পরমাত্মবিষয়মেব। তত্রাপ্যয়মর্থঃ (*)—যস্মাৎ পত্যাদীনামিষ্ট-সম্পত্তয়ে তৎপরবশেন পত্যাদয়ঃ প্রিয়ত্বেন নোপাদীয়ন্তে; অপি তু আত্মেষ্টসম্পত্তয়ে (†) স্বতন্ত্রেণ স্বপ্রিয়ত্বেনোপাদীয়ন্তে। তস্মাদ্ য এবাত্মনো নিরুপাধিকনির্দ্দোষনিরবধিকপ্রিয়ঃ পরমাত্মা, স এব হি দ্রষ্টব্যঃ; ন দুঃখমিশ্রাল্পসুখদুঃখোদর্কাঃ পরায়ত্ত-তত্তৎস্বভাবাঃ পতিজায়াপুত্রবিত্তাদয়ো বিষয়া ইতি।

অস্মিংস্তু প্রকরণে, জীবাত্মবাচি-শব্দেনাপি পরমাত্মন এবাভিধানাৎ

বস্তুর প্রিয়ত্ব সম্পাদন করিয়া থাকেন। কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন—'ইনিই আনন্দিত করিয়া থাকেন'। বাস্তবিকপক্ষে, কোন বস্তুই স্বরূপতঃ প্রিয় বা অপ্রিয় নহে। ইহা অন্যত্রও উক্ত আছে, যথা—'সেই একই বস্তু একবার প্রীতিকর হইয়া পুনর্ব্বার দুঃখোৎপাদক হইয়া থাকে, যেহেতু [দেখা যায়] সেই একই বস্তু ক্রোধেরও কারণ হয়, আবার প্রসন্নতারও হেতু হইয়া থাকে. অর্থাৎ যে পদার্থ এক সময়ে ক্রোধ উৎপাদন করে, সময়ান্তরে তাহাই আবার বিমল আনন্দ প্রদান করিয়া থাকে। অতএব, দুঃখাত্মকও কিছু নাই, আর সুখাত্মকও কিছু নাই।' ইতি।

আর "আত্মনস্তু কামায়" এই বাক্যের জীবাত্মপ্রতিপাদনে তাৎপর্য্য হইলেও "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ", এই বাক্যটি যে, পরমাত্মপ্রতিপাদক, ইহা নিশ্চিত। ইহার অভিপ্রায় এইরূপ—যেহেতু পতিপ্রভৃতির প্রীতিসম্পাদনার্থ পতিপ্রভৃতি প্রিয়পদার্থকে প্রিয়রূপে গ্রহণ করা হয় না, পরন্তু আত্মার—আপনারই অভীষ্টসম্পাদনের জন্যই নিজের প্রিয়রূপে গ্রহণ করা হইয়া থাকে; সেই হেতু, যে পরমাত্মা আপনার নির্দ্দোষ, নিরতিশয় ও অনাপেক্ষিক প্রিয়; সেই পরমাত্মাই একমাত্র দ্রষ্টব্য; কিন্তু যাহারা দুঃখমিশ্রিত ও অল্পমাত্র সুখকর, অধিকন্তু পরিণামে দুঃখপ্রদ, এবং স্বরূপতঃ ও স্বভাবতঃ পরায়ত্ত, সেই পতি-পত্নী প্রভৃতি বিষয় সমূহ দ্রষ্টব্য নহে।

বিশেষতঃ এই প্রকরণে জীবাত্মবাচক শব্দেও পরমাত্মারই উল্লেখ দৃষ্ট হওয়ায় কথিত প্রণালী

(*) অত্রায়মর্থঃ ইতি 'খ' পাঠঃ।　　(†) স্বাতন্ত্র্যেণ' ইতি 'ক' পাঠঃ।

"আত্মনস্তু কামায়,' "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইতি পূর্ব্বোক্তপ্রক্রিয়য়োভয়ত্রাত্ম-শব্দাবেকবিষয়ৌ ॥১॥৪॥১৯॥

মতান্তরেণাপি জীব-শব্দেন পরমাত্মাভিধানোপপাদনায়াহ —

প্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্লিঙ্গমাশ্মরথ্যঃ ॥১॥৪॥২০॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রতিজ্ঞাসিদ্ধেঃ ([একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান] প্রতিজ্ঞাসিদ্ধির) লিঙ্গং (জ্ঞাপক হেতু) আশ্মরথ্যঃ (আশ্মরথ্যনামক আচার্য্য [মনে করেন] ॥

[সরলার্থঃ—জীবশব্দেনাপি পরমাত্মাভিধানোপপাদনায় মতান্তরমাহ—"প্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্লিঙ্গম্ আশ্মরথ্যঃ" ইতি। জীবশব্দেন যৎ পরমাত্মাভিধানং, তৎ খলু একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞায়াঃ সিদ্ধেঃ লিঙ্গং জ্ঞাপকম্, ইতি আশ্মরথ্য আচার্য্যঃ মন্যতে। জীবস্য পরমাত্মনোঽনন্যত্ব-জ্ঞাপনায় জীবাভিধায়কশব্দেন পরমাত্মনঃ পরামর্শঃ; ততশ্চ পরমাত্মবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানসিদ্ধি-রিত্যাশয়ঃ।

আশ্মরথ্যনামক আচার্য্য মনে করেন, 'একবিজ্ঞানে যে, সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, তাহার সমর্থনের জন্যই এখানে জীববাচক আত্মশব্দে পরমাত্মার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অর্থাৎ এই নির্দ্দেশের ফলেই জানা যায় যে, জীবাত্মা প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মা হইতে পৃথক্ নহে ॥ ১। ৪। ২০ ॥]

একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞাসিদ্ধেরিদং লিঙ্গং, যৎ জীবাত্মবাচি-শব্দৈঃ পরমাত্মানোঽভিধানম্, ইত্যাশ্মরথ্য আচার্য্যো মন্যতে স্ম। যদ্যয়ং জীবঃ পরমাত্ম-কার্য্যতয়া পরমাত্মৈব ন ভবেৎ, তদা তদ্ব্যতিরিক্ততয়া পরমাত্ম-বিজ্ঞানাদ্ এতদ্বিজ্ঞানং ন সেৎস্যতি। "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ" ইতি প্রাক্ সৃষ্টেরেকত্বাবধারণাৎ—

অনুসারে "আত্মনস্তু কামায়", এবং "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" এই উভয়স্থলেই 'আত্ম'শব্দদ্বয়ের প্রতিপাদ্য বিষয় এক (পরমাত্মা) ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ১৯ ॥

মতান্তরেও জীব শব্দ দ্বারা পরমাত্মার অভিধান উপপাদনার্থ বলিতেছেন—"প্রতিজ্ঞাসিদ্ধেঃ" ইত্যাদি।

আশ্মরথ্যনামক আচার্য্য মনে করেন যে, জীবাত্মবাচক শব্দে যে, পরমাত্মার নির্দ্দেশ, ইহা একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞাসিদ্ধিরই লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক হেতু। পরমাত্মা হইতে সমুদ্ভূত জীব যদি স্বরূপতঃ পরমাত্মাই না হইত, তাহা হইলে পরমাত্মা হইতে ভিন্ন বলিয়াই পরমাত্ম-বিজ্ঞানে জীব-বিজ্ঞান সম্পন্ন হইত না। অথচ, 'সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ একমাত্র আত্মস্বরূপই

"যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তি সরূপাঃ।
তথাক্ষরাদ্বিবিধাঃ সৌম্য ভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযন্তি॥" [মুণ্ড০ ২।১।১]

ইত্যাদিভির্ব্রহ্মণো জীবানামুৎপত্তিশ্রবণাৎ, তস্মিন্নেবাপ্যয়শ্রবণাচ্চ জীবানাং ব্রহ্মকার্য্যত্বেন ব্রহ্মণৈক্যমবগম্যতে; অতো জীব-শব্দেন পরমাত্মন এবাভিধানমিতি ॥১॥৪॥২০॥

উৎক্রমিষ্যত এবংভাবাদিত্যৌড়ুলোমিঃ ॥১॥৪॥২১॥

[পদচ্ছেদঃ—উৎক্রমিষ্যতঃ (দেহ হইতে উৎক্রমণকারী জীবের) এবম্ভাবাৎ (ঈদৃশ স্বভাব বা অবস্থা হয় বলিয়া) [জীবশব্দে পরমাত্মাভিধান], ইতি (ইহা) ঔড়ুলোমিঃ (ঔড়ুলোমি-নামক আচার্য্য) [মনে করেন]॥

[সরলার্থঃ—"পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে", ইত্যাদিশ্রুতেঃ শরীরাৎ উৎক্রমিষ্যতঃ মরিষ্যতঃ অস্য জীবস্য এবম্ভাবাৎ পরমাত্মভাবপ্রাপ্তেঃ হেতোঃ [জীবশব্দেন পরমাত্মনোঽভিধানম্,] ইতি ঔড়ুলোমিঃ আচার্য্যঃ মন্যতে॥

ঔড়ুলোমিনামক আচার্য্য মনে করেন যে, ['মৃত্যুকালে] জীব এই পরজ্যোতিঃ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া স্বস্বরূপে (পরমাত্মস্বরূপে) পরিনিষ্পন্ন হয়', এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, দেহ হইতে বহির্গমনকালীন জীব এই পরমাত্মারই স্বরূপ লাভ করিয়া থাকে; সেই কারণেই এখানে জীববাচক শব্দে পরমাত্মার উল্লেখ করা হইয়াছে॥ ১। ৪। ২১॥]

যদুক্তম্—জীবস্য ব্রহ্মকার্য্যতয়া ব্রহ্মণৈক্যেনৈকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞোপপাদনার্থং ব্রহ্মণো জীবশব্দেন প্রতিপাদনমিতি। তদযুক্তম্,

ছিল', এই শ্রুতিতে সৃষ্টির পূর্ব্বে একত্বাবধারণহেতু, এবং 'যেমন সুদীপ্ত (প্রজ্জ্বলিত) অগ্নি হইতে তৎসদৃশ সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয়, হে সোম্য, তেমনি জায়মান বিবিধ প্রজাও সেই অক্ষর পরব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হয়, এবং তাঁহাতেই বিলয় প্রাপ্ত হয়', ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্ম হইতেই জীব-গণের উৎপত্তি এবং তাঁহাতেই বিলয় প্রাপ্তি শ্রবণ হেতুতেও ব্রহ্ম-কার্য্যত্বনিবন্ধন জীবগণের ব্রহ্মাভিন্নত্ব জানা যাইতেছে *। এই কারণেই জীবশব্দে পরমাত্মার উল্লেখ করা হইয়াছে ॥১।৪। ২০॥

[আশ্মরথ্যের মতানুসারে] যে, বলা হইয়াছে, জীব যখন ব্রহ্ম-কার্য্য অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, তখন জীব ও ব্রহ্ম একই পদার্থ; এই ঐক্য নিবন্ধনই একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা-সমর্থনের জন্য জীববাচক শব্দে পরমাত্মার অভিধান করা হইয়াছে। একথা যুক্তিযুক্ত নহে;

(*) তাৎপর্য্য।—শ্রুতি শাস্ত্র পর্য্যালোচনায় জানা যায় যে, জীব পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন; সুতরাং পরমাত্মারই কার্য্য। কার্য্য কখনই কারণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকিতে পারে না; পরন্তু, কারণ শরীরেই সন্নিবিষ্ট থাকে। অতএব, মৃত্তিকা জ্ঞানে যেরূপ মৃত্তিকাবিকার ঘটাদি পদার্থের জ্ঞান হয়, তদ্রূপ এক পরমাত্ম-জ্ঞানেই তৎকার্য্য সমস্ত জীবতত্ত্ব জানা যাইতে পারে, এবং তাহা হইলে একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞাও সিদ্ধ হইতে পারে।

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" [কঠ০ ১।২।১৮] ইত্যাদিনা অজত্বশ্রুতেজ্জীবানাং প্রাচীনকর্ম্মফলভোগায় জগৎস্বষ্ট্যভ্যুপগমাচ্চ, অন্যথা বিষমস্বষ্ট্যনুপপত্তেশ্চ, ব্রহ্মকার্য্যস্য জীবস্য ব্রহ্মতাপত্তিলক্ষণো মোক্ষ আকাশাদিবদর্জ্জনীয়ঃ, ইতি তদুপায়বিধানানুষ্ঠানানর্থক্যাচ্চ, ঘটাদিবৎ কারণপ্রাপ্তের্ব্বিনাশরূপত্বেন মোক্ষস্যাপুরুষার্থত্বাচ্চ। জীবাত্মন উৎপত্তিপ্রলয়বাদোপপত্তিরুত্তরত্র প্রপঞ্চয়িষ্যতে। অতঃ "এষ সংপ্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসংপদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" [ছান্দো০ ৮।৩।৪]।

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
অস্তং গচ্ছন্তি নাম-রূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নাম-রূপাদ্বিমুক্তঃ
পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥" [মুণ্ড০ ৩।২।৮]

কারণ, 'বিপশ্চিৎ (জ্ঞানী পুরুষ) জন্মেও না, মরেও না' ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবের অজত্ব (জন্মরহিতত্ব) স্বীকৃত হইয়াছে এবং জীবসমূহেরই প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে জগৎ-সৃষ্টি স্বীকৃত হইয়াছে; নচেৎ সৃষ্টির বৈষম্য উপপন্ন হইতে পারে না। বিশেষতঃ [ব্রহ্ম-কার্য্য] আকাশাদির ন্যায় ব্রহ্ম-কার্য্য জীবের পক্ষে যে, ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ, তাহাত অনায়াসলভ্য; সুতরাং মুক্তিলাভের জন্য উপায়ানুষ্ঠানেরও আনর্থক্য হইয়া পড়ে; অধিকন্তু ঘটাদি পদার্থের যেরূপ তৎকারণ মৃত্তিকাস্বরূপপ্রাপ্তিতে বিনাশ হয়, তদ্রূপ জীবেরও যে তৎকারণীভূত ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি, তাহা ত তাহার বিনাশস্বরূপই বটে; সুতরাং মুক্তির অপুরুষার্থত্বই (অপ্রার্থনীয়তাই) হইতে পারে (*)। জীবাত্মার যে, উৎপত্তি ও প্রলয়প্রসিদ্ধি, পশ্চাৎ তাহার উপপাদন করা হইবে। অতএব ঔড়ুলোমিনামক আচার্য্য মনে করেন যে, 'এই সম্প্রসাদ (জীব) এই শরীর হইতে বহির্গত হইয়া এবং পরজ্যোতি পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় প্রকৃত স্বরূপে পরিনিষ্পন্ন হয়', এবং 'প্রবহমাণ নদীসমূহ যেরূপ স্বীয় পৃথক্ নাম ও রূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক সমুদ্রে অস্তমিত হয় (মিশিয়া যায়), তদ্রূপ বিদ্বান্ পুরুষও নিজ নাম-রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া অর্থাৎ নামরূপ সম্বন্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক পরাৎপর দিব্য পুরুষকে (ভগবান্‌কে) প্রাপ্ত হন', ইত্যাদি শ্রুতিতে

(*) তাৎপর্য্য—ঘটাদি পদার্থ মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন হয়, এবং পরিণামে (বিনাশ সময়ে) আবার সেই মৃত্তিকাতেই বিলীন হয়; ফল কথা ঘটের যে স্বকারণীভূত মৃত্তিকাভাব প্রাপ্তি, তাহাই তাহার বিনাশ। এখন, জীব যদি ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন (ব্রহ্ম কার্য্য) হয়, এবং সেই ব্রহ্মেই আবার বিলীন হয় (ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহার এই ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি ত বিনাশেরই নামান্তর মাত্র; অথচ প্রকৃতিস্থ কোন লোকই আত্মবিনাশ কামনা করে না; সুতরাং তাদৃশ মুক্তি কাহারও প্রার্থনীয় পুরুষার্থ হইতে পারে না; কাজেই কোন বিষয়েই সামঞ্জস্য রক্ষা পায় না॥

ইত্যুৎক্রমিষ্যতঃ পরমাত্মভাবাৎ জীবশব্দেন পরমাত্মনোঽভিধানম্, ইতি ঔড়ুলোমিরাচার্যো মন্যতে স্ম ॥১॥৪॥২১॥

অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ ॥১॥৪॥২২॥

[পদচ্ছেদঃ—অবস্থিতেঃ (ঐরূপে অবস্থান হেতু), ইতি (ইহা) কাশকৃৎস্নঃ (কাশকৃৎস্ন-নামক আচার্য্য) [মনে করেন]।

[সরলার্থঃ—"যঃ আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোঽন্তরঃ" ইত্যাদিভ্যঃ পরমাত্মন এব জীবে অন্তরাত্মতয়া অবস্থিতেঃ হেতোঃ জীবাত্মশব্দস্যাপি পরমাত্মনি পর্য্যবসানাৎ জীবাভিধায়কশব্দেন পরমাত্মনোঽভিধানম্, ইতি কাশকৃৎস্ন আচার্য্যো মন্যতে। এষু চ সূত্রেষু এতদেব সূত্রকারাভিমত-মিতি গম্যতে, অদূষণাৎ অতঃপরং মতান্তরাবচনাচ্চেতি ভাবঃ॥

'যিনি আত্মাতে অবস্থান করেন' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, পরমাত্মাই অন্তর্যামি-রূপে জীবাত্মার মধ্যে অবস্থান করেন; এইরূপ অবস্থান করেন বলিয়াই জীববাচক শব্দে পরমাত্মার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, ইহা কাশকৃৎস্ননামক আচার্য্যের মত। উক্ত সূত্রত্রয়ের মধ্যে এই সূত্রটিই সূত্রকারের অভিমত বলিয়া মনে হয়; কারণ, ইহার উপর আর কোনরূপ দোষ-প্রদর্শন করেন নাই; বিশেষতঃ ইতঃপর আর কোন মতেরও উল্লেখ করেন নাই॥ ১।৪।২২ ॥]

যদুক্তম্—উৎক্রমিষ্যতো জীবস্য ব্রহ্মভাবাদ্ ব্রহ্মণস্তচ্ছব্দেনাভিধানমিতি; তদপ্যযুক্তম্, বিকল্পাসহত্বাৎ। অস্য জীবাত্মন উৎক্রান্তেঃ পূর্ব্বম্ অনেবম্ভাবঃ কিং স্বাভাবিকঃ? উত ঔপাধিকঃ? তত্রাপি পারমার্থিকঃ? অপারমার্থিকো বা? ইতি। স্বাভাবিকত্বে ব্রহ্মভাবো নোপপদ্যতে, ভেদস্য স্বরূপপ্রযুক্তত্বেন স্বরূপে বিদ্যমানে তদনপায়াৎ। অথ ভেদেন সহ স্বরূপমপ্যপৈতীতি; তথা

উৎক্রমণকারী জীবের পরমাত্মভাব নিরূপিত হওয়ায় [আলোচ্য স্থলে] জীবাভিধায়ক শব্দে পরমাত্মার অভিধান (উল্লেখ) হইয়াছে; ইহাই তাহার অভিমত॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২১ ॥

আর যে, উৎক্রমণের পূর্ব্বে জীবের ব্রহ্মভাব আবির্ভূত হইয়া থাকে; এইজন্যই জীববাচক শব্দে ব্রহ্মের উল্লেখ করা হইয়াছে, এ কথা বলা হইয়াছে; তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ, [ঐরূপ কল্পনা] বিকল্প সহ হয় না। [বিকল্প অর্থ—কোন একটি বিষয় অবলম্বন করিয়া যে, দুই, তিন বা ততোঽধিক পক্ষের কল্পনা করা। সেই বিকল্প এইরূপ—] উৎক্রান্তির পূর্ব্বে জীবের যে, অনেবংভাব অর্থাৎ ব্রহ্মভাবের অভাব, তাহা কি তাহার স্বাভাবিক? অথবা ঔপাধিক? তাহাতেও আবার [জিজ্ঞাস্য এই যে,] ঐ অবস্থাটি কি পারমার্থিক? (যথার্থ সত্য?) কিংবা অপারমার্থিক? (মিথ্যা?) ঐ অব্রহ্মভাবই যদি স্বাভাবিক হয়, তাহা হইলে তাহার আর ব্রহ্মভাব হইতেই পারে না; কারণ, সেই প্রভেদ যখন স্বতঃসিদ্ধ, তখন বস্তু বিদ্যমান থাকিতে কখনই সেই ভেদের অপগম (অভেদ—ব্রহ্মভাব) হইতে পারে না; আর যদি বল,

সতি বিনষ্টত্বাদেব তস্য ন ব্রহ্মভাবঃ, অপুরুষার্থত্বাদিদোষপ্রসঙ্গশ্চ। পারমার্থিকৌপাধিকত্বেঽপি প্রাগপি ব্রহ্মৈব, ইতি "উৎক্রমিষ্যত এবম্ভাবাৎ" ইতি বিশেষো ন যুজ্যতে বক্তুম্। অস্মিন্ পক্ষে হি উপাধি-ব্রহ্মব্যতিরেকেণ বস্ত্বন্তরাভাবান্নিরবয়বস্য ব্রহ্মণ উপাধিনা ভেদাদ্যসম্ভবাচ্চ (*) উপাধিগত এব ভেদ ইত্যুৎক্রান্তেঃ প্রাগপি ব্রহ্মৈব। ঔপাধিকস্য ভেদস্যাপারমার্থিকত্বে কস্যায়মুৎক্রান্তৌ ব্রহ্মভাব ইতি বক্তব্যম্। ব্রহ্মণ এবাবিদ্যোপাধিতিরোহিত-স্বস্বরূপস্য, ইতি চেৎ; ন; নিত্যমুক্ত-স্বপ্রকাশজ্ঞানস্বরূপস্যাবিদ্যোপাধি-তিরোধানাসম্ভবাৎ। তিরোধানং নাম বস্তুস্বরূপে বিদ্যমানে তৎপ্রকাশনিবৃত্তিঃ। প্রকাশ এব বস্তুস্বরূপম্ ইত্যঙ্গীকারে তিরোধানাভাবঃ স্বরূপনাশো বা স্যাৎ।

ভেদের সহিত তাহার স্বরূপও বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলেত বিনষ্ট বলিয়াই তাহার আর ব্রহ্মভাব হইতে পাবে না; অধিকন্তু, অপুরুষার্থত্ব দোষেরও সম্ভাবনা হয় (†)। আর [সেই অব্রহ্মভাব] যদি যথার্থই ঔপাধিক হয়, তাহা হইলে, পূর্ব্বেও যখন জীব ব্রহ্মস্বরূপই বটে, তখন আর "উৎক্রমণের সময়ে এইরূপ ভাব হয়', এই বিশেষোক্তি যুক্তিযুক্ত হয় না। এই পক্ষে (উপাধির পারমার্থিকত্ব পক্ষে) উপাধি ও ব্রহ্ম, এতদতিরিক্ত কোন বস্তু না থাকায় এবং উপাধি দ্বারাও নিরবয়ব ব্রহ্মের বিভাগোৎপত্তির অসম্ভব হওয়ায় [বুঝিতে হইবে যে,] ঐ ভেদ কেবল উপাধিগতই বটে (স্বরূপগত নহে); সুতরাং উৎক্রমণের পূর্ব্বেও ব্রহ্মস্বরূপই বটে। আর সেই ঔপাধিক ভেদও যদি অসত্য হয়, তাহা হইলেও বলিতে হইবে যে, উৎক্রান্তিতে এই ব্রহ্মভাব হয় কাহার? যদি বল, অবিদ্যারূপ উপাধি-বিরহিত ব্রহ্মেরই (ব্রহ্মভাব); না,—তাহা বলিতে পার না; কারণ, নিত্যমুক্ত ও নিত্যপ্রকাশময় জ্ঞানস্বভাব ব্রহ্মের অবিদ্যা-জনিত আবরণের অপগমই সম্ভব হয় না। কেন না, তিরোধান অর্থ—বস্তুর স্বরূপ বিদ্যমান সত্ত্বেও যে,তাহার প্রকাশ বা প্রতীতিযোগ্যতা নিবৃত্তি (উচ্ছেদ নহে); অতএব, 'প্রকাশই ব্রহ্মের স্বরূপ', একথা স্বীকার

(*) চ্ছেদাদ্যসংভবাৎ' ইতি 'ঘ' পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—স্বভাবমাত্রই যাবৎ দ্রব্যস্থায়ী, অর্থাৎ যতকাল বস্তু থাকিবে, তাহার স্বভাবও ততকাল অক্ষুণ্ণ থাকিবে, অগ্নির স্বভাব প্রকাশ ও উষ্ণতা; অগ্নির উচ্ছেদ না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই সেই প্রকাশ ও উষ্ণতার অভাব হয় না বা হইতে পারে না। জীবেরও যদি অব্রহ্মভাবই স্বভাব হয়, অধিকন্তু সেই স্বভাবটি যদি পারমার্থিক (সত্য) হয়, তাহা হইলে কখনও তাহার অব্রহ্মভাব বিদূরিত হইতে পারে না; পক্ষান্তরে ঐরূপ স্বভাবের উচ্ছেদ হইলে তদাশ্রয় জীবেরই উচ্ছেদ হইল, বুঝিতে হইবে; জীবের উচ্ছেদ কখনই জীবের প্রার্থনীয় পুরুষার্থ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না; সুতরাং অব্রহ্মভাবের অপগম জীবের পুরুষার্থ হইতে পারে না।

আর জীবের অব্রহ্মভাবটি যদি আগন্তুক কোন উপাধি জনিত অথচ পারমার্থিকই হয়, তাহা হইলেও বলিতে হইবে যে, উৎক্রমণের পূর্ব্বেও জীবের ব্রহ্মভাব অব্যাহত থাকে; সুতরাং 'উৎক্রমণের পর জীবের ব্রহ্মভাব আবির্ভূত হয়,' এ কথার কোন অর্থ থাকে না; কারণ, তৎপূর্ব্বেও তাহার ব্রহ্মভাব বিদ্যমানই ছিল। অতএব ঔড়ুলোমির সমস্ত সিদ্ধান্ত সমীচীন হয় না॥

অতো নিত্যাবির্ভূতস্বস্বরূপত্বাৎ তস্যোৎক্রান্তৌ ব্রহ্মভাবে ন কশ্চিদ্বিশেষ ইতি "উৎক্রমিষ্যতঃ" ইতি বিশেষণং ব্যর্থমেব।

"অস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায়" ইতি পূর্ব্বমনেবংরূপস্য ন তদানীং ব্রহ্মাতাপত্তিমাহ; অপি তু পূর্ব্বসিদ্ধস্বরূপস্যাবির্ভাবম্। তথাহি বক্ষ্যতে—"সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেন-শব্দাৎ" [ব্রহ্মসূ০ ৪।৪।১] ইত্যাদিভিঃ। অতঃ "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য" (*) [ছান্দো০ ৬।৩।২] ইতি "য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোঽন্তরো যমাত্মা ন বেদ যস্যাত্মা শরীরং, য আত্মানমন্তরো যময়তি, স তে আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ", [বৃহদা০৫।৭।২২], "যোঽক্ষরমন্তরে সঞ্চরন্, যস্যাক্ষরং শরীরং যমক্ষরং ন বেদ, এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মাপহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ" [সুবাল০৭], "অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্ব্বাত্মা" [আরণ্য০ ১।৩।২১] ইতি স্বশরীরভূতে জীবাত্মন্যাত্মতয়াবস্থিতেঃ জীবশব্দেন ব্রহ্মপ্রতিপাদনম্, ইতি কাশকৃৎস্ন আচার্য্যো মন্যতে স্ম। জীবশব্দশ্চ জীবস্য পরমাত্মপর্য্যন্তস্যৈব বাচকঃ, ন জীবমাত্রস্য, ইতি পূর্ব্ব-

---

করিলে হয় আবরণের অভাব, না হয়, ব্রহ্মেরই স্বরূপোচ্ছেদ হইয়া যাইতে পারে। অতএব জীবের ব্রহ্মভাব নিত্য বিদ্যমান থাকায় উৎক্রান্তিতে তাহার আর কিছুমাত্র বিশেষ হইতে পারে না; সুতরাং "উৎক্রমিষ্যতঃ" এই বিশেষণটি নিশ্চয়ই নিরর্থক।

আর 'এই শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া (বহির্গত হইয়া)', এই শ্রুতিও যে, পূর্ব্বে অব্রহ্মভাবাপন্ন জীবের তৎকালে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি বলিতেছে, তাহা নহে; পরন্তু, পূর্ব্ব-সিদ্ধ স্বীয় রূপেরই পুনরাবির্ভাবমাত্র জ্ঞাপন করিতেছে। পরেও [শ্রুতিতে] 'স্বেন' শব্দ থাকায় [বুঝিতে হইবে,] ব্রহ্মপ্রাপ্তির পর স্বরূপেরই আবির্ভাব বা অভিব্যক্তি হয়', ইত্যাদি সূত্রে এইরূপ কথাই বলিবেন। অতএব, 'এই জীবাত্মস্বরূপে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া', 'যিনি আত্মাতে অবস্থিত, আত্মা হইতে পৃথক্, আত্মা যাঁহাকে জানে না, আত্মাই যাহার শরীর, এবং যিনি আত্মাকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার অন্তর্যামী অমৃতস্বরূপ আত্মা', 'যিনি অক্ষরের (জীবের) অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন, অক্ষর যাঁহার শরীর, এবং অক্ষর যাহাকে জানে না, তিনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, নিষ্পাপ, দিব্য এক অদ্বিতীয় দেবতা নারায়ণ।' 'সকলের আত্মস্বরূপ পরমেশ্বর সমস্ত লোকের অন্তরে অবস্থিত শাসনকর্ত্তা', ইত্যাদি শ্রুতিতে নিজেরই শরীরভূত জীবাত্মাতে আত্মারূপে (অন্তরাত্মভাবে) অবস্থিতির কথা উক্ত থাকায় জীবাত্মবাচক শব্দে পরমাত্মারই উল্লেখ করা হইয়াছে; ইহা কাশকৃৎস্নামক আচার্য্য মনে করেন। 'জীব'শব্দ যে, জীবের পরমাত্মভাব পর্য্যন্তেরই বাচক,

---

(*) প্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি' ইতি 'ক' পাঠঃ।

মেবোক্তম্ "নামরূপে ব্যাকরবাণি" ইত্যত্র। এবমাত্মশরীরভাবেন তাদাত্ম্যোপপাদনে পরস্য ব্রহ্মণোঽপহতপাপ্মত্ব-সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগোচরাঃ জীবস্যাবিদুষঃ শোচতো ব্রহ্মোপাসনান্মোক্ষবাদিন্যো জগৎসৃষ্টি-প্রলয়াভিধায়িন্যো জগতো ব্রহ্মতাদাত্ম্যোপদেশপরাশ্চ সর্ব্বাঃ শ্রুতয়ঃ সম্যগুপপাদিতা ভবন্তি, ইতি কাশকৃৎস্নীয়মেব মতং সূত্রকারঃ স্বীকৃতবান্।

অয়মত্র বাক্যার্থঃ—অমৃতত্বোপায়ে মৈত্রেয্যা পৃষ্টে যাজ্ঞবল্ক্যঃ "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদিনা পরমাত্মোপাসনমমৃতত্বোপায়মুক্ত্বা "আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে" ইত্যাদিনা উপাস্যলক্ষণং, দুন্দুভ্যাদিদৃষ্টান্তৈশ্চোপাসনোপকরণভূত-মনঃপ্রভৃতিকরণনিয়মনং চ সামান্যেনাভিধায় "স যথার্দ্রৈধাগ্নেঃ" ইত্যাদিনা "স যথা সর্ব্বাসামপাং সমুদ্র একায়নম্" ইত্যাদিনা চোপাস্যভূতস্য পরস্য ব্রহ্মণো নিখিলজগদেককারণত্বং, সকলবিষয়প্রবৃত্তিমূল-করণগ্রামনিয়মনঞ্চ বিস্তীর্ণমুপদিশ্য, "স যথা সৈন্ধবঘনঃ" ইত্যাদিনা অমৃতত্বোপায়-প্রবৃত্তিপ্রোৎসাহনায় জীবাত্মস্বরূপেণাবস্থিতস্য পরমাত্মনোঽপরিচ্ছিন্ন-

---

কেবল জীবভাবমাত্র-বাচক নহে, তাহা পূর্ব্বেই "নামরূপে ব্যাকরবাণি" এই স্থলে উক্ত হইয়াছে। এবম্বিধ সিদ্ধান্তানুসারে পরমাত্মার শরীররূপী জীবের সহিত [পরমাত্মার] তাদাত্ম্য-সম্বন্ধই স্থির হইয়াছে। পরব্রহ্মের অপহত-পাপ্মত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণপ্রতিপাদক শ্রুতিসমূহ, তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে শোকসন্তপ্ত জীবের ব্রহ্মোপাসনাফলে মোক্ষপ্রতিপাদিকা শ্রুতিসমূহ, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়বোধিকা শ্রুতিসমূহ এবং ব্রহ্মের সহিত জগতের তাদাত্ম্যোপদেশপ্রদ শ্রুতিসমূহও সম্পূর্ণরূপে উপপন্ন হইতে পারে। এই কারণে স্বয়ং সূত্রকার (বেদব্যাস) এই কাশকৃৎস্নের মতটিই [স্বমতরূপে] স্বীকার করিয়াছেন।

এ পক্ষে বাক্যার্থ এইরূপ—মৈত্রেয়ী মোক্ষলাভের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে পর, যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি [প্রথমতঃ] 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদি বাক্যে পরমাত্মোপাসনাকেই মুক্তিলাভের উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া, 'আত্মাকে দর্শন করিলেই' ইত্যাদি বাক্যে উপাস্য বস্তুর লক্ষণ (প্রকৃত স্বরূপ), এবং দুন্দুভিপ্রভৃতি দৃষ্টান্ত দ্বারা উপাসনার সহায়ভূত মনঃপ্রভৃতি করণ বা সাধনসমূহের সংযমের কথা সামান্যরূপে বলিয়া 'অগ্নির যেমন আর্দ্রকাষ্ঠ, তিনিও তেমন—'ইত্যাদি বাক্যে, এবং 'সমুদ্র যেমন সমস্ত জলের একমাত্র আশ্রয়, তেমনি তিনিও' ইত্যাদি বাক্যে উপাস্যভূত পরব্রহ্মেরই প্রধানতঃ সর্ব্বজগৎ-কারণত্ব এবং সর্ব্বপ্রকার প্রবৃত্তির হেতুভূত ইন্দ্রিয়াদিসাধন সমূহের নিয়মনও (সংযমনও) বিস্তৃতভাবে উপদেশ করিয়া, 'সৈন্ধবখণ্ড যেমন [একরস], তিনিও তেমনি [আনন্দৈকস্বভাব]' ইত্যাদি বাক্যে আবার অমৃতত্ব লাভের উপায়ানুষ্ঠানে উৎসাহবৃদ্ধির নিমিত্ত জীবাত্মস্বরূপে অবস্থিত পরমাত্মার একমাত্র অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানস্বরূপতা উপপাদন করিয়া

জ্ঞানৈকাকারতামুপপাদ্য, তস্যৈবাপরিচ্ছিন্নজ্ঞানৈকাকারস্য সংসারদশায়াং ভূতপরিণামানুবৃত্তিম্ "বিজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানু বিনশ্যতি" ইত্যভিধায় "ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি" ইতি মোক্ষদশায়াং স্বাভাবিকাপরিচ্ছিন্ন-জ্ঞানসঙ্কোচাভাবেন ভূতসঙ্ঘাতেনৈকীকৃত্য আত্মনি দেবাদিরূপজ্ঞানাভাবমুক্ত্বা, পুনরপি "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি" ইত্যাদিনা অব্রহ্মাত্মকত্বেন নানাভূত-বস্তুদর্শনম্ অজ্ঞানকৃতম্, ইতি নিরস্তনিখিলাজ্ঞানস্য ব্রহ্মাত্মকং কৃৎস্নং জগদনুভবতো ব্রহ্মব্যতিরিক্তবস্ত্বন্তরাভাবেন ভেদদর্শনং নিরস্য "যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ" ইতি চ জীবাত্মা স্বাত্মতয়া অবস্থিতেন যেন পরমাত্মনা আহিতজ্ঞানঃ সন্ ইদং সর্ব্বং বিজানাতি, অয়ং তং কেন বিজানীয়াৎ, ন কেনাপি, ইতি পরমাত্মনো দুরবগমত্বমুপপাদ্য "স এষ(*) নেতি নেতি" ইত্যাদিনা অয়ং সর্ব্বেশ্বরঃ স্বেতরসমস্তচিদচিদ্বস্তু-বিলক্ষণস্বরূপ এব সর্ব্বশরীরঃ সন্ সর্ব্বস্যাত্মতয়াবস্থিতঃ ইতি স্বশরীরভূত-

---

'বিজ্ঞানমূর্ত্তি (জীবই) এই পঞ্চভূতকে লক্ষ্য করিয়া উৎপন্ন হইয়া আবার তাহাদেরই সঙ্গে-সঙ্গে বিনষ্ট হইয়া যায়' ইত্যাদি বাক্যে অপরিচ্ছিন্ন-জ্ঞানৈকমূর্ত্তি সেই পরমাত্মারই সংসারাবস্থায় আবার পঞ্চভূত-পরিণাম শরীরাদিতে অনুবৃত্তি বা অনুসরণের কথা বলিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, 'মৃত্যুর পর আর সংজ্ঞা (বিশেষ জ্ঞান) থাকে না', অর্থাৎ জ্ঞানই যখন আত্মার স্বভাবসিদ্ধ একমাত্র স্বরূপ, তখন মোক্ষাবস্থায়ও তাহার সেই অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের সংকোচ (ন্যূনতা) হইতে পারে না; সুতরাং [বুঝিতে হইবে,] পঞ্চভূতের সংঘাত বা সমষ্টিরূপ দেহের সহিত একীভাব বা অভেদাভিমানের ফলীভূত যে, আত্ম-গত দেবাদিভাব-জ্ঞান, তখন কেবল সেই জ্ঞানেরই অভাব হইয়া থাকে। এই কথা বলিয়া পুনশ্চ 'যখন দ্বৈতেরই মত হয়', ইত্যাদি বাক্যে বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মাত্মভাবের অভাবনিবন্ধন যে, নানাবিধ বস্তু-দর্শন, তাহা অজ্ঞানকৃত, অর্থাৎ অজ্ঞানেরই ফল; অতএব যাঁহার সমস্ত অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে, এবং যিনি সমস্ত জগৎকে ব্রহ্মস্বরূপে দর্শন করিতেছেন, তাঁহার নিকট ত ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন বস্তুই নাই; [সুতরাং ভেদদর্শনও নাই;] এইরূপে ভেদদর্শনের প্রত্যাখ্যান করিয়া, 'যাঁহা দ্বারা এই সমস্তকে (জগৎ) জানিতে পারা যায়, তাঁহাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে?' এই বাক্যে, জীবাত্মা স্বীয় আত্মস্বরূপে অবস্থিত যে পরমাত্মার সাহায্যে বিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া এই সমস্ত পদার্থকে অবগত হয়, তাঁহাকে আবার কোন উপায়ে জানিবে? কোন উপায়েই নহে; এইরূপে পরমাত্মার দুর্জ্ঞেয়তা সমর্থন করিয়া 'সেই এই আত্মা ইহা নহে ইহা নহে', এই বাক্যে বলা হইয়াছে যে, এই সর্ব্বেশ্বর (পরমাত্মা) নিশ্চয়ই চেতনাচেতন অপর সমস্ত বস্তু হইতে বিলক্ষণস্বরূপ; সর্ব্বপদার্থই তাঁহার শরীর, এবং তিনিই আত্মারূপে তন্মধ্যে অবস্থিত আছেন সত্য, কিন্তু স্বীয় শরীরভূত চেতনাচেতন বস্তুর দোষরাশি

(*) 'ক' পুস্তকেতু একএব 'নেতি' শব্দঃ পঠ্যতে।

চিদচিদ্বস্তুগতৈর্দোষৈঃ ন সংস্পৃশ্যতে, ইত্যভিধায় "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ, ইত্যুক্তানুশাসনাসি মৈত্রেয়ি, এতাবদরে খলু অমৃতত্বম্" ইতি সমস্তবস্তুবিসজাতীয়ং নিরস্তনিখিলজগদেককারণভূতং সর্ব্বস্য বিজ্ঞাতারং পুরুষোত্তমম্ উক্তপ্রকারাদুপাসনাদ্ ঋতে কেন বিজানীয়াৎ, ইতি ইদমেবোপাসনম্ অমৃতত্বোপায়ঃ; ব্রহ্মপ্রাপ্তিরেব চ অমৃতত্বম্ অভিধীয়তে, ইত্যুক্তবান্। অতঃ, পরং ব্রহ্মৈবাস্মিন্ বাক্যে প্রতিপাদ্যতে, ইতি পরমেব ব্রহ্ম জগৎকারণম্, ন পুরুষঃ তদধিষ্ঠিতা চ প্রকৃতিরিতি স্থিতম্ ॥১॥৪॥২২॥

[ষষ্ঠং বাক্যান্বয়াধিকরণং সমাপ্তম্ ॥৬॥]

প্রকৃত্যধিকরণম্।]

প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ ॥১॥৪॥২৩॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রকৃতিঃ (উপাদান কারণ) চ (ও) প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তানুপরোধাৎ (প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের অবিরোধ হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—জগৎকারণতয়া অবধারিতং পরং ব্রহ্ম কিং নিমিত্তকারণমাত্রং? উত উপদান কারণমপি? ইতি সংশয়ঃ। তত্র ঘটাদিকার্য্যে মৃৎ-কুলালয়োঃ নিমিত্তোপাদানয়োর্ভেদদর্শনাৎ, "অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ" ইত্যাদি শ্রুতেশ্চ নিমিত্তমাত্রম্, ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। অত্রাভিধীয়তে—প্রকৃতিশ্চ, ন কেবলং নিমিত্তমাত্রং, প্রকৃতিঃ—উপাদানকারণমপি ব্রহ্মৈব। কুতঃ? প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ—প্রতিজ্ঞায়াঃ দৃষ্টান্তস্য চ অন্যথানুপপত্তেরিত্যর্থঃ। প্রতিজ্ঞা তাবৎ "যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি" ইত্যেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানবিষয়া; সা চ ব্রহ্মণোঽনুপাদানত্বে পীড্যেত; নিমিত্তবিজ্ঞানে তৎকার্য্যাণামবিজ্ঞেয়ত্বাৎ। দৃষ্টান্তস্তাবৎ—"যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ" ইত্যাদিঃ; অত্র হি উপাদানভূতায়া মৃদো বিজ্ঞানেন তদ্বিকারাণাং বিজ্ঞেয়ত্বং দর্শিতম্; ব্রহ্মণো নিমিত্তকারণমাত্রত্বে তদপি বাধিতং ভবেৎ। ব্রহ্মণঃ স্বরূপাপেক্ষং নিমিত্তত্বং, স্বশরীরভূতাচেতনবস্ত্বপেক্ষঞ্চ উপাদানত্বমিতি বিবেকঃ।

জগৎকারণ পরব্রহ্ম কি কেবলই নিমিত্ত কারণ? অথবা উপাদান কারণও বটে? এইরূপ সংশয়ে বলিতেছেন যে, না--তিনি কেবল নিমিত্ত কারণ নহে, পরন্তু উপাদান কারণও বটে; কারণ, তাহা না হইলে একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা, এবং মৃত্তিকা ও মৃত্তিকাপরিণাম ঘটাদির দৃষ্টান্ত সঙ্গত হয় না। কেননা, মৃত্তিকা যেমন ঘটের উপাদান বলিয়া মৃত্তিকাজ্ঞানেই ঘটাদির জ্ঞান হইয়া যায়, তেমনি ব্রহ্মও জগতের উপাদান কারণ হইলেই, তাহার জ্ঞানে জগতের জ্ঞান হইতে পারে, নচেৎ নহে ॥ ১ । ৪ । ২৩ ॥]

দ্বারা কখনও স্পৃষ্ট হন না। যাজ্ঞবল্ক্য ইহার পরও মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছেন, 'অরে মৈত্রেয়ি, বিজ্ঞাতাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে? তুমি এই তত্ত্বোপদেশ প্রাপ্ত হইলে; নিশ্চয় জানিও,

এবং নিরীশ্বরসাঙ্খ্যে নিরস্তে সতি সেশ্বরসাঙ্খ্যঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে—যদ্যপি ঈক্ষণাদিগুণযোগাৎ সর্ব্বজ্ঞমীশ্বরং জগৎকারণত্বেন বেদান্তাঃ প্রতিপাদয়ন্তি, তথাপি বেদান্তৈরেব জগদুপাদানতয়া প্রধানমেব প্রতিপাদ্যতে ইতি প্রতীয়তে। ন হি বেদান্তাঃ সর্ব্বজ্ঞস্যাপরিণামিনোঽধিষ্ঠাতুরীশ্বরস্য অধিষ্ঠেয়েনাচেতনেন পরিণামিনা প্রধানেন বিনা জগতঃ কারণত্বমবগময়ন্তি। তথা হি—পরিণামিনমেবৈনং প্রকৃতিং চৈতদধিষ্ঠিতাং পরিণামিনীমধীয়তে—

"নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্" [শ্বেতাশ্ব০ ৬।১৯],

"স বা এষ মহানজ আত্মাজরোঽমরঃ" [বৃহদা০ ৬।৪।২৫],

"বিকার-জননীমজ্ঞামষ্টরূপামজাং ধ্রুবাম্।
ধ্যায়তেঽধ্যাসিতা তেন তন্যতে প্রের্য্যতে পুনঃ।

এই পর্য্যন্তই অমৃতত্বের কথা (মোক্ষপ্রসঙ্গ), অর্থাৎ সর্ব্বপদার্থবিলক্ষণও নিখিল জগতের একমাত্র কারণ সর্ব্বজ্ঞ পুরুষোত্তমকে উক্তপ্রকার উপাসনা ব্যতীত আর কি উপায়ে জানিতে পারা যায়? অতএব ইহাই অমৃতত্বলাভের একমাত্র উপায়, এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তিই 'অমৃতত্ব' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অতএব, পরব্রহ্মই উক্ত বাক্যে প্রতিপাদিত হইতেছেন; সুতরাং পরব্রহ্মই জগতের কারণ, [সাংখ্যোক্ত] পুরুষ কিংবা পুরুষাধিষ্ঠিতা প্রকৃতি কারণ নহে; ইহা স্থির হইল ॥১।৪।২২॥

[ষষ্ঠ বাক্যান্বয়াধিকরণ সমাপ্ত ॥ ৬ ॥]

পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে নিরীশ্বর সাংখ্য (কপিল) নিরস্ত হইলে পর সেশ্বর সাংখ্য (পতঞ্জলি) আবার প্রতিপক্ষরূপে দাঁড়াইতেছেন—যদিও বেদান্তশাস্ত্র, ঈক্ষণাদি চেতনগুণ দৃষ্টে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরকেই জগৎকারণ বলিয়া প্রতিপাদন করুক, তথাপি সেই বেদান্ত শাস্ত্রই যে, আবার জগতের উপাদান কারণরূপে প্রধানকেই প্রতিপাদন করিতেছেন, ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে। কেননা, বেদান্তশাস্ত্র যে, ঈশ্বরাধিষ্ঠিত পরিণামী অচেতন প্রকৃতি ব্যতিরেকে কেবলই অপরিণামী (নির্ব্বিকার) সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের জগৎকারণত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন, তাহা নহে (*)। দেখ, পরমেশ্বরকে অপরিণামী এবং ঈশ্বরাধিষ্ঠিত প্রকৃতিকে পরিণামিনী বলিয়া সেইরূপই নির্দ্দেশ করিতেছেন—'নিষ্কল (নিরংশ), নিষ্ক্রিয়, শান্ত (নির্ব্ব্যাপার) সর্ব্বপ্রকার দোষরহিত এবং নিরঞ্জন', 'সেই এই মহান্ আত্মা অজর ও অমর', সমস্ত বিকার-কারণীভূতা ও অচেতন অষ্টবিধ প্রকৃতি জন্মরহিত এবং নিত্য। সেই প্রকৃতি পরমেশ্বরাধিষ্ঠিত হইয়াই চিন্তার বিষয়ীভূত হয়,

---

(*) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণের নাম 'প্রকৃত্যধিকরণ'। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ (১) বিষয়—পরব্রহ্মের জগৎকারণত্ব। (২) সংশয়—পরব্রহ্ম কি জগতের নিমিত্ত কারণ? না—উপাদান কারণও বটে? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—কেবল নিমিত্ত কারণই বটে; কেন না, প্রত্যেক কার্য্যেই নিমিত্ত ও উপাদান কারণ পৃথক্ পৃথক্ হইয়া থাকে। (৪) উত্তর—না পরব্রহ্ম এই জগতের উপাদান কারণও বটে। নচেৎ এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা ও মৃত্তিকাজ্ঞানে সমস্ত মৃত্তিকার জ্ঞানের দৃষ্টান্ত উপপন্ন হয় না। (৫) প্রয়োজন—ব্রহ্মজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানলাভ॥

সূয়তে পুরুষার্থাংশ্চ তেনৈবাধিষ্ঠিতা জগৎ।

গৌরনাদ্যন্তবতী সা জনিত্রী ভূতভাবিনী" [মন্ত্রিকো০ ৩-৫] ইতি।

তথা প্রকৃতিমুপাদানভূতামধিষ্ঠায়ৈবেশ্বরো বিশ্বং জগৎ সৃজতীতি শ্রূয়তে—

"অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ।

মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্।"

[শ্বেতাশ্ব০৪।৯-১০] ইতি।

স্মৃতিরপি—"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্" [গীতা০৯।১০]ইতি। এবমশ্রুতেঽপি প্রধানোপাদানত্বে ব্রহ্মণো জগৎকারণত্বশ্রুত্যন্যথানুপপত্ত্যৈব প্রধানস্বরূপং তস্যেশ্বরাধিষ্ঠিতস্য জগদুপাদানকারণত্বং(*) চ সিধ্যতি। এবমেব হি লোকে নিমিত্তোপাদানয়োরত্যন্তভেদো দৃশ্যতে; মৃৎসুবর্ণাদেরচেতনস্য ঘটকটকাদ্যুপাদানত্বম্, চেতনস্য কুলালসুবর্ণকারাদের্নিমিত্তত্বং চ নিয়তমুপলভ্যতে। কার্য্যনিষ্পত্তিশ্চ নিয়মেনানেককারক-সব্যপেক্ষা দৃষ্টা। এবং নিমিত্তোপাদানয়োর্ভেদনিয়মং কার্য্যনিষ্পত্তেরনেককারক-

---

তিনিই তাহাকে বিস্তার করেন এবং স্বকার্য্যে প্রেরণ করেন, এবং সেই পরমেশ্বরকর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়াই পুরুষার্থ (ভোগ ও অপবর্গ) ও তদুপযুক্ত জগৎ সৃষ্টি করে; আদ্যন্তরহিত, ভূতভব্যাত্মক গোরূপা সেই প্রকৃতিই সর্ব্বপদার্থের জননী'। সেইরূপ, ঈশ্বর যে, উপাদানকারণরূপা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠানপূর্ব্বকই সর্ব্বজগৎ নির্ম্মাণ করেন, তাহাও শ্রুত হইতেছে—'মায়ী অর্থাৎ মায়াধীশ্বর এই প্রকৃতি হইতেই এই জগৎ সৃষ্টি করেন', 'মায়াকে প্রকৃতি (উপাদান) বলিয়া জানিবে, এবং মায়াধিষ্ঠাতাকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে।' স্মৃতিশাস্ত্রও আছে—'প্রকৃতি আমার অধ্যক্ষতায় অর্থাৎ পরিচালনায়ই চরাচরাত্মক সমস্ত জগৎ প্রসব করিয়া থাকে।' অতএব [প্রধানে অধিষ্ঠান ব্যতীত যখন] ব্রহ্মের জগৎকারণত্বই উপপন্ন হইতে পারে না; তখন প্রধানের উপাদানত্ব সাক্ষাৎ শ্রুত না থাকিলেও তদ্ব্যতিরেকে কার্য্য হইতে পারে না বলিয়াই প্রধানের অস্তিত্ব এবং ঈশ্বরাধিষ্ঠিত সেই প্রকৃতির উপাদানত্বও সিদ্ধ হইতেছে। আর ব্যবহার-জগতেও উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণের মধ্যে এইরূপই প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। অচেতন মৃত্তিকা ও সুবর্ণপ্রভৃতির উপাদানত্ব, আর চেতন কুম্ভকার ও স্বর্ণকার প্রভৃতির নিমিত্তকারণত্ব ত সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ হইতেছে। বিশেষতঃ, কার্য্যমাত্রেরই উৎপত্তিতে অনেকপ্রকার কারকের অপেক্ষা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে; [কোথাও ইহার ব্যভিচার দেখা যায় না]; অতএব,

---

(*) 'দুপাদানত্বঞ্চ' ইতি 'ঘ' পাঠঃ।

সব্যাপেক্ষত্বনিয়মঞ্চ অতিক্রম্য একমেব ব্রহ্ম উপাদানং নিমিত্তঞ্চ প্রতিপাদয়িতুং ন প্রভবন্তি বেদান্তবাক্যানি। অতো ব্রহ্ম নিমিত্তকারণমেব, নোপাদানম্; উপাদানং তু তদধিষ্ঠিতং প্রধানমেব ইতি। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—"প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাদ্" ইতি।

[সিদ্ধান্তঃ—ব্রহ্মোপাদানত্বস্থাপনম্]

প্রকৃতিশ্চ—উপাদানঞ্চ; ন নিমিত্তকারণমাত্রং ব্রহ্ম, উপাদানকারণং চ ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ। কুতঃ? প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তানুপরোধাৎ—এবমেব হি প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তৌ নোপরুধ্যেতে। প্রতিজ্ঞা তাবৎ "স্তব্ধোঽসি, উত তমাদেশমপ্রাক্ষ্যঃ—যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্" [ছান্দো° ৬।১।৩] ইত্যেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানবিষয়া। দৃষ্টান্তশ্চ—(*) যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ,...যথা সোম্যৈকেন লোহমণিনা, যথা সোম্যৈকেন নখনিকৃন্তনেন [ছান্দো° ৬।১।৪-৬] ইতি কারণবিজ্ঞানাৎ কার্য্যবিজ্ঞানবিষয়ঃ। যদি নিমিত্তকারণমেব জগতো ব্রহ্ম,

---

নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণগত অত্যন্ত ভেদব্যবস্থা, এবং কার্য্যোৎপত্তিতে অনেককারকসাপেক্ষত্ব নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া বেদান্তবাক্যসমূহ একই ব্রহ্মকে নিমিত্ত ও উপাদানকারণ বলিয়া প্রতিপাদন করিতে কিছুতেই সমর্থ হইতে পারে না। অতএব, ব্রহ্ম কেবলই নিমিত্ত কারণ, কখনও উপাদান কারণ নহে; পরন্তু ব্রহ্মাধিষ্ঠিত প্রকৃতিই জগতের উপাদান কারণ। এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলিতেছেন—"প্রকৃতিশ্চ" ইত্যাদি।

সিদ্ধান্ত—ব্রহ্মের উপাদান-কারণত্ব স্থাপন।

"প্রকৃতিশ্চ" কথার অর্থ—উপাদান কারণও বটে, অর্থাৎ ব্রহ্ম যে কেবলই নিমিত্তকারণ, তাহা নহে, পরন্তু উপাদানকারণও বটে। কারণ কি? প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের অনুপরোধ অর্থাৎ বিরোধ পরিহারই কারণ। কেননা, এইরূপ হইলেই প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের ব্যাঘাত ঘটে না। প্রতিজ্ঞা এই যে, '[হে সোম্য,] তুমি গর্ব্বান্বিত হইতেছ; [ভাল, তুমি তোমার গুরুকে] সেইরূপ উপদেশের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে কি? যাহাতে অশ্রুতও শ্রুত হয়, অচিন্তিতও চিন্তিত হয় এবং অবিজ্ঞাতও বিজ্ঞাত হইয়া থাকে;' একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানলাভই উক্ত প্রতিজ্ঞার বিষয়। ইহার দৃষ্টান্তটিও আবার কারণ-বিজ্ঞানে কার্য্য-বিজ্ঞানবিষয়ক; যথা—'হে সোম্য, যেমন একটি মাত্র মৃন্ময়পাত্র জানিলেই অপর সমস্ত মৃন্ময় পাত্র বিজ্ঞাত হইয়া যায়, হে সোম্য, যেমন একটিমাত্র লোহমণি অর্থাৎ সুবর্ণ-পিণ্ডের জ্ঞানে—; হে সোম্য, যেমন একটি মাত্র নখনিকৃন্তন (নরুণ) জ্ঞাত হইলে—' ইত্যাদি দৃষ্টান্তও কারণ-বিজ্ঞানে কার্য্য-বিজ্ঞানবিষয়ক। ব্রহ্ম যদি জগতের কেবলই নিমিত্ত কারণ

(*) দৃষ্টান্তশ্চ—সোম্যৈ' ইতি 'খ' পাঠঃ।

তদা তদ্বিজ্ঞানান্ন সমস্তং জগদ্বিজ্ঞাতং স্যাৎ। ন হি কুলালাদিবিজ্ঞানে ঘটাদি বিজ্ঞায়তে; অতঃ প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তয়োর্ব্বাধ এব। ব্রহ্মণ এবোপাদানত্বে উপাদানভূত-মৃৎপিণ্ড-লোহমণি-নখনিকৃন্তনবিজ্ঞানেন ঘটমণিক-কটকমুকুট-বাসীপরশ্বধাদি-তৎকার্যবিজ্ঞানবৎ নিখিলজগদেককারণভূতে ব্রহ্মণি বিজ্ঞাতে তৎকার্য্যং জগদ্বিজ্ঞাতং (*) স্যাৎ। কারণমেবাবস্থান্তরমাপন্নং কার্য্যং ন দ্রব্যান্তরম্; ইতি কার্য্য-কারণরূপেণাবস্থিতমৃৎ-তদ্বিকারাদিনিদর্শনেন প্রতিজ্ঞাসমর্থনাৎ ব্রহ্মৈব জগদুপাদানং চেতি নিশ্চীয়তে।

যত্তু, নিমিত্তোপাদানয়োর্ভেদঃ শ্রুত্যৈব প্রতীয়ত ইতি; তদসৎ, নিমিত্তোপাদানয়োরৈক্যপ্রতীতেঃ, "উত তমাদেশমপ্রাক্ষ্যঃ, যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি" ইতি। আদিশ্যতে—প্রশিষ্যতে অনেনেত্যাদেশঃ, "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি (†) সূর্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" [বৃহদা০ ৫।৮।৯] ইত্যাদিশ্রুতেঃ। সাধকতমত্বেন কর্ত্তা বিবক্ষিতঃ। তমাদেষ্টারম-

---

হন, তাহা হইলে তাঁহাকে জানিলে কখনই সমস্ত জগৎ বিজ্ঞাত হইতে পারে না; কেননা, কুম্ভকার প্রভৃতিকে জানিলে কখনই [তন্নির্ম্মিত] ঘটাদি কার্য্য বিজ্ঞাত হয় না; সুতরাং [ব্রহ্মকে উপাদান কারণ না বলিলে] নিশ্চয়ই প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের বাধা হয়। [পক্ষান্তরে,] ব্রহ্মই যদি উপাদান কারণ হন, তাহা হইলে, উপাদানভূত মৃৎপিণ্ড, সুবর্ণপিণ্ড ও নখনিকৃন্তন-বিজ্ঞানে যেরূপ তৎকার্য্য—ঘট, মণিক (জালা), বলয়, মুকুট, বাইস ও কুঠারাদির জ্ঞান হয়, তদ্রূপ সর্ব্ব জগতের উপাদানস্বরূপ ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইলেই তৎকার্য্যভূত সমস্ত জগৎও বিজ্ঞাত হইতে পারে। কারণই অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া কার্য্য-[সংজ্ঞায় অভিহিত হয়, কিন্তু কার্য্য কখনই কারণ হইতে] পৃথক্ দ্রব্য নহে। অতএব কার্য্য-কারণভাবে অবস্থিত মৃত্তিকা ও তদ্বিকার ঘটাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিজ্ঞার সমর্থন করায় ব্রহ্মেরই জগদুপাদানত্ব নিশ্চিত হইতেছে।

আর যে, শ্রুতি অনুসারেই নিমিত্ত ও উপাদান কারণের ভেদপ্রতীতি হয়, [বলা হইয়াছে], তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ, 'ভাল, তুমি সেই উপদেশ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে কি? যাহাতে অশ্রুতও শ্রুত হয়, এই শ্রুতি হইতে নিমিত্ত ও উপাদান-কারণের ঐক্য বা অভেদই প্রতীত হইতেছে। [শ্রুতির 'আদেশ' কথার অর্থ—] যাহা দ্বারা আদিষ্ট হয় অর্থাৎ উত্তমরূপে শাসিত হয়, তাহার নাম 'আদেশ'। 'হে গার্গি, এই অক্ষর ব্রহ্মের শাসনে [সূর্য্য ও চন্দ্র বিধৃত আছেন]' ইত্যাদি শ্রুতিই এ বিষয়ে প্রমাণ। [ব্রহ্মই] ক্রিয়াসিদ্ধির প্রধান উপায়, এই কারণে তিনিই 'কর্ত্তারূপে বিবক্ষিত হইয়াছেন। সেই আদেষ্টার (শাসনকর্ত্তার) বিষয়ে কি জিজ্ঞাসা

(*) বিজ্ঞাতমেব' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(†) 'খ' পুস্তকেতু 'সূর্য্যা' ইত্যাদ্যংশঃ ন পঠ্যতে।

প্রাক্ষ্যঃ—"যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি" (*) ইতি যেন আদেষ্ট্রা অধিষ্ঠাত্রা শ্রুতেন অশ্রুতমপি শ্রুতং ভবতীতি নিমিত্তোপাদানয়োরৈক্যং প্রতীয়তে; "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেব" ইতি প্রাক্ সৃষ্টেরেকত্বাবধারণাদ্ অদ্বিতীয়পদেনাধিষ্ঠাত্রন্তরনিষেধাচ্চ।

নন্বেবং সতি "বিকারজননীম্" "গৌরনাদ্যন্তবতী" ইত্যাদিভিঃ প্রকৃতেরাদ্যন্তবিরহেণ নিত্যত্বং জগদুপাদানত্বং চ শ্রূয়মাণং কথমুপপদ্যতে? তদুচ্যতে—তত্রাপ্যবিভক্তনামরূপং কারণাবস্থং ব্রহ্মৈব প্রকৃতি-শব্দেনাভিধীয়তে, ব্রহ্মব্যতিরিক্তবস্ত্বন্তরাভাবাৎ। তথাহি শ্রুতয়ঃ—"সর্ব্বং তং পরাদাৎ যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদ", "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ" ইত্যাদ্যাঃ; "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" [ছান্দো০ ৬।১৪।১] "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" [ছান্দো০ ৬।৮।৭] ইতি কার্য্যাবস্থং কারণাবস্থং চ সর্ব্বং জগৎ ব্রহ্মাত্মকমিতি শ্রবণাচ্চ।

এতদুক্তম্ভবতি—"যঃ পৃথিবীমন্তরে সঞ্চরন্, যস্য পৃথিবী শরীরং, যং পৃথিবী ন বেদ" ইত্যারভ্য "যোঽব্যক্তমন্তরে সংচরন্, যস্যাব্যক্তং শরীরং,

---

করিয়াছিলে? যাহা দ্বারা অশ্রুতও শ্রুত হয়, অর্থাৎ যে আদেষ্টা অর্থাৎ প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা শ্রুত হইলে তদ্দ্বারা অপর অশ্রুত বিষয়ও শ্রুত হয়, এই কথায় নিমিত্ত ও উপাদান-কারণের একত্বই প্রতীত হইতেছে। বিশেষতঃ 'হে সোম্য, অগ্রে এই জগৎ একমাত্র সৎস্বরূপই ছিল', এই শ্রুতিতে একত্বাবধারণ হেতু 'অদ্বিতীয়' পদে অপর অধিষ্ঠাতার (পরিচালকের) নিবারণ করা হইয়াছে; ইহা হইতেও [একত্বেরই প্রতীতি হইতেছে]।

ভাল, এরূপ হইলে 'বিকারজননী' এবং 'আদ্যন্তরহিত গৌরূপা', ইত্যাদি বাক্যে প্রকৃতির আদ্যন্ত-রাহিত্য-নিবন্ধন যে নিত্যত্ব ও জগদুপাদানত্ব শ্রুত হইতেছে, তাহার উপপত্তি হয় কিরূপে? হাঁ, তাহা কথিত হইতেছে—সেখানেও নাম-রূপবিভাগরহিত, কারণাবস্থ ব্রহ্মই 'প্রকৃতি'শব্দে অভিহিত হইতেছে; কারণ, ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন বস্তুই সৎ নহে। সেইরূপ শ্রুতিও আছে—'সকলেই তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবে, যে লোক আত্মার অন্যত্র অর্থাৎ আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া সকলকে জানে', 'যখন সমস্তই ইঁহার আত্মস্বরূপ হইয়া যায়' ইত্যাদি। বিশেষতঃ 'এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ', 'এই সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক', ইত্যাদি স্থলে কার্য্যভাবাপন্ন ও কারণভাবাপন্ন সমস্ত জগতেরই ব্রহ্মস্বরূপত্বশ্রবণও ইহার অপর হেতু।

ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, 'যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন, পৃথিবী যাঁহার শরীর, পৃথিবী যাঁহাকে জানে না', এই হইতে আরম্ভ করিয়া—'যিনি অব্যক্তের (প্রকৃতির)

(*) 'খ' পুস্তকেতু 'ইতি' শব্দো নাস্তি।

যমব্যক্তং ন বেদ, যোঽক্ষরমন্তরে সঞ্চরন্, যস্যাক্ষরং শরীরং, যমক্ষরং ন বেদ" "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি" ইত্যারভ্য "য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোঽন্তরো যমাত্মা ন বেদ, যস্যাত্মা শরীরং য অত্মানমন্তরো যময়তি, স ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ" ইতি চ সর্ব্বচিদচিদ্বস্তুশরীরতয়া সর্ব্বদা সর্ব্বাত্মভূতং পরং ব্রহ্ম কদাচিদ্বিভক্তনামরূপং, কদাচিচ্চাবিভক্তনামরূপম্; যদা বিভক্তনামরূপম্ তদা তদেব বহুত্বেন কার্য্যত্বেন চোচ্যতে; যদা চাবিভক্তনামরূপং, তদা 'একমদ্বিতীয়ং কারণম্' ইতি চ। এবং সর্ব্বদা চিদচিদ্বস্তুশরীরস্য পরস্য ব্রহ্মণো বিভক্তনামরূপা যা কারণাবস্থা, সা "গৌরনাদ্যন্তবতী," "বিকারজননীমজ্ঞাম্," "অজামেকাম্" ইত্যাদিভিরভিধীয়তে।

নন্ু চ "মহানব্যক্তে লীয়তে, অব্যক্তমক্ষরে লীয়তে" ইতি প্রলয়শ্রুতেঃ অব্যক্তস্যোৎপত্তি-প্রলয়ৌ প্রতীয়েতে; যথা চ মহাভারতে—

"তস্মাদব্যক্তমুৎপন্নং ত্রিগুণং দ্বিজসত্তম।
অব্যক্তং পুরুষে ব্রহ্মন্ নিষ্কলে সংপ্রলীয়তে"।

[শান্তি০ মোক্ষ০ ৮।১৩।১৪] ইতি।

অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন, অব্যক্ত যাঁহার শরীর, অথচ অব্যক্ত যাঁহাকে জানে না; 'যিনি অক্ষরের অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন, অক্ষর যাঁহার শরীর, অথচ অক্ষর যাঁহাকে জানে না', 'যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে অবস্থান করেন, পৃথিবী হইতে পৃথক্, পৃথিবী যাঁহাকে জানে না, পৃথিবী যাঁহার শরীর, যিনি পৃথিবীকে নিয়মিত করেন', এই হইতে আরম্ভ করিয়া—'যিনি আত্মাতে অবস্থিত, আত্মা হইতে পৃথক্, আত্মা যাঁহাকে জানে না, আত্মা যাঁহার শরীর, যিনি অন্তরে থাকিয়া আত্মাকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার অন্তর্যামী অমৃতস্বরূপ আত্মা' এই শ্রুতিও চেতনাচেতনময় শরীরধারী বলিয়া সকল সময়েই সকলের আত্মস্বরূপ পরব্রহ্মকে কখনও নাম-রূপ হইতে বিভক্তরূপে কখনও বা নাম-রূপের সহিত অবিভক্তস্বরূপে [প্রতিপাদন করিতেছে]; তন্মধ্যেও [বিশেষ এই যে,] যখন নাম-রূপে বিভক্ত হন, তখন সেই ব্রহ্মই বহু ও কার্য্য স্বরূপ বলিয়া উক্ত হন, অবার যখন নাম-রূপে বিভক্ত না হন, তখন এক অদ্বিতীয় এবং কারণ-স্বরূপ বলিয়াও [কথিত হন]। এইরূপে [জানা যায় যে,] পরব্রহ্ম সর্ব্বদাই চেতনা-চেতনময়-শরীর সম্পন্ন; সেই পরব্রহ্মের যে, নাম-রূপে অবিভক্ত কারণাবস্থা, তাহাই "গৌঃ অনাদ্যন্তবতী," "বিকারজননীম্ অজ্ঞাম্" ও "অজাম্ একাম্" ইত্যাদি বাক্যে অভিহিত হইয়াছে।

প্রশ্ন এই যে, 'মহান্ অব্যক্তে লীন হয়, অব্যক্ত আবার অক্ষরে লীন হয়', এই প্রলয়প্রতিপাদক শ্রুতি হইতে জানা যাইতেছে যে, অব্যক্তেরও উৎপত্তি ও প্রলয় আছে। মহাভারতেও সেইরূপ কথা আছে—'হে দ্বিজসত্তম, তাঁহা হইতেই ত্রিগুণাত্মক অব্যক্ত উৎপন্ন হইয়াছে, হে

নৈষ দোষঃ, অচিদ্বস্তুশরীরস্য ব্রহ্মণোঽব্যক্তশব্দবাচ্যায়াঃ কার্য্যত্বাৎ। "যদা তমস্তন্ন দিবা ন রাত্রিঃ" ইতি কৃৎস্নপ্রলয়দশায়ামপি ব্রহ্মাত্মকস্যাতিসূক্ষ্মস্যাচিদ্বস্তুনঃ স্থিত্যভিধানাৎ জগৎকারণস্য পরস্য ব্রহ্মণঃ প্রকারভূতমতিসূক্ষ্মং চাচিদ্বস্তু (*) নিত্যমেব, ইতি তৎপ্রকারং ব্রহ্মৈব "গৌরনাদ্যন্তবতী" ইত্যাদিভিঃ অভিধীয়তে। অত এব চ "অক্ষরং তমসি লীয়তে, তমঃ পরে দেব একীভবতি" ইতি তমস একীভাবমাত্রমেব শ্রূয়তে, ন তু লয়ঃ। একীভাব ইতি তমোঽভিধানাতিসূক্ষ্মাচিদ্বস্তুপ্রকারস্য ব্রহ্মণোঽবিভক্তনামরূপতয়াবস্থানমভিধীয়তে। "তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে প্রকেতং তমসস্তন্মহিনাজায়তৈকম্" ইত্যাদ্যপ্যেতদেব বদতি। তথাচ মানবং বচনম্—

"আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ" [মনু° ১।৫] ইতি।

"অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ" ইত্যাদ্যনন্তরমেবোপপাদয়িষ্যতে, ব্রহ্মণোঽপরিণামিত্ব-শ্রুতয়শ্চ।

ব্রাহ্মণ, অব্যক্ত আবার নিষ্কল (নিরংশ) পুরুষে (পরব্রহ্মে) বিলীন হয়' ইতি। না—ইহা দোষাবহ নহে; কারণ, অচেতনাত্মকশরীরধারী ব্রহ্মও ঐ ত্রিগুণাত্মিকা অব্যক্তাবস্থারই কার্য্য বা ফল স্বরূপ। 'যখন তমঃ ছিল, তখন (প্রলয়কালে) দিবা ও রাত্রি ছিল না,' এখানে সর্ব্ব-প্রলয়াবস্থায়ও ব্রহ্মাত্মক অতি সূক্ষ্ম অচেতন বস্তুর অস্তিত্ব কথিত থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, জগৎকারণ-পরব্রহ্মের বিশেষণীভূত যে, অতি সূক্ষ্ম জড়বস্তু, তাহা নিত্যই থাকে; সুতরাং সেই সূক্ষ্ম বিশেষণে বিশেষিত ব্রহ্মই "গৌঃ অনাদ্যন্তবতী" বাক্যে অভিহিত হইতেছেন। এই কারণেই অর্থাৎ তমোরূপ সূক্ষ্ম অচেতন পদার্থের নিত্যসদ্ভাব বশতই 'অক্ষর তমেতে লীন হয়, সেই তমঃ আবার পরদেবতায় (পরমাত্মায়) একীভূত হয়', এখানে ব্রহ্মের সহিত তমের একীভাব মাত্র শ্রুত হইতেছে', কিন্তু ব্রহ্মেতে প্রলয় নহে। ব্রহ্মের বিশেষণীভূত যে, তমঃসংজ্ঞক অতিসূক্ষ্ম অচিৎ বস্তু, ব্রহ্ম হইতে তাহার নামরূপাকারে অবিভাগাবস্থাই এখানে 'একীভাব' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। আর 'তমঃ ছিল, সৃষ্টির পূর্ব্বে সমস্ত বৈচিত্র্যই তমঃ দ্বারা আবৃত ছিল; এবং তাঁহার মহিমায় সেই তমঃ একীভূত হইয়াছিল' ইত্যাদি বাক্যও বর্ণিত অর্থই প্রকাশ করিতেছে। মনুবচনও এইরূপ—'এই জগৎ তমোভূত (অজ্ঞানাচ্ছন্ন) এবং অলক্ষণ ছিল, অর্থাৎ ইহার কোনপ্রকার বিশেষ লক্ষণ ছিল না; [সুতরাং] অজ্ঞাত, অতর্ক্য (চিন্তার অযোগ্য) এবং জ্ঞানেরও অযোগ্য—এমন কি যেন সর্ব্বতোভাবে নিদ্রিতই ছিল।' অব্যবহিত পরেই, 'মায়ী (ঈশ্বর) ইহা হইতে (প্রকৃতি হইতে) এই বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন', ইত্যাদি বাক্যের এবং ব্রহ্মের অপরিণামিত্ব প্রতিপাদক শ্রুতিসমূহেরও উপপাদন অর্থাৎ সঙ্গতি প্রদর্শন করা হইবে।

(*) চিদচিদ্বস্তু ইত্যধিকঃ 'ক' পাঠঃ।

যত্তু, একস্য নিমিত্তত্বমুপাদানত্বঞ্চ ন সম্ভবতি, এককারকনিষ্পাদ্যত্বং চ কার্য্যস্য, লোকে তথা নিয়মদর্শনাৎ। অতঃ 'অগ্নিনা সিঞ্চেৎ' ইতিবৎ বেদান্তবাক্যান্যেকস্মাদেবোৎপত্তিং প্রতিপাদয়িতুং ন প্রভবন্তীতি। অত্রোচ্যতে—সকলেতরবিলক্ষণস্য পরস্য ব্রহ্মণঃ সর্ব্বশক্তেঃ সর্ব্বজ্ঞস্যৈকস্যৈব সর্ব্বমুপপদ্যতে। মৃদাদেরচেতনস্য জ্ঞানাভাবেনাধিষ্ঠাতৃত্বাযোগাৎ অধিষ্ঠাতুঃ কুলালাদের্ব্বিচিত্রপরিণামশক্তিবিরহাদসত্যসংকল্পতয়া চ তথাদর্শননিয়মঃ; অতো ব্রহ্মৈব জগতো নিমিত্তমুপাদানং চ ॥১॥৪॥২৩॥

অভিধ্যোপদেশাচ্চ ।'১॥৪॥২৪॥

[পদচ্ছেদঃ—অভিধ্যোপদেশাৎ (সংকল্পের—সৃষ্টি ইচ্ছার উপদেশ হেতু) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—"সোঽকাময়ত বহু স্যাম্", "তদ্ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইত্যাদৌ জগৎস্রষ্টুঃ ব্রহ্মণ এব জগদাকারেণ বহুভবনবিষয়কচিন্তোপদেশাদপি ব্রহ্মৈব জগত উপাদানং নিমিত্তং চ সিধ্যতীত্যর্থঃ ॥

'তিনি কামনা করিয়াছিলেন—আমি বহু হইব' 'তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন—আমি বহু হইব, জন্মিব', ইত্যাদি বাক্যে এক ব্রহ্মেরই বহুভাবধারণ বিষয়ে চিন্তার উল্লেখ থাকায় প্রমাণিত হইতেছে যে, এক ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৪ ॥]

ইতশ্চোভয়ং ব্রহ্মৈব, "সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইতি "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইতি স্রষ্টুর্ব্রহ্মণঃ স্বস্যৈব বহুভবন-

---

আরও যে, বলা হইয়াছে; লোকদৃষ্টনিয়মানুসারে একই বস্তুর নিমিত্তকারণত্ব ও উপাদানকারণত্ব সম্ভব হয় না, এবং একই কারণে কার্য্যোৎপত্তিও সম্ভবপর হয় না; অতএব, 'অগ্নি দ্বারা সেচন করিবে' ইত্যাদি লৌকিক বাক্যের ন্যায় বেদান্তবাক্যসমূহও একই কারণ হইতে জগদুৎপত্তি প্রতিপাদনে সমর্থ হইতে পারে না। এতদুত্তরে বলা হইতেছে যে, অপর সর্ব্ব পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নস্বভাব, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি এক পরব্রহ্মের পক্ষেই ঐ সমস্ত [অসম্ভবের সম্ভাবনা] উপপন্ন হয়। [কেন না,] মৃত্তিকা প্রভৃতি পদার্থগুলি অচেতন; সুতরাং জ্ঞান না থাকায় তাহাদের অধিষ্ঠাতৃত্ব হইতে পারে না; বিশেষতঃ তৎকর্ত্তা কুম্ভকার প্রভৃতি নিমিত্ত কারণ সমূহের বিচিত্রাকারে পরিণামসাধক শক্তিও না থাকায় এবং সত্যসংকল্পতার অভাব হেতুতেও লোকব্যবহারে ঐরূপ নিয়ম দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব এক ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৩ ॥

এই কারণেও ব্রহ্মই উভয়বিধ কারণ; 'তিনি কামনা করিয়াছিলেন—বহু হইব', 'তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন,—বহু হইব—জন্মিব', ইত্যাদি স্থলে স্বয়ং স্রষ্টৃস্বরূপ ব্রহ্মেরই বহুভাব-

সংকল্পোপদেশাৎ 'বিচিত্রচিদচিদ্রূপেণাহমেব বহু স্যাং, তথা প্রজায়েয়' ইতি সংকল্পপূর্ব্বিকা হি সৃষ্টিরুপদিশ্যতে ॥১॥৪॥২৪॥

সাক্ষাচ্চোভয়াম্নানাৎ ॥১॥৪॥২৫॥

[পদচ্ছেদঃ—সাক্ষাৎ (সাক্ষাৎ সম্বন্ধে) চ (ও) উভয়াম্নানাৎ (উভয়ের—নিমিত্ত ও উপাদানকারণভাবের আম্নান—কথন হইতে)।]

[সরলার্থঃ—"কিং স্বিদ্বনং, ক উ স বৃক্ষ আসীৎ" ইত্যাদৌ জগদুপাদান-নিমিত্তকারণ-বিষয়কপ্রশ্নে "ব্রহ্ম বনং ব্রহ্ম স বৃক্ষ আসীৎ"; "ব্রহ্মাধ্যতিষ্ঠৎ" ইত্যুত্তরবাক্যে ব্রহ্মণ এব নিমিত্তত্ব-মুপাদানত্বঞ্চ—উভয়মপি সাক্ষাৎ আম্নায়তে; তস্মাৎ ব্রহ্মৈব নিমিত্তমুপাদানঞ্চেত্যর্থঃ ॥

'বন কি এবং [তাহার উপাদানভূত] সেই বৃক্ষই বা কি ছিল?' জগতের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ-বিষয়ক এই প্রশ্নের উত্তরে—'ব্রহ্মই বনস্বরূপ, এবং ব্রহ্মই সেই বৃক্ষস্বরূপ ছিলেন, এবং তিনিই তাহার অধিষ্ঠাতা হইয়াছিলেন' এইরূপে সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই ব্রহ্মের নিমিত্তকারণত্ব ও উপাদানকারণত্ব কথিত হইয়াছে; অতএব এক ব্রহ্মকেই নিমিত্ত ও উপাদানকারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৫ ॥]

ন কেবলং প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তাভিধ্যোপদেশাদিভিরয়মর্থো নিশ্চীয়তে; ব্রহ্মণ এব নিমিত্তত্বমুপাদানত্বঞ্চ সাক্ষাদাম্নায়তে—

"কিস্বিদ্বনং ক উ স বৃক্ষ আসীদ্ যতো দ্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ।
মনীষিণো মনসা পৃচ্ছতে দুতদ্ যদধ্যতিষ্ঠদ্ ভুবনানি ধারয়ন্ ॥
ব্রহ্ম বনং ব্রহ্ম স বৃক্ষ আসীদ্ যতো দ্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ।
মনীষিণো মনসা বিব্রবীমি বো ব্রহ্মাধ্যতিষ্ঠদ্ ভুবনানি ধারয়ন্"
[অষ্টক০ ২।৮।৭।৮] ইতি।

ধারণবিষয়ক সংকল্পের উপদেশ রহিয়াছে। কেননা, 'বিচিত্র চেতনাচেতনাকারে আমিই বহু হইব, এবং জন্মিব', এইরূপ সংকল্পপূর্ব্বক সৃষ্টিই এখানে উপদিষ্ট হইতেছে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৪ ॥

কেবল যে, প্রতিজ্ঞা, দৃষ্টান্ত ও অভিধ্যার (চিন্তার) উপদেশ হইতেই ব্রহ্মের উক্ত উভয়বিধ কারণত্ব সিদ্ধ হইতেছে, তাহা নহে; সাক্ষাৎসম্বন্ধেও ব্রহ্মের নিমিত্তত্ব ও উপাদানত্ব পঠিত আছে। [যথা—] 'জিজ্ঞাসা করি, সেই বনই বা কি? এবং সেই বৃক্ষই বা কি ছিল? সত্যসংকল্প পরমেশ্বর যাহা হইতে আকাশ ও পৃথিবী নির্ম্মাণ করিয়াছেন? এবং সমস্ত জগৎ ধারণকরতঃ যাহাতে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন? [উত্তর—] 'হে সুধীগণ, তোমাদিগকে বলিতেছি—ব্রহ্মই বন (কার্য্য), এবং ব্রহ্মই সেই বৃক্ষস্বরূপ (উপাদানস্বরূপ) ছিলেন। যাহা হইতে আকাশ ও পৃথিবী নির্ম্মিত হইয়াছে। ঈশ্বর সর্ব্বজগৎ ধারণার্থ এই ব্রহ্মেই অধিষ্ঠান

অত্র হি স্রষ্টুর্ব্রহ্মণঃ কিমুপাদানং কানি চোপকরণানীতি লোকদৃষ্ট্যা পৃষ্টে সকলেতরবিলক্ষণস্য ব্রহ্মণঃ সর্ব্বশক্তিযোগো ন বিরুদ্ধঃ, ইতি ব্রহ্মৈবোপাদানমুপকরণানি চেতি পরিহৃতম্; অতশ্চোভয়ং ব্রহ্ম ॥১॥৪॥২৫॥

আত্মকৃতেঃ ॥১॥৪॥২৬॥

[পদচ্ছেদঃ—আত্মকৃতেঃ (আপনাকেই নানাকারে পরিণত করায়)।]

[সরলার্থঃ—"সোঽকাময়ত, বহু স্যাং প্রজায়েয়", "তৎ আত্মানং স্বয়মকুরুত", ইতি সিসৃক্ষোঃ ব্রহ্মণ এব কর্ম্মত্বং কর্তৃত্বং চ অবগম্যতে; অতশ্চ তস্য নিমিত্তত্বমুপাদানত্বম্—উভয়মপি সিধ্যতীতি ভাবঃ।

'তিনি কামনা করিলেন—আমি বহু হইব, জন্মিব', এখানে ব্রহ্ম নিজেই নিজেকে বিচিত্রাকারে পরিণত করার কথা থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, এক ব্রহ্মই নিমিত্তও বটে, উপাদানও বটে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৬ ॥]

"সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়" [তৈত্তি০ আন০ ৬।২] ইতি সিসৃক্ষুত্বেন প্রকৃতস্য ব্রহ্মণঃ "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" ইতি সৃষ্টেঃ কর্ম্মত্বং কর্তৃত্বঞ্চপ্রতীয়তে, ইত্যাত্মন এব বহুত্বকরণাৎ তস্যৈব নিমিত্তত্বমুপাদানত্বঞ্চ প্রতীয়তে। অবিভক্তনামরূপ (*) আত্মা কর্ত্তা, স এব বিভক্তনামরূপঃ কার্য্যম্, ইতি কর্তৃত্বকর্ম্মত্বয়োর্ন বিরোধঃ। স্বয়মেবাত্মানং তথা অকুরুতেতি নিমিত্তমুপাদানঞ্চ ॥১॥৪॥২৬॥

করিয়াছিলেন।' এখানে লৌকিক ব্যবহারানুসারে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মের সম্বন্ধে উপাদান কি? এবং উপকরণ (সাধনসমূহ) কি? ইহা জিজ্ঞাসিত হইলে পর, সর্ব্বপদার্থ বিলক্ষণ ব্রহ্মের সর্ব্বশক্তি থাকা বিরুদ্ধ হয় না বলিয়া ব্রহ্মকেই উপাদান ও উপকরণ স্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়া প্রতিবচন প্রদান করা হইয়াছে; এই কারণেও ব্রহ্মই উভয়প্রকার (নিমিত্ত ও উপাদানকারণ) ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৫ ॥

'তিনি কামনা করিয়াছিলেন, আমি বহু হইব, জন্মিব' এই শ্রুতিতে, যিনি সৃষ্টির ইচ্ছুক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন; 'তিনি নিজেই নিজেকে [বহুরূপ] করিয়াছিলেন', এখানে প্রস্তাবিত সেই ব্রহ্মেরই সৃষ্টিকার্য্যে কর্তৃত্ব ও কর্ম্মত্ব প্রতীত হইতেছে; অতএব, আপনাকেই বহুভাবে প্রকটিত করায় তাঁহারই নিমিত্তত্ব ও উপাদানত্ব পরিজ্ঞাত হইতেছে। আত্মা হইতে যখন নাম ও রূপ পৃথক্ না থাকে, অর্থাৎ আত্মস্বরূপেই থাকে, তখনই আত্মা হয় কর্ত্তা; আর যখন নাম ও রূপ বিভক্ত হইয়া পড়ে, তখন হয় কার্য্যস্বরূপ; সুতরাং [একেরই] কর্তৃত্ব ও কর্ম্মত্বে কোন বিরোধ হইতেছে না। আর আপনিই যখন আপনাকে সেইরূপ (কার্য্যাকারে পরিণত) করিলেন, তখন তিনি ত নিমিত্ত ও উপাদান, উভয়বিধ কারণই বটে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৬ ॥

(*) এব কর্ত্তা' ইতি 'ক' পাঠঃ।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম", "আনন্দো ব্রহ্ম", "অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্ব্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ", "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্", "স বা এষ মহানজ আত্মা অজরোঽমরঃ" ইতি স্বভাবতো নিরস্তসমস্তচেতনাচেতনবর্ত্তিদোষগন্ধস্য নিরতিশয়জ্ঞানানন্দৈকতানস্য পরস্য ব্রহ্মণো বিচিত্রানন্তাপুরুষার্থাস্পদ-চিদচিন্মিশ্র-প্রপঞ্চরূপেণাত্মনো বহুভবনসঙ্কল্পপূর্ব্বকং বহুভবনং (*) কথমুপপদ্যতে? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—

পরিণামাৎ ॥১॥৪॥২৭॥

[পদচ্ছেদঃ—পরিণামাৎ (পরিণাম হেতু)।]

[সরলার্থঃ—ননু ব্রহ্ম হি নিত্যনিরবদ্যজ্ঞানানন্দাদিস্বরূপং, জগচ্চ তদ্বিপরীতম্; প্রকৃতিবিকারয়োশ্চ তুল্যরূপত্বনিয়মাব্যভিচারাৎ ব্রহ্মণো জগদুপাদানত্বে বিরোধ এব প্রসজ্যতে; ইত্যত আহ— "পরিণামাৎ" ইতি। অবিভক্তনামরূপাতিসূক্ষ্ম-চিদচিদ্বস্তুশরীরকং কারণাবস্থং ব্রহ্মৈব 'বিভক্তনামরূপচিদচিদ্বস্তুশরীরকঃ ভবেয়ং' ইতি সংকল্প্য স্বয়মেব জগদাকারেণ পরিণমতে, ইতি 'তৎ আত্মানং স্বয়ম্ অকুরুত' ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ প্রতীয়তে; ততশ্চ, অবিভক্তানামেব নামরূপাণাং স্বতো বিভজ্য জগদাকারেণ পরিণমনাৎ স্বস্য চ কূটস্থরূপেণৈব তদনুপ্রবেশাৎ নাস্তি বিরোধ ইত্যভিপ্রায়ঃ॥

আশঙ্কা হইতে পারে, ব্রহ্ম যখন স্বভাবতই নিত্যনির্দ্দোষ জ্ঞান ও আনন্দময়, আর দৃশ্যমান জগৎ যখন ঠিক তাহার বিপরীত, অথচ প্রকৃতি ও তৎকার্য্যের সমানরূপতাও যখন অপরিহার্য্য নিয়মসিদ্ধ, তখন ব্রহ্মকে জগতের উপাদান কারণ বলিলে নিশ্চয়ই বিরোধ উপস্থিত হয়। এতদুত্তরে বলিতেছেন—না—পরিণামই ইহার কারণ।

সৃষ্টির পূর্ব্বে নাম ও রূপ অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম চেতনাচেতন সমস্ত পদার্থই ব্রহ্ম-শরীররূপে ব্রহ্মে অবস্থিতি করে, সৃষ্টিকালে তিনি সেই স্বীয় শরীরস্থানীয় নামরূপাদি বিষয়গুলিকে পৃথক্‌রূপে পরিণত করেন, এবং স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়াই তন্মধ্যে প্রবেশ করেন; সুতরাং উক্ত বিরোধের সম্ভাবনাই নাই॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৭ ॥]

'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ', 'ব্রহ্ম আনন্দ স্বরূপ', '[ব্রহ্ম নিষ্পাপ, এবং জরা, মৃত্যু, শোক, বুভুক্ষা ও পিপাসারহিত', 'নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, নিরঞ্জন, নির্দ্দোষ ও শান্তস্বভাব', 'সেই এই মহান্ আত্মা জরামরণবর্জ্জিত', ইত্যাদি শ্রুতিপ্রতিপাদিত পরব্রহ্ম যখন স্বভাবতই চেতনাচেতনগত সমস্ত দোষ-সংস্পর্শবর্জ্জিত এবং সর্ব্বাতিশয় জ্ঞান ও আনন্দসার, তখন তাঁহার যে,স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আপনাকে পুরুষের অপ্রার্থনীয় অনন্তবৈচিত্র্যময় চেতনাচেতনমিশ্রিত জগদাকারে বহুরূপে পরিণত করা, ইহা উপপন্ন হয় কি প্রকারে? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—"পরিণামাৎ।"

(*) বহুভবনম্' ইতি 'খ' পাঠঃ।

পরিণামস্বাভাব্যাৎ ; নাত্রোপদিশ্যমানস্য পরিণামস্য পরস্মিন্ ব্রহ্মণি দোষাবহত্বং স্বভাবঃ, প্রত্যুত নিরঙ্কুশৈশ্বর্য্যাবহত্বমেবেত্যভিপ্রায়ঃ। এবমেব হি পরিণাম উপদিশ্যতে ; অশেষহেয়প্রত্যনীককল্যাণৈকতানং স্বেতরসমস্তবস্তুবিলক্ষণং সর্ব্বজ্ঞং সত্যসঙ্কল্পমবাপ্তসমস্তকামমনবধিকাতিশয়ানন্দং স্বলীলোপকরণভূতসমস্তচিদচিদ্বস্তুজাতশরীরতয়া তদাত্মভূতং পরং ব্রহ্ম স্বশরীরভূতে প্রপঞ্চে তন্মাত্রাহঙ্কারাদিকারণপরম্পরয়া তমঃ-শব্দবাচ্যাতিসূক্ষ্মাচিদ্বস্ত্বেকশেষে সতি, তমসি চ স্বশরীরতয়া পৃথগ্‌বিনির্দ্দেশানর্হাতিসূক্ষ্মদশাপত্ত্যা স্বস্মিন্নেকতামাপন্নে সতি, তথাভূততমঃশরীরং ব্রহ্ম 'পূর্ব্ববৎ বিভক্তনামরূপ-চিদচিন্মিশ্রপ্রপঞ্চশরীরং স্যাম্' ইতি সঙ্কল্প্য অপ্যয়ক্রমেণ জগচ্ছরীরতয়া আত্মানং পরিণময়তীতি সর্ব্বেষু বেদান্তেষু পরিণামোপদেশঃ।

তথৈব বৃহদারণ্যকে কৃৎস্নস্য জগতো ব্রহ্মশরীরত্বং ব্রহ্মণস্তদাত্মকত্বং চ আম্নায়তে—"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি, এষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ"

["পরিণামাৎ" অর্থ—] পরিণামস্বভাবত্ব হেতু। অভিপ্রায় এই যে, এখানে পরব্রহ্ম সম্বন্ধে যে, পরিণামের উপদেশ করা হইতেছে, পরিণামের স্বাভাবিকত্বনিবন্ধনই তাহা দোষাবহ হয় না ; বরং ইহা দ্বারা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ অপ্রতিহত ঐশ্বর্য্যই প্রকাশিত হয়। এইরূপই পরিণামের উপদেশ করা হয় যে, নিজের শরীরস্থানীয় জগৎপ্রপঞ্চ প্রথমতঃ তন্মাত্র ও অহঙ্কারাদিরূপ কারণ-পরম্পরাক্রমে একমাত্র 'তমঃ'শব্দবাচ্য অতিসূক্ষ্ম অচেতন বস্তুস্বরূপমাত্রে পরিণত হয় ; সেই তমঃও আবার ব্রহ্মেরই শরীর ; সুতরাং ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌রূপে নির্দ্দেশের অযোগ্য, এরূপ অতিসূক্ষ্ম দশাপ্রাপ্ত হয়, এইরূপে ক্রমে ব্রহ্মেতে একীভাব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ মিশিয়া যায় ; তাহার পর, তথাভূত তমঃশরীরসম্পন্ন, এবং সর্ব্বপ্রকার উপাদেয়-কল্যাণগুণের আকরস্বরূপ, অপর সর্ব্ববস্তু-বিলক্ষণ, সর্ব্বজ্ঞ, সত্যসংকল্প, পূর্ণকাম, যদপেক্ষা অধিক নাই, এরূপ অসীম আনন্দস্বরূপ, লীলার উপকরণভূত এবং নিজেরই শরীররূপী চেতনাচেতন সমস্ত বস্তুর আত্মস্বরূপ পরব্রহ্মই 'আমি পুনশ্চ পূর্ব্ব কল্পের ন্যায় নামরূপ-বিভাগসম্পন্ন চেতনাচেতশরীরধারী হইব', এইরূপ মনস্থ করিয়া প্রলয়ক্রমে আপনাকে জগৎশরীরবিশিষ্টরূপে পরিণত করেন ; ইহাই সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রোপদিষ্ট পরিণাম, (অন্যপ্রকার নহে)।

বৃহদারণ্যকোপনিষদেও ঠিক এইরূপই সমস্ত জগৎ ব্রহ্মশরীর বলিয়া এবং ব্রহ্মও সে সমুদয়ের আত্মা বলিয়া পঠিত আছেন—'যিনি পৃথিবীতে আছেন, পৃথিবী হইতে পৃথক্, পৃথিবী যাঁহাকে জানে না ; পৃথিবী যাঁহার শরীর, এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে পরিচালিত করেন, তিনিই তোমার অন্তর্যামী অমৃতস্বরূপ আত্মা', এই হইতে আরম্ভ করিয়া—'জল যাঁহার শরীর,

[বৃহদা০ ৫।৭।৩] ইত্যারভ্য "যস্যাপঃ শরীরং, যস্যাগ্নিঃ শরীরং, যস্যান্তরিক্ষং শরীরং, যস্য বায়ুঃ শরীরং, যস্য দ্যৌঃ শরীরং, যস্যাদিত্যঃ শরীরং, যস্য দিশঃ শরীরং, যস্য চন্দ্রতারকং শরীরং, যস্যাকাশঃ শরীরং, যস্য তমঃ শরীরং, যস্য তেজঃ শরীরং, যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি শরীরং, যস্য প্রাণঃ শরীরং, যস্য বাক্ শরীরং, যস্য চক্ষুঃ শরীরং, যস্য শ্রোত্রং শরীরং, যস্য মনঃ শরীরং, যস্য ত্বক্ শরীরং, যস্য বিজ্ঞানং শরীরং, যস্য রেতঃ শরীরম্" ইত্যেবমন্তেন কাণ্বপাঠে; মাধ্যন্দিনে তু পাঠে বিজ্ঞানস্য স্থানে "যস্যাত্মা শরীরম্" ইতি বিশেষঃ। লোক-যজ্ঞ-বেদানাং পরমাত্মশরীরত্বমধিকম্। সুবালোপনিষদি চ পৃথিব্যাদীনাং তত্ত্বানাং পরমাত্মশরীরত্বমভিধায় বাজসনেয়কেঽনুক্তানামপি তত্ত্বানাং শরীরত্বম্, ব্রহ্মণ আত্মত্বঞ্চ শ্রূয়তে—"যস্য বুদ্ধিঃ শরীরং, যস্যাহঙ্কারঃ শরীরং, যস্য চিত্তং শরীরং, যস্যাব্যক্তং, শরীরং, যস্যাক্ষরং শরীরং, যো মৃত্যু-মন্তরে সঞ্চরন্, যস্য মৃত্যুঃ শরীরং, যং মৃত্যুর্ন বেদ, এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মাপ-হতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ" ইতি। অত্র—মৃত্যু-শব্দেন পরম-সূক্ষ্মমচিদ্বস্তু-তমঃ-শব্দবাচ্যমভিধীয়তে, "অব্যক্তমক্ষরে লীয়তে, অক্ষরং তমসি লীয়তে" ইতি তস্যামেবোপনিষদি ক্রমপ্রত্যভিজ্ঞানাৎ। সর্ব্বেষামাত্মনাং

অগ্নি যাঁহার শরীর, অন্তরিক্ষ যাঁহার শরীর, বায়ু যাঁহার শরীর, দ্যুলোক যাঁহার শরীর, আদিত্য যাঁহার শরীর, দিক্‌সমূহ যাঁহার শরীর, চন্দ্র ও তারাগণ যাঁহার শরীর, আকাশ যাঁহার শরীর, তমঃ (অতিসূক্ষ্মভূত) যাঁহার শরীর, তেজঃ যাঁহার শরীর, সমস্ত ভূত যাঁহার শরীর, প্রাণ যাঁহার শরীর, বাক্ যাঁহার শরীর, চক্ষুঃ যাঁহার শরীর, শ্রোত্র যাঁহার শরীর, মনঃ যাঁহার শরীর, ত্বক্ যাঁহার শরীর, বিজ্ঞান যাঁহার শরীর, রেতঃ যাঁহার শরীর' ইতি। ইহা গেল কাণ্বশাখীয় পাঠ; কিন্তু মাধ্যন্দিন শাখাতে 'বিজ্ঞান' স্থানে 'আত্মা যাঁহার শরীর' এইমাত্র পাঠগত বিশেষ আছে; অধিকন্তু লোক, যজ্ঞ এবং বেদকেও পরমাত্মার শরীর বলা হইয়াছে। সুবালোপনিষদেও পৃথিব্যাদি পদার্থগুলিকে পরমাত্মার শরীর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া বৃহদারণ্যকে অনুক্ত তত্ত্বগুলিকেও শরীরস্থানীয় বলিয়া ব্রহ্মকে তাহার আত্মা রূপে নির্দ্দেশ করিতে দেখা যায়। যথা—'বুদ্ধি যাঁহার শরীর, অহঙ্কার যাঁহার শরীর, চিত্ত যাঁহার শরীর, অব্যক্ত যাঁহার শরীর, অক্ষর যাঁহার শরীর, এবং যিনি মৃত্যুর অন্তরে সঞ্চরণ করেন, মৃত্যু যাঁহার শরীর, মৃত্যু যাঁহাকে জানে না, তিনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, নিষ্পাপ, দিব্য এক দেবতা—নারায়ণ।' এখানে 'মৃত্যু'শব্দে তমঃশব্দবাচ্য অতি সূক্ষ্ম অচেতনপদার্থই অভিহিত হইতেছে; কারণ, সেই উপনিষদেই 'অব্যক্ত অক্ষরে লীন হয়, অক্ষর তমে লীন হয়', এইরূপ লয়ক্রম পরিজ্ঞাত হইতেছে। সেই তমই সমস্ত

জ্ঞানাবরণানর্থ-মূলত্বেন তদেব হি তমো মৃত্যুশব্দব্যপদেশ্যম্। সুবালোপনিষদি এবং ব্রহ্মশরীরতয়া তদাত্মকানাং তত্ত্বানাং ব্রহ্মণ্যেব প্রলয় আম্নায়তে—"পৃথিবী অপ্সু প্রলীয়তে, আপস্তেজসি লীয়ন্তে; তেজো বায়ৌ লীয়তে, বায়ুরাকাশে লীয়তে, আকাশমিন্দ্রিয়েষু, ইন্দ্রিয়াণি তন্মাত্রেষু, তন্মাত্রাণি ভূতাদৌ লীয়ন্তে, ভূতাদির্ম্মহতি লীয়তে, মহানব্যক্তে লীয়তে, অব্যক্তমক্ষরে লীয়তে, অক্ষরং তমসি লীয়তে, তমঃ পরে দেব একীভবতি" ইতি। অবিভাগাপত্তি-দশায়ামপি চিদচিদ্বস্তুতিসূক্ষ্মং সকর্ম্মসংস্কারং তিষ্ঠতীত্যুত্তরত্র বক্ষ্যতে—"ন কর্ম্মাবিভাগাৎ ইতি চেন্নানাদিত্বাদুপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ" [ব্রহ্মসূ° ২।১।৩৫] ইতি।

এবং স্বস্মাদ্বিভাগব্যপদেশানর্হতয়া পরমাত্মন্যেকীভূতাত্যন্তসূক্ষ্ম-চিদচিদ্বস্তুশরীরাৎ একস্মাদেব অদ্বিতীয়াৎ নিরতিশয়ানন্দাৎ সর্ব্বজ্ঞাৎ সত্য-সংকল্পাৎ ব্রহ্মণো নামরূপবিভাগার্হ-স্থূলচিদচিদ্বস্তুশরীরতয়া বহুভবন-সংকল্পপূর্ব্বকো জগদাকারেণ পরিণামঃ শ্রূয়তে—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" "তস্মাদ্বা এতস্মাদ্ বিজ্ঞানময়াদন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ" [তৈত্তি° আন° ৫-২] "এষ হ্যেবানন্দয়াতি" [তৈত্তি° আন° ৭-৭] "সোঽকাময়ত

আত্মার জ্ঞানাবরণ দ্বারা অনর্থ-সম্পাদনের মূলীভূতকারণ, এইজন্য 'মৃত্যু'শব্দেও উল্লেখযোগ্য। বিশেষতঃ সেই সুবালোপনিষদেই ব্রহ্মের শরীর বলিয়া ব্রহ্মাত্মক তত্ত্বসমূহের ব্রহ্মেই বিলয় উক্ত হইতেছে—'পৃথিবী জলে লীন হয়, জল তেজে, তেজ বায়ুতে লীন হয়, বায়ু আকাশে লীন হয়, আকাশ ইন্দ্রিয়সমূহে, ইন্দ্রিয়সমূহ তন্মাত্রে, তন্মাত্র সমূহ আবার ভূতাদি-অহঙ্কারে লীন হয়, অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে লীন হয়, মহত্তত্ত্ব অব্যক্তে লীন হয়, অব্যক্ত আবার অক্ষরে লীন হয়, অক্ষরও তমেতে লীন হয়, সেই তমঃ আবার পরদেবতায় (পরমাত্মায়) একীভূত হয়।' অবিভাগাবস্থায়ও যে, অতিসূক্ষ্ম চেতনাচেতন বস্তুনিচয় প্রাক্তন কর্ম্মের সংস্কারবিশিষ্টরূপেই অবস্থিতি করে, তাহাও পশ্চাৎ—'যদি বল, বিভাগ না থাকায় [সৃষ্টির প্রারম্ভে] কর্ম্ম উৎপন্ন হইতে পারে না; না—তাহাও বলিতে পার না; [সৃষ্টির] অনাদিত্ব নিবন্ধনই এইরূপ সিদ্ধান্ত উপপন্ন হয়, এবং এইরূপ উপলব্ধিও হইয়া থাকে।' এই সূত্রে কথিত হইবে।

এই প্রকারে ব্রহ্ম হইতে বিভাগ-ব্যবহারের অযোগ্য বলিয়া ব্রহ্মের সহিত একীভূত অত্যন্ত সূক্ষ্ম চেতনাচেতনবস্তুময়-শরীরধারী, সর্ব্বাতিশয় আনন্দময়, সর্ব্বজ্ঞ ও সত্যসংকল্প এক অদ্বিতীয় সেই ব্রহ্মেরই যে, বহুরূপ প্রাপ্তির জন্য সংকল্পপূর্ব্বক নাম-রূপবিভাগযোগ্য চেতনাচেতনাত্মক স্থূলবস্তুময়শরীরবিশিষ্টরূপে জগদাকারে পরিণাম, তাহা আরও বহু স্থলে শ্রুত হইতেছে—'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ', 'সেই এই বিজ্ঞানময় হইতেও সূক্ষ্ম অপর আত্মা আনন্দময়।'

বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি, স তপোঽতপ্যত, স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত, যদিদং কিঞ্চ। তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ, তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ, নিরুক্তং চানিরুক্তম্ চ নিলয়নং চানিলয়নং চ বিজ্ঞানং চাবিজ্ঞানং চ সত্যং চানৃতং চ সত্যমভবৎ" [তৈত্তি০ আন০ ৬-২] ইতি। অত্র তপঃশব্দেন প্রাচীনজগদাকারপর্য্যালোচনরূপং জ্ঞানমভিধীয়তে "যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ" [মু০ ১।১।৯] ইত্যাদিশ্রুতেঃ। প্রাক্ সৃষ্টং জগৎসংস্থানমালোচ্য ইদানীমপি তৎসংস্থানং জগদসৃজদিত্যর্থঃ। তথৈব হিব্রহ্ম সর্ব্বেষু কল্পেষ্বেকরূপমেব জগৎ সৃজতি।

"সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবং চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষমথো স্বঃ" [তৈত্তি০ নারা০ ৬-২৪],
"যথর্ত্তুষ্বৃতুলিঙ্গানি নানারূপাণি পর্য্যয়ে।
দৃশ্যন্তে তানি তান্যেব, তথা ভাবা যুগাদিষু"।
[বিষ্ণু০ পু০ ১।৭।৬৭] ইতি শ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ।

তদয়মর্থঃ—স্বয়মপরিচ্ছিন্ন-জ্ঞানানন্দস্বভাবোঽত্যন্তসূক্ষ্মতয়া অসৎকল্প-স্বলীলোপকরণচিদচিদ্বস্তুশরীরতয়া তন্ময়ঃ পরমাত্মা বিচিত্রানন্তক্রীড়নকোপা

'ইনিই অপরকে আনন্দিত করেন', 'তিনি কামনা করিলেন—বহু হইব, জন্মিব; তিনি তপস্যা করিলেন, তপস্যা করিয়া এই যাহা কিছু আছে, তৎসমস্ত সৃষ্টি করিলেন, এবং তাহা সৃষ্টি করিয়া তদভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সৎ ও ত্যৎ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বস্তুস্বরূপ হইলেন, এবং নিরুক্ত ও অনিরুক্ত, নিলয়ন (যাহাতে বিলীন হয়) ও অনিলয়ন, বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান, সত্য ও অসত্য হইলেন।' এখানে 'তপঃ'শব্দে পূর্ব্বকল্পীয় জগতের স্বরূপ পর্য্যালোচনারূপ জ্ঞানই অভিহিত হইতেছ; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—'জ্ঞানই যাঁহার (ব্রহ্মের) তপঃ।' ইহার অর্থ এই যে, সৃষ্টির প্রথমে জগতের পূর্ব্বতন আকৃতি আলোচনা করিয়া তখনও তদনুরূপ জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ব্রহ্ম যে, সমস্ত কল্পেতে সেই একই রূপ জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন, তাহা নিম্নলিখিত শ্রুতিস্মৃতি হইতেও জানা যাইতেছে—'বিধাতা ঠিক পূর্ব্বের ন্যায় সূর্য্য ও চন্দ্র নির্ম্মাণ করিলেন, এবং দ্যুলোক, পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও স্বর্লোক সৃষ্টি করিলেন।' 'পর্য্যায়ক্রমে বিভিন্ন ঋতুতে যেরূপ বিভিন্নপ্রকার পূর্ব্বপূর্ব্ব ঋতুচিহ্ন সমূহ দৃষ্ট হইয়া থাকে; যুগের আদিতে [পূর্ব্বকল্পীয়] পদার্থসমূহও তদ্রূপ [দৃষ্ট হয়]।'

অতএব, ইহার তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ—[প্রলয়কালে] পরমাত্মার লীলোপকরণ চেতনাচেতন-বস্তুময়শরীরটি অত্যন্ত সূক্ষ্মতাবশতঃ অসৎ বলিয়াই পরিগণিত হয়, এইজন্য স্বয়ং অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান ও আনন্দস্বভাব পরমাত্মা পুনশ্চ অনন্তবৈচিত্র্যময় আপনার লীলোপকরণসমূহ সমুৎপাদনের

দিৎসয়া স্বশরীরভূত-প্রকৃতিপুরুষসমষ্টি-পরম্পরয়া মহাভূতপর্য্যন্তমাত্মানং তত্তচ্ছরীরকং পরিণময্য তন্ময়ঃ পুনঃ সত্ত্যচ্ছব্দবাচ্য-বিচিত্রচিদচিন্মিশ্র-দেবাদিস্থাবরান্ত-জগদ্রূপোঽভবদিতি। "তদেবানুপ্রাবিশৎ,তদনুপ্রাবিশ্য",[তৈত্তিং আনং ৬-৩] ইতি কারণাবস্থায়ামাত্মতয়াবস্থিতঃ পরমাত্মৈব কার্য্যরূপেণ বিক্রিয়মাণদ্রব্যস্যাপ্যাত্মতয়া অবস্থায় তত্তদভবদিত্যুচ্যতে। এবং পরমাত্ম-চিদচিৎ-সঙ্ঘাতরূপজগদাকারপরিণামে পরমাত্ম-শরীরভূতচিদংশগতাঃ সর্ব্ব এবাপুরুষার্থাঃ; তথাভূতাচিদংশগতাশ্চ সর্ব্বে বিকারাঃ; পরমাত্মনি কার্য্যত্বম্; তদবস্থয়োস্তয়োর্নিয়ন্তৃত্বেনাত্মত্বম্; পরমাত্মা তু তয়োঃ শরীরভূতয়োর্নিয়ন্তৃতয়াত্মভূতস্তদ্গতাপুরুষার্থৈর্ব্বিকারৈশ্চ ন স্পৃশ্যতে; অপরিচ্ছিন্নজ্ঞানানন্দময়ঃ সর্ব্বদৈকরূপ এব জগৎপরিবর্ত্তনলীলয়াবতিষ্ঠতে। তদেতদাহ—"সত্যং চানৃতং চ সত্যমভবৎ" ইতি। বিচিত্রচিদচিদ্রূপেণ বিক্রিয়মাণমপি ব্রহ্ম সত্যমেবাভবৎ—নিরস্তনিখিলদোষগন্ধমপরিচ্ছিন্নজ্ঞানানন্দমেকরূপমেবাভবদিত্যর্থঃ। সর্ব্বাণি চিদচিদ্বস্তূনি সূক্ষ্মদশাপন্নানি স্থূলদশাপন্নানি চ পরস্য ব্রহ্মণো লীলোপকরণানি; সৃষ্ট্যাদয়শ্চ লীলেতি ভগবদ্দ্বৈপায়ন-পরাশরাদিভিরুক্তম্।

ইচ্ছায় স্বীয় শরীরস্থানীয় প্রকৃতি-পুরুষসমুদায়পরম্পরাক্রমে মহাভূতপর্য্যন্ত আপনাকে বিশেষ বিশেষ শরীরাকারে পরিণত করিয়া নিজেও তন্ময় হইয়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষাত্মক বিচিত্র চেতনাচেতনসমন্বিত—দেবতা হইতে স্থাবরপর্য্যন্ত সমস্ত জগদাকারে পরিণত হইলেন। 'তিনি তাহারই মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া', এই বাক্যে কথিত হইতেছে যে, জগতের কারণাবস্থায় অবস্থিত পরমাত্মাই কার্য্যাকারে পরিণমমান বস্তুরও আত্মারূপে অবস্থান করিয়া তত্তৎবস্তুস্বরূপ হইয়াছিলেন। পরমাত্মার উক্তপ্রকারে যে, চেতনাচেতনসমষ্টিরূপ জগদাকারে পরিণাম, তাহাতে পরমাত্মার শরীরস্থানীয় চেতনাংশগত সমস্তই অপুরুষার্থ, অর্থাৎ জীবের প্রকৃত মঙ্গলকর নহে; এবং পরমাত্মার শরীরভূত অচেতনপদার্থগত সমস্ত বিকার (পরিণাম), পরমাত্মগত কার্য্যত্ব এবং সেই অবস্থায় যে, চেতন ও অচেতনের নিয়ামকরূপে আত্মত্ব; স্বশরীরভূত সেই চেতনাচেতনের নিয়ামকরূপে আত্মস্বরূপ পরমাত্মা কিন্তু স্বশরীরগত উক্ত অনর্থরাশি ও বিকার দ্বারা স্পৃষ্ট হন না; পরন্তু অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ তিনি সর্ব্বদা একরূপ থাকিয়া জগতের পরিবর্ত্তনরূপ লীলা সম্পাদন করত অবস্থান করেন। এই কথাই 'সেই সত্যস্বরূপ পরমাত্মা সত্য ও অসত্যস্বরূপ হইলেন' বাক্যে অভিহিত হইয়াছে। [অভিপ্রায় এই যে,] ব্রহ্ম চেতনাচেতনরূপে বিকারপ্রাপ্ত হইয়াও স্বয়ং সত্যই ছিলেন, অর্থাৎ সর্ব্ববিধ দোষসম্বন্ধশূন্য ও অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপে একরূপই ছিলেন। সূক্ষ্মাবস্থাপন্নই হউক,

"অব্যক্তাদি বিশেষান্তং পরিণামর্দ্ধিসংযুতম্।
ক্রীড়া হরেরিদং সর্ব্বং ক্ষরমিত্যুপধার্য্যতাম্ ॥"

"ক্রীড়তো বালকস্যেব চেষ্টাং তস্য নিশাময়" [বিষ্ণু, পু০ ১।২।১৮] "বালঃ ক্রীড়নকৈরিব" [বায়ুপু০ উত্তর০,৩৬।৯৬] ইত্যাদিভিঃ। বক্ষ্যতি চ— "লোকবত্তু লীলা-কৈবল্যম্" [ব্রহ্মসূ০, ২।১।৩৩] ইতি। "অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ" [শ্বেতা০৪।৯] ইতি ব্রহ্মণি জগদ্রূপতয়া বিক্রিয়মাণেঽপি তৎপ্রকারভূতাচিদংশগতাঃ সর্ব্বে বিকারাস্তৎপ্রকারভূত-ক্ষেত্রজ্ঞগতাশ্চাপুরুষার্থা ইতি বিবেক্তুং প্রকৃতি-পুরুষয়োর্ব্রহ্মশরীরভূতয়োস্তদানীং তথা নির্দ্দেশানর্হাতিসূক্ষ্মদশাপত্ত্যা ব্রহ্মণৈকীভূতয়োরপি ভেদেন ব্যপদেশঃ, "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" [তৈত্তি০ আন০ ৭] ইত্যাদিভিরৈকার্থ্যাৎ। তথাচ মানবং বচঃ—

"সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীর্য্যমপাসৃজৎ" [মনু০ ১।৮]

আর স্থূলাবস্থাপন্নই হউক, চেতনাচেতন সমস্তই পরব্রহ্মের লীলোপকরণ। সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্য যে, ভগবানেরই লীলা, তাহা ভগবান্ দ্বৈপায়ন এবং পরাশর প্রভৃতিও বলিয়াছেন—

'পরিণামসংযুক্ত অব্যক্তাদি বিশেষপর্য্যন্ত (স্থূল বিকার পর্য্যন্ত) এই সমস্তই হরির ক্রীড়া; ইহাকে 'ক্ষর' বলিয়া অবধারণ করিবে।' 'তাঁহার চেষ্টাকেও (ব্যাপারকেও) ক্রীড়াশীল বালকের চেষ্টার ন্যায় জানিবে'; 'বালক যেমন ক্রীড়নক (পুতুল) দ্বারা [খেলা করে]' ইত্যাদি। [সূত্রকারও] বলিবেন—'লোকব্যবহারের ন্যায় সৃষ্টি কেবল ঈশ্বরের লীলা মাত্র', 'মায়াধীশ্বর এই প্রকৃতি হইতে এই বিশ্বসৃষ্টি করেন; অন্যে (জীব) আবার তাহাতেই (বিশ্বেই) মায়া দ্বারা আবদ্ধ হয়'। এখানে বলা হইল যে, ব্রহ্ম জগদাকারে বিকারাপন্ন হইলেও যত কিছু বিকার, তৎসমস্তই তাঁহার শরীরস্থানীয় অচেতনাংশে প্রতিষ্ঠিত; আর যত কিছু অপুরুষার্থ বা অনর্থ, তৎসমস্তই পরমাত্মশরীরস্থানীয় ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞক জীবনিষ্ঠ। এই ব্যবস্থা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যেই ব্রহ্মের শরীরভূত, অথচ তৎকালে ঐরূপ নির্দ্দেশের অযোগ্য অতিসূক্ষ্মাবস্থাপ্রাপ্তিহেতু ব্রহ্মের সহিত একীভাবাপন্ন হইলেও প্রকৃতি ও পুরুষের ঐরূপে ভেদব্যপদেশ করা হইয়াছে; কারণ, তাহা হইলেই 'তিনি নিজেই আপনাকে [জগদ্রূপে পরিণত] করিলেন', ইত্যাদির সহিত একার্থতা রক্ষা পায়। সেইরূপ মনুবচনও আছে—'তিনি (ঈশ্বর) আপন শরীর হইতে বিবিধ প্রজাসৃষ্টির ইচ্ছায় প্রথমতঃ জলই সৃষ্টি করিলেন, এবং তন্মধ্যে বীর্য্য নিক্ষেপ করিলেন'। অতএব, ব্রহ্মের

ইতি। অতএব ব্রহ্মণো নির্দ্দোষত্ব-নির্ব্বিকারত্বশ্রুতয়শ্চোপপন্নাঃ। অতো ব্রহ্মৈব জগতো নিমিত্তমুপাদানঞ্চ ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৭ ॥

যোনিশ্চ হি গীয়তে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৮ ॥

[পদচ্ছেদঃ—যোনিঃ (উপাদানকারণ, বলিয়া) চ (ও) হি (যেহেতু) গীয়তে (কথিত) হন।]

[সরলার্থঃ—'হি—যস্মাৎ "যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ", "কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্ম-যোনিম্" ইত্যাদিষু পরমাত্মা যোনিঃ চ উপাদানকারণত্বেনাপি গীয়তে কীর্ত্ত্যতে। যোনিশব্দশ্চ নিয়তোৎপত্তিকারণে উপাদানকারণে এব নিরূঢ়ঃ; তস্মাৎ পরমেশ্বরস্য নিমিত্তকারণত্ববৎ উপাদানকারণত্বমপি সিধ্যতীত্যর্থঃ ॥

যেহেতু 'ধীরগণ যে ভূতযোনিকে (সর্ব্বভূতের উপাদানকে) দর্শন করিয়া থাকেন', জগৎ-কর্ত্তা ও ব্রহ্মযোনি ঈশ্বর পুরুষকে [দর্শন করেন]', ইত্যাদি শ্রুতিতে পরমেশ্বর সর্ব্বভূতের উপাদান কারণ বলিয়াও পঠিত আছেন; অতএব তিনি কেবল নিমিত্তকারণ নহে, উপাদান কারণও বটে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৮ ॥]

ইতশ্চ জগতো নিমিত্তমুপাদানঞ্চ ব্রহ্ম, যস্মাৎ যোনিত্বেনাপি অধীয়তে "কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্" [মুণ্ড০ ৩। ১। ৩] ইতি। "যদ্ ভূত-যোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ" [মুণ্ড০ ১। ১। ৬] ইতি চ। যোনিশব্দশ্চ উপাদানবচন ইতি "যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ" [মুণ্ড০ ১। ১। ৭] ইতি বাক্যশেষাদবগম্যতে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৮ ॥ [সপ্তমং প্রকৃত্যধিকরণম্ ॥ ৭]

[সর্ব্বব্যাখ্যানাধিকরণম্।]

এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৯ ॥

[পদচ্ছেদঃ—এতেন (ইহা দ্বারা) সর্ব্বে (সমস্ত) বেদান্তাঃ (বেদান্তবাক্য) ব্যাখ্যাতাঃ (বর্ণিত হইল)।]

[সরলার্থঃ—এতেন "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইত্যাদিনা—"যোনিশ্চ হি গীয়তে" ইত্যন্তেন প্রদর্শিতেন ন্যায়েন সর্ব্বে বেদান্তাঃ ব্যাখ্যাতাঃ ব্রহ্মপরতয়া নির্ণীতা ইত্যর্থঃ। "ব্যাখ্যাতাঃ" ইতি দ্বিরুক্তিরধ্যায়সমাপ্ত্যর্থা ॥

"জন্মাদ্যস্য যতঃ" হইতে আরম্ভ করিয়া "এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতাঃ" পর্য্যন্ত সূত্রসমূহে যে ন্যায় প্রদর্শিত হইল, ইহা দ্বারাই সমস্ত বেদান্ত-বাক্যের ব্রহ্মপরত্ব নির্ণীত হইল ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৯ ॥]

নির্দ্দোষত্ব ও নির্ব্বিকারত্ব প্রতিপাদক শ্রুতিসমূহও উপপন্ন হইতেছে; অতএব ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ; (প্রকৃতি নহে) ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৭ ॥ [সপ্তম প্রকৃত্যধিকরণ সমাপ্ত। ৭ ॥]

এতেন পাদচতুষ্টয়োক্তন্যায়কলাপেন, সর্ব্ববেদান্তেষু জগৎকারণপ্রতি-পাদনপরাঃ সর্ব্বে বাক্যবিশেষাঃ চেতনাচেতনবিলক্ষণ-সর্ব্বজ্ঞ-সর্ব্বশক্তি-ব্রহ্মপ্রতিপাদনপরা ব্যাখ্যাতাঃ। "ব্যাখ্যাতাঃ" ইতি পদাভ্যাসোঽধ্যায়পরিসমাপ্তিদ্যোতনার্থঃ ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৯ ॥

সর্ব্বব্যাধিকরণম্।

ইতি শ্রীভগবদ্-রামানুজবিরচিতে শারীরকমীমাংসাভাষ্যে
প্রথমাধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ ॥১॥৪॥
সমাপ্তশ্চায়ং প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

এই কারণেও ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ; যেহেতু তিনি যোনিরূপেও পঠিত হন। [যথা—] জগতের কর্ত্তা, ঈশ্বর ও উপাদান ব্রহ্ম পুরুষকে [দর্শন করেন]', এবং 'ধীরগণ যে ভূতযোনিকে দর্শন করেন' ইতি। 'যোনি'শব্দ যে উপাদানকারণবাচক, তাহা বাক্যশেষগত 'উর্ণনাভি যেমন সৃষ্টি ও উপসংহার করে' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যাইতেছে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৮ ॥

উক্ত পাদচতুষ্টয়ে যে সমস্ত ন্যায় অর্থাৎ যুক্তিপ্রণালী প্রদর্শিত হইল, তাহা দ্বারাই সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রে জগৎকারণ-প্রতিপাদক বিশেষ বিশেষ বাক্যসমুদয়ের যে, চেতনাচেতনবিলক্ষণ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি ব্রহ্মকারণপ্রতিপাদনেই তাৎপর্য্য, তাহা নির্ণীত হইল। অধ্যায়ের সমাপ্তিসূচনার জন্য 'ব্যাখ্যাত' শব্দের দ্বিরুক্তি হইয়াছে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৯ ॥ [সর্ব্বব্যাখ্যাননামক অষ্টম অধিকরণ ॥ ৮]

ইতি শ্রীমদ্রামানুজবিরচিত-শ্রীভাষ্যের প্রথমাধ্যায়ে চতুর্থপাদের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ১ ॥ ৪ ॥
প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥
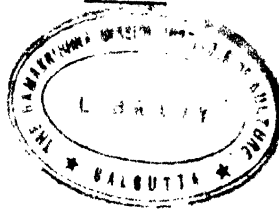
প্রথম অধ্যায়ে—

প্রথম পাদে—সূত্র—৩২। অধিকরণ—১১।
দ্বিতীয় পাদে—সূত্র—৩৩। অধিকরণ—১১।
তৃতীয় পাদে—সূত্র—৪৪। অধিকরণ—১০।
চতুর্থ পাদে—সূত্র—২৯। অধিকরণ -৮।